হিন্দুদের দেবদেবী

উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

প্রথম পর্ব

ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
এম্. এ. (ট্রিপ্‌ল্), পি-এইচ্. ডি.,
কাব্যপুরাণতীর্থ, সাহিত্যভারতী।

ফার্মা কেএলএম (প্রাইভেট) লিমিটেড
কলিকাতা-৭০০০১২ * * *

প্রকাশক :
ফার্মা কেএলএম (প্রাইভেট) লিমিটেড,
২৫৭বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২।

প্রথম প্রকাশ—১৯৬০

মুদ্রক :
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ জানা
মর্ম্মবাণী প্রেস
১৭-এ, যোগীপাড়া বাই লেন.
কলিকাতা-৭০০০০৬।

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই :
যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়
রবীন্দ্রসাহিত্যে আর্য প্রভাব
বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ধারা
বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্য পরিচয়
মন্দির ত্যজি যব (উপন্যাস)

মদীয় কুলগৌরব
বিশ্রুতকীর্তি বঙ্গবিখ্যাত পণ্ডিত
স্বর্গীয় হরিনারায়ণ তর্কপঞ্চানন
ও
তৎপুত্র বিদ্বজ্জনাগ্রগণ্য
স্বর্গত শ্রীরামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ
মহাশয়দ্বয়ের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে
এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

নিবেদন

ভারতীয় সভ্যতার গোড়াপত্তনের কাল নির্ণয় যেমন অসাধ্য ব্যাপার, তেমনি অসাধ্য ভারতবর্ষীয়দের দেবতাদের উদ্ভবকাল নিরূপণ করা। সেই কোন্ অজ্ঞাত অতীত থেকে আজ পর্যন্ত কত হাজার বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষে দেবতাদের রূপকল্পনা, উপাসনা ও পূজার্চনা চলে আসছে তার কোন হিসাব মেলা সহজ নয়। দেবতাদের আকার প্রকারেরও কত বৈচিত্র্য! কত বৈচিত্র্যময় কাহিনী দেবতাদের সম্বন্ধে! দেশী-বিদেশী বহু শিক্ষিত মানুষকেই এ বিষয়ে কৌতুহলী করে তুলেছে। নিছক কৌতুহলবশেই অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে এ বিষয়ে একটু আধটু পড়াশুনা শুরু করেছিলাম অনেকদিন আগে। এ বিষয়ে যতটুকু জেনেছি, যতটুকু বুঝেছি, তাতে কৌতুহল আরও বর্ধিত হয়েছে—সনাতন ভারতবর্ষের সনাতন রীতি একের মধ্যে বিচিত্রের অস্তিত্ব অথবা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতির উত্তরোত্তর বিস্ময় বর্ধিত করেছে। ভারতীয় দেবতাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের একটি কৌতুহলোদ্দীপক বিস্ময়কর ইতিহাস মানসপটে প্রতিভাত হয়েছে। মানবেতিহাসের মতই বৈচিত্র্যময় সেই ইতিহাস। বেদ পুরাণ, প্রভৃতি পড়তে পড়তে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ভারতীয় ব্রহ্মণ্যধর্মে দেব উপাসনার বিবর্তন ধারা, —প্রত্যক্ষ করেছি যুগে যুগে দেবচরিত্রের নব নব রূপায়ণ,—খুঁজেছি দেবতাদের সম্পর্কে গড়ে ওঠা বৈচিত্র্যময় কাহিনীগুলির তাৎপর্য। দেবতার মূর্তি গড়ে আনন্দোৎসব ভারতবর্ষের দেব উপাসনার লক্ষ্য নয়—মূর্তি গড়ে পূজার রীতিও চিরন্তন নয়। অমৃতের অধিকারী দেবকুলের আয়ুষ্কালও অনন্ত নয়। জন্মমৃত্যু-রূপান্তরের মধ্য দিয়েই চলেছে দেবতাদের সংসার। দেবতাদের কেন্দ্র করে যুগে যুগে গড়ে উঠেছে কত উপাখ্যান—কত কাহিনী। অনেক উপাখ্যান আজগুবি, অবিশ্বাস্য মনে হলেও এদের মধ্যে রয়েছে গভীরতর সত্যের ব্যঞ্জনা। সাধারণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কালে কালে এইসব গল্প-কাহিনী নির্মিত হয়েছিল। অধিকাংশ গল্প-কাহিনীর উদ্ভব বৈদিকযুগে—এগুলিরও কালে কালে রূপান্তর সাধিত হয়েছে। এদের রূপকাবরণ উন্মোচন আজ দুঃসাধ্য। রূপক উন্মোচন সম্ভব হলে সত্যের জ্যোতিতে মনপ্রাণ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দেবচরিত্র যেখানে কলঙ্কিত বোধ হয় সেখানেও প্রকৃত সত্য দেবচরিত্রকে সত্যের মহিমায় ভাস্বর করে তোলে।

ভারতীয় দেবতাদের সম্পর্কে দেশী বিদেশী বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই সকল গ্রন্থ অসম্পূর্ণ বলে আমার মনে হয়েছে। জড় প্রকৃতির উপাসক নয় ভারতীয় হিন্দুগণ—পাথর পূজা, পুতুল পূজাও তাঁদের অভিপ্রেত ছিল না। প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের জন্য এবং দেবতাদের স্বরূপ প্রকাশ ও বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনার জন্য একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনায় একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। সেই অনুভবের ফল এই গ্রন্থ।

একদা যখন ছাত্র ছিলাম, সেই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুণ্যশ্লোক মহামহোপাধ্যায় সীতারাম শাস্ত্রীর নিকট বেদাধ্যয়নের সৌভাগ্য হয়েছিল। বেদের সকল দেবতাকেই তিনি আদিত্যরূপে ব্যাখ্যা করতেন। তখন অপরিণত বুদ্ধিতে ব্যাপারটা দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল। পরবর্তীকালে বেদাদি শাস্ত্রপাঠকালে আচার্যকৃত বেদভাষ্যের তাৎপর্য মনে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। মহামহোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা আজ আর স্মরণে নেই। কিন্তু তাঁর প্রতিপাদ্য আদিত্যের মতই ভাস্বর বোধ হয়েছে। তাই দেবতত্ত্বের সত্য উদ্‌ঘাটনে জগতের আত্মাস্বরূপ আদিত্যের ভাস্বর জ্যোতিতেই অবগাহন করেছি।

দীর্ঘকালের অনুশীলনে ভারতীয় দেবদেবীদের চমকপ্রদ বৈচিত্র্যময় ইতিবৃত্ত রচনা করেছিলাম নিছক খেয়ালবশে। চেষ্টা করেছি দেবদেবীর স্বরূপ আলোচনায় —গল্পকাহিনীর রূপকের খোলস ছাড়িয়ে সত্যকে প্রকাশ করতে। আমার ব্যক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিতে হয়েছে—আমার বক্তব্যের পরিপোষক এবং ভিন্ন মতাবলম্বী দেশী-বিদেশী পণ্ডিতবর্গের রচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করতে হয়েছে। তাতে হয়ত কর্মব্যস্ত মানুষের স্বল্পতর অবসর যাপনের পক্ষে গ্রন্থটি গুরুভারও হয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু মন নূতনতর চিন্তার খোরাক পাবেন এই গ্রন্থে, এ আমার বিশ্বাস। যাতে অর্থবোধে অসুবিধা না হয়, সেইজন্য শাস্ত্রাদি বচনের খ্যাতনামা অনুবাদককৃত অনুবাদও উদ্ধৃত করেছি। অনুবাদকের নামও তৎসঙ্গে উল্লেখ করেছি। যেখানে অনুবাদকের নাম অনুপস্থিত, সেখানে অনুবাদ আমার স্বয়ংকৃত। বাহুল্যবোধে ইংরাজী উদ্ধৃতির অনুবাদ দিই নি।

প্রথমে গ্রন্থটির নাম দিয়েছিলাম ভারতের দেবদেবী। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীদের সম্পর্কে উপযুক্ত আলোচনা না থাকায় গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে হিন্দুদের দেবদেবী করেছি। আমার জ্ঞানের পরিধিতে যে সকল দেবদেবীর

অস্তিত্ব বর্তমান,—তাঁদের সকলকেই আমি এই গ্রন্থে স্থান দিয়েছি। হয়ত আমার জ্ঞানরাজ্যের সীমা বহির্ভূত আরও বহু দেবতা আছেন যাঁদের আমি আমার গ্রন্থে স্থান দিতে পারি নি। একক চেষ্টায় সীমীত সামর্থ্যে সারা ভারতের অগণিত দেবতার ইতিকথা রচনা সম্ভবপর নয়। আমি আমার সাধ্যমত প্রয়াস করেছি —এতেই আমি তৃপ্ত। বৌদ্ধ ও জৈন দেবতাদের সম্পর্কে পরবর্তীকালে আলোচনার ইচ্ছা আপাততঃ মনেই রইলো।

এই গ্রন্থ রচনাকালে কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের সহায়তা নিতে ত হয়েছেই, উপরন্তু নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারেরও সাহায্য নিয়েছি যথেষ্ট পরিমাণে। তৎকালীন গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত যশোদাগোপাল গোস্বামী যথেষ্ট সহৃদয়তা প্রকাশ করেছিলেন। গ্রন্থাগারদ্বয়ের কর্তৃপক্ষ ও কর্মিবৃন্দের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। নবদ্বীপ নিবাসী প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নিমাইচাঁদ গোস্বামী তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার শ্রীবাস অঙ্গন লাইব্রেরী ব্যবহার করার সুযোগ দিয়ে অশেষ কৃতজ্ঞতায় ঋণে বেঁধেছেন।

এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়ে বিদগ্ধজনের হাতে উঠবে,—এ আশা কোনদিন করি নি। কিন্তু এ বিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই উদ্যোগী হলেন সহকর্মী অধ্যাপক বন্ধুবর ডঃ মহেন্দ্রনাথ বৈরাগী। আর আশ্বাস ও উৎসাহ পেলাম ফার্মা কেএল্‌এম্ (প্রাঃ) লিমিটেড্-এর শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে। এঁদের কাছে আমি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। গ্রন্থ পরিকল্পনাকালে উৎসাহ পেয়েছিলাম বেদজ্ঞ অধ্যাপক সহকর্মী স্বর্গত প্রবোধকুমার ভট্টাচার্য ও বহুশাস্ত্রবিদ্ সহকর্মী অধ্যাপক স্বর্গীয় সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। গ্রন্থ রচনা এবং প্রকাশনা তাঁদের প্রত্যক্ষ-গোচর করতে পারি নি তাঁদের অকাল তিরোধানের জন্য—আমার এ আক্ষেপ রয়েই গেল। আচার্য ডঃ সুকুমার সেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পড়ে অমূল্য অভিমত প্রকাশ করায় আমার সকল প্রয়াস সার্থকতায় মণ্ডিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রন্থ প্রকাশে আর্থিক সাহায্য দিয়ে বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় দিয়েছেন। এজন্য সরকারের কর্ণধারদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায় গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমার ভার লাঘব করেছেন। তাঁর সহৃদয়তা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি।

ফার্মা কেএলএম-এর কর্মিবৃন্দ বিশেষতঃ সম্পাদকীয় বিভাগের শ্রীযুক্ত শ্রীপতি-প্রসাদ ঘোষ এবং নিউ-ব্যারাকপুর নিবাসী শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী ও মর্মবাণী

প্রেসের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা ছাড়া এই গ্রন্থ এত তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হওয়া সম্ভব ছিল না। এঁদের সকলের কাছেই আমার ঋণ রইলো।

এই বিশালায়তন গ্রন্থের কিদয়ংশ প্রথমপর্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। বৈদিক দেবতাদের সম্পর্কিত আলোচনা দিয়ে প্রথমপর্ব শেষ করেছি। যদিও হিন্দু দেবতাদের বৈদিক দেবতা, পৌরাণিক দেবতা প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়,—কারণ সকল দেবকল্পনারই উৎস বিশাল বৈদিক গ্রন্থাবলী,—বেদ থেকে পুরাণে বা পুরাণোত্তর যুগে তাঁদের রূপান্তর হয়েছে মাত্র—তথাপি যে সকল দেবতার প্রাধান্য বৈদিক যুগেই ছিল—পুরাণের যুগে যাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন অথবা একান্ত গৌণ বা নামেমাত্র পর্যবসিত হয়েছেন,—তাঁদেরই ইতিবৃত্ত এই প্রথম পর্ব বিধৃত হয়েছে। পর্যায়ান্তরে পুরাণ-প্রসিদ্ধ দেবতা—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, তাঁদের গণ বা রূপান্তর এবং শক্তি-দেবতা—দুর্গা-কালী-সরস্বতী প্রভৃতির স্বরূপেতিহাস স্থান পাবে। প্রথম পর্ব যদি সুধীজনের আদরণীয় হয়, তাহলেই আমার সকল আয়াস সফল জ্ঞান করবো। দ্বিতীয় পর্বকেও যতশীঘ্র সম্ভব কৌতূহলী পাঠকের হাতে তুলে দিতে প্রয়াসী হব। বহু দেবতার বিকাশের মূলে যে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর, তাঁর করুণাতেই পরবর্তী পর্ব নির্বিঘ্নে প্রকাশিত হবে বলে আশা করছি। শত প্রযত্নেও মুদ্রণ-প্রমাদের ভ্রূকুটী এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলেই এ বিষয়ে সহৃদয় পাঠকের মার্জনা পাওয়ার আশা রাখছি।

যদিও বৈদিকযুগে দেবতার মূর্তি গড়ে পূজার রীতি ছিল না, তথাপি মন্ত্রময়ী দেবতার একপ্রকার রূপ মন্ত্রগুলি থেকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পুরাণে, তন্ত্রে দেবতাদের সুস্পষ্ট মূর্তির বিবরণ আছে। দেবতাদের ক্রমবিবর্তন বোঝাতে দেবতাদের বৈদিক ও পৌরাণিক রূপকল্পনা অনুসারে কতকগুলি চিত্র মৎপ্রদত্ত বর্ণনা অনুসারে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। দেবমূর্তির রেখাচিত্রের পরিকল্পনা করেছেন পারুলিয়া নিবাসী প্রসিদ্ধ সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। শ্রীমান্ পরিমল সাহা, শ্রীমান্ অনিলকুমার ঘোষ, আমার পুত্র শ্রীমান্ গৌতম ভট্টাচার্য এবং কন্যা শ্রীমতী চিত্রলেখা ভট্টাচার্য গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুতে সহায়তা করে আমার আন্তরিক আশীর্বাদভাজন হয়েছে। তাদের কল্যাণ কামনা করি।

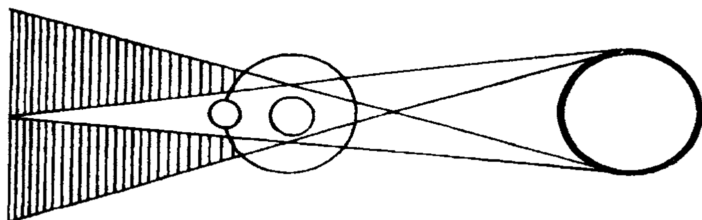
শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য



বৈদিক দক্ষ



বৈদিক সূর্য্য

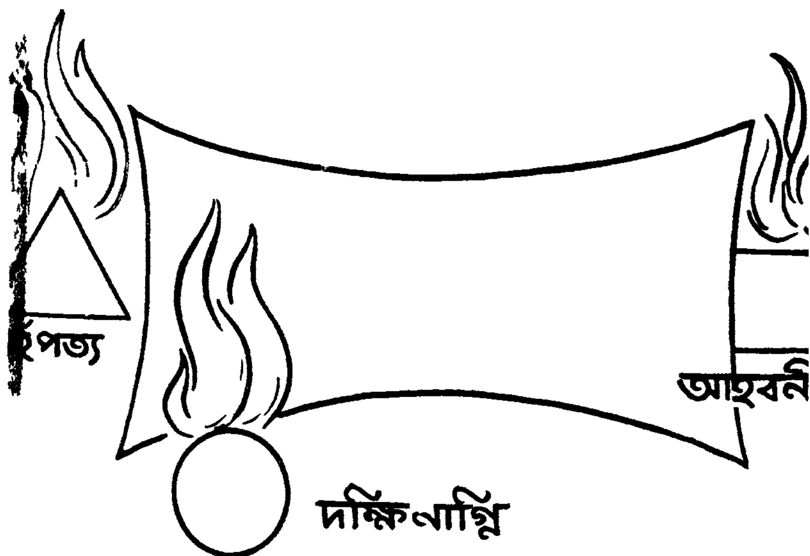


বৈদিক সোম

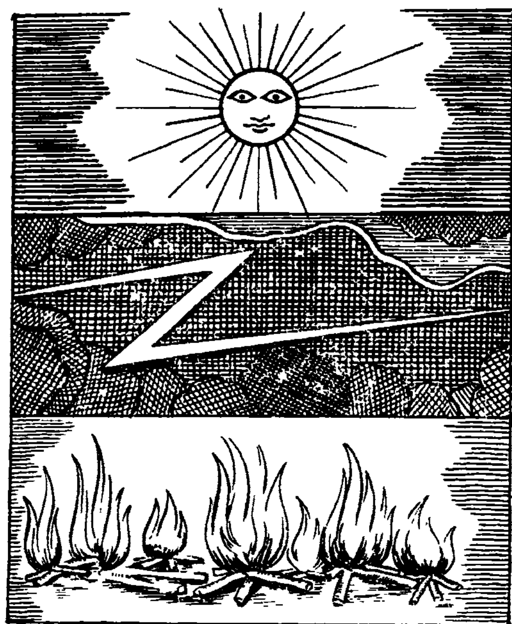


বৈদিক মরুৎগণ





তিন যজ্ঞীয় অগ্নি



তিন অগ্নি



পূষা



পুরাণের বৃহস্পতি



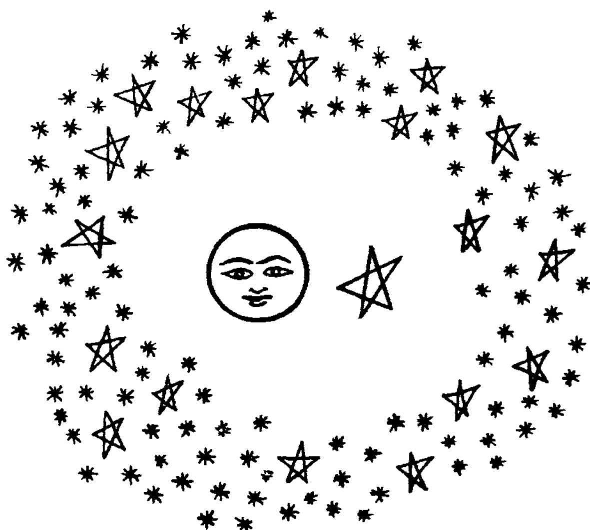
পৌরানিক সূর্য্য



পুরাণের বরুণ



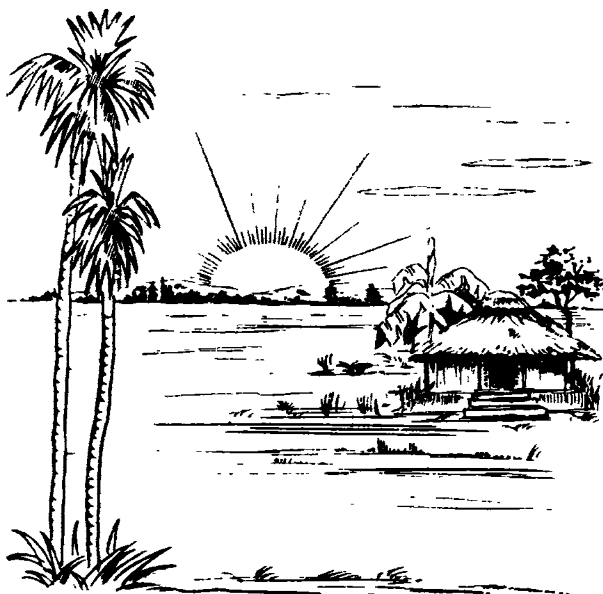
পুরাণের বায়ু



পুরাণের সোম



পুরাণের দক্ষ



বরুণের স্বরূপ


পবনের রূপান্তর


পুরাণের যম



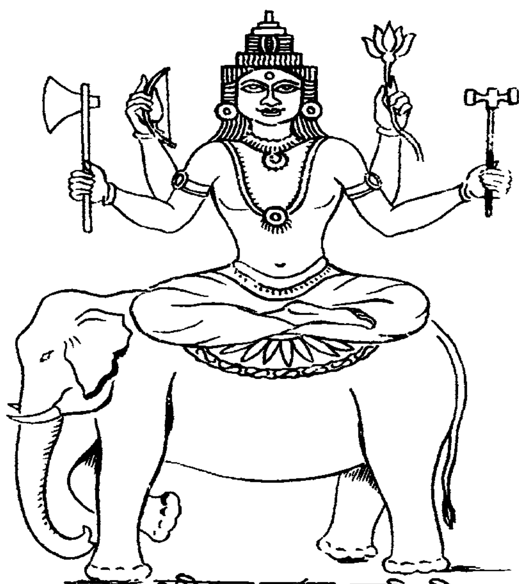
বৃত্রহন্তা ইন্দ্র



সোমপায়ী স্ফীতোদর ইন্দ্র



ছাগ বাহন শিখামণ্ডিত অগ্নি



হস্তীবাহন চতুর্ভুজ - দেবশিল্পী

আর্যধর্মের বিবর্তন

আর্যধর্ম মূলতঃ একেশ্বরবাদী হওয়া সত্বেও এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণক্রিয়া অনুসারে পরিকল্পিত বহু দেবদেবীর উপাসনা বৈদিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত। দেবতার চরিত্রের যেমন পরিবর্তন ঘটেছে যুগে যুগে,—তেমনি দেব-উপাসনার পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। বৈদিক যুগে অগ্নিকে দেবতার মুখ এবং দূতরূপে গ্রহণ করে দেবগণের প্রতিনিধি প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে হবি (ঘৃত, পিষ্টক, পায়স, পশুর বপা, মাংস প্রভৃতি) অর্পণ করা হোত। এই যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান নিছক কুসংস্কার ছিল না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিত্যনৈমিত্তিক বিস্ময়কর কার্যাবলী একটি বিরাট যজ্ঞরূপে প্রতিভাত হয়েছিল ঋষিদের মনে। বিশ্বের অত্যাশ্চর্য সৃজন ক্রিয়া একটি অখণ্ড যজ্ঞকর্ম ভিন্ন কিছুই নয়। এই অখণ্ড যজ্ঞক্রিয়ার মধ্য দিয়েই চলেছে সৃষ্টিস্থিতিলয়ের অবিচ্ছিন্ন গতি। এই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা যজ্ঞেশ্বর এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর। আর্যদের যাগকর্ম বিশ্বযজ্ঞের প্রতীক। যজ্ঞেশ্বরকে তৃপ্ত করার জন্য পার্থিব যজ্ঞের অনুষ্ঠান। "The vedic ritual aimed at resembling more and more perfectly the very ritual, through which the universe exists. The household fire was the image of cosmic fire. The universe in turn was but a vast sacrifice, in which Fire, the great fearful and violent god constantly devoured the gigantic oblation of all that was gentle and soft."[১]

দেবতাদের তুষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে আত্মজ্ঞানলাভের সাধনাও প্রচলিত ছিল। আত্মা তথা ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন বামদেব, পুরুকুৎস, ইন্দ্র, বাক্ প্রভৃতি ঋষিগণ। পরবর্তীকালে আর্যদের ঈশ্বরোপাসনায় যাজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা আত্মস্বরূপ উপলব্ধি অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে। বহু দেবতার পরিবর্তে এক ঈশ্বরের সর্বময় অস্তিত্বের অনুভব উপনিষদের ঋষিদের ধর্মচর্যার প্রধান বিষয় হয়েছে। তবে যজ্ঞানুষ্ঠান একেবারে অপ্রচলিত কখনও হয় নি। পৌরাণিক যুগে আবার বহুদেবতার উপাসনা বহুলতা লাভ করেছে। নিরাকার সর্বময়

১ Hidu Polytheism—Alain Danielou, page 68.

ব্রহ্মের ধারণা সর্বসাধারণের পক্ষে সম্ভবপর না হওয়ায় এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ কর্মের প্রকাশ লক্ষ্য করে বহু দেবতার পরিকল্পনা হয়েছে। বৈদিক দেবতারা অনেক রূপ পরিবর্তন করে পৌরাণিক যুগে আবির্ভূত হয়েছেন নব কায়া নিয়ে, অনেক প্রাচীন দেবতার উপাসনা বিলুপ্ত হয়েছে, আবার অনেক নূতন নূতন দেবতারও আবির্ভাব হয়েছে।

দেব-উপাসনার রীতি-প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়েছে। পৌরাণিক যুগের দেব-পূজায় বৈদিক যজ্ঞ এবং ব্রহ্মচিন্তা পরিবর্তিত আকারে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই যুগে দেবতাকে প্রত্যক্ষগোচর করে তোলার জন্য প্রস্তরময়ী অথবা মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করে পূজার আয়োজন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। পূজাবিধিতে দশোপচার, পঞ্চোপচার অথবা ষোড়শোপচারে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার রীতি প্রচলিত হয়েছে। এই পূজা-ক্রমে মানবিক প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্যাদি দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করার ব্যবস্থা। আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্ক, আচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র নৈবেদ্যাদি নিবেদনের মধ্যে দেবতাকে মানবিকরূপে গ্রহণ করার প্রবণতা স্পষ্ট। ভগবদ্গীতাতেই দেখা যায় যে—পুষ্প, ফল, জল প্রভৃতি দেবোদ্দেশে উৎসর্গিত হোত। শ্রীভগবান বলেছেন,

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥[১]

—পত্র (তুলসী), পুষ্প, ফল, জল যে ভক্তিভরে আমাকে প্রদান করে, আমি সেই ভক্তের ভক্তির উপহার গ্রহণ করি।

দেবতার রূপ কল্পনায় এবং দেবতার সঙ্গে পিতা-মাতার সম্পর্ক স্থাপনে দেবতাকে মানবিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। কর্ম ও জ্ঞানের স্থান গ্রহণ করেছে ভক্তি। এই পূজাবিধির অন্যতম অঙ্গ ধ্যান,—দেবতার রূপ ও স্বরূপ-চিন্তন এবং দেবতার নাম বা বীজমন্ত্র জপ। ধ্যানকালে দেবতার সঙ্গে পূজক বা সাধকের একাত্মতার ভাবনা প্রয়োজন। জপকালে অনন্যমনা হয়ে দেবতায় চিত্ত নিবেশ। ধ্যানে উপনিষদের ব্রহ্মচিন্তা নবরূপ পেয়েছে, আর জপে এসেছে চিত্তের একাগ্রতা। অথচ বারণ চমস (কোশাকুশী) সহযোগে দেবপূজা, প্রাণায় স্বাহা ইত্যাদি পঞ্চমন্ত্রে পঞ্চপ্রাণের আহুতি প্রদান যাগ-যজ্ঞেরই সংক্ষিপ্ত রূপ নয় কি? যজ্ঞে অগ্নিতে প্রদত্ত ঘৃতের স্বনাভিষিক্ত

১ গীতা—৯।২৬

সর্বজীবের প্রাণভূত—কারণরূপ সলিল বা জল। আবার প্রতিমা পূজায় হোম বা যজ্ঞ অপরিহার্য অঙ্গ। এই হোম-যাগও বৈদিক যাগযজ্ঞ থেকেই আগত। হোম-যাগে বৈদিক মন্ত্রাদি পাঠ করা হয়। বিষ্ণু বা বিষ্ণুর রূপভেদ ছাড়া অন্যান্য দেবতার পূজায় বিশেষতঃ শক্তিপূজায় পশুবলির রীতি আছে। যূপকাষ্ঠে পশু-বলিদানের প্রথাও বৈদিক কর্মকাণ্ড থেকেই আগত। যাগক্রিয়া ও স্বরূপধ্যান ছাড়া দেবপূজায় আরও কিছু প্রক্রিয়া বর্তমান যেগুলি এসেছে তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতি থেকে। তান্ত্রিক সাধনার উৎস বেদ হলেও তন্ত্রসাধনার ক্রিয়া প্রক্রিয়া রীতি নীতি বৈদিক ধর্মচর্যা থেকে পৃথক পথ অনুসরণ করেছে। প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, বীজমন্ত্র জপ প্রভৃতি তান্ত্রিক সাধনার অঙ্গীভূত হলেও যে কোন দেবার্চনার ক্ষেত্রে অবশ্যকর্তব্যরূপে গৃহীত হয়েছে। এইভাবে বৈদিক দেবার্চনা ক্রম-বিবর্তনের পথে উপনিষদের আত্মচিন্তন ও তান্ত্রিক রীতির সঙ্গে অন্বিত হয়ে এবং মানবিক প্রয়োজনবোধ সম্পৃক্ত হয়ে একটি সহজতর পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে।

ভারতীয় ধর্মচর্যার যেমন একটি বিবর্তনধারা প্রত্যক্ষগম্য তেমনি, ভারতীয় দেবতাদেরও একটি ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস সুস্পষ্ট। বেদ থেকে উপনিষদ—উপনিষদ থেকে পুরাণ—পুরাণ থেকে লৌকিক রীতিতে একই দেবচরিত্রের কত পরিবর্তন কত রূপান্তর ঘটেছে তার বিবরণ যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি চমকপ্রদ। এককালে প্রধান দেবতা পরবর্তীকালে হয়েছেন অপ্রধান। কত দেবতার ঘটেছে বিলুপ্তি; আবার কত কত নতুন দেবতার হয়েছে আবির্ভাব। একদা প্রাধান্যহীন দেবতার হয়েছে উচ্চতর মহিমায় অধিষ্ঠান, আবার কোন কোন মহাপ্রতাপশালী দেবতা গৌরব হারিয়ে কোন প্রকারে অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছেন। আর্যেতর সংস্কৃতি থেকে কত দেবতা এসেছেন হিন্দুদেবসভায়, কত দেবতা এসেছেন পুরাণতন্ত্র এমন কি বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্য দিয়ে আধুনিক হিন্দু দেবতার মিছিলে। এইভাবে ঋগ্বেদের তেত্রিশ দেবতা হলেন তেত্রিশ কোটী।

এক সময়ে ইন্দ্র ও অগ্নি ছিলেন দেবসমাজের সর্বোচ্চ স্থানে—পরে তাঁদের চরিত্রের কত পরিবর্তন ঘটেছে, আধুনিককালে তাঁরা নামে মাত্র জীবিত অথবা ভিন্নরূপে প্রতিভাত। অথচ বেদে বিষ্ণু অপ্রধান হয়েও পুরাণে এবং পুরাণোত্তর হিন্দু সমাজে অন্যতম প্রধান দেবতা। রুদ্র রুদ্রত্ব হারিয়ে হলেন শিব। শক্তি দেবতার অস্তিত্বের সুস্পষ্ট চিত্রের অভাব বেদে থাকলেও পুরাণে ও তন্ত্রে বহু বিচিত্র রূপে তাঁর প্রকাশ; আধুনিককালেও তাঁর প্রভাব অপ্রতিহত। দেবতাদের এই

উত্থানপতন ও জন্মান্তরের ইতিবৃত্ত অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক। দেবতাদের এই চমকপ্রদ বিবরণের ইঙ্গিত ঋগ্বেদেই আছে। ঋষি ছোট-বড়, যুবক-বৃদ্ধ সকল দেবতাদের প্রণাম জানাতে গিয়ে বলেছেন :

নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো
নমো যুবভ্যো নম আশিনেভ্যঃ।[১]

—প্রসিদ্ধ (মহৎ) দেবগণকে আমি প্রণাম করিতেছি ; নব প্রসিদ্ধিসম্পন্ন দেবগণকে আমি প্রণাম করিতেছি; লুপ্তগৌরব বৃদ্ধগণকে আমি প্রণাম করিতেছি।[২]

ঋক্‌টীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সায়নাচার্য লিখেছেন, "মহদ্ভ্যঃ গুণৈরধিকা, অর্ভকা গুণৈঃ শূন্যাঃ যুবানঃ তরুণাঃ আশিনা বয়সা ব্যাপ্তা বৃদ্ধাঃ।"—(অর্থাৎ) মহৎ দেব অর্থে অধিকগুণসম্পন্ন দেবতা, অর্ভক শব্দের অর্থ গুণশূন্য, যুবা অর্থে তরুণদেবতা আশিন শব্দের অর্থ বয়োবৃদ্ধ দেবতা।

ঋগ্বেদের সময়েই দেবতাদের শ্রেণীবিভাগের যে ইঙ্গিত এখানে পাই তা আজ পর্যন্ত সমস্ত হিন্দুদেবতাদের বিবর্তনের ইতিহাস। পুরাণে বিভিন্ন দেবতা সম্পর্কে বহুতর উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। এই সকল উপাখ্যান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপক এবং এগুলির মূল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈদিক যুগ পর্যন্ত প্রসারিত। অনেক পৌরাণিক উপাখ্যানেরই জন্ম হয়েছিল ব্রাহ্মণের যুগে। এইগুলি পুরাণে পল্লবিত হয়েছে। এই উপাখ্যানগুলির বিবর্তন দেবতাদের বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত।

মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ যজ্ঞক্রিয়াকে প্রতীক রূপেই গ্রহণ করেছেন।—"It is not the sacrificial Fire that is capable of these functions, nor can it be any material flame or principle of physical heat and light Yet throughout the symbol of the sarificial Fire is maintained It is evident that we are in the presence of a mystic symbolism to which the fire, the sacrifice, the priest are only out-word figures of a deeper teaching and yet figures which it was thought necessary to maintain and to hold constantly in front".[৩]

১ ঋগ্বেদ—১।২৭।১৩ ২ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী

৩ On the Veda, page 74.

শ্রীঅরবিন্দ বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানকে ঐশ্বরিক চেতনালাভের উপায়রূপে গ্রহণ করেছেন। যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলন তাঁর নিকট দৈব প্রেরণাপ্রজ্বলনের রূপক—Kinding of the divine flame."[১]

বৈদিক অগ্নি-উপাসনা কালক্রমে বহুদেবতার উপাসনায় পর্যবসিত হয়েছে। কালক্রমে যজ্ঞানুষ্ঠান জটিল, প্রাণহীন ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছিল বলে মনে হয়। যাগযজ্ঞের মাধ্যমে দেবতাদের কৃপালাভ ছিল সেকালের আর্যদের লক্ষ্য। ঋগ্বেদে যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে দেবতার কৃপালাভ এবং যজ্ঞকারীর ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ কামনা নিহিত ছিল। পরে দেবতার মূর্তি যজ্ঞের স্থান গ্রহণ করলো। বিচিত্র পথে গড়ে উঠলো বিভিন্ন দেবতার মূর্তি পরিকল্পনা। পুরাতন যুগের দেবতারা প্রাধান্য হারিয়ে কেউ গেলেন লুপ্ত হয়ে কেউ বা নামে মাত্র জীবিত রইলেন। পুরাণের যুগে প্রধান হলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—আরও পরে প্রাধান্য পেলেন বিষ্ণু ও শিব আর শক্তিদেবতা দুর্গা-কালী।

---

১ On the Veda, page 279.

বেদের একেশ্বরত্ব

হিউমের মতে, প্রাচীনকালের সকলদেশের সকল মানুষই ছিল বহু দেবতার উপাসক। 'It is a matter of incontestability that about seventeen hundred years ago all mankind were polytheists. The doubtful or sceptical principles of a few philosophers or the theism, and that not entirely pure, of one or two nations, form no objections worth-regarding Behold, then, the clear testimony of history: the farther we mount up into antiquity, the more do we find mankind plunged into polytheism, no marks no symtoms of any more perfect religion. The most ancient records of human race still present us with that system as the popular and established creed. The north, the south, the east, the west, give their unanimous testimony to the same fact."[১]

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আদিম মানুষের ধর্মবিশ্বাস যাই হোক না কেন, ভারতবর্ষের দেব-উপাসনা বহুদেবতায় বিশ্বাস সত্ত্বেও একেশ্বরের উপাসনায় পর্যবসিত। ঋগ্বেদ যে পৃথিবীর আদিমতম ধর্মগ্রন্থ, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ভারতীয় সাহিত্যেরও প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ। সময় সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও ঋগ্বেদের নিম্নতম সময়-সীমা দুহাজার খৃষ্টপূর্বাব্দের পরে নয়। সাধারণতঃ পঞ্চ-সহস্র খৃষ্টপূর্বাব্দ অথবা আরো বহুপূর্বকাল পর্যন্ত ঋগ্বেদের সময়সীমা প্রসারিত। পৃথিবীর এই প্রাচীনতম মহাগ্রন্থ থেকে পাঁচ-সাত হাজার কিংবা আরও পূর্ববর্তীকালের মানুষের ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মচর্যার যে বিশ্বস্ত আলেখ্য পাওয়া যায়, তা আর কোথাও সুলভ নয়। ভারতীয় আর্যধর্মের প্রভাব এককালে পৃথিবীর নানা দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ঋগ্বেদের দেব-উপাসনার বৈশিষ্ট্যই বহুর মধ্যে একত্বের অনুভূতি। একজন পাশ্চাত্য ভারততত্ত্ববিদ এ সম্পর্কে লিখেছেন: 'The Hindus have from time immemorial believed in the existence of one Supreme Being, in the immortality of soul and in a future state of reward and punishment: but in their opinion respecting the nature of Supreme Being they are unquestionable pantheists"[২]

১ Hume's Essays—Vol. II page 408.

২ Hindu Mythology—Lieut. col. Vans. Kunedy.

ঋগ্বেদে বহুদেবতার উপাসনা দৃষ্ট হয়। দেবতাদের যজ্ঞে আহ্বান করা হয়েছে এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে হবিঃ অর্পিত হয়েছে। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, সোম, সূর্য, পূষণ্, মরুৎ, দ্যৌঃ, পর্জন্য, অশ্বিদ্বয়, পৃথিবী, অদিতি, সরস্বতী প্রভৃতি বহুদেবতার অস্তিত্ব ঋগ্বেদের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। অন্যান্য বৈদিক সংহিতা এবং ব্রাহ্মণেও বহু দেবতার অর্চনা স্থান লাভ করেছে। সুতরাং বৈদিক আর্যগণ যে বহুদেবতায় বিশ্বাসী ছিলেন, এ মত প্রায় সর্বজন স্বীকৃত। আধুনিক হিন্দুধর্ম বৈদিক ধর্মোপাসনার বিবর্তন ও রূপান্তরের ফলে গড়ে উঠেছে। সেইজন্যই আধুনিক হিন্দুধর্মেও বহু দেবতার পূজা প্রচলিত। বরঞ্চ দেবতার সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হতে হতে বিপুল আকার ধারণ করেছে।

ঋগ্বেদে দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ :

যে দেবাসো দিব্যেকাদশ স্থ পৃথিব্যা মধ্যেকাদশ স্থ।
যে অপ্‌সুক্ষিতো মহিনৈকাদশ স্থ তে দেবাসো যজ্ঞমিমং যুষধ্বম্ ॥[১]

—যে দেবগণ স্বর্গে একাদশ, পৃথিবীর উপরেও একাদশ, যখন অন্তরীক্ষে বাস করেন তখনও একাদশ, তাঁহারা নিজ মহিমায় যজ্ঞ সেবা করেন।[২]

অপর একটী ঋকে আছে :

আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভির্যাতং মধু পেয়মশ্বিনা ॥[৩]

—হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! ত্রিগুণ একাদশ (তেত্রিশ) দেবগণের সহিত মধুপানার্থ এখানে আইস।[৪]

ঋষি অপর একটী মন্ত্রে অগ্নিকে উদ্দেশ করে বলেছেন, "ত্রয়স্ত্রিংশতমাবহ।"[৫] —হে অগ্নি, তুমি তেত্রিশজন দেবতাকে এখানে নিয়ে এস।

অথর্ববেদেও ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতার উল্লেখ আছে। তেত্রিশসংখ্যক দেবতাকে তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে :

যে দেবা দিব্যেকাদশ স্থঃ তে দেবাসো হবিরিদং যুষধ্বম্ ॥
যে দেবা অন্তরিক্ষ একাদশ স্থ তে দেবাসো হবিরিদং যুষধ্বম্ ॥
যে দেবাঃ পৃথিব্যাং একাদশ স্থ তে দেবাসো হবিরিদং যুষধ্বম্ ॥[৬]

---

১ ঋগ্বেদ—১।৩৯।১১ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৩ ঐ —১।৩৪।১১ ৪ তদেব
৫ ঐ —১।৪৫।২ ৬ অথর্ববেদ—১৯।৪।২৭।১১-১৩

—যে দেবগণ দ্যুলোকে (স্বর্গে) একাদশ সংখ্যক তাঁরা এই হবি গ্রহণ করুন। যে দেবগণ অন্তরীক্ষে (আকাশে) একাদশ তাঁরা এই হবি গ্রহণ করুন। যে দেবগণ পৃথিবীতে একাদশ তাঁরা এই হবি গ্রহণ করুন।

ঋগ্বেদের পূর্বোদ্ধৃত মন্ত্রটীতে (১।১৩৯।১১) ও দেবগণকে স্বর্গবাসী, মর্তবাসী ও অন্তরীক্ষবাসী—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। তৈত্তিরীয় সংহিতাতে[১] ও স্বর্গ অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে স্থিত মোট তেত্রিশজন দেবতার উল্লেখ আছে। তেত্রিশ সংখ্যক দেবতার বিবরণ প্রসঙ্গে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন, "অষ্টৌ বসবঃ, একাদশ রুদ্রা, দ্বাদশ আদিত্যাঃ প্রজাপতিশ্চ বষট্‌কারশ্চ।"[২] —আটজন বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি এবং বষট্‌কার মিলে তেত্রিশ দেবতা। বৃহদারণ্যকোপনিষদে তেত্রিশ সংখ্যক দেবতার তালিকায় বষট্‌কার স্থলে ইন্দ্র আসন পেয়েছেন, "ত্রয়স্ত্রিংশত্ত্বেব দেবা ইতি। কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশ-দিত্যষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাস্ত একত্রিংশদিন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশাবিতি।"[৩] -(শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাল) সেই তেত্রিশটি দেবতাই বা কে কে?—(যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,) অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য—এই একত্রিশ, আর ইন্দ্র ও প্রজাপতি দুই মিলিত হইয়া তেত্রিশ হইল।[৪]

শতপথ ব্রাহ্মণে (৪।৫।৭।২) অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, দ্যৌস্ ও পৃথিবী নিয়ে তেত্রিশ দেবতা। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণানুসারে (২।১৮) একাদশ প্রযাজ দেবতা, একাদশ অনুযাজ দেবতা এবং একাদশ উপযাজ দেবতা দ্বারা গঠিত দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ।

উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক ঋষিদের বিশ্বাস অনুযায়ী দেবতার সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশৎ। কিন্তু দেবতার নাম গণনা করলে দেখা যাবে যে প্রকৃত সংখ্যা তেত্রিশের অনেক বেশী। পূর্বোদ্ধৃত একটি ঋকে (১।৩৪।১১) তেত্রিশ দেবতার অতিরিক্ত নাসত্য বা অশ্বিদ্বয়ের এবং অপর একটি ঋকে (১।৪৫।২) অতিরিক্ত হিসাবে অগ্নির নাম পাই। আর একটি ঋকে অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য ও একাদশ রুদ্র ছাড়াও অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু উষা ও সূর্যের একত্র অবস্থানের কথা বলা হয়েছে :

---

১ তৈঃ সংহিতা—১।৪।১০।১ ২ ঐতঃ ব্রাঃ—১।১০
৩ বৃহঃ উপঃ—৩।৯।২ ৪ অনুবাদ—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

অগ্নিনেন্দ্রেণ বরুণেন বিষ্ণুনাদিত্যৈ রুদ্রৈর্বসুভিঃ সচাভুবা।
সযোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং পিবতমশ্বিনা॥[১]

—হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু, আদিত্যগণ, রুদ্রগণ ও বসুগণের সহিত একত্রে এবং উষা ও সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া সোমপান কর।[২]

কোন কোন স্থলে উল্লিখিত দেবতার সংখ্যা তেত্রিশশত উনচল্লিশ:

ত্রীনি শতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যন্॥[৩]

—তিন সহস্র তিনশত ত্রিংশৎ ও নব সংখ্যক দেবগণ অগ্নিকে পূজা করিয়াছেন।[৪]

শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় (৩৩।৭) এই মন্ত্রটি উদ্ধৃত হয়েছে। সুতরাং যজুর্বেদের মতেও ৩৩৩৯ জন দেবতা আছেন। সায়নাচার্য মনে করেন যে দেবতার সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে তেত্রিশ; ৩৩৩৯ সংখ্যা দেবতাদের মহিমা-প্রকাশক মাত্র।

বাজসনেয়ী সংহিতার একস্থানে বসু, রুদ্র এবং আদিত্যগণ ছাড়াও কয়েকজন দেবতার একত্র উল্লেখ আছে: "অগ্নির্দেবতা। বাতো দেবতা। সূর্যো দেবতা। চন্দ্রমা দেবতা। বসবো দেবতা। রুদ্রা দেবতা। আদিত্যা দেবতা মরুতো দেবতা। বিশ্বে-দেবা দেবতা। বৃহস্পতির্দেবতা। ইন্দ্রো দেবতা। বরুণো দেবতা।"[৫]

বৈদিক দেবতাগণ সংখ্যার হিসাবে যতই হোন না কেন, এ কথা নিশ্চিত বলা চলে যে, বৈদিক আর্যগণ বহু দেবতার উপাসনা করতেন। অনেক অনেক পণ্ডিতের মতে ঋগ্বেদে বহুদেবতার উপাসনা ক্রমে ক্রমে একেশ্বরের ধারণায় পর্যবসিত হয়। দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্তেই সর্বপ্রথম একেশ্বরের ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল বৈদিক দেবতাদের সম্পর্কে লিখেছেন, "This is concerned with the worship of gods that are largely personifications of the powers of nature. The hymns are mainly invocations of these gods and are meant to accompany the oblations of the fire sacrifice of melted butter. It is thus essentially a politheistic religion, which assumes a pantheistic colouring only in a few of its latest hymns"[৬]

১ ঋগ্বেদ—৮।৩৫।১ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৩।৯।৯
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ শুক্লযজু—১৪।২০
৬ Vedic Reader, Prof. A. Macdonell, page 18.

দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্তে সর্বব্যাপী বিরাট পুরুষের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥
এতাবানস্য মহিমা তো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥[1]

—পুরুষ সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র পদ বিশিষ্ট। তিনি সমস্ত পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করে দশাঙ্গুলি পরিমিত হয়ে বিরাজমান। ভূত এবং ভবিষ্যৎ সবই সেই পুরুষ। যেহেতু তিনি অন্নের (যজ্ঞ অথবা কর্মের) দ্বারা সব কিছু অতিক্রম করেন, এতএব তিনি অমৃতত্বের ঈশ্বর (কর্তা)। এ সবই তাঁর মহিমা। তিনি এই সকল অপেক্ষাও বৃহত্তর, বিশ্বভুবনে তাঁর একটি মাত্র পাদ—দ্যুলোকে অমৃতরূপী তাঁর তিন পাদ।

এই সূক্তের বিরাট পুরুষের সঙ্গে গীতার পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ বর্ণনায় অর্জুন বলেছেন :

অনাদি মধ্যান্তমনন্তবীর্যম্। পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
অনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্ ॥ স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি।
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ ॥[2]

—উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়রহিত, অনন্ত বীর্যসম্পন্ন, অনন্ত বাহুযুক্ত, চন্দ্র-সূর্যরূপী দুই নেত্রবিশিষ্ট, জ্বলন্ত অগ্নিময় মুখসমন্বিত স্বীয় তেজের দ্বারা বিশ্বভুবন সন্তাপনকারী তোমাকে দেখছি। তুমিই দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যভাগ (অন্তরীক্ষ-লোক) এবং দিক্‌সকল ব্যাপ্ত করে বিরাজমান।

উপনিষদের ব্রহ্মের সঙ্গে ঋগ্বেদের সহস্রশীর্ষা পুরুষ ও ভগবদ্‌গীতার শ্রীকৃষ্ণের কোন তফাৎ নেই। উপনিষদ্ ব্রহ্ম সম্পর্কে বলেছেন :

অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুসী চন্দ্রসূর্যৌ
দিশঃ স্রোত্রে বাগ্বিতাশ্চ বেদাঃ।

---

১ ঋগ্বেদ—১০।৯০।১-৩
২ গীতা—১১।১৯-২০

বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা ॥[1]

—যাঁহার মস্তক দ্যুলোক, চক্ষু, চন্দ্র ও সূর্য, কর্ম দিক্‌সমূহ, বাক্য প্রকটিত বেদসমূহ, প্রাণ বায়ু, অন্তঃকরণ নিখিল জগৎ এবং যাঁহার পদ হইতে পৃথিবী জাত হয়, তিনিই সমুদয় স্থূল মহাভূতের অন্তরাত্মা।[2]

সর্বতঃ পানিপাদন্তং সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥[3]

—তাঁর হাত পা সকল দিকে প্রসারিত, তাঁর মুখ এবং মস্তক সর্বত্র বর্তমান, তাঁর কর্মও সর্বত্র- তিনি সব কিছুই ব্যাপ্ত করে বিরাজমান।

ঋগ্বেদের পুরুষ এবং উপনিষদের ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বই ঋগ্বেদে আত্মপ্রকাশ করেছে। দশম মণ্ডলের আবার একটি সূক্তে বিশ্বকর্মার মহিমা-কীর্তন প্রসঙ্গে বলা বলেছে:

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুতবিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥[4]

—সেই এক দেবতা, —সর্বব্যাপী তাঁর চক্ষু, বিশ্বময় তাঁর মুখ, —সর্বময় তাঁর হাত এবং পা, —তিনি বাহুদ্বারা স্বর্গকে সম্যক্‌রূপে স্থাপন করে, পদদ্বারা স্বর্গ-মর্ত্য সৃষ্টি করে এক অদ্বিতীয়রূপে বিরাজ করছেন।

দশম মণ্ডলেই হিরণ্যগর্ভস্তুতি আছে। হিরণ্যগর্ভও বিশ্বস্রষ্টা পালয়িতা আদি দেব।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্যাগ্রে জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।[5]

—সর্বপ্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাতমাত্রই সর্বভূতের অধীশ্বর হইলেন। তিনি পৃথিবী ও আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করিলেন। কোন্ দেবতাকে হবি দ্বারা পূজা করিব।[6]

আচার্য সায়ন 'ক' শব্দের অর্থ করেছেন 'প্রজাপতি'—বিশ্বস্রষ্টা। হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি, বিশ্বকর্মা এবং বিরাটপুরুষের অভিন্নতা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়।

---

১ মণ্ডুকোপনিষৎ—২।১।৪
২ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ
৩ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৩।১৬
৪ ঋগ্বেদ—১০।৮১।২
৫ ঋগ্বেদ—১০।১২১।১
৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত।

হিরণ্যগর্ভ পুরুষ বিশ্বকর্মা—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা—সৃষ্টির আদিতেও বর্তমান এবং সর্বময় পরিব্যাপ্ত। তিনিই সর্বব্যাপী ব্রহ্ম—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। বেদের বহুদেবতা যে তিনি ছাড়া আর কিছু নয়, এ সত্য একেবারে দিবালোকের মত স্পষ্ট। দশম মণ্ডলেই একটি ঋকে বলা হয়েছে,—"সুপর্ণং বিপ্রা কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।"[১]— পক্ষী একই আছেন, বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ তাঁহাকে কল্পনাপূর্বক অনেক প্রকার বর্ণনা করেন।[২] এই এক পক্ষী অবশ্যই প্রজাপতি বা বিশ্বকর্মা অথবা পুরুষ—উপনিষদের ব্রহ্ম।

দশম মণ্ডলের একটি সূক্ত দেবীসূক্ত নামে সুপ্রসিদ্ধ। সূক্তটিতে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ নিজেকে সকল দেবতার সঙ্গে এবং বিশ্বভুবনের সঙ্গে একাত্মতার অনুভবে ঘোষণা করেছেন :

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।[৩]

—আমিই একাদশ রুদ্র ও অষ্টবসুরূপে বিচরণ করি। আমি দ্বাদশ আদিত্য ও সমস্ত দেবতা (অথবা বিশ্বসংজ্ঞক দেবগণরূপে) বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ এই উভয় দেবকে ধারণ করিতেছি। আমি ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমার নামক দুই দেবকে ধারন করিতেছি। শত্রুদিগের সংহারকর্তা চন্দ্রকে (অভিষোতব্য সোমকে) আমি ধারণ করিতেছি।[৪]

ঋষিকবি বাকের এই আত্মানুভূতি ব্রহ্মানুভূতির সমতুল্য। সাধনার দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আত্মাস্বরূপ এক ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার তাঁর অন্তরে ঘটেছে বলেই তিনি বিশ্বদেবের সঙ্গে একাত্ম বোধ করেছেন। উপনিষদের ঋষিও ব্রহ্মানুভূতির ফলে অনুরূপভাবে ঘোষণা করেছিলেন,—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।[৫]

আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়।[৬]

---

১ ঋগ্বেদ—১০।১১৪।২৫
২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত।
৩ ঋগ্বেদ—১০।১২৫।১-২
৪ অনুবাদ—শ্যামাচরণ কবিরত্ন।
৫ শ্বেতাশ্বতর—৩।৮
৬ নৈবেদ্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সর্বভূতে বিশ্বাত্মার উপলব্ধিই ব্রহ্মোপলব্ধি। উপনিষদের ঋষির কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে :

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।[১]

—যিনি সর্বভূতকে আত্মাতে এবং আত্মাকেও সর্বভূতে দর্শন করেন, সেই সর্বাত্মার দর্শনের ফলে (কাহাকেও) ঘৃণা করেন না।[২]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ভগবান এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন :

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥[৩]

—যোগসমাহিতচিত্ত সমদর্শী পুরুষ সর্বভূতে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সর্বভূতকে প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

সর্বভূতে আত্মসাক্ষাৎকার ঘটেছিল যে ঋষিকবির, তিনি যে একেশ্বরে বিশ্বাসী, সে কথা বলাই বাহুল্য। বহু দেবতায় বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও একেশ্বরবাদের স্ফূর্তি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে সম্যক্‌ভাবে ঘটেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু পণ্ডিতদের মতে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলটী অন্যান্য মণ্ডলের তুলনায় পরবর্তী-কালের রচনা। Dr. A. B. Keith লিখেছেন, "The tenth book also displays both in metrical form and linguistic details, signs of more recent origin than the bulk of the collection."[৪]

ডঃ বি. কে. ঘোষ লিখেছেন, "That the tenth Mandala is later in origin than the first nine is, however, perfectly certain from the evidence of the language"[৫]

ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদে মনীষী রমেশ চন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের সহিত যেরূপ সামবেদের সম্পর্ক সেইরূপ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সহিত অথর্ববেদের সম্পর্ক। অথর্ববেদের অনেকগুলি সূক্ত এই দশম মণ্ডল হইতে লওয়া। দশম মণ্ডল ঋগ্বেদ রচনাকালের শেষ অংশে রচিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে, তাহা আমরা ক্রমশঃ নির্দেশ করিব।"[৬]

---

১ ঈশোপনিষৎ—৬ ২ অনুবাদ—দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ
৩ গীতা—৬।২৯ ৪ Cambridge History of India, vol. I, page 77.
৫ Vedic Age, page 227. ৬ ঋগ্বেদ সংহিতা—বঙ্গানুবাদ, ২য়, পৃঃ ১৩১৪

রমেশচন্দ্র পুরুষসূক্ত সম্পর্কে লিখেছেন, "ঋগ্বেদ রচনাকালের অনেক পরে এই অংশ রচিত হইয়া প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।"[১] বিশ্বকর্মা সম্পর্কিত ৮১ সংখ্যক সূক্তটিকেও রমেশচন্দ্র পরবর্তীকালে রচিত বলে স্থির করেছেন। তিনি হিরণ্যগর্ভ সূক্তটীকে "অপেক্ষাকৃত আধুনিক" বলে রায় দিয়েছেন।

দেশী বিদেশী পণ্ডিতগণের এই অভিমত স্বীকার করে নিলেও একথা সত্য যে, ঋগ্বেদের যে কোন অংশ বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় রচিত যে কোন গ্রন্থ অপেক্ষা প্রাচীনতর। এ বিষয়ে পণ্ডিত ভিন্‌তারনিৎস্‌ (Winternitz) Alfred Ludwing-এর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে সমর্থন করেছেন। উদ্ধৃতিটী নিম্নরূপ :

"The Rigveda pre-supposes nothing of that which we know in Indian literature, while on the other hand, the whole of Indian literature and the whole of Indian life presuppose the Veda."[২]

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে একেশ্বরের ধারণা ও অনুভূতি সুস্পষ্ট এবং সুতীব্র, একথা সত্য। কিন্তু এই বিশেষ অনুভব কেবলমাত্র দশম মণ্ডলেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। অন্যান্য মণ্ডল থেকেও অনুরূপ চিন্তা-ভাবনার যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব। চতুর্থ মণ্ডলে পুরুকুৎসপুত্র ত্রসদস্যু রাজা ঋষিকবি বাকের মতই আত্মোপলব্ধির কথা ঘোষণা করেছেন :

অহং রাজা বরুণো মহ্যং অন্যসূর্যাণি প্রথমা ধারয়ন্ত।
ক্রতু সচন্তে বরুণস্য দেবা রাজাসি কৃষ্টেরুপমস্য বব্রেঃ ॥
অহমিন্দ্রো বরুণস্তে মহিত্বোবী গভীরে রজসী সুমেকে।
অষ্টেব বিশ্বভুবনানি বিদ্বান্‌ৎসমৈরয়ং রোদসী ধারয়ং চ ॥[৩]

—আমিই রাজা বরুণ, আমার জন্যই দেবগণ সেই প্রসিদ্ধ অসুর-বিঘাতক শক্তি ধারণ করেন। আমি সকলের ঈশ্বর। আমি ইন্দ্র, আমি বরুণ, মহৎ বিস্তীর্ণ দুরবগাহ স্বরূপবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবী (রজসী) আমিই। সকলই পরিজ্ঞাত হয়ে আমিই প্রজাপতির মত বিশ্বভুবন প্রেরণ করি এবং দ্যাবাপৃথিবী ধারণ করে থাকি।

---

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—২য়

২ A History of Indian Literature, Vol. I, p. I, page 52.

৩ ঋগ্বেদ—৪।৪২।২-৩

উক্ত মণ্ডলেই ঋষি বামদেব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। তিনিও বলেছেন:

অহং মনুরভবং সূর্যশ্চাহং কক্ষীবাঁ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।
অহং কুৎসমার্জুনেয়ংন্যৃঞ্জেঽহং কবিরুশনা পশ্যতামা॥
অহং ভূমিমদদামার্যায়াহং বৃষ্টিং দাশুষে মর্ত্যায়।
অহং অপো অনয়ং বাবশানো মম দেবাসো অনুকেতমায়ন্।
অহং পুরো মন্দশানো ব্যৈরং নাকন্নবতীঃ শম্বরস্য।
শততং বেশ্যং সর্বতাতা দিবোদাসমতিথিগ্বং যদাবম্॥ [১]

—আমি মনু (প্রজাপতি), আমি সর্বপ্রেরক সূর্য, মেধাবী কক্ষীবান্ নামক ঋষিও আমি, আর্জুনীপুত্র কুৎস নামক ঋষিকে আমিই প্রসাধিত করি। উশনা নামক ক্রান্তদর্শী (ত্রিকালজ্ঞ) ঋষিও আমি। হে জনগণ, উত্তমরূপে সত্যদ্রষ্টা আমাকে দেখ। আমি আর্যমানবকে ভূমি দান করেছি। হবিদান-কারী মনুষ্যকে আমিই বৃষ্টিদান করি। আমিই শব্দকারী জলসমূহকে সর্বস্থানে প্রেরণ করি। দেবতারা আমার সংকল্প বহন করেন। আমিই ইন্দ্ররূপে সোমপানে মত্ত হয়ে নয়শত নিরানব্বই বার শম্বর নামক অসুরের পুর ধ্বংস করেছি, দিবোদাসের প্রবেশযোগ্য করেছি শতসংখ্যক পুর।

ঋষি বামদেবের এই উপলব্ধি ব্রহ্মজ্ঞানের চূড়ান্ত। যে ঈশ্বর সর্বনিয়ন্তা অথচ সর্বময় ঋষি বামদেব ত্রসদস্যু এবং বাকের আত্মজ্ঞানে তাঁরই প্রকাশ ঘটেছে। সকল দেবতা যে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ—এই সত্য ঋগ্বেদের ঋষি প্রথম মণ্ডলেই ঘোষণা করেছিলেন:

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স্বপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥ [২]

—এক সৎ বস্তুকেই ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি পক্ষযুক্ত সুপর্ণ (পক্ষী,—সূর্য) অগ্নি, যম মাতরিশ্বা প্রভৃতি বহুনামে বিপ্রগণ অভিহিত করে থাকেন।

ঋগ্বেদের অপর একটি মন্ত্রে পাই: "একং বা ইদং বিবভূব সর্বম্"[৩]—এই একই সকল রূপ ধারণ করেছেন। তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫ নং সূক্তে প্রতি ঋকের শেষে আছে: "মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্।" —তুমিই মহৎ দেবগণের একমাত্র প্রাণস্বরূপ। অসুর শব্দের অর্থ প্রাণদাতা। ঋগ্বেদের অনেক দেবতাকেই অসুর

১ ঋগ্বেদ—৪।২৬।১-৩ ২ ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬ ৩ ঋগ্বেদ ৮।৫৮।২

বলা হয়েছে। এই বাক্যটীর অনুবাদে Maxmuller লিখেছেন, "The great divinity of the gods is one." Muir লিখেছেন, "The divine power of the gods is unique." শুক্লযজুর্বেদও একেশ্বরের তত্ত্ব উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারিত করেছেন,—"এতস্যৈব স বিসৃষ্টিরেষ উহ্যেব সর্বে দেবাঃ।" —এই সবই তাঁর সৃষ্টি, তিনিই সকল দেবতা। অথর্ববেদের ঋষিও বহুদেবতার মধ্যে এক সর্বব্যাপী ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে বলেছেন,—"তদগ্নিরাহ তদু সোম আহ বৃহস্পতিঃ সবিতা তদিন্দ্রঃ।"[১] —তাঁকেই অগ্নি বলা হয়, তাঁকেই সোম বলা হয়, তিনিই বৃহস্পতি সবিতা, তিনিই ইন্দ্র।

বৈদিক ঋষিগণ বহুদেবতার উপাসক হওয়া সত্ত্বেও মূলতঃ ছিলেন একেশ্বরবাদী। কেবল ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে নয়, কেবল উপনিষদে নয়, সমগ্র বৈদিক সংহিতায়, ব্রাহ্মণে, উপনিষদে—সর্বত্রই একেশ্বরে বিশ্বাস প্রকটিত। একই ঈশ্বর রূপগুণভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন, এ বিশ্বাস আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্মকথা। একেরই বহুরূপে প্রকাশ অথবা বহুত্বের মধ্যেই একের অস্তিত্বের অনুভূতি ভারতীয় সংস্কৃতির চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। বৈদিক দেবতার এই বৈশিষ্ট্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনেক পণ্ডিতই অনুভব করতে পারেন নি। অবশ্য কোন কোন পাশ্চত্য পণ্ডিত ভারতীয় দেবতত্ত্বের স্বরূপটী যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছেন, এ কথাও সত্য। Sir Charles Eliot বৈদিক দেবতাদের একত্বানুভব সম্পর্কে সুন্দরভাবে 'বিশ্লেষণ করেছেন : "The gods are frequently thought of as joined in couples, triads or larger companies and early worship probably showed the beginnings of a feature, which is prominent in later ritual, namely, that a sacrifice is not an isolated oblation offered to one particular god, but a series of oblations, presented to series of deities. There was thus little disposition to exalt one god and annihilate the others, but every disposition to identify the gods with one another and all of them with something else. Just as rivers, mountains, and plains dimly seem to be parts of some divine whole, which is greater than any of them."[২]

---

১ অথর্ব—১১।৩।২৪।৮

২ Hinduism and Buddhism—Vol. I, Page 62.

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত হিন্দুধর্মের একেশ্বরত্বকে খৃষ্টধর্ম ও ইসলামধর্মের প্রভাব ব'লে গণ্য করেছেন। একজন লিখেছেন, "In general picture of later Hinduism an exaggerated importance has been attributed to some philosophical schools of monistic Hinduism which developed mainly under the impact of Islamic and Christian influence and which aim at re-interpreting Vedic texts in new lights."[১]

এই অভিমত যে কতদূর ভ্রান্ত ও অসার তা পূর্বোক্ত আলোচনা থেকেই প্রতিভাত হবে। বহুর মধ্যে একের উপাসনা বৈদিক ধর্ম তথা সনাতন ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের মূলতত্ত্ব। আর বেদ যে যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের বহু পূর্বে বর্তমান ছিল সে কথা কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতই অস্বীকার করেন নি। খৃষ্টজন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে ঋগ্বেদ সৃষ্ট হয়েছে, অন্ততঃপক্ষে সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে সৃষ্ট হয়েছে—এ কথা সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতই স্বীকার করেছেন। বরঞ্চ অনেকে অনুমান করেন যে, খৃষ্টানধর্মের একেশ্বরবাদ সনাতন ভারতীয় ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত। সিলভাঁ লেভি, নিকোলাস নোটেভিচ, নগেন্দ্র নাথ বসু, স্বামী অভেদানন্দ প্রমুখ দেশী ও বিদেশী সুধীবৃন্দের মতে যীশুখৃষ্ট ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেছিলেন। কাশ্মীরে শ্রীনগরের নিকটে হরিপর্বতের পাদদেশে থানা-ইয়ারী নামক স্থানে যীশুখৃষ্টের সমাধি-মন্দির আছে।

আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী বৈদিক দেবতাদের এক ঈশ্বরের ভিন্ন প্রকাশরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। "Dayananda's interpretation of the hymns is governed by the idea that the Vedas are a plenary revelation of religious, ethical and scientific truth. Its religious teaching is monotheistic and the Vedic gods are different descriptive names of the one Deity ; they are at the same time indications of his powers as we seen them working in Nature."[২]

১ Hindu Polytheism—Alian Danielou, Page 11.
২ On the Veda—Sri Aravinda, Page 37.

পুরাণে একেশ্বরবাদ

বেদের মত পুরাণেও বহুদেবতার উপাসনা প্রচলিত। এক বা একাধিক দেবতার মহিমা কীর্তিত হয়েছে এক একটি পুরাণে। অধিকাংশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণে বহু দেবতার প্রসংগ আছে। পুরুষ দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রধান। এ ছাড়াও আছেন গণেশ, কার্তিকেয়, সূর্য্য, চন্দ্র, পবন, বরুণ, ইন্দ্র, মদন, যম, কুবের, দক্ষ, অগ্নি প্রভৃতি আরও কত দেবতা! শক্তি-দেবতা দুর্গা বা পার্বতী। কিন্তু তাঁরও কত রূপভেদ—কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি শক্তিদেবতারূপে পূজিতা। বিষ্ণুর যেমন আছেন দশ অবতার, তেমনি আছেন দশমহাবিদ্যা—শক্তিদেবতার প্রকারভেদ—সরস্বতী, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি আরও বহু স্ত্রী-দেবতা শক্তি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন পুরাণে ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা প্রভৃতি দেবীদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তন্ত্র শাস্ত্রেও কত নূতন নূতন দেব-দেবীর সাক্ষাৎ মেলে। একই দেবতার কত রূপান্তর! তথাকথিত লৌকিক দেবদেবীর সংখ্যাও কি অল্প? প্রচলিত মতে হিন্দুর দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটী। হিন্দুর কাছে তুলসী, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি দেবতা-শ্রেণীভুক্ত।

এত দেবতার পূজার্চনা যে ধর্মের অঙ্গীভূত সেই ধর্মও মূলতঃ একেশ্বরবাদী। এ কথা বিস্ময়কর বোধ হলেও সত্য। পৌরাণিক দেবতারাও একমেবাদ্বিতীয়ম্, পরমেশ্বরের বিচিত্র প্রকাশরূপে প্রতিভাত। অধিকাংশ দেবতারই ধ্যান বা স্তব-মন্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বররূপে তাঁরা প্রকটিত হয়েছেন। দ্বৈতজ্ঞান বা বহুত্বজ্ঞান পুরাণকারের দৃষ্টিকে কোথাও আবিল করে নি।

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ—তিনি ঋগ্বেদের বিরাটপুরুষের সমতুল্য—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, সবই তাঁর বিভূতি—তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের হেতু। ভগবান্ নিজেই বলেছেন—

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥[১]

—আমি আমার একাংশ দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করে আছি।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥[২]

---

১ গীতা—১০।৪২ ২ গীতা—৯।৬

—যেমন সর্বত্রগামী মহান্ বায়ু আকাশে অবস্থিত, সেইরূপ সমস্ত প্রাণী আমাতেই অবস্থিত জেনো।

উপনিষদের এক অদ্বিতীয় সর্বভূতান্তরাত্মা ব্রহ্মই এখানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মস্বরূপ হয়েই সর্বজীবের হৃদয়ে জীবাত্মারূপে বিরাজিত,—"সর্বস্যাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।"[১]

—আমি সকলেরই হৃদয়ে অবস্থান করি।

যিনি কৃষ্ণ, তিনিই বিষ্ণু। বিষ্ণু পুরাণে ভগবান বিষ্ণু জগন্ময়—ব্রহ্মরূপী :

সর্গস্থিতিবিনাশানাং জগতোঽস্য জগন্ময়ঃ।
মূলভূতো নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে পরমাত্মনে॥[২]

—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের আকর, এই জগতের মূলীভূত কারণ জগন্ময় বিষ্ণু। সেই পরমাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার।

বরাহপুরাণে (৬ অঃ) বিষ্ণু সর্বময়, সর্বব্যাপী ব্রহ্মস্বরূপ বিরাট পুরুষ :

নমামি নিত্যং ত্রিদশাধিপস্য
ভবস্য সূর্যস্য হুতাশনস্য।
সোমস্য রাজ্ঞো মরুতামনেক-
রূপং হরিং যজ্ঞতনুং নমস্তে॥

—স্বর্গাধিপতি নিত্যস্বরূপ বিষ্ণুকে প্রণাম করি। ভব (শিব), সূর্য, অগ্নি, রাজা সোম ও মরুৎগণের বিচিত্ররূপধারী যজ্ঞমূর্তি হরিকে নমস্কার করি।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং শরীরেণ দিশশ্চ সর্বাঃ
তমীড্যমীশং জগতাং প্রসূতিং
জনার্দনং তং প্রণতোঽস্মি নিত্যম্॥

—স্বর্গমর্তের মধ্যস্থিত অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করে এবং দিক সমুদয় ব্যাপ্ত করে আছ তুমি তোমার শরীরের দ্বারা। জগতের সৃষ্টিকর্তা প্রভু জনার্দন, তোমাকে প্রণাম করি।

কালিকাপুরাণে বিষ্ণুর বর্ণনা :

জগন্ময়ং লোকনাথং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণং
জগদ্বীজং সহস্রাক্ষং সহস্রশিরসং প্রভুম্॥
সর্বব্যাপিনমাধারং নারায়ণমজং বিভুম্॥[৩]

---

১ গীতা—১৫।১৫ ২ বিষ্ণু পুঃ—২।৪ ৩ কালিকা পুঃ—৩৩।৪২-৪৩

—জগন্ময়, ত্রিলোকের অধিপতি, প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত স্বরূপ,, জগতের বীজস্বরূপ, সহস্র চক্ষু ও সহস্র মস্তক-বিশিষ্ট সর্বব্যাপী, সকলের আধার, জন্মরহিত, নারায়ণ এবং বিভু।

লিঙ্গপুরাণে বিষ্ণুর বিরাট মূর্তির বিবরণ আছে :

সহস্রশীর্ষা বিশ্বাত্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
সহস্রবাহুঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বদেবভবোদ্ভব ॥
হিরণ্যগর্ভো রজসা তমসা শংকরঃ স্বয়ম্।
সত্ত্বেন সর্বগো বিষ্ণুঃ সর্বাত্মত্বে মহেশ্বরঃ ॥[১]

—বিষ্ণু সহস্রমস্তকবিশিষ্ট, বিশ্বের আত্মা, সহস্রচক্ষুবিশিষ্ট, সহস্রপদবিশিষ্ট, সহস্রবাহুযুক্ত, সর্বজ্ঞ, সকল দেবতার উৎপত্তিস্থল, হিরণ্যগর্ভ। তিনি রজ এবং তমোগুণে স্বয়ং শংকর, সত্ত্বগুণে সর্বব্যাপী বিষ্ণু এবং সকলের আত্মারূপে মহেশ্বর।

এই বর্ণনায় বিষ্ণু ও শিব অভিন্নরূপে প্রতিভাত। কেবল বিষ্ণু নন, অন্যান্য দেবতাদেরও আমরা বিশ্বব্যাপী বিরাট রূপে প্রত্যক্ষ করি। এই বিরাট রূপের মধ্য দিয়েই সর্বময় সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বর ভক্ত ও ভাবুকের নিকট ভিন্ন নামে প্রকটিত হন। বরাহপুরাণে শিবের বিশ্বরূপ প্রদর্শিত হয়েছে :

প্রাদেশমাত্রং রুচিরং শতশীর্ষং শতোদরম্ ॥
সহস্রবাহুচরণং সহস্রাক্ষিশিরোমুখম্।
অণীয়সামণীয়াংসং বৃহদ্‌বহদ্ বৃহত্তরম্ ॥[২]

—শিব এখানে প্রাদেশ প্রমাণমাত্র হয়েও শতশীর্ষ, শত উদর বিশিষ্ট, সহস্র বাহু, সহস্রপদ, সহস্র চক্ষু, সহস্র মস্তক ও সহস্র মুখ সমন্বিত। অণু থেকে ক্ষুদ্র হয়েও সর্ববৃহৎ।

বায়ুপুরাণে শিবকেই হিরণ্যগর্ভ ভগবান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] বায়ুপুরাণে বর্ণিত শিবও বিশ্বমূর্তি :

অব্যক্তং বৈ যস্য যোনিং বদন্তি
ব্যক্তং দেহং কালমন্তর্গতঞ্চ।
বহ্নিং বক্তং চন্দ্রসূর্যৌ চ নেত্রে
দিশঃ শ্রোত্রে ঘ্রাণমাহুশ্চ বায়ুম্ ॥

---

১ লিঙ্গ পুঃ—১৭।১১-১২ ২ বরাহ পুঃ—২।১৩।৩৯-৪০
৩ বায়ু পুঃ—১।৯।৬৮

বাচো বেদাংশ্চান্তরীক্ষং শরীরং
ক্ষিতিং পাদৌ তারকা রোমকূপান্ ॥[১]

—শিবের উৎপত্তি অব্যক্ত, তাঁর দেহ ব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশিত। তাঁর দেহের অন্তর্গতসমূহ কাল। অগ্নি তাঁর মুখ, চন্দ্র ও সূর্য তাঁর নেত্রদ্বয়, দিক্‌সমূহ তাঁর কর্ণ, বায়ু তাঁর ঘ্রাণ, বেদ তাঁর বাক্য, অন্তরীক্ষ শরীর, পৃথিবী পদদ্বয়, তারকাগণ রোমকূপ।

বামন পুরাণে দেবগণ নীলকণ্ঠের স্তবে শিবকে সর্বদেবময়রূপে বর্ণনা করেছেন :

ত্বমেব বিষ্ণুশ্চতুরাননস্ত্বং ত্বমেব সূর্যো রজনীকরশ্চ।
ত্বমেব মৃত্যুর্বরদস্ত্বমেব ॥ ত্বমেব ভূমিঃ সলিলং ত্বমেব ॥
ত্বমেব যজ্ঞো নিয়মস্ত্বমেব। ত্বমেব চাদির্নিধনং ত্বমেব।
ত্বমেব ভূতং ভবিতা ত্বমেব ॥ স্থূলশ্চ সূক্ষ্মঃ পুরুষস্ত্বমেব ॥[২]

—তুমিই বিষ্ণু, তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই মৃত্যু, তুমিই বরদ, তুমি সূর্য ও চন্দ্র, তুমি ভূমি, তুমিই জল, তুমি যজ্ঞ, নিয়ম, তুমি অতীত, ভবিষ্যৎ, তুমি আদি ও অন্ত, তুমি সূক্ষ্ম ও স্থূল, তুমিই (বিরাট) পুরুষ।

শিবের ধ্যানমন্ত্রে তিনি বিশ্বের আদি, তিনিই বিশ্বসৃষ্টির বীজ (বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং)। তন্ত্রশাস্ত্রের শিব যেমন আদি মধ্য ও অন্তহীন নিগুণ বিশ্বাত্মা[৩], বিষ্ণুও তেমনি ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মক ত্রিমূর্তি, সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তা—বিশ্বভূতাত্মা, পরমাত্মা।[৪]

বায়ুপুরাণে ব্রহ্মা ও হরিহরের মতই বিরাড্‌রূপী বিশ্বব্যাপী :

দ্যৌ মূর্ধানং যস্য বিপ্রাস্তবন্তি
খন্নাভিং বৈ চন্দ্রসূর্যৌ চ নেত্রে।
দিশঃ শ্রোত্রে চরণৌ চাস্যভূমিঃ
সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্বভূতপ্রসূতঃ ॥[৫]

—দ্যুলোক যাঁর মস্তক বলে বিপ্রগণ স্তব করেন। তাঁর নাভি আকাশ, চন্দ্র ও সূর্য চক্ষু, দিক্‌সমূহ তাঁর কর্ণদ্বয়, চরণ তাঁর ভূমি, সেই অচিন্ত্য আত্মা সর্বভূতের সৃষ্টিকর্তা।

১ বায়ু পুঃ—২।৪১।৭১-৭২
২ বামন পুঃ—৫৪।৯৬-৯৯
৩ শারদাতিলক—২০।১৫৩ ৫৪
৪ প্রপঞ্চসারতন্ত্র—২১।৬৫-৬৭
৫ বায়ু পুঃ—৯।১১২

পদ্মপুরাণে ব্রহ্মার বিশ্বরূপের বর্ণনা :

বক্ত্রাণ্যনেকানি বিভো তবাহং
পশ্যামি যজ্ঞস্য গতিং পুরাণম্।
ব্রহ্মাণমীশং জগতাং প্রসূতিং
নমোঽস্তু তুভ্যং প্রপিতামহায় ॥[১]

—হে বিভু, আমি দেখছি তোমার অনেক মুখ. তুমি যজ্ঞের গতি, তুমি পুরাণ পুরুষ, তুমি ব্রহ্মা, ঈশ, জগৎসমূহের সৃষ্টিকর্তা। প্রপিতামহ, তোমাকে নমস্কার।

গণেশ গীতাতে বারংবার গণেশকে সর্বদেবময় ব্রহ্মস্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গণেশ নিজের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

শিবে বিষ্ণৌ চ শক্তৌ চ সূর্যে ময়ি নরাধিপ।
যা ভেদবুদ্ধির্যোগঃ স সম্যগ্ যোগো মতো মম ॥
অহমেব জগৎ যস্মাৎ সৃজামি চ পালয়ামি চ।
কৃত্বা নানাবিধং বিষং সংহরামি স্বলীলয়া ॥
অহমেব মহাবিষ্ণুরহমেব সদাশিবঃ।
অহমেব মহাশক্তিরহমেবার্যমা প্রিয় ॥[২]

—হে রাজন্! শিব, বিষ্ণু, শক্তি এবং সূর্যে যে ভেদবুদ্ধি সে আমারই সৃষ্ট; যেহেতু আমিই জগৎ সৃষ্টি করি, পালন করি, নানাবিধ বিষ সৃষ্টি করে স্বেচ্ছায় সংহার করি, হে প্রিয়! আমিই মহাবিষ্ণু, আমিই সদাশিব, আমিই মহাশক্তি, আমিই অর্যমা।

গজানন বলেছেন, যে ভাবে যে রূপেই তাঁর উপাসনা করুন না কেন, তাতেই তিনি প্রীত হবেন।

যেন যেন হি রূপেণ জনো মাং পর্যুপাসতে।
তথা তথা দর্শয়ামি তস্মৈ রূপং সুভক্তিতঃ ॥[৩]

—যিনি যেভাবে ভক্তিভরে আমার উপাসনা করবেন, তাঁকেই আমি সেইরূপে দর্শন দেব।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণও এই কথাই বলেছেন ভক্ত অর্জুনকে : "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।"

---

১ পদ্ম পুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৩৪।১০০ ২ গণেশ গীতা—১।২০-২২
৩ গণেশ গীতা—৯।৪০

—যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, তাকে আমি সেইভাবেই প্রাপ্ত হই।

শারদাতিলক তন্ত্রে গণপতিকে বলা হয়েছে হিরণ্যগর্ভ, জগতের ঈশ্বর—"হিরণ্যগর্ভং জগদীশিতারম্।"

মহাভারতে মার্কণ্ডেয়-কৃত কার্তিকেয় স্তবে কার্তিকেয় বিশ্বমূর্তিরূপে বন্দিত হয়েছেন:

ত্বং পুষ্করাক্ষরস্বরবিন্দবক্ত্রঃ সহস্রবক্ত্রোঽসি সহস্রবাহুঃ।
ত্বং লোকপালঃ পরমং হবিশ্চ ত্বং ভাবনঃ সর্বসুরাসুরাণাম্॥[1]

—তুমি পদ্মপলাশলোচন, তুমি অরবিন্দতুল্যমুখ-বিশিষ্ট, তোমার সহস্র বদন, সহস্র বাহু, তুমি লোকপাল, শ্রেষ্ঠ হবি, সকল দেব ও অসুরগণের আরাধ্য।

পুরাণাদিতে শক্তিদেবতার রূপকল্পনাতেও সেই অনাদি অনন্ত একের অনুভব স্থান পেয়েছে। শারদাতিলকে তিনি "চৈতন্যরূপা সর্বগা বিশ্বরূপিণী"।[2] তিনিই ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মস্বরূপিণী: অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইতি বা, ব্রহ্মৈবাহমস্মি ইতি বা···সোঽহমস্মি ইতি বা···যা ভাব্যতে সৈষা ষোড়শী শ্রীবিদ্যা পঞ্চদশাক্ষরী শ্রীমহাত্রিপুরাসুন্দরী··· ভুবনেশ্বরীতি চামুণ্ডেতি চণ্ডেতি বারাহীতি···।"[3]

—এই ব্রহ্ম অথবা আমি ব্রহ্ম, অথবা সেই ব্রহ্মই আমি, যাহাই ভাবনা কর না কেন, তাহাই ষোড়শী শ্রীবিদ্যা (মহাবিদ্যা) পঞ্চদশ অক্ষরবিশিষ্টা মহাত্রিপুর-সুন্দরী ভুবনেশ্বরী চামুণ্ডা, চণ্ডা বারাহী···।

এক কথায় তন্ত্রশাস্ত্রেও একত্বভাবনা ভিন্ন দ্বৈত ভাবনা নেই।

ভাগবতপুরাণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদাকে স্বীয় মুখবিবরে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন; মহাভারতে কৌরবসভায় এবং মহাভারতান্তর্গত গীতায় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকেও তিনি বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন। এই বিশ্বরূপ বা সর্বময় বিরাট আকৃতি পুরাণতন্ত্রের সকল দেবদেবীর বিবরণেই সুলভ। পুরাণে দক্ষ-দুহিতা সতী জন্মের পরই দক্ষকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন:

কোটী-সূর্যপ্রতীকাশং তেজোবিম্বং নিরাকুলম্।
জ্বালামালা সহস্রাঢ্যং কালানল শতোপমম্॥
দংষ্ট্রাকরাল দুর্ধর্ষং জটামণ্ডলমণ্ডিতম্।
ত্রিশূলবরহস্তঞ্চ ঘোররূপং ভয়ানকম্॥

* * *

১ মহাঃ বনপর্ব—২৩১, অঃ ৪৩ ২ শারদাতিলক ১।৫১ ৩ বহ্বৃচোপনিষৎ

সর্বতঃ পাণি-পাদন্তং সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠন্তীং দদর্শ পরমেশ্বরীম্ ॥[১]

বৃহৎসংহিতায় ইন্দ্রের যে বর্ণনা আছে তাও পূর্বকথিত দেবগণের বিশ্বরূপের অনুরূপ। ইন্দ্রের স্তব করতে গিয়ে চেদিরাজ বলেছেন,

অজোঽব্যয়ঃ শাশ্বত একরূপো বিষ্ণুর্বরাহঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
ত্বমন্তকঃ সর্বহরঃ কৃশানুঃ সহস্রশীর্ষা শতমন্যুরীড্যঃ ॥
কবিং সপ্তজিহ্বং ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারং সুরেশম্।
হবয়ামি শক্রং বৃত্রহনং সুষেণমস্মাকং বীরা উত্তরে ভবন্তু ॥[২]

ইন্দ্র এখানে অজ অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ, শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য, বিষ্ণু, বরাহ বিষ্ণুর অবতার, পুরাতন পুরুষ, যম, অগ্নি, সহস্র শির বিশিষ্ট, কবি, সপ্তজিহ্বা সমন্বিত, রক্ষাকর্তা, দেবরাজ, শক্র, বৃত্রঘাতী এবং সুষেণ।

গণেশ গীতাতে গণেশ রাজা বরেণ্যকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন। গণেশের বিশ্বরূপ :

অসংখ্যবক্ত্রললিতমসংখ্যাঙ্ঘ্রিকরং মহৎ।...
অসংখ্যনয়নং কোটীসূর্যরশ্মিধৃতায়ুধম্।...[৩]

ভবিষ্যপুরাণে সূর্যের বিশ্বরূপের বিবরণ আছে (৭৭ অঃ)। সকল দেবতা সম্পর্কেই পুরাণকারের বক্তব্য একই। সকল দেবতাই স্বরূপতঃ এক—বিরাট বিশ্বব্যাপী। মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীও ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মস্বরূপিণী। ব্রহ্মা বিষ্ণুমায়া চণ্ডীর স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন :

ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা ॥[৪]

—হে দেবি, তুমিই সব কিছু ধারণ কর, তুমি জগৎ সৃষ্টি কর, তুমিই পালন কর, তুমিই প্রলয়কালে গ্রাস কর।

তিনিই সর্বভূতের চেতনা : "যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।"[৫] শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্যবধকালে দেবী চণ্ডীর সহায়তাকল্পে মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি দেবশক্তিবৃন্দ দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। নিশুম্ভবধের পরে শুম্ভ দেবীকে বলেছিল, "অন্যের শক্তি নিয়ে তুমি যুদ্ধ করছো, এজন্য গর্ব করো না।" দেবী তখন উত্তরে বলেছিলেন,

---

১ কূর্মপুরাণ, পূর্বভাগ ১২।৫২-৫৩, ৫৮ ২ বৃহৎ সং—৪৩।৫৪-৫৫
৩ গণেশ গীতা—৮।৬-৭ ৪ চণ্ডী—১।৬৮-৬৯ ৫ চণ্ডী—৫।১৬

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।

পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ ॥[১]

—এই জগতে আমি একাই, আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কে আছে? এই দুষ্ট, দেখ্—আমার বিভূতি আমাতেই প্রবেশ করছে।

তখন ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তিবর্গ দেবীর স্তনে প্রবেশ করলেন। দেবী রইলেন একা। তিনি বললেন:

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদা স্থিতা।

তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব ॥[২]

—আমি বিভূতির দ্বারা বহুরূপে বিরাজমানা ছিলাম, সেই সবই আমি সংহৃত করেছি। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি একা। তুমি নিশ্চিন্ত হও।

অধিক উদাহরণের প্রয়োজন নেই। পুরাণকার এবং তন্ত্রকারেরা বহু দেব-দেবীরই পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু সকল দেবদেবীই এক এবং অভিন্ন—এ তত্ত্ব বিস্মৃত হন নি কখনও। এই সকল দেবতার মহিমা বর্ণনায় তাই অমিতশক্তিধর সর্বব্যাপী এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের চিন্তা প্রায় সর্বত্রই কার্যকরী হয়েছে।

শুধু কি বেদে পুরাণে? একাত্মতার অনুভূতি ভারতের দর্শনে কাব্যে সর্বত্র। বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। স্বরূপতঃ দুজনে একই, কেবল "লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।" উপনিষদের ব্রহ্মও এক অদ্বিতীয় হয়েও লীলার নিমিত্ত কখনও দুই হন, কখনও বহু হন। শিব-শক্তিতত্ত্বও একেশ্বরের লীলাভিত্তিক দ্বৈতরূপ। সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব আপাতঃদৃষ্টিতে দ্বৈততত্ত্ব হওয়া সত্ত্বেও স্বরূপতঃ পুরুষ ও প্রকৃতির একত্ব অনস্বীকার্য। পুরুষ-বিচ্ছিন্না প্রকৃতি অচেতনা, আর শক্তিব্যতিরিক্ত পুরুষ নিষ্ক্রিয়, অসম্পূর্ণ—অসার্থক।

বাঙ্গালী কবিরাও একই ভাবের ভাবুক। তাঁরাও ভারতীয় ঐতিহ্যধারার অনুবর্তক। তাই শাক্ত কবির কাছে শ্যামা মা "আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালী।"[৩] কবির আরাধ্যা দেবী সাকারা হয়েও নিরাকারা ব্রহ্ম—

তারা কে জানে তোমার কর্ম

তুমি তারা তুমি ব্রহ্ম।[৪]

---

১ চণ্ডী—১০।৫ ২ চণ্ডী—১০।৮

৩ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ৪ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

কবি জানেন শ্যামা মা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন।

মগে বলে ফরাতারা, গড্ বলে ফিরিঙ্গী যারা মা
খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী।
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের ভক্তি মা ;
সৌরী বলে সূর্য্য তুমি বৈরাগী কয় রাধিকাজী॥
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা
শিল্পী বলে বিশ্বকর্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি॥[১]

দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈতের ঘোষণা এর থেকে সহজ ও সুস্পষ্ট আর কি হতে পারে? শাক্ত কবি শ্যাম ও শ্যামাকেও অভিন্নবোধ করেছেন,

কালী হলি মা রাসবিহারী।
নটবর বেশে বৃন্দাবনে।[২]

বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেব বন্দনা অংশে দেবদেবীদের ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করেছেন। ধর্মরাজ বন্দনায় কবি ঘনরাম চক্রবর্তী লিখেছেন :

বন্দি পরাৎপর ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত ধর্ম
বিশ্ব বীজ অখিল আধান।
সূক্ষ্ম শূন্য সনাতন নৈরাকার নিরঞ্জন
নিত্যানন্দ নির্গুণ নিধান॥
তব ইচ্ছা সুপ্রকাশে সৃজন পালন নাশে
তিন তনু ত্রিগুণ তোমার।
স্বগুণ শরীর ধর বিধি বিষ্ণু-মহেশ্বর
রজঃ সত্ত্ব তমোগুণাধার॥
তুমি সকল তন্ত্রে তন্ত্রী জগন্ময় যন্ত্রে যন্ত্রী
তুমি মন্ত্র মন্ত্রী মহাশয়।
অসুর অমর নর যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর
সর্বঘটে তোমার আশ্রয়॥[৩]

---

১ রামপ্রসাদ সেন ২ রামপ্রসাদ সেন
৩ ঘনরামের ধর্মমঙ্গল (ক. বি.)—পৃঃ ৩

রূপরাম চক্রবর্তীকৃত ধর্মবন্দনা নিম্নরূপ :

এক ব্রহ্ম সনাতন নিরাকার নিরঞ্জন
নিয়ম করিতে কিছু নাঞি।
কিবা রূপগুণ কথা হরিহর ইন্দ্র ধাতা
যত কিছু আপুনি গোসাঞি ॥[১]

কেবল ধর্মরাজই সর্বময় সর্বদেবরূপী ব্রহ্ম নন, অন্যান্য দেবতাদেরও একই স্বরূপ। মনসার বন্দনায় ক্ষমানন্দ কেতকাদাস লিখেছেন :

উর গো মনসা মাতা ত্রিজগৎ ধাত্রী মাতা
যোগজপ্যা হরের নন্দিনী।
উৎপত্তি পাতালপুরী বিশ্বমাতা বিশ্বহরি
চারুকান্তি নির্মল ধারিণী ॥
সর্বঘটে আছ তুমি খ্যাত ক্ষেত্র দারুভূমি
অচল অস্থির তরুলতা ॥[২]

দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গলে অভয়া চণ্ডী ও সর্বরূপা :

নম নম নম বন্দম নম নারায়ণী।
সর্বরূপা সর্বশক্তি শর্বের মোহিনী ॥[৩]

রামেশ্বরের শিবায়ণে শিব যেমন ব্রহ্মসনাতন বিষ্ণু ও ব্রহ্মার সঙ্গে অভিন্ন,[৪] নারায়ণী দুর্গাও তেমনি পুরুষপ্রকৃতিরূপা রাধাশ্যাম ও শালগ্রাম শিলারূপিনী।[৫] অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী সারদামঙ্গল কাব্যে সারদার যে বিশ্বরূপ বর্ণনা করেছেন তাতেও সারদাকে ব্রহ্মরূপিণী এক ঈশ্বররূপে অনুভূত হয়।

ওই কে অমরবালা দাঁড়ায়ে উদয়াচলে
ঘুমন্ত প্রকৃতি পানে চেয়ে আছে কুতূহলে।
চরণকমলে লেখা
আধ আধ রবি-রেখা,
সর্বাঙ্গে গোলাপ-আভা, সীমন্তে শুকতারা জ্বলে।[৬]

১ রূপরামের ধর্মমঙ্গল (বর্ধমান সাহিত্যসভা, ১৩৫১)—পৃঃ ৩
২ মনসার ভাসান, বিহারীলাল সরকার প্রকাশিত (১২৯২)—পৃঃ ৫
৩ অভয়ামঙ্গল (ক. বি.)—পৃঃ ৮ ৪ শিবায়ন (ক. বি.)—পৃঃ ১৫
৫ শিবায়ন (ক. বি.)—পৃঃ ৭-৮ ৬ সারদামঙ্গল—১ম সর্গ।

পুরাণতন্ত্র কাব্যে যত দেবদেবীর উপাসনাই থাকুক না কেন সকল দেবতাই যে সর্বব্যাপী সর্বময় এক ঈশ্বরের মূর্তিভেদ এ সত্যই কোথাও প্রচ্ছন্ন নেই। সেই জন্যেই বহুদেবতার উপাসনা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও হিন্দুধর্মে এক দেবতার উপাসকের সঙ্গে অন্য দেবতার উপাসকের বিরোধ নেই। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনায় প্রতিপাদন করেছেন যে সকলধর্মই একের এষণা, সকল দেবতাই একেরই প্রকাশ। মানুষের মানসিক প্রবণতা অনুসারে অধিকারীভেদে বহুরূপে প্রকাশিত এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণ বা কর্ম অনুসারে পরিকল্পিত আকারবদ্ধ দেবমূর্তির ভজনা হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য।

একজন পণ্ডিত পৌরাণিক হিন্দুধর্মে বহুদেবোপাসনার মধ্যে ও একেশ্বরের উপাসনা সম্পর্কে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, "In the politheistic religion each individual worshipper has a chosen deity (ista-devatā) and does not usually worship other gods in the same way as his own as the one he falls nearer to himself. Yet he acknowledges other gods. The Hindu, whether, he be a worshipper of the pervador (Viṣṇu), the destroyer (Śiva), Energy (Śakti) or the Sun (Sūrya) is always ready to acknowledge the equivalence of these deities as the manifestations of distinct powers springing from an un-knowable 'Immensity.' He knows that ultimate Being or Non-Being is ever beyond his grasp, beyond existence, and in no way can be worshipped or prayed to, since he realises that other deities are but other aspects of the one he worships, he is basically tolerant and must be ready to accept every form of knowledge or belief as potentially valid. Persecution or Proselytization of other religions groups, however, strange their beliefs may be to him, can never be a defensible attitude from the point of view of the Hindu."[১]

একেশ্বরে বিশ্বাসী হয়েও নিজের শক্তি সামর্থ্য ও মানসিক প্রবণতা অনুসারে হিন্দুরা ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনা করে থাকেন, এ সত্য আর একজন ভারততত্ত্ববিদ্ উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যটিও প্রণিধান যোগ্য : "... every Hindu, who is in the least acquainted with the principles of his religion, must in reality acknowledge and worship God

১ Alain Danielou, Hindu Polytheism, page 9.

in unity. Men, however, are born with different capacities and it is therefore necessary that religious instructions should be adopted to the powers of comprehension of each individual, and hence a succession of heavens, a gradation of deities and even their sensible representation by images are also considered to be lawful means for exciting and promoting piety and devotion."[১]

মূর্তি পূজার লক্ষ্য আমোদ-প্রমোদ নয়, পুতুল গড়ে খেলাও নয়। একেশ্বরের শক্তিকে বহুভাবে কল্পনা, আত্মসংযম ও ভক্তির দ্বারা ঈশ্বর সাক্ষাৎকার মূর্তি পূজার উদ্দেশ্য। "This form of image worship is said to promote self-concentration of the devotee. These images are not arbitrarily conceived ones nor are they aesthetic creations. But they are said to revelations of God as described in the Purana of which the mystics have had vision."[২]

---

১ Lieut. Col. Vans Kennedy, Ancient & Hindu Mythology, page 193.

২ God in Indian Religion—H. K. Dey Chaudhuri, page 27.

ভারতে মূর্তি-পূজা

নিরাকার এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ধারণা করা সাধারন মানবের পক্ষে সহজ নয়। সেইজন্যই নিরাকার ব্রহ্মকে সাকাররূপে কল্পনা করে মানুষ তৃপ্তি পায়। ঈশ্বরের প্রতীক উপাসনা তাই মানুষের মধ্যে বহুল প্রচলিত। ভারতীয় আর্যরা মানুষের সীমাবদ্ধ শক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সেইজন্য অসীম অনন্ত ঈশ্বরকে তাঁরা সসীম আকারে আবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। সেইজন্যই মৃন্ময়ী দারুময়ী অথবা প্রস্তরময়ী প্রতিমার প্রতীকে অনাদি অনন্ত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারতীয় আর্যসমাজে সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। তবে দেবতার মূর্তি গড়ে পূজা করার রীতি কত প্রাচীন তা নিশ্চয় করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

বৈদিক ধর্মচর্যা ছিল যাগযজ্ঞমূলক। বহুবিধ দেবতাকে যাগযজ্ঞে আহ্বান করে তাঁদের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে পশু, পুরোডাশ, পায়স, ঘৃত প্রভৃতি আহুতি প্রদান করা হোত। মন্ত্রাদি দৃষ্টে মনে হয়, দেবতাগণ অনেক সময় প্রত্যক্ষভাবে যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে হবিঃ গ্রহণ করতেন। সেইজন্য অনেকে মনে করেন যে বৈদিক দেবতাগণ মনুষ্যাদির মত দেহধারী জীব। কিন্তু অপরপক্ষ মনে করেন যে দেবতাগণ শরীরী জীব নন। বৈদিক দেবতা শরীরী কিম্বা অশরীরী এই বিতর্ক বহুকাল থেকেই চলে আসছে। নিরুক্তকার আচার্য যাস্ক উভয় পক্ষের মতের সামঞ্জস্য বিধানে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর মতে দেবতাগণ শরীরী এবং অশরীরীও—"অপি বোভয়-বিধাঃ স্যুঃ।"[১] দেবগণ সাকার নিরাকার উভয়ই হতে পারেন। নিরুক্তকার বলছেন দেবতা সাকার ও নিরাকার উভয়রূপী হওয়াতে কোন বিরোধ নেই। কারণ পুরুষবিধ অর্থাৎ সাকার দেবতাগণ অপুরুষবিধ অর্থাৎ নিরাকার দেবতারা কর্মাত্মা, যেমন যজ্ঞ যজমানের কর্মাত্মা—"অপি বা পুরুষবিধানামেব সতাং কর্মাত্মান এতে স্যুর্যথা যজ্ঞো যজমানস্য।"[২] কর্মসম্পাদন শক্তিই কর্মাত্মা। দেবতাদের যে শক্তি কর্ম সম্পাদন করে সেই শক্তিরই নাম কর্মাত্মা।" "ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, প্রভৃতি অপুরুষবিধ দেবতা সমূহ ধারণ, শীতোষ্ণ, বর্ষাদির বিধান করিয়া জগৎপালন-রূপ মহৎ কার্য সম্পাদন করিতেছেন; এই সমস্ত দেবতারই স্ব স্ব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তাঁহারা পুরুষবিধ। অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসমূহ প্রত্যক্ষ নহেন, আগমগম্য;

---

১ নিরুক্ত—৭।৭।৭ ২ নিরুক্ত—৭।৭।৮

সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে ইহাদের কোন কার্য নাই—ইহাদের সমস্ত কার্যই সম্পন্ন হয় স্থূলরূপ প্রত্যক্ষদৃশ্য অপুরুষবিধ দেবতাগণের দ্বারা।"[১]

মীমাংসাদর্শনপ্রণেতা জৈমিনীর মতে দেবতা মন্ত্রময়ী। মন্ত্রই দেবতার শরীর। দেবতাদের বিশেষ কোন শরীর থাকলে একই সঙ্গে বহুতর যজ্ঞে তাঁদের উপস্থিতি সম্ভব নয়। মনে হয়, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও উক্ত মতের সমর্থক। তিনি একস্থানে লিখেছেন, "এক ইন্দ্র শব্দঃ ক্রতুশতে প্রাদুর্ভূতঃ।"—এক ইন্দ্র শব্দ একসঙ্গে শতসংখ্যক যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত হন।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণভূত সূর্যাগ্নির তেজাত্মক শক্তিই সর্বব্যাপী ঈশ্বররূপে আর্যগণ কর্তৃক উপাসিত হয়েছেন চিরকাল। কালক্রমে দেবতাদের স্বরূপ আচ্ছন্ন হওয়ায় বিভিন্ন দেবতাদের ঘিরে বিচিত্রবর্ণের রূপকাবৃত কাহিনীর জাল বোনা হয়েছে। দেবতাদের আসল স্বরূপটী আচ্ছাদিত হয়ে যাওয়ায় তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন রূপধারী ও ভিন্ন ভিন্ন কর্মকারীরূপে প্রতীয়মান হয়েছেন। এই বিষয়ে একজন পাশ্চাত্য ভারততত্ত্ববিদ্ যথার্থই লিখেছেন, "It, hence, seems probable that the Hindus originally entertained correct notions respecting the nature of God; but subsequently finding it impossible to understand how spirit could produce and act upon matter, they either identified the two together or denied the real existence of matter."[২]

মূর্তিপূজার প্রচলন বৈদিকযুগে ছিল কিনা, এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ বর্তমান। একশ্রেণীর পণ্ডিত বৈদিকযুগে মূর্তিপূজা প্রচলনের বিপক্ষে অভিমত দিয়েছেন, আর এক শ্রেণীর বিশ্বাস, বৈদিক যুগেও মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল। পণ্ডিত মোক্ষমূলর লিখেছেন, "The religion of the Veda knows no idols. The worship of idols in India is a secondary formation, a later degeneration of the more primitive worship of the ideal gods."[৩]

---

১ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরুক্ত (ক. বি.)—পৃঃ ৮৫৭-৫৮

২ Buddhist and Hindu Mythology—Liet. Vans Kennedy, Chap. IV, page 165.

৩ Chips from a German workshop, Maxmular, vol. I, page 35.

Prof. Williams লিখেছেন, "the defied forces addressed in the Vedic hymns were probably not represented by images or idols in the Vedic period, though doubtless the early worshippers clothed their gods with human forms in their own imaginations."[১]

আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে বৈদিক যুগেই মূর্তিপূজার আবির্ভাব হয়েছে। Dr. Bollenson লিখেছেন, "From the common appellation of the gods as 'divo-naras' men of sky or simply 'naras' 'men' and from the epithet 'nripesas' having the form of 'men' we may conclude that the Indians did not merely in imagination assign human forms to their gods, but also represented them in a sensible manner. Thus a painted image of Rudra (R. V. 2.33 9) is described with long limbs, many formed, awful, brown, he is painted with colours."[২]

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাসও এই মতের সমর্থক। তিনি একবার লিখেছেন যে ঋগ্বেদের যুগে দেবতাদের মূর্তি গড়া হোত—কিন্তু পূজা করা হোত না। "there may have existed images of the Gods, though their worship was not much in vogue and was sometimes condemned."[৩]

তিনি আর একবার লিখেছেন যে ঐ যুগে দেবতার মূর্তিপূজা হোত, এমন কি মূর্তি বিক্রয়ও হোত। "The above brief description of Indra's appearance is sufficiently anthropomorphic, and it was not unnatural that images were made of him, worshipped and sometimes sold for an adequate value."[৪]

লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ কেনেডি তাঁর 'Ancient and Hindu Mythology' গ্রন্থে Praep Evan-এর গ্রন্থ থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে মিশরে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। "The Egyptians first invented the names of twelve gods, which the Greek derived from them ; and they were also the first people who dedicated altars, images and temples to the gods"[৫]

---

১ Indian Wisdom, Page 15.

২ Journal of German Oriental Society, Vol. XXII, page 587.

৩ Rg vedic culture, page 144-45. ৪ তদেব—পৃঃ ৪৬২

৫ Ancient & Hindu Mythology, page 7.

গ্রীক্ দেবদেবী মিশরীয় প্রভাবজাত বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা কতদূর যথার্থ এ প্রসঙ্গে তা বিচার করা সম্ভব নয়। তবে Maxmuller প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে গ্রীক্ দেবদেবী ভারতীয় ধর্মচর্যার প্রভাব-সৃষ্ট। এমন কি হোমারের ইলিয়ড্ কাব্যও বৈদিক কাহিনীর নব রূপায়ণ। ভারতীয় দেবতাদের সঙ্গে গ্রীক্ দেবদেবীর গভীর সাদৃশ্য এইরূপ অনুমানের পোষক।

বৈদিক যুগে দেবতাদের মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল এবং মূর্তি গড়া হোত এরূপ অভিমত নিছক কল্পনাভিত্তিক। বেদের মন্ত্রে দেবতাদের রূপগুণের বর্ণনা আছে সত্য, কিন্তু মন্ত্রবর্ণিত দেবতার রূপ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ দেব-বিগ্রহ নির্মাণ করা সম্ভব বিবেচিত হয় না। তাছাড়া এক দেবতার সঙ্গে অন্যান্য দেবতার রূপ এবং গুণের সাদৃশ্য এত বেশী যে, এক দেবতা থেকে আর এক দেবতাকে সম্পূর্ণ পৃথক করা দুঃসাধ্য বোধ হয়। অনেক দেবতার বর্ণনাতেই হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্যবাহু, সহস্র বাহু, সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, হরিদ্বর্ণ অশ্ববাহিত রথারোহী, শত্রুঘাতক, রোগারোগ্যকারী, সোমপায়ী, পশুপুত্রঅন্নদাতা, বৃষ্টিদাতা, পশুরক্ষক প্রভৃতি সাধারণ রূপগুণের আরোপ সহজলভ্য। অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য বৃত্রহন্তা। সোম, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ রাজা বা সম্রাট বিশেষণে বিশেষিত। কোন দেবতায় কোন বিশিষ্ট রূপগুণ আরোপিত হলেও তাঁর একটি অন্য নিরপেক্ষ পৃথক মূর্তিনির্মাণ সম্ভব বোধ হয় না। তা ছাড়া অগ্নিকে দেবতাদের মুখ এবং হব্যকব্যবাহ দূত কল্পনা করে যজ্ঞে পৃথক পৃথক দেবতার উদ্দেশ্যে যে হবিঃ প্রদান করা হোত, তাতে দেবতার মূর্তি গড়ে পূজার কোন প্রসঙ্গ থাকতে পারে না। বৃহদায়তন ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে যাগযজ্ঞের খুঁটিনাটি বিবরণ এবং মন্ত্রব্যাখ্যা ও মন্ত্রের প্রয়োগবিধি আলোচনায় দেবতাদের সম্বন্ধে বহু কাহিনী বর্ণিত হলেও দেবতার মূর্তি গড়ে পূজার বিবরণ স্থান পায় নি। তবে শিল্পী-পটে বা মৃত্তিকাদি উপাদানে দেবতাদের কোন মূর্তি যদি গড়ে থাকেন, তবে তার সঙ্গে বৈদিক ধর্মাচরণের কোন সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না। মনে হয় মূর্তি পূজার প্রচলন হয়েছে বৈদিক যুগের অনেক পরে।

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের পরে জ্ঞানকাণ্ডের যুগ। উপনিষদের ঋষি নিরাকার জ্যোতির্ময় আনন্দময় ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন আত্মজ্ঞানলাভের সাধনায় সিদ্ধ হয়ে। তাঁরা অরণ্যে বসে কোন দেব প্রতিমার পূজা-উৎসব করেছেন, এমন উল্লেখ আরণ্যক উপনিষদে নেই। কিন্তু সর্বশক্তিমান নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা

৩

সকলের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই অধিকারীভেদে এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণ অনুসারে দেবমূর্তি গড়ে উপাসনার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ কেনেডি লিখেছেন, "Every Hindu, who is in the least acquainted with the principles of his religion, must in reality acknowledge and worship God in unity. Men, however, are born with different capacities, and it is therefore, necessary that religious instruction should be adopted to the powers of comprehension of each individual and make a succession of heavens, a gradation of deities, and even their sensible representation by images, are also considered to be lawful means for exciting and promoting piety and devotion."[১] খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতেও পণ্ডিত আলবেরুণী লিখেছেন যে তাঁর সময়ে "বহু বিজ্ঞ হিন্দু ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস করিতেন, এবং মূর্তি পূজার প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ ছিল না।"[২]

মূর্তি পূজার প্রচলন পরবর্তী যুগের সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন্ সময়ের ?—এ বিষয়ে যথার্থ কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। মোহেন-জো-দারোতে যে মূর্তি বা শীলমোহরে অঙ্কিত ছবি পাওয়া গেছে সেগুলি যে পূজিত হোত এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। বরঞ্চ যজ্ঞশালার অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, এখানে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হোত। পণ্ডিতদের ধারণা মোহেন-জো-দারোর সভ্যতা খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের। ঋগ্বেদের কাল নিরূপণ একপ্রকার অসম্ভবই বলা চলে। ম্যাক্‌ডোনাল, ভিন্‌তারনিৎস্ প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল ২০০০ থেকে ১২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ হলেও জেকোবি (Jacobi), বালগঙ্গাধর তিলক, আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়,[৩] অধ্যাপক প্রমোদকুমার ভট্টাচার্য[৪] প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের বিচারে ৫০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের পরে নয়। ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, L V. Schroeder প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের মতে ঋগ্বেদের সময় আরও বহু বহু অতীত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। বৈদিক সভ্যতা সিন্ধু ও সরস্বতীর তীরেই গড়ে উঠেছিল। সুতরাং মোহেন-জো-দারোকে যেমন চোখ বুজে প্রাগ্‌-আর্য সভ্যতা বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না, তেমনি মোহেঞ্জো-দারোতে মূর্তিপূজার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও ঋগ্বেদের যুগে মূর্তিপূজার প্রচলন প্রতিষ্ঠিত হয় না।

১ Ancient and Hindu Mythology, page 193.

২ সংস্কৃতি সমন্বয়ের অগ্রদূত আলবেরুণী—রেজাউল করিম।

৩ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল   ৪ Calcutta Review, January, 1961.

কেউ কেউ মনে করেন[১] যাস্কের সময়ে (খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী) মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল ; কারণ যাস্ক দেবতার অবতার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রগুলি মূর্তিপূজা সম্পর্কে কোন তথ্য আলোকোজ্জ্বল করে তোলে না। ভগবান্ বুদ্ধের নবধর্ম হিংসাশ্রয়ী যাগানুষ্ঠানের বিরোধী। সেকালে প্রতিমা পূজার প্রচলন থাকলে বিশাল বৌদ্ধশাস্ত্রে তার অল্পবিস্তর প্রভাব পড়া বা উল্লেখ থাকা স্বাভাবিক। অথচ পরবর্তী বৌদ্ধধর্মে মূর্তিপূজা এবং তান্ত্রিকতা আপন স্থান করে নিয়েছে।

রামায়ণে ইন্দ্র, বরুণ, যম, যক্ষাধিপতি কুবের, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অশ্বিনীকুমার, ইন্দ্রপত্নী শচী, মহেশ্বরপত্নী উমা, এমন কি কুবেরের পুত্র নলকুবের, ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত প্রভৃতি বহু দেবতার প্রসঙ্গ আছে। রাবণ ও রাবণপুত্র মেঘনাদের সঙ্গে দেবতাদের পরাজয় প্রভৃতিও বর্ণিত হয়েছে সবিস্তারে। অনুরূপভাবে মহাভারতেও বহু দেবতার প্রসংগ এবং মনুজবংশের সঙ্গে তাঁদের সংযোগের কাহিনীও লিপিবদ্ধ হয়েছে।

অবশ্য মহাভারতে তীর্থবর্ণনা প্রসংগে কিছু কিছু দেব বিগ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ তীর্থে বিশেষ বিশেষ দেবতার অর্চনা ও তজ্জনিত ফল লাভের বিবরণ বনপর্বে দেখা যায়।

কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা অর্চয়িত্বা গুহং নৃপ।
গোসহস্রফলং বিন্দ্যাৎ তেজস্বী চ ভবেন্নরঃ ॥[২]

—মানুষ কোটিতীর্থে স্নান করে কার্ত্তিকেয়কে অর্চনা করে। হে নৃপ, গোসহস্রদানের ফল লাভ করেও তেজস্বী হয়।

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ব্রহ্মস্থানমনুত্তমম্।
তত্রাভিগম্য রাজেন্দ্র ব্রহ্মানং পুরুষর্ষভ।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং বিন্দতি মানবঃ ॥[৩]

—হে রাজেন্দ্র, তারপর উৎকৃষ্ট ব্রহ্মস্থানে গমন করবে। সেখানে ব্রহ্মার নিকটে গমন করে মানব রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে।

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র স্থানং নারায়ণস্য চ ॥
সদা সন্নিহিতো যত্র বিষ্ণুর্বসতি ভারত।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥

১ Hindu Iconography, Gopinath Rao.
২ বনপর্ব—৮৪।৭৭ ৩ বনপর্ব—৮৪।১০৩।১০৪

আদিত্যা বসবো রুদ্রা জনার্দনমুপাসতে।
শালগ্রাম ইতি খ্যাতো বিষ্ণোরদ্ভুতকর্মনঃ ॥[১]

—হে রাজেন্দ্র, তারপর নারায়ণের স্থানে গমন করবে, যেখানে, হে ভারত, বিষ্ণু সবসময়ে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বাস করেন, যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ, আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ জনার্দনের উপাসনা করেন। তিনি সেখানে অদ্ভুতকর্মা বিষ্ণুর (মূর্তি) শালগ্রাম নামে বিখ্যাত।

এই উল্লেখগুলি থেকে তীর্থক্ষেত্রে দেব-বিগ্রহের অবস্থান অনুমান করা যায়। কিন্তু কার্ত্তিকেয়, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মূর্তির অধিষ্ঠান সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় নিঃসংশয় হওয়া যায় না। দেবায়তনে দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট উল্লেখ রামায়ণ ও মহাভারতে অনুপস্থিত। বরঞ্চ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও তীর্থদর্শনের ফলে যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভের কথা এই দুই মহাগ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে।

মহর্ষি বাল্মীকি লিখেছেন যে অগ্নিহোত্রহীন ও যাগানুষ্ঠানহীন ব্যক্তি অযোধ্যায় ছিল না।[২] দশরথ কর্তৃক অনুষ্ঠিত অশ্বমেধযজ্ঞ ও পুত্রেষ্ঠিযজ্ঞের বিবরণ সবিস্তারে মহাকবি বর্ণনা করেছেন।[৩] এমন কি রাক্ষসগণ স্বাধ্যায় বা বেদপাঠ করতো ;[৪] যাগযজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করতো। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, বহুসুবর্ণক, রাজসূয়, গোমেদ ও বৈষ্ণব যজ্ঞ সমাপন করে মাহেশ্বর যজ্ঞ শুরু করেছিল।[৫] কিন্তু দেবদ্বেষী রাবণ ইন্দ্রজিৎকে নিষেধ করে বলেছিল— "পূজিতা শত্রবো দ্রব্যৈরিন্দ্রপুরোগমাঃ।"[৬]—তুমি ইন্দ্র প্রভৃতি শত্রুগণকে পূজা করছো। এ থেকে কি অনুমান করা যায় যে যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা দেবতার পূজা হোত রামায়ণের যুগে ? ইন্দ্রজিৎ রাম-সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধের পূর্বেও অগ্নিতে আহুতি দিয়েছে এবং অগ্নিও তাকে জয়সূচক শুভ লক্ষণ দেখিয়েছেন।[৭] মহাভারতেও পাণ্ডবগণকর্তৃক রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। অর্জ্জুন কিরাতরূপী মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভে অসমর্থ হয়ে মহাদেবের পূজা করেছিলেন মৃন্ময় স্থণ্ডিল বা যজ্ঞকুণ্ডে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে— "মৃন্ময়ং স্থণ্ডিলং কৃত্বা মাল্যেনাপূজয়ত্ভবম্।"[৮]

অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে রামায়ণ-মহাভারতের যুগে দেবমূর্ত্তি পূজার প্রচলন ছিল। কেউ কেউ রামায়ণে দেবায়তন বা দেবমন্দিরের উল্লেখ পেয়েছেন। কিন্তু

১ মহাঃ বনপর্ব—৮৪।১১২।১২৪ ২ রামাঃ আদিকাণ্ড—৬।১২ ৩ তদেব—১৩-১৫ সর্গ
৪ তদেব, সুন্দরকাণ্ড—১৪।১৩ ৫ তদেব, উত্তরকাণ্ড—২৫।৮-৯ ৬ তদেব—১৫।১৪
৭ উত্তরকাণ্ড—৩৭।১১-১৮ ৮ মহাঃ বনপর্ব—৩৯।৬৫

Hopkins-এর মতে দেবায়তন বা দেবমন্দির কথাটীর প্রকৃত অর্থ যজ্ঞাগ্নির বেদী। "The usual word for a shrine are Ayatana or Devayatana and these words are often translated as temple or chapel ...The ayatana (resting place or support) is originally a mere place for the sacred fire."[১]

রামায়ণ-মহাভারতের যুগে যাগযজ্ঞের পাশাপাশি মূর্তিপূজাও প্রচলিত ছিল, একথা যদি স্বীকার করা যায়, তাহলেও উক্ত মহাকাব্যদ্বয়ের কাল নির্ণয়ের অসম্ভাব্যতা হেতু মূর্তিপূজার সময় নিরূপণ সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে জন্ম থেকে পূর্ণবয়স্ক হতে রামায়ণের সময় লেগেছে ৭০০ বৎসর—খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দ থেকে খৃষ্টীয় ২০০ অব্দ; আর মহাভারতের লেগেছে ৮০০ বৎসর—৪০০ খৃঃ পূর্বাব্দ থেকে ৪০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। সুতরাং এই দুই মহাকাব্যে কত বাল্মীকি-ব্যাস যে তাঁদের সৃষ্টি প্রতিভা নিঃশেষিত করেছেন, তার হিসাব কোনো পণ্ডিতই দিতে পারেন নি। পাশ্চাত্য জ্ঞানিজনের এই অভিমত যদি সত্য হয়, তবে এই সব পৌরাণিক দেবতাদের কাব্যের অন্তর্ভূক্তি কবে হয়েছিল, তা দেবতারা স্বয়ং হয়ত বলতে পারেন; কিন্তু কুতো মনুষ্যাঃ? তবে নানা দিক থেকে বিচার করে রামায়ণ ও মহাভারতের যুগকে আরও কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে দিতে হয়, অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব সহস্র অব্দের ওপারে। বরাহমিহির কলহন প্রভৃতির মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে।

আয়তন বা দেবায়তন শব্দটি কোথাও দেখলেই মন্দিরে দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে পূজার নিদর্শন পেয়ে গেলাম বলে উল্লসিত হওয়া চলে না। গোপীনাথ রাও অবশ্য মূর্তিপূজার সপক্ষে তাঁর অনুমানকে বৈদিক যুগ পর্যন্ত প্রসারিত করে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য—"Thus there appears to be evidence enough to suggest that image worship was probably not unknown even to the Vedic Indian; and it seems likely that he was at least occasionally worshipping his gods in the form of image, and continued to do so afterwards also."[২]

এই অভিমত অনুসারে বৈদিক আর্যরা মাঝে মাঝে মূর্তিপূজা করতেন। কিন্তু এরূপ অনুমানের হেতু কি তা মতাধিকারী ব্যক্ত করেন নি। পরন্তু অথর্ববেদের একটি মন্ত্র থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে বৈদিক যুগে দেবতাদের বিশেষ

---

১ Epic Mythology, page 77.

২ Elements of Hindu Iconography, page 5.

কোন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মন্ত্রটি নিম্নরূপ :

যে দেবা দিবিষ্ঠ যে পৃথিব্যাং যে অন্তরিক্ষ
ওষধীষু পশুষপ্‌স্বন্তঃ।
তে কৃণ্বন্তু জরাসামায়ুরস্মৈ শতমন্যান্‌
পরিবৃণক্তু মৃত্যুম্‌।[১]

—যে দেবগণ দ্যুলোকে, যাঁরা পৃথিবীতে, যাঁরা অন্তরীক্ষে ওষধিতে পশুতে এবং জলে আছেন, তাঁরা জরা নাশ করুন, ইঁহাকে (যজমানকে) শতবর্ষ আয়ু দান করুন, (অকাল) মৃত্যুকে পরিহার করুন।

ঋক্‌ সংহিতায় এবং উপনিষদেও দেবতার সর্বব্যাপিত্ব এবং সর্বাত্মকত্ব মোটেই দুর্লভ নয়। যে দেবগণ স্বর্গে মর্তে অন্তরীক্ষে ওষধিতে বনস্পতিতে পশুতে জীবে জলে স্থলে চরাচরে বিরাজমান তাঁদের বিশেষ কোন আকারে সীমাবদ্ধ কল্পনা সম্ভব নয়। তবে প্রকৃত সত্য রূপকে আবৃত করতে গিয়ে ঋষি-কবি দেবতাদের আকৃতির অংশবিশেষ উল্লেখ করেছেন। এমন কি যজ্ঞেরও একটি মূর্তি কল্পনা ঋগ্বেদে পাই। শুক্ল যজুর্বেদেও মন্ত্রটি উদ্ধৃত হয়েছে।

চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি
দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য মহাদেবো মর্ত্যা আবিবেশ॥ [২]

—মহান্‌ দেব বৃষভরূপে (ষণ্ড বা ষাঁড়, অন্য অর্থে কাম্যফল বা জল বর্ষণকারী) মর্তলোকে (অথবা মানুষের মধ্যে) প্রবেশ করে গর্জন করছেন। এর চারটি শৃঙ্গ, তিন পা, দুই মস্তক, সাতটি হাত; ইনি তিন স্থানে বদ্ধ।

যজ্ঞ বা যজ্ঞ-পুরুষের এই যে মূর্তি কল্পনা, সেই মূর্তি গড়ে যে পূজা করা হোত না, এ কথায় বোধ হয় দ্বিমত হবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে বৈদিক ঋষিরা কবি ছিলেন। তাঁদের বর্ণনা যেমন গভীর অর্থবহ তেমনি রূপকাবৃত।

যজ্ঞ-পুরুষের চারটি শৃঙ্গ চারিবেদ অথবা ব্রহ্মা, উদ্‌গাতা, হোতা ও অধ্বর্যু অভিধেয় চারজন ঋত্বিক্‌। তিন পদ— প্রাতঃ সবন, মাধ্যন্দিন সবন ও সায়ং সবন— এই ত্রিসবন অথবা ঋক্‌, সাম, যজুঃ এই তিন বেদ; দুই মস্তক—হবির্ধান ও প্রবর্গ নামক দুই যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান; সাতটি হাত সাত রকমের হোতা অথবা সাত প্রকারের ছন্দ; তিনটি বন্ধন স্থান, তিনটি সবন— মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও কল্পসূত্র। সায়নাচার্য মনে করেন যে এই ঋকে বর্ণিত দেবতা যজ্ঞাগ্নি অথবা আদিত্য। যজ্ঞাগ্নি পক্ষে চারিবেদ তাঁর শৃঙ্গ, তিন সবন তাঁর পদ, ব্রহ্মৌদন এবং প্রবর্গ্য দুই মস্তক,

১ অথর্ব—১৯।২।৩ ২ ঋগ্বেদ—৪।৫৮।৩, শুক্ল যজুঃ—১৭।৮

সপ্ত ছন্দ তাঁর সাতটী হাত, মন্ত্র, কল্প এবং ব্রাহ্মণ তিন বন্ধন। আদিত্যপক্ষে চারি দিক্, চারি শৃঙ্গ, বেদত্রয় পাদ, অহোরাত্রি দুই মস্তক, সপ্তরশ্মি সাতটি হস্ত; গ্রীষ্ম বর্ষা এবং হেমন্ত—তিন বন্ধন।

সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন হওয়ায় সায়নাচার্যের এই দ্বৈত ব্যাখ্যাতেও কোন বিরোধ নেই। সূর্য ও অগ্নি উভয়েই কাম্যফলবর্ধক,—বারিবর্ধকও। 'বৈখানসাগম'-এ যজ্ঞমূর্ত্তির বর্ণনা আছে। এই বর্ণনা পূর্বোক্ত যজ্ঞমূর্তির অনুরূপ।[১] এই বর্ণনা থেকে মনে হয়, পরবর্তী কালে ঋক্ মন্ত্রের অনুসরণে যজ্ঞ-দেবতার মূর্তি নির্মাণের প্রথা চালু হয়েছিল। অবশ্য এ ঘটনা বৈদিক যুগের অনেক পরের।

অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল বৈদিক দেবতার আকার সম্পর্কে লিখেছেন, "The physical appearance of the Gods is anthropomorphic, though only in a shadowy manner, for it often represents only aspects of their natural bases figuratively described to illustrate their activities. Thus head, face, mouth, cheeks, hair, shoulders, breast, belly, arms, hands, fingers, feet are attributed to various individual Gods. Head, breast, arms and hands are chiefly mentioned in connection with the warlike equipments of Indra and the Maruts. The arms of the Sun are simply his rays, and his eye is intended to present his physical aspect. The tongue and limbs of Agni merely denote his flames."[২]

আর একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত রেখেছেন প্রায় একই বক্তব্য—"The early Hindus had no image worship and no temples. With the natural objects even before their eyes—the fire, the stream, the sun—images were not needed. But a love of symbolism was deep in Aryan mind."[৩]

ম্যাক্‌ডোনেল অন্যত্র লিখেছেন, "The gods were conceived as human in appearance. Their bodily parts, which are frequently mentioned, are in many instances simply figurative illustrations of the phenomena of nature represented by them. Thus the arms of the sun are nothing more than his rays; and the tongue and limbs of Agni denote his flames."[৪]

---

১ Hindu polytheism—page 70-71. ২ Vedic mythology—page 17.

৩ Gods of India—Rev. E. Osborn Martin, page 8.

৪ Vedic Reader, introduction—page 18.

আর্যদের প্রতীক-প্রীতিই পরবর্তীকালে মূর্তিপূজার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। পুরাণের যুগেই বহুতর দেবতার আবির্ভাব হয়েছে এবং মূর্তিপূজা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুরাণগুলির রচনাকাল সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব না হলেও ভারত-ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ গুপ্তরাজাদের সময়েই পৌরাণিক ধর্ম তথা মূর্তিপূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে হিন্দুসমাজে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। "When the Hindu revival sets in under the Guptas, and Buddhism begins to decline, we find that a change has taken place, which must have begun several centuries before ... where as the vedic sacrifices propitiated all the gods impartially and regarded ritual as a sacred science giving power over nature, the worshipper of the later deities is generally sectarian and often emotional. He selects one for his adoration, and this selected deity becomes not merely a great god among others, but a gigantic cosmical figure in whom centre the philosophy, poetry and passion of his devotees. ... An exuberant mythology bestows on them monstrous forms, celestial residences, wifes and off-spring, they make occasional oppearances, in this world as men and animals; they act under the influence of passions, which if titanic, are but human feelings magnified ...[১]

গুপ্তযুগে পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তিপূজা ব্যাপকতা লাভ করলেও খৃষ্টপূর্বযুগেই মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয়। পালিভাষায় রচিত বৌদ্ধ ত্রিপিটকে 'বেন্হু' এবং 'ইসান' নাম দুটি পাওয়া যায়। নাম দুটি বিষ্ণু ও ঈশান-এর (শিব) প্রতিরূপ। এই নাম দুটির দেবত্ব ও স্বীকৃতি হয় নি।[২] দীঘ্ঘ নিকায়ের অন্তর্গত 'সুক্ত'গুলিতে (৩০০ খৃঃ পূঃ) বিভিন্ন দেবতার নামোল্লেখ আছে। গ্রীক্-দূত মেগাস্থিনিস (৩০০ খৃঃ পূঃ) পাটলিপুত্রে Dionysus এবং Heracles নামে দুই ভারতীয় দেবতার উল্লেখ করেছেন। এই দুই দেবতার নাম গ্রীক্ হলেও এঁদের কৃষ্ণ এবং শিব বলে ধারণা করা হয়।[৩] মেগাস্থিনিস লিখেছেন যে সৌরসেনোই (Sourasenoi) বা সৌরসেন জাতি Herakles নামক দেবতাকে সম্মান করতেন। "This Herakles is held in special honour by the Sourasenoi, an Indian tribe, who possess two large cities,

১ Hinduism and Buddhism, Vol. II, Sir Charles Eliot—page 136.

২ Hinduism and Buddhism—page 137. ৩ অশেষ

Methora and Cleisobora, and through whose country flows a navigable river called the Jobares. But the dress which this Herakles wore, Megasthenes tells us, resembled that of the Theban Herakles as the Indians themselves admit. It is further said that he had a very numerous progeny of male children born to him in India, but that he had only one daughter. The name of this child was pandaia, and the land in which she was born and with the Sovereignty of which Herakles entrusted her, was called after her name, Pandaia."[১]

সৌরসেনয় জাতি স্থরসেন বা মথুরা অঞ্চলে বসবাস করতো। পণ্ডিতদের অনুমান, সৌরসেনয় জাতি সাত্বত, বৃষ্ণি বা যাদব নামে প্রসিদ্ধ এবং হিরাক্লিস কৃষ্ণ। "বহুপূর্বে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর প্রমুখ পণ্ডিতগণ যথার্থ অনুমান করিয়াছিলেন যে এখানে 'সৌরসেনয়' এবং 'হিরাক্লিস' বলিতে 'সাত্বত' (অপর প্রতিশব্দ বৃষ্ণি, অন্ধক প্রভৃতি) এবং বাসুদেব কৃষ্ণকে বুঝা যাইতেছে। কৃষ্ণ সাত্বত বা বৃষ্ণিবংশসম্ভূত ছিলেন, এবং তাঁহার ভক্তগণকেও ঐ বংশের লোক বলিয়া বিদেশী গ্রন্থকার উপস্থাপিত করিয়াছেন। দুইটি সহর ও নদীটির নাম যে যথাক্রমে মথুরা, কৃষ্ণপুর এবং যমুনা সে সম্বন্ধে সংশয়ের কোনও কারণ থাকিতে পারে না। ... কেহ কেহ মনে করেন যে মথুরা হইতে কিছুদূরে যমুনার পরপারে অবস্থিত গোকুল নামক নগরীটিই প্রাচীন কালের কৃষ্ণপুর।"[২]

হিরাক্লিস্ গ্রীক্ দেবতা। এই নামের সঙ্গে কৃষ্ণনামের কোন সাদৃশ্য নেই। সৌরসেনরা Herakles-কে সম্মান করতেন বললে Herakles বা কৃষ্ণের মূর্তি-পূজা বোঝায় না। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানতে পারি যে Herakles ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন, এবং একটি পর্বতশৃঙ্গ জয় করতে তিনবার ব্যর্থ হয়েছিলেন। অবশ্য তিনি অংশ বিশেষ জয়ও করেছিলেন এবং কন্যা পাণ্ডাইকে রাজ্যও প্রদান করেছিলেন। "When Alexander had captured at the first assult the rock called Aornos, the base of which is washed by the Indus near its source, his followers, magnifying the

১ Ancient India, as described by Arrian and Megasthenes (Rev. Edn.), page 206.

২ পঞ্চোপাসনা—জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৬-৫৭

affair, affirmed that Herakles had thrice assulted the same rock and had been thrice repulsed."[১]

হিরাক্লিস্ সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে যে তিনি তাঁর সপ্তমবর্ষীয়া কন্যাতে উপগত হয়ে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। "Now in that part of the country where the daughter of Herakles reigned as queen, it is said that the women when seven years old are marriageable age, and that the men live at most forty years, and that on this subject their is a tradition current among the Indians to the effect that Herakles, whose daughter was born to him late in life, when he saw that his end was near, and he knew no man his equal in rank to whom he could give her in marriage, had incestuous intercourse with the girl when she was seven years of age, in order that a race of kings sprung from their common blood might be left to rule over India"[২] হিরাক্লিস্ তাঁর কন্যার গর্ভে যে বংশধারা সৃষ্টি করেছিলেন তা Pandaia (পাণ্ড্য অথবা পাণ্ডব ?) বংশ নামে পরিচিত। সঙ্গতভাবেই Mc. Crindle এই কাহিনীর সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। যাই হোক, শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে এরূপ কোন কাহিনী এদেশে প্রচলিত নেই। মহাভারত-ধুরন্ধর শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে এরূপ অশ্রদ্ধেয় কাহিনী কোন হিন্দুই কল্পনা করতে পারেন না। সুতরাং হিরাক্লিস্ ও কৃষ্ণ একই দেবতা এরূপ অনুমান গ্রহণযোগ্য নয়। বিদেশী দেবতা হলেও মথুরাবাসিগণ হিরাক্লিস্‌কে শ্রদ্ধা করতে পারেন, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। হিরাক্লিস্‌কে মন্দিরে দেবতারূপে সৌরসেনরা পূজা করতেন, এমন কথা মেগাস্থিনিস বলেন নি। বরঞ্চ মেগাস্থিনিস বলেছেন যে, প্রাচীনকালে ভারতবাসিগণ যাযাবর ছিলেন, তাঁরা মন্দিরে দেবতার আরাধনা করতেন না।[৩] গ্রীক্ ঐতিহাসিক কার্টিয়াস (খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী) লিখেছেন যে আলেক্‌জাণ্ডারের সঙ্গে যুদ্ধকালে পুরুর সৈন্যগণ সম্মুখে হিরাক্লিসের মূর্তি নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল কারণ তাদের বিশ্বাস যে হিরাক্লিস্ যুদ্ধ জয়ে সহায়তা করেন। এখানেও পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে হিরাক্লিস্ কৃষ্ণ ভিন্ন কেউ নন। যদিও এ অনুমানমাত্র এবং

১ Mc. crindle's—Ancient India, as described by Arrian & Megasthenes. (Rev. Ed.), page 111.

২ Ancient India—as described by Arrian & Megasthenes, page 207..

৩ মেগাস্থিনিসের বিবরণ, রজনীকান্ত গুহ—পৃঃ ৪৫

মূর্তিপূজার বা কৃষ্ণপূজার সপক্ষে মত দেওয়ার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, তথাপি এ অনুমানকে স্বীকার করলে খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে মূর্তি গড়ে সৈন্যদলের পুরোভাগে নেওয়ার রেওয়াজ ছিল বলে মানতে হয়. কিন্তু কার্টিয়াস—অ্যালেক্জাণ্ডার এবং পুরুর যুদ্ধ ঘটনার বহু পরে আবির্ভূত হওয়ায় এবং Herakles-এর সম্পর্কে যথার্থ কিছু অবগত না থাকায় খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে মূর্তিপূজা সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব নয়।

মেগাস্থিনিস Dionysus-এর উল্লেখ করেছেন। ইনিও গ্রীক্ দেবতা এবং প্রসিদ্ধি আছে যে ইনি ভারতবর্ষ জয় করেছিলেন। "And regarding **Dionysus many traditions are current to the effect that he also made an expedition into India and subjugated the Indians before the days of Alexander."**[১]

ডায়োনিসাসকে শিব রূপে গ্রহণ করার হেতুও বোঝা যায় না। প্রকৃত সত্য বোধহয় এই যে হিরাক্লিস্ এবং ডায়োনিসাস বিজেতা গ্রীক্ জাতির সঙ্গে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন এবং কোন কোন ভারতীয় জাতির দ্বারা স্বীকৃতও হয়েছিলেন। মূর্তি-শিল্পকে এদেশে গান্ধার শিল্প বলা হয়। গান্ধার (কান্দাহার—Taxila) গ্রীক্ অধিকৃত হওয়ায় গ্রীক্ ভাস্কর্য এই অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়েছিল। সুতরাং মূর্তিগড়ার রীতি গ্রীক্দের কাছ থেকেই গৃহীত হয়েছিল এ সত্য অস্বীকার করা চলে না।

জাতকে শিব ও বিষ্ণু নাম দুটি থেকেই এই সময়ে মূর্তিপূজার প্রচলনের পক্ষে রায় দেওয়াও সম্ভব নয়। ভগবান বুদ্ধের সময় মূর্তিপূজা প্রচলিত থাকলে বৌদ্ধ-শাস্ত্রাদিতে তার উল্লেখ অবশ্যম্ভাবী। বুদ্ধদেবের মূর্তিনির্মাণ ও পূজা বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের বহু পরে প্রচলিত হয়েছিল। বুদ্ধদেবের নখ, কেশ ইত্যাদির উপরে স্তূপ নির্মাণ করে বুদ্ধদেবের প্রতীক হিসাবে উপাসনা করার রীতি প্রচলিত হয়েছিল। "এমন কি বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতমবুদ্ধের মূর্তি পর্যন্ত বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রায় চারিশত বৎসরের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। গৌতমবুদ্ধ মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার ভ্রাতা নন্দ যখন তাঁহাকে প্রণাম করেন, তখন বুদ্ধ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলেন প্রণামাদির দ্বারা তিনি সুখী হইবেন না, তিনি সুখী হইবেন তখনই, যখন নন্দ পূর্ণ উদ্যমে-সদ্ধর্মের পালন করিবে··· ।

---

১ **Ancient India, as described by Arrian & Megasthenes, page 201.**

বিভিন্ন প্রাচীন শিল্পসম্প্রদায়ে যদিও বুদ্ধের মূর্তি দেখা যায় না, তথাপি বুদ্ধের ব্যবহৃত বস্তু ও প্রতীকের মূর্তি অনেক জায়গায় পাওয়া গিয়াছে। বুদ্ধের পাগড়ি, পদচিহ্ন, বোধিবৃক্ষ, ধর্মচক্র ইত্যাদি বহুবিধ চিহ্ন পাথরে খোদা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বুদ্ধগয়া, সাঁচী ও অমরাবতীর শিল্পই প্রধান. . .। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক পর্যন্ত ভগবান বুদ্ধের মূর্তি নির্মিত করা হয় নাই। তাহার বদলে তাঁহার প্রতীকগুলিকেই প্রস্তরে খোদাই করিয়া রূপ দেওয়া হইয়াছিল।"[১]

প্রসিদ্ধি আছে যে মগধ-সম্রাট বুদ্ধভক্ত বিম্বিসার বুদ্ধের পদনখকণার উপরে একটি স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন।

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইল
পদনখকণা তাঁর।
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদকাননে
তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ
শিল্প শোভায় সার।[২]

পণ্ডিতেরা মনে করেন যে বুদ্ধের মূর্তি নির্মিত হয়েছিল গ্রীক্ ভাস্কর্যের প্রভাবে। "বুদ্ধের মূর্তি কোন্ শিল্পে প্রথম তৈয়ারী হইয়াছিল, ইহা লইয়া নানা মুনির নানা মত আছে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন গান্ধার ভাস্কর্যে বৌদ্ধেরা প্রথম ভগবান বুদ্ধের মূর্তি তৈয়ারী করিয়াছিলেন। আবার কোন কোন পণ্ডিত বলেন মথুরা ভাস্কর্যও বুদ্ধের মূর্তি তৈয়ারী করিবার দাবী করিতে পারে। তবে সব দিক অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে প্রথম বুদ্ধের মূর্তি তৈয়ারী করা ভারত-বাসীর পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ উহা একটু অসম্মানকর। কাজেই বোধ হয় ঐ কার্যটি বিদেশীয় বৌদ্ধদিগের দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল"।[৩]

হিন্দুদের মূর্তিপূজাও প্রতীক উপাসনা। বৌদ্ধ-প্রতীক থেকেই হিন্দু-প্রতীক বা মূর্তি প্রভৃতি পূজার সূত্রপাত হয়েছে বলে মনে হয়। তবে বুদ্ধ-মূর্তির মত হিন্দু দেবতার মূর্তি নির্মাণ গ্রীক্ মূর্তি-শিল্পের প্রভাবসঞ্জাত বলে গ্রহণ করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে।

---

১ বৌদ্ধ দেবদেবী—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১০-১১

২ পূজারিণী, কথা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩ বৌদ্ধ দেবদেবী—পৃঃ ১১

দেববিগ্রহ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী)। 'দুর্গ নিবেশ' বর্ণনা প্রসংগে কৌটিল্য রাজপুরে কোন্ কোন্ দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তার বিবরণ দিয়েছেন: "অপরাজিতা-প্রতিহতজয়ন্তবৈজয়ন্ত কোষ্ঠকান্ শিববৈশ্রবণাশ্বিশ্রীমদিরাগৃহং পুরমধ্যে কারয়েৎ।"[১] —পুরমধ্যে অপরাজিতা (দুর্গা), অপ্রতিহত (বিষ্ণু), জয়ন্ত ও বৈজয়ন্ত (ইন্দ্র), কোষ্ঠক (অন্তর্গৃহ) এবং শিব, বৈশ্রবণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, শ্রী বা লক্ষ্মী ও মদিরা দেবতার (দুর্গার নাম বিশেষ) গৃহ থাকিবে।"[২]

ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক[৩] এবং ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জী[৪] অপরাজিতা শব্দের অর্থ করেছেন দুর্গা, অপ্রতিহত শব্দের অর্থ বিষ্ণু, বৈজয়ন্ত শব্দের অর্থ ইন্দ্র এবং বৈশ্রবণ শব্দের অর্থ করেছেন কুবের। কৌটিল্যের বিবরণ থেকে সেকালে রাজপুরে দেববিগ্রহ স্থাপন এবং পূজার ব্যবস্থা ছিল, এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয়।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি অষ্টাধ্যায়ীর অল্পাচ্‌তরস্‌ (২/২/৩৪) সূত্রের ব্যাখায় ধনপতি কুবের, বলরাম এবং কেশব বা কৃষ্ণের মন্দিরে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, তুনব প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদনের দ্বারা দেবপূজার কথা বলেছেন—"মৃদঙ্গশঙ্খতুনবাঃ পৃথঙ্‌নদন্তি সংসদি প্রাসাদে ধনপতিরামকেশবানাম্।" পতঞ্জলি "জীবিকার্থে চাপ্যন্যে" (৫/৩/৯৯) সূত্রের ভাষ্যেও বলেছেন যে মৌর্যগণ জীবিকার নিমিত্ত দেবপ্রতিমা বিক্রয় করতেন। দেবপ্রতিকৃতি বা দেবপ্রতিমা বলতে দেবতার চিত্রপটকেও বোঝাতে পারে। কিন্তু মন্দিরে কৃষ্ণ, বলরাম এবং কুবেরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকার বিবরণ থেকে পতঞ্জলির সময়ে (খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী) মন্দিরে দেববিগ্রহ পূজার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

মূর্তিপূজা সম্পর্কে অভ্রান্ত প্রমাণ উপস্থাপিত করে প্রাচীনকালের মুদ্রা ও ভাস্কর্য। মুদ্রাগুলি এ বিষয়ে প্রাচীনতম প্রমাণরূপে গ্রহণযোগ্য। কারণ প্রাচীন মুদ্রার সমকালের মূর্তি পাওয়া যায় নি। গুপ্ত রাজাদের মুদ্রায় যেমন যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদানের চিত্র অংকিত আছে (কাচ টাইপ—সমুদ্রগুপ্ত; ছত্রটাইপ্—২য় চন্দ্রগুপ্ত) তেমনি লক্ষ্মী, কার্তিকেয়, গঙ্গা, শিব প্রভৃতি দেবতাদের মূর্তি মুদ্রিত আছে। যাগযজ্ঞ এবং দেববিগ্রহ পূজা—এই উভয় রীতিই গুপ্ত যুগে প্রচলিত

১ অর্থশাস্ত্র—২।৪ ২ অনুবাদ—রাধাগোবিন্দ বসাক

৩ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (বঙ্গানুবাদ), ১ম, পৃঃ ৬২

৪ Chandragupta Maurya and his times—page 195.

ছিল। এই যুগেরই (খৃষ্টীয় ৪র্থ/৫ম শতাব্দী) বিভিন্ন শীলমোহরে (ভিটা শীল, বেসার শীল প্রভৃতিতে) শিব, বিষ্ণু, দুর্গা প্রভৃতি দেবতার মূর্তি এবং প্রতীক অংকিত আছে। এই যুগে শক্তিমান রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন। অন্যান্য যজ্ঞও অনুষ্ঠিত হোত; দেবমূর্তি পূজার রীতিও এইযুগে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে।

কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক, হুবিষ্ক, বাসুদেব ও পরবর্তী কুষাণ রাজাদের (খৃষ্টীয় ১ম/২য় শতাব্দী) মুদ্রাগুলিতে শিব, উমা, স্কন্দ-কার্তিকেয়, লক্ষ্মী, বাসুদেব প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার মূর্তি অন্যান্য গ্রীক্, সুমেরীয়, পারস্য প্রভৃতি দেবতাদের সঙ্গে অংকিত আছে। সুতরাং এই যুগেও দেবমূর্তি গড়ে পূজা করা যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। মনে হয়, কুষাণ সম্রাটদের পূর্ব থেকেই দেবদেবীর মূর্তি-পূজার রীতি প্রচলিত হয়েছে। বিদেশী শক্-কুষাণরা গ্রীক্ ভাস্কর্য জনপ্রিয় করায় অনেকটা সহায়তা করেছিলেন।

খৃষ্টপূর্ব প্রথম, দ্বিতীয়, এমন কি তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন জাতির (tribe) মুদ্রায় দেবমন্দিরের প্রতিকৃতি, নানাবিধ দেবতার মূর্তি ও দেবতার প্রতীক বর্তমান। ঔদুম্বর জাতির কতকগুলি মুদ্রার (খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী) বিপরীত দিকে (Reverse) একটি তিনতলা মন্দির ও মন্দিরের দক্ষিণে ত্রিশূল ও পতাকার চিত্র আছে।[১] তক্ষশিলায় প্রাপ্ত মুদ্রায় (খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দ) মন্দির অংকিত আছে।[২] প্রথমোক্ত মন্দিরটি যে শিবমন্দির তাতে সন্দেহ নেই। মুদ্রায় অংকিত মন্দির-চিত্র প্রমাণ করে যে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে হয়ত বা তৃতীয় শতাব্দীতেও মন্দিরে দেববিগ্রহ স্থাপনের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। অবন্তী থেকে প্রাপ্ত মালব মুদ্রায় (খৃঃ পূঃ ২৫০—২৫০ খৃঃ) লক্ষ্মীর মূর্তি অংকিত আছে। এই লক্ষ্মী পদ্মাসীনা, দুই হস্তীর শুণ্ডের দ্বারা অভিস্নাতা গজলক্ষ্মী। অনুরূপ মূর্তি অংকিত আছে অন্যান্য মালব মুদ্রায়; দণ্ডায়মানা লক্ষ্মীমূর্তি পাই অযোধ্যা মুদ্রায় (খৃঃ পূঃ ২০০ থেকে ২০০ খৃষ্টাব্দ) এবং কৌশাম্বী মুদ্রায় (খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দ)। মালব মুদ্রায় (কানিংহামের মতে খৃঃ পূঃ ২৫০ থেকে ২৫০ খৃষ্টাব্দ, স্মিথ ও র‍্যাপ্‌সনের মতে ১৫০ খৃঃ পূঃ থেকে খৃষ্টীয় শতাব্দী পর্যন্ত) তিন মস্তক বিশিষ্ট শিবের মূর্তি পাওয়া যায়। মথুরা থেকে প্রাপ্ত মুদ্রায় (খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী)

১ Ancient Indian Numismatics, S. K. Chakravarti, page 160.

২ তদেব—পৃঃ ২১১

শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি অংকিত রয়েছে। পাঞ্চাল থেকে প্রাপ্ত শুঙ্গরাজাদের (Smith-এর মতে খৃঃ পূঃ ১০০ অব্দ থেকে ১০০ খৃষ্টাব্দ) মুদ্রায় ইন্দ্র, অগ্নি, গঙ্গা, শিব ও বিষ্ণু এবং যৌধেয় মুদ্রায় (র‍্যাপ্‌সনের মতে ১০০ খৃঃ পূর্বাব্দ ; স্মিথের মতে ১০০ খৃষ্টাব্দ) ষড়ানন কার্তিকেয়ের মূর্তি পাওয়া যায়। এ ছাড়াও খৃষ্টপূর্বযুগে ও খৃষ্টোত্তর যুগে বিভিন্ন মুদ্রায় বিষ্ণুর প্রতীক চক্র, শিবের প্রতীক ত্রিশূল বা ষাঁড় নন্দীর চিত্র বহুব্যাপক। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মতে লক্ষ্মীমূর্তি বুদ্ধযুগের পূর্ববর্তী।[১] প্রাচীন মুদ্রার সাক্ষ্যে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতাব্দীতেই পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তিপূজার রীতি প্রচলিত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যও এই তথ্যকে সমর্থন করে। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে দেববিগ্রহ পূজার রীতি প্রচলিত ছিল কিনা, তা অনুমান সাপেক্ষ তথ্যসমর্থিত নয়। তবে মূর্তি পূজার প্রচলন যে বুদ্ধদেবের (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) পরবর্তী তাতে সন্দেহ নেই। সম্ভবতঃ জনপ্রিয় বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার তাগিদেই পৌরাণিক হিন্দুধর্ম তথা দেবমূর্তি পূজার রীতি প্রচলিত হয় খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অথবা আরও কিছু পূর্বে এবং এই ধর্মাচরণ রীতি ক্রমে এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে বিদেশাগত কুষাণসম্রাটগণও বিদেশী দেবতাদের সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীদের মুদ্রায় স্থান দিয়েছিলেন। কালক্রমে বৌদ্ধধর্মেও হিন্দু দেবতারা স্থান করে নিয়েছিলেন।

১ Development of Hindu Iconography, 1st Edn., page 209.

দেবতার স্বরূপ

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, প্রাকৃতিক দৃশ্যনিচয় বৈদিক আর্যদের এমনই অভিভূত করেছিল যে তাঁরা প্রত্যেকটী প্রাকৃতিক বস্তুকে দেবতারূপে কল্পনা করেছেন। প্রসিদ্ধ জার্মাণ পণ্ডিত A. Weber বলেছেন, আদিম যুগের মানুষ হিসাবে আর্যরা শিশুর মত সরলতা নিয়ে প্রাকৃতিক বস্তুতে দেবত্বের আরোপ করেছেন। "They (older hymns of the Ṛgveda) contain relics of the childlike and naive conceptions then prevailing, such as may also be traced among the Teutons and Greeks."[১]

অধ্যাপক Winternitz লিখেছেন, "Many of the hymns are not addressed to a Sun-god, nor to a moon-god, nor to a fire-god, nor to a god of heavens, nor to storm-gods and water deities, nor to a goddess of the dawn and an earth goddess but the shining sun itself, the gleaming moon in the nocturnal sky, the fire blazing on the earth or on the alter or even the lightning shooting forth from the cloud, the bright sky of day, the starry sky of night, the roaring storms, the flowing waters of clouds and rivers, the glowing dawn and the spread out fruitful earth—all these natural phenomena are as such, glorified, worshipped and invoked. Only gradually is accomplished in the songs of the Ṛgveda itself the transformation of these natural phenomena into mythological figures, into gods and goddesses, such as, Surya (Sun), Soma (Moon), Agni (Fire), Dyaus (Sky), Maruts (Storms), Vayu (Wind), Apas (Waters), Usas (Dawn) and Prithivī (Earth), whose names still indubitably indicate what they originally were. So the songs of the Ṛgveda prove indisputably that the most prominent figures of mythology have proceeded from personifications of most striking natural phenomena."[২]

---

১ The History of Indian Literature (1914), page 35.

২ History of Indian Literature, Vol. I, Part I, page 65.

অধ্যাপক ভিন্‌তারনিৎসের এই অভিমত প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। প্রাকৃতিক বিষয়গুলি ক্রমে জীবিত সত্তার আরোপে দেবত্বে উন্নীত হয়েছে এই মতবাদ প্রায় সকলেই গ্রহণ করেছেন।

Dr. A. B. Keith লিখেছেন, "The object of devotion of the prie ts were the great phenomena of nature, conceived as alive, and usually represented in anthropomorphic shape, though not rarely theriomorphism is referred to."[১]

Prof. A. Macdonell অনুরূপ বিশ্বাসেই লিখেছেন, "Its oldest source presents to us an earlier stage in the evolution of beliefs based on the personification and worship of natural phenomena than any other literary monument of the world."[২]

Sir Charles Eliot-এর অভিমতও একই প্রকার। তিনি লিখেছেন, "But the earliest stratum of Vedic religion is worship of the powers of Nature—such as, the Sun, the Sky, the Dawn, the Fire—which are personified but not localised or depicted. Their attributes do not depend at all on art, not much on local or tribal custom, but chiefly on imagination and poetry."[৩]

বৈদিক দেবকল্পনার গভীরে এইসব পণ্ডিত প্রবেশ করেছেন বলে মনে হয় না। প্রাথমিক দেব কল্পনার মূলে আদিম মানব-মনের কোন্ ভাবনা কার্যকরী হয়েছিল তা নিতান্তই অনুমান সাপেক্ষ। ঋগ্বেদ ও তৎপরবর্তী সর্বপ্রকার ধর্মগ্রন্থে, কাব্যাদিতেও যে সত্য প্রতিভাত হয়, তা হোল এই যে চেতন অচেতন সকল পদার্থের মধ্যেই ভারতবর্ষের মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেছেন;—প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যেই তাঁরা কোন এক অদৃশ্য শক্তির প্রকাশ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বেই। বেদে এবং পুরাণে বহুদেবতার উপাসনা প্রচলিত থাকলেও সকল দেবতাই যে এক, অথবা একই দেবতার রূপভেদ—এ তত্ত্ব ভারতীয় দেবোপাসনার মূল তত্ত্ব। ভারতীয় সাহিত্যে ও দর্শনে এই তত্ত্ব সর্বত্রই প্রতিভাত। দেবতাগণ বাহ্যতঃ বিভিন্ন হলেও স্বরূপতঃ এক— এ সত্য উপলব্ধি করতে ভারতীয় মণীষা কখনও ভুল করেনি।

---

১ Cambridge History of India, vol. I, 1st Edn., page 107.
২ Vedic mythology, page 2.
৩ Hinduism and Buddhism, Vol. I, page 56.

যে এক দেবতা থেকে তেত্রিশ বা তেত্রিশ কোটী দেবতার উদ্ভব সেই এক দেবতার স্বরূপ কি ? নিরুক্তকার যাস্ক উল্লেখ করেছেন যে তাঁর পূর্ববর্তী নিরুক্তকারগণের মতে বেদের দেবতাবৃন্দ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত, অথবা বেদের দেবতার সংখ্যা তিন—পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু অথবা ইন্দ্র এবং দ্যুলোকে বা আকাশে সূর্য। "তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ। অগ্নি: পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বেন্দ্রো বাহন্তরিক্ষস্থানঃ সূর্যোদ্যুস্থানঃ।"[১]

ডঃ যোগীরাজ বসু যাস্কের বক্তব্যটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "এই তিন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন কর্ম ও ভিন্ন বিশেষণ লইয়া সেই গোষ্ঠীর অপরাপর দেবতাগণের নামকরন হইয়াছে। অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন কার্য ও বিশেষণ লইয়া বৈশ্বানর জাতবেদা, নরাশংস, সুসমিদ্ধ ও তনূনপাৎ প্রভৃতি নামকরন হইয়াছে। তদ্রূপ বায়ু হইতে মাতরিশ্বা, রুদ্র, ইন্দ্র, অপাংনপাৎ, মরুৎ প্রভৃতি দেবতার নামের উৎপত্তি হইয়াছে এবং সূর্য হইতে আদিত্য, বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, পূষা, ভগ, অশ্বিযুগল, সবিতা প্রভৃতি দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে।"[২]

যাস্ক কথিত নিরুক্তকারগণের দেবতত্ত্বব্যাখ্যার পোষকরূপে একটি ঋক্ উদ্ধৃত হয়ে থাকে। ঋক্‌টি এই : "সূর্যো নো দিবস্পাতু বাতো অন্তরিক্ষাৎ অগ্নির্নঃ পার্থিবেভ্যঃ।"[৩]

—সূর্য আমাদের স্বর্গের উপদ্রব হইতে, বায়ু আকাশের উপদ্রব হইতে এবং অগ্নি পৃথিবীর উপদ্রব হইতে রক্ষা করুন।"

এই ঋক্‌টি থেকে দেবতা যে মাত্র তিনজন এবং তিন দেবতার যে পৃথক্ সত্তা এমন কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। যাস্ক কিন্তু দেবতাদের স্বরূপ উপলব্ধিতে ভুল করেন নি। তিনি স্পষ্টতঃই লিখেছেন, দেবতারা—"এক আত্মা···বহুধা স্তূয়তে।"[৫]

– দেবতাদের একই আত্মা বহুরূপে স্তুত হয়ে থাকেন।

একস্যাত্মনোহন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।"[৬]

—অন্যান্য দেবতারা একই আত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

এই এক আত্মাটি কে ? কি তাঁর স্বরূপ ? যাস্কের মতে এই আত্মাভূত এক দেব—অগ্নি। কাত্যায়ন সর্বানুক্রমণীতে সূর্যকে একমাত্র দেবতা বলে মত পোষণ

১ নিরুক্ত—৭।১৪ ২ বেদের পরিচয়—পৃঃ ১০০ ৩ ঋগ্বেদ—১০।১৫৮।১
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ নিরুক্ত—৭।৪ ৬ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৪৬

করেছেন—"এক এব মহানাত্মা বেদে স্তূয়তে, স সূর্য ইতি ব্যাচক্ষতে।"—একমাত্র মহান আত্মা বেদে স্তুত হয়েছেন, তিনিই সূর্য। ঋগ্বেদের ঋষি সূর্যকেই স্থাবর জঙ্গমের প্রাণপুরুষরূপে উল্লেখ করেছেন,—"সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।"[১]—সূর্যই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচরের আত্মা। মহামহোপাধ্যায় সীতারাম শাস্ত্রী মহাশয় বেদের সকল দেবতাকেই আদিত্যরূপে গণ্য করে আদিত্যপর ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে বেদের সকল দেবতাই সূর্যের অংশ বা রূপান্তর।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রথম সূক্তে অগ্নিকেই ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ, মিত্র, অর্যমা, রুদ্র, ভগ, বসু, অদিতি, ভারতী, ইলা, বৃত্রহন্তা সরস্বতী প্রভৃতি রূপে অভিহিত করা হয়েছে। ঐতরেয় এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অগ্নিকেই সর্বদেবাত্মক বলা হয়েছে—"অগ্নিঃ সর্বা দেবতাঃ।"[২]

সর্বদেবের স্বরূপ রূপে অগ্নি এবং সূর্য উভয়েই স্তুত হয়েছেন। পণ্ডিতরাও কেউ সূর্যকে কেউ অগ্নিকে দেব কল্পনার উৎসরূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। যাস্ক "অগ্নিঃ সর্বা দেবতাঃ"—এই মন্ত্র ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে অগ্নির স্বপক্ষে মত দিয়েছেন। এই দুইপ্রকার মতের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নেই। যিনি সূর্য তিনিই অগ্নি। অগ্নি জড়ে-জীবে সর্বত্র বিদ্যমান;—আকাশে বিদ্যুৎ, জলে বাড়বানল, পৃথিবীতে অগ্নি, দ্যুলোকে সূর্য।

ত্রীণি জানা পরিভূষন্ত্যস্য সমুদ্র
একং দিব্যেকমপ্সু।[৩]

—সেই (অগ্নি) তিনটি জন্মস্থান অলংকৃত করে; সমুদ্রে এক, আকাশে এবং অন্তরীক্ষে এক।[৪]

শুচিং ন যামন্নিষিরং স্বর্দৃশং কেতুং দিবো রোচনস্থামুষর্বুধং।
অগ্নিং মূর্ধানং দিবো অপ্রতিষ্কুতং তমীমহে নমসা বাজিনং বৃহৎ।।[৫]

—দীপ্ত যজ্ঞে গমনকারী সমস্ত পদার্থের জ্ঞানযুক্ত, দ্যুলোকে কেতুস্বরূপ, সূর্যে অবস্থিত উষাকালে জাগরুক, অন্নবান মহান অগ্নিকে স্তোত্রদ্বারা যাচ্ঞা করি।

দিবস্পরি প্রথমং যজ্ঞে অগ্নিরস্মদ্বিতীয়ং পরিজাতবেদাঃ।
তৃতীয়মপ্সু নৃমনা অজস্রমিন্ধান এনং জরতে স্বাধীঃ।।[৭]

---

১ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৪৬ ২. ঐতরেয় ব্রাঃ—২।৩; তৈত্তিরীয় ব্রাঃ—১।৪।৪।১০ ৩ ঋগ্বেদ—১।৯৭।৩
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—৩।২।১৪ ৬ অনুবাদ—তদেব ৭ ঋগ্বেদ—১০।৪৫।১

—অগ্নি প্রথমে আকাশে অর্থাৎ বিদ্যুৎরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহার দ্বিতীয় জন্ম আমাদিগের নিকট, তাহাতে তাঁহার নাম জাতবেদা। তাঁহার তৃতীয় জন্ম জলের মধ্যে। এইরূপে সেই নরহিতকারী অগ্নি নিরন্তর জাজ্বল্যমান আছেন। যিনি উত্তম ধ্যান করিতে পারেন, তিনি তাঁহাকে জানেন।[১]

অগ্নি শুধু তিনরূপেই বর্তমান নন, তিনিই ব্রহ্মরূপী—শুধু জ্ঞানী ব্যক্তি ধ্যানের দ্বারা তাঁর স্বরূপ অবগত হ'তে পারেন। অগ্নি সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন।

সং ত্বমগ্নে সূর্যস্য বর্চসাঽগথাঃ সমৃষীণাং স্তুতেন সং প্রিয়েণ ধাম্না।
ত্বমগ্নে সূর্যবর্চা অসি সং মামায়ুষা বর্চসা প্রজয়া সৃজ ॥[২]

—হে অগ্নি, তুমি সূর্যের তেজের সঙ্গে সংগত হও, ঋষিদের স্তোত্রের সঙ্গে সংগত হও, প্রিয়দেশে সংগত হও। হে অগ্নে, তুমি সূর্যসম তেজোময়, আমাকে আয়ু প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত কর।

অগ্নের্বা আদিত্যো জায়তে……আদিত্যাদ্বৈ চন্দ্রমা জায়তে
… চন্দ্রমসো বৈ বৃষ্টির্জায়তে……বৃষ্টের্বৈ বিদ্যুজ্জায়তে।"[৩]

শুক্রঃ শুশুক্বাঁ উষো ন জারঃ পপ্রা সমীচী দিবো ন জ্যোতিঃ।
পরি প্রজাতঃ ক্রত্বা বভূথ ভুবো দেবানাং পিতা পুত্রঃ সন্ ॥[৪]

—শুভ্রবর্ণ অগ্নি উষার প্রণয়ী (সূর্যের) ন্যায় সকল পদার্থের প্রকাশক; এবং দ্যুতিমান (সূর্যের) জ্যোতির ন্যায় স্বতেজে (দ্যাবাপৃথিবী) একত্রে পরিপূরিত করেন। হে অগ্নি! তুমি প্রাদুর্ভূত হইয়া কর্মদ্বারা জগৎ পরিব্যাপ্ত কর। তুমি দেবগণের পুত্র হইয়াও তাহাদের পিতা।[৫]

কৃষ্ণ যজুর্বেদে একটি উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যান অনুসারে আদিত্য পুরাকালে মর্তে (অগ্নিরূপে) ছিলেন। দেবগণ পৃষ্ঠাখ্য ষড়হ যাগের দ্বারা তাঁকে স্বর্গে স্থাপন করেছিলেন— "অসাবাদিত্যোঽস্মিঁল্লোকে আসীত্তং দেবা পৃষ্ঠৈঃ পরিগৃহ্য সুবর্ণং লোকমগময়ন্ পরৈরবস্তাৎ পর্য্যগৃহ্ণন্দিবা কীর্ত্যেন সুবর্গে লোকে প্রত্যস্থাপয়ন্… ।[৬]

মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৯৯ অঃ) অগ্নির স্তবে অগ্নি সূর্যের সঙ্গে অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত,—

ত্বং জ্যোতিঃ সর্বভূতেষু ত্বমাদিত্যো বিভাবসুঃ ॥

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ কৃষ্ণ যজুর্বেদ – ১।৫।৫।১৬ ৩ ঐতরেয় ব্রাঃ—৪।৮।৮
৪ ঋগ্বেদ—১।৬৯।১ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ কৃষ্ণ যজুঃ—৭।৩।১০

—তুমিই সর্বভূতের জ্যোতি (তেজ) রূপে বিরাজমান, তুমিই সূর্য, তুমিই বিভাবসু।

মহাভারতের বনপর্বে ধর্মরূপী বকের 'বার্তা কি?' —এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির যা বলেছিলেন, তাতে সূর্য ও অগ্নির একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে সূর্যাগ্নিনা রাত্রিদিনেন্ধনেন।
মাসর্তুদর্বী পরিঘট্টনেন ভূতানি কাল পচতীতি বার্তা॥[১]

—(অস্যার্থঃ) কাল সূর্যরূপ অগ্নির দ্বারা দিন ও রাত্রিরূপ ইন্ধনের সাহায্যে মাস ও ঋতুরূপ হাতা দিয়ে জীবনকে মহামোহরূপ কটাহে পাক করছে, —বার্তা এই।

সূর্যাগ্নির একাত্মতা সম্পর্কে ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস লিখেছেন, "Fire on the earth below, lightning in antariksha and the sun in heaven were all one and the same substance giving glimpses and idea of splendour of Brahman, the supreme God, from whom they borrowed or derived their lights."[২]

Charles Eliot লিখেছেন, "This multiple origin becomes more definite in the theory of Agni's three births; he is born on earth from the friction of fire sticks, in the clouds as lightning, and in the highest heavens as the Sun or celestial light."[৩]

অগ্নির অগ্নিত্ব বা তেজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের মূলে। অগ্নি তাই প্রাণরূপী। এই তেজাত্মক শক্তির ভিন্নরূপ সূর্য। অগ্ন্যাদিত্যকে অভিন্ন কল্পনায় কোথাও কোন বিরোধ হয় না। শুক্লযজুর্বেদে অগ্নিকে শুভ্রজ্যোতি, বিচিত্রজ্যোতি, সত্যজ্যোতি বলে বর্ণনা করেছেন:

"শুক্রজ্যোতিশ্চ চিত্রজ্যোতিশ্চ সত্যজ্যোতিশ্চ জ্যোতিষ্মাংশ্চ।"

এই তেজাত্মক অগ্নি বা আদিত্য প্রকৃতির সর্ববস্তুতেই বর্তমান আছেন। এই অগ্নি-আদিত্যেরই ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন রূপ-গুণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কল্পনা। অগ্নি যজ্ঞ স্বরূপ, —যজ্ঞই বিষ্ণু. সরস্বতী যজ্ঞাগ্নিরূপা, -সূর্যাগ্নির ধ্বংসাত্মক রূপই রুদ্র, —অগ্নির কল্যাণকর মূর্তি শিব —সর্বাবরক তেজ সমন্বিত সূর্যাগ্নিই বরুণ —অনন্ত শক্তিসম্পন্না সূর্যাগ্নির শক্তিই অন্তহীনা অদিতি।

---

১ বনপর্ব—২৮৭।৮২ ২ Rgvedic culture, Page 45

৩ Hinduism and Buddhism vol. I

যাস্কের মতে প্রাকাশার্থক দীপ্ ধাতু থেকে দেব শব্দ এসেছে, অথবা যিনি দ্যুস্থানে বা আকাশে থাকেন তিনিই দেব, অথবা যিনি যজ্ঞফল দান করেন তিনিই দেব।[১]

বৈদিক দেবোপাসনা কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বস্তুর দেবতা-জ্ঞানে উপাসনা নয়, বৈদিক দেবতা তেজোরূপী এক প্রাণশক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। এ সত্য অবগত ছিলেন ঋগ্বেদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ। জড় প্রকৃতি নয়—প্রাণরূপী তেজোময়ী শক্তিকে রূপে রূপে নব নব আকারে প্রকাশিত দেখে ঋষিগণ সেই প্রাণশক্তি অগ্নিরই উপাসনা করেছেন। এই অগ্নি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষরূপে মহাশক্তির আধার সর্বভূতান্তরাত্মা। যাঁরা আর্যঋষিগণকে জড় প্রকৃতির উপাসক রূপে অভিমত প্রকাশ করে থাকেন, ভারতীয় দেব-উপাসনা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা যথার্থ নয়। পরবর্তীকালে নূতন নূতন দেবতার আবির্ভাবে এবং বহুতর পৌরাণিক কাহিনীর বিকাশে দেবতাদের স্বরূপ আচ্ছাদিত হওয়ায় পুরাণে যে সকল দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাঁদের প্রকৃতি নিরূপণ কষ্টসাধ্য হলেও রূপ-গুণের বিচারে তাঁদের অগ্নিস্বরূপ বলে চিহ্নিত করা যায়। ভারতীয় মনীষা বহুত্বকে স্বীকার করে নিয়ে বহুর মধ্যে এককে অথবা একেরই বহুরূপে আত্মপ্রকাশকে উপলব্ধি করেছেন।

১ নিরুক্ত ৭।১৫।৪

দেব ও অসুর

পুরাণে ও কাব্যে দেবাসুরের সংগ্রাম অত্যন্ত পরিচিত ঘটনা। অসুরগণ সকল সময়েই দেব-বিরোধী। স্বর্গ আক্রমণ করা, দেবতাদের পরাজিত, নির্জিত এবং স্বর্গচ্যুত করা—ইন্দ্রকে বিতাড়িত করে ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করা অসুরদের পবিত্র এবং একমাত্র কর্তব্য। অসুররা দেবতাদের যজ্ঞীয় হবিঃ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ বিনষ্ট করে—দেবপূজা নিষিদ্ধ করে দেয়। অসুর, দৈত্য, দানব প্রভৃতি সমার্থক শব্দরূপে পরিগণিত। অসুরপতি বৃত্র, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, বিরোচন, বলি, মহিষাসুর, শুম্ভ, নিশুম্ভ, বাণ, শম্বর, অন্ধক, বিদ্যুন্মালী প্রভৃতি দেববিরোধিতার জন্য প্রসিদ্ধ। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ একমাত্র ব্যতিক্রম। অসুরদের অনেক গুণ থাকলেও দেব বিরোধিতা তাদের মজ্জাগত। দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি ও অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য। মহাভারতানুসারে দেবাসুরের মিলিত চেষ্টায় সমুদ্র-মন্থনে উত্থিত অমৃত পান করে দেবতারা অমরত্ব লাভ করেছিলেন, আর অসুরদের অমৃতের ভাগ থেকে বঞ্চিত করায় অসুররা অমরত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। দেবাসুরের সংগ্রাম চলেছে অনন্তকাল ধরে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলেছেন যে দেবাসুরের শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলেছিল অসুরপতি মহিষাসুরের নেতৃত্বে—

দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা
মহিষেঽসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে ॥[১]

এই যুদ্ধে দেবগণকে পরাজিত করে ইন্দ্র হয়েছিল মহিষাসুর—

জিত্বা তু সকলান্ দেবানিন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ।[২]

অন্যান্য পুরাণেও দেবাসুরের বারংবার যুদ্ধের বিবরণ আছে, রামায়ণ মহাভারতেও এই যুদ্ধ-বিবরণ প্রচুর আছে। অসুরগণ সাময়িকভাবে জয়লাভ করলেও পরিণামে দেবতাদের হাতে তারা পরাজিত অথবা নিহত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অসুর কারা? সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, অসুরগণ আর্যজাতির শত্রু ভারতের আদিম অধিবাসী অনার্যজাতি এবং বৃত্র প্রভৃতি অনার্যদের রাজা বা অধিপতি। কিন্তু এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। দেব এবং অসুর কোন পৃথক জাতি নয়,—একই পিতার ঔরসজাত সন্তান। মহাভারত

১ মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৮২ অঃ ২ অনুবাদ—তদেব

ও পুরাণানুসারে ব্রহ্মাতনয় প্রজাপতি কশ্যপের পত্নী অদিতি ও দিতির গর্ভজাত যথাক্রমে দেব ও দৈত্য। কশ্যপের অপর পত্নী দনুর গর্ভজাত সন্তান দানব। বায়ুপুরাণ মতে প্রজাপতির জঘন দেশ থেকে অসুরদের উৎপত্তি। তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণ বলেছেন যে দেব ও অসুরগণ প্রজাপতির দুই পুত্র, অসুরগণ বলবান ও দেবগণ দুর্বল থাকায় দেবগণ বললাভের উদ্দেশ্যে প্রজাপতির কাছে গিয়েছিলেন—"দেবাশ্চ বা অসুরাশ্চ প্রজাপতের্দ্বয়াঃ পুত্রা আসংস্তেঽসুরা ভূয়াংসো বলীয়াংস আসন্ কনীয়াংসো দেবাস্তে দেবাঃ প্রজাপতিমুপধাবন্।"[১]

যাস্কও বলেছেন যে, সুর ও অসুর উভয়েই প্রজাপতির সন্তান—"সো দেবান-সৃজত তৎ সুরাণাং সুরত্বমসোরসুরানসৃজত তদসুরাণামসুরত্বম্।"—সু অর্থাৎ ভাল জিনিষ থেকে সুরগণকে সৃষ্টি করেছিলেন প্রজাপতি, তাই সুরগণের সুরত্ব, আর অসু অর্থাৎ মন্দ বস্তু থেকে অসুরগণকে সৃষ্টি করেছিলেন, তাই অসুরগণের অসুরত্ব।

সু অর্থে প্রজাপতির দেহের উত্তমাংশ এবং অসু অর্থে শরীরের নিকৃষ্ট অংশ বা অধমাঙ্গও গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু অসু শব্দে প্রাণ বোঝায়। সুতরাং প্রজাপতির প্রাণ থেকে অসুরের জন্ম—এ অর্থও গ্রহণ করা চলে। সুতরাং দেব ও অসুর একই পিতার ঔরসজাত দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবংশ। মহাভারতে এবং ভাগবতে বৃত্রাসুর যজ্ঞাদি থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল। সুতরাং বৃত্রাসুর অগ্নিসম্ভব—অগ্নিপুত্র। বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল মধু ও কৈটভ নামক দানবদ্বয়। অসুররা সাধারণতঃ ইন্দ্রত্ব কামনা করে স্বর্গ জয় করলেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিবের উপাসনায় বর লাভ করে শক্তিমান হয়ে থাকে। তারকাসুর ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়েছিল। বাণ নামক অসুর রুদ্রের উপাসক ছিল। রাক্ষসগণও অসুরদের সগোত্র। রাক্ষসাধিপ রাবণ প্রজাপতি ব্রহ্মার পৌত্র মহর্ষি পুলস্ত্যের পুত্র মহাতপা বিশ্রবার ঔরসজাত সন্তান এবং ধনাধিপতি কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। রাবণ কঠোর তপস্যায় এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা প্রীত করে ব্রহ্মার কাছ থেকে বর আদায় করেছিল। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ ছিল অগ্নি-উপাসক। নিকুম্ভিলা নামক স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান ছিল মেঘনাদের ব্রত। সুতরাং দানব ও রাক্ষস তথা অসুরদের আর্যজাতির শত্রু বা আর্যধর্ম বিরোধী অনার্যজাতি বলা সমীচীন বোধ হয় না। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ ত পরম

১ তাণ্ড্যমহা ব্রাঃ ১৮।১।২

হরিভক্ত। প্রহ্লাদের পৌত্র বলির দানযজ্ঞ আর্যধর্ম থেকে কোন অংশে ন্যূন ছিল না।

যে অসুরজাতির সঙ্গে দেবতাদের চিরন্তন বিরোধ সেই অসুররা দেবতাদেরই বংশোদ্ভব—দেবতার বরেই বলীয়ান,—এ সব গল্পের তাৎপর্য বোধ হয় এই যে সুর আর অসুর মূলতঃ একই বস্তু,—উভয়ের উৎস একই স্থান। বৈদিক প্রয়োগ থেকে এ সত্যটি ভাস্বর হয়ে ওঠে। ঋগ্বেদে অসুর শব্দটি দেবতাদের সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়েছে। ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র, মরুৎ প্রভৃতি দেবগণ অসুর সংজ্ঞা লাভ করেছিলেন। কয়েকটি উদাহরণ দিই। বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা বরুণ একজন অসুর—

ক্ষয়মস্মভ্যমসুর প্রচেতা রাজন্নেনাংসি শিশ্রথঃ কৃতানি।[১]

—হে অসুর! হে প্রচেতঃ! হে রাজন্! আমাদিগের জন্য এই যজ্ঞে নিবাস করিয়া আমাদের কৃতপাপ শিথিল কর।[২] রুদ্র হলেন দ্যুলোকের অসুর—

দিবো অস্তোষ্যসুরস্য বীরৈরিষুধ্যেব মরুতো রোদস্যোঃ।[৩]

—আমিও সেই দ্যুলোকের অসুরকে এবং তাঁহার অনুচরস্বরূপ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলনিবাসী মরুদ্‌গণকে স্তব করি, লোকে যেরূপ তূণীর দ্বারা শত্রুগণকে নিরস্ত করে, তিনিও সেইরূপ বীর (মরুদ্‌গণ) দ্বারা (শত্রু নিরস্ত করেন)।[৪]

যক্ষামহে সৌমনসায় রুদ্রং নমোভির্দেবমসুরং দুবস্য।[৫]

—চিত্তশান্তির নিমিত্ত নমস্কার দ্বারা দীপ্তিমান অসুর রুদ্রকে যাগ করি।

বরুণ যেমন অসুর, বরুণের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট মিত্রও অসুর—

ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা যে চ দেবা অসুর যে চ মর্তাঃ।[৬]

—হে অসুর বরুণ! তোমার যজ্ঞে যাহারা অপরাধ করে, তাহাদিগকে যে আয়ুধ সকল হিংসা করে, আমাদিগকে যেন সে আয়ুধ হিংসা না করে।[৭]

মা নো বধৈর্বরুণ যে চ ত ইষ্টাবেনঃ কৃণ্বংতমসুর ভ্রীণংতি।[৮]

—হে অসুর বরুণ! তোমার যজ্ঞে যাহারা অপরাধ করে, তাহাদিগকে যে সকল আয়ুধ হিংসা করে, আমাদিগকে যেন সে আয়ুধ হিংসা না করে।[৯]

অসাবন্যো অসুর সূয়ত দ্যৌস্ত্বং…।[১০]

---

১ ঋগ্বেদ—১।২৫।১৪ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১।১২২।১
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৫।৪২।১১ ৬ ঐ ২।২৭।১০
৭ অনুবাদ—তদেব ৮ ঐ ২।২৮।১০ ৯ অনুবাদ—তদেব ১০ ঋগ্বেদ—১০।১৩২।৪

—হে অসুর মিত্র! আকাশ যাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন অর্থাৎ সূর্য, তিনি তোমা হইতে ভিন্ন।[১]

সমবেতভাবে মিত্রাবরুণ ও অসুর—

প্র সা ক্ষিতিরসুর যা মহি প্রিয় ঋতাবানাবৃতমা ঘোষথো বৃহৎ।[২]

—হে অসুর মিত্রাবরুণ! তোমাদের প্রিয় পৃথিবী (যজ্ঞভূমি) প্রকৃষ্টরূপে নির্মিত, সত্যরূপী তোমরা বৃহৎ যজ্ঞের প্রশংসা কর।

ঋগ্বেদের সর্বপ্রধান দেবতা ইন্দ্র ও অসুর—

ত্বং রাজেন্দ্র যে চ দেবা রক্ষা নৄন্ পাহ্যপাহসুর ত্বমস্মান্।[৩]

—হে ইন্দ্র তুমি (জগতের) এবং যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহাদিগের রাজা, তুমি মনুষ্যদিগকে রক্ষা কর, হে অসুর তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।[৪]

প্রপস্ত্যমসুর হর্যতং গোরাবিষ্কৃধি হরয়ে সূর্যায়।[৫]

—হে অসুর (ইন্দ্র)! গাভীগণের উৎকৃষ্ট স্থান উজ্জ্বল সূর্যের নিকট প্রকাশ কর।[৬]

এবা মহো অসুর বক্ষথায় বম্রকঃ পড়্ভিরূপসর্পদিংদ্রং।[৭]

—হে অসুর ইন্দ্র! আমি বম্র, প্রচুর হোমদ্রব্য দিবার জন্য পাদচারী হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি।[৮]

অগ্নিও অসুররূপে বর্নিত—

পিতা যজ্ঞানামসুরো বিপশ্চিতাং বিমানমগ্নিঃ···।[৯]

—যজ্ঞের পিতা ঋত্বিগ্‌গণের নির্মাতা অসুর অগ্নি··।

ত্বমগো রুদ্রো অসুরো মহো···।[১০]

—হে অগ্নি, তুমিই রুদ্র, মহান্ অসুর।

অগ্নির অপর মূর্তি সূর্য ও অসুর বিশেষণ পেয়েছেন,—

দ্বিধাসূনবোঽসুরং স্বর্বিদমাস্থাপয়ংত বৃতীয়েন কর্মনা।[১১]

—সূর্যের পুত্র স্বরূপ দেবতাবর্গ তৃতীয় কার্য দ্বারা স্বর্গবিৎ ও অসুর সূর্যকে দুইপ্রকারে সংস্থাপন করিলেন (অর্থাৎ তাঁহার উদয়ের মূর্তি আর তাঁহার অস্তগমনের মূর্তি)।[১২]

---

১ অনুবাদ—রমেশ চন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—১।১৫১।৪ ৩ ঋগ্বেদ—১।১৭৪।১

৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১০।৯৬।১১ ৬ অনুবাদ—তদেব ৭ ঋগ্বেদ—১০।৯৯।১২

৮ অনুবাদ—তদেব ৯ ঋগ্বেদ—৩।৩।৪ ১০ ঐ ২।১।৬ ১১ ঋগ্বেদ ১২ অনুবাদ—তদেব

আর এক অসুর সোম—

ত্রীস্ত্স মূর্ধ্নো অসুরশ্চক্র আরভে··· ।[1]

—অসুর সোম থেকেই ত্রিভুবন নির্মিত হয়েছে।

সোমো মীঢ়াং অসুরো বেদ ভূমনঃ ।[2]

—সেই অসুর সোম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন এবং বিস্তর ধন দান করেন।

শুক্রাং বয়ংত্যসুরায় নির্ণিজং বিপামগ্রে মহীযুবঃ ।[3]

—পূজা করিবার জন্য পুরোহিতগণ এই অসুরের (সোম) শুভ্রবর্ণ বিস্তার করিতেছেন।[4]

উষার যে অমিতশক্তি সূর্যালোকের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত সেই শক্তিই উষার অসুরত্ব—

যত্তে জামিত্বমবরং পরস্যা মহন্মহত্যা অসুরত্বমেকম্ ।[5]

—হে উষা! নিম্নে মনুষ্যদিগের প্রতি তোমার বন্ধুত্ব—ইহা তোমার মহত্বের ও অসাধারণ অসুরত্বের লক্ষণ।[6]

ত্বষ্টা যে বিশ্বসৃজন, পোষণ ও পরিবর্ধন করে থাকেন তদ্দ্বারা প্রকাশিত হয় তাঁর অসুরত্ব—

দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ পুপোষ প্রজাঃ পুরুধা জজান।

ইমা চ বিশ্বা ভুবনান্যস্য মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥[7]

—সকলের প্রেরক, নানাবিধ রূপবিশিষ্ট ত্বষ্টৃদেব বহুপ্রকারে পুত্র উৎপাদন করেন ও পালন করেন। এই সমস্ত ভুবন তাঁহার, দেবগণের মহৎ বল একই।[8]

অনুবাদক এ স্থলে অসুরত্ব শব্দের অর্থ 'বল' করেছেন। কিন্তু অসুরত্ব ও দেবত্ব একই কথা। সমষ্টিগতভাবে দেবগণও অসুর—

সংশামি পিত্রে অসুরায় সেবম্··· ।[9]

—অসুর দেবগণ পিতা স্বরূপ, তাঁহাদিগের সুখোদ্দেশে আমি স্তব উচ্চারণ করিয়া থাকি।[10]

পরো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি ।[11]

---

১ ঋগ্বেদ—৯।৭৩।১ ২ ঐ ৯।৭৪।৭ ৩ ঋগ্বেদ—৯।৯৯।১

৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১০।৫৫।৪ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৭ ঋগ্বেদ—৩।৫৫।১৯ ৮ অনুবাদ—তদেব ৯ ঋগ্বেদ—১০।১২৪।৫

১০ অনুবাদ—ঐদেব ১১ ঋগ্বেদ—১০।৮২।৫

—যাহা অসুর দেবগণকে অতিক্রম করিয়া আছে।[১]

যদ্বাভিপিত্বে অসুরা ঋগ্‌যতেছদির্যেম বি দাশুষে।[২]

—হে অসুরগণ! যেহেতু যজ্ঞ প্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ গামী হব্যদায়ীকে গৃহ প্রদান করিয়াছ…।[৩]

কেবল দেবগণ নন, দেবগণের প্রতীক যে যজ্ঞ সেই যজ্ঞও অসুর—

অস্য সনীলা অসুরস্য যোনৌ সমনে আ ভরণে বিভ্রমাণাঃ।[৪]

—এই যজ্ঞ (অসুরের যোনি) তাহাতে সকল দেবতা আসিয়া তুল্যস্থান অধিকার পূর্বক নানাবিধ শুভকল দান করিবার জন্য আসুন, তাহা হইলেই আমি বলশালী হইব।[৫]

এইরূপ উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যায়। এই উদ্ধৃতি থেকে দেখা যায় যে ঋগ্বেদের দেবতাদের অনেকেই অসুর সংজ্ঞা লাভ করেছেন, অতএব অসুর শব্দটিকে দেবশব্দের সমার্থক বলে গণ্য করা যেতে পারে।

অসু শব্দের অর্থ প্রাণ --

ততোঽস্য জঘনাৎ পূর্বমসুরা জজ্ঞিরে সুতাঃ।
অসুঃ প্রাণঃ স্মৃতো বিপ্রাস্তজ্জন্মানশ্চতোঽসুরাঃ॥[৬]

—পূর্বকালে প্রজাপতির জঘন দেশ থেকে অসুরগণ জন্মেছিল, অসু শব্দের অর্থ প্রাণ, যেহেতু প্রাণ থেকে জন্মেছে, সেইজন্য তারা অসুর নামে খ্যাত।

সায়নাচার্য অসুর শব্দের দুটি অর্থ করেছেন, —একটি অর্থে শত্রুঘাতক—"অসুরঃ অসু ক্ষেপণে অস্যতি শত্রূনিত্যসুরঃ।"

আর একটি অর্থে অসুর প্রাণদাতা—"অসূন্ প্রাণান্ রাতি দদাতীত্যসুরঃ।"[৭]

যাস্ক অসুর শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন,—

অসুরা অসুরতা স্থানেস্বস্তা স্থানেভ্য ইতি বাপি বাসুরিতি প্রাণনামাস্তঃ শরীরে ভবতি তেন তদ্বন্তঃ।[৮]

—অসুরগণ স্থান সমূহে অ-সু-রত (সুষ্ঠুভাবে রত বা অবস্থিত নহে), স্থান সমূহ হইতে নিক্ষিপ্ত (বিতাড়িত) ইহাও অসুর শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে;

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—৮।২৭।২০ ৩ অনুবাদ—তদেব
৪ ঋগ্বেদ—১০।৩১।৬ ৫ অনুবাদ—তদেব ৬ বায়ুপুরাণ—৯।৪
৭ ঋগ্বেদ—১।৩৫।৬ (ঋকের ভাষ্য) ৮ নিরুক্ত—৩।৮।৩

অথবা 'অসু' শব্দ প্রাণনাম্ শরীরে ক্ষিপ্ত অর্থাৎ নিত্য অবস্থিত ; সেইহেতু শরীরে অসুর প্রাণের) অবস্থিতি অসুরগণ অসুমান্ (প্রাণবিশিষ্ট)।[১]

যাস্ক-কৃত অর্থত্রয়ের মধ্যে তৃতীয় অর্থ অর্থাৎ 'প্রাণময়' অর্থই গ্রহণযোগ্য। স্কন্দস্বামীর মতে 'অসু' শব্দের উত্তর মত্বর্থীয় র প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন অসুর শব্দে প্রাণের বহুত্ব জ্ঞাপিত করছে। সুতরাং অসুর শব্দে প্রাণময় অর্থই পরিস্ফুট।

নিঘণ্টুতে অসু শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা।[২] যাস্কও অন্যত্র প্রজ্ঞার্থে এবং দানার্থে অসুর শব্দ নিষ্পন্ন করেছেন—

"অসুরিতি প্রজ্ঞা নাম, অস্যত্যনর্থান্ অস্তাশ্চাস্যামর্থাঃ ॥"[৩]

—অসু শব্দ প্রজ্ঞাবাচক, অনর্থ দূর করে অর্থ বা সম্পদ নিক্ষিপ্ত করে, এই অর্থেও অসুর।

স্মরণ করা যেতে পারে সায়নাচার্যের মতে দেব শব্দের একটি অর্থ দানাদিগুণ-যুক্ত,—অর্থাৎ ধন দান করেন যিনি। অনর্থ নাশ এবং কাম্যফল প্রদান দেবতাদেরই কর্ম।

অসুর শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রাণময় বা চৈতন্যময়—সুতরাং তেজোময়। অতএব অসুর ও দেব শব্দ সমার্থক এবং অসুর শব্দটা দেবতার বিশেষণ হিসাবেই প্রযুক্ত হয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহের কিছু নেই। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, "প্রথম প্রথম অসুর শব্দ বৈদিক যুগে দেবতাদের নিকট খুব শ্রদ্ধাব্যঞ্জক ছিল। বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে যাঁহারা খুব বড় হইতেন, তাঁহারা অসুর উপাধিতে ভূষিত হইতেন। মরুৎ, দ্যৌঃ, বরুণ, ত্বষ্টা, অগ্নি, বায়ু, পুষা, সবিতা, পর্জন্য—ইঁহারা সকলেই বেদে সম্মানসূচক অসুর পদবাচ্য ছিলেন।"[৪]

খ্যাতিমান রাজারাও অসুর সংজ্ঞায় অভিহিত হতেন। রাম নামে একজন রাজা অসুর সংজ্ঞা লাভ করেছিলেন,— প্র রামে বেচমসুরে··· ।[৫]

কিন্তু অসুর শব্দ পরবর্তীকালে নিন্দার্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। ঋগ্বেদেই অসুর শব্দটা দেবতাদের শত্রুরূপে ব্যবহৃত। দশম মণ্ডলেই সাধারণতঃ হীনার্থে ব্যবহৃত অসুর শব্দটা লভ্য। একটি ঋকে ঋষি বলেছেন—

"নির্মায়া উ ত্যে অসুরা অভূবন্··· ।"[৬]

—আমি আসিলে অসুরগণ শক্তিহীন (মায়াহীন) হইয়া গেল।[৭]

১ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ২ নিরুক্ত—৩।৯ ৩ নিরুক্ত—১০।৩৪।৩
৪ ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা—পৃঃ ২০৭ ৫ ঋগ্বেদ—১০।৯৩।১৪
৬ অনুবাদ—তদেব ১০।১২৪।৫ ৭ অনুবাদ— রমেশচন্দ্র দত্ত

অসুরদলের দলপতির নাম পিপ্রু।

প্রিপ্রোরসুরস্য মায়িন ইন্দ্রো ব্যাস্যচ্চকৃবাঁ ঋজিশ্বনা।[১]

—ইন্দ্র ঋজিশ্বা নামক ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিয়া পিপ্রু নামক মায়াবী অসুরের বলবীর্য নষ্ট করিয়া দিলেন।[২]

অসুরদের বধ করাই এই সময়ে দেবতাদের কর্তব্য হয়েছিল।

হত্বায় দেবা অসুরান্যদায়ন্দেবা দেবতমভিরক্ষমানাঃ।[৩]

—দেবতাগণ যখন অসুরদিগকে বধ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাঁহাদিগের অমরত্ব পদ রক্ষা পাইল।[৪]

যথা দেবা অসুরেষু শ্রদ্ধামুগ্রেষু চক্রিরে।[৫]

—যখন অসুরেরা প্রবল হইল, তখন দেবতারা শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস করিলেন যে ইহাদিগকে বধ করিতে হইবে।[৬]

সূর্যদেব একজন অসুরহা[৭] অর্থাৎ অসুর ঘাতক—। সূর্যের মত ইন্দ্র[৮] ও অগ্নি[৯] ছিলেন অসুরঘ্ন।

ইন্দ্র ও বিষ্ণু বর্চি নামক অসুরের বিপুল সৈন্যদলকে ধ্বংস করেছিলেন—

শতং বর্চিনঃ সহস্রং চ সাকং হথো অপ্রত্যসুরস্য বীরান্।[১০]

—তোমরা (ইন্দ্র ও বিষ্ণু, বর্চিনামক অসুরের শত ও সহস্র বীরকে, যাহাতে তাহারা আর প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে না পারে, এরূপ বিনাশ করিয়াছ।[১১]

অসুররা মায়াবী। তাদের মায়া বিস্তারকারীরূপেও উল্লেখ করা হয়েছে।

পতংগমক্তমসুরস্য মায়য়া হৃদা পশ্যন্তি মনসা বিপশ্চিতঃ।[১২]

—বিদ্বানগণ মনে মনে আলোচনা পূর্বক মানসচক্ষে একটি পতঙ্গের দর্শন পান, দেখেন অসুরের মায়া উহাকে আক্রমণ করিয়াছে।[১৩]

মনীষী রমেশচন্দ্রের মতে যে সূক্তগুলিতে অসুর শব্দ দেববিরোধী অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে সে সূক্তগুলি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের, "দশম মণ্ডলের শেষভাগের

---

১ ঋগ্বেদ—১০।১৩৮।৩ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—১০।১৫৭।৪
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—১০।১৫১।৩ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—১০।১৭০।২ ৮ ঐ ৬।১২২।৪ ৯ ঋগ্বেদ—৭।১৩।১
১০ ঐ —১০।৯৯।৫ ১১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ১২ ঐ ১।১৭৭।১
১৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

সূক্তগুলি প্রায়ই অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সুতরাং সেই সূক্তে 'অসুর' শব্দ অনেকটা পৌরাণিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।"[১] দশম মণ্ডলকে পরবর্তী কালের রচনা বলে স্বীকার করলেও অন্য মণ্ডলেও দু-একবার অসুর শব্দ দেব-বিরোধী বা দেবতার শত্রুরূপে উল্লিখিত হয়েছে। বেদে ১৫০ বার অসুর শব্দ আছে। সবই ভাল অর্থে প্রযুক্ত। কেবল ১৫ বার দুষ্ট অর্থে প্রযুক্ত।"[২]

অসুর শব্দে যে মূলতঃ দেবতাকেই বোঝান হোত তাতে কোন সন্দেহ নেই। পরে অসুর শব্দে দেব-বিরোধী শক্তিকে গ্রহণ করা হয়েছে। দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতবর্গ এ সত্য স্বীকার করেছেন। দেববাচক অসুর দেব-বিরোধী হয়ে উঠলো কেমন করে? কেউ মনে করেছেন, দেবাসুরের সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে ভারতে নবাগত আর্য ও ভারতের আদিম অধিবাসী অনার্যদের সংগ্রামের ইতিহাস। আবার কেউ বলেন, দেবপূজক ও অসুর পূজক এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে আর্যরা নিজেদের মধ্যেই সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং দেবপূজকরা অসুর-পূজকদের পরাভূত ও বিতাড়িত অথবা বশীভূত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

"যতদিন দেব ও অসুর মিল ছিল, ততদিন অসুর বলিলে মর্যাদা, প্রভাব বুঝাইত। কিন্তু যখন মনের অমিল হইতে লাগিল তখন উভয়ে উভয়ের প্রতি আকর্ষণ ভুলিয়া গেলেন। উভয় দলে বেশ শত্রুতাও চলিতে লাগিল। প্রথম প্রথম এক একজন অসুরের সঙ্গে এক একজন দেবতার যুদ্ধ হইত। শেষে দেবতা ও অসুর দলের মধ্যে এক দল অপর দলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে গোড়ায় অসুররা দেবতাদের জ্বালাইয়া মারিতেন। শেষে দেবতারা বহুকষ্টে ছলে বলে কৌশলে জয়ী হইলেন।"[৩]

"...but there were other Aryan clans, some of whom were not as advanced as they. We find mention, however, of certain Aryan tribes in the Ṛgveda, some of whom, though not subscribing to the orthodox vedic faith, were nevertheless as advanced as the Ṛgvedic Aryans. But they were hated by the latter, and called by the hateful name of Asuras, Dāsas and Dasyus, terms which seemed to have been applied to all persons, savage or civilised, who were not one with vedic Aryans in religious

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়, পৃঃ ১৪৯৭, ১০।৫৫।৪ ঋকের টীকা

২ ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা—পৃঃ ২১ ৩ ঐ

sentiment or who performed different religious rites and observed different social customs...."[১]

ডঃ কীথ লিখেছেন, "The chief opponents of the gods are the Asuras, a vague group, who bear a name which is the epithet of Varuṇa, and must originally have had a good meaning, but which may have been degraded by bieng associated with the conception of divine cunning applied for evil ends."[২]

অপর একটি মতে আর্যগণ ভারতে উপস্থিত হবার আগে অসুর উপাসক ছিলেন এবং ভারতে আগমনের পূর্বেই এঁদের মধ্যে 'দেব'-এর আবির্ভাব হয়েছিল। ইরানের বোঘস্ কোই (Boghas koi) লিপি (আঃ খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দ) অনুসারে ইন্দ্র ও নাসত্য (অশ্বিদ্বয়) দেব এবং মিত্রও বরুণ অসুররূপে চিহ্নিত হওয়ায় কোন কোন পণ্ডিত মনে করেছেন যে প্রথমে ইন্দো-ইরানীয় গোষ্ঠীতে দেব ও অসুর সমানভাবে পূজিত হতেন ; পরে দেব-পূজক ও অসুর-পূজকদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় অসুর পূজক গোষ্ঠী ইরানে অবস্থান করতে থাকেন এবং দেব-পূজক গোষ্ঠী ভারতে চলে আসেন। সেইজন্য স্বল্প সভ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দেব-পূজক আর্যগোষ্ঠী অসুরদের ঘৃণা করতেন।

"The antagonism between the worshippers of the new gods and the old must have been one of the main causes of the estrangement and subsequent secession of those Aryans who later conquered India, but their antagonism was not confined to the field of religion alone.....

....it seems defficult to deny that along with the great horde of Daiva-worshipping Aryans came to India, also a culturally superior strong minority of Asura worshippers, whose cult and religion was slightly different from that of the former and who were for that reason ceaselessly cursed and condemned by the vedic Aryans, more out of jealousy, it would seem, than out of contempt."[৩]

কিন্তু ঋগ্বেদ পাঠে এই অভিমত সত্যরূপে প্রতীত হয় না। ঋগ্বেদে দেব ও

১ Ṛgvedic culture—Dr. A. C. Das, Page 47.

২ Cambridge History of India—vol. I, Page 107.

৩ Dr. B. K. Ghosh—Vedic Age, Page 220

অসুর একই। দেব শব্দের অর্থ দীপ্তিমান্—প্র-কাশমান্ - স্ব-প্রকাশ আর অসুর শব্দের অর্থ প্রাণময়। দীপ্তি বা তেজ অথবা সূর্যাগ্নির কিরণ বৈদিক দেব-কল্পনার মূলীভূত আশ্রয়, আর সেই দীপ্তি বা তাপশক্তিই প্রাণরূপে বিভাসিত। সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্[১]—সকল প্রাণই পরম প্রাণ অর্থাৎ সূর্য থেকে প্রকাশিত, তাই অসুর ও দেব সমার্থক। সকল দেবতাই সূর্যাগ্নির অংশস্বরূপ। সূর্যাগ্নিই ত প্রাণরূপে বিশ্বব্যাপ্ত। যাস্ক সুর ও অসুর পৃথকরূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ঋগ্বেদে অসুর শব্দ আছে, সুর শব্দ নেই। অসুর থেকে 'অ' বর্ণটি কেটে নিয়ে সুর শব্দ নিষ্পন্ন করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে 'বিষমচ্ছেদ' বলেন ভাষাতাত্ত্বিকগণ। "অসুর শব্দ মৌলিক। ইহার প্রথম অক্ষরকে নঞর্থ উপসর্গ মনে করিয়া বিষমচ্ছেদের ফলে 'সুর' (=দেবতা) শব্দ উৎপন্ন।"[২]

সুতরাং এক অসুরকে ভাগ করেই সুর ও অসুর হয়েছে। এইরূপ বিভাগের মূলে প্রাচীন আর্যগোষ্ঠীর মধ্যে একটি অলিখিত বিবাদের ইতিহাস বর্তমান বলে অনেকেই অনুমান করেন। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন, "আদিম আর্যগণ উপাস্যদিগকে অসুর বা দেব বলিতেন। পরে সেই আর্যদিগের মধ্যে একটি বিবাদ ও বিচ্ছেদ হইয়া দুইটি দল হইল এবং এক দলের লোক অন্যদলের উপাস্যদিগকে নিন্দা করিতে লাগিল। সেই দুই দলের একদল ভারতবর্ষে আসিলেন, তাঁহারা প্রাচীন হিন্দুগণ, অন্যদলে প্রাচীন ইরানীয়গণ। ইরানীয়গণ উপাস্যদিগের সাধারণ নাম অহুর দিলেন এবং হিন্দুদিগের উপাস্য 'দেবগণ'-কে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং হিন্দুগণ উপাস্যদিগের নাম 'দেব' দিলেন এবং ইরানীয়দিগের উপাস্য 'অসুর'-দিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কেবল উপাস্যদিগের সাধারণ নাম ধরিয়া এই পরস্পর নিন্দা চলিতে লাগিল; বরুণ, মিত্র, অগ্নি, সূর্য, বায়ু, বৃত্রহন্তা, অর্যমা, সোম প্রভৃতি যাঁহারা প্রাচীন আর্যদিগের উপাস্য ছিলেন, তাঁহাদের উভয় দলই উপাসনা করিতে লাগিলেন, হিন্দুগণ তাঁহাদিগকে দেব বলিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন, ইরানীয়গণ তাঁহা-দিগকে 'অহুর' বলিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। সুতরাং কেবল 'দেব' ও 'অসুর' এই সাধারণ নাম লইয়া দুই দলে বিবাদ।"[৩]

১ কঠোপনিষৎ—১।১।২

২ ভাষার ইতিবৃত্ত—ডঃ সুকুমার সেন, ১১ শ সং, পৃঃ ৫০

৩ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ৫৩, ১।২৪।১৪ ঋকের টীকা।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, দেব ও অসুর অথবা দেব-উপাসক ও অসুর-উপাসক যদি বিবাদ করে পৃথক্ দলে বিভক্ত হয়ে গিয়ে থাকেন, একদল ইরানে অবস্থান করে থাকেন ও অন্যদল ভারতে প্রবেশ করে থাকেন, তবে ভারতীয় হিন্দুদের প্রথম এবং প্রধান ধর্মগ্রন্থ তথা সাহিত্য ঋগ্বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, রুদ্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণ অসুর সংজ্ঞা লাভ করলেন কেন? শত্রুদের উপাস্যের নাম নিজেদের উপাস্যদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা কি সম্ভব? তাই যদি হয়, তবে সেই অসুরই অল্প কয়েক স্থানে নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয় কেন? যদি দেব ও অসুর-পূজকদের মধ্যে কোন সংঘর্ষ হয়ে থাকে (সম্ভবতঃ এরূপ কোন ব্যাপারই ঘটেছিল) তাহলে সে সংঘর্ষ ভারতেই হয়েছিল এবং অসুর-পূজকগণ ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে ইরান অঞ্চলে বসবাস করেছিলেন, এরূপ অনুমানই সঙ্গত বোধ হয়। এমনও হতে পারে ভারতীয় আর্যগণের একটি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী ভারত পরিত্যাগ করে ইরান অঞ্চলে বসতি করার কালে নিজেদের উপাস্যগণকে ভারতীয় গোষ্ঠীর প্রতি বিরূপতাবশতঃ অসুর নাম দিয়েছিলেন। বিপরীত অনুমান যুক্তিসম্মত হতে পারে না। বোঘস্ কোই (Boghas koi) লিপিতে বৈদিক দেবতার নাম, বৈদিক শব্দ ও সংখ্যার উল্লেখ, মিট্টানি রাজবংশের যে পত্র তেল-এল-অমরনার থেকে পাওয়া গেছে তাতে এবং পরবর্তীকালে যে কাশীয় জাতি মিডিয়া থেকে ব্যাবিলন পর্যন্ত অধিকার করে পাঁচশ বৎসর রাজত্ব করেছিল সেই কাশীয় রাজবংশে রাজাদের নামগুলি ভারতীয় নামের সদৃশ। সুরিয়স্ ও মরিতস্ দেবতা এবং সিমলিয় অর্থাৎ সূর্য, মরুৎ এবং হিমালয় এদের কাছে সুপরিচিত। এ থেকে কি এই অনুমান সঙ্গত নয় যে ইরানীয়গণ ভারত থেকেই গিয়াছিলেন ইরান অঞ্চলে? ভারতে আসার পূর্ব্বে বিচ্ছিন্ন হলে কাশীয়দের পক্ষে সিমলিয় বা হিমালয়ের উল্লেখ কি সম্ভব হোত? পণ্ডিত অমূল্যচরণ লিখেছেন, "সুতরাং মিটানির সহিত আর্যদের সম্পর্কে ভারতবর্ষে পৌঁছিবার পূর্বে এই পুরাতন ভ্রান্ত ধারণা আর টিকিতে পারে না। আর্যদের ধর্ম পারস্যের মধ্য দিয়া এশিয়া মাইনরে যায় নাই। ভারত হইতেই আর্যধর্ম বরাবর এশিয়া মাইনরে গিয়াছে।"[১]

ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ বৈদিক আর্যরা বহির্ভারতীয় ব'লে যে রায় দিয়েছিলেন, সেই রায়কে আজও আমরা অভ্রান্ত বলে মেনে চলেছি। ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ পণ্ডিতই গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে চলেছেন। কিন্তু বিশাল বৈদিক সাহিত্যে

১ ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা—পৃঃ ১৯

বিশেষতঃ প্রাচীনতম ঋক্‌সংহিতায় বহির্ভারতের কোথাও যে আর্যনিবাসের একবিন্দু উল্লেখমাত্র নেই, এটা কেমন করে সম্ভব হোল? কেবলমাত্র ইরান, পারস্য ও কোন কোন ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গে অল্প বিস্তর সাদৃশ্য, ধ্বনিসাম্য অথবা সংস্কৃতি-গত সাদৃশ্য থেকেই কি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বৈদিক আর্যরা ভিন্ন দেশবাসী ছিলেন? কোথায় তাঁদের প্রাচীন নিবাস ছিল, এ বিষয়ে পণ্ডিতরা একমত হতে সক্ষম হন নি আজও। ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে দেশান্তরে পাড়ি জমিয়েছিল, এ সত্য স্বীকার না করার পক্ষেও ত কোন জোরালো যুক্তি পাওয়া যায় না। ভাষাতাত্ত্বিকরা ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo European) নামে এক প্রাগ্বৈদিক অজ্ঞাত ভাষাগোষ্ঠীর কল্পনা করে নিয়েছেন, যদিও সেই ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠীর ভাষা আজও বিশ্বের অগোচরে। অতএব দেবাসুরের সংগ্রাম-জনিত ঘটনার পরিণামে আর্যদের ভারতে আগমন, এ কাহিনীর যথার্থতা সংশয়ের বিষয়। ইরানীয় ধর্মগ্রন্থ জেন্দ্‌ আবেস্তা অবশ্যই ঋগ্বেদের পরবর্তীকালের, এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর নেই। আবেস্তায় অহুর মজদ্ (অসুর মহান) প্রধান দেবতা হলেও বৈদিক ধর্মাচরণের সঙ্গে আবেস্তার ধর্মাচরণের মিল প্রচুর। ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাশের অভিমতটিও এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে ইন্দ্র-উপাসক ও ইন্দ্র-বিরোধিদলের মধ্যে সংঘর্ষের পরিণামে ইন্দ্র-উপাসনার বিরোধীরা ভারত ত্যাগ করে পারস্য-ইরান অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "The ancient parsis or Iranians hated Indra and his worship on doctrinal grounds, because they did not like to give precedence to any deity over Fire and the Sun. Hence, there was a religious schism in ancient Sapta-Sindhu, which divided the Aryan community into hostile parties, and was attended with such bitterness of feeling and mutual hatred and recrimination as to lead to a long and bloody warfare which terminated only with the ultimate expulsion of parsi branch from Sapta-Sindhu. Indra was regarded by them as enemy of mankind and chief of the powers of evil, in fact as an Asura in the similar sence, used in later Vedic parlance, the equivalent parsi word being Daiva."[১]

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতও সিদ্ধান্ত করেছেন যে জরথুস্ত্রপন্থী ইরানীয়গণ ভারতবর্ষ থেকেই চলে এসেছিলেন। আচার্য মোক্ষমূলর (Maxmuller) এই মতের

১ Rgvedic India (1921)—page 56

সমর্থক। তাঁর বক্তব্য : "The Zoroastrians were a colony from Northern India. They had been together for a time with the people whose sacred songs have been preserved to us in the Veda. A schism took place and the Zorcastrians migrated west-word to Archosia and persia."[১]

আচার্য মোক্ষমূলর আরও বলেছেন, "Still more striking is the similarity between Persia and India in religion and mythology. Gods unknown to Indo-European nation are worshipped under the same names in Sanskrit and Zend ; and the change of some of the most sacred expressions in Sanskrit into names of evil spirits in Zend only serves to strengthen the conviction that we have here the usual traces of schism which separated a community that had once been united."[২]

ড: হগ (Haugh) একই অভিমত পোষণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য : "The ancestors of the Brahmanas and those of parsis (the ancient Iranians) lived as brother tribes peacefully together. This time was anterior to the combats of the Devas and the Asuras, which are so frequently mentioned in the Brahmanas, the former representing the Hindus, the latter the Iranians."[৩]

দেব-পূজক ও অসুর-পূজক অথবা ইন্দ্র পূজক ও ইন্দ্রবিরোধীদের বিবাদের ফলে অসুর-পূজক বা ইন্দ্রবিরোধীরা ভারত ছেড়ে ইরান অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন—এই মতবাদ সমর্থনযোগ্য মনে হয়। অসুর-উপাসনা থেকে আসীরীয় জাতি বা আসীরীয়া দেশ এমন কি আসিয়া বা এশিয়া নামও আসা সম্ভব।

কিন্তু অসুর নামে কোন অনার্য জাতির কল্পনা নিতান্তই হাস্যকর। ঋগ্বেদে দাস, দস্যু, দস্যু প্রভৃতি জাতির উল্লেখ আছে। এরা সাধারণতঃ দেববিরোধী। বৃত্র, বল, শম্বর, নমুচি, পিপ্রু প্রভৃতি দেববিরোধিগণের সর্দার ছিল। যদিও ড: অবিনাশ চন্দ্র দাস বলেছেন যে, এরা আর্যগোষ্ঠীরই শাখা, তথাপি এদের বাস্তব কোন অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভব নয়। এরাই পরে অসুর নামে পরিচিত হয়েছে

১ Science & Language, vol. II (5th Edn.), page 279
২ Chips from a German workshop, vol. I, page 83
৩ Introduction to Aitareya Brahmana, vol. I (1863), pages 2-3

পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে। অসুর, দানব ও দৈত্য সমার্থক শব্দে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেবতাগণ যেমন কোন শরীরী জীব নন, দানবগণও তেমনি কোন শরীরী জীব নয়। পণ্ডিত অমূল্যচরন লিখেছেন, "অধিকাংশ স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, দস্যুরা অলৌকিক শত্রু, অল্পসংখ্যক স্থানেই তাহারা মানুষ। বেদ হইতে বোঝা যায় যে, আর্য ও দস্যুদের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা সভ্যতা ও জাতিগত পার্থক্য নয়—cult ধর্মগত পার্থক্য।"[১]

বৃত্র, শম্বর, নমুচি প্রভৃতি অলৌকিক দৈবশক্তির অলৌকিক প্রতিবন্ধক হওয়া সত্বেও পরবর্তীকালে অসুর নামক একশ্রেণীর দেববিরোধী শরীরী জীবে পরিণত হয়েছে।

পূর্বেই বলেছি, বৈদিক তথা ভারতীয় দেবকল্পনার উৎসে রয়েছে সূর্যাগ্নির গুণকর্ম। যে প্রাকৃতিক শক্তি সূর্যাগ্নির গুণ বা শক্তি প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে তারাই দস্যু বা দস্যু—পুরাণে অসুর বা দানব। সূর্যাগ্নির মেঘসৃষ্টি ও বারিবর্ষণ-ক্ষমতা ইন্দ্র; তাঁর শক্তির আবরক-বৃত্র আকাশ আবৃত করে বর্ষণহীন মেঘে পৃথিবীকে অন্ধকারে আবৃত করে আলোক অপসারিত করে। বর্ষণশক্তির প্রতিবন্ধক বৃত্র তাই ইন্দ্রের ও পৃথিবীর শত্রু—সুতরাং দানব ও অসুর। শম্বরের নিরানব্বইটি দুর্গ ইন্দ্র ধ্বংস করেছিলেন। শম্বরাসুরের দুর্গ স্তবকিত মেঘ। শম্বর তাই বর্ষণবিরোধী শক্তি। পুরাণে শম্বরাসুরের হন্তা শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র প্রদ্যুম্ন। বল ইন্দ্রের গাভী হরণ করেছিল, ইন্দ্র বলের গুহা থেকে গাভী উদ্ধার করেছিলেন। সূর্যরূপী ইন্দ্র বল বা শক্তিশালী অন্ধকারের গুহা থেকে গাভী ও রশ্মিসমূহ উদ্ধার করেছিলেন। রামায়ণে সূর্যবংশজাত রামচন্দ্র যেমন সূর্য বা ইন্দ্রের প্রতিরূপ, তেমনি রাবণ বা গর্জনকারী বৃষ্টিহীন মেঘ বৃত্রের রূপান্তর। প্রাকৃতিক শক্তি এইভাবে দেবতাদের কার্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছিল—তাই দস্যু, দাস প্রভৃতি আ্যাখ্যা পেয়েছে। দেবতাদের অসুর সংজ্ঞা অপ্রচলিত হতে থাকলে সম্ভবতঃ আর্যগোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের ফলে একদল অসুর-উপাসনা ও অন্যদল দেব-উপাসনাকে ধর্মচর্যার অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে দেব-উপাসকদের কাছে অসুর বা অসুর-উপাসক দেব-বিরোধিরূপে প্রতিভাত হোল। এই বিরোধের সূত্রপাত ঋগ্বেদের যুগেই দেখা গিয়েছিল। সেইজন্যই ঋগ্বেদেই অসুর শব্দ দুটি বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মনে হয়, দুই বিরোধী গোষ্ঠীর রচনায় একই শব্দ দুই

১ ভারত সংস্কৃতিক উৎসধারা পৃঃ ২৬

বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত। অসুর-উপাসকরা সংখ্যায় অল্প থাকায় অথবা ঋগ্বেদের যুগের শেষভাগে দুইগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত দেখা দেওয়ায় অসুর শব্দ অপকৃষ্ট অর্থে কমই ব্যবহৃত হয়েছে। শেষে হয়ত অসুর-পূজকদের আর্যভূমি ছেড়ে উত্তর-পশ্চিমে নূতন আশ্রয় খুঁজতে গৃহত্যাগ করতে হয়েছে। দেব-পূজকদের কাছে অসুর শব্দ দনু, দাস, দস্যু ইত্যাদির সমার্থক হওয়ায় কায়াহীন দেবতার যেমন বহুরূপ কল্পিত হয়েছিল, তেমনি কায়াহীন দৈবশক্তির বিরোধীশক্তিরও বহু বিচিত্ররূপ কল্পিত হয়েছিল। যুগে যুগে পুরাণে-কাব্যে অসুররা দেব-বিরোধীরূপেই চিত্রিত হতে লাগলো। কিন্তু দেব ও অসুরের একাত্মতা এবং সগোত্রতা তাদের জন্মের ইতিহাসের সূত্রেই মাত্র লিপিবদ্ধ হয়ে রইলো।

বৌদ্ধ ধর্মে বুদ্ধদেবের সাধনায় ব্যাঘাতকারী মার ও হিন্দু দানব কল্পনা থেকেই এসেছে। হিন্দুধর্মে দৈত্য, দানব বা অসুর বৌদ্ধ ধর্মে হয়েছে মার।

"Mara emerges from the background of popular demonology and has obvious affinities with it"[১]

---

১ Buddhism and Mythology of Evil—T. O. Ling.

অগ্নি

অগ্নি ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা। উৎসর্গীকৃত সূক্তের হিসাবে ইন্দ্রের পরে অগ্নির স্থান হলেও গুণ ও কার্যে তিনি সর্বপ্রথম। অগ্নি হব্যবাহ—তিনি দেবতাদের মুখরূপে সকল দেতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হবি গ্রহণ করেন। "অগ্নির্বৈদেবানাং মুখম্।"[১] —অগ্নিই দেবতাদের মুখ। "তস্মাদ্দেবা অগ্নিমুখা অন্নমদন্তি।"[২] —দেবগণ অগ্নিমুখে অন্নভোজন করেন। অগ্নি দেবতাদের জঠরও—"অগ্নির্বৈদেবানাং জঠরম্।"[৩] অগ্নি দেবতাদের দূত। তিনি দূতরূপে হব্য দেবগণের নিকট এবং কব্য পিতৃগণের নিকট পৌঁছে দেন।

অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্বদেবসম্।
অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥[৪]

—দেবতাদের দূত দেবতাদের আহ্বানকারী (হোতা) সর্বদেবরূপী (অথবা সর্বধনের অধিকারী) যজ্ঞের সুষ্ঠু সম্পাদনকারী অগ্নিকে আ.ম বরণ করি।

এখানে অগ্নি শুধু দেবতাদের দূত নন, তিনিই সর্বদেবময়।

যস্ত্বামগ্নে হবিষ্পতিদূ´তং দেব সপর্যত
তস্য স্ম প্রাবিতা ভব।[৫]

—প্রজাপালক, হব্যবাহী এবং বহুলোকের প্রিয় অগ্নিকে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতাগণ নিরন্তর আহ্বানমন্ত্র দ্বারা আহ্বান করিয়া থাকেন।[৬]

"স হি দেবানাং দূত আসীত"[৭]—তিনিই দেবতাদিগের দূত ছিলেন।

"অগ্নিরেব দেবানাং দূত আস"[৮]—অগ্নিই দেবতাদের দূত ছিলেন।

অগ্নি যজ্ঞের হোতারূপে আহুতি প্রদান করেন, তিনি যজ্ঞের পুরোহিত, তিনিই যজ্ঞের ঋত্বিক অর্থাৎ ব্রহ্মা, মিত্রাবরুণ, আচ্ছাবাক্, ব্রাহ্মণচ্ছংসি প্রভৃতি নামে অভিহিত যজ্ঞসম্পাদক ঋত্বিগ্‌বর্গ অগ্নি ভিন্ন আর কেউ নন। এক কথায় সামগ্রিক

১ কৌশিতকী ব্রাহ্মণ—৩৬।৫।৫ ; তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ—৬।১।১
২ শতপথ ব্রাহ্মণ—৭।১।২৪
৩ তৈত্তীরীয় ব্রাহ্মণ—২।৭।১২।৩
৪ ঋগ্বেদ—১।১২।১
৫ ঋগ্বেদ—১।১২।৮
৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৭ শতপথ ব্রাহ্মণ—৩।৫।১।২১
৮ শতপথ ব্রাহ্মণ—৩।৫।২০

যজ্ঞক্রিয়াই অগ্নি। যজ্ঞে অগ্নি ছাড়া আর কিছুই নেই। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রেই বিশ্বামিত্রতনয় মধুছন্দা ঋষি অগ্নির স্তুতি প্রসংগে বলেছেন :

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্ ॥[১]

—যজ্ঞের পুরোহিত, যজ্ঞের দেবতা, যজ্ঞের ঋত্বিক্, হোতা ও শ্রেষ্ঠযজ্ঞফল রূপ রত্নধারণকারী অগ্নিকে আমি স্তব করি।

"অগ্নির্বৈ দেবানাং হোতা।"[২]—অগ্নিই দেবতাদের হোতা।

"অগ্নির্বৈ দেবানাং যষ্টা"[৩]—অগ্নি দেবতাদের যাগকর্তা।

অগ্নি সমস্ত যজ্ঞেরই অধিপতি— তিনি ব্রতপতি— "অগ্নির্বৈ দেবানাং ব্রতপতিঃ।"

"অগ্নে ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি।"[৫] —হে ব্রতপতি অগ্নি আমি ব্রতাচরণ করবো।

সমগ্র যজ্ঞকাণ্ডের যিনি একক অধিপতি তিনি অবশ্য ঋষিদের গৃহেরও অধিপতি।

মন্দ্রো হোতা গৃহপতিরগ্নে দূতো বিশামসি ॥[৬]

যিনি যজ্ঞের অধিপতি, গৃহের অধিপতি, তিনি অন্নেরও অধিপতি। কৃষ্ণ-যজুর্বেদ বলছেন, "অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহীত্যাহাগ্নির্বা অন্নপতিঃ স এবাস্মা অন্নং প্রযচ্ছতি।"[৭] —হে অন্নপতি তুমি আমাদের অন্ন দাও,—এই কথা বললেন ; অগ্নিই অন্নপতি, তিনি আমাদের অন্নদান করেন।

"অগ্নিরন্নাদোঽন্নপতিঃ"[৮]—অগ্নি অন্নদাতা অন্নপতি।

"অন্নাদো বা এষোঽন্নপতির্যদগ্নিঃ"[৯]—অন্নদাতা বা অন্নপতি বলেই তিনি অগ্নি।

"এষ হি বাজানাং পতিঃ।"[১০]—ইনিই অন্নের অধিপতি।

অগ্নিকে অন্নাধিপতি বলার হেতু শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।

যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥[১১]

অন্ন থেকেই জীবগণ জীবন ধারণ করে, পর্জন্য বা মেঘ থেকে (মেঘ বিগলিত

১ ঋগ্বেদ—১।১।১ ২ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—১।২৮।৩।৪ ৩ শতপথ ব্রাহ্মণ—৩।৫।১।২১
৪ তদেব—১।১।১।২ ৫ শুক্ল যজুর্বেদ—১।১।১।২ ৬ ঋগ্বেদ—২।৩৬।৫
৭ শুক্ল যজুর্বেদ—৫।৫।২।১ ৮ তৈত্তীরীয় ব্রাহ্মণ—২।৫।৭।৩ ৯ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—১।৮।
১০ তদেব—২।৫ ১১ গীতা—৩।১৪

জল থেকে) অন্ন (বা জীবের খাদ্য) জন্মায়, যজ্ঞ থেকে মেঘের উৎপত্তি, যজ্ঞ হয় ক্রিয়াশীলতা থেকে।

এই হিসাবেই যজ্ঞাগ্নি অন্নস্রষ্টা অন্নপতি। অন্যভাবে বলা যায়, সূর্যাগ্নির অভিন্নতা হেতু সূর্যাগ্নির তেজ পৃথিবীর রস হরণ করে মেঘ সৃষ্টি করে থাকে। আবার সূর্যাগ্নির তাপ ভিন্ন অন্নসৃষ্টি সম্ভব নয়।

এবম্ভূত সর্বশক্তিমান অগ্নির জনকত্ব স্বীকার করা হয়েছে। অগ্নির পিতার নাম বল,—তিনি বলের পুত্র।

অচ্ছিদ্রা সূনো সহসো নো অদ্য স্তোতৃভ্যো
মিত্রমহ শর্ম যচ্ছ।
অগ্নে গৃণন্তমংহস উরুষ্যোর্জো
নপাৎ পূর্ভিরায়সীভিঃ ॥[১]

—হে বলের পুত্র, তুমি অনুকূলভাবে প্রদীপ্ত হয়ে আমাদের অবিচ্ছিন্ন সুখ দাও। হে অন্নের পুত্র (উর্জো নপাৎ), তুমি আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে আমাদিগকে পাপ থেকে রক্ষা কর।

'সহস্' শব্দের অর্থ বল বা শক্তি। বলের পুত্র অর্থে সায়নাচার্য লিখেছেন, "বলেন হি মথ্যমানোঽগ্নির্জায়তে"—শক্তির দ্বারা ঘর্ষণে অগ্নি জন্মগ্রহণ করেন।

যিনি অন্নের পতি, অন্নস্রষ্টা, তিনিই আবার অন্নের পুত্র। একথার তাৎপর্য কি? সায়ন লিখেছেন, "জঠরাগ্নেঃ প্রবর্তমানাদগ্নেরন্নপুত্রত্বং"—জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হেতুই অগ্নি অন্নের পুত্র। অর্থাৎ খাদ্যরূপ ইন্ধনের সহায়তায় জঠরাগ্নি বর্ধিত হয়; তাই অন্ন বা খাদ্যের পুত্র অগ্নি।

এই অগ্নির সর্বব্যাপী সর্বময় রূপ ঋষি প্রত্যক্ষ করেছেন। বিশ্বব্যাপী তাঁর মুখ, তিনিই বিশ্বব্যাপ্ত করে বিরাজমান :

ত্বং হি বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পরিভূরসি।"[২]
ধামস্তে বিশ্বং ভুবনমধিশ্রিয়মন্তঃ সমুদ্রে হৃদ্যন্তরায়ুষি ॥[৩]

—হে অগ্নে সমগ্র বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত করে তোমার বাসস্থান, সমুদ্রে হৃদয়ে আর জীবের জীবনে (আয়ুতে) তোমার অধিষ্ঠান।

১ ঋগ্বেদ—১।৫৮।৮ ২ ঋগ্বেদ—১।৯৭।৬ ৩ শুক্ল যজুর্বেদ—১৭।৯৯

সকল জীবনে তাঁর বাস, তিনি সকল জীবের অধিপতি। "অগ্নির্ভূতানামধিপতিঃ।"[১]—অগ্নি সকল জীবের অধিপতি।

অগ্নি স্বর্গলোকেরও অধিপতি :

"অগ্নির্বৈ স্বর্গস্য লোকস্যাধিপতিঃ।"[২]

ঋগ্বেদে যে সহস্রশীর্ষা সর্বময় বিরাট পুরুষ, তিনিই অগ্নি :

"পুরুষোঽগ্নিঃ।"[৩]—পুরুষই অগ্নি। "পুরুষোবাঽঅগ্নিঃ।"[৪]

অগ্নিই সর্বভূতের প্রাণ, অগ্নিই মন।

প্রাণো বা অগ্নিঃ।[৫]

মন এব অগ্নিঃ।[৬]

অগ্নি সকল দেবতার আত্মা।

অগ্নির্বৈ সর্বেষাং দেবানামাত্মা।[৭]

সর্বেসামু হৈষ দেবানামাত্মা যদগ্নিঃ।[৮]

সকল দেবতাই অগ্নিস্বরূপ :

অগ্নি সর্বা দেবতাঃ।[৯]

অগ্নির্বৈ সর্বা দেবতাঃ।[১০]

সকল দেবতার রূপে অগ্নিই প্রতিভাত। তিনিই ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বরুণ, রুদ্র, সবিতা, মিত্র, অদিতি, ইলা প্রভৃতি দেব-দেবীরূপে প্রকাশিত হন।

ত্বমগ্ন ইন্দ্রো বৃষভঃ সতামসি ত্বং বিষ্ণুরুরুগায়ো নমস্যঃ।
ত্বং ব্রহ্মা রয়িবিদ্ ব্রহ্মণস্পতে ত্বং বিধর্তঃ সচসে পুরংধ্যা॥
ত্বমগ্নে রাজা বরুণো ধৃতব্রতস্ত্বং মিত্রো ভবসি দস্ম ইড্যঃ।
ত্বমর্যমা সৎপতির্যস্য সংভুজং ত্বমংশো বিদথে দেবো ভাজয়ু॥
ত্বমগ্নে বিধত্তে সুবীর্যং তব গ্নাবো মিত্রমহঃ সজাত্যং।
ত্বামাশুহেমা ররিষে স্বশ্ব্যং ত্বং নরাং শর্ধো অসিপুরুবসুঃ॥
ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহো দিবস্ত্বং শর্ধো মারুতং পৃক্ষঈশিষে।
ত্বং বাতৈররুণৈর্যাসি শং গমস্ত্বং পূষা বিধতঃ পাসি নু ত্মনা॥

১ কৃষ্ণ যজুর্বেদ—৩।৩।৪।৫ ২ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৩।৪২ ৩ শতপথ ব্রাহ্মণ—১০।৪।১।৬
৪ তদেব—২৪।৯।১।১৫ ৫ শতপথ ব্রাহ্মণ—৯।২।১।৮৮ ৬ তদেব—১০।১।২।৩
৭ ঐ ১৪।৩।২।৫ ৮ তদেব—৭।৪।১।২৫, ৯।৫।১।৭ ৯ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ—১।৪।৪।১০
১০ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—২।৩ ১১ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—১।১

ত্বমগ্নে দ্রবিণোদা অরংকৃতে ত্বং দেবঃ সবিতা রত্নধা অসি।
ত্বং ভগো নৃপতে বস্ব ঈশিষে ত্বং পায়ুর্দমে যস্তেঽবিধৎ ॥

*   *   *

ত্বমগ্নে অদিতির্দেব দাশুষে ত্বং হোত্রা ভারতী বর্ধসে গিরা।
ত্বমিলা শতহিমাসি দক্ষসে ত্বং বৃত্রহা বসুপতে সরস্বতী ॥[১]

—হে অগ্নি! তুমি সাধুদিগের অভীষ্টবর্ষী, অতএব তুমি বিষ্ণু, তুমি বহুলোকের স্তুত্য, তুমি নমস্কারযোগ্য। হে ধনবান স্তুতির অধিপতি (ব্রহ্মণস্পতি)! তুমিই ব্রহ্মা, তুমি বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি কর ও বহু প্রকার বুদ্ধিতে অবস্থিতি কর।

হে অগ্নি! তুমি ধৃতব্রত, অতএব তুমি রাজা বরুণ, তুমি শত্রুদিগের বিনাশক ও স্তুতিযোগ্য,অতএব তুমি মিত্র। তুমি সাধুগণের পালক। অতএব তুমি অর্যমা। অর্যমার (দান) সর্বব্যাপী। তুমি অংশ। হে দেব। তুমি আমাদিগের যজ্ঞে ফল দান কর।

হে অগ্নি! তুমি ত্বষ্টা, তুমি পরিচর্যাকারীর বীর্যস্বরূপ, স্তুতিবাক্য সব তোমারই, তোমার তেজঃ হিতকারী, তুমি আমাদিগের বন্ধু, তুমি শীঘ্র উৎসাহিত কর, তুমি আমাদিগকে উত্তম অশ্ববিশিষ্ট ধন প্রদান কর। তোমার ধন প্রভূত, তুমি মনুষ্যগণের বলস্বরূপ।

হে অগ্নি! তুমি অলংকারকারী (যজমানের) পক্ষে দ্রবিণোদা (অর্থাৎ (স্বর্ণদাতা), তুমি দ্যোতমান সবিতা, রত্নের আধারস্বরূপ। হে নৃপতি! তুমি ধন দাতা ভগ, যে যজমান যজ্ঞগৃহে তোমার পরিচর্যা করে, তুমি তাহাকে পালন কর।

হে দেব অগ্নি! তুমি হব্যদাতার পক্ষে অদিতি। তুমি হোত্রা, ভারতী, তুমি স্তুতিদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। তুমি শতবৎসরের ইলা, তুমি দানসমর্থ। হে ধর্মপালক! তুমি বৃত্রহন্তা, তুমি সরস্বতী।[২]

ঋগ্বেদ আরও বলছেন,

ত্বমগ্নে বরুনো জায়সে যত্বং মিত্রো ভবসি যৎ সমিদ্ধঃ।
তে বিশ্বে সহসস্পুত্র দেবাস্ত্বমিন্দ্রো দাশুষে মর্ত্যায় ॥
ত্বমর্যমা ভবসি যৎ কনীনাং নাম স্বধাবন্ গুহ্যং বিভর্ষি।
অংজংতি মিত্রং সুধিতং ন গোভির্যদ্দংপতি সমনসা কৃণোষি

১ ঋগ্বেদ—২।১।৩-৭, ১১   ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

তব শ্রিয়ে মরুতো মর্জয়ংত রুদ্র যত্তে জনিম চারু চিত্রম্।
পদং যদ্বিষ্ণোরুপমং নিধায়িঃ তেন পাসি গুহ্যং নাম গোনাম্ ॥[১]

—হে অগ্নি! তুমি জাত হইয়া বরুণ হইয়া থাক, তুমি সমিদ্ধ হইয়া মিত্র হইয়া থাক, সমস্ত দেবগণ তোমাতে (অবস্থিত) থাকেন। হে বলের পুত্র! তুমি হব্যদায়ী যজমানের ইন্দ্র।

তুমি কন্যাগণের পক্ষে অর্যমা হও। হে হব্যবান্ (অগ্নি)! তুমি গোপনীয় নাম (বৈশ্বানর নাম) ধারণ কর। যখন তুমি দম্পতীকে একান্তঃকরণ করিয়া দাও, তখন তাহারা বন্ধুর ন্যায় গব্য দ্বারা সিক্ত করে।

হে অগ্নি! তোমার আশ্রয়ার্থ মরুৎগণ অন্তরীক্ষকে মার্জন করিতেছেন। হে রুদ্র! তোমার জন্য অতি বিচিত্র ও মনোহর বিষ্ণুর যে অগম্য পদ (অর্থাৎ অন্তরীক্ষ) স্থাপিত হইয়াছে তদ্বারা তুমি উদকের (কিরণ সমূহের গুহ্য (গোপন তত্ত্ব) পালন কর।[২]

আচার্য গোভিলকৃত সামবেদীয় গুহ্যসূত্রের পরিশিষ্ট 'গৃহ্য সংগ্রহ'-এ অগ্নির বহুবিধ নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এক এক প্রকার হোমে অগ্নির এক এক প্রকার নামকরণ হয়।

লৌকিকঃ পাবকো হ্যগ্নিঃ প্রথমঃ পরিকীর্তিতঃ।
অগ্নিস্তু মরুতো নাম গর্ভাধানে বিধীয়তে ॥
পুংসবনে চন্দ্রগসঃ শুঙ্গাকর্মণি শোভনঃ।
সীমন্তে মঙ্গলো নাম গর্ভাধানে বিধীয়তে ॥

* * *

গোদানে সূর্যনামা তু কেশান্তে হ্যগ্নিরুচ্যতে।
বৈশ্বানরো বিসর্গে তু বিবাহে যোজকঃ স্মৃতঃ ॥
চতুর্থ্যান্তু শিখী নাম ধৃতিরগ্নিস্তথাপরে।
আবসথ্যো ভবো জ্ঞেয়ো বৈশ্বদেবে তু পাবকঃ ॥
ব্রহ্মা বৈ গার্হপত্যো স্যাদীশ্বরো দক্ষিণে তথা।
বিষ্ণুরাহবনীয়ে স্যাদগ্নিহোত্রে ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ॥
লক্ষহোমে বহ্নির্নাম কোটীহোমে হুতাশনঃ।
প্রায়শ্চিত্তে বিধিশ্চৈব পাকযজ্ঞে তু সাহসঃ ॥

---

১ ঋগ্বেদ—৫।৩।১-৩

২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

দেবানাং হব্যবাহস্তু পিতৃণাং কব্যবাহনঃ।
পূর্ণাহুত্যাং মৃড়ো নাম শান্তিকে বরদস্তথা॥

* * *

কোষ্ঠে তু জঠরো নাম ক্রব্যাদো ভূতভক্ষণে।
সমুদ্রে বাড়বো জ্ঞেয়ঃ ক্ষয়ে সংবর্তকো ভবেৎ॥[১]

—লৌকিক ভাষায় প্রথমতঃ অগ্নিকে পাবক (পবিত্রকারী) নামে অভিহিত করা হয়। 'গর্ভাধান অনুষ্ঠানে অগ্নিকে মরুৎ বলা হয়, পুংসবন অনুষ্ঠানে বলা হয় চান্দ্রমস; শুঙ্গাকর্মে শোভন, গর্ভাধানের অন্তর্গত সীমন্তোন্নয়ন অনুষ্ঠানে বলা হয় মঙ্গল। ···গোদান যজ্ঞে অগ্নির নাম সূর্য, 'কেশান্ত' অনুষ্ঠানে তিনি অগ্নি নামেই পূজিত; বিসর্গে তিনি বৈশ্বানর, বিবাহানুষ্ঠানে যোজক, চতুর্থী হোমে তাঁর নাম শিখী; অপর নাম ধৃতি ও অগ্নি। আবসথ্য যাগে তিনি ভব নামে পরিচিত, বিশ্বদেব যজ্ঞে তিনি পাবক। গার্হপত্য অগ্নি ব্রহ্মা নামে অভিহিত, দক্ষিণাগ্নির নাম ঈশ্বর, আহবনীয় যজ্ঞে তিনি বিষ্ণু;—অগ্নিহোত্র যাগে এই তিন অগ্নি। লক্ষহোমে তাঁর নাম বহ্নি, কোটীহোমে তিনি হুতাশন। প্রায়শ্চিত্ত হোমে তিনি বিধি, পাকযজ্ঞে তিনি সাহস (সহস বা বলের পুত্র), দেবতাদের যজ্ঞে তিনি হব্যবাহ, পিতৃকার্যে তিনিই কাব্যবাহন। পূর্ণাহুতিকালে তাঁর নাম 'মৃড়' শান্তিকর্মে তিনি বরদ নামে খ্যাত।···জীবের উদরে তিনি জঠরাগ্নি, শ্মশানে জীবদেহ ভক্ষণকার্যে ক্রব্যাদ, সমুদ্রস্থিত অগ্নির নাম বাড়বা, জগৎ ধ্বংসকালে তিনি সংবর্তক।

অথর্ববেদেও অগ্নির সর্বদেবময়ত্ব স্বীকৃত হয়েছে; অগ্নিই বিভিন্ন দেবতারূপে অর্চিত হয়েছেন।

স বরুণো সায়মগ্নির্ভবতি স মিত্রো ভবতি প্রাতরুদ্যন্।
স সবিতা ভূত্বান্তরিক্ষেণ যাতি স ইন্দ্রো ভূত্বা তপতি মধ্যতোদিবম্॥[২]

—সেই অগ্নি সন্ধ্যাকালে বরুণ হন, প্রভাতে উদিত হয়ে তিনি হন মিত্র; তিনি সবিতারূপে অন্তরিক্ষ পরিক্রমণ করেন, তিনিই ইন্দ্র হয়ে মধ্যদিনে কিরণ দান করে থাকেন।

অগ্নি সূর্যরূপে অথবা প্রাণশক্তিরূপে সকল কর্মের প্রবর্তক—তিনিই বৃত্রহন্তা ইন্দ্র: "অগ্নিনেতা বৃত্রহেতি··· ।"[৩]

---

১ গৃহ্যসংগ্রহ—১ম প্রপাঠক ২-৩, ৫-৯, ১১
২ অথর্ববেদ—১৩।৩।১৩
৩ ঐতরেয় আরণ্যক—৯।১।২

অগ্নি ও সূর্য অভিন্ন,—একই তেজোরূপ শক্তির ভিন্ন প্রকাশমাত্র। যিনি অগ্নি, তিনিই সূর্য। ঋগ্বেদ বলেছেন,

মূর্ধা ভুবো ভবতি নক্তমগ্নিস্ততঃ
সূর্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্।[১]

—রাত্রিকালে অগ্নি তাবৎ সংসারের মস্তক-স্বরূপ হয়েন, পরে প্রাতে তিনি সূর্যরূপে উদিত হয়েন।[২]

দৃশেন্যো যো মহিনা সমিদ্ধোঽরোচত দিবি যোনির্বিভাবা।
তস্মিন্নগ্নৌ সূক্তবাকেন দেবা হবির্বিশ্ব আজুহবুস্তনূপাঃ॥[৩]

—যে অগ্নি বিশেষ প্রজ্বলিত হইয়া সুশ্রী মূর্তি ধারণ করিয়া আকাশে স্থান গ্রহণ করিয়া ঔজ্জ্বল্যের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন, সেই অগ্নিতে শরীর রক্ষাকারী সকল দেবতা হোমের দ্রব্য সমর্পণ করিলেন।[৪]

শতপথব্রাহ্মন যজ্ঞ প্রসঙ্গে অগ্নি ও সূর্যের একাত্মতা প্রতিপাদিত করেছেন।

"অগ্নাবেবৈতৎ সায়ং সূর্যং জুহোতি, সূর্যে প্রাতর অগ্নিমিতি তদ্বৈ তদুদিত-হোমানামেব তদা হোব সূর্যোঽস্তমেত্যথাগ্নির্জ্যোতির্যদা সূর্য উদেত্যথ সূর্যো জ্যোতিঃ…।"[৫]

—সন্ধ্যাকালে অগ্নিতে সূর্যকে আহুতি দেওয়া হয়, প্রাতে সূর্যে অগ্নিকে আহুতি দেওয়া হয়। উদিত হোমের এই রীতি। যখন সূর্য অস্ত যান তখন অগ্নিই জ্যোতি। যখন সূর্য উদিত হন, তখন সূর্য জ্যোতি।

নিরুক্তকার যাস্কও অগ্নি ও সূর্যের একাত্মকতা স্বীকার করেছেন।

যস্তু সূক্তং ভজতে যস্মৈ হবির্নিরূপ্যতে অয়মেব সোঽগ্নিঃ।
নিপাতমেবৈতে উত্তরে জ্যোতিষী এতেন নামধেয়েন ভজেতে॥[৬]

—যে অগ্নির সূক্তে স্তুতি হয়, যে অগ্নির উদ্দেশ্যে হবি প্রদত্ত হয়, সেই অগ্নি পাবকাগ্নি,—অন্তরিক্ষাগ্নি (বিদ্যুৎ) বা দ্যুলোকাগ্নি (সূর্য) নহেন। ঊর্ধ্বতর জ্যোতির্দ্বয় অন্তরিক্ষাগ্নি এবং দ্যুলোকাগ্নি (বিদ্যুৎ এবং সূর্য) অগ্নি নামের ভাগী হন, নিপাত বশে অর্থাৎ উপচারিকভাবে বা অপ্রধানভাবে।[৭]

অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল অগ্নি ও সূর্যের একাত্মতা সম্পর্কে লিখেছেন, "In other passages, Agni is to be identified with the Sun; for the

১ ঋগ্বেদ—১০।৮৮।৬ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১০।৮৮।৭
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ শতপথ ব্রাহ্মণ—২।৩।১ ৬ নিরুক্ত—১৮।৫
৭ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

conception of the Sun as a form of Agni is an undoubted Vedic belief. Thus Agni is the light of heaven in the bright sky, waking at dawn, the head of heaven (3. 2. 14). ...He is born as the Sun rising in the morning (10. 88. 6). The A. V. (8 28. 9. 13) remarks that the Sun when setting into Agni and is produced for him."[১]

অগ্নির বিভিন্ন নামের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে ঋগ্বেদ বলছেন,

তং তনূনপাদুচ্যতে গর্ভ আসুরো নরাশংসে ভবতি যদ্বিজায়তে।
মাতরিশ্বা যদমিমীত মাতরি বাতস্য সর্গো অভবৎ সরীমণি ॥[২]

– গর্ভস্থ অগ্নিকে তনূনপাত বলে। অগ্নি যখন প্রত্যক্ষ হয়েন তখন তিনি আসুর, যখন অন্তরীক্ষে তেজো বিকাশ করেন, তখন মাতরিশ্বা হয়েন। অগ্নি প্রসৃত হইলে বায়ুর উৎপত্তি হয়।[৩]

অগ্নি স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণস্বরূপ। তাই তিনি সকল বস্তুরই অভ্যন্তরে বিরাজ করেন।

গর্ভো যো অপাং গর্ভো বনানাং গর্ভশ্চ
স্থাতাং গর্ভশ্চরথাং
অদ্রৌ চিদস্মা অন্তর্দুরোণে বিশাং ন
বিশ্বো অমৃতঃ স্বাধীঃ ॥[৪]

—যে অগ্নি জলের গর্ভস্বরূপ, যিনি অরণ্যেরও গর্ভ, যিনি স্থাবর এবং জঙ্গমের গর্ভরূপে সর্ববস্তুর অন্তরে অবস্থিত, সেই অগ্নি গৃহে এবং পর্বতে হবি লাভ করেন। সেই অমৃতরূপী সুকর্মযুক্ত অগ্নি প্রজাবৎসল রাজার মত আমাদের হিত করে থাকেন।

শুক্লযজুর্বেদ বলেন যে অগ্নি সমুদ্রমধ্যস্থ জলের গর্ভস্বরূপ: অপাং গর্ভং সমুদ্রিয়ম্ ॥[৫] আচার্য মহীধরের মতে 'অপাং গর্ভ' অর্থে মেঘস্থিত বিদ্যুৎ এবং সমুদ্রিয়ম্ অর্থে বাড়বাগ্নি। শুক্লযজুর্বেদ আরও বলেছেন,

গর্ভো অস্যোষধীনাং গর্ভো বনস্পতীনাম্।
গর্ভো বিশ্বস্য ভূতস্যাগ্নে গর্ভো অপামসি ॥[৬]

১ Vedic Mythology—page 93
২ ঋগ্বেদ—৩।২৯।১১ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৪ ঋগ্বেদ—১।৭০।২
৫ শুক্ল যজুর্বেদ—১১।৪৬ ৬ শুক্ল যজুর্বেদ—১২।৩৭

—অগ্নি, তুমি ওষধীর গর্ভে অবস্থিত, বনস্পতির গর্ভে অবস্থিত, সকল জীবকুলের গর্ভে অবস্থিত, জলের গর্ভে বিরাজমান।

বিশ্বস্য কেতুর্ভুবনস্য গর্ভো… । —সমস্ত বিশ্বের কেতু (জ্ঞানরূপী), বিশ্বভুবনের গর্ভরূপে অন্তরস্থিত।

শতপথব্রাহ্মণ বলেছেন যে দেবগণ সকল রূপ অগ্নিতে স্থাপন করেছেন,—"অগ্নৌ হ বৈ দেবা সর্বাণি রূপাণি নিদধিরে।"[১]

সর্বময় অগ্নির স্তুতি অথর্ববেদেও আছে :

যস্তে অপ্‌সু মহিমা যো বনেষু য ওষধিষু পশুষপ্‌স্বন্ত।
অগ্নে সর্বাস্তন্বঃ সংরভস্ব তাভির্ন এধি দ্রবিণোদা অজস্রঃ ॥[২]

—হে অগ্নি, তোমার যে তনু জলে বর্তমান (বড়বাগ্নিরূপে), যে তনু বনে (দাবানলরূপে), যে তনু ওষধি, পশু এবং অন্তরীক্ষে (মেঘস্থিত বিদ্যুৎরূপে) অবস্থিত, সেই সকল তনু একত্র কর এবং তাদের দ্বারা আমাদের অজস্র ধন দান কর।

উপনিষদের সর্বভূতান্তরাত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে অগ্নির এই স্বরূপ বর্ণনার কোন পার্থক্য নেই। উপনিষদ ব্রহ্ম সম্পর্কে বলেছেন—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্‌সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥[৩]

—হে দেব অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুনে প্রবেশ করেছেন, যিনি ওষধিতে—বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে নমস্কার।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণ স্পষ্টতঃই ঘোষণা করেছেন, অগ্নিই সকল দেবতারূপে প্রকাশিত—"অগ্নিঃ সর্বাঃ দেবতাঃ।"[৪] অধ্যাপক ম্যাকডোনেল ঋগ্বেদের অগ্নির স্বরূপ সম্পর্কে লিখেছেন, "In one passage of the R.V. (2.1.3.7) he is identified with about a dozen gods besides five goddesses. He assumes verious divine forms and has many names. In him are comprehended all the gods."[৫]

পুরাণেও অগ্নি সর্বদেবময়—সৃষ্টিস্থিতিলয়হেতু—ব্রহ্মস্বরূপ। অগ্নির স্তুতি করতে গিয়ে পুরাণকার বলেছেন,—

১ শতপথ—২।২।১ ২ অথর্ব—১৯।১।৩।২ ৩ শ্বেতাশ্বতর—২।১৭
৪ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—২।১ ৫ Vedic mythology, page 95

আপ্যায়্যন্তে ত্বয়া সর্বে সংবর্ধন্তে চ পাবক।
ত্বত্ত এবোদ্ভবং যান্তি ত্বয্যন্তে চ তথা লয়ম্॥
অপঃ সৃজসি দেব ত্বং ত্বমৎসি পুনরেব তাঃ।
পচ্যমানাস্ত্বয়া তাশ্চ প্রাণিনাং পুষ্টিকারণম্॥
দেবেষু তেজোরূপেণ কান্ত্যা সিদ্ধেষবস্থিতঃ।

* * *

জলে দ্রব ত্বং ভগবন্ জবরূপী তথানিলে।
ব্যাপ্তিত্বেন তথৈবাগ্নে নভস্যাত্মা ব্যবস্থিতঃ॥
ত্বমগ্নে সর্বভূতানামন্তশ্চরসি পালয়ন্।
ত্বামেকমাহুঃ কবয়স্ত্বামাহুস্ত্রিবিধং পুনঃ॥[১]

—হে পাবক, তোমার দ্বারাই সবকিছু সৃষ্ট হয়, তোমার দ্বারাই বর্ধিত হয়, তোমাতেই সকলের উদ্ভব, অন্তকালে তোমাতেই লীন হয়। হে দেব, তুমি জল সৃষ্টি কর, পুনরায় সেই জল তুমি পান কর, প্রাণীদের পুষ্টির জন্য তুমি সেই জল পাক কর। তুমি দেবগণের মধ্যে তেজোরূপে, সিদ্ধগণের মধ্যে কান্তিরূপে অবস্থান কর। ···হে ভগবন্, তুমি জলে দ্রবরূপী, বায়ুতে বেগরূপী। হে অগ্নি, ব্যাপ্তি হেতু তুমি আকাশের আত্মারূপে অবস্থিত। হে অগ্নি, সর্বজীবকে পালন করে তুমি তাদের অন্তরে বিরাজ কর। কবিগণ তোমাকে এক বলে থাকেন, তোমাকে তিনও বলে থাকেন।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অগ্নিরূপেই বিভাসিত। অর্জুন তাঁকে প্রজ্বলন্ত অগ্নি-মুখ বিশিষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন,—"পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রম্।"[২] আবার কখনও শ্রীকৃষ্ণ সূর্যাগ্নির প্রদীপ্ত তেজ—"দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্।" শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন আত্মস্বরূপ সম্পর্কে—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা জনানাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥[৩]

—আমি অগ্নিরূপে জনগণের দেহ আশ্রয় করে প্রাণ ও অপান সমন্বিত চতুর্বিধ অন্ন পাক করি।

ঋগ্বেদের ঋষি অগ্নিতত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হয়েই ঘোষণা করেছেন:

১ মার্কণ্ডেয় পুরাণ—৯৯ অঃ ২ গীতা—১১।১৯ ৩ গীতা—১৫।১৪

বিদ্মা তে অগ্নে ত্রেধা ত্রয়াণি বিদ্মা তে ধাম বিভৃতা পুরুত্রা।
বিদ্মা তে নাম পরমং গুহা যদ্বিদ্মা তমুৎসংযত আজগংথ ॥[১]

—হে অগ্নি! আমরা তোমার তিন প্রকারের তিন মূর্তি জানি, তোমার স্থান অনেক স্থলে আছে, তাহাও জানি। তোমার অতি নিগূঢ় যে নাম, তাহাও অবগত আছি; আর যে উৎপত্তিস্থান হইতে তুমি আসিয়াছ, তাহাও জানি।[২]

একটি ঋকে অগ্নিকে স্পষ্টতঃই ব্রহ্মরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে :

অসচ্চ সচ্চ পরমে ব্যোমন্দক্ষস্য জন্মন্নদিতেরুপস্থে।
অগ্নির্হি নঃ প্রথমজা ঋতস্য পূর্ব আয়ুনি বৃষভশ্চ ধেনুঃ ॥[৩]

—অগ্নি সৎও বটেন, অসৎও বটেন, তিনি পরমধামে আছেন, তিনি আকাশের উপরে সূর্যরূপে জন্মিয়াছেন। অগ্নিই আমাদিগের অগ্রে জন্মিয়াছেন, তিনি যজ্ঞের পূর্ববর্তীকালে অবস্থিত ছিলেন। তিনি বৃষও বটেন, গাভীও বটেন অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ উভয়রূপী।[৪]

আচার্য সায়ন ঋক্‌টির ব্যাখ্যায় বলেছেন, অসৎ শব্দের অর্থ সৃষ্টির পূর্বাবস্থা; আর সৎ শব্দের অর্থ সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা। উপনিষদের ব্রহ্মও সৎ, অসৎ, স্ত্রী, পুরুষ—সর্বব্যাপী, সর্বজীবের অন্তরস্থিত আত্মা।

উপনিষদের ঋষিও অগ্নির ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করেই প্রার্থনা করেছেন,

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ॥[৫]

—হে অগ্নি তুমি আমাদের সমস্ত কর্মই জান; আমাদের অপকারী পাপসমূহ বিদূরিত কর। আমরা প্রচুর পরিমাণে (পুনঃ পুনঃ) তোমাকে নমস্কার করিতেছি।[৬]

ব্রহ্মস্বরূপ অগ্নি মনুষ্যের মুখে বাক্‌রূপে অবস্থান করে :

অগ্নির্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ।[৭]

তিনিই সকল জীবের দ্যাবাপৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা :

স যো বৃষা নরাং রোদস্যোঃ শ্রবোভিরস্তি জীবপীতসর্গঃ।
প্রয়ঃ সস্রাণঃ যোনৌ ॥[৮]

---

১ ঋগ্বেদ—১০।৪৫।২ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১০।৫।৭
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঈশোপনিষৎ—১৮ ৬ অনুবাদ—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
৭ ঐতরেয় আরণ্যক—২।৪।২ ৮ ঋগ্বেদ—১।১৪৯।২

—যে অগ্নি মনুষ্যদিগের স্থায় দ্যাবাপৃথিবীরও উৎপাদক, তিনি যশোযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান আছেন এবং তাঁহা হইতেই জীবগণ সৃষ্টির আস্বাদন প্রাপ্ত হয়। তিনি গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়া (সমস্ত জীবের) সৃষ্টি করেন।[১]

সর্বজীবের প্রাণরূপে অগ্নিই বিরাজমান :

"অন্তর্গ্র ঈয়সে"[২]—হে অগ্নি, তুমি জনগণের অন্তরে গমন কর।

"অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো। যোঽয়মন্তঃপুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে যদিদমদ্যতে তস্যৈষ ঘোষো ভবতি।"[৩]

এই অগ্নিই বৈশ্বানর, যিনি মনুষ্যের (জীবের) অন্তর্লোকে বিরাজ করেন, যাঁর দ্বারা খাদ্য পরিপাক হয়, যা কিছু ভোজন করা হয়, সবই অগ্নি, তাঁর এই শব্দ হয়।

পুরাণগুলিতেও অগ্নির এই বিশ্বাত্মকত্ব অস্পষ্ট নয়। স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডে অগ্নি ব্রহ্মাকে বলেছিলেন :

কর্তাহমনুকর্তা ত্বং লোকানাং স্থিতিকারণে।
কুরুষ্বৈতত্তথা ভাব্যং যথা পূর্বং বিনির্মিতম্॥

—জগতের রক্ষা বিষয়ে আমি কর্তা, তুমি অনুকর্তা (নিমিত্তরূপী)। আমি যা পূর্বে নির্মাণ করেছি, তুমি তাই সম্পন্ন কর।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে (৯৯ অ:) আঙ্গিরসশিষ্য ভূতিকৃত অগ্নিস্তবে অগ্নির সর্বাত্মকত্ব এবং সর্বদেবময়ত্ব সুপ্রকট হয়ে উঠেছে।

ত্বং মুখং সর্বদেবানাং ত্বয়াত্তং ভগবান্ হবিঃ।
প্রীণয়ত্যখিলান্ দেবান্ তৎপ্রাণাঃ সর্বদেবতাঃ॥
হুতং হবিস্তয্যমলমেধত্বমুপাগচ্ছতি।
ততশ্চ জলরূপেণ পরিণামমুপৈতি যৎ॥
তেনাখিলৌষধীজন্ম ভবত্যনিলসারথে।
ওষধিভিরশেষাভিঃ সুখং জীবন্তি জন্তবঃ॥

*　　*　　*

আপ্যায্যন্তে ত্বয়া সর্বে সংবধ্যন্তে চ পাবক।
ত্বত্ত এবোদ্ভবং যান্তি ত্বয্যন্তে চ তথা লয়ম্॥

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত　　২ ঋগ্বেদ—২।৩।৬　　৩ শতপথ ব্রাহ্মণ—১৪।৮।১০

অপঃ সৃজসি দেবঃ ত্বং ত্বমৎসি পুনরেব তাঃ।
পচ্যমানাস্ত্বয়া তাশ্চ প্রাণিনাং পুষ্টিকারণম্॥
দেবেষু তেজোরূপেণ কান্ত্যাসিদ্ধেষবস্থিতঃ।

* * *

ব্যাপ্তিত্বেন তথৈবাগ্নে নভস্যাত্মা ব্যবস্থিতঃ॥
ত্বমগ্নে সর্বভূতানামন্তশ্চরসি পালয়ন্।
ত্বামেকমাহুঃ কবয়স্ত্বামাহুস্ত্রিবিধং পুনঃ॥

* * *

ত্বামৃতে হি জগৎ সর্বং সদ্যো নশ্যেদ্ধুতাশন।

—তুমি সমস্ত দেবতাগণের মুখ। ভগবান্ তোমারই সহায়ে হবির্ভোজন ও অখিল দেবতার তৃপ্তি সাধন করেন; সুতরাং তুমিই সমস্ত দেবতার প্রাণ। তোমাতে যে হবি আহুত হয়, তাহা পরম পবিত্রভাব প্রাপ্ত হইয়া পরে জলরূপে পরিণত হইয়া থাকে। তাহাতে অখিল ওষধির জন্ম হয়। সেই ওষধির দ্বারাই জন্তুগণ সুখে জীবন ধারণ করে।

সকলেই ত্বৎকর্তৃক আপ্যায়িত ও সম্বদ্ধ হইয়া তোমাতেই উদ্ভূত ও তোমাতেই অন্তে লয়প্রাপ্ত হয়। হে দেব! তুমিই জলের সৃষ্টি কর। তুমিই তাহা ভক্ষণ করিয়া থাক। আবার ত্বৎকর্তৃকই পচ্যমান হইয়া তৎসমস্ত প্রাণীগণের পুষ্টির কারণ হইয়া থাকে। তুমি দেবগণে তেজোরূপে ও সিদ্ধগণে কান্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছ।

তুমি আকাশে ব্যাপিত্ব এবং তুমিই সর্বত্র আত্মারূপে অবস্থিত আছ। হে অগ্নি! তুমিই সর্বভূতের অন্তরে বিচরণ করিয়া তাহাদের প্রতিপালন করিতেছ। কবিগণ তোমাকে এক ও পুনর্বার ত্রিবিধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[১]

অগ্নির স্বরূপ আলোচনা থেকে নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত করা চলে যে, অগ্নি কেবলমাত্র মনুষ্যের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক অগ্নিরূপে বৈদিক ঋষিগণকর্তৃক স্বীকৃত, পূজিত এবং স্তুত হন নি, এই অগ্নি স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বভুবনের চৈতন্যস্বরূপ প্রাণশক্তিরূপেই গৃহীত হয়েছেন। তিনিই সকল শক্তির মূলাধার, বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় লিখেছেন, "অগ্নি ঋগ্বেদের এক প্রধান দেবতা।

১ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

তিনি দ্বিশতাধিক সূক্তে স্তুত হইয়াছেন। অন্য দেবতাগণের সহিতও তাঁহার স্তুতি আছে। এই সকল স্তুতি পড়িলে মনে হয়, তিনি কেবল কাষ্ঠাগ্নি নহেন, তিনি বিশ্বের অগ্নি, বিশ্বের শক্তি।"[১] প্রশ্নোপনিষদে স্পষ্টভাবেই অগ্নিকে প্রাণ বলে স্বীকার করা হয়েছে।[২] মনুও অগ্নিকে আত্মা বলে স্বীকার করেছেন।[৩]

শ্রীঅরবিন্দের মতে অগ্নি জ্ঞানময় ঐশ্বরিক ইচ্ছার প্রতীক। "Psychologically, then, we may take Agni to be the divine will perfectly inspired by divine wisdom, and indeed one with it, which is the active or effective power of the Truth-consciousness."[৪]

অবশ্য একথাও সত্য যে বিশ্বের প্রাণভূত শক্তিরূপী অগ্নির ধারণার মধ্যে গৃহে লালিত অগ্নি, যজ্ঞাগ্নি প্রভৃতিও অঙ্গীভূত। প্রাকৃতিক অগ্নিই প্রাণশক্তির প্রতীক-রূপে উপাসিত। অগ্নির তিন জন্ম বা তিনরূপের কথা বেদে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হয়েছে। এই তিনরূপ: যজ্ঞশালায় আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি; অথবা সূর্য, বিদ্যুৎ ও অগ্নি।[৫]

শুক্ল যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে অগ্নির তিনটি নাম পাওয়া যায়: ভুবপতি, ভুবনপতি ও ভূতপতি।[৬] একটি উপাখ্যান অনুসারে ভুবপতি, ভুবনপতি ও ভূতপতি অগ্নির তিন ভ্রাতা।[৭]

বৃহদ্দেবতার মতে (২য় অঃ) অগ্নির পাঁচটি নাম: দ্রবিণোদা, তনূনপাৎ, নরাশংস, পবমান ও জাতবেদা। দ্রবিণোদা অর্থে ধনদাতা, তনূনপাৎ অর্থে দিব্যাগ্নির পৌত্র (মধ্যমাগ্নির পুত্র), নরাশংস অর্থে নরগণের দ্বারা স্তুত, পাবক অর্থে বিশ্বের পবিত্রতাবিধায়ক, এবং জাতবেদা অর্থে যিনি জন্মমাত্রেই বিশ্বভুবন সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। পরিষ্কার বোঝা যায়, এইগুলি অগ্নির বিশেষণ।

Alain Danielou অগ্নিকে দশটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই দশবিধ অগ্নি একই অগ্নির দশটি রূপ।

১। কাষ্ঠাগ্নি; ২। ইন্দ্র বা বায়ু-বজ্রাগ্নির কর্তা—দাবানলের উৎস; ৩। সূর্য বা দ্যুলোকের অগ্নি; ৪। জঠরাগ্নি—জীবনধারণের উৎস; ৫। ধ্বংসাত্মক অগ্নি বা বাড়বানল।

১ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ১৩১ ২ প্রশ্ন—১১।৫ ৩ মনুসংহিতা—১২।১২৩
৪ On the Veda—page 76
৫ ঋগ্বেদ—১।৯৫।৩, ৪।১।৭, শুক্ল যজুর্বেদ—১২।৮ প্রভৃতি মন্ত্র দ্রষ্টব্য।
৬ শুক্ল যজুর্বেদ—২।২ ৭ দুর্গাদাস লাহিড়ীকৃত বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ৮৪ দ্রঃ

যজ্ঞাগ্নিও পাঁচ প্রকার : ১। ব্রহ্মা অগ্নি; ২। প্রাজাপত্য অগ্নি; ৩। গার্হপত্য অগ্নি; ৪। দক্ষিণাগ্নি; এবং ৫। ক্রব্যাদ অগ্নি (চিতাগ্নি)।[১]

ডঃ ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে, এক অগ্নির ত্রিবিধ মূর্তির কল্পনাতেই পরবর্তীকালে বহু দেবতার মূলে একেশ্বরের চিন্তা সম্ভব হয়েছে। "And gradually this gave rise to the idea of one God behind all these different gods"[২]

প্রাণরূপী অগ্নি সর্বাগ্রে জন্মেছেন বলেই ত তাঁর নাম অগ্নি। অগ্নি শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে সায়নাচার্য বাজসনেয়ীর মত উল্লেখ করে বলেছেন, "স বা এষোঽগ্রে দেবানামজায়ত তস্মাদগ্নির্নামেতি।" বৃহদ্দেবতা বলেছেন,

জাতো যদগ্রে ভূতানামগ্রণীরধ্বরে চ যৎ।
নাম্না সন্নয়তে বাঙ্গং স্তুতোঽগ্নিরিতি সূরিভিঃ॥[৩]

—যেহেতু জীবগণের অগ্রে জাত হয়েছেন, যজ্ঞেও যেহেতু অগ্রে অবস্থান করেন, স্বীয় অঙ্গ বা শরীর নিয়ে আসেন কাষ্ঠদাহ অন্নাদি পাক করতে, এই জন্যই জ্ঞানিগণ তাঁকে অগ্নিনামে স্তব করেন। শতপথ ব্রাহ্মণ বলছেন, "তদ্বাঽএনমেতদগ্রে দেবানামজনয়ত তস্মাদগ্নিরগ্রির্হ বৈ নামেতৎ।"[৪] পারস্কর গৃহ্যসূত্রে অগ্নিকে প্রথম দেবতারূপে উল্লেখ করেছেন, "অগ্নির্বৈ প্রথমো দেবানাং।"[৫] অগ্নি জীবসমূহেরও অধিপতি : "অগ্নির্ভূতানামধিপতিঃ সমাবতু।"

নিরুক্তকার বলেছেন যে এক মহান্ আত্মারূপে অগ্নিই মিত্র, বরুণ, সূর্য, ইন্দ্র ইত্যাদিরূপে ঋষিগণকর্তৃক স্তুত হয়েছেন। "ইমমেবাগ্নিং মহান্তমাত্মানমেকমাত্মানং বহুধা মেধাবিনোবদন্তীন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিং দিবং চ গরুত্মন্তম্।"[৭]

সাংখ্যায়নব্রাহ্মণ মতে অগ্নিই ব্রহ্ম—"ব্রহ্ম বা অগ্নিঃ।"[৮]

যিনি আদি দেব, যিনি জন্মমাত্রেই বিশ্বভুবন পরিজ্ঞাত, যিনি সর্বভূতের এবং বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তরস্থিত, সেই অগ্নিই বৈদিক ঋষিদের একত্ব চিন্তার মূলীভূত কারণ—এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। উপনিষদের আত্মা বা ব্রহ্মও

১ Hindu Polythesim—page, 19

২ Vedic Selections, vol. I, C. U.—page 4

৩ বৃহদ্দেবতা—২।২৪ ৪ শতপথব্রাহ্মণ—২।২।২।২ ৫ পারস্কর গৃহ্যসূত্র—৫।১১

৬ পারস্কর গৃহ্যসূত্র—৫।১০ ৭ নিরুক্ত—৭।১৮।২ ৮ সাংখ্যায়নব্রাহ্মণ—৯ অঃ

সর্বাগ্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ।"[১] —এই ব্রহ্মই সৃষ্টির অগ্রে বর্তমান ছিলেন। "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ।"[২] এই আত্মাই অগ্রে ছিলেন।

মহাভারতকার অগ্নিকেই ব্রহ্ম বলে স্বীকার করেছেন, "অগ্নির্হি যজ্ঞানাংহোতা কর্তা স চাগ্নির্ব্রহ্ম।"[৩]

অগ্নি একটি তত্ত্বে পর্যবসিত হলেও প্রত্যক্ষগোচর প্রাকৃতিক অগ্নির একটি রূপ আছে। সেই রূপ বিশ্বাত্মা অগ্নির প্রতীক। সেই রূপ অনুসারে বেদে এবং পুরাণে দেবতা হিসাবে অগ্নির আকৃতিগত বর্ণনা কিছু কিছু পাওয়া যায়। বৈদিক মন্ত্রের মধ্য দিয়েই দেবতার একপ্রকার আকার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিভিন্ন দেবতার আকৃতি-বিষয়ে সাধারণভাবে ঐক্য থাকলেও গুণকর্ম অনুসারে কিছুটা পার্থক্যও বিদ্যমান। অগ্নিদেবেরও একটি বিশেষ আকার কল্পনা করা যায়। অগ্নির বর্ণ শ্বেত (শুক্রবর্ণ অথবা শুচিবর্ণ)।

অগ্নে শুক্রেণ শোচিষা বিশ্বাভির্দেবহূতিভিঃ
ইমং স্তোমং জুষস্ব নঃ ॥[৪]

—হে অগ্নি, তোমার শুভ্রবর্ণ দীপ্তিদ্বারা সর্বদেবতার আহ্বানোপযোগী স্তোত্রের দ্বারা যুক্ত হয়ে আমাদের স্তুতি গ্রহণ কর।

বস্ত্রেণেব বাসয়া মন্মনা শুচিং জ্যোতীরথং
শুক্রবর্ণং তমোহনম্।[৫]

—পবিত্র জ্যোতিবিশিষ্ট শুভ্রবর্ণ তমোনাশী অগ্নির বাসস্থানকে (যজ্ঞস্থান) বস্ত্রের ন্যায় কুসুমাবৃত কর।

হিরণ্যদন্তং শুচিবর্ণমারাৎ ক্ষেত্রাদপশ্যমায়ুধা মিমানম্।[৬]

—আমি সুবর্ণবর্ণ দন্তবিশিষ্ট শুভ্রবর্ণ আয়ুধতুল্য (জ্বালা) নির্মাণকারী অগ্নিকে স্বস্থান থেকে দেখেছি।

অগ্নি চিত্রভানু অর্থাৎ উজ্জলজ্যোতিবিশিষ্ট।[৭]

অগ্নির দন্ত হিরণ্যবর্ণ; বিচিত্রদীপ্তিসম্পন্ন অগ্নির কেশ হরিদ্বর্ণ অথবা শুভ্রবর্ণ: "চিত্রাভিস্তমূতিভিশ্চিত্রশোচিঃ।"[৮]

---

১ ঐতরেয় উপনিষৎ—১।২ ২ বৃহদারণ্যক—১।৪।১৭ ৩ শান্তিপর্ব—৩৪২।১২
৪ ঋগ্বেদ—১।১২।১২ ৫ ঋগ্বেদ—১।১৪০।১ ৬ ঋগ্বেদ—৫।২।৩
৭ ঋগ্বেদ—১।২৭।৬ ৮ ঋগ্বেদ—১০।৬।৩

"চিত্রযামং হরিকেশমীমহে"[১] —বিচিত্রগতি পিঙ্গলবর্ণকেশযুক্ত অগ্নিকে স্তুতি করি।

প্রথম মণ্ডলের ৪৫।৬ সূক্তে অগ্নি শোচিষ্কেশ অর্থাৎ দীপ্তিময় কেশ যুক্ত। শুক্ল যজুর্বেদেও অগ্নি হরিদ্বর্ণকেশবিশিষ্ট—হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুবিশিষ্ট—"অয়ং পুরো হরিশ্মশ্রু হরিকেশঃ।"[২] তিনি তপুর্জম্ভ অর্থাৎ শিখারূপ অস্ত্রধারী অথবা শিখারূপ মুখ বিশিষ্ট।[৩] তিনি সুবর্ণশ্মশ্রুবিশিষ্ট, উজ্জ্বল দন্তধারী, মহান্ এবং অপ্রতিহত বলসম্পন্ন—"হরিশ্মশ্রুঃ শুচিদন্নৃভুরনিভৃষ্টতাবিষিঃ।" আর একস্থানে তিনি অয়োদংষ্ট্র অর্থাৎ লৌহসদৃশ (লৌহময়) দন্তযুক্ত এবং জিহ্বা দ্বারা রাক্ষস আক্রমণকারী।[৫] তিনি শিখারূপী মস্তকবিশিষ্ট (তপুর্মূর্ধা)। তাঁর তিনটি মস্তক, সূর্যের মত সাতটি রশ্মি :

ত্রিমূর্ধানং সপ্তরশ্মিং গৃণীষেঽনূনমগ্নিং পিত্রোরুপস্থে ॥[৬]

—পিতামাতার (দ্যাবাপৃথিবীর) ক্রোড়স্থিত, মস্তকত্রয়যুক্ত, সপ্তরশ্মিবিশিষ্ট ও বিকলতারহিত অগ্নিকে স্তব কর।[৭]

অগ্নির তিনপ্রকার শরীর তিনটি জিহ্বা :

অগ্নে ত্রী তে বাজিনা ত্রী সধস্থা তিস্রস্তে জিহ্বা ঋতজাতপূর্বীঃ।
তিস্র উতে তন্বো দেবজাতাস্তাভির্নঃ পাহি গিরো অপ্রযুচ্ছন্ ॥[৮৪]

—হে অগ্নি, তোমার অন্ন তিন প্রকার, তোমার স্থান তিন প্রকার। হে যজ্ঞ সম্পাদক অগ্নি! তোমার (দেবতাগণের উদর পূরক) তিনটি জিহ্বা আছে। তোমার তিন প্রকার শরীর দেবগণের অভিলষিত। তুমি প্রমাদরহিত হইয়া সেই তিন শরীর দ্বারা আমাদের স্তুতি পালন কর।[৯]

অগ্নির সপ্তজিহ্বার উল্লেখ নানা স্থানে আছে, "দিবশ্চিদগ্নে মহিনা পৃথিব্যা বচ্যন্তাং তে বহ্নয়ঃ সপ্তজিহ্বা।"[১০] —তুমি মহিমা দ্বারা অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী হইতে প্রকৃষ্টতর হও। তোমার অংশভূত সপ্তজিহ্বা বিশিষ্ট বহ্নিসকল পূজিত হউক।[১১]

"সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্ত জিহ্বাঃ সপ্ত ঋষয়ঃ সপ্তধাম প্রিয়াণি।[১২]—হে অগ্নি, তোমার সাতটি জিহ্বা, সাতজন ঋষি, সাতটি প্রিয়স্থান। মহাভারতেও অগ্নির সপ্তজিহ্বার উল্লেখ আছে :

১ ঋগ্বেদ—৩।২।১৩ ২ শুক্ল যজুঃ—১৭।১৫ ৩ ঋগ্বেদ—১।৫৮।৫
৪ ঐ ৫।৭।৭ ৫ ঋগ্বেদ—১০।৮৭।২ ৬ ঐ ১।১৪৬।১
৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৮ ঐ ৩।২০।২ ৯ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত।
১০ ঋগ্বেদ—৩।৬।২ ১১.অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ১২ শুক্ল যজুঃ—১৭।৭৯

"সপ্তজিহ্বাননাঃ ক্রূরো লেলিহানো বিসর্পতি ॥"[১] —সপ্তজিহ্বা ও সপ্তমুখ বিশিষ্ট ক্রূর লেলিহান অগ্নি অগ্রসর হচ্ছেন।

অগ্নির চারিটি চক্ষু :

ত্বমগ্নে যজ্যবে পায়ুরংতরোঽনিষংগায় চতুরক্ষ ইধ্যসে।[২] —হে অগ্নি! তুমি যজমানের পালক, যজ্ঞ বাধাশূন্য করিবার জন্য সমীপে থাকিয়া চতুরক্ষরূপে দীপ্যমান রহিয়াছ।[৩]

কখনও আবার অগ্নি সহস্রাক্ষ :

সহস্রাক্ষো বিচর্ষণিরগ্নী রক্ষাংসি সেধতি।[৪]

—সকল বিষয়ের দ্রষ্টা সহস্রাক্ষ অগ্নি রাক্ষসদের বিতাড়িত করছেন।

অগ্নে সহস্রাক্ষ শতমূর্ধঞ্ছতং তে প্রাণা সহস্রব্যানশ্চ।[৫]

—হে সহস্রাক্ষ অগ্নি, তোমার শতসংখ্যক মূর্ধা, শতসংখ্যক প্রাণ, সহস্র ব্যান।

একটি মন্ত্রে অগ্নি সহস্রশৃঙ্গবিশিষ্ট।

অগ্নির সহস্র শৃঙ্গ বা সহস্র চক্ষু যে অসংখ্য শিখার প্রতিরূপ তাতে সন্দেহ নেই। সহস্রাক্ষ শব্দের ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য 'অসংখ্য শিখা বিশিষ্ট' অর্থ করেছেন,— "সহস্রাক্ষেঽসংখ্যাতজ্বালঃ।" একটি ঋকে অগ্নি ধনুর্ধারী—"দ্রুণানো হস্তাসি।"[৬]

অগ্নির যে বিবরণ বৈদিক গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়, সেই অনুসারে তাঁর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি নির্মাণ করা সম্ভব মনে হয় না; তবে হিরণ্যকেশ, হিরণ্যশ্মশ্রুধারী, স্বর্ণদণ্ড, ধনুর্ধারী, ত্রিমূর্ধা বা সপ্তমূর্ধা, ত্রিজিহ্বা বা সপ্তজিহ্বা, চতুরাক্ষ বা সহস্রাক্ষ একটি আকৃতি কল্পনা করা হয়ত অসম্ভব নাও হতে পারে। এই মূর্তি কল্পনায় প্রাকৃতিক অগ্নির আকারই প্রতিভাত হয়ে ওঠে। Sir Charles Eliot অগ্নির মূর্তিকল্পনা প্রসংগে যথার্থই লিখেছেন, "He is not a god of fire like Vulcan, but the Fire itself regarded as divine. The descriptions of his appearance are not really anthropomorphic, but metaphorical imagery depicting shining streaming flames."[৭]

তবে এ কথাও যথার্থ যে ভারতীয় অগ্নি উপাসনা জড়-উপাসনা নয়। অগ্নিকে সর্বময় চিৎশক্তিরূপে ভারতীয় ঋষি পূজায় অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। কিন্তু পুরাণকার তন্ত্রকারেরা অগ্নিকে একটি বিশিষ্ট আকারে আবদ্ধ না করে পারেন নি।

---

১ মহাঃ আদিপর্ব—২৩১।৫ ২ ঋগ্বেদ—১।৩১।১৩ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৪ ঋগ্বেদ— ৫ শুক্ল যজুঃ—১৭।৭১ ৬ ঋগ্বেদ—৪।৪।১

৭ Hinduism and Buddhism—page 56

অন্যান্য দেবতার মত তিনি সর্বময় সর্বব্যাপী হয়েও বিশেষ আকারে সীমাবদ্ধ। পুরাণে, তন্ত্রে, মূর্তিশিল্পশাস্ত্রে অগ্নির বিশেষ বিগ্রহের বিবরণ আছে। প্রাচীন মুদ্রায় ভাস্কর্যে অগ্নিমূর্তি দুর্লভ নয়। বিষ্ণুধর্মোত্তরে অগ্নির বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে :

রক্তং জটাধরং বহ্নিং কুর্যাদ্ বৈ ধূম্রবাসসম্।
জ্বালামালাকুলং সৌম্যং ত্রিনেত্রং শ্মশ্রুধারিণম্॥
চতুর্বাহুং চতুর্দংষ্ট্রং দেবেশং বাতসারথিং।
চতুর্ভিশ্চ শুকৈর্যুক্তে ধূমচিহ্নরথে স্থিতম্॥
বামোৎসঙ্গগতা স্বাহা শক্রস্যেব শচী ভবেৎ।
রত্নপাত্রকরা দেবী বহ্নের্দক্ষিণহস্তয়োঃ॥
জ্বালাত্রিশূলৌ কর্তব্যৌ চাক্ষমালা তু বামকে।
রক্তং হি তেজসো রূপং রক্তবর্ণং ততঃ স্মৃতম্॥

—রক্তবর্ণ, জটাধারী, শিখার মালায় ভূষিত, সৌম্য, ত্রিনেত্র, শ্মশ্রুধারী, চতুর্ভুজ, চারিদন্তবিশিষ্ট, ধূম্রবর্ণবসন পরিহিত, বায়ু সারথিশোভিত ধূমচিহ্নাঙ্কিত চারিটি শুকপক্ষীশোভিত রথে আরূঢ় অগ্নি মূর্তি নির্মাণ করবে। ইন্দ্রের শচীর মত তাঁর বামে রত্নপাত্রহস্তা স্বাহা থাকবেন। তাঁর দক্ষিণহস্তদ্বয়ে অগ্নিশিখা ও ত্রিশূল এবং বামহস্তে অক্ষমালা থাকবে। তেজের রঙ্ রক্তবর্ণ হওয়ায়, তাঁরও গাত্র রক্তবর্ণ হবে।

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন যে বাগ্‌দণ্ড, ধিগ্‌দণ্ড, ধনদণ্ড, ও বধদণ্ড— এই চারিটি দণ্ডের দ্যোতক অগ্নির চারিটি দণ্ড। চারি শুক চারি বেদের দ্যোতক।[১] বিশ্বকর্মাশিল্পশাস্ত্রে অগ্নি মেষারূঢ়। হেমাদ্রিবর্ণিত অগ্নির বর্ণনায় অগ্নির বাম উরুর উপরে আসীনা তাঁর পত্নী সাবিত্রী। প্রপঞ্চসারতন্ত্রে অগ্নির বর্ণনা :

ত্রিনয়নমরুণাপ্তবদ্ধমৌলিং সুশুক্লাংশুকমরুণমনেকাকল্পমম্ভোজসংস্থম্। নমত কনকমালালংকৃতাংসং কৃশানুম্।[২] —ত্রিনয়ন, অরুণবর্ণ, জটাবদ্ধমস্তক, শুভ্রবসন, রক্তপদ্মাসনাসীন, স্কন্ধবিলম্বিত স্বর্ণহার কৃশানুকে নমস্কার কর।

সৌরপুরাণে অগ্নির বর্ণনা :

পিঙ্গভ্রূ শ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চি শক্তিধারকঃ॥

---

১ ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা—পৃঃ ১১৪ ২ প্রপঞ্চসার—৬।৮৮

—পিঙ্গলবর্ণের ভ্রূ, শ্মশ্রু, কেশ ও অক্ষি ; রক্তবর্ণ উদর, স্থূলদেহ, ছাগবাহন, অক্ষসূত্রধারী, শক্তিধারক, সপ্তশিখাবিশিষ্ট।

শারদাতিলকে অগ্নির ধ্যানমূর্তি :

অংসাসক্তসুবর্ণমাল্যমরুণস্রক্‌চন্দনালংকৃতং
জ্বালাপুঞ্জজটাকলাপবিলসন্মৌলিং সুশুভ্রাংশুকম্।
শক্তিস্বস্তিকদর্ভমুষ্টিক জপস্রক্‌স্রুক্‌স্রুবাভীবপন্
দোর্ভির্বিভ্রতমঙ্কিতত্রিনয়নং রক্তাভমগ্নিংভজে॥[১]

—স্কন্ধবিলম্বিতসুবর্ণমালা ও রক্তবর্ণমাল্যধারী, চন্দনে শোভিত, শিখাপুঞ্জরূপী জটাকলাপশোভিতমস্তক, শুভ্রবস্ত্রপরিহিত ; শক্তি, স্বস্তিক, দর্ভমুষ্টি, জপমালা ও ঘৃতপূর্ণ স্রুক্ (কোশা) হস্তে ধারণকারী ; ত্রিনয়ন রক্তবর্ণ অগ্নিকে বন্দনা করি।

মহানির্বাণতন্ত্রে অগ্নির ধ্যান :

বালার্কারুণসংকাশং সপ্তজিহ্বাং দ্বিমস্তকম্।
অজারূঢ়ং শক্তিধরং জটামুকুটমণ্ডিতম্॥[২]

—প্রভাতসূর্যতুল্য, সপ্তজিহ্বা ও দুই মস্তকবিশিষ্ট, ছাগারোহী, শক্তিধারী, জটামুকুটশোভিত অগ্নিকে ভজনা কর।

তন্ত্ররাজতন্ত্রে অগ্নি :

অরুণোঽরুণপঙ্কজসন্নিভঃ স্রুবশক্তিবরাভয়যুক্তকরঃ।
অমিতার্চিরজাতগতির্বিলসন্নয়নত্রিতয়োঽবতু বো দহনঃ॥[৩]

—রক্তপদ্মসদৃশ অরুণবর্ণ, হস্তে স্রুব, শক্তি, বর ও অভয় ; অমিতকিরণসম্পন্ন; অমিতগতিচঞ্চল নেত্রত্রয়সমন্বিত অগ্নি তোমাদের রক্ষা করুন।

প্রপঞ্চসারতন্ত্রের একটি ধ্যান মন্ত্রে অগ্নির তিন মুখ ও ছয় বাহু।

শক্তিস্বস্তিকপাশান্ সাঙ্কুশবরদাভয়ান্ দধৎত্রিমুখঃ।
মুকুটাদিবিবিধভূষোঽবতাচ্চিরং পাবকঃ প্রসন্নঃ বঃ॥[৪]

—শক্তিস্বস্তিকপাশ অংকুশ, বরদ এবং অভয় মুদ্রা হস্তে ত্রিমুখ, মুকুট প্রভৃতি বিবিধ অলংকারে অলংকৃত পাবক প্রসন্ন হয়ে তোমাদের রক্ষা করুন।

মৎস্যপুরাণে অগ্নিপ্রতিমার লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে :

---

১ শা. তি.—১৪।১৫ ২ মহাঃ নিঃ তন্ত্র—৯।২১ ৩ তন্ত্ররাজ—৪৬।৬ ৪ প্রপঞ্চ—১৬।২৮

দীপ্তং স্বুবর্ণবপুষমর্ধচন্দ্রাসনে স্থিতম্ ॥
বালার্কসদৃশং তস্য বদনঞ্চাপি দর্শয়েৎ।
যজ্ঞোপবীতিনং দেবং লম্বকর্চধরং তথা ॥
কমণ্ডলুং বামকরে দক্ষিণেত্বক্ষসূত্রকম্।
জ্বালাবিতানসংযুক্তমজবাহনমুজ্জ্বলম্ ॥[১]

—দীপ্ত সুবর্ণতুল্যদেহধারী, অর্ধচন্দ্রাসনে অবস্থিত, প্রভাতসূর্যতুল্য তাঁর মুখটিও নির্মাণ করতে হবে। যজ্ঞোপবীতধারী, দীর্ঘকেশধারী, বামকরে কমণ্ডলু, দক্ষিণহস্তে জপমালা, শিখাসমূহসংযুক্ত, উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ অজবাহন (অগ্নিপ্রতিমা নির্মাণ করবে)।

বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে অগ্নির আরও কয়েকটি ধ্যানমন্ত্র পাওয়া যায়। এই মন্ত্রগুলিতে অগ্নির যে রূপ প্রকটিত, তা প্রাকৃত অগ্নি বা যজ্ঞাগ্নির কথাই স্মরণ করায়। রক্তপদ্মে সমাসীন শুক্ল বা রক্তবর্ণ, দুই, তিন, চার বা পাঁচ মুখ বিশিষ্ট, মস্তকে জটা, শরীরে উজ্জ্বল দীপ্তি ত্রিনয়ন, সপ্তজিহ্বা ছাগ, অথবা মেষবাহন অগ্নির মূর্তি বিভিন্ন সময়ে প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞাগ্নির বিভিন্ন অবস্থা অথবা দ্যুলোকস্থিত সূর্যাগ্নিকেই স্মরণ করায়। স্রুক্, স্রুব প্রভৃতি যজ্ঞের অপরিহার্য অঙ্গ; মস্তক, জিহ্বা, জটা, নয়ন প্রভৃতি অগ্নিশিখারই দ্যোতক; ছাগ ও মেষ যজ্ঞে অপরিহার্য। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩।৮।২৩) অগ্নির উদ্দেশ্যে ছাগবলির উল্লেখ আছে। গোভিলকৃত গৃহ্যসূত্রে অগ্নি-যজ্ঞের দক্ষিণা হিসাবে ছাগ ও সূর্যাগ্নির অপর মূর্তি ইন্দ্র-যজ্ঞের দক্ষিণা হিসাবে মেষদানের ব্যবস্থা আছে—"আগ্নেয়েঽজ ঐন্দ্রে মেষো।"[২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সূর্যেরই নামান্তর বা রূপান্তর পূষা ও ছাগবাহন। মণ্ডলান্তর্বর্তী সূর্য বা বর্ষচক্রে পরিক্রমণরত সূর্য বেদে একপাদ অজ বা ছাগ নামে অভিহিত। মহাভারতে অগ্নিদেবের যে বিবরণ আছে তাও পূর্বোক্ত বর্ণনার অনুরূপ।

E. W Hopkins মহাভারত-বর্ণিত অগ্নি সম্পর্কে লিখেছেন, "Agni (ignis) as Anala, son of Anila, the wind god, described as having seven red tongues (also seven red steeds), seven faces, a huge mouth, red neck, twany eyes (honey coloured) bright gleaming hair and golden steed, the first dispeller of darkness, created by Brahman."[৩]

---

১ মৎস্য—২৬১।৯-১২ ২ গোভিলগৃহ্যসূত্র—৩।২।৫১ ৩ Great Epics of India

যুগের পরিবর্তনে এবং বৌদ্ধ প্রভাবে যাগযজ্ঞের জটিল ক্রিয়াপদ্ধতি ক্রমশঃ অপ্রচলিত হয়ে যায়। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানকালে পৌরাণিকযুগে প্রধানতঃ গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকালে বিভিন্ন দেবতার মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন হয়। এই সময়েই সম্ভবত অগ্নিরও মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়। ছাগবাহন ও মেষবাহন শ্মশ্রুমণ্ডিত অগ্নির প্রস্তর মূর্তি নানাস্থানে পাওয়া গেছে। কিন্তু আরও পূর্বে খৃষ্টপূর্ব প্রথম এবং খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অগ্নির মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল বলে মনে হয়। শুঙ্গবংশীয় মিত্ররাজাদের অন্যতম অগ্নিমিত্র এবং ভানুমিত্রের তাম্রমুদ্রায় রেলিং ঘেরা বেদির উপরে দণ্ডায়মান অগ্নির মূর্তি অঙ্কিত আছে। অগ্নির মস্তকে পাঁচটি কিরণ অংকিত ; এই পাঁচটি কিরণ অগ্নির পঞ্চশিখা।[১]

বৌদ্ধ মহাযানের অন্তর্ভুক্ত বজ্রযান সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবদেবীদের মধ্যে বহু হিন্দু দেবতাও প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন। এই সকল দেবতার মধ্যে অগ্নিও আছেন। অষ্টদিক্‌পালের অন্তর্গত অগ্নি বৌদ্ধদেবতাদের পংক্তিতে স্থান করে নিয়েছেন। বৌদ্ধদেবতা অগ্নি সম্পর্কে বিনয়তোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "অগ্নিকোণের অধিপতি অগ্নিদেব রক্তবর্ণ, একমুখ, দ্বিভুজ এবং ছাগবাহন। দুইটি হাতে যজ্ঞপাত্র, স্রুব ও কমণ্ডলু ধারণ করেন। ইঁহার লাল রং অমিতাভের দ্যোতক।"[২]

হিন্দু ধর্মচর্যা থেকে যাগযজ্ঞ কখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি। গুপ্ত রাজাদের মুদ্রা থেকেই প্রমাণ পাই যে সে যুগে মূর্তিপূজার সঙ্গে যাগযজ্ঞেরও অনুষ্ঠান হোত। পরবর্তী কালে, এমন কি আধুনিক কালেও উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক কর্মের অঙ্গ হিসাবে এবং মূর্তিপূজার অঙ্গ হিসাবে হোমের বা যজ্ঞের প্রচলন আছে। বৈদিক যজ্ঞের সংক্ষিপ্ত প্রকরণ হিসেবে হোম-যজ্ঞ আজও অনুষ্ঠিত হয়। আধুনিক কালে মূর্তি গড়ে অগ্নিপূজার প্রচলন দেখা যায় না। অগ্নি ও ব্রহ্মার অভিন্নতা স্বীকৃত হওয়ায় অগ্নির অপর মূর্তি হিসাবে ব্রহ্মা পূজা কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে। অগ্নিতে আহুতি দেবার মন্ত্র স্বাহা। যজ্ঞাগ্নির সঙ্গে স্বাহা মন্ত্র অবিচ্ছেদ্য। তাই স্বাহা হলেন অগ্নির পত্নী। ঋগ্বেদেই অগ্নির নাম স্বাহাপতি।[৩] মহাভারতে দক্ষকন্যা স্বাহা ছয় ঋষিপত্নীর বেশে ছয়বার কামার্ত অগ্নির সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং অগ্নির তেজে ষড়াননের জন্ম দিয়েছিলেন।[৪]

---

১ Ancient Indian Numismatics—S. K. Chakravarti, page 206

২ বৌদ্ধ দেবদেবী—পৃঃ ১১৪ ৩ ঋগ্বেদ—৮।৬৩।৫ ৪ মহাঃ বনপর্ব—২০৪ অঃ

অগ্নি-উপাসনা পৃথিবীর আদিম কাল থেকেই বহু দেশে বহু জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল, —এখনও আছে। বৈদিক আর্যদের প্রধান এবং প্রথমতম দেবতা অগ্নি। ঋগ্বেদের প্রধান যাগ সোম যাগ। আবেস্তায় যজ্ঞকে 'হওম' (Haoma) বলা হয়েছে। যজ্ঞকে ভারতীয় ভাষাতেও হোম বলা হয়। "The fire in the Avesta is the centre of a strong and developed ritual : the fire-priests Athravans are clearly the same in origin as the vedic Atharvans."[১]

"The chief features of the fire cult and of Soma or Haoma sacrifice appear in both (Veda & Avesta). The sacrifice is called Yasna in the Avesta, the Hotṛ priest is Zoatar. Atharvan is Athravan, Mitra is Mithra."[২]

"ইরানীরা অগ্নি দেবতাকে আতর্ বলে। অগ্নিদেবের এই নামটি বহু প্রাচীন। কিন্তু ভারতীয় আর্যরা এই নামটি প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। তবে এই নামটি হইতে 'অথর্বন্' বলিয়া যে শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, বেদে তাহা স্থান পাইয়াছে; উহার অর্থ অগ্নি-পুরোহিত।"[৩]

"ইউরোপে গ্রীক্‌দিগের মধ্যে Vulcan, Hephaistos, Hestia অগ্নিদেবতা। প্রাচীন প্রুশিয়া, রুশ ও লিথুনিয়ান জাতি অগ্নির পূজা কোরত। এখনও ইউরোপে অগ্নিপূজার ছিঁটে ফোঁটা আছে। প্রাচীন ইহুদীধর্মেরও অগ্নিপূজা একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। ইহুদীগণ দেবতা ও পূর্বপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান কোরত।

"মেক্‌সিকোবাসীরাও অগ্নি-পূজক ছিল, তাহদের নাম ছিল Xiuhecutli; বাইবেলে (Old Testament) দেখা যায়, ইহুদীজাতির মধ্যে অগ্নির নিকট সন্তান-সন্ততি উৎসর্গ করার প্রথা ছিল"।[৪]

অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল লিখেছেন, "Though Agni is an Indo-European word (Lat. Ignis, Slavonic Ogni), the worship of fire under this name is purely Indian. In the Indo-Iranian period the sacrificial fire is already found as the centre of a developed ritual, lended by a priestly class probably called Atharvan....

১ Religion and philosophy of the Veda—Keith, page 161

২ Hinduism & Budhism, vol. I—Sir Charles Eliot, page 63

৩ ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পৃঃ ৮৭

৪ ঐ পৃঃ ৮৪

The sacrificial fire seems to have been an Indo-European institution also, since the Italians and Greeks, as well as the Iranians and Indians had the custom of offering gifts to the gods of fire."[১]

ভারতে যেমন অগ্নিদেব বহুরূপে উপাসিত, অন্যান্য দেশেও তেমনি অগ্নি বহুরূপে উপাসিত হয়েছেন। ঋগ্বেদে অগ্নিকে 'যুবা' বলা হয়েছে।[২] কোন কোন স্থলে তিনি যবিষ্ঠ। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে গ্রীক্ দেবতা Hephaistos যবিষ্ট শব্দের অপভ্রংশ। এ ছাড়াও গ্রীক্‌দেবতা Prometheus ও Phoroneus বৈদিক অগ্নিদেবের বিশেষণ প্রমন্থ ও ভরণ্যু শব্দ থেকে আগত এবং Vulcan অগ্নির মূর্ত্যন্তর উল্কা শব্দেরই রূপান্তর। "গ্রীক্‌দিগের বিশ্বকর্মার নাম Hephaistos (Vulcan in Latin) এবং পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন, এই Hephaistos নাম 'যবিষ্ঠ' নামের রূপান্তর মাত্র। দুইটি কাষ্ঠ ঘর্ষণ বা মন্থন করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইজন্য প্রমন্থ নাম দেওয়া যায়। গ্রীক্‌দিগের ধর্মে যে দেব মনুষ্যের হিতার্থে স্বর্গ হইতে অগ্নি চুরি করিয়া আনিয়াছিলেন, পণ্ডিতদিগের মতে সেই Prometheus দেবের নাম প্রমন্থের রূপান্তর মাত্র। অগ্নির আর একটি নাম ভরণ্যু। পণ্ডিতেরা বলেন, তাহারই রূপান্তর গ্রীক্‌দিগের অগ্নিদাতা ও সদাচার নিয়ন্তা 'Phoroneus' এবং পণ্ডিতগণ আরও বিবেচনা করেন রোমকদিগের Vulcan 'উল্কা'-র রূপান্তর মাত্র। এবং 'অগ্নি'-র অগ্নি নাম হইতে লাটিনদিগের Ignis এবং স্লাভদিগের Ogni উৎপন্ন।"[৩]

"Thus with the exception of Agni, all the names of the fire and the fire god were carried away by the western Aryans, and we have Prometheus answering to Pramantha, Phoroneus to Bharanya, and the Latin vulcanus the Sanskrit ulka."[৪]

অগ্নি উপাসনা ভারতবর্ষ থেকেই এশিয়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রসারিত হয়েছে, এরূপ অনুমানের যথেষ্ট হেতু আছে। ঋগ্বেদের যুগে 'পণি' নামক বণিক শ্রেণী বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নানাদেশে যাতায়াত করতেন। সেই সূত্রে সাংস্কৃতিক

---

১ Vedic mythology—page 99

২ ঋগ্বেদ—১।১২।৬

৩ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—রমেশচন্দ্র দত্ত, ১।১২।৬ ঋকের টীকা

৪ Muir's Sanskrit Texts—vol. v, page 199.

লেনদেন স্বাভাবিক। মোহেন্-জো-দারোর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যজ্ঞশালার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং ৩০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দেও ভারতে অগ্নি উপাসনা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের যুগ আরও পূর্বে বলে অনুমানের যথেষ্ট হেতু আছে। আনু-মানিক ৫০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ ঋগ্বেদের সময় বলে দেশী-বিদেশী বহু পণ্ডিত অভিমত প্রকাশ করেছেন। আরও পূর্বকাল থেকে অগ্নি আর্যসমাজে উপাসিত হয়েছেন।

ভারতের অগ্নিপূজা কোন প্রাকৃতিক বস্তু হিসাবে নয়, কোন এক বিশেষ দেবতা হিসাবেও নয়, এদেশে অগ্নি সকল দেবতার অবয়বরূপে — সকল দেবতার উৎসরূপে, চরাচরের প্রাণশক্তিরূপে স্বীকৃত ও পূজিত হচ্ছেন সহস্র সহস্র বৎসর ধরে।

সূর্য

ঋগ্বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা সূর্য। গুণ-কর্ম-অবস্থাভেদে এক সূর্যই সবিতা, আদিত্য, বরুণ, বিষ্ণু, পূষা, অর্যমা, মাতরিশ্বা, ভগ, মিত্র, ত্বষ্টা প্রভৃতি বিচিত্র নামে অভিহিত হয়েছেন। তেজ বা প্রাণশক্তিস্বরূপ সূর্য সমস্ত বিশ্ব চরাচরের আত্মা রূপে ঋগ্বেদে স্তুত হয়েছেন :

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী চান্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥[১]

—বিচিত্র তেজঃপুঞ্জরূপ, মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষু স্বরূপ (সূর্য) উদয় হইয়াছেন ; দ্যাবা, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ স্বীয় কিরণে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, সূর্য জঙ্গম ও স্থাবর সকলের আত্মাস্বরূপ।[২]

সূর্য কেবল স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা নন, তিনি মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুস্বরূপ। সায়নাচার্যের মতে এখানে চক্ষু অর্থে স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচরের প্রকাশক তেজ উপলক্ষিত হয়েছে।

কৃষ্ণযজুর্বেদও বলেছেন যে আদিত্যই বিশ্বের প্রাণস্বরূপ, আদিত্য থেকেই প্রাণের সৃষ্টি—অসৌ বা আদিত্যঃ প্রাণঃ প্রাণমেবৈনামুৎসৃজতি।[৩]

শুক্ল যজুর্বেদেও সূর্য—মিত্র ও বরুণের চক্ষুঃ

নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে মহোদেবায় তদৃত সপর্যত।
দূরে দৃশে দেবজাতায় কেতবে দিবস্পুত্রায় সূর্যায় সংশত ॥[৪]

—মিত্র ও বরুণের চক্ষুস্বরূপ সূর্যকে নমস্কার। মহান্ দেব সূর্যের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর। দূরে দৃশ্যমান্ প্রাণরূপী মহাতেজঃস্বরূপ প্রজ্ঞারূপী দ্যুলোকের পুত্র সূর্যের উদ্দেশ্যে স্তুতি কর।

আচার্য মহীধর ভাষ্যে লিখেছেন, "মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে সর্বজগতো দ্রষ্ট্রে ; মিত্রাবরুণ শব্দেন সর্বং জগল্লক্ষ্যতে।"—মিত্রাবরুণ শব্দের দ্বারা সর্বজগৎ বোঝায়, সর্বজগতের দ্রষ্টা সূর্য।

সূর্য শ্রেষ্ঠ জ্যোতি, ক্ষয় রহিত, স্বয়ং প্রকাশক কিন্তু বিশ্বের প্রকাশক :

---

১ ঋগ্বেদ—১।১১৫।১ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৩ কৃষ্ণ যজুর্বেদ—৫।৫।২।৫ ৪ শুক্ল যজুর্বেদ—৪।৩৫

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং বিশ্বজিদ্ধনজিদুচ্যতে বৃহৎ ।
বিশ্বভ্রাড্‌ভ্রাজো মহি সূর্যো দৃশ উরু প্রপথে সহ তেজো অচ্যুতম্ ॥[১]

—এই শ্রেষ্ঠ তেজ, তেজঃ পদার্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, বিশ্বের জেতা, ধনজেতা, বিশ্বের প্রকাশক, স্বয়ং প্রকাশক মহান্ সূর্য চ্যুতিরহিত তেজোরূপ বল দর্শনের নিমিত্ত প্রকাশ করছেন।

সূর্য জল-স্থল ও অন্তরীক্ষের দ্রষ্টা, সূর্য প্রাণীবর্গের একমাত্র চক্ষুস্বরূপ, তিনি দ্যুলোক ও মর্তলোকে অবস্থানকারী।

সূর্যো দ্যাং সূর্যঃ পৃথিবীং সূর্য আপোতি পশ্যতি ।
সূর্যো ভূতস্যৈকং চক্ষুরারুরোহ দিবং মহীম্ ॥[২]

সূর্যই ব্রহ্মস্বরূপ, তিনিই স্বয়ম্ভূ—"স্বয়ম্ভূরসি শ্রেষ্ঠো রশ্মির্বর্চোদা অসি বর্চো মে ধেহি।"[৩] —হে সূর্য, তুমি স্বয়ংজাত—তেজো দাতা, আমাকে তেজ দাও।

শুক্লযজুর্বেদ অন্যত্র বলেছেন, "কিং স্বিৎ সূর্যসমজ্যোতিঃ ব্রহ্ম সূর্যসমং জ্যোতিঃ।"[৪] —সূর্যের মত জ্যোতি কি ?—ব্রহ্মই সূর্যসম জ্যোতি।

আদিত্য সকলের অগ্রে জন্মগ্রহণ করেছেন—"আদিত্যো বা এতদ্‌বাগ্র আসীৎ।"[৫]

দেবতাদের অগ্রজ দেবতাদের তাপ বা কিরণদাতা, দেবগণের পুরোহিত ব্রহ্ম-স্বরূপ সূর্যকে ঋষি প্রণাম জানিয়েছেন।

যো দেবেভ্যো আতপতি যো দেবানাং পুরোহিতঃ ।
পূর্বো যো দেবেভ্যো জাতো নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে ।[৬]

সূর্যের অপর নাম সবিতা। সবিতা শব্দের অর্থ প্রসবিতা অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টা—"সবিতা বৈ দেবানাং প্রসবিতেদং মে প্রসুবেতি।"[৭] —সবিতা দেবতাদের প্রসবকর্তা বা প্রেরণকর্তা। তিনি আমাকে প্রেরণ করুন।

সবিতা বৈ দেবানাং প্রসবিতা তথো হাস্মাহএতে সবিতৃপ্রসূতা এব…।"[৮] —সবিতা দেবতাদের স্রষ্টা, এই সমস্তই সবিতৃসৃষ্ট।

সর্বানুক্রমণিতে বলা হয়েছে যে সূর্যই এক এবং মহান্ আত্মা—অন্যান্য দেবতা

---

১ ঋগ্বেদ—১০।১৭০।৩ ২ অথর্ব বেদ—১৩।১।১।৪৫ ৩ শুক্ল যজুর্বেদ—৩১।২০
৪ শুক্ল যজুর্বেদ—২।২৬ ৫ শতপথ ব্রাহ্মণ—১।৭।৪ ৬ ঐ ২৩।৪৭-৪৮
৭ ভদেব—২।৩।৩ ৮ তবল্‌কার ব্রাহ্মণ—১।৮৭

তাঁর বিভূতি : "একৈব মহানাত্মা দেবতা তং সূর্য ইত্যাচক্ষতে। স হি সর্বভূতাত্মা। তদুক্তমৃষিণা—সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ইতি। তদ্বিভূতয়োঽন্যা দেবতাঃ। তদেতদৃচোক্তম্—ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরিতি।"[১] —এক মহান্ আত্মা দেবতা তাঁকে সূর্য বলা হয়। তিনি সর্বভূতের আত্মা। ঋষিও বলেছেন সূর্য স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা। অন্যান্য দেবতারা তাঁর বিভূতি। ঋগ্বেদেও বলা হয়েছে, তাঁকেই ইন্দ্র মিত্র বরুণ ও অগ্নি বলা হয়।

মহাভারতেও সূর্য জগতের চক্ষু, সকল দেহীর আত্মা, সকল জীবের উৎপত্তির হেতু—কর্মশীল জীবের তিনিই ক্রিয়া :

ত্বং ভানো জগতশ্চক্ষুস্ত্বমাত্মা সর্বদেহিনাম্।
ত্বং যোনিঃ সর্বভূতানাং ত্বমাচারঃ ক্রিয়াবতাম্॥[২]

সূর্যই সর্বদেবাত্মক—তিনিই ইন্দ্র, তিনিই প্রজাপতি, তিনিই বিষ্ণু—

ত্বমিন্দ্রস্ত্বং মহেন্দ্রস্ত্বং লোকস্ত্বং প্রজাপতিঃ।
তুভ্যং যজ্ঞে বি তায়তে তুভ্যং জুহ্বতি
জুহ্বত স্তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।[৩]

—হে সূর্য, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই মহেন্দ্র (মহৎগুণবিশিষ্ট ইন্দ্র), তুমিই স্বর্গাদি লোক, তুমিই প্রজাপতি, তোমার প্রীতির জন্য যজ্ঞ সম্পন্ন করা হয়, তোমার জন্যই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। হে বিষ্ণো, তোমার বহুবিধ বীর্য।

অভি ত্বা দেব সবিতরীশানং বার্য্যানাং⋯।[৪]

—সবিতা সকল সৃষ্ট বস্তুর ঈশ্বর, কাম্যধনেরও ঈশ্বর। বৃহদ্দেবতায় সূর্যের সর্বদেবময়ত্ব ও সর্বময়ত্ব সবিস্তারে প্রকটিত হয়েছে।

ভবদ্ভূতং ভবিষ্যঞ্চ জঙ্গমং স্থাবরঞ্চ যৎ।
অস্যৈকে সূর্যমেবৈকং প্রভবং প্রলয়ং বিদুঃ॥
অসতশ্চ সতশ্চৈব যোনিরেষা প্রজাপতিঃ।
তদক্ষরঞ্চাব্যয়ঞ্চ যচ্চৈতদ্ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥
কৃত্বৈব হি ত্রিধাত্মানমেষু লোকেষু তিষ্ঠতি।
দেবান্ যথাযথং সর্বান্ নিবেশ্য স্বেষু রশ্মিষু॥

১ সর্বানুক্রমণি—২।১৪ ২০
২ মহাঃ বনপর্ব—৩।৩৬
৩ অথর্ববেদ—১৭।১।১।১৮
৪ ঋগ্বেদ—১।২৪।৩

এতদ্ভূতেষু লোকেষু অগ্নিভূতং স্থিতং ত্রিধা।
ঋষয়ো গীর্ভির্রচন্তি ব্যক্তিতং নামভিস্ত্রিভিঃ॥
তিষ্ঠত্যেব চ ভূতানাং জঠরে জঠরে জ্বলন্।
ত্রিস্থানং চৈনমর্চন্তি হোত্রায়াং বৃক্তবর্হিষঃ॥

* * *

রসান্ রশ্মিভিরাদায় বায়ুনাহয়ং গতঃ সহ।
বর্ষত্যেষ চ যল্লোকে তেনেন্দ্র ইতি স স্মৃতঃ॥
অগ্নিরস্মিন্নথেন্দ্রস্তু মধ্যমো বায়ুরেব চ।
সূর্যো দিবীতি বিজ্ঞেয়াস্তিস্র এবেহ দেবতাঃ॥[১]

—অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান স্থাবর এবং জঙ্গম যা কিছু সবেরই উৎপত্তি এবং লয়স্থান সূর্যকেই জানবে। অসৎ এবং সৎ সকলেরই উদ্ভব এই প্রজাপতি; সেই ক্ষয়রহিত এবং পরিবর্তনরহিত শাশ্বত ব্রহ্ম ইনিই। ইনি দেবতাদের নিজের রশ্মিতে স্থাপন করে নিজেকে ত্রিধা বিভক্ত করে বিরাজমান। সর্বভূতে এবং সর্বলোকে অগ্নিরূপে ত্রিধা বিভিন্ন হয়ে বিরাজ করেন। ঋষিগণ তিন নামেই তাঁকে স্তব করে থাকেন। ইনি প্রাণিগণের জঠরে প্রজ্বলিত হয়ে বর্তমান থাকেন। যজ্ঞে ত্রিস্থানে বর্তমান অগ্নিরূপে ঋত্বিক্‌গণ তাঁর অর্চনা করেন। ইনি রশ্মিদ্বারা রস আহরণ করে বায়ুর সাহায্যে বর্ষণ করেন, সেই জন্যই তাঁকে ইন্দ্র বলা হয়। ইনি মর্তলোকে অগ্নি, মধ্যলোকে (অন্তরীক্ষে) ইন্দ্র ও বায়ু এবং দ্যুলোকে সূর্য,—এইরূপে তিন দেবতা জানবে।

মহাভারতে সূর্যের অষ্টোত্তর শতনাম কীর্তিত হয়েছে। এই নামগুলিতে সূর্যের সর্বদেবময়ত্ব এবং সর্বাত্মকত্ব সুপরিস্ফুট :

সূর্যোঽর্যমা ভগস্ত্বষ্টা পূষার্কঃ সাবতা রবিঃ।
গভস্তিমানজঃ কালো মৃত্যুর্ধাতা প্রভাকরঃ॥
ইন্দ্রো বিবস্বান্ দীপ্তাংশুঃ শুচিঃ শৌরিঃ শনৈশ্চরঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ স্কন্দো বৈ বরুণো যমঃ॥
দেহকর্তা প্রশান্তাত্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বতোমুখঃ।
চরাচরাত্মা সূক্ষ্মাত্মা মৈত্রেয়ঃ করুণান্বিতঃ॥[২]

---

১ বৃহদ্দেবতা—১।৬১-৬৫ ; ৬৮-৬৯ ২ মহাঃ বনপর্ব—৩।১৬, ১৮, ২৫

স্কন্দপুরাণে সূর্যমহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে সূর্য বৈদিক ঋষিদের রীত্যনুসারে সমস্ত জগতের আত্মা ও চক্ষুরূপে বর্ণিত হয়েছেন।

সূর্য আত্মাস্য জগতো বেদেষু পরিপঠ্যতে।
সব এব চেজ্জ্বালয়িতা কোঽন স্রাতা ভবেদিহ ॥
জগচ্চক্ষুরসৌ সূর্যো জগদাত্মৈষ ভাস্করঃ।
জগদ্ যো যন্মৃতপ্রায়ং প্রাতঃ প্রাতঃ প্রবোধয়েৎ।[১]

—বেদে পঠিত হয় যে সূর্য এই জগতের আত্মা। তিনি প্রাণ প্রজ্বলিত করেন। তিনি ছাড়া ইহলোকে রক্ষাকর্তা কে আছেন? এই সূর্য জগতের চক্ষু, এই ভাস্কর জগতের আত্মা। ইনি মৃতপ্রায় জগৎকে প্রতি প্রভাতে জাগ্রত করেন।

রামায়ণে রাবণবধের পূর্বে রামচন্দ্র ঋষি অগস্ত্যের আদেশে আদিত্যহৃদয় স্তব পাঠ করে সূর্যকে তুষ্ট করেছিলেন। ঐ স্তবে সূর্যকে সর্বদেবময় এবং সর্বদেবাত্মক-রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সর্বদেবাত্মকো হ্যেষ তেজস্বী রশ্মিভাবনঃ।
এষ দেবাসুরগণান্ লোকান্ পাতি গভস্তিভিঃ ॥
এষ ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শিবঃ স্কন্দঃ প্রজাপতিঃ।
মহেন্দ্রো ধনদঃ কালো যমঃ সোমোঽপাং পতিঃ ॥
পিতরো বসবঃ সাধ্যা অশ্বিনৌ মরুতো মনুঃ।
বায়ুর্বহ্নিঃ প্রজাঃ প্রাণ ঋতুকর্তা প্রভাকরঃ ॥
আদিত্যঃ সবিতা সূর্যঃ খগঃ পূষা গভস্তিমান্।
সুবর্ণসদৃশো ভানুর্হিরণ্যরেতা দিবাকরঃ ॥
হরিদশ্ব সহস্রার্চিঃ সপ্তসপ্তির্মরীচিমান্।
তিমিরোন্মথনঃ শম্ভুস্ত্বষ্টামার্তণ্ডকোঽংশুমান্ ॥
হিরণ্যগর্ভঃ শিশিরস্তপনোঽহস্করো রবিঃ।
অগ্নিগর্ভোঽদিতেঃ পুত্রঃ শঙ্খঃ শিশিরনাশনঃ ॥
ব্যোমনাথস্তমোভেদী ঋগ্‌যজুঃ সামপারগাঃ ॥

* * *

১ স্কন্দপুরাণ, কাশী খণ্ড, পূর্বার্ধ—৪১।৩৪-৩৫

নক্ষত্রগ্রহতারাণামধিপো বিশ্বভাবনঃ।
তেজসামপি তেজস্বী দ্বাদশাত্মন্নমোঽস্তুতে॥

*　　*　　*

তপ্তচামীকরাভায় হরয়ে বিশ্বকর্মণে।
নাশয়ত্যেষ বৈ ভূতং তমেব সৃজতি প্রভুঃ।
পায়য়ত্যেষ তপত্যেষ বর্ষত্যেষ গভস্তিভিঃ॥[১]

—সর্বদেবতাত্মক তেজস্বী রশ্মি সমন্বিত এই সূর্য কিরণদ্বারা ত্রিলোক পালন করেন। ইনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্তিকেয়, প্রজাপতি, মহেন্দ্র, কুবের, কালরূপী যম, সোম, জলাধিপতি বরুণ। ইনিই পিতৃগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, মরুৎ, মনু, বায়ু, অগ্নি, প্রজারূপী, প্রাণস্বরূপ, ঋতুকর্তা, প্রভাকর, আদিত্য, সবিতা, সূর্য, খগ (গরুড়), পূষণ, কিরণময়, সুবর্ণবর্ণ, ভানু, হিরন্যরেতা, দিবাকর, হরিদ্বর্ণ অশ্বযুক্ত, সহস্রকিরণবিশিষ্ট, সপ্তপ্রাণের প্রবর্তক, কিরণময়, তিমির-নাশক, শম্ভু, ত্বষ্টা, মার্তণ্ড, অংশুমান্, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম, শিশির, তপন, দিনকর, রবি, অগ্নিগর্ভ, অদিতির পুত্র, শঙ্খ, হিমনাশন, ব্যোমনাথ, তমোভেদী, ঋক্-সাম ও যজুর্বেদের পারে গত, নক্ষত্রতারাগণের অধিপতি, বিশ্বকর্তা, সকল তেজাত্মক বস্তু অপেক্ষাও তেজস্বী, দ্বাদশ আত্মাবিশিষ্ট, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ হরি বিশ্বকর্মাকে নমস্কার। প্রভু জীবকুলকে নাশ করেন, তাদেরই আবার সৃজন করেন, কিরণ-দ্বারা পালন করেন, তাপ দেন, বর্ষণ করেন।

বরাহমিহির বৃহৎসংহিতার সূচনায় সূর্যকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা বিশ্বের আত্মা আকাশের অলংকার গলিতস্বর্ণতুল্য কিরণসহস্রশোভিত বলে বন্দনা করেছেন।

জয়তি জগতঃ প্রসূতির্বিশ্বাত্মা সহজভূষণং নভসঃ।
দ্রুত কনকসদৃশ দশশতময়ূখমালার্চিতঃ সবিতা॥[২]

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে সূর্য সকলের চক্ষু :

পাবনাতিশয় সর্বচক্ষুষে নৈককামবিষয়প্রদায়িনে।[৩]

জগতের আদি স্রষ্টা বলেই সূর্যের নাম আদিত্য :

আদিকর্তা স্বয়ং যস্মাদাদিত্যস্তেন চোচ্যতে।[৪]

১ রামায়ণ, লংকাকাণ্ড—১০৬।৭-১৩, ১৫, ২১, ২২

২ বৃহৎ সংহিতা—১।১　৩ স্কন্দপুরাণ, প্রভাস খণ্ড—১১।১৭২　৪ তদেব—১৭।১৮৬

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা সূর্য :

আদিত্যঃ পালয়েৎ সর্বমাদিত্যঃ সৃজতি সদা।
আদিত্যঃ সংহরেৎ সর্বং তস্মাদেষ ত্রয়ীময়ঃ ॥[১]

মার্কণ্ডেয়পুরাণ (১০৭ অঃ) বলছেন : সূর্য স্বয়ম্ভু, সকল লোকের চক্ষু—"স্বয়ম্ভুবে লোকসমস্ত চক্ষুষে।"

উক্ত পুরাণেই সূর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে :

আদিত্যং ভাস্করং ভানুং সবিতারং দিবাকরম্।
পুরাণমর্য্যমাণঞ্চ স্বর্ভানুং দীপ্তদীধিতিম্ ॥
চতুর্যুগান্তকালাগ্নিং দুষ্প্রেক্ষ্যং প্রলয়ান্তগম্।

* * *

যো ব্রহ্মা যো মহাদেবো যো বিষ্ণুর্যঃ প্রজাপতিঃ।
বায়ুরাকাশমাপশ্চ পৃথিবী গিরিসাগরঃ ॥

* * *

ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব বৈষ্ণবী চৈব তে তনুঃ।
ত্রিধা যস্য স্বরূপস্তু ভানোর্ভাস্বান্ প্রসীদতু ॥[২]

—আদিত্য, ভাস্কর, ভানু, সবিতা, দিবাকর, পুরাতন, অর্যমা, স্বর্ভানু, প্রদীপ্ত কিরণ, চতুর্যুগের অন্তকারী কালাগ্নিরূপ, দুর্দর্শ, যোগীশ্বর, অনন্ত রক্ত, পীত, শুভ্র, কৃষ্ণ … ।

যিনি ব্রহ্মা, যিনি মহাদেব, যিনি বিষ্ণু, যিনি প্রজাপতি, যিনি বায়ু, আকাশ, জল, পৃথিবী, গিরি ও সাগর।…

ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী ও বৈষ্ণবী এই তিন প্রকার তোমার তনু; যাঁর তিন প্রকার স্বরূপ, হে ভানু, সেই ভাস্বর তুমি প্রসন্ন হও।

ভবিষ্যপুরাণ সূর্যমাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসংঙ্গে বলেছেন :

আদিত্যমন্ত্রমখিলং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
ভবত্যস্মাজ্জগৎ সর্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥
রুদ্রেন্দ্রোপেন্দ্রাণাং বিপেন্দ্র দিবৌকসাম্।
মহাদ্যুতিমতাং কৃৎস্নং তেজো যৎ সর্বলৌকিকম্ ॥

---

১ তদেব—১৭।৪ ২ মার্কণ্ডেয়পুরাণ—১০৯ অঃ

সর্বাত্মা সর্বলোকেশো দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ।
সূর্য এব ত্রিলোকস্য মূলং পরমদৈবতম্ ॥
অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতি।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥
সূর্যাৎ প্রসূয়তে সর্বং তত্র চৈব প্রলীয়তে।
ভাবাভাবৌ হি লোকানামাদিত্যান্নিঃসৃতৌপুরা ॥[১]

—দেবাসুর ও মানব সমেত স্থাবর-জঙ্গমাদি সহিত সমগ্র ত্রিভুবন আদিত্য থেকে জন্মলাভ করেছে। মহাদ্যুতিমান্ রুদ্র, ইন্দ্র, উপেন্দ্র (বিষ্ণু) স্বর্গবাসী দেবতাদের সকল লোকের সমগ্র তেজ সূর্যেরই। সূর্যই আত্মা, সকল তেজের প্রভু। দেবদেব প্রজাপতি সূর্য ত্রিলোকের মূল—শ্রেষ্ঠ দেবতা। অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সূর্যকে প্রাপ্ত হয়, আদিত্য থেকে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি থেকে অন্ন, অন্ন থেকে প্রজাসৃষ্টি। সূর্য থেকেই সব কিছু সৃষ্ট হয়েছে, অন্তকালে সব কিছুই সূর্যে লীন হয়। সর্বলোকের ভাবাত্মক এবং অভাবাত্মক সব পদার্থই পুরাকালে সূর্য থেকে নিঃসৃত হয়েছে।

ভবিষ্যপুরাণ অন্যত্র বলেছেন :

প্রত্যক্ষ দেবতা সূর্যো জগচ্চক্ষুর্দিবাকরঃ।
তস্মাদপ্যধিকা কাচিদ্দেবতা নাস্তি শাশ্বতী ॥
তস্মাদিদং জগজ্জাতং লয়ং যাস্যতি তত্র চ।
ক্রট্যাদিলক্ষণঃ কালঃ স্মৃতঃ সাক্ষাদ্দিবাকরঃ ॥
গ্রহনক্ষত্রযোগাশ্চ রাশয়ঃ করণানি চ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ বায়বোঽনিলাঃ।
শক্রঃ প্রজাপতিঃ শর্বো ভূ র্ভু বঃ স্বর্দিশস্তথা ॥

—সূর্য প্রত্যক্ষগোচর দেবতা, তিনিই দিবাকর, জগতের চক্ষু। তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কেউ নেই। তাঁর থেকেই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে, সেখানেই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়। দিবাকর সাক্ষাৎ ক্রট্যাদিলক্ষণবিশিষ্ট কাল ; গ্রহ, নক্ষত্র, যোগ, রাশিগণ, করণসকল (কার্যের হেতু) আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, শর্ব (শিব), ভূ, ভুব ও স্বর্লোক এবং দিক্‌সমূহ সূর্যই।

---

১ ভবিষ্যপুরাণ—৫৪।২-৬

পদ্মপুরাণে সূর্যের বিভিন্ন নাম :

ভাস্করর্কো রবির্ব্রহ্মা সূর্যঃ শক্রো হরিঃ শিবঃ।
শ্রীমান্ বিভাবসুস্ত্বষ্টা বরুণঃ প্রিয়তামিতি ॥[1]

অগ্নিপুরাণেও সূর্যের নাম : বরুণ, সূর্য, সহস্রাংশু, ধাতা, তপন সবিতা, কিরণময়, রবি, পর্জন্য, ত্বষ্টা, মিত্র ও বিষ্ণু।

বরুণঃ সূর্যনামা চ সহস্রাংশুস্তথাপরঃ।
ধাতা তপনসংজ্ঞশ্চ সবিতাথ গভস্তিকঃ ॥
রবিশ্চৈবাথ পর্জন্যস্ত্বষ্টা মিত্রোঽথ বিষ্ণুকঃ।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে (১০৩ অঃ) সূর্য পরমজ্যোতি—সর্বময়।

নমস্তে যন্ময়ং সর্বমেতৎ সর্বময়শ্চ যঃ।
বিশ্বমূর্তিঃ পরং জ্যোতির্যত্তদ্ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ ॥

এই পুরাণেই (১০৪ অঃ) অদিতি সূর্যস্তবে সূর্যকে ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বররূপে বর্ণনা করেছেন।

ত্বং ধাতা বিসৃজসি বিশ্বমেতৎ।
ত্বং পাসি স্থিতিকরণায় সম্প্রবৃত্তঃ ॥
ত্বয্যন্তে লয়মখিলং প্রয়াতি তত্ত্বং।
ত্বত্তোঽন্যো ন হি গতিরস্তি সর্বলোকে ॥
ত্বং ব্রহ্মাহরিহরজসংজ্ঞিতস্ত্বমিন্দ্রো।
বিত্তেশঃ পিতৃপতিরম্বুপতিঃ সমীরঃ ॥
সোমোঽগ্নির্গগনমহীধরোঽব্ধিবেব।
কিং স্তব্যং তব সকলাত্মরূপধাম্নঃ ॥

—তুমি ধাতা, এই বিশ্বকে উৎপাদন করিয়া থাক; তুমি স্থিতিসাধনে সমুদ্যত হইয়া ইহাকে পালন করিতেছ। আবার অন্তে সমস্ত সংসার তোমাতেই লয় পাইয়া থাকে। তুমিভিন্ন সর্বলোকে আর অন্য গতি নাই। তুমি ব্রহ্মা, তুমি হরি, তুমি মহাদেব, তুমি ইন্দ্র ও ধনদ, তুমি পিতৃপতি যম ও জলপতি বরুণ। তুমি বায়ু ও চন্দ্র। তুমি অগ্নি, আকাশ, অবণিধর ও অব্ধি। এইরূপে তুমি সর্বাত্মা ও সর্বরূপ। তোমার আর স্তব কি করিব?[2]

---

১ পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড—২০।২৫৩   ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

সৌরপুরাণে মনু সূর্যস্তবে একই কথা বলছেন :

ত্রিলোকচক্ষুসে তুভ্যং ত্রিগুণায়ামৃতায় চ।
নমো ধর্মায় হংসায় জগজ্জননহেতবে ॥
নরনারীশরীরায় নমো মীঢ়ুষ্টমায় তে।
প্রজ্ঞানায়াখিলেশায় সপ্তাশ্বায় ত্রিমূর্তয়ে ॥[১]

—ত্রিলোকের চক্ষু ত্রিগুণাত্মক অমৃতস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি ধর্ম, হংস, জগৎ সৃষ্টির হেতু, তোমাকে নমস্কার। নরনারীর শরীররূপী, শ্রেষ্ঠবর্ষণকারী (বৃষ্টি অথবা কাম্যফলদাতা), প্রজ্ঞানময়, বিশ্বের ঈশ্বর, সপ্তাশ্ববিশিষ্ট, ত্রিমূর্তি-স্বরূপ (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর) তোমাকে নমস্কার।

হংস সূর্যেরই নামান্তর। হংস শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় অথর্ব বেদের ভাষ্য-কার আচার্য মহীধর লিখেছেন, "হন্তি গচ্ছতীতি হংসঃ জগৎপ্রাণভূতঃ সূর্যঃ।" —হন্তি অর্থাৎ গমন করেন বলেই জগৎপ্রাণভূত সূর্য হংস। সূর্যরূপী হংস একপাদ বিশিষ্ট। সেই একটি পাদ যদি তিনি অন্তরীক্ষরূপী সলিল থেকে তুলে নেন, তাহলে আজ-কালও থাকবে না, দিন-রাতও থাকবে না, উষাও আর আসবে না।

একং পাদং নোৎখিদতি সলিলাদ্ধংস উচ্চরন্।
যদঙ্গ স তমুৎ খিদেন্নৈবাদ্য ন শ্বঃ স্যান্ন
রাত্রী নাহঃ স্যান্ন বুচ্ছেৎ কদাচন।[২]

বাঙ্গালা কাব্যে সূর্য বন্দনা করতে গিয়ে কবিগণ বেদপুরাণোক্ত সূর্য-মহিমা কীর্তন করেছেন। ভারতচন্দ্র লিখেছেন,—

বিশ্বের কারণ বিশ্বের লোচন
বিশ্বের জীবন তুমি।
সর্বদেবময় সর্ববেদাশ্রয়
আকাশ পাতাল ভূমি।
একচক্র রথে আকাশের পথে
উদয় গিরি হইতে।
যাহ অস্ত গিরি একদিনে ফিরি
কে পারে শক্তি কহিতে।[৩]

---

১ সৌরপুরাণ—১।৩১-৩২ ২ অথর্ব বেদ—১১।২।৬।২১ ৩ অন্নদামঙ্গল—বসুমতী সং

দ্বিজমাধব কৃত সূর্যবন্দনা :

বন্দম দিবাকর নাথ কশ্যপতনয়ে।
যাহার স্মরণে মাত্র বিঘ্ন বিনাশয়ে॥
উদয় অচলে প্রভু প্রথম প্রকাশ।
ভ্রমিয়া অখিলের দুঃখ করহ বিনাশ॥
বিনতা-নন্দন প্রভুর রথের সারথি।
ত্বরিতে চালায়ে রথ পবনের গতি॥
অরুণ সারথি রথ সপ্ত অশ্ব বহে।
দিনকৃত পাপতাপ দরশনে যায়ে॥[১]

দ্বিজরামদেবের সূর্য বন্দনা :

প্রণমহু দিবাকর প্রভু দয়াময়
যাহার প্রকাশ বিনে ভুবনে প্রলয়।
প্রচণ্ড ময়ূখ প্রভু কশ্যপ নন্দন।
সবার অভীষ্ট দাতা জগত লোচন॥

* * *

তিমির বারণ বারি আবরে ভুবন।
লীলা এ সহস্র কর করিলা ছেদন॥
অরুণ সারথি রথ বায়ু ভরে চলে।
বায়ু ভরে চলে অশ্ব চরণ অচলে॥[২]

বেদে-পুরাণে-কাব্যে সূর্যকেই সর্বদেবাত্মক, সমগ্র বিশ্বচরাচরের প্রাণসত্তা এবং প্রকাশক তেজরূপে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বন্দনা করা হয়েছে। এই সূর্য বৈজ্ঞানিক-কথিত জড় অগ্নিপিণ্ড মাত্র নয়। এই সূর্য তেজোরূপী প্রাণময় চিৎসত্তা। এর তিনরূপ,—অগ্নি, বিদ্যুৎ, সূর্য; তিন স্থান, – পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং দ্যুলোক (স্বর্গ)।

"দিবি তে জন্ম পরমমন্তরিক্ষে নাভিঃ পৃথিব্যামধি যোনিঃ।"[৩]

—(হে সূর্য!) তোমার শ্রেষ্ঠ জন্ম দ্যুলোকে, অন্তরীক্ষ-নাভি, পৃথিবীতে উৎপত্তি স্থান।

---

১ মঙ্গলচণ্ডীর গীত—সুধীভূষণ ভট্টাচার্য (সঃ), ক বি

২ অভয়ামঙ্গল—আশুতোষ দাস (সঃ), ক. বি.

৩ কৃষ্ণ যজুর্বেদ—৪।৪।১।২

সূর্যই ব্রহ্ম। সূর্যও হংস, ব্রহ্মও হংস,—দুইই অভিন্ন। সূর্যই অগ্নি। অগ্নির যে তিনটি জন্ম।[১] —স্বর্গে অন্তরীক্ষে এবং পৃথিবীতে, সেই অগ্নির অন্যতম রূপ স্বর্গস্থিত সূর্য। অগ্নি ও সূর্য একাত্ম অভিন্ন—একই প্রাণরূপী তেজঃশক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। অথর্ব বেদ বলেছেন, আদিত্যকেই সকল মানুষ অগ্নি বলে থাকেন, হংস বলে থাকেন—"আদিত্যমেব তে পরিবদন্তি সর্বে অগ্নিং দ্বিতীয়ং ত্রিবৃতং চ হংসম্ ॥"[২]

তেজোরূপী অগ্নির অপর মূর্তি সূর্যের একটি রথ আছে। ঐ রথে সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে পরিক্রমণ করেন। ঐ রথে সাতটি অশ্ব, একটি চক্র।

সপ্ত যুঞ্জন্তি রথমেকচক্রমেকো অশ্বো বহতি সপ্তনামা।
ত্রিনাভিচক্রমজরমনর্বং যত্রেমা বিশ্বভুবনাধিত স্থুঃ ॥[৩]

—সূর্যের এক চক্র রথে যে সপ্ত অশ্ব যোজিত হইয়াছে, এক অশ্বই সপ্তনামে রথ বহন করিতেছে। চক্রের তিন নাভি, উহা কখনও শিথিল হয় না, কখনও জীর্ণ হয় না, এবং সমস্ত জগৎ ইহাকে আশ্রয় করিয়া আছে।[৪]

সূর্যের সপ্ত অশ্ব ও এক চক্রের অর্থ করতে গিয়ে সায়নাচার্য বলেছেন, "একোঽশ্বঃ সপ্তনামা এক এব সপ্তাভিধানঃ সপ্তধানমনপ্রকারো বা এক এব বায়ুঃ সপ্ত সপ্তরূপাণি ধৃত্বা বহতীত্যর্থঃ। বাস্বাধীনত্বা দন্তরিক্ষসঞ্চারস্য একচক্রমিত্যুক্তঃ।" —এক অশ্বকেই সপ্ত নামে অভিহিত করা হয়। একই বায়ু সাতটি রূপ ধারণ করে সূর্যকে বহন করেন। সূর্যের পরিক্রমণ বায়ুর অধীন হওয়ায় একচক্র বলা হয়েছে।

সায়নাচার্য আরও এক প্রকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

"একচক্রং একচারিণং অসাহায্যেন সঞ্চরন্তং রথং আদিত্যমণ্ডলং সপ্ত যুঞ্জন্তি সর্পনস্বভাবাঃ সপ্তসংখ্যকা বা রশ্ময়ঃ সপ্তপ্রকার কার্যাঃ অসাধারণাঃ পরস্পর বিলক্ষণাঃ ষড় ঋতবঃ একঃ সাধারণ ইত্যেবং সপ্তর্তবো যুঞ্জন্তি।"...

—একচক্র রথ অর্থে একক শক্তিতে সঞ্চরণশীল আদিত্যমণ্ডল, সপ্ত অশ্ব ব্যাপনশীল (গতিশীল) সপ্তরশ্মি, অথবা ছয় ঋতুও একটি সাধারণ ঋতু,—এই মিলে সাত, অথবা ছয়টি যুগ্ম মাস ও একটি অধিমাস, এই মিলে সাত।

রথচক্রের তিন নাভি, সায়নের মতে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত এই তিন ঋতু অথবা

১ অথর্ব বেদ—১০।৪।৮।১০ ২ ঋগ্বেদ—১।৯৫।৩ ৩ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।২

৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান এই তিন কাল। এই হিসাবে সূর্য রথের একটি চক্র—এক বৎসর। সূর্যের এক চক্রেই হংসের একটি পা। সূর্য-কিরণের সপ্তবর্ণ ই সূর্যের সপ্ত অশ্ব রূপে বর্ণিত হয়েছে। ঐ সূক্তেরই অপর একটি ঋকে সূর্যের রথে সাতটি চক্র, সাতটি অশ্ব এবং সূর্যের সাত ভগিনী এবং সাতটি গাভী।

ইমং রথমধি যে সপ্ত তস্থুঃ সপ্ত চক্রং সপ্ত বহন্ত্যশ্বাঃ।

সপ্ত স্বসারো অভিসংনবন্তে যত্র গবাং নিহিতা সপ্ত নাম॥[১]

—যে সপ্ত চক্র এই রথে অধিষ্ঠান করে, তাহারাই সপ্ত অশ্ব এবং তাহারাই এই রথ বহন করে। সাত ভগিনী এই রথাভিমুখে আগমন করে এবং ইহাতে সপ্ত গো নিহিত আছে।[২]

সায়নের মতে রথ অর্থে আদিত্যমণ্ডল বা সংবৎসর। চক্র শব্দের অর্থ (চকনাৎ চরণাৎ ক্রমণাদ্বা চক্রাণি—রশ্ময়ঃ) সূর্য রশ্মি। সাত ভগিনী এখানে সূর্য রশ্মিকে বোঝাচ্ছে। বৎসর পক্ষে সপ্ত অশ্ব—"অয়ন ঋতু মাস পক্ষ দিবস রাত্রি ও মুহূর্ত।" সপ্ত গো অর্থে সপ্তস্বরবিশিষ্ট স্তুতি অথবা সপ্ত নদী। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে গো শব্দের অর্থ রশ্মি।[৩] অপর একটি মন্ত্রে সূর্যের রথচক্রের দ্বাদশটি নেমি বা শলাকা। দ্বাদশ নেমি অবশ্যই দ্বাদশ মাস। এই দ্বাদশ অরবিশিষ্ট একচক্র জরা বা ক্লান্তিহীন—"দ্বাদশারং নহি তজ্জরায় ববর্তি চক্রঃ।[৪] অথর্ববেদে সূর্যের রথ একচক্র—এক নেমি বিশিষ্ট।[৫]

সূর্যের রথাশ্ব সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "রশ্মি সমূহকেই উপমাস্থলে অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ··· আবার সেই রশ্মিকে সূর্যের কেশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।"[৬]

সূর্যের অশ্বের আর একটি নাম অরুষ: "যুংজংতি ব্রধ্নমরুষং চরংতং পরিতস্থুষঃ।"[৭] চতুর্দিকে বর্তমান বিচরণশীল অরুষ নামক অশ্বকে (রথে) যোজনা করেন।

অরুষ শব্দের অনুবাদে Maxmuller লিখেছেন, "Bright red steed" —তাঁর মতে অরুষ শব্দের অর্থ লোহিতবর্ণ। এই শব্দটি রূপান্তরিত হয়ে গ্রীসদেশে প্রেমের দেবতা "Eros"-এ রূপান্তরিত হয়েছে।[৮]

---

১ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৩ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ উক্তমন্ত্রভাষ্যের টীকা
৪ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।১১ ৫ অথর্ব—১।৪।৮।৭
৬ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১।৫০।৮ ঋকের টীকা ৭ ঋগ্বেদ—১।৬।১
৮ Chips from a German workshop, vol III (1867), page 128-140

সূর্যের অশ্বকে হরিত নামে অভিহিত করা হয়। সেইজন্তে সূর্যের এক নাম হরিদশ্ব: "সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি।"[১] সায়নের ব্যাখ্যা অনুসারে হরিৎ শব্দের অর্থ হরিদ্বর্ণ অথবা রসহরণশীল সূর্যরশ্মি। Maxmuller-এর মতে গ্রীসদেশে Charites (the Graces) নামে দেবীতে পরিণত হয়েছে।[২]

পুরাণে সূর্যের সাতটি রশ্মির নাম পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হয়েছে:

সুষুম্নো হরিকেশশ্চ বিশ্বকর্মা তথৈব চ।
বিশ্বশ্রবাঃ পুনশ্চান্তঃ সংযদ্বসুরতঃপরঃ॥
অর্বাবসুরিতিখ্যাতঃ স্বরকঃ সপ্তকীর্তিতাঃ।[৩]

—সূর্যের সাতটি রশ্মির নাম: সুষুম্ন, হরিকেশ, বিশ্বকর্মা, বিশ্বশ্রবা, সংযদ্বসু, অর্বাবসু ও স্বরক।

ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সূর্যের সপ্ত অশ্ব বা সপ্তরশ্মি সম্পর্কে লিখেছেন, সূর্যের সপ্ত তুরগ তাহার সপ্ত রশ্মির প্রতীক হিসাবে কল্পিত হইয়াছিল। অধুনা বিজ্ঞানমতে সূর্যরশ্মি বিশ্লেষণ করিয়া সাতটি রঙ দেখা গিয়াছে। এই সাতবর্ণের সাতটি রশ্মিকে সংক্ষেপে VIBGYOR বলা হয়। সহস্র বৎসর পূর্বে হিন্দু বৌদ্ধদের এই সপ্তরশ্মি বিশ্লেষণ করা কম কৃতিত্বের কথা নহে। এতদিন উহা কুসংস্কার বলিয়া চলিত, এখন সেই পুরাতন কুসংস্কার বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে।"[৪]

এই মণ্ডলরূপ একচক্র অথবা বর্ষরূপ একচক্র রথে সপ্তরশ্মি বা সপ্তঋতুরূপী সপ্তাশ্ববাহিত সূর্য যে প্রাকৃতিক বস্তু তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ঋষির ধ্যানধারণায় প্রাকৃতিক সূর্য জড়-অগ্নিপিণ্ডরূপে স্বীকৃতি পায় নি। প্রাকৃতিক সূর্য সর্বদেবতাত্মক চৈতন্যরূপী তেজঃশক্তি-অগ্নি, বিদ্যুৎ ও জীবলোকের প্রাণশক্তির সঙ্গে অভিন্ন। শতপথব্রাহ্মণ বলেন, সকল দেবতাই সূর্যরশ্মিস্বরূপ,—প্রজাপতি, ইন্দ্র, বিশ্বদেব তাঁরই তেজ—"বিশ্বেদেবা রশ্ময়োঽথ যৎপরং ভাঃ প্রজাপতির্বা স ইন্দ্রো বৈ তন্নু হ বৈ বিশ্বে দেবাঃ ...।"[৫]

ঐতরেয়ব্রাহ্মণের মতে সূর্য ক্ষত্রিয় রাজা—সকল ভূতের অধিপতি:— "আদিত্যো বৈ দৈবং ক্ষত্রমাদিত্য এষাং ভূতানামধিপতিঃ ...।"[৬] সায়ন বলেছেন, অন্ধকার নিবারণ করে পালন করেন বলেই সূর্য ক্ষত্রিয়—"অয়মাদিত্য এষাং

---

১ ঋগ্বেদ—১।৮০।৮ ২ Science of Language (1882), vol. II, page 405-12

৩ কূর্মপুরাণ, পূর্বভাগে—৪১।৩-৪ ৪ বৌদ্ধ দেবদেবী—পৃঃ ১১৭

৫ শতপথ ব্রাহ্মণ—২।৩।১ ৬ ঐতঃ ব্রাঃ—৭।২

প্রাণিনাং তমো নিবারণেনাধিষ্ঠিতা পালয়িতা পালয়িতা।" কেবল তমঃ দূর করার জন্যই সূর্য ভূতাধিপতি নন,—তিনি প্রাণশক্তির আধাররূপে সর্বত্র প্রাণশক্তি সঞ্চার করে বিরাজ করছেন। প্রাণরূপে বিরাজিত তাঁরই তেজ। মহানির্বাণতন্ত্রে প্রাণশক্তিরূপেই সূর্যকে ধ্যান করা হয়েছে।

জগদ্রূপস্য সবিতুঃ সংস্রষ্টুর্দীব্যতো বিভোঃ ॥
অন্তর্গতং মহদ্বর্চো বরণীয়ং যতাত্মভিঃ।
ধ্যায়েম তং পরং সত্যং সর্বব্যাপি সনাতনম্ ॥[১]

—জগৎরূপের সৃষ্টিকর্তা দীপ্তিমান প্রভু সবিতার অন্তর্গত মহৎ তেজকে যোগীরা অর্চনা করে থাকেন। সেই সর্বব্যাপী সনাতন সত্যরূপী শ্রেষ্ঠ তেজকে আমরা ধ্যান করি।

ঋগ্বেদের সবিতৃমন্ত্রেও একই কথা :

"তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।"—সেই সবিতা দেবের বরণীয় মহৎ তেজকে ধ্যান করি। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বলেছেন, হৃদয়ে যিনি প্রাণরূপে বিরাজমান, তিনিই আকাশে আদিত্যরূপে শোভিত :

আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্।
হৃদয়ে সর্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি ॥
তথা হৃদ্ব্যোম্নি তপতি হ্যেষ বাহ্যে সূর্যঃ স চান্তরে।
অগ্নৌ বা ধূমকে হ্যেষ জ্যোতিশ্চিত্রকরং যতঃ ॥
হৃদাকাশে চ যো জীবঃ সাধকৈরুপবর্ণ্যতে।
স এবাদিত্যরূপেণ বহির্নভসি রাজতে ॥

—আদিত্যের অন্তর্গত জ্যোতিরও শ্রেষ্ঠ যে জ্যোতি, তাহাই সর্বভূতের হৃদয়ে প্রাণরূপে বিরাজমান। যেমন অগ্নিতে বা ধূমে ইনি বিচিত্ররূপে প্রতিভাত হন, তেমনি হৃদাকাশে ইনি কিরণ দেন, বাহ্যাকাশে তিনি সূর্য, অন্তরেও তিনিই। সাধকেরা হৃদয়রূপ আকাশে যে প্রাণের বর্ণনা করেন, তিনি বাহ্যিক আকাশে আদিত্যরূপে শোভিত হন।

অন্তর্যামী রূপে সবিতা সর্বজীবের অন্তর্গত ভাব সৃষ্টি করেন—"সবিতা সর্বভূতানাং সর্বভাবান্ প্রসূয়তে।"[২]

---

১ মহাঃ নির্বাণতন্ত্র—৯।২১৮-১৯ ২ মহাঃ নিঃ তন্ত্র—৯ উল্লাস, টীকা

যাস্কও বলেছেন, সবিতা সকলের প্রসবকর্তা—"সর্বস্য প্রসবিতা।"[১]

শ্রীঅরবিন্দের মতেও সূর্য পরম জ্যোতি—সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম,—"Surya is the Lord of the supreme Sight, the vast Light, bṛhat jyoti, or as it is sometimes called, the true Light ṛtam jyotiḥ."[২] অন্য একস্থানে তিনি বলেছেন, "This Sun being a symbol of divine illuminating power."[৩]

সূর্য ঋতুকর্তা হওয়ায় তিনিই গ্রীষ্মাদি ঋতু :

"আদিত্যস্ত্বেব সর্বে ঋতবঃ। যদেবোদেত্যথ বসন্তো, যদা সঙ্গবোঽথ বর্ষা ...।—আদিত্যই সকল ঋতু। যখন তিনি উদিত হন (উত্তরায়ণ হয়) তখন বসন্ত। যখন তিনি নিম্নগ (দক্ষিণায়ণ হয়) হন, তখন বর্ষা।

সূর্য বা সবিতা, অথবা আদিত্যই ব্রহ্মস্বরূপ। উপনিষদে কখনও সবিতাই ব্রহ্ম, কখনও সবিতার অন্তর্বর্তী পুরুষই ব্রহ্ম। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলেছেন, "য এবাসৌ তপতি তমুদ্গীথমুপাসীত, উদ্যন্ এষ প্রজাভ্য উদ্গায়তি।"[৫] —এই যিনি তাপ দিতেছেন তাঁহাকে উদ্গীথ (প্রণব—ওঁকার) বলিয়া উপাসনা করিবে, ইনি উদয়কালে প্রজাদের জন্য উদ্গীথ গানই করিয়া থাকেন।[৬]

সূর্যই জগতের প্রাণস্বরূপ,—"উদ্যন্ খলু বা আদিত্যঃ সর্বাণি ভূতানি প্রণয়তি তস্মাদেনং প্রাণ ইত্যাচক্ষতে।"[৭] —আদিত্য উদিত হয়ে সকল ভূতকে চৈতন্যযুক্ত করেন, এইজন্য তাঁকে প্রাণ বলা হয়।

আদিত্যই ব্রহ্ম, আদিত্যের স্বরূপ অবগত হলেই আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব,—"য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে, সোঽহমস্মি, স এবাহমস্মি।"[৮]—আদিত্যমণ্ডলে যে পুরুষ দেখা যাচ্ছে, আমিই তিনি এবং তিনিই আমি।

আদিত্যমণ্ডলে ব্রহ্মস্বরূপ এই পুরুষ কে? তিনি অবশ্যই ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে বর্ণিত বিরাট পুরুষ। এই পুরুষের স্বরূপ সম্পর্কে উপনিষদ্ বলেছেন,

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং
পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ
প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্যঃ॥[৯]

১ নিরুক্ত—১০।৩১।৫ ২ On the Veda—page 109 ৩ On the Veda—page 171
৪ শতপথ ব্রাঃ—২।১।২।৩ ৫ ছাঃ উঃ—১।৩।১ (২৫) ৬ অনুবাদ—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
৭ ঐতরেয় ব্রাঃ—৪।৫।৬ ৮ ছান্দোগ্য উপনিষদ—১।৩।২ (২৬) ৯ প্রশ্নোপনিষৎ—১।৮

—বিশ্বরূপ, রশ্মিমান, অখিল-প্রাণাশ্রয়, নিখিলের চক্ষুস্বরূপ, অদ্বিতীয় তাপ-ক্রিয়াকারী সূর্যকে (জ্ঞানীরা জানেন), অনন্তকিরণশালী শতধা বিদ্যমান প্রাণীবর্গের প্রাণস্বরূপ এই সূর্য উদিত হইতেছেন।[১]

সূর্যই যে স্বয়ম্ভু পরমেশ্বর একথা শুক্লযজুর্বেদও বলেছেন: "স্বয়ম্ভু রসি শ্রেষ্ঠো রশ্মির্বর্চোদা অসি।"[২] —তুমি স্বয়ংজাত ঈশ্বর,—শ্রেষ্ঠ রশ্মিসম্পন্ন—তেজোদাতা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও সূর্যকে সর্বপ্রাণের স্রষ্টারূপে এবং সর্বব্যাপী প্রাণশক্তি-রূপে অন্তরে বরণ করেছেন:

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্নতান, সুরের তরণী
আয়ু স্রোত মুখে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে।
আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দীপ্রাণ হয় বিস্ফুরিত
উৎসুক আলোক।
তরঙ্গ হিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়ে পূরিত
করে মুগ্ধ চোখ॥[৩]

ভারতীয় সূর্যোপাসনা জড় অগ্নিপিণ্ডের উপাসনা নয়। ভারতীয় ঋষির দিব্যদৃষ্টিতে তেজঃশক্তিরূপী সূর্যাগ্নি সকল প্রাণের উৎস—প্রাণময়—সর্বেশ্বর ব্রহ্ম—সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তা। তাই তাঁরা আদিত্যের অত্যুজ্জ্বল তেজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন এক হিরন্ময় পুরুষ, যিনি সূর্যের অন্তরস্থ পুরুষ—যিনি সর্বচেতনার উৎস।

"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরন্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ আ প্রণ যৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ।"[৪] —এই আদিত্যের অন্তরে যে হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ হিরন্ময় পুরুষ দেখা যাচ্ছে, ইনি প্রাণস্বরূপ—এঁর সবই সুবর্ণময়।

এই প্রাণস্বরূপ সুবর্ণ পুরুষই ত মানুষের অন্তরাত্মা। ঋষি তাই তাঁকে উপলব্ধি করলেন নিজের আত্মারূপে,—উপলব্ধি করলেন নিজের আত্মার সঙ্গে সূর্যাত্মার অভিন্নতা; বললেন—"য এব আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি, স এবাহমস্মি।" —আদিত্যে যে পুরুষ দেখা যাচ্ছে তিনিই আমি, আমিই তিনি।

---

১ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ
২ শুক্ল যজুঃ—২।২৬
৩ সাবিত্রী—পূরবী
৪ ছান্দোগ্য উপনিষৎ—১।৬।৬ (৫২)

ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথও সূর্যের অন্তরে হিরণ্ময় পুরুষে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে বলেছেন :

প্রভাত সূর্যের অন্তরে
দেখতে পেলেম আপনাকে
হিরণ্ময় পুরুষ।[১]

কিন্তু সত্যদৃষ্টিহীন সাধারণ মানুষ সূর্যকে দেখে, অগ্নিগোলক—জড় অগ্নিপিণ্ড-রূপে। সূর্যের অন্তরস্থিত প্রাণশক্তির প্রকাশ তারা উপলব্ধি করবে কি করে? তাই ঋষি প্রার্থনা করেছেন সবিতার কাছে, সরিয়ে দাও তোমার আলোক আবরণ, উদ্‌ঘাটিত কর তোমার সত্যস্বরূপ :

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥[২]

—হে পূষণ্ (জগৎ-পোষক সূর্য)! জ্যোতির্ময় পাত্রে (সূর্যমণ্ডলদ্বারা) সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মের দ্বার আবৃত হইয়া আছে, তুমি তাহা অপনীত কর, সত্যধর্মপরায়ণ (সত্যধর্মলাভের জন্য) আমি উহা দর্শন করি।[৩]

জীবের যিনি আত্মা তিনিই সূর্যস্থিত পুরুষ। তাই উপনিষদের ঋষির 'সোঽহং' ঘোষণার মতই শুক্ল যজুর্বেদের ঋষি ঘোষণা করেছেন, আমিই সেই সূর্যস্বরূপ—"যোঽসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোঽসাবহম্।"[৪] —আদিত্যে যে পুরুষ তিনিই আমি।

সূর্যের হিরণ্ময় জ্যোতির অন্তরালে ব্রহ্মস্বরূপ সর্বজীবের আত্মা গুহাহিত থাকেন, এ সত্য পুরাণেও উদ্ভাসিত হয়েছে :

হিরণ্ময়ে গৃহে গুপ্তং আত্মানং সর্বদেহিনাম্।
নমস্যামি পরং জ্যোতির্ব্রহ্মাণং ত্বাং পরামৃতম ॥[৫]

—সুবর্ণময় গৃহে গুপ্ত সর্বজীবের আত্মা পরম জ্যোতিস্বরূপ পরম অমৃতময় ব্রহ্মরূপী তোমাকে প্রণাম করি।

রাজর্ষি বসুমনা সূর্যারাধনা কালে সূর্যকেই জগতের প্রাণপুরুষরূপে উল্লেখ করেছেন :

আরাধয়িষ্যে তপসা দেবমেকাক্ষরাহ্বয়ম্।
প্রাণং বৃহন্তং পুরুষমাদিত্যান্তরসংস্থিতম্ ॥[৬]

---

১ কালরাত্রি—শ্যামলী ২ ঈশোপনিষৎ—১৫ ৩ অনুবাদ—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
৪ শুক্ল যজুঃ—৪০।১৭ ৫ কূর্মপুরাণ, উপরিভাগ—১৮।৪৪-৪৫ ৬ মপুঃ, পূর্বভাগ—২০।৩৬

—ওঁকারাখ্য প্রাণরূপী আদিত্যাভ্যন্তরে অবস্থিত বৃহৎ পুরুষকে আমি তপস্যার দ্বারা আরাধনা করবো।

বেদে-উপনিষদে সূর্যের যে মূর্তিকল্পনার সাক্ষাৎ পাই, তাতে তিনি হিরণ্ময়, হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ। ঋগ্বেদে সূর্যকে শোচিষ্কেশ বলা হয়েছে।[১] শোচি শব্দের অর্থ তেজ; —শোচি বা তেজ যাঁর কেশ, তিনিই শোচিষ্কেশ। কিরণময় সূর্যের বাহ্যিক ঔজ্জ্বল্য এরূপ কল্পনার হেতু। ঋগ্বেদের যিনি হিরণ্যগর্ভ পুরুষ তিনিও সূর্য ছাড়া আর কেউ নন। স্কন্দপুরাণে কৃষ্ণপুত্র শাম্ব সূর্য-আরাধনা কালে বলেছেন,

"দেবদেবং নমস্যামি সূর্যং ত্রৈলোক্যদীপকম্।"

আদিত্যবর্ণো ভুবনস্য গোপ্তা অপূর্ব এষ প্রথমঃ সুরাণাম্।

হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষো মহাত্মা স পঠ্যতে বৈ তমসঃ পরস্তাৎ॥[২]

—ত্রিলোকের প্রকাশক দেবের দেব সূর্যকে প্রণাম করি। পৃথিবীর পালক আদিত্যবর্ণ অপূর্ব, ইনি দেবতাদের মধ্যে প্রথম। সেই মহাত্মা তমোলোকের পরপারে হিরণ্যগর্ভ পুরুষরূপে (বেদে) পঠিত হয়ে থাকেন।

উপনিষদের ঋষি যে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন,—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।[৩] —তমোলোকের পরপারে আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে আমি জানি,—পুরাণকারের মতে সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষ সূর্য ভিন্ন অপর কেউ নন। যিনি হিরণ্যগর্ভ পুরুষ তিনিই স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম। আচার্য মহীধর শুক্লযজুর্বেদের 'স্বয়ম্ভূরসি'[৪] মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় লিখছেন, "হিরণ্যগর্ভাখ্যোঽসি।"

সূর্য বা সবিতার হাত সোনার তৈরী, তাই তিনি হিরণ্যপাণি। "হিরণ্যপাণিমূতয়ে সবিতারমুপহ্বয়ে।"[৫] —হিরণ্যপাণি সবিতাকে আমাদের রক্ষার জন্য আহ্বান করি। "হিরণ্যহস্ত অসুরঃ"[৬] —সূর্য হিরণ্যহস্ত অসুর। "দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতিগৃভ্ণাত্বচ্ছিদ্রেণ পাণিনা।"[৭] —হিরণ্যপাণি সবিতা দেব অকৃপণ হস্তে তোমাদের প্রতিগ্রহণ (রক্ষা) করুন।

দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ।[৮]

পুরাণকারও বলেছেন, "হিরণ্যবাহবে তুভ্যং হিরণ্যপতয়ে নমঃ"।[৯]

---

১ ঋগ্বেদ—১।৮০।৮ ২ প্রভাস খণ্ড—১০১।৪৯-৫০ ৩ ঋগ্বেদ

৪ শুক্ল যজুঃ—২।২৬ ৫ ঋগ্বেদ—১।২২।৫, কৃষ্ণ যজুঃ—১।১।৩।২৬।২৫

৬ ঋগ্বেদ—১।৩৫।১০ ৭ শুক্ল যজুঃ ১।১৬, কৃষ্ণ যজুঃ—১।১।১।৬।৮

৮ শুক্ল যজুঃ—১।২০ ৯ কূর্মপুরাণ, উপরিভাগ—১৮।৪২

শুধু হিরণ্যপাণি নন, সবিতা হিরণ্যাক্ষও,—হিরণ্যাক্ষঃ সবিতা দেবঃ আগাৎ...।"[১]

সূর্য, মিত্র ও বরুণের চক্ষু বললে যেমন জগৎ চরাচরের চক্ষুস্বরূপ প্রকাশক তেজ বোঝায়, তেমনি হিরণ্যপাণি হিরণ্যাক্ষ বলতে স্বর্ণবর্ণ আদিত্যমণ্ডলকেই বোঝানো হয়েছে। আধুনিক কালের কবি শ্বেতভুজা ভারতী বলে সংশুক্লা সরস্বতীর বন্দনা করেছেন।[২] রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "স্বর্ণের ন্যায় কিরণসম্পন্ন সূর্যকে প্রথম কবিগণ উপমাস্থলে সুবর্ণপাণি কহিত।" কিন্তু 'হিরণ্যপাণি' শব্দকে কেন্দ্র করে উপাখ্যান সৃষ্ট হয়েছে বেদের যুগেই। হিরণ্যপাণি শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে সায়ন বলেছেন, "হিরণ্যপাণিঃ সুবর্ণময়হস্তযুক্তঃ। যদ্বা যজমানেভ্যো দাতুং হিরণ্যং হস্তে ধৃতবান্।"[৩] —হিরণ্যপাণি শব্দের অর্থ সুবর্ণময়হস্ত সমন্বিত, অথবা যজমানকে দান করার নিমিত্ত যিনি স্বুবর্ণ হস্তে ধারণ করেন।

আচার্য মহীধর লিখেছেন, "হিরণ্যযুক্তাবঙ্গুলীয়াদ্যাভরণযুক্তৌ পাণৌ যস্য সঃ হিরণ্যপাণিঃ।"[৪] —অঙ্গুরীয় প্রভৃতি হিরন্ময় আভরণ সমন্বিত যাঁর পাণি। কিন্তু মহীধর একটি উপাখ্যানও এই প্রসঙ্গে বিবৃত করেছেন, "দৈত্যৈঃ প্রাশিত্র প্রহারেণ ছিন্নৌ সবিতুঃ পাণী দেবৈর্হিরন্ময়ৌ কৃতাবিতি সবিতুর্হিরণ্যপাণিত্বমিতি।" —দৈত্যগণ প্রাশিত্র প্রহারের দ্বারা সবিতার বাহুদ্বয় ছিন্ন করলে দেবগণ সোনার হাত সংযোজিত করেছিলেন। ১।২২।৫ ঋকের ভাষ্যে সায়ন কৌশিতকী ব্রাহ্মণে বর্ণিত উপাখ্যানটি বিবৃত করেছেন : "দেবকর্তৃকে যাগে সবিতা স্বয়ং ঋত্বিগ্ ভূত্বা ব্রহ্মত্বেনাবস্থিতঃ। তদানীং কস্যাং চিদিষ্টাবধ্বর্যবস্তস্মৈ সবিত্রে প্রাশিত্রনামকং পুরোডাশভাগং দত্তবন্তঃ। তচ্চ প্রাশিত্রং হস্তে সবিত্রা গৃহীতং সত্তদীয়পাণিং চিচ্ছেদ। ততঃ প্রাশিত্রস্য দাতারোঽধ্বর্যবঃ সুবর্ণময়ং পাণিং নির্মায় প্রক্ষিপ্তবন্তঃ।" —দেবতাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে সূর্য ঋত্বিক্ হয়ে ব্রহ্মরূপে অবস্থান করছিলেন। অধ্বর্যুগণ সেই যজ্ঞে প্রাশিত্র নামক পুরোডাশের অংশবিশেষ তাঁর হাতে দিয়েছিলেন। প্রাশিত্র হস্তে গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের হাত খসে যায়। তখন অধ্বর্যুগণ সোনার হাত নির্মাণ করে সূর্যের শরীরে সংযুক্ত করেছিলেন।

হিরণ্ময় সূর্যই অগ্নি, সোম, বৃহস্পতি, সবিতা, ইন্দ্র, প্রভৃতি দেবতা রূপে প্রকাশিত :

---

১ ঋগ্বেদ—১।৩৫।৮
২ মেঘনাদ বধ কাব্য—১ম সর্গ
৩ — ১।৩৫।৯ ঋকের ভাষ্য
৪ শুক্ল যজুঃ—১।১৬ মন্ত্রের ভাষ্য

হিরণ্য বর্ণো অজরঃ সুবীরো জরা মৃত্যুঃ প্রজয়া সংবিশস্ব।
তদগ্নিরাহ তদু সোম আহ বৃহস্পতিঃ সবিতা তদিন্দ্রঃ ॥[১]

যদিও সূর্য ও সবিতা একই দেবতার নামান্তর মাত্র, তথাপি ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে সূর্য ও সবিতা ভিন্ন দেবতারূপে প্রতীয়মান হয়েছেন। ঋকটি এই :

হিরণ্যপাণিঃ সবিতা বিচর্ষণিরুভে দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীয়তে।
অপামীবাং বাধতে বেতি সূর্যমভিকৃষ্ণেন রজসা দ্যামৃণোতি ॥[২]

—হিরণ্যপাণি বিবিধ দর্শনযুক্ত সবিতা উভয়লোকের মধ্যে গমন করিতেছেন, সূর্যের নিকট যাইতেছেন এবং তমোনাশক তেজ দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত করিতেছেন।[৩]

সূর্য ও সবিতা ভিন্ন দেবতা নন,—একই দেবতার ভিন্ন প্রকাশ। সায়নাচার্য লিখেছেন, "যদ্যপি সবিতৃসূর্যয়োরেকদেবতাত্বং তথাপি মূর্তিভেদেন গন্তৃগন্তব্যভাবঃ।" – সবিতা ও সূর্য এক দেবতা হওয়া সত্ত্বেও মূর্তিভেদে গন্তৃগন্তব্যভাব।

যাস্কের মতে আকাশ থেকে যখন অন্ধকার যায়, কিরণ বিস্তৃত হয়,—সেই সময় সবিতার কাল। অর্থাৎ উষা লয়ে উদয়পূর্বকালীন সূর্যই সবিতা।

সায়নের মতেও উদয়ের পূর্বে সূর্যের যে মূর্তি—তাই সবিতা ; উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত যে মূর্তি তাকেই সূর্য বলা হয়।

সূর্যের সবিতা নামকরণ সম্পর্কে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন,—

সবিতা সর্বভূতানাং সর্বভাবান্ প্রসূয়তে।
সবনাৎ পাবনাচ্চৈব সবিতা তেন চোচ্যতে ॥

—সকল ভূতের অন্তরাত্মারূপে সর্বজীবের ভাবসমূহ তিনি সৃষ্টি করেন। প্রসব (সৃষ্টি) করার জন্য এবং পবিত্র করার জন্য তিনি সবিতা নামে প্রসিদ্ধ।

অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল সূর্য ও সবিতার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে লিখেছেন, "We may therefore conclude that Savitri was originally an epithet of Indian Origin applied to the Sun as the great stimulator of life and motion in the world, representing the most important movement which dominates all others in the universe, but that as differenciated from Sūrya, he is a more abstract deity. He is in the eyes of the Vedic poets the devine power of the sun personified, while Surya is more concrete diety."[৪]

১ অথর্ববেদ—১৯।৩।২৪।৮ ২ ঋগ্বেদ—১।৩৫।৯ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৪ Vedic Mythology—page 34

সূর্যের হিরণ্ময় জ্যোতির্ময় প্রত্যক্ষ মূর্তি থাকা সত্ত্বেও সাধক সূর্যের বিভিন্ন প্রকার মূর্তি কল্পনা করেছেন। সারদা তিলকতন্ত্রে সূর্যের পাঁচটি মূর্তির কথা বলা হয়েছে :—"সূর্য, ভাস্কর, ভানু, রবি ও দিবাকর- " সূর্যাখ্যো ভাস্করো ভানুস্ততো রবিদিবাকরৌ (১৪।৩৯)। সূর্যের মূর্তিকল্পনায় সারদা তিলক বলেছেন,—

রক্তাম্বুজং যুগ্মভয়দানহস্তং কেয়ূরহারাঙ্গদ ভূষণাঢ্যম্।
মাণিক্যমৌলিং দিননাথমীড়ে বন্ধুককান্তি বিলসৎ ত্রিনেত্রম্ ॥[১]

—যাঁর দুই হস্তে রক্তপদ্ম, অপর দুই হস্তে অভয়মুদ্রা ও বরদমুদ্রা; যিনি কেয়ূরহার, বলয় ও কুণ্ডল শোভিত, মস্তকে যাঁর মাণিক্য, যাঁর দেহকান্তি বন্ধুক-পুষ্পের মত রক্তবর্ণ, যাঁর তিনটি নেত্র, সেই দিননাথ সূর্যকে আমি স্তব করি।

সূর্যের আর একটি ধ্যানমন্ত্র :

রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্ ॥ [২]

—যিনি নিখিল গুণের সাগর সমস্ত ত্রিলোকের অধিপতি, করপদ্মে দুইটি পদ্ম, অভয় মুদ্রা ও বরদমুদ্রা ধারণ করিতেছেন, মস্তকে যাঁহার মাণিক্য শোভা পাইতেছে, যাঁহার শরীর রক্তবর্ণ, তিনটি নয়ন, যিনি রক্তপদ্মে আসীন, সেই সূর্যদেবকে ভজনা করি।[৩]

সূর্যের এই যে মূর্তি তন্ত্রশাস্ত্রে কল্পিত হয়েছে তার সঙ্গে অগ্নির ধ্যানকল্পিত মূর্তির হুবহু সাদৃশ্য অগ্নি ও সূর্যের একাত্মতা প্রতিপাদন করে। শারদা তিলকে সূর্যের ভিন্নমূর্তি মার্তণ্ড ও ভাস্কর যে ধ্যানমূর্তি বর্ণিত আছে, সেই বর্ণনাদ্বয়ও এই দুই বর্ণনার ঈষৎ ভিন্নতররূপ।

অগ্নিপুরাণে প্রতিমালক্ষণ বর্ণনায় সূর্যের যে মূর্তির বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাতে কিছু নূতনত্ব আছে। বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

সসপ্তাশ্বে সৈকচক্রে রথে সূর্যো দ্বিপদ্মধৃক্।
মসীভাজন লেখন্তৌ বিভ্রৎ কুণ্ডী চ দক্ষিণে ॥
বামে তু পিঙ্গলো দ্বারি দণ্ডভৃৎ স রবের্গণঃ।
বালব্যজনধারিণৌ পার্শ্বে রাজ্ঞী চ নিষ্প্রভা ॥
অথবাশ্বসমারূঢ়ঃ কার্যঃ একস্তু ভাস্করঃ ॥[৪]

১. শাঃ তিঃ—১৪।৩৬ ২ শাঃ তিঃ—১৪।৬১ ৩ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
৪ অগ্নিপুরাণ—৫১।১-৬

— সপ্তাশ্ববাহিত একচক্র রথে সমারূঢ় দুই পদ্ম মসীপাত্র এবং লেখনীধারী সূর্যকে অংকিত করবে। তাঁর দক্ষিণে কুণ্ডী বামে দণ্ডধারী রবিপার্ষদ পিঙ্গলবর্ণের দ্বারী থাকবে। দুই পাশে তালব্যজনধারিণী প্রভাহীনা রাজ্ঞী পার্শ্বে থাকবেন। অথবা অশ্বারূঢ় সূর্যমূর্তি নির্মাণ করবে।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে সূর্য পদ্মাসীন বরাভয়হস্ত ত্রিলোচন এবং শিরোমণিধারী :

কোকনদপর থাক নিরন্তর
অশেষগুণ সাগর।
বরাভয় কর ত্রিনয়ন ধর
মাথায় মাণিক বর॥

সূর্যের রথের সারথির নাম অরুণ। প্রভাতসূর্যকে অরুণ বলা হয়। অরুণ সূর্যেরই একটি রূপ।

ভবিষ্য, সাম্ব, বরাহ প্রভৃতি পুরাণে কৃষ্ণপুত্র সাম্ব কর্তৃক কুষ্ঠরোগমুক্তির আশায় সূর্যপূজা প্রবর্তনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রসিদ্ধি আছে, কবি ময়ূরও কুষ্ঠ-রোগমুক্তির জন্য সূর্যশতক নামক কাব্যটী রচনা করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ্ (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) এবং আলবেরুণীর (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী) সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে মূলতানে সুবিখ্যাত সূর্যমন্দিরে সূর্যবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। আলবেরুণীর বর্ণনায় এই মন্দিরের সূর্যবিগ্রহ কাষ্ঠনির্মিত ও রক্তবর্ণ বর্মাচ্ছাদিত; বিগ্রহের চোখ দুটিতে দুটি লাল চুনী পাথর বসানো ছিল।[1] বরাহপুরাণে (১১৭ অঃ) সাম্ব কর্তৃক মথুরায় প্রতিষ্ঠিত সূর্যবিগ্রহের নাম সাম্বাদিত্য। বৌদ্ধ বজ্রযানী সম্প্রদায়ে গ্রহ-দেবতা হিসাবে আদিত্য স্থান লাভ করেছেন। "আদিত্য বা সূর্যদেব সাতটি ঘোড়া টানা রথে বসিয়া থাকেন। ইনি রক্তবর্ণ ও দ্বিভুজ। দক্ষিণ হস্তে ও বাম হস্তে সূর্যমণ্ডল ধরিয়া থাকেন। ইঁহার রক্তবর্ণ অমিতাভের দ্যোতক।"[2] বৃহৎ সংহিতায় সূর্য বিগ্রহের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

নাসাললাটজঙ্ঘোরুগণ্ডবক্ষাংসি চোন্নতানি রবেঃ।
কুর্যাদুদীচ্যবেষং গূঢ়ং পদাদুরো যাবৎ॥
বিভ্রাণঃ স্বকররুহে পাণিভ্যাং পংকজে মুকুটধারী।
কুণ্ডলবিভূষিতবদনঃ প্রলম্বহারো বিয়দ্গবৃতঃ॥[3]

---

১ পঞ্চোপাসনা—জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩১২ ২ বৌদ্ধ দেবদেবী—পৃঃ ১১৭
৩ বৃহৎ সংহিতা—৫৮।৪৬-৪৭

—সূর্যের নাসিকা, ললাট, জঙ্ঘা, উরু ও বক্ষ হবে উন্নত। তাঁর বেশ উদীচ্য (অর্থাৎ উত্তর দেশীয়), পদদ্বয় থেকে বক্ষ পর্যন্ত আবৃত; তাঁর দুই হাতে দুই পদ্ম, মাথায় মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, লম্বিত হার বক্ষে এবং বিয়দ্গ বা বিয়দঙ্গ আবৃত।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে (৩য় খণ্ড, ৬৭ অঃ) সূর্যের উদীচ্য বেশ ও বর্মাচ্ছাদিত দেহের বর্ণনা আছে। মৎসপুরাণে বর্ণিত সূর্যের মূর্তি বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

রথস্থং কারয়েদ্দেবং পদ্মহস্তং সুলোচনম্।
সপ্তাশ্বঞ্চৈকচক্রঞ্চ রথং তস্য প্রকল্পয়েৎ॥
মুকুটেন বিচিত্রেণ পদ্মগর্ভসমপ্রভম্॥
নানাভরণভূষাভ্যাং ভুজাভ্যাং ধৃতপুষ্করম্।
স্কন্ধস্থে পুষ্করে তে তু লীলয়ৈব ধৃতে সদা॥
চোলকাচ্ছন্নবপুষং ক্বচিচ্চিত্রেষু দর্শয়েৎ।
বস্ত্রযুগ্মসমাপেতং চরণৌ তেজসাবৃতৌ॥[১]

—ঐ দেব (সূর্য) রথস্থ ও পদ্মহস্ত হইবেন এবং উহার লোচন সুশোভন হইবে। উহার রথে সপ্ত অশ্ব ও একটি চক্র কল্পিত হইবে। পদ্মগর্ভসমপ্রভ বিচিত্র মুকুট তাঁহার শিরদেশে শোভিত হইবে এবং পদ্মদ্বয়ে পদদ্বয় বিন্যস্ত থাকিবে। ঐ মূর্তি বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইবেন। তিনি লীলাবশতঃ স্কন্ধদেশেও দুইটি পুষ্কর ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার সর্বাবয়ব বস্ত্রযুগ্ম আচ্ছাদিত হইবে, এই মূর্তি কদাচিৎ চিত্রপটেও অংকিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে, ইহার চরণদ্বয় যেন তেজোদ্বারা পরিব্যপ্ত হইয়া রহিয়াছে।[২]

সুপ্রাচীনকালে ভারতে সূর্যের প্রতীক উপাসনা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন মুদ্রায় সূর্যের নানাবিধ প্রতীক অঙ্কিত দেখা যায়। সূর্যের রশ্মিসমন্বিত গোলক, পদ্ম, চক্র প্রভৃতি সূর্যের প্রতীকরূপে গণ্য হয়। শুঙ্গবংশীয় ভানুমিত্রের (১০০ খ্রীঃ পূঃ—১০০খ্রীঃ) অষ্টদল পদ্ম এবং পঞ্চশিখাবিশিষ্ট নন্দীপদ এবং সূর্যমিত্রের মুদ্রায় ত্রিভুজশীর্ষে প্রতীকচিহ্নের উপরে রশ্মিসমন্বিত বৃত্ত প্রতীকরূপে অংকিত হয়েছে।[৩]

ঔদুম্বর মহারাজ ধারাঘোষের মুদ্রার বিপরীত দিকে (reverse) দণ্ডের উপরে চক্র[৪] এবং কুলুত মুদ্রায় সম্মুখভাগে (obverse) বিন্দু পরিবেষ্টিত চক্র সূর্যের

---

১ মৎস্যপুরাণ—২৬১।১-৪ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

৩ Ancient Indian Numismatics—S. K. Chakraborty, page 27

৪ তদেব—পৃঃ ১৬০

প্রতীকরূপে ব্যবহৃত।[১] কৌশাম্বীর বৃহস্পতিমিত্রের মুদ্রাতেও সূর্যের প্রতীক চক্র অংকিত আছে।[২] কনিষ্ক ও হবিষ্কের মুদ্রায় (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) মিথ্র (মিত্র) মিহির বা সূর্যের মূর্তি অংকিত আছে।

কিন্তু গুপ্তযুগে ও গুপ্তোত্তর যুগের উত্তরভারতে প্রাপ্ত সূর্য মূর্তিতে সূর্যদেবের মনুষ্যাকৃতি মূর্তির পায়ে বুট জুতা আছে। কোথাও কোথাও কুশাণ সম্রাটদের মত দীর্ঘ গাত্রাবরণও পাওয়া যায়। কটিতে মেখলার সঙ্গে অব্যঙ্গও কোথাও কোথাও স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। সূর্যমূর্তির এই রূপকল্পনা শক বা কুষাণ জাতির পোষাক থেকে এসেছে বলে পণ্ডিতরা মনে করে থাকেন। সূর্যের চরণদ্বয় তেজোদ্বারা আবৃত—এই বিবরণের মধ্যেও কুষাণযুগের জুতার সংস্কৃতরূপ প্রচ্ছন্ন বলে অনুমান করা হয়। পৌরাণিক কাহিনীতে বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজ হ্রাস করলেও তাঁর চরণের তেজ হ্রাস করতে পারেন নি; সেইজন্য চরণদুটি আবৃত। পুরাণানুসারে সাম্ব শকদ্বীপ থেকে মগব্রাহ্মণদের এনে সূর্যপূজা করিয়েছিলেন। সংস্কৃত মগ শব্দ পার্শি ম্যাগি শব্দ থেকে এসেছে। "মগপরিহিত অব্যঙ্গ আবেস্তার উক্ত **Aivyaonghen** কথাটি হইতে উদ্ভূত; উহা পারসীকগণের দ্বারা ব্যবহৃত কুস্তির নামান্তর।"[৩] ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে উদীচ্যবেশ বলতে "শক বা কুশাণ প্রভৃতি উত্তরদেশাগত বৈদেশিক শাসকগণের যে বেশ ছিল, উহারই এই নাম।"[৪] সূর্য বৈদিক দেবতা এবং বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীকালের সূর্যমূর্তি নির্মাণে বৈদেশিক প্রভাব কার্যকরী হয়েছে। অবশ্য বৈদিক সূর্যের ঐতিহ্যবাহী দেশীয় রীতিতে নির্মিত সূর্যমূর্তি দুর্লভ নয়। বৈদেশিক প্রভাব অবশ্যই পরে এসেছে। "ভারতবর্ষে সূর্যদেবের দুইটি রূপ কল্পিত হয়েছে—এক, ব্রাহ্মণ্য বা বৈদিক রূপ, তাতে তাঁর চার ঘোড়ার রথে চড়ে রয়েছেন তাঁর দুই স্ত্রী—উষা আর শরণ্যু; আর সঙ্গে সেই ঘোড়ায় চেপে দুই অশ্বিদেব বা অশ্বিনীকুমার দেবতাদ্বয়। কিন্তু খ্রীষ্টজন্মের প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের মধ্যে পারস্যদেশ থেকেও দেশের 'মগ' পুরোহিতেরা—যাঁদের ভারতবর্ষে 'মগ ব্রাহ্মণ' বা 'শকদ্বীপী' অথবা 'দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ' বলা হয়—তাঁরা নতুন করে সূর্যের পূজা আনেন ভারতবর্ষে। তাঁরা সূর্য দেবতার যে মূর্তি এনে ভারতবর্ষে স্থাপিত করেন, সেটি হচ্ছে ইরাণী পোষাকপরা সূর্য, হিন্দু দেবতার

---

১ ঋগ্বেদ—পৃঃ ১৮৫ ২ Indian Coins—Rapson, plate III

৩ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ৩১০ ৪ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ১৬

মত খালি গায়ে, খালি পায়ে নন। এই নতুন বা বিদেশী পরিকল্পনায় সূর্যের মাথায় ইরানী টুপি, গায়ে আঙরাখা আর পায়ে 'মোচক' বা 'মোজা' অর্থাৎ হাঁটু পর্যন্ত জুতা। কেবল মিত্র (মিথ্র অথবা মিহির) বা সূর্যদেব যে এই সাজে ভারতে এসেছেন তা নয়, সূর্যের পুত্র, শিকারের দেবতা Raevant 'রএবন্ত' বা 'রেবন্ত'; আর তাঁর এক অনুচর পিঙ্গল—এঁদেরও পায়ে হাঁটু পর্যন্ত জুতো। এই ইরানী মিত্র বা সূর্যের প্রভাবে উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্রই সূর্যের মূর্তিতে হাঁটু পর্যন্ত জুতো দেখানোর রীতি এসে গিয়েছিল। দেবতার খালি গা, অন্য হিন্দু দেবতার মত গায়ে প্রচুর গহনা। কিন্তু দুই পায়ে হাঁটু পর্যন্ত জুতো।...

দেবতাদের পা যে মাটিতে ঠেকে না—এই ভাবটি বোঝাবার জন্য যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপে ভারতীয় দেবতার মূর্তিতে দেখেছি—তাঁদের পায়ে জুতা আঁকা হয়। শ্যাম দেশেতেও সেই কারণে মা দুর্গার বৃষভারূঢ় মূর্তিতে পায়ে বেশ শুঁড়-ওয়ালা নাগরা জুতা।"[১]

সুতরাং সূর্য-বিগ্রহ নির্মাণে ভারতীয় ও অভারতীয় উত্তরদেশীয় সংস্কৃতির যোগসূত্র রচিত হইয়াছিল। "উত্তর ভারতীয় সূর্যবিগ্রহের হস্তস্থিত পদ্ম, কর্ণকুণ্ডল ও শিরোভূষণ প্রভৃতি ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অব্যঙ্গ, দীর্ঘগাত্রাবরণ ও উচ্চ পদাবরণ মিলিত হইয়া এতদ্দেশীয় সূর্যপূজা যে কিভাবে শকদ্বীপীয় সূর্যোপাসনার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পড়ে তাহার পরিচয় প্রদান করে।"[২]

সূর্যোপাসনা পৃথিবীর নানা দেশেই প্রচলিত ছিল নানা নামে, নানা আকারে। বৈদিক সূর্যোপাসনা দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল কিনা বলা সম্ভব নয়। "গ্রীক্‌দিগের Helios শব্দ 'সূর্য' শব্দের রূপান্তর মাত্র এবং গ্রীক্‌দিগকে যে 'Hebenes' বলিত তার অর্থ সূর্যবংশীয়। লাটিনদিগের Sol ও টিউটনদিগের Toyr ও 'খোরসেদ'ও সূর্যের রূপান্তরমাত্র।"[৩]

"গ্রীক্‌দিগের হেলিও (Helios), লাটিনদিগের সোল (Sol), টিউটনদিগের টায় (Tyr), ও ইরানিগণের 'খরসেদ' প্রভৃতি সূর্যের নাম। এদেশে যেমন যজ্ঞের ভাগ গ্রহণের জন্য সূর্যের হস্ত কাটা পড়িয়াছিল, উপাখ্যান আছে, জর্মনদিগের মধ্যে সেইরূপ তাঁহাদের টার ব্যাঘ্রের মুখে হাত দিয়া হাত হারাইয়াছিলেন।"[৪]

১ রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৬২২-২৩

২ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ৩১৬

৩ ঋগ্বেদের অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত, ১।২২।৫ ঋকের টিকা

৪ দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত ঋগ্বেদ—২য় খণ্ড, ১।৩।২২ ঋকের ব্যাখ্যা

সূর্য সম্পর্কিত এই উপাখ্যানটি ভারতবর্ষ থেকেই ইউরোপে প্রসারিত হয়েছে। তবে কি সূর্যোপাসনাও ভারতবর্ষ থেকেই অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল ?

লক্ষণীয় এই যে সূর্যপুত্র মহাভারতের বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ সহজাত কবচ অর্থাৎ বর্ম ও কুণ্ডল বা কর্ণভূষণ নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সূর্যপুত্র কর্ণ সূর্যেরই রূপান্তর। এযুগেও ইতু, ভাদু, তুসু প্রভৃতি মেয়েলি ব্রতে এবং রাস, ঝুলন, দোল প্রভৃতি উৎসবে সূর্যপূজারই রূপান্তর লক্ষিত হয়। নবগ্রহের অন্যতম হিসাবেও সূর্য পূজিত হয়ে থাকেন। রাঢ-বাঙ্গালার ধর্মপূজাতেও সূর্যপূজা লুক্কায়িত আছে।

মিত্র

মিত্র ও বরুণ একত্র স্তুত হয়েছেন। গুণকর্মের দিক থেকে উভয়ের সাদৃশ্য গভীর। সুতরাং মিত্র ও বরুণ একই দেবতার দুটি পৃথক্ রূপ, তাতে আর সন্দেহ কি? মিত্র ও বরুণের মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য, সে পার্থক্যটি কি? তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে মিত্রাবরুণ দিবা ও রাত্রি—"অহোরাত্রে বৈ মিত্রাবরুণো।"[১] এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে সায়নাচার্য মিত্রকে দিনের দেবতা ও বরুণকে রাত্রির দেবতা বলে গ্রহণ করেছেন,—"মিত্র অহরভিমানী দেবঃ।" কিন্তু ঋগ্বেদে মিত্র ও বরুণের 'মিত্রাবরুণ' রূপে যে সাজুয্য ও সামীপ্য, তাতেও মিত্র ও বরুণকে দুই বিপরীত অবস্থার দেবতা বলে কল্পনাও করা যায় না। মিত্র সূর্যেরই এক নাম। অগ্রহায়ণ মাসে সূর্যের নাম মিত্র। সকল জীবকে মরণ থেকে রক্ষা করেন বলে (হৈমন্তিক ফসল প্রদানের দ্বারা) সর্বজনের মিত্রত্বহেতু তিনি মিত্র। আচার্য যোগেশচন্দ্রের মতে মিত্র "গ্রীষ্ম ঋতুর আদিত্য এবং বরুণ গ্রীষ্মের পর বর্ষা ঋতুর আদিত্য।"[২] যোগেশচন্দ্র বলেছেন, "মিত্র কৃষকের মিত্র।"[৩] কিন্তু কৃষকের যিনি মিত্র তাঁর ক্রিয়া গ্রীষ্মে নয়, বর্ষায় অথবা হেমন্তে—শস্য বপন অথবা পক্বশস্য কর্তনের কালে। সূর্যরূপী মিত্র হেমন্তে সর্বজনের মিত্ররূপে অবির্ভূত। ফসল ঘরে ওঠার কাল হেমন্ত। তাই এখনও বাঙ্গালার পল্লীতে অগ্রহায়ণ মাসে মিত্রপূজা বা ইতুপূজার ব্যাপকতা ঘরে ঘরে। কর্দমপূর্ণ একটি পাত্রে (গামলা বা মালসায়) শস্যচারা রোপণ করে ইতুপূজা হয়। পক্বশস্য প্রদানের দ্বারা সর্বজনের মিত্রত্ব অর্জনের জন্যই সূর্য এই সময়ে মিত্র নামে পূজিত হচ্ছেন। ম্যাক্‌ডোনেল মিত্রকে সূর্য বলেই গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "**The somewhat scanty evidence of the Veda showing that Mitra is a Solar deity is corroborated by the Avesta and Persian religion in general. Hence Mithra is undoubtedly a sun-god or a god of light specially connected with the Sun.**"[৪]

ঋগ্বেদে মিত্রই অগ্নি, সূর্য ও ইন্দ্রের গুণসম্পন্ন। তৃতীয় মণ্ডলের ৫৯ সূক্তে মিত্রকে আদিত্যের সঙ্গে অভিন্নরূপে স্তুতি করা হয়েছে:

---

১ তৈঃ সং—২।৪।১০।১

২ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ৯৩

৩ তদেব—পৃঃ ৯৪

৪ Vedic Index—page 39

প্র স মিত্র মর্তো অস্তু প্রযস্বান্যস্ত আদিত্য শিক্ষতি ব্রতেন।[৫]

—হে আদিত্য মিত্র! যে মনুষ্য ব্রতানুসারে তোমাকে হব্য প্রদান করে, সে অন্নবান্ হউক।[৬]

আদিত্যস্য ব্রতমুপক্ষিয়ংতো বয়ং মিত্রস্য সুমতৌ স্যাম।[৭]

—সর্বত্রগামী আদিত্যের ব্রতের নিকট অবস্থিতি করিতেছি। মিত্র যেন আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন।[৮]

ইন্দ্র-বরুণের মত মিত্রও রাজা—তিনি সর্বস্রষ্টা বিধাতা।

অয়ং মিত্রো নমস্যঃ সুশেবো রাজা সুক্ষত্রো অজনিষ্ট বেধাঃ।[৯]

—এই মিত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, ইনি নমস্কারযোগ্য সুন্দর মুখবিশিষ্ট রাজা ও অত্যন্ত বলবিশিষ্ট এবং সকলের বিধাতা।[১০]

মহাঁ আদিত্যো নমসোপসদ্যো যাতযজ্জনো গৃণতে সুশেবঃ।

তস্মা এতৎ পণ্যতমায় জুষ্টমগ্নৌ মিত্রায় হবিরাজুহোত।[১১]

—আদিত্য মহান্, তিনি সকল লোকের প্রবর্তক, নমস্কার দ্বারা তাঁহার উপাসনা করা উচিত। তিনি স্তুতিকারীর প্রতি প্রসন্নমুখ। স্তুতিযোগ্য মিত্রের প্রীতিকর এই হব্য অগ্নিতে অর্পণ কর।[১২]

অভি যো মহিনা দিবং মিত্রো বভুব স প্রথাঃ।

অভি শ্রবোভিঃ পৃথিবীম্॥[১৩]

—যে মিত্র নিজের মহিমায় দ্যুলোক অভিভূত করিয়াছেন, তিনি কীর্তিযুক্ত হইয়া পৃথিবীকে প্রচুর অন্নবিশিষ্ট করিয়াছেন।[১৪]

নিরুক্তকার বলেছেন যে মিত্র, বরুণ, অর্যমা, দক্ষ, ভগ এবং অংশ—এই ছয় দেবতাই আদিত্যরূপী।

"এবমন্যাসামপি দেবানামাদিত্যপ্রবাদাঃ স্তুতয়ো ভবন্তি।"[১৫]

—এইরূপে অন্যান্য দেবতাদেরও আদিত্য নামে স্তুতি করা হয়।

"তদ্ যথৈতন্মিত্রস্য বরুণস্যার্যম্ণো দক্ষস্য ভগস্যাংশস্যেতি।"[১৬]

—যেমন এই সমস্ত স্থলে মিত্র, বরুণ, অর্যমা, দক্ষ, ভগ ও অংশ আদিত্য নামে অভিহিত।

---

৫ ঋগ্বেদ—৩।৫৯।২
৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৭ ঋগ্বেদ—৩।৫৯।৩
৮ অনুবাদ—তদেব
৯ ঋগ্বেদ—৩।৫৯।৪
১০ অনুবাদ—তদেব
১১ ঋগ্বেদ—৩।৫৯।৫
১২ অনুবাদ—তদেব
১৩ ঋগ্বেদ—৩।৫৯।৭
১৪ অনুবাদ—তদেব
১৫ নিরুক্ত—২।১৩।৪
১৬ তদেব

ঋগ্বেদের ২।২৭।১ মন্ত্রে এই ছয়জনই আদিত্য নামে উল্লিখিত হয়েছেন। পূর্বোদ্ধৃত ৩।৫৯ সূক্তে যে মিত্র একাকী আদিত্যরূপে স্তুত হয়েছেন, নিরুক্তকার যাস্ক তা স্বীকার করেছেন : 'অথাপি মিত্রস্যৈকস্য প্র স মিত্র মর্তো অস্তু প্রযস্বান্। যস্ত আদিত্য ব্রতেনেত্যপি নিগমো ভবতি।"[১৭] —একাকী মিত্রেরও আদিত্য নামে স্তুতি আছে। প্র স মিত্রঃ ··· ইত্যাদি বেদবাক্যেও প্রমাণ আছে। "এই স্থলে অপি শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, অন্যান্য বৈদিক মন্ত্রেও আদিত্য নামে মিত্রের স্তুতি আছে।"[১৮]

মিত্র বৃষ্টিরও দেবতা। এ বিষয়ে তিনি ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, প্রভৃতির সঙ্গে সমানধর্মা। ঋগ্বেদ বলেছেন,

মিত্রো জনান্ যাতয়তি ব্রুবানো মিত্রো দাধার পৃথিবীমুতদ্যাম্।
মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষাভিচষ্টে মিত্রায় হব্যং ঘৃতবজ্জুহোত ॥[১৯]

—মিত্র মেঘগর্জনের দ্বারা বর্ষণ সূচনা করিয়া কৃষকগণকে কৃষিকার্যে প্রবর্তিত বা প্রযত্নবান্ করেন ; মিত্র পৃথিবী ধারণ করেন বৃষ্টি প্রদানের দ্বারা অন্ন সম্পাদন করিয়া এবং দ্যুলোক ধারণ করেন শস্যসম্পৎশালিনী পৃথিবীতে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রোৎসাহিত করিয়া। মিত্র লোকসমূহের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিপাত করিতেছেন তাহাদের উপকার বিধানের নিমিত্ত ; ঈদৃশ মিত্রের প্রতি ঘৃতবিশিষ্ট হব্য প্রদান কর।[২০]

মিত্র শব্দের অর্থ প্রসংগে যাস্ক লিখেছেন, "মিত্রঃ প্রমীতে স্ত্রায়তে।"[২১]— মিত্র=প্রমীতি+ত্রৈ+ক, প্রমীতি শব্দের স্থানে মিৎ আদেশ। মিত্র প্রমীতি অর্থাৎ মরণ হইতে সর্বলোকের ত্রাণ করেন বর্ষণের দ্বারা।"[২২]

মিত্র শব্দের অর্থান্তর প্রসংগে যাস্ক বলেছেন, "সম্মিন্বানো দ্রবতীতি বা।"[২৩] ""মিত্র জলপ্রক্ষেপণ অর্থাৎ জলবর্ষণ করিয়া অন্তরীক্ষলোকে গমন করেন।[২৪]

মিত্র শব্দের যাস্ককৃত অর্থান্তর : "মেদয়তের্বা"[২৫]

—"মিদ্ ধাতু স্নেহনার্থক ; মিত্র সর্ববস্তু জলের দ্বারা স্নিগ্ধ করেন।"

অতএব যাস্কের ব্যাখ্যানুসারে মিত্র জলবর্ষণকারী দেবতা। সুতরাং জলের

---

১৭ নিরুক্ত—২।১৩।৬ ১৮ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরুক্ত (ক. বি.) পৃঃ ২৬৩
১৯ ঋগ্বেদ—৩।৫৯।১ ২০ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ২১ নিরুক্ত—১০।২১।৭
২২ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ২৩ নিরুক্ত—১০।২১।৮ ২৪ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর
২৫ নিরুক্ত—১০।২১।৯ ২৬ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

কর্তা সূর্য। আর এইজন্য বরুণের সঙ্গে মিত্রের ঘনিষ্ঠতা। মিত্র ও বরুণের একস্থানস্থ থেকে প্রতীয়মান হয় যে বরুণ বর্ষার আদিত্য যিনি আকাশ মেঘে আবৃত করেন, আর মিত্র হেমন্তে শস্য পরিপুষ্ট করে মরণ থেকে সর্বলোককে ত্রাণ করেন। ইন্দ্র মেঘ ভেদ করে বৃষ্টি দান করেন।

মিত্র উপাসনা ভারতের বাহিরে ইরানে, ইউরোপে ও রোমে প্রসারিত হয়েছিল এবং রোমে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। **"The God Mitra of the Vedio Aryans was the same as Mithra of the Iranians and Medus of Lydians. The worship of Mitra prevailed down to the 4th century in the Roman Empire."**[২৭]

২৭ Rgvedic culture—page 94

পূষা

একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পূষণ্ সম্পর্কে লিখেছেন, "The Aryans, while they were nomads, worshipped Pushan, the god of travellers who protected them from highway men and prevented their cattle from straying."[১]

একশ্রেণীর পাশ্চাত্যপণ্ডিত মনে করেন যে, আর্যগণ ভারতে আসার সময়ে যাযাবর জাতি ছিলেন। পরে তাঁরা কৃষিভিত্তিক সভ্যতা গ্রহণ করেন। এরূপ অনুমানের সপক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ঋগ্বেদে নেই। যাযাবর আর্যগণ ভারতবর্ষের বহিঃস্থিত কোন প্রদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন, এ তত্ত্ব অনুমান মাত্র। সুতরাং যাযাবর আর্যদের দেবতা পূষা—এ মতও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। পূষাকে যাযাবর জাতির দেবতা বলার একমাত্র কারণ—ঋগ্বেদে তাঁকে পথবেত্তা ও ছাগবাহন বলা হয়েছে। ৬।৪৯।৮ এবং ৬।৫৩।১ ঋকে পূষা "পথস্পথঃ" অর্থাৎ পথের অধিপতি। তিনি পথের বিপদও দূর করেন।

সং পূষন্নধ্বনস্তির ব্যংহো বিমুচো নপাৎ।
সক্ষা দেব প্রণস্পুরঃ॥
যো নঃ পূষন্নঘো বৃকো দুঃশেব আদিদেশতি।
অপস্ম তং পথো জহি॥
অপ তং পরিপংথিনং মুষীবাণং হুরশ্চিতং।
দূরমধি স্রুতেরজ॥[২]

—হে পূষা! পথ পার করাইয়া দাও, (বিঘ্নহেতু) পাপ বিনাশ কর, হে মেঘপুত্র দেব! আমাদিগের অগ্রে যাও।

হে পূষা! আঘাতকারী, অপহরণকারী ও দুষ্টাচারী যে কেহ আমাদিগকে বিপরীত পথ দেখাইয়া দেয়, তাহাকে পথ হইতে দূর করিয়া দাও।

সেই মার্গ প্রতিবন্ধক, তস্কর কুটিলাচারীকে পথ হইতে দূরে তাড়াইয়া দাও।

পূষার বাহন ছাগ:

---

১ Epics, Myths & legends of India—P. Thomas, page 53

২ ঋগ্বেদ—১।৪২।১—৩   ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

রায়ো ধারাস্যাঘৃণে বসো রাশিরজাশ্ব।
ধীবতো ধীবতঃ সখা ॥
পূষণং ন্বজাশ্বমুপ স্তোষামবাজিনং।
স্বসুর্যো জার উচ্যতে ॥

—হে দীপ্তিশালী পূষা! তুমি ধনপ্রবাহস্বরূপ! তুমি ধনরাশিস্বরূপ এবং ছাগই তোমার অশ্বের কার্য নির্বাহ করে। তুমি প্রত্যেক স্তবকারীর মিত্রভূত।

অদ্য আমরা ছাগবাহন, অন্নসম্পন্ন সেই পূষার স্তব করিতেছি। যাঁহাকে লোকে তাহার ভগিনী (অর্থাৎ উষার) জার বলিয়া থাকে।[৫]

অজাশ্বঃ পশুপা রাজপস্ত্যো ধিয়ং জিন্বো ভুবনে বিশ্বে অর্পিতঃ।
অষ্ট্রাং পূষা শিথিরামুদ্বরী বৃজৎ সংচক্ষানো ভুবনা দেব ঈয়তে ॥[৬]

—যিনি ছাগবাহন ও পশুপালক, যাঁহার গৃহ অন্নপূর্ণ, যিনি স্তোতৃবর্গের প্রীতিপদ অখিল ভুবনের উপর স্থাপিত সেই দেব পূষা (সূর্যরূপে) ভূতজাতকে প্রকাশিত করিয়া নিজহস্তে প্রতোদ উত্তোলন করিয়া নভোমণ্ডলে গমন করিতেছেন।[৭]

আর একটি ঋকে[৮] পূষণ্‌কে অজাশ্ব বলে সম্বোধন করা হয়েছে। সায়নের মতে অজাশ্ব শব্দের অর্থ—অজই যাঁর অশ্ব।

পূষা পশুদেরও রক্ষক—পশুপালক। তাঁর কৃপায় অপহৃত গবাদি পশু পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হয়।

পরিপূষা পরস্তাদ্ধস্তং দধাতু দক্ষিণম্।
পুনর্নো নষ্টমাজতু ॥[৯]

—পূষা যেন রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমাদিগের ধেনুবৃন্দের অনুসরণ করেন; তিনি যেন আমাদিগের অশ্বগণকে রক্ষা করেন; তিনি যেন আমাদিগকে অন্ন প্রদান করেন।[১০]

মনে হয়, পূষা ছিলেন আর্যদের পশুরক্ষাকারী দেবতা এবং পথের অধিপতি অর্থাৎ পথকে সুগম ও বিঘ্নমুক্তকরার কর্তা। পূষা কেবল মানুষ ও গবাদি পশুকে পথ দেখান না, তিনি সূর্যেরও পথপ্রদর্শক,—তিনি সূর্যের হিরণ্ময় চক্র পরিচালিত করেন।

---

৪ ঋগ্বেদ—৬।৫৫।৩-৪ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋগ্বেদ—৬।৫৮।২
৭ অনুবাদ—তদেব ৮ ঋগ্বেদ—৬।১৩৮।৪ ৯ ঋগ্বেদ—৬।৫৪।১০ ১০ অনুবাদ—তদেব

উতাদঃ পরুতে গবি সূরশ্চক্রং হিরণ্যয়ং
ন্যৈরয়থ্রথীতমঃ ।।[১১]

—চালক রথিশ্রেষ্ঠ পূষা দীপ্তিমান, সূর্যের হিরণ্ময় রথচক্র নিয়ত পরিচালিত করিতেছেন।[১২]

পূষার চক্র অজর অক্ষয় এবং ক্লান্তিহীন বিরামহীন,—

পূষ্ণশ্চক্রং ন রিষ্যতি ন কোশোহবপদ্যতে
নো অস্য ব্যথতে পবিঃ ।।[১৩]

—পূষার আয়ুধভূত চক্র বিনষ্ট হয় না। এই চক্রের কোশ হীন হয় না এবং ইহার ধারা কুণ্ঠিত হয় না।[১৪]

রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন, চক্র পূষার আয়ুধ অর্থাৎ অস্ত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই চক্র সূর্যমণ্ডল ভিন্ন আর কিছুই নয়।

পূষার দুই রূপ – দিবা ও রাত্রি। পূষা সূর্যের মত জগৎ প্রকাশক।

শুক্রং তে অন্যদ্যজতং তে অন্যদ্বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি।
বিশ্বা হি মায়া অসি স্বধাবো ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু ।।[১৫]

—হে পূষা! তোমার একরূপ (দিবা) ও অন্যরূপ (রাত্রি) কেবল যজনীয়। এইরূপে দিবা ও রাত্রির রূপ বিভিন্নপ্রকার। তুমি সূর্যের ন্যায় প্রকাশক, কারণ তুমি অন্নদাতা ও সর্বপ্রকার জ্ঞান ধারণ কর, সম্প্রতি ত্বদীয় কল্যাণকর দান প্রকাশিত হউক।[১৬]

এই বর্ণনা থেকে পূষা যে সূর্যই তাতে সন্দেহ থাকে না। পরবর্তীকালে পূষা সূর্য অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। একটি মন্ত্রে[১৭] আছে যে পূষার হিরণ্ময় নৌকা অন্তরীক্ষে (সমুদ্রে) সঞ্চরণ করে,—পূষা সূর্যের দৌত্য করেন। একটি মন্ত্রে তিনি মাতার পতি এবং ভগিনীর জার—মাতুর্দিধিষুমব্রবং স্বসুর্জারঃ শৃণোতুনঃ।[১৮] —(রাত্রিরূপ) মাতার পতি দেব পূষার স্তব করিতেছি। তাঁর ভগিনীর জার (পূষা) আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন।[১৯]

পূর্বোদ্ধৃত ঋক্‌টিতে (৬।৫৫।৪) পূষা ভগিনীর জাররূপে উল্লিখিত। এরূপ বিরুদ্ধ সম্পর্ক বেদে রূপক হিসাবে প্রায়শঃই কথিত হয়েছে বিভিন্ন দেবতা সম্পর্কে –

---

১১ ঋগ্বেদ—৬।৫৬।৩ ১২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ১৩ ঋগ্বেদ—৬।৫৪।৩
১৪ অনুবাদ—তদেব ১৫ ঋগ্বেদ—৬।৫৮।১ ১৬ অনুবাদ—তদেব
১৭ ঋগ্বেদ—৬।৫৮।৩ ১৮ ঐ ৬।৫৫।৫ ১৯ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

বিশেষভাবে অগ্নি ও সূর্য সম্পর্কে। রমেশচন্দ্রের মতে পূষার মাতা রাত্রি ও ভগিনী ঊষা। রাত্রির গর্ভে পূষা বা সূর্যের এবং ঊষার জন্ম হয়। অথচ রাত্রির কর্তা বা পতি সূর্যই, ঊষার জার অর্থাৎ ক্ষয়কর্তা অথবা প্রণয়ীও সূর্য। সুতরাং আপাতঃ বিরোধ থাকা সত্ত্বেও এই মন্তব্যে বিরোধ নেই। একটি ঋকে সূর্যকে ঊষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ।[১৯ক]

—পুরুষ যেমন সুন্দরী নারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, সূর্যও তেমনি দীপ্তিময়ী ঊষার পশ্চাতে আগমন করেন।

একটি ঋকে[২০] ঊষা সূর্যের পত্নী। এই ঊষাকে অগ্নি জন্ম দিয়েছেন,—"জনয়ন্নোষাং বৃহতঃ পিতুর্জাং।"[২১] —অগ্নি বৃহৎপিতার (অর্থাৎ সূর্যের) পত্নী ঊষাকে সৃষ্টি করেছিলেন।

অপর একটি ঋকে অগ্নি ঊষার জার অর্থাৎ অবৈধ প্রণয়ী : স্বস্রারং জারো অভ্যেতি পশ্চাৎ।[২২] অগ্নি ভগিনী (ঊষার) পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসছেন।

এখানে অগ্নি এবং সূর্য একাত্ম। অগ্নি, পূষা এবং সূর্যের আচরণ একই প্রকার। কারণ তিনজনেই এক বা একের ভিন্ন প্রকাশ।

পূষার দুই রূপ : একরূপ লোহিতবর্ণ, অপররূপ শুক্লবর্ণ—"শুক্রং ত অন্যজতং তে অন্যদ্।" —পূষার দুইরূপ : একরূপ লোহিতবর্ণমণ্ডল, অন্যরূপ যজ্ঞাই মণ্ডলাধিষ্ঠায়ক দেবতা।[২৪]

যাস্ক ঋক্‌টির ব্যাখ্যায় বলেছেন, "শুক্রং তে অন্যল্লোহিতং তে অন্যং যজতং তে অন্যং যজ্ঞিয়ং তে অন্যং।"[২৫] —তোমার একরূপ শুভ্র, একরূপ লোহিত ও অন্য একরূপ যজ্ঞাধিষ্ঠাতা।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় পূষা শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "পূষ্ ধাতু পোষণ হইতে পূষা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তিনি পক্বশস্য দ্বারা মানুষকে পোষণ করেন।"[২৬] পূষন্ অর্থে পোষণকারী। জগতের পোষণকর্তা কে? সূর্য। শস্যের স্রষ্টাও তিনি। আবার তাপ, বৃষ্টি এবং আলোক দ্বারা জগৎ পোষণ করেন সূর্যই। রমেশচন্দ্র লিখেছেন, "গোরক্ষকগণ সূর্যকে যে প্রকৃতিতে অবলোকন করিত,

---

১৯ক ঋগ্বেদ—১।১১৫।২ ২০ ঋগ্বেদ—১০।৩।২ ২১ ঋগ্বেদ
২২ ঋগ্বেদ—১০।৩।৩ ২৩ ঐ ৬।৫৮।১ ২৪ অমরেশ্বর ঠাকুর
২৫ নিরুক্ত—১২।১৭।২ ২৬ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, পৃঃ—৯৩

সেই প্রকৃতির সূর্যই পূষা।... তিনি পথ নির্দেশ করেন, গো সকল উদ্ধার করেন, নষ্টপশু উদ্ধার করেন, পশুগণকে সৎপথে লইয়া যান ইত্যাদি।"[২৭]

পূষণ্ পথের নির্দেশক কিভাবে হয়েছেন, এ সম্পর্কে অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল লিখেছেন, "The path of the sun, which leads from earth to heaven, the abode of the gods and the pious dead, might account for a solar deity being both a conductor of departed souls (like Savitri) and a guardian of paths in general.....

Thus the conception which seems to underlie the character of Pūsan, is the beneficent power of the sun, manifested chiefly as a pastoral deity."[২৮]

যাস্কের মতে পূষা সূর্য ব্যতিরিক্ত অপর কিছু হতে পারে না,-- "সর্বেষাং ভূতানাং গোপয়িতা আদিত্যঃ। অথ যদ্রশ্মিপোষং পুষ্যতি তৎ পূষা ভবতি।"[২৯] —সকল প্রাণীর রক্ষাকর্তা আদিত্যই পূষা। যেহেতু রশ্মি দ্বারা তিনি পোষণ করেন, সেইহেতু তিনি পূষা। পণ্ডিত Wilson-এর মতেও পূষা সূর্যের একটি নাম—"Pusan is usually a synonym of the Sun."

Maxmular মনে করেন যে পূষা পশুপালকদের উপাস্য সূর্য—"The sun, as viewed by shepherds." পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমীর মতে "যে পর্যন্ত সূর্যের তেজ অত্যুগ্র না হয়, তাবৎ তাদৃশ অল্পতেজা সূর্যকে পূষা কহে।" "বেদার্থ-রত্নও বলেন পূষা সূর্যপ্রকাশরূপ দেব, তজ্জন্যই তাঁহাকে মেঘের পুত্র বলা হইয়াছে। কেননা, সূর্যপ্রকাশ মেঘ হইতে বাহির হয়।"[৩০]

বৃহদ্দেবতায় আছে :

পুষ্যন্ ক্ষিতিং পোষয়তি প্রণোদন্ রশ্মিভিস্তমঃ।
তেনৈনমস্তৌৎ পূষেতি ভরদ্বাজস্তু পঞ্চভিঃ॥[৩১]

—রশ্মিদ্বারা অন্ধকার বিদূরিত করে পূষা পৃথিবীকে পোষণ করে থাকেন। সেইজন্য ভরদ্বাজ পঞ্চসূক্তের দ্বারা তাঁর স্তব করেছিলেন।

উপনিষদে পূষা সূর্যই—যে সূর্য পরমাত্মা বা ব্রহ্মস্বরূপ। উপনিষদের ঋষি পূষার কাছে প্রার্থনা করেছেন, সূর্যের জ্যোতির্ময় আবরণ সরিয়ে দিয়ে সত্যস্বরূপ প্রকাশ করতে।

---

২৭ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়—৬।৫৪।১ ঋকের টীকা। ২৮ Vedic Mythology—page 37
২৯ নিরুক্ত—১২।১৬।৬ ৩০ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম, পৃঃ ১০২; ১।৪২।১ ঋকের টীকা
৩১ বৃহদ্দেবতা—২।৬৩

হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ ।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥[৩২]

—হে পূষণ্ (জগৎ পোষক), জ্যোতির্ময় পাত্র (সূর্যমণ্ডল) দ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধির দ্বার আবৃত হইয়া আছে, তুমি তাহা অপনীত কর, সত্যধর্ম-পরায়ণ আমি উহা দর্শন করি।[৩৩]

যিনি সূর্য, তিনিই পূষণ্, তিনিই যম,—প্রজাপতি-তনয়। সেই পূষণের কাছে ঋষির প্রার্থনা :

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ ।
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি ॥[৩৪]

—হে পূষণ্! একাকী বিচরণশীল! যম! প্রজাপতিসম্ভূত! তোমার তীব্র তেজ সংহরণ কর, তোমার যে কল্যাণতমরূপ তা আমরা দর্শন করি। তোমার মধ্যস্থিত যে পুরুষ, আমিই সেই পুরুষ।

আচার্য শংকর পূষণ্ শব্দের অর্থে বলেছেন, "জগতঃ পোষণাৎ পূষা রবিঃ।" জগতের পোষণকার্যের জন্য সূর্যই পূষা। তাঁর মতে সকলের নিয়ন্তা বলেই পূষা যম—"সর্বস্য সংযমনাদ্ যমঃ"; রশ্মি, প্রাণ এবং রসগ্রহণহেতু পূষা সূর্য—"রশ্মীনাং প্রাণানাং রসানাং চ স্বীকরণাৎ সূর্য।"[৩৫]

পূষাকে পশুপালক যাযাবরের দেবতা বললে পূষার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে না। পূষা সূর্যেরই একটি রূপ অথবা একটি নাম। তাঁকে যেমন পশুপালক আর্যরা পশুরক্ষার জন্য ও পথ বিপন্মুক্ত করার জন্য উপাসনা করেছেন, তেমনি ব্রহ্মবাদী ঋষিরাও তাঁর মধ্যে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। আধুনিক কালের ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথও উপনিষদের ঋষির মতই পূষার মধ্যে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেছেন,—

আমি প্রতিদিন উদয় দিগ্বলয় থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটায়
প্রসারিত ক'রে দিই আমার জাগরণ

৩২ ঈশোপনিষৎ—১৫
৩৩ অনুবাদ—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
৩৪ ঐ ১৬
৩৫ ঈশোপনিষৎ ভাষ্য

বলি হে সবিতা
সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন—
তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে আমার দেহের অণু পরমাণু,
তারো অলক্ষ্য অন্তরে আছে তোমার কল্যাণতম রূপ।
তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে।[৩৬]

৩৬ প্রান্তিক ১২

অজ একপাদ

ঋগ্বেদে অজ একপাদ নামে এক দেবতার উল্লেখ পাই। পরবর্তীকালে এই দেবতাটির উল্লেখ কোথাও কোথাও থাকলেও এঁর পূজা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ঋগ্বেদের ঋষি এই দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছেন,—'অজ একপাদ আমাদের শান্তিপদ হোন'—'শং নো অজ একপাদ্দেবো অস্তু।'

নিঘণ্টুতে (৫।৬) দ্যুলোকস্থ দেবতাগণের নামের সঙ্গে অজ একপাদ দেবতার উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ অনুসারে পূর্বদিগন্তে উদিত সূর্যই অজ একপাদ (৩।১।২।৮)। নিরুক্তকার যাস্ক শব্দটির অর্থ করতে দিয়ে লিখেছেন, "অজ একপাদজন একঃ পাদঃ। একেন পাদেন পাতীতিবা। একোঽস্য পাদ ইতি বা।"[১]

নিরুক্তকারের প্রথম অর্থঃ অজ একপাদ অর্থে অজন একপাদ। অজন শব্দের অর্থ চলনশীল আদিত্য। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ অনুসারে ব্রহ্মের চার পাদ—এক পাদ অগ্নি, একপাদ বায়ু, একপাদ আদিত্য, একপাদ দিক্‌সমূহ।[২] চলমান অগ্নি, আদিত্য অথবা বায়ু অজ একপাদ রূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। কিন্তু সূর্যের একপাদ প্রসিদ্ধ। সূর্যের একপাদ একটি বৎসর। এক পদের দ্বারা তিনি সঞ্চরণ করেন।

নিরুক্তকারকৃত দ্বিতীয় অর্থঃ যিনি এক পাদের দ্বারা রক্ষা করেন। সূর্য এক অংশে বিশ্বভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বিশ্বভুবন রক্ষা করেন। পাদ অর্থে অংশও প্রচলিত।

নিরুক্তকারকৃত তৃতীয় অর্থঃ যিনি একপাদের দ্বারা পান করেন। সূর্য এক পাদে বা এক অংশে বিশ্বের রস পান করেন।

চতুর্থ অর্থঃ যাঁর একটি পাদ আছে। ব্রহ্মস্বরূপ একটি পা। অর্থাৎ তিনি অংশরহিত—পূর্ণস্বরূপ।

অথর্ববেদে ব্রহ্মস্বরূপ সূর্যের একপাদের কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে; যাস্কাচার্যও মন্ত্রটি উদ্ধৃত করেছেন—

---

১ নিরুক্ত—১২।২৯।৩ ২ ছাঃ—৩।১৮।২

একং পাদং নোৎখিদতি সলিলাদ্ধংস উচ্চরন্।
স চেত্তমুদ্ধরেদঙ্গ ন মৃত্যুর্নামৃতং ভবেৎ ॥[৩]

—গমনশীল (উদয়শীল) আদিত্য (ব্রহ্ম) জগৎ থেকে তাঁর একটি পা তুলে নেন না ; যদি নেন, তবে জগতে মৃত্যু বা অমৃত্যু কিছুই থাকবে না।

সূর্যের একটি পা তুলে নেওয়ার অর্থই জগতের অনিবার্য মৃত্যু। তখন জগৎ একেবারে অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাবে। ঋষিদের কল্পনায় আকাশও সমুদ্র। আকাশ সমুদ্রের জলে হংস বা সূর্য এক পায়ে বিচরণ করেন। একপাদ একবৎসর হলেই অর্থ সুসঙ্গত হয়।

নিরুক্তকারের বক্তব্যের টীকা করতে গিয়ে দুর্গাচার্য অজ একপাদ অর্থে সূর্যকেই বুঝিয়েছেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের (৩।১।২।৮) মন্ত্রের ভাষ্যে অজ একপাদ অগ্নিরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছেন। মহাভারতে অজ একপাদ একাদশরুদ্রের অন্যতম রূপে উল্লিখিত হয়েছেন।

অজ শব্দ অঞ্জন, অর্থাৎ গতিশীল অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে, আবার অজ 'জন্মরহিত' অর্থেও প্রযুক্ত হতে পারে ; প্রকৃত জন্মরহিত বলতে হলে সূর্যকেই বলা উচিত। ফলকথা, অজ একপাদ সূর্যেরই এক নাম।

অজ শব্দের আর এক অর্থ ছাগ। সূর্যের মূর্ত্যন্তর পূষার বাহন ছাগ কেন, তিনি কেন অজাশ্ব তার উত্তর এখান থেকে পাওয়া যেতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও এ বিষয়ে আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন। Bloomfield এবং Victor Henry অজ একপাদকে সূর্যরূপেই গ্রহণ করেছেন। Hardy মনে করেন, ইনি চন্দ্র। ম্যাক্‌ডোনেলের অনুমান ইনি বিদ্যুৎ। ম্যাক্‌ডোনেল লিখেছেন, "**If another conjecture may be added, the name meaning one footed god was originally a figurative designation of lightning the goat alluding to its agile swiftness in the cloud-mountains, and the one foot to the single treak which strikes the earth**"[৪]

অগ্নি, সূর্য, বিদ্যুৎ যাই বলি অজ একপাদ সূর্যাগ্নিরই আর একটি কবিকল্পিত নাম। মহাভারতে একাধিক স্থানে অজৈকপাদ এবং অহির্বুধ্ন্য রুদ্রের নাম।[৫] এই দুই দেবতা অষ্টবসুরও অন্যতম।[৬]

৩ অথর্ব—১১।৪।২১ ৪ Vedic Mythology—page 74

৫ আদিপর্ব—৬৬।৩৫, ১।৬৪ অনুশাসন পর্ব—১৫০।১৭-১৮ ৬ শান্তিপর্ব—২০৮।২০

অদিতি ও আদিত্য

আদিত্য অদিতির পুত্র। কেবল আদিত্য নন—সকল দেবতারই তিনি জননী। কোন কোন ঋকে তিনি মিত্র ও বরুণের জননী।

তা মাতা বিশ্ববেদসা স্বর্যায় প্রমহসা।
মহী জজনাদিতির্ঋতাবরী।[১]

—মহতী সত্যবতী অদিতি, সর্বধনবিশিষ্ট ও তেজস্বী, সেই মিত্র ও বরুণকে অসূর্য তেজের জন্য উৎপাদন করিয়াছেন।[২]

"বিশ্বস্মানো অদিতিঃ পাত্বংহসো মাতা মিত্রস্য বরুণস্য রেবতঃ।"[৩]

—ধনশালী মিত্র ও বরুণের জননী অদিতি দেবী তাবৎ পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।[৪]

"যুবোর্হি মাতাদিতির্বিচেতসা।"[৫]

—হে বিশিষ্টজ্ঞান সম্পন্নমিত্র ও বরুণ অদিতি তোমাদের মাতা।[৬]

মিত্র-বরুণ ছাড়া অর্যমারও জননী অদিতি, তিনি সুখদাত্রী।

অদিতির্ন উরুষ্যত্বদিতিঃ শর্মযচ্ছতু।
মাতা মিত্রস্য রেবততোঽর্যম্ণো বরুণস্য চানেহসঃ···॥[৭]

—অদিতি আমাদিগকে রক্ষা করুন, অদিতি আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন। তিনি মিত্র, বরুণ ও অর্যমার মাতা।[৮]

দেবজননী অদিতি বিশ্বজগতের জননী—তিনিই অগ্নি বা সূর্যের মতই বিশ্বব্যাপিনী:

অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা
স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বেদেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা
অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্॥[৯]

---

১ ঋগ্বেদ—৮।২৫।৩ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১০।৩৬।৩
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—১০।১৩২।৬ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—৮।৪৭।৯ ৮ অনুবাদ—তদেব ৯ ঋগ্বেদ—১।৮৯।১০ ; শুক্ল যজুঃ—২৫।২৩

অদিতি দ্যুলোক, অদিতি স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ। তিনিই মাতা (জগতের জননী), তিনিই (জগতের) পিতা, তিনিই পুত্র। সকল দেবতাই অদিতি, তিনিই পঞ্চজন (নিষাদ্ ও চারিবর্ণ, অথবা গন্ধর্বগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, অসুরগণ ও রক্ষোগণ -- সায়ন)।

এখানে সায়নাচার্য অদিতি শব্দের অর্থ করেছেন– অখণ্ড পৃথিবী বা দেবমাতা —"অদিতিরখণ্ডনীয়া বা পৃথিবী দেবমাতা বা।"

ঋগ্বেদের অপর একটি ঋকে আছে :

যথা নো অদিতিঃ করৎ পশ্বে নৃভ্যো যথা গবে
যথা তোকায় রুদ্রিয়ম্ ॥[১০]

—অদিতি আমাদের মহিষাদি পশু, ভৃত্যাদি পুরুষ, গাভী, পুত্রাদির মঙ্গলের জন্য রুদ্রসম্পর্কিত ওষধি (ভেষজ) দান করুন।[১১]

এই মন্ত্রে অদিতিকে ভূমি বলেই মনে হয়। সায়নাচার্যও লিখেছেন, অদিতি-ভূর্মির্নোঽস্মাকং রুদ্রিয়ং রুদ্রসম্বন্ধি ভেষজং যথা যেন প্রকারেণসিধ্যতি করৎ।" ভেষজ কামনা করাই স্বাভাবিক, ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে (১।৮৯।৪) পৃথিবীর নিকট থেকেই ভেষজ কামনা করা হয়েছে। অপর একটি ঋকে অদিতির ক্ষিতিরূপতা আরও স্পষ্ট :

জ্যোতিষ্মতীমদিতিং ধারয়ৎ ক্ষিতিং সর্বতীমাসচেতে
দিবে দিবে জাগৃবাংসো দিবে দিবে।
জোতিষ্মৎ ক্ষত্রমাসাতে আদিত্যা দামুনস্পতী
মিত্রস্তয়োর্বরুণো যাতযজ্জনোর্যমা যাতযজ্জনঃ ॥[১২]

—যজমান জ্যোতিষ্মতী স্বর্গকরী অদিতিকে (বেদী) স্বয়ং নির্মাণ করেছেন, ক্ষিতি (মৃন্ময়ী-বেদী) সম্পূর্ণ করেছেন। প্রতিদিন জাগ্রত থেকে তোমরা ক্ষাত্র-তেজ লাভ কর। অদিতির পুত্র শ্রেষ্ঠ দানশীল মিত্র ও বরুণ সকলকে স্ব স্বভাবে প্রেরণ করেন, অর্যমাও সর্বপ্রাণীকে স্বকার্যে প্রেরণ করেন।

এই ঋকের ভাষ্যে সায়নাচার্য অদিতি সম্পর্কে লিখেছেন, "জ্যোতিষ্মতীং আহবনীয়াগ্নেস্তেজোযুক্তাং অদিতিং অদীনাং সম্পূর্ণলক্ষণাং ক্ষিতিং অগ্নের্বাসযোগ্যাং ভূমিং…।"

—অদিতি শব্দের অর্থ অদীনা অর্থাৎ সম্পূর্ণলক্ষণযুক্তা (নিখুঁৎভাবে সম্পাদিত

১০ ঋগ্বেদ—১।৪৩।২ ১১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ১২ ঋগ্বেদ—১।১৩৬।৩

বেদী), ক্ষিতি শব্দে বোঝায় অগ্নির বাসযোগ্য ভূমি, জ্যোতিষ্মতী অদিতি কথার অর্থাৎ তাৎপর্য আহবনীয় অগ্নির তেজের দ্বারা দীপ্তিমতী।

কৃষ্ণযজুর্বেদ পৃথিবীকেই অদিতি বলেছেন,—"বাজস্য নু প্রসবে মাতরং মহীমদিতিং নাম বচসা করামহে।"[১৩] —অন্নের উৎপত্তিভূতা জননী মহী অদিতিকে স্তুতি করি।

এখানেও ভাষ্যকার মহী অর্থে লিখেছেন, "বেদীরূপাং পৃথিবীম্।"

আদিত্য সূর্য। সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন। যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হয় যে মৃন্ময়ী বেদীতে সেই মৃন্ময়ী-বেদী অগ্নি বা অগ্নির অপর মূর্তি সূর্যের জননী হবেন, এটাইত সঙ্গত।

যাস্ক বলেছেন আদিত্য শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে, "আদিত্যঃ কস্মাদাদত্তে রসনাদত্তে ভাগং জ্যোতিষামাদীপ্তো ভাসেতি অদিতেঃ পুত্র ইতি বা।[১৪]—আ, দা ধাতু থেকে নিষ্পন্ন আদিত্য শব্দ পৃথিবীর রস গ্রহণ করার জন্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি জ্যোতির্ময় পদার্থের দীপ্তি গ্রহণ করার জন্য আদিত্য; অথবা আ, দীপ্ ধাতু নিষ্পন্ন আবৃত হওয়া অর্থে স্বীয় দীপ্তিতে আবৃত বলে আদিত্য, অথবা অদিতির পুত্র বলে আদিত্য।

শতপথ ব্রাহ্মণেও পৃথিবীকে অদিতি বলা হয়েছে:

"ইয়ং বাঽদিতির্মহী।"[১৫]—এই পৃথিবীই অদিতি।

"ইয়ং হ্যেবাদিতিঃ।"[১৬]—এই পৃথিবীই অদিতি।

"ইয়ং বৈ দেব্যদিতির্বিশ্বরূপী।"[১৭]—এই বিশ্বরূপী পৃথিবীটাই অদিতি।

এই মতানুসারে নিঘণ্টুকারও লিখেছেন, "অদিতি ইতি পৃথিবী নাম।"[১৮]

কিন্তু ঋগ্বেদের কোন কোন মন্ত্রে পৃথিবী ও অদিতি পৃথক্ভাবে নির্দিষ্ট হওয়ায় পৃথিবী ও অদিতি মূলতঃ ভিন্ন বলেই বোধ হয়।

ইন্দ্রাগ্নী মিত্রাবরুণাদিতিং স্বঃ পৃথিবীং
দ্যাং মরুতঃ পর্বতাঁ অপঃ।
হুবে বিষ্ণুং পূষণং ব্রহ্মণস্পতিং ভগং নু
শংসং সবিতারমূতয়ে॥[১৯]

১৩ কৃঃ যজুঃ—১।১।৭।৭ ১৪ নিরুক্ত—২।১৩।২ ১৫ শতঃ ব্রাঃ—৬।৫।১।১০
১৬ তদেব—৩।২।৩।৬ ১৭ তৈঃ ব্রাঃ—১।৭।৬।৬ ১৮ নিঘণ্টু—১।১
১৯ ঋগ্বেদ—৫।৪৬।৩

—আমি রক্ষার নিমিত্ত ইন্দ্র ও অগ্নি, মিত্র ও বরুণ, অদিতি, সূর্য, পৃথিবী, স্বর্গ, মরুৎগণ, মেঘসকল, বারিরাশি, বিষ্ণু, পূষা, ব্রহ্মণস্পতি ও সবিতাকে আহ্বান করিতেছি।[২০]

দ্যৌষ্পিতঃ পৃথিবি মাতরধ্রুগগ্নে ভ্রাতর্ব

স বো মৃলতা নঃ।

বিশ্ব আদিত্যা অদিতে সজোষা অস্মভ্যং

শর্ম বহুলং বি যন্ত ॥[২১]

—হে জনক স্বর্গ, জননী পৃথিবী, ভ্রাতা অগ্নি ও বসুগণ! তোমরা আমাদিগকে সুখী কর। হে অদিতিপুত্রগণ ও অদিতি! তোমরা সমবেত হইয়া আমাদিগকে সমধিক সুখ প্রদান কর।[২২]

কৃষ্ণযজুর্বেদ (৬।৫।৬) অদিতির পুত্রকামনা এবং পুত্রলাভের বিবরণ আছে। "অদিতিঃ পুত্রকামা সাধ্যেভ্যো দেবেভ্যো ব্রহ্মৌদনমপচত্তস্যা উচ্ছেষণমদদুস্তং প্রশ্নাৎ সারেতোঽধত্ত তস্যৈ চত্বার আদিত্যা অজায়ন্ত......।"

—অদিতি পুত্রকামনায় সাধ্য দেবতাদের জন্য অন্ন পাক করে প্রথমে পেলেন চার পুত্র, দ্বিতীয় বারে অনুরূপ প্রক্রিয়ায় পেলেন মার্তণ্ড নামক আদিত্যকে, তৃতীয় বারে তিনি লাভ করবেন বিবস্বান্ নামক আদিত্যকে।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৭ সূক্তের ১ম ঋকে ছয়জন আদিত্য বা আদিত্যপুত্রের নাম উল্লিখিত হয়েছে :

ইমা গির আদিত্যেভ্যো ঘৃতস্নূঃ সনাদ্রাজভ্যো জুহ্বা জুহোমি।

শৃণোতু মিত্র অর্যমা ভগো নস্ত বিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ ॥

— আমি জুহূ দ্বারা সর্বদা শোভমান আদিত্যগণের উদ্দেশে ঘৃতস্রাবী স্তুতি অর্পণ করিতেছি। মিত্র, অর্যমা, ভগ, বহুব্যাপী বরুণ, দক্ষ ও অংশ আমার স্তুতি শ্রবণ করুন।[২৩]

এখানে ছয়জন আদিত্যের নাম মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। উক্ত সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে মিত্র, অর্যমা ও বরুণ এই তিন আদিত্যের নাম আছে। ঋগ্বেদেরই ৯।১১৪।৩ ঋকে সাতজন আদিত্যের উল্লেখ পাই : "দেবা আদিত্যা যে

---

২০ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২১ তদেব—৬।৫১।৫ ২২ তদেব

২৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

সপ্ত তেভিঃ সোমাভি রক্ষ ন।"—হে সোম যে সাতজন আদিত্যদেব, তাঁদের সঙ্গে তুমি আমাদের রক্ষা কর।

অপর একটি সূক্তে অদিতির আট পুত্রের উল্লেখ আছে। এই আটজনের মধ্যে মার্তণ্ড নামে এক আদিত্যকে অদিতি পরিত্যাগ করেছিলেন।

অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতের্য জাত স্তন্বস্পরি।
দেবাঁ উপপ্রৈৎ সপ্তভিঃ পরা মার্তাংডমাস্যাৎ॥
সপ্তভিঃ পুত্রৈরদিতিরুপ প্রৈৎ পূর্ব্যং যুগং।
প্রজায়ৈ মৃত্যবে ত্বৎ পুনর্মার্ত্যংডমাভবৎ॥[২৪]

—অদিতির দেহ হইতে আট পুত্র জন্মিয়াছিলেন, তিনি তন্মধ্যে সাতটি লইয়া দেবলোকে গেলেন, কিন্তু মার্তণ্ড নামক পুত্রকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পূর্বকালে অদিতি সপ্তপুত্র লইয়া চলিয়া গেলেন। আর মার্তণ্ডকে জন্মের জন্য ও মৃত্যুর জন্য প্রসব করিলেন।[২৫]

ঋগ্বেদের (৮।৩৫।১) ঋকে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ ও বিষ্ণুকে আদিত্যগণের থেকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্দ্র, বরুণ ও বিষ্ণু এখনও অদিত্যগণের মধ্যে স্থান দখল করতে পারেন নি। কিন্তু (৮।৮৫।৪) ঋকে ইন্দ্র ও বরুণ আদিত্যনামে অভিহিত হয়েছেন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আটজন আদিত্যের নাম উল্লিখিত আছে—ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান্।

এই আটজনের মধ্যে অষ্টম আদিত্য বা বিবস্বান্ই আমাদের প্রত্যক্ষগম্য সূর্য,—যিনি প্রতিদিন উদয়-অস্তের মধ্য দিয়ে জন্ম ও মৃত্যু লাভ করেন।

বলা বাহুল্য, এই আটজন আদিত্য সূর্যেরই বিভিন্ন রূপ বা অবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রখ্যাত বেদ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী লিখেছেন, "উষোদয়ের পরেই প্রাতঃকাল। ইহাকেই অরুণোদয় কাল কহে। প্রাতঃকালের পরই ভগোদয় কাল অর্থাৎ অরুণোদয়ের পরই যখন সূর্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে, ভগ সেই কালের সূর্য। যে পর্যন্ত সূর্যের তেজ অত্যুগ্র না হয়, তাবৎ তাদৃশ স্বল্পতেজা সূর্যকে পূষা কহে, অর্থাৎ পূষা ভগোদয়ের পরকালবর্তী সূর্য। পূষোদয়ের পরই অর্কোদয় কাল, ইহার পরই মধ্যাহ্ন। এই কালের সূর্যকে অর্ক বা

---

২৪ ঋগ্বেদ—১০।৭২।৮-৯ ২৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

অর্যমা বলে। এই অর্যমার অন্তেই পূর্বাহ্ণ শেষ হয়। মধ্যাহ্নকালের সূর্যকে বিষ্ণু বলে।"

শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাস বা দ্বাদশ মাসের সূর্য, "কতমে আদিত্যা ইতি। দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরস্য এতে আদিত্যাঃ।"[২৬]

বৃহদ্দেবতায় মরীচিনন্দন কশ্যপের ত্রয়োদশ দক্ষকন্যার গর্ভে দেবাসুর প্রভৃতির জন্ম ও অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের জন্মপ্রসংগ উল্লিখিত আছে।

প্রজাপত্যো মরীচির্হি মারীচঃ কশ্যপোঽভবৎ।
তস্য দেব্যোঽভবঞ্জায়া দাক্ষায়ণ্যস্ত্রয়োদশ॥
অদিতির্দিতির্দনুঃ কালা দনায়ুঃ সিংহিকা মুনিঃ॥
ক্রোধবশা বরিষ্ঠা চ সুরভির্বিনতা তথা।
কদ্রুশ্চৈবেতি দুহিতৄঃ কশ্যপায় দদৌ স চ॥
তাসু দেবাসুরাশ্চৈব গন্ধর্বোরগরাক্ষসাঃ।
বয়াংসি চ পিশাচাশ্চ জজ্ঞিরেঽন্যাশ্চ জাতয়ঃ॥
তত্রৈকা ত্বদিতির্দেবী দ্বাদশাজনয়ৎ সুতান্।
ভগশ্চৈবার্যমাংশো মিত্রোবরুণ এব চ॥
ধাতা চৈব বিধাতা চ বিবস্বাংশ্চ মহাদ্যুতিঃ।
ত্বষ্টা পুষা তথৈবেন্দ্রো দ্বাদশো বিষ্ণুরুচ্যতে।[২৭]

—প্রজাপতি নন্দন মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ। ত্রয়োদশ দক্ষকন্যা তাঁর পত্নী। অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধবশা, বরিষ্ঠা, সুরভি, বিনতা, কদ্রু প্রভৃতি কন্যাদের দক্ষ কশ্যপকে প্রদান করেছিলেন। তাঁদের গর্ভে দেব, অসুর, গন্ধর্ব, উরগ, রাক্ষস, পক্ষী, পিশাচ এবং অন্যান্য জাতি জন্মগ্রহণ করে। একা অদিতি দ্বাদশ পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। ভগ, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, ধাতা, বিধাতা, বিবস্বান্, মহাদ্যুতি, ত্বষ্টা, পূষা এবং ইন্দ্র দ্বাদশ বিষ্ণু নামে পরিচিত।

এই তালিকায় দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ বিষ্ণু নামে অভিহিত। বিষ্ণু ও সূর্য একই দেবতা। মহাদ্যুতি শব্দটিকে বিবস্বানের বিশেষণরূপে গ্রহণ করলে বিষ্ণুকেও দ্বাদশ আদিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে আদিত্যের সংখ্যা একুশ, "একবিংশো বা ইতোঽসাবাদিত্যো

২৬ শতপথ ব্রাঃ—১১।৬।৮৩ ২৭ বৃহদ্দেবতা—৫।১২৫-১৩০

দ্বাদশ মাসা পঞ্চর্তবস্ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য[২৮] একবিংশ…।" —দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু, তিনলোক এবং এই সূর্য এই মিলে একুশ আদিত্য।

দ্বাদশ মাস অর্থে যেমন দ্বাদশ মাসের সূর্য, তেমনি পঞ্চঋতু অর্থেও পঞ্চঋতুর সূর্য। ত্রিলোক অর্থে দ্যুলোকের সূর্য, অন্তরীক্ষ লোকের বিদ্যুৎ ও পৃথিবীর অগ্নি। এই হিসাবে একবিংশ আদিত্য ও সূর্যের বা সূর্যাগ্নির ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ অর্যমা যে সূর্য ভিন্ন কেউ নন, এ সত্য স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন,—"যদাহুরর্যম্নঃ পন্থা ইত্যেষবাব দেবযানঃ পন্থাঃ।"[২৯]—অর্যমার যে পথ সেই পথই দেবযান।

সায়নাচার্য মন্ত্রটির ভাষ্যে লিখেছেন, "যদর্যম্নঃ আদিত্যমূর্তিভেদস্তস্য পন্থা অয়মিত্যাহুঃ। স এষ খলু দেবযানঃ পন্থা।"—অর্যমা আদিত্যের মূর্তিভেদ। সেই অর্যমার এই পথ,—এইকথা বলা হয়েছে। সেই পথই দেবযানের পথ—অর্থাৎ দেবলোকে গমনের পথ।

উক্ত ব্রাহ্মণে আরও বলা হয়েছে,—"তস্মাদেষোঽরুণতম ইব দিব উপদৃশেঽরুণতম ইব হি পন্থাঃ।"[৩০]—সেইজন্য অর্যমাকে অরুণতম দেখায়, সুতরাং অর্যমার পথ অরুণতম অর্থাৎ রক্তবর্ণ।

আচার্য সায়ন আরও স্পষ্টভাষায় বলেছেন, "দেবযানমার্গস্থার্চিরাদিত্যরূপত্বাত্তেন গতোঽর্যমা সোঽরুণতমো ভবতি।"—(অস্যার্থ) দেবযানমার্গের কিরণ (আলোক) আদিত্যরূপী হওয়ায় ঐ পথে গমনকারী অর্যমাকে আকাশে অরুণতম দেখায়। সুতরাং প্রাতঃকালীন আদিত্য অর্যমা অরুণতম হয়।

সুতরাং তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ অনুসারে সায়নাচার্যের মতে প্রাতঃকালীন রক্তবর্ণ সূর্যই অর্যমা।

মহাভারতেও দ্বাদশ আদিত্যের নাম ঘোষিত হয়েছে:

ধাতার্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণাংশো ভগস্তথা।
ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ ত্বষ্টা চ সবিতা তথা॥
পর্জন্যশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ আদিত্যা দ্বাদশাঃ স্মৃতাঃ।[৩১]

—ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুন, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, পর্জন্য ও বিষ্ণু দ্বাদশ আদিত্য। বিষ্ণুপুরাণে আদিত্যের তালিকায় এই নামগুলি কিছুটা পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যায়।

২৮ তাণ্ড্যমহা ব্রাঃ—২১।৪।৭ ২৯ তদেব—২৫।১২।৩ ৩০ তাণ্ড্যমহা ব্রাঃ—২৫।১২।৫
৩১ মহাঃ আদিপর্ব—১২১ অঃ

তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব হি।
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ।
অংশো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশাঃ স্মৃতাঃ ॥[৩২]

এই তালিকায় বিষ্ণু, শক্র (ইন্দ্র), বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ ও ভগ—এই আটজন আদিত্যের নাম আছে।

পদ্মপুরাণেও অনুরূপ তালিকা আছে :

অদিতিঃ কশ্যপাজ্জজ্ঞে আদিত্যান্ দ্বাদশৈব হি।
ইন্দ্রো বিষ্ণুর্ভগস্তষ্টা বরুণোঽংশোঽযমা রবিঃ ॥
পূষা মিত্রশ্চ বরদো ধাতা পর্জন্য এব হি।
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যা বরিষ্ঠা স্ত্রিদিবৌকসাম্ ॥[৩৩]

এই তালিকায় বিবস্বান্ এবং বিধাতার পরিবর্তে বরদ ও রবি এই দুটি নতুন নাম সংযুক্ত হয়েছে। রবি ত সূর্যেরই একটি প্রসিদ্ধ নাম।

স্কন্দপুরাণে দ্বাদশ আদিত্যের নাম উল্লিখিত আছে। দ্বাদশ আদিত্য যে সূর্যেরই অংশ বা রূপভেদ সে কথাও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে একটি উপাখ্যানের মাধ্যমে। কশ্যপনন্দন দ্বাদশ আদিত্য ভাস্করের (সূর্য) পদলাভের জন্য নর্মদানদীর তীরে সিদ্ধেশ্বর নামক স্থানে উগ্র তপস্যায় নিরত হয়েছিলেন। এই তপস্যায় তাঁরা সিদ্ধিলাভ করলেন এবং আদিত্যগণ নিজ নিজ অংশ দ্বারা নির্মিত দিবাকরকে স্থাপিত করলেন।

অদিতের্দাদশাদিত্যা জাতাঃ শক্রপুরোগমাঃ।
ইন্দ্রো ধাতা ভগস্তষ্টা মিত্রোঽথ বরুণোঽর্যমা ॥
বিবস্বান্ সবিতা পূষা হ্যংশুমান্ বিষ্ণুরেব চ।
ত ইমে দ্বাদশাদিত্যা ইচ্ছন্তো ভাস্করং পদম্ ॥
নর্মদাতটমাশ্রিত্য তপস্যগ্রে ব্যবস্থিতাঃ।
সিদ্ধেশ্বরে মহারাজ কাশ্যপেয়ৈর্মহাত্মভিঃ ॥
পরাসিদ্ধিরনুপ্রাপ্তা দ্বাদশাদিত্যসংজ্ঞিতৈঃ।
স্থাপিতশ্চ জগদ্ধাতা তস্মিংস্তীর্থে দিবাকরঃ ॥
স্বকীয়াংশ বিভাগেন দ্বাদশাদিত্যসংজ্ঞিতৈঃ।[৩৪]

---

৩২ বিষ্ণুপুঃ—১।১৫।১৩০ ৩৩ পদ্মপুঃ সৃষ্টিখণ্ড—৪০।১০০-১০১

৩৪ স্কন্দপুঃ, রেবাখণ্ড—১৯১।৭-১১

স্কন্দপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে দ্বাদশাদিত্যের এই তালিকাটিই পাই। এই দুই তালিকাতেই অংশ স্থলে অংশুমান্ নাম উল্লিখিত হয়েছে। অংশু শব্দের অর্থ কিরণ, সুতরাং অংশুমান্ কিরণমালী সূর্য। পদ্মপুরাণে আদিত্যগণকে সহস্রকিরণ বলা হয়েছে :

এতে সহস্রকিরণা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।[৩৫]

বেদে-পুরাণে সর্বত্রই সূর্য সহস্রাংশু, সহস্রাক্ষ ও সহস্রশৃঙ্গ। আচার্য যোগেশ-চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন, "সূর্য এক। কিন্তু তিনি কভু বিষ্ণু, কভু ইন্দ্র, কভু দক্ষ, কভু ঋতুপতি আদিত্য। যখন তাঁহার বার্ষিকগতি ধ্যান করি, তখন তিনি বিষ্ণু। যখন তিনি উত্তরায়ণ সমাপ্ত করিয়া বর্ষা ঋতু আনয়ন করেন, তখন তিনি ইন্দ্র। যখন তিনি দিবারাত্র সমান করেন, তখন তিনি দক্ষ। আর যখন তিনি এক এক ঋতুর কর্তা তখন তিনি ঋতুপতি আদিত্য। ঋতুগণের অধিপতি-গণই প্রধানতঃ আদিত্য নামে অভিহিত হইতেন। সূর্যই ঋতুবিধান করিতেছেন।...

বৎসরে তিন ঋতু ধরিলে আদিত্য তিন, চারি ধরিলে আদিত্য চারি, পাঁচ ঋতু ধরিলে আদিত্য পাঁচ এবং ছয় ঋতু ধরিলে আদিত্য ছয়। চারি ঋতু ধরিলে—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ। পাঁচ ঋতু ধরিলে—শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত...।"[৩৬]

কূর্মপুরাণানুসারে এক এক মাসে সূর্যের এক এক নাম—মাঘমাসের সূর্য বরুণ, ফাল্গুনে পূষা, চৈত্রে অংশু (বা অংশ), বৈশাখে ধাতা, জ্যৈষ্ঠে ইন্দ্র, আষাঢ়ে রবি, শ্রাবণে বিবস্বান্, ভাদ্রে ভগ, আশ্বিনে পর্জন্য, কার্তিকে ত্বষ্টা, অগ্রহায়ণে মিত্র, পৌষে বিষ্ণু।

বরুণো মাঘমাসে তু সূর্যঃ পূষা তু ফাল্গুনে।
চৈত্রে মাসি ভবেদংশুর্ধাতা বৈশাখ তাপনঃ॥
জ্যৈষ্ঠে মাসি ভবেদিন্দ্রঃ আষাঢ়ে তপতি রবিঃ।
বিবস্বান্ শ্রাবণে মাসি প্রোষ্ঠপদ্যাং ভগঃ স্মৃতঃ॥
পর্জন্যশ্চাশ্বিনে মাসি ত্বষ্টা কার্তিকে ভাস্করঃ।
মার্গশীর্ষে ভবেন্মিত্রঃ পৌষে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥[৩৭]

কূর্মপুরাণে দ্বাদশাদিত্যের তালিকায় এই নামগুলিই আর একস্থানে দেওয়া হয়েছে :

৩৫ পদ্মঃ সৃষ্টিখণ্ড- ৫।৩৭ ৩৬ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল ; ১০ম প্রকরণ, পৃঃ—৮৮

৩৭ কূর্মপুঃ, পূর্বভাগ—৪২।১৯ ২১

ধাত্রর্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণঃ শক্র এব চ।
বিবস্বানথ পূষা চ পর্জন্যশ্চাংশুরেব চ ॥[৩৮]

বরাহপুরাণে কশ্যপের পুত্র দ্বাদশ আদিত্যের নাম কথিত হয়েছে এবং স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাসের সূর্য; এবং সংবৎসরের অধিপতি যে হরি তিনিও বৎসরের কর্তা সূর্য। এই আদিত্যগণই নারায়ণাত্মক তেজ বিশিষ্ট।

তস্য পুত্রা বভূবুর্হি আদিত্যা দ্বাদশপ্রভো।
নারায়ণাত্মকং তেজো দ্বাদশ সুপ্রকীর্তিতম্ ॥
তে তে মাসাস্ত আদিত্যাঃ স্বয়ং সংবৎসরোহরিঃ।
এবং তে দ্বাদশাদিত্যা মার্তণ্ডশ্চ প্রতাপবান্ ॥[৩৯]

দ্বাদশ আদিত্য যে সূর্যেরই ভিন্ন সময়ের বা ভিন্ন অবস্থার নাম, এ সত্য দ্বিধাহীনভাবে স্বীকৃত হয়েছে কূর্মপুরাণে—

য এতে দ্বাদশাদিত্যা আগতা যজ্ঞভাগিনঃ।
সর্বে সূর্য ইতি খ্যাতা ন হ্যন্যো বিদ্যতে রবিঃ ॥[৪০]

—যজ্ঞভাগী সমাগত দ্বাদশ আদিত্য সকলেই সূর্য নামে পরিচিত, অন্য কোন রবি নেই।

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে সূর্যের সাধারণ দ্বাদশটি নাম উল্লিখিত হয়েছে :

আদিত্যঃ সবিতা সূর্যো মিহিরোঽর্কঃ প্রতাপনঃ।
মার্তণ্ডো ভাস্করো ভানুশ্চিত্রভানুর্দিবাকরঃ ॥
রবির্দ্বাদশনামৈবং জ্ঞেয়ঃ সামান্যনামভিঃ।[৪১]

কিন্তু সূর্যের আরও দ্বাদশটি বিশেষ নাম এখানে কথিত হয়েছে। এই বিশেষ নামগুলি দ্বাদশ মাসের অধিপতি একই সূর্যের দ্বাদশ নাম।

বিষ্ণুর্ধাতা ভগঃ পূষা মিত্রোঽংশুর্বরুণোঽর্যমা ॥
ইন্দ্রো বিবস্বান্ ত্বষ্টা চ পর্জন্যো দ্বাদশ স্মৃতঃ।
তে দ্বাদশাদিত্যাঃ পৃথক্ত্বেন প্রকীর্তিতাঃ ॥[৪২]

এই দ্বাদশ সূর্য বা আদিত্য যে দ্বাদশ মাসের অধিপতি সূর্যের নাম, তাও পুরাণকার সবিস্তারে বলতে দ্বিধা করেন নি।

৩৮ তদেব—৪১।২ ৩৯ বরাহ—২।০৪-৫ ৪০ কূর্ম:, পূর্বভাগ—৪৪।১৭
৪১ প্রভাসখণ্ড—১০১।৫৯ ৬০ ৪২ স্কন্দপু:, প্রভাসখণ্ড—১০১।৬০ ৬১

উত্তিষ্ঠন্তি সদা হ্যেতে মাসৈর্দ্বাদশভিঃ ক্রমাৎ।
বিষ্ণুস্তপতি বৈ চৈত্রে বৈশাখে চার্য্যমা সদা॥
বিবস্বান্ জ্যৈষ্ঠমাসে তু আষাঢ়ে চাংশুমাংস্তথা।
পর্জন্যঃ শ্রাবণে মাসি বরুণঃ প্রোষ্ঠসংজ্ঞিকে॥
ইন্দ্রশ্চাশ্বযুজে মাসি ধাতা তপতি কার্ত্তিকে।
মার্গশীর্ষে তথা মিত্রঃ পৌষে পূষা দিবাকরঃ॥
মাঘে ভগস্তু বিজ্ঞেয়স্ত্বষ্টা তপতি ফাল্গুনে।
শতৈর্দ্বাদশভির্বিষ্ণু রশ্মীনাং দীপ্যতে সদা॥
দীপ্যতে গো সহস্রেণ শতৈশ্চ ত্রিভিরর্য্যমা॥[৪৩]

—ক্রমান্বয়ে আদিত্যগণ দ্বাদশমাসে উদিত হন। বিষ্ণু চৈত্রমাসে তাপ দেন, বৈশাখে অর্যমা, জ্যৈষ্ঠ মাসে বিবস্বান্, আষাঢ়ে অংশুমান, শ্রাবণ মাসে পর্জন্যঃ, ভাদ্রপদে বরুণ, আশ্বিন মাসে ইন্দ্র, কার্তিকে ধাতা তাপ দেন, অগ্রহায়ণ মাসে মিত্র, পৌষে দিবাকর পূষা হন, মাঘ মাসে তিনি ভগ, ফাল্গুণে ত্বষ্টা তাপ দেন। বিষ্ণু দ্বাদশমাসের অধিপতি হয়ে কিরণ সমূহের দ্বারা দীপ্ত হন। অর্যমা তিনশত সহস্র অর্থাৎ তিন লক্ষ কিরণের দ্বারা প্রদীপ্ত।

পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী দ্বাদশ আদিত্যের একটা ভিন্নতর ব্যাখ্যার বিষয়ও উল্লেখ করেছেন। এই ব্যাখ্যায় দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ রাশি আবার দ্বাদশ মাসের সূর্য্যও। "মতান্তরে আবার দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ রাশিরূপেও পরিকল্পিত হয়। কল্পান্তরে সূর্যপত্নী সংজ্ঞা আদিত্যের তেজঃ সহনে অসমর্থা হইলে তৎ পিতা বিশ্বকর্মা সূর্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করেন। সেই দ্বাদশ খণ্ড বার মাসে বিভিন্ন নামে উদিত হন। যথা—

অরুণো মাঘমাসি তু সূর্যো বৈ ফাল্গুনে যথা।
চৈত্রে মাসি চ বেদজ্ঞো বৈশাখে তপনঃ স্মৃতঃ॥
জ্যৈষ্ঠে মাসি তপেদিন্দ্রঃ আষাঢ়ে তপতি রবিঃ।
গভস্তি শ্রাবণে মাসে যমো ভাদ্রপদে তথা॥
ইষে হিরণ্যরেতাশ্চ কার্তিকে চ দিবাকরঃ।
মার্গশীর্ষে তপেচ্চিত্রঃ পৌষে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ :
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ কাশ্যপেয়াঃ প্রকীর্তিতাঃ॥[৪৪]

---

৪৩ তদেব—১০।৬২-৬৬ ৪৪ দুর্গাদাস সম্পাদিত কৃষ্ণ যজুর্বেদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬২৬, পাদ টীকা।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও আদিত্যগণের স্বরূপ অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। একজন বলেন আদিত্যগণ মাসাধিপতি সূর্য। "In after times, the number was increased to twelve, as representing the Sun in the twelve months of the year."[৪৫]

F. W. Hopkins লিখেছেন যে, প্রথমে নামগুলি সূর্যের বিশেষণ ছিল, পরে এইগুলি পৃথক্ পৃথক্ দেবতার আকার নিয়েছে। "Vibhavasu is a common name of the Sun. Other synonyms Vivasvat, Rabi, Tapana, Arka, Bhaskara and Sabitri are indeed sons of Dyaus, but as the first two are epithets, the assertion simply shows how early epithets become persons."[৪৬]

Prof. Roth আদিত্যগণের স্বরূপ সম্পর্কে লিখেছেন, "In the highest heaven dwell and reign those gods who bear in common the name Adityas....According to this conception they were twelve Sun-gods, there being evident reference to the twelve months. But for the most ancient period we must hold fast to the primary significance of their names. They are inviolable, imperishable eternal things."[৪৭]

দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন গ্রন্থে দ্বাদশ আদিত্যের নামের পার্থক্য আছে, আদিত্যের সংখ্যারও তারতম্য আছে, আবার বিভিন্ন মাসের অধিপতি হিসাবে আদিত্যগণের নামের তারতম্য বিদ্যমান। কিন্তু এ বিষয়ে একটি কথা সর্বত্রই স্পষ্ট যে আদিত্যের সংখ্যা যতই হোক এবং যেমনই হোক তাঁদের নাম ও অবস্থান, তাঁরা সকলেই সূর্য বা সূর্যের অবস্থান্তর অথবা সূর্যাগ্নিরূপী তৈজসপদার্থ।

এক আদিত্যের নাম অংশ বা অংশু। ইনি কে? আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের অভিমত অনুসারে ইনিও সূর্য। "ঋগ্বেদের ঋষি ৩৬০ দিনে বৎসর গণিতেন বটে, কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে পরে অতিরিক্ত একমাস গণিতেন। সেই মাসের এক আদিত্য কল্পিত হইয়াছিলেন। বোধহয় তাঁহার নাম অংশ।"[৪৮] অংশ স্কন্দ কার্তিকেয়কে পাঁচটি পার্ষদ দান করেছিলেন।[৪৯]

৪৫ Classical Dictionary of Hindu Mythology—John Dowson, page 4

৪৬ Epic Mythology, page—831.

৪৭ Muir's translation of Roth, Oriental Sanskrit Text, vol., 49

৪৮ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, ১০ম প্রকরণ—পৃঃ ৮৯ ৪৯ মহাঃ শল্যপর্ব—৪৫।৩৩

মার্তণ্ডকে অদিতি পরিত্যাগ করেছিলেন। মহাভারতে এই বিষয়ে একটি গল্প আছে: অদিতি দেবতাদের জন্য অন্ন পাক করেছিলেন। এই অন্ন ভোজন করে দেবগণ অসুর বধ করবেন। ব্রত সমাপ্ত হলে বুধ ভিক্ষা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু দেবগণ অন্ন ভোজন করে ফেলেছেন। অদিতি ভিক্ষা দিতে পারলেন না। ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মরূপী বুধ অদিতিকে অভিশাপ দিলেন—অদিতির উদরে ব্যথা হবে। সূর্যের অন্ত নামে দ্বিতীয় জন্ম মাতা অদিতি কর্তৃক বিনষ্ট হয়েছিল। সেই বিবস্বান্ মার্তণ্ড নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। "প্রত্যাখ্যান ক্রুধিতেন বুধেন ব্রহ্মভূতেনাদিতিঃ শপ্তা অদিতেরুদরে ভবিষ্যতি ব্যথা বিবস্বতো দ্বিতীয়জন্মন্যন্তসংজ্ঞিতস্য অন্তং মাতুরদিত্যা মারিতঃ স মার্তণ্ডো বিবস্বানভবচ্ছ্রদ্ধদেবঃ।"[৫০] আচার্য যোগেশচন্দ্র মার্তণ্ডের স্বরূপ ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "এইরূপে ৩৬৬ দিনে বৎসর পাইলাম। এখানে একটু ভুল থাকিতেছে। বৎসরে ৩৬৫$\frac{1}{8}$ দিন না হইয়া $\frac{3}{8}$ দিন অনধিক ধরা হইতেছে। ৪০ বৎসরে $\frac{3}{8}\times৪০=৩০$ দিন অর্থাৎ একমাস অধিক দাঁড়াইবে। এই একমাস পরিত্যাগ না করিলে দিবস গণনার সহিত নক্ষত্রের উদয়ের ঐক্য হইবে না। এই অধিক মাসটির আর একটি আদিত্য উৎপন্ন হইলেই পরিত্যক্ত হইতেন। এই আদিত্যের নাম 'মার্তণ্ড' ছিল, এটি মৃত অণ্ড।"[৫১]

আচার্য রায়ের মতে আদিত্য ঋতুপতি। "অর্যমা বসন্ত ঋতুর, মিত্র গ্রীষ্ম ঋতুর, বরুণ বর্ষা ঋতুর, পূষা হেমন্ত ঋতুর (চারিমাস), সবিতা শীত ঋতুর আদিত্য। …বোধহয় ভগ শরৎ ঋতুর আদিত্য ছিলেন।"[৫২]

ভগ সম্বন্ধে ম্যাক্‌ডোনেল লিখেছেন, "The word (Bhaga) means dispenser, giver and appears to be used in this sense more than a score of times alternatively in several cases with the name of Savitri. The god is also regularly conceived in the Vedic hymns as a distributor of wealth,…Dawn is Bhaga's sister. Bhag's eyes are adorned with the Rays."[৫৩]

ঋগ্বেদের ১।১৩৬।২ ঋকের ভাষ্যে সায়ন বলেছেন সকল লোকের ভজনীয় বলেই সূর্য ভগ নামে পরিচিত।

'ভগ' শব্দের অর্থ ধন। ভজ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় যোগ করে ভগ শব্দ নিষ্পন্ন। "জনং ভগো গচ্ছতীতি বা বিজ্ঞায়তে, জনং গচ্ছতি আদিত্য উদয়েন।"[৫৪]

---

৫০ মহাঃ শান্তিপর্ব—৩৪২।৫৬ ৫১ বেদের দেবতা—পৃঃ ৮৯ ৫২ বেদের দেবতা—পৃঃ ৯০
৫৩ Vedic Mythology—page 45 ৫৪ নিরুক্ত—১২।১৪।৬

—ভগ মানুষকে প্রাপ্ত হন অথবা মানুষকে বিজ্ঞাপিত করেন। উদয়ের দ্বারা আদিত্যই মনুষ্যকে প্রাপ্ত হন।

নিরুক্তকারের এই বক্তব্যকে বিশদ করে পণ্ডিত অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "ভগ শব্দের অর্থ অনুদিত, কিন্তু জনং ভগো গচ্ছতি এই বাক্যে (মৈত্রা. সং. ১।৬।১২) ভগ শব্দে অনুদিত আদিত্যকে বুঝাইতেছে না, বুঝাইতেছে সূর্যরূপতাপন্ন ভগকে অর্থাৎ উদয়াবস্থ আদিত্যকে।"[৫৫]

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমীর মতে কৃষিকর্মের জনক যে সূর্য তিনিই ভগ। "ভগ শব্দ ঐশ্বর্যবাচক এবং কৃষিই সবপ্রকার ঐশ্বর্যের মূল। অতএব যে দেবতার অনুগ্রহে কৃষি সুফল হয়, তাঁহাকেই ভগ দেবতা কহা যায় (সূর্য)।"[৫৬]

শাস্ত্রকাররা সকলেই জানতেন যে এক আদিত্যই মূর্তিভেদে বহুত্ব লাভ করেছেন। ১।১৩৬।২ ঋকের ভাষ্যে সায়নাচার্য লিখেছেন, "যদ্যপি সূর্যস্যৈকত্বং তথাপি উপাধিভেদেন ভেদাৎ পৃথক্ স্তুতিঃ।" —যদিও সূর্য একই তথাপি উপাধিভেদে ভিন্ন প্রতীয়মান হওয়ায় পৃথক্ ভাবে স্তুতি করা হয়।

নিরুক্তকারও প্রকারান্তরে একই কথা বলেছেন, "এবমন্যাসামপি দেবতানামাদিত্যপ্রপদাঃ স্তুতয়ো ভবন্তি। তদ্ যথৈতন্মিত্রস্য বরুণস্যার্যমন্ণো দক্ষস্য ভগস্যাংশস্যেতি।"[৫৭] —অন্যান্য দেবতারাও আদিত্য নামে স্তুত হন, যেমন—মিত্র, বরুণ, দক্ষ, অর্যমা, ভগ এবং অংশ।

সূর্যের রথসারথি অরুণ। মহাভারতে অরুণ কশ্যপনন্দন বিনতার পুত্র,—গরুড়ের অগ্রজ।[৫৮] সূর্য-সারথি অরুণ সূর্যই,—অপর কেউ নন। শুক্ল যজুর্বেদে অরুণকে সূর্যরূপেই দেখতে পাই। "উক্ষা সমুদ্রো অরুণঃ সুপর্ণঃ পূর্বস্য যোনিং পিতুরাবিবেশ।"[৫৯] —বলবান সমুদ্রতুল্য অরুণ সুপর্ণ (পক্ষীরূপী) সূর্য পিতৃস্বরূপ আকাশের পূর্বভাগে স্বস্থানে আবির্ভূত হন।

অতএব যজুর্বেদ উদয়কালীন রক্তবর্ণ সূর্যকেই অরুণ বলে উল্লেখ করেছেন। সূর্যসারথি অরুণ যে সূর্যেরই একরূপ,—উদয়কালীন লোহিতবর্ণের সূর্য—সে কথা হপ্‌কিন্‌সও উল্লেখ করেছেন, "The sub-divided Sun includes the myth of Aruna, appointed to go before the Sun on his rising, thus protecting the world from excessive heat."[৬০]

---

৫৫ নিরুক্ত, ক. বি. ৫৬ গোভিল গৃহ্যসূত্রম্ পাদটীকা—পৃঃ ৩৪০
৫৭ ঐ ২।১৩।৪ ৫৮ আদিপর্ব—১৬ অঃ ৫৯ শুক্লযজুঃ—১৭।৬৯
৬০ Epic Mythology, page 84

সূর্য একই, কিন্তু অবস্থা ভেদে বা কাল ভেদে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন নাম। স্কন্দপুরাণ স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন যে, সূর্য একই ; বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাভেদে তাঁর রূপভেদ কল্পিত হয়েছে।

সূর্য এব ত্রিলোকস্য মূলং পরমদৈবতম্।
বসন্তে কপিলঃ সূর্যো গ্রীষ্মে কাঞ্চনসমপ্রভঃ।
শ্বেতবর্ণশ্চ বর্ষাসু পাণ্ডুঃ শরদি ভাস্করঃ॥
হেমন্তে তাম্রবর্ণস্তু শিশিরে লোহিতো রবিঃ।
এবং বর্ণবিশেষেণ ধ্যায়েৎ সূর্যং যথাক্রমম্॥[৬১]

—সূর্যই ত্রিলোকের মূলকারণ, শ্রেষ্ঠ দেবতা। বসন্তে তিনি কপিল বর্ণ, গ্রীষ্মে সুবর্ণের মত, বর্ষায় শ্বেত, শরতে তিনি পাণ্ডু, হেমন্তে তাম্রবর্ণ, শীতে লোহিত। এইভাবে বর্ণবিশেষ অনুসারে যথাক্রমে সূর্যকে ধ্যান করবে।

মহাভারতেও সূর্য এক।[৬২] একই সূর্যের ভিন্ন অবস্থা বা মূর্তিরূপী যে আদিত্যগণ, তাঁদের জননী অদিতি। এই অদিতি কে? মহাভারতে অদিতি দেবতাদের মাতা।[৬২ক] রামায়ণেও তিনি তেত্রিশ দেবতার জননী।

অদিত্যাং জজ্ঞিরে দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশদরিন্দম।
আদিত্যো বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ পরন্তপ॥[৬৩]

ধাতাও অদিতির পুত্র—"ধাতারমদিতির্যথা।"[৬৪]

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, অদিতি শব্দের এক অর্থ পৃথিবী। সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন হওয়ায় অদিতি পৃথিবীরূপিণী পার্থিব অগ্নির আধার হিসেবে আদিত্যের জননী,—এরূপ ব্যাখ্যা পূর্বে করা হয়েছে। কিন্তু দ্যুলোকস্থিত আদিত্য বা সূর্যের জননী পৃথিবীরূপিণী অদিতি এরূপ অর্থ সম্ভব নয়। কেউ কেউ অদিতি অর্থে আকাশও গ্রহণ করেছেন। John Dowson লিখেছেন, অদিতি অর্থে "free, unbounded, Infinity ; the boundless heaven as compared with the finite earth."[৬৫]

বিভিন্ন মনীষীর বক্তব্য অনুধাবন করলেই অদিতির স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। রমেশচন্দ্র দত্ত অদিতি শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন,

৬১ স্কন্দপুঃ, প্রভাস খণ্ড—১২৮।১৩-১৫ ৬২ মহাঃ বনপর্ব—১৩৪।৮ ৬২ক শল্যপর্ব—৪৫।১৩
৬৩ রামায়ণ, আরণ্যকাণ্ড—১৪।১৪-১৫ ৬৪ রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড—১৩।২২
৬৫ Classical Dictionary of Hindu Mythology.

"দিত ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে। যাহা অখণ্ড, অছিন্ন, অসীম তাহাই অদিতি। অতএব অদিতি অর্থে অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি। সুতরাং অদিতি সকল দেবের জনয়িত্রী, এবং যাস্ক তাঁহাকে 'আদিনা দেবমাতা' কহিয়াছেন। অসীমতার প্রথম আর্য নাম অদিতি।"[৬৬]

"অদিতি শব্দের অর্থ অসীম, অনন্ত। 'দিত' শব্দে সীমা, 'অদিত' যাহার সীমা নাই, অর্থাৎ সীমা রহিত।"[৬৭]

Maxmuller-এর মতে "Aditi means infinitude from dita, bound and a not, that is, not bound, not limited, absolute infinite."

Maxmuller অন্যত্র লিখেছেন, "Aditi an ancient god or goddess is in reality the earliest name invented to express the infinite; not the infinite as the result of a long process of abstract reasoning, but the visible Infinite, visible by the naked eye, the endless expanse beyond the sky."[৬৮]

দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণের মতে অদিতি শব্দের অর্থ সীমাহীন, অনন্ত। সুতরাং অসীম পৃথিবী বা অনন্ত আকাশ অদিতি শব্দের দ্বারা আভাসিত। সুতরাং অদিতি শব্দে অনন্ত আকাশ এই অর্থই সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু আমাদের মতে অদিতি শব্দে অসীম-অনন্ত শক্তিকে বোঝায়। অদিতি অনন্ত শক্তি; কিন্তু কিসের শক্তি? অদিতি তেজোরূপা শক্তি,—যে শক্তির নব নব প্রকাশ দ্যুলোকে আদিত্য বা সূর্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ, মর্তে অগ্নি। সেই অনন্ত তেজোময়ী-দীপ্তিময়ী শক্তিই দেবগণের জননী—আদিত্যগণের জননী অদিতি। Prof. Roth-এর ব্যাখ্যা এই অভিমতকেই সমর্থন করে। Roth লিখেছেন, "Aditi, Eternity or the Eternal is sustained by them. The eternal and inviolable element in which Adityas dwell and which forms their essence, is the celestial light. The Adityas, the gods of the light, do not therefore by any means coincide with any of the forms, in which light is manifested in the universe. They are neither the sun, nor the moon, nor stars, nor dawn but the

---

৬৬ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮, ১।১৪।৩ ঋকের টীকা।

৬৭ দুর্গাদাস লাহিড়ী—বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা, পৃঃ ১২০

৬৮ Maxmuler's Ṛgveda (Trans.), Vol. I (1869), p. 230

eternal sustainer of the luminous life which exists, as it were, behind these phenomena."[৬৯]

অদিতির এই চিৎশক্তিরূপতা প্রকাশিত হয়েছে ঐতরেয় আরণ্যকের একটি মন্ত্রে—অদিতির্হীদং সর্বং যদিদং কিং চ পিতা চ মাতা চ পুত্রশ্চ প্রজননং চ।[৭০]

ঋগ্বেদের একটি ঋকে অদিতিকে দক্ষের কন্যা এবং দক্ষকে অদিতির পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি ॥
অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ংত ভদ্রা অমৃত বংধবঃ ॥[৭১]

—অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবার অদিতি জন্মিলেন। হে দক্ষ! অদিতি যে জন্মিলেন, তিনি তোমার কন্যা। তাঁহার পশ্চাৎ দেবতারা জন্মিলেন, ইঁহারা কল্যাণমূর্তি ও অবিনাশী।[৭২]

দক্ষ আদিত্যগণের অন্যতম। আদিত্য সূর্য। অদিতি তেজোরূপা অনন্ত শক্তি অথবা আলোকময়ী চৈতন্যশক্তি। সূর্য এবং অদিতির সম্পর্কে এই বিরুদ্ধ সম্পর্ক কল্পনা তাই অবাস্তব বা অসম্ভব নয়। পুরাণে অদিতি দক্ষের কন্যা, কশ্যপের পত্নী এবং দেবগণের মাতা। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে (৩।২৭।৯) অগ্নিকে দক্ষতনয়ার পুত্র রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন হওয়ায় এখানেও বিরোধ হয় না। একটি মন্ত্রে (৮।২৯।১৬) কথিত হয়েছে যে—মিত্র, বরুণ, অর্যমা, নাসত্যদ্বয় এবং ভগ অগ্নির তেজে দীপ্ত হয়ে আলোক দান করেন। সুতরাং আদিত্যগণ অগ্নির রূপান্তর, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে স্পষ্টতঃই অগ্নিকে অদিতি বলা হয়েছে :

বিশ্বেষামদিতির্যজ্ঞিয়ানাং বিশ্বেষামদিতির্মনুষ্যাণাং।
অদিতির্দেবানামেব আবৃণানঃ সুমৃলীকো ভবতু জাতবেদাঃ ॥[৭৩]

—অগ্নি যজ্ঞীয় দেবতাদের অদিতি,—সমস্ত মনুষ্যগণের অদিতি (প্রাণস্বরূপা)। জাতবেদা অগ্নি স্তুতিকারিগণের পক্ষে সুখকর হোন।

অপর একটি মন্ত্রে অদিতি অগ্নির বিশেষণ : "অমূরঃ কবিরদিতির্বিবস্বান্"[৭৪] —বিবস্বান্ অগ্নি অমূঢ়, কবি এবং অদিতি।

---

৬৯ Roth, translated by Muir, O.S.T., vol. 49 ৭০ ঐতঃ আঃ—৩।১।৬
৭১ ঋগ্বেদ—১০।৭২।৪-৫ ৭২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৭৩ ঋগ্বেদ—৪।১।২০
৭৪ ঋগ্বেদ—৭।৯।৩

একস্থানে স্পষ্টরূপেই অগ্নিকে অদিতিরূপে সম্বোধন করা হয়েছে :

যস্মৈ ত্বং সুদ্রবিণো দদাশোহনাগাস্ত্বমদিতে সর্বতাতা।
যং ভদ্রেণ শবসা চোদয়াসি প্রজাবতা রাধসা তে স্যাম॥[৭৫]

—হে শোভনধনযুক্ত, অখণ্ডনীয় অগ্নি! যে সর্বযজ্ঞে বর্তমান যজমানকে তুমি পাপ হইতে নিষ্কৃতি প্রদান কর; এবং কল্যাণকর বল প্রদান কর (সে-ই সমৃদ্ধ হয়)। আমরা তোমার স্তোতা, আমরাও যেন পুত্রপৌত্রাদির সহিত তোমার ধনযুক্ত হই।[৭৬]

এই ঋকৃটি সম্পর্কে পণ্ডিত অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "আগ্নেয় সূক্তের এই মন্ত্রে 'অদিতি' সম্বোধন অগ্নিব্যতীত আর কাহার প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে? অদিতি অখণ্ডনীয় বা অক্ষীণ অগ্নি।"[৭৭]

যাস্কও বলেছেন, অগ্নিকেই অদিতি বলা হয়,— "অগ্নিরপ্যদিতিরুচ্যতে।"[৭৮]

একটি ঋকে অদিতির অনন্ত জ্যোতির কথা বলা হয়েছে :

"অবধ্রং জ্যোতিরদিতেঋর্তাবৃধো।"[৭৯]

—অদিতির যজ্ঞ বৃদ্ধিকারী তেজ আমাদের প্রতি হিংসা রহিত হোক।

আর একটি ঋকে অদিতি উষার প্রতিস্পর্ধিনী : "মাতা দেবানামদিতেরণীকং...।"[৮০] —হে উষা, তুমি দেবতাগণের মাতা, অদিতির প্রতিস্পর্ধিনী।[৮১] এখানে স্পষ্টতঃ অদিতি ও উষার অভিন্নতা প্রকটিত হয়েছে। বেদে নানা স্থানে অদিতিকে গো বা ধেনুরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। পীপায় ধেনুরদিতিঋর্তায়।[৮২] —অদিতি ধেনু, যজ্ঞের জন্য দুগ্ধবতী হোক্। বৃষা বৃষ্ণে দোহসা দিবঃ পয়াংসি যহ্বা অদিতেরদাভ্যঃ।[৮৩]—বলশালী অগ্নি বৃষ্টিদায়িনী অদিতির নিকট থেকে পয় (দুগ্ধ বা জল) দোহন করেছিলেন।

গাং মা হিংসীরদিতিং বিরাজম্।[৮৪] —হে অগ্নি তুমি অদিতিরূপিণী ও বৈচিত্র্যময়ী (বিরাট রূপিণী) গাভীকে হিংসা কোরো না।

মহীধর এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, "কীদৃশমদিতিমখণ্ডিতামদীনাং বা, বিরাজম্ বিবিধরাজমানাং দুগ্ধদানাদ্ গৌর্বিরাট্।" —গাভীরূপিণী অদিতি

---

৭৫ ঋগ্বেদ—১।৯৪।১৫ ৭৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৭৭ নিরুক্ত (ক. বি.) পৃঃ—১২১৩
৭৮ নিরুক্ত—১২।২৩।৭ ৭৯ ঋগ্বেদ—৭।৮২।১০ ৮০ ঋগ্বেদ—১।১১৩।১৯
৮১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৮২ ঐ ১।১৫৩।৩ ৮৩ ঋগ্বেদ—১০।১১।১
৮৪ শুক্ল যজুর্বেদ—১৩।৪৩

কিরূপ? না, অখণ্ডিতা অথবা অদীনা। বিবিধরূপে প্রকাশিতা, দুগ্ধ (জল) দান হেতু গো বিরাট।

ধেনু বা গো শব্দের অর্থান্তর সূর্যরশ্মি। অখণ্ডিতা সূর্যরশ্মি বা সূর্যাগ্নির তেজাত্মিকা শক্তিই অদিতি। সূর্যরশ্মির জল (পয়ঃ) দানের শক্তি সহজগম্য। সূর্যকিরণের বিচিত্ররূপ চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রেরই প্রত্যক্ষগম্য। সূর্য কিরণরূপা তেজোময়ী শক্তির বিরাটত্বও সুস্পষ্ট। তেজাত্মিকা যে বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি তারই প্রকাশ সূর্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি। আবার সূর্যাগ্নি থেকেই বিকশিত হয় তাপশক্তি। সুতরাং সূর্যরূপী দক্ষ অদিতির পুত্র এবং দক্ষের কন্যা অদিতি—এইরূপ বিরুদ্ধ সম্পর্ক একই সঙ্গে কথিত হওয়া অযৌক্তিক হয় নি।

ইন্দ্র

ইন্দ্র বৈদিক আর্যগণের সর্বপ্রধান দেবতা। সর্বাধিক সংখ্যক সূক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়েছে। ইন্দ্র অদ্ভুতকর্মা। তিনি বহু দানব বধ করেছেন। তিনি জন্মমাত্রেই কর্মদ্বারা অন্যসকল দেবতাদের অতিক্রম করে গেছেন।

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্
দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ।
যস্য শুষ্মাদ্রোদসী অভ্যসেতাং
নৃম্ণস্য মহ্না স জনাস ইন্দ্রঃ ॥[১]

—হে মনুষ্যগণ, যিনি দ্যোতমান, যিনি জন্মমাত্রেই দেবগণের প্রধান ও মনুষ্যগণের অগ্রগণ্য হইয়া বীরকর্মের দ্বারা সমস্ত দেবগণকে ভূষিত করিয়াছিলেন, যাঁহার শরীরবলে দ্যাবাপৃথিবী ভীত হইয়াছিল, যিনি মহতী সেনার নায়ক, তিনিই ইন্দ্র।[২]

ইন্দ্রের প্রাধান্য—ইন্দ্র ব্যথিত পৃথিবীকে দৃঢ় করেছেন, অন্তরীক্ষ নির্মাণ করেছেন, পর্বতগণকে স্থির করেছেন, দ্যুলোক বা আকাশকে স্তম্ভিত করেছেন, তিনি মেঘের মধ্যে অগ্নি উৎপাদন করেছেন, বিশ্বভুবন নির্মাণ করেছেন।[৩] ইন্দ্র সূর্য ও উষাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি জল প্রেরণ করেন, সপ্ত নদীকে প্রবাহিত করেন, তিনি নিজের তেজে অন্তরীক্ষ পূর্ণ করেন।[৪] ইন্দ্র বৃষ্টিদাতা।[৫] তিনি বজ্রতুল্য বাহুবিশিষ্ট, বজ্র তাঁর অস্ত্র।[৬] ত্বষ্টা ইন্দ্রের বজ্র নির্মাণ করেছিলেন।[৭] ইন্দ্র দেবতাদের প্রধান এবং সম্রাট্—"ইন্দ্রাবরুণয়োরহং সম্রাজোরব বৃণে।[৮] —আমি সম্রাট ইন্দ্র ও বরুণের নিকট বর্ষণের জন্য যাচ্ঞা করি।

অসুর বধ—ইন্দ্র আশ্চর্য শক্তিশালী অদ্ভুতকর্মা বীর। শুষ্ণ, চুমুরি, ধুনি, শম্বর, পিপ্রু, বল, অর্বুদ, কুযব[৯] প্রভৃতি বহু অসুর বধ করে তিনি অক্ষয় কীর্তি স্থাপন

---

১ ঋগ্বেদ—২।১২।১ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—২।১২।২-৪
৪ ঐ—১।৫১।২ ৫ ঋগ্বেদ—১।৫২।১৫ ৬ ঐ ২।১৩।১৩
৭ ঐ ১।৩২।২ ৮ ঐ ১।১৭।১ ৯ ঐ ৬।৩২।৩

করেছেন। "ত্ববিধদিলীবিশস্ত দৃড়্হা বি শৃংগিণমভিনচ্ছুষ্ণমিন্দ্রঃ।"[১] —ইন্দ্র ইলীবিশের প্রবল (সৈন্য) বিদ্ধ করিয়াছিলেন ও শৃঙ্গযুক্ত শুষ্ণকে বিবিধ প্রকারে তাড়না করিয়াছিলেন।[২]

ত্বং পিপ্রো নৃমণঃ প্রারুজঃ পুরঃ।"[৩]

—তুমি পিপ্রুর (অসুরের) নগর ধ্বংস করেছিলে।[৪]

"দাসং যচ্ছুষ্ণং কুযবং ন্যস্মা অরংধয়।"[৫]

—হে ইন্দ্র! তুমি দাস শুষ্ণ ও কুযবকে বশীভূত করেছিলে।

ত্বং কুৎসং শুষ্ণহত্যেষ্বাবিথারংধয়োঽতিথিগ্বায় শংবরং।

মহান্তং চিদর্বুদং নিক্রমীঃ পদা সনাদেব দস্যুহত্যায় জজ্ঞিষে॥[৬]

—তুমি শুষ্ণ (অসুরের) সহিত যুদ্ধে কুৎস ঋষিকে রক্ষা করিয়াছিলে, তুমি অতিথিবৎসল (দিবোদাসের রক্ষার্থে) শম্বর নামক অসুরকে হনন করিয়াছিলে। তুমি মহান্ অর্বুদ (নামক অসুরকে পদ দ্বারা আক্রমণ করিয়াছিলে; অতএব তুমি দস্যুহত্যার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছ।[৭]

নম্যা যদিন্দ্র সখ্যা পরাবতি বিবর্হয়ো নমুচিং নাম মায়িনম্।[৮]

—হে ইন্দ্র! তুমি নমী ঋষির সহায়ে দূর দেশে নমুচি নামক মায়াবীকে বধ করিয়াছিলে।[৯]

মায়াভিরিন্দ্র মায়িনং ত্বং শুষ্ণমবাতিরঃ।[১০]

—হে ইন্দ্র! তুমি মায়াবী শুষ্ণ নামক অসুরকে মায়া দ্বারা বধ করিয়াছিলে।[১১]

যো ব্যংসং জাহৃষাণেন মন্যুনা যঃ শম্বরং
যো অহন্ পিপ্রুমব্রতং।
ইন্দ্রো যঃ শুষ্ণমশুষং ন্যাবৃণঙ্মরুত্বন্তং
সখ্যায় হবামহে॥[১২]

—যে ইন্দ্র প্রচণ্ড ক্রোধে ছিন্নবাহু বৃত্রকে বধ করেছিলেন, যিনি শম্বর নামক অসুরকে বধ করেছিলেন, যজ্ঞবিরোধী পিপ্রুকে যিনি বধ করেছেন, সর্বজগৎ-

১ ঋগ্বেদ—১।৩৩।১২ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১।৫১।৫
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—৭।১৯।২ ৬ ঐ ১।৫১।৬
৭ অনুবাদ—তদেব ৮ ঐ ১।৫৩।৭ ৯ অনুবাদ—তদেব
১০ ঋগ্বেদ—১।১১।৭ ১১ অনুবাদ—তদেব ১২ ঋগ্বেদ—১।১০১।২

শোষক শুষ্ণ নামক অসুরকে যিনি নিহত করেছেন, মরুৎসখা সহ সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করি।[১]

যো রোহিণমস্ফুরদ্বজ্রবাহুর্দ্যামারোহন্তং
স জনাস ইন্দ্রঃ।[২]

—স্বর্গে (আকাশে) আরোহণকারী রোহিণ নামক অসুরকে বজ্রহস্তে যিনি হত্যা করেছিলেন, হে জনগণ, তিনিই ইন্দ্র।

স্বপ্নেনাভ্যুপ্যা চুমুরিং ধুনিং চ জঘন্থ দস্যুং
প্র দভীতিমাবঃ॥[৩]

—ইন্দ্র ধুনি এবং চুমুরি দস্যুকে নিদ্রাকালে প্রাপ্ত হয়ে বধ করেছিলেন এবং (তাদের সঙ্গে যুধ্যমান রাজর্ষি) দভীতিকে রক্ষা করেছিলেন।

ইন্দ্র কর্তৃক ধুনি ও চুমুরি বধের একটি উপাখ্যান বৃহদ্দেবতায় আছে॥

সংযুজ্য তপসাত্মানমৈন্দ্রং বিভ্রন্মহদ্বপুঃ।
অদৃশ্যত মুহূর্তেন দিবি চ ব্যোম্নি চেহ চ॥
তমিন্দ্রমিতি মত্বা তু দৈত্যৌ ভীমপরাক্রমৌ।
ধুনিশ্চ চুমুরিশ্চৈব সায়ুধাবভিপেততুঃ॥
বিদিত্বা স তয়োর্ভাবমৃষিঃ পাপচিকীর্ষতোঃ।
যো জাত ইতি সূক্তেন কর্মাণ্যৈন্দ্রাণ্যকীর্তয়ৎ॥
উক্তেষু কর্ম স্বৈন্দ্রেষু ভীস্তাবাশু বিবেশ হ।
ইদমন্তরমিত্যুক্ত্বা তাবিন্দ্রস্তু ন্যবর্হয়ৎ॥[৪]

—ঋষি গৃৎসমদ্ তপস্যার দ্বারা ইন্দ্র সদৃশ মহৎ বপু ধারণ করলেন। মুহূর্তমধ্যে মহাপরাক্রমশালী ধুনি এবং চুমুরি নামক দৈত্যদ্বয় অস্ত্রশস্ত্র সহ স্বর্গে, অন্তরীক্ষে এবং মর্তে দেখা দিল এবং আক্রমণ করলো। পাপকার্য করতে ইচ্ছুক সেই দৈত্যদ্বয়ের মনোভাব বুঝতে পেরে ঋষি "যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্" ইত্যাদি সূক্তে ইন্দ্রের গুণকর্ম ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। ইন্দ্রের গুণকীর্তন শুনে তারা দ্রুত পলায়নে উদ্যত হোল। 'এই সুযোগ'—এই বলে ইন্দ্র তাদের হত্যা করলেন।

শম্বর নামক দৈত্য পর্বতে লুকায়িত ছিল, ইন্দ্র চল্লিশ বৎসর অনুসন্ধান করে শম্বরকে ধরতে পেরেছিলেন।

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—২।১২।১২ ৩ ঋগ্বেদ—২।১৫।৯

৪ বৃহদ্দেবতা—৪।৬২-৬৬

যঃ শম্বরং পর্বতেষু ক্ষিয়ন্তং
চত্বারিংশ্যাং শরদ্যন্ববিন্দৎ।
ওজায়মানং যো অহিং জঘান
দানুং শয়ানং স জনাস ইন্দ্রঃ॥[১]

—হে মনুষ্যগণ! যিনি পর্বতে লুকাইত শম্বরকে চল্লিশ বৎসর অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যিনি বলপ্রকাশ কারী অহি নামক শয়ান দানবকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তিনিই ইন্দ্র।[২]

ইন্দ্র দস্যু শম্বরের একশত দুর্ভেদ্য পুরী ধ্বংস করেছেন। তিনি বল নামক অসুরের গুপ্ত গুহা থেকে অপহৃত গোধন উদ্ধার করেছিলেন।

যো হত্বাহিমরিণাৎ সপ্তসিন্ধূন্
যো গা উদাজদপধা বলস্য।[৩]

—যিনি অহিকে হত্যা করে সপ্ত নদীতে জল প্রেরণ করেছিলেন, যিনি বলের অবরোধ থেকে গোগণকে উদ্ধার করেছিলেন।

ইন্দ্র কর্তৃক বলাসুর বধের কাহিনী পুরাণেও আছে। পুরাণে বল ব্রহ্মচারী তপস্বী কৃষ্ণাজিন ও দণ্ডধারী; তপস্বী বলকে সন্ধ্যাবন্দনায় রত দেখে ইন্দ্র তাঁকে বজ্রদ্বারা হত্যা করেছিলেন:

একদা তু বলঃ সায়ং সন্ধ্যার্থং সিন্ধুমাগতঃ।
কৃষ্ণাজিনেন দিব্যেন দণ্ড কাষ্ঠেন রাজিতঃ॥
অমলেনাপি পুণ্যেন ব্রহ্মচর্যেণ তেন সঃ।
সাগরস্যোপকণ্ঠে তং সন্ধ্যাসনমুপাগতম্॥
জপমানং সুশান্তং তং দদৃশে পাকশাসনঃ।
বজ্রেণ পাটয়ামাস দেবেন্দ্রোঽহসৌ বলং তদা॥[৪]

ইন্দ্র কর্তৃক বলাসুরের অবরোধ থেকে গো-উদ্ধার কাহিনী কৃষ্ণযজুর্বেদের একটি উপাখ্যানে পাওয়া যায়। বল নামক অসুর বহুসংখ্যক পশু অপহরণ করে কোন বিলে লুকিয়ে রেখেছিল। ইন্দ্র বিলের (দ্বারে স্থিত) পাষাণখণ্ডটি বিদূরিত করেছিলেন। ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ পশুটির পৃষ্ঠমূল (লেজ) ধরে টেনে দিলেন। সেই পশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সহস্র পশু পলায়ন করলো।

---

১ ঋগ্বেদ—১।১২।১২ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৬।৩২।৪

৪ পদ্মপুরাণ, ভূমিখণ্ড—২৩।৪১।৪৩

"ইন্দ্রো বলস্য বিলমপৌর্ণোৎ স য উত্তমঃ পশুরাসীত্তং পৃষ্ঠং প্রতি সংগৃহ্যোদকৃ-খিদত্তং সহস্রং পশবোঽনূদায়ন্ ..।"[১]

ঋগ্বেদেও অন্যত্র বলের উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে :

ত্বং বলস্য গোমতোঽপাবরদ্রিবো বিলং।

ত্বাং দেবা অবিভ্যুষস্তুজ্যমানাস আবিষুঃ ॥[২]

—হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তুমি গাভীহরণকারী বল নামক অসুরের গহ্বর উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলে, তখন বলাসুর নিপীড়িত দেবতাগণ ভয়শূন্য হইয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[৩]

শম্বরাদি অন্যান্য অসুরবধের কথা ঋগ্বেদেই অন্যত্র পাওয়া যায়।

অধ্বর্যবো যঃ শতং শম্বরস্য পুরো বিভেদাশ্মনেব পূর্বীঃ।

যো বর্চিনঃ শতমিন্দ্রঃ সহস্রমপাবপদ্ভরতা সোমমস্মৈ ॥[৪]

—হে অধ্বর্যুগণ, যে ইন্দ্র শম্বরকে শতসংখ্যক পুরাতন পুরী (দুর্গ) প্রস্তর-তুল্য কঠিন বজ্রের দ্বারা বিনষ্ট করেছিলেন, বর্চ নামক অসুরের শতসহস্রসংখ্যক বীরপুত্রকে ভূমিতে পাতিত করেছিলেন, সেই ইন্দ্রের জন্য সোমরস প্রদান কর।

"অহন্বৃত্রমৃচীষম্ ঔর্ণবাভমহীশুভম্।"[৫] —দীপ্তি প্রতিম ইন্দ্র বৃত্র, ঔর্ণবাভ ও অহীশুবকে বধ করিয়াছেন।[৬]

দস্যূঞ্ছিম্যূংশ্চ পুরুহূত এবৈর্হত্বা পৃথিব্যাং শর্বানিবর্হীৎ ॥[৭]

—তিনি অনেকের দ্বারা আহূত হইয়া এবং গমনশীল (মরুৎগণের) দ্বারা যুক্ত হইয়া পৃথিবী নিবাসী দস্যু ও শিম্যুদিগকে প্রহার করিয়া হননকারী বজ্রদ্বারা বধ করিলেন।[৮]

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে ইন্দ্রকে রাক্ষসঘাতক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। "দেবানাং বৈ যজ্ঞং রক্ষাংস্যজিঘাংসংস্তান্যেতেন ইন্দ্রঃ সংবর্তমবাপদ্যৎ।"[৯]

—দেব সম্পর্কিত যজ্ঞ রাক্ষসেরা বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছিল, ইন্দ্র এই সামমন্ত্রের দ্বারা তাদের ধ্বংস করেছিলেন।

ইন্দ্র কর্তৃক যজ্ঞঘাতিনী দীর্ঘজিহ্বী নামক এক রাক্ষসী বধের উপাখ্যানও বিবৃত

১ কৃষ্ণ যজুঃ—২।২।১।৫ ২ ঋগ্বেদ—১।১১।৫ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঋগ্বেদ—২।১৪।৬ ৫ ঐ—৮।৩২।২৬ ৬ ঋগ্বেদ—১০।১০০।৮
৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৮ তাণ্ড্য মহাঃ ব্রাঃ—১৪।১২।৭
৯ তাণ্ড্য মহাঃ ব্রাঃ—১৩।৬।৯

হয়েছে তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে।[১] ইন্দ্র বহু দানব-রাক্ষস বধ করেছেন। তিনি পণিদের দ্বারা অপহৃত এবং অবরুদ্ধ গোসমূহকেও দেবকুক্কুরী সরমার সাহায্যে উদ্ধার করেছিলেন।[২]

পৌরাণিক বিবরণে পাই—ইন্দ্র পাক নামক দৈত্যগণকে নির্জিত ক'রে পাকশাসন নাম অর্জন করেছিলেন।

তেতো বাণৈরবচ্ছাদ্য ময়াদীন্ দানবান্ হরিঃ।
পাকং জঘান তীক্ষ্ণাগ্রৈর্মার্গণৈঃ কংকবাসসৈঃ॥
তত্র নাম বিভূর্লেভে শাসনাচ্চ শরৈর্দৃঢ়ং।
পাকশাসন ইত্যেবং সর্বামরপতির্বিভুঃ॥[৩]

ময় প্রভৃতি দানবগণকে বাণের দ্বারা আচ্ছন্ন করে ইন্দ্র তীক্ষ্ণাগ্র বাণের দ্বারা পাকদৈত্যকে বধ করেছিলেন। সেইজন্যই অমরপতি পাকশাসন নাম লাভ করেছিলেন।

বৃত্রবধ—ইন্দ্রের বৃহত্তম এবং মহত্তম কর্ম বৃত্রবধ। বৃত্র নামক দানবকে ইন্দ্র বজ্রদ্বারা নিহত করে ত্রিভুবনে স্বস্তি আনয়ন করেছিলেন, পৃথিবীতে বৃষ্টিধারা এনেছিলেন এবং নদীসমূহকে জলপূর্ণ করেছিলেন। এই বিরাট কীর্তির জন্যই ইন্দ্রের নাম বৃত্রহন্তা—বৃত্রহা। এই জন্যই বেদে-পুরাণে-কাব্যে ইন্দ্রের মহিমা যুগ যুগ ধরে কীর্তিত। ঋগ্বেদের নানা স্থানে ইন্দ্র কর্তৃক-বৃত্রবধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। পূর্বের উদ্ধৃতিতে তার কিছু নমুনা আছে। অন্যান্য সংহিতায়, ব্রাহ্মণ গ্রন্থে, মহাভারতে, পুরাণে সর্বত্রই ইন্দ্রের গৌরবগাথা কীর্তিত হয়েছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলান্তর্গত দ্বাত্রিংশৎ সূক্তে ইন্দ্রকর্তৃক বৃত্রবধের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

অহন্ বৃত্রং বৃত্রতরং ব্যংসমিন্দ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন।
স্কংধাংসীব কুলিশেনা বিবৃক্ণাহিঃ শয়ত উপপৃক্ পৃথিব্যাঃ॥
অযোদ্ধেব দুর্মদ আ হি জুহ্বে মহাবীরং তুবিবাধমৃজীষং।
নাতারীদস্য সমৃতিং বধানাং সংরুজানাঃ পিপিষ ইন্দ্রশত্রুঃ॥
অপাদহস্তো অপৃতন্যদিন্দ্রমাস্য বজ্রমধিসানৌ জঘান।
বৃষ্ণো বধ্রিঃ প্রতিমানং বভূষন্ পুরুত্রা বৃত্রো অশয়দ্ব্যস্তঃ॥
নদং ন ভিন্নমমুয়া শয়ানং মনোরুহাণা অতি যংত্যাপঃ।
যাশ্চিদ্বৃত্রো মহিনা পর্যতিষ্ঠত্তাসামহিঃ পৎসুতঃ শীর্বভূব॥

১ তাণ্ড্যমহাঃ ব্রাঃ—১৪।১২।৭ ২ ঋগ্বেদ—১।৬।৫ ৩ বায়ুপুরাণ—৭১।১৩-১৪

নীচাবয়া অভবদ্ বৃত্রপুত্রেন্দ্রো অস্যা অব বধর্জভার।
উত্তরা সূরধরঃ পুত্র আসীদ্দানুঃশয়ে সহবৎসা ন ধেনুঃ ॥[১]

—জগতের আবরণকারী বৃত্রকে ইন্দ্র মহাধ্বংসকারী বজ্রদ্বারা ছিন্নবাহু করিয়া বিনাশ করিলেন, কুঠার ছিন্ন বৃষস্কন্ধের ন্যায় অহি পৃথিবী স্পর্শ করিয়া পড়িয়া আছে।

দর্পযুক্ত বৃত্র (আপনার সমতুল যোদ্ধা নাই মনে করিয়া) মহাবীর ও বহুবিলাসী ও শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল, ইন্দ্রের বিনাশকার্য হইতে রক্ষা পাইল না, ইন্দ্রশত্রু বৃত্র (নদীতে পতিত হইয়া) নদী সমুদয় পিষিয়া ফেলিল।

হস্ত-পদশূন্য বৃত্র ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিল, ইন্দ্র তাহার সানুতে (তুল্য প্রৌঢ় স্কন্ধে) বজ্রদ্বারা আঘাত করিলেন; যেরূপ পুরুষত্বহীন ব্যক্তি পুরুষত্বসম্পন্ন ব্যক্তির সাদৃশ্য লাভ করিতে (বৃথা যত্ন করে, বৃত্রও সেইরূপ (বৃথা যত্ন করিল); বহুস্থানে ক্ষত হইয়া বৃত্র ভূমিতে পড়িল।

ভগ্ন (কূল)-কে অতিক্রম করিয়া নদ যেরূপ বহিয়া যায়, মনোহর জল সেইরূপ পতিত বৃত্রদেহকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে; বৃত্র জীবদ্দশায় নিজ মহিমা দ্বারা যে জলকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, অহি এখন সেই জলের পদের নীচে শয়ন করিল।

বৃত্রের মাতা তির্যকভাবে রহিল। তখন ইন্দ্র তাহার অধোভাগে অস্ত্রাঘাত করিলেন, তখন মাতা উপরে ও পুত্র নীচে রহিল, তৎপরে বৎসের সহিত ধেনুর ন্যায় (বৃত্রের মাতা) দনু শুইয়া পড়িল।[২]

শেষ ঋকৃটিতে দেখতে পাই বৃত্রের মাতা দনুও পুত্রের সঙ্গে নিহত হয়েছে। এই ঋকটির তাৎপর্য প্রসংগে পণ্ডিতপ্রবর দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন, "বৃত্রাসুর আহত হইলে, বৃত্রাসুরের মাতা গিয়া বৃত্রকে রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। সে তির্যগ্‌ভাবে বৃত্রের দেহ আবৃত করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। ইন্দ্র বৃত্রের অঙ্গে আর অস্ত্রাঘাত করিতে না পারেন, এইভাবে সে পুত্রকে আবৃত করিয়াছিল। কিন্তু ইন্দ্রদেব বৃত্রের মাতাকেও প্রহার করেন; প্রহারে বৃত্রের মাতাও নিহত হয়।"[৩]

১ ঋগ্বেদ—১।৩২।৫-৯ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ দুর্গাদাস সম্পাদিত ঋগ্বেদ, ১ম অধ্যায়

ঋগ্বেদেই অন্যত্র আছে :

পরীং ঘৃণা চরতি তিত্বিষে শবোঽপো

বৃত্বী রজসো বুধ্নমাশয়ৎ।

বৃত্রস্য যৎ প্রবণে দুর্গৃভিশ্বানো নিজঘংথ

হন্বোরিন্দ্র তন্যতুম্ ॥[১]

—জলরুদ্ধ করিয়া যে বৃত্র অন্তরীক্ষের উপরি প্রদেশে শয়ান ছিল এবং অন্তরীক্ষে যাহার ব্যাপ্তি অসীম, হে ইন্দ্র! যখন তুমি সেই বৃত্রের হনুদ্বয় শব্দায়মান বজ্রদ্বারা আঘাত করিয়াছিলে তখন তোমার দীপ্তি বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তোমার বল প্রদীপ্ত হইয়াছিল।[২]

স ধারয়ৎ পৃথিবীং পপ্রথচ্চ বজ্রেণ হত্বা নিরপঃ সসর্জ।

অহন্নহিমভিনদ্রৌহিণং ব্যহন্ ব্যংসং মঘবা শচীভিঃ ॥[৩]

—ইন্দ্র পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন এবং বিস্তৃত করিয়াছেন ; বজ্র দ্বারা (বৃত্রকে) হত করিয়া বৃষ্টিজল বাহির করিয়াছেন ; অহিকে হত করিয়াছেন ; রৌহিনকে বিদারিত করিয়াছেন। মঘবান্ স্বকীয় কার্য দ্বারা বিগতভুজ (বৃত্রকে) হত করিয়াছেন।[৪]

নিরিন্দ্র ভূম্যা অধি বৃত্রং জঘন্থ নির্দিবঃ।

সৃজা মরুত্বতীরব জীবধন্যা ইমা অপোঽর্চন্নন্নু স্বরাজ্যম্ ॥[৫]

—হে ইন্দ্র! তুমি ভূলোকে বৃত্রকে বধ করিয়াছ, দ্যুলোকেও বধ করিয়াছ। মরুৎগণ কর্তৃক সংযুক্ত ও জীবগণের তৃপ্তিকর বৃষ্টির জল পাতিত করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত কর।[৬]

এই ঋকে বৃত্র ভূলোকেও অবস্থিত, দ্যুলোকেও অবস্থিত। ইন্দ্র সোমরস পান করে বৃত্রকে বধ করে থাকেন।

দ্যৌশ্চিদস্যামবাঁ অহেঃ স্বনাদয়োযবীদ্ভিয়সা বজ্র ইন্দ্র তে।

বৃত্রস্য যদ্বদ্বধানস্য রোদসী মদে সুতস্য শবসাভিনচ্ছিরঃ ॥[৭]

—হে ইন্দ্র! তুমি অভিষুত সোম পান করিয়া হৃষ্ট হইলে যখন তোমার বজ্র, দ্যু ও পৃথিবীর বাধনকারী বৃত্রের মস্তক বেগে ছিন্ন করিয়াছিলে, তখন বলবান্ আকাশও সেই অহির শব্দ ভয়ে কম্পিত হইয়াছিল।[৮]

---

১ ঋগ্বেদ—১।৫২।৬ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১।১০৩।২

৪ অনুবাদ—তদেব ৫ তদেব—১।৮০।৪ ৬ অনুবাদ—তদেব

৭ তদেব—১।৫২।১০ ৮ অনুবাদ—তদেব

ঋগ্বেদে আরও বহুস্থানে ইন্দ্রকর্তৃক বৃত্রবিজয়ের প্রসঙ্গ আছে। কৃষ্ণযজুর্বেদেও এই উপাখ্যান বিদ্যমান। "ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছৎ স বৃত্রো বজ্রাদুদ্যতাদবিভেৎ সোঽব্রবীম্মা মে প্রহারস্তি বা ইদং ময়ি বীর্যং তত্তে প্রদাস্যামীতি।"[১]

ইন্দ্র বৃত্রবধের নিমিত্ত বজ্র গ্রহণ করলেন। সেই বৃত্র উদ্যত বজ্র দেখে ভয় পেলো; সে বললে, আমাকে প্রহার করো না, আমার যে বীর্য আছে, তা তোমাকে দান করবো।

মহাভারতে, পুরাণে, কাব্যে সর্বত্রই ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রবধের কাহিনী পল্লবিত আকারে পরিবেশিত হয়েছে।

যে ইন্দ্র বৃত্রবধরূপ মহৎ কর্ম সম্পাদন করেছেন, তিনি অবশ্যই দেবমনুষ্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ; সেই জন্যই তিনি রাজা—সম্রাট।

ত্বং রাজেন্দ্র যে চ দেবা রক্ষা নৄন্ পাহ্যসুর ত্বমস্মান্।[২]

—তুমি রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যে সকল দেবতা আছেন, তাঁদেরও রাজা। হে অসুর, তুমি মনুষ্যগণকে রক্ষা কর, আমাদের রক্ষা কর।

ইন্দ্রো যতোঽবসিতস্য রাজা শমস্য চ শৃংগিনো বজ্রবাহুঃ।
সেদু রাজা ক্ষয়তি চর্ষণীনামরান্ন নেমিঃ পরি তা বভূব॥[৩]

—(শত্রুর বিনাশানন্তর) বজ্রবাহু ইন্দ্র স্থাবর ও জঙ্গমদিগের এবং (শৃঙ্গশূন্য) শান্ত পশু ও শৃঙ্গী পশুদিগের রাজা হইয়া নিবাস করিতেছেন এবং যেরূপ চক্রের নেমিমধ্যস্থ কাষ্ঠসমূহকে ধারণ করে সেইরূপ ইন্দ্র সকলকে আপনার মধ্যে ধারণ করিয়াছিলেন।[৪]

দেবরাজ ইন্দ্র—ইন্দ্রো রাজা জগতশ্চর্ষণীনাম্।[৫]—ইন্দ্র ত্রিলোকের রাজা, দেব ও মানুষের রাজা।

অথর্ববেদে ইন্দ্রকে বলা হয়েছে স্বরাট্—স্বরাজ্যের অধীশ্বর—"স্বরাডিন্দ্রো দম আ বিশ্বগূর্তঃ।"[৬]

আবার অন্যত্র তাঁকে বলা হয়েছে ইন্দ্রেন্দ্র—ইন্দ্রের ইন্দ্র অর্থাৎ রাজার রাজা—"ইন্দ্রেন্দ্র মনুষ্যঃ পরেহি।"[৭] দুর্গাদাস লাহিড়ী বলেন, "তাঁহাকে ইন্দ্রেন্দ্র বলায় সম্রাট্‌শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সকল রাজার অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।"[৮]

১ কৃঃ যজুঃ—৬।৪।১ ২ ঋগ্বেদ—১।১৭৪।১ ৩ ঋগ্বেদ—১।৩২।১৫
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ অথর্ব—১৯।২।১ ৬ অথর্ব—১।৬১।৯
৭ অথর্ব—৩।৪।৬ ৮ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ৫৩

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে সকলগুণেই শ্রেষ্ঠ। "অয়ং (ইন্দ্রঃ) দেবানামোজিষ্ঠো বলিষ্ঠঃ সহিষ্ঠঃ সত্তমঃ পারয়িষ্ণুতমঃ।"[১]—এই ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তেজসম্পন্ন, বলসম্পন্ন, সর্বাপেক্ষা সহনশীল ও সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রাতা (রক্ষাকর্তা)।

ইন্দ্রের বৃত্রবধে সহায়ক ছিলেন মরুৎগণ। মরুৎগণকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্র যুদ্ধ করে বৃত্রকে হত্যা করেছিলেন। একটি ঋকে বলা হয়েছে 'মরুত্বতীঃ'।[২] —সায়নের ভাষ্যে মরুত্বতী অর্থ 'মরুদ্ভিঃ সংযুক্তাঃ'—মরুদ্‌গণের, সমভিব্যাহারে। মরুৎগণরূপী সৈন্যদলের নেতা ইন্দ্র—"ইন্দ্র জ্যেষ্ঠা মরুদ্‌গণাঃ—ইন্দ্র জ্যেষ্ঠো মুখ্যো যেষু তে তথাবিধা মরুদ্‌গণাঃ মরুৎ সমূহরূপাঃ"—সায়ন।

শুক্ল যজুর্বেদে ইন্দ্রকে আদিত্য ও মরুদ্‌গণের সঙ্গে ভেষজ বা ঔষধ প্রদানের জন্য আহ্বান করা হয়েছে:

"আদিত্যৈরিন্দ্রঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মভ্যং ভেষজা করৎ।"[৩] গণপরিবৃত ইন্দ্র আদিত্যগণ ও মরুদ্‌গণের সহিত আমাদের ঔষধ দান করুন।

ইন্দ্রের সোমপান—ইন্দ্র বৃত্রবধের পূর্বে সোমপান করেন। সোম তাঁর অতি প্রিয়। বৃত্রবধে পরিতৃপ্ত মনুষ্যগণও তাঁকে সোমরস প্রদানে আপ্যায়িত করেন।

এ মাশুমাশবে ভর যজ্ঞশ্রিয়ং নৃমাদ নং
পতয়ন্ মংদয়ৎসখম্ ॥
অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভবঃ।
প্রাবো বাজেষু বাজিনম্ ॥[৪]

—এই সোমরস ব্যাপনশীল ও যজ্ঞের সম্পদরূপ, ইহা মনুষ্যকে হৃষ্ট করে, কার্য-সাধন করে এবং হর্ষদাতা ইন্দ্রের সখা; যজ্ঞব্যাপী ইন্দ্রকে ইহা দান কর।

হে শতক্রতু! এই সোমপান করিয়া তুমি বৃত্র প্রভৃতি শত্রুদিগকে হনন করিয়াছিলে, যুদ্ধে (তোমার ভক্ত) যোদ্ধাদের রক্ষা করিয়াছিলে।[৫]

সোমরস পান করে ইন্দ্রের উদর সমুদ্রের মত বর্ধিত হতে থাকে।

যঃ কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ সমুদ্র ইব পিন্বতে
উর্বীরাপো ন কাকুদঃ ॥[৬]

১ ঐতঃ ব্রাঃ—৩।১ ২ ঋক্—১।৮০।৪ ৩ শুক্লযজুঃ—২৫।৪৬
৪ ঋগ্বেদ—১।৪।৭-৮ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋগ্বেদ—১।৮।৭

—ইন্দ্রদেব প্রচুর সোমপান করায় তাঁর উদর সমুদ্রের মত বর্ধিত হয়েছে, তাঁর মুখের জল শুখাচ্ছে না।

সোমপানের ফলে ইন্দ্রের শ্মশ্রু সোমলিপ্ত হয়ে যায়, সোম ঝেড়ে ফেলে তিনি পুনর্বার সোমপানের জন্য যাত্রা করেন।[১]

দধিচি ও বজ্র —বৃত্রবধে ইন্দ্রের অস্ত্র বজ্র। তাই তিনি বজ্রধারী—বজ্রী—বজ্রবাহু। ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ।"[২]—ইন্দ্র বজ্রযুক্ত ও হিরণ্ময়।

"ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্মণো ধর্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ।[৩]—সকল কর্মের ধর্তা বজ্রধারী ও বহুস্তুতিসমন্বিত।

"বজ্রেণ বজ্রী নি জঘান শুষ্ণং."[৪] —বজ্রী ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা শুষ্ণকে বধ করেছিলেন।

ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য বজ্র নির্মাণ করেছিলেন—"ত্বষ্টা বজ্রং পুরুহুত দ্যুমংতং।"[৫] —ত্বষ্টা তোমার দীপ্তিমান্ বজ্র নির্মাণ করিয়াছেন।"[৬]

ত্বষ্টা যদ্বজ্রং সুকৃতং হিরণ্যয়ং সহস্রভৃষ্টিং স্বপা অবর্তয়ৎ।

ধত্ত ইন্দ্রো নর্য পাংসি কর্তবেহহন্বৃত্রং নিরপামৌব্জদর্ণবম্।[৭]

—শোভনকর্মা ত্বষ্টা যে সুনির্মিত অনেক ধারযুক্ত হিরণ্ময় বজ্র ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন, ইন্দ্র সেই বজ্র সংগ্রামে কার্যসাধন করিবার জন্য ধারণ করিয়া বৃত্র বধ করিয়াছিলেন এবং বারিরাশি বর্ষিত করিয়াছিলেন।[৮]

বৃত্রবধের নিমিত্ত ত্বষ্টা নির্মিত বজ্র দধীচির অস্থি দ্বারা নির্মিত হয়েছিল, এ কহিনীর মূল ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়।

ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্বৃত্রাণ্যাপ্রতিষ্কুতঃ।

জঘান নবতির্নব ॥[৯]

—অপ্রতিদ্বন্দী ইন্দ্র দধীচি ঋষির অস্থি দ্বারা বৃত্রগণকে নবগুণ নবতিবার বধ করিয়াছিলেন।[১০]

দধীচির মস্তক ছিল অশ্বের মস্তক, সেই ছিন্ন মস্তক ইন্দ্র লাভ করেছিলেন।

ইচ্ছন্নশ্বস্য যচ্ছিরঃ পর্বতেষ্বপাশ্রিতং

তদ্বিদচ্ছর্যণাবতি ॥[১১]

১ ঋগ্বেদ—২।১১।১৭ ২ ঋগ্বেদ—১।৭।২ ৩ ঋগ্বেদ—১।১১।৪
৪ ঋগ্বেদ—৫।৩২।৪ ৫ ঋগ্বেদ—৫।৩১।৪ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৭ ঋগ্বেদ—১।৮৫।৯ ৮ অনুবাদ—তদেব ৯ ঋগ্বেদ—১।৮৪।১৩, অথর্ব—১০৪১
১০ তদেব ১১—ঋগ্বেদ ১।৮৪।১৪

—পর্বতে লুক্কায়িত দধীচির অশ্ব মস্তক পাইবার ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্র সেই মস্তক শর্যনাবৎ (সরোবরে) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[১]

কৃষ্ণযজুর্বেদেও দধীচির অস্থিতে অস্ত্র নির্মাণের উল্লেখ করা হয়েছে রূপক হিসাবে,—"প্রজাপতির্বা অথর্বাঽগ্নিরেব দধ্যঙ্ঙাথর্বা তস্যেষ্টকা অস্থান্যেতং হ বাব তদৃষিরভ্যনূবাচেন্দ্রো দধীচো অস্থভিরিতি।"[২]

—প্রজাপতি অথর্বা, অগ্নি, অথর্বপুত্র দধ্যঙ্, ইষ্টক তাঁর অস্থি, সেইজন্যই ঋষি বলে থাকেন যে ইন্দ্র দধীচির অস্থিদ্বারা বজ্র নির্মাণ করিয়েছিলেন।

মহাভারতে[৩] এবং পুরাণে[৪] দধীচি মুনি স্বেচ্ছায় বৃত্রবধের দ্বারা দেবতাদের এবং অখিল বিশ্বের কল্যাণ কামনায় নিজ দেহ দান করলে তাঁর অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা বজ্র নামক অস্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। সেই অস্ত্রে বৃত্রের মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে ও অন্যান্য পুরাণে ত্বষ্টা ইন্দ্র কর্তৃক তাঁর পুত্র ত্রিশিরা বা বিশ্বরূপের অন্যায় মৃত্যুর প্রতিশোধকল্পে যজ্ঞাগ্নি থেকে ইন্দ্রশত্রু বৃত্রাসুরকে সৃষ্টি করেছিলেন।

দধীচির অশ্বমুখের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে আচার্য সায়ন শাট্যায়নশাখা-ভুক্তদের স্বীকৃত একটি কাহিনীর অবতারণা করেছেন: "অত্র শাট্যায়নিনঃ ঐতিহ্যমাচক্ষতে। আথর্বণস্য দধীচো জীবতো দর্শনেনেনাসুরা পরাবভূবুঃ। অথ তস্মিন্ স্বর্গতেঽসুরৈঃ পূর্ণা পৃথিব্যভবৎ। অথেন্দ্রস্তৈরসুরৈঃ যোদ্ধুমশক্নুবন্ তমৃষিমন্বিচ্ছন্ স্বর্গং গত ইতি শুশ্রাব। অথ পপ্রচ্ছ তত্রত্যান্ নেহ কিমস্য কিঞ্চিৎ পরিশিষ্টমঙ্গমস্তি ইতি। তস্মা অবোচন্ অস্ত্যেতদশ্বং শীর্ষং যেন শিরসাশ্বিভ্যাং মধুবিদ্যাং প্রাবব্রীৎ। তত্তু ন বিদ্ম যত্রাভবদিতি। পুনরিন্দ্রোঽব্রবীৎ। তদন্বিচ্ছতেতি। তদ্ধান্বেষিষুঃ তচ্ছর্যনাবত্যনুবিদ্যা জহুঃ। শর্যনাবদ্ধ বৈ নাম কুরুক্ষেত্রস্য জঘনার্ধে সরঃ স্যন্দতে। তস্য শিরসোঽস্থিভিরিন্দ্রোঽসুরান্ জঘানেতি।"

—অথর্বার পুত্র দধীচকে জীবিত অবস্থায় দেখে অসুররা পরাজিত হোত। সেই দধীচ স্বর্গে গেলে অসুরে পৃথিবী পূর্ণ হয়ে গেল। ইন্দ্র তখন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অসমর্থ হয়ে সেই ঋষির অনুসন্ধান করতে করতে অবগত হলেন যে ঋষি স্বর্গে গমন করেছেন। তখন ইন্দ্র প্রশ্ন করলেন, ঋষির কোন অঙ্গের অবশেষ আছে কিনা। তাঁকে উত্তর দেওয়া হয়েছিল যে দধীচের দেহাবশেষ

১ অনুবাদ—দুর্গাদেব ২ কৃঃ যজুঃ—৫।৬।৬ ৩ বনপর্ব—১০০ অঃ ৪-ভাগবত—৬।৯-১০

বর্তমান আছে ; যে মুখ দিয়ে তিনি অশ্বিনীকুমারদের মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই অশ্বমুখ বর্তমান আছে। তখন কুরুক্ষেত্র মধ্যবর্তী শর্য্যাবতী সরোবরে সেই অশ্বমুখ পাওয়া গেল। সেই মস্তকের অস্থি দ্বারা ইন্দ্র অসুরদের বধ করলেন।

আচার্য সায়ন ১।১১৬।১২ ঋকের টীকায় লিখেছেন যে ইন্দ্র দধীচকে মধুবিদ্যা শিখিয়ে বলেছিলেন যে এই বিদ্যা অন্য কাউকে শেখালে তিনি দধীচের মাথা কেটে ফেলবেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধীচকে অশ্বমুণ্ড দান করে দধীচের অশ্বমুখ থেকে মধুবিদ্যা শিক্ষা করলে ক্রোধান্বিত ইন্দ্র দধীচের অশ্বমুণ্ড কেটে ফেললেন। অশ্বিদ্বয় দধিচের লোকান্তরের পরে অসুরদের দৌরাত্ম্য বর্ধিত হলে ইন্দ্র দধীচের অশ্বমস্তক সংগ্রহ করলেন এবং ঐ মস্তকের অস্থি দ্বারা অসুরদের বিনাশ করলেন।

এই উপাখ্যানটি দধীচি সম্পর্কিত পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে স্বতন্ত্র। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের মতে এই উপাখ্যান পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে প্রাচীনতর।

সায়ন-কথিত কাহিনীটি বৃহদ্দেবতায় পাওয়া যায়।

প্রাদাদ্‌ব্রহ্মা চ সুপ্রীতঃ পুত্রায় যদথর্বণে।
স চাভবদৃষিস্তেন ব্রহ্মণা বীর্যবত্তমঃ॥
তমৃষির্নিষেধেধেন্দ্রো মৈবং বোচঃ কচিন্মধু।
নহি প্রোক্তে মধুন্যস্মিন্ জীবন্তং ত্বোৎস্রজাম্যহম্॥
তমৃষিং ত্বশ্বিনৌ দেবৌ বিধিবন্মধ্বযাচতাং।
স চ তাভ্যাং তদাচষ্টে যদুবাচ শচীপতিঃ॥
তমব্রূতান্ত নাসত্যাবশ্বেন শিরসাভবৎ।
মধ্বাত্ত গ্রাহয় ত্বং তন্নেন্দ্রশ্চ ত্বাং হনিষ্যতি॥
আশ্বেন শিরসা তৌ তু দধ্যঙ্‌ঙাহ যদশ্বিনৌ।
তদাস্যেন্দ্রোঽহরৎ সস্তং ন্যধাত্তামস্য তৌ শিরঃ॥
দধীচস্তচ্ছিরশ্চাশ্বং কৃত্তং বজ্রেণ বজ্রিণা
পপাত সরসো মধ্যে পর্বতে শর্যণাবতি॥[১]

—ব্রহ্মা প্রীত হয়ে অথর্বাকে পুত্রবর দিয়েছিলেন। ব্রহ্মার বরে অথর্বার পুত্র সেই ঋষি দধীচ শ্রেষ্ঠ বীর্যবান হয়েছিলেন। ইন্দ্র তাঁকে নিষেধ করেছিলেন, মধুবিদ্যা যেন কাউকে দান না করেন ; এই মধুবিদ্যা কাউকে দান করলে তোমার জীবন বিনষ্ট করবো। অশ্বিদেবদ্বয় সেই ঋষির কাছে যথাবিধি মধুবিদ্যা প্রার্থনা

১ বৃহদ্দেবতা—৩।১৮-২৩

করলেন। তিনি তাঁদের ইন্দ্র যা বলেছিলেন তা বিজ্ঞাপিত করলেন। অশ্বিদ্বয় তাঁকে তখন বললেন, তোমার অশ্বমুখ হবে, অশ্বমুখ দিয়ে তুমি মধুবিদ্যা প্রদান কর, ইন্দ্র তোমাকে বধ করবেন না। দধ্যঙ্ যখন অশ্বমুখ দ্বারা অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যা বললেন, তখন ইন্দ্র সেই মস্তক ছিন্ন করলেন, অশ্বিদ্বয় তাঁর পূর্বমস্তক জোড়া দিলেন। ইন্দ্রের বজ্রের দ্বারা ছিন্ন দধীচের সেই অশ্বমুণ্ড শর্যনাবৎ সরোবরে পর্বতের উপরে পড়েছিল।

লক্ষণীয় এই যে এই উপাখ্যানে বজ্র দধীচের অস্থিতে তৈরী হয় নি, ইন্দ্র পূর্ব থেকে বজ্র অধিকার করেছিলেন। কিন্তু পদ্মপুরাণে—ত্বষ্টা দধীচের অস্থি দ্বারা বজ্র নির্মাণ করেছিলেন।

ত্বষ্টা তু তেষাং বচনং নিশম্য
প্রহৃষ্টরূপঃ প্রযতঃ প্রযত্নাৎ।
চকার বজ্রং ভৃশমুগ্রবীর্যম্।[১]

—ত্বষ্টা দেবগণের কথা শুনে আনন্দিত হয়ে প্রচণ্ডশক্তিশালী বজ্র যত্ন সহকারে নির্মাণ করেছিলেন।

ইন্দ্রকর্তৃক ত্রিশিরা বা বিশ্বরূপ বধের আখ্যানও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। "তত্ত্বাষ্ট্রং বিশ্বরূপমবংধয়ঃ সাখ্যস্য ত্রিতায়।[২]—তুমি ত্রিতের বন্ধুত্বের জন্য বিশ্বরূপকে বধ করেছিলে।

স পিত্র্যাণ্যায়ুধানি বিদ্বানিন্দ্রেষিত আপ্ত্যো অভ্যযুধ্যৎ।
ত্রিশীর্ষাণং সপ্তরশ্মিং জঘন্বান্ত্বাষ্ট্রস্য চিন্নিঃ সসৃজেত্রিতোগাঃ॥
ভূরীদিন্দ্রস্য উদিনক্ষৎ তমোজোঽবাভিনৎ সৎপতির্মন্যমানং।
ত্বাষ্ট্রস্য চিদ্বিশ্বরূপস্য গোনামাচক্রাণস্ত্রীণি শীর্ষা পরাবর্ক্।[৩]

—আপ্তের পুত্র সেই ত্রিত ইন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ পিতার যুদ্ধাস্ত্র সকল গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধ করিলেন। সপ্তরশ্মি ত্রিশিরাকে বধ করিলেন। ত্বষ্টার পুত্রের গাভী সমস্ত অপহরণ করিলেন।

শিষ্ট পালনকর্তা ইন্দ্র অভিমানী ও সর্বব্যাপি তেজো বিশিষ্ট ত্বষ্টার পুত্রকে বিদীর্ণ করিলেন। তিনি গাভীদিগকে আহ্বান করিতে করিতে ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের তিন মস্তক ছেদন করিলেন।[৪]

১ পদ্মপুঃ, সৃষ্টি খণ্ড—১৯।৭৯-৮০
২ ঋগ্বেদ—২।১১।১৯
৩ ঋগ্বেদ—১০।৮।৮-৯
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

—সেই প্রভু ইন্দ্র বহুল চিৎকারকারী দাস জাতীয়কে শাসন করিয়াছেন, মস্তকত্রয় বিশিষ্ট ষট্‌চক্ষু শত্রুকে দমন করিয়াছেন।

ত্রিশিরা বধ—ত্বষ্টার সঙ্গে ত্রিত ও ইন্দ্রের বিরোধ ছিল। ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরা বা বিশ্বরূপকে হত্যা করেছিলেন। ঋগ্বেদে এ কাহিনীর উল্লেখমাত্র আছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে কাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেছেন,—

—"ত্বষ্টুর্হ বৈ পুত্রঃ। ত্রিশীর্ষা ষড়ক্ষ আস। তস্য ত্রিণ্যেব মুখান্যাসুস্তদ্‌যদেবং রূপ আস তস্মা বিশ্বরূপো নাম॥ তস্য সোমপানমেবৈকং মুখমাস। সুরাপানমেকমন্যস্মা অশনায়ৈকং তমিন্দ্রো দিদ্বেষ তস্য তানি শীর্ষাণি প্রচিচ্ছেদ।......স ত্বষ্টা চু ক্রোধ। কুবিন্মে পুত্রমবধীদিতি সোঽপেন্দ্রমেব সোমাজহ্রে স যথায়ং সোমঃ প্রসূত এবমপেন্দ্র এবাস।"[১]

ত্বষ্টার পুত্র ছিল তিন মস্তক, ছয় চক্ষু বিশিষ্ট,—তাঁর তিনটি মুখ ছিল। সেই-জন্য তাঁর নাম ছিল বিশ্বরূপ। তাঁর একটি মুখ ছিল সোমপানের জন্য, একটি সুরাপানের জন্য, আর একটি ভোজনের জন্য। ইন্দ্র বিদ্বিষ্ট হয়ে তাঁর তিনটি শির ছিন্ন করলেন। ......ত্বষ্টা ক্রুদ্ধ হলেন। কুৎসিৎকর্মা আমার পুত্রবধ করেছে, এই ভেবে তিনি বিশ্ব ইন্দ্রহীন করার জন্য সোম গ্রহণ করলেন। এই সোম যজ্ঞে অর্পিত হলে জগৎ ইন্দ্রবিরহিত হবে।

"স যদ্বর্তমানঃ সমভবৎ। তস্মাদ্‌বৃত্রোঽথ যদপাৎ সমভবত্তস্মাদহিস্তং দনুশ্চ মাতেব চ পিতেব চ পরিজগৃহতু তস্মাদ্দান ইত্যাহুঃ।" অথ যদব্রবীদিন্দ্রশত্রুর্বর্ধস্বেতি। তস্মাদু হৈনমিন্দ্র এব জঘানাথ।"[২]

—সে যজ্ঞ থেকে সকল দেশ ব্যাপ্ত করে আবির্ভূত হোল, তার নাম হোল বৃত্র। যেহেতু পাদহীন অবস্থায় ছিল, সেইজন্য তার নাম অহি। দনু মাতা ও পিতার স্থান নিয়ে তাকে রক্ষা করেছিল, তাই তাকে দানব বলা হয়। ত্বষ্টা যজ্ঞকালে 'ইন্দ্রশত্রু বর্ধস্ব' বলায় (পূর্বপদ উদাত্তরূপে উচ্চারণ করায়, ইন্দ্রশত্রু যাহার বহুব্রীহি সমাসে ইন্দ্রের বিজয় ব্যঞ্জিত হওয়ায়) ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করেছিলেন।

শতপথ ব্রাহ্মণে আরও একস্থানে[৩] ইন্দ্র কর্তৃক ত্রিশিরাবধের কাহিনী সংক্ষেপে কথিত হয়েছে। কৃষ্ণযজুর্বেদে ত্রিশিরা নিধনের একটি হেতুও পাওয়া যায়। "বিশ্বরূপো বৈ ত্বাষ্ট্রঃ পুরোহিতো দেবানামাসীৎ স্বস্রীয়োঽসুরাণাং তস্য ত্রীণি শীর্ষাণ্যাসন্‌ৎ সোমপানং সুরাপানমন্নাদনং স প্রত্যক্ষং দেবেভ্যো ভাগমবদৎ পরোক্ষম-

১ শতপথ ব্রাঃ—১।৫।৩।৬ ২ তদেব—১।৫।৩।৮-১০ ৩ শতপথ ব্রাঃ—২।১।২।৩

সুরেভ্যঃ সংবৈ বৈ প্রত্যক্ষং ভাগং বদন্তি যস্মা এব পরোক্ষং বদন্তি তস্য ভাগ উদিতস্তস্মাদিন্দ্রোঽবিভেদীদৃঙ্‌ বৈ রাষ্ট্রং বি পর্যাবর্তয়তীতি তস্য বজ্রমাদায় শীর্ষাণ্যচ্ছিনৎ··· ।"

—ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ ছিলেন দেবতাদের পুরোহিত আর অসুরদের ভাগিনেয়। তাঁর ছিল তিন মাথা। তিন মুখে তিনি সোমপান, সুরাপান ও অন্ন ভোজন করতেন। তিনি দেবতাদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে যজ্ঞভাগ নিতেন, আর অসুরদের কাছ থেকে পরোক্ষভাবে যজ্ঞভাগ নিতেন। সকলের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাগ নিতেন, আবার যেহেতু পরোক্ষে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করছিলেন, এই জন্য ইন্দ্র তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। রাষ্ট্রে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিলেন বলেই ইন্দ্র বজ্র নিয়ে ত্রিশিরার তিন শির ছিন্ন করলেন।

এই উপাখ্যান অনুসারে ইন্দ্রের অস্ত্র বজ্র বৃত্রজন্মের পূর্বে, ত্রিশিরা বধেরও পূর্বে সৃষ্ট হয়েছিল। ঋগ্বেদে বিশ্বরূপ ত্বষ্টার পুত্র। ইন্দ্র ত্রিশিরাকেও বধ করেছেন, বৃত্রকেও বধ করেছেন। কিন্তু ত্বষ্টার বা বিশ্বরূপের সঙ্গে বৃত্রের কোন সম্পর্ক নেই। ত্বষ্টা ইন্দ্রের বজ্র নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু শতব্রাহ্মণের কাহিনী অনুসারে ত্রিশিরাবধের প্রতিশোধ কল্পে ত্বষ্টা যজ্ঞাগ্নি থেকে বৃত্রকে সৃষ্টি করেছিলেন। মহাভারতে ও পুরাণে এই কাহিনীই অনুসৃত হয়েছে। পুরাণাদিতে বৃত্র বধের উদ্দেশ্যে দধীচির অস্থিতে বজ্র নির্মাণ করেছিলেন বিশ্বকর্মা।

মহাভারতের শান্তিপর্বে[১] ত্রিশিরাবধের উপাখ্যান কিঞ্চিৎ ভিন্নতর। এই উপাখ্যান কিছুটা শতপথ ব্রাহ্মণের কাহিনীর অনুরূপ। এই কাহিনীতে বিশ্বরূপ-পুত্র ত্বষ্টা দেবগণের পুরোহিত এবং অসুরগণের ভাগিনেয়। তিনি দেবগণকে প্রত্যক্ষ এবং অসুরগণকে পরোক্ষ যজ্ঞভাগ প্রদান করতেন। সেইজন্য অসুরগণ হিরণ্যকশিপুকে পুরোভাগে নিয়ে ভগিনী বিশ্বরূপ জননীর কাছে অভিযোগ জানালেন যে পরোক্ষ যজ্ঞভাগ লাভ করে অসুরগণ ক্ষীণ হচ্ছেন এবং প্রত্যক্ষ যজ্ঞভাগ লাভ করে দেবগণ বর্ধিত হচ্ছেন। বিশ্বরূপ জননীর আদেশে মাতৃপক্ষ বর্ধনের নিমিত্ত তপস্যা সুরু করলেন। ইন্দ্র তাঁর তপোভঙ্গের জন্য অপ্‌সরাদের প্রেরণ করলেন। অপ্‌সরাদের প্রভাবে বিশ্বরূপের চিত্ত ক্ষোভিত হলে অপ্‌সরাগণ ইন্দ্রের নিকট প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক হলেন। তখন বিশ্বরূপ দেবগণের প্রভাব বিনষ্ট করতে মন্ত্রজপ করে নিজেকে অত্যধিক বর্ধিত করলেন। তিনি এক মুখে যজ্ঞে

১ শান্তি পর্ব—৩৪২ অঃ

মুখে সোম ভক্ষণ করতে লাগলেন, একমুখে অন্ন গ্রহণ করলেন এবং তৃতীয় মুখ দিয়ে ইন্দ্রাদি দেবগণকে ভোজন করতে উদ্যত হলেন। অতঃপর ব্রহ্মার পরামর্শে দেবগণ দধীচির তপোবনে সমাগত হয়ে দধীচিকে দেহত্যাগ করতে অনুরোধ জানালেন। দধীচি হৃষ্টমনে দেহত্যাগ করলে, দধীচির অস্থিতে ধাতা বজ্র নির্মাণ করলেন। সেই বজ্রে নিহত হলেন ত্রিশিরা এবং পরে ত্রিশিরার দেহ থেকে জাত বৃত্র। মহাভারতকার লিখেছেন, "তে তমব্রুবন্ শরীর পরিত্যাগং লোকহিতার্থং ভবান্ কর্তুমর্হতীতি॥ অথ দধীচস্তথৈবাবিমনাঃ সুখদুঃখ-সমো মহাযোগী আত্মানং সমাধায় শরীরপরিত্যাগং চকার॥ তস্য পরমাত্মন্যপসৃতে তান্যস্থীনি ধাতা সংগৃহ্য বজ্রমকরোৎ তেন বজ্রেণাভেদ্যেনাপ্রধৃষ্যেণ ব্রহ্মাস্থিভূতেন বিষ্ণুপ্রবিষ্টেনেন্দ্রো বিশ্বরূপং জঘান। শিরসাং চাস্য ছেদনমকরোত্তস্মাদনন্তরং বিশ্বরূপগাত্রমথন সম্ভবং ত্বষ্ট্রোৎপাদিতমেবারিং বৃত্রমিন্দ্রো জঘান।"[১]

—তাঁহারা দধীচকে বলিলেন, লোকসকলের হিতের নিমিত্ত আপনকার শরীর পরিত্যাগ করা উচিত হইতেছে। অনন্তর, মহাযোগী দধীচ পূর্ববৎ সমনস্ক এবং সুখে-দুঃখে সমজ্ঞান হইয়া আত্ম সমাধান করতঃ শরীর পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার আত্মা অপসৃত হইলে ধাতা তদীয় অস্থি সংগ্রহ করিয়া বজ্র নির্মাণ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সেই ব্রাহ্মণাস্থি বিনির্মিত অভেদ্য অনভিভবনীয় বিষ্ণু প্রবিষ্ট বজ্রদ্বারা বিশ্বরূপকে নিহত করিলেন। বিশ্বরূপের মস্তকত্রয় ছেদন করিলে, তাহার গাত্রমথন সম্ভব ত্বাষ্ট্রোৎপাদিত বৈরি বৃত্রকেও ইন্দ্র বধ করিলেন।[২]

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে[৩] ত্রিশিরা বধের উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও ইন্দ্র কর্তৃক ত্রিশিরা ও বৃত্রবধের উল্লেখ আছে :

যথেন্দ্রং দেবতাঃ পর্যবৃঞ্জন্ বিশ্বরূপং ত্বাষ্ট্রমভ্যামংসন্ত বৃত্রমবস্তৃতঃ।"[৪]

—যেহেতু ইন্দ্র ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপকে বধ করেছিলেন সেইজন্য (ব্রাহ্মণ-হত্যা পাপের জন্য) দেবতাগণ ইন্দ্রকে যজ্ঞ থেকে বর্জন করেছিলেন।

বিশ্বরূপ ও বৃত্র-জনিত পাপ ইন্দ্রকে অধিকার করেছিল, মহাভারতে-পুরাণে এ কাহিনী পল্লবিত হয়েছে। মহাভারতে ও পুরাণে ইন্দ্রকর্তৃক ত্রিশিরা ও

১ মহাঃ শান্তি পর্ব—৩৪২।৩৯-৪১ ২ মহাভারতের বঙ্গানুবাদ—বর্ধমান রাজবাটী সং

৩ তৈত্তিরীয় ব্রাঃ—২।২।৪।১২ ৪ ঐতরেয় ব্রাঃ—৭।২

বৃত্রবধের উপাখ্যান সবিস্তারে পরিবেশিত হয়েছে। বাঙ্গালী কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে রীতিমত একখানি মহাকাব্য রচনা করেছেন 'বৃত্রসংহার কাব্য' নামে।

নমুচি বধ—ইন্দ্র নমুচি নামে একটি দানবকে বধ করেছিলেন। ঋগ্বেদে বহু স্থানেই নমুচি বধের উল্লেখ আছে। পূর্বেই এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু নমুচি বধের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ইন্দ্র নমুচি নামক দানবকে বধ করেছিলেন জলের কেনা দিয়ে : "অপাং ফেনেন নমুচেঃ শিরঃ ইন্দ্রোদবর্তয়ঃ…।"[১]

ঋগ্বেদেও জলের কেনা নিক্ষেপের ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে।

স ঈং বৃষা ন ফেনমস্যদাজৌ…।[২]

—যেমন ইন্দ্র নমুচি বধকালে যুদ্ধে ফেন নিক্ষেপ করিতে করিতে আসিয়াছিলেন…।[৩] ইন্দ্রকর্তৃক নমুচিবধের উপাখ্যান ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও পাওয়া যায়। কৃষ্ণযজুর্বেদের বিবরণ : ইন্দ্রো বৃত্রং হত্বা। অসুরান্ পরাভাব্য। নমুচিমসুরং নালভত। তং শচ্যাহগৃহ্নাৎ। তৌ সমলভেতাম্। সোহস্মাদাভিভনতরোহভবৎ। সোহব্রবীৎ। সন্ধাং সন্দধাবহৈ। অথ ত্বাহবস্রক্ষ্যামি। ন মা শুষ্কেণ নার্দ্রেণ হনঃ। ন দিবা ন নক্তমিতি। স এবমপাং ফেনমসিঞ্চৎ। ন বা এষ শুষ্কো নার্দ্রো জুষ্টাসীৎ। অনুদিতঃ সূর্যঃ। ন বা এতদ্দিবা ন নক্তম্। তস্যৈতস্মিল্লোকে। অপাং ফেনেন শির উদবর্তয়ৎ।[৪]

—ইন্দ্র বৃত্রকে হত্যা করে অপরাপর অসুরদের পরাজিত করতে পারলেন না। তখন তিনি সর্বশক্তিদ্বারা নমুচিকে আক্রমণ করলেন। উভয়ে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। তখন ইন্দ্র নমুচির আক্রমণে কাতর হয়ে পড়লেন। নমুচি (কৃপাপরবশ হয়ে) বললে, আমরা সন্ধি করবো, তারপর তোমাকে মুক্ত করবো। আমাকে শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু দিয়ে মারতে পারবে না; দিবা অথবা রাত্রেও মারতে পারবে না। ইন্দ্র জলের কেনা দিয়ে তাকে মেরেছিলেন। এই কেনা শুষ্ক নয়, আর্দ্রও নয়। তখন প্রভাত হয়েছে, সূর্য ওঠে নি। দিনও ছিল না, রাত্রিও ছিল না। রাত্রিও দিনের সন্ধিস্থলে জলের কেনার দ্বারা নমুচির মস্তক ছিন্ন করেছিলেন।

১ শুক্ল যজুঃ—১৯।৭১ ২ ঋগ্বেদ—১০।৬১।৮ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৪ কৃষ্ণ যজুঃ—১।১।৮।৭

শতপথ ব্রাহ্মণের উপাখ্যান :

"ইন্দ্রস্য ইন্দ্রিয়মন্নস্য রসং সোমস্য ভক্ষং সুরয়া আসুরো নমুচিরহরৎ। সোঽশ্বিনৌ চ সরস্বতীঞ্চ উপধাবৎ। শেপানোঽস্মি নমুচয়ে ন ত্বা দিবা ন নক্তং হনানি, ন দণ্ডেন ন ধন্বনা ন পৃথেন ন মুষ্টিনা ন শুষ্কেন ন আর্দ্রেণ অথ মে ইদমহার্ষীৎ। ইদং মে আজিহীর্ষথ ইতি। তেঽক্রুধন্নত নোঽত্রাপ্যথ আহরাম ইতি। সহ ন এতদথ আহরত ইত্যব্রবীদিতি। তাবশ্বিনৌ চ সরস্বতি চ অপক্ষেনঃ বজ্রমসিঞ্চন্ ন শুষ্ক ন আর্দ্র ইতি। তেন ইন্দ্রো নমুচিরসুরস্য ব্যুষ্টায়াং রাত্রৌ অনুদিতে আদিত্যো ন দিবা ন নক্তমিতি শির উদবাসয়ৎ।"[১]

— নমুচি নামক অসুর ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়, অন্নরস ও সোমপাত্র সুরা সহ অপহরণ করেন। তিনি (ইন্দ্র) অশ্বিদ্বয় এবং সরস্বতীর কাছে উপস্থিত হন এবং বলেন,—আমি নমুচির কাছে শপথ করিয়াছি যে দিবায় অথবা রাত্রিতে যষ্টি অথবা ধনুকে, শুষ্ক অথবা আর্দ্রস্থানে আমি তোমাকে হনন করিব না। এখন সে আমার যাহা (শক্তি) হরণ করিয়াছে, তোমরা কি আমার হইয়া উদ্ধার করিবে? তিনি (পুনরায়) বলিলেন, তাহা আমাদিগের সকলের হইবে, অতএব আহরণ কর। তৎপরে অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী জলের ফেনা দ্বারা বজ্রের সিঞ্চন করিলেন ও বলিলেন,—এখন শুষ্ক কি আর্দ্র নয়? ইন্দ্র তাহা (বজ্র) দ্বারা নমুচির মস্তক খণ্ড খণ্ড করিলেন। এই সময় রাত্রি গিয়া ভোর হইতেছে, সূর্য তখনও উদয় হয় নাই, কাজেই তখনও রাত্রিও নয়, দিনও নয়।[২]

পর্বতের পক্ষচ্ছেদ—ইন্দ্রের একটি নাম গোত্রভিৎ—"গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রবাহুং…।"[৩] আচার্য মহীধরের ব্যাখায় গোত্র শব্দের অর্থ অসুর কুলও হতে পারে, আবার মেঘও হতে পারে। গোত্র শব্দ পর্বত অর্থেও প্রযুক্ত হয়। ইন্দ্রকে পর্বতভেদকারী বা পর্বতের পক্ষ ছেদনকারী বলা হয়ে থাকে। কৃষ্ণযজুর্বেদের (৪।৪।৬।৪) ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য লিখেছেন, "গোত্রান্ পর্বতান্ ভিনত্তি তদীয় পক্ষাংশ্ছিনত্তীতি গোত্রভিৎ।" প্রসিদ্ধি আছে যে একসময় পর্বতকুল পক্ষযুক্ত ছিল। তারা ইচ্ছামত উড়ে বেড়াতে পারতো। ইন্দ্র বজ্র দ্বারা পর্বতকুলের পক্ষ ছিন্ন করে পর্বতসমূহকে স্থির করেছিলেন। হিমালয়নন্দন মৈনাক পর্বত পক্ষ শাতনের ভয়ে সমুদ্রমধ্যে আত্মগোপন করেছিল। ইন্দ্র কর্তৃক পক্ষধর পর্বতকুলের পক্ষ শাতনের কথা ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়।

১ শতঃ ব্রাঃ—১২।৭।৩১ ২ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী ৩ শুক্ল যজুঃ—১৭।৩৮

ত্বং তমিন্দ্র পর্বতং মহামুরুং বজ্রেণ
বজ্রিন্ পর্বশশ্চকর্তিথ।
অবাসৃজো নিবৃতাঃ সর্তবা অপঃ সত্রা বিশ্বং
দধিষে কেবলং সহঃ।[১]

—হে বজ্রী! তুমি সেই মহাবিস্তীর্ণ পর্বত বজ্রের দ্বারা পর্বে পর্বে ছিন্ন করেছ। (পর্বতে) আবৃত জল প্রবাহিত হওয়ার জন্য মুক্ত করে দিয়েছ। অতএব তুমি বিশ্বব্যাপী বল ধারণ করেছ,—ইহা সত্য।

স প্রাচীনান্ পর্বতান্ দৃংহদোজসাধরাচীনমকৃণোদপামপঃ।[২]

—ইন্দ্র ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল পর্বতসমূহকে নিজ বলে অচল করিয়াছেন। মেঘস্থিত জলরাশি অধোমুখে প্রেরণ করিয়াছেন।[৩]

"ইতস্ততঃ প্রকর্ষেণাঞ্চতো গচ্ছতঃ সপক্ষান্ পর্বতান্ ওজসা বলেন দৃংহৎ পক্ষচ্ছেদং কৃত্বা ভূমৌ দৃঢ়ীচকার।"—সায়ন।

পর্বতান্ প্রকুপিতাঁ অরম্ণাৎ।[৪]—কুপিত পর্বতসমূহকে ইন্দ্র স্থির করেছিলেন।

ইন্দ্রের পিতৃহত্যা—বেদে ইন্দ্রের একটি কলঙ্ককাহিনী বিবৃত হয়েছে। সে কলঙ্কজনক কার্যটি ইন্দ্রের পিতৃহত্যা।

কিয়ৎস্বিদিন্দ্রো অধ্যেতি মাতুঃ কিয়ৎ পিতুর্জনিতু র্যো জজান।
যে অস্য শুষ্মং মুহুকৈরিয়র্তি বাতো ন জূতঃ স্তনয়দ্ভিরভ্রৈঃ॥[৫]

—হে ইন্দ্র! (তুমি ভিন্ন) কে আপন মাতাকে বিধবা করিয়াছে? তুমি যখন শয়ান থাক, অথবা সঞ্চরণ করিতে থাক, তখন কে তোমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে? কোন্ দেবতা সুখদান বিষয়ে তোমা অপেক্ষা বড়? যেহেতু তুমি তোমার পিতার পাদদ্বয় গ্রহণ করিয়া পিতাকে বধ করিয়াছ।[৬]

তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৬।১।৩।৬) ইন্দ্রের পিতৃবধের কাহিনী আছে। ঋগ্বেদেই ইন্দ্র ত্বষ্টাকে পরাজিত করেছিলেন:—

"ত্বষ্টারমিন্দ্রো জনুষাভিভূয়ামুষ্যা সোমমপিবচ্চমূষু॥"[৭]

—ইন্দ্র ত্বষ্টাকে সামর্থদ্বারা পরাভূত করতঃ তাঁহার চমসস্থিত সোম পান করিয়াছিলেন।[৮]

১ ঋগ্বেদ—১।৫৭।৬ ২ ঋগ্বেদ—২।১৭।৫ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঋগ্বেদ—২।১২।২ ৫ ঋগ্বেদ—৪।১৭।১২ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৭ ঋগ্বেদ—৩।৪৮।৪ ৮ অনুবাদ—তদেব

এই বিচিত্রকর্মা ইন্দ্রের অত্যদ্ভুত গুণ ও কর্মের বিবরণ ঋগ্বেদে ও অন্যান্য সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে বিবৃত হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলিতে ইন্দ্রকে অবলম্বন করে বহুবিচিত্র কাহিনী পল্লবিত হয়েছে। বহু দৈত্যহন্তা, বৃত্রবধকারী বজ্রহস্ত ইন্দ্রের স্বরূপ কি? দেশী-বিদেশী বহু পণ্ডিত ইন্দ্রের স্বরূপ উদঘাটনে যত্নবান হয়েছেন।

ইন্দ্রের স্বরূপ - সায়নাচার্য ইন্দ্র শব্দের ব্যাখ্যায় যাস্কের মত উদ্ধৃত করে লিখেছেন, "ইন্দ্রশব্দং যাস্কো বহুধা নির্বক্তি (নিরুক্ত ১০.৮)। ইরাং দৃণাতীতি বেরাং দধাতীতি বেরাং দারয়তীতি বেরাং ধারয়তীতি বেন্দবে দ্রবতীতি বেন্দৌ রমত ইতি বা তদ্যদেনং প্রাণৈঃ সমৈন্ধংস্তদিন্দ্রস্যেন্দ্রত্বমিতি বিজ্ঞায়ত ইদং করণাদিত্যাগ্রায়ণ ইদং দর্শনাদিত্যোপমন্যব ইন্দতে বৈশ্বর্যকর্মণ ইংজ্ঞত্রূণাং দারয়িতা বা দ্রাবয়িতা দারয়িতা বা চ যজ্বনামিতি। অস্যায়মর্থঃ দৃ বিদারণ ইতি ধাতুঃ। ইরামন্নমুদ্দিশ্য তন্নিষ্পাদকজলসিদ্ধ্যর্থং দৃণাতি মেঘং বিদীর্ণং করোতীতীন্দ্রঃ। ডু দাঞ্ দান ইতি ধাতুঃ। ইরামন্নং বৃষ্টিনিষ্পাদনেন দদাতীতীন্দ্রঃ ধাঞ্ পোষণার্থঃ। ইরামন্নং তৃপ্তিকারণং শস্যং দধাতি ফলপ্রদানেন পুষ্ণাতীতীন্দ্রঃ। ইরাং উৎপাদয়িতুং বর্ষণমুখেণ ভূমিং বিদারয়তীন্দ্রঃ। পূর্বোক্ত পোষণমুখেনেরাং ধারয়তি বিনাশরাহিত্যেন স্থাপয়তীতীন্দ্রঃ। ইন্দুঃ সোমবল্লীরসঃ। তদর্থং যাগভূমৌ দ্রবতি ধাবতীন্দ্রঃ। ইন্দৌ যথোক্তসোমে রমতে ক্রীড়তীতীন্দ্রঃ। ঞি ইন্ধী দীপ্তাবিতি ধাতুঃ। ভূতানি প্রাণিদেহানিন্ধে জীবচৈতন্যরূপেণান্তঃ প্রবিশ্য দীপয়তীতীন্দ্রঃ। আগ্রায়ন নামকো মুনিরিদং করণাদিন্দ্র ইতি নির্বচনং মন্যতে। ইন্দ্রো হি পরমাত্মারূপেণেদং জগৎ করোতি। ঔপমন্যব নামকো মুনিরিদং দর্শনাদিন্দ্র ইতি নির্বচনমাহ। ইদমিত্যপরোক্ষমুচ্যতে। বিবেকো হি পরমাত্মনামপরোক্ষেণ পশ্যতি দৃ ভয় ইতি ধাতুঃ। স চ পরমেশ্বরঃ শত্রূণাং দারয়িতা ভীষয়িতেতীন্দ্রঃ। দ্রু গতাবিতি ধাতুঃ। শত্রূণাং দ্রাবয়িতা ভীষয়িতেতীন্দ্রঃ। যজ্বনাং যাগানুষ্ঠায়িনং দরয়িতা ভয়স্য পরিহর্তা।"

যাস্কের ব্যাখ্যা অনুসারে দৃ ধাতু বিদীর্ণ করা অর্থে প্রযুক্ত। ইরা শব্দের অর্থ অন্ন। ইরাং দৃণাতি অর্থাৎ অন্ন উৎপাদনের নিমিত্ত মেঘ বিদীর্ণ করেন বলেই ইন্দ্র! দা ধাতুর অর্থ দান করা। বৃষ্টি উৎপাদন করে, তিনি অন্নদান করেন, তাই ইন্দ্র। ধা ধাতুর অর্থ পোষণ করা। ফল প্রদানের দ্বারা অন্ন ধারণ বা পোষণ করেন বলেই তিনি ইন্দ্র। অন্ন উৎপাদনের নিমিত্ত হলকর্ষণের সময়

মৃত্তিকা বিদীর্ণ করার জন্য তিনি ইন্দ্র। অন্নকে ধারণ করেন অর্থাৎ বিনষ্টি থেকে রক্ষা করেন, তাই তাঁকে ইন্দ্র বলা হয়। ইন্দু শব্দের অর্থ সোমলতার রস। সোমরস পানের নিমিত্ত যজ্ঞভূমিতে ধাবিত হন বলেই তিনি ইন্দ্র নামে পরিচিত। সোমরসে তৃপ্ত হন, এই জন্যও তিনি ইন্দ্র। ইন্ধ ধাতুর অর্থ দীপ্তি। জীব চৈতন্যরূপে প্রাণিদেহে প্রবেশ করে দীপ্ত করেন বলে ইনি ইন্দ্র নামে খ্যাত। আগ্রায়ন নামক মুনির মতে,—'ইদং করণাৎ ইন্দ্র।' —পরমাত্মারূপে জগৎ সৃষ্টি করেন বলে তিনি ইন্দ্র। ঔপমন্যব নামক ঋষি মনে করেন, "ইদং দর্শনাৎ ইন্দ্রঃ" —'প্রাণীর বিবেক অপরোক্ষভাবে দর্শন করে থাকে পরমাত্মাকে, সেই জন্য পরমাত্মা ইন্দ্র। দৃ ধাতুর অর্থ ভয় পাওয়া। পরমেশ্বর শত্রুর ভয় উৎপন্ন করেন। দ্রু ধাতু গত্যর্থক,—শত্রুদের প্রাপ্ত হন, তাই এই দেবতার নাম ইন্দ্র। যাগানুষ্ঠাতাদের ভয় দূর করে থাকেন বলেও তিনি ইন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ।

উক্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যায় ইন্দ্র শব্দকে নানাভাবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সকল প্রকার ব্যাখ্যার মধ্যে দুটি অর্থ ই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়। একটিতে তিনি বৃষ্টিদান ক'রে অন্ন উৎপাদন করেন অর্থাৎ বৃষ্টির দেবতা, আর একটিতে তিনি পরমাত্মা রূপে জগৎ-স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। বৃহদ্দেবতায় বলা হয়েছে :

ইরাং দৃণাতি যৎকালে মরুদ্ভিঃ সহিতোঽম্বরে।
রবেণ মহতা যুক্তস্তেনেন্দ্রমৃষয়োঽব্রুবন্॥[১]

—যেহেতু মরুদ্‌গণের সহিত মিলিত হয়ে মেঘ বিদীর্ণ করেন এবং মহান্ রব (গর্জন) করেন, সেইজন্য তিনি ইন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ।

মহাপ্রাজ্ঞ রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ইন্দ্র শব্দের অর্থ আকাশ। তিনি লিখেছেন, "ইন্দ ধাতু বর্ষণে। ইন্দ্র অর্থে বৃষ্টি দাতা আকাশ। প্রাচীন আর্যরা আকাশকে দ্যু, বরুণ প্রভৃতি নাম দিয়া উপাসনা করিতেন····· আর্যদিগের প্রাচীন আকাশদেব; অতএব সেই আর্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা জাতিদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে অর্থাৎ গ্রীক্‌দিগের Zeus নামে লাটীনদিগের Jovis by Ju (pi-ter) নামে এ্যাংলো স্যাক্‌সনদিগের মধ্যে Tiu নামে এবং জার্মানদিগের মধ্যে Zio নামে উপাসিত হইতেন। ঋগ্বেদেও দ্যু ও পৃথিবীর উপাসনা আছে এবং তাঁহারা ইন্দ্রাদি সকল দেবের পিতামাতা—এরূপ বর্ণনা আছে। "ইন্দ্র" কেবল হিন্দুদিগের নূতন

১ বৃহদ্দেবতা—২।৩৬

আকাশদেব, সুতরাং কেবল ভারতবর্ষেই উপাসিত হইতেন। কিন্তু হিন্দুগণ যখন আকাশকে ইন্দ্র বলিয়া নূতন নাম দিলেন, সেই অবধি ইন্দ্রের উপাসনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আকাশের পুরাতন দেব 'দ্যু'-র তত গৌরব রহিল না।"[১]

Prof. A. A. Macdonell লিখেছেন, "He is primarily the thunder-god, the conquest of the demons of drought or darkness and the consequent liberation of the waters or the winning of light forming his mythological essance. Secondarily Indra is the god of battle who aids the victorious Aryans in the conquest of aboriginal inhabitants of India."[২]

ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতা, বজ্রের দেবতা ইত্যাদি উক্তিগুলি আংশিক সত্য মাত্র, পূর্ণ সত্য নয়। প্রকৃত সত্য এই যে, ইন্দ্র সূর্য অথবা অগ্নি ভিন্ন আর কেউই নন। ইন্দ্র সূর্যাগ্নির কোন একটি রূপ এবিষয়ে সন্দেহ নেই। পূর্বেই দেখা গেছে যে ইন্দ্র দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। তিনি অদিতির পুত্র :

কিং স ঋধক্ কৃণবদ্যং সহস্রং মাসো জভার শরদশ্চ পূর্বীঃ।[৩]

—অদিতি ইন্দ্রকে সহস্রমাস ও বহু সংখ্যক শরৎ (সম্বৎসর) ধারণ করিয়াছিলেন।[৪]

মমচ্চন ত্বা যুবতিঃ পরাস মমচ্চন··· ।[৫]

যুবতি অদিতি প্রমত্তা হইয়া তোমাকে প্রসব করিয়াছিলেন।[৬] যং গর্ভমদিতির্দধে শুচিমিন্দ্রং বয়োধসম্।[৭]

—পবিত্র ইন্দ্রকে অদিতি গর্ভে ধারণ করেছিলেন। অদিতি-তনয় অষ্টমাদিত্যের অন্যতম ইন্দ্র যে সূর্যেরই একটি অবস্থা তাতে সংশয় প্রকাশ করার কোন হেতু নেই। বেদের নানা স্থানে ইন্দ্রকে সূর্য বলা হয়েছে। ইন্দ্রকে প্রত্যক্ষ সূর্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে নিম্নের ঋক্‌গুলিতে :

স সূর্যঃ পর্যরু বরাংস্যেন্দ্রো ববৃত্যাদ্রথ্যেব চক্রা।
অতিষ্ঠং তমপস্যং ন সর্গং কৃষ্ণা তমাংসি ত্বিষ্যা জঘান।[৮]

—সেই সূর্যরূপী শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র রথীর চক্র ঘূর্ণনের ন্যায় নিজের তেজ চতুর্দিকে ঘূর্ণিত

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, ১।২।৪ ঋকের টীকা। ২ Vedic Mythology—page 54
৩ ঋগ্বেদ—৪।১৮।৪ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—৪।১৮।৮
৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৭ শুক্ল যজুঃ—২৮।২৫ ৮ ঐ —১০।৮৯।২

করেন। অস্থায়ী সৃষ্টিস্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার ইন্দ্র তাঁহার জ্যোতির দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকেন।[১]

কেতুং কৃণ্বনকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে সমুষদ্ভিরজায়থাঃ ॥[২]

—হে জ্যোতির্ময় ইন্দ্রদেব! আপনি প্রজ্ঞানরহিত, অন্ধ তমসাচ্ছন্ন জনকে জ্ঞানদান করিয়া অরূপে রূপের বিকাশ দেখাইয়া প্রতি উষায় প্রকাশমান হয়েন।[৩]

সায়নভাষ্য অনুসারে এই ঋকের অর্থ দাঁড়ায়,—রাত্রিতে নিদ্রাভিভূত জীবকুলের চৈতন্য সম্পাদন করে সূর্যরূপী ইন্দ্র প্রতিদিন প্রভাতে উঠছেন।

অপর একটি ঋকে ইন্দ্র সবিতারূপী অহিহন্তা এবং অবিরত জলদাতা।

ঋতং দেবায় কৃণ্বতে সবিত্র ইন্দ্রায়াহিঘ্নে ন রমন্ত আপঃ।
অহরহর্যাত্যক্তুরপাং কিয়াত্যা প্রথমঃ সর্গ আসাং।[৪]

—বৃষ্টিকারী দ্যুতিমান সকলের প্রেরক (সবিতা) অহি বিনাশক ইন্দ্রের জল কখনও বিরত হয় না; তাহাদের স্রোত প্রত্যহ চলিতেছে। কোন্ সময় তাহাদের প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল?[৫]

একটি ঋকে ইন্দ্র আপনাকে সূর্য, মনু ইত্যাদিরূপে অভিহিত করেছেন। ইন্দ্র বলছেন,

অহং মনুরভবং সূর্যশ্চাহং···।[৬]

—আমি মনু হয়েছিলাম, আমিই সূর্য।

সূর্যের মতই ইন্দ্রের কিরণ সর্বব্যাপী এবং বৃষ্টিদায়ী।

দিবা ন যস্য রেতসো দুধানাঃ পন্থাসো যন্তি সবসাপরীতাঃ।[৭]

—যে ইন্দ্রের অনভিভবনীয় রশ্মিসমূহ বৃষ্টিধারা দান করতে করতে দ্যোতমান সূর্যকিরণের মত বেগে ধাবিত হয়। বারি বর্ষণ করেন, সেইজন্য তাঁকে ইন্দ্র বলা হয়।

স্কন্দপুরাণের প্রভাস খণ্ডে (২৭৭ অঃ) সূর্যের ১০৮টি নামের মধ্যে একটি নাম ইন্দ্র। পদ্মপুরাণের সৃষ্টি খণ্ডে (২০।২৫৩) শক্র সূর্যের নামান্তর। শক্র ইন্দ্রের নাম। মার্কণ্ডেয়পুরাণে সূর্যই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, সূর্যই ইন্দ্র।

ত্বং ব্রহ্মা হরিরজ সংজ্ঞিতস্ত্বমিন্দ্রঃ।[৮]

---

১. অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—১।৬।৩ ৩ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী
৪ ঋগ্বেদ—২।৩০।১ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋগ্বেদ—৪।২৬।১
৭ ঋগ্বেদ—১।১০০।৩ ৮ অদিতিকৃত সূর্যস্তব—১০৪ অঃ

সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন। ভারতীয় সাধনার ধারায় এ সত্য চিরস্বীকৃত। ইন্দ্রেরও কেবলমাত্র সূর্যের সঙ্গে অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয় নি,—তিনি অগ্নিও। ইন্দ্র সূর্যাগ্নিরূপেই প্রকাশমান, এ সত্য ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়।

যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ।

রোচন্তে রোচনা দিবি।[১]

—হে ভগবন্ (ইন্দ্র)! আপনি মহান্ সূর্যরূপে প্রকাশমান রহিয়াছেন, আপনি অগ্নিরূপে দীপ্তিমান আছেন, আপনি বায়ুরূপে বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; সেই আপনাকে স্বর্গমর্ত্যাদি সর্বলোক অর্চনা করেন। দ্যুলোকে নক্ষত্রগণ প্রকাশমান হইয়া আপনারই মহিমা প্রকাশ করিয়া থাকে।[২]

এই ঋকে ইন্দ্র সূর্য, অগ্নি, বায়ু ও নক্ষত্ররূপে প্রকাশিত হওয়ায় তিনি সর্বদেবময় পরমেশ্বররূপে প্রতিভাত। সায়নাচার্য বলেছেন, নক্ষত্র ও ইন্দ্রের মূর্তিভেদ—"তস্যৈবেন্দ্রস্য মূর্তিবিশেষভূতা রোচনা নক্ষত্রাণি দিবি দ্যুলোকে রোচন্তে প্রকাশন্তে।

মহাভারতে অগ্নি ঐন্দ্রাগ্ন নামে যজ্ঞাংশের অধিকারী।[৩] মার্কণ্ডেয়পুরাণে সূর্যই জলবর্ষী মেঘরূপে জলবর্ষণ করে থাকেন।

ত্বমেব মুঞ্চতঃ সর্বং রসং, বৈ বর্ষণায় যৎ।

রূপমাপ্যায়কং ভাস্বং তস্মৈ মেঘায় তে নমঃ॥[৪]

—তুমিই বর্ষণের নিমিত্ত সমস্ত রস মুক্ত করে দাও। তুমি উজ্জ্বলরূপ ধারণ কর, সেই মেঘরূপী সূর্যকে নমস্কার।

সূর্যের অশ্বের নাম হরি; ইন্দ্রের অশ্বও হরি;[৫] আ ত্বা বহন্তু হরয়ো[৬]—হরিগণ তোমাকে বহন করুক।

বিতন্বোচেরধস্বিতাস্তঃ পশ্যন্তি রশ্মিভিঃ।[৭]

—দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থলে (অন্তরীক্ষে) রশ্মিদ্বারা বৃষ্টিপাতনরূপ কর্ম সকল লোকে প্রত্যক্ষ করে।

ইন্দ্রের দুর্বার গতি ও সূর্যের মত।

যস্য নাপ্তঃ সূর্যস্যেব যমো ভরে ভরে…।[৮]

---

১ ঋগ্বেদ—১।৬।১ ২ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী ৩ উদ্যোগপর্ব—১৬।৩২
৪ মার্কণ্ডেয়পুরাণ—১০৪ অঃ ৫ ঋগ্বেদ—১।৩৩।৫ ৬ ঋগ্বেদ—১।১৬।১
৭ ঋগ্বেদ—৫।১৩২।৩ ৮ ঐ —১।১০০।২

—সূর্যের ন্যায় যাঁর গতি অন্যের অপ্রাপনীয়…।

ঋগ্বেদের ৮।৯৩ সূক্তে সূর্যকেই অভিহিত করা হয়েছে ইন্দ্ররূপে এবং এই সূক্তেরই একটি ঋকে সূর্যরূপী ইন্দ্রকে বৃত্রহন্তা বলা হয়েছে।

যদদ্য কচ্চ বৃত্রহন্নুদগা অভি সূর্য।

সর্বং তদিন্দ্র তে বশে ॥[১]

—হে বৃত্রহা সূর্য ইন্দ্র! অদ্য যৎ কিঞ্চিৎ পদার্থের অভিমুখে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ, অমনি সমস্ত জগৎ তোমার বশীভূত হইয়াছে।[২]

সূর্যের সপ্তরশ্মি বা সপ্ত অশ্ব, ইন্দ্রেরও সপ্তরশ্মি বা সপ্ত অশ্ব। ইন্দ্র সম্বন্ধে ঋগ্বেদ বলছেন:

যঃ সপ্তরশ্মির্বৃষভস্তুবিষ্মান্।[৩]

—যিনি সপ্তরশ্মি (অশ্ব) সমন্বিত, বর্ষণকারী ও বুদ্ধিমান। রশ্মি সমূহই ইন্দ্রের প্রিয় বাসস্থান:

ঋভবো বা ইন্দ্রস্য প্রিয়ং ধাম।[৪]

এই মন্ত্রটি ব্যাখ্যায় সায়ন বলেছেন,—"ইন্দ্রঃ সূর্যঃ, ঋভবো রশ্ময়ঃ তেষাং সূর্যস্য প্রিয়ধামত্বং স্পষ্টম্"—ঋভবঃ শব্দের অর্থ রশ্মিসমূহ, তারা সূর্যের প্রিয় বাসস্থান।

শতপথব্রাহ্মণে[৫] ইন্দ্র ও সূর্য অভিন্ন। মহাভারতে[৬] ইন্দ্র সূর্যের ১০৮ নামের অন্যতম। বৃহদ্দেবতায় সূর্যের এক নাম ইন্দ্র।

রসান্ রশ্মিভিরাদায় বায়ুনাঽয়ং গতঃ সহ।

বর্ষত্যেষ চ যল্লোকে তেনেন্দ্র ইতি স স্মৃতঃ ॥[৭]

—যেহেতু সূর্য রশ্মিদ্বারা বায়ুর সহায়তায় রস আহরণ করেন, যেহেতু তিনি পৃথিবীতে বর্ষণ করেন, সেইজন্যই তিনি ইন্দ্র নামে পরিচিত।

বিষ্ণুরূপী সূর্য তিন পদবিক্ষেপে ত্রিলোক অতিক্রম করেন। ইন্দ্রও ত্রিলোক অতিক্রম করেন।

অস্যেদেব প্ররিরিচে মহিত্বং দিবস্পৃথিব্যাঃ পর্যন্তরিক্ষাৎ ॥[৮]

—ইন্দ্রের এই মহিমা যে তিনি দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক ও পৃথিবীলোক অতিক্রম করেন।

---

১ ঋগ্বেদ—৮।৯৩।৪ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—২।১২।১২

৪ তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ—১৪।২।৫ ৫ শতপথ ব্রাহ্মণ—১।৬।৪।১৮ ৬ বনপর্ব—৩।১৮

৭ বৃহদ্দেবতা—১।৬৮ ৮ ঋগ্বেদ—১।৬১।৯

—হে অগ্নি! তোমার সুন্দর পতনশীল রশ্মি মরুৎগণের সহিত মেঘকে তাড়িত করে; কৃষ্ণবর্ণ বর্ষণশীল (মেঘ) ও গর্জন করিয়াছে এবং সুখকর ও হাস্যযুক্ত (বৃষ্টি বিন্দুর) সহিত আগমন করিতেছে। বৃষ্টি পতিত হইতেছে, মেঘ গর্জন করিতেছে।[১]

যদীমৃতস্য পয়সা পিয়ানো …।[২]

অগ্নি জগৎকে জল দ্বারা পুষ্ট করেন।

বৃহদ্দেবতা পার্থিব অগ্নিকে ইন্দ্র বলে ঘোষণা করেছেন :

পার্থিবো দ্রবিনোদাগ্নিঃ পুরস্তাদ্ যস্তু কীর্তিতঃ।
তমাহুরিন্দ্রং দাতৃত্বাদেকে তু বলবত্তয়োঃ॥[৩]

বৃহদ্দেবতায় মধ্যভাগ বা দ্যুলোকস্থিত অগ্নি ও ইন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ।

বিশ্বতে সর্বভূতৈর্হি যদ্বা জাতঃ পুনঃ পুনঃ।
তদেষ মধ্যভাগিন্দ্রো জাতবেদা ইতি স্তুতঃ॥[৪]

—সর্বভূতে বিরাজমান অথবা পুনঃ পুনঃ জাত হন, সেইজন্য মধ্যভাগস্থিত ইন্দ্র জাতবেদা (বা অগ্নি) নামে স্তুত হন।

ইন্দ্র এখানে সর্বভূতে বিরাজমান প্রাণশক্তিরূপে স্তুত হয়েছেন। সূর্য প্রত্যহ প্রাতে পুনঃ পুনঃ নবজন্ম লাভ করেন, অগ্নি বারংবার নবজন্ম লাভ করেন।

মৈত্রায়নী সংহিতায় ইন্দ্র সূর্যাগ্নি বা প্রাণশক্তিরূপে সর্বময়।

ইন্দ্রো দ্যৌরিত্যুত ভূমিরিন্দ্রা ইন্দ্রঃ সমুদ্রো অভবৎ গভীরঃ।
উবান্তরিক্ষং স জনাসা ইন্দ্রা ইন্দ্রং মন্যে পিতরং মাতরং চ॥[৫]

—পৃথিবীলোক, অন্তরিক্ষলোক ও দ্যুলেক সমস্তই ইন্দ্র। ইন্দ্রই গভীর সমুদ্ররূপে স্থিত রহিয়াছেন। হে শ্রোতৃবর্গ, ইন্দ্রই সমস্ত লোকরূপে স্থিত রহিয়াছেন। ইন্দ্রকেই আমি পিতা ও মাতা বলিয়া জানি।[৬]

বৃহৎসংহিতায় ইন্দ্রই বিষ্ণু—ইন্দ্রই সহস্রশীর্ষা অগ্নি।

ইন্দ্রের স্তব প্রসংগে চেদিরাজ উপরিচর বসু বলেছেন :

অজোঽব্যয়ঃ শাশ্বত একরূপো বিষ্ণুর্বরাহঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
ত্বমন্তকঃ সর্বহরঃ কৃশানুঃ সহস্রশীর্ষা শতমন্যুরীড্যঃ॥[৭]

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—১।৭৯।৩ ৩ বৃহদ্দেবতা—৩।৬১
৪ বৃহদ্দেবতা—২।৩১ ৫ মৈত্রাঃ সং—১।১৪।৭।৩ ৬ অনুবাদ—ডঃ যোগেন্দ্রনাথ বাগচী
৭ বৃহৎ সংহিতা—৪৩।৫৪

—তুমি জন্মরহিত, অপরিবর্তনীয়, চিরন্তন একরূপ, বরাহরূপী বিষ্ণু, পুরাতন পুরুষ, তুমি সর্বহর মৃত্যু, সহস্রশীর্ষ অগ্নি, স্তুতিভাজন শতমন্যু।

বেদে অগ্নি সপ্তজিহ্বা, বৃহৎ সংহিতায় ইন্দ্রও সপ্তজিহ্বা।

কবিং সপ্তজিহ্বং ত্রাতারমবিতারং সুবেশম্।

হুবয়ামি শক্রং বৃত্রহনং সুষেণমস্মাক বীরা উত্তরে ভবন্তু॥[১]

—আমি কবি, সপ্তজিহ্বাবিশিষ্ট, ত্রাণকর্তা, রক্ষাকর্তা, শোভন বেশধারী, বৃত্রহন্তা, উপযুক্ত সেনাবিশিষ্ট ইন্দ্রকে আহ্বান করি। আমাদের বীর সন্তান সন্ততি হোক।

বৃহৎসংহিতার বর্ণনা অনুসারে ইন্দ্র সূর্যাগ্নি ভিন্ন অপর কেউ নন। ইন্দ্রই বিষ্ণু, বিষ্ণুই সূর্য। সুতরাং তিনি এক অদ্বিতীয় সহস্রশীর্ষ পুরাণ পুরুষ —ঋগ্বেদের বিরাট পুরুষ।

ইন্দ্র রাজা—তিনি বহুবিধ দানব বধ করে থাকেন। অগ্নিও ইন্দ্র তুল্য রাজা। তিনিও রাক্ষস প্রভৃতি বধ কর্তা।

ক্ষপো রাজন্নুত ত্মনাগ্নে বস্তোরুতোষসঃ।

স তিগ্মজম্ভ রক্ষসো দহ প্রতি।[২]

—হে রাজন্ (অগ্নি) দিনে ও রাত্রে রাক্ষসদিগকে বধ কর। হে তীক্ষ্ণমুখ অগ্নি রাক্ষসদিগকে বধ কর।

ঋগ্বেদে ইন্দ্র বিভাবসু নামে সম্বোধিত হয়েছেন।[৩] বিভাবসু অগ্নির এক নাম। ইন্দ্র সহস্রাক্ষ, অগ্নিও সহস্রাক্ষঃ

সহস্রাক্ষো বিচর্ষণিরগ্নী রক্ষাংসি সেধতি।[৪]

—সহস্রাক্ষ সর্বদ্রষ্টা অগ্নি রাক্ষসদের ধ্বংস করেন। শুক্লযজুর্বেদেও অগ্নি সহস্রাক্ষ।[৫]

বৃহদ্দেবতায় ইন্দ্র অগ্নির একটি নাম।[৬] ঋগ্বেদে ইন্দ্র যজ্ঞের অধিপতি।[৭] ইন্দ্র যে সূর্য ও অগ্নি থেকে পৃথক নন, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকে না। ঋগ্বেদেই অগ্নি ও ইন্দ্র যমজ ভ্রাতা, —পূষণ (সূর্যের আর এক রূপ) ও ইন্দ্রের ভ্রাতা।

বলিত্থা মহিমা বামিন্দ্রাগ্নী পনিষ্ঠ আ।

---

১ বৃহৎ সংহিতা—৪৩।৫৫ ২ ঋগ্বেদ—১।৭৯।৬ ৩ ঋগ্বেদ—৮।৯৩।৫
৪ ঋগ্বেদ—১।৭৯।১২ ৫ শুক্ল যজুঃ—১৩।৪৭ ৬ বৃহদ্দেবতা—১।৯৮-১০০
৭ ঋগ্বেদ—৮।৬২।৮

সমানো বাং জনিতা ভ্রাতরা যুবং যমাবিহেহমাতরা ॥[১]

—হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদিগের যে জন্মমাহাত্ম্য প্রতিপাদিত হয়, তৎসমুদয় অতিশয় প্রশংশনীয়। তোমাদের উভয়েরই এক জনক; তোমরা উভয়ে যমজ ভ্রাতা ও তোমাদিগের মাতা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন।[২]

"ভ্রাতেন্দ্রস্য সখা মম।"[৩]—ইন্দ্রের সহোদর পূষা যেন আমাদের মিত্র হন।

মহাভারতে ইন্দ্র ও অগ্নি দুই সখা একত্র ভ্রমণ করেন।[৪] ইন্দ্রের রথ, অশ্ব, দেহ প্রভৃতি সূর্য (বা সবিতা) এবং অগ্নির মতই হিরণ্ময় বা হিরণ্যবর্ণ। ইন্দ্রের রথ সুবর্ণনির্মিত—রথে হিরণ্যয়ে রথেষ্ঠাঃ।[৫] —ইন্দ্র হিরণ্ময় রথে অধিষ্ঠিত। বজ্রী রথো হিরণ্যয়ঃ।[৬] —বজ্রীর রথ হিরণ্ময়।

ইন্দ্রের অশ্ব সর্বচক্ষু বা সর্বপ্রকাশক—হরয়ঃ সূরচক্ষসঃ।[৭] ইন্দ্রের অশ্বগণের হরিদ্বর্ণ বা স্বর্ণবর্ণ কেশর—হরিভিঃ কেশিভিঃ।[৮] হরী হিরণ্যকেশ্যা।[৯] অশ্বগণের কেশরই কেবল হরিদ্বর্ণ নয়, অশ্বগণও হরিদ্বর্ণ।[১০] ইন্দ্রের দেহ স্বর্ণবর্ণ বা স্বর্ণময়। ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ।[১১] দেব হিরণ্যয়ঃ।[১২]

ইন্দ্রের বাহুও স্বর্ণবর্ণ—হিরণ্যবাহুঃ।[১৩]

ইন্দ্রের বজ্র ও হিরণ্ময়—যদ্বজ্রং সুকৃতং হিরণ্যয়ং।[১৪]

আচার্য যাস্ক ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্যকে একই দেবতার মূর্ত্যন্তর বা অবস্থান্তর ব'লে গ্রহণ করেছেন। সেইজন্যই তিনি তিন দেবতার অধিকার ও কর্ম পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নির্দিষ্ট করেছেন। ইন্দ্রের অধিকার অন্তরীক্ষ লোক, মাধ্যন্দিন সবন (মধ্যদিনের যজ্ঞ), গ্রীষ্মকাল প্রভৃতি,—অথৈতানীন্দ্রভক্তীন্যন্তরিক্ষলোকো মাধ্যন্দিনং সবনং গ্রীষ্ম……।"[১৫] ইন্দ্রের কাজ রস বা বৃষ্টিপ্রদান, বৃত্রবধ এবং বল বা শক্তিসাধ্য যা কিছু সবই,—"অথাস্য কর্ম রসানুপ্রদানং বৃত্রবধো যা চ কা বলকৃতিরিন্দ্রকর্মৈব তৎ।"[১৬]

আদিত্যের অধিকার দ্যুলোক তৃতীয় সবন, বর্ষাঋতু প্রভৃতি—"অথৈতান্যাদিত্য-

---

১ ঋগ্বেদ—৬।৫৯।২ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৬।৫৫।৫
৪ মহাঃ বনপর্ব—১৩৫ অঃ ৫ ঋগ্বেদ—৬।২৯।২ ৬ ঐ —৮।৩৩।৪
৭ ঋগ্বেদ—১।১৬।১ ৮ ঐ —১।১৬।৪ ৯ ঐ —৮।৩২।২৯
১০ ঐ —৮।৬৬।৪ ১১ ঐ —১।৭।২, ৭।৩৪।৪ ১২ ঐ —৮।৬১।৬
১৩ ঐ —১।৩৪।৪; ৭।৩৪।৪ ১৪ ঐ —১।৫৩।৯ ১৫ নিরুক্ত—৭।১০।১
১৬ নিরুক্ত—৭।১০।২

ভক্তীনি অসৌ লোকস্তৃতীয়সবনং বর্ষা ··· ।"[১] আদিত্যের কাজ রসদান, রশ্মির দ্বারা রস ধারণ এবং যা কিছু প্রচ্ছাদন ও প্রকাশন সে সমস্তই—"অথাস্য কর্ম রসাদানং রশ্মিভিশ্চ রসধারণং যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রবল্হিতমাদিত্যকর্মৈব তৎ ।"[২]

অগ্নির অধিকার পার্থিব লোক, প্রাতঃসবন, বসন্তকাল, গায়ত্রী মন্ত্র প্রভৃতি—"অথৈতান্যগ্নিভক্তীন্যয়ং লোকঃ প্রাতঃসবনং বসন্তো গায়ত্রী ··· ।"[৩] অগ্নির কাজ হবি বহন, দেবতাদের আবাহন এবং দৃষ্টি বা প্রকাশ বিষয়ক যা কিছু সকলই—"অথাস্য কর্ম বহনং চ হবিঃ, আবাহনং চ দেবানাং যচ্চ কিঞ্চিদ্দৃষ্টিবিষয়কমগ্নিকর্মৈব তৎ ॥"[৪] যাস্কাচার্যকৃত এই দেবত্রয়ের অধিকার ও কর্মবিভাগ যেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর রূপী একই দেবতার ত্রিরূপের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম ও অধিকার বিন্যাস।

সূর্যাগ্নিরূপী ইন্দ্র ব্রহ্মসদৃশ সর্বব্যাপী—রূপে রূপে বিরাজমান,—'রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি।

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায় ।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে
যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ দশাশতঃ ॥[৫]

সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিভূত এই ইন্দ্র বিবিধ মূর্তি ধারন করেন, এবং সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েন। তিনি মায়াদ্বারা বিবিধরূপ ধারণ করিয়া যজমানের নিকট উপস্থিত হন। তাঁহার রথে সহস্র অশ্ব যোজিত আছে।[৭]

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই ঋকটি মধুবিদ্যা নামে আখ্যাত হয়েছে। মধুবিদ্যা অর্থে অমৃতবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। উপনিষদের ব্রহ্মও অগ্নি বা বায়ুর মত রূপে রূপে বহুরূপ ধারণ করেন।

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী ইন্দ্রকে ঈশ্বর বা ঐশ্বরিক শক্তিরূপে স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, "যিনি বৃত্রের (মেঘের সহিত যুদ্ধ করিয়া, বহু অশনি-নিক্ষেপে সেই অসুরের (বলবান্ জলাধারের) দেহ খণ্ড খণ্ড করেন এবং

১ নিরুক্ত—৭।১১।১ ২ নিরুক্ত—৭।১১।২ ৩ নিরুক্ত—৭।৮।২
৪ ঐ —৭।৮।৩ ৫ ঋগ্বেদ—৬।৪৭।১৮ ৬ ঋগ্বেদ—৬।৪৭।৪৮
৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

শচীর (কর্ম সমস্তের) পতি; যাঁহার প্রভাবে ক্রিয়াসমস্ত সম্পন্ন হয় (সর্বত্র বিদ্যমান ঐশ্বরীয় বল বিশেষ)।[১]

বৃহদ্দেবতার মতে ইন্দ্র সর্বভূতের প্রাণ :

চতুর্বিধানাং ভূতানাং প্রাণো ভূত্বা ব্যবস্থিতঃ।
ইষ্টে চৈবাস্য সর্বস্য তেনেন্দ্র ইতি স স্মৃতঃ ॥[২]

—চতুর্বিধ জীবের প্রাণরূপে অবস্থিত এবং সকলের কাম্য বলে তাঁর নাম ইন্দ্র।

শতপথ ব্রাহ্মণেও ইন্দ্র প্রাণস্বরূপ : "স যোঽয়ং মধ্যে প্রাণাঃ এষ এবেন্দ্রঃ"।[৩]
—মধ্যে যিনি প্রাণরূপে অবস্থিত, তিনিই ইন্দ্র।

মহাভারতে ইন্দ্রের যে স্তুতি আছে তাতেই সূর্যাগ্নিস্বরূপ পরমেশ্বর ইন্দ্রের রূপগুণ ও কীর্তি প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। কদ্রু ইন্দ্রের প্রীতির নিমিত্ত বলছেন :

নমস্তে সর্বদেবেশ নমস্তে বলসূদন ॥
নমুচিঘ্ন নমস্তেঽস্তু সহস্রাক্ষ শচীপতে।

* * *

ত্বমেব মেঘ স্ত্বং বায়ুস্ত্বমগ্নির্বৈদ্যুতোঽম্বরে।
ত্বমভ্রগণবিক্ষেপ্তা ত্বামেবাহুর্মহাঘনম্ ॥
ত্বং বজ্রমতুলং ঘোরং ঘোষবাংস্ত্বং বলাহকঃ।
স্রষ্টা ত্বমেব লোকানাং সংহর্তা চাপরাজিতঃ ॥
ত্বং জ্যোতিঃ সবভূতানাং ত্বমাদিত্যো বিভাবসুঃ।

* * *

ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং সহস্রাক্ষ স্ত্বং দেবস্ত্বং পরায়ণম্ ॥[৪]

—হে শচীপতে, সহস্রলোচন দেবরাজ! তুমি বল নমুচি ও বৃত্রাসুরকে নষ্ট করিয়াছ।……তুমি বায়ু, তুমি মেঘ, তুমি অগ্নি, তুমি গগনমণ্ডলে সৌদামিনীরূপে প্রকাশমান হও এবং তোমা হইতেই ঘনাবলী পরিচালিত হইয়া থাকে, তোমাকেই লোকে মহামেঘ বলিয়া নির্দেশ করে; তুমিই ঘোর ও প্রকাণ্ড বজ্রজ্যোতিস্বরূপ, তুমি আদিত্য, তুমি বিভাবসু … তুমি বিষ্ণু, তুমি সহস্রাক্ষ, তুমি দেব, তুমি পরম গতি।[৫]

ইন্দ্রের স্বরূপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যাবে এই বিস্তৃত আলোচনা থেকে।

---

১ গোভিল গৃহ্যসূত্র—পৃঃ ৩৪০, পাদটীকা ২ বৃহদ্দেবতা—২।৩৬
৩ শতপথ ব্রাঃ—৬।১।১ ৪ আদিপর্ব—২৫।৭-৮, ১০-১৩ ৫ অনুবাদ—কালীপ্রসন্ন সিংহ

ইন্দ্র যে সূর্যাগ্নিরই নামান্তর বা রূপান্তর, এ সত্য বৈদিক ও পরবৈদিক গ্রন্থরাশির মধ্য থেকেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। এখন প্রশ্ন উঠবে, ইন্দ্র যখন সূর্যাগ্নিরই একটি রূপ, তখন তিনি কোন অবস্থায় সূর্য বা অগ্নি? মেঘহননকারী, বৃষ্টিদাতা, বজ্রধারী ইন্দ্র সূর্যাগ্নির একটি বিশেষ শক্তির প্রতিভূ; যে শক্তি ভূলোক থেকে জলীয় পদার্থ শোষণ ক'রে মেঘ সৃষ্টি করে এবং সেই মেঘকে বারিবিন্দুতে পরিণত ক'রে পৃথিবীকে শস্যশ্যামলা ক'রে তোলে সেই শক্তিই ইন্দ্র নামে অভিহিত হয়েছেন বেদে-পুরাণে-কাব্যে। আচার্য যোগেশচন্দ্র বলেন, "ইন্দ্র সূর্য···কিন্তু তিনি প্রতিদিনের সূর্য নহেন, কারণ তিনিই বৃষ্টির দেবতা।···সূর্যের যে শক্তি দক্ষিণায়ন আরম্ভ দিনে বৃষ্টিদাতারূপে প্রকাশিত হন, তিনিই ইন্দ্র। সে দিনের প্রত্যক্ষ সূর্যের নাম বিবস্বান। ইহার পর দিন ইন্দ্র যজ্ঞ হইত···।"[১] আমরা মনে করি সূর্যাগ্নির বর্ষণশক্তিই ইন্দ্র নামে পূজিত।

বৃত্রবধের তাৎপর্য—ইন্দ্র-বৃত্র সংঘর্ষের তাৎপর্য কি? এ সম্বন্ধেও নানা মুনির নানা মত। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, বৃত্র বৃষ্টি নিরোধক শক্তি অর্থাৎ বৃষ্টিপতনে বাধাসৃষ্টিকারী প্রাকৃতিক অবস্থা—Demon of drought (Macdonell), আবার কারো মতে বজ্রের দেবতা—god of thunder (Buhler)। ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস বৃত্র অর্থে বৃষ্টিহীন মেঘকে বুঝিয়েছেন। ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রবধের তাৎপর্য তিনি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: "Vritra represented clouds which over-spread the sky in the rainy season after the hot days of Summer and was thus known as Visvarupa or Omniform...

Timely rains were never regular in coming and were sometimes too scanty for cultivating the fields. The agricultural population thus came to look upon the rain-withholding clouds with anything but favour, and in fact regarded them as the root of all mischief, and the main cause of their suffering and distress. Vritra thus assumed malevolent form in the eyes of these people who thought that it was he, who was with-holding the rains with the deliberate object of tormenting them....

It was, therefore essentially necessary to invoke the aid of a powerful God, who could not only counteract the evil influences exercised by the majical powers of the darkcomplexioned

১ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, পৃঃ ১০২-১০

and evil-minded Vitra, but also vanquish him, realising the captive waters and the sun and Dawn, all enveloped in his cloud body. Such a powerful god was not long in being undiscovered. He was the great wielder of the Thunderbolt who was seen to rend upon the clouds with his deadly weapon and power down rains for the benifit of beasts and men."[১]

ডঃ দাস ইন্দ্র-বৃত্র সংঘর্ষের আর একপ্রকার ব্যাখ্যা করেছেন। অপর একস্থানে তিনি বলেছেন যে, বৃত্র অন্ধকারের দানব—**demon of darkness** এবং সূর্যের এক মূর্তি ইন্দ্র অন্ধকারের দানবকে হত্যা করে আলোক আনয়ন করেন।[২]

ডঃ দাসের বক্তব্য থেকে মনে হয়, তিনি ইন্দ্র বলতে বর্ষার সূর্যকেই বুঝিয়েছেন ; যদিও স্পষ্ট করে এ বিষয়ে তিনি কিছু বলেন নি।

কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিত 'বৃত্র' শব্দে মেঘকে বুঝিয়েছেন। তাঁদের মতে বৃত্রেরই অপর নাম অহি। অবশ্য ঋগ্বেদের কোন কোন স্থলে বৃত্রকেই অহি বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের অনুবাদক এবং টীকাকার রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "মেঘের নাম বৃত্র বা অহি, ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন, এইরূপ উপলব্ধি করিয়া ঋগ্বেদের ঋষিগণ উপমা ও কল্পনাপূর্ণ কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে পৌরাণিক বৃত্র অসুরের গল্প উৎপন্ন।"[৩]

পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী ইন্দ্র ও বৃত্রের যুদ্ধ সম্পর্কে নানাবিধ অর্থ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "বৃত্র নামক একজন অসুর ছিল ; ইন্দ্র যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন। অন্য অর্থে ইন্দ্র শব্দে সূর্য বোঝায়। বৃত্র—বৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ আবরণ। সে হিসাবে 'বৃত্র' অর্থে সূর্যের আবরক যে মেঘ, তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। সূর্যরশ্মিসম্পাতে—উত্তাপে পৃথিবী নবজীবন লাভ করে ; তাহাতে বৃক্ষলতা এবং জীবজন্তুসমূহ জীবন প্রাপ্ত হয়। বৃত্র অর্থাৎ মেঘ, সূর্যকে আবৃত করিয়া, পৃথিবীতে তাঁহার রশ্মির ও উত্তাপের গতিরোধ করে। তাহাতে সময় সময় পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। এইরূপে এ সংসারে আলোকের আধার ইন্দ্রের বা সূর্যের সহিত অন্ধকারের জনয়িতা বৃত্রের বা মেঘের অবিরত দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। যখন বৃত্র জয়লাভ করে, সূর্য অদৃশ্য হইয়া পড়েন ; পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। এইভাবে ক্রমাগত সূর্যরশ্মি বা

১ Ṛgvedic Culture, page 59 ২ Ṛgvedic Culture, page 455-56

৩ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৩, ১।৩২।১ ঋকের টীকা

উত্তাপ বাধাপ্রাপ্ত হইলে, পৃথিবীর বৃক্ষলতা, এমন কি প্রাণী পর্যন্ত গতজীবন হয়। যাহা হউক, এ সংগ্রামে অবশেষে সূর্যরশ্মিই প্রতিষ্ঠান্বিত, ইন্দ্রই জয়লাভ করেন। বৃত্র নিহত অর্থাৎ মেঘ জলরূপে পৃথিবীতে নিপতিত হয়। তখন পুনরায় ইন্দ্রের সূর্যের) গৌরব পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পায়। শত্রু বিধ্বস্ত হওয়ায়, তাঁহার এইরূপ জ্যোতিঃ বহুগুণে পরিবর্ধিত হয়।"[১]

দুর্গাদাস ইন্দ্র-বৃত্র-সংবাদের আর একপ্রকার ব্যাখ্যা করেছেন, "কিন্তু…ইন্দ্র শব্দে ঈশ্বরকে বুঝায়। তিনি আলোকদাতা, তিনি সকল জ্ঞানের, সকল ধর্মের, সকল সত্যের আধারস্থল। সংক্ষেপতঃ তিনি সৎস্বরূপ। সে অর্থে বৃত্র—সকল অসদ্বৃত্তির অনর্থের জনক। এ দৃষ্টিতে সদসদ্বৃত্তির দ্বন্দ্বই ইন্দ্রের ও বৃত্রের যুদ্ধ।"[২]

ইন্দ্র অহি হন্তা। তিনি অহি নামক অসুরকে নিহত করেছিলেন।

অহন্নহিং পর্বতে শিশ্রিয়াণং ত্বষ্টাস্মৈ
বজ্রং স্বর্যং ততক্ষ।
বাশ্রা ইব স্যন্দমানা অঞ্জঃ
সমুদ্রং জগ্মুরাপঃ ॥[৩]

—ইন্দ্র পর্বতাশ্রিত অহিকে হনন করিয়াছিলেন, ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য সুদূরপাতী বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন; (তৎপর) যেরূপ গাভী সবেগে বৎসের দিকে যায়, ধারাবাহী জল সেইরূপ সবেগে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়াছিল।[৪]

যদিন্দ্রাহন্ প্রথমজামহীনামান্মায়িনামমিনাঃ প্রোতমায়াঃ।
আৎ সূর্যং জনয়ন্দ্যামুষাসং তাদিত্মা শত্রুংন কিলা বিবিৎসে ॥[৫]

—যখন তুমি অহিদিগের মধ্যে প্রথম জাতকে হনন করিলে, তখন তুমি মায়াবীদিগের মায়া বিনাশ করিলে পর সূর্যও উষাকাল ও আকাশকে প্রকাশ করিয়া আর শত্রু রাখিলে না।[৬]

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলান্তর্গত দ্বাত্রিংশৎ সূক্তের পূর্বোদ্ধৃত পঞ্চম ঋকে বৃত্রকে সুস্পষ্টভাবে অহি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অহি শব্দের সাধারণ অর্থ সর্প। কিন্তু সায়নাচার্য অহি শব্দের অর্থ করেছেন মেঘ।[৭] বৃত্র শব্দের অর্থ সায়ন কখনও করেছেন শত্রু[৮], কখনও মেঘ। যাস্কের মতে অহি শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষে

১ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ৭১ ২ তদেব ৩ ঋগ্বেদ—১।৩২।২
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১।৩২।৪ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋকের ভাষ্য—১।৩২।১, ২, ৪ ; ২।১২।২, ৩ প্রভৃতি ৮ ঋকের ভাষ্য—১।২৩।৯

বিচরণকারী —"অহিরয়নাদেত্যন্তরিক্ষে।"[১] কখনও সায়ন বৃষ্টি নিরোধক দানবকেই বৃত্র বলে ব্যাখ্যা করেছেন। একস্থানে তিনি লিখেছেন, "পুরা বৃত্রে জীবতি সতি তেন নিরুদ্ধা মেঘস্থিতা আপো ভূমৌ বৃষ্টা ন ভবন্তি। তদানীং নৃণাং মনঃ বিন্তন্তে। মৃতে তু বৃত্রে নিরোধরহিতা আপো বৃত্রশরীরমুল্লঙ্ঘ্য প্রবহন্তি। তদা বৃষ্টি পাতেন মনুষ্যাস্তৃপ্যন্তি ইত্যর্থঃ।"—পুরাকালে বৃত্র জীবিত থাকায় তার দ্বারা নিরুদ্ধ মেঘস্থিত জল ভূমিতে বর্ষিত হোত না। সেই সময় মনুষ্যগণের মনে হয়েছিল বৃত্র নিহত হলে অবরোধ রহিত জল বৃত্রের শরীর লঙ্ঘন ক'রে প্রবাহিত হবে, অর্থাৎ বৃষ্টিপাতে মনুষ্যগণ তৃপ্ত হয়।

আচার্য যোগেশচন্দ্র লিখেছেন, "বৃ ধাতু হইতে বৃত্র শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে পরিবৃতি ক'রে ব্যাপিয়া থাকে সে বৃত্র।"[২]

যাস্কের নিরুক্তেও বৃত্র শব্দের অর্থ মেঘ। যাস্ক ঋগ্বেদের (১৷৩২৷১০) ঋক্‌টি উদ্ধৃত করেছেন :

অতিষ্ঠন্তীনামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরম্।

বৃত্রস্য নিণ্যং বিচরন্ত্যাপো দীর্ঘং তম আশয়দিন্দ্রশত্রুঃ॥

—স্থিতিরহিত বিশ্রামরহিত মধ্যে অর্থাৎ অন্তরীক্ষে অবস্থিত জলের মেঘাখ্য শরীর বিধাতা স্থাপন (নির্মাণ) করিয়াছেন; জল মেঘের নিম্নগমন প্রদেশ জানে, ইন্দ্র শত্রু (বৃত্র) দিগ্‌ব্যাপী দিগন্তব্যাপী অন্ধকার বিস্তৃত করিয়া অবস্থান করে।[৩]

অনুবাদক এখানে বৃত্রকে মেঘরূপেই গ্রহণ করেছেন। নিরুক্তকার বৃত্র শব্দের তাৎপর্য বিচার করতে গিয়ে লিখেছেন, "তৎ কো বৃত্রো মেঘ ইতি নৈরুক্তা-স্ত্বাষ্ট্রোঽসুর ইত্যৈতিহাসিকাঃ।"[৪]

—তাহা হইলে বৃত্র কে? মেঘই বৃত্র—নিরুক্তকারগণ ইহা বলেন; ঐতিহাসিকগণ বলেন—বৃত্র অসুর ত্বষ্টার পুত্র।[৫] যাস্ক ঠিকই বলেছেন যে ত্বষ্টার পুত্র বৃত্র ও ইন্দ্রের সংঘর্ষ রূপক কাহিনী।

অপাং চ জ্যোতিষশ্চ মিশ্রীভাবকর্মণো বর্ষকর্ম জায়তে।

তত্রোপমার্থেন যুদ্ধবর্ণা ভবন্ত্যাহিবত্তু খলুমন্ত্রবর্ণা

ব্রাহ্মণবাদাশ্চ বিবৃদ্ধ্যা শরীরস্য স্রোতাংসি নিবারয়াঞ্চকার।

তস্মিন্ হতে প্রসস্যন্দিরে আপস্তদভিবাদিন্যেষর্গ্ ভবতি॥[৬]

---

১ নিরুক্ত—২৷১৭৷৫ ২ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ১০৫
৩ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৪ নিরুক্ত—২৷১৬৷১০ ৫ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর
৬ নিরুক্ত—২৷১৬৷১০

—জল এবং বিদ্যুতের মিলনক্রিয়া হইতে বর্ষণক্রিয়া সঞ্জাত হয়; এইরূপ হওয়ায় যুদ্ধবর্ণনা যে আছে তাহা রূপক কল্পনায়। বৃত্র শব্দের ন্যায় অহি শব্দ সমন্বিত মন্ত্রবাক্য এবং ব্রাহ্মণবাক্য আছে। বৃত্র শরীরের বিশেষ বৃদ্ধি দ্বারা জল-প্রবাহ নিরুদ্ধ করিয়াছিল, বৃত্র নিহত হইলে জল প্রবাহিত—এই অর্থের প্রকাশক-বর্তমান ঋক্।[১]

ইন্দ্রের উপাখ্যান যে পরোক্ষ বর্ণনা বা রূপক, ব্রাহ্মণ গ্রন্থে তা স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হয়েছে। "স যোঽয়ম্ মধ্যে প্রাণাঃ এষ এবেন্দ্রঃ। তান্ এষ প্রাণান্ প্রধ্যাতঃ ইন্দ্রিয়েন ঐদ্ধ। যদ্ ঐদ্ধ তস্মাদ্ ইন্ধঃ। ইন্ধো হ বৈ তমিন্দ্র ইতি আচক্ষতে পরোক্ষম্। পরোক্ষ কামা হি দেবাঃ।[২] —ইহাদের মধ্যে যিনি মধ্যপ্রাণ, তিনি ইন্দ্র। তিনি মধ্যস্থ হইয়া প্রাণিবর্গকে প্রজ্জলিত করিয়াছিলেন। ইন্ধন স্বরূপ হওয়ায় তিনি ইন্ধ। ইন্ধকেই পরোক্ষে ইন্দ্র বলা হয়, কারণ দেবগণ পরোক্ষপ্রিয়।[৩]

বৃত্র শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নিরুক্তকার লিখেছেন, "বৃত্রো বৃণোতের্বা বর্ততে বা বর্ধতে বা যদবৃণোত্তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রত্বমিতি বিজ্ঞায়তে, যদবর্ধত তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রত্বমিতি বিজ্ঞায়তে।"[৪]—বৃ বৃৎ অথবা বৃধ ধাতু থেকে বৃত্র শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। আচ্ছাদন হেতু, বর্তমান বা বিচরণহেতু বা বর্ধনহেতু বৃত্র শব্দের বৃত্রত্ব।

মেঘ অন্তরীক্ষ আচ্ছাদন করে, অন্তরীক্ষে বর্তমান থাকে, অন্তরীক্ষে বিচরণ করে, বর্ধিত করে—সেইজন্য মেঘই বৃত্র। বেদের নানাস্থানে বৃত্রসম্পর্কিত বিবরণ থেকেও বৃত্রের মেঘ রূপত্ব আভাসিত হয়। একটি ঋকে দেখা যায় ইন্দ্র বৃত্রকে পর্বে পর্বে বিভক্ত করেছিলেন—

যদস্য মন্যুরধ্বনীদ্বিবৃত্রং পর্বশো রুজন্।
অপঃ সমুদ্রমৈরয়ৎ ॥[৫]

—যখন ইহার ক্রোধ বৃত্রকে পর্বে পর্বে বিভাগ করতঃ শব্দ করিয়াছিল, তখন তিনি সমুদ্রাভিমুখে জল প্রেরণ করিয়াছিলেন।[৬]

পর্বে পর্বে বা স্তবকে স্তবকে সজ্জিত মেঘ ছিন্ন-ভিন্ন করেছিলেন ইন্দ্রদেব। তাতেই বৃষ্টিধারা পতিত হয়ে সমুদ্রাভিমুখী হয়েছিল।

বৃত্র আর অহি যে একই বস্তুকে বোঝায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের একটি মন্ত্র থেকে—"ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদচ্ছৎ তং ষোড়শভিভোগৈঃ পর্যভূজৎ।"[৭]

১ অনুবাদ—তদেব ২ শতপথ ব্রাহ্মণ—৬।১।১ ৩ অনুবাদ—জাহ্নবী চক্রবর্তী
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৮।৬।১৩ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৭ তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ—১৩।৫।২২

—ইন্দ্র বৃত্রকে হত্যা করার জন্য বজ্র গ্রহণ করলেন। বৃত্র তাঁকে ষোল পাকে বেষ্টন করেছিল।

এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় সায়ন লিখেছেন, "তং বৃত্রাসুরঃ ষোড়শভিঃ ষোড়শসংখ্যা-কৈর্ভাগৈঃ সর্পশরীরৈঃ পর্বভুজং পর্ববেষ্টয়ং আবেষ্টিতবান্।" —বৃত্র তাঁকে ষোল ভাগ সর্পশরীরের দ্বারা বেষ্টন করেছিল।

বৃত্রকর্তৃক ইন্দ্রের ষোলপাকে আবেষ্টিত হওয়ার কাহিনী কৃষ্ণযজুর্বেদেও আছে।[১] কুণ্ডলীকৃত মেঘ দেখে ঋষিকবিগণ অহি বা সর্পকল্পনা করেছিলেন এবং কুণ্ডলীকৃত দেহ অহি বা বৃত্র পাকে পাকে ইন্দ্ররূপী সূর্যকে আবেষ্টিত করেছিল এরূপ কবি-কল্পনা অসঙ্গত বোধ হয় না।

ইন্দ্র ও বৃত্রের সংগ্রাম সম্পর্কে Muir লিখেছেন, "And in the early ages when the Vedic hymns were composed, it was an idea quite in consonance with the other general conception which their authors entertained to imagine that some malignant influence was at work in the atmosphere to prevent the fall of the showers, of which their parched fields stood so much in need. It was but a step further to personify both this hostile power and beneficent agency, it was at last overcome. Indra is thus at once a terrible warrior and a gracious friend, a god whose shafts deal destruction to his enemies, while they bring deliverance and prosperity to his worshippers. The phenomena of thunder and lightning almost inevitably suggest the idea of a conflict between opposing forces even we ourselves, in our more prosaic age', often speak of war of strife of the elements."[২]

Muir-এর মতে বৃষ্টি নিরোধক শক্তিই বৃত্র : আর বর্ষণের উপযোগী প্রাকৃতিক শক্তি বা অবস্থাই ইন্দ্র। Prof. Hillebrandt ইন্দ্র ও বৃত্র সম্পর্কে কিঞ্চিৎ নূতনতর ব্যাখ্যা দেবার প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর অভিমত শীতকালে বর্ষণের অনুপযোগী অবস্থাই বৃত্র, এবং বসন্ত বা গ্রীষ্মের সূর্য,—যিনি হেমন্তে বারিদান করেন, তিনিই বৃত্র। "He argues that the streams of India and the neighbouring Iranian countries are at their lowest level in the winter; that the confiner of their waters is the frozen winter, conceived as a winter monster by the name

১ কৃষ্ণ যজুঃ—৫।২।৬ ২ O.S.T. vol., V, page 98

of Vṛtra, 'confiner', that Vṛtra holds captive the rivers on the heights of glacier mountains; and that consequently Indra can be no other than the spring or Summer Sun, who frees them from the clutches of the winter dragon."[১]

পূর্বেই দেখা গেছে যে ইন্দ্র বৃত্রকে নব নবতিবার অর্থাৎ নিরানব্বই বার অথবা নয়গুণ নবতি অর্থাৎ ৮১০ বার বধ করেছিলেন।[২] সুতরাং বৃত্র বহু সংখ্যক বেদে ও বহুস্থানে বহুবচনাত্মক 'বৃত্রগণ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে. "প্রতি বৎসরই ইন্দ্র বৃত্রবধ করিতেন। এই কারণে বলা হইয়াছে, বৃত্র এক নহে অনেক।"[৩]

আকাশ আচ্ছন্নকারী অথবা সূর্য আবরণকারী মেঘই বৃত্র। যে মেঘ সূর্য বা আকাশকে আবৃত করে অথচ বারিবর্ষণ করে না সেই কুণ্ডলীকৃত সর্পাকার মেঘই বৃত্র বা অহি। মহাভারতে-পুরাণে ত্বষ্টার যজ্ঞাগ্নি থেকে বৃত্রের উৎপত্তি। শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন, কর্মপ্রবর্তিত যজ্ঞ থেকে পর্জন্য বা মেঘের সৃষ্টি হয়,—মেঘ থেকেই বৃষ্টি,—বৃষ্টি থেকে অন্ন, অন্ন থেকে জীবের প্রাণধারণ সম্ভব হয়।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥[৪]

সূর্যাগ্নির প্রদীপ্ত তেজ থেকেই মেঘের সৃষ্টি এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। পদ্মপুরাণে বৃত্রের যে বর্ণনা আছে, তাতে বৃত্রকে মেঘ বললে অযৌক্তিক বোধ হবে না।

তস্মাৎ কুণ্ডাৎ সমুৎপন্নো হুতাশনমুখাদপি॥
কৃষ্ণাঞ্জনচয়প্রখ্যঃ পিঙ্গাক্ষো ভীষণাকৃতিঃ।
দংষ্ট্রাকরালবক্ত্রাস্তো জগতাং ভয়দায়কঃ॥
মহাচর্মাবরিকো ঘোরো খড়্গী চর্মধরস্তথা।
সর্বাঙ্গ তেজসা দীপ্তো মহামেঘোপমবলী॥[৫]

যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নির শিখা থেকে জাত কৃষ্ণাঞ্জনতুল্য, পিঙ্গল অক্ষিবিশিষ্ট ভীষণাকৃতি, তেজোদ্দীপ্ত মহামেঘতুল্য বৃত্র মহামেঘ ভিন্ন আর কে? শতপথ ব্রাহ্মণে বৃত্র শব্দের যে তাৎপর্য বিশ্লেষিত হয়েছে তা থেকেও বৃত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন সহজতর হয়েছে।

১ Religion of the Veda.—Bloomfield, page 177 ২ ঋগ্বেদ—১।৮৪।১৩
৩ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—: ১০৫ ৪ গীতা—৩।১৪৫ ৫ পদ্ম পুঃ ভূমিখণ্ড—২৪।৬-৮

"বৃত্রো হ বা ইদং সর্বং বৃত্বা শিষ্যে। যদিদমন্তরেণ দ্যাবাপৃথিবী স যদিদং সর্বং বৃত্বা শিষ্যে তস্মাদ্ বৃত্রো নাম।"[১]—বৃত্র এই সমস্ত আবৃত ক'রে বর্তমান ছিল। দ্যুলোক (স্বর্গ) ও পৃথিবীর মধ্যবর্তীস্থান অর্থাৎ আকাশ আবৃত ক'রে থাকে বলেই তার নাম বৃত্র।

পুরাণেও বৃত্র স্বর্গ-মর্ত আবরণকারী।

ততঃ স বজ্রেণ যুতো দৈবতৈরভিপূজিতঃ।
আসসাদ ততো বৃত্রং স্থিতমাবৃত্য রোদসী ॥[২]

—তখন সেই ইন্দ্র বজ্রলাভ ক'রে দেবতাদের দ্বারা পূজিত হয়ে স্বর্গ-মর্ত আবরণকারী বৃত্রের অভিমুখী হয়েছিলেন।

আকাশ ও পৃথিবী আবরণকারী মেঘ ভিন্ন আর কোন বস্তুকেই বৃত্র বলা সম্ভব নয়। মেঘরূপে বৃত্র আকাশ আবৃত করে, সূর্যালোক আবৃত করে—মর্তের আলোক ম্লান করে আবরণের কাজ করে,—আবার কুয়াশারূপে পৃথিবীকেও আবৃত করে। সুতরাং বৃত্রকে অন্ধকারের দানবরূপে গ্রহণ করলেও অসমীচীন হয় না। সূর্য বা সূর্যাগ্নির যে শক্তি বৃষ্টিরোধকারী দানব বৃত্রকে হনন করে বৃষ্টি আনয়ন করে থাকে তিনিই ইন্দ্র।

শ্রীঅরবিন্দের মতে ইন্দ্র মানুষের মানসিক শক্তি। ইন্দ্রকে মানসিক শক্তিরূপে বর্ণনা করলেও ইন্দ্রের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি।

"Indra in the psycological interpretation of the hymns represents, as we shall see, mind power .. His realm is swar, a word which means sun or luminous, being akin to sūra, and Surya, the sun."[৩]

কোন কোন পণ্ডিত ইন্দ্র ও বৃত্র সংবাদে ইতিহাসের ছায়াও খুঁজে পেয়েছেন। আর্য ও অনার্যের সংঘর্ষ ইন্দ্র ও বৃত্র সংঘর্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত বলে কোন কোন পণ্ডিত ধারণা করেছেন। "ইন্দ্র ছিলেন শ্বেতকায় আর্যজাতির একজন মানবীয় নেতা. যিনি ভারতবর্ষীয় আদিম অধিবাসীদিগের সহিত যুদ্ধাদি করিয়া ভারতে আর্যজাতির প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই হেতু পূর্বকল্পীয় আর্যসমাজে ইন্দ্রের স্মৃতিপূজা (যাহার এক নাম ইন্দ্রযজ্ঞ) চলিয়া আসিতেছিল।"[৪]

"এই ইন্দ্রোপাসকগণের সহিত বৃত্রগণের (অসুরপক্ষীয় এক ধর্মসম্প্রদায়ের) যে

১ শতপথ ব্রাঃ—১।১।৩।৪ ২ পদ্ম পুঃ, সৃষ্টি খণ্ড—১৯।৮২ ৩ On the Veda—page 84
৪ ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতের পুরাবৃত্ত—উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, পৃঃ ৭০

বিবাদ বিসম্বাদ বহুকাল ধরিয়া চলিয়াছিল এবং যে বিরোধের পরিণতিস্বরূপ ইন্দ্রোপাসকগণ জয়লাভ করিয়া ভারতবর্ষে পুনরায় আধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—তাহাই 'ইন্দ্র-বৃত্র বিরোধ' নামে সংরক্ষণ করা হইয়াছে।"[১]

কেউ কেউ আবার আর্যজাতি ও সেমেটিক জাতির সংঘর্ষের সন্ধান পেয়েছেন বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের সংগ্রামে। রমানাথ সরস্বতী তাঁর সম্পাদিত ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৩২ সূক্তের টীকায় লিখেছেন, "এই সূক্তে ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রাসুর বধ বর্ণিত হইয়াছে। বৃত্র একজন আসিরীয় দেশীয় দলপতি। পারস্য গ্রন্থ আভেস্তাতে লিখিত আছে যে, বৃত্রাসুর বাহু নগরের (Babylon) সমস্ত আর্যভূমি (Arlona) একেবারে জলশূন্য করিবার নিমিত্ত উপজাপ করিয়া অবিশূর নাম্নী দেবীকে জয়ের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়। বৃত্র তথাপি নিজ কু-চক্রে নিরত থাকে এবং অবশেষে ইন্দ্রদেব কর্তৃক সবংশে নিপাতিত হয়। যদ্যপি এইরূপ সংগ্রাম ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা অবশ্যই আর্যজাতি এবং সমিতিক জাতির মধ্যে ঘটিয়া থাকিবে; যেহেতু ইন্দ্র এই আর্যদিগের রক্ষক এবং বৃত্রাসুর সমিতিকদিগের দলপতি। সেই ঘোর যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য ইন্দ্রদেবকে 'বৈরেথ্রঘ্ন' উপাধিতে 'জেন্দ—আবেস্তা'য় উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করা হইয়াছে। জেন্দাবেস্তান্তর্গত 'বহ্রাম যহৎ' সমস্তই বেরেথ্রঘ্ন ইন্দ্রের স্তুতিতে পরিপূর্ণ। ইহাতে ইন্দ্রকে অহিদক (বেদের দাসঃ অহিঃ) বলা হইয়াছে।……বৃত্রাসুর আর্যকুলের ঘোর শত্রু ছিলেন এবং তাঁহার বধের পর যেন আর্যগন নূতন প্রাতঃকাল এবং নূতন আকাশ দেখিতে পাইলেন। বৃত্রাসুরের উৎপাতে আর্যগণ যেন বিপদের তিমিরে আবৃত ছিলেন।……পারস্যের রাজা সাইরস (cyrus) যেমন টাইগ্রীস নদীর প্রবাহ প্রতিরোধ করিয়া ব্যাবিলন নগর জয় করেন, বৃত্রাসুরও বোধহয় সেইপ্রকার আর্যভূমি জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।"

এইরূপ ব্যাখা নিতান্তই কষ্টকল্পনা বলে মনে হয়। ইন্দ্ররূপী সূর্যাগ্নি বিশেষ প্রাকৃতিক অমঙ্গল নাশ করে বৃষ্টি এনে দিতেন। এই ঘটনাই ঋগ্বেদে রূপকের আশ্রয়ে বর্ণিত হয়েছে এবং এ বিষয়ে নানা প্রকার কাহিনী (myth) গড়ে উঠেছে। বৈদিক কবি একটি প্রত্যক্ষ উপলব্ধ সত্যকে কাব্য-রূপ দান করেছেন। পরবর্তীকালে পুরাণে-কাব্যে ইন্দ্র সম্পর্কে কত কত গল্পকথার সৃষ্টি হয়েছে তার হিসাব রাখা সহজ নয়। এই ইন্দ্রকাহিনী ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে পারস্য ও অন্যান্য

১ তদেব

দেশেও প্রসারিত হয়েছে। বৈদিক গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য বিস্মৃত হয়ে পুরাণকার কাব্যকার কত কত মনোহর আখ্যায়িকা কাব্যকথার অবতারণা করেছেন। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে রামায়ণের রাম-রাবণের যুদ্ধ ইন্দ্র ও বৃত্রের যুদ্ধেরই রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়।[১]

ম্যাক্স্মূলরের মতে বেদের বৃত্রবধ কাহিনীই গ্রীক্ মহাকবি হোমারের ট্রয় যুদ্ধের কাহিনীর মূল। তাঁর মতে বেদের সরমা ট্রয়যুদ্ধের Heler, বেদের পাণিগণ (Poṇis) ট্রয়ের পারিস (Pāris) নাম পরিগ্রহ করেছে। আচার্য যোগেশচন্দ্র লিখেছেন, "ঋগ্বেদের বৃত্র গ্রীক্ পুরাণে হাইড্রা (Hydra—সমুদ্রসর্প)। হারকিউলিস হাইড্রা বধ করিয়াছিলেন।[২]

ঋগ্বেদ যে পৃথিবীর আদিম গ্রন্থ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বৈদিক কৃষ্টি পরবর্তীকালে এসিয়া ও ইউরোপের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বৃত্র ও অহি বধের উপাখ্যান ভারতীয় পুরাণ সাহিত্যে যেমন বহু বিস্তৃত হয়েছিল, তেমনি ইরান, পারস্য, গ্রীস্ প্রভৃতি দেশেও প্রসারিত হয়েছিল। "Ahi re-appears in Greek Echis Echidna, the dragon which crushes its victim with its coil."[৩]

Maxmuller লিখেছেন, "But besides kerberos, there is another dog conquered by Hercules and he (like kerberos) is born of Typhaon and Echhindra... The second dog is known by the name of Orthros, the exact copy, I believe, of the Vedic Vritra. That the Vedic Vritra should re-appear in the shape of a dog need not surprise us.. thus we discover in Hercules the victory of orthros, a real Vritrahan."[৪]

রমানাথ সরস্বতী লিখেছেন, "প্রাচীন গ্রীক্দিগের 'জিয়স' দেবতার সহিতও অনেকে ইন্দ্রের তুলনা করিয়া থাকেন। ইন্দ্রের ন্যায় জিয়সও বজ্রধারণ করিতেন।... জিয়সের পুত্র 'হিকেটস্' পিতার যুদ্ধের জন্য বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাতে টিটানকুল নির্মূল হইয়াছিল।"[৫]

রমানাথ আরও লিখেছেন, "গ্রীক্দিগের আপেলো দেবতার সহিতও অনেকে ইন্দ্রের সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। ইন্দ্রের ন্যায় আপেলোর স্বর্ণ-

---

১ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ২ অনুবাদ—ঐ, পৃঃ ১০৫

৩ Introduction to Mythology and Folklore—Cox. page 34

৪ Chips from a German workshop, Vol II (1872), page 184-185

৫ রমানাথ সরস্বতী সম্পাদিত ঋগ্বেদের ১।৩২ সূক্তের টীকা

নির্মিত তূণীর ছিল। আপেলো সূর্যের ন্যায় মেঘ হইতে বৃষ্টি উৎপাদন করিতেন এবং তদ্বারা পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইত। ইন্দ্রের ন্যায় গ্রীক্ দেবতা ফোয়েবাসের 'কশা' ছিল; ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদের হেলিয়স দেবতা অগ্নিময় রথে পরিভ্রমণ করিতেন।"[১]

আবেস্তায় ইন্দ্র—ইরানীয়দের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ আবেস্তায় বৃত্রহন্তা ইন্দ্রের (বেরেথয়ঘ্ন —সং বৃত্রঘ্ন) উপাসনার বহু নিদর্শক আছে। কিন্তু আবেস্তায় ইন্দ্র নাম-মাত্র দুবার আছে, তাও ইন্দ্র সেখানে দেবতা নন, দানব। রমানাথ লিখেছেন, "ইরাণীয়গণ ইন্দ্র নামে দ্বেষযুক্ত; কিন্তু বৃত্রঘ্ন নামে শ্রদ্ধাবান। *জেন্দ্* আভেস্তায় বৃত্রঘ্নের উপাসনায় বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—'অহুরের সৃষ্ট বেরেথ্রঘ্নকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি। জারাথস্ত্র অহুর মজদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে সদয়চিত্ত অহুরোমজদ, জগতের সৃষ্টিকর্তা পবিত্রাত্মা স্বর্গীয় উপাস্যদিগের মধ্যে কে সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী? অহুরমজদ উত্তর করিলেন,—'শ্পিতিমা জারাথস্ত্র, অহুরের সৃষ্ট বেরেথ্রঘ্ন সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী ...।'

ইহা হইতে বোধ হয় যে প্রাচীন আর্যগণ বৃত্রঘ্নকে উপাসনা করিতেন। কিন্তু যখন তাঁহাদের মধ্যে দুইটি দল লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল, তখন একদল বৃত্রঘ্নকে ইন্দ্র নাম দিলেন, সুতরাং অন্যদল ইন্দ্রকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন।"

রমানাথ আরও লিখেছেন, "ঋগ্বেদে বৃত্রের নাম 'অহি' বলিয়াও উল্লিখিত আছে। অহি শব্দের অর্থ সর্প। সেই অহি শব্দ হইতেই *জেন্দ্* আভেস্তায় 'আজদহকে'-র উৎপত্তি।"

রমানাথের বক্তব্য অনুসারে বৃত্রঘ্ন নামটি ইন্দ্র অপেক্ষা প্রাচীনতর। কিন্তু ঋগ্বেদ পাঠে এরূপ ধারণা হওয়া সম্ভব নয়। বৃত্রহত্যা ইন্দ্রের সর্বোত্তম কার্য হওয়ায় তিনি 'বৃত্রহন্' বিশেষণ বা উপাধি লাভ করেছিলেন। ইন্দ্র-উপাসনার বিরোধিতা ঋগ্বেদের আমল থেকেই বর্তমান ছিল। এই বিরোধিতা পরবর্তী-কালেও বর্তমান ছিল। মনে হয় ইন্দ্রপূজার বিরোধীগণ ইরান-পারস্য অঞ্চলে বসবাস করেন। কিন্তু ইন্দ্রের সর্বোত্তম কীর্তিটি বিস্মৃত হতে না পেরে তাঁরা বৃত্রঘ্ন নামে দেবতার সৃষ্টি করে অর্চনা করতে থাকেন।

আবেস্তায় ইন্দ্র বিরোধিতা সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "বৃত্রহন্তা যেরূপ হিন্দুদিগের উপাস্য, তাহা আবেস্তা হইতে উদ্ধৃত অংশে দেখা যায়। কিন্তু

১ অনুবাদ—গুরুদেব

ইন্দ্র নামের উপর ইরানীয়দিগের বড় ক্রোধ এবং তাঁহারা ইন্দ্রকে একটি পাপমতি পিশাচ বলিয়া ঘৃণা করেন। যথা—'আমি ইন্দ্রকে, সৌরুকে ও দেব নাজ্যত্যকে এই গৃহ হইতে, এই পল্লী হইতে, এই নগর হইতে, এই দেশ হইতে…এ পবিত্র অখণ্ড জগৎ হইতে দূর করিয়া দিই (জেন্দ্ আবেস্তা, দশম ফার্গাদ)।"[১]

বলের গুহা থেকে গো উদ্ধারের তাৎপর্য—ইন্দ্র বল নামক অপর এক দানব বধ করেছিলেন ; বলের গুহা থেকে গো সমূহকে উদ্ধার করেছিলেন। এই বল কে ? নিরুক্তে বল শব্দের অর্থ মেঘ,—বৃত্র ও বল দুই ভ্রাতা।

রমেশচন্দ্র বলাসুরের উপাখ্যানের অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ধারে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য : "চতুর্থ মণ্ডলের ৫০ সূক্ত এবং অন্যান্য সূক্ত পাঠ করিলে বুঝা যায় যে বল অসুরের উপাখ্যান একটি উপমামাত্র, মেঘই বলের গাভী, ইন্দ্র তাহাদিগেকে উদ্ধার করিয়া দোহন করেন অর্থাৎ বৃষ্টিদান করেন।"[২]

ডঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপাখ্যানের ঐতিহাসিকতা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তিনি আসিরীয় ইতিহাসের ব্যাবিলনাধিপ 'বল'-দের সঙ্গে বৈদিক বলের এবং অসিরীয় 'অসরে'-র সঙ্গে বৈদিক অসুরের ঐক্য প্রতিপাদনে প্রয়াসী হয়েছেন।[৩]

বল কর্তৃক গো অপহরণ এবং ইন্দ্র কর্তৃক গো উদ্ধার কাহিনীর তাৎপর্য অত্যন্ত স্পষ্ট। গো শব্দের এক অর্থ সূর্যরশ্মি। আচার্য মহীধর শুক্ল যজুর্বেদের একটি মন্ত্রের (১।১) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "গবাং রশ্মীনাং ধারয়িতা" —অর্থাৎ গো শব্দার্থ রশ্মি। ১।৩২।২ ঋকের ব্যাখ্যায় ৺দুর্গাদাস লাহিড়ী ধেনু অর্থে সূর্যরশ্মিকে গ্রহণ করেছেন। যাস্কের ব্যাখ্যাও এই মতের পোষক। তিনি লিখেছেন, "গৌরাদিত্যো ভবতি, গময়তি রসান্ গচ্ছত্যন্তরিক্ষে।"[৪] —রসসমূহ গমন করান, অথবা অন্তরীক্ষে গমন করেন, সেইজন্য গোশব্দ আদিত্যকে বোঝায়। আদিত্য ও আদিত্যরশ্মি একই।

বল শব্দের অর্থ শক্তি। শক্তিমান অসুর গো অর্থাৎ সূর্যরশ্মিসমূহকে অপহরণ করেছিল। সূর্যকে যে আবৃত করতে পারে এমন অসুরই বলাসুর। সুতরাং

---

১ ঋগ্বেদ—বঙ্গানুবাদ, ১ম পৃঃ ৭৪, ১।৩২।১ ঋকের টীকা

২ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ২৩, ১।১১।৫ ঋকের টীকা

৩ কৃষ্ণমোহন প্রণীত ঋগ্বেদ—১ম ও ২য় অধ্যায় এবং Aryan witness দ্রষ্টব্য

৪ নিরুক্ত—২।১৪।৭

যাস্কের মতানুযায়ী বলাসুর মেঘ হওয়াই সঙ্গত। মেঘেরও প্রকারভেদ আছে। যে মেঘ সূর্য বা সূর্যরশ্মিকে অবরোধ করেছিল ; সেই মেঘরাশিকে ছিন্ন ভিন্ন করে সূর্যরূপী ইন্দ্র কিরণরূপী গোগণকে উদ্ধার করেছিলেন। বল ও বৃত্র প্রায় সম-প্রকৃতির। বৃত্র বৃষ্টি রোধ করেছিল, বল সূর্যরশ্মি অপহরণ করেছিল। সুতরাং বৃত্র ও বল দুই ভ্রাতা।

বলের কাছ থেকে গোধন উদ্ধারের অন্যবিধ অর্থ করাও সম্ভব। ঋগ্বেদে ইন্দ্র ও অগ্নি উভয়েই বলের পুত্র,—অর্থাৎ বল বা শক্তির সাহায্যে অরণি-মন্থনের দ্বারা জাত। বল বা বলের দ্বারা জাত অগ্নির তেজ প্রভাতে ইন্দ্ররূপী সূর্য অপহরণ করে নেন, যে সূর্যের গো অর্থাৎ কিরণ রাত্রে অগ্নি অপহরণ করেছিলেন, ইন্দ্র সবস্পতি বা বলের অধিপতি।[১]

শুষ্ণবধের তাৎপর্য—ইন্দ্র শুষ্ণ নামে এক দানবকেও নিহত করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে শুষ্ণ অনাবৃষ্টিরূপ অকল্যাণ। রমেশচন্দ্র সায়নাচার্যের অভিমতকেই অনুসরণ করেছেন। সায়ন বলেছেন, "শুষ্ণং ভূতানাং শোষণহেতু-মেতন্নামকমসুরম্।"[২] রমেশচন্দ্র লিখেছেন, শুষ্ণের উপাখ্যান বৃষ্টিপাতের আর একটি উপমা। ইন্দ্র শুষ্ণকে হনন করিলেন অর্থাৎ অনাবৃষ্টি প্রতিরোধ করিয়া বৃষ্টিদান করিলেন। বৃত্র, অহি, শুষ্ণ, নমুচ, শম্বর, উরণ, কুযব, বর্চী, অর্বুদ প্রভৃতি দনুপুত্রদিগের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধের এই আদিম অর্থ।[৩]

শম্বর বধ—শম্বর শব্দে সায়নাচার্য মেঘ নিরোধকারী অসুরকেই বুঝিয়েছেন— "শম্বরং তং মেঘনিরোধকারিনং মেঘং অবভেৎ অবভিনৎ।"[৪]—শম্বর অর্থাৎ মেঘ নিরোধকারী (বৃষ্টিরোধকারী) মেঘকে ইন্দ্র ভেদ করেছিলেন।

নমুচি ও বৃত্র—ইন্দ্র কর্তৃক নমুচিবধের উপাখ্যানের অনুরূপ তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। কৃষিসংস্কৃতি প্রধান আর্যজাতির নিকট বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং বৃষ্টিকর্তা ইন্দ্র বা সূর্য এবং বৃষ্টিনিরোধক শক্তির সংগ্রাম এবং ইন্দ্র বা দৈবশক্তির বিজয় এই অসুরবধ কাহিনীগুলির মূলকথা। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ইন্দ্র বৃষ্টিকারী আকাশ আর অসুরগণ বৃষ্টি নিরোধক শক্তি। "এই সকল অসুর বৃষ্টির বিঘ্নমাত্র। আকাশ বজ্রপাত করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ করে, অমনি সে অসুর মরিয়া যায়। অমনি ইন্দ্রের বজ্রে বৃত্র মরে।

১ ঋগ্বেদ—৮।৯০।৫ ২ ঋগ্বেদ—১।১১।৭ ঋকের ভাষ্য

৩ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ২৩ ; ১।১১।৭ ঋকের টীকা

৪ ঐ —১।৫৯।৬ ঋকের ভাষ্য

…এতএব অসুরবধ আর কিছুই নহে—বৃষ্টির বিঘ্ন সকল বিনাশ করিয়া বর্ষণ করা। গ্রীষ্মের পর প্রথম বৃষ্টিতে অধিক বজ্রাঘাত হয়, এইজন্য বজ্রের দ্বারা অসুর বধ করেন। কিন্তু কেবল বজ্রের দ্বারা নহে, "হিমেন অবিধ্যদর্বুদং "[১] (হিমেন, হিমের দ্বারা অর্থাৎ আমরা যাহাকে শিল বলি তদ্দারা)। শুষ্ক কালের পর প্রথম বৃষ্টির সময়ে অনেক সময় শিল (hail) পড়ে।"[২]

ইন্দ্রের স্বরূপ এবং ইন্দ্রকর্তৃক বৃত্রবধের তাৎপর্য বিশ্লেষিত হয়েছে। সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বৃত্র বধ হলে অনাবৃষ্টি দূর হোল। কিন্তু নমুচি রয়েছে। উপদ্রব দূর হোল না। নমুচি সম্ভবতঃ অন্ধকারের দৈত্য। রাত্রি ও দিবার সন্ধিস্থলে উষালগ্নে নমুচিকে সূর্যরূপী ইন্দ্র বধ করেছিলেন। প্রভাতকালে প্রাতঃকালে প্রাতঃসবন নামে সোমযাগের অংশবিশেষ অনুষ্ঠিত হয়। অন্ধকারের দানব নমুচি নিহত হলে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। নমুচিকে বধ করা হয়েছিল জলের ফেনা দিয়ে। শতপথ ব্রাহ্মণে (১২।৭।৩১) সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয় জলের ফেনার দ্বারা বজ্র আবৃত করেছিলেন।

পুরাণমতে জলের ফেনার মধ্যে লুক্কায়িত ছিল ইন্দ্রের বজ্র। জলের ফেনা কি বর্ষান্তিক প্রভাতের বিদ্যুৎগর্ভ হাল্কা মেঘ, অথবা যজ্ঞাগ্নির প্রজ্বলনকালে অগ্নিকণাগর্ভ ধূমপুঞ্জ? পুরাণাদিতে ইন্দ্র দিক্‌পালগণের অন্যতম এবং তিনি পূর্বদিকের অধিপতি। সুতরাং প্রভাতকালে পূর্ব-দিগন্তে বর্তমান থেকে নমুচিকে বধ করে থাকেন। মহাভারতে ও কোন কোন পুরাণে বৃত্র ও নমুচি অভিন্ন। মহাভারতে ইন্দ্র বৃত্রের বিপুল আকার দেখে পলায়ন করলে[৩] দেবগণ বিষ্ণুর পরমার্শ অনুসারে বৃত্রাসুরের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। সন্ধির সর্ত অনুসারে বৃত্র বলেছিল :

> ন শুষ্কেন ন চার্দ্রেণ ন নাশ্মনা ন চ দারুণা।
> ন চাস্ত্রেণ ন শস্ত্রেণ ন দিবা ন তথা নিশি ॥
> বধ্যো ভবেয়ং বিপ্রেন্দ্রাঃ শক্রস্য সহ দৈবতৈঃ।
> এবং মে রোচতে সন্ধিঃ শক্রেণ সহ নিত্যধা ॥[৪]

—হে বিপ্রগণ, ইন্দ্রের সঙ্গে যে সন্ধি আমার মনঃপূত তাতে শুষ্ক বা ভিজে জিনিষে প্রস্তর বা কাষ্ঠে, অস্ত্র বা শস্ত্রে, দিবা অথবা রাত্রিতে বধ্য হব না।

১ ঋগ্বেদ—৮।৩২।২৬ ২ প্রচার—১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩ ৩ উদ্যোগপর্ব ৮ অঃ।
৪ অনুবাদ অদেব—১০।২৯-৩০

অতঃপর ইন্দ্র বৃত্রবধে চিন্তান্বিত হয়ে একদিন সমুদ্রতীরে সন্ধ্যাকালে বৃত্রকে দেখে বজ্রগর্ভ সমুদ্রফেনের দ্বারা বৃত্রকে বধ করেছিলেন।

সবজ্রমথ ফেনং তং ক্ষিপ্রং বৃত্রে বিসৃষ্টবান্।
প্রবিশ্য ফেনং তং বিষ্ণুরথ বৃত্রং ব্যনাশয়ৎ ॥[১]

—ইন্দ্র সবজ্র ফেনা তাড়াতাড়ি বৃত্রের দিকে নিক্ষেপ করলেন, সেই ফেনার মধ্যে বিষ্ণু প্রবেশ করে বৃত্রকে বিনাশ করলেন।

দেবী ভাগবতেও ইন্দ্র জলের ফেনের দ্বারা বৃত্র বধ করেছিলেন। ঋষিগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে বৃত্র ইন্দ্রের সঙ্গে সন্ধিতে রাজি হয়েছিল, এবং পূর্বরূপ সর্ত দিয়েছিল।

ন শুষ্কেন ন চার্দ্রেণ নাশ্মনা ন চ দারুণা।
ন বজ্রেণ মহাভাগ ন দিবানিশি নৈব চ ॥
বধ্যো ভবেয়ং বিপেন্দ্রাঃ শক্রস্য সহ দৈবতৈঃ।
এবং মে রোচতে সন্ধিঃ শক্রেণ সহ নান্যথা ॥[২]

সমুদ্রে জলের ফেনা দেখে ইন্দ্র তন্মধ্যে বজ্র প্রবেশ করিয়ে বৃত্রের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন।

অপাং ফেনং তদাপশ্যৎ সমুদ্রে পর্বতোপমম্।
নায়ং শুষ্কো ন চার্দ্রোঽয়ং ন চ শস্ত্রমিদং তথা ॥
অপাং ফেনং তদা শক্রো জগ্রাহ কিল লীলয়া।
পরাং শক্তিঞ্চ সস্মার ভক্ত্যা পরময়াযুতঃ ॥

* * *

বজ্রঃ তদাবৃতং তত্র চকার হরিসংযুতম্।
ফেনাবৃতং পবিং তত্র শক্রশ্চিক্ষেপ তং প্রতি ॥[৩]

—ইন্দ্র সমুদ্রে দেখলেন পর্বততুল্য ফেনা। ইহা শুষ্কও নয়, সিক্তও নয়, অস্ত্রও নয়—এই ভেবে ইন্দ্র অনায়াসে পর্বতাকৃতি ফেনা তুলে নিলেন, ভক্তি সহকারে পরমাশক্তিকে স্মরণ করলেন, বিষ্ণুসহ বজ্র-ফেনা দিয়ে আবৃত করলেন, ফেনাবৃত বজ্র নিক্ষেপ করলেন বৃত্রের প্রতি।

বৈদিক ঋষিদের দৃষ্টিতে আকাশ ও সমুদ্র সমার্থক। নীলবর্ণ মহাকাশ মহাসমুদ্রের সমতুল্য।

১ মহাভারত উদ্যোগপর্ব ১০।৪৯ ২ দেবীভাগ—৬।৬।৩৩-৩৪ ৩ তদেব ৬।৬।৫৩-৫৯

আকাশ সমুদ্রে পর্বতসদৃশ ফেনা অর্থাৎ মেঘ দেখে তন্মধ্যে বজ্র লুকিয়ে রেখে ইন্দ্র নমুচি তথা বৃত্রকে বধ করেছিলেন,—ঘটিয়েছিলেন প্রভাতসূর্যের আত্মপ্রকাশ।

মহাভারতের শান্তিপর্বে (২৮০ অঃ) আর একপ্রকার উপাখ্যান আছে। এখানে বৃত্র সর্বব্যাপী, সর্বগ ও মায়াবী। বৃত্র ষাট্ হাজার বৎসর তপস্যা করে ব্রহ্মার বরে মহাবলী হয়েছিল। ইন্দ্র স্বশরীরে শিবের তেজ লাভ করে শিবজ্বরে আক্রান্ত ও কাতর বৃত্রকে বজ্রদ্বারা নিহত করেছিলেন। বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণু বিষ্ণুলোকে প্রস্থান করলেন।

ঋগ্বেদের ইন্দ্র মহাবীর অদ্ভুতকর্মা—অসংখ্য দানবহন্তা। পুরাণাদিতে ইন্দ্র দুর্বল ভীরু। মহাভারতে ইন্দ্র বৃত্রাসুরের ভয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন, পরে বিষ্ণুতেজে শক্তিলাভ করে তিনি বৃত্রের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু বৃত্রের গর্জনে ভীত হয়ে কোনপ্রকারে তিনি কুলিশ নিক্ষেপ করেই প্রাণভয়ে পলায়ন করেছিলেন।[১] মহাভারতের অন্যত্র ইন্দ্র বৃত্রের বিরাট আকার দেখে ভয়ে পলায়ন করেছিলেন।[২] ঋগ্বেদে ইন্দ্রের ভীত হওয়ার কথা একবার মাত্র উল্লিখিত হয়েছে।

অহের্যাতারং কমপশ্য ইন্দ্র হৃদি যত্তে জঘ্নুষো ভীরগচ্ছৎ।

নব চ যন্নবতিং শ্রবন্তীঃ শ্যেনো ন ভীতো অতরো রজাংসি॥[৩]

—হে ইন্দ্র! অহিকে হনন করিবার সময় যখন তোমার হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হইয়াছিল, তখন তুমি অহির অন্য কোন হন্তার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিলে, যে ভীত হইয়া শ্যেনপক্ষীর ন্যায় নবনবতি নদী ও জল পার হইয়া গিয়াছিলে।[৪]

ব্রাহ্মণগ্রন্থে ইন্দ্র নমুচির হাতে নির্জিত হয়েছিলেন। দেবী ভাগবতে ইন্দ্র প্রথমে বৃত্রের হাতে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিলেন।[৫] আর একবার বৃত্র ইন্দ্রকে নির্জিত করে মুখে পুড়ে ফেলেছিল।

এবং যুদ্ধে বর্তমানে দারুণে লোমহর্ষণে।

শক্রং জগ্রাহ সহসা বৃত্রঃ ক্রোধ সমন্বিতঃ॥

অপাবৃত্য মুখে ক্ষিপ্তা স্থিতো বৃত্রঃ শতক্রতুম্।[৬]

—এইভাবে ভয়ানক লোমহর্ষক যুদ্ধ হতে থাকলে ক্রুদ্ধ বৃত্র হঠাৎ ইন্দ্রকে ধরে ফেললো, মুখব্যাদন করে ইন্দ্রকে মুখে পুড়ে দিয়েছিল।

১ বনপর্ব ১০১ অঃ ২ উদ্যোগপর্ব ৮ অঃ ৩ ঋগ্বেদ—১।৩২।১৪

৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ দেবীভাগবত—৬।৩।৩৮ ৬ ভাগবত—৬।১২।২৮-২৯

বাঙ্গালী কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বৃত্রসংহার কাব্যে ইন্দ্রকে ভীরু করে অংকিত করেছেন। বৃত্রাসুরের অত্যাচার কাহিনী শুনে যখন মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, তখন ভীত হয়ে ইন্দ্র শিবানীর পশ্চাতে আত্মগোপন করেছিলেন।

ভয়ে পুরন্দর শীঘ্র সম্মুখ ছাড়িয়া
ঈশানীর পশ্চাতে আসি কৈল অধিষ্ঠান।[১]

বৃত্রসংহার কাব্যে বৃত্র মহাদেবেরভক্ত এবং আশ্রিত। আবার বৃত্রের সঙ্গে যুদ্ধকালে ইন্দ্রহস্তে বজ্রের 'ধক্ ধক্ জ্বালা' সহ্য করতে না পেরে বৃত্র যখন মহা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তখন ইন্দ্রও অচেতন প্রায় হয়েছিলেন। আকাশ থেকে ঘন ঘন উচ্চৈঃস্বরে বজ্রনিক্ষেপের আহ্বান শুনে ইন্দ্র অবশপ্রায় হয়ে কোনপ্রকারে বজ্র ত্যাগ করেছিলেন।

এতক্ষণ সুরপতি ইন্দ্র সে দুর্যোগে
ছিলা অচেতন প্রায় —বিশ্বকোলাহলে
স্বপন জাগ্রত যেন বজ্র দিলা ছাড়ি;
না ভাবিলা না জানিলা ছাড়িলা কখন।[২]

শ্রীমদ্‌ভাগবতে বৃত্রবধের উপাখ্যান অনেকাংশে বৈদিক কাহিনীর অনুসৃতি। এখানে বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র শতপর্ব বজ্রের দ্বারা বৃত্রের বাহুদ্বয় ছেদন করেছিলেন। অতঃপর বৃত্র মুখব্যাদন করে বিশ্বগ্রাসে উদ্যত হয়ে ইন্দ্রকে গ্রাস করে ফেললে। ইন্দ্র বৃত্রাসুরের কুক্ষি বিদীর্ণ করে বহির্গত হয়ে বজ্রদ্বারা বৃত্রাসুরের পর্বত সদৃশ মস্তক ছেদন করে ফেললেন। বজ্র অতি শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তিনশত ষাট্ দিনে বৃত্রের মস্তক ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ভিত্ত্বা বজ্রেণ তৎ কুক্ষিং নিষ্ক্রম্য বলভিদ্বিভুঃ।
উচ্চকর্ত শিরঃ শত্রোর্গিরিশৃঙ্গমিবৌজসা॥
বজ্রস্তু তৎ কন্ধরমাশুবেগঃ
কৃন্তন্ সমন্তাৎ পরিবর্তমানঃ।
ন্য পাতয়ৎ তাবদহর্গনে।
যো জ্যোতিষাময়নে বার্ত্রহত্য॥[৩]

—বলাসুরহন্তা প্রভু ইন্দ্র বজ্রসহ বৃত্রের কুক্ষিভেদ করে সবলে গিরিশৃঙ্গতুল্য বৃত্রের শির ছিন্ন করেছিলেন। বজ্রও অতিবেগে তার মস্তকের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ

---

১ বৃত্রসংহার—২৪ সর্গ ২ শ্রীমদ্ভাগবত—৬।১২।৩২-৩৩ ৩ অনুবাদ—তদেব

করে সূর্যাদি জ্যোতিষ্কের দক্ষিণ ও উত্তরায়ন গমনে যতদিন লাগে ততদিনে অর্থাৎ ৩৬০ দিনে বৃত্রকে নিধন করেছিলেন।

লক্ষণীয় এই যে ৩৬০ দিনে অর্থাৎ পূর্ণ এক বৎসরে বৃত্রের মুণ্ডচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব হয়েছিল। এক বর্ষার পরে পরবর্তী বর্ষারম্ভ পর্যন্ত ইন্দ্র ও বৃত্রের যুদ্ধ চলেছে। বর্ষার আরম্ভে বৃত্রবধের পরে বৃষ্টির শুভ সূচনা হয় এবং প্রবল বর্ষণের ফলে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যের অভ্যুদয় ঘটে। বৃত্রের মস্তক পর্বত সদৃশ বলে বর্ণিত হওয়ায় পর্বত সদৃশ কিম্বা পর্বে পর্বে সজ্জিত মেঘের সঙ্গে বৃত্রের সংযোগ ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পদ্মপুরাণে (ভূমিখণ্ডে) বৃত্রবধের এক ভিন্নতর উপাখ্যান পাওয়া যায়। দানব জননী নিরপরাধ ব্রহ্মচারী সন্ধ্যাবন্দনায় রত পুত্র বলকে ইন্দ্র বিনা অপরাধে হত্যা করায়[1] দীর্ঘকাল গভীর শোকে নিমগ্ন থাকার পর স্বামী কশ্যপের নিকট বল হত্যার বিবরণ বিজ্ঞাপিত করলেন। তখন মরিচীনন্দন কশ্যপ মহাক্রোধে যজ্ঞাগ্নিতে জটাছিন্ন কেশ আহুতি দিয়ে বৃত্রকে উৎপাদিত করলেন।

ক্রোধেন মহতাবিষ্টঃ প্রজ্জ্বালেব বহ্নিনা।
অবলুঞ্চ্য জটামেকাং জুহাবাসৌ দ্বিজোত্তমঃ॥
ইন্দ্রস্যৈব বধার্থায় পুত্রমুৎপাদয়াম্যহম্।[2]

মহাবলী বৃত্রের অমিতবীর্য এবং দীপ্ততেজ দেখে ভীত হয়ে সপ্তর্ষিগণকে দূত করে ইন্দ্র সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠালেন এবং বৃত্রকে অর্দ্ধ-ইন্দ্রপদ প্রদানে সম্মত হলেন। কিন্তু বৃত্র ইন্দ্রের সততায় সন্দিহান হলে ইন্দ্র সপ্তর্ষি মারফতে জানালেন যে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তাঁকে ব্রহ্মহত্যার পাতক হতে হবে।

যদসত্যেন বর্তেঽহং ভবদ্ভিঃ সহ ছদ্মনা।
ব্রহ্মহত্যাদিকৈঃ পাপৈর্লিপ্যেঽহং নাত্র সংশয়ঃ॥[3]

বৃত্রের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের ফলে ইন্দ্র সাদরে বৃত্রকে দিলেন অর্ধ-ইন্দ্রপদ, উভয়ে পরম মিত্রতার সঙ্গে স্বর্গে বিরাজ করতে লাগলেন। কিন্তু ইন্দ্র বৃত্রবধের সুযোগ খোঁজেন। তাঁর দ্বারা নিয়োজিতা হয়ে স্বর্গবেশ্যা রম্ভা রূপযৌবন ও নৃত্যগীতে বৃত্রকে মোহিত করে। বৃত্র রম্ভার সঙ্গে নন্দন কাননে বিহার করতে থাকে। এই সময়ে রম্ভার অনুরোধে বৃত্র একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মদ্যপান করে। বৃত্রের মত্ততার সুযোগ নিয়ে ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপে বৃত্রকে হত্যা করেন।[4]

---

১ পদ্মপুরাণ, ভূমিখণ্ড ২৩ অঃ ২ তদেব—২৪।৫।৬ ৩ অনুবাদ তদেব—২৪।২৫
৪ পদ্মপুরাণ, ভূমিখণ্ড—২৪।১৪-১৯

দধীচি—বৃত্রবধের জন্য দধীচি বা দধ্যঙ্ বা দধ্যঙ্কের অস্থি প্রয়োজন হয়েছিল। পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণগুলির বিবরণ অনুসারে দধ্যঙ্ অশ্বমুণ্ডদ্বারা মধুবিদ্যা অশ্বিদ্বয়কে শিক্ষা দেওয়ায় ইন্দ্র অশ্বমুণ্ড ছিন্ন করেছিলেন। কিন্তু ভাগবতে দধীচি অশ্বমুণ্ড নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন :

চিত্তিস্ত্বথর্বণঃ পত্নী পুত্রং লোভ ধৃতব্রতম্।

দধ্যঞ্চমশ্বশিরসম্…॥[১]

মহাভারত এবং ভাগবত, দেবীভাগবত প্রভৃতি পুরাণানুসারে দেবগণের প্রার্থনায় দধীচি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করলে তাঁর অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা বজ্র নির্মাণ করেছিলেন। বেদে বজ্র নির্মাণ করেছিলেন ত্বষ্টা। ত্বষ্টা এবং বিশ্বকর্মা যে ভিন্ন ব্যক্তি নন—এবং উভয়েই যে মূলতঃ সূর্যাগ্নি সে কথা পরে আলোচনা করা যাবে।

এখন দধীচি বা দধ্যঙ্ক কে? বেদের নানা স্থানে সূর্যের সপ্ত অশ্বের উল্লেখ আছে। সূর্যকে সপ্ত-রশ্মিও বলা হয়েছে। সপ্তরশ্মিই যে সপ্ত অশ্ব তাতে কোন সন্দেহ নেই। পুরাণে সূর্য অশ্বরূপ ধারণ করে অশ্বীরূপধারিণী সূর্যপত্নী সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হওয়ায় সূর্যের যে যমজ পুত্রের জন্ম হয় তাঁরা অশ্বিদ্বয় বা অশ্বিনীকুমার নামে পরিচিত হন। বৃহদ্দেবতায় বলা হয়েছে যে ত্বষ্টা অশ্বিরূপিণী সরেণ্যুর সঙ্গে অশ্বরূপে মিলিত হওয়ায় অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয়।[২] ঋগ্বেদের ১।৬৫।১ ঋকের ভাষ্যে সায়ন অগ্নিকে অশ্বরূপে বর্ণনা করেছেন, "অগ্নির্দেবেভ্যো নিলায়ত। অশ্বো রূপং কৃত্বা সোঽশ্বত্থে সম্বৎসরমতিতিষ্ঠদিতি।"—অগ্নি দেবতাদের কাছ থেকে গুপ্ত হয়েছিলেন, তিনি অশ্বরূপ ধারণ করে এক বৎসর অশ্বত্থবৃক্ষে অবস্থান করেছিলেন। অশ্বের মত ত্বরিতগমনশীল এই অর্থে সূর্য বা সূর্যরশ্মি অশ্ব। ঋগ্বেদের ১।২৭।১ ঋকে অগ্নির অশ্বরূপের প্রসঙ্গ আছে। রমেশচন্দ্র দত্ত উক্ত ঋকের টীকায় লিখেছেন, "অগ্নির কিরণই সেই অশ্ব।" কৃষ্ণযজুর্বেদে বলা হয়েছে যে প্রজাপতি অথর্বা আর অগ্নি দধ্যঙ্। একটি প্রচলিত উপাখ্যান অনুসারে সূর্য বাজী বা অশ্বমুখ ধারণ করে যাজ্ঞবল্ক্যকে যজুর্বেদ উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই এই শাখাভুক্ত যজুর্বেদের (শুক্ল যজুর্বেদের) নাম বাজসনেয়ী সংহিতা।

স্কন্দপুরাণে (প্রভাসখণ্ড) হয়গ্রীববিদ্যা নামে এক প্রকার বিদ্যার কথা বলা হয়েছে, এই বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা; এই বিদ্যার দ্বারাই বৃত্র নিহত হয়েছিল—"হয়গ্রীব-বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা।" এই মন্ত্রটি উদ্ধার করে শ্রীজীব গোস্বামী লিখেছেন,

১ ভাগবত—৪।১।৪১ ২ বৃহদ্দেবতা ৭ অঃ

"অত্র হয়গ্রীববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ইতি বৃত্রবধ সাহচর্যেণ নারায়ণ বর্মবোচ্যতে।"[১]—হয়গ্রীব বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা, বৃত্রবধের সংস্পর্শ হেতু নারায়ণবর্মা নামে কথিত।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরাকে পুরোহিতরূপে বরণ করে তাঁর কাছ থেকে নারায়ণবর্মা নামক মন্ত্র লাভ করেছিলেন এবং এই মন্ত্রই ইন্দ্রের দেহে বর্মের কাজ করেছিল। ত্রিশিরা ইন্দ্রকে এই বিদ্যা দান করে বলেছিলেন,—

মঘবন্নিদমাখ্যাতং বর্ম নারায়ণাত্মকং।
বিজেষ্যসেঽঞ্জসা যেন দংশিতোঽসুরযূথপান্‌॥[২]

—হে এই নারায়ণবর্মা বিদ্যা তোমাকে বললাম, যার দ্বারা তুমি অসুরদলপতিদের অনায়াসে জয় করতে পারবে।

হয়গ্রীববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা এবং নারায়ণবর্মা সমার্থক। কিন্তু শ্রীজীব বলছেন, হয়গ্রীববিদ্যা দধীচি প্রবর্তিত করেছিলেন। "হয়গ্রীবশব্দেনাত্রাশ্বশিরা দধীচিরুচ্যতে। তেনৈব চ প্রবর্তিতা নারায়ণবর্মাখ্যা ব্রহ্মবিদ্যা। তস্যাশ্বশিরস্ত্বঞ্চ ষষ্ঠে—"যদ্বৈ অশ্বশিরো নাম (ভাঃ ৬।৯।৫২) ইত্যত্র প্রসিদ্ধং নারায়ণবর্মণো ব্রহ্মবিদ্যাত্বঞ্চ—

এতচ্ছ্রুত্বা তথোবাচ দধ্যঙ্‌ভাথর্বণো স্তয়োঃ।
প্রবর্গ্যং ব্রহ্মবিদ্যাঞ্চ সংকৃতোঽসত্যশংকিতঃ॥[৩]

—হয়গ্রীব শব্দের দ্বারা এখানে অশ্বশির দধীচি মুনির কথা বলা হয়েছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে 'দধীচিমুনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অশ্বশির নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা দান করেছিলেন' এরূপ কথিত হয়েছে। শ্রীধরস্বামীর টীকায় উদ্ধৃত শ্লোকটিতে নারায়ণবর্মা যে ব্রহ্মবিদ্যা এ তত্ত্ব প্রকাশিত : অথর্ববেদবিৎ (অথবা অথর্বার পুত্র) দধ্যঙ্‌ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের এই কথা শুনে প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে প্রবর্গ্য (প্রাণবিদ্যারূপ ব্রহ্মবিদ্যা (নারায়ণবর্মা) উপদেশ করেছিলেন।

নারায়ণবর্মা বা ব্রহ্মবিদ্যাই অশ্বশির নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মবিদ্যারই অপর নাম আত্মতত্ত্ব বা আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানের উৎস জগতের আত্মারূপী সূর্য। মধুবিদ্যা ও অশ্বশির সমার্থক। ইন্দ্র সম্বন্ধীয় একটি ঋক্‌ বৃহদারণ্যক উপনিষদে মধুবিদ্যা নামে অভিহিত। ঋক্‌টি নিম্নরূপ :

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।

১ তত্ত্বসন্দর্ভ ২ ভাগবত ৬।৮।৩৫ ৩ ভাগবতসন্দর্ভান্তর্গত তত্ত্বসন্দর্ভঃ শ্রীজীব গোস্বামী

ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে

যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ দশাশতঃ ॥[১]

—সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিভূত এই ইন্দ্র বিবিধ মূর্তি ধারণ করেন, এবং সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হয়েন। তিনি মায়াদ্বারা বিবিধরূপ ধারণ করিয়া যজমানের নিকট উপস্থিত হয়েন। তাঁহার রথে সহস্র অশ্ব যোজিত আছে।[২]

ইন্দ্র এখানে ব্রহ্মরূপী। উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাকেই মধুবিদ্যা অমৃতবিদ্যা বলা হয়েছে। অশ্বশির দধীচি যে মধুবিদ্যা বা নারায়ণবর্মা ব্যাখ্যা করেছিলেন সেই বিদ্যা সূর্যাগ্নিরূপী ইন্দ্রের স্বরূপতত্ত্ব। মহাভারতের শান্তিপর্বে, দেবীভাগবত ও অন্যান্য পুরাণে হয়গ্রীব সূর্য বা বিষ্ণুর এক অবতার। হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণু হয়গ্রীব নামক দানব বধ করেছিলেন। "হয়গ্রীবো হরির্জাতো মহামায়া প্রসাদতঃ।"[৩] স্কন্দপুরাণে বিষ্ণুর মস্তক ছিন্ন হলে বিশ্বকর্মা অশ্বমুণ্ড সংযুক্ত করেছিলেন বলে বিষ্ণু হয়শীর্ষ হয়েছিলেন।[৪] মহাভারতে আরও কথিত হয়েছে যে ঔর্ব ঋষির ক্রোধাগ্নি সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলে হয়শিরা রূপ গ্রহণ করেছিল। সুতরাং কেবল সূর্য বা বিষ্ণু নন, অগ্নিও হয়শিরা। সায়নাচার্য ২।২৪।১৩ ঋকের ব্যাখ্যায় বহ্নি শব্দকে অশ্বের নাম রূপে গ্রহণ করেছেন—"বহ্নয় অশ্বনামৈতৎ।" সূর্য, বিষ্ণু এবং অগ্নি সকলেই হয়শিরা। দধীচিও হয়শিরা হওয়ায় সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয় যে সূর্যাগ্নির অশ্বরূপী কিরণ বা তেজই দধ্যঙ্‌ বা দধীচি। অশ্বশির বা নারায়ণবর্মা ব্যাখ্যাকারী অশ্বশির দধ্যঙ্‌ বা দধীচি যে সূর্য বা সূর্যকিরণ অথবা সূর্যাগ্নির তেজ, তা জীব গোস্বামীর পূর্বোদ্ধৃত ব্যাখ্যা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অস্থি যেমন জীবদেহের প্রধান বস্তু সেইরূপ সূর্যাগ্নির প্রধান বস্তু আগ্নেয় তেজ। আগ্নেয় তেজের দ্বারাই বজ্র নির্মিত হয়েছিল, নির্মাণ করেছিলেন সূর্যাগ্নিরূপী ত্বষ্টা। ঋগ্বেদেই উল্লিখিত আছে যে অথর্বা ঋষি অগ্নি মন্থন করেছিলেন এবং দধীচি অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিলেন।

ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমংথত।

মূর্ধ্নো বিশ্বস্য বাধতঃ ॥

তমু ত্বা দধ্যঙৃষিঃ পুত্র ঈধে অথর্বণঃ।

বৃত্রহনং পুরন্দরম্‌ ॥[৫]

---

১ ঋগ্বেদ—৬।৪৭।১৮ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ দেবী ভাগবত—৬।১০৯

৪ স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ডান্তর্গত ধর্মারণ্যখণ্ড—১৪।১৫ অঃ ৫ ঋগ্বেদ—৬।১৬।১৩-১৪

—হে অগ্নি। অথর্বা ঋষি শিরোবৎ বিশ্বের ধারণকারী পুষ্কর মন্থন করিয়া তোমাকে নিঃসারিত করিয়াছেন। অথর্বার পুত্র দধীচি তোমাকে প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। তুমি বৃত্রহন্তা ও পুরনাশক।[১]

আচার্য সায়ন পুষ্কর অর্থে পদ্ম গ্রহণ করেছেন। সামবেদের টীকায় আচার্য মহীধর পুষ্কর অর্থে জল এবং অথর্বা অর্থে বায়ু গ্রহণ করেছেন। "Langlois পুষ্কর অর্থে করিয়াছেন অরণিকাষ্ঠের ছিদ্র, যাহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, যে সমস্ত ঋষিগণ প্রথমে আর্যাবর্তে অগ্নির যজ্ঞ বিশেষরূপে প্রচার করেন, অথর্বা ও তৎপুত্র দধীচি তাহাদের মধ্যে প্রধান।"[২]

অথর্বার অগ্নিমন্থন ও দধ্যঙ্ ঋষির অগ্নি প্রজ্বলনের রূপকে দধ্যঙ্ বা দধীচিকে অগ্নিরূপী বলে গ্রহণ করা চলে। আগ্নেয় তেজে বা দধীচির অস্থিতে নির্মিত বজ্রে বৃষ্টিনিরোধক শক্তি বৃত্রাসুর নিহত হয়ে থাকে প্রতিবৎসর বর্ষার সমাগমে। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে মধুবিদ্যা শব্দের অর্থ, "যে বিদ্যা দ্বারা মধু (বৃষ্টিজল) বর্ষণের কাল আগত হইলে জানিতে পারা যায়।"[৩]

দধীচি অশ্বমুখ দিয়েই মধুবিদ্যা প্রদান করেছিলেন অশ্বিদ্বয়কে। প্রথমে অশ্বমুখ থেকেই বজ্র নির্মিত হয়েছিল, পরে দেহাস্থি অশ্বমুখের স্থান গ্রহণ করে।

ইন্দ্র বৃত্রের মাতাকেও হত্যা করেছিলেন। অমঙ্গলরূপী বৃত্রের জননী অশুভ-কারিণী শক্তি। সে পুত্রকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। বৃত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন, অন্ধকারের দৈত্য। সুতরাং তমসারূপিণী অশুভ শক্তিরূপা বৃত্র জননী অশুভকর অন্ধকাররূপী বৃত্রকে আবৃত করে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিল; সূর্যরূপী ইন্দ্র তাকেও বধ করেছিলেন।

ত্রিশিরা—ইন্দ্র ত্বষ্টাপুত্র ত্রিশিরাকেও হত্যা করেছিলেন। ত্বষ্টা সূর্য। ত্রিশিরা সূর্যের পুত্র অগ্নি। শ্রীমদ্ভাগবতে ত্বষ্টা ও তার দানবী ভার্যা রচনার পুত্র ত্রিশিরা। অমঙ্গলসূচক বর্ষণহীন মেঘ বা বৃত্রও সূর্যরূপী ত্বষ্টার পুত্র। ডঃ অবিনাশ চন্দ্র দাসের মতে ত্বষ্টা অগ্নি, এবং বৃত্র ও বিশ্বরূপ অভিন্ন।

"Vṛtra is said to have been a Brahmaṇa being son of Tvaṣṭṛ, the Fire-god, who forged the thunderbolt with which,

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

২ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত, ২য়, পৃঃ ৮২৯ ; ৬।১৬।১ ঋকের টীকা।

৩ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, পৃঃ ১১৮

however, he subsequently killed Tvaṣṭṛ's son, who also is known by the name of Visvarūpa or Omniform."[১]

তিনি আরও লিখেছেন, "Vṛtra represented clouds which over-spread the sky in the rainy-season after the hot days of Summer as Visvarūpa or Omniform."[২]

কিন্তু নানা কারণে অগ্নিকে বিশ্বরূপ ত্রিশিরা বলে প্রতীতি জন্মায়। অগ্নি ত্রিশিখ – ত্রিমূর্ধা — "ত্রিমূর্ধানং সপ্তরশ্মিং গৃণীষে।"[৩] —সপ্তরশ্মিবিশিষ্ট মস্তকত্রয়যুক্ত অগ্নিকে স্তব কর।

অগ্নির সবকিছুই তিন সংখ্যা বিশিষ্ট। তাঁর তিন অন্ন, তিন স্থান, তিন প্রকার শরীর, তিনটি জিহ্বা।

অগ্নে ত্রী তে বাজিনা ত্রী সধস্থা তিস্রস্তে জিহ্বা ঋতজাতপূর্বীঃ।
তিস্র উতে তন্বো দেববাতাস্তাভির্নঃ পাহি গিরো অপ্রযুচ্ছন্।[৪]

—হে অগ্নি! তোমার অন্ন তিন প্রকার, তোমার স্থান তিন প্রকার। হে যজ্ঞ সম্পাদক অগ্নি! তোমার (দেবতাগণের উদর) পূরক তিনটি জিহ্বা আছে। তোমার তিন প্রকার শরীর দেবগণের অভিলষিত; তুমি প্রমাদরহিত সেই তিন শরীর দ্বারা আমাদিগের স্তুতি পালন কর।[৫]

অগ্নির তিন রূপ:

পৃক্ষো বপুঃ পিতুমান্নিত্য আশয়ে দ্বিতীয়মাস্ত শিবাসু মাতৃষু।
তৃতীয়মস্য বৃষভস্য দোহসে দশপ্রমতিং জনয়ন্ত যোষণঃ॥[৬]

—এই অগ্নি অন্নসাধক হবির্লক্ষণযুক্ত শাশ্বত দেহ ধারণ করে পৃথিবীস্থানে বর্তমান, শিবকরী মাতৃস্থানীয় বৃষ্টির মধ্যে (অন্তরিক্ষ লোকে) তাঁর দ্বিতীয় স্থান (বিদ্যুৎরূপে), বর্ষণকারী আদিত্যের রসগ্রহণকারী রশ্মিরূপে তাঁর তৃতীয় স্থান;— এই ত্রিস্থানবর্তী অগ্নি মিশ্রিতভাবে দশদিক ব্যাপ্ত করে থাকেন।

"ত্রীণি জানা পরিভূষন্ত্যস্য।"[৭] — তিন জন্ম অগ্নিকে শোভিত করে।

"অর্কস্ত্রিধাতু রজসো বিমানঃ।" — অগ্নি অর্ক, ত্রিবিধ কিরণে নির্মিত।

অগ্নির তিনটি শৃঙ্গ:

আ ধর্ণসির্বৃহদ্দিবো বরাণো বিশ্বেভির্গন্তোমভির্হবানঃ।
গ্না বসান ওষধীমৃধ্রস্ত্রিধাতুশৃঙ্গো বৃষভো বয়োধাঃ॥[৮]

১ Ṛgvedic culture—page 52 ২ তদেব—page 58 ৩ ঋগ্বেদ—১।১৪৬।১
৪ তদেব—৩।২০।২ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋগ্বেদ—১।১৪১।২
৭ ঋগ্বেদ—১।৯৫।৩ ৮ ঋগ্বেদ—৫।৪৩।১৩

—অগ্নি সকলের ধারণকর্তা, অতিদীপ্তিশালী, অভীষ্টবর্ষী শিখা ও ওষধি-সমূহদ্বারা সমাচ্ছাদিত অপ্রতিহতগতি, তিন প্রকার শৃঙ্গবিশিষ্ট (অর্থাৎ লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ জ্বালা সমূহে পরিব্যাপ্ত), বর্ষণকারী ও অন্নদাতা, আমরা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি, তিনি সমস্ত রক্ষার সহিত আগমন করুন।[১]

অগ্নির তিন প্রকার অবস্থা (অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্য) থেকেই তিন শব্দটি অগ্নি সম্পর্কে বহুলভাবে প্রযুক্ত হতে থাকে। অগ্নির তিনটি শিখা—অগ্নির তিন শীর্ষ বা তিন শৃঙ্গ। যজ্ঞাগ্নিও তিন প্রকার—আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ। অগ্নিহোত্রীর অগ্নিতে তিনবার (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায়) আহুতি প্রদান ত্রিসবন নামে প্রসিদ্ধ। অগ্নির এই ত্রিবিধ অবস্থা সম্পর্কে Sir Charles Eliot লিখেছেন, "This multiple origin becomes more definite in the theory of Agni's three births; he is born on earth from the friction of fire-sticks, in the clouds as lightning, and in the highest heavens as the Sun or celestial light. In virtue of this triple birth he assumes as triune character: his heads, tongues, bodies and dwellings are three."[২]

এই অগ্নিই বিশ্বভুবনে পরিব্যাপ্ত—বিশ্বতোমুখ—বিশ্বরূপ।

"ত্বং হি বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পরিভূরসি।"[৩]

হরিবংশে অগ্নির নাম ত্রিশিখ কারণ তাঁর তিনটি শিখা। তিন মস্তক, তিন জিহ্বা, তিন বাসস্থান শোভিত অগ্নিই যে ত্রিশিরা তাতে সন্দেহের হেতু নেই। এই অগ্নি প্রাণশক্তিতে রূপে রূপে বিরাজমান, তাই তিনি বিশ্বরূপ। এই বিশ্বরূপ ত্রিশিরা ত্বষ্টা বা সূর্যের পুত্র। তিনিই আবার সূর্যরূপী ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। প্রভাতে সূর্য উদয়ের সঙ্গে অগ্নির দীপ্তি হ্রাস পায়; রাত্রিতে অগ্নির আধিপত্য, দিবাভাগে সূর্যের।

মূর্ধা ভুবো ভবতি নক্তমগ্নিস্ততঃ সূর্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্।[৪]

—রাত্রিকালে অগ্নিই তাবৎ সংসারের মস্তকস্বরূপ হয়েন, পরে প্রাতে তিনি সূর্যরূপে উদয় হয়েন।[৫]

সূর্য প্রাতঃকালে অগ্নির দীপ্তি গ্রহণ করেন। এই ঘটনাই ত্রিশিরাবধ উপাখ্যানের মূলে। ঋগ্বেদে অগ্নিকে রাত্রির পুত্র ও সূর্যকে দিবার পুত্র বলা হয়েছে।

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ Hinduism and Buddhism—vol. I, page 51
৩ ঋগ্বেদ—১।৯৭।৬ ৪ ঋগ্বেদ—১০।৮৮।৬ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

দ্বে বিরূপে চরতঃ স্বর্থে
অন্যান্যা বৎসমুপধাপয়েতে।
হরিরন্যস্যাং ভবতি স্বধাবচ্ছুক্রো
অন্যাস্যাং দদৃশে সুর্চাঃ ॥[1]

—শোভন গমনশীল অগ্নি শুক্ল কৃষ্ণরূপ নানারূপে দিবা ও রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করেন। সেই অহোরাত্র নিজ নিজ বৎসকে রস পান করান। নির্মল-দীপ্তি সম্পন্ন অগ্নি স্বীয় জননীর কোলে নির্মল দীপ্তি সম্পন্ন হয়ে প্রকাশ পান।[2]

আচার্য সায়ন ঋকটির ভাষ্য প্রসঙ্গে বলেছেন, "তে অহোরাত্রে অগ্নেঃ সূর্যস্য চ জনন্যৌ। তত্র রাত্রেঃ পুত্রঃ সূর্যঃ। স হি গর্ভবদ্ রাত্রৌ অন্তর্হিত সন্ তস্যা-শ্চরমভাগাদুৎপদ্যতে। অহ্নঃ পুত্রোঽগ্নিঃ স হি তত্র বিদ্যমানোঽপি প্রকাশরাহি-ত্যেনসংকল্পঃ সন্ তদস্মাদহ্নঃ সকাশান্নির্মুক্তঃ প্রকাশান্নির্মুক্তঃ প্রকাশমানং স্বাত্মানং লভতে।"

—সেই রাত্রি ও দিবা অগ্নি ও সূর্যের জননী। রাত্রির পুত্র সূর্য। তিনি রাত্রিকালে গর্ভপ্রবেশের ন্যায় অন্তর্হিত হয়ে রাত্রির শেষভাগে উৎপন্ন হন। দিনের পুত্র অগ্নি। তিনি দিবাভাগে বর্তমান থেকেও প্রকাশক তেজের অভাব-হেতু অদৃশ্যপ্রায় হয়ে দিনের কোল থেকে মুক্ত হয়ে নিজের দীপ্তি ফিরে পান।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলেছেন অগ্নিকে সন্ধ্যায় এবং সূর্যকে প্রাতঃকালে আহুতি প্রদান করবে।—"তস্মা অগ্নয়ে সায়ং সূর্যায় প্রাতঃ।"[3] তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আছে, "তয়োরেতৌ বৎসাবগ্নিশ্চাদিত্যশ্চ রাত্রের্বৎসঃ শ্বেত আদিত্যঃ, অহ্নোঽগ্নি স্তাম্রোঽরুণঃ।"[4]—রাত্রি ও দিনের বৎস অগ্নি ও সূর্য। রাত্রির বৎস শ্বেত আদিত্য, দিবার বৎস তাম্রোরুণ অগ্নি। অর্থাৎ রাত্রিতে আদিত্য বিবর্ণ (অদৃশ্য) এবং দিনে অগ্নি তাম্রবর্ণ (তেজোহীন)।

মহাভারতে ত্রিশিরা বধের যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তাতে ত্রিশিরার অগ্নিস্বরূপত্ব অনুভব করা যায়।

মহাভারতে ত্বষ্টা ইন্দ্রের অনিষ্টকামনায় ত্রিশিরাকে সৃষ্টি করেছিলেন। ত্রিশিরাও ইন্দ্রত্বকামনায় কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র অপ্সরাদের সাহায্যে ত্রিশিরার ধ্যান ভঙ্গ করতে ব্যর্থ হয়ে বজ্রের আঘাতে

১ ঋগ্বেদ—১।৯৫।১ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ তৈত্তিরীয় ব্রাঃ—২।১।১২
৪ তৈঃ আঃ—১।১

নিহত করলেন। কিন্তু ত্রিশিরার তেজঃপ্রভা বিকশিত হতে থাকায় ইন্দ্র এক কাঠুরিয়াকে প্ররোচিত করলেন ত্রিশিরার মস্তক বিচ্ছিন্ন করতে। কাঠুরিয়ার কুঠারাঘাতে ত্রিশিরার মস্তক ছিন্ন হয়েছিল।

এতচ্ছ্রুত্বা তু তক্ষা মহেন্দ্রবচনাত্তদা।
শিরাংস্তথ ত্রিশিরসঃ কুঠারেণাচ্ছিনত্তদা ॥[১]

দেবীভাগবতে ত্রিশিরাকে মহান্ ঋষি এবং শ্রেষ্ঠ তপস্বীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ত্রিশিরা কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

ত্রিশিরা ভোগমুৎসৃজ্য তপশ্চক্রে সুদুষ্করম্।
তপস্বী স মৃদুর্দান্তো ধর্মমেব সমাশ্রিতঃ ॥
পঞ্চাগ্নিসাধনকালে পাদপাগ্রে নিবেশনম্।
জলমধ্যে নিবাসঞ্চ হেমন্তে শিশিরে তথা ॥
নিরাহারো জিতাত্মাসৌ ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
তপশ্চচার মেধাবী দুষ্করং মন্দবুদ্ধিভিঃ ॥[২]

ইন্দ্র ত্রিশিরার তপস্যায় ত্রিশিরার ইন্দ্রত্বলাভের আশঙ্কায় ভীত হয়ে ত্রিশিরাকে হত্যা করেছিলেন। মহাভারতে (উদ্যোগপর্ব) ত্রিশিরা ইন্দ্রত্বলাভের জন্যই কঠোর তপশ্চরণে ব্রতী হয়েছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ইন্দ্রকর্তৃক অপমানিত দেবগুরু বৃহস্পতি আত্মগোপন করায় ব্রহ্মার ইচ্ছানুসারে ইন্দ্র ত্রিশিরাকে দেবতাদের পুরোহিতরূপে বরণ করেছিলেন এবং ত্রিশিরা প্রদত্ত কবচ ধারণ করে অসুরদের পরাভূত করেছিলেন। ভাগবত-পুরাণমতে ত্রিশিরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেইজন্য ব্রহ্মহত্যার পাপ ইন্দ্রকে স্পর্শ করেছিল।

"ব্রহ্মহত্যাদিকৈঃ পাপৈঃ স লিপ্তো বৃত্রহা ততঃ ॥"[৩]

মহাভারতের মতে ত্রিশিরাও বৃত্রবধের ফলে ব্রাহ্মণহত্যার পাপ ইন্দ্রকে অধিকার করে। ইন্দ্র তেজোহীন হয়ে স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করে সলিল মধ্যে পদ্মের মৃণালে আত্মগোপন করেছিলেন।[৪]

১ মহাঃ উদ্যোগপর্ব—৯।৩৮ ২ দেবীভাগবত—৬।২।৩৩-৩৪
৩ পদ্মপুরাণ, ভূমি খণ্ড—২৪।২০ ৪ মহাভারত উদ্যোগপর্ব—৯ম ও ১০ম অঃ

যে ত্রিশিরা অগ্নিরূপী, তাঁর ব্রাহ্মণত্ব সন্দেহাতীত। জেন্দ্ আবেস্তায় অজিদহক (অগ্নি দক্ষ ?) ত্রিশিরা। "তিনি তাঁহার নিকট একটি বর প্রার্থনা করিয়া বলিলেন 'হে ঊর্ধ্বচারী বায়ু! আমাকে এই বর দাও যে আমি তিন মুখ তিন মস্তকযুক্ত অজিদহককে পরাস্ত করিতে পারি।'"[১] —আবেস্তায় বর্ণিত এই অজিদহককে অহি বা বৃত্রের সঙ্গে অভিন্ন মনে করলে ভুল হবে। অজিদহককে 'অগ্নি দক্ষ' রূপে গ্রহণ করলে তবে তিন মস্তকের তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব।

পর্বতের পক্ষচ্ছেদ—ইন্দ্রের আর একটি কীর্তি পর্বতের পক্ষচ্ছেদ। গোত্র বা পর্বত ভেদ করেছিলেন বলেই ইন্দ্রের নাম গোত্রভিৎ। পক্ষধর পর্বতকুল ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে জগতের অশান্তির সৃষ্টি করতো। ইন্দ্র পক্ষধরের পক্ষশাতন করে তাদের স্ব স্ব স্থানে স্থির করেছিলেন,—পুরাণাদিতে এইরূপ কাহিনী পাওয়া যায়। কেবলমাত্র হিমালয়নন্দন মৈনাক কোন প্রকারে নিজপক্ষ রক্ষা করে সাগরতলে আত্মগোপন করে আছেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ইন্দ্রের সঙ্গে পর্বতকুলের যুদ্ধ, পর্বতকুলের পক্ষচ্ছেদন ও মৈনাকের সমুদ্রগর্ভে আত্মগোপনের কাহিনী মনোজ্ঞভাবে বর্ণনা করেছেন গিরিবাণীর জবানীতে :—

হঠাৎ গর্জে উঠ্‌ল বজ্র ঝল্‌সিয়ে ব্যোম্‌পথ
পড়ল মর্তে ছিন্নপাখা মহেন্দ্র পর্বত।
পড়ল বিন্ধ্য যোজন জুড়ে, পড়ল গোবর্ধন,
হারিয়ে গতি পঙ্গু পাহাড় পড়্‌ল অগনন
গ্রহতারার মতন যারা ফিরতো গো স্বাধীন
গরুড়সম অসংকোচে ফিরত নিশিদিন
অচল হতে দেখল তাদের আমার দুনয়ন ;
দেখার বাকী ছিল তবু তাই হল দর্শন—
হর্ষ বিষাদ মাখা ছবি বীরত্ব পুত্রের—
উত্তত বজ্রাগ্নি আগে দীপ্তি সেই মুখের।
ঐরাবতে মাথায় হেনে পাষাণ করবাল
জেনের বেগে ডুব্‌ল জলে আমার সে দুলাল।
বজ্র নাগাল পেলে না তার, মিলিয়ে গেল কোথা,
মূর্ছাশেষে দেখনু কেবল বয় সাগরের সোঁতা॥[২]

---

১ রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম ১।৩২।১ ঋগ্বেদের টীকা
২ গিরিরাণী—কাব্যসঞ্চয়ন

মহাকবি কালিদাস রঘুর কলিঙ্গ বিজয় প্রসঙ্গে ইন্দ্র কর্তৃক পর্বতের পক্ষচ্ছেদের উল্লেখ করেছেন।

পক্ষচ্ছেদোদ্যতং শক্রং শিলাবর্ষীব পর্বতঃ ॥[১]

—পক্ষছেদনে উদ্যত ইন্দ্রকে পর্বতকুল যেভাবে শিলাবর্ষণ করে বাধা দিয়েছিল (সেইভাবে কলিঙ্গরাজ রঘুকে বাধা দিয়েছিলেন)।

রামায়ণেও এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছি। হনুমানকে মৈনাক পর্বত বলেছে :

পূর্বং কৃতযুগে তাত পর্বতাঃ পক্ষিণোঽভবন্।
তেঽপি জগ্মুর্দিশঃ সর্বা গরুড়া ইব বেগিনঃ ॥
ততস্তেষু প্রয়াতেষু দেবসঙ্ঘাঃ সহর্ষিভিঃ।
ভূতানি চ ভয়ং জগ্মুস্তেষাং পতনশংকয়া ॥
ততঃ ক্রুদ্ধঃ সহস্রাক্ষঃ পর্বতানাং শতক্রতুঃ।
পক্ষাংশ্চিচ্ছেদ বজ্রেণ ততঃ শতসহস্রশঃ ॥
স মামুপগতঃ ক্রুদ্ধো বজ্রমুদ্যম্য দেবরাট্।
ততোঽহং সহসা ক্ষিপ্তঃ শ্বসনেন মহাত্মনা ॥
অস্মিন্ লবণতোয়ে চ প্রক্ষিপ্তঃ প্লবগোত্তম।
গুপ্তপক্ষঃ সমগ্রশ্চ তব পিত্রাভিরক্ষিতঃ ॥[২]

—পূর্বকালে সত্যযুগে পর্বতগণ পক্ষযুক্ত ছিল। তারা গরুড়ের মত বেগে সকল দিকে গমন করতে পারতো। তারা উড়তে থাকলে তাদের পতনের আশংকায় সকল দেব ঋষি ও প্রাণিবর্গ ভীত হয়েছিল। তখন ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে পর্বতগণের শতসহস্র পক্ষ বজ্র দ্বারা ছিন্ন করেছিলেন। তিনি বজ্র উদ্যত করে আমার (মৈনাক) প্রতি আগত হলে মহাত্মা বায়ুর কৃপায় আমি বেগে এই লবণসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। সমস্ত পক্ষ সহ আমি তোমার পিতার (পবন) দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়েছি।

পর্বতের পক্ষচ্ছেদের প্রসঙ্গ বেদে বিভিন্ন স্থানেই পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, 'ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা পর্বতকে পর্বে পর্বে ছিন্ন করেছেন'।[৩] পুরাণে আধুনিক অর্থে (পাহাড়-পর্বত—mountain) পর্বত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বেদে বিশেষতঃ ইন্দ্রপ্রসঙ্গে পর্বত শব্দ মেঘ অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। উক্ত ঋকের ভাষ্যে সায়নাচার্য লিখেছেন, "পর্বতং পর্ববন্তং মেঘং বৃত্রাসুরং বা বজ্রেণায়ুধেন পর্বশঃ পর্বাণি

১ রঘুবংশ—৪।৪০ ২ রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড—১।১১৭-১২১ ৩ ঋগ্বেদ—১।৫৭।৬

পর্বাণি চকর্তিথঃ।" সায়নের মতে পর্বত শব্দের অর্থ পর্বযুক্ত মেঘ অথবা বৃত্রাসুর। একটি ঋকে ইন্দ্র বৃত্রকে পর্বে পর্বে বিভক্ত করে বধ করেছিলেন।[1] পর্বসমন্বিত মেঘকে অথবা বৃত্রাসুরকে ইন্দ্র পর্বে পর্বে আঘাত করায় জলবর্ষণের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। এই অর্থেই ইন্দ্র গোত্রভিৎ। গোত্র শব্দের অর্থ পর্বত, অন্য অর্থে বংশ, আর এক অর্থে গোত্র মেঘ। শুক্লযজুর্বেদে ইন্দ্রকে "গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রবাহুং"[2] বলা হয়েছে। আচার্য মহীধর ভাষ্যে গোত্রভিদ শব্দের অর্থ করেছেন, "গোত্রমসুরকুলং ভিনত্তি গোত্রভিৎ তম্, যদ্বা গাঃ অপঃ ত্রায়তে গোত্রো মেঘঃ তস্য ভেত্তারং।"—গোত্রভিৎ অর্থাৎ যিনি গোত্র বা অসুরকুলকে ধ্বংস করেন, অথবা গো বা জল যে রক্ষা করে সেই গোত্র অর্থাৎ মেঘ; মেঘকে যিনি ভেদ করেন তিনিই গোত্রভিৎ। ঋগ্বেদের অপর একটি মন্ত্রে[3] ইন্দ্র কর্তৃক পর্বত-সকলকে স্থির করার কথা বলা হয়েছে। সায়নাচার্য এই ঋকের ভাষ্যে বলেছেন যে পর্বতের পক্ষচ্ছেদ করে ইন্দ্র পর্বতকে দৃঢ় করেছিলেন। কিন্তু পরেই তিনি বলছেন, "মেঘভেদনং কৃত্বা অপো ভূমবাপাতয়দিত্যর্থঃ।"—মেঘ ভেদ করে পৃথিবীতে বারিপাত ঘটিয়েছিলেন, এই অর্থ। উড়ন্ত মেঘকে একত্র স্থির করতে না পারলে বৃষ্টি নামবে কি করে? তাই ইন্দ্র মেঘের পক্ষচ্ছেদ করে মেঘকে দৃঢ় বা স্থির করেছিলেন। ফলে বৃষ্টিপাত সম্ভব হয়েছিল। এই ঘটনাই পুরাণে পর্বতের পক্ষচ্ছেদের কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে। যাস্কের মতে পর্বত বা গিরি মেঘকেই বোঝায়। "পর্ববান্ পর্বতঃ···মেঘোঽপি গিরিঃ।"[4] নিঘণ্টুতে পর্বত অর্থে মেঘ।[5] যাস্ক ৫।৩২।১ ঋকের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "মহান্তমিন্দ্র পর্বতং মেঘং য ব্যাবৃণোর্ব্যসৃজোঽস্য ধারা অবহন্নেনং দান কর্মাণম্।"[6] —তুমি মেঘকে উদ্‌ঘাটিত করেছ, বৃষ্টিধারা পাতিত করেছ এই দানবকে অর্থাৎ জলপ্রদাতা মেঘকে হত্যা করেছ।

ইন্দ্রের বাহন—পুরাণে দেখি ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত হস্তী। সমুদ্র মন্থনে উত্থিত ঐরাবত হস্তী এবং উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব ইন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন।[7] ঐরাবত হস্তী ইন্দ্রের বাহনে পরিণত হয়েছিল। এই ঐরাবত এবং উচ্চৈঃশ্রবা যে সমুদ্রোত্থিত বাষ্পজাত মেঘ তাতে সন্দেহ নেই। সূর্যকিরণে সমুদ্রমন্থন অহরহ ঘটছে। বেদে

১ ঋগ্বেদ—৮।৬।১৩ ২ শুক্ল যজুঃ—১৭।৩৮ ৩ ঋগ্বেদ—২।১৭।৫

৪ নিরুক্ত—১।৯।১৪ ৫ নিঘণ্টু—১।১০ ৬ নিরুক্ত—১০।৯।৪

৭ মহাভারত, আদিপর্ব—১৮ অঃ

সমুদ্র বলতে অন্তরীক্ষও বোঝায়। অন্তরীক্ষ মন্থনে মেঘরূপী ঐরাবতের জন্মগ্রহণ স্বাভাবিক ঘটনা।

ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে অদ্রিব আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে।[১] অদ্রিব বা অদ্রিবান্ শব্দের অর্থ মেঘবান্। সায়ন লিখেছেন, "অদ্রিরিতি মেঘ নাম। হে অদ্রিবো, বাহনরূপ মেঘযুক্ত।"[২] —অদ্রি শব্দে মেঘ বোঝায়। অদ্রিব শব্দের অর্থ বাহনরূপ মেঘযুক্ত। ইন্দ্রের অপর নাম মেঘবাহন—"হাসিবেন মেঘবাহন।"[৩] মেঘ ও ঐরাবত একই বস্তু। কৃষ্ণবর্ণ মেঘপুঞ্জ হস্তীর সাদৃশ্য বহন করে। আরও লক্ষণীয় এই যে ঋগ্বেদে ইন্দ্রকেই বলা হয়েছে মহাহস্তী।

আ তু ন ইন্দ্র ক্ষুমংতং চিত্রং গ্রাভং সংগৃভায়
মহাহস্তী দক্ষিণেন।[৪]

—হে ইন্দ্র! মহাহস্তী! তুমি দক্ষিণহস্তে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য মনোহর প্রশংসাযোগ্য দ্রব্যাদি আমাদের দানের জন্যই গ্রহণ কর।

রমেশচন্দ্র দত্ত ইন্দ্রকে হস্তী বলার তাৎপর্য বিচার করে লিখেছেন, "**But go back to the root meaning of 'Hasti' as one 'having a hand', the elephant is a Hasti because of its hand-like probosis, the priest is a Hasti, because of those human hands of his and God is 'great handed,' because he is almighty, or has power over all things....**"[৫]

দেবতাদের একটি বিশেষগুণ বা প্রধানগুণ অনেকস্থলে বাহনরূপে কল্পিত হয়েছে, এরূপ উদাহরণ দুর্লভ নয়।

ইন্দ্রপত্নী শচী—মহাভারতে, পুরাণে, কাব্যে ইন্দ্রের পত্নীর নাম শচী। শচী পুলোমা দৈত্যের কন্যা পৌলমেয়ী। পুলোমা দৈত্য রাবণের পক্ষে ইন্দ্র ও ইন্দ্র-পুত্র জয়ন্তের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।

এতস্মিন্নন্তরে বীরঃ পুলোমা নাম বীর্যবান্।
দৈত্যেন্দ্র স্তেন সংগৃহ্য শচীপুত্রোঽপবাহিতঃ ॥
সংগৃহ্য তু দৌহিত্রং প্রবিষ্টঃ সাগরং তদা।
আর্যকঃ স হি তস্যাসীৎ পুলোমা যেন সা শচী ॥[৬]

---

১ ঋগ্বেদ—১।৮০।৭ ; ১।৮০।১৪ ২ ঋগ্বেদ—১।৮০।৭ ঋকের ভাষ্য

৩ মেঘনাদবধ কাব্য—১ম সর্গ ৪ ঋগ্বেদ—৮।৮১।১ ৫ Rgveda—page 131

৬ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—৩৩।১৯-২০

বেদে দেবপত্নীগণের উল্লেখ আছে।[১] একটি ঋকে ঋষি অগ্নিকে বলছেন, "অগ্নে পত্নীরিহাবহ দেবানাম্ ...।"[২] —হে অগ্নি, তুমি দেবতাগণের পত্নীদের এখানে নিয়ে এসো।

অপর একটি ঋকে ইন্দ্র-পত্নী ইন্দ্রাণী, বরুণের পত্নী বরুণানী, এবং অগ্নির পত্নী অগ্নায়ীকে সোমপানের নিমিত্ত আহ্বান করা হয়েছে।

ইহেন্দ্রাণীমুপহ্বয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে।
অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে ॥[৩]

—এই যজ্ঞে আমি ইন্দ্রাণীকে আহ্বান করি, বরুণানীকে কল্যানবিধানের নিমিত্ত, অগ্নায়ীকে সোমপানের নিমিত্ত আহ্বান করি।

অপর একটি ঋকে ইন্দ্রাণীকে নারীকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী বলা হয়েছে।

ইন্দ্রাণীমাসু নারিষু সুভগামহমশ্রবং।[৪]

—এই সকল নারীর মধ্যে আমি ইন্দ্রাণীকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া শুনিয়াছি।[৫]

ইন্দ্রাণীর নাম ঋগ্বেদে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নি। শতপথ ব্রাহ্মণে ইন্দ্রের প্রিয়পত্নী ইন্দ্রাণী—"ইন্দ্রাণী হ বা ইন্দ্রস্য প্রিয়া পত্নী।"[৬] ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইন্দ্র পত্নীর নাম প্রাসহা,—"সেনা বা ইন্দ্রস্য প্রিয়া জায়া বাবাতা প্রাসহা নাম।"[৭]

ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে বলা হয়েছে শচীপতি—"ইন্দ্রং কুৎসো বৃত্রহনং শচীপতিং কাটে।"[৮]—

অথর্ববেদেও ইন্দ্র শচীপতি :

শিক্ষেয়মস্মৈ দিৎসেয়ং শচীপতে মনীষিনে ॥[৯]
শৃণাতু গ্রীবাঃ শৃণাতুষ্ণিহা বৃত্রস্যেব শচীপতিঃ।[১০]
স্কন্ধানমুষ্য শাতয়ন্ বৃত্রস্যেব শচীপতিঃ।[১১]

কৃষ্ণযজুর্বেদেও শচীপতি ইন্দ্রের উল্লেখ :

শচীপতির্ঋষভেন ... ...যজ্ঞং দাধার।[১২]

শচী শব্দের অর্থ কি? সায়ন লিখেছেন, "শচীতি কর্মনাম।" শচীপতি

১ ঋগ্বেদ—১।৬৮।৮, ১।২২।৯ ২ ঋগ্বেদ—১।২২।৯ ৩ ঋগ্বেদ—১।২২।১২
৪ ঐ ১০।৮৬।১১ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ শতপথ ব্রাঃ—১৪।২।১।৮
৭ ঐতরেয় ব্রাঃ—১২।১১ ৮ ঋগ্বেদ—১।১০৬।৬ ৯ অথর্ব—২০।৩।২৭।২
১০ অথর্ব—১৬।১৩।১৩৪।১ ১১ অথর্ব—৬।১৩।১৩৫।১ ১২ কৃঃ যজুঃ—৪।৩।৪।৮

শব্দের অর্থ : "সর্বেষাং কর্মনাং পালয়িতারম্।[১] অর্থাৎ শচী শব্দের অর্থ কর্ম। শচীপতি অর্থে সকল কর্মের পালয়িতা।

কর্ম অর্থে শচী শব্দের প্রয়োগ বৈদিক গ্রন্থাবলীতে স্থানে স্থানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ; শুক্ল যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে : "সুরাং ব্যপিবঃ শচীভিঃ সরস্বতী ত্বা। মঘবন্নভিষ্ণবং।"[২] —হে ইন্দ্র! তুমি শচীগণের দ্বারা সুরাপান করেছিলে ; হে মঘবন্, সরস্বতী তোমার সেবা করেছিলেন।

এখানে শচী অর্থে ইন্দ্র-পত্নী হওয়া সম্ভব নয়। আচার্য মহীধর বলেছেন, শচীভিঃ কর্মভিঃ নমুচিবধাদিং কৃত্বেত্যর্থঃ।" —অর্থাৎ নমুচি বধ প্রভৃতি কর্মের দ্বারা

অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে আছে :

'যস্যেদং প্রদিশি যৎ বিরোচতে প্রাণিতি বিচষ্টে শচীভিঃ।'[৩]

—যে বিষ্ণুর প্রদেশে (ইচ্ছায়) এই বিশ্ব প্রকাশ পাচ্ছে, শচীগণের দ্বারা (কর্মের দ্বারা) প্রাণ প্রকাশিত হচ্ছে।

এখানেও শচী শব্দ কর্মবাচক। মহীধর লিখেছেন, -"শচীভিঃ কর্মভিঃ বিচষ্টে।" —কর্মের দ্বারা চেষ্টিত হয়েছিলেন।

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র থেকেও শচী শব্দের তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ত্বা মাঁ অসি ক্রতুমাঁ ইন্দ্র ধীর শিক্ষা।
শচীবঁ স্তব নঃ শচীভিঃ ॥[৪]

—হে শচীব অর্থাৎ সৎকর্মস্বরূপ, আপনার কর্মের দ্বারা আপনি আমাদিগকে সম্বস্ত দান করুন।[৫]

ইন্দ্র এখানে শচীবান্। শচীপতি না বলে শচীবান্ বলা হয়েছে। শচীবান্ ও শচীপতি সমার্থক হলেও শচীবান্ অর্থে শচীর স্বামী বোঝায় না। শচীবান্ শচীদের দ্বারা আমাদের সম্বস্ত (অথবা কর্ম বা যজ্ঞ) প্রদান করবেন বললে শচী শব্দে কর্ম বা কর্মশক্তি না বললে অর্থ হয় না।

শচীশব্দ সুতরাং কর্মকেই ব্যঞ্জিত করছে। অদ্ভুতকর্মা ইন্দ্র বৃত্র, নমুচি, শম্বর, বল প্রভৃতি বহু দানব বধ করেছেন ; সূর্যকে প্রকাশ করেছেন, বৃষ্টিদান করে জীবের জীবন রক্ষা করছেন। অতএব ইন্দ্র মহত্তর কর্মের পতি—শচীপতি।

১ সায়নকৃত ১।১০৬।৬ ঋকের ভাষ্য ২ শুক্ল যজুঃ—১০।৩৪ ৩ অথর্ব—৭।৩।২৭।২
৪ ঋগ্বেদ—১।৬২।১২ ৫ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী

ঋগ্বেদের একটি ঋকে অশ্বিদ্বয় শচীপতিরূপে সম্বোধিত হয়েছেন ; —"নঃ শক্তং শচীপতি শচীভিঃ।"[1] —হে শচীপতিদ্বয়, স্তোত্রপ্রযুক্ত আমাদিগকে (ধন) প্রদান কর।[2]

অনুবাদে রমেশচন্দ্র শচী শব্দের স্তোত্র অর্থ গ্রহণ করেছেন। শচীপতি অশ্বিদ্বয় স্তোত্রের অধিপতি হতে পারেন। কিন্তু শচীদের দ্বারা বা স্তোত্রের দ্বারা ধনদান কিঞ্চিৎ বিসদৃশ বোধ হয়। ঋগ্বেদে অন্যত্র মিত্র ও বরুণকেও শচীপতি বলা হয়েছে। রমেশচন্দ্রের মতে এখানে শচীশব্দে যজ্ঞকে বোঝাচ্ছে। শচীপতি শব্দের অর্থ যজ্ঞের পালন কর্তা। "ঋগ্বেদে শচী অর্থে যজ্ঞ, শচীপতি অর্থে যজ্ঞপতি। ইন্দ্রকেই অনেক স্থানে শচীপতি অর্থাৎ যজ্ঞপতি বলা হইয়াছে। এই ঋকে মিত্র ও বরুণকে শচীপতি বলা হইয়াছে, অন্যান্য স্থানে অন্যান্য দেবকেও এই বিশেষণ দিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পৌরাণিক কালে লোকে শচীপতি শব্দের প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া গেল এবং ইন্দ্রকে শচীপতি বলিয়া ইন্দ্রের স্ত্রীর নাম শচী বিবেচনা করিল। এইরূপে পৌরাণিক গল্প সৃষ্ট হইয়াছে।"[3]

কারো কারো মতে শচী শব্দের বল—শক্তি। দানববধ প্রভৃতি কার্যের দ্বারা ইন্দ্র অত্যাশ্চর্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং ইন্দ্র বলাধিপতি শচীপতি। কৃষ্ণযজুর্বেদ বলেছেন, "হন্তাসুরাণামভবচ্ছচীভিঃ।"[5] —তুমি শচী অর্থাৎ শক্তির দ্বারা অসুরগণের হন্তা হয়েছিলে।

এখানে মহীধরের ভাষ্যে শচী শব্দের অর্থ শক্তি। ঐতরেয় আরণ্যকে আছে, "ইন্দ্র নদীব এদিহি প্রস্থতিরা শচীভিঃ।" —হে ইন্দ্র, তুমি শক্তির দ্বারা নদীর মত এই যজ্ঞভূমিতে আগমন কর।

আচার্য সায়ন এখানে শচী অর্থে কর্মশক্তি গ্রহণ করেছেন—"শচীভিঃ শক্তিভিঃ।"

ডঃ ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "**As regards Sachi there is a great difference of opinion among scholars, most of whom think that Sachipati which in R. V. means lord of strength, gradually came to mean 'husband of Sachi' by popular etymology and gave rise to the idea that Sachi is the wife of Indra.**"[6]

---

১ ঋগ্বেদ—৭।৬৭।৫ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১।৮২।৫

৪ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১।৮২।৫ ঋকের টিকা ৫ কৃষ্ণযজুর্বেদ—৪।৪।৩।২

৬ Vedic Selections, vol. II, C. U.

ইন্দ্রের কর্ম ও কর্মশক্তি একই কথা। সুতরাং ইন্দ্রের কর্ম বা কর্মশক্তি সংক্ষেপে শক্তি শচী। পৌরাণিক দেবপত্নীগণও দেব-শক্তি। এই হিসাবে ইন্দ্রের শক্তি শচী ইন্দ্রপত্নী ইন্দ্রাণীতে পরিণত হওয়া সম্ভব।

ইন্দ্রের স্বরূপ আলোচনায় আমরা দেখেছি, ইন্দ্র সূর্যাগ্নি। সূর্যাগ্নিরূপী ইন্দ্র যজ্ঞের অধিপতি। শচী শব্দকে যজ্ঞ অর্থে গ্রহণ করলেও কোন বিরোধ হয় না। যজ্ঞের শক্তি শচী এরূপ অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে। স্তোত্র যজ্ঞের অঙ্গ। সুতরাং শচী স্তোত্ররূপা।

নিরুক্তকার যাস্ক ইন্দ্রাণী শব্দের অর্থ করেছেন : "ইন্দ্রাণীন্দ্রস্য পত্নী।"[১] অমরেশ্বর ঠাকুর নিরুক্ত ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "ইন্দ্রাণী মাধ্যমিকা দেবতা—ইন্দ্রের বিভূতি ; অথবা ইন্দ্রাণী = ইন্দ্রের ভার্যা (পৌরাণিকগণের মতে)।"[২] নিরুক্তকার গৌ শব্দের অর্থ করেছেন—মাধ্যমিকা বাক্—"বাগেষা মাধ্যমিকা।"[৩] —এই গো মাধ্যমিকা বাক্। ঋগ্বেদে ১।১৬৪।২৮ ঋকে গো বৎসের প্রতি ধাবমান হচ্ছেন। নিরুক্তকার বলেছেন, বৎস এখানে আদিত্যকে বোঝায়।[৪] মাধ্যমিকা বাক্ বিদ্যুৎরূপা। ইন্দ্রাণী শচী যজ্ঞ বা যজ্ঞাগ্নির শক্তি অথবা বিদ্যুৎরূপা মধ্যস্থানবর্তিনী। এই তেজোরূপা শক্তি কখনও ইন্দ্রের জননী অদিতি কখনও ইন্দ্রের পত্নী ইন্দ্রাণী শচী।

ঋগ্বেদের একটি সূক্তের[৫] ঋষি শচী ; দেবতাও শচী। সূক্তটিতে সপত্নীর উপরে নারীর আধিপত্যের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। রমেশচন্দ্রের মতে "সূক্তটি সপত্নীর উপর প্রভুত্ব লাভ করিবার মন্ত্র।" কিন্তু সূক্তের ঋষি এবং দেবতা শচী যে ইন্দ্রপত্নী এমন ইঙ্গিত কোথাও নেই।

পুরাণাদিতে শচী ইন্দ্রপত্নীতে পরিণত হয়েছেন। মহাভারতে-পুরাণে ইন্দ্র স্বর্গাধিপতির উপাধিমাত্র। সুতরাং যে কেউ স্বীয় কর্মবলে স্বর্গাধিপত্য লাভ করবেন শচী তাঁরই অধিকৃতা হবেন। এই জন্যই মহাভারতে নহুষ ইন্দ্রপদলাভ করে শচীকে অধিকার করার জন্য শিবিকারোহণে শচীর আবাসে গমন করেছিলেন। শচীকে কোন ব্যক্তিরূপে গ্রহণ না করে কর্মশক্তিরূপে গ্রহণ করলে পৌরাণিকগণের রূপকাশ্রিত কাহিনীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয়।

---

১ নিরুক্ত—১০।৩৭।৩ ২ তদেব (ক. বি.) পৃঃ ১২৩৭ ৩ তদেব—১১.৪২।৫
৪ তদেব—১১।৪২।২ ৫ ঋগ্বেদ—১০।১৫৯

ইন্দ্র ও শচীকে নিয়ে কত গল্প-কাহিনীই না সৃষ্টি হয়েছে। শচী হলেন দানব-কন্যা। বৃহদ্দেবতায় ইন্দ্রের দানবী কামনার উল্লেখ রয়েছে।

স হি তাং কাময়ামাস দানবীং পাকশাসনঃ।
জ্যেষ্ঠাং স্বসারং পুংসশ্চ তস্যৈব বধকাময়া॥[১]

—সে-ই ইন্দ্র পুং নামক দানবের জ্যেষ্ঠা ভগিনী-দানবীকে তারই বধের আকাঙ্খায় কামনা করেছিলেন।

ইন্দ্রের 'দানবী কামনার' উপাখ্যান কত প্রাচীন কে জানে? এই উপাখ্যান থেকেই সম্ভবতঃ শচী দানবকন্যারূপে কল্পিতা হয়েছেন। মেঘনাদবধ কাব্যে শচী ইন্দ্রের যোগ্য সহধর্মিণী। তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে কৈলাশে গিয়ে পার্বতীকে বাক্‌চাতুর্যদ্বারা মেঘনাদ বধ করতে প্ররোচিত করেছেন।

নাশি মেঘনাদে
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে;
দাসীর কলংক ভঞ্জ, শশাংকধারিণি!
মরি, মা, শরমে আমি, শুনি লোকমুখে,
ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণে![২]

বৃত্রসংহার কাব্যে বৃত্রপত্নী ঐন্দ্রিলার ইচ্ছা পূরণ করতে বৃত্র শচী হরণ করেছিলেন। ঐন্দ্রিলা শচীকে বলপূর্বক দাসীত্বে নিয়োগ করেছিলেন।

ইন্দ্র শতক্রতু—ইন্দ্রের এক নাম শতক্রতু। বেদে ক্রতু শব্দের অর্থ কর্ম। ঋগ্বেদে ২।১২।১ ঋকে বলা হয়েছে যে ইন্দ্র ক্রতু বা কর্মের দ্বারা অন্যান্য দেবগণকে অতিক্রম করেছিলেন দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ। তিনি শত শত মহৎ কর্মের দ্বারা দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। "ইন্দ্র শতদিন বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই হেতু তাঁহার নাম শতক্রতু (ক্রতু=বিক্রম, ঋগ্বেদের কালে ক্রতু শব্দে যজ্ঞ বুঝাইত না।"[৩]

ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে শতক্রতুরূপে উল্লিখিত হতে দেখি:

উধর্বস্তিষ্ঠা ন উতয়েঽস্মিন্ বাজে শতক্রতো।[৪]

—হে শতক্রতু! এই সংগ্রামে আমাদের রক্ষার্থে উৎসুক হও।[৫]

---

১ বৃহদ্দেবতা—৬।৭৬ ২ মেঘনাদবধ কাব্য—২য় সর্গ
৩ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, যোগেশচন্দ্র রায়—পৃঃ ১০৫ ৪ ঋগ্বেদ—১।৩০।৬
৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

যুক্ত তে অস্ত্র দক্ষিণ সব্যঃ শতক্রতো।[১]

—হে শতক্রতু! তোমার (রথের) দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ও বামপার্শ্বস্থ অশ্ব সুযুক্ত হউক।[২]

অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভবঃ।[৩]

—হে শতক্রতু! এই সোমপান করিয়া তুমি বৃত্র প্রভৃতি শত্রুদিগকে হনন করিয়াছিলে।[৪]

অথর্ববেদেও ইন্দ্রকে শতক্রতু বলা হয়েছে :

ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যা তে জনেষু পঞ্চসু
ইন্দ্র তানি তে আ বৃণে ॥[৫]

—হে শতক্রতু, তোমার যে কর্ম বা তেজ পঞ্চজনের (জনবাদ অধিবাসী অথবা পঞ্চশ্রেণীর মনুষ্য) মধ্যে বিরাজমান, আমরা তাদের বরণ করি।

ক্রতু শব্দের অর্থান্তর যজ্ঞ। তাই পরবর্তীকালে কাব্যে পুরাণে শতসংখ্যক যজ্ঞ সম্পন্ন করার ফলেই ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব লাভ করেছেন, এরূপ উপাখ্যান গড়ে উঠেছে। পুরাণে ইন্দ্রত্ব একটি পদ, ইন্দ্র দেবরাজ্যের অধীশ্বর। "সম্রাট বলিতে যেমন বিভিন্ন কালে বিভিন্ন জনের উপাধির বিষয় উপলব্ধ হয়, ইন্দ্র বলিতেও সেইরূপ বিভিন্ন কালের বিভিন্ন জননায়কের পরিচয় পাই।"[৬]

ইন্দ্র শব্দের এই অর্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বেদে ইন্দ্র শব্দে রাজা বোঝায় না। বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, বরুণ প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতারা রাজা খেতাব পেয়েছেন। কিন্তু মহাভারতে-পুরাণে দেখি, শতযজ্ঞের সার্থক অনুষ্ঠানের ফলে ইন্দ্রত্ব অর্জন সম্ভব। পুণ্যকর্মের ফলে নহুষ স্বর্গাধিপতি হয়েছিলেন।[৭] সগর রাজা একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করার প্রয়াসী হওয়ায় ইন্দ্র শততম যজ্ঞটি পণ্ড করেছিলেন অশ্বমেধের অশ্বটি অপহরণ করে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ইন্দ্র শতযজ্ঞ সম্পাদন করেই দেবরাজ হয়েছিলেন :

পুরা শতমখো দর্পাৎ কৃত্বা মখশতং মুদা।
বভূব সর্বদেবানামধ্যক্ষঃ সম্পদা যুতঃ ॥[৮]

১ ঋগ্বেদ—১।৮২।৫ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—১।৪।৮
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ অথর্ববেদ—২০।৩।২০।২
৬ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা. দুর্গাদাস লাহিড়ী—পৃঃ ৫১ ৭ মহাভারত—উদ্যোগপর্ব
৮ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড—৪৭।৬

ইন্দ্র পুরন্দর—ইন্দ্র অসুরদের বহু পুর্ বা দুর্গ ধ্বংস করেছিলেন। এই জন্যই পুরাণে তাঁর এক নাম পুরন্দর। তিনি শম্বরাসুরের নিরানব্বইটি পুর্ ধ্বংস করেছিলেন বলে বেদে উল্লিখিত হয়েছে। ইন্দ্রকর্তৃক শত্রুপুর্ ধ্বংস করার তাৎপর্য সম্পর্কে অধ্যাপক ম্যাক্ডোনেল লিখেছেন, "In the mythical imagery of the thunder-storm, the clouds also very frequently became the fortress (puraḥ) of the aerial demons. They are spoken of as ninety-nine or a hundred in number."[১] পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘকেই অসুরদের দুর্গ-কল্পনা বৈদিক কবিদের অত্যন্ত স্বাভাবিক বোধ হয়। রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতো। ইন্দ্র মেঘরূপী দুর্গ ধ্বংস করতেন।

ইন্দ্র সোমপায়ী—ইন্দ্র সোমপায়ী। সোমরস পেলে ইন্দ্রের আনন্দের সীমা থাকে না। সোমপান করে তাঁর উদর বিশাল হয়ে ওঠে। সোম পানে তাঁর ক্লান্তি নেই। তাঁর শ্মশ্রু দিয়ে সোম ঝরে পড়তে থাকে, তথাপি তিনি সোমপানের নিমিত্ত অন্যত্র ধাবমান হোন। এইরূপ একজন দেবতা—যিনি আবার বেদের প্রধান দেবতা—তাঁর সম্পর্কে এই বর্ণনা পড়ে অশ্রদ্ধা জাগা স্বাভাবিক। সোম শব্দে বোঝায় সোমলতার রস—যা মাদকদ্রব্য বা সুরারূপে বৈদিকযুগে ব্যবহৃত হোত। ইন্দ্রের সোমপান—অপরিমিত মদ্যপান। কিন্তু সূর্যাগ্নিরূপী ইন্দ্র মদ্যপান করে উদর স্ফীত করে মত্ত হতেন বৈদিক কবির নিকট এরূপ কল্পনা স্বাভাবিক বোধ হয় না। এই বিবরণের বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে বোধ হয়। ইন্দ্র সোম-প্রিয়, অতএব ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সোমযাগের অনুষ্ঠান বিধেয়,—এইরূপ অভিপ্রায় ঋষি-কবির ছিল বলে মনে হয়। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে আছে যে বৃত্রবধের জন্য ইন্দ্র সামমন্ত্র থেকে শক্তিলাভ করেছিলেন। এই সামমন্ত্র সোমযাগে প্রযুক্ত হয়।

"ইন্দ্রঃ প্রজাপতিমুপাধাবৎ বৃত্রং হনানীতি তস্মা এতচ্ছন্দোভ্য ইন্দ্রিয়ং বীর্যং নির্মায় প্রাযচ্ছদেতেন শক্নুহীতি তচ্ছক্বরীণাং শক্বরীত্বম্।"[২] — বৃত্রকে বধ করবো এই কথা বলে পুরাকালে ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হলেন। তখন গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ থেকে সারভূত (বীর্য) নির্মাণ করে প্রজাপতি ইন্দ্রকে দিলেন।

১ Vedic mythology—page 6 ২ তাণ্ড্যমহাব্রাঃ—১৩।৪।১

প্রজাপতিপ্রদত্ত এই শক্তিদ্বারা ইন্দ্র বৃত্রাসুরের সীমা (মস্তকের মধ্যভাগ) বিদীর্ণ করেছিলেন। সীমা ভেদ করার জন্যই এই সামমন্ত্রকে শক্বরী বলা হয়।

বৃত্রহত্যার পরে ইন্দ্রের তেজ হ্রাস হলে দেবতাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ থেকে ইন্দ্র স্বীয় তেজ পুনঃ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। "ইন্দ্রো বৃত্রমহন্ স বিষ্ণভ্‌বীর্যেণ ব্যার্চ্ছত্তস্মৈ দেবাঃ প্রায়শ্চিত্তিমৈচ্ছংস্তং ন কিঞ্চনাধিনোত্তং তীব্র সোম এবাহধিনোং।"[১] — পুরাকালে বৃত্রকে হত্যা করে ইন্দ্রের তেজ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল, দেবতারা তার প্রায়শ্চিত্ত (প্রতিকার) ইচ্ছা করে বহু যজ্ঞ করলেন। কিন্তু তাতে কিছু ফল হোল না। তখন তাঁরা তীব্র সোম প্রদান করলেন।

এই কাহিনীর মূলকথা,—সোমযাগ সম্পন্ন করে ইন্দ্রের তেজোবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল। বৃত্রবধ করায় ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কিত পৌরাণিক উপাখ্যানের মূল এখানেই। বৃত্রবধের পর বর্ষার অপগমে সোমযাগের অনুষ্ঠানের দ্বারা সূর্যের তেজোবৃদ্ধি হোত এই বিশ্বাসের ফলেই এরূপ কাহিনীর উদ্ভব। মহাভারতের ত্রিশিরা বৃত্রবধের পরে ইন্দ্র বিষ্ণুর আদেশে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে পাপমুক্ত হয়ে স্বীয় তেজ পুনর্বার লাভ করেছিলেন।[২]

সোমশব্দের অপর একটি অর্থ চন্দ্র। প্রাতঃকালে সূর্যের উদয়ে চন্দ্রের জ্যোতি ম্লান হয়,—ইন্দ্র সোমপান করেন। চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি ও সূর্যকিরণের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয়িষ্ণু চন্দ্রের কলা সূর্য পান করেন এইরূপ বিশ্বাসও ইন্দ্রের সোমপানের মূল হতে পারে।

পণ্ডিত প্রবর দুর্গাদাস লাহিড়ী ইন্দ্রের সোমপান সম্পর্কিত ব্যাপারের একটি গভীরতর তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ইন্দ্রদেব এখানে মেঘাধিপতি বৃষ্টির দেবতা। সুতরাং তাঁহার দেহ (উদর ও মুখ) ঐ অনন্ত আকাশ বলিয়া মনে করিতে পারি। সেক্ষেত্রে "কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ" বলিতে……প্রতীত হয় না-কি যে উহাতে মেঘপুঞ্জদ্বারা সজ্জিত অন্তরীক্ষকেই বুঝাইতেছে ?

"সমুদ্র ইব পিন্বতে"……মহাসমুদ্রে বৃষ্টির বা নদনদীর যত জল আসিয়াই পতিত হউক না কেন, সমুদ্র তাহাতে স্ফীত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ যত মেঘই সজ্জিত হউক, যতই মেঘের আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, তাহাতে তাহার বিশাল উদরের কিছুই আসে যায় না।"[৩]

দুর্গাদাস আরও লিখেছেন, "সংসারের ক্লেদরাশি বিশুদ্ধ বাষ্পাকারে পরিণত

---

১ তদেব—১৮।৫।২ ২ মহাঃ, উদ্যোগপর্ব ৩ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ২৯

-হইয়া আকাশে মেঘে পর্যবসিত হয়। এখানে সোম শব্দে সেই বিশুদ্ধ বাষ্পকে বুঝাইতেছে। ……বাষ্পের দ্বারা মেঘ সঞ্চারের বিষয়ই এখানে রূপকে বিবৃত হইয়াছে। বাষ্প গ্রহণ (পান) তাঁহার মুখসম্বন্ধসূচক; বাষ্প ধারণ তাঁহার উদরের বিশালত্ব জ্ঞাপক…।

"আপো ন কবুদঃ"……আকাশে বা মেঘে সর্বদা জলকণা সঞ্চিত থাকে, সে জলকণা কদাচ একেবারে নিঃশেষিত হয় না।"[১]

কিন্তু বৈদিক সোম সূর্যরশ্মিকেই বোঝায়। দিবাবসানে রশ্মিসংহরণ ইন্দ্র কর্তৃক সোমপানের প্রকৃত তাৎপর্য।[২]

ইন্দ্রের পিতৃহত্যা—ঋগ্বেদে ইন্দ্রের পিতৃহত্যার কথা বলা হয়েছে। ইন্দ্রের পিতা দ্যৌস্। দ্যৌস্ শব্দে আকাশকে বোঝায়। আবার দ্যৌস্ শব্দে দীপ্তিমান সৌরকিরণও বুঝায়। সূর্যাস্তের পরে সৌরতেজের বিনাশ (অদর্শন) অথবা আকাশের দীপ্তিহ্রাস ইন্দ্রের পিতৃহত্যা কাহিনীর মূলে বর্তমান বলে মনে হয়। অগ্নি বা আগ্নেয় তেজ থেকে সূর্যরূপী ইন্দ্রের জন্ম। ত্রিশিরা বধের মতই সূর্যোদয়ে অগ্নির তেজ হরণের বৃত্তান্তও ইন্দ্রের পিতৃহত্যার উৎস হওয়া অসম্ভব নয়।

ইন্দ্র সহস্রাক্ষ ও অহল্যা—ইন্দ্র সহস্রাক্ষ। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের সহস্র চক্ষুর উল্লেখের কথা পূর্বেই কথিত হয়েছে। অথর্ববেদেও ইন্দ্র সহস্রাক্ষ:

উপপ্রাগাৎ সহস্রাক্ষো যুক্ত্বা শপথো রথম্।[৩]

—সহস্রাক্ষ শাপদক্ষ ইন্দ্র রথে অশ্ব যোজনা করে আমাদের নিকট আগমন করুন।

রামায়ণেও ইন্দ্রকে সহস্রচক্ষু বা সহস্রাক্ষ নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু রামায়ণে অহল্যা উপাখ্যানে ইন্দ্রকে অহল্যাগমনের পূর্ব থেকেই সহস্রাক্ষ নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

তস্যান্তরং বিদিত্বা সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ।
মুনিবেষধরো ভূত্বা অহল্যামিদমব্রবীৎ॥[৪]

—গৌতম ঋষি দূরে গমন করেছেন জেনে শচীপতি সহস্রলোচন মুনিবেশ ধারণ করে অহল্যাকে এই কথা বলেছিলেন।

---

১ ত্রদেব—পৃঃ ৩০   ২ পরে সোম প্রসংগ দ্রষ্টব্য   ৩ অথর্ব—৬।৪।৩৭।১
৪ রামায়ণ, আদিকাণ্ড—৪৮।১৭

অহল্যাভিগমনের শাস্তিরূপে রামায়ণে গৌতমের অভিশাপে ইন্দ্রের অণ্ডকোষ খসে পড়েছিল। ঋষি অভিশাপ দিয়েছিলেন, "অকর্তব্যমিদং যস্মাদফলস্তং ভবিষ্যসি।[১] —যেহেতু এই অকরণীয় কার্য তুমি করেছ, সেইজন্য তুমি ফলহীন হবে।

গৌতমের অভিশাপের ফলে—

গৌতমেনেবমোক্তস্য সরোষেণ মহাত্মনা।
পেততু বৃষণৌ ভূমৌ সহস্রাক্ষস্য তৎক্ষণাৎ ॥[২]

—মহাত্মা গৌতম ক্রুদ্ধ হয়ে এইরূপ বললে সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের অণ্ডদ্বয় তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হয়েছিল।

রামায়ণ অনুসারে ইন্দ্রের সহস্রলোচন গৌতমের অভিশাপের ফলে উদ্ভূত নয়। মহাভারতে ইন্দ্রের সহস্রলোচনের হেতু সম্পর্কে একটি ভিন্নতর বৃত্তান্ত কথিত হয়েছে। সুন্দ ও উপসুন্দের মৃত্যুর হেতু রূপে বিশ্বকর্মা তিলোত্তমা সৃষ্টি করলে মহাদেব সেই অত্যাশ্চর্য রূপ দর্শনের নিমিত্ত হলেন চতুর্মুখ আর ইন্দ্র হলেন সহস্রলোচন।

কুর্বত্যা তু তদা তত্র মণ্ডলং তং প্রদক্ষিণম্।
ইন্দ্রঃ স্থাণুশ্চ ভগবান্ ধৈর্যেণ প্রত্যবস্থিতৌ ॥
দ্রষ্টুকামস্য চাত্যর্থং গতয়া পার্শ্বতস্তয়া।
অন্যদঞ্চিতপদ্মাক্ষং দক্ষিণং নিঃসৃতং মুখম্ ॥
পৃষ্ঠতঃ পরিবর্তন্ত্যাঃ পশ্চিমং নিসৃতং মুখম্।
গতয়া চোত্তরং পার্শ্বমুত্তরং নিঃসৃতং মুখম্ ॥
মহেন্দ্রস্যাপি নেত্রাণাং পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতোঽগ্রতঃ।
রক্তান্তানাং বিশালানাং সহস্রং সর্বতোঽভবৎ পুরা ॥
এবং চতুর্মুখঃ স্থাণুর্মহাদেবোঽভবৎ ॥
তথা সহস্রনেত্রশ্চ বভুব বলসূদনঃ ॥[৩]

—তিলোত্তমা অতি সাবধানতাপূর্বক ভগবান্ মহাদেব ও ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিল। প্রদক্ষিণকালে সে মহাদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে গমন করিলে তদীয় অলোক-সামান্য লাবণ্য দর্শনার্থে দক্ষিণ দিকে তাঁহার এক মুখ নির্গত হইল এবং উত্তর দিকে

১ তদেব—৪৮।২৭ ২ তদেব—২৪।২৮ ৩ মহাভারত, আদিপর্ব—২১১।২৪-২৮

গমন করিলে, সে দিকেও আর একটি মুখ নির্গত হইল, ভগবান পুরন্দরেরও সর্বাঙ্গে অতি বিশাল সহস্র লোচন আবির্ভূত হইল। এইরূপে পূর্বকালে ভগবান মহাদেব চতুর্মুখ এবং বলনিসূদন ইন্দ্র সহস্রলোচন হইয়াছিলেন।[১]

মহাভারতে একাধিকবার ইন্দ্র কর্তৃক অহল্যা ধর্ষণের উল্লেখ আছে :

অহল্যা ধর্ষিতা পূর্বমৃষিপত্নী যশস্বিনী।[২]

ইন্দ্রের সহস্রচক্ষুত্বের হেতু যে অহল্যাভিগমন সেইরূপ বিবরণ এখানে নেই। মহাভারতের আর এক স্থানে বলা হয়েছে যে অহল্যাধর্ষণের পাপে গৌতমের শাপে ইন্দ্রের শ্মশ্রু হরিদ্বর্ণ হয়েছিল আর তাঁর মুষ্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে মেষবৃষণ সংযোজিত হয়েছিল কৌশিকমুনির জন্য।

অহল্যাধর্ষণনিমিত্তং হি গৌতমাদ্ধরিশ্মশ্রুত্বামিন্দ্রঃ প্রাপ্তঃ।
কৌশিকনিমিত্তং চেন্দ্রো মুষ্কবিয়োগং মেষবৃষণত্বংচাবাপ।[৩]

মহাভারতে অহল্যা সম্পর্কে আর একটি উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানে ঋষি গৌতম পত্নী অহল্যার ব্যাভিচারে কুপিত হয়ে পুত্র চিরকারীকে আদেশ করেছিলেন অহল্যাকে হত্যা করতে।

ব্যাভিচারে তু কস্মিংশ্চিদ্ব্যাতিক্রম্যাপরান্ সুতান্।
পিত্রোক্তং কুপিতেনাথ জহীমাং জননীমিতি ॥
ইত্যুক্ত্বা স তদা বিপ্রো গৌতমো জপতাং বরঃ।
অবিমৃশ্য মহাভাগো বনমেব জগাম সঃ ॥[৪]

— কোন সময়ে পত্নী অহল্যার ব্যাভিচার দর্শনে কুপিত পিতা অন্যান্য পুত্রদের অতিক্রম করে চিরকারীকে বলেছিলেন, তুমি জননীকে বধ কর। এই বলে তপস্বীশ্রেষ্ঠ মহাভাগ গৌতম কোন চিন্তা না করে বনে চলে গেলেন।

গৌতম নন্দন চিরকারী পিতার আদেশ স্মরণ করে পিতার এবং মাতার শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব পর্যালোচনা করে স্ত্রীজাতির মহত্ত্ব আলোচনা করলেন এবং মাতাকে নির্দোষ বিবেচনা করলেন। তাঁর মতে দেবরাজই হলেন অপরাধী।

ইন্দ্রের অপরাধে মাতৃহত্যা অনুচিত বিবেচনায় চিরকারী পিতার আদেশ পালনে বিলম্ব করলেন। গৌতম তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়েও নিজের নিষ্ঠুর আদেশের

১ অনুবাদ—কালিপ্রসন্ন সিংহ ২ মহাঃ, উদ্যোগপর্ব—১২।৬
৩ মহাঃ, শান্তিপর্ব—৩৪২।২৩ ৪ মহাভারত, শান্তিপর্ব—২৬৫।৭।৮

জন্য অনুতপ্ত হয়ে পুত্রের সন্নিকটে উপনীত হলেন। তিনি ভাবলেন, অহল্যা প্রকৃতপক্ষে নিরপরাধা।

আশ্রমং মম সম্প্রাপ্তস্ত্রিলোকেশঃ পুরন্দরঃ।
অতিথিব্রতমাস্থায় ব্রাহ্মণং রূপমাস্থিতঃ॥
স ময়া সান্ত্বিতো বাগ্‌ভিঃ স্বাগতেনাভিপূজিতঃ।
অর্ঘ্যং পাদ্যং যথান্যায়ং ময়া চ প্রতিপাদিতঃ॥
পরবানস্মি চেত্যুক্তঃ প্রণয়িষ্যতি তেন চ।
অত্র চাকুশলে জাতে স্ত্রিয়া নাস্তি ব্যতিক্রমঃ॥
এবং ন স্ত্রী ন চৈবাহং নাধ্বগস্ত্রিদশেশ্বরঃ।
অপরাধ্যতি ধর্মস্য প্রমাদস্তপরাধ্যতি॥
ঈর্ষাজং ব্যবসনং প্রাহুস্তেন চৈবোর্ধ্ব রেতসঃ।
ঈর্ষয়াত্বমহমাক্ষিপ্তো মগ্নো দুষ্কৃতসাগরে॥
হত্বা সাধ্বীং চ নারীঞ্চ ব্যসনিত্বাচ্চ বাসিতাম্।
ভর্তব্যত্বেন ভার্যাং চ কোহস্মু মাং তারয়িষ্যতি॥[১]

—ত্রিলোকেশ্বর পুরন্দর অতিথিব্রত অবলম্বনপূর্বক ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া আমার আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে বাক্যদ্বারা বিশ্রান্ত করিয়া স্বাগতপ্রশ্নে সমাদরপূর্বক যথান্যায়ে পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করিলাম এবং কহিলাম, অদ্য আপনি আমার আশ্রমে আগমন করায় আমি সনাথ হইলাম। দেবরাজ প্রীত হইবেন বলিয়াই আমি এই সকল কথা কহিয়াছিলাম, এ বিষয় চিন্তা করিলে বোধ হয়, এই অমঙ্গল ঘটিলে অর্থাৎ ইন্দ্রের চপলতা বশতঃ মদীয় পত্নীতে দোষস্পর্শ হইলে অহল্যার তাহাতে কোন অপরাধ হয় নাই। অতএব এ বিষয়ে অহল্যা, আমি ও স্বর্গপথগামী ত্রিদশেশ্বর এই তিনজনের মধ্যে কেহই অপরাধী নহে, ধর্মসম্বন্ধীয় প্রমাদই এ বিষয়ে অপরাধী। ঊর্ধ্বরেতা মুনিগণ কহেন, প্রমাদবশতই ঈর্ষাজনিত বিপদ ঘটে, আমি ঈর্ষাদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া দুষ্কৃতসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি; সতী সিমন্তিনী ভরণীয়া ভার্যা অনভিজ্ঞতাবশতঃ পরপুরুষ সংসর্গ করায় আমি তাহাকে নিহত করিতে অনুমতি করিয়াছি, এক্ষণে কে আমাকে সেই পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবে?[২]

১ মহাঃ, শান্তিপর্ব—১৬৫।৪৭-৫২ ২ বর্ধমান রাজবাটী প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ

এইরূপ দীর্ঘ বিলাপের পর গৌতম পুত্র ও পত্নীকে চরণে প্রণত দেখে পরম আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

গৌতমস্তং ততো দৃষ্ট্বা শিরসা পতিতং ভুবি।
পত্নীং চৈব নিরাকারাং পরমভ্যাগমন্মুদম্ ॥[১]

অনন্তর, গৌতম তাঁহাকে অবনত মস্তকে ভূতলে পতিত দেখিয়া এবং পত্নীকে লজ্জায় পাষাণপ্রায় বিলোকন করিয়া পরম হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন।[২]

এই উপাখ্যানে অহল্যার পাষাণীভবন অথবা ইন্দ্রের প্রতি গৌতমের অভিশাপ অনুল্লেখিত। মহাভারতকার অহল্যাকে নিরাকারা বলেছেন। নীলকণ্ঠ টীকায়, নিরাকারাং শব্দের অর্থ করেছেন—"লজ্জয়া পাষাণীভূতাং।"—অর্থাৎ লজ্জায় পাষাণের মত হয়েছিলেন।

পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ড) ইন্দ্রের দেহে সহস্র ভগচিহ্ন ও দেবী ইন্দ্রাক্ষীর কৃপায় সহস্র ভগক্ষত সহস্র চক্ষুতে রূপান্তরিত হওয়ার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। অহল্যা-ধর্ষণের পরে গৌতমের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে ইন্দ্র জলমধ্যে আত্মগোপন করে ইন্দ্রাক্ষী দেবীর স্তব করেছিলেন। দেবী তুষ্টা হয়ে ইন্দ্রকে বর দিতে উদ্যতা হলে ইন্দ্র প্রার্থনা করলেন যে তাঁর দৈহিক বিরূপতা দেবীর কৃপায় বিদূরিত হোক।

ততো দেবীমুবাচেদং শক্রঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
তৎ প্রসাদাচ্চ মে দেবি বৈরূপ্যং মুনিশাপজম্ ॥
সন্ত্যাজ্য দেবরাজ্যঞ্চ লব্ধাহস্তু পুরা যথা।[৩]

দেবী উত্তরে বলেছিলেন, তোমার মুনিশাপকৃত ভগচিহ্ন ব্রহ্মাদি দেবগণও দূর করতে পারবে না, তবে তোমার যোনি মধ্যে সহস্র চক্ষু হবে এবং তুমি সহস্রাক্ষ নামে পরিচিত হবে।

তমুবাচ ততো দেবী পাপং তন্মুনিশাপজম্ ॥
হন্তুং ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ শক্তা নাহং সুরেশ্বর।
কিন্তু বুদ্ধিং সৃজাম্যন্য যেন লোকৈর্নলক্ষ্যতে॥
যোনি মধ্যগতং দৃষ্টিসহস্রন্তে ভবিষ্যতি।
সহস্রাক্ষ ইতি খ্যাতঃ সুররাজ্যং করিষ্যসি।[৪]

ইন্দ্রের অণ্ড বিচ্যুত হওয়ারও প্রতিকার করেছিলেন ইন্দ্রাক্ষী দেবী। তাঁর বরে ইন্দ্র মেষাণ্ড ও মেষশিশ্ন লাভ করেছিলেন।

১ মহাঃ, শান্তিপর্ব—১৬৫।৬১ ২ তদেব ৪ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৫৪।৪৩-৪৭
৪ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৫৪।৪৭-৪৯

মেষাণ্ডং তব শিশ্নঞ্চ ভবিষ্যতি মদ্বরাৎ।[১]

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ঋষি গৌতম অহল্যাভিগনের অপরাধে ইন্দ্রকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, ইন্দ্রের দেহে সহস্র যোনিচিহ্ন দেখা দেবে; এবং এক বৎসর যোনি গন্ধ থাকবে ; পরে সূর্যের আরাধনা করলে যোনি চক্ষুতে পরিণত হবে।

বেদং বিজ্ঞায় জ্ঞানী ত্বং যোনিলব্ধোঽহসি কর্মনা।
যোনিনাং সহস্রঞ্চ তব গাত্রে ভবত্বিহ ॥
যোনিগন্ধং ত্বমাপ্নুহি পূর্ণবর্ষঞ্চ সন্ততম্।
ততঃ সূর্যং সমারাধ্য যোনিশ্চক্ষুর্ভবিষ্যতি ॥[২]

বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যে ইন্দ্র কর্তৃক অহল্যা ধর্ষণ ও ইন্দ্রের শাস্তির কাহিনী স্থান লাভ করেছে। দ্বিজমাধব তাঁর সারদাচরিত বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লিখেছেন যে ইন্দ্র গুরু পত্নী অহল্যাকে দেখে কামপরশ হয়ে বলপূর্বক সম্ভোগে মত্ত হয়েছিলেন। সেই অবস্থায় গুরু গৌতম ইন্দ্রকে দেখতে পেয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

মদনের রঙ্গে আছে দেব সুরেশ্বর।
হেনকালে গৃহেতে আসিল মুনিবর ॥
গুরুরে দেখিয়া ইন্দ্র পলাইয়া যায়ে
ক্রোধে মুনির অঙ্গে পাবক বাহিরায়ে ॥
তোর বুদ্ধি গৌতম যে ব্রাহ্মণ না হয়ে।
যাহ পুরন্দর তোর ভগ হউক গায়ে ॥

পরে দেবী মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করে ইন্দ্র অভিশাপ থেকে মুক্ত হলেন, তাঁর ভগচিহ্ন পরিণত হ'ল চক্ষুতে।

দেবী বোলে দেবরাজ না কর ক্রন্দন।
অঙ্গের ব্যাধি তোমার খণ্ডিব এখন ॥
ব্রাহ্মণের বাক্য আমি নারি খণ্ডাইবারে।
ভগ ঘুচিয়া চক্ষু হউক শরীরে ॥
সেই ক্ষণে হইল ইন্দ্র সহস্রলোচন ॥[৩]

দ্বিজরামদেবের অভয়ামঙ্গলে ইন্দ্র গুরুপ্রণাম করতে গৌতমের আশ্রমে এসে স্নানের উদ্দেশ্যে বহির্গত গুরু গৌতমের অনুপস্থিতির সুযোগে গুরুপত্নী অহল্যাকে অংকশায়িনী করেছিলেন।

---

১ তদেব—৫৪।৫০ ২ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড—৪৭।৩১-৩২
৩ মঙ্গলচণ্ডীর গীত (ক. বি.)—পৃঃ ২২-২৩

স্নান হেতু তীর্থরাজ গেছে তপোধন ॥
অহল্যা আশ্রমে আছে দেখে একেশ্বরে।
গুরু দারা বৈসে ছিল পর্ণশালা ঘরে ॥
সেইকালে দৈবযোগে ভেদে কামশরে
পারিজাত মালা দিল গুরুদারা শিরে ॥

পরিতৃপ্ত ইন্দ্র ফিরে গেলে গৌতম প্রত্যাগমন করে অহল্যার অবস্থা দেখে অভিশাপ দিলেন।

ইন্দ্রস্পদ পাই এখ মদে মত্তমতি।
গুরু দারা লঙ্ঘিল যে পাপ সুরপতি ॥
ভগহেতু যে ভুলিছ তুমি দেব রাএ।
অবিলম্বে শাপ দিলুম ভগ হউক গায়ে ॥

লজ্জিত ও অনুতপ্ত ইন্দ্র ব্রহ্মার নির্দেশ পেয়ে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করলেন। দেবী করুণার্দ্র হয়ে হস্তস্পর্শে ইন্দ্রের ভগক্ষতকে চক্ষুতে পরিণত করলেন।

ইন্দ্রের করুণে মাতা সদ এ অন্তর।
পদ্মহস্তে পরশিলা বিরোজার শির ॥
গুরুশাপে ভগাঙ্গ হইয়াছিল দেবরাএ।
সহস্রাক্ষ কৈলা তানে জগতের মাএ ॥[১]

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই কাহিনীকেই যুগোচিত পরিবর্তন সাধন করে পাষাণী নাটকে স্থান দিয়েছেন। অহল্যা উপাখ্যান যে রূপক কাহিনী তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। অহল্যার প্রসঙ্গ বেদে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইন্দ্র সহস্রাক্ষ বেদে-পুরাণে সর্বত্র আছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র অহল্যা-উপাখ্যানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন, "অহল্যা অর্থাৎ যে ভূমি হলের দ্বারা কর্ষিত হয় না—কঠিন, অনুর্বর। ইন্দ্র বর্ষণ করিয়া সেই কঠিন ভূমিকে কোমল করেন, জীর্ণ করেন—এইজন্য ইন্দ্র অহল্যা জার। জৄ ধাতু হইতে জার শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বৃষ্টির দ্বারা ইন্দ্র তাহাতে প্রবেশ করেন, এইজন্য তিনি অহল্যা অভিগমন করেন।"[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে আকাশই ইন্দ্র এবং আকাশের সহস্র তারকা ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু। "ইন্দ্ ধাতু বর্ষণে। তদুত্তর র প্রত্যয় করিয়া ইন্দ্র শব্দ হয়। অতএব যিনি

১ অভয়া মঙ্গল (ক. বি.)—পৃঃ ২৩-২৪ ২ প্রচার পত্রিকা, ১ম খণ্ড, ১২৯১, পৃঃ ১৫৫

বৃষ্টি করেন তিনিই ইন্দ্র। আকাশ বৃষ্টি করে, অতএব ইন্দ্র আকাশ।"[১] "ইন্দ্র সহস্রাক্ষ, কিন্তু ইন্দ্র আকাশ। আকাশের সহস্র চক্ষু কে না দেখিতে পায়?... সহস্র তারাযুক্ত আকাশ, সহস্রাক্ষ ইন্দ্র।"[২] বঙ্কিমচন্দ্র প্রমাণস্বরূপ গ্রীকপুরাণের সহস্রাক্ষ আকাশের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় ইন্দ্রের মত গ্রীকদেবতা আর্গস সহস্রলোচন। "Greeks had still present to their thought the meaning of Argos Pannoptes, Io's hundred eyed all seeing guard, who was slain by Hermes and changed into a peacock. fcr Macrobus writes as recognizing in him the star-eyed heaven itself; as the Aryan Indra—the Sky—is the 'thousand eyed'."[৩]

ইন্দ্র দেবতার প্রকৃত স্বরূপ পূর্বেই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। সূর্যের বা অগ্নির যে শক্তি বা মূর্তি বারিবর্ষণের উপযোগী অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করেন, তিনিই ইন্দ্র। শীতে ও গ্রীষ্মে শুষ্ক মৃত্তিকা থাকে, হলকার্যের অযোগ্য—অহল্যা। এই সময়ে সূর্যের হরিদ্বর্ণ রশ্মি ভূভাগ থেকে রস আহরণ করে। বাষ্পীভূত রস আকাশে মেঘরূপে পুঞ্জীভূত হয়। ইন্দ্র বজ্রদ্বারা বারিবর্ষণের প্রতিকূল অবস্থা বৃত্রাদি অসুরকুলকে ধ্বংস করে বৃষ্টিরূপে অহল্যা মৃত্তিকার সঙ্গে মিলিত হন,—অহল্যা ভূমি হল্যা বা কর্ষণোপযোগী হয়ে ওঠে। কিন্তু বর্ষার অপগমে সূর্যাগ্নিরূপী ইন্দ্র সহস্রকিরণে শোভিত হয়ে প্রকাশিত হন,—ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু উন্মীলিত হয়। এই সর্বজনবিদিত প্রাকৃতিক ঘটনাই ইন্দ্র-অহল্যা সংবাদের রূপকে প্রকাশিত হয়েছে।

ঋগ্বেদের দুটি ঋকে সীতার স্তুতি করা হয়েছে। একটি ঋকে বলা হয়েছে, 'ইন্দ্র সীতাং নিগৃহ্লাতু, তাং পূষানুযচ্ছতু।'[৪] —ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুণ, পূষা তাঁকে বর্ধিত করুন। সায়নের মতে সীতা লাঙ্গল-পদ্ধতি অথবা 'সীতাধারকাষ্ঠা'—লাঙ্গলের যে অংশে ফাল-লাগানো থাকে সেই অংশ। আচার্য মহীধরের মতে সীতা শব্দের অর্থ মৃত্তিকায় লাঙ্গলের দ্বারা চিহ্নিত রেখা,[৫] —ইন্দ্রকৃত বারিবর্ষণের ফলে সীতা অর্থাৎ লাঙ্গল-পদ্ধতি বা হলচালনরেখা সুগম হবে এবং সূর্যরূপী পূষা সে হলকার্যকে সার্থক করে তুলবেন, এই বক্তব্য ঋষিকবির। ঋগ্বেদের উক্ত-সূক্তটি চাষ আরম্ভ করার পূর্বে পঠিত হয় বলে গৃহ্যসূত্রে উল্লিখিত আছে।[৬] ইন্দ্র-

১ প্রচার পত্রিকা, ১ম খণ্ড, ১২৯১ ২ তদেব

৩ Primitive calture, vol. I, Tylor, page 230 ৪ ঋগ্বেদ—৪।৫৭।৭

৫ শুক্ল যজুঃ—১২।৭০ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র কৃত ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম, ৪।৫৭ ঋকের টীকা

যৌতা সংযোগই পরবর্তীকালে ইন্দ্র-অহল্যা-সংবাদে রূপান্তরিত হয়েছে বলে মনে করি।

সূর্যই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চক্ষুস্বরূপ। সহস্র সূর্যকিরণই ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু। অথবা যে অগ্নি বর্ষার অপগমে স্বতেজে সহস্র লেলিহান শিখায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন সেই অগ্নির সহস্র শিখাই ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু। বেদে সূর্য এবং অগ্নি উভয়েই সহস্রাক্ষ। সূর্য সহস্র শৃঙ্গও। "সহস্রশৃঙ্গো বৃষভো যঃ সমুদ্রাদুদাচরৎ।"[১] —সহস্রশৃঙ্গ বৃষভ (বর্ষণকারী) সূর্য, যিনি সমুদ্র থেকে উদিত হন।

"ইমং মা হিংসীর্দ্বিপাদং পশুং সহস্রাক্ষো মেধায় চীয়মনঃ।"[২]

—হে সহস্রাক্ষ অগ্নি, যজ্ঞে চীয়মান হয়ে তুমি দ্বিপাদ পশুদের (মনুষ্যগণের) হিংসা কোরো না।

অগ্নে সহস্রাক্ষ শতমূর্ধঞ্ছতং তে প্রাণাঃ সহস্রং ব্যানাঃ
সুব্রহ্মাত্মা সুবর্চস্কঃ সহস্রার্চির্বিভাবসুঃ ॥[৩]

—হে অগ্নি, তুমি সহস্র চক্ষুবিশিষ্ট, শত তোমার মস্তক, শত তোমার প্রাণ, সহস্র ব্যান, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ তেজসমন্বিত, সহস্র কিরণমণ্ডিত বিভাবসু।

গৌতমের অভিশাপে ইন্দ্রের দেহে সহস্র ভগক্ষত হয়েছিল। আধুনিককালে ভগ অর্থে যোনি বোঝায়। ভগ শব্দের প্রাচীন অর্থ ধন বা ঐশ্বর্য। নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন, "ভগো ভজতেঃ।"[৪] —ভজ্ ধাতুর সঙ্গে ঘঞ প্রত্যয় ক'রে ভগ শব্দ নিষ্পন্ন। ভগ শব্দের অর্থ ধন বা সম্পদ। ভগ বা ঐশ্বর্য যাঁর আছে তিনিই ভগবান্। এখানে ঐশ্বর্য বলতে পার্থিব ঐশ্বর্য না বুঝিয়ে ষড়ৈশ্বর্য বা বিভূতি বোঝায়। যাঁর যোনি আছে, এই অর্থে ভগবান হওয়া সম্ভব নয়। গীতায় শ্রীভগবান্ তাঁর ভগ বা বিভূতির বিবরণ দিয়েছেন দশম অধ্যায়ে। সূর্য যে বিশ্বের আত্মারূপে মানবের পরিচিত জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যবান্, তাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং সূর্যাগ্নিরূপী ইন্দ্র সহস্র প্রকার ভগ বা ঐশ্বর্যের অধিকারী,—এত স্বতঃসিদ্ধ। ভগবান্ সূর্য সম্পর্কে গৌতমের অভিশাপ নিছক উপন্যাস।

পুরাণাদিতে ভগ দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। কূর্মপুরাণানুসারে ভগ ভাদ্র-মাসের সূর্য;[৫] স্কন্দপুরাণে ভগ মাঘ মাসের সূর্য।[৬] মৈত্রায়ণী সংহিতা অনুসারে

১ ঋগ্বেদ—৭।১।৩ ২ শুক্ল যজুঃ—১৩।৪৭ ৩ হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব—৬৩।৪
৪ নিরুক্ত—১।৩।১৫ ৫ কূর্মপুঃ, পূর্বভাগ—৪২।২০ ৬ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ড—১০১।৬৫

ভগ শব্দের অর্থ অনুদিত আদিত্য।[১] ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে ভগ আদিত্যরূপেই বর্ণিত হয়েছেন :

প্রাতর্জিতং ভগমুগ্রং হুবেম বয়ং পুত্রমদিতে :... ।[২]

—আমরা প্রাতঃকালে তমোবিজয়ী অদিতির অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যার পুত্র উদ্‌গূর্ণ অর্থাৎ উদয়ার্থ সমুদ্যত বা উদিতপ্রায় ভগকেই আহ্বান করিতেছি।[৩]

নিরুক্তকার বলেছেন যে ভগ অন্ধ।

"অন্ধো ভগ ইত্যাহুরনুৎসৃপ্তো ন দৃশ্যতে।"[৪]—

--ভগ অন্ধ ইহা বলা হইয়া থাকে, সূর্য ভাবপ্রাপ্ত না হইলে দৃষ্টিগোচর হন না।[৫]

রাত্রিকালে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন সুতরাং ভগ অন্ধ। দিবভাগে তিনি চক্ষুষ্মান্‌, — সর্বজগৎ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

"জনং ভগো গচ্ছতীতি বা বিজ্ঞায়তে, জনং গচ্ছত্যাদিত্য উদয়েন।"[৬] —ভগ মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়, ইহাও বিজ্ঞাত হইয়া থাকে, -আদিত্য উদিত হইয়া মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়।[৭]

যাস্কের মতানুযায়ী ভগ উদয়কালীন সূর্য। যে মাসের বা যে সময়েরই সূর্য হোন না কেন, ভগ যে সূর্য বা সূর্যরশ্মি, তাও কোন সন্দেহ নাই। সূর্যাগ্নিরূপী ইন্দ্রের সহস্র কিরণ বা কিরণরূপী বিভূতিই যে সহস্র ভগ তা ত অত্যন্ত প্রাঞ্জল।

আচার্য কুমারিল ভট্ট ইন্দ্রকে সূর্যরূপে গ্রহণ করে অহল্যা উপাখ্যানের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন : "সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বর নিমিত্তেন্দ্র শব্দবাচ্যঃ সবিতৈবাহনি নীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যাশব্দবাচ্যায়াঃ ক্ষয়াত্মক জরণহেতুত্বাজ্জীর্জত্যস্মাদনেন বোধিতেন অহল্যাজার ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রীব্যভিচারাৎ।" —সকল তেজের আধার সবিতা পরম ঐশ্বর্যময়ত্বহেতু ইন্দ্রপদবাচ্য। দিবাভাগকে লয় করে বলেই রাত্রির নাম অহল্যা। সেই রাত্রিকে ক্ষয়াত্মক জরণকার্যের জন্য অর্থাৎ জীর্ণ করার জন্য ইন্দ্রকে অহল্যাজার বলা হয়েছে, পরস্ত্রী ব্যভিচারের জন্য নয়।

অহল্যা কৃষিকর্মের অনুপযোগী ভূমিই হোক আর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিই হোক ইন্দ্রের অহল্যাভিগমন মানববেশী দেবরাজের জৈববৃত্তির ক্রিয়া একথা কোনমতেই

১ মৈত্রাঃ সং—১৬:১২ ২ ঋগ্বেদ—৭।৪১।২ ৩ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর
৪ নিরুক্ত—১।১৪।৪ ৫ অনুবাদ—তদেব ৬ নিরুক্ত—১২।১৪।৬
৭ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

স্বীকার্য নয়। সূর্যরূপী ইন্দ্রের ক্রিয়াবিশেষই এই কাহিনীর উৎস। "ইন্দ্র সূর্যের এবং অহল্যা রাত্রির রূপকমাত্র। সূর্যোদয়ে রাত্রি অদৃশ্য হয়। এই ঘটনা অবলম্বন করে উপাখ্যানটি কল্পিত হয়। মতান্তরে, অহল্যা উষার রূপক। দিনে ইন্দ্ররূপী সূর্যের উষা অসূর্যম্পশ্যা হয়।"[১] 'হল' শব্দের আর একটি অর্থ কদর্যতা বা রূপহীনতা। কুরূপতাহীনা অনিন্দ্যসুন্দরীকে অহল্যা বলা চলে। এই হিসাবে বৈরূপ্যহীনা উষা ও সূর্যের মিলনবৃত্তান্ত অহল্যা কাহিনীর উৎস হতে পারে।

ইন্দ্রের পিতা ও মাতা—একটি ঋকে বলা হয়েছে যে ইন্দ্র তাঁর দেহ থেকে পিতা ও মাতাকে সৃষ্টি করেছিলেন: "যন্মাতরং পিতরং চ সাকমজনয়থাস্তন্বঃ স্বায়াঃ।"[২] —তুমি তোমার দেহ হইতে তোমার পিতামাতাকে একসঙ্গে উৎপন্ন করিয়াছিলে।[৩]

এই ব্যাপারটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Maxmuller লিখেছেন, "Indra is praised for having made heaven and earth; and then when the poet remembers that heaven and earth had been praised else where as the parents of the gods and more specially as parents of Indra, he does not hesitate for a moment but says, 'what poets living before us have reached the end of all thy greatness? For thou hast indeed begotten the father and thy mother together from thy own body."[৪]

ইন্দ্রের দেহ থেকে ইন্দ্রের পিতামাতা জন্মেছেন, এরূপ উক্তি বৈদিক ঋষির পক্ষে অসম্ভব বা অযৌক্তিক নয়। ঋগ্বেদেই দক্ষ ও অদিতির বিবরণ থেকে জানতে পারি যে অদিতি থেকে দক্ষ এবং দক্ষ থেকে অদিতি জন্মেছেন। ইন্দ্র ও ইন্দ্রের পিতা-মাতার স্বরূপ অবগত হলেই ঋষির বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। দ্যুঃ ইন্দ্রের পিতা ও পৃথিবী ইন্দ্রের মাতা। দ্যুঃ অর্থাৎ আকাশ সূর্যরূপী ইন্দ্রের পিতা এবং পৃথিবী অগ্নিরূপী ইন্দ্রের মাতা। দ্যু অর্থে সৌরকরও বোঝায়। দ্যুঃ সূর্যেরই অপর রূপ অথবা সূর্য থেকেই দ্যুলোকের জন্ম—এ ত স্বতঃসিদ্ধ। পুরাণে ইন্দ্রাদি দেবগণের পিতা কশ্যপ ও মাতা অদিতি। কশ্যপ সূর্য বা সূর্যেরই মূর্ত্যন্তর। আর অদিতি অনন্ত তেজোরূপা শক্তি। এই হিসাবেও সূর্যাগ্নিরূপী ইন্দ্রের দেহ থেকে কশ্যপ ও অদিতির জন্ম হলে কোন বিরোধ হয় না।

১ পৌরাণিক অভিধান—সুধীরচন্দ্র সরকার পৃঃ ৩৪ ২ ঋগ্বেদ—১০।৫৪।৩

৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৪ India what can it teaches us (1883) page 161

খাণ্ডবদহনে ইন্দ্র—মহাভারতে আদিপর্বের অন্তর্গত খাণ্ডবদাহন পর্বে দেখি খাণ্ডবারণ্য অগ্নিদগ্ধ হওয়ার কালে ইন্দ্র বারিবর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। ফলে অর্জুন ও ইন্দ্রের যুদ্ধ হয়েছিল। এই কাহিনীতে কোন এক পণ্ডিত বজ্রাস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্রের সংঘর্ষের রূপক বর্তমান বলে মনে করেছেন।

"The Mahabharata described the defeat of Indra in the clearing of the great forest of Khandava Prastha, which actually meant nothing else, but the use of fire-arms against the hurling of thunder by Indra, at the rainy season. The great Vedic god Indra was worshipped for rains assist cultivation."[১]

ইন্দ্রের প্রাধান্যলোপের ইঙ্গিত এই কাহিনীতে বর্তমান।

ইন্দ্র ও সরমা—সরমা ও ইন্দ্রের প্রসঙ্গ ঋগ্বেদেই আছে। ইন্দ্র সরমার সাহায্যে গোধন উদ্ধার করেছিলেন।

ইন্দ্রস্যাঙ্গিরসাং চেষ্টৌ বিদৎ সরমা তনয়ায় ধাসিম্।
বৃহস্পতির্ভিনদদ্রিং বিদদগাঃ সমুস্রিয়াভির্বাবশন্ত নরঃ॥[২]

—ইন্দ্র ও অঙ্গিরা (গাভী) অন্বেষণ করিলে পর সরমা স্বীয় তনয়ের নিমিত্ত (ইন্দ্রের নিকট হইতে) অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন বৃহস্পতি অসুরকে বধ করিলেন ও গাভী উদ্ধার করিলেন। দেবগণও গাভী সকলের সহিত হর্ষসূচক শব্দ করিতে লাগিল।[৩]

ইন্দ্র সরমার সহায়তায় গাভী উদ্ধার করেছিলেন, পরিবর্তে স্বীয় তনয়ের জন্য অন্ন উদ্ধার করেছিলেন। এই সরমা কে? নিরুক্তকারের মতে সরমা দেবগণের কুক্কুরী।

"সরমা দেবশুনীত্যৈতিহাসিক পক্ষেন মাধ্যমিকা বাক্ নৈরুক্তপক্ষেণ সা কস্মাৎ সরণাৎ গমনাৎ।"[৪] —ঐতিহাসিকগণের মতে সরমা দেবকুক্কুরী, নিরুক্তকারগণের মতে সরমা মাধ্যমিকা বাক্, সরণ অর্থাৎ গমনহেতু সরমা॥

সরমার দুটি পুত্র ছিল, তারা সারমেয় নামে প্রসিদ্ধ।

অতিদ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ চতুরক্ষৌ শবলৌ সাধুনা পথা।[৫]

১ Mahabharata as a history and a drama—Pramatha Nath Mallick, page 267

২ ঋগ্বেদ—১।৬২।৩ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৪ নিরুক্ত—১১।২৪

৫ ঋগ্বেদ—১০।১৪।১০, অথর্ববেদ—১৮।২।২।১১

—হে মৃত আত্মা! সরমানন্দন চারিচক্ষুবিশিষ্ট বিচিত্রবর্ণ এই দুই কুকুরের মধ্য দিয়ে দ্রুত চলে যাও।

—এই চারিচক্ষুবিশিষ্ট সারমেয়দ্বয় যমপুরের প্রহরীস্বরূপ[১], এরা দুজনেই যমের দূত।[২]

সরমা সম্পর্কে সায়নাচার্য পূর্বোদ্ধৃত ১।১২।৩ ঋকের ভাষ্যে লিখেছেন, "অত্রে-দমাখ্যানম্। সরমা নাম দেবশুনী পণিভির্গোষ্বপহৃতাসু তদ্ গবেষণায় তাং ইন্দ্রঃ প্রাহৈষীৎ। যথা ব্যাধো বনান্তর্গত মৃগান্বেষণায় শ্বানং বিসৃজতি তদ্বৎ। সা চ সরমৈবমবোচৎ। হে ইন্দ্র, অস্মদীয়ায় শিশবে তদ্ গোসম্বন্ধি ক্ষীরাদ্যন্নং যদি প্রযচ্ছসি তর্হি গমিষ্যামি। স তথেত্যব্রবীৎ। ...ততো গত্বা গবাং স্থানমজ্ঞাসীৎ। জ্ঞাত্বা চাস্মৈ ন্যবেদয়ৎ। তথা নিবেদিতাসু গোষু তমসুরাং হত্বা তা গাঃ ইন্দ্রোঽলভতেতি।"

(অস্থার্থ)—সরমা দেবকুক্কুরী। পণিগণের গাভীগণ অপহৃতা হলে গাভী অনুসন্ধানের নিমিত্ত ব্যাধ যেমন অরণ্যস্থিত মৃগ অন্বেষণে কুকুর ছেড়ে দেয় সেইভাবেই সরমাকে বলেছিলেন। সরমা বললেন, আমার শাবকের জন্য যদি দুগ্ধাদি খাদ্য দাও তাহলে যাব। ইন্দ্র তাই হবে বললেন। সরমার দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়ে ইন্দ্র অসুর বধ করে গাভী উদ্ধার করেছিলেন।"

রমেশচন্দ্র দত্তও এই গল্পটির উল্লেখ করেছেন। "পণি নামক অসুরেরা দেবলোক হইতে গাভী অপহরণ করিয়া অন্ধকারে রাখিয়াছিল। ইন্দ্র মরুৎদিগের সহিত তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন। গাভীর অন্বেষণার্থে সরমা নাম্নী এক দেব-কুক্কুরীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং সরমা অসুরদিগের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া গাভীর অনুসন্ধান পাইয়াছিল।[৩]

বৃহদ্দেবতায় এই ঘটনাটি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে:

অসুরাঃ পণয়ো নাম রসাপারনিবাসিনঃ।
গাস্তেঽপজহ্রুরিন্দ্রস্য ন্যগূহংশ্চ প্রযত্নতঃ॥
বৃহস্পতিস্তথাপশ্যদ্দৃষ্ট্বেন্দ্রায় শশংস চ।
প্রাহিণোত্তত্র দূতীত্বে সরমাং পাকশাসনঃ॥
কিমিত্যত্রাযুজ্ঞাভিস্তাং পপ্রচ্ছু পণয়োঽসুরা।
কুতঃ কস্যাসি কল্যাণি কিং বা কার্যমিহাস্তি তে॥

১ ঋগ্বেদ—১০।১৪।১১ ২ ঋগ্বেদ—১০।১৪।১২ ৩ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১।৬।৪ ঋকের টীকা

অথাব্রবীত্তাং সরমা দূত্যৈন্দ্রী বিচরাম্যহম্ ।
যুষ্মান্ প্রজাশ্চান্বিষ্যন্তী ঐন্দ্রী গাশ্চৈব পৃচ্ছতি ॥
বিদিত্বেন্দ্রস্য দূতীস্তামসুরাঃ পাপচেতসঃ ।
উচুর্মা সরমে গাস্ত্বমিহাস্মাকং স্বসা ভব ॥
স্পৃক্তস্তু চাস্ত্বয়া চর্চা যুষ্মাভিস্ত্বেব সর্বশঃ ।
সা ব্রবীন্নাহমিচ্ছামি সস্বত্বং বা ধনানি বা ॥
পিবেয়ং তু পয়স্তাসাং গবাং যাস্তা নিগূহথ ।
অসুরা স্তাং তথেত্যুক্তা তদাজহ্রুঃ পয়স্ততঃ ॥
সা স্বভাবাচ্চ লৌল্যাচ্চ পীত্বা তৎ পয় আসুরম্ ।
বরং সং বলনং হৃদ্যং বলপুষ্টিকরং ততঃ ॥
শতযোজন বিস্তারামতরত্তাং রসাং পুনঃ ।
যস্যাঃ পারেঽপরে তেষাং পুরমাসীচ্চ দুর্জয়ম্ ॥
পপ্রচ্ছেন্দ্রশ্চ সরমাং কাচিদ্‌গা দৃষ্টবত্যসি ।
সা নেতি প্রত্যুবাচেন্দ্রং প্রভাবাদাসুরস্য হি ॥
তাং জঘান তদা ক্রুদ্ধ উদ্গীরন্তী পয়স্ততঃ ।
জগাম সা ভয়োদ্বিগ্না পুনরেব পনীন্ প্রতি ॥
পয়সস্তস্য পদ্ধত্যা রথেন হরিবাহনঃ ।
গত্বা জঘান চ পনীন্ গাশ্চ তাঃ পুনরাহরৎ ॥[১]

—রসা নদীর অপর পারে বসবাসকারী পণি নামে অসুরগণ ইন্দ্রের গাভী সমূহ অপহরণ করে যত্ন সহকারে লুকিয়ে রেখেছিল। বৃহস্পতি গাভী অপহৃত হ'তে দেখে ইন্দ্রকে জানিয়েছিলেন। ইন্দ্র দূতী সরমাকে সে দেশে প্রেরণ করলেন। পণি নামক অসুরগণ সরমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে কল্যাণি, তুমি কোথা থেকে আসছ? কার কি কার্যই বা তুমি এখানে সাধন করবে? সরমা তাদের বললেন, আমি ইন্দ্রের দূতী। ইন্দ্রের গাভী অন্বেষণে আগতা হয়ে তোমাদের এবং তোমাদের সন্তানদের কাছে জিজ্ঞাসা করছি। পাপচেতা অসুরগণ সরমাকে ইন্দ্রের দূতী জেনে বললে, সরমা তুমি ইন্দ্রের গাভী অন্বেষণ কোরো না, আমাদের ভগিনী হও তুমি; আমরা একত্রে এই সমগ্র ধন ভোগ করবো। সরমা বললেন, আমি ভগিনীত্ব বা ধন চাই না; যে গাভী তোমরা লুকিয়ে রেখেছ, আমি তাদের

১ বৃহদ্দেবতা—৮।২৪-৩৫

দুধ পান করবো। অসুরগণ 'তাই হবে' বলে তাঁর জন্য সুস্বাদু বল ও পুষ্টিকর দুধ এনে দিলে এবং দুর্ভেদ্য দুর্গ যার অপর তীরে সেই শত যোজন বিস্তৃত রসা, ত উত্তীর্ণ করে দিলে সরমাকে। ইন্দ্র সরমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন গাভী দেখেছ? অসুরের প্রভাবে সরমা বললেন—না। তখন ক্রুদ্ধ ইন্দ্র তাঁকে প্রহার করলেন। তখন ভয়ে ব্যাকুল হয়ে দুধ উদ্‌গীর্ণ করতে করতে সরমা পণিদের দেশে গমন করলেন। স্খলিত দুগ্ধ চিহ্নিত পথ দিয়ে গমন করে ইন্দ্র পণিদের হত্যা করে গাভীগণকে উদ্ধার করেছিলেন।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১০৮ সূক্তে সরমা ও পণিদের কথোপকথন বিবৃত হয়েছে। এই সূক্তটিতেও পণিগণ সরমাকে ভগ্নিরূপে আত্মীয়তার বন্ধনে বদ্ধ করতে চেয়েছে এবং গোধনের ভাগ দিয়ে প্রলুব্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছে। কিন্তু সরমা পণিদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে পণিদের গাভী ত্যাগ করে দূরে পলায়ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইন্দ্র সম্বন্ধীয় এই উপাখ্যানটি পরবর্তীকালে আর পল্লবিত হয়ে ব্যাপ্তি লাভ করেনি। এই উপাখ্যানের তাৎপর্য প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মোক্ষমূলর অনুধাবন করতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং মনে হয়, তিনি প্রকৃত তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর মতে সরমা ঊষা, গাভী সূর্যকিরণ, পণিদের গোপন স্থান অন্ধকার; অন্ধকারের মধ্য থেকে আলোকরশ্মি ঊষার সাহায্যে উদ্ধার করাই এই উপাখ্যানের নিহিতার্থ। রমেশচন্দ্রও Maxmuller-এর মত সমর্থন করেছেন। "এ সম্বন্ধে বেদে যে গল্প আছে তাহা প্রাতঃকালে অন্ধকার বিনাশ ও আলোক প্রকাশ সম্বন্ধে উপমাঘটিত গল্প মাত্র।"[১]

Maxmular লিখেছেন, "**The bright cows, the rays of the sun and the rain clouds both go by the same name, have been stolen by the powers of darkness, by the night and her manifold progeny. Gods and men are anxious for their return; but where are they to be found? They are hidden in dark and strong stable, or scattered along the ends of the sky, and the robbers will not restore them. At last in the farthest distance the first signs of the dawn appear. She peers about, and runs with**

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ৭৭, ১।৩২।১৩-১৪ ঋকের টীকা।

lightning quickness, it may be like a hound after a scent across the darkness of the sky."[১]

John Dowson লিখেছেন, "Sarama is said to have persued and recovered the cows, stolen by the Paṇis a myth, which has been supposed to mean that Sarama is the same as Uṣās, the dawn and that the cows represent the rays of the sun, carried away by night."[২]

গো শব্দের অর্থ যে সূর্যরশ্মি, নিরুক্তকার তা স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করেছেন। ইন্দ্র বলের গুহা থেকে গাভী অর্থাৎ সূর্যরশ্মি উদ্ধার করেছিলেন। আবার পণিদের কাছ থেকে সরমার সহায়তায় গাভী বা সূর্যকিরণ উদ্ধার করেছিলেন। নিরুক্তকারগণের মতে যা অপসৃত হয় তাই সরমা। ঊষা দ্রুত অপসৃত হয়। ঊষার দ্রুতগামিত্বের জন্যই কুকুরীর রূপক গৃহীত হয়েছে। নিরুক্তকারের মতে সরমা মাধ্যমিকা বাক্, গো ও মাধ্যমিকা বাক্। মাধ্যমিকা বাক্ রশ্মিরূপা বা বিদ্যুদ্রূপা। দিবারাত্রির সংযোগস্থলে মাধ্যমিকা বাক্ বা রশ্মি উদ্ভাসিতা ঊষাই সরমা।

ইন্দ্র গাভী উদ্ধারে মরুদ্গণের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন।

বীলু চিদারুজত্নুভির্গুহা চিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ।
অবিংদ উস্রিয়া অনু॥[৩]

—হে ইন্দ্র! দৃঢ়স্থানের ভেদকারী এবং বহনশীল মরুৎদিগের সহিত, তুমি গুহায় লুক্কায়িত গাভী সমুদয় অন্বেষণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে।[৪]

শ্রীঅরবিন্দ গো বা গাভী অর্থে আলোক বা সূর্যরশ্মিকেই গ্রহণ করেছেন। অবশ্য তিনি আভ্যন্তরীণ অন্ধকারনাশক আলোককেই গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "It is beyond doubt that 'gau' is used in the Veda in the double sense of cow and light; the cow is the outer symbol, the inner meaning is the light."[৫]

"But we meet also another expression, 'Sapta gāva', the seven cows or the seven lights, and the epithet 'Saptagu' that has seven rays. 'Gu' (gavah) and 'gau' (gavah) bear through out the Vedic hymns this double sense of cows and radiances."[৬]

১ Science and language—vol. II, page 513
২ Classical Dictionary of Mythology—page 282
৩ ঋগ্বেদ—১।৬।৫ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ On the veda—page 127
৬ On the veda—page 141

"Now even the most superficial examination of the Vedic hymns to the dawn makes it perfectly clear that the cows of the Dawn, the cows of the sun are a symbol for light and cannot be anything else."[1]

শ্রীঅরবিন্দ সরমাকেও উষারূপে গ্রহণ করেছেন। "That Sarama is some power of the Light and probably of the dawn is very clear...."[2] তবে তিনি সরমাকে মানবমনের অন্ধকার বিনাশিনী উষা—dawn of Truth in the human mind—বলে গণ্য করেছেন।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে ইন্দ্র সহস্রসংখ্যক মরুৎকে জয় করেছিলেন অথবা মরুদ্গণের কাছ থেকে সহস্রসংখ্যক গাভী জয় করেছিলেন। "ইন্দ্রো মরুতঃ সহস্রমজিনং স্বাং বিশং সোমায় রাজ্ঞে প্রোচ্য···।"[3] সায়ন ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "ইন্দ্রঃ পূর্বং সোমায় রাজ্ঞে প্রোচ্য গো-সহস্রলক্ষণং ফলমাবয়ো সহাহস্ত্বিতি কথয়িত্বা সহস্রং সহস্র-সংখ্যাকান্ মরুতঃ অজিনাৎ হীনানকরোৎ। জিতবানিত্যর্থঃ। যদ্বা মরুতঃ শকাশাৎ গো-সহস্রমজিনাৎ।" —জয়ের ফল সহস্র গাভী আমাদের হবে সোমরাজাকে এই কথা বলে সহস্রসংখ্যক মরুৎকে ইন্দ্র জয় করেছিলেন। অর্থাৎ হীনবীর্য করেছিলেন। অথবা মরুদ্গণের কাছ থেকে সহস্র গাভী জয় করেছিলেন।

নিরুক্তকার বলেছেন, গো শব্দ আদিত্যকে বোঝায়। "আদিত্যোঽপি গৌরুচ্যতে।"[4] সূর্যরশ্মিও গো শব্দের প্রতিপাদ্য। "সুষুম্ণঃ সূর্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব ইত্যপি নিগমো ভবতি। সোঽপি গৌরুচ্যতে।"[5] —সূর্যের সুষুম্ণ নামক রশ্মি সূর্য থেকে নির্গত হয়ে চন্দ্রে গমন করে। এইজন্য এই রশ্মিকে গো বলে।

ইন্দ্র কর্তৃক পণিগণের নিকট থেকে গো উদ্ধার, মরুৎগণের নিকট থেকে গো-জয় অথবা বলের নিকট থেকে গো উদ্ধার সূর্যের রশ্মি আহরণ ভিন্ন কিছুই নয়। প্রাতঃকালে চন্দ্রের নিকট থেকে সূর্যের রশ্মি আহরণ ও সরমা উপাখ্যানের রূপক হওয়া সম্ভব।

Maxmular মনে করেন যে সরমার উপাখ্যান হোমারের মহাকাব্যদ্বয়ের উৎস। "But many a myth, that only originates in the Veda may be seen breaking forth in full bloom in Homer. It then we may be allowed a guess, we would recognize in Helen, the sister of the Dioskuroi, the Indian Sarama ...

১ On the veda—page 142 ২ On the veda—page 241

৩ তাণ্ড্যমঃ ব্রাঃ—২১।১।১ ৪ নিরুক্ত—২।৬.৮ ৫ নিরুক্ত—২।৬।১০

The siege of Troy is but a repetition of the daily siege of the east by the solar powers that every evening are robbed of their brightest treasures in the west...."[১]

লক্ষণীয় এই যে ঋগ্বেদের একস্থানে গো (গাভী) ও ইন্দ্রের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়েছে। "ইমা যা গাবঃ স জনাস ইন্দ্রঃ।"[২]

—হে মনুষ্যগণ, এই যে গাভীসমূহ—এরাই ইন্দ্র।

ইন্দ্র ও গাভী—সূর্য ও সূর্যরশ্মির অভিন্নতা স্বতঃসিদ্ধ।

ইন্দ্রসারথি মাতলি—ইন্দ্রের রথ চালক মাতলি কাব্যে-পুরাণে প্রসিদ্ধ। ইন্দ্রসারথি মাতলির উল্লেখ বৈদিক সংহিতাতেও পাওয়া যায়।

মাতলী কব্যৈর্যমো অঙ্গিরোভির্বৃহস্পতি ঋক্বভির্বাবৃধানঃ॥[৩] (মাতলি) মাতলির প্রভু ইন্দ্র কব্য নামক পিতৃলোকদিগের সাহায্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন, যম অঙ্গিরা দিগের সাহায্যে এবং বৃহস্পতি ঋক নামক ব্যক্তিদের সাহায্যে।[৪]

যন্মাতলী রথক্রীতমমৃতং বেদ ভেষজম্।

তদিন্দ্রো অপ্সু প্রাবেশয়ৎ তদাপো দত্ত ভেষজম্॥[৫]

—মাতলি ক্রয় করে যে অমৃতরূপ ভেষজ লাভ করেছিলেন, রথাধিপতি ইন্দ্র সেই ভেষজ জলে নিক্ষেপ করেছিলেন। হে জল, সেই ঔষধ আমাদের দাও।

সূর্যের রথচালক অরুণ আর ইন্দ্রের রথচালক মাতলি যে একই, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বামনপুরাণে মাতলির জন্মবৃত্তান্ত কথিত হয়েছে। জম্ভাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে ইন্দ্রবাহন ঐরাবত আহত হলে গন্ধর্বগণ ইন্দ্রকে রথ প্রদান করে। কিন্তু রথে সারথি না থাকায় ইন্দ্র রথ থেকে ধরাতলে পতিত হন। ফলে পৃথিবী কম্পিত হয়। কোন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণপত্নীর অনুরোধ তাঁর বালক পুত্রকে বাটীর বহির্দেশে স্থাপিত করেন, কারণ ভূকম্পনের সময় কোন বস্তু বাড়ীর বাইরে রাখলে তা দ্বিগুণ হয়। বালকটিকে বাড়ীর বাহিরে রাখায় বালকটির রূপগুণ-সম্পন্ন অপর একটি বালক প্রাদুর্ভূত হয়।

দদর্শ বালদ্বিতয়ং সমরূপমবস্থিতম্।[৬]

ব্রাহ্মণী বললেন, এই বালক ইন্দ্রের সারথি হবে।

---

১ Science and Language—vol. II (1882), pages 513-16 ২ ঋগ্বেদ—৬।২৮।৫

৩ ঋগ্বেদ—১০।১৪।৩ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ অথর্ব—১১।৩।৮।১৩

৬ বামনপুরাণ—৬৯।১৩৬

সা প্রাহ শ্রূয়তাং ব্রহ্মণ্ বদিষ্যে বচনং হিতম্।
কারণাদস্য যৎ পৃষ্টং হরের্যন্তা ভবেদিয়ম্ ॥[১]

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বালক রথচালনাবিশারদ হয়ে ইন্দ্রের সারথি হলেন।

ইত্যুক্তবতি বাক্যে চ বাল এব হ্যচেতনঃ।
হরের্জগাম সাহায্যং কর্তুং রথবিশারদঃ॥
তং ব্রজন্তং হি গন্ধর্বা বিশ্বাবসুপুরোগমাঃ।
জ্ঞাত্বেন্দ্রস্যৈব সাহায্যং তেজসা সমবর্ধয়ন্ ॥[২]

—এই কথা বলার পর অচেতন বালক রথবিশারদ হয়ে ইন্দ্রকে সাহায্য করতে গমন করলেন। বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্বগণ তাঁকে ইন্দ্রের সাহায্যার্থে গমন করতে দেখে সেই বালককে তেজের দ্বারা বর্ধিত করেছিলেন।

এই বালক ইন্দ্রের কাছে নিজেকে অশ্ব ও রথচালনায় নিপুণ বলে পরিচয় দিলে, এবং তার কথা শুনে ইন্দ্র রথে চড়ে আকাশে উঠে শোভা পেতে লাগলেন এবং বালকটি মাতলী নামে খ্যাত হয়ে আকাশে শোভা পেতে লাগলো।

সোঽব্রবীচ্ছমীকপুত্রং মাং স্মাভবং বিদ্ধি বাসব।
গন্ধবতেজসা যুক্তং বাজিযান বিশারদম্॥
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ শক্রঃ খে বভৌ যোগিনাং বরঃ।
স চাপি বিপ্রতনয়ো মাতলির্নাম বিশ্রুতঃ॥[৩]

এই কাহিনীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অত্যন্ত সহজবোধ্য। ব্রাহ্মণশিশু কি শিশু-সূর্য নয়? ইনি ইন্দ্রেরই দ্বিতীয় মূর্তি হিসাবে সূর্যরূপী ইন্দ্রের পরিচালক, এবং ইন্দ্রের সঙ্গেই আকাশে শোভা পেতে থাকেন, সূর্যসারথি অরুণ এবং বিষ্ণু বাহন গরুড় যেমন সূর্যাগ্নিরই প্রতিরূপ[৪] মাতলিও তেমনি সূর্যাগ্নির অংশভিন্ন কিছু নন।

ইন্দ্রের পুত্র ও পুত্রবধূ—পুরাণে ইন্দ্রের পুত্রের নাম জয়ন্ত। ঋগ্বেদেই ইন্দ্রের পুত্র ও পুত্রবধূর উল্লেখ আছে। দশম মণ্ডলান্তর্গত অষ্টাবিংশতি সূক্তে ইন্দ্রের পুত্রবধূ বলেছেন,—

বিশ্বো হ্যন্যো অরিরাজগাম মমেদহ শ্বশুরো নাজগাম।[৫]

১ তদেব—৬৯।১৪০ ২ তদেব—৬৯।১৪১-১৪২ ৩ তদেব—৬৯।১৪৫-১৪৬
৪ বিষ্ণু প্রসঙ্গ—পরের দ্রষ্টব্য ৫ ঋগ্বেদ—১০।২৮।১

(ইন্দ্রের পুত্র বসুক্রকে তাঁহার পত্নী কহিতেছে, আর সকল প্রভুই এলেন ; কিন্তু কি আশ্চর্য ! আমার শ্বশুর এলেন না।[১]

দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্তের দ্রষ্টাই বসুক্র ঋষি। বসুক্রই ইন্দ্রের পুত্র।

বৃহদ্দেবতাতে ইন্দ্রের পুত্রবধূর উল্লেখ আছে ।

স্নুষেন্দ্রস্যাগতান্ দৃষ্ট্বা শক্রমনাগতম্।
যজ্ঞে পরোক্ষবৎ প্রাহ শ্বশুরো নাগতো মম।
যদ্যাগচ্ছেৎ ভক্ষয়েৎ স ধানাঃ সোমং পিবেদপি।[২]

—ইন্দ্রের স্নুষা (পুত্রবধূ) যজ্ঞে অন্যান্য দেবতাদের সমাগত দেখে পরোক্ষে বলেছিলেন, আমার শ্বশুর এখনও এলেন না। যদি তিনি আসতেন ত এই অন্ন ভোজন করতেন এবং সোম পান করতেন।

পত্নী-পুত্র-পুত্রবধূ সহ ইন্দ্রের মানবিক রূপটি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উল্লেখ থেকে প্রতিভাত হয় বৈদিক যুগেই। ইন্দ্রের বক্র বা তীর্যক রশ্মিই সম্ভবতঃ ইন্দ্রপুত্র সুবক্র নামে উল্লিখিত হয়েছে। সুবক্র ঋষি নিজেকেও ইন্দ্রপুত্ররূপে উল্লেখ করতে পারেন।

ইন্দ্রসম্পর্কিত উপাখ্যান—সূর্যাগ্নিরূপী ইন্দ্র সম্পর্কে কত গল্প-কাহিনীই না সৃষ্টি হয়েছে যুগ যুগ ধরে ! বেদের যুগেই কত কত উপন্যাস রচিত হয়েছে। অনেক গল্প-কথার মধ্যেই হয়ত ছিল আধ্যাত্মিক ও নৈসর্গিক সত্য। কিন্তু কালক্রমে মানুষ ভুলে গেল প্রকৃত তাৎপর্য। গল্পের সঙ্গে নূতনতর গল্প সংযোজিত হতে লাগলো। বহু গল্প-কাহিনীর উৎস ঋগ্বেদ। বৈদিক যুগে যা ছিল রূপক কাহিনী, পরে তা হোল পল্লবিত। বৃহদ্দেবতায় ইন্দ্র সম্পর্কিত অনেক আখ্যান উপাখ্যান লিপিবদ্ধ হয়েছে। বৃহদ্দেবতার একটি উপাখ্যানে অসুরীর গর্ভে দানবরূপে ইন্দ্রের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। বিকুণ্ঠা নাম্নী অসুরী ইন্দ্রতুল্য পুত্রলাভের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিল। সে প্রজাপতির কাছ থেকে বহুবিধ বর লাভ করেছিল। ইন্দ্রও দৈত্য-দানব বধেচ্ছায় তার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যুদ্ধে বহু দানবকে হতাহত করে স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহময়ী পুরী অসংখ্যবার ধ্বংস করেছিলেন। অবশেষে স্বীয় বীরত্বের গর্বে তিনি নিজেই দানবরাজ্য অধিকার করলেন এবং অসুর মায়ায় মুগ্ধ হয়ে দেবতাদেরও বিপর্যস্ত করে তুললেন। দেবগণ অমিত শক্তিশালী ইন্দ্রের দ্বারা আহত হয়ে তাঁর চৈতন্যসম্পাদনের নিমিত্ত তাঁর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন।[৩]

১ অনুবাদ—১০।২৮।১ ২ বৃহদ্দেবতা—৭।৩১।৩২ ৩ বৃহদ্দেবতা—৭।৫০-৫৬

অবশ্য ঋগ্বেদে[1] বৈকুণ্ঠ ইন্দ্রের উল্লেখ থেকেই এই উপাখ্যানের উদ্ভব। ঋগ্বেদে দেবগণ অনেকস্থলে অসুর বিশেষণে বিশেষিত হয়েছে। ক্রমে অসুর শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। ইন্দ্রকর্তৃক দানবগণের পুর্ বা দুর্গ ধ্বংসের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

আর একটি উপাখ্যানে ত্বক্‌দোষিণী স্বামী পরিত্যক্তা আপালাকে ইন্দ্র আপালার মুখস্থিত সোমরস পান করে প্রীত হয়ে ত্বক্ দোষ (শ্বেত কুষ্ঠ) নিবারণ করেছিলেন, আপালার পিতার উষরভূমি উর্বরা করেছিলেন, আপালার পিতার কেশহীন মস্তক কেশসমন্বিত করেছিলেন এবং আপালার লোমহীন অঙ্গ লোমশ করেছিলেন।[2] সায়নও ৮।৯১ সূক্তের ভাষ্যে অনুরূপ কাহিনীর অবতারণা করেছেন। এই কাহিনীর মূল ঋগ্বেদের ৮।৯১ সূক্তের মধ্যেই। এই সূক্তেই আপালার সূর্যসম বর্ণ এবং আপালা ও আপালার পিতার শারীরিক ও সাংসারিক ত্রুটিগুলি ইন্দ্রের কৃপায় বিদূরিত হওয়ার প্রসংগ আছে। লক্ষণীয় এই যে সূর্যই কুষ্ঠরোগহর। ইন্দ্র এই কাহিনীতে ভূমিও উর্বরা করেছেন (অবশ্যই উপযুক্ত বর্ষণের দ্বারা) আবার বৈদ্যরূপে শারীরিক ব্যাধিও দূর করেছেন।

ইন্দ্রের মহিমাচ্যুতি—ঋগ্বেদে ইন্দ্রের যে মহিমা বীর্য ও গৌরব কীর্তিত হয়েছে পরবর্তীকালে ইন্দ্র সেই মহিমা ও বীরত্ব গৌরব থেকে অনেকাংশে বিচ্যুত হয়েছেন। অথর্ববেদে ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের মত শত্রুবিনাশক দেবতায় পরিণত হয়েছেন। কিন্তু মহাভারতে-পুরাণে ইন্দ্র চরিত্রের মহিমা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ইন্দ্র ভীরু ও হীনকর্মারূপে প্রায় সর্বত্রই চিত্রিত হয়েছেন। নিজের সিংহাসন রক্ষার চিন্তাতেই তিনি অহরহ ব্যাকুল। কেউ কঠোর তপস্যায় রত হলেই কিম্বা কেউ অধিক সংখ্যক যজ্ঞ সম্পাদনে নিরত হলেই ইন্দ্র তাঁর ইন্দ্রত্ব হারাবার ভয়ে তপোভঙ্গ অথবা যজ্ঞ বিনাশে সচেষ্ট হতেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি অপ্সরা প্রেরণ করে তপস্বীর তপোভঙ্গ করে আত্মরক্ষার প্রয়াস করতেন। এমন কি ঋষি বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের জন্যও তিনি মেনকাকে প্রেরণ করেছিলেন।

তপ্যমানঃ কিল পুরা বিশ্বামিত্রো মহৎ তপঃ।
সুভৃশং তাপয়ামাস শক্রং সুরগণেশ্বরম্॥
তপসা দীপ্তবীর্যোঽয়ং স্থানান্মাং চ্যাবয়েদিতি।
ভীতঃ পুরন্দরস্তস্মাগ্মেনকামিদমব্রবীৎ॥

১ ঋগ্বেদ—১০।৪৮-৪৯ সূক্ত ২ বৃহদ্দেবতা ৬ অঃ

* * *

স মাং ন চ্যাবয়েৎ স্থানাৎ তৎ বৈ গত্বা প্রলোভয়।
চর তস্য তপোবিঘ্নং কুরুষ্বেহবিঘ্নমুত্তমম্ ॥[১]

—পুরাকালে বিশ্বামিত্র মহৎ তপশ্চারণ করে দেবরাজ ইন্দ্রকে অত্যধিক তাপিত করেছিলেন। তপস্যায় প্রদীপ্ত বীর্য লাভ করে ইনি আমাকে স্থানচ্যুত করবেন এই ভয়ে পুরন্দর মেনকাকে বললেন; "...তিনি যাতে আমাকে স্বস্থান থেকে বিচ্যুত করতে না পারেন, সেইজন্য তুমি তাঁকে প্রলুব্ধ কর, তাঁর তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে আমাকে বিঘ্নমুক্ত কর।

ত্রিশিরাকে তপশ্চ্যুত করবার জন্য ইন্দ্র অপ্সরাদের নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু স্বর্গ বারাঙ্গনাবর্গ ব্যর্থকাম হলে ইন্দ্র নিরপরাধ ত্রিশিরাকে বজ্র দ্বারা আহত করলেন এবং এক কাঠুরিয়াকে প্ররোচিত করে ত্রিশিরাকে কাঠুরিয়ার কুঠারের দ্বারা নিহত করেন।[২]

বৃত্রবধকালেও তিনি ভয়ে জ্ঞানশূন্য হয়েছিলেন, বারে বারে অসুরগণের আক্রমণে ইন্দ্রকে স্বর্গচ্যুত হতে হয়েছে। তিনি দেবতাদের অধীশ্বর হয়ে দেবতাদেরও রক্ষা করতে পারেন নি, নিজেকেও রক্ষা করতে পারেন নি; এমন কি শচীকে পর্যন্ত ফেলে পলায়ন করেছেন। পুরাণ[৩] এবং কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য[৪] অনুসারে তারকাসুর স্বর্গের ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করেছিল। মহিষাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি ইন্দ্রের অধিকার হরণ করেছে।

"জিত্বা তু সকলান্ দেবানিন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ।"[৫]

শুম্ভ-নিশুম্ভও সকল দেবতার অধিকার হরণ করে নিজেরা ইন্দ্র হয়ে বসেছিল।

ততো দেবা বিনির্ধূতা ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ।
হৃতাধিকারাস্ত্রিদশা স্তাভ্যাং সর্বে নিরাকৃতাঃ ॥[৬]

পদ্মপুরাণে মহাতপস্বী অদিতি-নন্দন বসুদত্ত একবার ইন্দ্রত্ব লাভ করেছিলেন।

পুণ্যে তিথৌ তথা ঋষে সুমুহূর্তে মহামতিঃ ॥
ইন্দ্রত্বে স্থাপিতো দেবৈরভিষিক্তঃ সুমঙ্গলৈঃ ॥
প্রাপ্তমৈন্দ্রং পদং তেন প্রসাদাত্তস্য চক্রিণঃ ॥
তপশ্চচার তেজস্বী বসুদত্তঃ সুরেশ্বরঃ ॥[৭]

---

১ মহাভারত, আদিপর্ব—৭১।২০।২১, ২৫ ২ মহাভারত, উদ্যোগপর্ব—৮ম অঃ
৩ কালিকাপুঃ—৪৭ অঃ; পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৪২ অঃ ৪ কুমারসম্ভব, ২য় সর্গ
৫ চণ্ডী—২।৩ ৬ চণ্ডী—৫।৫ ৭ পদ্মপুঃ, ভূমিখণ্ড—৫।১০৫-১০৭

—পুণ্যতিথিতে পুণ্যনক্ষত্রে, শুভমুহূর্তে বসুদত্ত দেবগণ কর্তৃক শুভ মাঙ্গল্য দ্রব্যের দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে ইন্দ্রত্বে স্থাপিত হয়েছিলেন। চক্রী বিষ্ণুর অনুগ্রহে দেবরাজ ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হয়ে তপস্যায় নিরত হয়েছিলেন।

বাল্মীকির রামায়ণে রাবণপুত্র মেঘনাদ ইন্দ্রকে পরাজিত করে লংকায় বেঁধে এনেছিল:

তদৈনং মায়য়া বদ্ধা স্বসৈন্যমভিতোঽনয়ৎ।"[১]

মেঘনাদবধ কাব্যে ইন্দ্র ভবানীর কাছে মেঘনাদের পরাক্রম সম্পর্কে বলেছেন,

বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিৎ নামে।[২]

মহাভারতে ইন্দ্র নিজের পুত্র অর্জুনের নিকট পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

একজন ইউরোপীয় পৌরাণিক ইন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন, "Indra, in the puraṇas, is not the name of a diety, but a title for the king of gods. The life of one Indra is said to be a hundred divine years, after which period a god or even a meritorious mortal is raised to the throne. The surest way for anyone to become Indra is to perform one hundred sacrifices on the completion of which the reigning Indra has to abdicate."[৩]

মহাভারতে ত্রিশিরা ও বৃত্রবধজনিত পাপে হততেজা ইন্দ্র জলমধ্যে আত্মগোপন করলে দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণ ধার্মিক তেজস্বী ও যশস্বী নহুষকে ইন্দ্রপদে স্থাপন করেছিলেন। নহুষ ইন্দ্রপত্নী শচীকে লাভ করবার আত্যন্তিক বাসনায় অগস্ত্য মুনির অভিশাপে সর্পযোনিতে পরিণত হয়েছিলেন। মনে হয় ঋগ্বেদের বৃত্র বা অহির রূপান্তর নহুষ।

প্রেমময়ী পত্নী শচী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইন্দ্র রাজসভায় স্বর্গবারাঙ্গনা পরিবেষ্টিত থাকেন। মর্তের সুন্দরী মানবীর প্রতিও তাঁর লোলুপতা। গৌতম ঋষির ছদ্মবেশে তিনি অনায়াসে মুনিপত্নী অহল্যার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। কুন্তীর আহ্বানে তিনি কুন্তীর গর্ভে অর্জুনের জন্মদান করেছিলেন! এ বিষয়ে অবশ্য তিনি সূর্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে থাকবেন।

---

১ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—৩৪।২৭ ২ মেঘনাদবধ—২য় সর্গ
৩ Epics, Myths and Lengends of India—P. Thomas, page 7

পদ্মপুরাণে (ক্রিয়াযোগসার) ইন্দ্র ও পদ্মগন্ধার উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানে দেবরাজ নবযৌবনা সুন্দরী পদ্মগন্ধার সঙ্গে কামপীড়িত হয়ে সুখে বসবাস করেছিলেন।

একদা ভগবান্ শক্রো নানালংকারভূষিতঃ।
ক্রীড়াগৃহং যযৌ কামী যুবত্যা পদ্মগন্ধয়া॥
পদ্মগন্ধা রসজ্ঞা সা সম্প্রাপ্ত নবযৌবনা।
নানারসপ্রদানেন চকার স্ববশং পতিম্॥
সপত্ন্যাঃ স্বর্ণপর্যঙ্কে ততঃ শিশুমৃগীদৃশঃ।
তস্যাঃ পদতলে জিষ্ণুরুবাস স্মরপীড়িতঃ॥[১]

শচী ইন্দ্র ও পদ্মগন্ধাকে একত্র অবস্থিত দেখে উভয়কেই তিরস্কার করেছিলেন।

ইন্দ্রজাল—অথর্ববেদে ইন্দ্রের জালের উল্লেখ আছে। অন্তরীক্ষ বা আকাশকে ইন্দ্রের জাল বলা হয়েছে। পৃথিবীর দিক্‌সমূহ জালের দণ্ডরূপে জাল ধারণ করে।

অন্তরিক্ষং জালমাসীজ্জালদণ্ডা দিশো মহীঃ।[২]

সূর্যরূপী ইন্দ্রের কৌশলে আকাশের কত পরিবর্তন—কত রঙের খেলা! তাই পরবর্তীকালে যাদুবিদ্যাকে (magic) ইন্দ্রজাল নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ইন্দ্রপূজা—ইন্দ্রের চারিত্রিক অবনতিই ইন্দ্রকে জনগণের ভক্তিশ্রদ্ধা থেকে দূরে নিক্ষেপ করেছে। স্মৃতিশাস্ত্রশাসিত হিন্দুসমাজে ইন্দ্র দিক্‌পালগণের অন্যতম হিসাবে পূজা পেয়ে থাকেন যে কোন নৈমিত্তিক ধর্মকর্মানুষ্ঠানে। কিন্তু অসংখ্য বীরকর্মের নায়ক ইন্দ্র প্রায় ইতিহাসের পাতায় নিবদ্ধ হয়েছেন। একালে মূর্তি গড়ে ইন্দ্রের পূজা অপ্রচলিত হয়ে গেছে। কিন্তু ইন্দ্রের মূর্তি গড়ে পূজার রীতি এককালে প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয়। শুঙ্গবংশীয় মিত্ররাজাদের (Smith-এর মতে খৃঃ পূঃ ১০০ থেকে ১০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) অন্যতম ইন্দ্রমিত্রের মুদ্রায় একটি বেদীর উপরে সমাসীন ইন্দ্রের মূর্তি। কোন কোন মুদ্রায় মন্দিরের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট ইন্দ্রের মূর্তি অংকিত আছে।[৩] সুতরাং খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে ইন্দ্রের মূর্তি পূজা প্রচলিত ছিল—এ বিষয়ে সংশয়ের কারণ নেই। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে ইন্দ্রের ধ্যানমূর্তি বর্ণিত হয়েছে :

---

১ ক্রিয়াযোগসার—৭।২৯-৩১ ২ অথর্ব—৮।৫

৩ Ancient Indian Numismatics—S. K. Chakravarti, page 207

পীতবর্ণং সহস্রাক্ষং বজ্রপদ্মকরং বিভুম্।
সর্বালংকার সংযুক্তং নৌমীন্দ্রং দিকপতীশ্বরম্॥[১]

কালিকাপুরাণে ইন্দ্রের মূর্তি গড়ে পূজা এবং ইন্দ্রধ্বজ পূজার নির্দেশ আছে :

শক্রস্য প্রতিমাং কুর্যাৎ কাঞ্চনীং দারবীঞ্চ বা।
অন্যৈস্তৈজসসম্ভূতাং সর্বাভাবে তু মৃন্ময়ীম্॥
তাং মণ্ডলস্য মধ্যে তু পূজয়িত্বা বিশেষতঃ।
ততঃ শুভে মুহূর্তে তু কেতুমুত্থাপয়েন্নৃপঃ॥
বজ্রহস্তা সুরারিঘ্ন বহুনেত্র পুরন্দর।
ক্ষেমার্থং সর্বলোকানাং পূজেয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥[২]

—স্বর্ণ, কাষ্ঠ অথবা অন্য ধাতু দিয়ে সর্বাভাবে মৃত্তিকা দিয়ে ইন্দ্রের মূর্তি গড়ে মণ্ডলের মধ্যে স্থাপিত করে শুভক্ষণে ইন্দ্রধ্বজ উত্থাপন করে 'হে বজ্রহস্ত, অসুরহন্তা বহুনেত্র পুরন্দর সর্বলোকের মঙ্গলের জন্য এই পূজা গ্রহণ কর।'—এই মন্ত্রে পূজা করবে।

কালিকাপুরাণে ইন্দ্র-প্রতিমার একটি বর্ণনাও আছে :

সহস্রনেত্রো গৌরাঙ্গো দ্বিভুজো বামহস্তগম্।
বজ্রং গদাং কুশং ধত্তে দক্ষিণেনাপি পাণিনা
ঐরাবতগজস্থস্তু বাণতূণীর বন্ধনঃ।
ধনুশ্চ কক্ষে গৃহ্লাতি সেবমানো মহেশ্বরীম্॥[৩]

এই বর্ণনায় ইন্দ্র গৌরবর্ণ, দ্বিভুজ, বামহস্তে বজ্র, দক্ষিণ হস্তে গদা ও কুশ, ঐরাবতে আরূঢ়, পৃষ্ঠে বাণতূণ বদ্ধ, কক্ষে ধনু।

বৌদ্ধতন্ত্রে পূর্বদিকের অধিপতি ইন্দ্র পূজিত হয়েছেন। "ইহার এক মুখ, দুই হাত এবং বাহন ঐরাবত হস্তী। একটি হাতে বজ্র ও আর একটি হাতে স্তন স্পর্শ করেন। ইহার পীতবর্ণ রত্নসম্ভবের দ্যোতক।"[৪]

তথাপি পুরাণে ইন্দ্র যে স্থানভ্রষ্ট হয়েছেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এবং মহাশক্তির কাছে ইন্দ্র একজন সামান্য রাজা মাত্র। ইন্দ্রপূজার

১ ৺পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী সং)—পৃঃ ৬১৬

২ কালিকাপুঃ—৮৭।২৩-২৫ ৩ কালিকাপুঃ—৭৯।৪৮-৪৯

৪ বৌদ্ধদেবদেবী—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য—পৃঃ ১১৩

প্রতীক হিসাবে ইন্দ্রধ্বজ পূজার প্রচলনও বহু প্রাচীন। কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে যে, সূর্য সিংহরাশিতে অবস্থানকালে ভাদ্রমাসে শ্রবণা নক্ষত্র সমন্বিত দ্বাদশীতে ইন্দ্রধ্বজ পূজা বিধেয়, অষ্টমী তিথিতে বেদীতে ধ্বজ স্থাপন করতে হয়।

ততো নীত্বা পুরদ্বারং কেতুন্নির্মায় তত্র বৈ।
শুক্লাষ্টম্যাং ভাদ্রপদে কেতুং বেদীং প্রবেশয়েৎ ॥[১]

মহাভারত থেকে ইন্দ্রধ্বজ পূজার কথা জানা যায়। ইন্দ্র উপরিচর বসুকে ধ্বজ প্রদান করেছিলেন।

যষ্টিঞ্চ বৈণবীং তস্মৈ দদৌ বৃত্রনিসূদনঃ।
ইষ্ট প্রদানমুদ্দিশ্য শিষ্টানাং প্রতিপালিনীম্ ॥
তস্যাঃ শক্রস্য পূজার্থং ভূমৌ ভূমিপতিস্তদা।
প্রবেশং ক্রিয়তে রাজন্ যথা তেন প্রবর্তিতঃ ॥[২]

—উপরিচর বসুকে বৃত্রহন্তা ইন্দ্র কল্যাণ প্রদানের উদ্দেশ্যে শিষ্টজনের পালনকারী বেণুময়ী যষ্টিদান করেছিলেন। সেই রাজা সেই যষ্টির পূজার জন্য যেভাবে যষ্টিকে গৃহে স্থাপন করেছিলেন, হে রাজন্, সেইভাবে ধ্বজ প্রবেশ করাতে হবে।

বরাহমিহির প্রণীত বৃহৎসংহিতায় কথিত হয়েছে যে ইন্দ্র তাঁর ধ্বজ উপরিচর বসু নামক চেদিরাজকে দান করেছিলেন। সেই রাজা ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ধ্বজ নগরে প্রবেশ করিয়েছিলেন।

ভাদ্রপদশুক্লপক্ষস্যাষ্টম্যাং নাগরৈর্বৃতো রাজা।
দৈবজ্ঞ সচিব কঞ্চুকি বিপ্রমুখ্যৈঃ সুবেশধরৈঃ ॥
অহতাম্বরসংবীতাং যষ্টিং পৌরন্দরীং পুরং পৌরৈঃ।
স্রগ্‌গন্ধধূপযুক্তাং প্রবেশয়চ্ছঙ্খতূর্যরবৈঃ ॥[৩]

—ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে নগরবাসিগণ, দৈবজ্ঞ, মন্ত্রী, কঞ্চুকী, সুবেশধারী প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হয়ে অবিচ্ছিন্ন বস্ত্রসমন্বিত ইন্দ্রের যষ্টি মাল্য-চন্দন-ধূপ সহ শঙ্খতূর্য প্রভৃতি বাদ্যরবের সঙ্গে পুরবাসিগণের সম্মুখেই নগরে প্রবেশ করিয়েছিলেন।

ইন্দ্রধ্বজের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি উপাখ্যান বৃহৎসংহিতায় বিবৃত হয়েছে। দেবগণ অসুর-পীড়িত হয়ে ব্রহ্মার নিকট অসুর ধ্বংসের উপায় জানতে চাইলে,

১ কালিকাপুঃ—৮৭।১৬ ২ মহাঃ, আদিপর্ব—৬৩।১৭-১৮ ৩ বৃহৎসংহিতা—৪৩।২৩-২৪

ব্রহ্মা বললেন, বিষ্ণু তোমাদের যে কেতু দান করবেন, সেই কেতু দর্শন করে দৈত্যগণ সমরে স্থির থাকতে পারবে না। দেবগণ ব্রহ্মার বর লাভ করে ক্ষীরোদ-সাগরের তীরে বিষ্ণুকে স্তব করে সকল ব্যাপার বিজ্ঞাপিত করলেন। সেই শরৎ-কালীন সূর্যের ন্যায় দীপ্যমান ধ্বজ দেখে ইন্দ্র আনন্দিত হলেন এবং এই ধ্বজের সাহায্যে তিনি শত্রুধ্বংস করলেন।

তৈঃ সংস্তুতঃ দেবস্ততোথ নারায়ণো দদৌ চৈষাম্।
ধ্বজমসুরপুরবধূমুখকমলবনতুষারতীক্ষ্ণাংশুম্॥
তং বিষ্ণুতেজোভবমষ্টচক্রে রথে স্থিতং ভাস্বতি রত্নচিত্রে।
দেদীপ্যমানং শরদীব সূর্যং ধ্বজং সমাসত্ত মুমোদ শক্রঃ॥[১]

—দেবতাদের দ্বারা স্তুত হয়ে দেব নারায়ণ দেবতাদের দান করলেন অসুর-কুলের পুরবধূদের মুখকমলের তুষারস্বরূপ তীক্ষ্ণকিরণময় ধ্বজ। রত্নশোভিত উজ্জ্বল অষ্টচক্ররথে স্থাপিত বিষ্ণুতেজনির্মিত শরৎকালীন সূর্যের মত দীপ্তিশালী ধ্বজ প্রাপ্ত হয়ে ইন্দ্র আনন্দিত হলেন।

বিষ্ণুতেজ নির্মিত শরৎকালীন সূর্যের ন্যায় দীপ্ত তীক্ষ্ণ কিরণময় ধ্বজযষ্টি বর্ষা-পগমে শারদ সূর্যের অথবা সূর্যরশ্মির প্রতিরূপ। ঋগ্বেদে বিষ্ণু সূর্যের এক নাম। পুরাণেও বিষ্ণু দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। সুতরাং ইন্দ্রধ্বজ পূজা সূর্যের প্রতীক উপাসনা ভিন্ন কিছুই নয়। কেতু শব্দের অর্থ চিহ্ন বা প্রতীক। ইন্দ্র ও বিষ্ণু সূর্যরূপী হওয়ায় অভিন্ন। সুতরাং বিষ্ণুধ্বজ ও ইন্দ্রধ্বজ অভিন্ন। বর্ষার অপগমে শরতের স্বল্প বর্ষণকালে আকাশে দৃষ্ট ইন্দ্রধ্বজ বা ইন্দ্রধনু (প্রচলিত রামধনু) সূর্য-রশ্মির বিচ্ছুরিত বর্ণসমূহ ভিন্ন কিছুই নয়। ইন্দ্রের দৈত্যবিজয় হয়েছিল বর্ষাকালে। শরৎ আরম্ভে তাই ইন্দ্রধ্বজ পূজা বা ইন্দ্রোৎসব। বর্তমানকালেও ইন্দ্রধ্বজপূজা বা ইন্দ্রপূজার সংক্ষিপ্ত রূপ দৃষ্ট হয়। ইঁদপরব নামে এই উৎসব পরিচিত। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় লিখেছেন যে, "বাঁকুড়া জেলায় ইন্দ্র-উৎসব হয়। এই উৎসবের নাম ইন্দ্রধ্বজোত্তলন। ভাদ্র শুক্ল-দ্বাদশী দিনে ইন্দ্রোৎসব হয়ে থাকে। এই উৎসবের নাম ইঁদ পরব।"[২]

ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে দেবগণকর্তৃক নাট্যাভিনয়কালে দেবগণ নিজ নিজ দ্রব্যাদি প্রদান করেছিলেন। ইন্দ্র প্রীত হয়ে প্রথমেই প্রদান করেছিলেন তাঁর শুভঙ্কর ধ্বজ—"প্রীতস্তু প্রথমং শক্রো দত্তবান্ স্বধ্বজং শুভম্।"[৩] নাট্যাভিনয়কালে

১ বৃহৎসংহিতা—৪৩।৫-৬ ২ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ৩০ ৩ নাট্যশাস্ত্র—১।৬১

দানবগণ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকায় ইন্দ্র মহাশক্তিশালী ধ্বজের সাহায্যে অসুরদের জর্জরিত করতে থাকায় ধ্বজের নাম জর্জর।

উত্থায় ত্বরিতং শক্রঃ ক্রোধাৎ জগ্রাহ তং ধ্বজম্।
সর্বরত্নোজ্জ্বলন্তং তু কিঞ্চিদ্বৃত্তলোচনঃ।
রংগপীঠগতান্ বিঘ্নানসুরাংশ্চৈব দেবরাট্॥
জর্জরীকৃতদেহাংস্তানকরোজ্জর্জরেণ সঃ॥
নিহতেষু চ সর্বেষু বিঘ্নেষু সহ দানবৈঃ॥
সংপ্রহৃষ্য ততো বাক্যমাহুঃ সর্বে দিবৌকসঃ।
অহো প্রহরণং দিব্যমাসাদিতং ত্বয়া॥
নাট্যবিধ্বংসিনঃ সর্বে যেন তে জর্জরী-কৃতাঃ।
তস্মাজ্ জর্জর ইত্যেব নামতোঽয়ং ভবিষ্যতি॥[১]

—দ্রুতগতিতে উঠে ক্রোধে ঘূর্ণিতলোচন ইন্দ্র সর্বপ্রকার রত্নের দ্বারা দীপ্ত সেই ধ্বজ গ্রহণ করলেন। সেই দেবরাজ রঙ্গপীঠে সমাগত বিঘ্নরূপী অসুরদের ধ্বজের দ্বারা জর্জরিত করলেন। বিঘ্নসহ দানবগণ বিনষ্ট হলে দেবগণ প্রহৃষ্ট হয়ে বললেন, "যেহেতু এই ধ্বজ নাট্যধ্বংসকারী অসুরদের জর্জরিত করেছে, সেইজন্য ধ্বজের নাম হবে জর্জর।

অতঃপর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব প্রভৃতি দেবগণ; বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ ধ্বজে অধিষ্ঠিত হলেন,—

শিরঃ পর্বস্থিতো ব্রহ্মা দ্বিতীয়ে শংকরস্তথা॥
তৃতীয়ে ভগবান্ বিষ্ণুশ্চতুর্থে স্কন্দ এব চ।
পঞ্চমে চ মহানাগাঃ শেষবাসুকিতক্ষকাঃ॥
এবং বিঘ্নবিনাশায় স্থাপিতা জর্জরে সুরাঃ॥[২]

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন মধ্যযুগের বাঙ্গালাদেশে (পাল ও সেন যুগে) ইন্দ্রোধ্বজ উত্তোলনের উৎসব প্রচলিত ছিল। সেই যুগে শক্রোত্থান নামে একটি উৎসব ছিল। ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে ইন্দ্রের কাষ্ঠনির্মিত বিশাল ধ্বজদণ্ড উত্তোলন করা হইত। এই উপলক্ষে সুবেশধারী নাগরিকগণ সমবেত হইতেন এবং রাজা স্বয়ং দৈবজ্ঞ, সচিব, কঞ্চুকী ও ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়া উৎসবে

১ নাট্যশাস্ত্র—১।৭০-৭৪ ২ নাট্যশাস্ত্র—১।৯৩-৯৫

যোগদান করিতেন। এই জাতীয় উৎসব এখন একেবারেই লোপ পাইয়াছে।”[১]

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, “একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতেই অনেকগুলি পুরানো ধর্মোৎসব লোপ পেয়ে আসছিল। তার মধ্যে একটি হচ্ছে শক্রধ্বজোত্থান। সেকালে সাধারণত ধনীবণিকেরাই শক্রধ্বজ প্রতিষ্ঠা করত।”[২]

ডঃ সেন তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কবি গোবর্ধন আচার্যরচিত একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। শ্লোকটি এই :

তে শ্রেষ্ঠিনঃ ক সম্প্রতি শক্রধ্বজ যৈঃ কৃতস্তবোচ্ছ্রায়ঃ।
ঈষাং বা মেঢিং বাধুনাতনাস্ত্বাং বিধিৎসন্তি॥

—হে শক্রধ্বজ, সম্প্রতি কোথায় সেই শ্রেষ্ঠীরা যারা তোমাকে উন্নত করে গিয়েছিল। এখানকার লোক তোমাকে লাঙ্গলের ইষ অথবা গোরুবাঁধবার গোঁজ করতে চায়।[৩]

তবে ইন্দ্রপূজা এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নি। মেদিনীপুর জেলা খেমাশালী গ্রামে প্রতিবৎসর ভাদ্রমাসে ইন্দ্রপূজা হয় ও এই উপলক্ষেও মেলা বসে॥[৪]

বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে ১লা ভাদ্র বন থেকে কেটে আনা শালবৃক্ষকে ইন্দ্রদ্বাদশীর দিনে ইন্দ্র বা ইঁদরূপে পূজা করা হয় ও উৎসব পালন করা হয়।[৫]

ইন্দ্রপূজার বিরোধিতা ঋগ্বেদের আমল থেকেই কিছু কিছু ছিল। ঋগ্বেদের ২।১২ সূক্তে ঋষি গৃৎসমদ অবিশ্বাসীকে লক্ষ্য করে ইন্দ্রের গুণাবলী কীর্তন করেছেন এবং বারংবার ঘোষণা করেছেন—“সঃ জনাস ইন্দ্রঃ।” —হে জনগণ, এই সমস্ত গুণাবলী যাঁর, তিনিই ইন্দ্র। কেউ কেউ মনে করেন যে আর্যদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী ছিলেন, যাঁরা ইন্দ্রপূজার বিরোধী। একটি ঋকে ইন্দ্রের অস্তিত্বে পুরোপুরি সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে—

প্রসু স্তোমং ভরত বাজয়ংত ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি।
নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উ ত্ব আহ ক ঈং দদর্শ কমভিষ্টবাম॥[৬]

—ইন্দ্র আছেন, ইহা যদি সত্য হয়, তবে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সত্যভূত স্তোত্র উচ্চারণ কর। নেম বলেন, ইন্দ্র নামে কেহ নাই। কে তাহাকে দেখিয়াছে, আমরা কাহাকে স্তুতি করিব?[৭]

---

১ বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় সং, পৃঃ ১৯০
২ প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী —বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ (১৩৫৩), পৃঃ ৩৮
৩ অনুবাদ—ডঃ সুকুমার সেন
৪ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বন ও মেলা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৭
৫ তদেব—৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭৮
৬ ঋগ্বেদ—৮।১০০।৩
৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

ঋগ্বেদের আর এক স্থানে ইন্দ্রের আক্ষেপ শুনতে পাই :

ন নূনমস্তি নো শ্বঃ কস্তদ্বেদ যদদ্ভুতম্।
অন্যস্য চিত্তমভিসঞ্চরেণ্যমুতাধীতং বিনশ্যতি ॥[১]

—বিচার করিয়া দেখিলে, (অথবা, নিশ্চয়ই) অদ্যকার আমার হবি নাই, কল্যকার ত নাই-ই। যাহা ভাবী তাহা কে জানে? অপরের চিত্ত চঞ্চল (আমার উদ্দেশ্যে) হবি চিন্তিত বা অভিপ্রেত হইলেও তাহা বিনষ্ট হইল।[২]

ইন্দ্র নিজেই এই উক্তি করেছেন। এরূপ উক্তির গূঢ় অর্থ হয়ত করা যায়; কিন্তু মন্ত্রটির মধ্যে ইন্দ্রপূজা সম্পর্কে যে বিরূপ মনোভাব গোপন থাকে নি, তা পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারবেন।

জেন্দ্ আবেস্তার উদাহরণ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে ইন্দ্রপূজার বিরোধী ছিলেন পারস্য-ইরাণ অঞ্চলের আর্যগণ। ডঃ অবিনাশচন্দ্র মনে করেন যে ইন্দ্রবিরোধী ব্যক্তিগণই ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ইরাণ অঞ্চলে বসবাস করেছিলেন। "The followers of Ahura Mazda felt such a great repugnance for the name of Indra, to whose prowess were ascribed their defeat and slaughter by Vedic Aryans, that they came to look him as Devil himself and his votaries as Devil-worshippers, though, strangely enough, Indra's epithet of Vrethraghna was retained by them as the epithet of their supreme angel."[৩]

ডঃ দাসের মতে পণিরা ইন্দ্রপূজার বিরোধী ছিলেন। এবং তারাই ভারতভূমি থেকে উত্তর-পশ্চিমে প্রসারিত হয়েছিলেন। পণিরাই ফিনিশীয় (Phoenician) নামে পরিচিত হয়েছেন।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে ইন্দ্রপূজার বিরোধিতার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে : "ইন্দ্রোঽকাময়ত পাপ্মানং ভ্রাতৃব্যং বিহন্যামিতি স এতং বিঘনমপশ্যত্তেন পাপ্মানং ভ্রাতৃব্যং ব্যহন্ পাপ্মানং ভ্রাতৃব্যং হন্তে য এবং বেদ।"

—ইন্দ্র চেয়েছিলেন পাপরূপ (বিরোধী) শত্রুকে হত্যা করতে তিনি হনন চিন্তা করলেন, পাপরূপ (বিরোধী) শত্রুকে হত্যা করেছিলেন এই যজ্ঞের দ্বারা, তাই এই যজ্ঞের নাম বিহনন।

১ ঋগ্বেদ—১।১৭০।১ ২ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৩ Rgvedic India, page 173

ভাষ্যকার সায়নাচার্য এই ব্যক্তব্যটি সম্পর্কে লিখেছেন, "পুরা কদাচিৎ ইন্দ্রং রাজানং মরুদাদিগণদেবতাঃ প্রজা উদ্দণ্ডা ভূত্বা নাহপূজয়ন্। তদানীং পূজাপ্রতিবন্ধহেতুং পাপরূপং শত্রুমেতেন ক্রতুনা বিশেষেণ হতবান্। অতো বিহননহেতুত্বাদস্য বিঘননামকত্বম্।" —পুরাকালে কোন সময়ে প্রজারূপী মরুৎ প্রভৃতিগণদেবতা বিদ্রোহী হয়ে ইন্দ্রকে পূজা করেন নি। সেই সময়ে পূজা প্রতিবন্ধকের হেতুভূত পাপরূপ শত্রুকে এই যজ্ঞের দ্বারা বিনষ্ট করা হয়। বিঘ্ন নাশের জন্য এই যজ্ঞের নাম বিঘনন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এই ঘটনার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে: "ইন্দ্রং বৈ স্বা বিশো মরুতো নাহপাচায়ন্। সোহনপচ্যমান এতং বিঘনমপশ্যৎ। তমাহরতনা। তেনাহজয়ত।"[১] —ইন্দ্রের নিজের রাজ্যে মরুদ্‌গণ ইন্দ্রকে পূজা করলেন। অনর্চিত হয়ে তিনি এই বিঘনন নামক যজ্ঞ দর্শন করলেন। সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। তার দ্বারা জয়লাভ করলেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও ইন্দ্রবিরোধিতার ইঙ্গিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা গোপরাজ নন্দ ইন্দ্রপূজার আয়োজন করলে শ্রীকৃষ্ণ তাতে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি নন্দকে জানালেন যে ইন্দ্রযজ্ঞের জন্য আয়োজিত দ্রব্যসম্ভার গো, ব্রাহ্মণ এবং পর্বতের সেবায় ব্যয়িত হোক।

তস্মাদ্ গবাং ব্রাহ্মণানামদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ।
য ইন্দ্রযাগসম্ভারা স্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ।[২]

যজ্ঞ বন্ধ করার জন্য কোপিত ইন্দ্র প্রবল বর্ষণ সুরু করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন গিরি ধারণ করে গোকুলবাসীকে রক্ষা করে ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করেছিলেন।

এইভাবে বেদের শ্রেষ্ঠ দেবতা ইন্দ্রের পূজায় বিরোধিতা বৈদিক যুগ থেকেই চলে এসেছে যুগ যুগ ধরে। তথাপি বৃষ্টির অধিকর্তা হিসাবে এবং বৃত্রহন্তা হিসাবে ইন্দ্রের মহিমা সহস্র সহস্র বৎসর পরেও হিন্দুর মন থেকে বিলীন হয়ে যায় নি।

১ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ—২।৭।১৮।১ ২ ভাগবত—১০।২৪।২৫

পর্জন্য

বেদে-পুরাণে পর্জন্য নামে এক দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ঋষি যে পর্জন্যকে স্তব করেন, তিনি অন্তরীক্ষের পুত্র, জলদানে সমর্থ।

পর্জন্যায় প্রগায়ত দিবস্ পুত্রায়মীঢ়ুষে
স নো যবসমিচ্ছতু ॥[১]

—অন্তরীক্ষের পুত্র সেচনসমর্থ পর্জন্যদেবের উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর। তিনি আমাদের অন্ন ইচ্ছা করুন।[২]

পর্জন্যদেব প্রাণী ও উদ্ভিদের গর্ভস্বরূপ :

যো গর্ভমোষধীনাং গবাং কৃণোত্যর্বতাং
পর্জন্যঃ পুরুষীণাম্ ॥[৩]

—যে পর্জন্যদেব ওষধিসমূহের, গোসমূহের, অশ্বসমূহের ও নারীগণের গর্ভ উৎপাদন করেন।[৪]

পর্জন্য সমস্ত ভুবনের অধীশ্বর, তাঁর থেকেই জল বর্ষিত হয়।

যস্মিন্বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুস্তিস্রো দ্যাবস্ত্রেধা সস্রুরাপঃ।
ত্রয়ঃ কোশাস উপসেচনাসো মধ্বঃ শ্চোতন্ত্যভিতো বিরপ্শম্ ॥[৫]

—সমস্ত ভুবন যাঁহাতে অবস্থিত, যাঁহাতে দ্যুলোক প্রভৃতি (লোক) ত্রয় (অবস্থিত), যাঁহা হইতে আপসকল তিন প্রকারে বিনির্গত হয়। উপসেচনকর তিন প্রকার মেঘ, যে মহান (পর্জন্যের) চারিদিকে মধূদক বর্ষণ করেন।[৬]

সায়নের মতে তিন প্রকার মেঘ : প্রাচী, প্রতীচী ও অবাচী।

পর্জন্যদেবের কৃপায় বৃষ্টি পতিত হয়, ওষধিসমূহ ফলবান হয়।

ময়োভুবো বৃষ্টয়ঃ সন্ত্বস্মে সুপিপ্পলা ওষধির্দেব গোপাঃ ॥[৭]

—আমাদিগের জন্য সুখকর বৃষ্টি পতিত হউক। পর্জন্য যাঁহাদিগের রক্ষক, সেই ওষধিসমূহ সুফলযুক্ত হউক।[৮]

---

১ ঋগ্বেদ—৭।১০২।১ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৭।১০২।২
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৭।১০১।৪ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—৭।১০১।৫ ৮ অনুবাদ—তদেব

পর্জন্য স্থাবর জঙ্গমের আত্মা—ওষধিসমূহকে জীবন্ত করেন :

স রেতোধা বৃষভঃ শশ্বতীনাং তস্মিন্নাত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।

তন্ম ঋতং পাতু শতশারদায় যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥[১]

—সেই পর্জন্য বৃষভের ন্যায় বহুতর ওষধিসমূহের প্রতি রেতঃ আধান করেন। স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মা তাঁহাতেই (বাস করে)। তৎপ্রদত্ত জল শতবর্ষব্যাপী জীবনের জন্য আমাকে রক্ষা করুন। তোমরা সর্বদা আমাকে স্বস্তি দ্বারা পালন কর।[২]

বর্ষাকালে পর্জন্যপ্রদত্ত বৃষ্টিতে মণ্ডূকগণ হৃষ্ট হয়ে ওঠে।

যদী মেনা উশতো অভ্যবর্ষীতৃষ্যাবতঃ প্রাবৃষ্যাগতায়াং।

অরখলীকৃত্যা পিতরং ন পুত্রো অন্যো অন্যমুপবদংতমেতি ॥[৩]

—বর্ষাকাল আগত হইলে পর্জন্য যখন কামনাবান্ ও তৃষ্ণার্ত মণ্ডূকগণকে জল-দ্বারা সিক্ত করেন, তখন পুত্র যেমন অখ্খল শব্দ করতঃ পিতার নিকট গমন করে, সেইরূপ এক মণ্ডূক অন্যের নিকট গমন করে।[৪]

পর্জন্য জ্যোতির্ময় বাক্যত্রয় স্বরূপ (ঋক্-সাম-যজু অথবা দ্রুত, বিলম্বিত ও মধ্যম তিনপ্রকার মেঘধ্বনি), মেঘদোহনকারী এবং ওষধিসমূহের গর্ভ উৎপাদক।

তিস্রো বাচঃ প্রবদ জ্যোতিরগ্রা যা এতদ্দুহ্রে মধুদোঘমূধঃ।

স বৎসং কৃন্বন্ গর্ভমোষধীনাং সদ্যো জাতো বৃষভো রোরবীতি ॥[৫]

—অগ্রভাগে জ্যোতিবিশিষ্ট যে তিন প্রকার বাক্য উদক উৎপাদক মেঘকে দোহন করে, সেই বাক্য উচ্চারণ তিনিও সহবাসী (বৈদ্যুতাগ্নি) প্রাদুর্ভূত করতঃ এবং ওষধিসমূহের গর্ভ উৎপাদন করতঃ সদ্য উৎপন্ন হইয়া বৃষভের ন্যায় শব্দ করিতেছেন।[৬]

জ্যোতিবিশিষ্ট মেঘদোহনকারী বৃষ্টিদাতা ভেককুলের হর্ষোৎপাদক স্থাবর-জঙ্গমের আত্মাস্বরূপ ওষধিসমূহে ফলদাতা বিশ্বভুবনের গর্ভস্বরূপ পর্জন্য দেবতা স্বরূপতঃ ইন্দ্র বা সূর্যাগ্নির সঙ্গে অভিন্ন। মেঘ বা বর্ষণের দেবতা ইন্দ্র ও পর্জন্যের পার্থক্য অনুভূত হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে ইন্দ্র ও পর্জন্য অভিন্ন :

পর্জন্যো ভগবানিন্দ্রো মেঘাস্তস্যাত্মমূর্তয়ঃ।

তেঽভিবর্ষন্তি ভূতানাং প্রীণনং জীবনং পয়ঃ ॥[৭]

১ ঋগ্বেদ—৭।১০২।৬ ২ অনুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ ৭।১০৩।৩
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৭।১০১।১ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ভাগবত—১০।২৪।৮

—পর্জন্যই ভগবান্ ইন্দ্র, মেঘসমূহ তাঁরই নিজের মূর্তি। তারা জীবগণের তৃপ্তি, জীবন এবং জলবর্ষণ করে।

কূর্মপুরাণের মতে পর্জন্য দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম[১] এবং আশ্বিন মাসের সূর্য: "পর্জন্যশ্চাশ্বিনে মাসি।"[২]

যাস্ক পর্জন্য শব্দের অর্থ করতে গিয়ে লিখেছেন—"পর্জন্যস্তৃপেরাদ্যন্তবিপরীতস্য তর্পয়িতা জন্যঃ।"[৩]—তৃপ্ত্যর্থক তৃপ্ ধাতু আদি ও অন্ত অক্ষর বৈপরীত্যে 'তর্পয়িতা জন্য' এইরূপে পর্জন্য শব্দ নিষ্পন্ন। সুতরাং পজন্য অর্থে তৃপ্তিবিধায়ক—হিতকারী। জনগণের হিত করে এবং তৃপ্তি বিধান করে বলে মেঘই পর্জন্য। ঘনীভূত জলীয়বাষ্পাত্মক প্রাকৃতিক মেঘকে ঋষিগণ কখনোই দেবতারূপে অর্চনা করেন নি। মেঘের অধিষ্ঠাতা যে দেব ইন্দ্র তিনিই পর্জন্য।

যাস্ক পর্জন্য শব্দের আরও কয়েকটি অর্থ করেছেন। "পরো জেতা বা জনয়িতা বা প্রার্জয়িতা বা রসানাম্।"[৪] —পরের অর্থাৎ শত্রুর জেতা, পরের অর্থাৎ শস্যাদির জনয়িতা, অথবা রসসমূহের প্রার্জয়িতা অর্থাৎ সংগ্রহীতা। শত্রুজেতা এবং শস্যজনয়িতা ইন্দ্র, রসসংগ্রাহক সূর্য।

পর্জন্য সোমের পিতারূপে ঋগ্বেদে উল্লিখিত হয়েছেন, "পর্জন্য পিতা মহিষস্য"।[৫] "পর্জন্য বৃদ্ধং মহিষং…।"[৬] পর্জন্য বর্ধিত সোম।

রমেশচন্দ্র দত্ত মনে করেন যে বৃষ্টির দ্বারা সোমলতা বর্ধিত হয়, সেইজন্যই পর্জন্য সোমের পিতা।[৭] সোম শব্দে চন্দ্রকেও বোঝায়। সূর্যকিরণে চন্দ্র আলোকিত হয়। সেইজন্যই সূর্যরূপী পর্জন্য চন্দ্রের পিতৃস্থলাভিষিক্ত। হরিবংশে পর্জন্য ও ইন্দ্র দ্বাদশ আদিত্যের দুই আদিত্য।[৮]

ইন্দ্রের মধ্যে দুটি প্রধান গুণ লক্ষ্য করি। ইন্দ্র দানবহন্তা ও ইন্দ্র বৃষ্টিদাতা। মনে হয়, ইন্দ্রের চরিত্রে দানবহন্তৃত্ব প্রাধান্য লাভ করায় ইন্দ্রের বর্ষণকারী সত্তা পর্জন্যরূপে পরিচিত হয়েছে; যদিও ইন্দ্রচরিত্রের দুই অংশেই উভয় গুণ অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। পর্জন্যের বৃষ্টিদাতৃত্ব সম্পর্কে আরও দু-একটি ঋক্ উদ্ধারযোগ্য।

বি বৃক্ষান্ হংত্যুত রক্ষসো বিশ্বং বিভায় ভুবনং মহাবধাৎ।
উতা নাগা ঈষতে বৃষ্ণ্যাবত যৎ পর্জন্যঃ স্তনয়ন্ হন্তি দুষ্কৃতঃ॥

---

১ কূর্মপুঃ, পূর্বভাগ—৪১।২ ২ তদেব ৪২।২১ ৩ নিরুক্ত
৪ তদেব—১০।১০।৭ ৫ ঋগ্বেদ—৯।৮৮।৩ ৬ তদেব—৯।১১৩।৩
৭ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৩৩, ৯।৮৮।৩ ঋকের টীকা ৮ খিল হরিবংশ পর্ব—৭।৪৮

রথীব কশয়াশ্বাঁ অভিক্ষিপন্নাবির্দূতান্ কৃণুতে বর্ষ্যাঁ অহ।
দূরাৎ সিংহস্য স্তনথা উদীরতে যৎ পর্জন্যঃ কৃণুতে বর্ষ্যং নভঃ॥
প্র বাতা বান্তি পতয়ন্তি বিদ্যুত উদোষধীর্জিহতে পিন্বতে স্বঃ।
ইরা বিশ্বস্মৈ ভুবনায় জায়তে যৎ পর্জন্যঃ পৃথিবীং রেতসাবতি॥"[১]

—তিনি বৃক্ষসকল নষ্ট করেন, রাক্ষসসকল বধ করেন ও বিপুল সংহার কার্যদ্বারা সমগ্র ভুবনকে ভয় প্রদর্শন করেন। যৎকালে গর্জনকারী পর্জন্য পাপিষ্ঠ সংহার করেন, এমন কি নিরপরাধী ব্যক্তিও তৎকালে বারিবর্ষণকারী পর্জন্যের নিকট হইতে (ভয়ে) পলায়ন করেন।

রথী যেরূপ কশাঘাত দ্বারা অশ্বগণকে উত্তেজিত করিয়া যোদ্ধাকে নিজ দৃষ্টিপথের পথিক করেন, পর্জন্যও সেইরূপ (মেঘসকলকে অপসারিত করিয়া) বারিবর্ষণকারী মেঘসকলের আবিষ্কার করেন। যৎকালে পর্জন্য বারিদসমূহ অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত করেন, তৎকালে সিংহবৎ (মেঘের) গর্জন দূর হইতে উদ্গত হয়।

যৎকালে পর্জন্য বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবী রক্ষা করেন, তখন প্রবল বায়ু বহিতে থাকে, চতুর্দিকে বিদ্যুৎ স্ফুরণ হয়, ওষধিসমূহ অংকুরিত হয়, অন্তরীক্ষ বিগলিত হয় এবং পৃথিবী সমস্ত জীবের হিতসাধনে সমর্থ হয়।[২]

অপর একটি ঋকে পর্জন্য ও বায়ুর নিকট অনুরোধ জানানো হয়েছে জল প্রেরণের জন্য।[৩] এই বিবরণে পর্জন্য যে সূর্যাগ্নির বর্ষণশক্তির প্রতিরূপ তাতে কোন অস্পষ্টতা নেই। অথর্ববেদের ৩।৪।১৫।৪ মন্ত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার মহীধর পর্জন্য শব্দের অর্থ করেছেন, বৃষ্ট্যাভিমানী দেব। বৃহদ্দেবতার মতে যিনি আকাশ-জাত রসের (মেঘস্থিত জল) দ্বারা পৃথিবী অধিকার করেন, তিনিই পর্জন্য:

যদিমাং প্রার্জয়ত্যেকো রসেনাম্বরজেন গাং।
কালেঽত্রিরৌবশশ্চর্ষী তেন পর্জন্যমাহতুঃ॥[৪]

—যেহেতু আকাশজাত রস (জল) দ্বারা যথাকালে ইনি একাকী পৃথিবী আচ্ছন্ন করেন সেইজন্য অত্রি এবং ঔবশ ঋষি তাঁকে পর্জন্য বলে থাকেন।

ডঃ অবিনাশ চন্দ্র দাস পর্জন্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "Here we see that from the original significance of rain cloud, the word Parjanya came to mean the deity that presided over rain clouds, and

১ ঋগ্বেদ—৫।৮৩।২-৪ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৬।৪৯।৬ ৪ বৃহদ্দেবতা—৩।৩৮

powered down rains with the help of thunder, lightning and storm. Indra in later vedic mythology was the only wielder of the thunder'."[১]

ডঃ দাসের মতে ইন্দ্র ও পর্জন্য একই দেবতার দুই রূপ। তিনি মনে করেন যে পর্জন্য ইন্দ্রের প্রাচীনতর রূপ। তাঁর বক্তব্য : "Hence it is not un-reasonable to suppose that Parjanya was older than Indra himself, by whom he was superseded in later times....My opinion is that Parjanya was the god of rain, thunder and lightning of the early Aryans at a time when they had been in a nomadic and pastoral stage, and did not settle down as agriculturists."[২]

ডঃ দাসের অনুমান যে বিশেষ তথ্যভিত্তিক, একথা স্বীকার করা যায় না। ইন্দ্রের প্রাধান্য ঋগ্বেদে সর্বব্যাপক। পর্জন্য একটি অপ্রধান দেবতা বললে অত্যুক্তি হয় না। ইন্দ্রকেই প্রাচীনতর দেবতা বলে অনুমিত হয়। দেবতাদের রাজা দানবঘাতক মহাবীররূপে ইন্দ্র প্রশংসিত হওয়ায় তাঁর বৃষ্টিদান ক্ষমতা কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে পর্জন্যরূপে স্তুত হয়েছে, এরূপ অনুমান সঙ্গত বিবেচিত হয়। মহাভারতে ইন্দ্র পর্জন্যের অধিপতি।[৩] একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পৌরাণিক পর্জন্যকে ইন্দ্ররূপে গ্রহণ করেছেন। "As raingod Indra is identified with Parjanya....Parjanya rains on hill and plough land."[৪] তিনি আরও লিখেছেন, "Parjanya (the cloud) is rain itself ...In later Epic there is no distinction between Indra and Parjanya."[৪]

অধ্যাপক Macdoenll পর্জন্যকে বজ্রবৃষ্টিগর্ভ (মেঘের বিগ্রহ এবং বৃষ্টিদাতা দেবতারূপে গ্রহণ করেছেন। "It seems clear that in the R. V. the word is an appellative of the thundering rain cloud as well the proper name of its personification, the god who actually sheds rain .. the deity is sometimes found identified with Indra in the Mahabharata."[৫]

বৃষ্টিদাতা দেবতা ইন্দ্র বা পর্জন্য যে জড় মেঘ নয়—সূর্যাগ্নি, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। পুরাণে-কাব্যে পর্জন্য নামে কোন পৃথক্ দেবতার অস্তিত্বই নেই। ইন্দ্রের নাম বা বিশেষণরূপেই পর্জন্যশব্দ পরবর্তীকালে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

১ Rgvedic culture—page 62 ২ Rgvedic culture, Page 62

৩ মহাঃ শান্তিপর্ব—১২১।৩৭-৩৯ ৪ Epic Mythology—E. W. Hopkins, page 128

৫ Vedic mythology—page 84

ত্বষ্টা-বিশ্বকর্মা-প্রজাপতি

"He (Tvastṛ) is the celestial architect, the Vulcan of the Hindus. He is generally commissioned by the gods to build their palaces and lay out their gardens."[১] —পৌরাণিক ত্বষ্টা সম্পর্কে এই মন্তব্য অযথার্থ নয়। পুরাণের ত্বষ্টা ও বিশ্বকর্মা একই দেবতা।

ত্বষ্টা দেবতাদের শিল্পী। তিনি ইন্দ্রের বজ্র নির্মাণ করেছিলেন; সেই বজ্রদ্বারা ইন্দ্র বৃত্রবধ করেছিলেন।

"ত্বষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বর্যং ততক্ষ।"[২]—ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য সুদূরপাতী বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন।[৩]

"তক্ষত্ত্বষ্টা বজ্রং পুরুহূতং দ্যুমংত।"[৪] —ত্বষ্টা তোমার দীপ্তিমান বজ্র নির্মাণ করিয়াছেন।[৫]

অস্মা ইদু ত্বষ্টা তক্ষদ্বজ্রং স্বপস্তমং স্বর্যং রণায়।
বৃত্রস্য চিদ্বিদদ্যেন মর্ম তুজন্নীশানস্তুজতা কিয়েধাঃ॥[৬]

ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য যুদ্ধার্থে শোভনকর্মা ও সুপ্রেরণীয় বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন, ঐশ্বর্যবান ও অপরিমিত বলবান ইন্দ্র শত্রুবিনাশে উদ্যত হইয়া সেই হননকারী বজ্রদ্বারা বৃত্রের মর্মভেদ করিয়াছিলেন।[৭]

"অধ ত্বষ্টা তে মহ উগ্র বজ্রং সহস্রভৃষ্টিং ববৃতচ্ছতাশ্রিম্।"[৮]

—ত্বষ্টা তোমার (ইন্দ্রের) জন্য সহস্রধার ও শতপর্ব বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন।[৯]

মহাভারতে ত্বষ্টা বজ্র নির্মাতা।[১০] কর্মকুশল ত্বষ্টা ব্রহ্মণস্পতির লৌহ কুঠার তীক্ষ্ণাগ্র করে তুলেছিলেন, দেবতাদের পানপাত্রও নির্মাণ করেছিলেন।

ত্বষ্টা মায়া বেদপসামপস্তমো বিভ্রৎপাত্রা দেবপানানি শংতমা।
শিশীতে নূনং পরশুং স্বায়সং যেন বৃশ্চাদেতশো ব্রহ্মণস্পতিঃ॥[১১]

—ত্বষ্টা ক্রিয়াকুশল ব্যক্তিদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কর্মিষ্ঠ। তিনি অতি সুন্দর পানপাত্রসমূহ দেবতাদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি তাঁহার শিল্প জানেন।

---

১ Epics, Myths and Legaends of India—P. Thomas, page 52

২ ঋগ্বেদ—১।৩২।২ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৪ ঋগ্বেদ—৫।৩১।৪

৫ অনুবাদ—তদেব ৬ ঋগ্বেদ—১।৬১।৬, অথর্ব—২০।৪।৩৫।৬ ৭ অনুবাদ—তদেব

৮ ঋগ্বেদ—৬।১৭।১০ ৯ অনুবাদ—তদেব ১০ মহাঃ, বনপর্ব ১০০ অঃ

১১ ঋগ্বেদ—১০।৫৩।৯

তিনি উত্তম লৌহ নির্মিত কুঠার শানিত করেন। তদ্দারা ব্রহ্মণস্পতি পাত্র নির্মাণোপযোগী কাষ্ঠ ছেদন করেন।[১]

ত্বষ্টা-নির্মিত চমস (কাষ্ঠের পানপাত্র) ত্বষ্টার শিষ্য ঋভুগণ চারভাগে বিভক্ত করেছিলেন।

উত ত্যং চমসং নবং ত্বষ্টুর্দেবস্য নিষ্কৃতং
অকর্ত চতুরঃ পুনঃ ॥[২]

—ত্বষ্টা দেবের নির্মিত নূতন সেই চমস (সোমাধার কাষ্ঠপাত্র) (ত্বষ্টৃশিষ্য ঋভুগণ) চারভাগে বিভক্ত করেছিলেন।[৩]

ত্বষ্টার হাতে ছুতারের লৌহময় বাশী (বাইশ) :

বাশীমেকো বিভর্তি হস্ত আয়সীমন্তর্দেবেষু নিধ্রুবিঃ ॥[৪]

—দেবগণের মধ্যে নিশ্চল স্থানে বর্তমান (ত্বষ্টা) লৌহময় কুঠার (বাশী—বাইশ) হস্তে ধারণ করিতেছেন।[৫]

ত্বষ্টার পুত্রের নাম বিশ্বরূপ বা ত্রিশিরা। ইন্দ্র তাঁকে হত্যা করেছিলেন।[৬]

ত্বষ্টার স্বরূপ—দেবশিল্পী, দেবাস্ত্রনির্মাতা, ত্রিশিরাজনক—ত্বষ্টার স্বরূপ কি? নিরুক্তকার বলেন যে ত্বষ্টা মধ্যস্থান দেবতা—"মাধ্যমিকস্ত্বষ্টেত্যাহুর্মধ্যমে চ সমাম্নাতঃ।"[৭] নিঘণ্টুতে (৫।৪) ত্বষ্টা মধ্যমস্থানস্থিত দেবতারূপে উল্লিখিত হয়েছেন। সুতরাং নিরুক্তকারগণের অভিমত এই যে, ত্বষ্টা মধ্যমস্থান বা অন্তরীক্ষ প্রদেশের দেবতা; —সুতরাং বিদ্যুৎ বা বায়ু। অন্তরীক্ষস্থিত বিদ্যুৎ অগ্নির একটি রূপমাত্র। বাস্তবিক ঋগ্বেদে ত্বষ্টা কখনও সূর্য, কখনও অগ্নিরূপে বর্ণিত হয়েছেন। মহাভারত ও পুরাণে ত্বষ্টা দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম।[৮] মহাভারতের বনপর্বে (৩য় অঃ) সূর্যের একনাম ত্বষ্টা। ঋগ্বেদে একাধিক স্থানে ত্বষ্টা সবিতা ও বিশ্বরূপ নামে আখ্যাত হয়েছেন।

দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ পুপোষ প্রজাঃ পুরুধা জজান।
ইমা চ বিশ্বা ভুবনান্যস্য মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥[৯]

—সকলের প্রেরক (সবিতা) নানাবিধরূপ বিশিষ্ট (বিশ্বরূপ) ত্বষ্টৃদেব বহুপ্রকারে পুত্র উৎপাদন করেন ও পালন করেন। এই সমস্ত ভুবন তাঁহার দেবগণের মহৎ বল একই।[১০]

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—১।২০।৬ ৩ অনুবাদ—তদেব ৪ ঋগ্বেদ—৬।২৯।২
৫ অনুবাদ—তদেব ৬ ঋগ্বেদ—১০।৮।৯ ; ২।১১।১৯ ৭ নিরুক্ত—৮।১৪।৩
৮ এই গ্রন্থের অদিতি ও আদিত্য—পৃঃ ১৪৩-৪৬ দ্রষ্টব্য ৯ ঋগ্বেদ—৩।৫৫।১০
১০ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

এই ঋক্‌টির অপর একটি অনুবাদ :

দেব ত্বষ্টা সর্বভূতের উৎপত্তি, পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন করেন বৃষ্টিপ্রদানের দ্বারা ; যাবতীয় উদকের অধিপতি তিনি,—নিখিল উদকরাশি তাঁহার অধীন, দেবগণের মধ্যে তিনি অদ্বিতীয় প্রজ্ঞাবান্ ।[১]

যাস্ক ঋকটির ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—"দেব ত্বষ্টা সবিতা সর্বরূপঃ পোষকঃ প্রজা রসানুপ্রদানেন বহুধা চেমা জনয়ন্তীমানি চ সর্বাণি ভূতানি উদকানি মহচ্চাস্মৈ দেবানামসুরত্বমেকং প্রজ্ঞাবত্বং বানবত্বং বাপি বা।"[২] —দেব সবিতা ত্বষ্টা সর্বরূপের পোষক, বৃষ্টি প্রদানের দ্বারা এই সমস্ত জীব বিচিত্ররূপে সৃষ্টি করে থাকেন, উদকসমূহ তাঁরই। এই মহান্ দেবের মধ্যেই অসুরত্ব অর্থাৎ প্রজ্ঞাবত্ব বা প্রাণবত্ব বর্তমান।

ঋগ্বেদে আর একস্থানে বলা হয়েছে :

গর্ভে নু নৌ জনিতা দংপতী কর্দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ।

নকিরস্য প্র মিনংতি ব্রতানি বেদ নাবস্য পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥[৩]

—নির্মাণকর্তা (পিতা—জনিতা) ও প্রসবিতা (সবিতা) ও বিশ্বরূপ দেব ত্বষ্টা আমাদিগকে গর্ভাবস্থাতেই বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষবৎ করিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় অন্যথা করিতে কাহারো সাধ্য নাই, আমাদের এই সম্পর্ক পৃথিবী ও আকাশ উভয়েই জানেন।[৪]

লক্ষণীয় এই যে ত্বষ্টার পুত্র কেবল বিশ্বরূপ নন, ত্বষ্টা নিজেও বিশ্বরূপ।

ইহ, ত্বষ্টারমগ্রিয়ং বিশ্বরূপমুপহ্বয়ে।

অস্মাকমস্তু কেবলম্ ॥[৫]

—শ্রেষ্ঠ ও বহুবিধ রূপসম্পন্ন (বিশ্বরূপ) ত্বষ্টাকে এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি ; তিনি কেবল আমাদের পক্ষেই থাকুন।[৬]

সায়নের মতে ত্বষ্টা এখানে অগ্নি—"ত্বষ্টারং ত্বষ্টৃনামকমগ্নিমিহ কর্মণ্যুপহ্বয়ে।"

ঋগ্বেদের একস্থানে স্পষ্টভাবেই অগ্নিকে ত্বষ্টা বলা হয়েছে,—"ত্বমগ্নে ত্বষ্টা বিধতে সুবীর্যং।"[৭]—হে অগ্নি, তুমি ত্বষ্টা হয়ে সুবীর্য প্রদান করে থাক।

ত্বষ্টা সৃষ্টিকর্তা,—সর্ব জীব ও জগতের স্রষ্টা,—তিনি গর্ভস্থ শিশুর রূপকর্তা,—তিনি বিশ্বেরও রূপকর্তা।

১ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ২ নিরুক্ত—১০।৩৪।২ ৩ ঋগ্বেদ—১০।১০।৫
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১।১৩।১০ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৭ ঋগ্বেদ—২।১।৫

য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী রূপৈরপিংশদ্ভুবনানি বিশ্বা।
তমন্ত হোতরিষিতো যজীয়ান্ দেবং ত্বষ্টারমিহযক্ষি বিদ্বান্ ॥[১]

—যে ত্বষ্টা (অগ্নি, বনস্পতি ওষধি প্রভৃতির) সৃষ্টির কারণভূত দ্যুলোক ও পৃথিবীকে রূপময় করে সৃষ্টি করেছেন এবং বিশ্বভুবনকে রূপময় করেছেন, হে হোতা, যজ্ঞ সম্পাদক এবং বিজ্ঞ তুমি সেই ত্বষ্টার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর।

ত্বষ্টা রূপাণি হি প্রভুঃ পশূন্ বিশ্বান্‌ৎসমানজে।
তেষাং ন স্ফাতিমা যজ ॥[২]

—(অগ্নিরূপ) ত্বষ্টা রূপবিধানে সমর্থ, তিনি সমস্ত পশুগণের রূপ ব্যপ্ত করেন। হে ত্বষ্টা! আমাদিগকে অধিক পরিমাণে পশু প্রদান কর।[৩]

সর্বজগতের নির্মাতা ত্বষ্টা অগ্নিরও জন্মদাতা—"ত্বষ্টা যং ত্বা সুজনিমা জজান।"[৪] —যিনি উত্তম নির্মাণ করিতে পারেন, সেই ত্বষ্টা তোমাকে জন্ম দিয়াছেন।[৫]

ত্বষ্টা পশুদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষভেদে মিথুন সৃষ্টি করেন: "ত্বষ্টা বৈ পশূনাং রূপকৃত্তেনৈব পশূনাং রূপমাত্মন্ধত্তে।"[৬]

—ত্বষ্টা পশুদের মিথুনের রূপকর্তা, তিনি নিজেই পশুদের রূপধারণ করেন।

ত্বষ্টা বৈ পশূনাং মিথুনানাং প্রজনয়িতা।[৭]

ত্বষ্টা বীরং দেবকামং জজান ত্বষ্টুরর্বা জায়ত আশুরশ্বঃ।
ত্বষ্টেদং বিশ্বং ভুবনং জজান বহোঃ কর্তারমিহ যক্ষি হোতঃ ॥[৮]

—ত্বষ্টা দেবভক্ত বীরপুত্র সৃষ্টি করেন, দ্রুতগমনশীল অশ্ব ত্বষ্টার নিকট হ'তেই উৎপন্ন হয়। ত্বষ্টা এই সমস্ত বিশ্বভুবন সৃষ্টি করেছেন, হে হোতা, বহুকর্মের কর্তা ত্বষ্টার উদ্দেশ্যে যাগ কর।

ত্বষ্টার যে পরিচয় উদ্ধৃত মন্ত্রগুলিতে আছে, তাতে তাঁকে সূর্য ও অগ্নি ভিন্ন অন্য কিছু ভাবাই যায় না। শাকপুণি নামক নিরুক্তকারের মতে ত্বষ্টা অগ্নিকে বোঝায়—"অগ্নিরিতি শাকপুণিঃ"।[৯] যাস্ক ত্বষ্টা শব্দের অর্থ করতে গিয়ে লিখেছেন, "ত্বষ্টা তূর্ণমশ্নুত ইতি নৈরুক্তাঃ। ত্বিষের্বা স্যাদ্দীপ্তিকর্মণস্ত্বক্ষতের্বা স্যাৎ করোতিকর্মণঃ।"[১০] —(১) তূর্ণ শব্দ পূর্বক ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু হইতে (২) অথবা

---

১ ঋগ্বেদ—১০।১১০।৯ ; শুক্ল যজুঃ—২৯।৩৪ ২ ঋগ্বেদ—১।১৮৮।৯ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঋগ্বেদ—১০।২।৭ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৬ কৃষ্ণযজুর্বেদ—১।১।৭।৫ ৭ কৃষ্ণযজুর্বেদ—২।২।১।৮
৮ শুক্ল যজুঃ—২।৯ ৯ নিরুক্ত—৮।১৪।৪ ১০ নিরুক্ত—৮।১৩।৩

দীপ্ত্যর্থক ত্বিষ্ ধাতু হইতে অথবা (৩) করণার্থক 'ত্বক্' ধাতু হইতে 'ত্বষ্টৃ' শব্দের নিষ্পত্তি; ত্বষ্টা ব্যাপ্তব্য বস্তু শীঘ্র ব্যাপ্ত করেন, ত্বষ্টা দীপ্তি পাইয়া থাকেন, ত্বষ্টা শুদ্ধ্যাদিক্রিয়া সম্পাদন করেন।"[১]

প্রদীপ্ত সর্বব্যাপ্ত অথবা সর্বশুদ্ধিকারক অগ্নিই যে ত্বষ্টা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঋগ্বেদের অপর একটি মন্ত্র থেকেও ত্বষ্টার অগ্নিস্বরূপত্ব সুপ্রকট হয়ে ওঠে।

আবিষ্ট্যো বর্ধতে চারুরাসু জিহ্মানামূর্ধ্বঃ স্বযশা উপস্থে।
উভে ত্বষ্টুর্বিভ্যতু র্জায়মানাৎ প্রতীচী সিংহং প্রতিজোষয়েতে ॥[২]

—কুটিল (মেঘের জলের) পার্শ্বদেশে যশস্বী (অগ্নি) ঊর্ধ্বে জ্বলিয়া শোভনীয় দীপ্তির সহিত প্রকাশ পাইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন, অগ্নি দীপ্তির সহিত উৎপন্ন হইলে উভয় (পৃথিবী) ভীত হয়েন এবং সেই সিংহের অভিমুখে আসিয়া তাঁহাকে সেবা করেন।[৩]

এই ঋক্‌টিকে নিরুক্তকারের ব্যাখ্যানুসারে বিশ্লেষণ করে পণ্ডিত অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "ত্বষ্টা জ্যোতি বিস্তার করেন, ত্বষ্টা চলনস্বভাব, ত্বষ্টা ঊর্ধ্বজ্বলন, ত্বষ্টা সমদর্শী,—কুটিলচেতা মনুষ্যগণের মধ্যেও বৈষম্যবোধ রহিত হইয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহে স্বস্থানে (কাষ্ঠমধ্যে) থাকিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে বর্ধিত দেখিয়া দ্যাবাপৃথিবী (অথবা অহোরাত্র অথবা অরণিদ্বয়) নিজ নিজ বিনাশাশংকায় ভীতি-গ্রস্ত হয় এবং অভিমুখে আসিয়া স্ব স্ব অধিকার অনুযায়ী উপকার সাধন পূর্বক পরিচারকরূপে তাঁহার সেবা করে। এই ঋকে ত্বষ্টা অগ্নি বলিয়াই প্রতীত হইতেছেন।"[৪]

শতপথ ব্রাহ্মণে ত্বষ্টা অগ্নিরূপে সমস্ত জগতের রূপকর্তা: তত এতৎ ত্বষ্টা পুনরাধেয়ং দদর্শ। তদাদধে তেনাগ্নেঃ প্রিয়ং ধামোপজগাম সোহস্মা উভয়ানি রূপাণি প্রতিনিঃসসজ যানি চ গ্রাম্যানি যানি চারণ্যানি তস্মাদাহুস্ত্বাষ্ট্রাণি বৈ রূপাণীতি ত্বষ্টুর্হ্যেব সর্বং রূপমুপ হ ত্বেবান্যাঃ প্রজাঃ যাবৎ সো যাবৎ স ইব তিষ্ঠন্তে ॥[৫]
—ত্বষ্টা আধেয় (যজ্ঞ সামগ্রী) দর্শন করলেন, তখন অগ্নি আধান করলেন, তার দ্বারা অগ্নির প্রিয়ধামে গমন করলেন। তিনি গ্রাম্য এবং আরণ্য উভয়রূপ সৃষ্টি করলেন। সেইজন্য বলা হয়, সকলরূপই ত্বষ্টাসম্বন্ধীয়, ত্বষ্টারই সকল রূপ, সকল প্রজা তাঁকে ব্যাপ্ত করেই বর্তমান আছেন।

১ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ২ ঋগ্বেদ—১।৯৫।৫ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ নিরুক্ত (ক. বি.)—পৃঃ ৯৭৭ ৫ শতপথ ব্রাহ্মণ—২।২।১।৪

বৃহদ্দেবতাও ত্বষ্টাকে অগ্নিরূপেই বর্ণনা করেছেন :

ত্বষ্টা তু যা সোঽয়মেব পার্থিবোঽগ্নিরিতি শ্রুতিঃ।
পার্থিবস্থাস্তু বর্চঃ স্যুঃ কস্তপৃক্ চার্তবেষু চ॥
ত্বিষিতঃ সুষ্টুতো বা স্যাৎ তূর্ণমশ্নুবতী বা।
কর্মসু ত্বরণাং বেত্তি তেন নাম্নৈতদশ্নুতে॥[১]

—শ্রুতি অনুসারে যিনি পার্থিব অগ্নি, তিনিই ত্বষ্টা, পার্থিব অগ্নির তেজ, ঋতুসমূহে যার প্রকাশ। ত্বিষিত (কিরণময়) সুষ্টুত (সম্যক্ স্তুত) অথবা শীঘ্র চতুর্দিক ব্যাপ্ত করে অথবা দ্রুত স্বকর্ম সম্পর্কে অবহিত হয়,— এইজন্য ত্বষ্টা নাম।

ত্বষ্টা পার্থিব অগ্নি হয়েও যখন ঋতু ও দিক্‌সমূহ ব্যাপ্ত করেন, তখন তিনি দ্যুলোকাগ্নি বা সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পড়েন।

সায়নাচার্য ১।২০।৬ ঋকের ভাষ্যে ত্বষ্টা সম্পর্কে বলেছেন "দেব সম্বন্ধী তক্ষণ ব্যাপারঃ"—দেবতাদের সম্বন্ধীয় শিল্পকর্ম (ছুতারের কাজ) এবং ১।৬১।৬ ঋকের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "ত্বষ্টা বিশ্বকর্মা।" ত্বষ্টা দেবশিল্পী হলেও বিশ্বকর্মার সঙ্গে তাঁর অভিন্নতা পৌরাণিক যুগে। বৈদিক ত্বষ্টা অগ্নি অথবা সূর্য; অন্যভাবে সূর্য ও অগ্নির সমবায়—সূর্যাগ্নিরূপী তেজশক্তি। তাই তিনি কখনও সূর্য, কখনও অগ্নি। বৃহদ্দেবতায় ত্বষ্টা দ্বাদশ বিষ্ণু বা দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম।[২] কৌশিক সূত্রে ত্বষ্টা ও সবিতা একই দেবতা। মহাভারত ও ভাগবতে ত্বষ্টা সবিতার মূর্ত্যন্তররূপে স্বীকৃত হয়েছেন।

বিভিন্ন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও ত্বষ্টাকে সূর্য বলে গ্রহণ করেছেন। "A Khun thought that he (Tvasta) meant the Sun. Hillebrandt holds Khun's earlier view that Tvasta represents the Sun to be probable. Ludwig regards him as a god of the year. Hardy also considers him a Solar deity."[৩]

অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেলও ও এই মতের সমর্থক। তিনি লিখেছেন, "It does not indeed seem unlikely that this god, in a pericd anterior to R. V. represents the creative aspect of the Sun's nature.

The cup of Tvastr has been explained as the bowl of the year or the nocturnal sky."[৪]

১ বৃহদ্দেবতা—১৫।১৬ ২ বৃহদ্দেবতা—৫।১৩০ ৩ Vedic Mythology
৪ Vedic Mythology

সূর্যাগ্নিরূপী ত্বষ্টা প্রকৃতই বিশ্বকর্মা—বিশ্বস্রষ্টা। শ্রীমদ্ভাগবতে ইন্দ্র কর্তৃক বিশ্বরূপ নিহত হলে বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা ইন্দ্রহত্যা কামনায় বৃত্রকে সৃষ্টি করেছিলেন যজ্ঞাগ্নি থেকে[১] এবং বিশ্বকর্মা দধীচির অস্থি দিয়ে বজ্র নির্মাণ করেছিলেন।

অথেন্দ্রো বজ্রমুদ্যম্য নির্মিতং বিশ্বকর্মণা।
মুনেঃ শক্তিভিরুৎসিক্তো ভগবত্তেজসান্বিতঃ॥[২]

এখানে ত্বষ্টা ও বিশ্বকর্মা পৃথক্ ব্যক্তি। কিন্তু মার্কণ্ডেয়পুরাণে (১০৬ অঃ) বিশ্বকর্মা ও ত্বষ্টা অভিন্ন। বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজ হ্রাস করে সহনক্ষম করেছিলেন।

তেজসঃ শাতনং চক্রে বিশ্বকর্মা শনৈঃ শনৈঃ।[৩]

মহাভারতে দেখা যায়, ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা সুন্দ-উপসুন্দ বধের নিমিত্ত সর্বসৌন্দর্য সমবায়ে তিলোত্তমা নির্মাণ করেছিলেন।

দৃষ্ট্বা চ বিশ্বকর্মাণং ব্যাদিদেশ পিতামহঃ।
সৃজ্যতাং প্রার্থনীয়েকা প্রমদেতি মহাতপাঃ॥
পিতামহং নমস্কৃত্য তদ্বাক্যমভিনন্দ্য চ।
নির্মমে যোষিতং দিব্যাং চিন্তয়িত্বা পুনঃ পুনঃ॥[৪]

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতেও ত্বষ্টা ও বিশ্বকর্মা অভিন্ন। আচার্য রায় যদিও ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্মাকে একটি নক্ষত্র বলেই সিদ্ধান্ত করেছেন, তথাপি তাঁর বক্তব্য থেকে ত্বষ্টাকে সূর্য বলে গ্রহণ করতেও অসুবিধা হয় না। তিনি লিখেছেন, "দক্ষিণায়ন আরম্ভ দিনে দিবা ১৪ ঘণ্টা, রাত্রি ১০ ঘণ্টা। মধ্যাহ্নকালে রবি খ-মধ্য হইতে মাত্র ৮° অংশ দক্ষিণে থাকেন। তখনও প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌কুল গ্রীষ্মতাপে অবসন্ন হইয়া পড়ে। বৃষ্টি হইলে তাহারা আবার জাগিয়া ওঠে। বৃক্ষলতাদিতে নূতন পল্লব উদ্গত হয়। তৃণশূন্য ভূমি তৃণাচ্ছাদিত হয়। অশ্ব গবাদি পশু তৃণ খাইয়া পুষ্ট হয়। কৃষিক্ষেত্রে শস্য জন্মিতে থাকে। তষ্টা এই সকল লক্ষণের কর্তা বিবেচিত হইয়াছেন। এই হেতু তিনি বিশ্বকর্মা।"[৫]

ত্বষ্টার এই বিবরণ বৃষ্টিদাতা রূপস্রষ্টা সূর্যের কথাই মনে পড়ায়। পুরাণে ত্বষ্টা দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম; তিনি ফাল্গুন মাসের আদিত্য—"ত্বষ্টা তপতি ফাল্গুনে।"[৬]

---

১ ভাগবত, ৬ষ্ঠ স্কন্ধ, ৯ম অঃ ২ ভাগবত—৬।১০।১৩ ৩ মার্কণ্ডপুরাণ—১০৬ অঃ
৪ মহাভারত, আদিপর্ব—২১১।১১-১২ ৫ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ১০৭
৬ স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড—১০১।৬৫

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ছুটি সূক্তে বিশ্বকর্মার স্তুতি আছে। বিশ্বকর্মা বিশ্বভুবনে যজ্ঞ করেন, তিনি হোতা, ঋষি, তিনি আমাদের পিতা—"য ইমা বিশ্বাভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ।"[১]

বিশ্বকর্মা বিশ্বচক্ষু ভূমি সৃষ্টি করেছেন, মহত্ত্বের দ্বারা আকাশকে বিস্তৃত করেছেন : "যতো ভূমিং জনয়ন্ বি দ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ।"[২]

তিনিই সহস্রশীর্ষা বিরাটপুরুষ—সর্বত্রই তাঁর মুখ, চক্ষু, বাহু ও পদ—আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা তিনি।

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখঃ বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ॥[৩]

—সেই এক প্রভু, তাঁহার সকল দিকে চক্ষু, সকল দিকে মুখ, সকল দিকে হস্ত, সকল দিকে পদ, ইনি দুই হস্তে এবং বিবিধ পক্ষ সঞ্চালনপূর্বক নির্মাণ করেন, তাহাতে বৃহৎ দ্যুলোক ও ভুলোক রচিত হয়।[৪]

তিনিই বাচস্পতি বা বাক্যের অধিপতি।[৫] তিনি নিজে বৃহৎ, তাঁর মন বৃহৎ, তিনি সব কিছুই নির্মাণ করেন, ধারণ করেন এবং দর্শন করেন।

বিশ্বকর্মা বিমনা আদ্বিহায়া ধাতা বিধাতা পরমোত সংদৃক্।[৬]

—বিশ্বকর্মা যিনি, তাঁহার মন বৃহৎ, তিনি নিজে বৃহৎ, তিনি নির্মাণ করেন, ধারণ করেন, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল অবেলোকন করেন।[৭]

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব তৎ সংপ্রশ্নং ভুবনা যাংত্যন্যা॥[৮]

—যিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন, অন্য তাবৎ ভুবনের লোক তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসাযুক্ত হয়।[৯]

তিনি জন্মরহিত অজ, জলের গর্ভে তিনিই বর্তমান ছিলেন, দেবগণ তাঁতেই মিলিত হন, তাঁরই নাভিতে বিশ্বভুবন বিরাজমান।

তমিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্তবিশ্বে॥
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ॥[১০]

---

১ ঋগ্বেদ—১০।৮১।২ ২ ঋগ্বেদ—১০।৮১।২ ৩ ঋগ্বেদ—১০।৮১।৩
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১০।৮১।৭ ৬ ঐ —১০।৮২।২
৭ ঐ —রমেশচন্দ্র দত্ত ৮ ঐ —১০।৮২।৩ ৯ অনুঃ—তদেব ১০ ঋগ্বেদ—১০।৮২।৬

এই বর্ণনায় বিশ্বকর্মা সর্বদ্রষ্টা সর্বনিয়ন্তা এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ব্রহ্ম। কৃষ্ণযজুর্বেদেও বিশ্বকর্মাকে একই রূপে দেখতে পাই :

যদী ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্মা বিদ্যামৌর্ণোন্মহিনাবিশ্বচক্ষাঃ ॥[১]

—বিশ্বচক্ষু অর্থাৎ সর্বদ্রষ্টা বিশ্বকর্মা ভূমি নির্মাণ করে স্বকীয় মহিমা (তেজ) দ্বারা ভূলোক এবং দ্যুলোক আচ্ছাদিত করেছিলেন।

অথর্ববেদে বিশ্বকর্মা ইন্দ্র এবং সূর্যের উপরে :

ত্বমিন্দ্রাভিভূরসি ত্বং সূর্যমরোচয়ঃ
বিশ্বকর্মা বিশ্বদেবো মহাঁ অসি।[২]

—বিশ্বকর্মা বিশ্বদেব, তুমি মহান্, তুমি ইন্দ্রকে অভিভূত করেছ, তুমি সূর্যকে প্রকাশিত করেছ।

বিশ্বকর্মার এই বিবরণ যদিও সর্বানিয়ন্তা এক মহান্ ঈশ্বরের প্রতীতি জন্মায়, তথাপি ইনি যে সূর্যরূপী সর্বব্যাপী সর্বস্রষ্টা তাতেও সন্দেহের অবকাশ নেই। যাস্ক বলেছেন, "বিশ্বকর্মা সর্বস্য কর্তা।" ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস বলেছেন যে ঋগ্বেদের বিরাট পুরুষই বিশ্বকর্মা। "The Purusa or the Supreme Divine Being was also named Visvakarman or the creator."[৩]

শুক্ল যজুর্বেদে বিশ্বকর্মাকে দক্ষিণা বলা হয়েছে।[৪] দক্ষিণ শব্দের অর্থ প্রসন্ন। ঋষি বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বকর্মার প্রসন্নতা কামনা করেছেন। যজ্ঞাগ্নির একটি নাম দক্ষিণাগ্নি। আচার্য মহীধরের ভাষ্যে দক্ষিণা বিশ্বকর্মা বায়ু। তিনি লিখেছেন, "বিশ্বং করোতি সর্বং সৃজতীতি বিশ্বকর্মা বায়ুরয়ং দক্ষিণা, দক্ষিণস্যাং দিশি আর্যাবর্তাৎ ভূয়ো বাতি।"

—সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি করেন বলেই বিশ্বকর্মা বায়ু আর্যাবর্তের দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত হন।

বায়ুকে বিশ্বের নিয়ন্তা হিসাবে স্বীকার করলেও বায়ু যে সূর্যাগ্নিরই সৃষ্টি অথবা রূপভেদ অথবা সূর্যাগ্নি নিয়ন্ত্রিত তাতে সংশয় নেই। ঋগ্বেদের একটি ঋকে স্পষ্টভাবে বিশ্বকর্মাকে সবিতা বলা হয়েছে।

বিভ্রাজজ্যোতিষা স্বরগচ্ছো রোচনং দিবঃ।
যেনেমা বিশ্বা ভুবনান্যাভৃতা বিশ্বকর্মনা বিশ্বদেব্যাবতা ॥[৫]

---

১ কৃষ্ণ যজুর্বেদ—৪।৪।৬।২ ২ অথর্ববেদ—২০।৫।৬২ ৩ Rgvedic Culture—page 479

৪ শুক্ল যজুর্বেদ—১৩।৫৫ ৫ ঋগ্বেদ—১০।১৭০।৪

—হে সূর্য, তুমি জ্যোতির দ্বারা শোভমান হয়ে দ্যুলোকে প্রকাশিত হও, স্বর্লোকে গমন কর, সকল কর্ম সম্পাদক (বিশ্বকর্মা) সকল দেবযজ্ঞকারী তোমার তেজে বিশ্বভুবন অধিষ্ঠিত।

বিশ্বকর্মা যে মূলতঃ সূর্য, একথা দেশী-বিদেশী অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করেন। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল লিখেছেন, "It seems likely that the word was at-first attached as an epithet chiefly to the Sun god, but in later Rigvedic period became one of the almost synonymous names given to one god."[১]

আর একজন পণ্ডিত লিখেছেন, "This name seems to have been originally an epithet of any powerful god, as of Indra and Surya, but in course of time it came to designate a personification of the creative power. In this character Visvakarman was the great architect of the Universe....

In the Epic and Puranic period Visvakarman is invested with the powers and offices of the Vedic Tvastr and is sometimes so called. He is not only the great architect, but the general artificer of the gods and maker of their weapons."[২]

এই মন্তব্যে বিশ্বকর্মার স্বরূপ ও রূপবিবর্তনের যে সত্য বিশ্লেষিত হয়েছে তাকে অযৌক্তিক বলা চলে না। বেদে ত্বষ্টা ও বিশ্বকর্মা স্বতন্ত্র দেবতা হিসাবে স্বতন্ত্র গুণকর্মের অধিকারী হলেও মূলতঃ এবং স্বরূপতঃ সূর্যাগ্নি হওয়ায় একই দেবতা। পরে পৌরাণিক যুগে একই দেবতার দু'টি পৃথক্ গুণ বা পৃথক্ কর্ম একত্রিত হয়ে এক দেবতায় পরিণত হয়েছেন।

সূর্যের যেমন সপ্তরশ্মি, বিশ্বকর্মারও সপ্তরশ্মি। "যত্রা সপ্তঋষীন্ পর একমাহুঃ।"[৩]

এই ঋক্‌মন্ত্রটির ভাষ্য প্রসংগে যাস্ক লিখেছেন, "যত্রৈতানি সপ্ত ঋষণানি জ্যোতীংষি তেভ্যঃ পর আদিত্যঃ তত্র্যেতশ্মিন্নেকং ভবন্তি।" যাস্কের মতে ঋষি শব্দের অর্থ জ্যোতি বা রশ্মি। সুতরাং যাস্কের মতানুসারে এই মন্ত্রাংশটির অর্থ : বিশ্বকর্মার সপ্তরশ্মি, তাদের অধিদেবতা আদিত্য এক হয়ে (আদিত্যমণ্ডলে) অবস্থান করেন।

---

১ Vedic Mythology

২ Classical Dictionary of Hindu Mythology—John Dowson, page 70

৩ ঋগ্বেদ—১০।৮২।২, শুক্লযজুর্বেদ—১৭।২৬

বৃহদ্দেবতার মতে বিশ্বকর্মা বর্ষাকালীন সূর্য :

নিদাঘমাসাতিগমে যদৃতে নাবতি ক্ষিতিম্।
বিশ্বস্য জনয়ন্ কর্ম বিশ্বকর্মৈষ তেন সঃ॥[১]

—গ্রীষ্মমাস অতিক্রান্ত হলে যিনি ছাড়া পৃথিবী রক্ষিত হয় না, যিনি বিশ্বের কর্ম (কৃষিকর্ম) সৃষ্টি করেন, তাঁকেই বিশ্বকর্মা বলা হয়।

এইজন্যই কি বর্ষাপগমে বিশ্বকর্মা পূজার আয়োজন ভাদ্র সংক্রান্তিতে হয়ে থাকে? লক্ষণীয় এই যে ইন্দ্রপূজা বা ইন্দ্রধ্বজপূজাও ভাদ্রমাসেই বিহিত। বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র। বিশ্বকর্মাও বর্ষার দেবতা। সেইজন্য সম্ভবতঃ ইন্দ্রের বাহন হস্তী—ঐরাবত (মূলতঃ হস্তীসদৃশ মেঘ) বিশ্বকর্মারও বাহনরূপে কল্পিত হয়েছে। কূর্মপুরাণে সূর্যের সপ্তরশ্মির অন্যতম বিশ্বকর্মা।[২]

বিশ্বকর্মা স্বরূপতঃ সূর্যাগ্নি তথা ইন্দ্র বা ত্বষ্টার থেকে ভিন্ন নন। বৈদিক বিশ্বকর্মা সর্বনিয়ন্তা সূর্যাগ্নিরূপী চিৎশক্তি হলেও মহাকাব্যে-পুরাণে তিনি ত্বষ্টার সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়ে দেবতাদের শিল্পীতে পরিণত হয়েছেন। বিশ্বকর্মা কেবল দেব-শিল্পীই নন, ইনি দেবতাদের অস্ত্র, নগর প্রভৃতিও নির্মাণ করেন। তিনি সূর্যের যে তেজ কর্তিত করেছিলেন তার দ্বারা বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, যমের দণ্ড, কুবেরের শিবিকা, কার্তিকেয়ের শক্তি এবং অন্যান্য দেবতাদের অস্ত্র নির্মাণ করেছিলেন :

শাতিতঞ্চাস্য যৎ তেজস্তেন চক্রং বিনির্মিতম্॥
বিষ্ণোঃ শূলঞ্চ শর্বস্য শিবিকা ধনদস্য চ।
দণ্ডঃ প্রেতপতেঃ শক্তির্দেবসেনাপতে স্তথা॥
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানামায়ুধানি স বিশ্বভৃৎ।
চকার তেজসা ভানোর্ভাস্বরাণ্যরিশান্তয়ে॥[৩]
ত্বষ্টা তু তেজসা তেন বিষ্ণোশ্চক্রমকল্পয়ৎ।[৪]

বিশ্বকর্মা যে নিখিল-বিশ্বব্যাপী সূর্যাগ্নি তার স্পষ্ট উল্লেখ পাই কৃষ্ণযজুর্বেদে,—
"সা বিশ্বায়ুঃ সা বিশ্বব্যচাঃ সা বিশকর্মা।"[৫]

—সেই দেবতা বিশ্বায়ু অর্থাৎ নিখিল বিশ্বের জীবনস্বরূপ, সেই দেবতা বিশ্বব্যচাঃ অর্থাৎ নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এবং সেই দেবতা বিশ্বকর্মা অর্থাৎ সকল কর্মের মূলীভূত।[৬] তিনিই বিশ্বের স্রষ্টা, সর্বদ্রষ্টা বাচস্পতি।

---

১ বৃহৎসংহিতা—২।৫১ ২ কূর্মপুরাণ, পূর্বভাগ—৪১।৩ ৩ মার্কণ্ডেয়পুরাণ—১০৮ অঃ
৪ হরিবংশ, খিলহরিবংশ পর্ব—১০।৩২ ৫ কৃষ্ণযজুর্বেদ—১।১।৫ ৬ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী

সূর্যাগ্নির মতই তাঁর তিনটি ধাম—একটি পরম ব্যোমে, একটি অন্তরীক্ষে ও একটি পৃথিবীতে।

"যা তে ধামানি পরমাণি যাঽবমা যা মধ্যমা
বিশ্বকর্মন্নুতেমা শিক্ষা সখিভ্যো হবিষি সধাবঃ …
বাচস্পতিং বিশ্বকর্মাণমূতয়ে মনোযুজং বাজে অদ্যা হুবেম।"[১]

—হে বিশ্বকর্মা, তোমার যে শ্রেষ্ঠ দিব্যস্থান, তোমার যে অপর স্থান (পৃথিবী), তোমার যে মধ্যস্থান (অন্তরীক্ষ) আছে, তা তুমি তোমার মিত্রদের (যজ্ঞকর্তাদের) উপদেশ দাও। বাচস্পতি (মন্ত্রের পালক), মনের প্রেরণাদাতা বিশ্বকর্মাকে আমরা রক্ষার নিমিত্ত হবি প্রদান করি।

শতপথ ব্রাহ্মণে সুস্পষ্টভাবে বিশ্বকর্মাকে অগ্নিরূপে উল্লেখ করে অগ্নিরূপী বিশ্বকর্মার নিকট প্রার্থনা জানানো হয়েছে: "বিশ্বকর্মং স্তনূপা অসি মা মোদোষিষ্টং মা মা হিংসিষ্টমেষ বাং লোক ইত্যাদগু্ভেজত্যন্তরা বা এতদাহবনীয়ং গার্হপত্যং চাস্তে।"[২]

—হে বিশ্বকর্মা, তুমি আমাদের দেহরক্ষাকর্তা। আমদের অনিষ্ট কোরো না, হিংসা কোরো না। আহবনীয় ও গার্হপত্য নামে যে অগ্নি (তোমার স্বরূপ) তাদের দ্বারা আমাদের দেহাদি বিনষ্ট কোরো না, হিংসা কোরো না।

পুরাণের বিশ্বকর্মা শুধু ত্বষ্টারূপী শিল্পী (কর্মকার বা সূত্রধর) নন, তিনি শ্রেষ্ঠ স্থপতি–বাস্তুকার। রামায়ণ থেকে জানা যায় যে বিশ্বকর্মা লংকাপুরী নির্মাণ করেছিলেন।

লংকা নাম পুরী রম্যা নির্মিতা বিশ্বকর্মণা।
রাক্ষসানাং নিবাসার্থং যথেন্দ্রস্যামরাবতী ॥[৩]

রামায়ণ পাঠে আরও জানা যায় যে বিশ্বকর্মার পুত্র নল নামক বানর পিতার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে সমুদ্রের উপরে সেতু বন্ধন করেছিলেন। সমুদ্র রামচন্দ্রকে বলেছিলেন:

অয়ং সৌম্য নলো নাম তনয়ো বিশ্বকর্মণঃ।
পিত্রা দত্তবরঃ শ্রীমান্ প্রীতিমান্ বিশ্বকর্মণা ॥
এষ সেতুং মহোৎসাহঃ করোতু ময়ি বানরঃ।
তমহং ধারয়িষ্যামি যথা হ্যেষ পিতা তথা ॥[৪]

---

১ কৃষ্ণযজুর্বেদ—৪।৪।৬।২ ২ শতপথ ব্রাহ্মণ—১।৫।১ ৩ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—৩।২৩
৪ রামায়ণ, লংকাকাণ্ড—২২।৪১-৪২

—এই সৌম্য বিশ্বকর্মার পুত্র সৌভাগ্যবান ও প্রীতিমান্। পিতা বিশ্বকর্মা তাঁকে বর দিয়েছেন। এই মহোৎসাহ বানর আমার উপরে সেতু নির্মাণ করুন। তাঁকে আমি পিতার মত ধারণ করবো।

রামায়ণে সসৈন্য ভরতের আপ্যায়নের জন্য ভরদ্বাজ মুনি বিশ্বকর্মাকে দিয়ে গৃহনির্মাণ করিয়েছিলেন।[১]

হরিবংশ (৫৮ অঃ) অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে বিশ্বকর্মা দ্বারকাপুরী নির্মাণ করেছিলেন।

বিশ্বকর্মা চ তাং কৃত্বা পুরীং শক্রপুরীমিব।
জগাম ত্রিদিবং দেবো গোবিন্দেনাভিপূজিতঃ ॥[২]

—বিশ্বকর্মা ইন্দ্রপুরীর মত সেই দ্বারকাপুরী নির্মাণ করে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সম্বর্ধিত হয়ে স্বর্গে গমন করেছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে বিশ্বকর্মা দেবতাদের বিমান ও ভূষণ নির্মাতা—মানুষের শিল্পকর্মের আদি কর্তা।

কর্তা শিল্প সহস্রাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বর্ধকিঃ।
ভূষণনাঞ্চ সর্বেষাং কর্তা শিল্পবতাং বরঃ ॥
য সর্বেষাং বিমানানি দেবতানাং চকার হ।
মনুষ্যাশ্চোপজীবন্তি যস্য শিল্পং মহাত্মনঃ ॥[৩]

—বিশ্বকর্মা শিল্প সহস্রের কর্তা, দেবগণের সূত্রধর, সকল অলংকারের নির্মাতা, তিনি দেবগণের সকল বিমান নির্মাণ করেছেন এবং সেই মহাত্মার শিল্প-কর্ম অদ্যাপি মনুষ্যের উপজীবিকা।

মহাভারত অনুসারে বিশ্বকর্মা বিশ্বস্রষ্টা, স্বর্গেরও স্রষ্টা, সহস্রশিল্পের আবিষ্কর্তা—সর্বপ্রকার কারুশিল্পের জনক।

মৎস্যপুরাণের মতে বিশ্বকর্মা অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাসের পুত্র[৪] এবং বিষ্ণুপুরাণে তিনি প্রভাসের ঔরসজাত এবং বৃহস্পতির ভগিনী বরস্ত্রীর গর্ভজাত।

প্রভাসস্য তু সা ভার্যা বসুনামষ্টমস্য চ।
বিশ্বকর্মা মহাভাগ তস্যাং যজ্ঞে প্রজাপতিঃ ॥[৫]

---

১ রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড—৯১ ২ খিলহরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—৫৮।৫৬
৩ বিষ্ণুপুরাণ, পূর্বাংশ—১৫।১২০-২১ ৪ মৎস্যপুঃ—৫।২৭
৫ ঐ —১৫।১১৯

এখানে বিশ্বকর্মাই প্রজাপতি। বিষ্ণুপুরাণে প্রজাপতি বিশ্বকর্মার চারিপুত্র —অজৈকপাৎ, অহির্বুধ্ন্য, ত্বষ্টা ও রুদ্র।[১]

হরিবংশে বিশ্বকর্মা প্রজাপতির পুত্র :

শিল্পিমুখ্যস্তু দেবানাং প্রজাপতিসুতঃ প্রভুঃ ॥[২]

মানবজাতির মত দেবগণের পিতৃত্ব, মাতৃত্ব এবং পুত্রত্ব নিরূপণ সহজসাধ্য নয়—দুঃসাধ্য বলেই বোধ হয়। কোন দেবতাকে কখন কার পিতামাতা অথবা পুত্র এমন কি ভগিনীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। একই দেবতার পিতৃত্ব-মাতৃত্ব ভিন্ন স্থানে ভিন্নরূপ। এমন কি পিতা-পুত্র, মাতা-পুত্র প্রভৃতি সম্পর্কের বৈপরীত্যও ঘটেছে। এমন ঘটনা ঋগ্বেদেই আছে। আসলে সকল দেবতা মূলতঃ এক হওয়ায় তাঁদের পিতৃত্ব পুত্রত্ব প্রভৃতি আরোপিত ধর্মমাত্র। সুতরাং বিশ্বকর্মা অষ্টমবসুর পুত্র এবং প্রজাপতির পুত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং প্রজাপতি এবং প্রজাপতি ত্বষ্টাও তাঁর পুত্র। প্রকৃতপক্ষে যিনি ত্বষ্টা তিনিই বিশ্বকর্মা,—তিনিই প্রজাপতি।

মহাভারতে ও দেবী ভাগবতে ত্বষ্টা ও প্রজাপতি অভিন্ন।

ত্বষ্টা প্রজাপতির্হ্যাসীদ্দেবশ্রেষ্ঠো মহাতপাঃ ॥[৩]

ঋগ্বেদে ত্বষ্টা ও বিশ্বকর্মা থেকে প্রজাপতি পৃথকভাবে বর্ণিত হলেও তাঁরা একই। ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাসের মতে ঋগ্বেদের বিরাট পুরুষ, বিশ্বকর্মা ও প্রজাপতি একই দেবতা। "The conception of the Puruṣa or the Giant Divine Being, who is counterminous with and even greater than the universe, from whose body, the whole creation including the Devas Sprang, is essencially pantheistic and was probably an old conception like that of Prajāpati, Visvakarmā and Paramātmā."[৪]

একটি ঋকে প্রজাপতি বিশ্বস্রষ্টারূপেই বর্ণিত হয়েছেন :

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব।

যৎ কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥[৫]

—হে প্রজাপতি, তুমি ভিন্ন আর কেহ এই সমস্ত উৎপন্ন বস্তুকে আয়ত্ত

১ বিষ্ণুপুঃ—১৫।১২২ ২ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—৫৮।২০

৩ মহাভারত, উদ্যোগপর্ব—৯।৩, দেবীভাগবত—৬।১।২৯

৪ Rgveddic Calture—page 478 ৫ ঋগ্বেদ—১০।১২১।১০

করিয়া রাখিতে পারে নাই। যে কামনাতে আমরা তোমায় হোম করিতেছি, তাহা যেন আমাদিগের সিদ্ধ হয়, আমরা যেন ধনের অধিপতি হই।[১]

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলান্তর্গত হিরণ্যগর্ভ নামক সূক্তটির (১২১ সূক্ত প্রতি ঋকের শেষে গানের ধুয়ার মত উল্লিখিত হয়েছে: "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" – কোন্ দেবতাকে (অথবা প্রজাপতি দেবতাকে) হবিষায় অর্চনা করবো।

সায়নাচার্য 'ক' শব্দের অর্থ করেছেন প্রজাপতি। সায়নকৃত ভাষ্য স্বীকার করলে প্রজাপতি ও হিরণ্যগর্ভ অভিন্ন। হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টির আদিতে বর্তমান ছিলেন। তিনিই দিয়েছেন জীবের আত্মা, বল, মৃত্যু। কৃষ্ণযজুর্বেদও বলেছেন যে 'ক' শব্দে প্রজাপতিকে বোঝায়—"প্রজাপতির্বৈ কঃ।"[২]

যাস্ক বলেছেন, "প্রজাপতিঃ প্রজানাং পাতা, পালয়িতা বা।" যিনি হিরণ্যগর্ভ তিনিই প্রজাপতি বিশ্বকর্মা। হিরণ্যগর্ভ শব্দের অর্থ যাঁর গর্ভ বা অভ্যন্তরভাগ হিরন্ময়। তিনি কে? তিনি সূর্য। ঋগ্বেদে হিরণ্যগর্ভ স্তুতিতে হিরণ্যগর্ভের যে বিবরণ পাই, তাতে তাঁর স্বরূপ অস্পষ্ট নয়। সৃষ্টির পূর্বে হিরণ্যগর্ভ বিদ্যমান ছিলেন, তিনি জন্মমাত্রেই সর্বভূতের অধীশ্বর হয়েছিলেন, তিনি আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করেছিলেন, তিনি জীবকে আত্মা দিয়েছেন, বল দিয়েছেন, মৃত্যু এবং অমৃত তাঁরই অধীন, পৃথিবী তাঁরই সৃষ্টি, পৃথিবীকে তিনি স্থির করেছেন, পর্বতকুল তাঁরই ইচ্ছায় সৃষ্ট।[৩] হিরণ্যগর্ভ সূক্তে বর্ণিত গুণাবলী সূর্য, ইন্দ্র এবং অগ্নিতে বিদ্যমান। সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র ও হিরণ্যগর্ভ একই বস্তু, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে সূর্যকে প্রজাপতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে:

"দিবো ধর্তা ভুবনস্য প্রজাপতিঃ পিশংগ দ্রাপিং
প্রতিমুঞ্চতে কবিঃ।"[৪]

—দ্যুলোক এবং সমস্ত লোকের ধারক প্রজাপতি (সবিতা দেব) পিশঙ্গ পরিচ্ছদ (হিরন্ময় কবচ – সায়ন পরিধান করেন।"[৫]

হিরণ্যগর্ভ সম্পর্কে একজন পণ্ডিত লিখেছেন, "The golden germ is the sun according to some, fire according to others. The sun is once glorified under the name of 'golden embryo' as the great power of the universe, from which all other powers and existences,

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ কৃষ্ণযজুর্বেদ—১।১।৭।৬ ৩ ঋগ্বেদ—১০।১২১
৪ ঋগ্বেদ—৪।৫৩।২ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

divine and earthly are derived, a conception which is the nearest approach to the later mystical conception of Brahmā, the creator of the universe."[১]

ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রজাপতি দেবগণের পিতা।[২] আদিতে তিনিই একমাত্র ছিলেন।[৩] আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রে প্রজাপতির অপর নাম ব্রহ্মা। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেছেন, "প্রজাপতির্বা ইদমগ্র এক এবাস। স ঐক্ষত কথং নু প্রজায়েয়েতি, সোঽশ্রাম্যৎ, স তপোঽতপ্যত, সোঽগ্নিমেব মুখাজ্জনয়াঞ্চক্রে··· ।"[৪]

সৃষ্টির অগ্রে প্রজাপতি একাই ছিলেন। তিনি চিন্তা করলেন, আমি কেমন করে প্রজা সৃষ্টি করবো? তিনি শ্রম করলেন, তিনি তপস্যা করলেন, তিনি মুখ থেকে অগ্নি সৃষ্টি করলেন।

অন্যত্র আছে, "প্রজাপতির্বা ইদমেক আসীৎ। সোঽকাময়ত প্রজাঃ পশূন্‌ৎসৃজেয়েতি স আত্মনো বপামুদক্খিদত্তামগ্নৌ প্রাগৃহ্ণাত্ততোঽসৃজন্ত··· ।"[৫] —প্রজাপতি একাই ছিলেন। তিনি স্থির করলেন, প্রজা সৃষ্টি করবেন। তিনি নিজের বপা (চর্বি) ছিন্ন করে অগ্নিতে প্রদান করলেন, তা থেকে প্রজা সৃষ্টি হোল।

প্রজাপতিরকাময়ত প্রজাঃ সৃজয়েতি স তপোঽতপ্যত, স সর্পানসৃজত সোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজয়েতি, স দ্বিতীয়মতপ্যত, স বয়াংস্যসৃজত সোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজয়েতি স তৃতীয়মতপ্যত স এতং দীক্ষিতবাদমপশ্যত্তমবদত্ততো বৈ স প্রজা অসৃজত।[৬]

—প্রজাপতি প্রজা কামনা করলেন, তিনি তপস্যা করলেন, সর্পগণকে সৃষ্টি করলেন, তিনি দ্বিতীয়বার তপস্যায় রত হলেন। তিনি পক্ষী সৃষ্টি করলেন, তিনি প্রজা সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করলেন, তিনি তৃতীয়বার তপস্যা করলেন। তিনি দীক্ষিতবাদ (যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির নিয়মাচরণ) দর্শন করলেন, তৎপরে প্রজা সৃষ্টি করলেন।

প্রজাপতির্বা ইদমগ্র এক এবাস। স ঐক্ষত কথং নু প্রজায়েয়েতি, সোঽশ্রাম্যৎ স তপোঽতপ্যত স প্রজা অসৃজত। তা অস্য প্রজাঃ সৃষ্টাঃ পরাবভূবু স্তানীমানি বয়াংসি পুরুষো বৈ প্রজাপতের্নেদিষ্টং দ্বিপাদা অয়ং পুরুষস্তস্মাদ্ দ্বিপাদো বয়াংসি।[৭]

---

১ Vedic Selections, vol. II, C. U.

২ শতপথ ব্রাঃ—১১।১।৬।১৪, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ—৮।১।৩।৪ ৩ শতপথ ব্রাহ্মণ—১২।৪।১

৪ শতপথ ব্রাহ্মণ—২।২।১ ৫ কৃষ্ণযজুর্বেদ—২।২।১।১ ৬ কৃষ্ণযজুর্বেদ—৩।৩।১।১

৭ শতপথ ব্রাহ্মণ—২।৪।৪

—প্রজাপতি অগ্রে ছিলেন। তিনি চিন্তা করলেন, কিভাবে প্রজা সৃষ্টি করবো। তিনি শ্রম করলেন, তিনি তপস্যা করলেন, তিনি প্রজা সৃষ্টি করলেন, তাঁর এই প্রজাগণ পরাভূত হোল। এই পক্ষিগণ সৃষ্ট হোল, প্রজাপতি পুরুষ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, সেইজন্ত পুরুষ দ্বিপাদ, পক্ষীও দ্বিপাদ।

সৃষ্টির আদিতে বর্তমান, সকল প্রজার স্রষ্টা ব্রহ্মরূপী। ইনি সূর্যাগ্নিরূপী। সকল জীবের স্রষ্টা, বিশ্বের আদিভূত যিনি, তিনিই প্রজাপতি বিশ্বকর্মা।

প্রজাপতির্বিশ্বকর্মা।[১]

প্রজাপতির্বিশ্বকর্মা, মন গন্ধর্ব তাঃ ঋক্‌সাম ইষ্টরূপী অপ্‌সর।[২]

সূর্য এবং অগ্নি এক হয়েও যেমন ভিন্ন, তেমনি প্রজাপতি ও বিশ্বকর্মা অভিন্ন হয়ে পৃথক্। কৃষ্ণযজুর্বেদে বিষয়টি মনোজ্ঞ ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। "আপো হ ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ। স এতাং প্রজাপতিঃ প্রথমাং চিতিমপশ্যত্তমুপাধত্ত তদিয়মভবত্তং বিশ্বকর্মাঽব্রবীদুপ ত্বাঽয়ানীতি নেহ লোকোঽস্তীতি অব্রবীৎ স এতাং দ্বিতীয়াং চিতিমপশ্যত্তামুপাধত্ত তদন্তরিক্ষমভবৎ।[৩]

—প্রথমে সবই জলময় ছিল, প্রজাপতি প্রথমে নিজের আধার সৃষ্টি করলেন, এই আধার ভূমি। বিশ্বকর্মা প্রজাপতিকে বললেন আমি তোমার কাছেই থাকবো, প্রজাপতি বললেন ভূমিতে স্থান নেই, তিনি দ্বিতীয় আধার নির্মাণ করলেন, এই দ্বিতীয় আধার অন্তরীক্ষ।

এখানে প্রজাপতি পার্থিবাগ্নি এবং বিশ্বকর্মা দ্যুলোকাগ্নি অর্থাৎ সূর্য। কৃষ্ণযজুর্বেদের আর একটি মন্ত্রেও প্রজাপতি বিশ্বকর্মার সূর্যাত্মকত্ব স্পষ্ট।

বিশ্বৈর্দেবৈ ঋতুভিঃ সম্বিদানঃ প্রজাপতির্বিশ্বকর্মা বিমুঞ্চতু।"[৪] —বিশ্বদেব ঋতুগণের সহিত একত্রিত হয়ে প্রজাপতি বিশ্বকর্মা (জল) মুক্ত করুন।

ঋতু সমূহই বিশ্বদেব। ঋতুকর্তা কে? সূর্য বা সূর্যরশ্মি। সুতরাং বিশ্বদেবের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে শতপথ ব্রাহ্মণ বলছেন,

"বিশ্বেদেবা রশ্ময়ঃ যোঽথ যৎপরং ভাঃ
প্রজাপতির্বা স ইন্দ্রো বৈ তদ্ধ হ বৈ বিশ্বে দেবা…।"[৫]

—বিশ্বেদেব রশ্মিসমূহ, শ্রেষ্ঠ যে জ্যোতি (সূর্য) তিনিই প্রজাপতি, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই বিশ্বদেব…।

---

১ কৃষ্ণযজুর্বেদ—৩।৩৪।৭ ২ শুক্লযজুর্বেদ—২৮।৪৩ ৩ কৃষ্ণযজুর্বেদ—৫।৬।৭।৪
৪ কৃষ্ণযজুর্বেদ—৪।৪।২।৫ ৫ শতপথ ব্রাহ্মণ—২।২।৩।১

শতপথ ব্রাহ্মণ মতে প্রজাপতি ও ইন্দ্র একই দেবতা। বৃহদ্দেবতার মতে মধ্যভাগস্থিত (অন্তরীক্ষস্থিত) সূর্যই ইন্দ্র।[১] সূর্যের অপর মূর্তি যজ্ঞ বা যজ্ঞাগ্নিও প্রজাপতি। যজ্ঞরূপী প্রজাপতির দুই স্তন দুটি সামমন্ত্র।

"প্রজাপতের্বা এতৌ স্তনৌ যদ্ ঘৃতশ্চন্নিধনশ্চ মধুশ্চন্নিধনশ্চ যজ্ঞো বৈ প্রজাপতি স্তমেতাভ্যাং দুগ্ধে যং কামং কাময়তে তং দুগ্ধে।"[২]

—ঘৃতশ্চন্নিধন ও মধুশ্চন্নিধন নামে সামমন্ত্রদ্বয় প্রজাপতির দুই স্তন। যজ্ঞই প্রজাপতি। যজ্ঞরূপী প্রজাপতির এই দুই স্তন থেকে যে যে কাম্যবস্তু কামনা করা যায় সেই সেই দোহন করা যায়।

যিনি স্বয়ং যজ্ঞাধিপতি সেই প্রজাপতি স্বয়ং যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁরই নাম দক্ষ। তাই প্রজাপতির অনুষ্ঠিত যজ্ঞের নাম দাক্ষায়ন যজ্ঞ।

প্রজাপতি র্হ বা এতেনাগ্রেণ যজ্ঞেনেজে।...

স বৈ দক্ষো নাম। তদ্ যদেতেন

সোঽগ্রেঽযজত তস্মাদ্দাক্ষায়ণ যজ্ঞো নাম ...।[৩]

—প্রজাপতি অগ্রে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তিনিই দক্ষনামে পরিচিত। সেইজন্য যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রথমে করেছিলেন, সেই যজ্ঞ দাক্ষায়ণ যজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ।

শতপথ ব্রাহ্মণের এই মন্ত্রটি পৌরাণিক দক্ষযজ্ঞ কাহিনীর মূলে। পুরাণে দক্ষ একজন প্রজাপতি। সূর্যরূপী প্রজাপতি সৃষ্টিযজ্ঞে সুনিপুণ, সুতরাং দক্ষ। তাঁর সৃষ্টিযজ্ঞ অহরহ চলেছে। বিষ্ণুপুরাণানুসারে বিশ্বকর্মাই প্রজাপতি।[৪]

পুরাণাদিতে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি বিশ্বকর্মা পৃথক্ পৃথক্ আকার লাভ করেছেন। সৃষ্টিকর্তা বিশ্বকর্মা দেবশিল্পীরূপে ত্বষ্টার সঙ্গে অভিন্ন হয়েছেন, আর প্রজাপতি হয়েছেন ব্রহ্মা অগ্নির সঙ্গে একাত্ম হয়ে। ত্বষ্টা যেখানে বর্তমান আছেন পৃথক্ অস্তিত্ব নিয়ে, সেখানে তিনি ত্রিশিরার জনক বৃত্রাসুরের স্রষ্টা। তাঁর অন্য পরিচয় বিলুপ্ত। অতঃপর মানবজাতির আদি পুরুষ মনু ও প্রজাপতি নামে খ্যাত হয়েছেন এবং ব্রহ্মার মানসপুত্র দশজন ঋষি ও প্রজাপতি নামে আখ্যাত হয়েছেন। "প্রজাপতি জীবসমূহের স্রষ্টা, জন্মদাতা ও পূর্বপুরুষ। বেদে ইন্দ্র সাবিত্রী, সোম, হিরণ্যগর্ভ ও অন্যান্য দেবতাকে প্রজাপতি বলা হয়। মনুসংহিতায় ব্রহ্মাকেই

১ বৃহদ্দেবতা—২।৩১
২ তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ—১৩।১১।১৯
৩ শতপথ ব্রাহ্মণ—২।৪।৪
৪ বিষ্ণুপুরাণ, পূর্বাংশ—১৫।১১৯

এই উপাধি দেওয়া হয়েছে। কারণ তিনিই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এবং পৃথিবীরক্ষক। ব্রহ্মার পুত্র বলে এবং দশজন ঋষির সৃষ্টিকর্তা বলে স্বায়ম্ভুব মনুকেও প্রজাপতি বলা হয়েছে। এই ঋষিরা ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং এই মানসপুত্র হতেই মানবের সৃষ্টি। সেইজন্য এই দশজন ঋষিকেই সর্বত্র প্রজাপতি বলা হয়েছে। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ ও প্রচেতা বা দক্ষ, ভৃগু ও নারদ। এই সাতজন সপ্তর্ষিই প্রজাপতি।"[১]

ত্বষ্টা, প্রজাপতি ও বিশ্বকর্মা পৃথক্ পৃথক্ রূপে বেদে উপাসিত হলেও এই তিন দেবতা যে একই সৃষ্টিকর্তা সে বিষয়ে আর সংশয়ের হেতু নেই। পৌরাণিক দক্ষ প্রজাপতিও একই দেবতা। পুরাণে প্রজাপতি ব্রহ্মা। তাঁর পুত্রগণ প্রজাপতি সংজ্ঞা পেয়েছেন। এঁরা সকলেই একই দেবসত্তার বিকাশ। প্রজাপতি যে সূর্য অথবা আগ্নেয় তেজ এ কথার সমর্থন আমরা উড্রুফ সাহেবের লেখা থেকেও পাই। তিনি প্রজাপতি সম্পর্কে লিখেছেন, "Prajāpati is also the symbol of the year ...the cycle of life, the cycles of seasons on which life depends. He is the light which guides the evolution of life. The luminaries that shine in the day, the night and the twilight are his components. These are the Sun which illumines the day, the moon, which illumines the night, and fire shining in the twilight."[২]

১ পৌরাণিক অভিধান—সুধীর চন্দ্র সরকার, পৃঃ ২৪২

২ Saddhava Kalyāna Śakti Anka (1938), page 585

যমের জন্মকথা—সূর্যের পত্নী সংজ্ঞা (স্কন্দপুরাণ, রেবাখণ্ড, ৫৬ অঃ অনুসারে অসূর্যম্পশ্যা সাবিত্রী) যম নামক পুত্র ও যমী নামক কন্যার জন্মদান করেছিলেন।

তস্য কন্যাং দদৌ সংজ্ঞাং নাম মহাপ্রভাম্।

তস্যাপত্যদ্বয়ং যজ্ঞে যমশ্চ যমুনা তথা।[১]

—বিশ্বকর্মা তাঁর সংজ্ঞা নাম্নী মহাদ্যুতিসম্পন্না কন্যা সূর্যকে প্রদান করেছিলেন। তাঁর (সংজ্ঞার) যম ও যমী নামে দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বিবস্বান্ কশ্যপাৎ পূর্বমদিত্যামভবৎ পুরা।

তস্য পত্নীত্রয়ং তদ্বৎ সংজ্ঞা রাজ্ঞী প্রভা তথা॥

রৈবতস্য সুতা রাজ্ঞী রেবতং সুষুবে সুতম্।

প্রভা প্রভাতং সুষুবে ত্বাষ্ট্রী সংজ্ঞা তথা মনুম্॥

যমশ্চ যমুনা চৈব যমলৌ চ বভূবতুঃ।[২]

—পুরাকালে কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বিবস্বান (সূর্য) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর তিন পত্নী সংজ্ঞা, রাজ্ঞী এবং প্রভা। রৈবতের কন্যা রাজ্ঞী রেবত নামে পুত্র প্রসব করেছিলেন। প্রভা জন্ম দিয়েছিলেন প্রভাতকে, ত্বষ্টাকন্যা সংজ্ঞা মনুকে এবং যমজ সন্তান যম ও যমীকে জন্ম দিয়েছিলেন।

পুরাসূর্যম্পশ্যাং সাবিত্রীং ত্বষ্টা স্বতনয়াং দদৌ।

পতিধর্মরতা নিত্যং সিষেবে লোকচক্ষুসে॥

তস্যাং বৈ মিথুনং যজ্ঞে লোকসাক্ষিবিভাবসোঃ।

যমো বৈবস্বতো জাতো যমুনা লোকপাবনী॥[৩]

—পূর্বকালে ত্বষ্টা নিজকন্যা অসূর্যম্পশ্যা সাবিত্রীকে সবিতাকে দান করেছিলেন। সাবিত্রী পতিধর্মে নিযুক্তা থেকে সর্বলোকচক্ষু সূর্যকে সেবা করতেন; তাঁর গর্ভে সর্বলোকসাক্ষী সূর্যের যুগ্ম সন্তান জন্মে—বৈবস্বত যম ও লোকপবিত্রকারিণী যমুনা।

সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা নিজের শরীর থেকে আত্মানুরূপ ছায়া নাম্নী এক রমণীকে সৃষ্টি করে পতি ও পুত্রের পরিচর্যায় নিযুক্ত করে চলে গেলেন।

১ বরাহপুরাণ—২০।৬ ২ পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড—৮ অঃ ৩ স্কন্দপুরাণ, রেবাখণ্ড—৫৬ অঃ

ততস্তেজোময়ং রূপমসহন্তী বিবস্বতঃ।
নারীমুৎপাদয়ামাস স্বশরীরাদনিন্দিতাম্।
ত্বাষ্ট্রী স্বস্বরূপেণ নাম্না ছায়েতি ভামিনী ॥[১]

সংজ্ঞা ছায়াকে বললেন,

ছায়ে ত্বং ভজ ভর্তারং মদীয়ং তং বরাননে।
অপত্যানি মদীয়ানি মাতৃস্নেহেন পালয় ॥[২]

সূর্য ছায়াকেই সংজ্ঞা ভেবে ছায়ার গর্ভে সাবর্ণি মনু এবং কন্যা তপতীকে উৎপন্ন করলেন। ছায়া নিজ পুত্রকে যেমন স্নেহ করতেন সপত্নীপুত্র যমকে সেরূপ স্নেহ করতেন না। সেইজন্য যম ক্রুদ্ধ হয়ে ছায়াকে ডান পা তুলে তর্জন করেছিলেন। তাতে ক্রুদ্ধা হয়ে ছায়া যমকে অভিশাপ দিলেন যে যমের এই একটি পদ রক্তপূযস্রাবী ক্রিমিকীটসংকুল ক্ষতে পরিণত হবে।

সন্তর্জয়ামাস তদা পাদমুৎক্ষিপ্য দক্ষিণম্ ॥
শশাপ চ যমং ছায়া ভবতু ক্রিমিসংযুতঃ।
পাদোঽয়মেকো ভবিতা পূয শোণিতবিস্রবঃ ॥[৩]

যম পিতা সূর্যের কাছে মাতৃপ্রদত্ত অভিশাপ বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন। সূর্যদেব যমকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কৃকবাকু তোমার পায়ের ক্রিমি ভক্ষণ করবে। তুমি খঞ্জ হবে এবং তোমার পা রুধিরাক্ত থাকবে।

কৃকবাকুস্তবপদে স ক্রিমিং ভক্ষয়িষ্যতি।
খঞ্জশ্চ রুধিরশ্চৈব পাদমেতদ্ভবিষ্যতি ॥[৪]

অতঃপর যম পিতামহ ব্রহ্মার আরাধনায় নিমগ্ন হলেন পুষ্কর তীর্থে। তপস্যায় তুষ্ট ব্রহ্মার নিকট থেকে যম প্রার্থনা করলেন লোকপালত্ব, পিতৃলোকের আধিপত্য ও ধর্মাধর্মের বিচারকত্ব:

বব্রে স লোকপালত্বং পিতৃলোকং তথাক্ষয়ং।
ধর্মাধর্মাত্মকস্যাস্য জগতস্তু পরীক্ষণম্।[৫]

বরাহপুরাণানুসারে ছায়ার গর্ভে শনি এবং তপতীর জন্ম হয়েছিল:

তস্মাদপি স্বয়ং যজ্ঞে শনিং তপন্তিমেব চ।[৬]

ছায়ার দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে যম পিতাকে জানালেন যে ইনি নিশ্চয়ই তাঁর

১ পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি খণ্ড—৮।৩৯।৪০ ২ তদেব—৮।৪১-৪২ ৩ তদেব—৮।৪৬-৪৭
৪ তদেব—৮।৫২ ৫ ঐ —৮।৫৫ ৬ বরাহপুরাণ—২০।৮

জননী নন, এঁর ব্যবহার বিমাতৃসুলভ। এ কথা শুনে ছায়া যমকে অভিশাপ দিলেন যে যমকে প্রেতলোকের অধিপতি হতে হবে।

এবং যমবচঃ শ্রুত্বা সা চ্ছায়া ক্রোধমূর্ছিতা।
শশাপ প্রেতরাজত্বং ভবিষ্যস্যচিরাদেব ॥[১]

এই অভিশাপ বাক্য শ্রবণ করে সূর্যও যমকে বললেন, তুমি ধর্ম ও পাপের মধ্যবর্তী (বিচারক) হবে, লোকপাল হবে এবং দ্যুলোকে (আকাশে) শোভা পাবে।

উবাচ মধ্যবর্তী ত্বং ভবিতা ধর্মপাপয়োঃ।
লোকপালশ্চ ভবিতা ত্বং পুত্র দিবি শোভসে ॥[২]

মার্কণ্ডেয়পুরাণে বিশ্বকর্মানন্দিনী সূর্যপত্নী-সংজ্ঞা সূর্যতেজ সহনে অসমর্থা হওয়ায় সংজ্ঞা চক্ষু মুদ্রিত করায় সূর্য যমকে পুত্ররূপে লাভ করায় অভিশাপ দিয়েছিলেন। সূর্যতেজে সংজ্ঞার চক্ষু চঞ্চলা হওয়ায় সূর্যের অভিশাপে চঞ্চলা নদীরূপিণী যমুনাকেও তিনি কন্যারূপে লাভ করেছিলেন।

মার্তণ্ডস্য রবের্ভার্যা তনয়া বিশ্বকর্মণঃ।
সংজ্ঞা নাম মহাভাগ তস্যাং ভানুরজীজনৎ ॥
মনুঃ প্রখ্যাতযশসমনেকজ্ঞানপারগম্।
বিবস্বতঃ সুতো যস্মাৎ তস্মাদ্বৈবস্বতস্তু সঃ ॥
সংজ্ঞা চ রবিণা দৃষ্টা নিমীলয়তি লোচনে।
যতস্ততঃ সরোষোঽর্কঃ সংজ্ঞাং নিষ্ঠুরমব্রবীৎ ॥
ময়ি দৃষ্টে সদা যস্মাৎ কুরুষে নেত্রসংযমম্।
তস্মাজ্জনিষ্যসে মূঢ়ে প্রজাসংযমনং যমম্ ॥
ততঃ সা চপলাং দৃষ্টিং দেবী চক্রে ভয়াকুলা।
বিলোলিতদৃশং দৃষ্ট্বা পুনরাহ চ তাং রবিঃ ॥
যস্মাদ্বিলোলিতা দৃষ্টির্ময়ি দৃষ্টে ত্বয়াধুনা।
তস্মাদ্বিলোলাং তনয়াং নদীং ত্বং প্রসবিষ্যসি ॥
ততস্তস্যাস্তু সংজজ্ঞে ভর্তৃশাপেন তেন বৈ
যমশ্চ যমুনা চৈব প্রখ্যাতা সুমহানদী ॥[৩]

—মার্তণ্ডের পত্নী বিশ্বকর্মার কন্যা মহাভাগা সংজ্ঞা। তাঁর গর্ভে সূর্য প্রথিতযশা মহাজ্ঞানী মনুর জন্ম দিয়েছিলেন। বিবস্বানের (সূর্য) পুত্র বলেই তিনি

১ তদেব—২০।১২ ২ তদেব—২০।৪৩ ৩ মার্কণ্ডেয়পুরাণ—৭৭।১-৬

বৈবস্বত মনু নামে পরিচিত। যেহেতু সংজ্ঞা রবির দৃষ্টিপাতে চক্ষু নিমীলিত করেছিলেন, সেইজন্য সূর্য তাঁকে নিষ্ঠুর বাক্য বলেছিলেন, হে মূঢ়ে যেহেতু আমার দৃষ্টিতে তুমি চক্ষু সংযমিত করেছ, অতএব প্রজা সংযমনকারী যম তোমার পুত্র হবে। তারপর ভয়াকুলা দেবী সংজ্ঞা দৃষ্টি চঞ্চল করেছিলেন। তাঁর চঞ্চল দৃষ্টি দেখে রবি পুনরায় বললেন, 'যেহেতু আমার দৃষ্টিতে তোমার চক্ষু এখনও চঞ্চল অতএব তুমি চঞ্চলা নদীকে প্রসব করবে।' অতঃপর ভর্তৃশাপে যম এবং প্রখ্যাতা মহানদী যমুনাকে তিনি প্রসব করেছিলেন।

সংজ্ঞা ছায়াকে রেখে পিতৃগৃহে চলে গেলেন। ছায়ার গর্ভে জন্মাল দুটি পুত্র ও একটি কন্যা। ছায়া নিজ পুত্রকন্যাকে যেমন সমাদর করছিলেন সংজ্ঞার পুত্রদের তেমন সমাদর করছিলেন না। মনু সহ্য করলেও যম সহ্য করলেন না। তিনি মাতাকে তাড়না করে পা তুলেছিলেন, কিন্তু লাথি ছায়ার গায়ে লাগে নি। ছায়া সংজ্ঞা কোপে ওষ্ঠ কম্পিত করে হস্ত চালিত করে অভিশাপ দিলেন, 'যেহেতু পিতার পত্নীর মর্যাদা তুমি পদের দ্বারা তাড়না করেছ, অতএব তোমার পা মাটিতে খসে পড়বে।'

ছায়াসংজ্ঞা স্বপত্যেষু যথা স্নেহবতীবৎসলা।
তথা ন সংজ্ঞাকন্যায়াং পুত্রয়োশ্চান্ববর্তত॥
মনুস্তৎক্ষান্তবানস্যা যমস্তস্যা ন চক্ষমে।
তাড়নায় বৈ কোপাৎ পাদস্তেন সমুদ্যতঃ॥
তস্যাঃ পুনঃ ক্ষান্তিমতা ন তু দেহে নিপাতিতঃ।
ততঃ শশাপ তং কোপাচ্ছায়াসংজ্ঞা যমং দ্বিজ॥
কিঞ্চিৎ প্রস্ফুরমাণোষ্ঠী বিচলৎপাণিপল্লবা।
পিতুঃ পত্নীমর্যাদং যস্মাৎ তর্জয়সে পদা।
ভুবি তস্মাদয়ং পাদস্তবাদ্যৈব পতিষ্যতি॥[১]

যম পিতার নিকট জানালেন যে অভিশাপদাত্রী নিশ্চয়ই তাঁর জননী নন। সূর্য ছায়ার নিকট প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হয়ে বিশ্বকর্মার গৃহে গেলেন সংজ্ঞার অন্বেষণে। বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজ শাতন করলেন। সূর্য অশ্বরূপধারিণী সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হোল। সূর্য সংজ্ঞাকে নিজালয়ে নিয়ে এলেন। তখন সূর্য প্রীত হয়ে যমের শাপান্ত ঘটালেন। তিনি বললেন,

১ মার্কণ্ডেয়পুরাণ—৭৭ অঃ

যে যমের পায়ের মাংস নিয়ে কৃমিকুল ভূমিতে পতিত হবে, তিনি মিত্রে অমিত্রে সমান দৃষ্টি হেতু যমকর্মে (সংযমন কর্মে) নিযুক্ত হলেন।

ক্রিময়ো মাংসমাদায় পাদতোঽস্য মহীতলে।
পতিষ্যন্তীতি শাপান্তং তস্য চক্রে পিতা স্বয়ম্॥
ধর্মদৃষ্টির্যতশ্চাসৌ সমো মিত্রে তথাহিতে।
ততো নিয়োগং তং যাম্যে চকার তিমিরাপহঃ॥[১]

বিষ্ণুপুরাণে যম-যমীর জন্ম ও ছায়াসংজ্ঞা কর্তৃক যমের প্রতি অভিশাপের কথা উল্লিখিত হয়েছে মাত্র। শাপের কারণ এবং শাপের স্বরূপ কিছুই বলা হয় নি।

সূর্যস্য পত্নী সংজ্ঞাভূৎ তনয়া বিশ্বকর্মণঃ।
মনুর্যমো যমী চৈব তদপত্যানি বৈ মুনে॥

* * *

ছায়াসংজ্ঞা দদৌ শাপং যমায় কুপিতা যদা।
তদান্যেয়মসৌ বুদ্ধিরিত্যাসীদ্ যমসূর্যয়োঃ॥"[২]

—বিশ্বকর্মাতনয়া সংজ্ঞা সূর্যের পত্নী ছিলেন। তাঁর মনু, যম ও যমী এই তিন সন্তান ছিল। ... যখন ছায়াসংজ্ঞা কুপিতা হয়ে যমকে শাপ দিয়েছিলেন, তখন ইনি সংজ্ঞা ভিন্ন অন্য কেউ—যম এবং সূর্যের এই বোধ হয়েছিল।

স্কন্দপুরাণের প্রভাস খণ্ডে মার্কণ্ডেয়পুরাণের অনুরূপ বিবরণ আছে। এখানে যম ও যমুনা সংজ্ঞার সন্তান; সূর্যের তেজ অসহনীয় হওয়ায় সংজ্ঞা চক্ষু সংকুচিত করেছিলেন বলে সূর্য প্রজাসংযমনকারী যমকে পুত্ররূপে লাভ করার অভিশাপ দিয়েছিলেন।

ময়ি দৃষ্টে সদা যস্মাৎ কুরুষে নেত্রসংক্ষয়ম্।
তস্মাজ্জনিষ্যসে মূঢ়ে প্রজা সংযমনং যমম্।

—আমাকে দেখে যেহেতু তুমি চক্ষু সংকুচিত (সংযমন) কর, অতএব হে মূঢ়ে! প্রজা সংযমনকারী যমকে পুত্ররূপে লাভ করবে।

সংজ্ঞা আর একটি কন্যা যমুনা ও তৃতীয় সন্তান মনুকে প্রসব করেছিলেন। অতঃপর সংজ্ঞা ভর্তার ভয়ে পিতৃগৃহে চলে গেলেন নিজের ছায়াকে পতির পরিচর্যায় রেখে। ছায়ার গর্ভে সূর্যের সাবর্ণি ও শনৈশ্চর নামে দুই পুত্র ও তপতী নামে

১ মার্কণ্ডেয়পুরাণ—৭৮ অঃ ২ বিষ্ণুপুরাণ, তৃতীয় অংশ—২।২।৫

কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ছায়া সপত্নীপুত্র অপেক্ষা নিজের পুত্রকন্যাদের অধিক স্নেহ করতে থাকায় যম ক্রুদ্ধ হয়ে ছায়াকে পদাঘাতের উদ্যোগ করেছিলেন। ফলে ছায়া যমকে পদহীন হওয়ার অভিশাপ দিলেন।

পিতুঃ পত্নী মর্যাদং যস্মাং তর্জয়সে পদা।
ভুবি তস্মাদয়ং পাদস্তবাদ্যৈব পতিষ্যতি ॥[১]

উক্ত পুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ডে সূর্যপত্নী সাবিত্রী ছায়ার উপরে পতি ও পুত্র-কন্যার ভারার্পণ করে পিতৃগৃহে চলে গেলেন। কিন্তু পিতৃগৃহে পিতার দ্বারা নিবারিতা হয়ে তিনি বড়বা রূপ ধারণ করে প্রস্থান করলেন অরণ্যাভিমুখে।

পিত্রা নিবারিতা সন্তো বড়বারূপধারিণী।
বিচচার বনে রম্যে বহুলোদক শাদ্বলে ॥[২]

একদিন অন্ন দিতে দেরী হলে যম ছায়াকে পদাঘাত করেন। সেই অপরাধে ছায়ার অভিশাপে যম খঞ্জ হন।

তদা পদা হতা তেন চ্ছায়া তং চ শশাপ হ।
যতস্ত্বং মে পদাঘাতং কৃতবান্ বালভাবনাৎ ॥
তস্মাত্ত্বং চ পদা খঞ্জো ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ।[৩]

ঋগ্বেদে যম ও যমীর পিতা বিবস্বান্ বা সূর্য এবং মাতা ত্বষ্টৃকন্যা সরণ্যু।

বৈবস্বতং সংগমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা দুবস্য।[৪]

—(পুণ্যশীল) ব্যক্তিবর্গের সৎপথের নির্দেশক বিবস্বান্ (সূর্য) পুত্র যম রাজাকে হবিদ্বারা অর্চনা কর।[৫]

ঋগ্বেদের অন্য দুটি ঋকে যমের মাতা সরণ্যুর সঙ্গে বিবস্বান্ বা সূর্যের বিবাহের বর্ণনা আছে; এমন কি ছায়া ও সংজ্ঞার কাহিনীর মূলও এখানে বর্তমান।

ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতীতীদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি।
যমস্য মাতা পর্যুহ্যমানা মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ ॥
অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্যেভ্যঃ কৃত্বী সবর্ণামদদুর্বিবস্বতে।
উতাশ্বিনাবভরদ্যত্তদাসীদজহাদু দ্বা মিথুনা সরণ্যূঃ ॥[৬]

—ত্বষ্টা নামক দেব আপন কন্যার (সরণ্যুর) বিবাহ দিতেছেন। এই উপলক্ষ্যে বিশ্বসংসার আসিয়া উপস্থিত হইল। যমের মাতা যখন বিবাহিতা হইলেন তখন মহান বিবস্বান অদর্শন হইলেন।

১ প্রভাসখণ্ড—১৯।১১৭ ২ স্কন্দপুরাণ, রেবাখণ্ড—৫৬।৬০ ৩ তদেব—৫৬।২২-২৩
৪ ঋগ্বেদ—১০।১৪।১ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋগ্বেদ—১০।১৭।১-২

সেই মৃত্যুরহিত (সরণ্যুকে) মনুষ্যদিগের নিকট গোপন করা হইল, তাহার তুল্যাকৃতি এক স্ত্রী নির্মাণ করিয়া বিবস্বানকে দেওয়া হইল। তখন দুই অশ্বিকে গর্ভে ধারণ করিলেন এবং সরণ্যু যমজ দুইটি সন্তানকে ত্যাগ করিলেন।[১]

যাস্ক এই দুই ঋকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। সরণ্যুর গর্ভে বিবস্বানের দুটি যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই দুটি সন্তান যম ও যমী। সরণ্যু নিজের অনুরূপ সবর্ণা নাম্নী আর একটি নারীকে পতির কাছে রেখে অশ্বরূপ ধারণ করে পলায়ন করেছিলেন।

বৃহদ্দেবতাতেও এই কাহিনীর উল্লেখ আছে :

অভবন্মিথুনং ত্বষ্টুঃ সরণ্যুস্ত্রিশিরা সহ।
স বৈ শরণ্যুং প্রাযচ্ছৎ স্বয়মেব বিবস্বতে।
ততঃ সরণ্যাং যজ্ঞাতে যমযম্যৌ বিবস্বতঃ।
তৌ·চাপ্যুভৌ যমাবেব জ্যায়াং স্তাভ্যাংতুবৈ যমঃ।[২]

—ত্বষ্টার সরণ্যু ও ত্রিশিরা যমজ পুত্রকন্যা ছিল। তিনি স্বয়ং সরণ্যুকে প্রদান করলেন বিবস্বানের হাতে। সরণ্যুর গর্ভে বিবস্বানের যম ও যমী নামে পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাঁর উভয়ে যমদ্বয় নামে পরিচিত ; তন্মধ্যে যম জ্যেষ্ঠ।

বেদের যম—ঋগ্বেদের যম পুরাণের যমের মত নরকের অধিকর্তা নন। ঋগ্বেদের যম পিতৃলোকের অধিকর্তা। তিনি পুণ্যকারীকে পুরস্কৃত করেন এবং পিতৃগণ বিশেষতঃ অঙ্গিরা নামক পিতৃগণের সঙ্গে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন।

ইমং যমং প্রস্তরমা হি সীদাং গিরোভিঃ পিতৃভিঃ সবিদানঃ।[৩]

—হে যম, এই আরব্ধ যজ্ঞে আসিয়া উপবেশন কর। তুমি এই যজ্ঞ জান তোমার সঙ্গে অঙ্গিরা নামক পিতৃলোকদিগকে লইয়া আসিও।[৪]

যমো অঙ্গিরোভিঃ ··· মদংতি।[৫]

—যম অঙ্গিরাদের দ্বারা নন্দিত হন।

অঙ্গিরোভিরাগহি যজ্ঞিয়োভির্যম বৈরূপৈরিহ মাদয়স্ব।[৬]

—হে যম! নানামূর্তিধারী অঙ্গিরা নামক যজ্ঞভোক্তা পিতৃলোকদিগের সহিত এস, এইস্থানে আমোদ কর।[৭]

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ বৃহদ্দেবতা—৬।১৬১-৬৩ ৩ ঋগ্বেদ—১০।১৪।৪
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১০।১৪।৩ ৬ ঋগ্বেদ—১০।১৪।৫ ৭ তদেব

যম মৃত ব্যক্তিদের পথ প্রদর্শক হয়ে থাকেন :

পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরনু বহুভ্যঃ পন্থামনুপস্পাসানম্।[১]

—তিনি অনেকের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, তাঁহার নিকটই সকল লোক গমন করে।[২]

"যম মরণোন্মুখ জনগণের অভিমুখে গমন করেন, মৃত্যুর পর কোন মার্গে কে যাইবে, তাহা নির্দেশ করিয়া দেন এবং কৃতকর্মের দ্বারা যে যে লোক পাইবার অধিকারী তাহাকে সেই লোকে পৌছাইয়া দেন।"[৩]

যমো ন গাতুং প্রথমো বিবেদ নেষা গব্যূতিরপভর্তবা উ।
যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুরেনা জজ্ঞানাঃ পথ্যা অনুস্বাঃ।[৪]

—আমরা কোন্ পথে যাইব, তাহা যমই প্রথমে দেখাইয়াছেন, সেই পথ আর বিনষ্ট হইবে না। যে পথে আমাদিগের পূর্বপুরুষেরা গিয়াছেন, সকল জীবই নিজ নিজ কর্ম অনুসারে সেই পথে যাইবেন।[৫]

যম মৃতব্যক্তিকে স্থান দান করেন :

"যমো দদাত্যবসানমস্মৈ।"[৬]

মৃতব্যক্তিকে কর্মানুসারে পথ প্রদর্শন করান, মৃতের জন্য উপযুক্তস্থান নির্ণয় করেন বলেই যম পরবর্তীকালে হয়েছেন ধর্মরাজ—মৃত্যুর দেবতা—প্রেতলোকের অধীশ্বর।

চারি চক্ষুবিশিষ্ট দুটি কুকুর যমের প্রহরী :

যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিরক্ষৌনৃচক্ষসৌ।
তাভ্যামেনং পরিদেহি রাজন্ত্স্বস্তি চাস্মা অনমীবং চ ধেহি॥[৭]

—হে যম! তোমার প্রহরী স্বরূপ যে দুই কুকুর আছে, তাহাদিগের চারিচক্ষু। যাহারা পথ রক্ষা করে এবং যাহাদিগের দৃষ্টিপথে সকল মানুষকেই পতিত হইতে হয়। হে রাজা, ইহাকে কল্যাণভাগী ও নীরোগ কর।

এই কুকুর দু'টিই যমেরদূত—

উরূণসাবসুতৃপা উদুংবলৌ যমস্য দূতৌ চরতো জনা অনু॥[৯]

—দীর্ঘ নাসিকাবিশিষ্ট অতৃপ্ত (অথবা ঘ্রাণ গ্রহণে তৃপ্ত) যমের দুই দূত জনগণের পশ্চাতে ধাবিত হন।

---

১ ঋগ্বেদ—১০।১৪।১ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরুক্ত (ক বি.), পৃঃ ১১১৫
৪ ঐ ১০।১৪।২, অথর্ব—১৮।১১।১।৫০ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋগ্বেদ—১০।১৪।৯
৭ ঐ ১০।১৪।১১ ৮ অনুবাদ—তদেব ৯ ঋগ্বেদ—১০।১৪।১২

যমের প্রহরী এই দুই সারমেয় পরবর্তীকালে বহু সংখ্যক যমদূতের পরিকল্পনার মূল। এমন কি মহাভারতে মহাপ্রস্থান পর্বে যুধিষ্ঠিরের অনুগামী ধর্মরূপী সারমেয়ের কল্পনাও এখান থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।

যম ও যমী দুই যমজ ভাই-বোন। কিন্তু যম অগ্রজ। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে দশম সূক্তে যম ও যমীর কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। যমী সহোদরা ভগিনী হওয়া সত্ত্বেও নানা যুক্তিতর্ক দ্বারা ভগিনীতে উপগত হতে আহ্বান করায় যম যুক্তি দ্বারা নিষিদ্ধ মিলন অগ্রাহ্য করেছেন। পুরাণে যমী হয়েছেন যমুনা।

পরলোকের অধীশ্বর—সরণ্যু ও বিবস্বানের পুত্র যম পরলোকগামীর পথ-প্রদর্শক ও পুণ্যফলদাতা। পুরাণে তিনি মৃত্যুর দেবতা, নরকের অধিপতি এবং দক্ষিণ দিকের অধীশ্বর—দশদিক্‌পালের অন্যতম। তিনি পাপ-পুণ্যের বিচারক এবং পাপীর শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার প্রদাতা। এই হিসাবে তিনি গ্রীক্‌পুরাণের Pluto-র সমধর্মা। "Yama occupies in Hindu mythology the position pluto does in Greek mythology. He is the god of death holds charge of several hells mentioned in the Purāṇas.[১]

পুরাণে যমের বিচারকার্যের সহায়ক চিত্রগুপ্ত তাঁর সচিব। ন্যায় ধর্মের বিচারক বলেই তিনি ধর্মরাজ।

ধর্মাধর্মবিধানজ্ঞ সর্বধর্ম প্রবর্তক।
ত্বমেব জগতো নাথঃ প্রজসংযমনো যমঃ॥
কর্মণামনুরূপেণ যস্মাদ্‌যময়সে প্রজাঃ।
তস্মাদ্বৈ প্রোচ্যসে দেব যম ইত্যেব নামতঃ॥
ধর্মেনেমা প্রজাঃ সর্বা যস্মাদ্রক্ষয়সে প্রভো।
তৎস্মাত্তে ধর্মরাজেতি নাম সদ্ভির্নিগদ্যতে॥[২]

—হে ধর্ম ও অধর্মের বিধানজ্ঞ, সকল ধর্মের প্রবর্তক, তুমি জগতের নাথ, প্রজাগণের নিয়ন্তা, কর্মানুসারে প্রজাগণকে নিয়ন্ত্রিত কর বলে তুমি যম নামে প্রসিদ্ধ। সকল প্রজাকে যেহেতু ধর্মের দ্বারা পালন কর সেইজন্য সংব্যক্তিগণ তোমাকে ধর্মরাজ বলেন।

যম শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে কেউ কেউ মনে করেন যে দুই ভাই বোন একত্রে জন্মেছেন বলেই যম ও যমী নামকরণ হয়েছে; কারণ যম শব্দের অর্থ যুগ্ম।

১ Epics Myths and legends of India—P. Thomas, page 51.
২ মৎস্যপুরাণ—২১৩।১-৩

"Yama (lit. a twin) was so called because he and Yami were twins even as Yima and Yime are twins in Avesta."[১]

কিন্তু যাস্ক-এর মতে যম শব্দের অর্থ সংযমন বা নিয়ন্ত্রণ। সূর্যরশ্মি জগৎকে সংযমিত করে গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদি ঋতু নিরূপণের দ্বারা জল গ্রহণ ও জলদানের দ্বারা। সুতরাং যাস্ক-এর মতে সূর্যরশ্মিই যম—রশ্মির্যমনাৎ।[২]

যাস্ক কেবল সূর্যরশ্মিকেই যম বলেন নি। তাঁর মতে অগ্নিও যম—"অগ্নিরপি যম উচ্যতে।"[৩]

যমের অগ্নিরূপতা প্রমাণ করার জন্য যাস্ক ঋগ্বেদের দুটি মন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন। ঋক্ দুটিতে অগ্নি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

সেনেব সৃষ্টামং দধাত্যস্তুর্ন দিদ্যুত্ত্বেষ প্রতীকা।
যমো হ জাতো যমো জনিত্বং জারঃ কনীনাং পতির্জনীনাং ॥
তং বশ্চরাথা বয়ং বসত্যাস্তং ন গাবো নক্ষং ত ইদ্ধম্ ॥[৪]

—প্রেরিত সেনার ন্যায় ধানুকীর দীপ্তিমুখ ইষুর ন্যায় অগ্নি শত্রুগণের ভয় সঞ্চার করেন, যাহা জন্মিয়াছে ও যাহা জন্মিবে সে সমস্তই অগ্নি। অগ্নি কুমারীগণের জার ও বিবাহিতা স্ত্রীর পতি।

গাভীগণ যেরূপ গৃহে গমন করে সেইরূপ আমরা জঙ্গম ও স্থাবর (অর্থাৎ পশু ও ব্রীহি আদি) উপহারের সহিত প্রদীপ্ত অগ্নির নিকট গমন করি।[৫]

অনুবাদক এখানে যম শব্দে অগ্নিকে গ্রহণ করেছেন। সায়নাচার্যও বলেছেন, "যমোঽগ্নিরুচ্যতে।" অগ্নিকে যম বলা হয়েছে কেন? না, অগ্নি তাপশক্তিরূপে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সংযমিত বা নিয়ন্ত্রিত করেন। যাস্ক এখানে বলেছেন, যম শব্দে এখানে যমজ বা যুগ্ম বোঝায়। 'যমো হ জাত ইন্দ্রেণ সহ সঙ্গতঃ'[৬]—যম ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই ব্রাহ্মণবাক্য অনুসারে অগ্নি ও ইন্দ্র যমজ ভ্রাতা। "যমাবিহেহ মাতরা ইত্যপি নিগমো ভবতি।"[৭]—দুই যম (যম ভ্রাতৃদ্বয় - ইন্দ্র ও অগ্নি) সকল লোকের নির্মাতা, এইরূপ নিগম বা বেদবাক্য প্রচলিত।

উক্ত বাক্যে যমৌ অর্থাৎ যমদ্বয় 'ইহ ইহ মাতরা' অর্থে বোঝায় এই লোক (অর্থাৎ পার্থিব জগৎ) এবং এই লোকের (অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোকের) নির্মাতা অগ্নি ও ইন্দ্র।

---

১ Vedic Selections, II, (C U.) page 250 ২ নিরুক্ত—২।১৫।১
৩ নিরুক্ত—১০।২০।৫ ৪ ঋগ্বেদ—১।৬৬।৪-৫ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৬ নিরুক্ত—১০।২১।৩ ৭ অনুবাদ—তদেব

স্কন্দস্বামী নিরুক্তের টীকায় লিখেছেন, "যুগপজ্জাত স্বাদ্‌যমোঽত্রাগ্নিরুচ্যতে, কেন পুনঃ সহাগ্নির্যুগপজ্জাতঃ ইন্দ্রেণ। কুত এতৎ? ব্রাহ্মণমন্ত্র নিগমাৎ। ব্রাহ্মণং তাবৎ যমো হ জাত ইন্দ্রেন সহ সঙ্গত।" —(অস্যার্থ) একসঙ্গে জন্মহেতু যমকেও অগ্নি বলা হয়েছে। যম কার সঙ্গে একত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন? ইন্দ্রের সঙ্গে। কোথায় এ কথা আছে? ব্রাহ্মণমন্ত্রে আছে—জমোহ জাত।

ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "যমো হ জাত ইন্দ্রেণ সঙ্গত"—ইহা একটি ব্রাহ্মণ বাক্য; ইহাতে অগ্নি অর্থে যম নামের নির্বচন প্রদর্শিত হইয়াছে। ইন্দ্রের সহিত যুগপৎ জাত অর্থাৎ ইন্দ্রের সহজাত যমজ বলিয়া অগ্নির নাম যম। 'যমাবিহেহ মাতরা'—ইহা ঋগ্বেদের মন্ত্রাংশ (৬।৫৯।২। অগ্নি ও ইন্দ্রের একই জনক, ইহারা উভয়ে যমজ ভ্রাতা—ইহাদের একজন ইহ অর্থাৎ পৃথিবীতে, আর একজন ইহ অর্থাৎ অন্তরীক্ষে থাকিয়া সর্বলোক নির্মাণ করেন,—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য। এইস্থলে প্রথম ইহ শব্দের দ্বারা অগ্নির পার্থিবত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে— "যম শব্দে যে অগ্নিকে বোঝায়, তা-ই পৃথিবী-স্থানীয়, অন্তরীক্ষ-স্থানীয় বা দ্যুলোক-স্থানীয় নহে।"[১]

কৃষ্ণযজুর্বেদে যম পার্থিবাগ্নিরূপে পৃথিবীর আধিপতি।

যাবতী বৈ পৃথিবী তস্যৈ যমো অধিপত্যং পরীয়ায়।[২]

—যতদিন পৃথিবী থাকে ততদিন যমও তার উপর আধিপত্য বিস্তার করবেন।

যমকে কন্যাগণের জার ও বিবাহিতা রমণীদের পতি বলায় তাৎপর্য কি? অগ্নির সন্নিকটে কুমারী কন্যাদের বিবাহকালে কুমারীত্বের বিনাশ ঘটে; অতএব যম বা অগ্নি কন্যাদের জার। আর বিবাহের পরে পত্নী পতির সঙ্গে অগ্নিতে হবিঃ প্রদান করেন। সুতরাং এক্ষেত্রেও অগ্নি বিবাহিতা রমণীর পতি।

কিন্তু যম কি শুধু অগ্নি? যম সূর্যও। ঋগ্বেদই সূর্যকে যম বলেছেন :

যস্মিন্ বৃক্ষে সুপলাশে দেবৈঃ সংপিবতে যমঃ।
অত্রা নো বিশ্‌পতিঃ পিতা পুরাণাঁ অনুবেনতি ॥[৩]

—যে সুদীপ্ত আদিত্যমণ্ডলে আদিত্য যম) রশ্মিসমূহের সহিত সঙ্গত বা সম্পিণ্ডিত হয়, সেই আদিত্যমণ্ডলে সর্বরক্ষক বা সর্বপালক পিতৃস্থানীয় আদিত্য জীর্ণ বিষয়তৃষ্ণ আমাদিগকে কামনা করুন।[৪]

১ নিরুক্ত (ক বি) পৃঃ—১১১৮ ২ কৃষ্ণযজুঃ—৫।৫।২।৩ ৩ ঋগ্বেদ—১০।১৩৫।১
৪ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

এখানে সুপলাশ বৃক্ষ আদিত্যমণ্ডল, দেব শব্দের অর্থ সূর্যরশ্মি এবং যম আদিত্য বা সূর্য। যাস্ক ঋকৃটির ব্যাখায় লিখেছেন, "দেবৈঃ সংগচ্ছতে যমো রশ্মিভিরাদিত্যস্তত্র নঃ সর্বস্ত পাতা বা পালয়িতা বা···।"[১]

—যম আদিত্য রশ্মিসকলের সঙ্গে সংগত হয়ে সকলের রক্ষাকর্তা বা পালন-কর্তা।

সূর্য মাধ্যমিক বা অন্তরীক্ষস্থ দেবতা, যমও মাধ্যমিক দেবতা—"মাধ্যমিকো যম ইত্যাহুঃ।"[২]

যমের এক নাম তুর—"তুর ইতি যম নাম, তরতের্বা ত্বরতের্বা ত্বরয়া তূর্ণ-গতির্যমো।"[৩]

—তুর যমের নাম, যম শব্দ তরণার্থক, তৃ ধাতু থেকে অথবা শীঘ্রত্বজ্ঞাপক ত্বর ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, সুতরাং তুর শব্দের অর্থ দ্রুতগমনশীল যম।

সূর্য অথবা সূর্যরশ্মি অপেক্ষা দ্রুতগমনশীল আর কে আছে? তৃ ধাতুর অর্থ পার হওয়া। সূর্য আকাশ পার হচ্ছেন প্রতিদিন। তূর্ণগতিও তিনি। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় (একদিনে) আকাশসাগর অবলীলায় পার হয়ে যান।

সূর্য ও অগ্নি একই। সুতরাং মর্তের অগ্নি ও অন্তরীক্ষের সূর্যই যমরূপে আখ্যাত। যম সূর্যাগ্নিরই অপর এক মূর্তি। রমেশচন্দ্র দত্তও এই মত পোষণ করেন। তাঁর মতে "যমের আদি অর্থ সূর্য বা দিবস।"[৪] সূর্যের পত্নী, পুত্র-কন্যা ইত্যাদি সূর্যেরই অংশবিশেষ অথবা মূর্তিবিশেষ।

যম দক্ষিণ দিকের অধিপতি। সুতরাং দক্ষিণ দিকে গমনকালে অর্থাৎ দক্ষিণায়নকালের সূর্যই যম নামে চিহ্নিত। এই সময়ে সূর্যরশ্মি সংযমন করেন, তাঁর তেজ হ্রাস পায়। সূর্যরশ্মিও মৃত্তিকার রস সংযমন করে থাকে।

সূর্য ও সূর্যা যেমন অভিন্ন, যম ও যমীও তেমনি অভিন্নাত্মা। "পণ্ডিতদের মতানুসারে এই দুই কুকুর (যমের কুকুর) চন্দ্র ও সূর্যের রূপক মাত্র।"[৫] সূর্যের দুই অয়ন (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন) যমের প্রহরী দুই সারমেয় বলে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

ঋগ্বেদের যম ও পৌরাণিক যমের মধ্যে পার্থক্য পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। "ঋগ্বেদের যম পৌরাণিক যম নহে, ঋগ্বেদের যম পুণ্যকর্মের পুরস্কারবিধাতা।"[৬]

---

১ নিরুক্ত—১১।২৯।২ ২ নিরুক্ত—১১।১৮।৩ ৩ নিরুক্ত—১২।১৪।৩

৪ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়—পৃঃ ১৩১৪, ১০।১৪।১ ঋকের টীকা

৫ পৌরাণিক অভিধান—পৃঃ ৩৫০ ৬ রমেশচন্দ্র দত্ত, ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, পৃঃ ১৪১৪

প্রেতলোকের অধিকর্তা পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা ও ফল প্রদাতা আয়ুহীন ব্যক্তির মৃত্যুদাতা পৌরাণিক যম।

সূর্যরূপী যম কিভাবে প্রেতলোকের অধিপতি যমে পরিণত হয়েছিলেন, তার একটি ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন পণ্ডিত ম্যাক্স্‌মূলর। "অতএব মোক্ষমূলরের মতে দিবা (বা সূর্য) ও রাত্রিকে প্রথম ঋষিগণ বিবস্বান্‌ (আকাশ) ও সরণ্যু (প্রভাতের) যমজ সন্তান, যম ও যমী নাম দিয়াছেন। পরে যম মৃত্যুর রাজা হইলেন কিরূপে? Maxmuller বলেন, "প্রাচীন ঋষিগণ যেরূপ পূর্বদিককে জীবনের উৎপত্তিস্থল মনে করিতেন, পশ্চিমদিককে সেইরূপ জীবনের অবসান মনে করিতেন। সূর্য সেই পূর্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অন্তর্হিত হইতেন অর্থাৎ জীবনের পথ ভ্রমণ করিয়া পরলোকের পথ দেখাইতেন। এইরূপে যম পরলোকের রাজা, এই অনুভব উদয় হইল। (Science of Language, 1882, vol. II, page 562.)[১]

আসলে সূর্য যেমন জীবনের অধিপতি, তেমনি মৃত্যুরও কর্তা—"যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ।"[২] জীবন ও মৃত্যু একই বস্তুর এ পিঠ ও পিঠ। মৃত্যুর অধিপতি যে সূর্য অথবা সূর্যের বিশেষরূপ তিনিই—জগতের সংযমনকারী যম।

আবেস্তায় 'যিম' যমেরই প্রতিরূপ। ইনি প্রথমে রাজা এবং সভ্যতার সৃষ্টিকর্তা; তাঁর পিতার নাম বিবন্‌যং (বিবস্বং)।[৩]

সূর্য ও সূর্যা, দক্ষ ও অদিতির মত যম ও যমী একই বস্তুর দ্বৈত প্রকাশ। সুতরাং যমী যমের ভগিনী হলেও মিলনের জন্য পীড়াপীড়ি করেন। এতে সামাজিক বিরোধ হলেও তত্ত্বতঃ কোন বিরোধ হয় না।

যমের সূর্যরূপতার ইঙ্গিত আরও কোন কোন পণ্ডিত দিয়েছেন। "He is a king, and dwells in celestial light, in the innermost sanctuary of heaven, when the departed behold him associated in blessedness with Varuṇa."[৪]

সূর্যাগ্নিরূপী যম যখন মৃত্যুর অধিপতিরূপে পরিগণিত হলেন, তখন নানারূপ কাহিনী-কিম্বদন্তীও গড়ে উঠলো যম সম্পর্কে। "In the Vedas, Yama is said to be the first mortal who died and went to heaven of which he became the first monarch.

---

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম, পৃঃ ৮৭, ১।৩৫।৬ ঋকের টীকা ২ ঋগ্বেদ—১০।১২১।২

৩ তদেব ৪ Vedic Selections, II, page 250

In the Bhavisya Purāṇa there is an account of Yama's marriage with a mortal. He fell in love with Vijayā, the pretty daughter of a Brahmin, married her and took her to Yamapuri."[১]

এই যম নামক দেবতাটি বৌদ্ধধর্মের প্রবেশাধিকার পেয়েছেন ধর্মপালরূপে। বৌদ্ধধর্মপাল ও হিন্দুপুরাণের ধর্মরাজ যম একই দেবতার প্রকারভেদ।[২]

মহাভারতে ও পুরাণে যমের মূর্তির বিবরণ আছে। মহাভারতে সাবিত্রী যমকে যেরূপে দেখেছিলেন তার বর্ণনা :

মুহূর্তাদেব চাপশ্যৎ পুরুষং রক্তবাসসম্।
বদ্ধমৌলিং বপুষ্মন্তমাদিত্যসমতেজসম্ ॥
শ্যামাবদাতং রক্তাক্ষং পাশহস্তং ভয়াবহম্।[৩]

—ক্ষণেক পরে দেখিলেন, এক রক্তবাসা বদ্ধমৌলি সাক্ষাৎ দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী শ্যামবর্ণ, রক্তনয়ন, ভয়ানক পুরুষ পাশহস্তে সত্যবানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান…।[৪]

এখানে যম আদিত্য সম তেজঃসম্পন্ন। যমের আদিত্য স্বরূপতার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

কালিকাপুরাণে যমের বর্ণনা :

পূজয়েত্তত্র শমনং পাণৌ দণ্ডং সদৈব যঃ।
ধত্তে তু পাণিনা নিত্যং প্রাণদণ্ডস্য সাধনম্ ॥
কৃষ্ণবর্ণঞ্চ দ্বিভুজং কিরীট মুকুটোজ্জ্বলম্।
দধৎকাসি পুত্রী চ বামপাণৌ সদৈব হি!
কৃষ্ণাঙ্গং স্থূলপাদং বহির্নিঃসৃতদন্তকম্
ভয়াভয়প্রদং নিত্যং নৃণাং মহিষবাহনম্ ॥[৫]

—সব সময়ে হস্তে দণ্ডধারী যমকে পূজা করবে, তিনি প্রাণদণ্ড সম্পাদনকারী দণ্ড নিত্য হস্তে ধারণ করেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণ, দুই বাহুবিশিষ্ট, উজ্জ্বল কিরীট মুকুট শোভিত, সর্বদা বামহস্তে অসি এবং ছুরিকা ধারণ করেন। তাঁর অঙ্গ কৃষ্ণ, একটি পদ স্থূল, দন্তপংক্তি বহিরাগত। তিনি মহিষবাহন, মানবকুলের ভয় ও অভয়প্রদ।

মহাভারতে ধর্ম নামক যে দেবতার উল্লেখ পাই, যিনি যুধিষ্ঠিরের জন্মদাতা

১ Epics' Myths and legends of India—P. Thomas, page 51.
২ Gods of Northern Buddhism—Alice Getty, page 108
৩ মহাঃ, বনপর্ব—২৯৬।৮-৯ ৪ অনুবাদ—কালীপ্রসন্ন সিংহ ৫ কাঃ পুঃ—৭৯।১১৪-১১৬

এবং যিনি বকরূপে পাণ্ডবদের পরীক্ষা করেছিলেন, সেই ধর্ম যমরাজ অপেক্ষা পৃথক্ কোন দেবতারূপে প্রতিভাত হয়। অবশ্য এই ধর্মও সূর্যের প্রকারভেদ বলেই অনুমিত হয়। কারণ ইনি সূর্যোপম, জলন্ত অগ্নিতুল্য, বিমানে আরোহণ করে কুন্তীর নিকটে এসেছিলেন।[১] পরবর্তীকালে যমই ধর্ম বা ধর্মরাজ নামে পরিচিত হয়েছেন। কঠোপনিষদে যম ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ। তিনি নচিকেতার নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

মৎস্যপুরাণে যমকেই ধর্মরাজ বলা হয়েছে। সত্যবানের প্রাণপুরুষকে নিয়ে যাবার জন্য ধর্মরাজ এসেছিলেন।

দদর্শ ধর্মরাজস্তু স্বয়ং তং দেশমাগতম্।
নীলোৎপলদলশ্যামং পীতাম্বরধরং প্রভুম্॥
বিদ্যুল্লতা নিবদ্ধাঙ্গং সতোয়মিব তোয়দম্।
কিরীটেনার্ক বর্ণেন কুণ্ডলৈশ্চ বিরাজিতম্॥
হারভারার্পিতোরস্কং তথাঙ্গদ বিভূষিতম্।
তথানুগম্যমানঞ্চ কালেন সহ মৃত্যুনা॥[২]

—(সাবিত্রী) সেই স্থানে সমাগত ধর্মরাজকে দেখলেন, সেই প্রভু নীলপদ্মের পাপড়ির মত শ্যামবর্ণ পীতবস্ত্রধারী যেন বিদ্যুল্লতা বেষ্টিত জল ভারাক্রান্ত মেঘ। তিনি সূর্যবর্ণের মুকুট ও কুণ্ডল শোভিত, বক্ষঃস্থলে হার ও বাহুতে অঙ্গদভূষিত, কাল ও মৃত্যু তাঁর অনুগমন করছেন।

উক্ত পুরাণেই প্রতিমালক্ষণ বর্ণনায় যমের মূর্তিও বর্ণিত হয়েছে :

তথা যমং প্রবক্ষ্যামি দণ্ডপাশধরং বিভুম্॥
মহিষমারূঢ়ং কৃষ্ণাঞ্জন চয়োপমম্।
সিংহাসনগতঞ্চাপি দীপ্তাগ্নিসমলোচনম্॥
মহিষশ্চিত্রগুপ্তশ্চ করালাঃ কিংকরাস্তথা।[৩]

—এখন যমের কথা বলছি। ঐ বিভু দণ্ড ও পাশ ধারণকারী মহিষে আরোহণকারী কালো কাজলের মত রঙ, সিংহাসনে উপবিষ্ট প্রদীপ্ত অগ্নির মত চক্ষু; মহিষ ও চিত্রগুপ্ত তাঁর দুই ভয়ংকর অনুচর।

ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত ও যমের বাহন মহিষ একই বস্তু। আকাশের ঘন কৃষ্ণ মেঘ কবিকল্পনায় হস্তী বা মহিষের আকার লাভ করেছে।

---

১ আদিপর্ব—১২৩ অঃ ২ মৎস্যপুঃ -২১০।৫-৭ ৩ মৎস্যপুঃ—২৬১।১২-১৪

পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ডে (৭০ অঃ) যমপীড়া অর্থাৎ পাপি ব্যক্তিদের নরকে যম-দণ্ড ভোগের বিবরণ আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে সাবিত্রী যমের যে স্তব করেছেন তাতে যম ধর্মরাজ এবং অন্তক বা মৃত্যুদণ্ডদাতারূপে বর্ণিত হয়েছেন।

তপসা ধর্মমারাধ্য পুষ্করে ভাস্করঃ পুরা।
ধর্মাংশং যং সুতং প্রাপ ধর্মরাজং নমাম্যহম্॥
সমতা সর্বভূতেষু যস্য সর্বস্য সাক্ষিণঃ।
অতো যন্নাম শমন ইতি তং প্রণমাম্যহম্॥
যেনান্তশ্চ কৃতো বিশ্বে সর্বেষাং জীবিনাং পরম্।
কর্মাণুরূপকালে চ তং কৃতান্তং নমাম্যহম্॥
বিভর্তি দণ্ডং দণ্ডায় পাপিনাং শুদ্ধিহেতবে।
নমামি তং দণ্ডধরং যঃ শাস্তা সর্বকর্মণাম্॥
বিশ্বে চ কলয়ত্যেব যঃ সর্বায়ুশ্চ সন্ততম্।
অতীব দুর্নিবার্যঞ্চ তং কালং প্রণমাম্যহম্॥
তপস্বী বৈষ্ণবো ধর্মী সংযমী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
জীবিনাং কর্মফলদং তং যমং প্রণমাম্যহম্॥[১]

—পুরাকালে পুষ্করতীর্থে সূর্য ধর্মকে আরাধনা করে ধর্মের অংশস্বরূপ যে পুত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই ধর্মরাজকে প্রণাম করি। সর্বদ্রষ্টা সর্বভূতে সমতা বিধান করেন বলেই তিনি শমন নামে পরিচিত; তাঁকে প্রণাম। যিনি বিশ্বে সকল জীবের কর্মানুরূপ সময়ে অন্ত ঘটান, তিনিই কৃতান্ত, তাঁকে প্রণাম। পাপিগণের শুদ্ধি নিমিত্ত যিনি দণ্ডধারণ করেন, সেই সকল কর্মের শাসনকর্তা দণ্ডধর যমকে প্রণাম করি। যিনি বিশ্বে সকলের আয়ু সকলসময়েই ছিন্ন করছেন, যিনি অত্যন্ত দুর্নিবার সেই কালকে নমস্কার। তপস্বী, বিষ্ণুভক্ত, ধার্মিক, সংযমী, জিতেন্দ্রিয়, জীবিত ব্যক্তির কর্মফলদাতা সেই যমকে প্রণাম করি।

এখানে যমের নাম ধর্মরাজ, শমন, কৃতান্ত, দণ্ডধর ও কাল। ধর্ম ও যম এখানে পৃথক্; ধর্মের অংশে যমের জন্ম। যিনি বিশ্বকে ধারণ করেন তিনিই ধর্ম বা সূর্য অথবা সূর্যাগ্নির তেজ। যম তাঁরই অংশ।

১ ব্রহ্ম বৈঃ পুঃ—২৮।৮ ১৩

যমের বাহন মহিষ :

রুদ্রৌজঃ সম্ভবং ভীমং কৃষ্ণবর্ণং মনোজবম্।
পৌণ্ড্রকং নাম মহিষং ধর্মরাজস্য নারদ ॥[১]

—রুদ্রের তেজসম্ভূত ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ মনোগতি সম্পন্ন পৌণ্ড্রক নামে মহিষ ধর্মরাজের বাহন।

রুদ্র হলেন সূর্য। তাঁর তেজ থেকে জাত কৃষ্ণবর্ণ মহিষ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের মত ঘন কালো মেঘ ছাড়া আর কি ?

১ বামনপুঃ—৯।১৬

দক্ষ

ভারতবর্ষের কাব্যে-পুরাণে প্রজাপতি দক্ষ একজন অতি পরিচিত এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। বহু বিচিত্র উপাখ্যান দক্ষের নামে প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে আদ্যাশক্তি শিবগৃহিণী পার্বতী, উমা বা দুর্গার পূর্বজন্মের পিতারূপে এবং সুপ্রসিদ্ধ দক্ষযজ্ঞের নায়করূপে তিনি সর্বজন পরিচিত। বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যগুলিতে, বিশেষতঃ চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ও শিবায়নকাব্যে দক্ষযজ্ঞের ঘটনাবলী বিশেষস্থান দখল করেছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে দক্ষ ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি মানসে মন থেকে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমারের সৃষ্টি করলেন। কিন্তু এই চারিজন তপঃপরায়ণ ঋষি সৃষ্টিকর্মে অনিচ্ছুক হওয়ায় ব্রহ্মা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরস, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ এই দশটি পুত্রকে সৃষ্টি করেছিলেন। এঁদের মধ্যে দক্ষ ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রজাপতি-ব্রহ্মার এই দশটি পুত্র প্রজাপতি নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মার দেহ দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হলে মনু ও শতরূপা নামে মিথুনের সৃষ্টি হয়। শতরূপার গর্ভে মনুর দুই পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কন্যাত্রয়ের নাম আকুতি, দেবহূতি ও প্রসূতি।[১] মনু তাঁর কন্যা প্রসূতির সঙ্গে দক্ষের বিবাহ দিয়েছিলেন।

দক্ষায় ব্রহ্মপুত্রায় প্রসূতিং ভগবান্ মনুঃ।[২]

প্রসূতিং মানবীং দক্ষ উপযেমে হ্যজাত্মজঃ॥[৩]

প্রসূতির গর্ভে দক্ষের ষোলটি কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে তেরোটি ধর্মকে, একটি অগ্নিকে, একটি মিলিত পিতৃগণকে ও একটি শিবকে সম্প্রদান করেছিলেন প্রজাপতি দক্ষ। শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রী ও মূর্তি এই তেরোজন ধর্মের পত্নী। অগ্নির পত্নী স্বাহা। পিতৃগণের পত্নী স্বধা। আর শিবের পত্নী হলেন সতী।

ভবস্য পত্নী তু সতী ভবং দেবমনুব্রতা।[৪]

কোন এক সময়ে দেব ও ঋষিদের সভায় দক্ষ উপস্থিত হলে দেব ও ঋষিগণ দক্ষকে অভিবাদন করে তাঁর অনুমতি নিয়ে উপবেশন করলেন। কিন্তু শিব আসন

---

১ ভাগবত—৩।১২ ২ ভাগবত—৪।১।১১ ৩ ভাগবত—৪।১।৪৬

৪ ভাগবত—৪।১।৬৪

থেকে উত্থিত হলেন না, দক্ষের সংকারও করলেন না। জামাতৃকৃত এই অসম্মানে ক্ষুব্ধ দক্ষ শিবনিন্দা করলেন সর্বসমক্ষে, তৎপরে তিনি অভিশাপ দিলেন,—ইন্দ্র, উপেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের সঙ্গে শিব যজ্ঞভাগ পাবেন না।

অয়ন্তু দেবযজন ইন্দ্রোপেন্দ্রাদিভির্ভবঃ।
সহ ভাগং ন লভতাং দেবৈর্দেবগণাধমঃ॥[১]

এই অভিশাপের কথা শুনে শিবানুচর নন্দী ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষকে এবং ঋষিগণকে অভিশাপ দিলেন :

বুদ্ধ্যা পরাভিধায়িন্যা বিস্মৃতাত্মগতিঃ পশুঃ।
স্ত্রীকামঃ সোঽস্ত্বতিতরাং দক্ষো বস্তমুখোঽচিরাৎ॥[২]

—অবিদ্যার অধিকারী আত্মতত্ত্ববিস্মৃত পশুতুল্য এই দক্ষ শীঘ্রই স্ত্রীকামী হোক, এর মুখ ছাগমুখ হোক্।

প্রজাপতি ব্রহ্মা দক্ষকে প্রজাপতিগণের অধিপতি করে দিলেন। তখন দক্ষ বাজপেয় যাগ সমাপনান্তে বৃহস্পতি যাগ সুরু করলেন। সেই যজ্ঞে রুদ্র ছাড়া দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিগণ সংকৃত হলেন। দাক্ষায়নী সতী নভশ্চরদের মুখ থেকে যজ্ঞের কথা শুনে শিবকে পিতার যজ্ঞে গমনের জন্য অনুরোধ করলেন। শিব সতীকে নিবৃত্ত করতে যত্নবান হওয়ায় সতী ক্রুদ্ধ হয়ে একাই পিতৃযজ্ঞে গমনের জন্য প্রস্থান করলেন। যজ্ঞস্থলে অনাদৃতা সতী পিতৃমুখে শিবনিন্দা শুনে যোগারূঢ়া হয়ে যোগোৎপন্ন অনলে দগ্ধ হলেন।[৩] নারদের মুখে সতীর দেহত্যাগ বৃত্তান্ত শুনে শিব একটি জটা উৎপাটন করে বীরভদ্রকে সৃষ্টি করলেন। শিবগণ সহ বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করলেন, ঋষি ও দেবগণ হলেন নির্যাতিত, বীরভদ্র যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করলেন দক্ষের ছিন্নমুণ্ড। দেবগণের দ্বারা স্তুত হয়ে শিব দক্ষের ছাগমুণ্ড বিধান করলেন :

প্রজাপতের্দগ্ধশীর্ষ্ণো ভবত্বজমুখং শিরঃ।[৪]

বিষ্ণুপুরাণে দক্ষ সম্পর্কিত তিনটি উপাখ্যান পাওয়া যায়। একটি বিবরণে ব্রহ্মার নয়জন মানসপুত্রের মধ্যে দক্ষ অন্যতম। এই নয়জনকেই ব্রহ্মা বলা হয়।

অথান্যান্ মানসপুত্রান্ সদৃশানাত্মনোঽসৃজৎ।
ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসং তথা॥

১ ভাগবত—৪।২।১৮ ২ ভাগবত—৪।২।২৩ ৩ ভাগবত—৪।৪ ৪ ভাগবত—৪।৭।৩

মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বশিষ্ঠঞ্চৈব মানসম্।
নব ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ ॥[১]

ব্রহ্মার আত্মা থেকে জাত মনু তপস্যার দ্বারা শতরূপাকে সৃষ্টি করলেন এবং শতরূপাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন। শতরূপার গর্ভে মনুর চব্বিশটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। এদের মধ্যে ধর্ম ত্রয়োদশ কন্যাকে গ্রহণ করেছিলেন। এই চব্বিশ কন্যার মধ্যে সতী রুদ্রের ভার্যা। তিনি দক্ষযজ্ঞে দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

এবং প্রকারো রুদ্রোঽসৌ সতীং ভার্যামবিন্দত।
দক্ষকোপাচ্চ তত্যাজ সা সতী স্বং কলেবরম্ ॥[২]

দ্বিতীয় উপাখ্যানটি ভিন্ন :

প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রাচেতসগণকে সৃষ্টি করেছিলেন প্রজাবর্ধনের উদ্দেশ্যে। প্রাচেতসগণ দশ সহস্র বৎসর তপস্যায় নিমগ্ন থাকলেন। অতঃপর সোমের আদেশে বৃক্ষকন্যা মারীষার গর্ভে প্রাচেতসগণের ও সোমের তেজের অর্ধ ভাগ মিলিত হয়ে দক্ষের উৎপত্তি হয়।[৩]

সোম প্রাচেতসদের বলেছিলেন :

যুষ্মাকং তেজসোঽর্ধেন মম চার্ধেন তেজসঃ।
অস্যামুৎপৎস্যতে বিদ্বান্ দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ ॥[৪]

—তোমাদের তেজের অর্ধাংশে এবং আমার তেজের অর্ধাংশে এই মারীষার গর্ভে দক্ষ নামে বিদ্বান্ প্রজাপতি উৎপন্ন হবে।

ব্রহ্মার আদেশে প্রজাপতি-দক্ষ প্রজা সৃষ্টিতে নিরত হলেন। তিনি প্রথমে মন থেকে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব, অসুর ও পন্নগদের সৃষ্টি করলেন।

মানসানি তু ভূতানি পূর্বং দক্ষোঽসৃজত্তদা।
দেবানৃষীন্ গন্ধর্বান্ অসুরান্ পন্নগাংস্তথা ॥[৫]

কিন্তু মানসী প্রজা বর্ধিত না হওয়ায় দক্ষ বীরণ প্রজাপতির কন্যা অসিক্লীকে বিয়ে করলেন।

অসিক্লীমাবহৎ কন্যাং বীরণস্য প্রজাপতেঃ।[৬]

অসিক্লীর গর্ভে দক্ষ পাঁচ হাজার পুত্র উৎপাদন করেন। কিন্তু নারদের প্ররোচনায় অসিক্লীর গর্ভজাত হর্যশ্ব নামক পুত্রগণ প্রজাসৃষ্টিতে অগ্রসর হলেন না।

১ বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমাংশ—৭।৪-৭ ২ তদেব—৮।১১ ৩ তদেব—১৫ অঃ
৪ তদেব ৫ তদেব—১৫।৮৭ ৬ তদেব—১৫।৮৯

তখন দক্ষ বৈরিণীর গর্ভে আরও সহস্র সহস্র পুত্র সৃষ্টি করলেন। কিন্তু এঁরাও নারদের উপদেশে মুক্তিমার্গের পথিক হলেন। তখন প্রজাপতি দক্ষ বৈরিণীর গর্ভে ষাটজন কন্যা সৃষ্টি করলেন। তিনি এই ষষ্টিসংখ্যক কন্যার মধ্যে ধর্মকে দিলেন দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ, সোমকে সপ্তবিংশতি, অরিষ্টনেমিকে চার, বহুপুত্রকে দুই, আঙ্গিরসকে দুই এবং কৃশাশ্বকে দুই কন্যা দান করেছিলেন।

ষষ্টিং দক্ষোঽসৃজৎ কন্যা বৈরিণ্যামিতি নঃ শ্রুতম্।
দদৌ স দশ ধর্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
সপ্তবিংশতি সোমায় চতস্রোঽরিষ্টনেমিনে॥
দ্বে চৈব বহুপুত্রায় দ্বে চৈবাঙ্গিরসে তথা।
দ্বে কৃশাশ্বায় দ্বে চৈবাঙ্গিরসে তথা॥[১]

দক্ষকন্যাদের মধ্যে অদিতি, দিতি, বিনতা, কদ্রু প্রভৃতি কশ্যপের পত্নী।

বিষ্ণুপুরাণের অপর একস্থানে ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষের জন্ম হয়। দক্ষের কন্যা অদিতি। অদিতির পুত্র বিবস্বান। বিবস্বানের পুত্র মনু।[২]

মহাভারতে ব্রহ্মার ছয় মানসপুত্র। তাঁদের অন্যতম কশ্যপ। কশ্যপ ত্রয়োদশ দক্ষকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রা বিদিতাঃ ষন্মহর্ষয়ঃ।
মরীচিরত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ॥
মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রঃ কশ্যপাত্তু ইমাঃ প্রজাঃ।
প্রজজ্ঞিরে মহাভাগা দক্ষকন্যাস্ত্রয়োদশ॥[৩]

—ছয় মহর্ষি ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে পরিচিত—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরস, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপ থেকেই সকল প্রজার সৃষ্টি। মহাভাগ ত্রয়োদশ দক্ষকন্যা কশ্যপের ভার্যা।

ত্রয়োদশ দক্ষকন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু ও কদ্রুর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মহাভারতে আরও কথিত হয়েছে যে দক্ষ ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে ও দক্ষপত্নী ব্রহ্মার বাম অঙ্গুষ্ঠ থেকে জাত হয়েছেন।

---

১ তদেব—১৫।১০২-১০৫
২ বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ—১।৫
৩ মহাভারত, আদিপর্ব—৬৫।১০-১১

দক্ষস্তজায়তাঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষিণাদ্ভগবানৃষিঃ।

*   *   *

বামাদজায়তাঙ্গুষ্ঠাদ্ভার্যা তস্য মহাত্মনঃ ॥[১]

এখানে দক্ষ একজন ঋষি। তাঁর পঞ্চাশ কন্যা। তিনি দশটি ধর্মকে, চন্দ্রকে সাতাশটি এবং কশ্যপকে তেরটি কন্যা সম্প্রদান করলেন।

তস্যাং পঞ্চাশতং কন্যাং স এবাজনয়ন্মুনিঃ।

*   *   *

দদৌ স দশ ধর্মায় সপ্তবিংশতিমিন্দবে।

দিব্যেন বিধিনা রাজন্ কশ্যপায় ত্রয়োদশ ॥[২]

কশ্যপের পত্নী অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। বিষ্ণু তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

দ্বাদশৈবাদিতেঃ পুত্রাঃ শক্রমুখ্যা নরাধিপ।

তেষামবরজো বিষ্ণুর্যত্র লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥[৩]

এই দক্ষই কল্পান্তরে মারিষার গর্ভে প্রাচেতসের পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়ে প্রাণি-কুলকে সৃষ্টি করেছিলেন।[৪]

মহাভারতের দ্রোণপর্বে দক্ষযজ্ঞনাশের কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। এই কাহিনী পৌরাণিক কাহিনী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্পষ্টভাবে কাহিনীটি থেকে মনে হয় যে দক্ষের যজ্ঞে শিবের ভাগ না থাকাতেই শিব ক্রুদ্ধ হয়ে যজ্ঞ নাশ করেছিলেন। দক্ষরাজ যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহ করে যজ্ঞ আরম্ভ করলে মহাদেব কুপিত হয়ে যজ্ঞের সকল সামগ্রী বিনষ্ট করতে সুরু করলেন। মহাদেবের ক্রোধে ত্রিভুবন বিচলিত হোল; সলিল রাশি সংক্ষুব্ধ, বসুন্ধরা কম্পিত, পর্বত ও দিক্‌সমূহ বিশীর্ণ এবং নাগগণ মোহিত হোল। গাঢ় অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হোল। সূর্য প্রভৃতি জ্যোতিঃ পদার্থের প্রভা বিনষ্ট হোল। ঋষিগণ ভীত কম্পিত হলেন। পুরোডাশ চর্বনরত সূর্যদেবের দন্ত উৎপাটন করিলেন মহাদেব। মহাদেব দেবগণের প্রতি শরজাল বিস্তার করলেন। অতঃপর দেবগণ মহাদেবকে তুষ্ট করে তাঁর যজ্ঞভাগ দিতে নির্দেশ করলেন। শিবও দক্ষযজ্ঞ পুনরায় স্থাপিত করলেন।

---

১ মহাভারত, আদিপর্ব—৬৬।৯-১০   ২ তদেব—৬৬।১১, ১৩

৩ তদেব—৬৬।৩৬   ৪ তদেব—৭৫।৫

দক্ষস্তু যজমানস্তু বিধিবৎ সংভৃতং পুরা।
বিব্যাধ কুপিতো যজ্ঞং নির্ভয় সংস্তবস্তদা॥
ধনুষা বাণমুৎসৃজ্য সুঘোষং বিননাদ হ।
তে ন শর্ম কুতঃ শান্তিং লেভিরে স্ম সুরস্তদা॥
বিদ্রুতে সহসা যজ্ঞে কুপিতে চ মহেশ্বরে।
তেন জ্যাতলঘোষেণ সর্বে লোকাঃ সমাকুলাঃ॥
বভূর্বুর্বশগাঃ পার্থ নিপেতুশ্চ সুরাসুরাঃ।
আপশ্চুক্ষুভিরে সর্বাশ্চকম্পে চ বসুন্ধরা॥
পর্বতাশ্চ ব্যশীর্যন্ত দিশো নাগাশ্চ মোহিতাঃ।
অন্ধাশ্চ তমসা লোকা ন প্রাকাশন্ত সংবৃতাঃ॥
জঘ্নিবান্ সহ সূর্যেণ সর্বেষাং জ্যোতিষাং প্রভাঃ।

* * *

পূষাণমভ্যদ্রবত শংকরঃ প্রহসন্নিব।
পুরোডাশং ভক্ষয়তো দশনান্ বৈ ব্যশাতয়ৎ॥
ততো নিশ্চক্রমুর্দেবা বেপমানা নতাঃ স্ম তম্।
পুনশ্চ সন্দধে দীপ্তান্ দেবানাং নিশিতান্ শরান্॥
সধূমান্ সস্ফুলিঙ্গাংশ্চ বিদ্যুত্তোয়দসন্নিভান্।
তং দৃষ্টা তু সুরাঃ সর্বে প্রণিপত্য মহেশ্বরম্॥
রুদ্রস্য যজ্ঞভাগঞ্চ বিশিষ্টং তেঽন্বকল্পয়ন্।
ভয়েন ত্রিদশা রাজন্ শরণঞ্চ প্রপেদিরে॥[১]

—পূর্বে দক্ষরাজ যজ্ঞের সমুদয় সামগ্রী আহরণ করিয়া বিধিপূর্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহাদেব কুপিত ও নির্দয় হইয়া তাঁহার যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া বাণ পরিত্যাগপূর্বক ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সুরগণ কেহই শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা মহেশ্বরকে কুপিত ও সহসা যজ্ঞ বিনষ্ট করিতে দেখিয়া এবং তাঁহার জ্যা-নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন সমুদয় সুরাসুর নিপতিত ও মহাদেবের বশীভূত হইলেন। তৎকালে সলিলরাশি সংক্ষুব্ধ, বসুন্ধরা কম্পিত, পর্বত ও দিক্‌সকল বিশীর্ণ এবং নাগগণ মোহিত হইতে লাগিল। গাঢ় অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হওয়াতে সমুদয়ই অপ্রকাশিত হইল। সূর্য

১ দ্রোণপর্ব—২০২।৫১-৫৬, ৫৮-৬০

প্রভৃতি সমুদয় জ্যোতিঃ পদার্থের প্রভা ধ্বংস হইয়া গেল। ··· ঐ সময় সূর্যদেব যজ্ঞীয় পুরোভাশ ভক্ষণ করিতেছিলেন, শংকর হাস্যমুখে তাঁহার নিকট ধাবমান হইয়া তাঁহার দশনোৎপাটন করিলেন। দেবগণ তদ্দর্শনে কম্পিত কলেবর হইয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাতপূর্বক যজ্ঞস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় দেবগণের প্রতি স্ফুলিঙ্গ ও ধূমপূর্ণ সুনিশ্চিত শরজাল সন্ধান করিলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিমিত্ত বিশেষরূপে যজ্ঞভাগ কল্পিত করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন।[১]

মহাভারতের আর একস্থানে আছে :

প্রজাপতেস্তু দক্ষস্য যজতো বিততে ক্রতৌ ॥
বিব্যাধ কুপিতো যজ্ঞং নির্ভয়স্তু ভবস্তদা।
ধনুষা বাণমুৎসৃজ্য সঘোষং বিননাদ চ ॥
তেন শর্ম কুতঃ শান্তিং বিষাদং লেভিরে সুরাঃ।
বিদ্ধে চ সহসা যজ্ঞে কুপিতে চ মহেশ্বরে ॥

* * *

ততঃ সোঽভ্যদ্রবদ্দেবান্ রুদ্রো রৌদ্রপরাক্রমঃ।
ভগস্য নয়নে ক্রুদ্ধঃ প্রহারেণ ব্যশাতয়ৎ ॥
পূষাণমভিদুদ্রাব পাদেন চ রুষান্বিতঃ।
পুরোডাশং ভক্ষয়তো দশনাংশ্চ ব্যশাতয়ৎ ॥

* * *

সংস্তূয়মানস্ত্রিদশৈঃ প্রসসাদ মহেশ্বরঃ ॥
রুদ্রস্য ভাগং যজ্ঞে চ বিশিষ্টং তে ত্বকল্পয়ন্।
ভয়েন ত্রিদশা রাজন্ শরণঞ্চ প্রপেদিরে ॥
তেনেব হি তুষ্টেন স যজ্ঞঃ সন্ধিতোঽভবৎ।
তদ্ যচ্চাপহৃতং তত্র তত্তথৈব স জীবয়ৎ ॥[২]

যজ্ঞকারী প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ বিস্তৃত করলে, নির্ভীক শিব কুপিত হয়ে ধনুকে বাণ যোজনা করে যজ্ঞকে বিদ্ধ করলেন এবং উচ্চরবে গর্জন করতে সুরু করলেন। সুতরাং যজ্ঞ বিদ্ধ হওয়ায় এবং মহাদেব সহসা কুপিত হওয়ায় দেবগণের সুখ-শান্তি

১ অনুবাদ—কালীপ্রসন্ন সিংহ ২ মহাঃ অনুশাসনপর্ব—১৬০।১১-১৩, ১৮-১৯, ২২-২৩

বিনষ্ট হোল ; তাঁরা বিষাদপ্রাপ্ত হলেন। ...তখন ভীষণ পরাক্রম রুদ্র দেবতাদের প্রতি ধাবিত হলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে প্রহারের দ্বারা ভগের নয়নদ্বয় বিনষ্ট করলেন। ...তখন দেবতাদের দ্বারা স্তুত হয়ে মহেশ্বর তুষ্ট হলেন। দেবতারা যজ্ঞে রুদ্রের বিশেষ ভাগ নির্দিষ্ট করে দিলেন। হে রাজন্! ভয়ে দেবগণ রুদ্রের শরণ গ্রহণ করলেন। রুদ্র তুষ্ট হওয়ায় যজ্ঞ সঞ্জীবিত হোল এবং যাঁর যা কিছু বিনষ্ট হয়েছিল সবই পুনঃপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

মহাভারতে অন্ততঃ আরও দুইস্থানে দক্ষযজ্ঞের কাহিনী পাওয়া যায়। সৌপ্তিক পর্বের কাহিনী অনুসারে দেবগণ রুদ্রকে না জানার ফলেই যজ্ঞে রুদ্রের যজ্ঞভাগ কল্পনা করেন।

তা বৈ রুদ্রমানভ্যো যথাতথ্যেন দেবতাঃ।
নাকল্পয়স্ত দেবস্য স্থানোর্ভাগং নরাধিপ ॥[১]

এখানে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা দেবগণ, দক্ষ নন। যজ্ঞে ভাগ না থাকায় রুদ্র রুষ্ট হয়ে ধনুর্বাণ নিয়ে যজ্ঞ পণ্ড করতে উদ্যত হলেন। রুদ্রের ক্রোধে পৃথিবী ব্যথিত হলেন, অগ্নি প্রজ্বলিত হলেন না, বায়ুর প্রবাহ বন্ধ হোল, নক্ষত্রমণ্ডল উদ্‌ভ্রান্ত, সূর্য দীপ্তিহীন, দেবগণ ভীতত্রস্ত, যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হল না, তখন যজ্ঞও রুদ্রশরে বিদ্ধ হয়ে মৃগরূপে যজ্ঞস্থল ত্যাগ করলেন।

ততঃ স যজ্ঞং বিব্যাধ রৌদ্রেণ হৃদি পত্রিণা।
অপক্রান্তস্ততো যজ্ঞো মৃগো ভূত্বা স পাবকঃ ॥[২]

ত্র্যম্বক অতঃপর সবিতার বাহু, ভগের নয়ন, পূষার দন্ত ভঙ্গ করলেন—যজ্ঞ বিনষ্ট করলেন। অতঃপর দেবগণ রুদ্রের স্তব করে এবং রুদ্রের যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট করায় রুদ্র যজ্ঞ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন এবং যার যা ক্ষতি করেছিলেন সব ক্ষতি পূর্ণ করে দিলেন।

শান্তিপর্বে যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন দক্ষ নিজেই। তিনি রুদ্রের যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট করেন নি অকারণেই। তখন দধীচির বাক্যে রুদ্র দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট করেছিলেন।

ন চৈবাকল্পয়দ্ভাগং দক্ষো রুদ্রস্য ভারত।
ততো দধীচি বচনাদ্দক্ষযজ্ঞমপাহরৎ ॥[৩]

সতীর দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগের কাহিনী মহাভারতীয় কাহিনীগুলিতে একেবারেই অনুপস্থিত। এই কাহিনী পরবর্তীকালে কোন কোন পুরাণে সংযোজিত হয়েছে।

১ মহাঃ, সৌপ্তিকপর্ব—১৮।৩ ২ মহাঃ, সৌপ্তিকপর্ব—১৮।১৩ ৩ মহাঃ, শান্তিপর্ব—৩৪২।১০৭

পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে বীরিণীর গর্ভে দক্ষের ষাট্‌জন কন্যার জন্মকাহিনী আছে :

ততস্তেষপি নষ্টেষু ষষ্টিং কন্যাঃ প্রজাপতিঃ ॥
বীরিণ্যাং জনয়ামাস দক্ষঃ প্রাচেতসস্তদা।
প্রাদাৎ স দশ ধর্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
বিংশতিং সপ্ত সোমায় চতস্রোঽরিষ্টনেমিনে।
দ্বে চৈব ভৃগুপুত্রায় দ্বে কৃশাশ্বায় ধীমতে
দ্বে চৈবাঙ্গিরসে প্রাদাত্তাসাং নামানি বিস্তরাৎ ॥[১]

মার্কণ্ডেয়পুরাণে ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র কাশ্যপ। দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যা কাশ্যপের ভার্যা। তাঁদের গর্ভে কাশ্যপের বহু পুত্র-কন্যা জন্মেছিলেন। অদিতির গর্ভে দেবতা জন্মালেন, দৈত্যগণ দিতির পুত্র, দনু জন্ম দিলেন দানবদের; গরুড়, অরুণ, যক্ষ, রক্ষ, খগ প্রভৃতির জনয়িত্রী বিনতা, কদ্রু প্রসব করেছিলেন নাগ ও গন্ধর্বগণকে।

ব্রহ্মণস্তনয়ো যোঽভূন্মরীচিরিতি বিশ্রুতঃ।
কশ্যপস্তস্য পুত্রোঽভূৎ কাশ্যপো নাম্ন নামতঃ ॥
দক্ষস্য তনয়া ব্রহ্মণ্‌ তস্য ভার্যাস্ত্রয়োদশ।
বহবস্তৎসুতাশ্চাসন্‌ দেবদৈত্যোগরগাদয়ঃ ॥
অদিতির্জনয়ামাস দেবাং স্ত্রিভুবনেশ্বরান্‌।
দৈত্যান্‌ দিতির্দনুশ্চোগ্রান্‌ দানবানুরুবিক্রমান্‌ ॥
গরুড়ারুণৌ চ বিনতা যক্ষ রক্ষাংসি বৈ খগা।
কদ্রুঃ সুষাব নাগাংশ্চ গন্ধর্বা সুষুবে মুনিঃ ॥[২]

বৃহদ্দেবতায় প্রজাপতির পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নী দাক্ষায়ণী বা দক্ষনন্দিনী। এই তের জন দক্ষকন্যার নাম : অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, মুনি, ক্রোধবশা, বরিষ্ঠা, সুরভি, বিনতা এবং কদ্রু।

প্রজাপত্যো মরীচির্হি মারীচঃ কশ্যপোঽভবৎ ॥
তস্য দেব্যোঽভবঞ্জায়া দাক্ষায়ণ্যস্ত্রয়োদশ।
অদিতির্দিতির্দনুঃকালা দনায়ুঃ সিংহিকা মুনি ॥
ক্রোধবশা, বরিষ্ঠা চ সুরভির্বিনতা তথা।
কদ্রুশ্চৈবেতি দুহিতৃঃ কশ্যপায় দদৌ স চ ॥[৩]

---

১ পদ্মপুঃ সৃষ্টিখণ্ড—৬।১২-১৫ ২ মার্কণ্ডেয়পুরাণ—১০৪ অঃ
৩ বৃহৎ—৫।১২৫-১২৭

খিল হরিবংশে দশজন প্রচেতার অর্ধতেজ এবং সোমের অর্ধতেজ মিলিত হয়ে বৃক্ষকন্যা মারিষার গর্ভে দক্ষের জন্ম হয়।

দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতিঃ।
দক্ষো যজ্ঞে মহাতেজাঃ সোমসাংশেন ভারত ॥[১]

দক্ষ পঞ্চাশটি মানসকন্যার জন্ম দিলেন ; এঁদের মধ্যে দশটি ধর্মকে। কশ্যপকে তেরোটি এবং অবশিষ্ট সোমরাজাকে দান করেছিলেন।

স দৃষ্টা মনসা দক্ষঃ পঞ্চাশদপ্যসৃজৎ স্ত্রিয়ঃ॥
দদৌ স দশ ধর্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
শিষ্টাঃ সোমায় রাজ্ঞেহথ নক্ষত্রাখ্যা দদৌ প্রভুঃ ॥[২]

এই বিবরণগুলিতে দক্ষকন্যা সতীর অনুল্লেখ লক্ষণীয়। দক্ষের দুহিতৃবর্গের নামের তালিকায় সতীর নাম নেই, রুদ্রকৃত যজ্ঞনাশের ব্যাপারেও সতীর কোন ভূমিকা নেই। সুতরাং স্বভাবতঃই মনে হয় যে সতীর উপাখ্যান দক্ষযজ্ঞের মূল কাহিনী গঠনের অনেক পরে কল্পিত হয়েছিল।

মহাভারতে (শান্তিপর্ব, ২৮৩ অঃ) দক্ষযজ্ঞ বিনাশের যে বিবরণ আছে তাতে রুদ্রাণী উমা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তবে রুদ্রাণী দক্ষের কন্যাও নন, তাঁর নাম সতীও নয়, তিনি যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগও করেন নি। এই বিবরণ অনুসারে গঙ্গাদ্বারে প্রচেতার পুত্র দক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞে রুদ্রেশ্বর বাদে আর সকল দেব, গন্ধর্ব, বসু, পিতৃগণ ও জীবগণকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। দধীচিমুনি রুদ্রের যজ্ঞভাগ না থাকায় অসন্তুষ্ট হয়ে যজ্ঞবিনষ্টির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। রুদ্রাণী উমা রুদ্রের যজ্ঞভাগ রক্ষার চিন্তায় ব্যাকুল হলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে মহেশ্বর বীরভদ্রকে সৃষ্টি করলেন। দেবীর ক্রোধ থেকে জন্মালেন ভদ্রকালী। বীরভদ্রের লোমকূপ থেকে জাত গণেশ্বরগণ ও ভদ্রকালী সমভিব্যাহারে বীরভদ্র দক্ষের যজ্ঞাগারে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞ বিনষ্ট করলেন এবং যজ্ঞের মস্তক ছেদন করলেন। অতঃপর বীরভদ্রের উপদেশক্রমে দক্ষ উমাপতি মহেশ্বরকে স্তব দ্বারা তুষ্ট করলে মহেশ্বর দক্ষকে সহস্র অশ্বমেধ, শত বাজপেয়, এবং পাশুপত ব্রতের ফল দান করেছিলেন। দক্ষের যজ্ঞে শিবের নিমন্ত্রণ না হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে দক্ষ বলেছেন,

সর্বভূতকরো যস্মাৎ সর্বভূত পতির্হরঃ।
সর্বভূতান্তরাত্মা চ তেন ত্বং ন নিমন্ত্রিতঃ ॥

১ হরিবংশপর্ব—৩।৪৬ ২ তদেব—৩।৪৭-৪৮

ত্বমেব হীজ্যসে যস্মাদ্ যজ্ঞৈর্বিবিধদক্ষিণৈঃ।
ত্বমেব কর্তা সর্বস্য তেন ত্বং ন নিমন্ত্রিতঃ॥
অথবা মায়য়া দেব সূক্ষ্ময়া তব মোহিতঃ।
এতস্মাৎ কারণাদ্বাপি তেন ত্বং ন নিমন্ত্রিতঃ॥[১]

—ভূতনাথ! তুমি সমস্ত ভূতের সৃষ্টিকর্তা, সংহর্তা, তুমি সর্বভূতের অন্তরাত্মা এবং সর্বভূতপতি, এই হেতু তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই। তুমি অন্তর্যামী এবং অন্তরাত্মা বলিয়া ইতর দেবতার ন্যায় ব্যবহিত বা পৃথক্‌ভূত নহ, এজন্য তোমায় মদীয় যজ্ঞে নিমন্ত্রণ বিহিত হয় নাই। লোকে বিবিধ দক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারা তোমারই যজন করিয়া থাকে এবং তুমিই সকলের কর্তা, এই নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হও নাই। হে দেব! অথবা আমি তোমার সূক্ষ্ম মায়ায় মোহিত হইয়াছিলাম, সেই কারণেই তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই।[২]

এই বিবরণে দক্ষের শিব-বিরোধিতা বা শিবনিন্দার কোন প্রসংগই নেই। বরঞ্চ দক্ষ শিবের মহিমা সম্পূর্ণরূপে অবহিত। আরও লক্ষণীয়, বীরভদ্র যজ্ঞের মাথা কেটেছিলেন, দক্ষের নয়। মহাভারতের বনপর্বে কথিত, পূর্বোল্লিখিত (২০৩ অঃ) দক্ষযজ্ঞের বর্ণনায় শিব অহেতুক ক্রোধে দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করেছিলেন।

বরাহপুরাণের (২৬ অঃ) একটি উপাখ্যানে গৌরী রুদ্রপত্নী কিন্তু দক্ষের পালিতা কন্যা। তবে দক্ষযজ্ঞে তাঁর কোন ভূমিকা নেই। এই উপাখ্যান অনুসারে ব্রহ্মা রুদ্রকে সৃষ্টি করে গৌরী দান করেছিলেন প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে। কিন্তু তপোবলের অভাবে প্রজাসৃষ্টিতে অসমর্থ হওয়ায় রুদ্র জলে নিমজ্জিত হয়ে তপস্যায় নিমগ্ন হলেন। ব্রহ্মা কন্যাকে স্বদেহে লীন করে নিলেন। পরে তিনি দক্ষ প্রভৃতি সপ্ত মানসপুত্র সৃষ্টি করলেন এবং দক্ষকে কন্যারূপে গৌরী সমর্পণ করলেন। আনন্দিত দক্ষ ব্রহ্মার তৃপ্তির জন্যে যজ্ঞ সুরু করলেন। সপ্তর্ষিগণ যজ্ঞে ব্রতী হলেন, অঙ্গিরা হলেন পুরোহিত। দেবতারা গ্রহণ করলেন যজ্ঞভাগ। রুদ্র জলমধ্যে তপশ্চরণ শেষ করে উঠে এসে যজ্ঞানুষ্ঠান দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। দেবতারাও রুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত হলেন। রুদ্র ভগের নেত্র এবং পূষার দন্ত উৎপাটিত করলেন। বিষ্ণু ও রুদ্রের প্রচণ্ড সংগ্রাম চলতে থাকলে দেবগণ ব্রহ্মার আদেশক্রমে রুদ্রকে প্রদান করলেন যজ্ঞের ভাগ। যজ্ঞের ভাগ

১ মহাঃ, শান্তিপর্ব—২৮৪।১১১-১১৩ ২ অনুবাদ—বর্ধমান রাজবাটি সং

লাভ করে এবং দেবগণের দ্বারা স্তুত হয়ে রুদ্র দক্ষের যজ্ঞ সম্পূর্ণ হওয়ায় বর প্রদান করলেন।

বরাহপুরাণে (৩৩ অঃ) রুদ্রকর্তৃক ব্রহ্মযজ্ঞ নাশের অপূর্ব কবিত্বময় বিবরণ আছে। জল থেকে উত্থিত হয়ে রুদ্র বিশ্বসৃষ্টি সমাপ্ত দেখে এবং ব্রহ্মযজ্ঞানুষ্ঠান দেখে তাঁকে অতিক্রম করে রুদ্রহীন ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য রুদ্র কুপিত হলেন। তখন—

হা হেতি চোক্তে জ্বলনর্চিষস্তু
নিশ্চেরুরাস্যাৎ পরিপিঙ্গলস্য।
তত্রাভবন্ ক্ষুদ্র পিশাচ সঙ্ঘা
বেতালভূতানি চ যোগিসঙ্ঘাঃ॥[১]

—হা, হা, এইরূপ তিনি বলতে থাকলে পিঙ্গলবর্ণ প্রজ্বলিত অগ্নির মুখ থেকে নির্গত হোল ক্ষুদ্র পিশাচসমূহ, বেতালরূপী যোগিগণ।

এদের প্রতাপে আকাশ, পৃথিবী, দশদিক প্রকম্পিত হোল, রুদ্র ধনু ধারণ করে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। তারপর তিনি যজ্ঞ বিনাশে প্রবৃত্ত হলেন।

গুণং ত্রিবৃত্তঞ্চ চকার রোষাৎ
চাদত্ত দিব্যো ইষুধী শরাংশ্চ।
ততশ্চ পূষ্ণো দশনানপাতয়ৎ
ভগস্য নেত্রে বৃষণো ক্রতোশ্চ॥
স বিদ্ধবীজো ব্যপায়াৎ ক্রতুশ্চ।
মার্গং বায়ুর্ধারয়ন্ যজ্ঞবাটাৎ।
দেবাশ্চ সর্বে পশুতামুপেয়ু
র্জগ্মুশ্চ সর্বে প্রণতিং ভবস্য॥[২]

—তিনি রোশবশে ধনুকের গুণ ত্রিবৃত্ত করলেন, দিব্য শর ও ধনু গ্রহণ করলেন। তারপর পূষার দন্ত, ভগের দুটি নেত্র এবং ক্রতুর বৃষণ উৎপাটিত করলেন। ক্রতু বদ্ধবীজ হয়ে পলায়ন করলেন, বায়ু যজ্ঞস্থল থেকে নিজের পথ খুঁজে নিলেন। দেবগণ সকলে পশুতে পরিণত হলেন। সকলেই শিবকে প্রণাম জানালেন।

---

১ বরাহপুঃ—৩৩।৮   ২ বরাহপুঃ—৩৩।১০-১১

এইভাবে যজ্ঞ যখন বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন ব্রহ্মা দেবগণকে আশ্বাস দিয়ে শিবকে পরিতুষ্ট করলেন। রুদ্রের প্রার্থনা অনুসারে ব্রহ্মা যজ্ঞে রুদ্রভাগ নির্দিষ্ট করে দিলেন।

এই উপাখ্যানে দক্ষের কোন উল্লেখ নেই। রুদ্র যখন তপস্যায় জলমগ্ন ছিলেন, সেই সময়ে সৃষ্টিকর্ম এবং ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সৃষ্টিযজ্ঞ আর ব্রহ্মযজ্ঞ অভিন্ন বোধ হয়। এই যজ্ঞে রুদ্রের অংশ নেই দেখেই রুদ্র যজ্ঞ পণ্ড করতে উদ্যত হলেন। এই কাহিনীটিও পরবর্তী দক্ষযজ্ঞ সম্পর্কিত কাহিনী থেকে নিঃসন্দেহে প্রাচীনতর।

পুরাণকাররা পরবর্তীকালে রুদ্রের যজ্ঞপণ্ড করার ইঙ্গিতময় কাহিনীকে পল্লবিত করে কবিকল্পনায় নূতনতর গল্প সৃষ্টি করেছিলেন। পরবর্তী উপাখ্যান স্বাদে, বৈচিত্র্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন; লোকশিক্ষা এবং গল্পরস এর প্রধান আকর্ষণ। কাহিনী মূলতঃ একই হলেও অল্পবিস্তর বৈচিত্র্য এগুলিতেও আছে।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে দক্ষযজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ আছে। তবে এখানে দক্ষের শিব বিরোধিতার কারণ প্রচলিত কাহিনী থেকে কিছুটা অন্যরূপ। শিব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে শিবে অনুরক্তা প্রজাপতি দক্ষের কন্যা দাক্ষায়ণী সতীকে অপহরণ করে শূন্যমার্গে প্রস্থান করলে দরিদ্র শ্মশানচারী ভিক্ষুক শিবের এতাদৃশ অন্যায় কার্যে ক্ষুব্ধ হয়ে দক্ষ শিব-বিরহিত যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। পিতৃযজ্ঞে গমনের জন্য পতির অনুমতি আদায় করতে সতী কালী, তারা থেকে ছিন্নমস্তা পর্যন্ত দশমহাবিদ্যার দশবিধরূপ শিবকে প্রত্যক্ষ করালেন এবং শিবের অনুমতি আদায় করে চতুর্ভুজা কালীরূপে গগনমার্গে দক্ষালয়ে হাজির হলেন। দক্ষজায়া প্রসূতি পূর্বেই দক্ষযজ্ঞের পরিণাম স্বপ্নে জেনেছিলেন। দক্ষ কর্তৃক তিরস্কৃতা হয়ে সতী নিজেই পিতাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন :—

রে মূর্খ অধমাচার শিবশূন্য যথার্চিতং
ফলং প্রাপ্নুহি যচ্চোক্তং স্তবশব্দোঽন্যথা মুখে।
তদপ্যস্তু মুখং তেঽস্তু যথা ছাগমুখং তথা
শব্দশ্চ ছাগবৎ তেঽস্তু যথান্যচ্ছিবনিন্দনম্ ॥[১]

—রে মূর্খ অধমাচারী, যেহেতু তুমি শিবশূন্য যজ্ঞ করেছ, অতএব তুমি তার ফল লাভ কর, স্তব শব্দ ছাড়া অন্য শব্দ যখন তোমার মুখে ছিল, তখন সেই শব্দই

১ বৃহদ্ধর্মপুরাণ: মধ্যখণ্ড—৭।৬৬-৬৭

তোমার মুখে থাকুক, তোমার মুখ ছাগমুখ হোক, যেহেতু শিবনিন্দা ছাড়া আর কিছু তোমার মুখে ছিল না, অতএব তোমার মুখে ছাগের মতই শব্দ হোক্।

অতঃপর সতী হিমালয়ের অরণ্যে দক্ষজাত দেহ পরিত্যাগ করলেন। নারদ-মুখে এই সংবাদ পেয়ে শিব অনুচর বীরভদ্রসহ দক্ষালয়ে গমন করলেন এবং শিবনিন্দারত দক্ষের মস্তক ছেদন করলেন।

বীরভদ্রঃ স্বয়ং দেবো মহারুদ্র প্রতাপবান্॥
চকর্ত দক্ষমূর্ধানং গিরেঃ শৃঙ্গমিবৌজসা॥[১]

—মহাতেজস্বী স্বয়ং দেব মহারুদ্র বীরভদ্র রেগে গিরিশৃঙ্গের মত দক্ষের মস্তক ছিন্ন করে ফেললেন।

পূষার দন্ত ভগ্ন হোল, ভগের অক্ষি বিনষ্ট হোল। তখন প্রসূতির স্তবে এবং অন্যান্য দেবগণের অনুরোধে নন্দী দক্ষের দেহে ছাগমুণ্ড সংযোজিত করে দিলেন।[২] জীবন ফিরে পেয়ে দক্ষ শিবের স্তুতি করেছিলেন।

শিবপুরাণের (বায়বীয় সংহিতা) বিবরণটি কিছুটা ভিন্ন ধরনের। শিবপুরাণ-বর্ণিত কাহিনী অনুসারে দক্ষ অন্যান্য দেবগণের সঙ্গে শিবালয়ে গিয়েছিলেন জামাতা শিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু শিব দণ্ডায়মান দক্ষকে দক্ষের প্রতি কোন বিশেষ সম্মান প্রদর্শন না করায় দক্ষ শিবের প্রতি বৈরিভাব পোষণ করতে লাগলেন। বৈরিতাহেতু দক্ষ যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন তাতে শিবকে হবিঃ প্রদান করলেন না। তিনি অন্যান্য জামাতৃগণকে আহ্বান করে উপযুক্তভাবে অর্চনা করলেন। সতী নারদমুখে পিতার যজ্ঞবৃত্তান্ত শ্রবণ করে রুদ্রকে বিজ্ঞাপিত করে পিতৃভবনে প্রস্থান করলেন। কন্যাকে দেখেই দক্ষ কুপিত হয়ে সতীকে বাদ দিয়ে সতীর কনিষ্ঠা ভগিনীদের অর্চনা করলেন। এই বিষয়ে সতী প্রতিবাদ করায় দক্ষ সতী ও শিবের নিন্দা করতে শুরু করলেন। পতিনিন্দা শ্রবণে কুপিতা সতী দক্ষকে অভিশাপ দিলেন :

তস্মাদত্যুৎকটস্যাস্য পাপস্য সদৃশো ভৃশম্।
সহসা দারুণো দণ্ডস্তব দেবাদ্ভবিষ্যতি॥
ত্বয়া ন পূজিতো যস্মাদ্দেব দেব স্ত্রিয়ম্বকঃ।
তস্মাৎ তব কুলং দুষ্টং নষ্টমিত্যবধারয়।[৩]

---

১ বৃহদ্ধর্ম, মধ্যখণ্ড—৭।৬৬-৬৭ ২ তদেব—৮।৬৯ ৩ শিবপুঃ বায়বীয় সং—১৬।৪৮-৪

—তুমি এই উৎকট পাপের, উপযুক্ত দারুণ দণ্ড সহসা মহাদেবের কাছ থেকে লাভ করবে। যেহেতু তুমি দেবদেব ত্র্যম্বককে পূজা কর নি, সেইহেতু তোমার দূষিত কুল নষ্ট হবে, জেনো।

এই বলে দেবী দেহত্যাগ করে হিমালয়ে গমন করলেন :

ইত্যুক্ত্বা পিতরং রুষ্টা সতী সন্তজ্য সাবায়া
তদীয়াঞ্চ তনুং ত্যক্ত্বা হিমবন্তং যযৌ গিরিম্ ॥[১],

সতী দক্ষকে ত্যাগ করলে যজ্ঞের মন্ত্রাদি তিরোহিত হলো। মহাদেব দক্ষকে অভিশাপ দিলেন যে জন্মান্তরেও শিব দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করবেন।

যস্মাদবমতা দক্ষ মৎকৃতেঽনাগসা সতী।
পূজিতাশ্চেতরাঃ সর্বাঃ স্বসুতা ভর্তৃভিঃ সহ ॥
বৈবস্বতেঽন্তরে যস্মাৎ তব জামাতরস্ত্বমী।
উৎপৎস্যন্তে সমং সর্বে ব্রহ্মযজ্ঞেষ্বযোনিজাঃ ॥
ভবিতা মানুষো রাজা চাক্ষুষস্য ত্বমন্বয়ে।
প্রাচীন বর্হিষঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চাপি প্রচেতসঃ ॥
অহং তত্রাপি তে বিঘ্নমাচরিষ্যামি দুর্মতে।
ধর্মার্থকামযুক্তেষুক্তেষু কর্মস্বপি পুনঃ পুনঃ ॥[২]

—হে দক্ষ! যেহেতু তুমি আমার জন্যে নিরপরাধা সতীকে অপমানিতা করেছ, অন্যান্য কন্যাদের পতিসহ পূজা করেছ, অতএব বৈবস্বত মন্বন্তরে তোমার এই জামাতৃবর্গ ব্রহ্মযজ্ঞে অযোনিসম্ভব হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। তুমিও চাক্ষুষের বংশে মানবরূপে প্রাচীনবর্হির পৌত্র এবং প্রচেতার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবে। হে দুর্মতে! সেই সময় আমিও তোমার ধর্মার্থকামযুক্ত কর্মে পুনঃ পুনঃ বিঘ্ন সৃষ্টি করবো।

দক্ষ বৈবস্বত মন্বন্তরে প্রাচীনবর্হির পৌত্র ও প্রচেতার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। সতীও হিমালয়দুহিতা পার্বতীরূপে শিবকে প্রাপ্ত হলেন। এই জন্মেও দক্ষের যজ্ঞে শিব নিমন্ত্রিত না হওয়ায় দেবীর প্ররোচনায় শিব বীরভদ্রকে সৃষ্টি করলেন। বীরভদ্র স্বীয় রোমকূপ থেকে অসংখ্য গণেশ্বর সৃষ্টি করে দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড করলেন, দক্ষের শিরচ্ছেদ করলেন এবং দেবতাদেরও শাস্তি দিলেন।

১ শিবপুঃ, বায়বীয় সং—১৮।৫০ ২ তদেব

ব্রহ্মাসহ দেবগণ শিবকে তুষ্ট করায় শিবের ইচ্ছায় দক্ষের যজ্ঞ সম্পন্ন হোল ; দক্ষের পাপের শাস্তিরূপে ছাগমুণ্ড বিহিত হোল।

দক্ষস্য ভগবানেব স্বয়ং ব্রহ্মা পিতামহঃ।
তৎপাপাম্নু গুণং চক্রে জয়চ্ছাগমুখং সুখম্ ॥[১]

দক্ষ পেলেন শিবের গাণপত্য :

গাণপত্যং দদৌ তস্মৈ দক্ষায়াক্ষয়মীশ্বরঃ ॥[২]

এই একই কাহিনী বায়ুপুরাণ (৩০ অঃ) এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (৩১ অঃ) বর্ণিত হয়েছে। এই উপাখ্যানগুলিতে সতীর দেহত্যাগের পরই শিব দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করেন নি। দক্ষের জন্মান্তরে শিব দক্ষযজ্ঞ করেছেন এবং পার্বতীরূপে সতী পরজন্মে দক্ষযজ্ঞনাশের জন্য শিবকে নানাভাবে প্ররোচনা দিয়েছেন।

বামনপুরাণে সতী ঋষি গৌতমের কন্যা জয়াদেবীর মুখ থেকে শিবহীন দক্ষযজ্ঞের কথা শুনেই দেহত্যাগ করেছিলেন :

জয়ায়া স্তদ্বচঃ শ্রুত্বা বজ্রপাতোপমং সতী।
মন্যুনাভিপ্লুতা ব্রহ্মণ্ পঞ্চত্বমগমত্তদা ॥
জয়া মৃতাং সতীং দৃষ্ট্বা ক্রোধ শোক পরিপ্লুতা।
মুঞ্চতী বারি নেত্রাভ্যাং সুস্বয়ং বিললাপ হ ॥[৩]

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে সতী পতিনিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করায় পরে হিমালয়কন্যা উমারূপে শিবগৃহিণী হলেন। দক্ষও জন্মান্তরে প্রাচেতস রাজারূপে গঙ্গাদ্বারে শিবহীন যজ্ঞ করায় শিব-প্রেরিত বীরভদ্র যজ্ঞ বিনষ্ট করেছিলেন।[৪]

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গলকাব্যেও দক্ষযজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ আছে। অন্নদামঙ্গলে দক্ষমুনি ব্রহ্মার মানসপুত্র, প্রসূতি তাঁর পত্নী ; কন্যার নাম সতী।

বিধির মানসসুত দক্ষমুনি তপোযুত
প্রসূতি তাহার ধর্মজায়া।
তাঁর গর্ভে সতী নাম অশেষ মঙ্গলধাম
জনম লভিল্য মহামায়া ॥

১ শিবপুঃ বায়বীয় সং—১৭।২৫-২৬ ২ তদেব—১৭।২৯
৩ বামনপুরাণ—৪।৯-১০ ৪ বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্য—৯ অঃ

দেবসভায় শিবকর্তৃক দক্ষের সম্মানহানির কথা ভারতচন্দ্র লেখেন নি। ঘটকচূড়ামণি নারদের কথায় ভুলে দক্ষ শিবকে কন্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু শিবের বিকট সাজসজ্জা দেখেই দক্ষ শিবের প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন। যজ্ঞেও শিবকে বাদ দিয়েছিলেন।

ঘটক নারদ হয়ে নানামত বলে কয়ে
শিবের বিবাহ দিলা সতী।
শিবের বিকট সাজ দেখি দক্ষ মুনিরাজ
বামদেবে হইল বামমতি॥
সদা শিব নিন্দা করে মহাক্রোধ হৈলা হরে
সতীলয়ে গেলেন কৈলাসে।

দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ করলেন শিবকে বাদ দিয়ে। সতী পিতার যজ্ঞে যাবার জন্য শিবের অনুমতি না পেয়ে দশমহাবিদ্যারূপে প্রকটিত হলেন; শিবের অনুমতি মিললো। সতী কালীর রূপধরে চললেন দক্ষালয়ে। জননী প্রসূতি ভাবী দক্ষ-যজ্ঞনাশের স্বপ্ন দেখেছেন, তিনি কালীরূপিণী সতীকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত শোনালেন। 'জন্মশোধ' কিছু আহার করে সতী গেলেন পিতার যজ্ঞাগারে। কিন্তু সতীর কালীবর্ণ দেখে দক্ষ কুপিত হয়ে সুরু করলেন শিব নিন্দা।

কৃষ্ণবর্ণা দেখি সতী দক্ষ কোপে জ্বলে।
শিব নিন্দা করিয়া সভার আগে বলে॥

শিবনিন্দা শুনে সতী দক্ষকে অভিশাপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করলেন:

শিব নিন্দা কর কি শকতি ধর
কেন বাপা হেন মতি॥
যারে কালে ধরে সেই নিন্দে হরে,
কি কহিব তুমি বাপ।
তব অঙ্গ জনু ত্যজিব এ তনু
তবে যাবে মোর পাপ॥
তিনি মৃত্যুঞ্জয় গালিতে কি হয়
মোরে যেতে আছে ঠাঁই।
কর্ম্মমত ফল যজ্ঞ যাবে তল
তোর রক্ষা আর নাই॥

যে মুখে পামর নিন্দিলে শংকর
সে মুখ হবে ছাগল।
এতেক কহিয়া শরীর ছাড়িয়া
উত্তরিলা হিমাচল॥

নন্দীর মুখে সংবাদ পেয়ে শিব ভূতপ্রেত সহ দক্ষালয়ে গমন করে যজ্ঞ পণ্ড করলেন। শিবানুচরেরা কেউ দক্ষের দেহে ঘি ঢেলে অগ্নি সংযোগ করলো, কেউ দক্ষের মুণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে এলো।

অগ্নি জ্বালি সর্পি ঢালি
দক্ষ দেহ পুড়িছে।
* * *
মৌন তুণ্ড হেঁট মুণ্ড
দক্ষ মৃত্যু জানিছে।
কেহ ধায় মুষ্টি ঘায়
মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে।

অতঃপর প্রসূতির স্তবে তুষ্ট হয়ে মহাদেব দক্ষের দেহে মুণ্ড সংযোজনের জন্য নন্দীকে ইঙ্গিত করলেন। সতীর অভিশাপ স্মরণ করে নন্দী দক্ষের ছাগমুণ্ড বিধান করলেন।

নন্দী বলে তব নিন্দা করিয়াছে পাপ।
ছাগমুণ্ড হইবে সতীর আছে শাপ॥
শুনিয়া সম্মতি দিলা শিব মহাশয়।
যেমত করিলা কর্ম উপযুক্ত হয়॥
শিব বাক্যে নন্দী এক ছাগল কাটিয়া।
মুণ্ড আনি দক্ষ স্কন্ধে দিলেন আঁটিয়া॥

দক্ষ শিবের স্তুতি কোরলেন। শিবকে যজ্ঞাগ্রভাগ দিয়ে দক্ষযজ্ঞ সম্পন্ন হোল।

বিধিবিষ্ণু আদি সবে দক্ষেরে লইয়া।
যজ্ঞপূর্ণ কৈল শিব অগ্রভাগ দিয়া॥[১]

কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নকাব্যে কিন্তু দেবসভায় শিবকর্তৃক দক্ষের অসম্মান ও দক্ষকর্তৃক শিবনিন্দা বর্ণিত হয়েছে।

---

১ অন্নদামঙ্গল, বসুমতী সং

সভা কর‍্যা বসিল সকল সুরগণ।
দেব সভা দেখিতে দক্ষের আগমন ॥
প্রজাপতি প্রচণ্ড সূর্যের সম তেজা।
শিব বিনে সবাই সম্ভ্রমে কৈল পূজা ॥
দক্ষের দারুণ দুঃখ দাক্ষায়ণীনাথে।
দিতে গালি দেবগণ শুধাইল তাতে ॥[1]

জামাতৃকৃত অপমানে দক্ষ যখন মনস্তাপে কাতর, তখন নারদ পরামর্শ দিলেন শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে।

নারদে বলেন তার প্রতিকার কর।
মন্দধীর মত মিছা মনস্তাপে মর ॥
যে যেমন করে তাকে করিতে উচিত।
তুমি যজ্ঞ কর তেনি বন্দ্যা গান গীত ॥
শিবে না পূজিলে যদি অন্য পূজা নাই।
সকল শিবের বিধি বিধাতার ঠাঞি ॥
আপনি বিধাতা তুমি বিধাতার বেটা।
আমন্ত্রণ কর‍্যা আন যত দেবের ঘটা ॥
তুমি না পূজিলে তবে গেল ফুল জল।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে তবেই মঙ্গল ॥[2]

নারদ এখানে যথার্থ কোন্দলপরায়ণ। তিনি শিবের কাছে শিবহীন দক্ষ-যজ্ঞানুষ্ঠানের সংবাদ দিলেন। সতীও শুনলেন সব কথা। সতী দক্ষযজ্ঞে গমনের জন্য শিবের অনুমতি না পেয়ে নিজেই কুপিতা হয়ে পিত্রালয়ে প্রস্থান করলেন। মাতার কাছে সমাদর পেলেও পিতার সমাদর পেলেন না সতী। পিতার কাছে অনুযোগ করতে গিয়ে তিনি পেলেন স্বামীনিন্দা। সতী স্বয়ং শিবমহিমা কীর্তন করে নন্দীকে আদেশ করলেন শিবমহিমা বর্ণনা করতে। নন্দী শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে শিবনিন্দুক দক্ষকে অভিশপ্ত করলেন। শিবনিন্দুক দক্ষের কন্যা হওয়ার ক্ষোভে সতী যোগাশ্রয়ে দেহত্যাগ করলেন।

শিব নিন্দা করে আরে এত বড় বুক।
পাগল দক্ষের হবে ছাগলের মুখ ॥

১ শিবায়ন (ক. বি.), ২য় পালা—২০১-২০৩ ২ তদেব—২২০-২২৪

মহাভারতকার লিখেছেন, যিনি দক্ষ, তিনিই ক বা প্রজাপতি, প্রজাপতি বা ক দক্ষেরই এক নাম : "তস্য দ্বে নামনী লোকে দক্ষঃ ক ইতি চোচ্যতে।"[১]

ত্বষ্টা, বিশ্বকর্মা, প্রজাপতি ও দক্ষ একই দেবতা—অভিন্নাত্মা। সুতরাং দক্ষও বিশ্বকর্মা বা ত্বষ্টার মত সূর্যাগ্নি। ঋগ্বেদে একস্থানে অগ্নিকে দক্ষরূপে সম্বোধন করা হয়েছে :

তুভ্যং দক্ষ কবিক্রতো যানীমা দেব মর্তাসো অধ্বরে অকর্ম।[২]

—হে দক্ষ (নিপুণ) ক্রান্তকর্মা দেব (অথবা ক্রান্তপ্রজ্ঞ) অগ্নি, মর্তবাসিগণ যজ্ঞে তোমাকে হবি প্রদান করে।

অগ্নি দক্ষগণেরও অধিপতি :

"স দক্ষাণাং দক্ষপতির্বভূব।"[৩]—অগ্নি দক্ষগণের মধ্যে দক্ষপতি হয়েছিলেন।

সায়ন বলেছেন, দক্ষ শব্দের অর্থ 'বল'—স দক্ষাণাং বলানাং দক্ষপতির্বলাধিপতির্বভূব আসীৎ।"—তিনি বলসমূহের মধ্যে বলাধিপতি হয়েছিলেন।

আর একটি ঋকে সোম হলেন দক্ষ :

পবমান রসস্তব বিরাজতি দ্যুমান্।[৪]

—হে দক্ষ (সোম), তোমার প্রবাহিত রস দীপ্তিশালী হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে।

একটি ঋকে সোম দক্ষকে ধারণ করেন। সাধারণভাবে সোম অর্থে আকাশের চন্দ্র বা সোমলতা বা সোমলতার রস বোঝালেও স্বরূপ বিচারে দেখা যাবে সোম মূলে ছিলেন সূর্যাগ্নি। একই দেবতাকে উপচারবশতঃ পৃথক্ পৃথক্ রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ঋষি যখন বলেন, "দক্ষং দধাসি জীবসে।"[৫]—(হে সোম !), তুমি জীবনধারণের জন্য দক্ষকে ধারণ কর, তখন সোম বা দক্ষকে সূর্যাগ্নির রূপভেদ ভিন্ন অন্য কিছু ভাবা চলে না।

একটি ঋকে অগ্নি দক্ষের পিতা—

ধিয়া চক্রে বরেণ্যং বরেণ্যো ভূতানাং গর্ভমাদধে
দক্ষস্য পিতরং তনা ॥[৬]

—বরণীয় অগ্নি ভূতসমূহের গর্ভরূপে বর্তমান, তাঁকে ধারণ করি। তিনি দক্ষের পিতারূপে বিস্তৃত।

---

১ মহাঃ, শান্তিপর্ব—২০৮।৮ ২ ঋগ্বেদ—৩।১৪।৭ ৩ তদেব—১।৯৫।৬
৪ তদেব—৯।৬১।১৮ ৫ তদেব—১।৯১।৭ ৬ তদেব—৩।২৭।৯

সূর্য ও অগ্নি একই পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও, সূর্য থেকে অগ্নি অথবা অগ্নি থেকে সূর্যের জন্ম—এরূপ কল্পনা বৈদিক ঋষির পক্ষে স্বাভাবিক হওয়ায় একই পদার্থকে জাতক জনকরূপে বর্ণনা করা হয়।

রমেশচন্দ্র দত্তের মতে দক্ষের তনয়া অগ্নিকে ধারণ করেন। অন্য একটি ঋকে দক্ষের তনয়া ইলা অগ্নিকে ধারণ করে থাকেন।

ইলেন্যো নমস্যস্তিরস্তমাংসি দর্শতঃ।
সমগ্নিরিধ্যতে বৃষা ॥[১]

—যে অগ্নি কর্ম দ্বারা বরণীয়, ভূতসমূহের গর্ভরূপে অবস্থিত ও পিতাস্বরূপ—দক্ষের তনয়া নেই অগ্নিকে ধারণ করেন।[২]

দক্ষ এবং অদিতি জগতের পিতামাতা,—সদসৎ তাদের দ্বারাই সৃষ্ট:

অসচ্চ সচ্চ পরমে ব্যোমন্দক্ষস্য জন্মন্নদিতেরুপস্থে ॥[৩]

—সকল সৎ এবং অসৎ (সৃষ্টির পূর্ববর্তী অবস্থা) বস্তু দক্ষের জন্মস্থানে পরম ব্যোমে অদিতি থেকে জন্মগ্রহণ করেছে।

রমেশচন্দ্র দত্ত এখানে দক্ষ অর্থে সূর্য এবং অদিতি অর্থে আকাশ বুঝেছেন। তিনি সদসৎ অর্থে অগ্নিকে গ্রহণ করেছেন। ঋক্‌টির তৎকৃত অনুবাদ: "অগ্নিই অসৎও বটেন, সৎও বটেন। তিনি পরম ধামে আছেন। তিনি আকাশের উপরে সূর্যরূপে জন্মিয়াছেন।"

এই ঋকেই অগ্নিকে বৃষ এবং গাভী উভয়রূপেই গ্রহণ করা হয়েছে—"বৃষভশ্চ ধেনু"। রমেশচন্দ্র দত্ত ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে অগ্নি স্ত্রী-পুরুষ উভয়রূপী।

আর একস্থানে অদিতি দক্ষের কন্যা,—আবার দক্ষ অদিতির পুত্র:

অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি ॥
অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ ॥[৪]

—অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবার অদিতি জন্মিলেন। হে দক্ষ! অদিতি যে জন্মিলেন তিনি তোমার কন্যা। তাঁহার পশ্চাৎ দেবতারা জন্মিলেন; ইহারা কল্যাণমূর্তি ও অবিনাশী।[৫]

---

১ ঋগ্বেদ—৩।২৭।১৩ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ
৪ তদেব—১০।৭২।৪-৫ ৫ অনুবাদ—তদেব

দক্ষ থেকে অদিতি জন্মেছেন, আর অদিতি থেকে দক্ষ জন্মেছেন এরূপ, পরস্পরবিরোধী উক্তি বেদে নতুন নয়। এরূপ উক্তিকে লৌকিক অর্থে বিচার না করে গূঢ়ার্থব্যঞ্জক মনে করাই শ্রেয়ঃ। অগ্নি থেকে সূর্য এবং সূর্য থেকে অগ্নির জন্ম বেদে নানাস্থানে কথিত হয়েছে। উষা কখনও সূর্যের পত্নী, কখনও সূর্যের কন্যা। পিতাপুত্রীর (অর্থাৎ রুদ্র ও উষার, – রমেশচন্দ্র দত্ত) যৌন মিলনের বিবরণও ঋগ্বেদে আছে।

প্রজাপতির দুহিতৃ-গমনের কাহিনী শতপথ ব্রাহ্মণে (১।৬।৩।১) বর্ণিত হয়েছে— "প্রজাপতির্হ বৈ দুহিতরমভিদধ্যৌ।" পুরাণেও প্রজাপতির দুহিতা গমনের কাহিনী পাওয়া যায়। পিতা-কন্যার মিলন রূপকার্থে সূর্য ও সূর্যতেজের সম্মিলন অথবা সূর্য ও অগ্নির মিলন, কিম্বা সূর্য ও উষার মিলনরূপে ব্যাখ্যা করা সমীচীন।

অদিতি সম্পর্কে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। অদিতি সূর্যাগ্নির তেজোরূপা শক্তি। দক্ষও সূর্যাগ্নিরই নামান্তর। দক্ষ যজ্ঞরূপী। দক্ষযজ্ঞ অর্থে সুসম্পন্ন যজ্ঞ অথবা দক্ষ নামক যজ্ঞবিশেষ। একই বস্তু বা শক্তি কখনও পিতা, কখনও মাতা, কখনও পুত্র, কখনও কন্যা, কখনও পত্নীরূপে কল্পিত হয়েছেন। দক্ষের জন্মস্থান আকাশ বললে দক্ষকে সূর্যরূপে গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং দক্ষও অদিতি অর্থাৎ সূর্য ও সূর্যতেজ বিশ্বভুবনের জড় ও চেতনের সকল আদিত্যের সকল দেবের জনক-জননী। আবার তেজোরূপা অদিতি সূর্যাগ্নিরূপী দক্ষের তনয়া।

আচার্য যাস্ক লিখেছেন, "অদিতির্দাক্ষায়ণী ; অদিতের্দক্ষো অজায়ত, দক্ষাদতিঃ পরি'—ইতি চ। তৎ কথমুপপদ্যেত ? সমানজন্মানৌ স্যাতামিতি।"[১] —অদিতি দাক্ষায়ণী অর্থাৎ দক্ষের কন্যা। অদিতি থেকে দক্ষ জন্মেছেন, দক্ষ থেকে অদিতি জন্মেছেন। এ কেমন করে সম্ভব ? এঁরা সমানজন্মা অর্থাৎ পরস্পরের একই জন্ম।

ভাষ্যকার বলিতেছেন—ইঁহারা সমানজন্মা বা সমনন্তরজন্মা অর্থাৎ অদিতির (প্রাতঃ সন্ধিকালের) পরে উদিত হন আদিত্য (দক্ষ) এবং আদিত্য হইতে আবির্ভূত হন অদিতি (সায়ং সন্ধিকাল) ; এইরূপে পরস্পর পরস্পরের পরে আবির্ভূত—এই কারণে পরস্পর পরস্পর হইতে জাত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।"[২]

১ নিরুক্ত—১১।২৩।৫ ২ অমরেশ্বর ঠাকুর—নিরুক্ত (ক. বি), পৃঃ ১২১১

এই ব্যাখ্যাকারের মতে দক্ষ আদিত্য বা সূর্য এবং অদিতি প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ংসন্ধ্যা।

নিরুক্তকার আরও বলেছেন যে দেবতাদের মহিমা বলে পরস্পর পরস্পর থেকে জন্ম সম্ভব। "অপি বা দেবধর্মেণেতরেতরজন্মানৌ স্যাতামিতরেতর প্রকৃতী"[১] —দেবধর্মবশে দেবতাগণ পরস্পর হতে জন্মগ্রহণ করেন, সেইজন্যই পরস্পর পরস্পরের প্রকৃতি পেয়ে থাকেন।

নিরুক্তকারের মতে অগ্নিই অদিতি -"অগ্নিরপ্যদিতিরুচ্যতে।"[২] অগ্নি বা সূর্যাগ্নির তেজ অদিতি হলে সূর্যরূপী দক্ষের থেকে অদিতির জন্ম এবং অগ্নি বা তেজোরূপা শক্তি থেকে দক্ষের (সূর্যের ,জন্মকথনে কোন অসঙ্গতিই থাকে না। দক্ষ যে সূর্য বা অগ্নি এ বিষয়েও কোন সংশয়ের হেতু নেই।

উপর্যুক্ত ঋক্‌গুলি থেকে অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল দক্ষ ও অদিতিকে আদি পিতামাতারূপে গ্রহণ করেছেন :

"Thus the last two passages seem to regard Aditi and Dakṣa as universal parents ... Mitra and Varuṇa are termed sons of intelligence (Sunū Dakṣasya) as well as children of great might (Napāt Śavaso mahaḥ). The juxtaposition of the latter epithets shows that Dakṣa is here not a personification, but the abstract used as in Agni's epithet, father of skill or son of strength. This conclusion is confirmed by the fact that ordinary human sacrifices are called Dakṣa pitṛh."[৩]

ম্যাক্‌ডোনেল যদিও দক্ষ শব্দে নৈপুণ্য বা কুশলতাকে বুঝেছেন, তথাপি তিনি প্রকারান্তরে অগ্নির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর মতে দক্ষ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কর্মকুশল, বলবান, চতুর, মেধাবী প্রভৃতি; শব্দটি অগ্নি ও সোমের বিশেষণ,[৪] কিন্তু 'দক্ষ পিতৃ' শব্দে বোঝায় মানবকৃত যজ্ঞ। সুতরাং ম্যাক্‌ডোনেল প্রকারান্তরে যজ্ঞাগ্নিকেই 'দক্ষ' বলেছেন। অপর একজন পণ্ডিত সুসম্পন্ন যজ্ঞ বা যজ্ঞ সম্পাদন দক্ষতাকেই দক্ষরূপে অভিহিত করেছেন। "Skill (Dakṣa) represents the technical ability of the priest and the magician which makes ritual effective, renders contacts with the gods

১ নিরুক্ত—১১।২৩।৬ ২ তদেব—১১।২৩।৭

৩ Vedic Mythology—page 46 ৪ তদেব

possible. It is composed of efficiency, intelligence, precision, imagination and is thus mainly a privilege of able and young men.

In later mythology, Dakṣa, the art of sacrifice is personified as a sage himself in the performance of sacrifices."[১]

—দক্ষ সম্বন্ধে এই ভারততত্ত্ববিদের মন্তব্য যজ্ঞসম্পাদনদক্ষতা থেকে যজ্ঞকারী পুরোহিতে উন্নীত হওয়ার বিবরণ যথার্থ বিবেচিত না হলেও দক্ষ যে যজ্ঞের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা বোঝা যায়। ম্যাক্‌ডোনেলও দক্ষকে অগ্নির বিশেষণরূপেই ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে দক্ষ বিচারশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, বা ঐশ্বরিক ইচ্ছা।[২]

দক্ষ শব্দ যজ্ঞসম্পাদন কুশলতাই হোক আর সুসম্পন্ন যজ্ঞই হোক, দক্ষ যে যজ্ঞ বা যজ্ঞাগ্নি সে বিষয়ে অস্পষ্টতা নেই। অগ্নি ও সূর্যের অভিন্নতাবোধহেতু দক্ষ আদিত্যও।

সূর্যাগ্নির যে তাপরূপী শক্তি বিশ্বের রূপকার তিনি বিশ্বকর্মা—যজ্ঞরূপী যে শক্তি জীবের ধাতা—জীব স্রষ্টা তিনিই দক্ষ। দক্ষের কন্যা সতী আর অদিতিতে কোন তফাৎ নেই। দক্ষযজ্ঞের প্রাচীনতর কাহিনী অনুসারে যে সৃষ্টিকর্ম রুদ্রের উপর ন্যস্ত হয়েছিল, রুদ্রের তপশ্চরণের কালে দক্ষ সেই কর্ম সম্পাদন করেছিলেন। প্রজাপতি দক্ষের সৃষ্টিকর্মই দক্ষযজ্ঞ। এই যজ্ঞে রুদ্রের অংশ ছিল না। কারণ রুদ্র স্রষ্টা নন—ধ্বংসকর্তা। তাই রুষ্ট রুদ্র দক্ষের সৃষ্টিকর্মকে ধ্বংস করেছিলেন। প্রজাপতি দক্ষের সৃষ্টি ও রুদ্রের যজ্ঞবিনষ্টি নিত্যকাল ধরে চলেছে। সৃষ্টিরক্ষার এটাই চিরন্তন রীতি। রুদ্র যখন ধ্বংস করেন তখন তেজোরূপিণী চিদ্রূপা রুদ্রাণী আদ্যাশক্তি সতী জীবদেহ ত্যাগ করেন। প্রাণশক্তি জীবদেহ পরিত্যাগ করার পরেই রুদ্রের তাণ্ডব প্রত্যক্ষগোচর হয়। রুদ্রকে তুষ্ট করার প্রয়োজনে রুদ্রের যজ্ঞভাগ কল্পিত হয়েছে। তথাপি কল্পে কল্পান্তরে রুদ্র দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করে আসছেন। মনে হয় রুদ্রোপাসক ও দক্ষোপাসকদের মধ্যে সংঘর্ষের ইতিহাস দক্ষযজ্ঞের কাহিনীতে লুকাইত আছে। শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষের অবসান ঘটেছে রুদ্রকে যজ্ঞের ভাগ দিয়ে। রুদ্রের ক্রোধ শান্তির জন্যই রুদ্রকে যজ্ঞভাগ দেওয়া হয়েছে যজুর্বেদে।

দক্ষযজ্ঞে দক্ষের ছাগমুণ্ড বিহিত হয়েছিল। ছাগবলি বৈদিক যজ্ঞে অপরিহার্য।

১ Hindu Polytheism—Alain Danielou, page 121-122

২ On the veda—page 83

অগ্নি ছাগবাহন ; সূর্যের অপরমূর্তি পূষা ও ছাগবাহন। যজ্ঞের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট ছাগ সূর্যাগ্নির বাহনরূপে কল্পিত হওয়ার পরে যজ্ঞরূপী দক্ষের মুণ্ডে পরিণত হয়েছিল। লক্ষণীয় এই যে অজৈকপাদ বা একপদবিশিষ্ট অজ (জন্মরহিত, ছাগ) সূর্যের এক নাম। মহাভারতে অজৈকপাদ রুদ্রের এক নাম। রুদ্র ত সূর্যাগ্নির ধ্বংসাত্মক রূপ। সূর্যাগ্নিকে অজরূপে কল্পনা থেকেই যজ্ঞাগ্নি দক্ষ অজ বা ছাগে পরিণত হয়েছেন।

ইন্দ্র ও সূর্যের রথের বাহন অশ্ব বা কিরণ। সূর্য অশ্বরূপ ধারণ করে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের জন্ম দিয়েছিলেন। সূর্যের মূর্ত্যান্তর বিষ্ণু। বিষ্ণুর এক অবতার হয়গ্রীব। আবার সূর্যকিরণরূপী দধীচিও অশ্বমুণ্ড। সুতরাং দক্ষের ছাগমুণ্ড ছাগের সঙ্গে যজ্ঞাগ্নির তথা সূর্যাগ্নির অচ্ছেদ্য সংশ্লেষের ইঙ্গিত-বাহক। লক্ষণীয় এই যে মহাভারতীয় কাহিনীতে বীরভদ্র যজ্ঞের মস্তক ছিন্ন করেছিলেন। ছাগমুণ্ড যজ্ঞাগ্নিতেই সংযোজিত হয়েছিল।

দাক্ষায়ণ যজ্ঞের কথা শতপথ ব্রাহ্মণে ও সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণে দক্ষ পর্বতপুত্র—পার্বতি। তিনি যজ্ঞ সমাপন করে রাজ্যলাভ করেছিলেন। "দক্ষঃ পার্বতিস্ত ইমেহপ্যেতর্হি দাক্ষয়না রাজ্যমিবৈব প্রাপ্তা···।"[১] এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য লিখেছেন, "অত্র হি দাক্ষায়ণযজ্ঞ সম্পদ্ভূতে দ্বে পৌর্ণমাস্যে দ্বেহমাবস্যে যজতেতি।"

—দাক্ষায়ণ যজ্ঞের সম্পৎরূপী দুটি পূর্ণিমা যাগ ও দুটি অমাবস্যা যাগ অনুষ্ঠেয়।

"দক্ষো হ বৈ পার্বতিরেতেন যজ্ঞেনেষ্ট্বা সর্বান্ কামানাপততৎ।"[২] —পার্বতি দক্ষ এই যজ্ঞ সম্পন্ন করে কাম্যফল লাভ করেছিলেন।

দাক্ষয়ণযজ্ঞ আর দক্ষ একই বস্তু। দুটি পূর্ণিমায় ও দুটি অমাবস্যায় দাক্ষয়ণ যজ্ঞ অনুষ্ঠেয়। পর্বে পর্বে অনুষ্ঠেয় বলেই দাক্ষায়ণ যজ্ঞ বা দক্ষ পর্বতপুত্র—পার্বতি।

ইলা দক্ষের কন্যা। ঋগ্বেদে যজ্ঞাগ্নিরূপা ইলা, ভারতী ও সরস্বতীর কথা বহুবার পাওয়া যায়। আচার্য যোগেশচন্দ্রের মতে ইলা, ভারতী ও সরস্বতী—তিন-ই যজ্ঞাগ্নি।[৩] সায়নাচার্যের ভাষ্যে দক্ষের তনয়া অর্থে বেদিরূপা ভূমি।[৪] রমেশচন্দ্র দত্ত সায়নকে অনুসরণ করে লিখেছেন, "সেই ভূমি অগ্নিকে ধারণ করে

১ শতপথ—২।৪।১ ২ সাংখ্যাঃ ব্রাঃ ৪অঃ ৩ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল

৪ ঋকের ভাষ্য—৩।২৮।১০

অর্থাৎ বেদিতে অগ্নি স্থাপিত হয়। বেদের অগ্নি রুদ্রের একটি রূপ, সেই রুদ্রকে দক্ষের কন্যা উমা ধারণ করিলেন।"[১]

দক্ষকন্যা উমা বা সতীর নাম বৈদিক সংহিতায় অনুপস্থিত। রুদ্রকর্তৃক দক্ষ-যজ্ঞ পণ্ড হওয়ার কাহিনীও পৌরাণিক যুগের। মহাভারতে (শান্তিপর্ব ২৮৩ অ:) উমা শিবপত্নী কিন্তু দক্ষকন্যা নন। পুরাণেও বহু স্থলেই দক্ষকন্যাদের তালিকায় সতীর নাম অনুপস্থিত। শিবকে দক্ষের জামাতা কল্পনা এবং দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ কাহিনী পরবর্তীকালে পুরাণকাব্যের কল্পনা। দক্ষের সৃষ্টিরূপ যজ্ঞ ধ্বংসের দেবতা রুদ্র কর্তৃক বিনষ্ট হওয়ার রূপক দক্ষযজ্ঞনাশের উপাখ্যানের অন্তর্নিহিত অর্থ। যজ্ঞ বিনষ্ট হলে যজ্ঞবেদিরূপা ইলার মৃত্যু অনিবার্য। সাধারণ যজ্ঞার্থে রুদ্রকে ধারণকারী যজ্ঞবেদি যজ্ঞের সঙ্গে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ার কথা। কিন্তু সৃষ্টি-রূপকে প্রাণভূতা সতী সৃষ্টিযজ্ঞ নাশের প্রাক্কালে অন্তর্হিত হন।

উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মনে করেন ভারতবর্ষের বেদপুরাণের দক্ষ পারস্যদেশে অজিদহকে পরিণত হয়েছেন, "এক পক্ষের দক্ষ নাম অন্য পক্ষের যজ্ঞ হইয়াছিল। ...ভারতীয় 'দক্ষ' এই নামটিই যে পারস্যদেশে নীত হইয়া 'দক্ষ' ও তাহা হইতে দখক্ ও 'দহক্' বা 'দহাক' হইয়াছিল, এরূপ মনে করা যায়। আবেস্তায় য়িমের (Yima) পরম শত্রুস্থানীয় এবং তাহার রাজ্যাপহারী অজিদহকের (Azi Dahaka) বিবরণ আছে। শাহ্‌নামায় এই 'দহাক'কেই জোহাক বলা হইয়াছে।"[২]

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ৫২৬, ১।২৮।১০
২ ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতের পুরাবৃত্ত

সোম

সোম নামক কোন দেবতার পূজা আধুনিক যুগে প্রচলিত নেই। কেবলমাত্র নবগ্রহের অন্যতম রূপে নবগ্রহ পূজায় সোম অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। কিন্তু পুরাণে সোম কোন প্রধান দেবতা না হলেও তাঁর সম্পর্কে অনেকগুলি উপাখ্যান প্রচলিত আছে। যেমন: সমুদ্র মন্থনের সময়ে সোম বা চন্দ্রের সমুদ্রগর্ভ থেকে আবির্ভাব, —দেবতাদের অমৃতভোজনকালে ছদ্মবেশী রাহুকে চন্দ্র ও সূর্যকর্তৃক চিহ্নিতকরণ, রাহুর ছিন্নমুণ্ড কর্তৃক প্রতিহিংসা সাধনের উদ্দেশ্যে চন্দ্র ও সূর্যগ্রাস—সোমের প্রতি দক্ষের অভিশাপ, সোমকর্তৃক গুরুপত্নী তারাহরণ প্রভৃতি। এই কাহিনীগুলির মধ্যে শেষোক্তদুটি পুরাণে প্রাধান্য পেয়েছে। চন্দ্রদেব দক্ষরাজের সপ্তবিংশতি কন্যাকে বিবাহ করেও রোহিণীর রূপে অত্যধিক আসক্ত হওয়ায় দক্ষের অভিশাপে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয়েছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ও অন্যান্য পুরাণে দক্ষ তাঁর সপ্তবিংশতি সংখ্যক কন্যাদের চন্দ্রকে প্রদান করেছিলেন। এই সপ্তবিংশতি দক্ষকন্যার নাম:

অশ্বিনী ভরণী চৈব কৃত্তিকা রোহিণী তথা।
মৃগশীর্ষা তথাদ্রা চ পুজ্যা সাধ্বী পুনর্বসুঃ॥
পুষ্যাশ্লেষা মঘা পূর্বফল্গুন্যুত্তরফল্গুনী।
হস্তা চিত্রা তথা স্বাতী বিশাখা চানুরাধিকা॥
জ্যেষ্ঠা মূলা তথা পূর্বাষাঢ়া চৈবোত্তরা স্মৃতা।
শ্রবণা চ ধনিষ্ঠা চ তথা শতভিষা শুভা॥
পূর্বোত্তর ভাদ্রপদা রেবত্যন্তা বিধুপ্রিয়াঃ।[১]

—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আদ্রা, পূজ্যা, সাধ্বী, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদা, উত্তরভাদ্রপদা ও রেবতী— এই সাতাশজন চন্দ্রের প্রিয়া।

এই সপ্তবিংশতি পত্নীর মধ্যে রোহিণী স্বীয় রূপে চন্দ্রকে বশীভূত করলেন।

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, ব্রহ্মখণ্ড—৯।৩৯-৫২

চন্দ্র রোহিণী ছাড়া আর কোন পত্নীর নিকট গমন করতেন না। ফলে অন্যান্য দক্ষকন্যারা পিতার নিকট নালিশ করলেন। পিতা দক্ষ কুপিত হয়ে চন্দ্রকে যক্ষ্মাগ্রস্ত হওয়ার অভিশাপ দিলেন।

তাসাং মধ্যে চ শুভগা রোহিনী রসিকা বরা॥
সন্ততং রসভাবেন চকার শশিনং বশম্।
রোহিণ্যুপগতশ্চন্দ্রো ন যাত্যন্যাঞ্চ কামিনীম্॥
সর্বা ভগিন্যঃ পিতরং কথয়ামাসুরাদৃতাঃ।
সপত্নীকৃতসন্তাপং প্রাণনাশকরং পরম্॥
দক্ষঃ প্রকুপিতশ্চন্দ্রং শশাপ মন্ত্রপূর্বকম্।
দ্রুতং শ্বশুরশাপেন যক্ষ্মগ্রস্তো বভুব সঃ॥[১]

যক্ষ্মারোগে চন্দ্র দিনে ক্ষীণ হতে থাকেন। তখন চন্দ্র শিবের শরণ গ্রহণ করলেন। শিব প্রীত হয়ে চন্দ্রকে রোগমুক্ত করে নিজের ললাটে স্থাপিত করলেন, চন্দ্রও অমর হয়ে শিবললাটে বিরাজ করতে লাগলেন।

নির্মুক্তং যক্ষ্মণা কৃত্বা স্বকপালে স্থলং দদৌ।
অমরো নির্ভয়ো ভূত্বা স তস্থৌ শিবশেখরে।[২]

এদিকে চন্দ্রপত্নীগণ পতি-বিরহে কাতর হয়ে পিতা দক্ষের কাছে সকাতরে অনুনয় করতে থাকেন। শিব দক্ষের অনুনয়েও চন্দ্র প্রত্যর্পণে অনিচ্ছুক হওয়ায় দক্ষ শিবকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন। শিবের স্মরণহেতু কৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপধরে আগমন করলেন। ধর্মচ্যুতিভয়ে শিব শরণাগত চন্দ্রকে পরিত্যাগে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, কৃষ্ণ শিবললাটস্থ চন্দ্র থেকে চন্দ্রকে নিষ্কাষিত করে দক্ষকে প্রদান করলেন। অর্ধচন্দ্র শিবের মস্তকে বিরাজ করতে থাকলেন, কৃষ্ণের বরে যক্ষ্মায় ক্ষীণচন্দ্র পক্ষান্তরে পূর্ণতা লাভ করলেন।

চন্দ্রং চন্দ্রাদ্বিনিষ্কৃষ্য দক্ষায় প্রদদৌ হরিঃ।
প্রতস্থাবর্ধচন্দ্রশ্চ নির্ব্যাধিঃ শিবশেখরে।
নিজগ্রাহ পরং চন্দ্রং বিষ্ণুদত্তং প্রজাপতিঃ॥
যক্ষ্মগ্রস্তঞ্চ তং দৃষ্ট্বা দক্ষস্তষ্টাব মাধবম্।
পক্ষে পূর্ণং ক্ষতং পক্ষে তং চকার হরিঃ স্বয়ম্॥[৩]

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ—৯।৫২-৫৫ ২ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, ব্রহ্মখঃ—৯।১৮ ৩ তদেব—৯।৯৪-৯৩

মহাভারতের নানাস্থানে সোমের সাতাশ পত্নীর উল্লেখ আছে।[১] পুরাণ কথিত উক্ত কাহিনীটি মহাভারতে একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং কাহিনীটির প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত। মহাভারতে আছে :

দক্ষস্য তনয়া যাস্তা প্রাদুরাসন্ বিশাম্পতে।
স সপ্তবিংশতিং কন্যা দক্ষ সোমায় বৈ দদৌ ॥
নক্ষত্রযোগনিরতাঃ সংখ্যানার্থঞ্চ তাভবন্।
পত্ন্যো বৈ তস্য রাজেন্দ্র সোমস্যশুভকর্ম্মণঃ।
তাস্তু সর্বা বিশালাক্ষ্যা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
অত্যরিচ্যত তাসাস্তু রোহিণী রূপসম্পদা ॥
ততস্তস্যাঃ স ভগবান্ প্রীতিঞ্চক্রে নিশাকরঃ।
সাস্যহৃদ্যা বভূবাথ তস্মাত্তাং বভুজে সদা ॥
পুরা হি সোমো রাজেন্দ্র রোহিণ্যামবসচ্চিরম্।
ততস্তাঃ কুপিতাঃ সর্বা নক্ষত্রাখ্যা মহাত্মনঃ ॥
তা গত্বা পিতরং প্রাহুঃ প্রজাপতিমতন্দ্রিতাঃ।
সোমো বসতি নাস্মাসু রোহিণীং ভজতে সদা ।[২]

—হে রাজন্! দক্ষের যে সকল কন্যা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সাতাশটি কন্যা দক্ষ সোমকে প্রদান করেছিলেন। নক্ষত্রনামযুক্তা নক্ষত্রসংখ্যক তাঁরা শুভকারী সোমের পত্নী ছিলেন। তাঁরা সকলেই আয়তলোচনা—রূপে অতুলনীয়া। রূপবতী রোহিণী তাঁদের সকলকেই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। ভগবান চন্দ্র তাঁর প্রতি অধিক প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ছিলেন চন্দ্রের হৃদয়স্থা, চন্দ্রও তাঁকেই উপভোগ করতেন। হে রাজেন্দ্র! পুরাকালে সোম দীর্ঘকাল রোহিণীতে বসবাস করেছিলেন। সুতরাং নক্ষত্রনাম্নী পত্নীগণ মহাত্মা চন্দ্রের প্রতি কুপিতা হলেন। তাঁরা নিদ্রা ত্যাগ করে পিতার কাছে গিয়ে বললেন সোম আমাদের মধ্যে বাস করেন না, দীর্ঘকাল রোহিণীতেই বসবাস করছেন।

দক্ষ প্রজাপতি কন্যাদের বচন শুনে সোমকে শাসন করলেন, আদেশ করলেন : সকল ভার্যাদের প্রতি সমান আচরণ কর, মহৎ অধর্ম যেন তোমাকে অধিকার না করে—সমং বর্তস্ব ভার্যাসু মা ত্বাহধর্মো মহান্ স্পৃশেৎ।[৩]

দক্ষ কন্যাদের স্বামীর কাছে পাঠালেন। কিন্তু সোম রোহিণীকে ত্যাগ

১ আদিপর্ব—৬৬।১৬, ৭৫।৯ ২ শল্যপর্ব—৩৫।৪২-৪৭ ৩ শল্যপর্ব—৩৫।৪৯

করলেন না। কন্যারা পুনরায় পিতার কাছে নালিশ জানালো। দক্ষ জামাতাকে অভিশাপের ভয় দেখানো সত্ত্বেও সোম শ্বশুরের বাক্য অগ্রাহ্য করলেন।

অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং দক্ষস্ত ভগবাঞ্ছশী।
রোহিণ্যা সার্ধমবসত্ততস্তাঃ কুপিতাঃ পুনঃ ॥[১]

চন্দ্রপত্নীগণ রুষ্টা হয়ে পিতার কাছে পুনরায় নালিশ করায় দক্ষ অবাধ্য জামাতাকে শাস্তি দেবার জন্য যক্ষ্মা সৃষ্টি করলেন। যক্ষ্মা তারকাপতি সোমকে অধিকার করলো।

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ক্রুদ্ধো যক্ষ্মাণং পৃথিবীপতে
সসর্জ রোষাৎ সোমায় স চোড়ুপতিমাবিশৎ ॥[২]

যক্ষ্মাক্রান্ত হয়ে সোম দিন দিন ক্ষীণ হতে থাকেন, রোগমুক্তির জন্য নানাবিধ প্রয়াসও করতে থাকেন।

স যক্ষ্মণাভিভূতাত্মা ক্ষীয়তাহরহঃ শশী।
যত্নঞ্চাপ্যকরোদ্রাজন্ মোক্ষার্থং তস্য যক্ষ্মণঃ ॥[৩]

সোম যজ্ঞানুষ্ঠান করলেন, কোন ফল হোল না। ওষধিপতি ক্ষয়রোগাক্রান্ত হওয়ায় পৃথিবীতে ওষধিসমূহ ক্ষয় পেতে থাকে। দেবগণ দক্ষকে শাপ ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ করলেন। দক্ষ বললেন, আমার বাক্যের অন্যথা হবে না, তবে সোম সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করুক; সরস্বতীর বরে অভিপাপ ক্ষয়িত হবে; অর্দ্ধমাসে ক্ষয় হবে ও অর্ধমাসে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।

সমং বর্ততু সর্বাসু শশী ভার্যাসু নিত্যশঃ।
সরস্বত্যা বরে তীর্থ উন্মজ্জনশশলক্ষণঃ ॥
পুনর্বর্ধিষ্যতে দেবাস্তদ্বৈ সত্যং বচো মম।
মাসার্ধঞ্চ ক্ষয়ং সোমো নিত্যমেব গমিষ্যতি ॥
মাসার্ধঞ্চ সদা বৃদ্ধিং সত্যমেতদ্বচো মম ॥[৪]

দক্ষ আরও বললেন, পশ্চিম সমুদ্রে গমন করে সরস্বতী ও সমুদ্রসঙ্গমে চন্দ্র মহাদেবকে আরাধনা করুক, তাহলে সোম তাঁর পূর্বরূপ ফিরে পাবেন।

সমুদ্রং পশ্চিমং গত্বা সরস্বত্যব্ধিসঙ্গমম্।
আরাধয়তু দেবেশং ততঃ কান্তিমবাপ্স্যতি ॥[৫]

---

১ মহাঃ, শল্যপর্ব—৩৫।৫৪ ২ তদেব—৩৫।৫৭ ৩ তদেব—৩৫।৫৮
৪ তদেব—৩৫।৬৮-৭০ ৫ তদেব—৩৫।৭১

প্রভাসে তপস্যা করে দক্ষের কৃপায় সোম রোগ মুক্ত হলেন।

মহাভারতের আর একস্থানে সোমের প্রতি অভিশাপবৃত্তান্ত গদ্য ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। "দক্ষস্য যা বৈ দুহিতরঃ ষষ্টিরাসংস্তাভ্যঃ কশ্যপায় ত্রয়োদশ প্রাদাদ্দশ ধর্মায় দশ মনবে সপ্তবিংশতিমিন্দবে তাসু তুল্যাসু নক্ষত্রাখ্যাং গতাসু সোমো রোহিণ্যামভ্যধিকং প্রীতিমানভূত্ততস্তাঃ শিষ্টাঃ পত্ন্যঃ ঈর্ষাবত্যঃ পিতুঃ সমীপং গত্বেমমর্থং শশংসুর্ভগবন্নস্মাসু তুল্যপ্রভাসু সোমো রোহিণীং প্রত্যধিক ভজতীতি সোঽব্রবীদ্ যক্ষ্মৈনমাবিক্ষ্যেতেতি দক্ষশাপাৎ সোমং রাজানং যক্ষ্মা বিবেশ সা যক্ষ্মণাবিষ্টো দক্ষমগাদ্দক্ষশ্চৈনমব্রবীন্ন সমং বর্তয়সীতি তত্রর্ষয়ঃ সোমমব্রুবন্ ক্ষীয়সে যক্ষ্মনা পশ্চিমায়াং দিশি সমুদ্রে হিরণ্যসরস্তীর্থং তত্র গত্বা চাত্মনঃ সেচনমকরোৎ স্নাত্বা চাত্মানং পাপ্মনো মোক্ষয়ামাস তত্র চাবভাসিতস্তীর্থে যদা সোম স্তদা প্রভৃতি চ তীর্থং তৎ প্রভাসমিতি নাম্না খ্যাতং বভূব। তচ্ছাপাদদ্যাপি ক্ষীয়তে সোমোঽমাবস্যান্তরস্থঃ পৌর্ণমাসীমাত্রেঽধিষ্ঠিতো মেঘলেখাপ্রতিচ্ছন্নং বপুর্দর্শয়তি মেঘসদৃশং বর্ণমগমত্তদস্য শশলক্ষ্ম বিলমভবৎ।"[১]—(অস্যার্থ) দক্ষের যে ষষ্টিসংখ্যক দুহিতা ছিলেন তন্মধ্যে তিনি কশ্যপকে ত্রয়োদশ, ধর্মকে দশ, মনুকে দশ এবং চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি কন্যা প্রদান করেন। চন্দ্রকে যে সপ্তবিংশতি দুহিতা দান করেন, তাঁহারা সকলেই সমান হইলেও চন্দ্রমা রোহিণীর প্রতি অতিশয় প্রীতিমান্ ছিলেন, তন্নিমিত্ত অবশিষ্ট পত্নীরা ঈর্ষাবতী হইয়া পিতার নিকটে গমন পূর্বক এই বিষয় নিবেদন করিলেন যে,—ভগবন! আমরা সকলেই তুল্যপ্রভা হইলেও রজনীনাথ রোহিণীর প্রতি সমধিক প্রীতি করেন। দক্ষ কহিলেন "যক্ষ্মা চন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করিবে"—দক্ষের এই শাপ বশত যক্ষ্মা দ্বিজরাজ সোমের শরীরে প্রবেশ করিল; চন্দ্রমা যক্ষ্মাবিষ্ট হইয়া দক্ষের নিকট গমন করিলেন। দক্ষ তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার কর না," তৎকালে ঋষিগণ চন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি যক্ষ্ম দ্বারা ক্ষীণ হইতেছ, অতএব পশ্চিম দিকে সমুদ্র সন্নিধানে হিরণ্য সরোবর নামক তীর্থ আছে, তথায় গমন করিয়া আত্মাকে অভিষিক্ত কর।

অনন্তর সুধাকর সেই হিরণ্য সরোবরের তীর্থে আগমন করিলেন, আগমন করিয়া তথায় আত্মসেচন অর্থাৎ স্নান করিয়া আপনাকে পাপ হইতে মুক্ত করিলেন, সোম সেই তীর্থে অবভাসিত হইয়াছিলেন বলিয়া তদবধি তাহা প্রভাস

১ শান্তিপর্ব—৩৪২।৫।৫৮

নামে বিখ্যাত হইয়াছে। দক্ষশাপ নিমিত্ত অদ্যাপি চন্দ্রমা অমাবস্তার মধ্যে অপ্রকাশিত থাকিয়া পৌর্ণমাসী মাত্রে অধিষ্ঠিত হয়েন। মেঘলেখা প্রতিচ্ছন্ন শরীর যাহা প্রদর্শন করেন, তাহা মেঘ সদৃশ বর্ণ হইয়াছে; তাহার নির্মল অংশ শশকলংকরূপে প্রকাশিত আছে।[১]

শিবপুরাণে ও (জ্ঞান সংহিতা) এই কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে :

সর্বাসু চ পত্নীষু এক প্রিয়তমা যথা ॥
রোহিণী নাম যা প্রোক্তা তথান্যা ন কদাচন।
অন্যাশ্চ দুঃখমাপন্না পিতরং শরণং যযুঃ ॥
তদা তস্মৈ যদ্দুঃখং তাভির্নিবেদিতং তথা।
দক্ষোঽপি চ তদা শ্রুত্বা দুঃখঞ্চ প্রাপ্তবাংস্তদা ॥
সমাগত্য তদা দক্ষশ্চন্দ্রং বিজ্ঞাপয়ৎ তদা।
বিমলে চ কুলে ত্বঞ্চ সমুৎপন্নঃ কলানিধিঃ ॥
আশ্রিতেষু চ সর্বেষু ন্যূনাধিক্যং কথং তব।
ন কর্তব্যং ত্বয়া তাসু ন্যূনাধিক্যং তথা পুনঃ।
জগাম মন্দিরং স্বীয়ং নিশ্চয়ং পরমং গতঃ ॥
চন্দ্রোঽপি বচনং তস্য ন চকার বিমোহিতঃ ॥[২]

—চন্দ্রের সকল পত্নীদের মধ্যে রোহিণী যেমন প্রিয়তমা ছিলেন, আর কেউ তেমন ছিলেন না। অন্য পত্নীরা দুঃখিত হয়ে পিতার নিকট গমন করলেন এবং তাঁদের দুঃখ নিবেদন করলেন। দক্ষও তাঁদের দুঃখ কাহিনী শুনে দুঃখিত হলেন, তিনি চন্দ্রের নিকট আগমন করে বললেন, তুমি কলানিধি, নির্মল কুলে জন্মগ্রহণ করেছ, সকল আশ্রিতের প্রতি তোমার আচরণ কম বেশী কেন? ব্যবহারের এরূপ ন্যূনতা বা আধিক্য করা উচিত নয়। দক্ষ নিশ্চিন্ত হয়ে নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। চন্দ্রও মোহমুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা মেনে চললেন না।

রোহিণ্যাঞ্চ সমাসক্তো নান্যাং মেনে কদাচন।
দক্ষোঽপি পুণরাগত্য স্বয়ং দুঃখ সমন্বিতঃ ॥
শ্রূয়তাস্তু ময়া পূর্বং প্রার্থিতং বহুধা তথা।
ন মানিতং ত্বয়া যস্মাৎ তস্মাৎ ত্বঞ্চ ক্ষয়ী ভব ॥
ইত্যুক্তে চৈব চন্দ্রোঽপি ক্ষয়ী জাতঃ ক্ষণাদিহ ॥[৩]

১ অনুবাদ, বর্ধমান রাজবাটী সং—পৃঃ ৩৪০ ২ জ্ঞান সং—৪৫।৬-১২ ৩ জ্ঞান সং—৪৫।১৪-১৫

—রোহিণীতে আসক্ত হয়ে চন্দ্র অন্য কাউকে স্বীকার করলেন না। দক্ষও পুনরায় আগমন করে দুঃখিতভাবে বললেন—শোন, আমার পূর্বপ্রার্থনা তুমি মান্য কর নি। অতএব তুমি ক্ষয় রোগাক্রান্ত হও।

ব্রহ্মার নির্দেশে দেব ও ঋষিগণ চন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে শিবের আরাধনা করলেন। শিব চন্দ্রকে বর দিলেন :

পক্ষে চ ক্ষীয়তে চন্দ্র কলা তে চ দিনে দিনে।
পুনশ্চ বর্ধতাং পক্ষে তাঃ কলাশ্চ নিরন্তরম্ ॥[১]

—এক পক্ষে তোমার কলা দিনে দিনে ক্ষয় প্রাপ্ত হবে, পক্ষান্তরে সেই কলাসমূহ নিরন্তর বর্ধিত হতে থাকবে।

স্কন্দপুরাণে ও (প্রভাসখণ্ড) একই বৃত্তান্ত আছে। শিব বলছেন পার্বতীকে :

অথ যাঃ কন্যকা দত্তাঃ সপ্তবিংশতিরিন্দবে।
তাসাং মধ্যে মহাদেবি প্রিয়া তস্য চ রোহিণী ॥
অথ নক্ষত্রনাথস্য তাসাং মধ্যেঽতিবল্লভা।
বভূব রোহিণী দেবি প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥
সর্বাস্তাঃ সম্পরিত্যজ্য রোহিণ্যা সহিতো রহঃ।
রেমে কামপরীতাত্মা বনেষূপবনেষু চ ॥[২]

চন্দ্রের অন্যান্য পত্নীদের অভিযোগ শুনে চন্দ্রকে দক্ষ সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু চন্দ্র স্বীকৃত হয়েও পূর্ববৎ আচরণ করতে থাকায় দক্ষ অভিশাপ দিলেন :

অনাদৃত্য হি মে বাক্যং যস্মাত্ত্বং রোহিণীরতঃ।
সন্ত্যজ্য পুত্রীশ্চাস্মাকং শেষা দোষেণ বর্জিতাঃ ॥
তস্মাদ্ যক্ষ্মা শরীরং তে গ্রসিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
এতস্মিন্নেব কালে তু যক্ষ্মা পর্বতপুত্রিকে।
দক্ষেণ তু সমাদিষ্টস্তস্য কায়ং সমাবিশৎ ॥
এবং সোমস্তু দক্ষেণ কৃতশাপো মহাপ্রভঃ।
পপাত বসুধাং দেবি নিশ্চেষ্টো রোহিণীসুতঃ ॥[৩]

---

১ জ্ঞান সং—৪৫।৪০ ২ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ড, প্রভাসক্ষেত্র মাহাত্ম্য—২১।৩৫-৩৭
৩ প্রভাসখণ্ড, প্রভাসতীর্থ মাহাত্ম্য—২১।৩৫-৩৭

চন্দ্র ক্ষয় রোগাক্রান্ত হয়ে রোহিণীর সঙ্গে নিশ্চল হয়ে ভূমিতে পতিত হলেন। তখন চন্দ্রের দ্বারা প্রসাধিত হয়ে দক্ষ চন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন শিবের আরাধনা করতে। শিব তুষ্ট হয়ে বর দিলেন, সকল পত্নীকে সমভাবে দেখ—একপক্ষে তোমার ক্ষয় হবে, অপর পক্ষে বৃদ্ধি হবে; পূর্বের রূপ ফিরে পাবে, দক্ষ প্রদত্ত অভিশাপ বিনষ্ট হবে।

অধুনা ভো সমংপশ্য সর্বাস্তা দক্ষকন্যকাঃ।
ক্ষয়স্তে ভবিতা পক্ষং পক্ষং বৃদ্ধির্ভবিষ্যতি॥
পূর্বোচিতাং প্রভাং সোম প্রাপ্স্যসে মৎপ্রসাদতঃ।
প্রাচেতসস্য দক্ষস্য তপসা হতপাপ্মনঃ॥[১]

সোম সম্পর্কে আর একটি প্রসিদ্ধ কাহিনী পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। এই কাহিনীটি সোম কর্তৃক গুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাহরণ সম্পর্কিত। দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারা। একদা সোম সহসা তারাকে অপহরণ করলেন। দেবগণ এবং দেবর্ষিগণ তারাকে প্রার্থনা করলেন; কিন্তু সোম তাঁদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করলেন। তারাকে কেন্দ্র করে দেবদানবের প্রচণ্ড সংগ্রাম উপস্থিত হোল।

তত্র তদ্‌যুদ্ধমভবৎ প্রত্যক্ষস্তারকাময়ং
দেবানাং দানবানাঞ্চ লোকক্ষয়করং মহৎ॥[২]

দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মা তারাকে গ্রহণ করে বৃহস্পতিকে প্রদান করলেন। তারা তখন অন্তর্বত্নী, তিনি প্রজ্বলিত হুতাশনের মত একটি পুত্র প্রসব করলেন। এই পুত্রের পিতৃত্ব নিয়ে সংশয় উপস্থিত হলে ব্রহ্মা তারাকে প্রশ্ন করায় তারা জানালেন যে পুত্রটি সোমের।

সা প্রাঞ্জলিরুবাচেদং ব্রহ্মাণং বরদং প্রভুং।
সোমস্যেতি মহাত্মানং কুমারং দস্যুহন্তমম্॥[৩]

—তারা হাত জোড় করে বরদ প্রভু ব্রহ্মাকে বললেন, এই দস্যুহন্তা মহাত্মা কুমার সোমেরই।

সোম বুধকে পুত্ররূপে লাভ করলেন; কিন্তু তারাধর্ষণের পাপে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর কলেবর ক্ষীণ হতে থাকলো। সোম পিতা অত্রির শরণ গ্রহণ করলেন। অত্রি সোমের পাপ প্রশমিত করলেন। রাজযক্ষ্মামুক্ত হয়ে সোম উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

১ প্রভাসখণ্ড—২২।৬২-৬৩ ২ বায়ুপুরাণ, উত্তরভাগ—২৮।৩৩ ৩ তদেব—২৮।৪২

প্রসহ্য ধর্ষিতস্তত্র বিবশো রাজযক্ষ্মণা ॥
ততো যক্ষ্মাভিভূতস্তু সোমঃ প্রক্ষীণমণ্ডলঃ।
জগাম শরণায়াথ পিতরং সোঽত্রিমেব চ ॥
তস্য তৎ পাপশমনং চকারাত্রির্মহাযশাঃ।
স রাজযক্ষ্মণা মুক্তঃ শ্রিয়া জজ্বাল সর্বশঃ ॥[১]

শিবপুরাণেও (জ্ঞান সংহিতা) এই গল্প আছে। চন্দ্র ক্ষয়রোগাক্রান্ত হওয়ার পর দেবগণের নিকট ব্রহ্মা বলেছিলেন এই গল্পটি :

বৃহস্পতের্গৃহে গত্বা তারা দুষ্টেন বৈ হৃতা।
হৃত্বা তারাং পুনশ্চৈব যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ।
সমাশ্রিত্য তদা দৈত্যান্ স্পর্ধাং দেবৈশ্চকার হ ॥
ময়া চৈবাত্রিণা চৈব নিষিদ্ধস্তারকাং দদৌ।
তাঞ্চ গর্ভবতীং সোঽপি ন গৃহ্লামীতি তদ্বচঃ ॥
অস্মাভির্বারিতঃ সোঽপি জগ্রাহ তারকাং তদা।
যদি গর্ভং জহাতীহ তদেনাঞ্চাগ্রহীৎ পুনঃ ॥
গর্ভে ময়া পুনস্তত্র ত্যজিতে ঋষিসত্তমাঃ।
সস্থায়ঞ্চ পুনর্গর্ভঃ সোমস্যেতি বচঃ পুনঃ ॥[২]

—দুষ্ট (সোম) বৃহস্পতির গৃহে গিয়ে তারাকে অপহরণ করেছিলেন। তারাকে হরণ করে পুনরায় যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হলেন। তখন তিনি দৈত্যগণকে আশ্রয় করে দেবতাদের সঙ্গে স্পর্ধা প্রকাশ করতে লাগলেন। আমি এবং অত্রি নিষেধ করায় সোম তারাকে প্রত্যর্পণ করলেন। তাঁকে (তারাকে) গর্ভবতী জেনে বৃহস্পতি বললেন, আমি গ্রহণ করবো না। আমরা বারণ করলে তিনি পুনরায় তারাকে গ্রহণ করেছিলেন, সেখানে গর্ভ পরিত্যাগ করায় তাঁকে (তারাকে) পুনরায় গ্রহণ করেছিলেন। গর্ভ পরিত্যক্ত হলে প্রশ্ন করেছিলাম, হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! এই গর্ভ কার? উত্তর হয়েছিল, সোমের।

বিষ্ণুপুরাণেও ঘটনাটির উল্লেখ আছে :

"মদাবলেপাচ্চাসৌ সকলদেবগুরোর্বৃহস্পতেস্তারাং নাম পত্নীং জহার।"[৩] —অহংকারাচ্ছন্ন হয়ে (সোম) সকল দেবাতার গুরু বৃহস্পতির তারা নাম্নী পত্নীকে হরণ করেছিলেন।

---

১ বায়ুপুঃ, উত্তরখঃ—২৮।৪৫।৪৭ ২ জ্ঞান সংহিতা—৪৫।২২-২৬

৩ বিষ্ণুপুঃ, ৪র্থ অংশ—৬।৭

এই বিষয়টিকে লক্ষ্য করেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্যে 'সোমের প্রতি তারা' নামে পত্রকাব্যখানি রচনা করেছিলেন। এই কবিতাটির ভূমিকায় কবি লিখেছেন, "যৎকালে সোমদেব অর্থাৎ চন্দ্র বিদ্যাধ্যয়ন কারণাভিলাষে দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রয়ে বাস করেন, গুরুপত্নী তারা দেবী তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য সন্দর্শনে বিমোহিতা হইয়া তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্তা হন। সোমদেব পাঠ সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা দিয়া বিদায় হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে তারাদেবী আপন মনের ভাব আর প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিলেন না, ও সতীত্বধর্মে জলাঞ্জলী দিয়া সোমদেবকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখেন।"

কবি মধুসূদন মূল কাহিনীকে পাশ কাটিয়ে তারাকে সোমের প্রেমাভিলাষিণী একান্ত অনুরাগিণীরূপে চিত্রিত করেছেন। চন্দ্রকে প্রথম দর্শনের পর থেকে তারা চন্দ্রের অনুরাগিণী। তাই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই পত্রে স্বীয় মনোগত অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন,—

কলংকী শশাংক তোমা বলে সর্বজনে।
কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে,
তারানাথ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।
এস হে তারার বাঞ্ছা।[১]

সোম সম্পর্কিত কাহিনী দুটির মূল পেয়েছি কৃষ্ণযজুর্বেদে। কৃষ্ণযজুর্বেদ বলেছেন, "প্রজাপতেস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্দুহিতর আসংস্তাঃ সোমায় রাজ্ঞেঽদদাত্তাসাং রোহিণীমুপৈত্তা ঈর্ষ্যন্তীঃ পুনরাগচ্ছন্তা অন্বৈত্তাঃ পুনরযাচত .তা অস্মৈ ন পুনরদদাৎ সোঽব্রবীদৃতমমীষ যথা সমাবচ্ছ উপৈষ্যাম্যথ তে পুনর্দাস্যামীতি স ঋতমাসীত্তা অস্মৈ পুনরদদাত্তাসাং রোহিণীমেবাপ ঐত্তং যক্ষ্ম আর্চ্ছদ্রাজানং যক্ষ্ম আরদিতি তদ্রাজ যক্ষ্মস্য জন্ম।" —(অস্যার্থ) প্রজাপতির তেত্রিশটি কন্যা ছিল, তাদের তিনি সোমরাজকে দান করেছিলেন। তাদের মধ্যে সোম রোহিণীতে উপগত হয়েছিলেন। ঈর্ষাপরায়ণা অপরাপর কন্যাগণ পুনরায় প্রজাপতির নিকট গমন করলেন। সোম তাঁদের অনুসরণ করে প্রজাপতির নিকট গিয়ে পত্নীদের প্রার্থনা করলেন। প্রজাপতি সোমের নিকট কন্যাদের দিলেন না। প্রজাপতি তাঁকে বললেন, যদি শপথ করো যে সকলের নিকট সমভাবে অবস্থান করবে, তবে তাদের আবার ফিরিয়ে দেব শপথ করলেন, প্রজাপতি তাঁদের আবার ফিরিয়ে

১ বীরাঙ্গনা কাব্য, ২য় সর্গ

দিলেন। সোম পুনরায় রোহিণীকেই প্রাপ্ত হলেন। তখন রাজা সোম যক্ষ্মাক্রান্ত হলেন। এইভাবে রাজযক্ষ্মার সৃষ্টি হোল।

অতঃপর সোম সকল পত্নীদের সন্তোষ বিধান করায় তাঁরা সোমের নিকট সমব্যবহার বর নিয়ে চরু রন্ধন করে ভোজন করিয়েছিলেন। সোম পাপমুক্ত হয়ে রোগমুক্ত হয়েছিলেন।

সোমের যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হওয়ার কাহিনী বহু প্রাচীন সন্দেহ নেই। সোমের যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হওয়ার ব্যাপারে 'সোম ও রোহিণী' এবং 'সোম ও তারা'—এই যে দুইটি উপখ্যানের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে তন্মধ্যে কোন্ কাহিনীটি প্রাচীনতর বলা সম্ভব নয়। এই দুই কাহিনীর নায়ক সোম চন্দ্র ভিন্ন আর কেউ নন। শাপমুক্ত চন্দ্রের ক্ষয় ও বৃদ্ধি যে কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধিজনিত প্রাকৃতিক ব্যাপার, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঋগ্বেদে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি দেবগণ কর্তৃক সোমপান রূপে বর্ণিত হয়েছে।

যত্বা দেব প্রপিবন্তি তত আপ্যায়সে পুনঃ।
বায়ুঃ সোমস্য রক্ষিতা সমানাং মাস আকৃতিঃ॥[১]

—হে দেব সোম, তোমাকে যে পান করা হয়, তাহাতে তোমার ক্ষয় না হইয়া বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। বায়ু সোমকে রক্ষা করেন, যেরূপ সংবৎসরগুলিকে মাস রক্ষা করে, উভয়ের আকৃতি অর্থাৎ স্বরূপ এক।[২]

নিরুক্তকার এই ঋকটির অর্থ সোমলতা এবং চন্দ্র উভয় পক্ষেই করেছেন।[৩] সোমলতার রস পান করার পর চমস বা পানপাত্র পুনরায় সোমরসে পূর্ণ করতে হয়। আবার, "চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ অর্থাৎ সূর্যরশ্মিসমূহ কর্তৃক পীত হয়, শুক্ল পক্ষে আবার বর্ধিত হয়—ইহা লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে, 'হে সোম তোমাকে পান করিলে তুমি আবার আপ্যায়িত বা বর্ধিত হও।' এই ব্যাখ্যা সোম চন্দ্রমা—এতৎ পক্ষে।"[৪]

সংবৎসরের ও মাসের সম্যক্ কর্তা ও ওষধিরূপী বা চন্দ্রমারূপী সোম। মাস ও বৎসরের সৃষ্টিকর্তা যে সোম, সেই সোম ওষধি হওয়া সম্ভব নয়। মাস ও বৎসরের সৃষ্টিকর্তা সূর্য বা সূর্যরশ্মি। সূর্যরশ্মি চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির হেতু। চন্দ্র-

১ ঋগ্বেদ—১০।৮৫।৫ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ নিরুক্ত—১১।৫

৪ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরুক্ত (ক. বি)—১১।৫।৫

কলার হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে চান্দ্রমাস ও বৎসর গণনা হয়। এই হিসাবে সোম মাস ও বৎসরের কর্তা।

পূর্বোদ্ধৃত ঋকে বলা হয়েছে যে বায়ু সোমের রক্ষিতা বা রক্ষাকর্তা। বায়ু সোমের রক্ষাকর্তা হয় কিভাবে? যাস্ক বলেছেন,—"সাহচর্যাদ্রসহরণাদ্বা।"[১] —সাহচর্যহেতু অথবা রসহরণের নিমিত্ত।

নিরুক্ত অনুসারে বায়ু ও সোম মধ্যস্থান দেবতা। বায়ু সোমের সহচারী। বায়ু রসহরণ করে সোমের পুষ্টি ঘটায়। রসহরণ শক্তি বায়ুর নেই, আছে সূর্য-রশ্মির। বায়ু সূর্যরশ্মি বা তাপের সহায়তায় পৃথিবীর রস হরণ করেন। সুতরাং প্রকারান্তরে সূর্যরশ্মিকেই সোম বা চন্দ্রের রক্ষাকর্তা বলা হয়েছে।

সোম কর্তৃক বৃহস্পতির পত্নী হরণ কাহিনীর মূল ঋগ্বেদেই নিহিত আছে। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে সোম কর্তৃক বৃহস্পতির পত্নী প্রত্যর্পণের কথা বলা হয়েছে।

সোমো রাজা প্রথমো ব্রহ্মজায়াং পুনঃ প্রায়চ্ছদহৃণীয়মানঃ।
অন্বর্তিতা বরুণো মিত্র আসীৎ ...।[২]

—সোমরাজা কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া পবিত্রচরিত্রশালিনী ভার্যাকে সর্বপ্রথম সমর্পণ করিয়াছিলেন। মিত্র ও বরুণ সেই বিষয়ের অনুমোদন করিলেন।[৩]

ব্রহ্মচারী চরতি বেবিষদ্বিষঃ স দেবানাং ভবত্যেকমঙ্গং।
তেন জায়ামন্ববিংদদ্বৃহস্পতিঃ সোমেন নীতাং জুহ্বং দেবাঃ॥

পুনর্বৈদেবা অদদুঃ পুনর্মনুষ্যা উত।
রাজানঃ সত্যং কৃণ্বানা ব্রহ্মজায়াং পুনর্দদুঃ॥
পুনর্দায় ব্রহ্মজায়াং কৃত্বী দেবৈর্নিকিল্বিষং।
উর্জং পৃথিব্যা ভক্ত্বা বোরুগায়মুপাসতে॥[৪]

—বৃহস্পতি পত্নী অভাবে এক্ষণে ব্রহ্মচর্য নিয়ম পালন করিতেছেন, তিনি সকল দেবতার সঙ্গে একাত্মা হইয়া তাঁহাদিগের অবয়ব বিশেষ হইয়াছেন। তাহাতে পূর্বে যেমন সোমের হস্তে পত্নী পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণেও পুনর্বার সেই জুহূ নামক পত্নীকে প্রাপ্ত হইলেন।

দেবতারা আবার তাঁহাকে পত্নী আনিয়া দিলেন, মনুষ্যেরাও আনিয়া দিলেন। রাজারা শপথ পূর্বক (অর্থাৎ চরিত্র নষ্ট হয় নাই, এই শপথ করিয়া) শুদ্ধচরিত্রা পত্নী তাঁহাকে পুনর্বার সমর্পণ করিলেন।

১ নিরুক্ত—১১।৫।৪ ২ ঋগ্বেদ—১০।১০৯।২ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঋগ্বেদ—১০।১০৯।৫-৭

শুদ্ধচরিত্রা পত্নীকে পুনর্বার আনিয়া দিয়া দেবতারা বৃহস্পতিকে অপাপ করিলেন। পরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অন্নসমস্ত ভাগ করিয়া সর্বসুখে অবস্থিতি করিতেছেন।[১]

সোমের তারাহরণ ও তারা প্রত্যর্পণ এই সূক্তের বিষয়বস্তু। রমেশচন্দ্র দত্ত এই সূক্তটি সম্পর্কে লিখেছেন, "এ সূক্তের মর্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না।" তবে সূক্তের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেছেন, "বৃহস্পতির স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহভঞ্জনই এই সূক্তের বিষয়।[২]

বৃহস্পতির পত্নী তারাকে সোম হরণ করেছিলেন, এ কাহিনীর তাৎপর্য মোটেই দুর্বোধ্য নয়। ঋগ্বেদে বৃহস্পতি নামক দেবতা সূর্যেরই প্রকার ভেদ। তারা অর্থাৎ নক্ষত্রপুঞ্জ বৃহস্পতি বা সূর্যের পত্নী। কারণ সূর্য সকল গ্রহনক্ষত্রাদি বৃহৎ বস্তুর পতি, -তারাপতি। সূর্যোদয়ে তারকাপুঞ্জ অন্তর্হিত হয়। অথচ রাত্রে চন্দ্রের সঙ্গে তারকাদের দেখা যায়। সুতরাং সোম বা চন্দ্র তারাকে হরণ করে থাকেন। রাত্রির অবসানে, সোমের অন্তর্ধানে তারকারও অন্তর্ধান হয়ে থাকে। বৃহস্পতি বা সূর্যকে তারা প্রত্যর্পণ করা হয়। এইরূপ কল্পনা বৈদিক কবিগণের পক্ষে স্বাভাবিক বোধ হয়

ঋগ্বেদে একস্থানে আছে : হরিঃ পর্যদ্রবজ্জারঃ সূর্যস্য।[৩]

—হরিদ্বর্ণ ধারণপূর্বক সোম সূর্যের পত্নীর দিকে ধাবমান হইতেছেন।[৪]

১০।৮৫।৯ ঋকে বলা হয়েছে যে সূর্যকন্যা সূর্যার পাণিপ্রার্থী ছিলেন সোম। কিন্তু সূর্যাকে লাভ করেছিলেন অশ্বিদ্বয়। আর একটি ঋকে আছে, সূর্যের কন্যা সূর্যা সোমের শব্দ শুনে আহ্লাদিত হচ্ছেন।[৫] আর একস্থানে সূর্যকন্যা সোমরসকে পবিত্র করছেন।[৬] সায়নাচার্য ১।১১৬।১৭ ঋকের ভাষ্যে লিখেছেন, সবিতা নিজের কন্যা সূর্যাকে সোমরাজাকে প্রদান করতে ইচ্ছা করেছিলেন; শেষপর্যন্ত অশ্বিদ্বয় জয় করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত মনে করেন যে সূর্যকিরণে সোমরস মাদকতা (formentation) প্রাপ্ত হয়। সূর্যা ও সোমের বিবাহের এ-ই তাৎপর্য।[৭]

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রজাপতি সূর্যানাম্নী দুহিতাকে সোমকে প্রদানে উদ্যত হয়েছিলেন।[৮] যাস্ক একটি ব্রাহ্মণবাক্য উদ্ধার করেছেন; এই বাক্যে সবিতা

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়, টীকা, পৃঃ ১৬১২
৩ ঋগ্বেদ—৯।৯৩।১ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—৯।৭২।৩
৬ ঋগ্বেদ—৯।১।৬ ৭ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ২৬৮, ১।১১৬।১৭ ঋকের টীকা
৮ ঐতরেয় ব্রাঃ—৪।১৭।১

সূর্যাকে সোম অথবা প্রজাপতিকে সম্প্রদান করেছিলেন,—"সবিতা সূর্যাং প্রাযচ্ছৎ সোমায় রাজ্ঞে প্রজাপতয়ে বা।"[১]

কারো মতে সূর্যা সূর্যরশ্মি; কেউ বলেন, সূর্যা উষা। বৈদিক গ্রন্থাদিতে সূর্যা কখনও সূর্যের পত্নী, কখনও কন্যা সোম বা প্রজাপতির পত্নী। যাস্ক বলেছেন, সূর্যা সূর্যের পত্নী—"সূর্যা সূর্যস্য পত্নী"।[২]

সূর্য ও বৃহস্পতি অভিন্ন। সুতরাং সূর্য-পত্নী সূর্যা ও বৃহস্পতি-পত্নী তারা অভিন্ন হওয়াই সম্ভব। যদি সূর্যা ও তারাকে অভিন্নরূপে গ্রহণ করা যায় তবে সোমকর্তৃক বৃহস্পতির পত্নী হরণের ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। রাত্রিকালে চন্দ্র সূর্যকিরণরূপা সূর্যাকে বা তারাকে হরণ করে থাকেন, দিবাভাগে সূর্যকিরণ প্রত্যর্পণ করেন।

অপর উপাখ্যানে অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী প্রভৃতি সাতাশ নক্ষত্র চন্দ্রের পত্নী কারণ চন্দ্রের পরিক্রমণপথে এদের অবস্থান। দক্ষ বা সূর্য এই নক্ষত্রকুলের পিতা। এই সপ্তবিংশতি পত্নীর মধ্যে রোহিণী সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। ও চন্দ্রের সঙ্গে রোহিণীর মিলন একাধিকবার হয়ে থাকে। আচার্য যোগেশচন্দ্র দেখিয়েছেন যে রবিপথ ও চন্দ্রপথের ছেদবিন্দুর নিকটবর্তী স্থানে রোহিণী নক্ষত্র শকটাকারে বর্তমান থাকে। চন্দ্রপথের চলমানতা হেতু রবিপথ ও চন্দ্রপথের ছেদবিন্দুদ্বয় (রাহু ও কেতু) অস্থির হওয়ায় চন্দ্র পর পর কয়েকবার রোহিণী শকট ভেদ করে থাকে। "সত্য সত্যই চন্দ্রকে রোহিণীতে পুনঃ পুনঃ উপগত হইতে দেখা যায়।···চন্দ্র রোহিণী-শকট একবার ভেদ করিলে দুই তিন মাস করেন। এই কারণেই সহজে রোহিণী চন্দ্রসমাগম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চন্দ্রপথের নিকটবর্তী অন্য নক্ষত্র সাড়ে আঠারো বৎসরে মাত্র একবার আচ্ছাদিত হয়। রোহিণী উজ্জ্বল তারা, চন্দ্র সন্নিধানে অদৃশ্য হয় না। মঘা ব্যতীত অপর নক্ষত্র অদৃশ্য হয়। এই হেতু রোহিণী-চন্দ্র-সমাগম আরও সহজে প্রত্যক্ষ হয়।"[৩]

সুতরাং রোহিণী চন্দ্রের প্রিয়তমা। দক্ষরূপী সূর্যের অভিশাপে সূর্যকিরণ সম্পাতের প্রকারভেদ অনুসারে চন্দ্রের ক্ষয়রোগগ্রস্ততা ও ক্ষয়রোগমুক্তি। এইভাবে তারা ও রোহিণীকে নিয়ে উপন্যাস গড়েছেন পুরাণকারেরা।

সূর্যরশ্মি যে চন্দ্রমণ্ডলকে আলোকিত করে এ সত্য ঋগ্বেদের যুগেও আর্যজাতির কাছে অজ্ঞাত ছিল না। ঋগ্বেদে একস্থানে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে :

১ নিরুক্ত—১২।৮।৫ ২ নিরুক্ত—১২।৭।৮ ৩ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ৬১

অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যং
ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে ॥[১]

আদিত্যরশ্মি এই গমনশীল চন্দ্রমণ্ডলে অন্তর্হিত ত্বষ্টৃতেজ এইরূপে পাইয়াছিল।[২] ত্বষ্টা সূর্যেরই রূপভেদ। সুতরাং সূর্যতেজ চন্দ্রে প্রবিষ্ট হয়ে চন্দ্রকে আলোকিত করে উক্ত ঋকে তাই বলা হয়েছে। যাস্কও বলেছেন, তদেতেন উপেক্ষিতব্যং আদিত্যতঃ অস্য দীপ্তির্ভবতি।[৩] —এর দ্বারা জানা যায় যে আদিত্য থেকে চন্দ্রের দীপ্তি হয়।

তারাহরণের জন্য সোম কলংকী—কলংকচিহ্ন তাঁর দেহে। কিন্তু শুক্লযজুর্বেদে (১২৮) সোমের কলংকচিহ্ন সম্পর্কে একটি আখ্যায়িকা আছে। কোন সময়ে দেবাসুর যুদ্ধে দেবগণ ভূমির সারভাগ দেবযজনস্থল চন্দ্রে স্থাপন করে যজ্ঞ করেছিলেন দানবদের পরাজিত করার উদ্দেশ্যে। সেইজন্য চন্দ্রের স্থান বিশেষ এখনও কৃষ্ণবর্ণ দেখায়।

পুরাণে চন্দ্র নামক উপগ্রহটিই সোম নামে প্রসিদ্ধ। এই উপগ্রহটিকে কেন্দ্র করে নানাবিধ কাহিনী কিম্বদন্তী দানা বেঁধে উঠেছে যুগ যুগ ধরে। কিন্তু বেদে সোমের দ্বিবিধরূপের পরিচয় সুস্পষ্ট। বৈদিক সোম কখনও কখনও চন্দ্রের প্রতিরূপ বলে প্রতীয়মান হলেও বৈদিক সোম মূলতঃ চন্দ্র নামক উপগ্রহ নয়। "ঋগ্বেদে সোম দুইটি। একটি দ্যুলোকে থাকেন; অপরটি একটি ওষধি, ভূলোকে থাকে। ঋগ্বেদে এই দুই সোমের বর্ণনা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।"[৪]

ঋগ্বেদে সোমের বিচিত্র গুণকর্মের বিবরণ আছে। সমগ্র নবম মণ্ডলটিই সোমের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। চন্দ্র অথবা সোমলতা বা সোমরসই ঋগ্বেদে অধিকতর স্থানে স্তুত হয়েছে। সোম নামক লতার পত্রগুচ্ছ প্রস্তরে নিষ্পেষিত হয়ে দশ অঙ্গুলির সাহায্যে নির্যাস বার করে মেষলোমের ছাঁকনির সাহায্যে কলশে ছেঁকে নিয়ে সূর্যকিরণে পাক করে দুধ, দধি ও মধুর সঙ্গে মিশ্রিত করে যজ্ঞাগ্নিতে অর্পণ করা হোত,—পান করাও হোত। এই রস দেবতাদের অত্যন্ত প্রিয়, ইন্দ্রেরও প্রিয়। এই রস মাদকদ্রব্য—মদ্যস্থানীয়।

অধ ধারয়া মধ্বা পৃচানস্তিরো রোম
পবতে অদ্রিদুগ্ধঃ।[৫]

---

১ ঋগ্বেদ—১।৮৪।১৫ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ নিরুক্ত—২।৬
৪ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ১২৫ ৫ ঋগ্বেদ—৯।৯৭।১১

—মধুর ন্যায় সুস্বাদু ধারাযুক্ত হইয়া প্রস্তরফলকে নিষ্পীড়িত সোম মেষ-লোমের মধ্য দিয়া ক্ষরিত হইতেছেন।[১]

পরিষ্য সুবানো অক্ষা ইংদুরব্যো মদচ্যুতঃ।

ধারা য উর্ধ্বো অধ্বরে ভ্রাজা নৈতি গব্যয়ুঃ ॥[২]

—মাদকতা শক্তিধারী সোম নিষ্পীড়িত হইয়া মেষলোমের চতুর্দিকে ক্ষরিত হইলেন। তাঁহার ধারা যজ্ঞস্থলে উর্ধ্বে যাইতেছে; তিনি দীপ্তিশালী হইয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইবার নিমিত্ত আসিতেছেন।[৩]

অদ্রিভিঃ সুতঃ পবতে গভস্ত্যোঃ …।[৪]

—প্রস্তরের দ্বারা এবং দুই হস্তের দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া সোমরস ক্ষরিত হইতেছে।[৫]

শুচিঃ পুনানস্তন্বমরেপসমব্যে হরির্ন্যধাবিষ্ট সানবি।

জুষ্টো মিত্রায় বরুণায় বায়বে ত্রিধাতু মধুক্রিয়তে সুকর্মভিঃ ॥[৬]

—হরিদ্বর্ণ সোমরস যখন নির্মল হইয়া ক্ষরিত হয়, তখন মেষলোমময় উন্নত শোধন যন্ত্রে তাঁহাকে কর্মিষ্ঠ ঋত্বিক্‌গণ নিশ্চলভাবে সংস্থাপন করেন। সোমের সহিত দধি, দুগ্ধ ও জল মিশ্রিত হইয়া তাঁহাকে ত্রিবিধ উপকরণসম্পন্ন করে, এইরূপে তিনি মিত্র, বরুণ ও বায়ু এই তিন দেবতার সেবনীয় হন।[৭]

অতিশ্রিতী তিরশ্চতা গব্যা জিগাতাণ্ব্যা।[৮]

—অঙ্গুলিদ্বারা অভিষুত সোম গব্যের সহিত মিশ্রিত হইবার জন্য অভিমুখে গমন করিতেছেন এবং শব্দ করিতেছেন।[৯]

সোমরসের বর্ণ কখনও পিঙ্গল, কখনও লোহিত, কখনও শুভ্র,—"বভ্রবে নু স্বতবসেঽরুণায়…।"[১০]—বভ্রুবর্ণ স্ববলভূত অরুণবর্ণ সোম…।

উত ত্বামরুণং বয়ং গোভিরংজ্মো মদায় কং …।[১১]

—তোমার লোহিতমূর্তি দুগ্ধ সংযোগের দ্বারা সুবাসিত করিতেছে।[১২]

"শুক্রাগৃভ্ণীত মন্থিনা"[১৩]—মন্থনোপযোগী দণ্ডের সহিত শুক্লবর্ণ সোমরস ধারণ কর।[১৪]

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—৯।৯৮।৩ ৩ অনুবাদ—তদেব
৪ ঋগ্বেদ—৯।৭১।৩ ৫ অনুবাদ—তদেব ৬ ঋগ্বেদ—৯।৭০।৮
৭ অনুবাদ—তদেব ৮ ঋগ্বেদ—৯।১৪।৬ ৯ অনুবাদ—তদেব
১০ ঋগ্বেদ—৯।১১।৪ ১১ ঋগ্বেদ—৯।৪৫।৩ ১২ তদেব
১৩ ঋগ্বেদ—৯।৪৬।৪ ১৪ অনুবাদ—তদেব

শুচিং তে বর্ণমধি গোষু দীধরং[১] – তোমার শুভ্রবর্ণ রস আমি দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিতেছি।[২]

শুক্রং পবস্ব[৩]—শুভ্রবর্ণ হইয়া ক্ষরিত হও।[৪]

সোমলতা জন্মায় পার্বত্যপ্রদেশে। সোম "গিরিষ্ঠা"।[৫]

ক্ষরংত পর্বতাবৃধঃ।[৬]—পার্বত্যপ্রদেশে বর্ধিত সোম ক্ষরিত হচ্ছে।

সোমলতা জন্মায় মুজবান্ পর্বতে– সোমস্যেবমৌজবতস্য।[৭]

সোমলতা জন্মাত শর্যণাবৎ নামক সরোবরের অথবা শর্যণাবতী নদীর নিকটে, আর্জীকদেশে (আর্জীকিয়া নদীর তীরে, কৃত্বদেশে, সরস্বতী নদীর তীরে এবং পঞ্চজনে (পঞ্চনদীর তীরে অথবা পাঁচটি জাতির অধ্যুষিত অঞ্চলে)।

যে বাদঃ শর্যণাবতি।[৮]

—যাহারা শর্যণাবতের তীরে প্রস্তুত।

য আর্জীকেষু কৃত্বসু যে মধ্যে পস্ত্যানাং।

যে বা জনেষু পঞ্চসু ॥[৯]

—যে সকল সোম আর্জীকদেশে কিম্বা কৃত্বদেশে কিম্বা সরস্বতী প্রভৃতি নদীর মধ্যে কিম্বা পঞ্চজনের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে।[১০]

এ ত গেল সোমলতা নিষ্কাশিত সোমরসের কথা। কিন্তু সোম যে চন্দ্রও। সোমকে ইন্দু বলেও উল্লেখ করা হয়েছে নানা স্থানে।

পুনান ইংদ বা ভর সোম দ্বিবর্হসং রয়িং ॥[১১]

—হে বর্ষক ইন্দু, আমাদিগকে স্তুতিযোগ্য ধন প্রদান কর।

"ইংদুমিংদ্রায় পীতয়"[১২] —ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত ইন্দু (সোম)।

সূর্যরূপী ইন্দ্র শুধু সোমের মাদকরস পান করেন না, ইন্দু বা চন্দ্র বা চন্দ্রকলাও পান করেন।

কিন্তু সোমের পরিচয় শুধু সোমলতায় আর আকাশের চন্দ্রে নয়। সোমের যে গুণকর্মের পরিচয় ঋগ্বেদে পাই, তাতে সোমকে সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার সঙ্গে অভিন্ন বোধ হয়।

সোম ইন্দ্রাগ্নির মত গৃহ, অন্ন, পশু প্রভৃতি মঙ্গলদাতা। ঋষির প্রার্থনা :

---

১ ঋগ্বেদ—৯।১০৫।৪ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—৯।১০৯।৫ ৪ অনুবাদ—তদেব
৫ ঐ —৯।৯৮।৯ ৬ ঋগ্বেদ—৯।৪৬।১ ৭ ঐ —১০।৩৪।১ ৮ ঋগ্বেদ—৯।৬৫।২২
৯ ঐ —৯।৬৫।২৩ ১০ অনুবাদ—তদেব ১১ ঐ —৯।৪০।৬ ১২ তদেব—৯।৪৫।২

তবেমাঃ প্রজা দিব্যস্য রেতসঃ।[১]—এই তাবৎ প্রাণী তোমার রেতঃ হইতে উৎপন্ন।[২]

সোম নিজে পণ্ডিত; যজমানকে প্রজ্ঞাও দান করেন। সোম উজ্জ্বল—সূর্যের মতই দীপ্তিমান। "সোমো দেবো ন সূর্যঃ"[৩] —সোম সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল; "দ্যুতানো"[৪] —দীপ্তিমান। "ভানুনা দ্যুমংতং ত্বা হবামহে।"[৫] —সূর্যের সঙ্গে উজ্জ্বলবর্ণ তোমাকে আহ্বান করি।

পবমানস্য শুষ্মিনঃ চরংতি বিদ্যুতো দিবি।[৬]

—অভিষব কালে বলবান সোমের দীপ্তিসকল অন্তরীক্ষে বিচরণ করে।[৭]

সোম কেবল সূর্যের সমকক্ষ নয়,—পরমেশ্বররূপে সূর্যেরও স্রষ্টা :

জনয়ন্রোচনা দিব জনয়ন্নপ্সু সূর্যং⋯।[৮]

—(সোম) দ্যুলোক সম্বন্ধীয় জ্যোতি এবং অন্তরীক্ষে সূর্যকে উৎপন্ন করতে করতে গমন করেন।

পবমানো বজীজনদ্দিবশ্চিত্রং ন তন্যতুং
জ্যোতির্বৈশ্বানরং বৃহৎ॥[৯]

—সোম ক্ষরিত হইতে হইতে এক বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড জ্যোতিঃপুঞ্জ আবির্ভূত করিলেন, উহা আশ্চর্যরূপে আকাশময় বিস্তারিত হইল।[১০]

সোম ইন্দ্রের বৃত্রবধে সহায়ক :

স পবস্ব য আবিথেন্দ্রং বৃত্রায় হন্তবে।
বব্রিবাংসং মহীরপ॥[১১]

—হে সোম যখন বৃত্র তাবৎ জলভাণ্ডার রোধ করিয়া রাখিয়াছিল, সেই সময়ে ইন্দ্রের বৃত্রসংহার স্বরূপ ব্যাপারের সময় তুমি ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলে। সেই তুমি এক্ষণে ক্ষরিত হও।[১২]

কিন্তু ঋগ্বেদের বহুস্থলে সোম স্বয়ং বৃত্রহন্তা। ইন্দ্রের সমতুল্য তাঁর কীর্তিকলাপ।

"জঘ্নিবৃত্রমিন্দ্রিয়ং।"[১৩] — তুমি শত্রু বৃত্রকে বধ করেছ।

---

১ ঋগ্বেদ—৯।২২।৬ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৯।৬৩।১৩ ৪ তদেব—৯।৬৪।১৫
৫ তদেব—৯।৬৫।৪ ৬ তদেব—৯।৪১।৩ ৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৮ ঐ —৯।৪২।১ ৯ ঋগ্বেদ—৯।৬১।১৬ ১০ ঐ
১১ ঋগ্বেদ—৯।৬১।২২ ১২ অনুবাদ—তদেব ১৩ ঋগ্বেদ—৯।৬১।২০

"সোম বৃত্রহা পবস্ব।"[১] —বৃত্রহন্তা সোম, তুমি ক্ষরিত হও।

ইন্দ্রো ন যো মহা কর্মাণি চক্রির্হংতা বৃত্রাণামসি সোম পূর্ভিৎ।

পৈদ্বো ন হি ত্বমহিনাম্নাং হন্তা বিশ্বস্যাসি সোম দস্যোঃ।[২]

—যে তুমি ইন্দ্রের ন্যায় অনেক গুরুতর কার্য সম্পন্ন করিয়াছ, সেই তুমি বৃত্রদিগকে বধ করিয়াছ, শত্রুর পুরী ধ্বংস করিয়াছ। ঘোটকের ন্যায় অহিদিগকে নিধন করিয়াছ। তুমি তাবৎ দস্যুর নিধনকর্তা।[৩]

ত্বং সোমাসি সৎপতিস্ত্বং রাজোত বৃত্রহা।[৪]

—হে সোম, তুমি সদ্বস্তুর (সৎ ব্যক্তির) অধিপতি, তুমি রাজা এবং বৃত্রহন্তা।

এষ দেবঃ শুভায়তেঽধি যোনাবমর্ত্যঃ।

বৃত্রহা দেববীতমঃ॥[৫]

—এই মরণরহিত, বৃত্রহা, দেবাভিলাষী সোম আপনার স্থানে পাইতেছেন।[৬]

সোম "বৃত্রহন্তম"[৭]—শ্রেষ্ঠ বৃত্রহন্তা।

সোম "অশস্তিহা"[৮] অর্থাৎ রাক্ষসহন্তা। রাক্ষসদের সুদৃঢ় বাসস্থান তিনি ধ্বংস করেন—"রুজা দৃড়হা চিদ্রক্ষসঃ সদাংসি।"[৯]

ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্যের মত সোম বৃষ্টিও প্রদান করেন। সোম বৃষণ্ অর্থাৎ বর্ষণকারী।[১০] তিনিই আকাশে মেঘ সঞ্চার করেন এবং পৃথিবীতে জল বর্ষণ করেন।

পবস্ব বৃষ্টিমা সু নোঽপামূর্মিং দিবস্পরি।[১১]

—হে সোম চতুর্দিকে বৃষ্টিবারি বর্ষণ কর। নভোমণ্ডলের সর্বত্র জলের তরঙ্গ আনয়ন কর।

দুহান ঊধর্দিব্যং মধু প্রিয়ং প্রত্নং

সধস্থমাসদৎ।[১২]

—আকাশস্বরূপ গাভীর উধঃ হইতে অতি মধুর বৃষ্টিবারি দোহন করিতে করিতে সোম তাহার চিরপরিচিত যজ্ঞস্থানে যাইয়া উপবেশন করিতেছেন।[১৩]

ঈশে যে বৃষ্টেরিত উস্রিযো বৃষাপাং নেতা।[১৪]

---

১ ঋগ্বেদ—৯।৮৯।৭ ২ ঋগ্বেদ—৯।৮৮।৪ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঐ —১।৯১।৫ ৫ ঐ —৯।২৮।৩ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৭ ঐ —৯।২৪।৬ ৮ ঐ —৯।৬২।১১ ৯ ঋগ্বেদ—৯।৯১।৪
১০ ঐ —৯।৪০।৬ ১১ ঐ —৯।৪৯।১ ১২ ঐ —৯।১০৭।৫
১৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ১৪ ঐ —৯।৭৪।৩

—যিনি বৃষ্টির অধিপতি, যিনি বর্ষণকারী এবং বৃষের ন্যায় জল আনয়নের কর্তা (তিনি সোম)।

অস্মভ্যমিংদবিংদ্রয়ুর্মর্ধ্বঃ পবস্ব ধারয়া
পর্জন্যো বৃষ্টি মা ইব ॥[১]

হে ইন্দু ! তুমি ইন্দ্রাভিলাষী হইয়া বর্ষণশীল মেঘের ন্যায় মধু ধারাতে আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হও।[২]

বৃষ্টিং দিবঃ পরিস্রবঃ দ্যুম্নং পৃথিব্যা অধি।[৩]

—হে সোম ! তুমি দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর উপরে বৃষ্টিবর্ষণ, (ধন) উৎপাদন কর।[৪]

তব শুক্রাসো অর্চয়ো দিবস্পৃষ্ঠে বি তন্বতে।
পবিত্রং সোম ধামভি ঃ ॥[৫]

– হে সোম তোমার যে শুভ্রবর্ণ কিরণসমূহ, তাহার আপন তেজঃ বিস্তার করিতে করিতে পৃথিবীর উপর জল বর্ষণ করিয়া থাকে।[৬]

অগ্নি-ইন্দ্র-সূর্যের ন্যায় সোমও সহস্রাক্ষ।

প্র গায়ত্রেণ গায়ত পবমানং বিচর্ষণিং
ইন্দুং সহস্রচক্ষুষম্ ॥[৭]

তোমরা সকলে গায়ত্রী ছন্দে সোমের গুণগান কর। তিনি সকল দিক দেখেন। তাঁহার সহস্র চক্ষু।[৮]

তং ত্বা সহস্রচক্ষসমথো সহস্রভর্ণসং।[৯]

— তুমি সহস্র চক্ষু ! তুমি অনেক পাত্রে পূর্ণ হইয়াছ।[১০]

বৈদিক দেবতাদের মধ্যে বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি অনেকেই রাজা বা সম্রাট নামে অভিহিত হন। সোমও রাজা আখ্যা লাভ করেছেন।

সংরাজন্নোষধীভ্যঃ।[১১] — হে রাজন্, ওষধিগণের কল্যাণবিধান কর।

ভরৎ সমুদ্রং পবমান উর্মিণা রাজা দেব ঋতং বৃহৎ।[১২]

– দেব (উজ্জ্বল) এবং সত্যরূপীরাজা সোম পবমান উর্মিদ্বারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হন।

---

১ ঋগ্বেদ—৯।২।৯ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৯।৮।৮
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৯।৮।৮ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৭ ঋগ্বেদ—৯।৬০।১ ৮ অনুবাদ—তদেব ৯ ঋগ্বেদ—৯।৬০।২
১০ অনুবাদ—তদেব ১১ ঋগ্বেদ—৯।১১।৩ ১২ ঐ —৯।১০৭।১৫

যত্তে রাজঞ্ছৃতং হবিস্তেন সোমাভিঃ রক্ষ নঃ।[১]

– হে রাজন্, তোমার জন্য যে শৃত হবি প্রস্তুত করা হয়েছে, তদ্দারা আমাদের রক্ষা কর।

রাজা সমুদ্রং নদ্যো বি।[২]

– তিনি রাজা, নদী হইতে সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইতেছেন।[৩]

সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাং রাজা। —সোম আমাদের মত ব্রাহ্মণদের রাজা।

বৃহস্পতি প্রাযচ্ছদ্ বাস এতৎ সোমায় রাজ্ঞে পরিধাতবা উ।[৪]

ইন্দ্রো মরুতঃ সমজিনৎ সোমায় রাজ্ঞে প্রোচ্য।[৫]

বৃহস্পতি এই বস্ত্র সোমরাজাকে পরিধানের জন্য দান করেছিলেন।

ইন্দ্র মরুদ্গণের নিকট থেকে সোমরাজার নিমিত্ত এই বলে সহস্র গাভী জয় করেছিলেন।

সোম জলের পুত্র বা পৌত্র। "শিশুর্মহীনাং"[৬] —জলের পুত্র।

তনূনপাৎ পবমানঃ শৃঙ্গে শিশানো অর্ষতি।

অন্তরিক্ষেণ রারজৎ॥[৭]

—জলের পৌত্র সোম, উন্নত প্রদেশে তীক্ষ্ণ হইয়াও অন্তরীক্ষে প্রদীপ্ত হইয়া গমন করেন।[৮]

লক্ষণীয় এই যে তনূনপাৎ শব্দে অগ্নিকে বোঝায়। অগ্নিকে বারংবার জলের পুত্র বা পৌত্ররূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সোমকে তনূনপাৎ বলায় সূর্যরূপী অগ্নির কথাই আভাষিত হচ্ছে। অগ্নিই জলের গর্ভরূপে কথিত। সোম দেবতাদের কাছ থেকে জলের গর্ভ প্রার্থনা করে নিয়েছিলেন - "অপাং যদ্গর্ভোঽবৃণীত দেবান্।"[৯]

সোম ইন্দ্রের ন্যায় বৃত্রহন্তা—হন্তাবৃত্রাণামসি (ঋক্—৯।৮৮।৪) ত্বং রাজোত বৃত্রহা (ঋক্—১।৯১।৫)।

অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি বলের পুত্র। সোম বলের নেতা—"অনপ্তম্"[১০] বা বলের অধিপতি—'শবস্পতে।'[১১]

সোমের পিতার নাম পর্জন্য: "পর্জন্যঃ পিতা মহিষস্য।"[১২] —বলবান সোমের পিতা পর্জন্য।

---

১ ঋগ্বেদ—৯।১১৪।৪ ২ ঋগ্বেদ—৯।৮৬।৮ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত:
৪ অথর্ববেদ—১৯।৩।২৪।৪ ৫ তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ—২১।১।১ ৬ ঋগ্বেদ—৯।১০২।১
৭ ঋগ্বেদ—৯।৫ ২ ৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৯ ঐ —৯।৯৭।৪১
১০ ঐ —৯।১৬।২ ১১ ঋগ্বেদ—৯।৩৬।৬ ১২ ঐ —৯।৮২।৩

পর্জন্য বৃদ্ধং মহিষং …।[১] —বলশালী সোম পর্জন্যের দ্বারা বর্ধিত।

মহাভারতে সোম প্রজাপতি,-কুরুবংশের আদি পুরুষ—সোমঃ প্রজাপতিঃ পূর্বং কুরূণাং বংশবর্ধনঃ।[২]

সোম নামক যে দেবতা রাজা, বৃষ্টিদাতা, ধনদাতা, সহস্রলোচন, বৃত্রহন্তা, দ্যাবা পৃথিবীর স্রষ্টিকর্তা এবং ধারণকর্তা, দীপ্তিমান,—সহস্রধারায় যিনি ক্ষরিত হন, তিনি যে একটি মাদক ওষধি লতা কিম্বা আকাশে শোভমান চন্দ্র নামক একটি বড় উপগ্রহ, এমন কথা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সোমের গুণকর্মের অদ্ভুত মিল অন্য দেবতাদের সঙ্গে। সর্বাপেক্ষা সাদৃশ্য সূর্যের সঙ্গে। সোমের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্কটি কয়েকটি ঋকের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সোম সূর্যের রথে অশ্ব যোজন করে থাকেন।

উত ত্যা হরিতো দশ সূরো অযুক্ত যাতবে।
ইন্দুরিন্দ্র ইতি ব্রুবন্॥[৩]

—অপি চ। সোম ইন্দ্রের নাম উচ্চারণপূর্বক দশদিকে গতিবিধির জন্য সূর্যের অশ্ব যোজনা করিলেন।[৪]

সূর্যের অশ্বের নাম অরুষ অর্থাৎ লোহিতবর্ণ সোমও অরুষ—"সংমিশ্লো অরুষো ভব।"[৫]

অয়ং বিশ্বানি তিষ্ঠতি পুনানো ভুবনোপরি।
সোমো দেবো ন সূর্যঃ॥[৬]

—সোমদেব সূর্যের মত পবিত্র হয়ে বিশ্বভুবনের উপরে বিরাজ করছেন।

অয়ং সূর্য ইবোপদৃগয়ং সরাংসি ধাবতি।
সপ্ত প্রবত আ দিবম্॥[৭]

এই সোম সূর্যের ন্যায় সর্বসংসার নিরীক্ষণ করেন, ইনি সরোবরের দিকে ধাবিত হন।

এতে বাতা ইবোরবঃ পর্জন্যস্যেব বৃষ্টয়ঃ।
অগ্নেরিব ভ্রমা বৃথা॥[৮]

—এই সোম সকল মহাবায়ুর ন্যায়, মেঘের বৃষ্টির ন্যায়, অগ্নির শিখার ন্যায় সমস্ত ব্যাপ্ত করেন।[৯]

---

১ ঋগ্বেদ—৯।১১৩।৩ ২ উদ্যোগপর্ব—১৪৯।৩ ৩ ঋগ্বেদ—৯।৬৩।৯
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—৯।৬১।২১ ৬ ঐ —৯।৫৪।৩
৭ ঋগ্বেদ—৯।৫৪।২ ৮ ঐ —৯।২২।২ ৯ অনুবাদ—ঐ

সোম কোন বিশেষ স্থানে আবদ্ধ নন,—ইনি সকল স্থান থেকেই ক্ষরিত বা প্রকাশিত হন।

পবস্বাদ্ভ্যো অদাভ্যঃ পবস্বৌষধীভ্যঃ।
পবস্ব ধিষণাভ্যঃ॥[১]

—হে সোম! তুমি জল হইতে ক্ষরিত হও, কিরণ হইতে ক্ষরিত হও, ওষধি হইতে ক্ষরিত হও, প্রস্তর হইতে ক্ষরিত হও।[২]

সোম আকাশ থেকেও ক্ষরিত হচ্ছেন—"অয়ংদিব ইয়র্তি।"[৩] সোম ক্ষরিত হন শতধারায়—সহস্র ধারায়ঃ

সহস্রনীথঃ শতধারো অদ্ভুত ইন্দ্রায়েৎ দুঃ পাতে কামাৎ মধু।[৪]

—এই আশ্চর্য সোমরস সহস্রধারায় শতধারায় ইন্দ্রের জন্য অতি চমৎকার মধু ক্ষরিত করিতেছেন।[৫]

কিরণময় সোম বিশ্বজগতের অধিপতিরূপে সর্বব্যাপীঃ

বিশ্বা ধামানি বিশ্বচক্ষ ঋভ্বসঃ প্রভোস্তে সতঃ পরি যন্তি কেতবঃ।
ব্যানশিঃ পবসে সোম ধর্মভিঃ পতির্বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজসি॥[৬]

—হে সোম! তুমি সর্বদ্রষ্টা। তুমি প্রভু। তোমার চমৎকার কিরণপুঞ্জ সবস্থানে গতিবিধি করে। তুমি বিশ্বজগতের পতি, সর্বস্থানব্যাপী, সর্ববস্তুর অবলম্বন। এইরূপে তুমি ক্ষরিত হও।[৭]

সোম নদীদের রাজা, স্বর্গেরও অধীশ্বর—রাজা সিন্ধুনাং পবতে পতির্দিবঃ …।[৮]

তাঁর পরিচ্ছদ সূর্যকিরণময়,—স সূর্যস্য রশ্মিভিঃ পরিব্যত …।[৯]

সোম দিনের নির্মাণকর্তা-উজ্জ্বল রথারোহী—"বিমানো অহ্নাং … জ্যোতীরথঃ।[১০]

তিনি দ্যুলোকের স্তম্ভস্বরূপ,—"স্কংভো দিবঃ।"[১১]

ইনি দ্যাবা পৃথিবীরও স্রষ্টা—"জনিতা রোদস্যো।"[১২]

দ্যাবা পৃথিবীর ধারণকর্তাও তিনি—"ত্বং দ্যাং চ মহীব্রত পৃথিবীং চাতি-জভ্রিষে।"[১৩]—হে মহাব্রতধারী, তুমি আকাশ ও পৃথিবীকে ধারণ করে আছ।

---

১ ঋগ্বেদ—৯।৫৯।২ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৯।৬৮।৯
৪ ঐ —৯।৮৫।৪ ৫ তদেব ৬ ঐ —৯।৮৬।৫
৭ তদেব ৮ ঋগ্বেদ—৯।৮৬।৩৩ ৯ ঐ —৯।৮৬।৩২
১০ ঋগ্বেদ—৯।৮৬।৪৫ ১১ ঐ —৯।৮৬।৪৬ ১২ ঐ —৯।৯০।১
১৩ ঐ —৯।১০০।৯

সোম সূর্যের নিকটবর্তী হয়ে দ্যুলোক ও ভূলোককে জ্যোতিতে পূর্ণ করেন।

স পুনান উপ সূরে ন ধাতোভে অপ্রা
রোদসী বি ষ আবঃ ॥[১]

—তিনি শোধন (পবিত্র) হইয়া যেন সূর্যের নিকটবর্তী হইলেন, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোককে আপন জ্যোতিতে পরিপূর্ণ করিলেন।[২]

তিনি সূর্যরূপে আকাশের অন্ধকার দূর করে থাকেন।

ক্রত্বা শুক্রেভিরক্ষভির্ঋণোরপ ব্রজং দিবঃ ॥[৩]

—হে সোম! তোমার নিজ কর্মদ্বারা তুমি তোমার নির্মল কিরণ সহকারে আকাশের অন্ধকার বিনষ্ট করিলে।[৪]

ঋষি প্রার্থনা করেছেন,—

স পবস্ব বিচর্ষণ আ মহী রোদসী পৃণ
উষাঃ সূর্যো ন রশ্মিভিঃ ॥[৫]

—হে সর্বদর্শী সোম! তুমি ক্ষরিত হও, আপন রসের দ্বারা। সূর্য যেমন রশ্মি দ্বারা দিনসকলকে পূর্ণ করেন, সেইরূপ দ্যাবা পৃথিবীকে পূর্ণ কর।[৬]

সোমের সঙ্গে গন্ধর্বের নিবিড় সম্পর্ক ঋগ্বেদে বর্ণিত হয়েছে। গন্ধর্ব সোমের স্থান রক্ষা করেন, —গন্ধর্ব ইত্থা পদমস্য রক্ষতি।[৭] কখনও তিনিই দিব্য অর্থাৎ আকাশে জাত গন্ধর্ব "দিব্যং গন্ধর্বং।"[৮] কখনও তিনি গন্ধর্বরূপে আকাশের উপরিভাগে থেকে কিরণসম্পাতে সর্বজগৎ আলোকিত করেন :

ঊর্ধ্বো গন্ধর্বো অধি নাকে অস্থাদ্
বিশ্বারূপা প্রতিচক্ষাণো অস্য।
ভানুঃ শুক্রেণ শোচিষা ব্যদ্যৌৎ প্রারূ
রুচোদ্রোদসী মাতরা শুচিঃ ॥[৯]

—ইনি গন্ধর্ব, আকাশের ঊর্ধ্বভাগে ছিলেন। ইনি সেই স্থান হইতে তাবৎ বস্তু নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, ইঁহার তেজ শুভ্রবর্ণ কিরণ বিস্তারপূর্বক দীপ্তি পাইতেছিল, সেই শুভ্র আলোক জনক-জননীতুল্য দ্যুলোক ভূলোককে জ্যোতির্ময় করিল।[১০]

---

১ ঋগ্বেদ—৯।৯৭।৩৮ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৯।১০২।৮
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৯।৪১।৫ ৬ তদেব ৭ ঐ —৯।৮৩।৪
৮ ঋগ্বেদ—৯।৮৬।৩৬ ৯ ঋগ্বেদ—৯।৮৫।১২ ১০ অনুবাদ—তদেব

এখানে সোম স্পষ্টতঃই সূর্যরূপী। সায়নাচার্যও এখানে গন্ধর্ব শব্দের অর্থ করেছেন সূর্য।

গন্ধর্বের নিবাসস্থান দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ প্রদেশ – "গন্ধর্বস্য ধ্রুবে পদে।"[১] রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "এই সকল ও অন্যান্য ব্যাখ্যা ঋক্ হইতে অনুমান হয় যে সায়নের ব্যাখ্যা প্রকৃত, গন্ধর্বের আদি অর্থ সূর্য বা সূর্যরশ্মি। কিন্তু ঋগ্বেদের রচনার সময়ই গন্ধর্বগণ একরূপ কাল্পনিক জীব হইয়া দাঁড়াইলেন।"[২]

ঋগ্বেদে আর একস্থানে বলা হয়েছে, কয়েকজন অপ্‌সরা এসে সোম প্রস্তুত করেছিলেন।

সমুদ্রিয়া অপ্‌সরসো মনীষিণমাসীনা
তাং তরভি সোমমক্ষরন্॥[৩]

—আকাশ বিহারিণী কয়েকজন অপ্‌সরা আসিয়া মধ্যে উপবেশন পূর্বক সুপণ্ডিত সোমরসকে প্রস্তুত করিল।[৪] 'সমুদ্রিয়া', শব্দের অর্থ অনুবাদক করেছেন, 'আকাশ বিহারিণী'। আকাশ অর্থে সমুদ্রশব্দের প্রয়োগ বেদে হামেশাই পাওয়া যায়। আকাশে বিহারকারী সূর্যকিরণ অপ্‌সরা,—যাঁরা অপ্ অর্থাৎ জল নিঃসৃত করেন। 'সমুদ্রিয়া' শব্দের অর্থ 'সমুদ্রে উদ্ভূত'-ও হতে পারে। Goldstuker মনে করেছেন যে সূর্যকিরণে আকৃষ্ট জলীয় বাষ্পই অপ্‌সরা—"Personifications of the 'vapours which are attracted by the sun and form into mist or clouds."[৫]

আকাশবিহারী সূর্যরশ্মি অথবা সমুদ্রজাত জলীয় বাষ্প সূর্যরূপী সোমকে প্রস্তুত করে থাকে অর্থাৎ সোম বা সূর্যের স্বরূপ প্রকাশিত করে।

অপ্‌সরাগণ গন্ধর্বের পত্নী,—এরূপ কাহিনী প্রচলিত। রমেশচন্দ্র এ সম্পর্কে লিখেছেন, "যখন লোকে গন্ধর্ব ও অপ্‌সরা শব্দদ্বয়ের আদি অর্থ ভুলিয়া গেল, তখন অপ্‌সরাগণ গন্ধর্বগণের স্ত্রী এইরূপ উপাখ্যান সৃষ্ট হয়। সূর্যরশ্মিদ্বারা জলীয় বাষ্প আকৃষ্ট হয়, এই কি এই উপাখ্যানের আদি কারণ?"[৬] আমরা মনে করি সূর্য ও সূর্যরশ্মির মিলন অথবা সূর্যরশ্মি ও জলীয়বাষ্পের মিলন গন্ধর্ব-অপ্‌সরা সম্পর্কিত কাহিনীর উৎস।

১ ঋগ্বেদ—১।২২।১৪ ২ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ ২য়, পৃঃ ১৩৩৪, ১।৮৩।৪ ঋকের টীকা
৩ ঐ —৯।৭৮।৩ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৫ Muir's O. S. T., vol. V (1184), page 345
৬ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়, ৯।৮৩।১ টীকা

সোম সম্পর্কে যে বিবরণ উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে সোমকে কেবলমাত্র লতাবিশেষ বা চন্দ্র নামক উপগ্রহটিকে বোঝায় না। পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়, সোম প্রথমতঃ সূর্য বা সূর্যাগ্নিরূপী তৈজস শক্তিকেই বোঝায়। পরে সোম, চন্দ্র এবং সোমলতায় পরিণত হয়েছেন। যে সোম সর্বব্যাপী সর্বদ্রষ্টা—বিশ্বভুবনের সৃষ্টিকর্তা—জীবস্রষ্টা—দ্যাবাপৃথিবীর ধারক—বৃষ্টিদাতা—বৃত্রহন্তা—সর্বজগতের অধীশ্বর—জ্যোতির্ময়—আলোকের অধিপতি, তিনি কখনই কোন মাদক ওষধি বা কোন জড় উপগ্রহ হতে পারেন না। তিনি অবশ্যই সর্বদেবময় সূর্যাগ্নি। কালক্রমে সোমের স্বরূপ আচ্ছাদিত হওয়ায় তিনি চন্দ্র এবং মাদক ওষধি বা ওষধির রসে পরিণত হলেন এবং সূর্য, চন্দ্র এবং ওষধিলতা সংমিশ্রিত হয়ে এমনিই এক রহস্যময় বস্তুতে পরিণত হলেন যে প্রকৃত সোমতত্ত্ব নিরূপণ দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

বেদে বারংবার সোমকে সুপর্ণ বলা হয়েছে; কখনও বলা হয়েছে সোমকে আহরণ করেছেন সুপর্ণ :

অতস্ত্বা রয়িমভি রাজানং সুক্রতো দিবঃ
সুপর্ণো অব্যথির্ভরৎ ॥
বিশ্বস্মা ইৎ স্বর্দশে সাধারণং রজস্তুরং
গোপামৃতস্য বির্ভরৎ ॥[১]

—হে চমৎকার কার্যকরী সোম! এই নিমিত্ত শ্যেনপক্ষী অবলীলাক্রমে তোমাকে স্বর্গলোক হইতে আহরণ করিয়াছিল; কেননা, তুমি ধন বিতরণ করিবার রাজা।

এই সোম জল (বৃষ্টি) বিতরণ করেন, ইনি স্বর্গবাসী তাবৎ দেবতার পক্ষে সমান, ইনি পুণ্যকর্মের বিঘ্ন নিবারণ কর্তা, ইহা জানিয়া সুপর্ণ সোম আহরণ করেন।[২]

সুপর্ণই শ্যেনপক্ষী। শ্যেন দ্যুলোক থেকে ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত সোম এনেছিল।

স ত্বামদদ্‌বৃষা মদঃ সোমঃ শ্যেনাভৃতঃ সুতঃ।[৩]

—হে ইন্দ্র! সেবনযুক্ত হর্ষকর এবং শ্যেনপক্ষীর আনীত অভিষুত সোমরস তোমাকে হর্ষযুক্ত করিয়াছে।[৪]

---

১ ঋগ্বেদ—৯।৪৮।৩-৪ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১।৮০।২
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

ইন্দ্র পিব বৃষধূতস্য বৃষ্ণ আ যং তে শ্যেন উশতে জভার ।[১]

—হে ইন্দ্র! তুমি সোমাভিলাষী, তুমি প্রস্তর দ্বারা অভিষূত অভিমত ফল সেচক সোমরস পান কর। শ্যেনপক্ষী তোমার জন্য উহা আনয়ন করিয়াছে।[২]

ঋগ্বেদেই কিন্তু সোম কখনও সুপর্ণের সঙ্গে উপমিত হয়েছেন, কখনও সোম স্বয়ং সুপর্ণ।

শ্যেনো ন যোনিং সদনং ধিয়া কৃতং
হিরণ্যয়মাসদং দেব এষতি ॥[৩]

—যেমন শ্যেনপক্ষী আপন কুলায়ে প্রবেশ করে, তদ্রূপ দীপ্তিশালী সোমরস সুগঠিত সুবর্ণময় আধারে প্রবেশ করেন।[৪]

শ্যেনো ন যোনিমাসদৎ।[৫]

—সোম শ্যেনের মত স্বস্থান প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

কোন কোন স্থলে সোমকেই সুপর্ণ বলা হয়েছে:

দিব্যঃ সুপর্ণোঽব চক্ষি।[৬]

—হে সোম, তুমি আকাশবিহারী সুপর্ণ, নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত কর।[৭]

সুপর্ণ বা শ্যেন পক্ষী বলতে বৈদিক ঋষি কি বুঝেছেন? সুপর্ণ সূর্য ভিন্ন আর কিছু নয়। ঋগ্বেদে নানা স্থানে সুপর্ণ শব্দটি পাই। দেবতাদের একত্ব প্রতিপাদক সুপ্রসিদ্ধ ঋক্‌টিতে সুপর্ণ একজন পৃথক দেবতা। ইনি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি সকল দেবতার সঙ্গে অভিন্ন।

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণঃ গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥[৮]

এই সুপর্ণ কেমন? তিনি দিব্য। যাস্ক বলেছেন, "দিব্যো দিবিজঃ"[৯]—দিব্য শব্দের অর্থ দ্যুলোকে অর্থাৎ আকাশে উদ্ভূত।

আর কেমন? তিনি গরুত্মান্। গরুত্মান্ শব্দের অর্থ সায়নাচার্যের মতে "গরণবান্ পক্ষবান্ বা।" গরণ শব্দের অর্থ স্তুতি। সুতরাং গরুত্মান্ শব্দের অর্থ স্তুতিবান্ বা পক্ষবান্।

আচার্য যাস্ক লিখেছেন, "গরুত্মান্ গরণবান্ গুর্বাত্মা মহাত্মেতি বা।"—[১০] গরুত্মান্ অর্থে গরণবান বা স্তুতিমান অথবা মহাত্মা।

---

১ ঋগ্বেদ—৩।৪৩।৭ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৯।৭১।৬
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৯।৬২।৭ ৬ ঐ —৯।৯৭।৩৩
৭ তদেব ৮ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৪৬ ৯ নিরুক্ত—৭।১৮।৩ ১০ নিরুক্ত—৭।১৮।৪

পণ্ডিত অমরেশ্বর ঠাকুর যাস্কের উক্তি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "আদিত্যের উদ্দেশ্যে যে সকল স্তুতি করা হয়, তাহা দ্বারাই আদিত্য স্তুতিমান।"[১]

রমেশচন্দ্র দত্ত ঋকৃটির অনুবাদ প্রসংগে লিখেছেন, "(এই আদিত্যকে) মেধাবীগণ, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া থাকেন। ইনি স্বর্গীয় পক্ষবিশিষ্ট ও সুন্দর গমনশীল। ইনি এক হইলেও ইঁহাকে বহু বলিয়া বর্ণনা করে। ইঁহাকে অগ্নি যম ও মাতরিশ্বা বলে।"

এই সুক্তেই পুনরায় সূর্যকে সুপর্ণ বলা হয়েছে :

দিব্যং সুপর্ণং বয়সাং বৃহন্তমপাং গর্ভং দর্শতমোষধীনাম্।[২]

—(সূর্যদেব) স্বর্গীয়, সুন্দর গতিবিশিষ্ট, গমনশীল, প্রকাণ্ড, জলের গর্ভ সমুৎপাদক এবং ওষধিসমূহের প্রকাশক।[৩]

সূর্য যেমন সুপর্ণ, সোমও তেমনি সুপর্ণ। সোমের মত সূর্যও ওষধির বৃদ্ধিকর্তা।

সূর্যাগ্নিরূপী সুপর্ণ এক এবং অদ্বিতীয়—সমগ্র বিশ্বভুবনে বিরাজমান।

একঃ সুপর্ণঃ সমুদ্রমাবিবেশ
স ইদং বিশ্বং ভুবনংবিচষ্টে॥[৪]

—এক অদ্বিতীয় সুপর্ণ সমুদ্রে (আকাশে) প্রবেশ করেছিলেন, তিনি এই সমগ্র বিশ্বভুবন পরিদর্শন করেন।

সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।[৫]

—এক সৎবস্তু সুপর্ণকেই কবিগণ বাক্যের দ্বারা বহুরূপে বর্ণনা করেন।

সুপর্ণ যে সূর্যাগ্নির তেজোরূপী চিৎশক্তি এই ঋক্‌গুলিতে তা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। সুপর্ণ কর্তৃক অমৃত হরণের তাৎপর্য ঋগ্বেদেই কথিত হয়েছে।

যত্রা সুপর্ণা অমৃতস্য ভাগমনিমেষং বিদথাভিস্বরন্তি।
ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ স মা ধীরঃ পাকমত্রাবিবেশ॥[৬]

—যে আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত সুন্দরগতি রশ্মিগণ কর্তব্যবোধে অনিমেষভাবে উদকের ভাগ শোষণ করে, সেই আদিত্যমণ্ডল স্থায়ী সমস্ত ভুবনের প্রভু রক্ষক ধীমান্ আদিত্য অপকবুদ্ধি আমাকে এই স্থানে (আদিত্যমণ্ডলে) প্রবেশ দান করুন।[৭]

---

১ নিরুক্ত (ক. বি.)—পৃঃ ৮৯৯ ২ ঋগ্বেদ—১।৬৪।৫২ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঋগ্বেদ—১০।১১৪।৪ ৫ ঐ —১০।১১৪।৫ ৬ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।২১
৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

অনুবাদক রমেশচন্দ্রের মতে সুপর্ণ আদিত্যমণ্ডলস্থিত সূর্যরশ্মি, অমৃত উদক বা জল; সুপর্ণকৃত অমৃতহরণ সূর্যরশ্মি কর্তৃক জল শোষণ।

যাস্ক বলেছেন, সুপর্ণ শব্দের অর্থ প্রসংগে,—"যত্র সুপর্ণাঃ সুপতনা আদিত্যরশ্ময়ঃ।"[১] —অর্থাৎ সুন্দর গতি আদিত্যরশ্মিই সুপর্ণ।

উক্ত ঋক্ সম্পর্কে যাস্ক আরও বলেছেন, "ঈশ্বরঃ সর্বেষাং ভূতানাং গোপয়িতা-দিত্যঃ।"[২] —সকল জীবের ঈশ্বর রক্ষক আদিত্যই সুপর্ণ।

অথর্ববেদও সূর্যকেই সুপর্ণ বলে অভিহিত করেছেন।[৩] নিঘণ্টুতে (১।৫) সুপর্ণ সূর্যরশ্মি।

অমৃত বলতে যাস্ক কি বুঝেছেন? যাস্ক বলেছেন, "অমৃতস্য ভাগমুদকস্য"[৪] —অমৃতের ভাগ অর্থাৎ জলের ভাগ বা জলীয় অংশ।

জীবের জীবন জলই অমৃত। "উদক প্রাণিগণের জীবনহেতু বলিয়া অথবা অমরণধর্মা (বিনাশ রহিত) বলিয়া অমৃত।"[৫]

অতএব সুপর্ণ কর্তৃক অমৃত হরণ বা আহরণের তাৎপর্য সুস্পষ্ট। মহাভারতে পুরাণে সূর্যরূপী বিষ্ণুর বাহন গরুড় বা সুপর্ণ। স্বর্গ থেকে গরুড় কর্তৃক অমৃত আহ-রণের যে কাহিনী মহাভারতে-পুরাণে বিবৃত হয়েছে তার মূল সুপর্ণ কর্তৃক সোম আহরণের কাহিনীর মধ্যে নিহিত। সুপর্ণ, গরুড় ও সূর্যসারথি অরুণ একই বস্তু। গরুত্মান্ সুপর্ণই পুরাণের পক্ষবান্ গরুড়। সুপর্ণ কর্তৃক সোম আহরণের আর একটি তাৎপর্য লক্ষিত হয়। সোমও মূলতঃ সূর্যরশ্মি বা সূর্যের তেজ। ঋগ্বেদে বহুস্থানে বলা হয়েছে যে সোম কলশে প্রবেশ করেন। সাধারণতঃ এই ব্যাপারের তাৎপর্য প্রসঙ্গে বলা হয় যে, সোমরস কলশে স্থাপন করা হয়। একটি ঋকে বলা হয়েছে:

দিবঃ সুপর্ণা বচক্ষি সোমঃ পিন্ব ধারা কর্মণা দেববীতৌ।
ক্রন্দো বিশঃ কলশং সোমধানং ক্রন্দন্নহি সূর্যস্যোপরশ্মিঃ॥[৬]
অধিত্বিষীরধিত সূর্যস্য দিব্যঃ সুপর্ণ অবচক্ষথ।
ক্ষাং সোম পরিক্রতুনা পশ্যতেজো॥[৭]

—সুপর্ণ সোম সূর্যের কিরণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এবং তথা হইতে পুনরায় জাত হইয়া পৃথিবীকে দেখেন।[৮]

১ নিরুক্ত—৩।১১।৬ ২ নিরুক্ত—৩।১২।৭ ৩ অথর্ব—১৩।২।২।৯; ১৯।৭।৬৬।১
৪ ঐ —৩।১২।৩ ৫ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরুক্ত—পৃঃ ৩৯৬ ৬ ঋগ্বেদ—৯।১৯।৩৩
৭ ঋগ্বেদ—৮।৯।৭৯ ৮ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী

ঋজীপী শ্যেনো দদমানো অংশুং পরাবতঃ
শকুনো মন্দ্রং মদৎ ॥[১]

—(অশ্বিদ্বয়) যেরূপ ইন্দ্রবান্ দেশে ভুজ্যুকে (বহন করিয়াছিল), সেইরূপ ঋজুগামী শ্যেন বৃহৎ দ্যুলোকের উপরিভাগ হইতে সোম হরণ করিয়াছিল।[২]

সুপর্ণ সোম বা সূর্যরশ্মি রাত্রিতে চন্দ্রে প্রবেশ করে ও দিবাভাগে পুনরায় সূর্যে আগমন করে। সোম আহরণের এইটিই প্রকৃত তাৎপর্য। এইজন্যই সূর্যও সুপর্ণ, সোমও সুপর্ণ। চন্দ্রমণ্ডলে সূর্য কর্তৃক রশ্মি প্রেরণ ও চন্দ্রমণ্ডল থেকে রশ্মি আহরণের ব্যাপারই রূপকাবৃত হয়েছে। সোম নক্ষত্রদের নিকটে স্থাপিত হন—"অথ নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ।" —এই নক্ষত্রগণের নিকটে সোমকে স্থাপিত করা হয়েছে।

নক্ষত্রদের নিকটস্থ সোম অবশ্যই চন্দ্র। সোমের নক্ষত্রপত্নীলাভের ইঙ্গিত এখানে পাচ্ছি।

প্রাথমিক অবস্থায় সোম ছিলেন সূর্য বা সূর্যাগ্নি। সোমের অগ্নিরূপতা বেদের নানা স্থানে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অগ্নির মত সোম যজ্ঞের ধারণকর্তা।

ক্রতু নঃ সোম জীবসে।[৩]

—সোম, তুমি আমাদের যজ্ঞ ধারণ কর।

ইন্দু বা সোম যজ্ঞের চিরন্তন আত্মা :

আত্মা যজ্ঞস্য পূর্ব্যঃ।[৪]

সোম যজ্ঞের জিহ্বা —ঋতস্য জিহ্বা। যজ্ঞের জিহ্বা অগ্নি। অগ্নির সপ্ত জিহ্বা। ইন্দ্রও দীর্ঘ জিহ্বা দ্বারা সোম পান করেন।[৫]

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে যজ্ঞ সুপর্ণরূপ ধারণ করেছিলেন।

যজ্ঞো বৈ দেবেভ্যোঽপাক্রামৎ স সুপর্ণরূপং কৃত্বা অচরৎ ॥[৬]

— যজ্ঞ দেবতাদের নিকট থেকে পলায়ন করেছিলেন। তিনি সুপর্ণরূপ ধারণ করে ভ্রমণ করছিলেন।

এখানে যজ্ঞ অর্থে যজ্ঞাগ্নি। যজ্ঞাগ্নি সুপর্ণ সূর্য বা সুপর্ণ চন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন হওয়ায় সুপর্ণরূপে পরিক্রমণ সুসঙ্গত। সোমই শোভনীয় যজ্ঞ—"ত্বং ভদ্রো অসি ক্রতুঃ।"[৭]

---

১ ঋগ্বেদ—৪।২৬।৬ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১০।২৫।৪
৪ ঐ —৯।২।১০ ৫ ঋগ্বেদ—৬।৪।১২ ৬ তাণ্ড্য মহাঃ ব্রাঃ—১৪।৩।১০
৭ ঋগ্বেদ—১।৯১।৫

সূর্যাগ্নি বা সুপর্ণরূপী সোম সর্বদেবময়—সর্বদেবাত্মক।

অয়ং পূষা রয়ির্ভগঃ সোমঃ পুনানো অর্ষতি।
পতির্বিশ্বস্য ভূমনো ব্যখ্যদ্রোদসী উভে ॥[১]

—ইনিই পূষা, ইনিই ধন, ইনিই ভগ নামক দেবতা, ইনিই শোধিত হইয়া যাইতেছেন, ইনি সমস্ত বিশ্বভুবনের অধিপতি, ইনি পৃথিবী ও আকাশকে পরস্পর পৃথক করিয়াছেন।[২]

চন্দ্রমণ্ডল থেকে সূর্য্যের রশ্মি সংহরণের বৃত্তান্ত ঋগ্বেদেই আছে :

অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যং।
ইমা চন্দ্রমসো গৃহে ॥[৩]

—আদিত্যরশ্মি এই গমনশীল চন্দ্রমণ্ডলে অন্তর্হিত ত্বষ্টৃতেজ এইরূপে পাইয়াছিল।[৪]

এখানে ত্বষ্টৃতেজ সূর্যতেজকেই বোঝাচ্ছে।

সোম কলশে প্রবেশ করেন, এই তথ্য ঋগ্বেদ বারংবার প্রদান করেছেন। কলশ কি মৃৎপাত্র বা ধাতুপাত্রের ঘট বিশেষ? যাস্ক বলেছেন, "কলশঃ কস্মাৎ কলা অস্মিন্ শেরতে মাত্রাঃ।[৫]

—(অস্যার্থ) কলসের তাৎপর্য কি? কলা যাতে বর্তমান থাকে,—অর্থাৎ মাত্রা।

কলা বা মাত্রা বর্তমান থাকে চন্দ্রে। সুতরাং কলশ বলতে প্রাথমিক পর্যায়ে চন্দ্রমণ্ডল ব্যবহৃত হয়েছে। কলশ সোম অর্থাৎ কলাবান্ চন্দ্রমণ্ডল পরে মৃৎ বা ধাতুপাত্র ঘটে রক্ষিত সোমলতার রসে পরিণত হয়েছে। ঘট কি সোমরসের মাত্রা বা পরিমাণজ্ঞাপক ছিল? সেইজন্যেই কি ঘটের নাম কলস? এখনও ধেনো মদ (সস্তা ভাত পচানো মদ) হাঁড়ি মাপে বিক্রয় হয়। সেইজন্য কোন কোন সম্প্রদায় এই মদকে 'হাঁড়িয়া' বলে।

সুপর্ণ যে চন্দ্রমা, এ তথ্যও ঋগ্বেদে নানা স্থানে পাই—চন্দ্রমা অপ্স্বন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি।[১]

—সুপর্ণ চন্দ্র আকাশে জলের মধ্যে ধাবিত হন।

সায়নাচার্য অপ্ বা জলের অর্থ করেছেন অন্তরীক্ষ আর সুপর্ণ তাঁর মতে রশ্মি। সুপর্ণ ইতি রশ্মি নাম। সুষুম্নাখ্যেন সূর্যরশ্মিনা যুক্তশ্চন্দ্রমা দিবি দ্যুলোকে

---

১ ঋগ্বেদ—৯।১০১।৭ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১।৮৪।১৫
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ নিরুক্ত—১১।১২।১৩ ৬ ঐ —১।১০৫

আ ধাবতে।" —সুপর্ণ রশ্মির নাম। সুষুম্না নামক সূর্যরশ্মির সঙ্গে যুক্ত চন্দ্রমা আকাশে ধাবিত হন।

চন্দ্র সুপর্ণ আখ্যা লাভ করার হেতু এখানে স্পষ্ট।

সোম সূর্যাগ্নিরূপী, অতএব সর্বদেবময়।

ত্রিভিষ্টং দেব সবিতর্বর্ষিষ্ঠৈঃ সোম ধামভিঃ।
অগ্নে দক্ষৈঃ পুনীহি নঃ ॥[১]

—হে সোম! তুমিই সবিতা, তুমিই অগ্নি। তোমার এই বিপুল কার্যক্ষম মূর্তি; এই তিন মূর্তি দ্বারা আমাদিগকে পবিত্র কর।।[২]

রাজ্ঞো নু তে বরুণস্য ব্রতানি বৃহদ্‌গভীরং তব সোম ধাম।
শুচিষ্ট্বমসি প্রিয়ো ন মিত্রো দক্ষায্যো অর্যমেবাসি সোম ॥
যা তে ধামানি দিবি যা পৃথিব্যাং যা পর্বতেষ্বোষধিষপ্‌সু।
তেভির্নো বিশ্বৈঃ সুমনা অহেলন্‌রাজন্‌ৎ সোম প্রতি হব্যা গৃভায় ॥[৩]

—হে সোম! রাজা বরুণের কার্যসমুদয় তোমারই; তোমার তেজ বিস্তীর্ণ ও গভীর; প্রিয় মিত্রের ন্যায় তুমি সকলের সংশোধক; অর্যমার ন্যায় তুমি সকলের বর্ধক।

হে সোম! তোমার যে তেজ দ্যুলোকে পৃথিবীতে পর্বতে ওষধিতে এবং জলে আছে, সেই তেজযুক্ত হইয়া, হে সুমনা এবং ক্রোধহীন রাজন্‌, আমাদের হব্য গ্রহণ কর।[৪]

ত্বমিমা ওষধীঃ সোম বিশ্বাস্তমপো অজনয় স্ত্বং গাঃ।
ত্বমাততংথোর্বংতরিক্ষং ত্বং জোতিষা বি তমো ববর্থ ॥[৫]

—হে সোম! তুমি এই সমস্ত ওষধি উৎপাদিত করিয়াছ, এবং বিশ্ব ও জল সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি সমস্ত গাভী সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি এই অন্তরীক্ষকে বিস্তীর্ণ করিয়াছ ও তাহার অন্ধকার জ্যোতি দ্বারা দূর করিয়াছ।[৬]

সোমের যে রূপ এই ঋক্‌গুলিতে পরিস্ফুট তাতে তিনি সূর্যাগ্নিরূপী পরমাত্মারূপে প্রতিভাত। এই জন্যই পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী সোম শব্দের অর্থ করেছেন শুদ্ধসত্ত্ব ব্রহ্ম। যে সোম সর্বব্যাপী, বিশ্বভুবনের স্রষ্টা, তমোনাশী, জ্যোতিঃস্বরূপ, ওষধিসমূহের উৎপাদক ও বৃদ্ধিকর্তা তিনি সূর্যাগ্নি ভিন্ন আর কে হতে পারেন? কৃষ্ণযজুর্বেদে সোম ওষধিসমূহের অধিপতি—"সোম ওষধীনাং।"[৭]

১ ঋগ্বেদ—৯।৬৮।২৬ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৯।৯১।৩-৪
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—১।৯১।২২ ৬ অনুবাদ—তদেব ৭ কৃঃ যজুঃ—৩।৩।৪ ৫

শ্রীঅরবিন্দ সোমকেও রূপক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে সোম আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ।

"The wine of Soma represents the intoxication of Ananda the divine delight of being, inflowing upon the mind from the supramental consciousness through the Rtam or Truth."[১]

"The Soma wine symbolises the replacing of our ordinary sense enjoyment by divine Ananda "[২]

"The Soma is the immortal delight of the existence secret in the waters and the plants and pressed out for drinking by gods and men."[৩]

সোম যেমন সর্বাধিপতি, সর্বময়, শুক্লযজুর্বেদে অগ্নি তেমনি সকল জড়-জীবের গর্ভ বা অন্তরস্থিত আত্মা :

গর্ভো অস্যোষধীনাং গর্ভো বনস্পতীনাং।
গর্ভো বিশ্বস্য ভূতস্যাগ্নে গর্ভো অপামসি ॥[৪]

সূর্যাগ্নিরূপী যে তেজ বা কিরণ চন্দ্র নামক উপগ্রহটিকে আলোকিত করে তাই সোম নামে বেদে প্রসিদ্ধ। অতএব চন্দ্রও সোম নামে পরিচিত হলেন। সূর্য ছিলেন তারকার অধিপতি বৃহস্পতি। পরে বৃহত্তম গ্রহের নাম হিসাবে চিহ্নিত হওয়ায় রাত্রিকালের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হিসাবে তিনিই হলেন তারাপতি। রোহিণী উপাখ্যানের একটি তাৎপর্য অথর্ববেদ থেকে উপলব্ধি করি। অথর্ববেদে রোহিণী সূর্যের প্রতি অনুরক্তা। "অথর্ববেদে (১৩।১) উদ্যন্ ভানুর নাম রোহিত। ইনিও 'সহস্রশৃঙ্গ বৃষভ', যুবা কবি ও 'সুবীরঃ'। সুবর্ণা রোহিণী ইহার অনুরতা।"[৫]

অতএব সোম ও রোহিণী উপাখ্যানের মূল এখানে বর্তমান। সূর্যরূপী সোমের প্রতি রোহিণী অনুরাগিণী ছিলেন। সোম যখন চন্দ্রে পরিণত হলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই চন্দ্রপথে অবস্থিত উজ্জ্বলতম নক্ষত্র রোহিণী চন্দ্ররূপী সোমের প্রিয়তমা হয়ে উঠলেন।

মহাভারতে[৬] চন্দ্র বা সোম সমুদ্র মন্থনকালে জলধিতল থেকে আবির্ভূত

---

১ On the Veda—page 85 ২ On the Veda—page 91

৩ On the Veda—page 279 ৪ শুক্ল যজুঃ – ১২।৩৮

৫ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার—অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, ১ম—পৃঃ ৬৩ ৬ আদিপর্ব—১৮।১৪

হয়েছিলেন। আমরা পূর্বেই দেখেছি ঋক্‌মন্ত্রে (১।১০৫) চন্দ্র জলমধ্যে ধাবিত হচ্ছেন। এই জল অবশ্যই অন্তরীক্ষ বা আকাশ। আকাশই সমুদ্র। আকাশ সমুদ্রে থেকেও চন্দ্র সর্বজন দৃশ্য। চন্দ্রের সমুদ্রজাত হওয়ার তাৎপর্য এই।

রুদ্র বা শিব চন্দ্রশেখর বা সোমনাথ। শিব চন্দ্রকলা মস্তকে ধারণ করেন। এই বিষয়ে স্কন্দপুরাণে একটি গল্প আছে : সমুদ্রমন্থনকালে চন্দ্র সমুদ্র থেকে উদ্ভূত হয়েই কালভৈরব নামক শিবলিঙ্গের আরাধনা করতে সুরু করেছিলেন। সোমের অত্যদ্ভুত তপস্যায় প্রীত হয়ে শিব বরদানে উদ্যত হলে সোম বললেন, তুমি সোমনাথ হও। শিব সোমকে মস্তকে ধারণ করলেন (৪৩-৫১)। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণানুসারে দক্ষকোপে ক্ষয়রোগগ্রস্ত শরণাগত চন্দ্রকে শিব স্বীয় ললাটে আশ্রয় প্রদান করেছিলেন। সূর্যরূপী রুদ্রের মস্তকে চন্দ্রকলার অবস্থান সহজবোধ্য ব্যাপার।

সোমতত্ত্ব নিয়ে দেশী-বিদেশী অনেক পণ্ডিত আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, "বেদে সোমতত্ত্ব একটি রহস্যময় তত্ত্ব। এক সোম মানুষ পান করে, আর এক সোম দ্যুলোকে অবস্থান করেন। সূর্যাসূক্তে বলা হইয়াছে, 'সোমং যং ব্রাহ্মণো বিদুর্ন তস্যাশ্নাতি পার্থিবঃ'—যে সোমকে ব্রাহ্মণগণ জানেন না, মানুষ তাহাকে পান করে না। দ্যুলোকের এই সোম সোমচন্দ্র। রূপে ও গুণে সোমলতা ও চন্দ্র অভিন্ন।"[১]

কিন্তু পূর্বের আলোচনায় দেখা গেছে যে সোমতত্ত্ব চন্দ্র বা উদ্ভিদ বিশেষের তত্ত্ব নয়। সোমতত্ত্ব প্রকৃতই রহস্যময়। এই রহস্য উদ্‌ঘাটনে কত পণ্ডিত মনীষীই না প্রয়াস করেছেন! Sir Charles Eliot-এর মতে সোম অমৃতত্ত্ব বা অমরত্বের অধীশ্বর ; ভক্তকে তিনি অনন্ত জীবন ও অনন্ত আলোর রাজ্যে স্থাপন করেন। সোম এখানে ঈশ্বরেরই প্রতিভূ।

"Soma is not a Sacred tree inhabited by some spirit of woods, but the lord of immortality, who can place his worshippers in the land of eternal life and light. Some of the finest and most spiritual of the Vedic hymns are addressed to him and yet it is hard to say whether they are addressed to a person or a beverage....Later Soma, was identified with the moon, perhaps because the juice was bright and Shining."[২]

১ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, ১ম—পৃঃ ৬২

২ Hinduism & Buddhism—page 51

Maxmuller-এর মতে বেদের সোম বা আবেস্তার হোঅম জীবের প্রাণ বা প্রাণবৃক্ষ : "Hoama tree might remind us of the tree of life, considering that Hoama as well as the Indian Soma, was supposed to those who drank its juice."[১]

অপর একজন পণ্ডিত সোমকে জ্ঞানবৃক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন, "Plainly speaking Soma is the fruit of the Tree of knowledge, forbidden by the Jealous Elophin to Adam and Eve of Yahir, lest man should become as one of us."[২]

আর এক পণ্ডিত সোমের সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর মতে যজ্ঞে উৎসর্গিত সকল প্রকার দ্রব্য যা সাধারণতঃ হবিঃ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়, তাই সোম নামে পরিচিত।

"The food of ritual fire is Soma, the ritual offering. Every Substance, thrown in the Sacramental fire is a form of Soma, but the name is more particularly that of the sacrificial liquor through which the flames can be kindled. This is the elixir of life."[৩]

পূর্বেই আমরা দেখেছি যে যজ্ঞ বা যজ্ঞাধিষ্ঠিত পুরুষ সোম নামে অভিহিত হয়েছেন। পরবর্তীকালে হয়ত যজ্ঞানুষ্ঠানে একান্ত অপরিহার্য এবং মানুষের পক্ষেও প্রয়োজনীয় একপ্রকার উদ্ভিদের নির্যাস সোম নামে খ্যাত হয়েছে। কিন্তু যে আগ্নেয় তেজ সূর্যরূপে প্রতিভাত যিনি স্বয়ং যজ্ঞ এবং যজ্ঞীয় হবিঃ, তিনিই সোম নামে পরিচিত ছিলেন। সোমরসের হ্লাদকত্ব আকাশের চন্দ্রের সঙ্গে সাদৃশ্যজনক হওয়ায় চন্দ্রও সোম নাম লাভ করেছেন।

"In the later hymns of the Ṛgveda as well as in the Atharvaveda and in the Brahmans the offering (Soma) is indentified with the moon and with the god of the moon."[৪]

পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী মনে করেন যে অগ্নিমুখে দেবতার নিকটে উপস্থিত হবিঃই সোমরূপে কথিত হয়েছে অথবা 'বিশুদ্ধ জ্ঞান' সোমরূপে বর্ণিত হয়েছে। "সোম পরিদৃশ্যমান সামগ্রী নহে। 'সোম' বলিতে বিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব অংশ। অগ্নি-

---

১ Chips from German workshop, vol. I

২ Secret Doctrine by M. Blavatsky, vol. II—page 65

৩ Hindu polytheism

৪ Hindu polytheism—page 98

মুখে সুসংস্কৃত অভিযুত হইয়া যজ্ঞহবির যে শুদ্ধসত্ত্ব অংশ দেবসমীপে গমন করিয়া থাকে, তাহাই সোম। অন্তর্নিহিত যে বিশুদ্ধ ভক্তি, তাহাই সোম। ক্লেদপরিশূন্য আবিল্যরহিত যে জ্ঞান তাহাই সোম। সোমকে আশ্রয় করিয়া ভগবৎ সমীপে উপনীত হইতে হয়। সেইজন্যই কোথাও হয়ত উপমায় সোমলতারূপে বর্ণিত হইয়াছে।"[১]

দুর্গাদাস আর একস্থানে লিখেছেন, "…শুধু তাই নয়, সোম সর্বজ্ঞ, বিশ্বের উৎপাদক! তাই আমরা যতই আলোচনা করিতেছি, ততই দেখিতেছি যে 'সোম' বলিতে 'সোমরস' নামক মাদক দ্রব্য তো বুঝায়ই না, অধিকন্তু উহা দ্বারা স্বর্গীয় অসীম শক্তিসম্পন্ন কোন বস্তুকে লক্ষ্য করে। …সুতরাং সোম বলিতে ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বকেই যে লক্ষ্য করে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"[২]

সোমতত্ত্ব যে যে ভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন সবই গিয়ে পৌঁছাচ্ছে তেজাত্মক প্রাণতত্ত্বে অথবা সেই তত্ত্বকে জানা যায় যে জ্ঞানের দ্বারা সেই জ্ঞানে। কিন্তু বেদে চন্দ্র সোম, লতা সোম বা সোমলতার রস এবং সূর্যাগ্নিরূপী প্রকৃত সোমের তত্ত্ব এরূপভাবে মিশ্রিত হয়ে গেছে যে একটা থেকে আর একটাকে পৃথক্ করা প্রায় অসম্ভব বোধ হয়। তথাপি অবধানতা সহকারে অধ্যয়ন করলে সোমের যথার্থ স্বরূপ অস্পষ্ট থাকে না।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানুষ বিস্মৃত হয়েছে সোমের প্রকৃত তত্ত্ব; কেবল মনে রেখেছে চন্দ্র সোমকে আর লতা সোমকে। সোমলতা কি জাতীয় উদ্ভিদ তাও মানুষ ভুলে গেছে; সোমলতা একটি কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছে। সোমলতার পনেরোটি পাতা থাকে, শুক্লপক্ষে একটি একটি পাতা গজিয়ে উঠে পনেরটি পাতা হয়। আবার কৃষ্ণপক্ষে একটি একটি পাতা ঝরে যায়।

"সোমো নামৌষধিরাজঃ পঞ্চদশপর্ণঃ স সোম ইব হীয়তে বর্ধতে চ।"[৩]

—সোমলতা নামক ওষধিরাজ আছে; ইহার পঞ্চদশ পত্র; শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে চন্দ্রের এক কলা যেমন বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ উহারও এক এক পত্র উৎপন্ন হইতে থাকে: আর কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রকলার ন্যায় প্রত্যহ এক একটি করিয়া ক্ষয় পাইতে থাকে।[৪]

সোমলতা ও সোমচন্দ্রের নাম সাদৃশ্যহেতু এরূপ ক্ষয়বৃদ্ধির কাহিনী গড়ে

১ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ৪০ ২ সামবেদ সংহিতা—দুর্গাদাস সম্পাদিত—পৃঃ ৩
৩ চরক সংহিতা, চিকিৎসিতস্থানম্—১।৬৭ ৪ অনুবাদ—যশোদানন্দন সরকার

উঠেছে। ইরাণ অঞ্চলেও সোমলতা কিম্বদন্তীরূপে উপস্থিত হয়েছিল আবেস্তার যুগে (খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দ ?)। দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন, "জেন্দ আবেস্তায় উহা (সোম) সর্বরোগনাশক বলিয়া অভিহিত। উক্ত গ্রন্থের মতে সোমলতা অমরত্ব বিধায়ক। মৃতদেহে জীবন সঞ্চারে সোমলতার (হোমের) অত্যাশ্চর্য কার্যকারিতা উপলব্ধি করিয়াই জোর ও য়াষ্ট্রীয়ানগণ পুনর্জন্মে আস্থাবান হইয়াছেন।"[১]

সোমলতাকে মানুষ বিস্মৃত হওয়ার ফলে সোমের পরিবর্তে পুঁই শাকের রস দিয়ে যজ্ঞ করার রীতি বহু প্রাচীন কালেই প্রবর্তিত হয়েছিল। "Owing to the difficulty of obtaining the real plant from a great distance, several substitute were allowed in the Brahmaṇa Period."[২]

শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪।১।২।১২), পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে (৮।৪।১ ; ৯।৫।৩) এবং কাঠক সংহিতায় (৩৪।৩) পূতিকা বা পুঁইশাক সোমলতার পরিবর্ত হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।

"Putika is the name of plant often mentioned as a substitute for the Soma plant."[৩]

"ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে এবং মীমাংসা শাস্ত্রে সোমলতার অভাবে পূতিকা (পুঁইশাক) বিহিত আছে ; যথা—"সোমাভাবে পূতিকামভিষুনুয়াৎ।"[৪]

"পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভাষায় সোমলতা 'এসিডো এস্লেপিয়স্' (Acedo Asclepias) নামে অভিহিত। উহা একপ্রকার ভেষজ বৃক্ষবিশেষ। ঔষধরূপেই কেবলমাত্র উহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কিন্তু কেহ কেহ আবার উহাকে 'সেমিটিয়া' (Semetia Genia) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।"[৫]

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে সোম ওষধি ভঙ্গা (ভাং) বা সিদ্ধি।[৬]

যাগযজ্ঞের প্রচলন বা প্রভাব হ্রাস পাওয়ায় ওষধি সোম বিস্মৃতির অন্ধকারে তিরোহিত হওয়ায় চন্দ্রই একমাত্র সোমরূপে কিম্বদন্তীর নায়ক হয়ে সর্বজনের প্রিয় হয়ে রইলেন।

সোম বা চন্দ্রের মূর্তি গড়ে পূজার রীতি প্রচলিত হয়েছিল কিনা জানিনা, তবে নবগ্রহের অন্যতমরূপে তিনি আজও পূজা লাভ করে থাকেন। পুরাণাদিতে সোমের মূর্তির বিবরণ থেকে মনে হয়, কোন সময়ে সোমেরও মূর্তিপূজার ব্যবস্থা ছিল।

১ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ৪০
২ Vedic Index—Macdonell & Keith, vol. II, page 476
৩ Vedic Index—page II ৪ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ৪০
৫ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ১২৮-১২৯ ৬ অদেব

"The moon-god is white, clad in white, with golden ornaments. He sits in a chariot drawn by the horses. He has two hands; one holds a mace, the other shows the gesture of removing fear."[১]

কালিকাপুরাণে চন্দ্রের বর্ণনা প্রায় একইরূপ :

শ্বেতঃ শ্বেতাম্বরধরো দশাশ্বো হেমভূষিতঃ।
গদাপাণির্দ্বিবাহুশ্চ কর্তব্যোবরদঃ শশী ॥[২]

—শ্বেতবর্ণ, শ্বেতবস্ত্রধারী, দশ অশ্ববাহিত, স্বর্ণাভরণভূষিত, গদাহস্ত, দ্বিভুজ ও বরদমুদ্রাবিশিষ্ট চন্দ্রমূর্তি নির্মাণ করবে।

শারদা তিলকে চন্দ্রের ধ্যানমন্ত্র :

কর্পূরস্ফটিকাবদাতমনিশং পূর্ণেন্দুবিম্বাননং
মুক্তাদামবিভূষিতেন বপুষা নির্মূলয়ন্তং তমঃ।
হস্তাভ্যাং কুমুদং বরং চ দধতং নীলা লোকোদ্ভাসিতম্ ॥
স্বস্যাঙ্কস্থমৃগাকোদিতাশ্রয়গুণং সোমং সুধাব্ধিং ভজে ॥[৩]

—কর্পূর ও স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র পূর্ণচন্দ্রের মত মুখ, মুক্তাহার বিভূষিত দেহ, অন্ধকার বিতাড়নকারী; দুই হাতে কুমুদ ও বর ধারণকারী, নীল আলোকে উজ্জ্বল; নিজ ক্রোড়ে উদিতচন্দ্র শোভিত সুধাসমুদ্র সমন্বিত সোমকে ভজনা করি।

প্রপঞ্চসার তন্ত্রে চন্দ্রের বর্ণনা :

বিমলকমল সংস্থঃ সুপ্রসন্নাননেন্দুর্বরদ কুমুদহস্ত চারুহারাদিভূষঃ স্ফটিক-রজতবর্ণ···।[৪]

—শ্বেতপদ্মে উপবিষ্ট, প্রসন্নমুখ, দুই হাতে বরদমুদ্রা ও কুমুদফুল, সুন্দর হার প্রভৃতি অলংকারমণ্ডিত, স্ফটিক ও রৌপ্যের মত শুভ্রবর্ণ···।

শুক্রনীতিসারে সোম চতুর্ভুজ—মৃগ, বাদ্য, অভয় ও বরদহস্ত—"মৃগবাদ্যাভয়-বরহস্তা সোমস্য সাত্ত্বিকী।"[৫]

তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে সোমের নয়টি শক্তি। এই নয়টি শক্তির নাম :

রাকা কুমুদ্বতী নন্দা সুধা সঞ্জীবনী ক্ষমা।
আপ্যায়নী, চন্দ্রিকা, হলাদিনী নব শক্তয়ঃ ॥

বলাবাহুল্য চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণই নবশক্তি কল্পনার উৎস।

১ Hindu polytheism—page 99-100 ২ কাঃ পুঃ—৭৯।৪৭
৩ শাঃ তিঃ—১৪।৪ ৪ প্রঃ তঃ—১৬।৪ ৫ শুঃ নীঃ—৪।৪।১৪৭

বরুণ

বরুণ জলাধিপতি। বৃষ্টির অধিপতি ইন্দ্র বা পর্জন্য, আর মর্তের জলের অধিপতি বরুণ, অর্থাৎ বরুণ সাগরের অধীশ্বর। রামায়ণে সমুদ্র বরুণের বাসস্থান। সমুদ্রতীরে উপস্থিত হয়ে রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বলেছিলেন, আমরা বরুণালয়ে এসে পৌঁছেছি,—এতে বয়মনুপ্রাপ্তাঃ সুগ্রীব বরুণালয়ম্।[১] মহাকবি আর একবার সমুদ্রকে বরুণাবাস বলে উল্লেখ করেছেন,—"পশ্যতো বরুণাবাসং নিষেদুর্হরিযূথপাঃ।"[২] —দলপতি বানরগণ বরুণাবাস দেখে উপবেশন করলেন।

মহাভারতে একস্থানে সমুদ্রকেই বরুণ বলা হয়েছে :

বারুণানি চ ভূতানি বিবিধানি মহীধরঃ।[৩]

বরুণস্থ বা বরুণজাত বিবিধপ্রাণী বললে অবশ্যই সমুদ্রজপ্রাণীকে বোঝায়। অতএব বরুণ যে সমুদ্রের অধিদেবতা—এ কথা স্পষ্ট। সমুদ্রই বরুণের আবাস, সমুদ্রই বরুণের গৃহ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেঘনাদবধ কাব্যে বরুণকে সাগরের সঙ্গে অভিন্ন করেছেন এবং সাগরতলে বরুণের বাসগৃহের বর্ণনা দিয়েছেন। রাবণের যুদ্ধসজ্জার প্রতিক্রিয়ায় সমুদ্রে যে আলোড়ন হয়েছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বরুণপত্নী বারুণী বলেছেন—

কি কারণে, কহ, লো স্বজনি,
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা?
দেখ, থর থর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
গৃহচূড়া।[৪]

ঋগ্বেদে বরুণ একজন প্রধান দেবতা। ঋগ্বেদের বরুণ অন্তরীক্ষ ও সমুদ্রের পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ।

বেদা নো বীনাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাং
বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ॥[৫]

— যিনি অন্তরীক্ষগামী, পক্ষীদিগের পথ জানেন, যিনি সমুদ্রে নৌকা সমূহের পথ জানেন ···।[৬]

---

১ লংকাকাণ্ড—৪।৯ ২ লংকাকাণ্ড—৪।১০৯ ৩ আদিপর্ব—১৭।২১
৪ মেঘনাদ বধ—১ম সর্গ ৫ ঋগ্বেদ—১।২৫।৭ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

বরুণ রাজা, তিনি সূর্যের পরিক্রমণের পথও নির্মাণ করে থাকেন।

উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্যায় পন্থামন্বেতবা উ।
অপদে পাদা প্রাতধাতবেঽকরুতাপবক্তা হৃদয়াবিধশ্চিৎ ॥[১]

—রাজা বরুণ সূর্যের ক্রমান্বয়ে গমনার্থ পথ বিস্তীর্ণ করিয়াছেন; পদরহিত (অন্তরীক্ষে সূর্যের পদবিক্ষেপের জন্য পথ করিয়াছেন; তিনি আমার হৃদয়বিদ্ধকারী শত্রুকে তিরস্কার করুন।[২]

তিনি অন্তরীক্ষকে বিস্তৃত করেছেন, জলে অগ্নি, অন্তরীক্ষে সূর্য ও পর্বতে সোমলতাকে স্থাপন করেছেন :

বনেষু ব্যন্তরিক্ষং ততান বাজমর্বৎসু পয় উস্রিয়াসু।
হৃৎসু ক্রতুং বরুণো অপ্স্বগ্নিং দিবি সূর্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ ॥[৩]

—তিনি বৃক্ষসকলের উপরিভাগে অন্তরীক্ষ বিস্তারিত করিয়াছেন, অশ্বগণকে বল, ধেনুগণকে দুগ্ধ ও হৃদয়ে সংকল্প প্রদান করিয়াছেন। তিনি জলে অগ্নি, অন্তরীক্ষে সূর্য ও পর্বতে সোমলতা স্থাপন করিয়াছেন।[৪]

বরুণ রাজা বা সম্রাটরূপে বহুস্থানে স্তুত হয়েছেন।

প্র সম্রাজে বৃহদর্চা…।[৫] —সম্রাট বরুণকে বহুতর স্তুতি কর।

রাজা রাষ্ট্রাণাং…।[৬] —রাষ্ট্র সমূহের রাজা বরুণ।

ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা যে চ দেবা
অসুর যে চ মর্তাঃ ॥[৭]

—হে অসুর (মহাবল) বরুণ, তুমি যে সকল দেবতা আছেন বা মানুষ আছে তাদের সকলের রাজা।

বরুণ 'স্বরাজঃ'[৮] অর্থাৎ স্বরাট্—স্বাধীন রাজা।

তিনিই সম্রাট্—'সাম্রাজ্যায় সুক্রতুঃ'[৯] —সাম্রাজ্যসিদ্ধির জন্য শোভনকর্মা বরুণ।

সমস্ত বিশ্বভুবনেরই তিনি রাজা—'বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা।'[১০]

উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্যায় পন্থামন্বেতবা উ।[১১]

—বরুণ রাজা সূর্যের গমনের নিমিত্ত বিস্তীর্ণ পন্থা নির্মাণ করেছেন।

---

১ ঋগ্বেদ—১।২৪।৮ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৮।৮৫।২ ৪ অনুবাদ—তদেব
৫ ঐ —৫।৮৫।১ ৬ ঋগ্বেদ—৭।৩৪।১১ ৭ ঐ —২।২৭।১০ ৮ ঋগ্বেদ—২।২৮।১
৯ ঐ —১।২৫।১০ ১০ ঐ —৫।৮৫।৩ ১১ শুক্ল যজুঃ—৮।২৩

বরুণায় দেবতা রাজ্যায় নাতিষ্ঠন্ত স এতদ্দেব স্থানমপশ্যত্ততো বৈ তাস্তস্মৈ রাজ্যায় তিষ্ঠন্ত।[১] —(পুরাকালে) বরুণের রাজত্বের জন্য দেবগণ রাজত্ব গ্রহণ করেন নি। বরুণ দেবস্থান নামে এই সামমন্ত্র দর্শন করায় দেবগণ বরুণের রাজত্ব স্বীকার করলেন।

বরুণো হৈনদ্রাজ্য কাম আদধে। স রাজ্যমগচ্ছত্তস্মাদ্যশ্চ বেদ যশ্চ ন বরুণো রাজেত্যেবাহুঃ।[২]

—বরুণ রাজ্য কামনা করেছিলেন। তিনি রাজ্যে গমন করেছিলেন, সুতরাং যে জানে, এবং যে জানে না, সকলেই বরুণকে রাজা বলে থাকে।

ঋগ্বেদের বহুস্থলে মিত্র ও বরুণ একত্রে স্তুত হয়েছেন। কখনও মিত্র, বরুণ ও অর্যমা একত্র স্তুত বা আহূত হয়েছেন। কখনও আবার ইন্দ্র ও বরুণ একত্রে আহূত হয়েছেন। সূর্যোদয়ের পরে মিত্র-বরুণও স্তুত হন।

প্রতি বাং সূর উদিতে মিত্রং গৃণীষে বরুণং।
অর্যমনং রিশাদশম্॥[৩]

—সূর্য উদিত হইলে মিত্র, বরুণ ও শত্রুভক্ষক অর্যমাকে স্তব করিব।[৪]

প্রতি বাং সূর উদিতে সূক্তৈর্মিত্রং হুবে বরুণং পূতদক্ষম্।[৫]

—সূর্য উঠলে তোমাদের দুজনকে—মিত্র ও বরুণকে সূক্ত (ঋক্‌মন্ত্র) দ্বারা আহ্বান করবো।

মিত্র ও বরুণ উভয়েরই অস্ত্র পাশ—"ভূরিপাশৌ"।[৬] পাশী বরুণ উপাসকের সকলপ্রকার পাশ (বন্ধন) ছেদন করেন—

উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়।
তথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম॥[৭]

—হে বরুণ! আমার উপরের পাশ উপর দিয়া খুলিয়া দাও, মধ্যের পাশ শিথিল করিয়া দাও। তৎপরে হে অদিতিপুত্র! আমরা তোমার ব্রত না করিয়া পাপরহিত হইয়া থাকিব।[৮]

উদুত্তমং মুমুগ্ধি নো বি পাশং মধ্যমংচৃত।[৯]

—আমাদিগের উপরের পাশ উপর দিয়া খুলিয়া দাও, মধ্যের পাশ খুলিয়া দাও, যেন আমরা জীবিত থাকি।[১০]

১ তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ—১৫।৩।৩০ ২ শতপথ ব্রাঃ—২।২।২।১ ৩ ঋগ্বেদ—৭।৬৬।৭
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—৭।৬৫।১ ৬ ঐ —৭।৬৫।৩
৭ ঋগ্বেদ—১।২৪।১৫ ৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৯ ঋগ্বেদ—১।২৫।২১ ১০ অনুবাদ—ঐ

মিত্র, বরুণ এবং অর্যমা—তিনজনেই অদিতির পুত্র।

ইমে চেতারো অনৃতস্য ভূরের্মিত্রো অর্যমা বরুণো হি সন্তি।
ইম ঋতস্য বাবৃধুর্দুরোণে শগ্মাসঃ পুত্রা অদিতেরদব্ধা ॥[1]

—মিত্র, অর্যমা ও বরুণ প্রভৃত পাপের হন্তা, ইঁহারা সুখকর ও হিংসা রহিত এবং অদিতির পুত্র, ইঁহারা যজ্ঞের গৃহে বর্ধিত হন।[2]

স নো বিশ্বাহা সুক্রতুরাদিত্যঃ সুপথা করৎ ॥[3]

—সেই শোভনকর্মা অদিতিপুত্র (বরুণ) আমাদিগকে সকল দিনই সুপথগামী করুন।[4]

মিত্র, বরুণ ও অর্যমা জলের নেতা :

বরুণোমিত্রো অর্যমা য়ূয়মৃতস্য রথ্যাঃ।[5] —হে মিত্র, বরুণ ও অর্যমা, তোমরা জলের নেতা।

মিত্র ও বরুণ বৃষ্টি প্রাদাতা :

ঋতস্য গোপাবধি তিষ্ঠতো রথং সত্যধর্মাণা পরমে ব্যোমনি।
যমত্র মিত্রাবরুণা বথো যুবং তস্মৈ বৃষ্টির্মধুমৎ পিন্বতে দিবঃ ॥[6]

—হে বারিরক্ষক সত্যদর্শী মিত্র ও বরুণ! তোমরা স্বর্গের অত্যুন্নত প্রদেশে রথোপরি আরোহণ কর। এই যজ্ঞে তোমরা যে যজমানকে রক্ষা করিতেছ, বৃষ্টি স্বর্গ হইতে তাঁহার উদ্দেশ্যে সুমধুর বারিবর্ষণ করে।[7]

বাচং সুমিত্রা বরুণাবিরাবতীং পর্জন্যাশ্চিত্রাং বদতি ত্বিষীমতীং।
অভ্রা বসত মরুতঃ সুমায়য়া দ্যাং বর্ষয়তমরুণামরেপসম্ ॥[8]

—হে মিত্র ও বরুণ! (তোমাদিগেরই অনুগ্রহে) মেঘ অন্নসাধক, প্রভাব্যঞ্জক, বিচিত্র গর্জনধ্বনি করিতে থাকে; মরুৎগণ নিজ প্রজ্ঞাবলে মেঘসকলকে সম্যক্‌রূপে রক্ষা করেন এবং (তাঁহাদিগের সহিত) তোমরা উভয়ে অরুণবর্ণ ও নিষ্পাপ আকাশ হইতে বৃষ্টি পাতিত কর।[9]

বৃষ্টিং সৃজতং জীরদানূ।[10] —হে ক্ষিপ্রদানকারিদ্বয়, তোমরা বৃষ্টি সৃজন কর।

নীচীনবারং বরুণঃ কবন্ধং প্রসসর্জ রোদসী অন্তরিক্ষম্।
তেন বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা যবং ন বৃষ্টির্ব্যুনত্তিভূম ॥[11]

---

১ ঋগ্বেদ—৭।৬০।৫ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—১।২৫।১২ ৪ অনুবাদ—তদেব
৫ ঐ —৭।৬৬।১২ ৬ তদেব—৫।৬৩।১ ৭ অনুবাদ—তদেব ৮ ঋগ্বেদ—৫।৬৩।৬
৯ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ১০ ঋগ্বেদ—৫।৬২।৩ ১১ ঋগ্বেদ—৫।৮৫।৩

—বরুণদেব! মেঘকে অধোদেশে সচ্ছিদ্র করিয়া দ্যাবাপৃথিবী এবং অন্তরীক্ষের দিকে প্রেরণ করেন। অর্থাৎ মেঘনিঃসৃত জলে সর্বলোক পরিপূরিত করেন; বৃষ্টি যেরূপ যবাদি শস্য সিক্ত করে সমগ্র ভুবনের রাজা বরুণ সেইরূপ ভূমিকে সর্বতোভাবে সিক্ত করেন।[1]

প্রসীমাদিত্যো অসৃজদ্বিধর্তাঁ ঋতং সিন্ধবো বরুণস্য যন্তি।
ন শ্রাম্যন্তি ন বি মুচংত্যেতে বয়ো ন পপ্তূ রঘুয়া পরিজ্মন্।[2]

—জগতের ধারক অদিতির পুত্র (বরুণ) প্রকৃষ্টরূপে জল সৃষ্টি করিয়াছেন। বরুণের মহিমায় নদীসকল প্রবাহিত হয়, উহারা বিশ্রাম করে না, নিবৃত্ত হয় না। ইহারা পক্ষীদিগের ন্যায় বেগে ভূমিতে গমন করে।[3]

রদৎপথো বরুণঃ সূর্যায় প্রার্ণাংসি সমুদ্রিয়া নদীনাম্।[4]

—এই বরুণদেব সূর্যের জন্য পথ প্রদান করিয়াছেন, নদীসকলকে অন্তরীক্ষভব জল প্রদান করিয়াছেন।[5]

মিত্র ও বরুণ নদী বা সমুদ্রের অধিপতি—"সিংধুপতি।"[6] বরুণ সুদেব অর্থাৎ কল্যাণকারী দেবতা, কারণ তিনি সপ্ত সিন্ধুর অধিপতি—"সুদেবো অসি বরুণ যস্য তে সপ্তসিন্ধবঃ।"[7]

ভূমি, দ্যুলোক এবং দুই সমুদ্র (আকাশ ও সাগর) বরুণের অধিকারে:

উতেয়ং ভূমির্বরুণস্য রাজ্ঞঃ উতাসৌ দ্যৌর্বৃহতী দূরে অন্তা।
উতো সমুদ্রৌ বরুণস্য কুক্ষী উতাস্মিন্নল্প উদকে নিলীনঃ॥[8]

—এই ভূমি রাজা বরুণের, নিকবর্তী এবং দূরস্থ বিশাল দ্যুলোক তাঁরই এবং দুই সমুদ্র তাঁর দুই কুক্ষী (উদরের দুইপাশ) আবার অল্প জলেও তিনি আছেন।

বরুণের সহস্রচক্ষু—"বরুণ উগ্রঃ সহস্রচক্ষাঃ।"[9]

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।১) হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে। এই কাহিনী অনুসারে রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজা বরুণের কাছে পুত্র প্রার্থনা করে পুত্র লাভ করেছিলেন। পুত্রের নাম হয়েছিল রোহিত। রোহিত বড় হলে বরুণ হরিশ্চন্দ্রকে বললেন, পুত্র বলি দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ সম্পাদন করতে। রোহিত অরণ্যে পলায়ন করলে হরিশ্চন্দ্র বরুণের কোপে উদরি রোগে আক্রান্ত হলেন—তাঁর উদর

---

১ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ২ ঋগ্বেদ—২।২৮।৪ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঋগ্বেদ—৭।৮৭।১ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋগ্বেদ—৭।৬৪।২
৭ ঐ —৮।৬৯।১২ ৮ অথর্ব—৪।৪।১৬।৩ ৯ ঐ —৭।৩৪।১০

জলে স্ফীত হয়ে উঠলো। ইন্দ্রের নির্দেশে রোহিত ছয় বৎসর গ্রামে অরণ্যে প্রান্তরে পরিক্রমণ করে অজীগর্ত মুনির পুত্র শুনঃশেক্‌কে সহস্র মুদ্রায় কিনে নিয়ে পিতার কাছে এলেন। শুনঃশেক্‌ বরুণের কৃপায় রক্ষা পেলেও যজ্ঞ সম্পাদন করে হরিশ্চন্দ্র রোগমুক্ত হয়েছিলেন।

এই কাহিনীতে দেখা যায়, বরুণের কোপে উদরি রোগ হয় ও তুষ্টিতে উদরি রোগ নিরাময় হয়। সুতরাং বৈদিক বরুণ সর্বপ্রকার জলের কর্তা ও অধীশ্বর, পুরাণে-কাব্যেও বরুণ জলাধিপতি পাশী। পরবৈদিক যুগে বরুণের প্রাধান্য হ্রাস পেয়েছে। অনাবৃষ্টির দুঃখ দূর করার জন্যই কখনও কখনও বরুণপূজার অনুষ্ঠান আজও হিন্দু সমাজে প্রচলিত। কিন্তু দুর্গা কালী বিষ্ণু শিব ইত্যাদির মত বরুণ-পূজা একালে প্রায় বিলুপ্ত।

বরুণের স্বরূপ আলোচনা প্রসংগে প্রথমেই মনে হয় যে ইন্দ্র অগ্নি ও সূর্যের সঙ্গে বরুণের গুণকর্মের সাধর্ম্য এতই প্রকট যে বরুণকে উক্ত দেবতাত্রয় থেকে পৃথক্ কল্পনা অনুচিত। বরুণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট মিত্র ও অর্যমা ত সূর্যই অথবা সূর্যের অংশ। ইন্দ্রের সূর্যরূপতা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। গভীর বিচার বিশ্লেষণে বরুণকেও সূর্যাগ্নি ভিন্ন অন্য কোন রূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন পণ্ডিত বরুণকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। Macdonell-এর মতে বরুণ আকাশ। তাঁর অভিমত : "This according to the generally received opinion, is the encompassing sky...conception of the Sun as eye of heaven is sufficiently obvious...on the other hand the palace of the Varuna in the highest heavens and his connection with rain are particularly appropriate to a diety originally representing the vault of heaven. Finally, no natural phenomenon would be so likely to develop into a Sovereign ruler as the sky....This development has indeed actually taken place in the case of Zeus (=Dyaus) of Hellenic Mythology."[১]

অপর একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বরুণের সঙ্গে গ্রীক্ দেবতা উরনস্‌-এর (Ouranos) সঙ্গে তুলনা করে বরুণকে সর্বব্যাপী আকাশ বলে গ্রহণ করেছেন।

"Similar to Ouranos (G. K.) 'the universal encompasser, the all embracer,' one of the oldest of the Vedic deities, a

১ Vedic Mythology—page 27

personification of all-investing sky, the maker of the universe, king of gods and men, possessor of illimitable knowledge..."[১]

আর একজন পাশ্চত্য পণ্ডিত ইহুদীদের জেহোবার সঙ্গে বরুণের তুলনা করেছেন। এঁর মতে বরুণ চন্দ্র অথবা চন্দ্রসম্পর্কিত দেবতা, কারণ মিত্র (সূর্য) ও বরুণ একত্রে স্তুত হয়েছেন। "It has been suggested that he was originally a lunar deity, which explains his association with Mitra, who was a Sun god.

...Hence Semetic god was often thought of as king who might be surrounded by a court and then became the head of a pantheon of inferior deities, but also might be thought of as tolerating no rivals. This latter conception when combined moral earnestness gives us Jehovah, who resembles Varuna except that Varuna is neither jealous nor national."[২]

ম্যাক্‌ডোনেল বরুণ ও আবেস্তার অহুর মজ্‌দাকে একই দেবতা বলে গণ্য করেছেন: "It has already been mentioned that Varuna goes back to the Indo-Iranian period, for Ahura Mazda of the Avesta agrees with him in character."[৩]

অধ্যাপক Maxmuller বরুণের সঙ্গে গ্রীক্ দেবতা Uranos-এর তুলনা করে বরুণকে নৈশ আকাশ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন: "Uranos in the language of Hesiod, is used as a name for the sky....It is said twice that Uranos covers everything and that when he brings everything and that when he brings the night, he is stretched out everywhere embracing the earth....Uranos is in the Sanskrit Varuna, and is derived form a root Var, to cover, Varuna being in the Veda also a name of the firmament, but especially connected with the right and opposed to Mitra, the day."[৪]

অধ্যাপক Oldenberg-এর মতে মিত্র দিবাভাগের অধিপতি সূর্য ও বরুণ রাত্রির অধীশ্বর চন্দ্র।

এই সব বিভিন্ন মতবাদের মধ্য থেকে বরুণদেবের স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে

১ Classical Dictionary of Hindu mythology, Dowson—page 336

২ Sir Charles Eliot—Hinduism & Buddhism, vol. I, page—60-61

৩ Vedic Mythology—page 28

৪ Chips from a German workshop, vol. II, page 68

বরুণ শব্দের অর্থ জানা প্রয়োজন। বরুণ শব্দের অর্থ কি? যাস্ক বলেছেন, "বরুণো বৃণোতীতি সতঃ।"[১] —আচ্ছাদনার্থক বৃ ধাতু থেকে বরুণ শব্দ নিষ্পন্ন। সুতরাং বরুণ শব্দের অর্থ যিনি আবৃত বা আচ্ছাদিত করেন। মেঘদ্বারা আকাশ আবৃত করেন বলেই এই দেবতার নাম বরুণ।

সায়নাচার্য বরুণকে রাত্রির অধিষ্ঠাতা দেবরূপে ব্যাখ্যা করেছেন; কারণ অন্ধকার রূপ জাল বরুণ পরিব্যাপ্ত করেন : "বরুণঃ বৃণোতি সর্বং জগৎ নিগ্রহীতুং পাশজালেন ব্যাপ্নোতীতি বরুণো রাত্র্যভিমানী দেবঃ। তথা চ শ্রূয়তে—'যে চ তে শতং বরুণ সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততাঃ পুরুত্রা (আপঃ শ্রৌতঃ ৩।১।৩।১) ; উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদ বাধমং বি মধ্যম শ্রথায় (ঋক্ সং ১।২৪।১৫) ইতি চ।"[২]

(অস্যার্থঃ) বরুণ বৃ ধাতু নিষ্পন্ন, সকল জগৎকে নিগৃহীত করার জন্য পাশ-জালের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন, সেইজন্য বরুণ রাত্রির দেবতা। আপস্তম্ব শ্রৌত সূত্রে বলা হয়েছে,— "হে বরুণ, তোমার যে শতসহস্র যজ্ঞসম্বন্ধী পাশ আছে সেগুলি বহুভাবে বিস্তৃত আছে।' ঋগ্বেদেও বলা হয়েছে, 'হে বরুণ, তোমার ঊর্ধ্বে, অধে ও মধ্যস্থানে বিস্তৃত পাশ থেকে মুক্ত কর'।"

কৃষ্ণযজুর্বেদে দিবা মিত্রের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত আর রাত্রি বরুণের সংগে সংযুক্ত —"বৃষ্টিকামো মৈত্রং বা অহর্বরুণী রাত্রিরহোরাত্রাভ্যাং খলু বৈ পর্জন্যো বর্ষতি।"[৩] বৃষ্টিকামনায় মৈত্র দিনে, বরুণ রাত্রে ও পর্জন্য দিনে-রাত্রে বর্ষণ করেন। সায়নাচার্য অথর্ববেদের ২।৪।২৮।২ মন্ত্রের ভাষ্যে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ থেকে একটি উদ্ধৃতিদিয়ে বলেছেন, "মিত্রঃ অহরভিমানী দেবতা বরুণঃ রাত্র্যভিমানী। মৈত্রং বা অহঃ বারুণী রাত্রিঃ।"[৪] —মিত্র দিনের অধিষ্ঠিত দেবতা ও বরুণ রাত্রির দেবতা। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে, দিন মিত্রসম্পর্কিত এবং বরুণ রাত্রি সম্পর্কিত।

আচার্য যেগেশচন্দ্র রায় বলেন, "বৃ ধাতু আবরণ হইতে বরুণ শব্দ নিষ্পন্ন। তিনি অন্তরীক্ষকে মেঘ দ্বারা আবৃত করেন।"[৫]

মিত্র দিনের দেবতা ও বরুণ রাত্রির দেবতা হলে উভকেই সূর্যরূপে গ্রহণ করতে হয়। দিন ও রাত্রির কর্তা সূর্যই। আকাশকে মেঘাবৃত করেন সূর্যই। সূর্যরশ্মি মেঘের সৃষ্টিকর্তা। অন্ধকার অথবা মেঘই বরুণের পাশ জাল।

---

১ নিরুক্ত—১০।৩।৮ ২ অথর্ববেদের ১।৯।১ মন্ত্রের ভাষ্য ৩ কৃষ্ণ যজুঃ—২।২।১।৮
৪ তৈঃ ব্রাঃ—১।৭।১০।১ ৫ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল

বরুণ যে সূর্য অথবা সূর্যাগ্নি তা ঋগ্বেদের বহুস্থানেই স্পষ্টভাবে কথিত হয়েছে। মিত্র ও বরুণ সূর্যমণ্ডলেই বসবাস করেন।

ঋতেন ঋতমপিহিতং ধ্রুবং বাং
সূর্যস্য যত্র বিমুচন্ত্যশ্বান্ ॥[১]

—সূর্যের সত্যস্বরূপমণ্ডল জল (অথবা সত্য) দ্বারা যথার্থই আবৃত,—যে সূর্য মণ্ডলে তোমাদের (মিত্র ও বরুণের) অবস্থিতি। যেখান থেকে ঋত্বিক্‌গণ অশ্বগণকে (সূর্যরশ্মি) বিমুক্ত করেন।

সূর্য মিত্র ও বরুণের চক্ষু—"চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।"[২]

উদ্বাং চক্ষুর্বরুণ সুপ্রতীকং দেবয়োরেতি সূর্যস্ততন্বান্।[৩]

—(হে মিত্র!) হে বরুণ! তেমরা দেবতা, তোমাদের চক্ষুস্বরূপ শোভন রূপ বিশিষ্ট সূর্য (তেজ) বিস্তার করতঃ উদিত হইতেছেন।[৪]

উদ্বেতি সুভগো বিশ্বচক্ষাঃ সাধারণঃ সূর্যো মানুষানাম্
চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্য দেবশ্চর্মেব যঃ সমবিব্যক্তমাংসি ॥[৫]

—সুভগ সর্বদর্শী মনুষ্যগণের সাধারণ মিত্র ও বরুণের চক্ষুস্বরূপ দ্যুতিমান সূর্য উদিত হইতেছেন। ইনি চর্মের ন্যায় তমোরাশি সংবেষ্টিত করেন।[৬]

কখনও পাবক (অগ্নি অথবা সূর্য) বরুণের চক্ষুরূপে বর্ণিত হয়েছেন।

যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু।
ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥[৭]

—হে পাবক, যে চক্ষু দ্বারা তুমি জনগণের মধ্যস্থিত যজমানকে দর্শন করে থাক, হে বরুণ, সেই দৃষ্টিতে (আমাদের) দর্শন কর।

বরুণ সূর্যের পথকর্তা।[৮] তিনি হিরণ্ময় দোলার মত সূর্যকে আকাশে স্থাপন করেছেন:

গৃৎসো রাজা বরুণশ্চক্র এতং দিবি প্রেংখং হিরণ্যয়ং শুভে কম্।[৯]

—স্তুতিযোগ্য রাজা বরুণ অন্তরীক্ষে হিরণ্ময় দোলার ন্যায় সূর্যকে দীপ্তির জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।[১০]

বরুণ সমুদ্রেরও সৃষ্টিকর্তা:

অব সিন্ধুঃ বরুণো দৌরিব স্থাৎ।[১১]

---

১ ঋগ্বেদ—৫।৬।৬২ ২ ঋগ্বেদ—১।১১৫।১ ৩ ঋগ্বেদ—৭।৬১।১
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঐ —৭।৬৩।১ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৭ ঋগ্বেদ—১।৫০।৬ ৮ ঐ —৭।৮৭।১ ৯ ঋগ্বেদ—৭।৮৭।৫
১০ অনুবাদ—তদেব ১১ ঋগ্বেদ—৭।৮৭।৬

—বরুণ আকাশের ন্যায় সমুদ্রকেও স্থাপিত করেছেন।

কতকগুলি ঋক্ থেকে বরুণকে সূর্যরূপে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। একটি ঋকে বলা হয়েছে যে বরুণ সোনার পোষাক পরিহিত, তাঁর দেহ থেকে রশ্মি বিনির্গত হয়।

বিভ্রদ্দ্রাপিং হিরণ্যয়ং বরুণো বস্ত নির্নিজং
পরিস্পশো নি ষেদিরে ॥[১]

বরুণ সুবর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আপন পুষ্ট শরীর আচ্ছাদন করেন, হিরণ্য-স্পর্শী রশ্মি চারিদিকে বিস্তৃত হয়।[২]

সূর্যের মত মিত্র ও বরুণ সুবর্ণময় রথে আরোহণ করে অন্তরীক্ষলোকে বিচরণ করেন :

হিরণ্যরূপমুষসো ব্যুষ্টাবয়ঃ স্থূণমুদিতা সূর্যস্য।
আরোহথো বরুণ মিত্রগর্তমতশ্চক্ষাথে আদিতিং দিতিং চ ॥[৩]

—হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা প্রত্যুষে সূর্যোদয় হইলে লৌহকীলক সমন্বিত সুবর্ণঘটিত রথে আরোহণ কর এবং তথা হইতে অদিতি ও দিতিকে অবলোকন কর।[৪]

ঋতস্য গোপাবধি তিষ্ঠথো রথং সত্যধর্মাণা পরমে ব্যোমনি।[৫]

—হে বারিরক্ষক, সত্যদর্শী মিত্র ও বরুণ! তোমরা স্বর্গের অত্যুন্নত প্রদেশে রথোপরি আরোহণ কর।[৬]

সূর্যের সারথি যেমন অরুরু বা অরুণ, ইন্দ্রের সারথি মাতলি, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, বরুণেরও তেমনি স্বর্ণপক্ষ দূত আছে - হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতম্।[৭]

বরুণ সূর্যরূপে মাসাদিকাল বিভাগ নিরূপণ করেন।

বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ।
বেদা য উপজায়তে ॥[৮]

—যিনি ধৃতব্রত হইয়া স্ব স্ব ফলোৎপাদী দ্বাদশ মাস জানেন এবং (অপর ত্রয়োদশ মাস) [মলমাস] উৎপন্ন হয়, তাহাও জানেন।[৯]

শুধু মাস বিভাগ নয় - ঋতু বিভাগেরও কর্তা বরুণ :

---

১ ঋগ্বেদ—১।২৫।১৩ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৫।৬২।৮
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—৫।৬৩।১ ৬ তদেব
৭ ঋগ্বেদ—১০।১২৩।৬ ৮ ঐ —১।২৫।৮ ৯ ঐ

বি যে দধুঃ শরদং মাসমাদহর্যজ্ঞমক্তুং চাদৃচং।

অনাপ্যং বরুণো মিত্রো অর্যমা ক্ষত্রং রাজান আশত ॥[১]

—যাঁহারা শরৎ মাস, দিন, যজ্ঞ, রাত্রি ও ঋক্ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই বরুণ, মিত্র ও অর্যমা শোভমান হইয়া অপ্রাপ্ত বল লাভ করিয়াছেন।[২]

বরুণ ও তাঁর সহযোগী দেবদ্বয় কখনও কখনও যজ্ঞাগ্নিরূপেও প্রতিভাত। তাঁরা একই সঙ্গে সূর্য, বিদ্যুৎ ও অগ্নিরূপে ত্রিজগতে প্রকাশিত হন।

বহবঃ সূরচক্ষসোঽগ্নিজিহ্বা ঋতাবৃধঃ।

ত্রীণি যে যেমুর্বিদথানি ধীতিভির্বিশ্বানি পরিভূতিভিঃ ॥[৩]

—মহান্ সূর্যের ন্যায় দীপ্ত, অগ্নিজিহ্ব, যজ্ঞবর্ধক যে (মিত্রাদি) তিন ব্যাপ্ত স্থান পরিভব করিয়া কর্মদ্বারা প্রদান করেন।[৪]

ত্বং বিশ্বস্য মেধির দিবশ্চ গ্মশ্চ রাজসি।

স যামনি প্রতি শ্রুধি ॥[৫]

— হে মেধাবী বরুণ! তুমি দ্যুলোকে, ভূলোকে ও সমস্ত জগতে দীপ্যমান রহিয়াছ, আমাদিগের ক্ষেমপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা শ্রবণান্তর তুমি উত্তর দান কর।[৬]

বরুণের আদেশেই চন্দ্র প্রদীপ্ত হন।[৭] অতএব বরুণ ত্রিলোকস্থিত ত্রিগুণাত্মক সূর্য-বিদ্যুৎ-অগ্নিরূপী মহান্ দেবতা ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবগণের সঙ্গে অভিন্ন। নিরুক্তের টীকায় (১২।২১) অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "এখানে বরুণ দ্যুস্থান—রশ্মিজাল সমাবৃত আদিত্য।"[৮] আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে বরুণ বর্ষাঋতুর আদিত্য।[৯]

পূর্বেই দেখেছি, বরুণ সমুদ্রের দেবতা। সূর্যাগ্নিরূপী অগ্নি সমুদ্রের আধিপত্য পান কিভাবে? এ বিষয়ে Macdonell-এর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "It is rather aerial waters that he is ordinarily connected with Varuna, ascends to heaven as a hidden ocean.[১০]

বরুণ বা সূর্য, যিনি আকাশকে আবৃত করেন, প্রথমে ছিলেন আকাশ-সমুদ্রের অধিপতি। বৈদিক ঋষিকবি আকাশকেও নীলসাগরের সাদৃশ্যে সমুদ্ররূপে বর্ণনা করেছেন। আকাশ-সমুদ্রের রাজা পরে হলেন মর্তলোকের সমুদ্রের অধীশ্বর।

১ ঋগ্বেদ—৭।৬৬।১১ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৭।৬৬।১০

৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১।২৫।২০ ৬ অনুবাদ—তদেব

৭ ঋগ্বেদ—১।২৪।১০ ৮ নিরুক্ত—(ক. বি.)—পৃঃ ১৩০৬

৯ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ৯৩ ১০ Vedic Index, page 27

অধ্যাপক Westergard লিখেছেন, "In the Zend word Varena Corresponds also etymologically, on the hand, to the Greek Ouranas and on the other, to the Indian Varuna, a name which in the Vedas is assigned to the god who reigns in the farther regions of the heaven, where air and sea are, as it were blended ; on which account he has, in the later Indian Mythology, became god of the sea, whilst in the Vedas he appears first as the mystic lord of the evening and night."[১]

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাসের অভিমতেও বরুণ প্রথমে ছিলেন আকাশ-সমুদ্রের অধিপতি, পরবর্তীকালে তিনি হয়েছিলেন জলধির অধীশ্বর।

"Varuna became exclusively the Lord of the Ocean in a much later age after civilisation had far advanced and conditions of Aryan life also had considerably changed. His seat was probably transferred from the sky and the aerial ocean below at the time when Indra first appeared on the scene and usurped a great many of Varuna's functions."[২]

ডঃ দাস স্পষ্টভাবে না বললেও, আকাশের অধীশ্বর বরুণ যে সূর্যই তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ডঃ দাসের মতে ইন্দ্র ও বরুণ একই দেবতা—বরুণ প্রাচীনতর। পরে ইন্দ্র বরুণের স্থলাভিষিক্ত হতে থাকেন—প্রথমে বরুণ ও ইন্দ্র একত্রে স্তুত হয়েছেন, পরে দুইজনে সম্পূর্ণ পৃথক্ হয়ে গেছেন এবং বরুণের প্রাধান্য ইন্দ্র গ্রহণ করেছেন।[৩]

রমেশচন্দ্র দত্তও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন : "বরুণ যে ইন্দ্র অপেক্ষা পুরাতন দেব তাহাতে সন্দেহ নাই, কেননা বরুণের নাম হিন্দুদিগের বেদে, ইরাণীয়দিগের 'আবেস্তায়' এবং গ্রীকদিগের ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়, ইন্দ্র কেবল হিন্দুদের পূজ্য। এই সকল কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বরুণ দ্যুর ন্যায় প্রাচীন আর্যদিগের পরম উপাস্য দেব ছিলেন, পরে ইন্দ্রের দ্বারা পদচ্যুত হইলেন।"[৪]

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস বরুণের ক্রমবিবর্তনের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। "The god Varuna was, therefore, (1) darkness, which covers the earth at night ; (2) clouds or waters of the aerial ocean

১ Quoted in Muir's O.S.T., vol. V—page 75, translated by spiegel.

২ Rgvedic culture, page 84 ৩ Rgvedic culture, page 84-86

৪ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম পৃঃ ৫৬, ১।২৫।৩ ঋকের টীকা

which cover the sky ; (3) the sky with millions of glittering stars, which cover the earth at night and (4) waters which covers the sky."[১]

অধ্যাপক Bloomfield-এর মতে বরুণ আকাশ দেবতা—প্রাগ্‌বৈদিক যুগে ইন্দো-ইউরোপীয়দের উপাস্য দেবতা। "Snskrit Varuna is Indo-European. Uoru-nos. ...It shows that Varuna belongs not only to the Indo-Iranian (Aryan) time but reaches back to the Indo-European time, and that he represents on the impeccable testimony of Ouronos, some aspect of the heavens, probably the encompassing sky, in accordance with the stem Uoru, which is its essential element."[২]

কিন্তু ডঃ দাস যথার্থই বলেছেন যে বরুণ নামটি আর্যভূমি সপ্তসিন্ধু থেকেই নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৩]

বরুণ ইন্দ্র অপেক্ষা প্রাচীনতর কিনা নিশ্চিত বলা সম্ভব নয়। কিন্তু বরুণ ও ইন্দ্র যে একই দেবতা অথবা একই দেবতার দুই পৃথক্ সংজ্ঞা এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বরুণ রাত্রিও নন, চন্দ্রও নন। সূর্যের যে শক্তি আকাশকে আবৃত করে অন্ধকার অথবা মেঘের জালের দ্বারা, সেই শক্তিই বরুণ নামে অভিহিত। আর সেই মেঘ বা অন্ধকারকে ভেদ করার যে শক্তি সেই শক্তিই ইন্দ্র। সেইজন্যই ইন্দ্র পূর্বদিকের অধিপতি ও বরুণ পশ্চিমের অধিপতিরূপে পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ। পুরাণে ইন্দ্র ও বরুণ পৃথক সত্তা লাভ করেছেন—ইন্দ্র হয়েছেন দেবতাদের রাজা আর বরুণ হয়েছেন জলাধিপতি। প্রথমে তিনি ছিলেন আকাশ সমুদ্রের রাজা বা অধিপতি পরে হলেন পার্থিব সমুদ্র বা জলের অধিপতি।

বরুণের পূজা বর্তমানে অপ্রচলিত হলেও কোন সময়ে বরুণের মূর্তিপূজার প্রচলন অবশ্যই ছিল। কারণ পুরাণে প্রতিমালক্ষণ বর্ণনায় বরুণেরও প্রতিমা বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিভুজং হংসপৃষ্ঠস্থং দক্ষিণেনাভয়প্রদং।
বামেন নাগপাশং তং নদীনাগাদিসংযুতম্ ॥[৪]

---

১ Rgvedic culture—page 16
২ The religion of the Vedas (1908), page 136-37
৩ Rgvedic culture, page—90-91 ৪ অগ্নিপুরাণ—৬৪।৩

—দ্বিভুজ হংসারোহী, দক্ষিণহস্তে অভয়মুদ্রা, বামে নাগপাশ নদী ও নাগ-সংযুক্ত।

বরুণস্য প্রবক্ষ্যামি পাশহস্তং মহাবলম্।
শঙ্খস্ফটিকবর্ণাভং সিতহারাম্বরাবৃতম্॥
ঝষাসনগতং শান্তং কিরীটাঙ্গদধারিণম্।[১]

—বরুণের আকার বলছি, তিনি পাশহস্ত, মহাবলশালী, শঙ্খ ও স্ফটিকের মত শুভ্রবর্ণ, শুভ্রহার ও বস্ত্র পরিহিত, মৎস্য আসনে উপবিষ্ট, শান্ত এবং কিরীট ও অঙ্গদধারী।

বরুণো ধবলো জিষ্ণুঃ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ।
পাশহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ॥[২]

বরুণের বাহন শিশুমার :

রুদ্রকর্ণমলোদ্ভূতং শ্যামং জলধিসংজ্ঞকম্।
শিশুমারং দিব্যগতিং বাহনং বরুণস্য চ॥[৩]

—রুদ্রের কর্ণমল থেকে জাত শ্যামবর্ণ জলধিনামে দিব্যগতি শিশুমার বরুণের বাহন।

শ্যামবর্ণ দিব্যগতি শিশুমার কি আকাশের মেঘ ? জলের অধিপতি হওয়ার জন্যই হাঁস, মৎস্য বা মকর, শিশুমার প্রভৃতি বরুণের বাহন। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে আকাশ-সাগরের অধীশ্বর সূর্যকেই হংস, মৎস্য বা মকর শিশুমার প্রভৃতি বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে।

---

১ মৎস্যপুঃ—২৬১।১৭-১৮ ২ ধর্মপূজা বিধান—পৃঃ ১১১ ৩ বামনপুঃ—৯।১৭

অশ্বিনীকুমারদ্বয়

অশ্বিদ্বয়ের জন্ম—অদিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে বিবস্বান নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। বিবস্বানের তিন পত্নী—সংজ্ঞা, রাজ্ঞী ও প্রভা। রৈবতের কন্যা রাজ্ঞীর পুত্র রেবত, প্রভার পুত্র প্রভাত এবং ত্বষ্টা-নন্দিনী সংজ্ঞার পুত্র মনু। সংজ্ঞার অপর দুই যমজ পুত্রকন্যা যম ও যমুনা। বিবস্বানের তেজোময় রূপ অসহ্য হয়ে ওঠায় সংজ্ঞা নিজ শরীর থেকে ছায়া নাম্নী সুন্দরী রমণী সৃষ্টি করে ছায়াকে পতি-পুত্রের পরিচর্যার ভার দিয়ে চলে গেলেন। ছায়ার গর্ভে সাবর্ণি, মনু, শনি এবং তপতীকে সূর্যদেব উৎপন্ন করলেন। নিজ পুত্রকন্যাগণের প্রতি অত্যধিক স্নেহ-পারবশ্য প্রদর্শন করতে থাকায় যম ছায়ার প্রতি দক্ষিণপাদ উত্তোলন করে তর্জন করেছিলেন। ছায়ার অভিশাপে যমের দক্ষিণপদ পূযশোণিতময় কৃমিকীট অধ্যুষিত ক্ষতে পরিণত হয়। যম পিতার নিকট ছায়ার অভিশাপ বর্ণনা করে তিনি যে স্নেহময়ী গর্ভধারিণী হতে পারেন না—এসংশয় প্রকাশ করলেন। পিতার বরে আরোগ্যলাভ করে যম কঠোর তপস্যায় মহাদেবের নিকট থেকে লোকপালত্ব, পিতৃগণের আধিপত্য এবং ধর্মাধর্মের বিচারকত্ব অর্জন করলেন। এদিকে বিবস্বান সংজ্ঞার আচরণ অবগত হয়ে ত্বষ্টার নিকটে হাজির হলেন। দেবশিল্পী ত্বষ্টা জামাতার অনুমতি নিয়ে ভ্রমি যন্ত্রে বিবস্বানের দুর্ধর্ষ তেজের অংশবিশেষ বিচ্ছিন্ন করলেন। সংজ্ঞা তখন মরুপ্রদেশে বড়বারূপে বিচরণ করছিলেন। সূর্যদেব ভূলোকে উপনীত হয়ে সংজ্ঞার নিকটে অশ্বরূপ ধারণ করলেন। তিনি কামার্ত হয়ে অশ্বীরূপিণী সংজ্ঞার মুখে মুখ স্থাপন করলেন। সূর্যের নাসাপুট দিয়ে রেতঃ নির্গত হওয়ায় অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়। নাসাগ্রস্রুত রেতঃ থেকে জন্ম হয়েছিল বলেই অশ্বিনীকুমারদ্বয় নাসত্য ও দস্র নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন।[1]

ততঃ স ভগবান্ গত্বা ভূর্লোকমমরাধিপঃ।
কাময়ামাস কামার্তো মুখ এব দিবাকরঃ॥
অশ্বরূপেণ মহতা তেজসা চ সমাবৃতঃ।
সংজ্ঞা চ মনসা ক্ষোভগময়ত্ত্রয়াবহ্বলা॥
নাসাপুটাভ্যামুৎসৃষ্টং পরোঽয়মিতিশংকয়া।
তদ্রেতস্ততো জাতাবশ্বিনাবিতি নিশ্চিতম্॥
দস্রৌ স্রুতত্বাৎ সঞ্জাতৌ নাসত্যৌ নাসিকাগ্রতঃ।[2]

১ মৎস্যপুরাণ—১১শ অধ্যায়   ২ মৎস্যপুরাণ—১১।৩৪-৩৭

—অনন্তর দেবাধিপতি ভগবান্ দিবাকর মর্ত্তলোকে গমন করে কামার্ত হয়ে বিপুল তেজসমাবৃত অশ্বরূপ ধারণ করে মুখ দ্বারাই মিলন কামনা করলেন। পর-পুরুষ আশংকায় সংজ্ঞা মনে মনে ক্ষুব্ধ এবং ভয়বিহ্বল হয়ে নাসারন্ধ্রনিঃসৃত রেতঃ গ্রহণ করলেন। সেই রেতঃ থেকে জন্মগ্রহণ করলেন অশ্বিদ্বয়। নাসাস্রাব থেকে জন্মগ্রহণ করার জন্য তাঁদের নাম হোল দস্র এবং নাসিকাগ্রভাগ থেকে জন্মগ্রহণ করার জন্য তাঁরা নাসত্য নামে পরিচিত হলেন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণেও (১০৬-১০৮ অঃ) অনুরূপ বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। এখানে কেবল ত্বষ্টা নামের পরিবর্তে সংজ্ঞার জনকের নাম প্রজাপতি-বিশ্বকর্মা। বিশ্বকর্মার তনয়া সংজ্ঞা বৈবস্বত মনু, যম ও যমী বা যমুনার জন্মের পরে সূর্যের তেজ সহনে অক্ষমা হয়ে উত্তরকুরুতে বড়বারূপে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হয়েছিলেন।

অগচ্ছদ্বড়বা ভূত্বা কুরূন্ বিপ্রোত্তরাংস্ততঃ।
তত্র তেপে তপঃ সাধ্বী নিরাহারা মহামুনে॥

এদিকে যমের লাঞ্ছনার পরে তপোবলে দিবাকর সংজ্ঞার তত্ত্ব অবগত হয়ে অশ্বরূপে সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হলেন। সংজ্ঞা সূর্যকে পরপুরুষ ভ্রম করে সম্মুখ-ভাগে অগ্রসর হলে পরস্পরের নাসিকা সংযোগে সূর্যের তেজ বড়বাতে প্রবেশ করায় অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়।

ততশ্চ নাসিকাযোগং তয়োস্তত্র সমেতয়োঃ।
বড়বায়াঞ্চ তত্তেজো নাসিকাভ্যাং বিবস্বতঃ।
দেবৌ তত্র সমুৎপন্নাবশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ।
নাসত্য দস্রৌ তনয়াবশ্ববক্ত্রাদ্বিনির্গতৌ।
মার্তণ্ডস্য সুতাবেতাশ্বরূপধরস্য হি।

খিল হরিবংশে প্রায় একই বৃত্তান্ত কথিত হয়েছে :

বড়বা বপুষা রাজংশ্চরন্তীমকুতোভয়াম্।
সোঽশ্বরূপেন ভগবাং স্তাং মুখে সমভাবয়ৎ।
মৈথুনায় বিচেষ্টন্তী পরপুংসোপশংকয়া।
সা তন্নিরবমচ্ছুক্রং নাসিকায়াং বিবস্বতঃ॥
দেবৌ তস্যামজায়েতামশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ।
নাসত্যশ্চৈব দস্রশ্চ স্মৃতৌ দ্বাবশ্বিনাবিতি॥[১]

১ খিলহরিবংশ, খিলহরিবংশপর্ব—৯।৫৩-৫৫

—হে রাজন্, অশ্বীরূপে নির্ভয়ে বিচরণকালে সেই ভগবান্ অশ্বরূপে তাঁর মুখে মিলিত হলেন। পরপুরুষশংকায় মৈথুন নিবারণ করতে যখন তিনি চেষ্টিত হলেন তখন সূর্যের শুক্র তাঁর নাসিকায় নির্গলিত হোল। সেই দেবীতে বৈদ্যশ্রেষ্ঠ অশ্বিদ্বয় জন্মালেন। অশ্বিদ্বয় নাসত্য এবং দস্র নামে পরিচিত হলেন।

এই উপাখ্যানগুলির কোনটিতে অশ্বিদ্বয় উভয়েই নাসত্য এবং দস্র নামে পরিচিত, কোনটিতে একজনের নাম নাসত্য এবং অপরজনের নাম দস্র। কিন্তু স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডে (৫৬ অঃ) নাসত্য ও দস্র ছাড়াও সংজ্ঞার তৃতীয় পুত্র রেবন্ত। এখানে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মুখ ও অশ্ব সদৃশ।

তেতোঽভূন্নাসিকা যোগস্তয়োস্তত্র সমেতয়োঃ॥
নাসত্যদস্রৌ তনয়াবশ্ববক্ত্রৌ বিনির্গতৌ॥
রেতসোঽন্তে রেবন্তঃ খড়্গী চর্মী তনুত্রধৃক্।
অশ্বারূঢ়ঃ সমুদ্ভূতস্ততো বাণধনুর্ধরঃ॥[১]

—তাঁদের নাসিকাসংযোগে মিলনের ফলে নাসত্য ও দস্র নামে অশ্বমুখবিশিষ্ট দুই পুত্র জন্মালেন। বীর্যের শেষ অংশে খড়্গচর্মধারী বর্মাবৃত অশ্বারূঢ় ধনুর্বাণহস্ত রেবন্ত জন্মালেন।

বিষ্ণুপুরাণে (৩য় অংশ, ২য় অধ্যায়) এই কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। এই কাহিনীতে সংজ্ঞা বিশ্বকর্মার কন্যা। এখানে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্মের পর বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজ শাতন করেছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ বলছেন—

সূর্যস্য পত্নী সংজ্ঞাভূৎ তনয়া বিশ্বকর্মণঃ।
মনুর্যমো যমী চৈব তদপত্যানি বৈ মুনে॥
অসহন্তী তু সা ভর্তুস্তেজশ্ছায়াং যুযোজ বৈ।
ভর্তুঃ শুশ্রূষণেঽরণ্যং স্বয়ঞ্চ তপসে যযৌ॥
সংজ্ঞেয়মিত্যথার্কশ্চ চ্ছায়ায়ামাত্মজত্রয়ম্।
শনৈশ্চরং মনুঞ্চান্যং তপতীং চাপ্যজীজনৎ॥
ছায়াসংজ্ঞা দদৌ শাপং যমায় কুপিতা যদা।
তদান্যেয়মিতে বুদ্ধিরিত্যাসীদ্ যমসূর্যয়োঃ॥
ততো বিবস্বানাখ্যাতে তয়ৈবারণ্যসং স্থিতাম্।
সমাধিদৃষ্ট্যা দদৃশে তামশ্বাং তপসি স্থিতাম্॥

---

১ স্কন্দপুঃ, আবন্ত্যখণ্ড—৫৬।৪ ৬

বাজিরূপধরঃ সোঽপি তস্যাং দেবাবথাশ্বিনৌ।
জনয়ামাস রেবন্তং রেতসোঽন্তে চ ভাস্করঃ ॥
আনিন্যে চ পুনঃ সংজ্ঞাং স্বস্থানং ভগবান্ রবিঃ।
তেজসঃ শমনঞ্চাস্য বিশ্বকর্মা চকার হ ॥[১]

বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞা সূর্যের পত্নী। মনু, যম ও যমী তাঁদের সন্তান। স্বামীর তেজ সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা ছায়াকে স্বামীর সেবায় নিযুক্ত করে তপস্যার নিমিত্ত অরণ্যে গমন করলেন। ছায়াকে সংজ্ঞা মনে করে বিবস্বান্ ছায়ার গর্ভে শনৈশ্চর, মনু এবং তপতীর জন্মদান করেন। ছায়া সংজ্ঞা কুপিতা হয়ে যখন যমকে অভিশাপ দিলেন তখন যম ও সূর্য উভয়েই বুঝলেন যে ইনি সংজ্ঞা নন। তখন ছায়া প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশ করলে সূর্য ধ্যানদৃষ্টিতে জানতে পারলেন যে সংজ্ঞা অশ্বীরূপে তপস্যায় নিরত আছেন। তিনিও বাজীরূপ ধারণ করে সংজ্ঞার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে এবং রেতঃসেকের শেষ অংশে জাত রেবন্ত নামক পুত্র উৎপন্ন করেছিলেন। ভগবান সূর্য সংজ্ঞাকে স্বস্থানে আনয়ন করলেন, বিশ্বকর্মা তাঁর তেজ ছিন্ন করলেন।

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডেও (প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্য, ১১শ অঃ) এই কাহিনী আছে। সংজ্ঞা যম-যমীর জন্মের পর সূর্যের তেজ সহনে অসমর্থা হয়ে ছায়াকে স্বামীর কাছে রেখে পিতা বিশ্বকর্মার গৃহে সহস্র বৎসর বাস করেছিলেন। পরে বিশ্বকর্মা যখন সংজ্ঞাকে পতিগৃহে গমনের উপদেশ দিলেন, তখন সংজ্ঞা উত্তরকুরুতে গিয়ে অশ্বিনীরূপে তপস্যায় নিমগ্ন হলেন। পরে ছায়ার নিকট প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হয়ে সূর্য বিশ্বকর্মার গৃহে উপনীত হলেন। বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজ শাতন করার পর সূর্যদেব অশ্বরূপে অশ্বিনী সংজ্ঞার নিকট উপস্থিত হলেন। পরপুরুষ ভয়ে অশ্বিনী মুখ ফেরালে অশ্বের নাসিকাক্ষরিত বীর্য অশ্বিনীর নাসাপথে প্রবেশ করায় নাসত্য, দস্র ও রেবন্ত নামে তিন পুত্রের জন্ম হয়।

ততশ্চ নাসিকাযোগে তয়োস্তত্র সমেতয়োঃ।
নাসত্যদস্রৌ তনয়াবশ্ববক্ত্রৌ বিনির্গতৌ ॥[২]

স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে (৫৬ অঃ) ত্বষ্টার কন্যার নাম সাবিত্রী। ত্বষ্টা সাবিত্রীকে প্রদান করেছিলেন সূর্যের হাতে।

পুরাসূর্যাং সাবিত্রীং ত্বষ্টা স্বতনয়াং দদৌ।[৩]

---

১ বিষ্ণুপুঃ, ৩য় অংশ—২।২-৮ ২ প্রভাসখণ্ড, প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্য—১১।২০৫
৩ রেবাখণ্ড—৫৬।১৪

সাবিত্রী বড়বারূপে বিচরণকালে অশ্বরূপধারী সূর্যের ঘ্রাণ গ্রহণ করে গর্ভবতী হওয়ায় অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়।

তত্রাগত্য প্রিয়াং ভার্যাং বাড়বারূপধারিণীম্।
দদর্শ তাং পুনঃ শ্যামাং হরিরূপধরো হরিঃ ॥
নাসিকাঘ্রাণ মাত্রেণ তত্র জাতৌ সুতাবুভৌ।
দর্শনীয়ৌ সুনূম্নাঙ্গৌ ভিষজৌ তৌ দিবৌকসাম্ ॥[১]

অশ্বিদ্বয়ের জন্মের এই বিচিত্র কাহিনীর উৎস ঋগ্বেদেও বর্তমান :

ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতীতীদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি।
যমস্য মাতা পর্যুহ্যমানা মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ ॥
অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্যেভ্যঃ কৃত্বী সবর্ণামদদুর্বিবস্বতে।
উতাশ্বিনাবভরদ্যত্তদাসীদজহাদু দ্বা মিথুনা শরণ্যূঃ ॥[২]

—ত্বষ্টা নামক দেব আপন কন্যার (সরণ্যুর) বিবাহ দিতেছেন। এই উপলক্ষে বিশ্বসংসার আসিয়া উপস্থিত হইল। যমের মাতা যখন বিবাহিতা হইলেন তখন মহান বিবস্বানের জায়া অদর্শন হইলেন।

সেই মৃত্যুরহিত (সরণ্যুকে) মনুষ্যদিগের নিকট গোপন করা হইল, তাহার তুল্যাকৃতি এক স্ত্রী নির্মাণ করিয়া বিবস্বান্‌কে দেওয়া হইল। তখন দুই অশ্বিকে গর্ভে ধারণ করিলেন এবং সরণ্যু যমজ দুইটি সন্তানকে ত্যাগ করিলেন।[৩]

এই বিবরণে জানা যায় যে ত্বষ্টা স্বীয় দুহিতা সরণ্যুর বিবাহ দিয়েছিলেন বিবস্বান বা সূর্যের সঙ্গে। যমের জন্ম হওয়ার পরে সরণ্যু অদৃশ্য হয়েছিলেন, তাঁর সদৃশ অপর এক স্ত্রী বিবস্বানকে দেওয়া হয়েছিল। সরণ্যু অশ্বিদ্বয়কে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। এই কাহিনী পুরাণে পল্লবিত হয়েছে।

ত্বষ্টৃতনয়া সরণ্যু পুরাণে হয়েছেন সংজ্ঞা বা সাবিত্রী।

যাস্ক উক্ত ঋক্‌দুটি সম্পর্কে লিখেছেন, তত্রেতিহাসমাচক্ষতে—ত্বাষ্ট্রী সরণ্যূর্বিবস্বত আদিত্যাদ্ যমৌ মিথুনৌ জনয়াঞ্চকার, সা সবর্ণামন্যাং প্রতিনিধায়াশ্বং রূপং কৃত্বা প্রদুদ্রাব, স বিবস্বান্ আদিত্য অশ্বমেবরূপং কৃত্বা তামনুসৃত্য সম্বভূব, ততোঽশ্বিনৌ জজ্ঞাতে, সবর্ণায়াং মনুঃ।"[৪]

—(সরলার্থঃ) এখানে ইতিহাস বলা হচ্ছে—ত্বষ্টার নন্দিনী সরণ্যু আদিত্য

১ রেবাখণ্ড—৫৬।৪৮-৪৯ ২ ঋগ্বেদ—১০।১৭।১-২ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ নিরুক্ত—১২।১০।৪

থেকে যমজ মিথুন অর্থাৎ পুত্র ও কন্যা —যম ও যমী প্রসব করেছিলেন, "তিনি নিজের মত অন্য একজনকে প্রতিনিধি করে অশ্বরূপ ধারণ করে পলায়ন করলেন। সেই বিবস্বান্ আদিত্য অশ্বরূপ ধারণ করে তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। তারপর সরণ্যু থেকে অশ্বিদ্বয় জন্মগ্রহণ করলেন, তৎসদৃশা নারীতে মনু জন্মগ্রহণ করলেন।

বৃহদ্দেবতাতেও এই কাহিনী বর্তমান :

স্বষ্ট্বা ভর্তুঃ পরোক্ষন্তু সরণ্যু সদৃশীং স্ত্রিয়ম্।
নিক্ষিপ্য মিথুনং তস্যামশ্বা ভূত্বাপচক্রমে॥
অবিজ্ঞানাদ্বিবস্বাংস্তু তস্যামজনয়ন্মনুম্।
রাজর্ষিরভবৎ সোঽপি বিবস্বানিব তেজসা॥
স বিজ্ঞায় ত্বপক্রান্তাং সরণ্যুমশ্বরূপিণীম্।
ত্বাষ্ট্রীং প্রতি জগামাশু বাজী ভূত্বাশ্বলক্ষণঃ॥
সরণ্যুশ্চ বিবস্বন্তং বিদিত্বা হয়রূপিণম্।
মৈথুনায়োপচক্রাম তাঞ্চ তত্রারুরোহ সঃ॥
ততস্তয়োস্তু বেগেন শুক্রং তদপতদ্ভুবি।
উপাজিঘ্রচ্চ সা ত্বশ্বা তচ্ছুক্রং গর্ভকাম্যয়া॥
আঘ্রাতমাত্রাচ্ছুক্রাত্তু কুমারৌ সংবভূবতুঃ।
নাসত্যশ্চৈব দস্রশ্চ যৌ খ্যাতাবশ্বিনাবিতি॥

—ভর্তার অগোচরে নিজের অনুরূপ স্ত্রী সৃষ্টি করে তাঁর উপরে মিথুন-এর (পুত্র-কন্যা-যম-যমী) ভার দিয়ে অশ্ব হয়ে সরণ্যু বিচরণ করতে লাগলেন। বিবস্বান্ অজ্ঞতাবশতঃ সেই রমণীতে মনুর জন্ম দিলেন, তিনিও হলেন সূর্যের মত তেজস্বী রাজর্ষি। তিনি (সূর্য) পলায়মানা অশ্বরূপিণী ত্বষ্টৃনন্দিনী সরণ্যুকে চিনতে পেরে অশ্বাকৃতি ধারণ করে শীঘ্রই তাঁর পশ্চাৎ গমন করলেন। সরণ্যু বাজি-রূপধারী বিবস্বানকে চিনতে পেরে মৈথুনে প্রবৃত্ত হলেন, সূর্যও তাঁতে আরোহণ করলেন। বেগবশতঃ শুক্র ভূমিতে পতিত হোল। অশ্বা গর্ভকামনায় সেই শুক্র আঘ্রাণ করলেন। আঘ্রাণমাত্রেই শুক্র থেকে অশ্বিন্ নামে খ্যাত নাসত্য এবং দস্র—কুমারদ্বয় জন্মগ্রহণ করলেন।

অশ্বিদ্বয়ের স্বরূপ—ঋগ্বেদের পূর্বোক্ত মন্ত্র দুটির (১০।১৭।১-২) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় লিখেছেন, "এক দক্ষিণায়ন দিনের ঘটনা অবলম্বন

করিয়া এই উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল। সেদিন সূর্যোদয় ৫টায়, সূর্যাস্ত ৭টায়, ত্বষ্টা চিত্রা নক্ষত্র। বিবস্বান দক্ষিণায়ন দিনের প্রত্যক্ষ সূর্য। সরণ্যু চন্দ্রণ্যুর তুল্য এক অপ্সরা, এত সুন্দরী যে তাহার বিবাহকালে বিশ্বভুবন দেখিতে আসিয়াছিল। সরণ্যু 'আপ্যা যোষা'। ভোর ৪টার সময়ে চিত্রার উদয় হইয়াছিল। সে সময়ে যম ও যমী নামক দুই নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল। চিত্রার উদয়ের পরেই সরণ্যুর প্রকাশ হইয়াছিল। এই কারণে সরণ্যু ত্বষ্টার কন্যা। ক্ষণমাত্র থাকিয়াই অদৃশ্য হইল, সঙ্গে সঙ্গে সূর্যোদয় হইল। সেদিন সূর্যাস্তের পরে পশ্চিম আকাশে আর এক অপ্সরা দেখা গিয়াছিল। সেটি সরণ্যুর তুল্যবর্ণা। এই হেতু নাম সবর্ণা। সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা পরে পূর্বাকাশে অশ্বিদ্বয়ের উদয় হইল। অতএব দেখা যাইতেছে যে সেদিন ভোর বেলায় চিত্রার উদয় এবং সন্ধ্যাবেলায় অশ্বিদ্বয়ের উদয় হইয়াছিল।"[১]

আচার্য রায়ের মতে অশ্বিদ্বয় নক্ষত্রবিশেষ। গ্রহ বা নক্ষত্ররূপী অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছেন। অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশ্যে আশ্বিন শস্ত্র বা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

"আশ্বিনানগ্রান্ গৃহ্নীতাঽনুজাবরোঽশ্বিনৌ বৈ দেবানামনুজাবরৌ পশ্চৈবাগ্রং পর্যৈতামশ্বি নাবেতস্য দেবতা য আনুজাবরস্তাবেবৈনমগ্রং পরিণয়ত··· ।"[২]

—অগ্রে আশ্বিন শস্ত্র (অশ্বিদ্বয়ের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান) গ্রহণ করবে। অশ্বিদ্বয় দেবগণের অনুজ এবং অবর (হীন, অন্ত্যজ)। এরা দেবগণের পশ্চাৎবর্তী হওয়া সত্বেও অগ্রে অর্চনা কর, অশ্বিদ্বয় এই যজ্ঞের দেবতা। যাঁরা অনুজ এবং অবর তাঁদেরই অগ্রে গ্রহণ করবে।

এই মন্ত্রে অবশ্য অশ্বিদ্বয়ের স্বরূপ বোঝা যায় না। দেব সমাজে এই দুই দেবতার স্থানটিই মাত্র বোঝা যায়।

কিন্তু বৈদিক মন্ত্রে বর্ণিত অশ্বিদ্বয় নক্ষত্র নন। তাঁদের অন্য বিশেষ পরিচয় আছে। অশ্বি শব্দের অর্থ প্রসংগে যাস্ক বলেছেন, "অশ্বিনৌ যদ্ব্যশ্নুবাতে সর্বং রসেনান্যো জ্যোতিষান্যঃ। অশ্বৈরশ্বিনাবিত্যৌর্ণবাভঃ।"[৩] —বিশেষভাবে সর্ব-জগৎ ব্যাপ্ত করেন বলেই 'অশ্বি' নাম—একজন পরিব্যাপ্ত করেন রসের দ্বারা, অন্যজন পরিব্যাপ্ত করেন জ্যোতির দ্বারা। আচার্য ঔর্ণবাভ মনে করেন অশ্বের নিমিত্তই অশ্বি নাম।

১ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, পৃঃ—১২৩ ২ কৃষ্ণ যজুঃ—৭।২।৭ ৩ নিরুক্ত—১২।১।৩

অশ্বিদ্বয়ের স্বরূপ আলোচনায় নিরুক্তকার বলছেন, "তৎ কাবাশ্বিনৌ দ্যাবা-পৃথিবীত্যেকে, অহোরাত্রাবিত্যেকে, সূর্যাচন্দ্রমসাবিত্যেকে, রাজানৌ পুণ্যকৃতাবি-ত্যৈতিহাসিকাঃ।"[১]—তাহলে অশ্বিদ্বয় কে? কেউ কেউ বলেন দ্যাবাপৃথিবী (আকাশ ও পৃথিবী), কেউ বলেন দিন ও রাত্রি, কেউ বলেন চন্দ্র ও সূর্য, ঐতিহাসিকরা বলেন পুণ্যকর্মা দুইজন রাজা।

নিরুক্তকারের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "ব্যাপ্ত্যর্থক অশ্ ধাতু হইতে অশ্বিন্ শব্দের নিষ্পত্তি—(১) দ্যুলোক জ্যোতির দ্বারা এবং অন্তরিক্ষলোক অন্নরূপ রসের দ্বারা পৃথিবীলোককে পরিব্যাপ্ত করে, (২) দিবস জ্যোতির দ্বারা এবং রাত্রি অবস্থায় রস অর্থাৎ শিশির বা হিমের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করে, (৩) সূর্য জ্যোতির দ্বারা এবং চন্দ্র আহ্লাদাখ্য রসের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করে…।"[২]

যাস্কের মতে সম্ভবতঃ অশ্বিদ্বয় দিন ও রাত্রিকেই বোঝায়। যাস্ক অশ্বিদ্বয়ের কাল সম্পর্কে লিখেছেন, "তয়োঃ কাল ঊর্ধ্বমর্ধরাত্রাৎ প্রকাশীভবাস্যানুবিষ্টম্ভমনু তমোভাগো হি মধ্যমঃ জ্যোতির্ভাগ আদিত্যঃ।"[৩]

—অশ্বিদ্বয়ের কাল অর্ধরাত্রির পর প্রকাশীভাবের অর্থাৎ জ্যোতির অন্ধকারে অনুপ্রবেশের পর; তমোভাগেই মধ্যম জ্যোতির্ভাগ আদিত্য।

অমরেশ্বর ঠাকুর যাস্কের ব্যক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে লিখেছেন, "অশ্বিদ্বয় অহোরাত্র—এই পক্ষই আচার্য যাস্কের অভিমত বলিয়া মনে হয়। অহোরাত্র বলিতে এখানে সারাদিন এবং সারারাত্রি নহে—কিন্তু অর্ধরাত্রের পরে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত যে কাল তাহা। ইহা অন্ধকার এবং আলোকের সংমিশ্রণ,—অন্ধকার অনুপ্রবিষ্ট হয় জ্যোতিতে। জ্যোতি অভিভূত হয়, জ্যোতিরই প্রাধান্য ঘটে। প্রধানীভূত অন্ধকার ভাগই মধ্যম অর্থাৎ মধ্যমের রূপ এবং প্রধানীভূত জ্যোতি-র্ভাগই উত্তম বা আদিত্য অর্থাৎ ইহাই আদিত্যের রূপ। মধ্যমের রূপ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে এবং উত্তমের রূপ ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে—অবশেষে দিবারাত্রির সন্ধিকালে (অতি প্রত্যূষে) মধ্যমের মধ্যমত্ব বিলীন হইয়া যায়, আদিত্যের রূপে তাহার পরিণতি ঘটে। মধ্যম এবং উত্তম (অন্ধকারভাগ এবং জ্যোতির্ভাগ)—ইহারাই অর্থাৎ ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অশ্বিশব্দবাচ্য।"[৪]

---

১ নিরুক্ত—১২।১।৪ ২ নিরুক্ত (ক.বি.)—পৃঃ ১২৬২ ৩ নিরুক্ত—১২।১।৫

৪ নিরুক্ত (ক বি) পৃঃ ১২৬২

বৃহদ্দেবতার মতে অশ্বিদ্বয় সূর্যকে আশ্রয় করে বিরাজ করেন,— তাঁরা সূর্যের গণদেবতার মধ্যে মুখ্য।

যঃ পরস্তু গণঃ সৌর্যো সুস্থানস্তং নিবোধত।
তস্য মুখ্যতরৌ দেবাবশ্বিনৌ সূর্যমাশ্রিতাঃ॥[১]

যাস্কর মতানুসারে অশ্বিদ্বয় সূর্যেরই প্রকারভেদ অথবা অবস্থাবিশেষ। বৃহদ্দেবতার মতও প্রায় অনুরূপ। বৃহদ্দেবতা দুই অশ্বিনীকুমারের পৃথক পৃথক নামোল্লেখ করেছেন; একজনের নাম দস্র আর একজনের নাম নাসত্য।

নাসত্যশ্চৈব দস্রশ্চ যৌ স্মৃতাবশ্বিনাবিতি।[২]

মহাভারতেও তাই—

নাসত্যশ্চাপি দস্রশ্চ স্মৃতৌ দাবশ্বিনাবপি।
মার্তণ্ডস্যাত্মজাবেতৌ সংজ্ঞানাসাবিনির্গতৌ।[৩]

—নাসত্যও দস্র নামে দুই অশ্বিদেবতা সংজ্ঞার নাসিকা থেকে জাত মার্তণ্ডের পুত্র।

অশ্বিদ্বয়ের স্বরূপ সম্পর্কে দেশী-বিদেশী বহু পণ্ডিতই আলোচনা করেছেন। Maxmuller-এর মতে অশ্বিদ্বয় প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ং সন্ধ্যা।[৪] Goldstucker মনে করেন যে, অশ্বিদ্বয় ঋভুগণের মত খ্যাতনামা মানব সন্তান ছিলেন। পরে তাঁরা দেবতারূপে অর্চিত হন এবং অর্ধরাত্রির পরের মিশ্রিত আলোক ও অন্ধকার রূপে তাঁরা পূজিত হয়েছেন। "The transition from darkness to light, when the intermingling of both produces that inseparable duality, expressed by twin nature of these deities."[৫]

যাস্কও ঐতিহাসিকদের মত উল্লেখ করে বলেছেন যে আদিতে অশ্বিদ্বয় দুই পুণ্যকর্মা রাজা ছিলেন। কিন্তু এ মতের সমর্থনযোগ্য কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু অনেক পণ্ডিতই অশ্বিদ্বয়কে প্রাতঃ সন্ধ্যা ও সায়ং সন্ধ্যা অথবা সন্ধ্যাকালের আলো ও অন্ধকাররূপে ব্যাখ্যা করেছেন। কারো মতে এঁরা প্রভাত ও সন্ধ্যাকালের উজ্জ্বল তারকা। গ্রীক্ যুগ্মদেবতা Dioskouri —যাঁরা Castor এবং Pollux নামে খ্যাত, তাঁদের সঙ্গে অশ্বিদ্বয়ের সাদৃশ্য অনুভব করেছেন কেউ কেউ।

---

১ বৃহদ্দেবতা—২।৭-৮ ২ বৃহদ্দেবতা—৭।৬ ৩ মহাভারত, অনুশাসনপর্ব—১৫০।১৭
৪ Origin and Growth of Religion (1882)—page 219
৫ Dr. Goldstucker's Note on Muirs Sanskrit texts, vol. V. (1884) —page 257

"Modern scholars have variously explained them as the morning and evening twilight, the Sun and the moon, the morning and evening stars, the two stars, the two stars of Gemeni. They correspond to the Greek Dioskouri, Castor and Pollux, the sons of heaven or Zeus, brothers of Helena (সূর্যা), and to 'the sons of God' in Lettic mythology, who come riding on their steeds to woo the daughter of the Sun."[১]

"This is also the opinion of Myrianthens as well as of Hopkins, who considers probably that the inseparable twins represent the twin-lights or twilight before dawn, half-dark half light, so that one of them could be spoken of alone as the son of Dyaus, the bright sky."[২]

"Oldenberg, following Mannhandt and Bollensen, believes that the natural bases of Asvins, must be the morning star, that being the only morning light beside fire, dawn and sun."[৩]

"Weber is also of opinion that Asvins represent two stars, the twin constellation of the Gemini."[৪]

Prof. Macdonell-ও মনে করেন যে অশ্বিদ্বয় সন্ধ্যা ও প্রভাত তারকা—"The twilight and morning star theory seem most probable."[৫]

বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামত থেকে মোটামুটি ধারণা হয় যে অনেকেই অশ্বিদ্বয়কে সূর্যকিরণ বা সূর্যের দুইটি বিশেষরূপ বলে গ্রহণ করেছেন; যদিও স্পষ্টভাবে তাঁরা একথা বলেন নি। অশ্বিদ্বয় রাত্রিশেষের অন্ধকার ও আলোকের মিশ্রিতরূপ হলেও সূর্য বা সূর্যালোকের একটি (অথবা দুটি) বিশেষ অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নন। উভয় সন্ধ্যাকেই যদি অশ্বিদ্বয়ের মূল তত্ত্বরূপে গ্রহণ করি তাহলেও ঐ একই কথা। মহাপ্রাজ্ঞ রমেশচন্দ্র দত্ত অশ্বিদ্বয় সম্পর্কে লিখেছেন, উষার পূর্বে মিশ্রিত আলোক ও অন্ধকার যদি যমজ দেব বলিয়া উপাসিত হইলেন, তবে তাঁহাদিগকে অশ্বী নাম দেওয়া হইল কেন? এটি একটি বৈদিক উপমামাত্র। সূর্যের আলোক আকাশে ধাবমান হয়, সেইজন্য সেই আলোক বা রশ্মিসমূহকে ঋগ্বেদে সর্বদাই অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সূর্য ও উষাকে অশ্বযুক্ত

১ Dr. S. K. Chatterjee—Vedic Selections (C. U.) vol. II, page 493

২ Vedic Mythology—Macdonell—page 53 ৩ তদেব ৪ তদেব

৫ তদেব—পৃঃ ৫৪

বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অশ্বিন্ শব্দেরও সেই অর্থ, অশ্বযুক্ত অর্থাৎ আলোকযুক্ত। কালক্রমে লোকে সে বৈদিক উপমা ও অর্থ ভুলিয়া গেল এবং একটি উপাখ্যান সৃষ্ট হইল যে সূর্য উষা এবং অশ্ব অশ্বিনীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং অশ্বিদ্বয় তাঁহাদিগেরই পুত্র। এইরূপে বেদের অশ্বিদ্বয় (আলোক ও ছায়াযুক্ত উষার পূর্বসময়) পুরাণের অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইয়া গেলেন।"[১]

মনীষী রমেশচন্দ্র অশ্বিতত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে সম্পূর্ণতঃ না হলেও অনেকাংশে সফল হয়েছেন।

অশ্বিদ্বয়ের জননী সরণ্যূ। সরণ্যূ শব্দের অর্থ যিনি গমন করেন অর্থাৎ গতিশীলা—'সরণ্যূঃ সরণাৎ'।[২] যাস্কের বক্তব্য বিশদ করে অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "উষঃপ্রভা যখন সূর্যের প্রতি নিজেকে পরিচালিত করিয়া সূর্যের সহিত অবিভক্ত ভাবে প্রতীত হয়, তখনই তাহার নাম সরণ্যূ। সরণ্যূ সূর্যসহচারিণী উষঃপ্রভা; বৃষাকপায়ীর পরবর্তিনী; অরুণোদয়োত্তরকালীন উষাই সরণ্যূ।[৩]" রমেশচন্দ্র লিখেছেন, "বিবস্বান্ অর্থ সূর্য এবং সরণ্যূ উষা।"[৪] অশ্বিদ্বয়ের নামকরণ সম্পর্কে Maxmuller-ও পূর্বরূপ মন্তব্য করেছেন, "The legend of Saranyu and Vivasvat assuming the form of horsess may be meant simply as an explanation of the name of their children, the Aswins."[৫]

বেদে অশ্বিদ্বয়ের রূপ ও গুণের যে বিবরণ নানা স্থানে প্রদত্ত হয়েছে, সেগুলি পর্যালোচনা করলে এই দেবভ্রাতৃদ্বয়ের স্বরূপ প্রতিভাত হয়ে উঠবে। এই উদ্দেশ্যে তাঁদের রূপগুণের বিস্তৃত বিবরণ উদ্ধৃত করছি। অশ্বিদেবতাদের গাত্রবর্ণ শুভ্র বা উজ্জ্বল—

আ শুভ্রা যাতমশ্বিনা ...।[৬]

তাঁরা তেজোময়, স্বকীয় তেজের দ্বারা মিত্র ও বরুণের সঙ্গে যজমানকে রক্ষা করেন—

উত নো দেবাবশ্বিনা শুভস্পতী ধামভির্মিত্রাবরুণা উরুষ্যতাম্।[৭]

—কল্যাণের অধিপতি অশ্বি নামক সেই দুই দেব এবং মিত্র ও বরুণ নিজ তেজের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন॥[৮]

---

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ৭ ২ নিরুক্ত—১২।৯।৭ ৩ নিরুক্ত (ক বি.)—পৃঃ ১২৮০

৪ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ৮

৫ Science and language (1882), vol. II, page 530 ৬ ঋগ্বেদ—৭।৬৮।৮

৭ ঋগ্বেদ—১০।৯৩।৬ ৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

অশ্বিদ্বয়ের শরীর হিরন্ময়; তাঁদের রথ সূর্যের মত উজ্জ্বল :

আনূনং যাতমশ্বিনা রথেন সূর্যত্বচা।

ভূজী হিরণ্যপেশসা কবী গম্ভীরচেতসা॥[১]

—হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ভোক্তা, হিরণ্ময় শরীর বিশিষ্ট, কবি ও গম্ভীর চিত্ত, তোমরা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল রথে অবশ্য আমাদের নিকট আগমন কর।[২]

অশ্বিদের রথ সুবর্ণময়: দস্রা হিরণ্যবর্তনী[৩]:

হিরণ্যয়েন পুরুভূ রথেনেমং যজ্ঞং নাসত্যোপযাতং।[৪]

—হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা অনেক হইয়া থাক, তোমরা হিরণ্ময় রথে করিয়া এই যজ্ঞে আগমন কর।[৫]

হিরণ্যয়েন রথেন দ্রবৎপানিভির়শ্বৈঃ ধীজবনা নাসত্যা।[৬]

—হে মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট নাসত্যদ্বয়! ক্ষিপ্রপদযুক্ত অশ্ববিশিষ্ট হিরন্ময় রথে আরোহণ করতঃ অগমন কর।[৭]

আ নো যাতং দিবো অচ্ছা পৃথিব্যা হিরণ্যয়েন সুবৃতা রথেন।[৮]

—তোমরা দ্যুলোক হইতে অথবা পৃথিবী হইতে হিরণ্ময় রথে আমাদের অভিমুখে আগমন কর।[৯]

এই দেবদ্বয়ের রথের নেমিও হিরণ্ময়—

হিরণ্যয়া বাং পবয়ঃ।[১০]

শুধু কি পবি বা নেমি? রথচক্র ও চক্রের প্রতিটি অংশই হিরণ্ময়—

হিরণ্যয়ী বাং রভিরীষা অক্ষো হিরণ্যয়ঃ।

উভা চক্রা হিরণ্যয়া।[১১]

—হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের আলম্ভনীয় রথের ইষা হিরণ্ময়, অক্ষ হিরণ্ময়, উভয় চক্রই হিরণ্ময়।[১২]

এঁদের রথের বল্গাও হিরণ্ময়—হিরণ্যাভীশুঃ।[১৩] অশ্বিদ্বয়ের রথে যে অশ্ব সংযোজিত হয় তাদের পক্ষ হিরণ্যবর্ণ :

হংসাসো যে বাং মধুমন্তো অস্রিধো হিরণ্যপর্ণা উহুব উষর্বুধঃ।[১৪]

---

১ ঋগ্বেদ—৮।৮।২ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—৮।৮।১ ৪ ঋগ্বেদ—৪।৪৪।৪

৫ অনুবাদ—তদেব ৬ ঋগ্বেদ—৮।৫।৩৫ ৭ অনুবাদ—তদেব ৮ ঐ —৪।৪৪।৫

৯ ঐ ১০ ঐ —১।১৮০।১ ১১ ঋগ্বেদ—৮।২২।৫

১২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ১৩ ঋগ্বেদ—৮।২২।৫ ১৪ তদেব—৪।৪৫।৪

—তোমাদের শীঘ্রগামী মাধুর্যযুক্ত দ্রোহরহিত হিরণ্যপক্ষ বিশিষ্ট বহনশীল উষাকালে জাগরণকারী যে অশ্ব আছে…।[১]

লক্ষণীয় এই যে অশ্বিদ্বয়ের অশ্বকে হংস বলা হয়েছে। হংস শব্দের অর্থ সূর্য। এই অশ্ব উষাকালে জাগরিত হয়।

অশ্বিদ্বয়ের রথ উদীয়মান সূর্যের সঙ্গে মিলিত হয়—

তং বাং রথং বয়মদ্যা হুবেম পৃথুজ্রয়মশ্বিনা সংগতিং গোঃ।
যঃ সূর্যং বহতি… ॥[২]

—হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের হবি প্রদান করি। তোমাদের রথ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত করে সূর্যের সঙ্গে মিলিত হয়, যে রথ সূর্যকে বহন করে…।

এই রথে চড়েই অশ্বিদ্বয় ক্ষণকালের মধ্যে ত্রিলোক পরিক্রমণ করে।

প্রবাম বোচমশ্বিনা ধিয়ং বা রথঃ স্বশ্বো অজরো যে অস্তি।
যেন সদ্যঃ পরিরজাংসি যাথো হবিষ্মন্তং তরণিং ভোজমচ্ছ ॥[৩]

—হে অশ্বিদ্বয়! আমরা যজ্ঞ করিয়া তোমাদের স্তুতি করি। তোমাদিগের সুন্দর অশ্বযুক্ত নিত্যতরুণ যে রথ আছে এবং যে রথ দ্বারা তোমরা ক্ষণমাত্রে লোকত্রয় পরিভ্রমণ কর, তোমরা সেই রথে করিয়া হব্যযুক্ত শীঘ্র অতিবাহী এবং ভোগপ্রদ (এই যজ্ঞে) আগামন কর।[৪]

সূর্যের ন্যায় অশ্বিদ্বয়ের অশ্বগণও অরুষ বা দীপ্তিশালী। দীপ্তি প্রকাশ করতে করতেই তারা পক্ষীর মত অন্তরীক্ষ ভ্রমণ করে:

বয়ো অরুষাসঃ পরিগ্মন্।[৫]

সূর্য বা ইন্দ্রের মত অশ্বিদ্বয়ের অশ্ব (রশ্মি) সপ্তসংখ্যক:

অর্বাঞ্চা বাং সপ্তয়োঽধ্বরশ্রিয়ো বহন্তু সবনে দুপ।[৬]

—হে অশ্বিদ্বয়, যজ্ঞ সেবিত তোমার সপ্ত অশ্ব ত্রিসবনাত্মক যজ্ঞে তোমাদের বহন করুক।

অশ্বিদ্বয়ের রথ একদিনে দ্যাবাপৃথিবী পরিক্রমণ করে:

রথো হ বামৃতজা অদ্রিজুতঃ পরি দ্যাবাপৃথিবী যাতি সদ্যঃ।[৭]

—তোমাদের সত্য (যজ্ঞ) থেকে জাত জলনিষিক্ত (মেঘসৃজনকারী) রথ একদিনে দ্যাবাপৃথিবী পরিক্রমণ করে।

---

১ অনুবাদ—তদেব ২ ঋগ্বেদ—৪।৪৪।১ ৩ ঋগ্বেদ—৪।৪৫।৭ ৪ অনুবাদ—তদেব
৫ ঋগ্বেদ—৪।৪৩।৬ ৬ ঋগ্বেদ—১।৪৭।৮ ৭ ঋগ্বেদ—৩।৫৮।৮

এঁদের রথ আকাশ পরিক্রমা করে :

অরিষ্টনেমিং পরিজ্মানমিয়ানং ।[১]

সেই রথে আছে সহস্র কেতু বা সহস্র কিরণ ।[২] এই রথ সহস্র প্রকার রূপময় :

অতঃ সহস্র নির্ণিজা রথেন যাতমশ্বিনা ।[৩]

—সেইস্থান থেকে সহস্ররূপবিশিষ্ট রথে তোমরা আগমন কর ।

অশ্বিদের এই অত্যাশ্চর্য রথের তিনটি চক্র :

ত্রয়ঃ পবয়ো মধুবাহনে রথে··· ।[৪]

ত্রিষ্ঠং রথং··· ।[৫]

ত্রিবংধুরেণ ত্রিবৃতা রথেন ত্রিচক্রেণ সুবৃতা যাতমর্বাক্ ।[৬]

—তোমাদের ত্রিবন্ধুর, ত্রিবৃত, ত্রিচক্র ও শোভনগতিসম্পন্ন রথে আমাদের অভিমুখে আগমন কর ।

অশ্বিদেবদ্বয়ের তিনটি রথচক্রের মধ্যে একটি চক্র অত্যন্ত গোপনীয়,—যেমন সূর্যের তিনপাদের মধ্যে একটি পদ গুপ্ত—সর্বজনের জ্ঞানের অতীত ।

সায়নাচার্যের মতে এই ঋকে 'ত্রিবৃত' শব্দের অর্থ ত্রিলোকে বর্তমান ।

অশ্বিদ্বয়ের রথচক্রের মধ্যে একটি চক্র সূর্যকে প্রদীপ্ত করে, অপর একটি চক্র কালনিরূপণ করে ভুবন পরিভ্রমণ করে—

ইর্মান্যদ্বপুষে বপুশ্চক্রং রথস্য যেমথুঃ ।
পর্যন্যা নাহুষা যুগা মহ্না রজাংসি দীয়থঃ ॥[৭]

—হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা সূর্যের মূর্তি প্রদীপ্ত করিবার জন্য তোমাদিগের রথের একখানি দীপ্তিমান্ চক্র নিয়মিত করিয়াছ, অন্য চক্র দ্বারা নিজ তেজঃ প্রভাবে মনুষ্যগণের কাল (নিরূপিত করিবার নিমিত্ত) ভুবনসকল পরিভ্রমণ কর ।[৮]

অশ্বিদ্বয়ের এই যে রথ, তা সূর্য বা ইন্দ্রের রথের থেকে ভিন্ন নয় । তাঁদের রথের বৈশিষ্ট্যগুলি সূর্য বা ইন্দ্রের রথের সমতুল্য । ত্রিস্থানে (দুই দিগন্তে ও মধ্যাকাশে) সূর্যের অবস্থান হেতুই অশ্বিদ্বয়ের রথ ত্রিবৃত বা ত্রিচক্র । অথবা কাল-নিরূপণকারী রথচক্র ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে নিহিত ।

একটি ঋকে অশ্বিদ্বয়ের রথ সূর্যত্বক্ নির্মিত :

তেন নাসত্যা গতং রথেন সূর্যত্বচা ।[৯]

---

১ ঋগ্বেদ—১।১৮০।১০　২ ঋগ্বেদ—১।১২০।১　৩ ঋগ্বেদ—৮।৮৮।১১, ১৪
৪ ঐ —১।৩৪।২　৫ ঐ —১।৩৪।৫　৬ ঐ —১।১১৮।২
৭ ঐ —৫।৭৩।৩　৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্রদত্ত　৯ ঐ —১।১৪৭।৯

ঋকটির ব্যাখ্যায় সায়ন বলেছেন, "সূর্যত্বচা সূর্যসংবৃতেন সূর্যরশ্মিসদৃশেন বা তেন প্রসিদ্ধেন রথেন আগতম্ আগচ্ছতম্।"

সূর্য (মণ্ডলের) দ্বারা আবৃত অথবা সূর্যরশ্মিসদৃশ প্রসিদ্ধ রথে নাসত্যদ্বয় এখানে এস।

অশ্বিদ্বয় যে উদয়কালের পূর্ববর্তী অবস্থায় সূর্য তা প্রতিভাত হয় ঋগ্বেদের মন্ত্র থেকেই।

যুবোরুষা অনুশ্রিয়ং পরিজ্মনোরুপাচরৎ।[১]

—হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা চতুর্দিকবিচারী; তোমাদিগের শোভা অনুসরণ করিয়া উষা আগমন করুন।[২]

একটি ঋকে অশ্বিদ্বয় রথারোহণে সূর্যকিরণের সঙ্গে আগমন করেন।

অতো রথেন সুবৃক্তেন আ গতং সাকং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ।[৩]

—সূর্যোদয়কালে সূর্যরশ্মির সহিত নিজ সুনির্মিত রথে আমাদিগের নিকট আইস।[৪]

অশ্বিদ্বয়ের আবির্ভাবকাল প্রত্যূষ,—যখন অন্ধকার বিলুপ্ত হয়ে আলোকের প্রকাশ ঘটছে। ঋষি বলেছেন,—

কৃষ্ণা যদ্ গোষ্বরুণীষু সীদদ্দিবো নপাতাশ্বিনা হুবে বাং।[৫]

—যখন কৃষ্ণবর্ণ গাভী লোহিতবর্ণ গাভীদিগের মধ্যে মিশিয়া গেল (অর্থাৎ যখন রাত্রির অন্ধকার নষ্ট হইয়া প্রাতঃকালের রক্তিমাভা দৃষ্ট হইল) তখন হে দ্যুলোকের পৌত্র অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগকে আমি আহ্বান করি।[৬]

উষালগ্নে অশ্বিদ্বয়ের আবির্ভাব কাল। উষা অশ্বিদ্বয়কে জাগ্রত করে, উষা যখন দীপ্তি পেতে থাকে তখন অশ্বিদ্বয় যজ্ঞে আগমন করেন। ঋষি উষাকে অনুরোধ করছেন,—হে উষা, তুমি অশ্বিদ্বয়কে জাগ্রত কর—প্রবোধয়োষা অশ্বিনা।[৭]

নৃবদ্দস্রা মনোযুজা রথেন পৃথুপাজসা
সচেথে অশ্বিনোষসং॥[৮]

—হে নরতুল্য দস্রদ্বয় (অশ্বিদ্বয়), মনোরথগতি বহু অন্নসম্পন্ন রথে তোমরা উষার সঙ্গে মিলিত হও।

১ ঋগ্বেদ—১।৪৬।১৪ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—১।৪৭।৭
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—১০।৬১।৪ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৭ ঋগ্বেদ—৮।৯।১৭ ৮ ঐ —৮।৫।২

আ বাং রথমবমস্তাং ব্যুষ্টৌ সুম্নায়বো বৃষণো বর্তয়ন্তু।
স্যূম গভস্তি ঋতযুগ্‌ভিরশ্বৈরশ্বিনা বসুমন্তং বহেথাম্‌ ॥[১]

—এই আসন্ন প্রাতঃকালে তোমাদের রথে সুখে যোজিত অভীষ্টবর্ষী অশ্বগণ তোমাদিগকে আনয়ন করুক। হে অশ্বিদ্বয়! সুখকর রশ্মি বিশিষ্ট ধনযুক্ত রথকে তোমরা উদকপ্রদ অশ্বদ্বারা বাহিত কর।[২]

অশ্বিদ্বয়ের রথ যখন আকাশে আবির্ভূত হয়, তখনই উষার আবির্ভাব ঘটে।

আ তেন যতেং মনসো জবীয়সা রথং যং বামৃভবশ্চক্রুরশ্বিনা।
যস্য যোগে দুহিতা জায়তে দিব উভে অহনী সুদিনে বিবস্বতঃ ॥[৩]

—হে অশ্বিদ্বয়! ঋভুনামক দেবতারা তোমাদের যে রথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, যে রথের উদয় হইলে আকাশের কন্যা উষা আবির্ভূত হয়েন, সূর্য হইতে অতি সুন্দর দিন ও রাত্রি জন্মগ্রহণ করে, মন অপেক্ষাও সমধিক বেগশালী সেই রথে আরোহণপূর্বক তোমরা আগমন কর।[৪]

দিবসের প্রারম্ভেই অশ্বিদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন :

বপুংসি জাতা মিথুনা সচেতে তমোহনা তপুষো বুধ্ন এতা।[৫]

—অন্ধকারনাশক দিবসের আদিতে আগত মিথুন জন্মিবামাত্র স্তোত্রে মিলিত হইতেছে।[৬]

সূর্যোদয়ের পূর্ববর্তীকালই উষাকাল—যে সময়ে আলো-আঁধারের লীলা প্রত্যক্ষীভূত। সেই সময়েই অশ্বিদ্বয়ের আবির্ভাব। অশ্বিদ্বয় দেবতাদের ভিষক্‌, তাঁরা দেবতার জন্য ঔষধ নির্মাণ করেন।

সূর্য ও অগ্নির অভিন্নতাহেতু মর্তলোকের অগ্নি ও দ্যুলোকের সূর্য দুই ভ্রাতারূপে উপস্থাপিত হয়েছেন। অশ্বিদ্বয়ের অগ্নিস্বরূপত্বও ঋগ্বেদে অস্পষ্ট নয়। তাঁদের রথ উষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিরূপে যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করে।

যদুষো যাসি ভানুনা সং সূর্যেণ রোচসে।
আ হায়মশ্বিনো রথো বর্তির্যাতি নৃপায্যম্‌ ॥[৭]

—হে উষা! যখন তুমি দীপ্তির সহিত গমন কর, তখন সূর্যের সহিত সমান শোভা পাও। সেই সময় অশ্বিদ্বয়ের এই রথ মনুষ্যগণের পালনীয় যজ্ঞগৃহে আগমন করে।[৮]

১ ঋগ্বেদ—৭।৭১।৩ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—১০।৩৯।১২
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৩।৩৯।৩ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—৮।৯।১৮ ৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

অশ্বিদ্বয় অগ্নিরূপে যজ্ঞগৃহে অবস্থিতি করেন, দ্যুলোকে সূর্যরূপে অন্তরীক্ষলোকে বিদ্যুৎরূপে বিরাজ করে থাকেন।

যৎ স্থো দীর্ঘপ্রসদ্মনি যদ্বাদো রোচনে দিবঃ।
যদ্বা সমুদ্রে অধ্যাকৃতে গৃহেহত আ যাতমশ্বিনা ॥[১]

হে অশ্বিদ্বয়! যে লোকে প্রশস্ত যজ্ঞগৃহ আছে, যদি সেইলোকে থাক, যদি ঐ দ্যুলোকের দীপ্তিমান প্রদেশে থাক, অন্তরীক্ষে নির্মিত গৃহে বাস কর, ঐ সকল স্থান হইতে আগমন কর।[২]

প্রাতর্যাবানা প্রথম যজধ্বং পুরা গৃধ্রাদররুষঃ পিবাতঃ।
প্রাতর্হি যজ্ঞমশ্বিনা দধাতে প্রশংসন্তি কবয়ঃ পূর্বভাজঃ ॥
প্রাতর্যজধ্বমশ্বিনা হিনোত ন সায়মস্তি দেবয়া অজুষ্টং।[৩]

হে ঋত্বিক্‌গণ, প্রাতঃকালে অশ্বিদ্বয়ের যাগ কর, হবি এবং স্তুতি প্রেরণ কর; সায়ংকালে যজ্ঞের প্রতি অশ্বিদ্বয়ের গতি হয় না, অথবা সায়ংকালে অশ্বিদ্বয়ের যজ্ঞ নাই। যদিও বা সায়ংকালে অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হয়, তাহা অশ্বিদ্বয় কর্তৃক সেবিত হয় না – তাহা অশ্বিদ্বয়ের অপ্রিয়।[৪]

একস্থানে অশ্বিদ্বয়কে সূর্যকিরণের সঙ্গে আগমন করতে আহ্বান করা হয়েছে :

অতো রথেন সুবৃতা ন আগতং সাকং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ।[৫]

—সেই স্থান থেকে সূর্যের রশ্মির সঙ্গে (অর্থাৎ সূর্যোদয় কালে) সুবৃত (সুরক্ষিত) রথে আমাদের কাছে এস।

প্রভাতে জাগরিত হয়ে অশ্বগণ অশ্বিদ্বয়কে সোমপানের নিমিত্ত যজ্ঞস্থলে বহন করে আনে,—

উষর্বুধো বহন্তু সোমপীতয়ে ॥[৬]

অতঃপর অশ্বিদ্বয় আকাশে জ্যোতি বিকশিত করে থাকেন :

দিবো জ্যোতির্জনায় চক্রথুঃ।[৭]

অশ্বদ্বয় যে সূর্য বা সূর্যের মূর্তিবিশেষ পূর্বোক্ত ঋক্‌গুলি তাই প্রমাণ করে। অশ্বিন্ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—যাহার অশ্ব আছে—অশ্ব+ইন্। অশ্ব শব্দের অর্থ সর্বব্যাপক সূর্যকিরণ। সুতরাং প্রভাতকালের সূর্য বা উদয়কালের পূর্ববর্তী

১ ঋগ্বেদ—৮।১০।১ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—৫।৭৭।১-২
৪ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৫ ঋগ্বেদ—১।৪৭।৭ ৬ ঋগ্বেদ—১।৯২।১৮
৭ ঋগ্বেদ—১।৯২।১৭

অবস্থায় সূর্যের আলোক—অন্ধকারময় কিরণ দুই অশ্বিদেবতা নামে প্রসিদ্ধ, এরূপ অনুমান অসঙ্গত বোধ হয়না। অবশ্য প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধ্যা ও অশ্বিদ্বয়ের স্বরূপ এরূপ ধারণাও প্রচলিত। কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ বোধ হয়। ঊষালগ্নের উদয়পূর্বকালীন সূর্য ও তৎকালে অরণিমন্থনজাত যজ্ঞাগ্নি অশ্বিদ্বয় নামে কথিত হয়েছেন। প্রোজ্জ্বল দিবালোকে ধরিত্রী উদ্ভাসিত হবার পূর্বেই অস্পষ্ট রূপে উদ্‌গত সূর্য বা সূর্যালোক এবং সমকালেই প্রাতঃসবনে প্রজ্বলিত অগ্নি যমজ ভ্রাতৃরূপে বর্ণিত হয়েছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত অমূলক নয়। একটি ঋকে[১] অশ্বিদ্বয়কে সরাসরি দ্বিবচনাত্মক 'বহ্নী' বা অগ্নিদ্বয় বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কৃষ্ণযজুর্বেদ সুস্পষ্টভাবে অগ্নিকেই অশ্বিদ্বয় বলে ঘোষণা করেছেন: "উৎসন্নযজ্ঞো বা এষ যদগ্নিঃ কিং বাহৈতস্য ক্রিয়তে কিং বা ন যদ্বৈ যজ্ঞস্য ক্রিয়মাণস্যান্তর্যন্তি পূয়তি বা অস্য তদাশ্বিনীরূপ দধাত্যশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ তাভ্যামেবাস্মৈ ভেষজং করোতি।[২]—(অস্যার্থঃ) এই অগ্নি যজ্ঞ সম্পাদক তাঁর দ্বারা কি করা হয়, আর কি করা হয় না? যেহেতু সম্পাদ্যমান যজ্ঞের অন্তরে প্রবেশ করেন অথবা পবিত্র করেন, সেইহেতু অশ্বিনীরূপ ধারণ করেন।

প্রাতঃকালীন যজ্ঞই যে অশ্বিদ্বয় এই মন্ত্রটি থেকে তা প্রতিপাদিত হয়। অপর একটি ঋকে স্পষ্টভাবে অরণিমন্থনের দ্বারা জাগরিত যজ্ঞাগ্নিকে অশ্বিদ্বয়রূপে অভিহিত করা হয়েছে। প্রাতঃকালে (ঊষালগ্নে) অরণিমন্থনের দ্বারা জাগরিত অগ্নিতে যে যজ্ঞ সেই যজ্ঞই অশ্বিদ্বয়ের যাগ। প্রাতঃসবনান্তর্গত সেই যাগকে বলে আশ্বিন শস্ত্র।

প্রাতর্যুজা বিবোধয়াশ্বিনাবেহ গচ্ছতাম্।
অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥[৩]

—হে অধ্বর্যু (অধ্বর্যু নামক পুরোহিত), প্রাতঃকালের সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ যাঁহাদের হবি এবং স্তুতি প্রাতঃকালেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ঈদৃশ অশ্বিদ্বয়কে যজমানের যজ্ঞে গমনার্থ বিস্পষ্ট স্তুতির দ্বারা জাগরিত কর; তাঁহারা এই সোম পান করিবার নিমিত্ত যজ্ঞগৃহে আগমন করুন।[৪]

যজ্ঞের অগ্রভাগে আশ্বিন শস্ত্র প্রয়োগের নির্দেশ কৃষ্ণযজুর্বেদেও (৭।২।৭) পাওয়া যায়।

১ ঋগ্বেদ—৭।৭৩।৪ ২ কৃঃ যজুঃ—৫।৫।৩।১ ৩ ঋগ্বেদ—১।২২।১
৪ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

অশ্বিদ্বয়ের বাসস্থান যজ্ঞের বেদি :

ইদং হি বাং প্রদিবি স্থানমোক ইমে গৃহা অশ্বিনেদং দুরোণং ।[১]

—হে অশ্বিদ্বয় ! (এই উত্তর বেদী) তোমাদিগের প্রাচীন বাসস্থান, তোমাদিগের এই সমস্ত গৃহ এবং এই তোমাদিগের আলয় ।[২]

শুক্লযজুর্বেদের একটি মন্ত্রে[৩] ভাষ্যকার মহীধর বলেছেন,—

"অশ্বিনৌ হি দেবানামধ্বর্যূ ।" ঋগ্বেদের প্রথম ঋকে অগ্নিকে দেবতাদের পুরোহিত, হোতা এবং ঋত্বিক সংজ্ঞায় আখ্যাত করা হয়েছে।

সূর্যাগ্নিরূপী এই অশ্বি দেবদ্বয় উষার কিরণসমূহের অনুগমন করে উদিত সূর্যের পথ প্রদর্শন করে থাকেন।

আকে নি পাসো অহভির্দবিধ্বতঃ স্বর্ণ শুক্রং তন্বংত আরজঃ ।

সূরশ্চিদশ্বান্ যুজ্যান ঈয়তে বিশ্বাঁ অনু স্বধয়া চেতথস্পথঃ ॥[৪]

—অন্তিকে অগ্রসর (রশ্মিসমূহ) দিবস দ্বারা অন্ধকার ধ্বংস করতঃ সূর্যের ন্যায় দীপ্তি বিস্তার করিতেছেন। সূর্য অশ্ব যোজনা করতঃ উদিত হইতেছেন। 'হে অশ্বিদ্বয় !) তোমরা সোমরসের সহিত তাঁহাকে অনুগমন করিয়া সমস্ত পথ প্রজ্ঞাপিত কর।[৫]

নিরুক্তকার (১।১১৭।১৬) ঋকের ভাষ্যে বলেছেন যে আদিত্য কর্তৃক অভিগ্রস্ত উষাকে অশ্বিদ্বয় মুক্ত করেছিলেন,—"আহ্বয়দুষা অশ্বিনাবাদিত্যেনাভিগ্রস্তা তামশ্বিনৌ প্রমুচুতুরিত্যাখ্যানম্ ॥[৬] (অস্যার্থঃ) আদিত্যকর্তৃক অভিগ্রস্তা উষা অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করেছিলেন, অশ্বিদ্বয় তাঁকে মুক্ত করেছিলেন,—এইরূপ আখ্যান প্রচলিত আছে।

একটি নির্দিষ্টকালের সূর্য ও অ অশ্বিদ্বয় নামে অভিহিত। সেই নির্দিষ্ট কালটি উষাকাল,—সূর্যোদয়ের পূর্বপর্যন্ত যে সময় সেই সময়েই দুই যমজভ্রাতার অধিকারকাল। এ বিষয়ে যাস্কর মন্তব্য : "তয়োঃ কালঃ সূর্যোদয়পর্যন্তস্তস্মিন্না দেবতা ওপ্যন্তে।"[৭] —অশ্বিদ্বয়ের কাল সূর্যোদয় পর্যন্ত,—এই সময়ে আরও কয়েকটি দেবতার স্তুতি করা হয়।

নিরুক্তকারের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "সূর্যোদয় পর্যন্ত অশ্বিদ্বয়ের স্তুতিকাল, সূর্যোদয়ের পর যাগকাল। অশ্বিদ্বয়ের স্তুতিকালে আশ্বিন

১ ঋগ্বেদ—৫।৭৬।৪ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ শুঃ যজুঃ—১।১।১০
৪ ঐ —৪।৪৫।৬ ৫ ঐ ৬ নিরুক্ত—৫।২১।৭ ৭ নিরুক্ত—১২।৪।৪

শস্ত্রে স্তুত অন্য কয়েকটি দেবতার আবাপ হয়। এই দেবতাদের নাম উষা, সূর্যা, সরণ্যূ, ত্বষ্টা, সবিতা এবং ভগ।"

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা দৃষ্টে মনে হয়, সায়ং সন্ধ্যা বা সায়ংকালীন সূর্যকে অশ্বি-দেবদ্বয়ের অন্যতম বলা কোন প্রকারেই সমীচীন নয়। নিরুক্তকার এ বিষয়ে স্পষ্ট অভিমত দিয়েছেন যে অশ্বিদ্বয়ের একই কাল, একই কর্ম, এক সঙ্গেই স্তুত হন ; এঁদের পৃথক্ স্তুতি ব্যভিচার মাত্র।

"তয়োঃ সমানকালয়োঃ সমানকর্মনোঃসংস্তুতপ্রায়য়োঃ অসংস্তবেনৈষোঽর্দ্ধর্চো ভবতি।[১]

পূর্বোদ্ধৃত ঋক্‌মন্ত্রেও (৫।৭৭।২) স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে সায়ংকালীন যজ্ঞ অশ্বিদ্বয়ের অভিপ্রেত নয়। সুতরাং প্রভাততারকা এবং সন্ধ্যাতারকা অথবা সপ্তবিংশতি নক্ষত্রমণ্ডলীর প্রথম নক্ষত্র অশ্বি দেবতারূপে গৃহীত হতে পারে না। নিরুক্তকার অশ্বিদ্বয় সম্পর্কে আরও বলেছেন যে একজন বাসাতি অর্থাৎ রাত্রির পুত্র, আর অপরজন উষার পুত্র : "বাসাত্যোঽন্য উচ্যত উষঃ পুত্রস্তবান্য ইতি।"[২]

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে বৈদিক ঋষিরা সূর্যকে রাত্রির পুত্র এবং অগ্নিকে দিবার পুত্ররূপে কল্পনা করেছেন। সুতরাং উষাকালের উদয়পূর্ব সূর্য ও তৎকালে অরণিমন্থন জাত যজ্ঞাগ্নি দুই অশ্বিদেব সূর্য ও উষার পুত্র এইরূপ কবিকল্পনার তাৎপর্য স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। অশ্বিদ্বয়কে ঋগ্বেদে 'ঋতাবৃধ' বা যজ্ঞের বর্ধয়িতা বলা হয়েছে।[৩] তাঁরা তিনস্থানে কুশাস্তীর্ণ যজ্ঞস্থলে উপবেশন করেন। এই যুগ্ম দেবতাকে উষা ও সূর্যের সঙ্গে একত্রে প্রাতঃকালীন যজ্ঞে সোমপানের নিমিত্ত আহ্বান করা হয়েছে।

স জোষসা উষসা সূর্যেণ চাশ্বিনা তিরো অহ্নং।[৫]

—হে অশ্বিদ্বয়! উষা এবং সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া প্রাতঃকালীন যজ্ঞে সোমপান কর।[৬]

অশ্বিদ্বয়ের রূপ ও গুণের যে বিবরণ বেদে পাওয়া যায়, তাতে তাঁদের আকার-প্রকার অনেকাংশে ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্যের অনুরূপ বলে মনে হয়। পূর্বের অগ্নি ও সূর্যের সঙ্গে এই দেবদ্বয়ের সাদৃশ্য এবং অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়েছে। অশ্বিদ্বয়ের অন্যান্য গুণগুলি ও ইন্দ্র বা সূর্যাগ্নির সঙ্গে অভিন্নতা সুপ্রতিষ্ঠিত করে। অশ্বিদ্বয়ের

---

১ নিরুক্ত—১২।২।৩ ২ নিরুক্ত—১২।২।৪ ৩ ঋগ্বেদ—১।৩৭।১, ৩

৪ ঋগ্বেদ—১।৪৭।৪ ৫ ঋগ্বেদ—৮।৩৫।২০ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

অন্যতম প্রধান গুণ এই যে তাঁরা ইন্দ্র এবং সূর্যের মত বৃষ্টি দান করে নদীসমূহও ওষধিকে পুষ্ট করে থাকেন। তাঁরা নদী সকলের বেগপ্রবর্তনকারী—'সিন্ধুবাহসা'।[১] জলের অধিপতি—'অদাভ্য'[২] বর্ষণশীল—'বৃষণ'।[৩] তাঁদের রথও বারিবর্ষক—'বলিনং'[৪], 'ঘৃতস্নুঃ'[৫]।

অশ্বিদ্বয় স্বর্গ থেকে জল বর্ষণ করেন, কৃষিকর্মও শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

দশস্যংতা মনবে পূর্ব্যং দিবি যবং বৃকেণ কর্ষথঃ।

তা বামদ্য সুমতিভিঃ শুভস্পতী অশ্বিনা প্র স্তবীমহি ॥[৬]

—হে অশ্বিদ্বয়! পুরাতন দ্যুলোকস্থিত জল মনুকে প্রদান করতঃ তোমরা লাঙ্গলদ্বারা যব কর্ষণ করিয়াছ। হে জলপতি অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগকে অদ্য সুন্দর স্তুতিদ্বারা স্তব করিতেছি।[৭]

যাভিঃ সুদানূ ঔশিজায় বণিজে দীর্ঘশ্রবসে

মধু কোশো অক্ষরৎ ॥[৮]

—হে শোভনদানশীল অশ্বিদ্বয়! তোমরা ঊশিক্‌পুত্র বণিক দীর্ঘশ্রবার নিমিত্ত মেঘ থেকে জল সিঞ্চন করেছিলে।

সায়নাচার্য লিখেছেন যে দীর্ঘশ্রবা ঋষি প্রবল অনাবৃষ্টি হেতু বাণিজ্যকে জীবিকারূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বৃষ্টির নিমিত্ত অশ্বিদ্বয়কে তুষ্ট করায় অশ্বিদ্বয় তাঁর জন্য মেঘ প্রেরণ করেছিলেন।

অশ্বিদ্বয় যজ্ঞকর্তাদের জন্য মেঘ বিদীর্ণ করেন, ফলে বৃষ্টিধারা বর্ষিত হয়:

যুবং সনিভ্যঃ স্তনয়ংতমশ্বিনাপব্রজমূর্ণুথঃ সপ্তাস্যং।[৯]

—তোমরাই যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত মেঘ বিদীর্ণ করিয়া দাও, তখন সেই মেঘ শব্দ করিতে করিতে সাতমুখ উদ্‌ঘাটনপূর্বক বৃষ্টি করে।[১০]

ইন্দ্রের একটি সাধারণ বিশেষণ শচীপতি। অশ্বিদ্বয়কেও শচীপতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে:

বিশ্বা অবিষ্টং বাজ আ পুরংধীস্তা নঃ শক্তং শচীপতী শচীভিঃ।[১১]

—হে শচীপতিদ্বয়, আমাদের স্তোত্রোপযুক্ত তোমরা স্বীয় কর্মপ্রভাবে আমাদের ধন দান কর।

---

১ ঋগ্বেদ—৫।৭৫।২ ২ ঋগ্বেদ—৫।৭৫।৮ ৩ ঋগ্বেদ—৮।২২।১২, ৮।৫।২৭
৪ ঐ —১।১১৯।১ ৫ ঐ —৫।৭৭।৩ ৬ ঐ —৮।২২।৬
৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৮ ঐ —১।১১২।১১ ৯ ঐ —১০।৪০।৮
১০ অনুবাদ—ঐ ১১ ঋগ্বেদ—৭।৬৭।৫

অশ্বিদ্বয় ও শতক্রতু সংজ্ঞালাভ করেছেন :

যাভিঃ কুৎসমার্জুনেয়ং শতক্রতু প্রতুর্বীতিং।[১]

—হে শতক্রতুদ্বয়, তোমরা ইন্দ্রপুত্র কুৎসকে রক্ষা করেছিলে।

এখানে শতক্রতু শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে সায়ন লিখেছেন ; "বহুবিধকর্মণাবশ্বিনৌ"—বহুবিধকর্মকারী অশ্বিদ্বয়।

অশ্বিদ্বয় শুধু যে ইন্দ্রের গুণাবলীর অধিকারী তা নয়, তাঁরা ইন্দ্রের ন্যায় সোমপায়ী, নমুচির সঙ্গে যুদ্ধে ইন্দ্রের সহায়ক—ইন্দ্রের রক্ষাকর্তা।

যুবং সুরামমশ্বিনা নমুচাবাসুরে সচা।
বিপিপানা শুভস্পতী ইন্দ্রং কর্মস্বাবতম্॥
পুত্রমিব পিতরাবশ্বিনোভেন্দ্রাবথুঃ কাব্যৈর্দংসনাভিঃ।
যৎ সুরামং ব্যপিবঃ শচীভিঃ সরস্বতী ত্বা মঘবন্নভিষ্ণক্॥[২]

—হে কল্যাণমূর্তি অশ্বিদ্বয়! যখন নমুচির সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া চমৎকার সোমপান করিতে করিতে ইন্দ্রের কর্মে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলে।

—হে অশ্বিদ্বয়! পিতা-মাতা যেরূপ পুত্রকে রক্ষা করে তদ্রূপ তোমরা চমৎকার সোমপান করতঃ নিজ শক্তি ও অদ্ভুত কার্যসমূহ দ্বারা ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলে। হে ইন্দ্র! সরস্বতী দেবী তোমার নিকটে ছিলেন।[৩]

ইন্দ্র, বরুণ, সোম, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ রাজা নামে আখ্যাত হয়েছেন বৈদিক সংহিতায়। অশ্বিদ্বয়ও এই সংজ্ঞা লাভে বঞ্চিত হন নি।

যো বাং রথো নৃপতী অস্তি···।[৪]

—হে নৃপতিদ্বয়! তোমাদের যে রথ আছে···।

ন তং রাজানাবদিতে কুতশ্চন···।[৫]

—হে ক্ষয়রহিত রাজদ্বয়! তোমাদের দু'জনের নাম কীর্তনেও আনন্দ হয়।[৬]

ঋগ্বেদে আদিত্যগণও রাজা—"যূয়ং রাজানঃ।"[৭]

ইন্দ্রের এক নাম ধনঞ্জয় ; অগ্নিও ধনঞ্জয়।[৮] অশ্বিদ্বয়কেও "জেন্যাবসু" অর্থাৎ ধনঞ্জয় বলা হয়েছে।[৯]

---

১ ঋগ্বেদ—১।১১২।২৩ ২ ঋগ্বেদ—১০।১৩১।৪-৫ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঐ —৭।৭১।৪ ৫ ঐ —১০।৭৩।১১ ৬ অনুবাদ—লেখক
৭ ঐ —৮।৩৩।৩৫ ৮ ঐ —১।২৪।৩ ৯ ঋগ্বেদ—৭।৭৪।৩

ইন্দ্রের মতই অশ্বিদ্বয় অত্যধিক সোমপ্রিয়—'মধুপাতমা নরা'[১] অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সোমপায়ী মানব (মানবতুল্য সোমপ্রিয়)। তাঁরা উষা, সূর্য ও অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে সোমপান করেন। ঋষি বারংবার এঁদের আহ্বান করে বলেছেন—

"সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং পিবতমশ্বিনা॥"[২]

—হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সূর্য ও উষার সঙ্গে একত্রে সোমপান কর।

সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং সুন্বতো অশ্বিনা[৩]—

—হে অশ্বিদ্বয়! উষা ও সূর্যের সঙ্গে তোমরা অভিষবকারীর সোমপান কর। শুধু কি তাই? অশ্বিদ্বয় ইন্দ্রের মত বৃত্রাসুরের বধকর্তা—এঁরা 'বৃত্রহন্তমা'[৪] —শ্রেষ্ঠ বৃত্রহন্তা। অশ্বিদ্বয় শত্রুনাশ করেন, পণিদের হিংসা করেন,[৫] তাঁরা 'রক্ষহণা' অর্থাৎ রাক্ষসদের বধ করেন।[৬] তাঁরাও বজ্রদ্বারা শত্রুদলন করেন।[৭]

অশ্বিদ্বয় সমুদ্রের বা অন্তরীক্ষের পুত্র। তাঁরা দ্যুলোকের নপ্তা (পৌত্র)—দিবো নপাতা।[৮] সমুদ্র তাঁদের মাতা—সিন্ধুমাতরা।[৯]

দ্যুলোকে জন্ম সূর্যের। সূর্যের পুত্র বা অংশবিশেষ বলেই অশ্বিদ্বয় দ্যুলোকের পৌত্র। আবার বড়বানলরূপে সমুদ্রে অগ্নির জন্ম; তাই অশ্বিদেবের জননী সিন্ধু।

কখনও বা অশ্বিদ্বয় রুদ্রের পুত্র বা রুদ্রপথানুসারী—'রুদ্রবর্তনী'।[১০]

উত ত্যা মে রৌদ্রাবর্চিমন্তা নাসত্যা…।[১১]

—হে ইন্দ্র সেই দুই উজ্জ্বলমূর্তি রুদ্রপুত্র নাসত্য আমার স্তব ও যজ্ঞ গ্রহণ করুন।

এঁরা আবার নিজেরাই রুদ্র নামে খ্যাত—'রুদ্রাবতি খ্যাতং'।[১২]

দেববৈদ্য—অশ্বিদ্বয় দেবতাদের চিকিৎসকরূপে বেদে-পুরাণে-কাব্যে প্রসিদ্ধ। বিস্ময়ের বিষয় এই যে অশ্বিদ্বয় যেমন দেবতাদের বৈদ্য বা ভিষক্, রুদ্রও তেমনি দেবতাদের বৈদ্য বা ভিষক্‌রূপে ঋগ্বেদের বহুস্থানে বন্দিত হয়েছেন: ঋষি রুদ্রের কাছে প্রার্থনা করেছেন:

উন্নো বীরাঁ অর্পয় ভেষজেভির্ভিষক্তমং ত্বা ভিষজাং শৃণোমি।[১৩]

---

১ ঋগ্বেদ—৮।২২।১৭ ২ ঋগ্বেদ—৮।৩৫।১-৩ ৩ ঋগ্বেদ—৮।৩৫।১৭-১৮
৪ ঐ —৮।৮।৯ ৫ ঐ —৮।২৬।১০ ৬ ঐ —৭।৬৪।৪
৭ ঐ —১।১১৭।২১ ৮ ঐ —৪।৪৪।২ ৯ ঐ —১।৪৬।২
১০ ঐ —৮।২২।৪ ১১ ঐ —১০।৬১।১৫ ১২ ঐ
১৩ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৪

—হে রুদ্র, আমি শুনেছি, তুমি বৈদ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈদ্য, তুমি আমাকে বীর-পুত্রসমন্বিত উপযুক্ত ঔষধের সঙ্গে সংযুক্ত কর। ভিষকৃশ্রেষ্ঠ রুদ্রের হাতে ঔষধ বা ভেষজ থাকে। তাই ঋষির জিজ্ঞাসা রুদ্রের কাছে :

ক্ব স্য তে রুদ্র মৃড়য়াকুর্হস্তো যোহস্তি ভেষজো জলাষঃ।[১]

হে রুদ্র, তোমার সেই সুখদায়ক হস্ত কোথায়, যে হস্তে ভেষজ থাকে?

ঋগ্বেদে কিন্তু বরুণ ও ভিষক্ বা চিকিৎসক।[২]

সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, রুদ্র, বরুণ প্রভৃতি একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কোন কোন ঋকে ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয়কে একত্র আহ্বান করা হয়েছে।[৩] অশ্বিদ্বয়ও যে সেই এক দেবতা বা ঈশ্বরের মূর্তি বিশেষ তা এঁদের গুণাবলীর পর্যালোচনাতেই উপলব্ধি হয়। এক ঈশ্বরের পৃথক্ পৃথক্ মূর্তি ত গুণকর্মের বৈশিষ্ট্যের উপরে নির্ভর করেই পরিকল্পিত হয়েছে। অশ্বিদ্বয়েরও একটি বিশেষ গুণের জন্যই পৃথক্ অস্তিত্ব কল্পনা। এই গুণটি এঁদের রোগ নিরাময় শক্তি। সেই জন্যই এঁরা প্রসিদ্ধ দেবচিকিৎসক।[৪] এই দেবদ্বয় ভেষজদ্বারা চিকিৎসা করতেন।[৫] এঁরা তিন প্রকাব পার্থিক ভেষজ, তিন প্রকার জলজ (অন্তরীক্ষজাত) ভেষজ এবং তিন প্রকাব পার্থিব ভেষজের অধিকারী ছিলেন।

ত্রির্নো অশ্বিনা দিব্যানি ভেষজা ত্রিঃপার্থিবানি ত্রিরুদত্তমদ্ভ্যঃ।
ওমানং শং যোর্মমকায় শূনবে ত্রিধাতু শর্ম বহতং শুভস্পতী॥[৬]

—হে অশ্বিদ্বয়! আমাদিগকে দিব্যলোকের ঔষধি তিনবার প্রদান কর, পার্থিব ঔষধি তিনবার প্রদান কর, অন্তরীক্ষ হইতে ঔষধি তিনবার প্রদান কর। শংযুর ন্যায় আমার সন্তানকে সুখ দান কর। হে শোভনীয় ঔষধি পালক, তোমরা তিনটি ধাতু-বিষয়ক সুখ প্রদান কর।[৭]

এই ঋকের আর একটি অনুবাদ :

হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগকে দ্যুলোকের ভেষজ সদাকাল প্রদান করুন; পৃথ্বীলোকের ভেষজ সদাকাল প্রদান করুন. আর অন্তরীক্ষসকাশে উৎপন্ন ভেষজ সদাকাল প্রদান করুন। কল্যাণযুক্ত আনন্দ আমার কর্মরূপ পুত্রের জন্য দান করুন। হে মঙ্গল বিধায়ক দেবদ্বয়! আপনারা আমাদের ত্রিগুণ-সাম্যরূপ

---

১ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৭ ২ ঋগ্বেদ—১।২৪।৯ ৩ ঋগ্বেদ—৮।২৬।৮
৪ ঋগ্বেদ—১।১২৬।১৬ ৫ ঐ —১।১১৭।৪ ৬ ঐ —১।৩৪।৬
৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

এবং ত্রিধাতুসাম্যরূপ সুখ (মানসিক ও দৈহিক সমতা সাধক সুখ) প্রদান করুন।[১]

'ত্রিধাতু বিষয়ক সুখ'-এর সায়নাচার্যকৃত অর্থ—"বাতপিত্তশ্লেষ্মধাতুত্রয়শমন-বিষয়ং সুখং"—বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা নামক তিন ধাতুর বিনাশরূপ সুখ।

উত ত্যা দৈব্যা ভিষজা শং নঃ করতো অশ্বিনা।[২]

—দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয় আমাদের সুখ বিধান করুন।

ভিষজা ময়োভুবা[৩] —সুখকর ভিষকদ্বয়।

অন্ধস্য চিন্নাসত্যা কৃশস্য চিদ্ধ্বামিদাহুর্ভিষজারুতস্য চিৎ॥[৪]

—তোমাদিগকেই অন্ধের দুর্বলের রোগের জ্বালায় রোরুদ্যমান ব্যক্তির চিকিৎসক বলিয়া লোকে উল্লেখ করে।[৫]

ব্রাহ্মণগুলিতেও অশ্বিদ্বয় দেববৈদ্যরূপে উল্লিখিত।

"অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ।"[৬]

অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ ভৈষজ্যমেব তৎ কুরুতে।[৭]

—অশ্বিদ্বয় দেবতাদের চিকিৎসক;—তাঁরা চিকিৎসাকর্ম করে থাকেন।

অশ্বিদ্বয় দেববৈদ্য হিসাবে যে সকল অত্যাশ্চর্য কর্ম সম্পাদন করেছেন তার কিছু বিবরণ উদ্ধৃত করছি।

তাঁরা বন্ধ্যা গাভীকে দুগ্ধবতী করেছিলেন।

ধেনুমন্বং পিন্বথো নরা।[৮]

—তোমরা প্রসবরহিত গাভীকে দুগ্ধবতী করিয়াছিলে।[৯]

অধেনুং দস্রা স্তর্যং বিষক্তামপিন্বতং শয়বে অশ্বিনা গাং।[১০]

—হে দস্রদ্বয়! তোমরা কৃশ, প্রসবশূন্য, দুগ্ধশূন্য, গাভীকে শয়ু ঋষির জন্য দুগ্ধপূর্ণ করিয়াছিলে।[১১]

অপিন্বতং শযবে ধেনুমশ্বিনা।[১২]

—শয়ুর ধেনুকে দুগ্ধবতী করেছে।

যুবং ধেনুং শয়বে নাধিতায়া পিন্বতমশ্বিনা পূর্ব্যায়।[১৩]

১ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী ২ ঋগ্বেদ—৮।১৯।৮ ৩ ঋগ্বেদ—১০।৩৯।৫
৪ ঋগ্বেদ—১০।৩৯।৩ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঐতরেয় ব্রাঃ—১।১৮
৭ সাংখ্যায়ন ব্রাঃ—১৮ অঃ ৮ ঋগ্বেদ—১।১১২।৩ ৯ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
১০ ঋগ্বেদ—১।১১৭।২০ ১১ অনুবাদ—ঐ ১২ ঋগ্বেদ—১০।৩৯।১৩
১৩ ঋগ্বেদ—১।১১৮।৭

—পুরাতন শযু ঋষি যাজ্ঞা করিলে তাহার গাভী (দুগ্ধশূন্য) দুগ্ধে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলে।[১]

অশ্বিদ্বয় কূপে নিক্ষিপ্ত পাশবদ্ধ রেভ ও বন্দনকে জল থেকে উদ্ধার করেছিলেন, কূপে নিক্ষিপ্ত কণ্বকেও উদ্ধার করেছিলেন। অসুরগণ অন্তককে কূপে নিক্ষেপ করলে তাঁরা তাকেও উদ্ধার করেছিলেন। ভুজ্যু, কর্কন্ধু ও বয্যকে তাঁরা রক্ষা করেছেন।[২] তাঁরা পৃশ্নি ও পুরুকুৎসকে[৩] এবং কুৎস, শ্রুতর্য ও নর্যকে[৪] রক্ষা করেছেন। তাঁরা পঙ্গু পরাবৃজ এবং শ্রোণকে গমনে সমর্থ করেছিলেন; অন্ধ ঋজ্রাশ্বকে দৃষ্টিদান করেছেন।

যাভিঃ শচীভির্বৃষণা পরাবৃজং প্রান্ধং শ্রোণং চক্ষস এতবে কৃথঃ।
যাভির্বর্তিকাং গ্রসিতামমুংচতং অভিরূষু উতিভিরশ্বিনাগতম্ ॥[৫]

—হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! যে সকল কর্মদ্বারা পরাবৃজকে (পঙ্গু) গমন সমর্থ করিয়াছিলে, অন্ধকে (ঋজ্রাশ্ব) দৃষ্টিসমর্থ করিয়াছিলে এবং শ্রোণকে (দুর্বলজানু) গমন সমর্থ করিয়াছিলে, যে সকল কর্মদ্বারা গৃহীত বর্তিকা পক্ষীকে মুক্তি দিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।[৬]

অশ্বিদেবদ্বয় শ্যাবের কুষ্ঠরোগমুক্ত করে তাঁকে সুন্দরী পত্নী দান করেছিলেন, চক্ষুহীন কণ্বকে চক্ষু দিয়াছিলেন এবং বধির নৃষদপুত্রকে শ্রবণশক্তি প্রদান করেছিলেন।[৭] ঋজ্রাশ্বের পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অন্ধ করে দিলে ঋজ্রাশ্বের স্তবে তুষ্ট অশ্বিদ্বয় তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।[৮] নষ্টচক্ষু কণ্ব ঋষিকে তাঁরা চক্ষু দিয়েছিলেন।[৯]

ঋষিখেলের পত্নী বিশ্‌পলার যুদ্ধক্ষেত্রে একটি পা ছিন্ন হয়েছিল; অশ্বিদ্বয় তাঁর দেহে একটি লৌহময় পদ সংযুক্ত করেছিলেন।

চরিত্রং হি বেরিবাচ্ছেদি পর্ণমাজা খেলস্য পরিতক্ম্যায়াং।
সদ্যো জংঘামায়সীং বিশ্‌পলায়ৈ ধনে হিতে সর্তবে প্রত্যধত্তম্ ॥[১০]

—খেলের স্ত্রী (বিশ্‌পলার) একটি পা, একটি পাখার ন্যায় যুদ্ধে ছিন্ন হইয়াছিল; হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা রাত্রিযোগে সদ্যই বিশ্‌পলাকে গমনের জন্য এবং (শত্রু) ধন লাভার্থে লৌহময় জঙ্ঘা পরাইয়া দিয়াছিলে।[১১]

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—১।১১২।৫-৬ ৩ ঋগ্বেদ—১।১১২।৭
৪ ঋগ্বেদ—১।১১২।৯ ৫ ঐ —১।১১২।৮ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঐ —১।১১৭।১০ ৮ ঐ —১।১১৭।৭, ১।১১৬।১৬
৯ ঐ —১।১১৮।৭ ১০ ঐ —১।১১৬।১৫ ১১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

বিশ্‌পলামেতবে কৃথঃ।[১] —ছিন্নপদা বিশ্‌পলাকে চলচ্ছক্তিযুক্তা করেছিলে।

যাভির্বিশ্‌পলাং ধনসামথর্ব্যং সহস্রমীড়্হ আজাবজিন্বতং।[২]

—যে সকল উপায় দ্বারা ধনবতী এবং গমনে অসমর্থা বিশ্‌পলাকে বহুধনযুক্ত সংগ্রামে যাইতে সমর্থ করিয়াছিলে সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।[৩]

জংঘাং বিশ্‌পলায় অধত্তং।[৪] —তোমরা বিশ্‌পলাকে একটি জঙ্ঘা নির্মাণ করে দিয়েছিলে।

অশ্বিদ্বয় অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত অত্রির গাত্রদাহকারী উত্তাপকেও সুখকর করে তুলেছিলেন,[৫] কক্ষীবানকে বুদ্ধি প্রদান করেছিলেন,[৬] দধীচি মুনির দেহে অশ্বমস্তক সংযুক্ত করেছিলেন।[৭]

কৃষ্ণপুত্র বিশ্বকায় ঋষির বিষ্ণাপু নামক মৃতপুত্রকে পুনর্জীবিত করেছিলেন দেববৈদ্যদ্বয়।[৮] জলে নিমজ্জিত বিনষ্ট-অবয়ব রেভ ঋষির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেষজের দ্বারা তাঁরা সুগঠিত করেছিলেন।[৯] বন্দন ঋষি এঁদের কৃপায় দীর্ঘায়ুলাভ করেছিলেন।[১০] অশ্বিদ্বয় বিষাঙ্ অসুরের পুত্রকে বিষ দিয়ে (বিষাক্ত তীর দিয়ে) হত্যা করেছিলেন।[১১] বধ্রিমতী নাম্নী নারীর প্রসব বেদনা দূর করে সুখে প্রসব করিয়েছিলেন দেবচিকিৎসকদ্বয়।[১২] বধ্রীমতীর স্বামী নপুংসক হওয়া সত্ত্বেও অশ্বিদেবদ্বয় তাঁকে হিরণ্যহস্ত নামে পুত্র দিয়েছিলেন।[১৩] অত্রির জন্য তাঁরা গৃহনির্মাণও করেছিলেন।[১৪]

কক্ষীবানের কন্যা ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা কুষ্ঠরোগাক্রান্তা হওয়ায় অবিবাহিতা অবস্থাতেই জরাগ্রস্তা হয়েছিলেন। অশ্বিদ্বয় তাঁর কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করে তাঁকে জরামুক্ত করে মনোমত পতি প্রদান করেছিলেন।

ঘোষায়ৈ চিৎ পিতৃষদে দুরোণে পতিং

জূর্যংত্যা অশ্বিনাবদত্তং॥[১৫]

—হে অশ্বিদ্বয়! গৃহে পিতৃসমীপে নিষণ্ণা জরাগ্রস্তা ঘোষাকে তোমরা পতি প্রদান করিয়াছিলে।[১৬]

---

১ ঋগ্বেদ—১০।৩৯।৮ ২ ঋগ্বেদ—১।১১২।১০ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঐ —১।১১৮।৮ ৫ ঋগ্বেদ—১।১১৬।৮
৬ ঐ —১।১১৬।৭ ; ১।১১৭।৬ ৭ ঐ —১।১১৭।২২, ১।১১৬।১২
৮ ঐ —১।১১৬।২৩ ; ১।১১৭।৭ ৯ ঋগ্বেদ—১।১১৭।৪ ১০ ঐ —১।১১৬।৬
১১ ঐ ১।১১৭।১৬ ১২ ঐ —১০।৩৯।৭ ১৩ ঐ —১।১১৬।১৩
১৪ ঐ —৮।৭৩।৭ ১৫ ঐ —১।১১৭।৭ ১৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

অমাজুরশ্চিদ্ ভবথো যুবং ভাগোঽনাশোশ্চিদবিতারা ‥ ।[১]

—পিতৃভবনে একটি স্ত্রীলোক বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিল তোমরা তাহার সৌভাগ্যস্বরূপ তাহার বর আনিয়া দিলে।[২]

বৃদ্ধ বন্দন ঋষিকে তাঁরা যুবক করেছিলেন।

যুবং বন্দনং নিঋর্তং জরণ্যয়া রথং ন দস্রা করণা সমিন্বথঃ ।[৩]

—জীর্ণ রথকে (শিল্পী) যেরূপ (নূতন) করে, হে নিপুণ দস্রদ্বয়, তোমরা সেইরূপ বার্ধক্যপীড়িত বন্দনকে পুনরায় যুবা করিয়াছিলে।[৪]

কলি নামক ঋষিরও জরা মোচন করেছিলেন অশ্বিদ্বয় :

যুয়ং বিপ্রস্য জরণামুপেয়ুষঃ পুনঃ কলেরকৃণুতং যুবদ্বয়ঃ ॥[৫]

—কলি নামক যে স্তোতা জরাজীর্ণ হইয়াছিল, তোমরা তাহাকে পুনরায় যৌবন সম্পন্ন করিয়াছিলে।[৬]

চ্যবন ঋষিকেও তাঁরা যুবক করেছিলেন : চ্যবানং চক্রথুর্যুবানম্ ।[৭]

যুবং চ্যবানমশ্বিনা জরন্তং পুনর্যুবানং চক্রথুঃ শচীভিঃ ।[৮]

—হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা (ভৈষজ্যরূপ) কর্মদ্বারা বৃদ্ধ চ্যবনকে পুনরায় যুবা করিয়াছিলে।[৯]

যুবং চ্যবানং সনয়ং[১০] —তোমরা জরাগ্রস্ত চ্যবনকে যুবা করেছ।

জুজুরুষো নাসত্যোত বব্রিং প্রামুঞ্চতং দ্রাপিমিব চ্যবানাৎ।

প্রাতিরতং জহিতস্যায়ুর্দস্রাদিৎ পতিমকৃণুতং কনীনাম্ ॥[১১]

—হে নাসত্যদ্বয়! শরীরের আবরণ যেরূপ খুলিয়া ফেলে, তোমরা জীর্ণ চ্যবন (ঋষির) শরীরব্যাপ্ত (জরা) সেইরূপ খুলিয়া ফেলিয়াছিলে। হে দস্রদ্বয়! তোমরা সেই পুত্রাদিত্যক্ত ঋষির জীবন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলে এবং তৎপরে তাহাকে কন্যাসমূহের পতি করিয়া দিয়াছিলে।[১২]

প্রচ্যবানাজ্জুজুরুষো বব্রিমৎকং ন মুঞ্চথঃ ।

যুবা যদী কৃথঃ পুনরা কামমৃণ্বে বধ্বঃ ॥[১৩]

---

১ ঋগ্বেদ—১০।৩৯।৩ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—১।১১৯।৭
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—১০।৩৯।৮ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—১।১১৮।৬ ৮ ঐ —১।১১৭।১৩ ৯ ঐ
১০ —১০।৩৯।৪ ১১ ঐ —১।১১৬।১০ ১২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
১৩ ঋগ্বেদ—৫।৭৪।৫

—তোমরা জরাজীর্ণ চ্যবনের জঘন্ত (পুরাতন রূপ) কবচের ন্যায় মোচন করিয়াছিলে। যখন তোমরা তাঁহাকে পুনর্বার যুবা করিলে তখন তিনি সুরূপা কামিনীর বাঞ্ছিত মূর্তি লাভ করিলেন।[১]

এই কাহিনীটিই মহাভারতে (১২২-১২৩অ:) সুপ্রসিদ্ধ চ্যবন ও সুকন্যার উপাখ্যানের মূল। মহাভারতে চ্যবনের উপাখ্যান পল্লবিত হয়েছে। তপোনিমগ্ন চ্যবন মুনির দেহ বল্মীকাবৃত হয়েছিল। প্রমোদবিহারে আগত শর্যাতি রাজার কন্যা সুকন্যা বল্মীকস্তূপমধ্যে চ্যবনের উজ্জ্বল দুই চক্ষু কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করেছিলেন। আহত চ্যবনের তপঃপ্রভাবে রাজার সৈন্যদলের মলমূত্র নিরুদ্ধ হয়। পরে চ্যবন ঋষি রাজার অনুনয়ে সন্তুষ্ট হয়ে সুকন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব করলেন। রাজা ও সৈন্যদলের জীবন রক্ষার বিনিময়ে সুকন্যাকে ঋষিহস্তে প্রদান করলেন। কোন এক সময়ে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যার অলোকসামান্য রূপে মুগ্ধ হয়ে জরাগ্রস্ত চ্যবনকে রূপযৌবনসম্পন্ন করার বিনিময়ে ভ্রাতৃদ্বয়ের যে কোন একজনকে বরণ করার অনুরোধ জানালেন সুকন্যার কাছে। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও চ্যবন একত্রে জলে অবগাহন স্নান করে রূপযৌবনসম্পন্ন সমরূপ তিনটি পুরুষ হয়ে উত্থিত হলেন। সুকন্যা তিনজনের মধ্যে স্বীয় পতিকেই বরণ করে নিলেন। পরিবর্তে মহর্ষি চ্যবন অশ্বিনীকুমারযুগলকে যজ্ঞভাগ প্রদান করলেন।

স্কন্দপুরাণেও (আবন্ত্যখণ্ড, ৩০ অ:) এই উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে। মহাভারতকার বলেছেন যে অশ্বিদ্বয়ের নাম করলে রোগ হয় না—অশ্বিনৌ পরিকীর্তয়তো ন রোগঃ।[২]

আশ্বিনমাসে ব্রাহ্মণদের ঘৃত দান করলে অশ্বিদ্বয় প্রীত হয়ে তাকে রূপ প্রদান করেন—

ঘৃতং মাসে আশ্বযুজি বিপ্রেভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি।
তস্মৈ প্রযচ্ছতো রূপং প্রীতৌ দেবাবিহাশ্বিনৌ ॥[৩]

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত চ্যবনের জরামোচন ও যৌবনলাভের কাহিনীর মধ্যে সায়ংকালে সূর্যের বার্ধক্যেরও পরে প্রাতঃকালে পুনরায় নবযৌবন লাভের রূপক বর্তমান বলে অনুমান করেছেন। "Kuhn, Maxmuller, Benfey বলেন যে বার্ধক্যের পর পুনরায় যৌবনপ্রাপ্তি কেবল সূর্যের অস্তের পরে পুনরুদয় সম্বন্ধে একটি উপমামাত্র এবং রেভ, বন্দন, পরাবৃজ, ভুজ্যু প্রভৃতিকে অশ্বিদ্বয়

১ অনুবাদ—রমেশ ২ মহা:, অনুশাসনপর্ব—১৫০।৮১ ৩ অনুশাসনপর্ব—৬৫।১০

উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া গল্প আছে, সে কেবল এইরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে উপমা মাত্র। Muir এ মত সমর্থন করেন না।"[১]

অত্রিকে অগ্নিদাহ থেকে রক্ষা করার কাহিনীটিও সূর্যের রূপক বলে মনে করেছেন অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল,—"At the same time the legend of Atri may be reminiscence of a myth explaining restoration of the vanished sun."[২]

অশ্বিদ্বয়ের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত উপাখ্যানগুলি রূপক হোক বা না হোক—এ কথা সত্য যে, বৈদিক আর্যগণ চিকিৎসাবিদ্যায় যে অত্যাশ্চর্য শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন, তা দেবচিকিৎসক অশ্বিদ্বয়ে আরোপিত হয়েছে। কেউ কেউ অবশ্য অশ্বিদ্বয়কে খ্যাতনামা মনুষ্য বলেও গণ্য করেছেন। এরূপ অভিমতের কথা যাস্কর নিরুক্ত থেকেও জানা যায়। অশ্বিদ্বয়ের স্বরূপ আলোচনায় আমরা দেখেছি যে তাঁরা উষাভাগের অনুদিত সূর্য এবং তৎকালে প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নি। সূর্যাগ্নির রোগবীজাণু নাশের যে শক্তি আছে, সেই শক্তিকেই অশ্বি বা অশ্বিনীকুমার নামে অভিহিত করা হয়েছে। সূর্য এবং অগ্নির রোগ প্রতিষেধ করার শক্তিকে কে অস্বীকার করবে? বেদে-পুরাণে, এমন কি বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যেও সূর্য কুষ্ঠরোগ আরোগ্যকারী বলে প্রসিদ্ধ। অশ্বিদ্বয় সম্পর্কে অধ্যাপক Gold Stuker-এর অভিমত প্রণিধানযোগ্য: "The myth of the Aswins is one of that class of myths in which two distinct elements, the cosmical and the human or historical. have gradually blended into one . The historical or human element in it, I believe, is represented by those legends which refer to the wonderful cures effected by the Asvins, and to their performances of a kindered sort; the cosmical element is that relating to their luminions nature. The link which connects both seems to be a mysteriousness of the nature and effects of light of the healing art at a remote antiquity. It would appear that these Asvins like Ribhus were originally mortals, who in course of time were translated into the companionship of the gods."[৩]

অশ্বিদ্বয় মূলতঃ ছিলেন মনুষ্যবিশেষ, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। অশ্ব বা

---

১ রমেশচন্দ্র দত্ত—ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ ১ম, পৃঃ ২৬৪, ১।১১৬।১০ ঋকের টীকা

২ Vedic Mythology—page 53 ৩ Chamber's Encyclopaedia

কিরণসমন্বিত সূর্য ও অগ্নির প্রভাতকালীন আবির্ভাব 'অশ্বিন্' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল এবং সূর্যাগ্নির রোগনাশকতা অশ্বিদ্বয়ে আরোপিত হওয়ায় অশ্বিদ্বয় দেববৈদ্য নামে প্রসিদ্ধ হন। পরে বৈদিক ঋষিদের উদ্ভাবিত চিকিৎসাবিদ্যায় পারংগমতা দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের চরিত্রে সংযোজিত হয়েছে।

অনেক পাশ্চাত্যপণ্ডিতের মতে চ্যবনের জরামুক্তির মত অশ্বিযুগলের সকল কর্মই সূর্যের গুণাবলীর মানবিক প্রকাশ। "The opinion of Bergaigne and others that the various miracles attributed to the Asvins are anthropomorphised forms of solar phenomena (the healing of the blind man thus meaning the release of the sun from darkness)....[১]

বেদে অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেমন দেববৈদ্য, তেমনি সূর্য, অগ্নি এবং রুদ্রও রোগ ও বিষনাশক।

সূর্য সম্পর্কে ঋগ্বেদ বলেছেন—

উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ।

দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্মো অহং দ্বিষতে বধম্॥[২]

—বিশ্বের শক্তি নিয়ে এই সূর্য উদিত হচ্ছেন। তিনি আমাদের হিংসকগণকে হিংসা করেন। তিনি আমাদের অনিষ্টকারী রোগ বিনাশ করুন।

শুক্লযজুর্বেদে অগ্নি বিষ নাশ করেন। ঋষি প্রার্থনা করেছেন অগ্নির কাছে—"অবিষং নঃ পিতুং কৃণু।"

—হে অগ্নি তুমি আমাদের পানীয় বিষশূন্য কর।

রুদ্র ত ঔষধের কর্তা, তাঁর হাতেই ঔষধ থাকে—তিনিই রোগ আরোগ্য করেন। রুদ্রের রোগারোগ্যকারিতা সম্পূর্ণ ই দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয়ের উপরে আরোপিত হয়েছে। সূর্যের কুষ্ঠরোগমুক্তির শক্তি পরবর্তীযুগে প্রচলিত থাকলেও বাঙ্গালাদেশে ধর্মরাজের চরিত্রে সংক্রমিত হয়েছে।

'অশ্বিদ্বয়ের এক নাম নাসত্য। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন যে নাসত্য শব্দটি এসেছে গত্যর্থক 'নস্' ধাতু থেকে। তাঁর মতে গতিশীলতার প্রতীক বা গতিশক্তিই নাসত্য। "I take it form nas to move. We must remember that the Aswins are riders on the horse, that they are described often by epithets of motion, 'Swift-footed' 'fierce-moving in

১ Vedic Mythology—page 53 ২ ঋগ্বেদ—১০।৮০।১৩

their paths' that Castor and Pollux in Gaeco-Latin Mythology protect sailors in their Voyages and save them in storm and ship-wrek and that in the Ṛgveda also they are represented as powers that carry over the Ṛishis as in a ship or save them from drowning in the Ocean. Nāsatya may therfore very well mean lords of voyage, journey or powers of movement "[১]

শ্রীঅরবিন্দের মতে অশ্বিদ্বয় গতিশক্তি এবং আলোকশক্তিও। সুতরাং পরোক্ষভাবে অশ্বিদ্বয়কে সূর্যাগ্নিরূপী বলে গণ্য করা যায়। তিনি লিখেছেন, "Aswins are both 'hiranyavartini' and 'rudravartani', because they are both powers of Light and nervous force ; in the former aspect they have a bright gold ornament, in the latter they are violent in their movement."[২]

পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী অশ্বিদ্বয়কে ভগবানের বিভূতি বলে গ্রহণ করেছেন ; —এই দুটি বিভূতি আধি অর্থাৎ মানসিক রোগ এবং ব্যাধি অর্থাৎ দৈহিক রোগ নিবারণী শক্তি।

"দুই দিক হইতে দুইভাবে ভগবানের বিভূতি প্রকাশ পাইয়া মানুষকে রক্ষা করিতেছে, সেই বিভূতিকেই অশ্বিদ্বয় নামে অভিহিত করা যায়।"[৩]

দুর্গাদাস আরও পরিষ্কার ভাবে বলেছেন, "বৈদ্য বলিলে দুইটি ভাব মনে আসে, যিনি দেহের চিকিৎসা করেন, যিনি মনের চিকিৎসা করেন…অশ্বিদ্বয় নামে সেই দুই ভাবের, সেই দ্বিবিধ ব্যাধির শান্তিকারক অর্থ প্রকাশ পাইতেছে…।

যমজ সন্তানের সার্থকতাও দুইভাবে দুই ব্যাধির সম্বন্ধসূত্রে উপলব্ধ হয়। কারণ দৈহিক ব্যাধি ও মানসিক ব্যাধি—দুই-এর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।"[৪]

অশ্বিদ্বয়কে ঈশ্বরের শক্তি বললেও আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে বিরোধ হয় না। কারণ, পূর্বেই দেখেছি যে সূর্যাগ্নির তেজোরূপী সর্বব্যাপী অনন্ত চিৎশক্তি আত্মা বা প্রাণরূপে বিভাসিত। আর সেই চৈতন্যরূপী প্রাণশক্তিই ত রূপে রূপে প্রকাশিত।

সরণ্যু—অশ্বিদ্বয় বিবস্বান্ বা সূর্যের পুত্র। কিন্তু তাঁদের মাতা সরণ্যু। সরণ্যু সম্পর্কেও পণ্ডিতরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের অভিমত পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ঊষাই সরণ্যু।

১ On the veda, page 93 ২ On the veda, page 94

৩ দুর্গাদাস সম্পাদিত ঋগ্বেদ, ১ম খণ্ড, ১।৩০।১৭ ঋকের ভাষ্য, পৃঃ ১৪১

৪ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ৮৩

"আলোক বা রশ্মিসমূহকে ঋগ্বেদে সর্বদাই অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সূর্য ও ঊষাকে অশ্বযুক্ত বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অশ্বিন্ শব্দেরও সেই অর্থ, অশ্বযুক্ত অর্থাৎ আলোকযুক্ত। পরবর্তী উপাখ্যান: সূর্য ও ঊষা অশ্ব ও অশ্বিনীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং অশ্বিনীদ্বয় তাঁহাদেরই পুত্র।

...ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর সহিত বিবস্বানের বিবাহ হয় এবং সরণ্যু অশ্বিদ্বয়কে প্রসব করিয়া ত্যাগ করেন।

"বিবস্বান অর্থ সূর্য এবং সরণ্যু ঊষা"[১]

রমেশচন্দ্র আচার্য যাস্কের মত অনুসরণ করেছেন। যাস্ক লিখেছেন, "রাত্রিরাদিত্যস্যাদিত্যোদয়ে অন্তর্ধীয়তে।"[২]

—রাত্রি অর্থাৎ রাত্রির অংশবিশেষ ঊষা আদিত্যের পত্নী, আদিত্যের উদয়ে ঊষা অন্তর্হিত হয়।

যাস্কের এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বলেই মনে করি। একই সূর্য যেমন অবস্থা-বিশেষে কখনও ত্বষ্টা, কখনও ত্বষ্টার পুত্র সূর্য, আবার কখনও সূর্যপুত্র অশ্বিন্, তেমনি একই ঊষা কখনও সূর্যের মাতা, কখনও পত্নী, আবার কখনও ভগিনী। সূর্যের আবির্ভাবের পরই সরণ্যুরূপিণী ঊষা অন্তর্হিত হন, তখন অশ্বরূপী সূর্যকিরণের সঙ্গে মিলনে ঊষার গর্ভে আদিত্য ও যজ্ঞাগ্নির জন্ম হয়। এই সত্য ঋগ্বেদেও বর্ণিত হয়েছে। ঋগ্বেদ বলেছেন যে ঊষা, সূর্য, অগ্নি ও যজ্ঞকে জন্ম দিয়েছেন—অজীজনন্ত্, সূর্যং যজ্ঞমগ্নিং...।[৩]

অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইবার পর ঊষার উদয় হয় এবং ঊষা ক্রমে আদিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। প্রভাত সময় সমুপস্থিত দেখিয়া সর্বপ্রাণী স্ব স্ব কর্তব্যে অবহিত হয়। ঊষা আদিত্যের মাতৃভূতা—সহস্থানতা নিবন্ধন ঊষা আদিত্যের সহচারিণী এবং ঊষার রসহরণ করেন আদিত্য। সন্তান যেমন মাতার স্তন্য হরণ করে, ঊষা আবার আদিত্যের জায়া—জায়াতে যেরূপ পতি অভিগত হয়, ঊষাতেও আদিত্য সেইরূপ অভিগত হইয়া থাকেন। আদিত্যের প্রকাশে ঊষা প্রোৎসারিত হয় এবং অন্তর্ধান ঘটে।[৪]

সরণ্যু শব্দের অর্থ কি? যাস্ক বলেন, "সরণ্যু সরণাৎ।"—গত্যর্থক সৃ ধাতু থেকে সরণ্যু শব্দ নিষ্পন্ন। যে সরণ করে বা গমন করে সে-ই সরণ্যু। "উষঃপ্রভা

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম, পৃঃ ৭, ১।২।২ ঋকের টীকা ২ নিরুক্ত—১২।১২।৩
৩ ঋগ্বেদ—৭।৭৮।৩ ৪ নিরুক্ত—(ক বি)—পৃঃ ১২৮৫

যখন সূর্যের প্রতি নিজেকে পরিচালিত করিয়া সূর্যের সহিত অবিভক্তভাবে প্রতীত হয়, তখনই তাহার নাম হয় সরণ্যু। সরণ্যু সূর্যসহচারিণী উষঃপ্রভা, বৃষাকপায়ীর পরবর্তিনী ; অরুণোদয়োত্তরকালীন উষাই সরণ্যু।"[১]

সরণ্যু উষা বা রাত্রি অবসানকালীন সূর্যালোক। তিনিই অশ্বরূপী সূর্যকিরণের সংস্পর্শে উদয়পূর্বকালীন অর্থাৎ জীবচক্ষুর গোচরীভূত হওয়ার পূর্বাবস্থায় সূর্য এবং তৎকালে প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নিকে প্রসব করেছিলেন। সরণ্যু ও সরমা একই বস্তুর নামান্তর।

অশ্বিদ্বয়ের একজনের নাম নাসত্য ও আর একজনের নাম দস্র। কখনও কখনও দুটি শব্দকেই দ্বিবচনে ব্যবহার করা হয়েছে—'দস্রৌ, 'নাসত্যৌ' রূপে। এ ক্ষেত্রে দ্বিবচনান্তক প্রয়োগে দুই যুগ্ম দেবকে একসঙ্গে বোঝানো হয়েছে। অমরেশ্বর ঠাকুর দস্র শব্দের অর্থ করেছেন, দর্শনীয়।[২]

সায়নাচার্য বলেছেন, দস্র শব্দের অর্থ শত্রুধ্বংসকারী। "শত্রুণামুপক্ষয়িতারৌ যদ্বা দেববৈদ্যত্বেন রোগানামুপক্ষয়িতারৌ, অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ ইতি শ্রুতেঃ।"[৩]

নাসত্য শব্দের অর্থ সম্বন্ধে যাস্ক লিখেছেন, "সত্যাবেব নাসত্যাবিত্যৌর্ণবাভঃ। সত্যস্য প্রণেতারাবিত্যাগ্রায়ণঃ, নাসিকাপ্রভবৌ বভূবতুরিতি।"[৪] —ঔর্ণবাভ আচার্যের মতে এঁরা সত্য অর্থাৎ অসত্য নন, এইজন্যই নাসত্য। নিরুক্তকার আগ্রায়ণ মনে করেন যে এঁরা সত্যের (জল বা যজ্ঞের) স্রষ্টা ; ঐতিহাসিকগণের মতে নাসিকাজাত বলেই এঁরা নাসত্য।

বেদে অগ্নি ও সূর্যকে ঋত বা সত্য বলা হয়েছে। ঋত বা সত্যস্বরূপ উষাতনয় উদয়পূর্বকালের সূর্যাগ্নি যথার্থই অন্ধকাররূপ শত্রু বা রোগনাশক দস্র এবং নাসত্য নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

সরণ্যু এবং অশ্বিদ্বয়ের মধ্যে অনেক পণ্ডিত গ্রীক্ দেবদেবীর প্রতিরূপতা লক্ষ্য করেছেন। রমেশচন্দ্র লিখেছেন, "গ্রীক্ দেবী Erynys সরণ্যুর রূপান্তর মাত্র, এবং সরণ্যু যেরূপ অশ্বীরূপ ধারণ করিয়া অশ্বিদ্বয়কে জন্ম দিয়াছিলেন, গ্রীক্ Erynys Demeter-ও সেইরূপ অশ্বীরূপ ধারণ করিয়া Areion ও Despoina নামক দুই সন্তানকে প্রসব করিয়াছিলেন।"[৫]

---

১ নিরুক্ত—পৃঃ ১২৮০ ২ নিরুক্ত (ক. বি.)—পৃঃ ৭৮৭

৩ ঋগ্বেদ—১।১১৭।২১ ঋকের ভাষ্য ৪ নিরুক্ত—৬।১৩।৩

৫ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ৬০, ১।২০।৬ ঋকের টীকা

দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন, "গ্রীসদেশের পৌরাণিক কাহিনীতে 'ক্যাষ্টর' ও 'পোলক্স্' নামক দুই দেবতার বিষয় বিবৃত আছে। অশ্বিদ্বয়ের সাদৃশ্য তাঁহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন ক্যাষ্টর ও পোলক্স্ অশ্বিদ্বয়ের অনুস্মৃতি মাত্র।"[১]

অশ্বিদ্বয়ের অনুরূপ Apollo নামে এক গ্রীক্ দেবতা দেববৈদ্যরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এপোলোর একটি যমজ ভগ্নী ছিল Artemis নামে। "The Hellenes therefore worshipped Apollo as a god of medicine and prophecy. ···They called him a twin brother of Artemis, Goddess of childbirth.[২]

দেববৈদ্য এপোলো ও অশ্বিদ্বয়ের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

অশ্বিদ্বয়ের বাহন—অশ্ব অশ্বিদ্বয়ের বাহন। কিন্তু অশ্বিদ্বয়ের বাহনরূপে গর্দভেরও উল্লেখ রয়েছে।

কদা যো গো বাজিনো বাসভস্য যেন
যজ্ঞং নাসত্যোপযাথঃ ॥[৩]

—বলবান গর্দভ কখন তোমাদের রথে যুক্ত হয়? যদ্দ্বারা আমাদের যজ্ঞে আগমন কর।[৪]

তদ্রাসভো নাসত্যা সহস্রমাজা যমস্য প্রধান জিগায়।[৫]

—তোমাদের প্রিয় গর্দভ যমের প্রিয় সহস্র যুদ্ধে জয় করিয়াছিল।[৬] নিঘণ্টুতেও গর্দভ অশ্বিদ্বয়ের রথের বাহক।[৭]

সূর্যার বিবাহ—অশ্বিদ্বয় সম্পর্কে একটি প্রচলিত উপাখ্যান এই যে তাঁরা একত্রে সূর্যের কন্যা সূর্যাকে বিবাহ করেছিলেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলান্তর্গত পঞ্চাশীতি সূক্তে সূর্যা ও অশ্বিদ্বয়ের বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

সূর্যায়া অশ্বিনা বরাগ্নিরাসীৎ পুরোগবঃ।[৮]

—অশ্বিদ্বয় সূর্যার বর হইলেন, অগ্নি অগ্রগামী দূতস্বরূপ হইলেন।[৯]

সোমো বধুয়ুরভবদশ্বিনা স্তামুভা বরা।

---

১ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ৮৩

২ Gseek Myths, vol. I (Penguine)—Robert Graves, page 57

৩ ঋগ্বেদ—১।৩৪।৯ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১।১১৬।২

৬ অনুবাদ—ঋগ্বেদ ৭ নিঘণ্টু—১।১৪ ৮ ঋগ্বেদ—১০।৮৫।৮

৯ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

সূর্যাং যৎপত্যে শংসন্তীং মনসা সবিতা দদাৎ ॥
মনো অস্যা অন আসীদ্দ্যৌরাসীদুত ছদিঃ ।
শুক্রাবনড্বাহাবাস্তাং যদয়াৎ সূর্যা গৃহম্ ॥[১]

—সূর্যা মনে মনে পতি প্রার্থনা করিতেছিলেন, তাহাতে সূর্য যখন সূর্যাকে সম্প্রদান করিলেন, তখন সোম তাঁহার বিবাহার্থী ছিলেন, কিন্তু অশ্বিদ্বয়ই তাঁহার বরস্বরূপে পরিগৃহীত হইলেন।

মনই তাঁহার শকট হইল, আকাশই ঊর্ধ্বাচ্ছাদন হইল। দুই শুক্র (অর্থাৎ দুটি শুকতারা) তাঁহার শকটবাহী হইল, এইরূপে সূর্যা পতির গৃহে গমন করিলেন।[২]

যদশ্বিনা পৃচ্ছমানাবযাতং ত্রিচক্রেণ বহতুং সূর্যায়াঃ।
বিশ্বে দেবা অনু তদ্বামজানন্ পুত্রঃ পিতরাববৃণীত পূষা ॥[৩]

—হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যখন ত্রিচক্রযুক্ত রথে আরোহণপূর্বক জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সূর্যার বিবাহদান গ্রহণ করিলে তখন সকল দেবতা তোমাদিগের সেই গ্রহণকার্য অনুমোদন কবিলেন, পূষা তোমাদিগের পুত্র হইয়া তোমাদিগকে কন্যাব বরস্বরূপ বরণ করিলেন।[৪]

আ যদ্বাং সূর্যা রথং তিষ্ঠদ্রঘুষ্যদং সদা।
পরি বামরুষা বয়ো ঘৃণা বরন্ত আতপঃ ॥[৫]

—হে অশ্বিদ্বয়! যৎকালে (তোমাদিগের পত্নী) সূর্যা তোমাদিগের সর্বদা দ্রুতগামী রথে আরোহণ করেন, তৎকালে দীপ্তিশালী সমুদিত সূর্যের আতপসকল বিস্তৃত হয়।[৬]

আ বাং পতিত্বং সখ্যায় যোবাবৃণীত জেন্যা যুবাং পতী।[৭]

—কুমারী (সূর্যা) এইরূপে বিজিত হইয়া সখ্যতাহেতু আসিয়া 'তোমরা আমার পতি' এই বলিয়া তোমাদের পতিত্ব স্বীকার করিলেন।[৮]

আ বাং রথং দুহিতা সূর্যস্য কার্ষ্মেব াতিষ্ঠদর্বতা জয়ন্তী।
বিশ্বে দেবা অন্বমন্যন্ত হৃদ্ভিঃ সমু শ্রিয়া নাসত্যা সচেথে ॥[৯]

—হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের শীঘ্রগামী অশ্ব থাকায় সূর্যের দুহিতা বিজিত

---

১ ঋগ্বেদ—১০।৮৫।৯-১০ ২ তদেব ৩ ঋগ্বেদ—১০।৮৫।১৪
অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—৫।৭৩।৫ ৬ অনুবাদ—তদেব
ঋগ্বেদ—১।১১৯।৫ ৮ অনুবাদ—তদেব ৯ ঋগ্বেদ—১।১১৬।১৭

হইয়া তোমাদের রথে আরোহণ করিলেন, সে রথ কার্ম্মের (ঘোড়দৌড় পথের সীমাচিহ্নরূপ কাষ্ঠ) ন্যায় সকল দেবগণের হৃদয়ের সহিত ইহা অনুমোদন করিলেন; হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা সম্পদ প্রাপ্ত হইলে।[১]

এই ঋকটির একটি ইংরাজী অনুবাদ: "The daughter of the Sun mounted your chariot like one who has won the goal with the horse. All the gods approved with their hearts, you O Nāsatyas, indeed are united with glory."[২]

আচার্য সায়ন এই ঋকটির ভাষ্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ থেকে একটি উপাখ্যান উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত ব্রাহ্মণে আছে: "সবিতা স্ব-দুহিতরং সোমায় রাজ্ঞে প্রদাতু-মৈচ্ছৎ। তাং সূর্যাং সর্বে দেবা বরয়ামাসুঃ। তেহন্যোন্যমূচুঃ। আদিত্যমবধিং কৃত্বাজিং ধাবামঃ। নোহস্মাকং মধ্য উজ্জেষ্যতি, তস্যেয়ং ভবিষ্যতীতি। তত্রা-শ্বিনাবুদজয়তাম্। সা চ সূর্যা জিতবতোস্তয়ো রথমারুরোহ। তত্র প্রজাপতির্বৈ সোমায় রাজ্ঞে দুহিতরং প্রাযচ্ছৎ।"[৩]

সবিতা নিজের কন্যা সোমরাজাকে প্রদান করতে ইচ্ছা করেছিলেন। সকল দেবতাই সূর্যাকে বরণ করতে অভিলাষী হয়েছিলেন। তাঁরা পরস্পরকে বললেন, আমরা আদিত্য পর্যন্ত দৌড়াব। আমাদের মধ্যে যিনি জয়ী হবেন এই সূর্যা তাঁরই হবেন। অশ্বিদ্বয় জয়লাভ করলেন। বিজয়ী অশ্বিদ্বয়ের রথে সেই সূর্যা আরোহণ করলেন। প্রজাপতি সোমরাজাকে নিজ কন্যা দান করেছিলেন।

সূর্যের কিরণরূপা বা তেজোরূপা যিনি, তিনিই সূর্যের পত্নী। সূর্য থেকে জাত বলে তিনিই সূর্যের কন্যা সূর্যা। উষাকালে কিরণময়ী শক্তির প্রথম আবির্ভাব। তাই সূর্যের কিরণময়ী উষা কখনও সূর্যের পত্নী, কখনও সূর্যের কন্যা। সরণ্যু সরমা ও উষা একই বস্তু। সূর্যাও এঁদের সঙ্গে অভিন্না। অশ্বিদ্বয়ের রথ সূর্য-মণ্ডল ভিন্ন আর কিছুই নয়। সুতরাং সূর্যাকে অশ্বিদ্বয় সূর্যমণ্ডলে বহন করেন। সেই পথের ঊর্ধ্বভাগের আচ্ছাদন আকাশ। অশ্বিদ্বয়ের পুত্র পূষা (উদয়কালের পরবর্তী অবস্থায় সূর্য) এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। সোম ছিলেন সূর্যার পাণি-প্রার্থী। সোম বা চন্দ্র উষাকালে সূর্যতেজ প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু জয়ী হলেন প্রাক্-উদয়কালীন সূর্যাগ্নি অশ্বিযুগল। সোম সূর্য পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলেন না। তখন যে প্রভাত সমাগত। সূর্যালাভের অধিকারী হলেন অশ্বিদ্বয়।

---

১ অনুবাদ—তদেব ২ Dr. K. C. Chatterjee—Vedic Selections, vol. II
৩ ঐতরেয় ব্রাঃ—১৩।৭

যাস্ক বলেছেন, সূর্যা সূর্যের পত্নী—"সূর্যা সূর্যস্য পত্নী। এষৈবাভিসৃষ্টকালতমা।"[১] —সূর্যা সূর্যের পত্নী। এই উষাই কাল গত হলে সূর্যোদয়কালের নিকটবর্তিনী হয়ে সূর্যা হয়ে থাকেন।

যাস্কের বক্তব্য বিশ্লেষণ করেছেন অমরেশ্বর ঠাকুর: "উদয়-প্রাক্‌ক্ষণবর্তী আদিত্যের নাম সূর্য—তৎ সহচারিণী উষঃপ্রভা সূর্যা। কাজেই আচার্য বলিতেছেন-উষাই কালাতিক্রমে সূর্যোদয়ের প্রতি নিকটবর্তিনী হইয়া সূর্যা নামে অভিহিতা হন। মোটের উপর অরুণোদয় পূর্ববর্তিনী অধিকতর প্রকাশসম্পন্না উষাই সূর্যা।"[২]

কৃষ্ণযজুর্বেদের ভাষ্যে মহীধরও সূর্যা অর্থে সূর্যপত্নীকে গ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণযজুর্বেদে আছে: সূর্যায়া উধোঽদিত্যা উপস্থে।

—সূর্যার স্তন বেদীরূপা পৃথিবীতে বর্তমান। এখানে মহীধর লিখেছেন, "সূর্যাশব্দেনোষা আদিত্যপত্নী বিবক্ষ্যতে।"

সূর্যার রথারোহণ যে সূর্যকিরণের সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ এ সত্য ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র থেকেও অনুভূত হয়।

সুকিংশুকং শল্মলিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সুবৃতং সুচক্রম্।
আরোহ সূর্যে অমৃতস্য লোকং স্যোনং পত্যে বহতুং কৃণুষ্ব॥[৩]

—হে সূর্যে, ত্রিলোক বিভাসক নির্মল সর্বরূপসম্পন্ন হিরণ্যোপমবর্ণ অথবা হিরণ্যবৎ বরণীয় শোভনগতি অথবা শোভনরশ্মি পরিবৃত সুদীপ্ত আদিত্যমণ্ডলে আরোহণ কর। পতিভূত আদিত্যের নিমিত্ত সুখকে বহতু বা মাঙ্গলিক দ্রব্য কর; অথবা সুখে সর্বপালক আদিত্যে অনুপ্রবেশ কর।[৪]

অনুবাদক এক্ষেত্রে মন্তব্য করেছেন, "সূর্যপ্রভাকে সূর্যমণ্ডল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঋষি বলিতেছেন; বাস্তবিকপক্ষে সূর্যপ্রভা ও সূর্যমণ্ডলের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ—সূর্যমণ্ডলে সূর্যপ্রভার অনুপ্রবেশ কল্পনা মাত্র।"[৫]

অশ্বিদ্বয় কর্তৃক সূর্যাবিবাহের সঙ্গে গ্রীক্ পুরাণের উপাখ্যানের সাদৃশ্য আছে। ম্যাক্‌ডোনেল লিখেছেন, "The Asvins, sons of Dyaus, who drive across the sky with their steeds and possess a sister, have a parallel in the two famous horsemen of Greek Mythology, sons

---

১ নিরুক্ত—১২।৭।৮ ২ নিরুক্ত—(ব.বি.)—পৃঃ ১২৭৪ ৩ ঋগ্বেদ—১০।৮৫।২০
৪ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৫ নিরুক্ত (ব.বি.)—পৃঃ ১২৭৫

of Zeus, brothers of Helena, and the two Lettic God's sons who riding on their steeds to woo the daughter of the Sun, either for themselves or the moon. In the Lettic myth the morning star is said to have come to look at the daughter of the Sun. As the two Asvins wed the one Surjā, so the two Lettic god-sons wed the one daughter of Sun, they two are rescuers from the ocean, delivering the daughter of the Sun or the Sun himself"[১]

অশ্বিদ্বয়ের যজ্ঞভাগ—দেববৈদ্যরূপে আহূত এবং স্তুত হলেও একসময়ে অশ্বিদ্বয়ের যজ্ঞভাগ ছিল না। ঋক্ সংহিতায় এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও কৃষ্ণযজুর্বেদে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। কৃষ্ণযজুর্বেদ বলছেন, "আশ্বিনানগ্রান্ গৃহ্নীতাহনুজাবরোঽশ্বিনৌ বৈ দেবানামনুজাবরৌ পশ্চেবাগ্রং পর্যৈতামশ্বিনাবেতস্য দেবতা য আনুজাবরস্তাবেবৈনমগ্রং পরিণয়ত···।"[২]

—আশ্বিন শস্ত্রসমূহ (অশ্বিদ্বয় সম্পর্কিত যাগকর্ম) অগ্রে গ্রহণ করবে। অশ্বিদ্বয় অনুজ এবং অবর। তাঁরা দেবতাদের অনুজাবর, পশ্চাদ্‌বর্তী হলেও অগ্রে তাঁদের গ্রহণ করবে, অশ্বিদ্বয় এই যজ্ঞের দেবতা; যাঁরা অনুজাবর তাঁদেরই অগ্রে গ্রহণ করতে হবে।

ভাষ্যকার মহীধর বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন: "স্বয়ং সর্বেষামগ্রজত্বেন পূজ্যঃ সন্নপ্যনুজবদবরো ভূত্বা যঃ সর্বৈস্তিরস্ক্রিয়তে সোঽয়মনুজাবরঃ। স চাশ্বিনং গ্রহং প্রথমং প্রযুজ্য পশ্চাদৈন্দ্রবায়বাদীন্ প্রযুঞ্জীত। দেবানাং মধ্যেঽশ্বিনাবানুজাবরৌ স্বয়ং দেবত্বেন পূজ্যৌ সন্তাবপি ভিষক্ত্বেনাবরত্বমাপন্নৌ···তথাবিধাবশ্বিনৌ পশ্চাৎ কালান্তরেঽগ্রমিব পর্যৈতাং শ্রেষ্ঠতামেব প্রাপ্তবন্তৌ। এবং সতি য অনুজাবরো-ঽস্ত্যেতস্য সমানস্বভাবত্বাদশ্বিনৌ দেবতা। তদীয় গ্রহস্যাগ্রত্বে সত্যশ্বিনাবেবৈনং যজমানং শ্রৈষ্ঠ্যং প্রাপয়তঃ।"

—(অস্যার্থঃ) স্বয়ং সকলের পূজ্য হওয়া সত্ত্বেও যিনি অনুজতুল্য পশ্চাদ্বর্তী হয়ে সকলের দ্বারা তিরস্কৃত হন, তিনি অনুজাবর। সেই আশ্বিন যজ্ঞ প্রথমে প্রয়োগ করে পরে ইন্দ্র বায়ু প্রভৃতি দেবতাদের সম্পর্কে যাগ করবে। দেবতাদের মধ্যে অশ্বিদ্বয় অনুজাবর; দেবরূপে পূজ্য হওয়া সত্ত্বেও বৈদ্যরূপে অপকর্ষতাপ্রাপ্ত। ···এইরূপে অশ্বিদ্বয় কালান্তরে প্রধানরূপে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছিলেন। এইরূপে

১ Vedic Mythology—page 53 ২ কৃষ্ণ যজুঃ—৭।২।৭

যাঁরা অনুজাবর, দেবতাদের সমান স্বভাবপ্রাপ্ত হওয়ায় অশ্বিদ্বয় দেবতা। তাঁদের যাগকর্মে প্রথমত্বহেতু অশ্বিদ্বয় যজমানকে শ্রেষ্ঠতা প্রদান করে থাকেন।

মহাভারতে এবং পুরাণে এ বিষয়ের উপাখ্যানাদি বর্তমান। অশ্বিদ্বয় চ্যবন ঋষিকে জরামুক্ত করে নবযৌবন প্রদান করায় চ্যবন অশ্বিদ্বয়কে যজ্ঞভাগ প্রদানে কৃতসংকল্প হলেন। শর্যাতি রাজার যজ্ঞে মহর্ষি চ্যবন অশ্বিদ্বয়কে সোমের ভাগ দিতে উদ্যত হলে ইন্দ্র বাধা প্রদান করলেন। ইন্দ্র বললেন,

উভাবেতৌ ন সোমার্হৌ নাসত্যাবিতি মে মতিঃ।
ভিষজৌ দিবি দেবানাং কর্মণা তেন নার্হতঃ ॥[২]

—নাসত্যদ্বয় দেবতাদের ভিষক্, সেই কর্মের নিমিত্তই তাঁদের সোমভাগ দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং দেবদ্বয় যজ্ঞে সোমের ভাগী নয়,—এই আমার অভিমত।

ইন্দ্র অশ্বিদ্বয়কে যজ্ঞভাগ প্রদানোদ্যত চ্যবনকে বজ্রপ্রহারে উদ্যত হলে চ্যবন যজ্ঞাগ্নি থেকে মদাসুরকে উৎপন্ন করলেন। মদাসুর ইন্দ্রকে গ্রাস করতে উদ্যত হোল। তখন ইন্দ্র অশ্বিদ্বয়ের যজ্ঞভাগ স্বীকার করলেন।

সোমার্হাবশ্বিনাবেতাবদ্য প্রভৃতি ভার্গব।
ভবিষ্যতি সত্যমেতদ্বচো বিপ্র প্রসীদ মে ॥[৩]

স্কন্দপুরাণে (আবন্ত্যখণ্ড) চ্যবন অশ্বিদ্বয়কে সোমভাগ দিতে প্রস্তুত হওয়ায় ইন্দ্র বলেছিলেন :

ভিষজৌ দেবতানাং হি কর্মণা তেন গর্হিতৌ
আভ্যামর্থায় সোমং ত্বং প্রদাস্যসি যদি স্বয়ম্।
বজ্রং তে প্রহরিষ্যামি ঘোররূপং সুদারুণম্ ॥[৪]

দেবতাদের বৈদ্য, সুতরাং কর্মের দ্বারা নিন্দনীয়। তুমি যদি এঁদের সোম প্রদান কর, তবে আমি তোমাকে ভয়ংকর বজ্র দ্বারা প্রহার করবো।

চ্যবন শিবের আরাধনা করলেন। ইন্দ্র চ্যবনকে বজ্র প্রহারে উদ্যত হলে চ্যবনের আরাধিত শিবলিঙ্গ থেকে জ্বালা নির্গত হয়ে দেবগণকে দগ্ধ করতে থাকে। সেই অগ্নির ধূমে অন্ধপ্রায় দেবগণ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপায়ী করলেন।

---

১ মহাঃ, বনপর্ব—১২৪।৯ ২ তদেব—১২৫।৩ ৩ স্কন্দপুঃ, আবন্ত্যখণ্ড—৩০।৪০-৪১
৪ তদেব—৩০।৪৫-৪৭

এতস্মিন্নন্তরে জ্বালা নিঃসৃতা লিঙ্গমধ্যতঃ ॥
তস্মা দেবগণা সর্বে দহ্যমানা বিচেতসঃ।
প্রোচুর্গদ্‌গদয়া বাচা ধূমেনান্ধীকৃতেক্ষণাঃ।
ক্রিয়েতাং সোমপাবেতাবশ্বিনৌ বলসূদনঃ ॥[1]

তখন ইন্দ্র চ্যবনকে বললেন,

সোমপাবশ্বিনাবেতাবদ্য প্রভৃতি ভার্গব।
ভবিষ্যতঃ স্তুতৌ সর্বমেতৎ সত্যং ব্রবীমি তে ॥

—হে ভার্গব, আজ থেকে অশ্বিদ্বয় স্তুত হবেন এবং সোমভাগী হবেন, এই সত্য আমি বলছি।

অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে ইন্দ্রের বিরোধের কারণ কি? কারণ চিকিৎসাবৃত্তি। ঋগ্বেদে অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে ইন্দ্রের কোন বিরোধ নেই। বরং অশ্বিদ্বয় ইন্দ্রের সহায়ক ও রক্ষাকর্তা; এমন কি ইন্দ্রের গুণসম্পন্ন। মনে হয়, পরবৈদিক যুগে চিকিৎসা-বৃত্তিকে হীনবৃত্তি বলে গণ্য করা হয়েছে। কৃষ্ণযজুর্বেদের সময়েই এই মনোভাব প্রকট হয়েছে। মহাভারতে অশ্বিদ্বয়কে শূদ্র বলা হয়েছে:

অশ্বিনৌ তু স্মৃতৌ শূদ্রৌ তপস্যুগ্রে সমাস্থিতৌ।[2]

হীনবৃত্তিগ্রহণকারী যে বৈদ্যসমাজ—তাঁদের যিনি দেবতা, তিনি ইন্দ্রের সমকক্ষ হতে পারেন না, তাই এই বিরোধ।

১ স্কন্দপুঃ, আবন্ত্যখণ্ড—৩০।৪৮ ২ মহাঃ, শান্তিপর্ব—২০৮।২৪

মরুদ্‌গণ

মরুদ্‌গণের জন্ম—বিষ্ণু দিতির পুত্র হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন। দিতি ভাবলেন, বিষ্ণুর সহায়তায় ইন্দ্র উক্ত দানবদ্বয়কে বধ করেছেন। এইজন্যই তিনি ইন্দ্রঘাতী পুত্র কামনা করলেন।

হতপুত্রা দিতিঃ শক্রপার্ষ্ণিগ্রাহেণ বিষ্ণুনা।
মন্যুনা শোকদীপ্তেন জ্বলন্তী পর্যচিন্তয়ৎ ॥
কদা নু ভ্রাতৃহন্তারমিন্দ্রিয়াণামুল্বণম্।
অক্লিন্নহৃদয়ং পাপং ঘাতয়িত্বা শয়ে সুখম্ ॥[১]

—বিষ্ণুকে সহায় করে ইন্দ্র দিতির পুত্রকে বধ করায় দিতি শোকে উদ্দীপ্ত এবং ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে চিন্তা করলেন, ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত, ক্রূর, কঠিনহৃদয়, ভ্রাতৃহন্তা পাপী ইন্দ্রকে বধ করে কবে আমি সুখে শয়ন করবো!

ইন্দ্রহন্তা পুত্রকামনায় দিতি স্বামী কশ্যপের সেবা করলেন ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কশ্যপ পত্নীর সেবায় প্রীত হয়ে একান্ত উদ্বিগ্ন মনে বর দিলেন, 'তুমি অভিমত পুত্রলাভ করবে, যদি এইরূপ নিষ্ঠা সহকারে এক বৎসর ব্রতাচরণ করতে পারো; ব্রতাচরণে কোন প্রকার ত্রুটি হলে ঐ পুত্র ইন্দ্রহন্তা না হয়ে দেবগণের অনুগত হবে।

পুত্রস্তে ভবিতা ভদ্রে ইন্দ্রহা দেববান্ধবঃ।
সংবৎসরং ব্রতমিদং যদ্যঞ্জো ধারয়িষ্যসি ॥[২]

ইন্দ্র দিতির অভিপ্রায় জানতে পেয়ে ব্রতচারিণী দিতির সেবা করতে লাগলেন অতন্দ্রিতভাবে। অবশেষে একসময় দিতির ব্রতচারণার ত্রুটী লক্ষিত হোল। একদিন সন্ধ্যায় দিতি উচ্ছিষ্ট অবস্থায় আচমন ও পাদপ্রক্ষালন না করেই নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন।

একদা তু সন্ধ্যায়ামুচ্ছিষ্টা ব্রতকর্শিতা।
অস্পৃষ্টবার্য্যধৌতাঙ্ঘ্রিঃ সুষ্বাপ বিধিমোহিতা ॥[৩]

এই সুযোগে ইন্দ্র নিদ্রিতা দিতির গর্ভে যোগমায়ার সহায়তায় প্রবেশ করে গর্ভস্থ সুবর্ণবর্ণ সন্তানকে সাতখণ্ড করলেন। গর্ভস্থ শিশুরা রোদন করতে থাকায় ইন্দ্র তাদের প্রবোধ দিতে দিতে প্রতিটি খণ্ডকে আবার সাতখণ্ডে বিভক্ত করলেন।

১ শ্রীমদ্ভাগবত—৬।১৮।২৩-২৪ ২ শ্রীমদ্ভাগবত—৬।১৮।৪৫ ৩ শ্রীমদ্ভাগবত—৬।১৮।৬০

দিতেঃ প্রবিষ্ট উদরং যোগেশো যোগমায়য়া ॥
চর্কর্ত সপ্তধা গর্ভং বজ্রেণ কনকপ্রভম্।
রুদন্তং সপ্তধৈকৈকং মারোদিরিতি তান্ পুনঃ ॥[১]

এইভাবে দিতির সন্তানগণ উনপঞ্চাশভাগে বিভক্ত হলেন। কিন্তু বিষ্ণুর কৃপায় এঁরা জীবিত রইলেন। ইন্দ্র এদের স্বীয় পার্ষদ করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এক বৎসর পরে অগ্নিসদৃশ উনপঞ্চাশ দিতিপুত্র ভূমিষ্ঠ হলেন। এরা উনপঞ্চাশ মরুৎ। দিতির জিজ্ঞাসার উত্তরে ইন্দ্র অকপটে সত্য বলায় দিতি সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্রকে অনুমতি দিলেন পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে যেতে। ইন্দ্র হৃষ্টমনে মরুদ্‌গণকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গে প্রস্থান করলেন।

পদ্মপুরাণ (সৃষ্টিখণ্ড) অনুসারে কশ্যপপত্নী কুরূপা দিতি এক মহৎ ব্রতানুষ্ঠানের মহিমায় কশ্যপের বরে রূপলাবণ্যময়ী হয়ে উঠলেন। এর পরে দিতি ইন্দ্রবধের নিমিত্ত মহাশক্তিশালী পুত্রবর প্রার্থনা করলেন। কশ্যপ আপস্তম্ব কথিত পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করলেন; 'ইন্দ্রশত্রু জন্মগ্রহণ করুক' বলে তিনি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করলেন।

আপস্তম্বীং ততশ্চক্রে পুত্রেষ্টিং দ্রবিণাধিকাম্।
ইন্দ্রশত্রো ভবস্বেতি জুহাব চ হবিস্বরন্।[২]

দিতির গর্ভাধান হোল কশ্যপ পত্নীকে শতবৎসর যাবৎ শুদ্ধাচারে থাকার নির্দেশ দিলেন। শতবর্ষ পূর্ণ হতে যখন মাত্র তিন দিন বাকী সেই সময়ে ছিদ্রান্বেষী ইন্দ্র দিতির সামান্য অসাবধানতার সুযোগে দিতির গর্ভে প্রবেশ করলেন এবং গর্ভস্থ সন্তানকে উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত করলেন।

ততো শতবর্ষান্তে সা ন্যূনে তু দিবসৈস্ত্রিভিঃ ॥
মেনে কৃতার্থমাত্মানং প্রীত্যা বিস্মিতমানসা।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং শয়ানা মুক্তমূর্ধজা ॥
নিদ্রাভর-সমাক্রান্তা দিবাপরাশয়াঃ কচিৎ।
ততস্তদন্তরং লব্ধা প্রবিশ্যান্তঃ শচীপতিঃ ॥
বজ্রেন সপ্তধা চক্রে তং গর্ভং ত্রিদশাধিপঃ।
ততঃ সপ্ত তে জাতাঃ কুমারাঃ সূর্যবর্চসঃ ॥

---

১ ভাগবত—৬।১৮।৬১-৬২ ২ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৭।৩৫

রুদন্তঃ শপ্ত তে বালা নিষিদ্ধা দানবারিণা ।
ভূয়োঽপি রুদমানাং স্তানেকৈকান্ সপ্তধা হরিঃ ॥
চিচ্ছেদ বজ্রহস্তো বৈ পুনস্তূদর সংস্থিতান্ ।
এবমেকোনপঞ্চাশদ্ভূত্বা তে রুরুদুর্ভৃশম্ ॥
ইন্দ্রো নিবারয়ামাস মা রুদধ্বং পুনঃ পুনঃ ।[১]

—তারপর শতবর্ষের শেষে তিনদিন মাত্র অবশিষ্ট থাকাকালীন দিতি আনন্দে বিস্মিত মনে নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন। তিনি কেশ মুক্ত করে পা না ধুয়েই শয়ন করে দিবাভাগেই বিপরীত দিকে মস্তক করে কোন সময়ে নিদ্রিত হয়ে পড়লেন। তদনন্তর ইন্দ্র সুযোগ পেয়ে তাঁর দেহমধ্যে প্রবেশ করে তাঁর গর্ভ সাত ভাগে বিভক্ত করলেন। ফলে সূর্যকিরণ সদৃশ কুমারগণ সাত অংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। ক্রন্দনরত সেই বালকদের দানবারি ইন্দ্র নিষেধ করা সত্ত্বেও তাঁরা আরও বেশী রোদন করতে থাকায় ইন্দ্র বজ্রহস্তে এক একটিকে পুনরায় সাত ভাগে বিচ্ছিন্ন করলেন। গর্ভস্থিত শিশুরা উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত হয়ে আরও প্রবল ভাবে কাঁদতে লাগলেন, ইন্দ্রও 'রোদন কোরো না, রোদন কোরো না' বলে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করলেন।

যেহেতু ইন্দ্র এই গর্ভস্থ শিশুদের 'রোদন কোরো না, রোদন কোরো না' বলেছিলেন, সেইজন্য এঁদের নাম হোল মরুৎ।

মহাত্মা রুদ ইত্যুক্তা রুদন্তো গর্ভসম্ভবাঃ ।
মরুতো নাম তে নাম্না ভবন্তু সুখভাগিনঃ ॥[২]

পদ্মপুরাণের অপর অংশে (ভূমিখণ্ড) এই একই উপাখ্যান কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভাবে পরিবেশিত হয়েছে। বলাসুর ও বৃত্রাসুর নিহত হলে বিলাপরতা দিতিকে কশ্যপ ইন্দ্রহন্তা অপর একটি পুত্র প্রদানে সম্মত হলেন। তিনি বললেন, দিতিকে শুচি হয়ে শতবৎসর তপস্যা করতে হবে। কশ্যপ ও দিতি তপস্যার নিমিত্ত মেরু প্রদেশে গমন করলেন। ইন্দ্র পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় ব্রাহ্মণ যুবকের বেশে দিতির সেবা করতে লাগলেন এবং নিরানব্বইতম বৎসরে দিতির আচরণে ছিদ্র পেয়ে দিতির শরীরে প্রবেশ করলেন।

ঊনে বর্ষশতে তস্যা দদর্শান্তরমচ্যুতঃ ॥
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং দিতিঃ শয়নমাবিশৎ ।

১ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৭।৫৪।৬০ ২ পদ্মপুঃ সৃষ্টিখণ্ড—৭।৬৪

শয্যান্তে সা শিরঃ কৃত্বা মুক্তকেশাতিবিহ্বলা ॥
নিদ্রামাহারয়ামাস তস্যাঃ কুক্ষিং প্রবিশ্য সঃ।
বজ্রপাণিস্ততোগর্ভং সপ্তধা বিচকর্ত হ ॥
বজ্রেণ তীক্ষ্ণ ধারেণ রুরোদ উদরে স্থিতঃ।
স গর্ভস্তত্র বিপ্রেন্দ্রা ইন্দ্রহস্তগতেন বৈ ॥
রুদমানং মহাগর্ভং তমুবাচ পুনঃ পুনঃ।
শতক্রতুর্মহাতেজা মা রোদীরিত্যভাষত ॥
সপ্তধা কৃতবান্ শক্রস্তং গর্ভং দিতিজং পুনঃ।
একৈকং সপ্তধা ছিত্বা রুদমানং স দেবরাট্ ॥
ততো বৈ জাতাস্ত মরুতো দেবা সর্বে মহৌজসঃ।
যথা ইন্দ্রেণ বৈ প্রোক্তা বভুবুর্মরুতস্তথা ॥[১]

—উনশতবর্ষে ইন্দ্র তাঁর ছিদ্র দেখতে পেলেন। পাদ প্রক্ষালন না করে শয্যার প্রান্তে আলুলায়িত কুন্তল মস্তক রেখে দিতি নিদ্রায় অভিভূত হয়েছিলেন। বজ্রহস্ত ইন্দ্র সেই সুযোগে তাঁর উদরে প্রবেশ করে গর্ভকে সাত ভাগে ছিন্ন করলেন। তীক্ষ্ণধার বজ্রের আঘাতে ছিন্ন উদরস্থিত গর্ভ রোদন করতে সুরু করলেন। ইন্দ্রহস্তগত রোরুদ্যমান গর্ভকে মহাতেজা ইন্দ্র 'কেঁদো না' বলেছিলেন। দেবরাজ দিতির গর্ভে এক এক ভাগকে পুনরায় সাতভাগে বিচ্ছিন্ন করলেন।

এইভাবে উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত দিতির গর্ভ 'মা রুদ' ইন্দ্রের এই বাক্য অনুসারে মরুৎ নাম প্রাপ্ত হয়ে ইন্দ্রকেই আশ্রয় করেছিলেন।

অতিবীর্যমহাকায়াস্তীব্রতেজঃপরাক্রমাঃ।
একোনাশ্চ বভুবুস্তে পঞ্চাশন্মরুত স্ততঃ ॥
মরুতো নাম তে খ্যাতা ইন্দ্রমেব সমাশ্রিতাঃ।
ভুতানামেব সর্বেষাং রোচয়ন্তঃ গণং মহৎ ॥[২]

—অতি শক্তিশালী বিরাটাকৃতি তীব্রতেজ ও পরাক্রমশালী একোনপঞ্চাশৎ মরুৎ জন্মেছিলেন, তাঁরা মরুৎ নামে খ্যাত হয়ে ইন্দ্রকে আশ্রয় করেছিলেন। এই মহান্ গণদেবতা সকল প্রাণীর আনন্দদায়ক হয়েছিলেন।

ইন্দ্র ও মরুৎ—ঋগ্বেদে মরুৎসম্বন্ধীয় ৪০টি সূক্ত আছে। তন্মধ্যে ৩৩টি সূক্ত কেবলমাত্র মরুদ্গণের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত, বাকী সাতটি সূক্তে মরুদ্গণ স্তুত

১ পদ্মপুঃ, ভূমিখণ্ড—২৬।১৭-২২ ২ তদেব—২৬।২৪-২৫

হয়েছেন ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণের সঙ্গে। ইন্দ্রের সঙ্গে মরুদ্‌গণের ঘনিষ্ঠতা ঋগ্বেদের নানাস্থানেই লক্ষিত হয়। কোন কোন সূক্তে[১] ইন্দ্র ও মরুৎ একত্র স্তুত হয়েছেন। মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকেন। তাঁরা ইন্দ্রের মতই দীপ্তিমান, গুহায় লুক্কায়িত গাভী উদ্ধারে ইন্দ্রের সহায়ক।

ইন্দ্রেণ সংহি দৃক্ষসে সংজগ্মানো অবিভ্যুষা।

মংদূসমানবর্চসা ॥[২]

—হে মরুৎগণ! যেন তোমাদিগকে ভীতিরহিত ইন্দ্রের সহিত মিলিত দেখা যায়; তোমরা নিত্যপ্রমুদিত ও তুল্যদীপ্তি বিশিষ্ট।[৩]

তং ব ইন্দ্রং ন সুক্রতুং···।[৪]

—হে মরুৎগণ, তোমরা ইন্দ্রের মহৎ কর্মের অনুষ্ঠানকারী।[৫]

বীলু চিদারুজত্নুভির্গুহা চিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ।

আবিংদ উস্রিয়া অনু ॥[৬]

—হে ইন্দ্র! দৃঢ়স্থানের ভেদকারী এবং বহনশীল মরুৎদিগের সহিত তুমি গুহায় লুক্কায়িত গাভী সমুদয় অন্বেষণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে।[৭]

বৃত্রবধ বিষয়েও মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের সখা—

বাবৃধানো মরুৎসখেন্দ্রো বি বৃত্রমৈরয়ৎ।[৮]

—মরুদ্‌গণ সহায়ে বর্ধিত ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করেছিলেন।

মরুদ্‌গণ বৃষ্টিদান বিষয়েও ইন্দ্রের সখা, ইন্দ্র মরুদ্‌গণের সঙ্গেই সোমপান করেছিলেন।

অপ্সূর্যে মরুত আপরিয়েবোহমং দ‍ন্নিংদ্রমনু দাতিবারাঃ।

তেভিঃ সাকং পিবতু বৃত্রখাদঃ সুতং সোমং দাশুষঃ স্বে সদস্থে ॥[৯]

—হে মরুৎগণ! ইনি (ইন্দ্র) জলপ্রেরণ বিষয়ে তোমাদের সখা। বলদাতা (মরুৎগণ) ইন্দ্রকে হৃষ্ট করিয়াছিলেন। বৃত্রহন্তা তাঁহাদিগের সহিত যজমানের গৃহে অভিষুত সোম পান করুন।[১০]

১ ঋগ্বেদ—১।৬, ১।১৬৭, ৮।৯৬, ৮।৭৬ ২ ঋগ্বেদ—১।৬।৭ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঋগ্বেদ—৬।৪৮।৪ ৫ অনুবাদ—তদেব ৬ ঋগ্বেদ—১।৬।৫
৭ অনুবাদ—তদেব ৮ ঋগ্বেদ—৮।৭৬।৩ ৯ ঋগ্বেদ—৩।৫১।৯
১০ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

ইহ পাহি সোম মরুদ্ভিরিন্দ্র।[১]—হে ইন্দ্র, মরুদ্‌গণের সঙ্গে এখানে সোমপান কর।

মরুদ্ভিরিন্দ্র সখ্যং তে অস্তু।[২]—হে ইন্দ্র, মরুদ্‌গণের সঙ্গে তোমার সখ্যতা বর্তমান থাকুক।

ইন্দ্রের সঙ্গে মরুদ্‌গণের একাত্মতা প্রতিপাদিত হয় ইন্দ্রের মরুত্বান্ বিশেষণে।[৩] মরুদ্‌গণ বৃষ্টিদাতা, বজ্রহস্ত[৪] এবং বৃত্রহন্তা,—"বজ্রহস্তৈঃ মরুদ্ভিঃ।"[৫] বিশ্বকর্মার মত তাঁদের হাতে ছুতারের বাইশ বা বাশি—

"স্তবে হিরণ্যবাশীভিঃ।"[৬]

মরুদ্‌গণ "বৃত্রহন্তমাঃ"[৭]—শ্রেষ্ঠবৃত্রহন্তা।

বি বৃত্রং পর্বশো যযুঃ[৮]—তাঁরা পর্বে পর্বে বিভক্ত করে বৃত্রকে বধ করেছিলেন।

মরুদ্‌গণের গুণকর্ম—মরুদ্‌গণ নানাবিধগুণসম্পন্ন। তাঁদের অত্যদ্ভুত বলবীর্যের কথা এবং অত্যাশ্চর্য গুণের কথা ঋষিগণ বারংবার উল্লেখ করেছেন। মরুদ্‌গণ স্তুতিকারীকে দুগ্ধবতী গাভী ও প্রভূত অন্ন দান করেন।

ভরদ্বাজায়ব ধুক্ষতদ্বিতা।
ধেনুং চ বিশ্বদোহসমিষং চ বিশ্বভোজসম্॥[৯]

—হে মরুদ্‌গণ! তোমরা ভরদ্বাজের নিমিত্ত বিশ্বের দুগ্ধদাত্রী ধেনু ও সকল ব্যক্তির ভোগপর্যাপ্ত অন্ন, এই দুইটি সুখ দোহন কর।[১০]

মরুদ্‌গণ বিক্রমশালী যোদ্ধা। সংগ্রামে তাঁরা অজেয়, তাঁরা শত্রুহন্তা।

শূরা ইবেদ্যুযুধয়ো ন জগ্ময়ঃ শ্রবস্যবো ন পৃতনাসু যেতিরে।
ভয়ন্তে বিশ্বা ভুবনা মরুদ্ভ্যো রাজান ইব ত্বেষসংদৃশোনরঃ॥[১১]

শূরদিগের ন্যায়, যুদ্ধার্থীদিগের ন্যায়, যশঃপ্রিয় পুরুষদিগের ন্যায় শীঘ্রগামী মরুৎগণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন; বিশ্বভুবন সেই মরুদ্‌গণকে ভয় করে তাঁহারা নেতা ও রাজার ন্যায় উগ্ররূপ।[১২]

আরও আশ্চর্যজনক কার্য মরুদ্‌গণ করে থাকেন। তাঁরা কূপ ঊর্ধ্বে উত্তোলন করেন, পর্বত বিদীর্ণ করেন, বীণা বাদন করেন, সোমপানে হৃষ্ট হন।

---

১ ঋগ্বেদ—৬।৫১।৮ ২ ঋগ্বেদ—৮।৯৬।৭ ৩ ঋগ্বেদ—৩।৫১।৭, ১।১০১।৮
৪ ঐ —৫।৫৪।৩, ৮।৭।৩২ ৫ ঐ —৮।৭।৩২ ৬ ঐ —৮।৭।৩২
৭ ঐ —৮।৭।৯ ৮ ঐ —৮।৭।২৩ ৯ ঐ —১।৬৪।১৩
১০ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ১১ ঐ —১।৮৫।৮ ১২ অনুবাদ—তদেব

ঊর্ধ্বং নুনুদ্রেঽবতং ত ওজসা দাদৃহাণং চিদ্বিভিদুর্বি পর্বতং।
ধমংতো বাণং মরুতঃ সুদানবো মদে সোমস্য রণ্যানি চক্রিরে॥[১]

—মরুৎগণ স্বীয় বলদ্বারা কূপ উপরে উঠাইয়া পথ নিরোধক পর্বতকে বিভেদ করিয়াছিলেন। শোভনদানশীল মরুৎগণ বীণা বাজাইয়া সোমপানে হৃষ্ট হইয়া রমণীয় ধন দান করিয়াছিলেন।[২]

মরুদ্গণের বৃহত্তম এবং মহত্তম কার্য বৃষ্টিপ্রদান। মরুদ্গণ ইন্দ্রের মতই মেঘ থেকে বৃষ্টি আনয়ন করেন। ইন্দ্রের সঙ্গে মরুদ্গণের এই বড় সাদৃশ্য।

প্রৈষামজ্মেষু বিথুরেব রেজতে ভূমির্যামেষু যদ্ধ যুংজতে শুভে।
তে ক্রীলয়ো ধুনয়ো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ মহিত্বং পনয়ংত ধূতয়ঃ॥[৩]

—যখন মরুৎগণ শুভপ্রদ বৃষ্টির জন্য (মেঘ সকলকে) সজ্জীভূত করেন, তখন মরুৎগণ মেঘসকলকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া নিয়মিত করিতেছে দেখিয়া পৃথিবী বিরহিতা স্ত্রীর ন্যায় কম্পিত হয়েন; তাদৃশ বিহারশীল, গমনশীল ও দীপ্তায়ুধ মরুৎগণ (পর্বতাদি) কম্পিত করিয়া স্বকীয় মহিমা প্রকটিত করেন।[৪]

আ বিদ্যুন্মদ্ভির্মরুতঃ স্বর্কৈ রথেভির্যাত ঋষ্টিমদ্ভিরশ্বপর্ণৈঃ।
আ বর্ষিষ্ঠয়া ন ইষা বয়ো ন পপ্তা সুমায়াঃ॥[৫]

—হে মরুৎগণ! তোমরা বিদ্যুৎযুক্ত শোভন গমন বিশিষ্ট, আয়ুধসম্পন্ন ও অশ্বসংযুক্ত মেঘে (আরোহণ করিয়া) আগমন কর। হে শোভনকর্মা মরুৎগণ! প্রভূত অন্নের সহিত পক্ষীর ন্যায় আমাদের নিকট আগমন কর।[৬]

দিবা চিত্তমঃ কৃন্বংতি পর্জন্যেনোদবাহেন।
যৎ পৃথিবীং ব্যুংদংতি॥[৭]

—(মরুৎগণ) উদকধারী মেঘের দ্বারা দিবাকালেও অন্ধকার করিতেছেন, পৃথিবী জলসিক্ত করিতেছেন।[৮]

বাশ্রেব বিদ্যুন্মিমাতি বৎসং ন মাতা সিষক্তি।
যদেষাং বৃষ্টিরসর্জি।[৯]

—প্রকৃত স্তনবতী ধেনুর ন্যায় বিদ্যুৎ গর্জন করিতেছে; গাভী যেরূপ বৎসের

১ ঋগ্বেদ—১।৮৫।১০ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—১।৮৭।৩
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—১।৮৮।১ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৭ ঋগ্বেদ—১।৩৮ ৮ অনুবাদ—তদেব ৯ ঋগ্বেদ—১।৩৮।৮

সেবা করে, বিদ্যুৎ সেইরূপ মরুদ্গণের সেবা করিতেছে, সুতরাং মরুদ্গণ বৃষ্টিদান করিলেন।[১]

যুষ্মাকং স্মা রথাঁ অনু মুদে দধে মরুতো জীরদানবঃ।
বৃষ্টী দ্যাবো যতীরিব ॥[২]

—হে দানশীল মরুৎগণ! বৃষ্টিকালে সর্বত্র সঞ্চারিণী দীপ্তির ন্যায় তোমাদের রথ (দর্শন করিয়া) আমি আনন্দ অনুভব করি।[৩]

অভ্রাজি শর্ধো মরুতো যদর্ণসং মোষথা বৃক্ষং কপনেব বেধসঃ।[৪]

—হে বৃষ্টিদানকারী মরুৎগণ! যৎকালে জলপূর্ণ মেঘকে বিক্ষিপ্ত করিয়া বৃষ্টিপাত কর, তৎকালে তোমাদিগের বল প্রকাশিত হয়।[৫]

যে উগ্রা অর্কমানৃচুঃ … ।[৬] —যে মরুদ্গণ বৃষ্টিদান করেছিলেন… ।

বিদ্যুন্মহসো নরো অশ্মদিদ্যবো বাতাত্বিষো মরুতঃ পর্বতচ্যুতঃ।
অব্দয়া চিন্মুহুরা হ্রাদুনীবৃতঃ স্তনয়দমা রভস্বা উদোজসঃ ॥[৭]

—প্রখর দীপ্তিশালী, বারিবর্ষক, অন্তব্যাপ্ত, দীপ্তিমান, পর্বতভেদী, নিরন্তর বৃষ্টিদাতা, বজ্রধারী সমবেত গর্জনকারী উদ্যোগশালী ও সমধিক বলসম্পন্ন মরুৎগণ বৃষ্টির জন্য আবির্ভূত হইতেছেন।[৮]

এই ঋক্‌টিতে ইন্দ্র এবং মরুৎ একাত্ম হয়ে গেছেন। ইন্দ্রের ন্যায় মরুদ্গণ পর্বতভেদ করেন।

য ঈংখয়ন্তি পর্বতান্ তিরঃ সমুদ্রমর্ণবম্।
মরুদ্ভিরগ্ন আগহি ॥[৯]

—যে মরুদ্গণ পর্বতকে বিচলিত করেন, সমুদ্র ও অর্ণবকে পরাভূত করেন, হে অগ্নি সেই মরুদ্গণকে এই স্থানে (যজ্ঞে) নিয়ে এস।

পর্বতশব্দে পর্বে বিভক্ত মেঘকে বোঝায়। সুতরাং পর্বত অর্থাৎ মেঘ ভেদ করে মরুদ্গণ বৃষ্টি আনয়ন করেন। মরুদ্গণ যে কূপ উন্নয়ন করেছিলেন (১।৮৫।১০) Maxmuller সেইক্ষেত্রে অবতং বা কূপ অর্থে 'মেঘ' গ্রহণ করেছেন।[১০]

ইন্দ্রের সহকারী গণদেবতার উল্লেখ পাই অথর্ববেদে :

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—৫।৫৩।৫ ৩ অনুবাদ—তদেব
৪ ঋগ্বেদ—৫।৫৪।৬ ৫ অনুবাদ—তদেব ৬ ঋগ্বেদ—১।১৯।৪
৭ ঐ —৫।৫৪।৩ ৮ ঐ ৯ ঐ —১।১৯।৭
১০ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ১৯১, ১।৮৫।১০ ঋকের টীকা

সহস্বদর্চতি গণৈরিন্দ্রস্য কামৈঃ।[১] —ইন্দ্রের অভিলষিত গণের সঙ্গে ইন্দ্রকে অর্চনা করা হয়।

ইন্দ্রের অভিলষিতগণ অবশ্যই মরুদ্‌গণ। মরুদ্‌গণকে ইন্দ্রের ভ্রাতাও বলা হয়েছে : ভ্রাতরো মরুতস্তব।[২] —হে ইন্দ্র, মরুদ্‌গণ তোমার ভ্রাতা।

মরুদ্‌গণের স্বরূপ—মরুৎ নামক গণদেবতার স্বরূপ আলোচনায় দেশীয় এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ মরুদ্‌গণকে ঝড় বা ঝড়ের দেবতারূপে গ্রহণ করেছেন। Macdonel লিখেছেন, "Being indentified with the phenomena of the thunder storm, the Maruts are naturally intimate associate of Indra, appearing as his friends and allies in innumerable passages.

From the constant association of the Maruts with lightning, thunder, wind and rain ...it seems clear that they are storm gods in the R. V."[৩]

"মরুৎ শব্দ মৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন, সে ধাতুর অর্থ আঘাত করা বা হনন করা; অতএব মরুৎ অর্থ আঘাতকারী বা ধ্বংসকারী ঝড়। ঐ ধাতু হইতে লাটিনদিগের যুদ্ধদেব Mars উৎপন্ন হইয়াছে এবং Max muller বিবেচনা করেন ঐ ধাতু হইতে মকার লোপ হইয়া গ্রীকদিগের Ares উৎপন্ন হইয়াছে।"[৪]

মরুদ্‌গণকে ঝড় বা ঝড়ের দেবতারূপে গণ্য করার কারণ ঋগ্বেদেই কোন কোন স্থানে তাঁদের শক্তিমত্তার বিবরণ যেভাবে প্রদত্ত হয়েছে তার মধ্যেই নিহিত আছে। একটি ঋকে বলা হয়েছে :

প্রবেপয়ন্তি পর্বতান্ বিবিঞ্চন্তি বনস্পতীন্।
প্রো আরত মরুতো দুর্মদা ইব দেবাসঃ সর্বয়াবিশা॥[৫]

—মরুদ্‌গণ পর্বতসমূহকে প্রবলভাবে কম্পিত করেন, বনস্পতিগণকে বিচ্ছিন্ন করেন। হে মরুদ্‌গণ, দুর্মদের মত সর্বপ্রকার প্রজাগণের সঙ্গে সর্বত্র গমন কর।

য ঈংখয়ন্তি পর্বতান্ তিরঃ সমুদ্রমর্ণবম্।[৬]

—যাঁরা পতর্বকে বিচলিত করেন, সমুদ্র (আকাশ) ও অর্ণবকে নিজ বলে তিরস্কৃত করেন।

---

১ অথর্ব—২০।৬।৭০।৪ ২ ঋগ্বেদ—১।১৭০।২ ৩ Vedic Mythology—page 80-81
৪ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১।৩।১ ঋকের টীকা ৫ ঋগ্বেদ—১।৩৯।৫ ৬ ঋগ্বেদ—১।১৯।৭

দোদৃহাণং চিদ্বিভিয়ুর্বি পর্বতম্।[১]

—দৃঢ় পর্বতকে যাঁরা বিভিন্ন করেন।

প্রবেপয়ন্তী পর্বতান্।[২] —পর্বত সমূহকে কম্পিত করেন।

এইরূপ বিবরণ ঝড়ের আভাস আনয়ন করে সত্য, ঝড় মরুদ্গণের সত্যস্বরূপ নয়। মরুদ্গণ প্রকৃতপক্ষে সূর্যকিরণ। অবশ্য সূর্যকিরণ ঝড়ের স্রষ্টা। এই হিসাবে প্রবল বাত্যা সৃষ্টিকারী সূর্যরশ্মি সমূহ মরুদ্গণ নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

যাস্কের মতে মরুদ্গণ "মধ্যস্থানা দেবতাঃ।"[৩] মধ্যস্থানের দেবতাদের মধ্যে মরুদ্গণই প্রথম —"তেষাং মরুতঃ প্রথমাগামিনো ভবন্তি।"[৪] মরুৎ শব্দের অর্থ প্রসংগে যাস্ক লিখেছেন, "মরুতো মিতরাবিণো বা মিতরোচিনো বা মহদ্‌-দ্রবন্তীতি বা।"[৫]

যাস্কের মতে মরুৎ শব্দের অর্থ মিতরাবী অর্থাৎ পরিমিত শব্দকারী অথবা মিতরোচী অর্থাৎ পরিমিত দীপ্তিশালী অথবা যাঁরা অতিক্রুত ধাবিত হন। এই তিনটি অর্থই সূর্যরশ্মি সম্পর্কে প্রযুক্ত হতে পারে। ঝড়কে দ্রুত ধাবনকারী বলা গেলেও দীপ্তিমান বলা চলে না, আবার মিতরাবী বা পরিমিত শব্দকারীও বলা চলে না। সায়নাচার্য যাস্কের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে সায়নাচার্য লিখেছেন, "মিতং নির্মিতমন্তরিক্ষং প্রাপ্য রুবন্তি শব্দং কুর্বন্তীতি মরুতঃ। যদ্বা অমিতং ভৃশং শব্দ কারিণঃ। অথবা মিতং স্বৈর্নির্মিতং মেঘং প্রাপ্য বিদ্যুতাত্মনা রোচমানাঃ। অথবা মহত্যন্তরিক্ষে দ্রবন্তীতি মরুতঃ।"[৬] —মিতশব্দে অন্তরীক্ষ, অন্তরীক্ষকে প্রাপ্ত হয়ে শব্দ করেন বলে মরুৎ। অথবা অমিত বা প্রচণ্ড শব্দকারী অথবা স্বনির্মিত মেঘ প্রাপ্ত হয়ে বিদ্যুৎরূপে শোভিত অথবা বিশাল অন্তরীক্ষে গমন করেন বলেই মরুৎ।

এই ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য মরুৎ অর্থে ঝড় এবং সূর্যরশ্মি এই দুই অর্থই গ্রহণ করেছেন বলে বোধ হয়। মিত শব্দে অমিত অর্থ তিনি কি ক'রে গ্রহণ করলেন জানি না। তবে অন্তরীক্ষে শব্দকারী বা দ্রুতবেগে সঞ্চরণকারী ঝড় হতে পারে, কিন্তু মেঘ সৃষ্টি করে সেই মেঘে বিদ্যুৎরূপে শোভা পাওয়া ঝড়ের পক্ষে সম্ভব নয়। সূর্যরশ্মি ও বিদ্যুৎ একাত্ম হওয়ার ফলে সূর্যরশ্মি ও মেঘাভ্যন্তরস্থ বিদ্যুতের অভিন্নতা কল্পনা সুসঙ্গত। পর্বে পর্বে সজ্জিত মেঘকে (পর্বতকে) ভেদ করা এবং

---

১ ঋগ্বেদ—১।৬৪।৭ ২ ঋগ্বেদ—৮।৭।৪ ৩ নিরুক্ত—১১।১৩।১

৪ নিরুক্ত—১১।১৩।২ ৫ নিরুক্ত—১১।১৩।৩ ৬ ঋগ্বেদ—১।৮৮।১ ঋকের ভাষ্য

বনস্পতিকে ছিন্ন ভিন্ন করা সূর্যরশ্মি বা বিদ্যুতাগ্নির পক্ষেই সম্ভব। ইন্দ্রও পর্বত-ভেদ করার জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

পরন্তু বৈদিক বর্ণনায় মরুদ্‌গণকে সূর্য বা সূর্যাগ্নিরূপে সহজেই চিনতে পারা যায়। অগ্নির সঙ্গে এবং সূর্যরূপী ইন্দ্রের সঙ্গে মরুদ্‌গণের ঘনিষ্ঠতার তাৎপর্যও তখনই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, যখন সূর্য, অগ্নি ও মরুদ্‌গণকে এক দেবতার রূপান্তর বলে গ্রহণ করি।

মরুদ্‌গণের সংখ্যা কখনও সাত, কখনও সাতের তিনগুণ, কখনও সাতের সাতগুণ, কখনও সাতের নয় গুণ।

প্র যে শুম্ভন্তে জনয়ো ন সপ্তয়ো
যামন্ রুদ্রস্য সূনবঃ···বৃধে মদন্তি।[১]

—যে মরুদ্‌গণ রুদ্রের সপ্ত সংখ্যক (অথবা সর্পণশীল) গগনে শোভা পেয়ে থাকেন।

রোদসী আবদতা গণশ্রিয়ঃ।[২]

—গণশোভিত মরুদ্‌গণ দ্যাবাপৃথিবী পূর্ণ করেন।

সায়নাচার্য 'গণশ্রিয়ঃ' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "হে গণশঃ শ্রয়মানাঃ সপ্তগণ-রূপেণাবস্থিতাঃ।" —অর্থাৎ মরুদ্‌গণ সপ্তগণরূপে অবস্থিত।

সপ্ত মে সপ্ত শাকিন একমেকা শতা দদুঃ॥[৩]

—শক্তিমান সপ্ত সপ্ত (চোদ্দ অথবা উনপঞ্চাশ) মরুদ্‌গণ আমাকে একশত উপহার দিয়েছেন।

ত্রিষষ্টিস্ত্বা মরুতো বাবৃধানাঃ।[৪]

—হে ইন্দ্র ত্রিষষ্টিসংখ্যক মরুদ্‌গণ তোমায় বর্ধিত করেছেন।

ত্রিসপ্তৈঃ শূর সত্বভিঃ।[৫] —তিন সপ্ত (একুশ) বীরের সত্তা দ্বারা।

শতপথ ব্রাহ্মণেও বলা হয়েছে যে মরুতের গণ সপ্ত সপ্ত (উনপঞ্চাশ) সংখ্যক "সপ্ত সপ্ত হি মারুতো গণঃ।[৬]

উল্লেখযোগ্য যে সূর্যের সপ্তরশ্মি বা সপ্ত অশ্ব, ইন্দ্রেরও সপ্ত অশ্ব। সপ্ত সূর্যরশ্মি আরও বহু সংখ্যায় বিভক্ত হয়ে ২১, ৬৩, ১৪ বা ৪৯ সংখ্যক মরুতে পরিণত হয়েছেন।

১ ঋগ্বেদ—১।৮৫।১ ২ ঋগ্বেদ—১।৬৪।৯ ৩ ঋগ্বেদ—৫।৫২।১৭
৪ ঐ—৮।৯৬।৮ ৫ ঐ—৮।৯৬।৮ ৬ শতপথ ব্রাঃ—২।৫।১।১৩

মরুদ্‌গণ সুবর্ণবর্ণ, সুবর্ণরথারোহী, অগ্নিবর্ণ, সূর্যতুল্য দীপ্তিমান্, অগ্নিজিহ্বা, তাদের অশ্ব সুবর্ণবর্ণ, হিরণ্ময় কিরীট।

যে অগ্নয়ো ন শোশুচন্নিধানা দ্বির্যত্ত্রির্মরুতো বাবৃধংত।

অরেণবো হিরণ্যয়াস এষাং সাকং নৃম্ণৈঃ পৌংস্যেভিশ্চ ভুবন্ ॥[১]

—যাঁহারা সমৃদ্ধিশালী অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পান, যাঁহারা দ্বিগুণ এবং ত্রিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, সেই মরুদ্‌গণের রথ ধূলিরহিত এবং সুবর্ণালংকার বিশিষ্ট (সুবর্ণময়)। তাঁহারা ধন এবং বলের সহিত প্রাদুর্ভূত হন।[২]

ত্বিষীমন্তো অধ্বরস্যেব দিদ্যুত্তৃষুচ্যবসো জুহ্বোনাগ্নেঃ।

অর্চত্রয়ো ধুনয়ো ন বীরা ভ্রাজজ্জন্মানো মরুতো অধৃষ্টাঃ।[৩]

—মরুদ্‌গণ যজ্ঞের ন্যায় দ্যোতমান, শীঘ্রগামী অগ্নিরশ্মির ন্যায় দীপ্তিমান এবং অর্চনীয়, তাঁহারা (শত্রুগণের) প্রকম্পক ব্যক্তিগণের ন্যায় বীর, দীপ্ত শরীরবিশিষ্ট এবং অনভিভূত।[৪]

আ নো মখস্য দাবনেঽশ্বৈর্হিরণ্যপাণিভিঃ।

দেবাস উপগংতন ॥[৫]

—দেবগণ আমাদিগের যজ্ঞদানার্থে স্বর্ণময় পাদবিশিষ্ট অশ্বে আরোহণ করতঃ আগমন করুক।[৬]

মরুদ্‌গণের অশ্ব হিরণ্যপাণিবিশিষ্ট; তাঁদের গাত্রচর্ম বা বর্ম সূর্যের মত—"সূর্যত্বচঃ"।[৭] তাঁদের বক্ষও সুবর্ণময়—"রুক্মবক্ষসঃ"।[৮] —"বক্ষঃ সুরুক্মা"।[৯] তাঁদের রথ হিরণ্ময়—"হিরণ্যরথাঃ"।[১০] রথের চক্রও সোনার—"হিরণ্যচক্রান্।"[১১] তাঁদের রথ বিদ্যুতের মত প্রদীপ্ত এবং কিরণময়:

আ বিদ্যুন্মদ্ভির্মরুতঃ স্বর্কৈ রথেভির্যাত···।[১২]

—হে মরুদ্‌গণ! বিদ্যুৎ সমন্বিত (অথবা বিদ্যুত্তুল্য দীপ্তিসমন্বিত) শোভন কিরণ যুক্ত (শোভন গতিবিশিষ্ট) রথে আগমন কর।

মরুদ্‌গণ অগ্নির মত শোভা বা দীপ্তিসম্পন্ন—"অগ্নিশ্রিয়ো মরুতঃ।"[১৩] "অগ্নিবর্ণ যে ভ্রাজসা।"[১৪] —অগ্নির মত যাঁদের দীপ্তি। "অগ্নয়ো ন শুশুচানা।"[১৫]

---

১ ঋগ্বেদ—৬।৬৬।২ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৬।৬৬।১০
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ ৮।৭।২৭ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—৮।৫৯।১১ ৮ ঐ —২।৩৪।২, ১০।৭৮।২ ৯ ঋগ্বেদ—১।৬৪।৪
১০ ঐ —৫।৫৭।১ ১১ ঐ —১।৮৮।৫ ১২ ঐ —১।৮৮।১
১৩ ঐ —৩।২৬।৫ ১৪ ঐ —১০।৭৮।২ ১৫ ঐ —২।৩৪।১

—অগ্নির মত তাঁরা শোভমান। "যে অগ্নয়ো ন শোশুচন্।"[১] —অগ্নির মত যাঁরা দীপ্তি পাচ্ছেন।

অগ্নি মরুদ্‌গণের জিহ্বা, সূর্য তাঁদের চক্ষু :

অগ্নিজিহ্বা মনবঃ সূরচক্ষসঃ।[২] —মরুদ্‌গণ অগ্নিজিহ্বা, বুদ্ধিমান ও সূর্যচক্ষু।

অগ্নির্জিহ্বা ঋতাবৃধঃ।[৩] —অগ্নিজিহ্বাও যজ্ঞবর্ধক, প্রভাত কিরণের মত তাঁরা যজ্ঞ আশ্রয় করেন— উষসাং ন কেতবোঽধ্বরশ্রিয়ঃ।[৪]

তাঁরা পর্বতের উপরে (অগ্নিরূপে) অথবা মেঘের উপরে বিদ্যুৎ রূপে শোভিত হন— "বি পর্বতেষু রাজথ।"[৫] তাঁরা সব সময়েই দীপ্তিশালী— "রোচমানা।"[৬]

বিদ্যুতের সঙ্গেও মরুদ্‌গণের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ—

অংসেষু ব ঋষ্টয়ঃ পৎসু খাদয়ো বক্ষঃসু রুক্মা
মরুতো রথে শুভঃ।
অগ্নিভ্রাজসো বিদ্যুতো গভস্ত্যোঃ শিপ্রাঃ
শীর্ষসু বিততা হিরণ্যয়ীঃ।[৭]

—হে মরুদ্‌গণ! তোমাদিগের স্কন্ধদেশে অস্ত্রসকল, পাদদেশে কটক, বক্ষঃস্থলে সুবর্ণময় আভরণ এবং রথোপরি শোভমান দীপ্তি রহিয়াছে। তোমাদিগের হস্তদ্বয়ে অগ্নিদ্বারা প্রদীপ্ত বিদ্যুৎসকল শোভা পায় এবং মস্তকোপরি কনকময় উষ্ণীশসকল বিস্তৃত থাকে।[৮]

তাঁরা বিদ্যুৎ ধারণ করেন— "সংবিদ্যুতা দধতি।"[৯]

বিদ্যুতের দ্বারা তাঁদের মহত্ত্ব প্রকটিত— "বিদ্যুন্মহসঃ"।[১০] বিদ্যুতের সংযোগ এমনই ঘনিষ্ঠ যে মনে হয় বিদ্যুৎ বুঝি মরুদ্‌গণেরই অংশবিশেষ।

অব স্ময়ংত বিদ্যুত পৃথিব্যাং যদী ঘৃতং
মরুতঃ প্রষ্ণুবন্তি ॥[১১]

—যখন মরুদ্‌গণ পৃথিবীতে জলসেচন করেন, তখন বিদ্যুৎগণ নিম্নমুখে পৃথিবীতে প্রকাশ হয়।[১২]

অম্বেনা অহ বিদ্যুতো মরুতো জজ্ঝতীরিব
ভানুরর্ত ত্মনা দিবঃ ॥[১৩]

---

১ ঋগ্বেদ—১।৬৩।২ ২ ঋগ্বেদ—১।৮৯।৭ ৩ ঋগ্বেদ—১।৪৪।১৪
৪ ঐ —১০।৭৮।৭ ৫ ঐ —৮।৭।১ ৬ ঐ —১।১৬৫।১২
৭ ঐ —৫।৫৪।১১ ৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৯ ঐ —৫।৫৪।২
১০ ঐ —১।১৬৮।৮ ১১ ঋগ্বেদ—১।১৬৮।৯ ১২ অনুবাদ—ঐ লেখক
১৩ ঐ —৫।৫২।৬

—তড়িৎগণও গর্জনকারী বারিরাশির ন্যায় প্রত্যহ তাঁহাদিগের অনুসরণ করে। দীপ্তিমান্ মরুৎগণের প্রভা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বেগে নিঃসৃত হয়।[১]

এই ঋকে মরুদ্‌গণের প্রভাই বিদ্যুৎরূপে প্রকাশিত, এরূপ ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। একটি ঋকে মরুদ্‌গণকে পাবক বা অগ্নিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে :

ধ্বস্ম পাবকং বনিনং বিচর্ষণিং রুদ্রস্য সূনুং হবসা গৃণীমসি।[২]

—শত্রুদের ধ্বংসকারী পাবক (পবিত্রকারী, অগ্নি) বৃষ্টিদাতা রুদ্রের পুত্র মরুদ্‌গণকে স্তোত্রের দ্বারা স্তুতি করি।

সূর্য, অগ্নি ও বিদ্যুতের সঙ্গে মরুদ্‌গণের এই ঘনিষ্ঠ সংযোগ এবং একাত্মতা মরুদ্‌গণের সূর্যাগ্নিরূপতাই পরিস্ফুট করে। মরুদ্‌গণ যেমন শব্দ করে আগমন করেন, অগ্নিও তদ্রূপ শব্দ করতে করতে আগমন করেন।[৩] কোন কোন ঋকে সুস্পষ্ট ভাবেই মরুদ্‌গণকে সূর্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

অতঃ পরিজ্মন্না গহি দিবো বা রোচনাদধি।[৪]

—হে চতুর্দিকব্যাপী মরুদ্‌গণ! ঐ (অন্তরীক্ষ) হইতে অথবা আকাশ হইতে অথবা দীপ্যমান (আদিত্যমণ্ডল) হইতে আইস।[৫]

অন্তরীক্ষ থেকে, আকাশ থেকে, আদিত্যমণ্ডল থেকে আগত মরুদ্‌গণ আগ্নেয় তেজ ভিন্ন অন্য কিছুই হতে পারেন না।

যে নাকস্যাধিরোচনে দিবি দেবাস আসতে।[৬]

—যে দীপ্তিশীল (মরুদ্‌গণ) উজ্জ্বল আকাশে অবস্থান করেন।

সায়ন এই ঋক্‌টির ভাষ্যে লিখেছেন, "যে মরুতো নাকস্য অধি দুঃখরহিতস্য সূর্যস্যোপরি দিবি দ্যুলোকে রোচনে দীপ্যমানে যে দেবাসঃ স্বয়মপি দীপ্যমানা আসতে ...।"

অর্থাৎ মরুদ্‌গণ দুঃখরহিত সূর্যের উপরে দীপ্যমান দ্যুলোকে বিরাজ করেন, তাঁরা নিজেরাই প্রদীপ্ত। সায়নের মতে নাক শব্দের অর্থ সূর্য। কিন্তু নাক শব্দের অর্থ আকাশ বা স্বর্গও হতে পারে। মোটের উপর প্রদীপ্ত সূর্যাগ্নির তেজ বা সূর্যকিরণ দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষলোক পরিব্যাপ্ত— এই সত্যই এই ঋকের বক্তব্য। **Maxmuller** 'নাক' শব্দের অর্থ করেছেন, **'firmament'**। এই ঋক্‌টির অনুবাদে তিনি লিখেছেন, **"who sit as gods in heaven in the**

---

১ অনুবাদ—তদেব ২ ঋগ্বেদ—১।৬৪।১২ ৩ ঋগ্বেদ—১।১২৮।৩
৪ ঋগ্বেদ—১।৬।৯ ৫ অনুবাদ—তদেব ৬ ঐ —১।১৯।৬

light above the firmament." Maxmuller-এর অনুবাদে আমাদের বক্তব্য সমর্থিত হয়েছে। মরুদ্‌গণের সূর্যাগ্নিরূপতা প্রতিপন্ন হয় নিম্নের কয়েকটি ঋকেও :

আ যে তন্বন্তি রশ্মিভিস্তির সমুদ্র মোজসা।[১]

—যাঁহারা সূর্যকিরণের সহিত (সমগ্র আকাশে) ব্যাপ্ত হয়েন, যাঁহারা বল দ্বারা সমুদ্রকে উৎক্ষিপ্ত করেন।[২]

গূহতাং গুহ্যং তমো বি যন্তে বিশ্বমত্রিণং।
জ্যোতিষ্কর্তা যদুশ্মসি ॥[৩]

—সর্বব্যাপী অন্ধকারকে নিবারণ কর; (রাক্ষসাদি) সকল ভক্ষককে বিদূরিত কর; অভিলষিত যে জ্যোতি আমরা কামনা করি, তাহা প্রকাশিত কর।[৪]

বক্তূন্‌ন্ত্রা ব্যহানি শিক্বসো ব্যন্তরিক্ষং বি রজাংসি ধূতয়ঃ ॥[৫]

—হে রুদ্রপুত্রগণ! তোমরা দিবা ও রাত্রি প্রবর্তিত কর, তোমরা অন্তরীক্ষ ও জগৎসমুদয় বিক্ষিপ্ত কর।[৬]

সূর্যের অশ্বের মত মরুদ্‌গণের অশ্বও অরুষ বা পাটলবর্ণ — উতারুষস্য বিষ্যংতি।[৭]

মরুদ্‌গণের সঙ্গে ইন্দ্রের সম্পর্ক যেমন তেমনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রুদ্রের সঙ্গেও। তাঁরা রুদ্রের পুত্র। সুতরাং রুদ্রাঃ, রুদ্রাসঃ, রুদ্রিয়াসঃ, রুদ্রসূনবঃ প্রভৃতি বিশেষণ রুদ্রগণের সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়েছে।

সূনুভির্ন রুদ্রেভিঃ।[৮] —রুদ্রের পুত্রোপমদের দ্বারা। "রুদ্রা ঋতস্য সদনেষু বাবৃধুঃ"।[৯] —রুদ্রগণ যজ্ঞগৃহে বর্ধিত হন। "যুষ্মাকমস্তু তবিষী তনাযুজা রুদ্রাসো নূ চিদাধৃষে।"[১০] —হে রুদ্রপুত্র মরুৎগণ! তোমরা একত্রিত হও, (শত্রুদিগের) ধর্ষনার্থ তোমাদিগের বল শীঘ্র বিস্তৃত হউক।[১১] "যুবানো রুদ্রা অজরা।"[১২] —যুবক রুদ্রপুত্রগণ জরারহিত। রুদ্র ও মরুদ্‌গণের পিতারূপে সম্বোধিত হয়েছেন : "পিতর্মরুতাম্"[১৩]—হে মরুদ্‌গণের পিতা রুদ্র।

মরুদ্‌গণের মাতা পৃশ্নি সেইজন্য তাঁদের নাম 'পৃশ্নিমাতরঃ।[১৪] আর একটি

১ ঋগ্বেদ—১।১৯।৮ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১।৮৬।১০
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৫।৫৪।৪ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—১।৮৫।৫ ৮ ঐ —১।১০০।৫ ৯ ঋগ্বেদ—২।৩৪।১৩
১০ ঐ —১।৩৯।৪ ১১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ১২ ঐ —১।৬৪।৩
১৩ ঋগ্বেদ—২।৩৩।১ ১৪ ঋগ্বেদ—৮।৭।৩; ১।৩৮।৪; ১।৮৫।২

ঋকে মরুদ্‌গণ গাভীর পুত্র—'গোমাতরঃ।'[১] সায়নাচার্য পৃশ্নি ও গো শব্দকে সমার্থক বলে গ্রহণ করেছেন এবং দুটি শব্দেই পৃথিবীকে বোঝান হয়েছে বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে পৃশ্নিমাতরঃ শব্দের অর্থ: "পৃশ্নেঃ নানারূপায়াঃ ভূমেঃ পুত্রা মরুতঃ।" কিন্তু গো শব্দের আর এক অর্থ সূর্যরশ্মি। আর পৃশ্নি শব্দের অর্থ যাস্কের মতে—"পৃশ্নিরাদিত্যো ভবতি প্রশ্নুত এনং বর্ণ ইতি নৈরুক্তাঃ সংস্প্রষ্টা রসান্ সংস্প্রষ্টা ভাসং জ্যোতিষাং সংস্পৃষ্টো ভাসেতিবা।"[২] —পৃশ্নি শব্দ আদিত্যবোধক; শুক্লবর্ণ আদিত্যকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে, ইহা নিরুক্তকারগণ বলেন; আদিত্য রসসমূহ সম্যক্‌রূপে স্পর্শ করেন, আদিত্য জ্যোতিষ্মান্ পদার্থসমূহের জ্যোতি স্পর্শ করেন, অথবা আদিত্য জ্যোতির দ্বারা সংস্পৃষ্ট (সম্যক্ যুক্ত), এই সমস্ত পৃশ্নি শব্দের ব্যুৎপত্তি।[৩]

যাস্কের মতে পৃশ্নি শব্দের অপর অর্থ দ্যৌ বা দ্যুলোক—"অথ দ্যৌঃ সংস্পৃষ্টা জ্যোতির্ভিঃ পুণ্যকৃদ্ভিশ্চ।"[৪]

—আর পৃশ্নিশব্দ দ্যুলোক বোধক; দ্যুলোক চন্দ্র নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ সমূহের দ্বারা এবং পুণ্যকারক লোকসমূহের দ্বারা সংস্পৃষ্ট অর্থাৎ পরিব্যাপ্ত।[৫]

যাস্কের মতে গো শব্দেও আদিত্য বোঝায়: "গৌরাদিত্যো ভবতি গময়তি রসান্ গচ্ছত্যন্তরিক্ষে।"[৬] গো শব্দ আদিত্যবোধক; আদিত্য রসসমূহ সঞ্চালিত করেন, আদিত্য অন্তরীক্ষে সঞ্চরণ করেন।[৭]

"অথ দ্যৌর্যৎ পৃথিব্যা অধি দূরং গতা ভবতি। যচ্চাস্যাং জ্যোতীংষি গচ্ছন্তি।"[৮] —আর গো শব্দ দ্যুলোক; দ্যুলোক পৃথিবীর উপরে বহুদূরে গিয়াছে, দ্যুলোকে সমস্ত জ্যোতিশ্চক্র সঞ্চরণ করে।[৯]

সুতরাং যাস্কের মতে পৃশ্নি এবং গো উভয় শব্দেই সূর্য অথবা দ্যুলোক বা আকাশ বোঝায়। সূর্য থেকেই জাত অথবা আকাশে প্রসরণশীল বলে সূর্য-কিরণরূপী মরুদ্‌গণ গোমাতরঃ বা পৃশ্নিমাতরঃ নামে অভিহিত। পৃশ্নি বা গো যদি পৃথিবীকেই বোঝায় তাহলেও অগ্নির তেজোরূপী মরুদ্‌গণ 'গোমাতরঃ' বা পৃশ্নিমাতরঃ হতে পারেন। মরুদ্‌গণ দিবস্ পুত্র বা আকাশের পুত্র[১০] কখনও বা

১ ঋগ্বেদ—১।৮৫।৩ ২ নিরুক্ত—২।১৪।৩ ৩ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর
৪ নিরুক্ত—২।১৪।৪ ৫ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৬ নিরুক্ত—২।১৪।৭
৭ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৮ নিরুক্ত—২।১৪।৮ ৯ অনুবাদ—তদেব
১০ ঋগ্বেদ—১০।৭৭।২

সিন্ধুমাতরঃ বা সমুদ্রের পুত্র নামেও অভিহিত হয়েছেন। বাড়বাগ্নি রূপে তাঁরা সমুদ্রেরও পুত্র।

সূর্যাগ্নির তেজোরাশি বা কিরণসমূহ যখন প্রকৃতির বুকে ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ-বজ্রপাতের সূচনা করে, সঙ্গে আনে বৃষ্টি, তখন ঐ কিরণসমূহ মরুদ্‌গণ নামে অভিহিত এবং পূজিত হন। সেই জন্যই এঁরা সূর্যরূপী ইন্দ্র এবং রুদ্রের সংগে সংশ্লিষ্ট অথবা একাত্ম। সূর্যের সপ্তবর্ণের কিরণ সপ্তরশ্মি বা সপ্তাশ্ব নামে পরিচিত। সূর্যকিরণের অজস্রতার জন্যই সপ্তসংখ্যক রশ্মি সাতের গুণীতক একুশ, তেষট্টি অথবা উনপঞ্চাশ সংখ্যায় পরিচিত হতে থাকেন। এরাই ইন্দ্রের গণ বা রুদ্রের গণরূপে পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ হয়েছেন এবং রুদ্রগণরূপে শৈবধর্মে প্রাধান্যলাভ করেছেন। তেজোরূপা যে অনন্ত শক্তি অদিতি, তিনিই সান্তরূপে দিতি। অদিতির গর্ভে জন্মালেন যে আদিত্য তিনিই প্রত্যক্ষগম্যরূপে দিতির গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করে সূর্যরূপী ইন্দ্রের দ্বারা উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত হলেন। পরবর্তীকালে মরুদ্‌গণের স্বরূপ আবৃত হওয়ায় তাঁরা কেবলমাত্র ঝড় বা ঝড়ের দেবতারূপেই পরিচিত হয়ে রইলেন। তবে হিন্দুর নিত্যনৈমিত্তিক কার্যে এঁদের স্থান সঙ্কুচিত ও বিলুপ্ত হয়ে গেল। তাঁদের অধিপতি হিসাবে রুদ্র বা শিব অথবা গণেশ পূজা পেতে লাগলেন।

বায়ু

মরুদ্‌গণ যে মূলতঃ বায়ু নন, তার অন্যতম প্রধান প্রমাণ বায়ু নামে পৃথক্ দেবতা ঋগ্বেদে কল্পিত হয়েছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তে বায়ু-দেবতা স্তুত হয়েছেন। বায়ুকে ঋষি সোমরস পানের জন্য আহ্বান করেছেন। এই সূক্তেই ইন্দ্র ও বায়ু একত্র স্তুত হয়েছেন এবং অন্নদানের জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছেন। অন্যান্য স্থলেও[১] বায়ু ইন্দ্রের সঙ্গে স্তুত হয়েছেন। ইন্দ্র ও বায়ু হিরণ্ময় বন্ধুরযুক্ত (নেমি) দ্যুলোকস্পর্শী রথে আরোহণ করেন।

রথং হিরণ্যবন্ধুর়মিন্দ্রবায়ূ স্বধ্বরং আ হি স্থাথো দিবিস্পৃশম্।[২]

—হে ইন্দ্রবায়ু! তোমরা হিরণ্ময় বন্ধুরযুক্ত দ্যুলোকস্পর্শী শোভন যজ্ঞশালী রথে আরোহন কর।[৩]

বায়ুর নিরানব্বই অশ্ব মনোগতিসম্পন্ন—

বহন্তু ত্বা মনোযুজা যুক্তাসো নবতির্নব।[৪]

যাস্ক বলছেন, বায়ুর অশ্ব নিযুত— নিযুত্বান্ নিযুতোঽস্যাশ্বাঃ।[৫]

দ্যাবাপৃথিবী বায়ুর অনুগমন করে—

অনু কৃষ্ণে বসুধিতী যেমাতে বিশ্বপেশসা।[৬]

—হে বায়ু! কৃষ্ণবর্ণা বসুসমূহের ধাত্রী বিশ্বরূপা দ্যাবা পৃথিবী তোমার অনুগমন করে।[৭]

নিরুক্তকারের মতে বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরীক্ষের দেবতা—বায়ুর্বেন্দ্র বান্তরিক্ষ-স্থানঃ।[৮] নিরুক্তকার আরও বলেছেন যে পর্জন্য বায়ুর সঙ্গে স্তুত হন— "বাতেন চ পর্জন্যঃ।"[৯] এখানে পর্জন্য ইন্দ্রের স্থলাভিষিক্ত। যাস্কের মতে মাতরিশ্বাও বায়ু— মাতরিশ্বা বায়ুর্মাতর্যন্তরিক্ষে শ্বসিতি মাতর্যাশ্বানিতি বা।[১০]

—মাতরিশ্বা অর্থে বায়ু— মাতরি অর্থাৎ অন্তরীক্ষে শ্বাসকার্য করে অথবা অন্তরীক্ষে গতিশীল বলে বায়ুকে মাতরিশ্বা বলে।

---

১ ঋগ্বেদ—৪।৪৬, ৪।৪৭, ৪।৪৮, ৭।৯১, ৭।৯২ ২ ঋগ্বেদ—৪।৪৬।৪

৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৪ ঋগ্বেদ—৪।৪৮।৪ ৫ নিরুক্ত—৫।২৮।৬

৬ ঋগ্বেদ—৪।৪৮।৩ ৭ অনুবাদ—তদেব ৮ ঐ —৭।৫।২

৯ নিরুক্ত—৭।১০।৪ ১০ নিরুক্ত—৭।২৬।৮

ঋগ্বেদে নানা স্থানে ইন্দ্রের বিশেষণ রূপে 'শুনাসীর' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। যাস্কের মতে শুনাসীর শব্দের অর্থ বায়ু ও সূর্য—"শুনো বায়ুঃ শু এত্যন্তরিক্ষে, সীর আদিত্যঃ সরণাৎ।"[১] —শুন শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষে গমনকারী বায়ু, আর সীর শব্দের অর্থ আদিত্য।

সুতরাং যাস্কের মতানুসারে বায়ু, ইন্দ্র ও সূর্য অভিন্ন বিবেচিত হয়। যাস্ক 'পবিত্র' শব্দে বুঝেছেন—মন্ত্র, রশ্মি, জল, অগ্নি, বায়ু, সোম, সূর্য এবং ইন্দ্র।

"অগ্নিঃ পবিত্রমুচ্যতে, বায়ুঃ পবিত্রমুচ্যতে, সোমঃ পবিত্রমুচ্যতে, সূর্যঃ পবিত্র-মুচ্যতে, ইন্দ্রঃ পবিত্রমুচ্যতে।"[২]

সুতরাং যাস্কের মতে অগ্নি, বায়ু, সোম, সূর্য ও ইন্দ্র একই দেবতা। এই জন্যই নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বায়ুদেবতা প্রাকৃতিক বায়ু নয়। সূর্যাগ্নির যে শক্তি বায়ুপ্রবাহ নিয়মিত করে, সেই শক্তিই বায়ু। এই বায়ু অন্তরীক্ষচারী ইন্দ্রের সঙ্গী বা ইন্দ্রের সঙ্গে একাত্ম এবং সূর্যকিরণরূপী অশ্ববাহিত সুবর্ণরথারোহী। নিছক প্রাকৃতিক জড়বায়ুকে ঋষিগণ দ্যাবাপৃথিবীর অনুগমনের কেন্দ্ররূপে বর্ণনা করতেন না। সূর্যাগ্নিরূপী মহাতেজস্কর শক্তি বা শক্তি প্রকাশক কিরণমালা প্রবল ঝঞ্ঝার স্রষ্টা হিসাবে মরুৎ এবং স্বাভাবিক স্থির অথবা ধীর গতি বায়ুর নিয়ন্তা হিসাবে বায়ুরূপে পৃথক্ অস্তিত্বে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। বেদে মরুৎ বায়ু অপেক্ষা বহুগুণে প্রাধান্য পাওয়ায় বায়ু অপ্রধান দেবতায় পরিণত হয়েছেন। কিন্তু গতির মৃদুতা বা তীব্রতা হিসাবে পৃথক্ সত্তা কল্পিত হলেও বায়ু ও মরুৎ একই দেবতা—একই শক্তি। সুতরাং পরবর্তীকালে পুরাণাদিতে এই দুই দেবতা পৃথক অস্তিত্ব হারিয়ে একাত্মতা প্রাপ্ত হয়েছেন এবং পবন নামে সুপরিচিত হয়েছেন। কিন্তু পৌরাণিক যুগেও পবন দেবতার প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ এবং মহিমাও প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে নি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এমন কি গণেশ, কার্তিকেয়, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতির মত পবন উপাসিত দেবতাগোষ্ঠীর সম্মুখভাগে আসন দখল করতে পারেন নি। মরুদ্‌গণ রুদ্রগণরূপে রূপান্তরিত হওয়ায় স্থির বা অস্থির বায়ু সব সময়েই পরম দেবতা বা বায়ুদেবতা রূপে কথিত হয়েছেন। রামায়ণের হনুমান এবং মহাভারতের ভীমসেন বায়ু বা পবনের পুত্র।

বৈদিক এবং পরবৈদিক যুগে অপ্রধান দেবতা হিসাবে বায়ু বা পবন যদিও জীবিত, কিন্তু তাঁর কোন ব্যাপক পূজা প্রচলন অথবা মূর্তি গড়ে পূজার রীতি

১ নিরুক্ত—৯।৪০।৬ ২ নিরুক্ত—৫।৬।৭

প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। তবে কোন কোন পুরাণে প্রতিমালক্ষণ বর্ণনা প্রসংগে বায়ুপ্রতিমারও বিবরণ আছে।

বায়ুরূপং প্রবক্ষ্যামি ধূম্রস্তু মৃগবাহনম্।
চিত্রাম্বরধরং শান্তং যুবানং কুঞ্চিতভ্রুবম্।
মৃগাধিরূঢ়ং বরদং পতাকাধ্বজ সংযুতম্॥[১]

—বায়ুর রূপ বর্ণনা করছি, ইনি ধোঁয়ার মত রঙের মৃগবাহন, কুঞ্চিতভ্রূ, শান্ত, যুবা, মৃগারোহী, বরদমুদ্রা সমন্বিত, বিচিত্র বর্ণের বসন পরিহিত, পতাকা এবং ধ্বজ সংযুক্ত।

পবন বায়ুকোণ বা উত্তর-পশ্চিম কোণের অধিপতি হিসাবে দশদিক্‌পালের অন্যতম। স্বরূপে না হলেও বেনামীতে তিনি আজও পূজিত হচ্ছেন। পবনপুত্র হনুমান আসলে পবনেরই রূপান্তর। কোন দেবতার অংশবিশেষ অথবা রূপান্তর লৌকিকরীতি অনুসারে সেই দেবতার পুত্র-কন্যা রূপে বেদে এবং পরবৈদিক শাস্ত্রে স্বীকৃত এবং পূজিত হয়েছেন। পবনপুত্র মহাবীর হনুমান পবনেরই প্রতিরূপ হিসাবে এখনও পূজা গ্রহণ করছেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে গ্রীক্‌দের Pan এবং ল্যাটিনভাষার Pavonious সংস্কৃত পবন শব্দের প্রতিরূপ।[২]

১ মৎস্যপুঃ—২৬১।১৮-১০

২ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত, ১ম, পৃঃ ৩, ১।২।১ মন্ত্রের টীকা।

মাতরিশ্বা

ঋগ্বেদে ১।১৬৪।৪৬ ঋকে ইন্দ্র, মিত্র, যম, অগ্নি, মাতরিশ্বা প্রভৃতি দেবতাদের একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক সূক্তগুলি থেকে মাতরিশ্বাকে সূর্যাগ্নি বলেই সিদ্ধান্ত হয়। একটি ঋকে মাতরিশ্বা ও অগ্নির অভিন্নতা প্রতিপাদিত্য হয়েছে।

উরুষ্টুতঃ সমিধা যহ্বো অদ্যৌদ্বর্ষ্মন্দিবো অধি নাভা পৃথিব্যাঃ।

মিত্রো অগ্নিরীড্যো মাতরিশ্বা দূতো বক্ষদ্যজথায় দেবান্॥[১]

—(আমাদের কর্তৃক) স্তুত ও দীপ্তি দ্বারা মহান্ অগ্নি পৃথিবীর নাভিতে (উত্তর বেদিতে) অবস্থান করিয়া অন্তরীক্ষ বিদ্যোতিত করিয়াছেন। (সকলের) মিত্র স্তুতি যোগ্য মাতরিশ্বা দেবগণের দূত হইয়া যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করুন।[২]

স্পষ্টতঃই এই ঋকে মাতরিশ্বা অগ্নির এক নাম রূপে উল্লিখিত হয়েছেন। মাতরিশ্বাকে মিত্রও বলা হয়েছে। মিত্র সূর্যের এক নাম।

আর একটি ঋকে আছে:

তং শুভ্রমগ্নিমবসে হবামহে বৈশ্বানরং মাতরিশ্বানমুক্থ্যং।

বৃহস্পতিং মনুষো দেবতাতয়ে বিপ্রং শ্রোতারমতিথিং রঘুষ্যদং॥[৩]

—আমরা আশ্রয়প্রাপ্তির জন্য এবং যজমানের যজ্ঞের জন্য সেই শুভ্র, বৈশ্বানর, মাতরিশ্বা, উক্থযোগ্য, মেধাবী, শ্রোতা, অতিথি ও ক্ষিপ্রগামী অগ্নিকে আহ্বান করি।[৪]

এখানেও মাতরিশ্বা অগ্নির একটি বিশেষণ। এই ঋকের টীকায় রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "অন্তরীক্ষরূপ মাতৃক্রোড়ে গমনাগমন করেন বলিয়া অগ্নির আর একটি নাম মাতরিশ্বা।"

অপর একটি ঋকেও মাতরিশ্বার অগ্নিস্বরূপত্ব স্পষ্ট:

স মাতরিশ্বা পুরুবার পুষ্টির্বিদদ্গাতুং তনয়ায় স্বর্বিৎ।

বিশাং গোপা জনিতা রোদস্যোর্দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাম্॥[৫]

—সেই অন্তরীক্ষস্থ অগ্নি অনেক বরণীয় পুষ্টি দান করেন, তিনি স্বর্গদাতা, সকল লোকের রক্ষক এবং দ্যাবা পৃথিবীর উৎপাদক; অগ্নি আমার তনয়কে গমনের

১ ঋগ্বেদ—৩।৫।৯ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৩।২৬।২

৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—১।৯৬।৪

পথ দেখাইয়া দিন। দেবগণই সেই ধনদাতা (অগ্নিকে) (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।[১]

অনুবাদক রমেশচন্দ্র দত্ত এই ঋকে মাতরিশ্বা অর্থে অন্তরীক্ষস্থ অগ্নি বলেছেন। সায়নাচার্য ভাষ্যে বলেছেন, "মাতরি সর্বস্য জগতো নির্মাতর্যন্তরীক্ষে"—অর্থাৎ সায়নের মতে অন্তরীক্ষে সকল জগতের নির্মাতা অন্তরীক্ষস্থ বায়ু। কিন্তু অন্তরীক্ষস্থ জগন্নির্মাতা বা অন্তরীক্ষস্থ অগ্নি সূর্য হওয়াই সঙ্গত। কোন কোন ঋকে মাতরিশ্বাকে অগ্নি থেকে ভিন্ন বোধ হয়। একটি ঋকে ঋষি বলেছেন,

দ্বিজন্মানং রয়িমিব প্রশস্তং রাতিং
ভরদ্ভৃগবে মাতরিশ্বা।[২]

—মাতরিশ্বা এই অগ্নিকে মিত্রের ন্যায় ভৃগুবংশীয়দের নিকট আনিলেন।[৩]

অপর একটি ঋকে বলা হয়েছে যে মাতরিশ্বা দূর থেকে মনুর জন্য অগ্নিকে এনে প্রদীপ্ত করেছিলেন—যং মাতরিশ্বা মনবে পরাবতো দেবং ভাঃ পরাবত॥[৪] অন্য একটি ঋকে মাতরিশ্বা ভৃগুদের জন্য গুহাস্থিত হব্যবাহ অগ্নিকে প্রজ্বলিত করেছিলেন—

যদী ভৃগুভ্যঃ পরি মাতরিশ্বা গুহা সংতং হব্যবাহং সমীধে।[৫]

যাস্ক মাতরিশ্বা অর্থে বায়ুকে গ্রহণ করেছেন।[৬]

সায়ন কখন যাস্ককে অনুসরণ করে মাতরিশ্বা বলতে বায়ুকে বুঝিয়েছেন, আবার কখনও সূর্য বা অগ্নিকেও গ্রহণ করেছেন। ১।৬০।১ ঋকের ভাষ্যে সায়ন লিখেছেন, "মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বসিতি প্রাণিতি বর্ততে ইতি যাবৎ মাতরিশ্বা বায়ু।" —মাতরি শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষে। অন্তরীক্ষে যা নিঃশ্বাস নেয় অর্থাৎ প্রাণবন্ত হয়, তাই মাতরিশ্বা অর্থাৎ বায়ু। আবার ৩।২।১৩ ঋকের ভাষ্যে মাতরিশ্বা সূর্যরূপ বা অরণি প্রদীপ্ত অগ্নি। কিন্তু পরের ঋকেই (৩।৫।১০) তিনি মাতরিশ্বা অর্থে বায়ুকেই গ্রহণ করেছেন। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে এই ঋকেও মাতরিশ্বা অগ্নিকেই বিজ্ঞাপিত করছে। "দশ ঋকেও মাতরিশ্বা অর্থে অগ্নি, তাহার সন্দেহ নাই।"[৭]

মাতরিশ্বা অন্তরীক্ষস্থিত সূর্য বা অগ্নির নাম রূপেই বেদে ব্যবহৃত হয়েছে। সূর্য থেকেই অগ্নির সৃষ্টি, এইরূপ বিবরণও দুর্লভ নয়। সূর্য ও অগ্নি যে একই

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—১।৬০।১ ৩ অনুবাদ—তদেব
৪ তদেব—১।১২৮।২ ৫ তদেব—৩।৫।১০ ৬ নিরুক্ত—৭।২৬
৭ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ৫০০, ৩।৫।১০ ঋকের টীকা।

তেজাত্মক শক্তির প্রকারভেদ—এ তত্ত্ব বেদে-পুরাণে সর্বত্র। অথর্ব বেদে (১০।৮।১৯।৪০) মাতরিশ্বা অগ্নির নাম হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল্ লিখেছেন, "Matarisvan would thus appear to be a personification of a celestial form of Agni, who at the same time is thought of as having like Prometheus brought down the hidden fire from heaven to earth just as Agni himself is a messanger of Vivasvat between the two worlds."[১]

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে মাতরিশ্বাকে দূত রূপে বর্ণনা করা হয়েছে—যিনি অগ্নিকে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আনয়ন করেছিলেন।

আ দূতো অগ্নিমভরদ্বিবস্বতো বৈশ্বানরং মাতরিশ্বা পরাবতঃ ॥[২]

দেবগণের দূত স্বরূপ মাতরিশ্বা দূরদেশবর্তী সূর্য মণ্ডল হইতে এই বৈশ্বানর অগ্নিকে (ইহলোকে) আনয়ন করিয়াছেন।[৩]

"Bothlingk ও Roth তাঁহাদিগের জগদ্বিখ্যাত অভিধানে বলেন যে মাতরিশ্বার দুইটি অর্থ বেদে পাওয়া যায়। প্রথম মাতরিশ্বা একজন দেব, যিনি বিবস্বানের দূত রূপে আকাশ হইতে অগ্নি আনিয়া ভৃগুবংশীয়দিগকে দেন। দ্বিতীয় মাতরিশ্বা অগ্নিরই একটি গুপ্ত নাম। তাঁহারা আরও বলেন যে মাতরিশ্বা বায়ু অর্থে বেদে কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় নাই।"[৪]

রমেশচন্দ্র দত্ত অনুমান করেন যে গ্রীকদের Pronentheus দেবের গল্প মাতরিশ্বার অগ্নি আনয়নের গল্প থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। গ্রীক্ Prometheus নামটিও বৈদিক অগ্নির প্রমন্থ নাম থেকে এসেছে বলে কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন। Prof. Muir-এর মতে ভৃগু, মনু, অঙ্গিরা প্রভৃতি কয়েকটি ঋষিবংশ ভারতবর্ষে অগ্নি-পূজা প্রচার করেছিলেন। মাতরিশ্বার অগ্নি আনয়নের তাৎপর্য এই।

---

১ Vedic Mythology—page 71

২ ঋগ্বেদ—১।৮।৪

৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৪ রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম, পৃঃ ১৪৪, ১।৬০।১ ঋকের টীকা।

দধিক্রা

দধিক্রা ঋগ্বেদের অন্যতম গৌণ দেবতা। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলে ৩৮।৩৯।৪০-সূক্তে এবং সপ্তম মণ্ডলে ৪৪ সূক্তে দধিক্রা দেবতার স্তুতি আছে। দধিক্রা দেবের যে বিবরণ কোন কোন ঋকে প্রদত্ত হয়েছে, তাতে তাঁকে অশ্ব বলে মনে হয়।

দধিক্রাম্ সূদনং মর্ত্যায় মর্ত্যায় দদথুর্মিত্রাবরুণা নো অশ্বম্ ॥[১]

—হে মিত্রাবরুণ! তোমরা মনুষ্যের প্রেরক অশ্ব দধিক্রাকে আমাদের জন্য ধারণ কর।[২]

দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভিনো মুখা করৎ প্রণ আয়ুংসি তারিষৎ ॥[৩]

—আমি জয়শীল ও বেগবান অশ্ব দধিক্রার স্তুতি করিয়াছি। তিনি আমাদের সুগন্ধবিশিষ্ট করুন, আমাদের আয়ু বর্ধিত করুন।[৪]

উত স্য বাজী ক্ষিপণিং তুরণ্যতি গ্রীবায়াং বদ্ধো অপিকক্ষ আসনি।
ক্রতুং দধিক্রা অনু সংতবীত্বৎ পথামংকাংস্যন্বাপনীফণৎ ॥[৫]

—আর সেই চলনপটু অশ্ব গ্রীবায়, কক্ষে এবং মুখে বদ্ধ হইয়াও কশাঘাতের পরেই ত্বরান্বিত হয়; স্বীয় চলনকর্ম (অথবা চালকের বুদ্ধি) বর্ধিত করে, পথের কুটিল প্রদেশ সমূহে অনায়াসে সর্বদা যাতায়াত করে।[৬]

উত স্মাসু প্রথমঃ সরিষ্যন্নিবেবেতি শ্রেণিভী রথানাং।
স্রজং কৃণ্বানো জন্যো ন শুভ্বা রেণুং রেরিহৎ কিরণং দদশ্বান্ ॥
উতস্য বাজী সহুরির্ঋতাবা শুশ্রূষমাণস্তন্বা সমর্যে।
তুরং যতীষু তুরয়ন্নৃজিপ্যোঽধি ভ্রুবোঃ কিরতে রেণুমৃঞ্জন্ ॥[৭]

—তিনি যুদ্ধ গমনে অভিলাষ করিয়া রথশ্রেণীতে যুক্ত হইয়া গমন করেন। তিনি অলংকৃত এবং লোকের হিতকর (অশ্বের) ন্যায় শোভমান, তিনি মুখস্থিত লৌহখণ্ড দংশন করেন এবং ধুলি লেহন করেন।

সেই অশ্ব সহনশীল এবং অন্নবান এবং সমরে স্বশরীর দ্বারা কার্য সাধন করেন। তিনি ঋজুগামী ও বেগগামী। (শত্রুমধ্যে) বেগে গমন করেন। তিনি ধুলি উত্থিত করতঃ ভ্রূদেশের উপরে বিক্ষেপ করেন।[৮]

---

১ ঋগ্বেদ—৪।৩৯।৫ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৪।৩৯।৬
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৪।৪০।৪ ৬ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর
৭ ঋগ্বেদ—৪।৩৮।৬-৭ ৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

দধিক্রার বর্ণনা তাঁকে অশ্বরূপেই প্রতিভাত করে। কিন্তু বৈদিক ঋষিগণ অশ্ব নামক ভারবাহী নিত্যপ্রয়োজনীয় পশুটিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতেন—এমন ধারণা সমীচীন বোধ হয় না। অশ্ব এ স্থলে উপমা হিসাবে অথবা রূপক হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছে।

দধিক্রা শব্দের অর্থ কি? যাস্ক বলেছেন, "তত্র দধিক্রা ইত্যেতদ্দধৎ ক্রামতীতি বা দধৎ ক্রন্দতীতি বা দধদাকারী ভবতীতি বা।"[১]

নিরুক্তব্যাখ্যাতা দুর্গাচার্য বলেছেন, "দধিক্রা ইত্যেতৎ পদং সন্দিগ্ধম্।" —দধিক্রা পদটি সম্পর্কে সন্দেহ আছে। ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর নিরুক্তকারের বক্তব্য পরিস্ফুট করতে গিয়ে বলেছেন, "অশ্বনাম সমূহের মধ্যে 'দধিক্রা' এই নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। (১) দধৎ শব্দ পূর্বক 'ক্রম' ধাতুর উত্তর 'বিট' প্রত্যয়ে 'দধিক্রা' শব্দের নিষ্পত্তি হইতে পারে—অর্থ হইবে আরোহীকে ধারণ করিয়া সুখে ক্রমণ (গমন) করে; (২) 'দধৎ' শব্দ পূর্বক 'ক্রন্দ্' ধাতুর উত্তর 'বিচ্' প্রত্যয়ে 'দধিক্রা' শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। অর্থ হইবে আরোহীকে ধারণ করিয়া ক্রন্দন (শব্দ অর্থাৎ হ্রেষা রব) করে। (৩) দধৎ শব্দের সহিত 'অকারিন্, শব্দের যোগে দধিক্রা শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—অর্থ হইবে আরোহীকে ধারণ করিয়া আকারবান্ হয় অর্থাৎ কুঞ্চিতগ্রীব স্তিমিত চক্ষু পুলকিত গাত্র হইয়া সুন্দর আকৃতি ধারণ করে।"[২]

যাস্ককৃত এই ব্যাখ্যা যদিও অশ্বপক্ষে তথাপি যাস্ক আরও বলেছেন, "তস্যাশ্বব-দ্দেবতা বচ্চনিগমা ভবন্তি।"[৩] অর্থাৎ দধিক্রা শব্দের অশ্ব অর্থযুক্ত এবং দেবতা অর্থযুক্ত প্রয়োগ বেদে আছে। যাস্কের মতে পূর্বোল্লিখিত (৪।৪০।৪) ঋকটি অশ্ব অর্থে প্রযুক্ত। কিন্তু অপর একটি ঋক্ (৪।৩৮।১০) দেবতা অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। ঋকটি এই :

আ দধিক্রা শবসা পঞ্চকৃষ্টীঃ সূর্য ইব জ্যোতিষাপস্ততান।
সহস্রসাঃ শতসা বাজ্যর্বা পৃণক্তু মধ্বা সমিমা বচাংসি ॥[৪]

—সূর্য যেরূপ তেজঃ দ্বারা জলদান করেন, সেইরূপ দধিক্রাদেব বল দ্বারা পঞ্চকৃষ্টিকে (নিষাদ পঞ্চম পঞ্চ মনুষ্যজাতি) বিস্তৃত করিয়াছেন। শত সহস্রদাতা বেগবান্ অশ্ব আমাদিগকে স্তুতিবাক্য মধুর (ফলের) দ্বারা সংযোজিত করেন।[৫]

১ নিরুক্ত—২।২৭।১০ ২ নিরুক্ত (ক.বি.) —পৃঃ ৩২৪-২৫ ৩ নিরুক্ত—২।২৭।১১
৪ ঋগ্বেদ—৪।৩৮।১০ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

দধিক্রা কেবল সূর্যের মত তেজঃসম্পন্ন নন, তিনি অগ্নির মতই দীপ্তিশালী—কাম্যফলদাতা।

মহশ্চর্কর্মাবৃতঃ ক্রতুপ্রা দধিক্রাব্ণঃ পুরুবারস্য বৃষ্ণঃ।
যং পুরুভ্যো দীদিবাংসং নাগ্নিং দদথু মিত্রাবরুণা ততুরিং ॥[১]

—আমি যজ্ঞের সম্পাদক। হে মিত্রাবরুণ! দীপ্তিমান্ অগ্নির ন্যায় স্থিত এবং ত্রাণকর্তা যে দধিক্রাকে তোমরা মনুষ্যগণের উপকারের জন্য ধারণ কর, আমি সেই মহান্ অনেকের সম্মানযোগ্য, অভিষ্টবর্ষী দধিক্রা অশ্বকে স্তুতি করিব।[২]

প্রাতঃকালে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার পরই অশ্বরূপী দধিক্রার স্তুতি করা হয়।

যো অশ্বস্য দধিক্রাব্ণো অকারীৎ সমিদ্ধে অগ্না উষসো ব্যুষ্টৌ।
অনাগসং তমদিতিঃ কৃণোতু স মিত্রেণ বরুণেনা সজোষাঃ ॥[৩]

—যিনি উষা প্রকাশের পর অগ্নি সমিদ্ধ হইলে অশ্ব দধিক্রার স্তুতি করেন, অদিতি, মিত্র ও বরুণের সহিত তাঁহাকে নিষ্পাপ করুন।[৪]

যুদ্ধার্থী জয়াভিলাষী এবং যজ্ঞানুষ্ঠাতা উভয়েই দধিক্রাকে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ইন্দ্রের মত আহ্বান করে থাকেন :

ইন্দ্রমিবেদুভয়ে বি হ্বয়ংত উদীরাণা যজ্ঞমুপপ্রয়ন্তঃ।[৫]

—যাঁহারা যুদ্ধের উদ্যোগ করেন এবং যাঁহারা যজ্ঞ আরম্ভ করেন, তাঁহারা উভয়েই ইন্দ্রের ন্যায় দধিক্রাকে আহ্বান করেন।[৬]

দধিক্রা অন্ন, বল ও কল্যাণদাতা,[৭]—তিনি অন্ন, বল ও স্বর্গ প্রদান করেন।[৮] দধিক্রা শত্রুহন্তা।[৯] শত্রুগণ তাঁকে দর্শন মাত্র ভীত হয়ে পড়ে।[১০]

অশ্ব নামক চতুষ্পদ জন্তুটিকে যে ঋষি স্তব করেন নি, তা দধিক্রার এই বিবরণ থেকেই বোঝা যায়। দধিক্রা অশ্ব নয়—প্রকৃতপক্ষে দধিক্রা সূর্যাগ্নির রূপভেদ মাত্র। সূর্যের মত তেজস্বী—অগ্নির মতই দীপ্তিমান অভীষ্টবর্ষী, প্রাতঃকালে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার পরই অভিস্তুত দধিক্রা ত অগ্নিই। সায়নাচার্যও অশ্বরূপী দধিক্রাকে অগ্নির নাম রূপে গ্রহণ করেছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩।১৫।৫) অগ্নি অশ্বের রূপ ধরে অসুর বধ করেছিলেন।

১ ঋগ্বেদ—৪।৩৯।২ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—৪।১৯।৩
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৪।৩৯।৫ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—৪।৩৯।৪ ৮ ঐ —৪।৪০।২ ৯ ঋগ্বেদ—৪।৩৮।২
১০ ঐ —৪।৩৮।৫

আগে দধিক্রাকে জাগ্রত করে তবে যজ্ঞানুষ্ঠান সুরু হয়। অগ্নির জাগরণের নামই অগ্নি প্রজ্বালন; সেকালে অরণিমন্থনে (কাষ্ঠ-ঘর্ষণ) অগ্নি প্রজ্বলিত করা হোত।

দধিক্রাম্ নমসা বোধয়ংত উদীরাণা যজ্ঞমুপপ্রয়ংতঃ।

ইলাং দেবীং বর্হিষি সাদয়ংতোঽশ্বিনা বিপ্রা সুহবা হুবেম॥[1]

—স্তোত্র দ্বারা দধিক্রা দেবতাকে প্রবোধিত ও প্রবর্তিত করতঃ আমরা যজ্ঞের উপক্রমে কুশোপরি ইলাদেবীকে স্থাপন করতঃ শোভন আহ্বানযুক্ত মেধাবী অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি।[2]

দধিক্রাবাণং বুবুধানো অগ্নিমুপ ব্রুব উষসং সূর্যং গাং।[3]

—আমি দধিক্রাকে প্রবোধিত করতঃ অগ্নি, উষা, সূর্য ও ভূমির স্তব করি।[4]

যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রাক্‌কালে উদ্বোধিত দধিক্রা অবশ্যই যজ্ঞাগ্নি। আমরা জানি, সূর্যরশ্মি সূর্যের অশ্বরূপে বেদের সর্বত্র বর্ণিত হয়েছে। সূর্যের সপ্তরশ্মি সূর্যের সপ্ত অশ্ব। সূর্য নিজেও অশ্বরূপ ধারণ করে অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের জন্মদান করেছিলেন। বিষ্ণু ও হয়গ্রীব অর্থাৎ অশ্বশীর্ষ হয়েছিলেন। সূর্য অথবা সূর্যরশ্মিরূপী দধিক্রা দেবকে আহ্বান করা ও স্তুতি করার তাৎপর্য উপলব্ধ হয়। পণ্ডিত Wilson-এর মতেও দধিক্রা সূর্যরূপী অশ্ব—"The Sun under the type of a horse."[5]

এখন অশ্ব শব্দের অর্থ কি চতুষ্পদ প্রাণীবিশেষ? যাস্ক বলেছেন, "অশ্বঃ কস্মাদশ্নুতেঽধ্বানং মহাশনো ভবতীতি বা।"[6] —"ব্যাপ্ত্যর্থক অশ্‌ ধাতুর উত্তর ক্বন্‌ প্রত্যয়ে অশ্ব শব্দের নিষ্পত্তি; অশ্ব পথ ব্যাপ্ত করে অর্থাৎ পথে বেগবান ধাবমান হয়। ভোজনার্থক অশ্‌ ধাতুর উত্তর ক্বন্‌ প্রত্যয়েও অশ্ব শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, অশ্ব মহাভোজী হয়, অর্থাৎ অধিক পরিমাণে খায়।"[7] তাহলে অশ্ব শব্দের অর্থ ব্যাপনশীল। সূর্যরশ্মির মত সর্বব্যাপক আর কোন্ বস্তু? অশ্ব শব্দের অর্থান্তর বহুভোজী। সর্বভুক্ অগ্নির মত মহাভোজী আর কে আছে? অতএব সর্বব্যাপী বা সর্বভুক্ সূর্য এবং অগ্নিই অশ্ব বা দধিক্রা। সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন হওয়ায় দধিক্রা সূর্যাগ্নির আগ্নেয় তেজ সম্ভবতঃ উদয়কালীন সূর্য ও প্রাতঃকালীন যজ্ঞাগ্নির সর্বব্যাপী তেজ।

১ ঋগ্বেদ—৭।৪৪।২ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৭।৪৪।৩
৪ অনুবাদ—ঐ ৫ Introduction to the Trans. of Rgveda, vol. III.
৬ নিরুক্ত—২।২৭।১ ৭ অমরেশ্বর ঠাকুর—নিরুক্ত (ক.বি.), পৃঃ ৩২৪

অহির্বুধ্ন্য

ঋগ্বেদে অহির্বুধ্ন্য দেবতার উল্লেখ আছে,—"শং নোঽহির্বুধ্ন্যঃ।[১]—অহির্বুধ্ন্য দেবতা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

"মা নো অহির্বুধ্ন্যোরিষেধাৎ"[২]—অহির্বুধ্ন্য যেন আমাদের হিংসক হস্তে সমর্পণ না করেন।

যাস্কের মতে বুধ্ন্য শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষ—"বুধ্ন্যমন্তরিক্ষম্।"[৩] অহি শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষে গমনশীল—"অহিরয়নাদেত্যন্তরিক্ষে"।[৪] অহির্বুধ্ন্য শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে যাস্ক লিখেছেন, "যোঽহিঃ স বুধ্ন্যঃ বুধ্ন্যমন্তরিক্ষং তন্নিবাসাৎ"[৫]—যে অহি সে-ই বুধ্ন্য, বুধ্ন্য অন্তরীক্ষ,—অন্তরীক্ষে বাস হেতু অহির্বুধ্ন্য।

ঋগ্বেদে নানাস্থানে অহি শব্দে বৃত্রকে বোঝানো হয়েছে এবং জলরোধকারী যে মেঘ আকাশ রোধ করে থাকে, অহি সেই মেঘ ভিন্ন কিছুই নয়। সুতরাং যিনি অহিকে বধ করেন বা আঘাত করেন তিনিই অহির্বুধ্ন্য। সুতরাং অহির্বুধ্ন্য ইন্দ্র।

ঋগ্বেদের উল্লেখ থেকে মনে হয় অহির্বুধ্ন্য অগ্নি।

অব্জামুক্থৈরহিং গৃণীষে বুধ্নে নদীনাং
রজঃ সু ষীদন্॥[৬]

মেঘের আহন্তা নদীর স্থানে উপবিষ্ট জলজাত অগ্নিকে স্তোত্রদ্বারা স্তুতি কর।[৭]

রমেশচন্দ্র দত্ত অনুবাদে অহি অর্থে মেঘ গ্রহণ করেছেন। তাঁহার মতে অহির্বুধ্ন্য অর্থে মেঘের আহন্তা। বেদে বৃত্র, অহি বা মেঘের আহন্তা ইন্দ্র। 'রজঃ সু ষীদন্'-এর অর্থ রমেশচন্দ্রের মতে জলে উপবিষ্ট। ঋগ্বেদে বহুস্থলে রজঃ শব্দ অন্তরীক্ষ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। 'রজসী' শব্দও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। রজস্ শব্দের দ্বিবচনাত্মক প্রয়োগ রজসী, দ্যুলোক ও পৃথিবীকে লক্ষ্য করে প্রযুক্ত হয়েছে। সুতরাং জলে অর্থাৎ মেঘে জাত রজঃ অর্থাৎ অন্তরীক্ষে উপবিষ্ট অগ্নি বিদ্যুতাগ্নি ভিন্ন আর কিছুই নয়।

বৃহদ্দেবতায় এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

---

১ ঋগ্বেদ—৭।৩৫।১৩ ২ ঋগ্বেদ—৭।৩৪।১৭ ৩ নিরুক্ত—১০।৪৪।৫
৪ নিরুক্ত—১০।১৭।৪ ৫ নিরুক্ত—১০।৪৪।৫ ৬ ঋগ্বেদ—৭।৩৪।১৬
৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

স্তৌত্যগজামহিং তত্র সানোঽহির্বুধ্ন্য এব চ।
অহিরাঽহন্তি মেঘান্ স এতি বা তেষু মধ্যমঃ॥
যোঽহিঃ স বুধ্নো বুধ্নেতি সোঽন্তরিক্ষেঽভিজায়তে।[১]

—ঋগ্বেদ জলজাত অহির স্তুতি করছেন, সেখানে অহির্বুধ্ন্যও অবস্থান করেন। অহি মেঘকে আঘাত করেন, অথবা তিনি মধ্যম (অগ্নি) রূপে তাদের মধ্যে আগমন করেন। যিনি অহি তিনিই বুধ্ন্য, তিনি অন্তরীক্ষে জন্মগ্রহণ করেন।

অধ্যাপক Macdonell অহির্বুধ্ন্য বলতে অগ্নিকেই বুঝিয়েছেন, যদিও তাঁর মতে অহির্বুধ্ন্য মূলতঃ অহি-বৃত্র। "Agni in space of air is called a raging ahi (Ṛg. 1.79.1) and is also said to have been produced in the depth (budhne) of the great space (4.11.1). Thus it may be surmised that Ahi budhna was originally not different from Ahi-Vṛtra....

In later Vedic texts Ahi budhnya is alligorically connected with Agni Gārhapatya" (V.S. 5.33, A B. 3.36 ; T B. I.I. 10 3).[২]

শুক্ল যজুর্বেদের "অহিরসি বুধ্ন্যঃ"[৩] মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় আচার্য মহীধর লিখেছেন, "ন হীয়তী ইত্যহি শালাদ্বারীয়ে নূতনে গার্হপত্যে উৎপন্নেঽপি অয়মগ্নিঃ স্বস্বরূপেণ ন হীয়তে। বুধ্নো মূলং তত্র ভব বুধ্ন্যঃ আধানকালে প্রথমমাহিতত্বান্মূলভাবিত্বম্ স হি প্রথমং মথ্যতে।"—ক্ষয় হয় না এইজন্যই অগ্নির নাম অহি। যজ্ঞশালার দ্বারে গার্হপত্য অগ্নি নূতন অর্থাৎ প্রথমে উৎপন্ন হলেও এই অগ্নি স্বস্বরূপে কখনও ক্ষীণ হন না। বুধ্ন্য শব্দের অর্থ মূল। মূলে উৎপন্ন এই অর্থে বুধ্ন্য। অগ্ন্যাধান কালে প্রথম প্রজ্বলিত হন বলেই অগ্নিকে মূল বলা হয়েছে। মন্থনের দ্বারা তিনিই প্রথম জাত হন।

মহীধরের মতে ক্ষয় রহিত চিরন্তন মূল অগ্নি বা আগ্নেয় তেজই অহির্বুধ্ন্য। ইন্দ্রের স্বরূপ আলোচনায় জানা যায় যে ইন্দ্র সূর্যাগ্নির একটি রূপ। অহির্বুধ্ন্য অগ্নি হলেও ইন্দ্রের সঙ্গে একাত্মতায় কোন বিরোধ হয় না। পুরাণে ও সাহিত্যে অহির্বুধ্ন্য রুদ্রের নাম এবং শিবের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়েছে। রুদ্রের স্বরূপ আলোচনা করলেও দেখা যাবে যে রুদ্রও সূর্যাগ্নির একটি রূপ মাত্র। স্কন্দপুরাণে অহির্বুধ্ন্য একাদশ রুদ্রের অন্যতম।[৪] মহাভারতেও অজৈকপাদ এবং অহির্বুধ্ন্য একাদশ রুদ্রের অন্তর্ভুক্ত দুই রুদ্র।[৫]

১ বৃহদ্দেবতা—৪।১৪৮-১৪৯ ২ Vedic Mythology
৩ শুক্ল যজুঃ—৫।৩৩ ৪ প্রভাসখণ্ড—৮৭।৬ ৫ আদিপর্ব—৬৬।৩

ঋভুগণ

ঋগ্বেদে ঋভু নামে এক শ্রেণীর দেবতার স্তুতি আছে। ঋভু কোন একজন দেবতা নন। এঁরা সংখ্যায় বহু। এঁরা ঋভুগণ নামে সম্বোধিত হয়েছেন। মরুদ্গণের মত ঋভুগণও গণদেবতা। ঋভুগণ ত্বষ্টার মত শিল্পী। তাঁরা অশ্বিদ্বয়ের জন্য অত্যুজ্জ্বল দ্রুতগামী রথ প্রস্তুত করেছিলেন।

আ তেন যাতং মনসো জবীয়সা রথং যং বামৃভবশ্চক্রুরশ্বিনা।

যস্য যোগে দুহিতা জায়তে দিব উভে অহনী সুদিনে বিবস্বতঃ॥[১]

—হে অশ্বিদ্বয়, ঋভু নামক দেবতারা যে রথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, যে রথের উদয় হইলে আকাশের কন্যা উষা আবির্ভূত হয়েন এবং সূর্য হইতে অতি সুন্দর দিন ও রাত্রি জন্মগ্রহণ করে, মন অপেক্ষাও সমধিক সেই রথে আরোহণ পূর্বক তোমরা আগমন কর।[২]

রথং যে চক্রুঃ সুবৃতং নরেষ্ঠাং যে ধেনুং বিশ্বজুবং বিশ্বরূপাং।

ত আ তক্ষংত্বৃভবো রয়িং নঃ স্ববসঃ স্বপসঃ সুহস্তাঃ॥[৩]

—যাঁহারা সুচক্র ও চক্রবিশিষ্ট রথ নির্মাণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা বিশ্বের প্রেরয়িত্রী বিশ্বরূপা ধেনু উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই সুকর্মা সুন্দর অন্নযুক্ত ঋভুগণ আমাদিগের ধন নিষ্পাদন করুন।[৪]

যে অশ্বিনা যে পিতরা যে উতী ধেনু

ততক্ষু ঋভবো যে অশ্বা॥[৫]

—যে ঋভুগণ অশ্বিনীকুমারদের (রথ নির্মাণের দ্বারা) প্রীত করেছিলেন, পিতামাতাকে প্রীত করেছিলেন, ধেনু ও অশ্ব নির্মাণ করেছিলেন।

তক্ষন্নাসত্যাভ্যাং পরিজ্মানং সুখং রথং।

তক্ষন্ধেনুং সবর্দুঘাম্॥[৬]

—তাঁহারা নাসত্যদ্বয়ের জন্য সর্বতোগামী ও সুখকর একখানি রথ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং একটি ক্ষীরদোগ্ধ্রী গাভী উৎপন্ন করিয়াছিলেন।[৭]

---

১ ঋগ্বেদ—১০।৩৯।১২ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৪।৩৩।৮
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৪।৩৪।৯ ৬ ঐ —১।২০।৩
৭ অনুবাদ—তদেব

ত্বষ্টা দেবগণের সোম পানের নিমিত্ত যে চমস নির্মাণ করেছিলেন, ঋভুগণ সেই চমসকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে চারটি পাত্রে পরিণত করেছিলেন।

জ্যেষ্ঠ আহ চমসা দ্বা করেতি কনীয়ান্ত্রীন্ কৃণবামেত্যাহ।
কনিষ্ঠ আহ চতুরস্ক রেতি ত্বষ্টা ঋভবস্তৎপনয়দ্বচো বঃ॥[১]

—জ্যেষ্ঠ (ঋভু) বলিলেন, (এক) চমস দুই করিব। তাঁর অবরজ (বিভ্ব) বলিলেন, তিন করিব। কনিষ্ঠ (বাজ) বলিলেন চতুর্ধা করিব। হে ঋভুগণ, ত্বষ্টা এই (চতুষ্করণের) প্রশংসা করিয়াছিলেন।[২]

উত ত্যং চমসং নবং ত্বষ্টুর্দেবস্য নিষ্কৃতং।
অকর্ত চতুরঃ পুনঃ॥[৩]

—ত্বষ্টা দেবের সেই চমস নিঃশেষিতরূপে নির্মিত হইয়াছিল, ঋভুগণ, সেই চমস পুনরায় চারিখানি করিয়াছিলেন।[৪]

একং বি চক্র চমসং চতুর্বয়ং···।[৫]

—হে ঋভুগণ! তোমরা এক চমসকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়াছ।[৬]

ত্যং চিচ্চমসমসুরস্য ভক্ষণমেকং সংতমকৃণুতা চতুর্বয়ম্।[৭]

—সেই ত্বষ্টার নির্মিত একখানি সোমপাত্রকে চারখানি করিয়াছিলে।[৮]

ঋভুগণের আর একটি কাজ পিতামাতাকে যুবা করা :

যদারমক্রন্নৃভবঃ পিতৃভ্যাং পরিবিষ্টী।[৯]

—যখন ঋভুগণ পিতামাতাকে পরিচর্যা ও যুবা করিয়া (ছিলেন)···।[১০]

পুনর্যে চক্রুঃ পিতরা যুবানা সনা যূপেব জরণা শয়ানা।[১১]

—ঋভুগণ যূপকাষ্ঠের ন্যায় জীর্ণ ও শয়ান মাতাপিতাকে নিত্যতরুণ করিয়াছিলেন।[১২]

শচ্যাকর্ত পিতরা যুবানা শচ্যাকর্ত চমসং দেবপানং।[১৩]

—তোমরা স্বীয় দক্ষতায় পিতামাতাকে যুবা করেছিলে, দক্ষতায় চমস নির্মাণ করেছিলেন।

যুবানা পিতরা কৃণোতন।[১৪]

---

১ ঋগ্বেদ—৪।৩৩।৫ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১।২০।৬
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৪।৩৬।৪ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—১।১১০।৩ ৮ অনুবাদ—তদেব ৯ ঋগ্বেদ—৪।৩৩।২
১০ অনুবাদ—তদেব ১১ ঋগ্বেদ—৪।৩৩।৩ ১২ অনুবাদ—তদেব
১৩ ঋগ্বেদ—৪।৩৫।৫ ১৪ ঋগ্বেদ—১।১১০।৮

ঋভুগণ সম্বৎসর গাভী রক্ষা করেছিলেন :

যৎ সংবৎসরমৃভবো গামরক্ষণ্যৎ ... ।[১]

ঋভুগণ সোম পান করেন।[২] তাঁরা অন্ন ও ধন দান করেন।[৩] তাঁরা ইন্দ্রের সখা। সোমপানেও তাঁরা ইন্দ্রের সঙ্গী।

সমৃভুভিঃ পিবস্ব সখয়াঁ ইন্দ্র চকৃষে সুকৃত্যা।[৪]

—হে ইন্দ্র তুমি সুকর্ম দ্বারা যাঁহাদিগকে সখা করিয়াছ, সেই রত্নদাতা ঋভুগণের সহিত তৃতীয় সবনে পান কর।[৫]

ইন্দ্র শত্রুনাশেও ঋভুগণের সহায়তা লাভ করেন।[৬]

ঋভুগণ বলের পৌত্র (বা পুত্র)—নপাতঃ শবসো ;[৭] শবসো নপাতঃ।[৮]

ঋভুগণের যে বর্ণনা ঋগ্বেদে দেওয়া হয়েছে তাতে তাঁদের সূর্যাগ্নির কিরণ ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। কোন কোন ঋকে তাঁদের স্পষ্টতঃই সূর্যরশ্মিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বাদশ দ্যূন্যদগোহ্যস্যাতিথ্যে রণন্নৃভবঃ সসংতঃ

সুক্ষেত্রাকৃণ্বন্নয়ংত সিন্ধূন্ধন্বাতিষ্ঠন্নোষধীর্নিম্নমাপঃ ॥[৯]

—যখন ঋভুগণ অগোপনীয় (সূর্যের) আতিথ্যে দ্বাদশ দিবস সুখে অবস্থান করতঃ বিহার করেন, তখন তাঁহারা ক্ষেত্র সকল শস্যসম্পন্ন করেন নদীসকল প্রেরণ করেন। জলবিহীন স্থানে ওষধিসকল জন্মে এবং নিম্নস্থান জলব্যাপ্ত হয়।[১০]

এই ঋকের ভাষ্যে সায়ন বলেছেন যে ঋভুগণকে সূর্যরশ্মি রূপে স্তব করা হয়েছে। দ্বাদশ দিবস দ্বাদশ মাস রূপেও ব্যাখ্যাতব্য। সায়নের মতে দ্বাদশ দিবস আর্দ্রা আদি দ্বাদশ বৃষ্টি নক্ষত্র।

সজোষস আদিত্যৈর্মাদয়ধ্বং সজোষস ঋভবঃ পর্বতেভিঃ।

সজোষসো দৈব্যেনা সবিত্রা সজোষসঃ সিন্ধুভী রত্নধেভিঃ ॥[১১]

—হে ঋভুগণ! তোমরা আদিত্যের সহিত সঙ্গত হইয়া হৃষ্ট হও, পর্বতগণের সহিত সঙ্গত হইয়া হৃষ্ট হও, দেবগণের সহিত সঙ্গত হইয়া হৃষ্ট হও, রত্নদাতা নদী দেবগণের সহিত সঙ্গত হইয়া হৃষ্ট হও।[১২]

---

১ ঋগ্বেদ—৪।৩৩।৪ ২ ঋগ্বেদ—৪।৩৫।১ ; ৪।৩৭।৩ ; ৪।৩৬।২, ৪।৩৫।৪
৩ ঐ —৭।৪৮।৪ ; ৪।৩৪।১০ ; ৪।৩৫।১০ ; ৪।৩৭।৯ ৪ ঋগ্বেদ—৪।৩৫।৭
৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋগ্বেদ—৭।৪৮।৩ ৭ ঐ —৪।৩৪।৬
৮ ঋগ্বেদ—৪।৩৫।১ ৯ ঐ —৪।৩৩।৭ ১০ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
১১ ঋগ্বেদ—৪।৩৪।৮ ১২ অনুবাদ—তদেব

পর্বত শব্দের অর্থ মেঘ। সূর্যরশ্মি মেঘের সঙ্গে সঙ্গত হয়ে যেমন বর্ষালীর সৃষ্টি করে, তেমনি বৃষ্টিরও সহায়ক।

বিষ্ট্বী শমী তরণিত্বেন বাঘতো মর্তাসঃ
সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ।
সৌধন্বনা ঋভবঃ সূরচক্ষসঃ সংবৎসরে
সমপৃচ্যন্ত ধীতিভিঃ॥[১]

—তাহারা শীঘ্র কর্ম সাধন করিয়াছেন বলিয়া এবং ঋত্বিক্‌ দিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনুষ্য হইয়াও অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন সুধন্বার পুত্র ঋভুগণ সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া সাংবাৎসরিক যজ্ঞসমূহে হব্যভাজন হইলেন।[২]

এই ঋক্‌টির অনুবাদে ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "দেখিতে সূর্যতুল্য সুন্দর অন্তরিক্ষে সমুদ্ভূত উদকবহনকারী ঋভুগণ (বৈদ্যুতিক জ্যোতিঃসমূহ) ক্ষিপ্রভাবে উদক প্রদান প্রকাশাদি কর্ম নিষ্পন্ন করিয়া ক্ষণবিলাসী হইয়াও অমরত্ব লাভ করিয়াছে, যেহেতু সংবৎসর গত হইলে উদকবর্ষণ কর্মের সহিত পুনরায় সম্বন্ধযুক্ত হয়।"[৩]

আর একটি ঋকে ঋভুগণ অন্তরীক্ষের নেতা ও সূর্যসম শীঘ্র গমনশীল।

আ মনীষামংতরিক্ষস্য নৃভ্যঃ স্রুচেব ঘৃতং জুহবাম বিদ্মনা।
তরণিত্বা যে পিতুরস্য সশ্চির ঋভবো বাজমরুহন্দিবো রজঃ॥[৪]

—আমরা অন্তরীক্ষের নেতা (ঋভু) গণকে পাত্রস্থিত ঘৃত অর্পণ করিতেছি; তাঁহারা সূর্যের শীঘ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দিবালোকের যজ্ঞ অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[৫]

উদ্বৎস্বস্মা অকৃণোতনা তৃণং নিবৎস্বপঃ স্বপস্যয়া নরঃ।
অগোহ্যস্য যদসস্তনা গৃহে তদদ্যেদমৃভবো নানুগচ্ছথ॥[৬]

—হে প্রভূত দীপ্তিযুক্ত ঋভুগণ! তোমরা নেতা। তোমরা প্রাণিগণের উপকারার্থ উন্নত প্রদেশে (ব্রীহি যবাদিরূপ) তৃণ উৎপাদন কর এবং সৎকর্ম করিবার অভিলাষে নিম্নপ্রদেশে জল উৎপন্ন কর। তোমরা আদিত্যমণ্ডলে এতক্ষণ নিহিত ছিলে, এক্ষণে সেইরূপ করিও না, নিজ কার্য সাধন কর।[৭]

---

১ ঋগ্বেদ—১।১১০।৪ ২ অনুবাদ—ঐ তদেব ৩ নিরুক্ত (ক.বি.)—পৃঃ ১১৯৬
৪ ঐ —১।১১০।৬ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋগ্বেদ—১।১৬১।১১
৭ অনুবাদ—তদেব

এই ঋক্‌টির দ্বিতীয় চরণ সম্পর্কে ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "ঋষি বলিতেছেন,—হে আদিত্য রশ্মিসমূহ, রাত্রিতে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আদিত্যমণ্ডলে নিহিত বা লীন হইয়া যাও, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহলোক ও নিম্নলোক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তোমরাই জগৎকে আলোকিত কর, ইহাই তোমাদের মহাভাগ্য বা মাহাত্ম্য।"[১]

যাস্ক এই অংশটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, "অগোহ্য আদিত্যোঽগূহনীয়স্তস্য যদস্বপথ গৃহে যাবত্তত্র ভবথ ন তাবদিহ ভবথেতি।"[২] —অগোহ্য শব্দে আদিত্য বোঝায়; অগূহনীয় অর্থাৎ গোপন করায় অযোগ্য আদিত্য। তাঁর গৃহে অর্থাৎ সূর্যমণ্ডলে যে পর্যন্ত অবস্থান কর, সে পর্যন্ত অর্থাৎ রাত্রি পর্যন্ত এই জগতে আগমন কর না।

সুষুপ্বাংস ঋভবস্তদপৃচ্ছতাগোহ্য ক ইদংনো অবূবুধৎ।
শ্বানং বস্তোবোধয়িতারমব্রবীৎ সংবৎসর ইদমদ্যাব্যখ্যত ॥[৩]

—হে ঋভুগণ! তোমরা আদিত্যমণ্ডলে শয়ন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, হে আদিত্য, কে আমাদিগকে কর্মে জাগরিত করেন। সম্বৎসর (অতিবাহিত হইয়াছে), এক্ষণে আবার তোমরা জগৎ প্রকাশ কর।[৪]

ঋগ্বেদে ঋভুগণ বারংবার সুধন্বাতনয় নামে অভিহিত হয়েছেন। ঋভুগণ, বাজগণ ও বিভ্বা এই তিনটি নামও পাওয়া যায় ঋক্ সূক্তে। যাস্ক লিখেছেন, "ঋভুর্বিভ্বা বাজ ইতি সুধন্বন আঙ্গিরসস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বভূবুস্তেষাং প্রথমোত্তমাভ্যাং বহুবন্নিগমা ভবন্তি ন মধ্যমেন।"[৫] —আঙ্গিরসপুত্র সুধন্বার তিন পুত্র ছিলেন—ঋভু, বিভ্বা এবং বাজ। প্রথম এবং মধ্যমোক্ত অর্থাৎ ঋভু ও বাজ বহুবচনান্তরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, মধ্যমোক্ত অর্থাৎ বিভ্বা একবচনে প্রযুক্ত।

রমেশচন্দ্র দত্তও এই উপখ্যানটি ঈষৎ ভিন্নরূপে বিবৃত করেছেন: "অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বা, তাঁহার ঋভু, বিভু ও বাজ নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা নিজ কর্ম-দ্বারা দেবত্ব লাভ করেন এবং সূর্যলোকে বাস করেন, এইরূপ আখ্যান।"[৬]

ঋভুগণ শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যাস্ক লিখেছেন, "ঋভব উরু ভান্তীতি বা, ঋতেন ভান্তীতি বা, ঋতেন ভবন্তীতি বা।"[৭]

---

১ নিরুক্ত (ক. বি) —পৃঃ ১১৯৮ ২ নিরুক্ত—১১।১৬।৩ ৩ ঋগ্বেদ—১।১৬১।১৩
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঐ —১১।১৬।৩
৬ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ৬৯, ১।২০।১ ঋকের টীকা ৭ নিরুক্ত—১১।১৫।৩

উরু বা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়, ঋত অর্থাৎ সত্য (অথবা জল বা যজ্ঞ) দ্বারা প্রকাশিত হন, অথবা সত্য (যজ্ঞ, জল) দ্বারা আবির্ভূত হয়,—এই অর্থে ঋভু।

স্কন্দস্বামী নিরুক্তব্যাখ্যায় লিখেছেন, "ঋভবো বৈদ্যুতা জ্যোতির্বিশেষাঃ।" —ঋভুগণ বৈদ্যুতিক অর্থাৎ বিদ্যুৎ সম্পর্কিত জ্যোতিবিশেষ।

"নৈরুক্ত পক্ষে ইহার অর্থ বৈদ্যুতিক জ্যোতির্বিশেষসমূহ। ঐতিহাসিক পক্ষে ইহার অর্থ অঙ্গিরার তনয় সুধন্বার পুত্র ঋভু বিভ্বা এবং বাজ।"[১]

যাস্ক পরিষ্কারভাবেই বলেছেন, "আদিত্যরশ্ময়োঽপ্যভব উচ্যন্তে।"[২] —আদিত্য রশ্মিসমূহকেই ঋভুগণ বলা হয়ে থাকে।

সূর্য, বিদ্যুৎ ও যজ্ঞ বা যজ্ঞাগ্নি একাত্ম হওয়ায় সূর্যজ্যোতি, বিদ্যুতের জ্যোতি বা অগ্নিজ্যোতি ঋভুগণ নামক দেবতাদের নামে স্তুত হয়েছেন। ঋগ্বেদে অগ্নির নাম অঙ্গিরস। অগ্নি বা সূর্যরূপী অঙ্গিরার পুত্র শোভনধনবান সুধন্বা। সুধন্বার পুত্র ঋভু, বিভু এবং বাজ একই বস্তুর বিভিন্ন নাম। বাজ শব্দের অর্থ অন্ন,—অন্নদাতা ঋভুও তাই অন্নস্বরূপ বাজ; বিভু, প্রভু বা ঈশ্বর। সূর্যাগ্নির জ্যোতির সর্বেশ্বরত্ব অসংশয়িত। বিষ্ণুপুরাণে ঋভু পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার পুত্র।[৩] পুরাণে অগ্নিই ব্রহ্মা।

রমেশচন্দ্র লিখেছেন, "প্রকৃত ঋভুগণ কে? প্রকৃতির মধ্যে কোন্ বস্তুকে প্রাচীন হিন্দুধর্ম ঋভু বলিয়া উপাসনা করিতেন? সায়ন ১১০ সূক্তে ৬ ঋকের ব্যাখ্যায় একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—'আদিত্যরশ্ময়োঽপি ঋভব উচ্যন্তে।' —অর্থাৎ ঋভুগণ সূর্যরশ্মি। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণেরও এই মত। Wilson বলেন, ঋভুগণ সূর্যরশ্মি, Maxmuller বলেন, ঋভু শব্দ অনেক স্থলে সূর্য বা ইন্দ্রের নাম।"[৪]

ঋভুর রথ, অস্ত্র, চমস বা পানপাত্র নির্মাণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রমেশচন্দ্র Maxmuller-এর অভিমত উদ্ধৃত করে লিখেছেন, "যদি ঋভুর আদি অর্থ সূর্য বা সূর্যকিরণ হয় তবে ঋভুগণ অস্ত্রাদি বা পাত্রাদি নির্মাণে নিপুণ, এ আখ্যান উঠিল কিরূপে? Maxmuller বলেন, বৃবু নামক এক সূত্রধর বংশকার্য বা ধর্মগুণে ঋত্বিক্ সম্প্রদায়ে প্রবেশ পাইয়া ঋত্বিক হইয়াছিল। তাহারা ভরদ্বাজ ঋষির অনেক সহায়তাও করিয়াছিল। তাহাদিগের বিশেষ কোন উপাস্য দেব

১ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরুক্ত—পৃঃ ১১৯৫ ২ নিরুক্ত—১১।১৬।৪

৩ বিষ্ণুপুঃ, ২য় অংশ, ১৫ অঃ। ৪ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম, পৃঃ ৬৯, ১।২০।১ ঋকের টীকা

ছিল না, অতএব তাহারা ঋভুগণের উপাসনাপরায়ণ হইল, এবং কালক্রমে সেই বৃবুবংশীয়দের পাত্রাদি নির্মাণে নৈপুণ্য হইতে সেই কুলের দেব ঋভুগণ সেইরূপ নপুণ্যেরৈ খ্যাতিলাভ করলেন।" — (Chipsf rom a German workshop, vol. II 1867, page 128)।[১]

এরূপ ব্যাখ্যা নিতান্তই মনগড়া কাল্পনিক। আমরা পূর্বেই দেখেছি, দেবশিল্পী ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্মা সূর্য ভিন্ন অপর কেউ নন। দেবশিল্পী ত্বষ্টা বা ত্বষ্টার শক্তি-বিশেষই ঋভুগণ। এইজন্য ঋভুগণও শিল্পী। ঋভুগণ অশ্বিদ্বয়ের জন্য রথ নির্মাণ করেছিলেন। এই রথ ত্রিচক্রবিশিষ্ট—অশ্বহীন হয়েও অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করে।

অনশ্বো জাত অনভীশুরুক্থ্যো রথস্ত্রিচক্রঃ পরি বর্ততে রজঃ ॥[২]

—(হে ঋভুগণ) তোমাদের কৃত স্তুতিযোগ্য ত্রিচক্ররথ অশ্ব ব্যতিরেকেও প্রগ্রহ ব্যতিরেকে অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে!

অশ্বিদ্বয় প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন সূর্য। সূর্যে পূর্বাকাশে মধ্যগগনে ও পশ্চিম দিগন্তে সূর্যের অবস্থান তিনটি চক্ররূপে কল্পিত হয়েছে। সূর্যকরোজ্জ্বল দিবাভাগই তিনচক্রসমন্বিত রথ। সূর্যকিরণরূপী ঋভুগণ দিবাভাগের নির্মাতা। সেই রথে প্রাতঃ ও সায়ংকালীন সূর্য আরোহণ করেন। ঋভুদের রথ দীপ্তিশালী—"শুচদ্রথ"।[৩] ঋভুদের অশ্ব পীবর।[৪] ইন্দ্রের জন্য অশ্বদ্বয় তাঁরাই সৃষ্টি করে-ছিলেন।[৫] ইন্দ্র সূর্য। তাঁর অশ্ব সূর্যের রশ্মি।

ঋভুগণ জীর্ণ পিতামাতাকে যৌবন দান করেছিলেন। দ্যাবা পৃথিবী পিতা ও মাতা। সূর্যরশ্মি আকাশকে উজ্জ্বল আলোকে অভিষিক্ত করে পৃথিবীতে বৃষ্টি-দ্বারা ও উত্তাপ দ্বারা উদ্ভিদ ও প্রাণীর পুষ্টিসাধন করে তারুণ্য এনে দিয়ে থাকে। ত্বষ্টানির্মিত চমস বা সোমরসপানের পাত্র আকাশ। চন্দ্রমণ্ডল থেকে সূর্যরশ্মি আহরণ সোমপান। এই সোমপানের আধার আকাশ। ঋভুগণ এই আকাশকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। চারটি ভাগ চারটি দিক।

ঋভুগণের আর একটি স্মরণীয় কাজ—গাভীর চর্মহীন দেহে চর্মসংযোজন।

নিশ্চর্মণ ঋভবো গামপিংশত সংবৎসেনা সৃজতা মাতরং পুনঃ।[৬]

—হে ঋভুগণ! তুমি গাভীকে চর্মদ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছিলে এবং সেই গাভীকে পুনরায় বৎসের সহিত যোগ করিয়াছিলে।[৭]

---

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ ১ম—পৃঃ ৩৯, ১।২০।১ ঋকের টীকা। ২ ঋগ্বেদ—৪।৩৬।১
৩ ঋগ্বেদ—৪।৩৭।৪ ৪ তদেব ৫ তদেব—৪।৩৩।১০
৬ তদেব—১।১১০।৮ ৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

পৃথিবীর জন্ম বা জীবনসৃষ্টি সূর্যরশ্মিরই অবদান। গো শব্দে পৃথিবীকেও বোঝায়। পৃথিবীকে চর্মাচ্ছাদিত করার ক্ষেত্রে সূর্যরশ্মির কর্তৃত্ব অনস্বীকার্য। তৃণ, উদ্ভিদ ও তরুলতায় পৃথিবীর আচ্ছাদন গাভীর কংকালে চর্মসংযোজন। পৃথিবীতে অন্ধকারের আবরণও ত সূর্যকিরণেরই সৃষ্টি।

Maxmuller-এর মতে গ্রীক্ দেবতা Orpheus ঋভুর রূপান্তর। Orpheus মৃত্যুদেবতার কাছ থেকে মৃতা পত্নীকে ফিরিয়ে আনার পর তাঁরই ঔৎসুক্যময় দৃষ্টিপাতে পত্নী অদৃশ্য হয়েছিলেন। Maxmuller-এর মতে সূর্যের দৃষ্টিতে উষার তিরোভাবের তত্ত্বই এই গল্পের তাৎপর্য। সুতরাং মোক্ষমূলরের মতানুসারে Orpheus বা ঋভু সূর্য।

সূর্য, অগ্নি ও বিদ্যুৎ অভিন্ন হওয়ায় ঋভুগণ অগ্নির তেজরূপে গৃহীত হতে পারে। ঋগ্বেদে সুস্পষ্টরূপে অগ্নিকে ঋভু বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ত্বমগ্ন ঋভুরাকে নমস্য স্তং বাজস্য ক্ষুমতো রায় ঈশিষে।

ত্বং বি ভাস্যনু দক্ষি দাবনে ত্বং বিশিক্ষুসি যজ্ঞমাতনিঃ ॥[১]

—হে অগ্নি! তুমি ঋভু, তুমি প্রত্যক্ষ স্তুতিযোগ্য, তুমি সর্বত্র বিশ্রুত ধন ও অন্নের স্বামী। তুমি অতি উজ্জ্বল, (অন্ধকার) ছেদনের জন্য ক্রমে তুমি (কাষ্ঠাদি) দাহ কর। তুমি বিশেষরূপে যজ্ঞ নির্বাহ কর এবং তাহার ফল বিস্তার কর।[২]

অতএব অগ্নির জ্যোতিও ঋভু। এককথায় বলা যায় আগ্নেয় জ্যোতিপুঞ্জঃই ঋভুগণ নামে স্তুত। ঋভুগণ বলের পুত্র। ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাসের মতে বল এবং ঋভুগণ পণি (ফিনিশীয়) নামক বণিক আর্যজাতির দ্বারা পূজিত হতেন। **"Ṛbhus, whom Sayana has indentified with solar rays, were sons of Vala. Fire was also called a son of Vala. The Paṇis were worshippers of Vala and the Ṛbhus."**[৩]

---

১ ঋগ্বেদ—২।১।১০ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ Ṛgvedic culture—page 94

বসুগণ

রবীন্দ্রনাথ মালিনী নাটকে মালিনীর নির্বাসন কালে রাজমহিষীর মুখে বলেছেন—

বসুগণ, রুদ্রগণ
বিশ্বদেবগণ, সবে করহ রক্ষণ
কন্যারে আমার।[১]

বসু বা অষ্টবসু নামে কোন দেবসমষ্টির পূজার্চ্চনা এ যুগে প্রচলিত নেই। কাব্যে-পুরাণে অষ্টবসুর উল্লেখ এমন কি নাম উল্লেখ থাকলেও এই দেবগোষ্ঠী কোনদিনই প্রাধান্য পান নি। ঋগ্বেদে ত এঁরা একেবারেই অপ্রধান দেবতা। শতকিয়া মুখস্থ করার সময়েই শিশু শেখে 'আটে অষ্টবসু'। বসু নামক দেবতার সংখ্যা আট। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (১।১০), শতপথ ব্রাহ্মণ (৪।৫।৭।২), বৃহদারণ্যক উপনিষৎ প্রভৃতিতে অষ্টবসুর উল্লেখ আছে। বৃহদারণ্যকের মতে আটজন বসুর নাম: অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যৌঃ, চন্দ্রমা ও নক্ষত্রসমূহ—"অগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষশ্চাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চ চন্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রানি চৈতে বসবঃ।"[২]

মৎস্যপুরাণ অনুসারে অষ্টবসুর নাম:

আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যুষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্তিতাঃ॥[৩]

—আপ অর্থাৎ জল, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অগ্নি, প্রত্যুষ ও প্রভাস—এই আটজন বসু।

মহাভারতে (শান্তিপর্ব—২০৮।২০) অজৈকপাদ এবং অহির্বুধ্ন্য অষ্টবসুর দুই বসু। মহাভারতের আদিপর্বে পৃথু, দ্যু, এবং ধর এই তিন বসুর নাম পাই (৯৯অঃ)।

বসুদের সম্পর্কে পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন, "গঙ্গা হইতে উৎপন্ন গণ-দেবতা বিশেষ। তাঁহাদের সংখ্যা আট—ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ এবং প্রভব। বসু শব্দে যথাক্রমে কুবের, সূর্য, অগ্নি প্রভৃতিকেও বুঝাইয়া থাকে।"[৪]

---

১ তৃতীয় দৃশ্য　　২ বৃহদারণ্যক—৩।৯।৩　　৩ মৎস্যপুঃ—৫।২১

৪ দুর্গাদাস সম্পাদিত কৃষ্ণযজুর্বেদ, ১ম খণ্ড—পৃঃ ৬৬৯, পাদটীকা

মহাভারতকার মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিশাপে বসুগণের মর্তে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সস্ত্রীক বসুগণ মর্তে বশিষ্ঠমুনির আশ্রমে বিচরণ করেছিলেন। বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীকে দেখে দ্যুবসুর গৃহিণী স্বামীর নিকট ঐ গাভীটাকে তাঁর সখী জিতবতীর জন্য নিয়ে যেতে অনুরোধ করায় দ্যুবসু পৃথু প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহায়তায় সবৎসা কামধেনু অপহরণ করলেন।

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্যা দেব্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
পৃথ্বাদৈর্ভ্রাতৃভিঃ সার্ধং দৌস্তদা তাং জহার গাম্ ॥[১]

ঋষি বসুগণের এই অপকর্মের জন্য অভিশাপ দিলেন যে তাঁদের মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করতে হবে। অভিশাপের বিষয় অবগত হয়ে বসুগণ ঋষির সন্তোষ বিধানে যত্নবান হলেন। বশিষ্ঠ সন্তুষ্ট হয়ে অভিশাপ লাঘব করার উদ্দেশ্যে বললেন যে বসুগণ এক বৎসরের মধ্যে শাপমুক্ত হবেন। কেবলমাত্র সকল অপকর্মের মূল দ্যুবসু মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে দীর্ঘকাল অবস্থান করবেন।

উবাচ স ধর্মাত্মা শপ্তা যূয়ং ধরাদয়ঃ।
অনুসংবৎসাৎ সর্বে শাপমোক্ষমবাপ্স্যথঃ ॥
অয়ন্তু যৎকৃতে যূয়ং ময়া শপ্তাঃ স বৎস্যতি।
দ্যৌস্তদা মানুষে লোকে দীর্ঘকালং স্বকর্মণঃ ॥[২]

অতঃপর বসুগণের অনুরোধে গঙ্গা মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে মহারাজ শান্তনুর পত্নীত্ব স্বীকার করলেন এবং আটজন বসুকে পর পর গর্ভে ধারণ করলেন। গঙ্গাদেবী প্রথম সাতজন বসুকে জন্মের পরই জলে নিক্ষেপ করেছিলেন। কেবলমাত্র অষ্টমবসু—দ্যুবসুকে তিনি জীবিত রাখলেন। এই দ্যুবসুই ভারতধুরন্ধর মহাত্মা গাঙ্গেয় দেবব্রত ভীষ্ম।

মহাভারতে ভীষ্মজন্মের প্রসংগে বসুগণের মনুষ্যজন্মের আর একটি উপাখ্যান আছে। সরিদ্বরা গঙ্গা ব্রহ্মার নিকট থেকে প্রত্যাবর্তন কালে ঋষি-শাপে মূর্ছিত ও বিকলেন্দ্রিয় বসুগণকে দেখে তাঁদের দুর্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বসুগণ বললেন—

তামূচুর্বসবো দেবাঃ শপ্তাঃ স্মো বৈ মহানদি ॥
অল্পেঽপরাধে সংরম্ভাদ্ বশিষ্ঠেন মহাত্মনা।
বিমূঢা হি বয়ং সর্বে প্রচ্ছন্নং ঋষিসত্তমম্।

১ মহাঃ আদিপর্ব—৯৯।২৬-২৭ ২ তদেব—৯৯।৩৮-৩৯

সন্ধ্যাং বশিষ্ঠমাসীনং তমত্যভিসৃতা পুরা।
তেন কোপাদ্ বয়ং শপ্তা যোনৌ সম্ভবতেতি হ॥
ন তচ্ছক্যং নিবর্তয়িতুং যদুক্তং ব্রহ্মবাদিনা।
তস্মান্ মানুষী ভূত্বা সৃজ পুত্রান্ বসূন্‌ভুবি॥[1]

—বসুগণ তাঁকে (গঙ্গাকে) বললেন, হে মহানদি, সামান্য অপরাধেই ক্রুদ্ধ মহাত্মা বশিষ্ঠের দ্বারা আমরা অভিশপ্ত হয়েছি। পূর্বে কোন সময়ে সন্ধ্যাকালে প্রচ্ছন্ন-রূপে সমাসীন ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে অজ্ঞতাবশতঃ সম্মানাদি প্রদর্শন না করে অগ্রসর হয়েছিলাম। সেইজন্য তিনি কোপিত হয়ে অভিশাপ দিলেন, 'মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হও'। সেই ব্রহ্মবাদী ঋষির বাক্য নিবর্তিত করার সাধ্য যেহেতু নেই, সেইহেতু তুমি মর্তলোকে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে বসুগণকে পুত্ররূপে জন্মদান কর।

গঙ্গা বসুগণের অনুরোধ রক্ষায় রাজি হলে, বসুগণ বললেন তাঁদের যেন দীর্ঘকাল সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়, জন্মের পরেই যেন গঙ্গাদেবী তাঁদের জলে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু মর্তলোকে অভিশপ্ত মহাভিষের পুত্র শান্তনুকে গঙ্গা যে পতিত্বে বরণ করবেন, তাঁর জন্য একটি পুত্র তিনি উপহার দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন; তখন বসুগণ স্ব স্ব বীর্যের অষ্টমাংশের দ্বারা একটি পুত্র সৃষ্টি করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন। এই অষ্টবসুর প্রত্যেকের বীর্যের অষ্টমাংশের দ্বারা নির্মিত পুত্রই হলেন দেবব্রত ভীষ্ম।[2]

মহাভারতে উপরিচর বসু নামে আর এক বসুর উপাখ্যান আছে। ইনি তপঃপ্রভাবে ইন্দ্রের সখ্যতা লাভ করেন এবং ইন্দ্রকর্তৃক প্রদত্ত ইন্দ্রধ্বজ পূজার প্রবর্তন করেন। উপরিচর বসু ইন্দ্রের নির্দেশে চেদিরাজ্যের অধীশ্বর হন এবং চেদিরাজ নামে খ্যাত হন। এঁরই স্খলিত বীর্যে ব্যাসজননী মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর জন্ম হয়।[3] শাপগ্রস্ত চেদিরাজের তৃপ্তির জন্য নান্দিমুখ শ্রাদ্ধে ঘরের দেওয়ালে ঘৃত প্রদান করার রীতি আছে। এই ঘৃতধারা বসুধারা নামে প্রসিদ্ধ। "অন্তরীক্ষচারী রাজা উপরিচর দেব-ব্রাহ্মণ বিবাদে দেবপক্ষ গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণশাপে আকাশে গতিহীন ও ভূবিবরগত হলে দেবতারা তাঁর ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করবার জন্য যজ্ঞে বিপ্রপ্রদত্ত (ঘৃতধারা) পান বিধান করেন, সেইজন্য বসুর ঘৃতধারা বসুধারা নামে প্রসিদ্ধ। প্রীতিকামনায় চেদিরাজবসুর উদ্দেশে

১ মহাঃ, আদিপর্ব—৯৬।১২-১৫ ২ তদেব—৯৬ অঃ ৩ মহাভারত, আদিপর্ব—৬৩ অঃ

এই ঘৃতধারা দেওয়া হয় বলে এর নাম বসুধারা। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে বসুধারা দিতে হয়।"[১]

চেদিরাজ বসুর উদ্দেশ্যে বসুধারা দানের মন্ত্র :

চেদিরাজ নমস্তভ্যং শাপগ্রস্ত মহামতে।
ক্ষুৎপিপাসাতুদেদাস্তে চেদিরাজ নমোঽস্ততে॥

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণানুসারে দ্রোণবসু ও তাঁর পত্নী ধরা ভগবান বিষ্ণুকে পুত্ররূপে কামনা করে জন্মান্তরে নন্দগোপ ও যশোদারূপে মর্তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বসূনাং প্রবরো নন্দো নাম্না দ্রোণস্তপোধনঃ।
তস্য পত্নী ধরা সাধ্বী যশোদা সা তপস্বিনী।

* * *

একদা চ ধরাদ্রোণৌ পর্বতে গন্ধমাদনে।
পুণ্যদে ভারতবর্ষে গৌতমাশ্রমসন্নিধৌ॥
তপশ্চকার তত্রৈব বর্ষাণাময়ুতং মুনে।
কৃষ্ণস্য দর্শনার্থঞ্চ নির্জনে সুপ্রভাতটে॥
ন দদর্শ হরিং দ্রোণো ধরা চৈব তপস্বিনী।
কৃত্বাগ্নিকুণ্ডং বৈরাগ্যাৎ প্রবেষ্টুং সমুপস্থিতৌ॥
তৌ মর্তুকামৌ দৃষ্ট্বা চ বাগ্‌বভূবাশরীরিণী।
দ্রক্ষ্যথ শ্রীহরিং পৃথ্ব্যাং গোকুলে পুত্ররূপিণম্॥[২]

—বসুশ্রেষ্ঠ তপোধন দ্রোণ নন্দ নামে (প্রসিদ্ধ হলেন) তাঁর পত্নী সাধ্বী তপস্বিনী ধরা হলেন যশোদা…। একসময়ে ধরা ও দ্রোণ পুণ্য ভারতবর্ষে গৌতমের আশ্রমের নিকটে কৃষ্ণের দর্শনলাভের জন্য জনহীন সুপ্রভা নদীর তটে গন্ধমাদন পর্বতে অযুত বৎসর তপস্যা করেছিলেন, কিন্তু ধরা ও দ্রোণ কৃষ্ণের দর্শন পেলেন না। তাঁরা বৈরাগ্য হেতু অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন। তাঁদের মরণে উদ্যত দেখে অশরীরী বাণী প্রকাশিত হোল: পৃথিবীতে গোকুলে পুত্ররূপী শ্রীহরির দর্শনলাভ করবে।

রামায়ণে অষ্টম বসুর নাম সাবিত্র। রাবণ স্বর্গ আক্রমণ করলে অষ্টম বসু সাবিত্র দেবরাজ ইন্দ্রের পক্ষে রাবণের সেনাপতি সুমালীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

১ পৌরাণিক অভিধান—পৃঃ ২৫৯ ২ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড—৯।১৭, ১৯-২২

বসূনামষ্টমঃ ক্রুদ্ধঃ সাবিত্রো বৈ ব্যবস্থিতঃ।
সংবৃতঃ স্বৈরথানীকৈঃ প্রবহন্তং নিশাচরম্ ॥[১]

পুরাণাদিতে বসুগণ একশ্রেণীর অপ্রধান দেবতায় পরিণত হয়েছেন। গন্ধর্বদের মতই এঁরা দেবকল্প (Semi-divine) প্রাণীবিশেষ। ঋগ্বেদেও অপরাপর দেবতাদের সঙ্গে বসুগণের স্তুতি আছে। এখানেও তাঁরা অপ্রধান দেবতা কিন্তু দেবকল্প মনুষ্য নন। ঋষি বসুগণকে অন্তরীক্ষ থেকে আহ্বান করেছেন:

জ্ময়া অত্র বসবো রংত দেবা উরাবংতরিক্ষে মর্জয়ংত শুভ্রাঃ।
অর্বাক্ পথ উরুজয়ঃ কৃণুধ্বং শ্রোতা দূতস্য জগ্মুষো নো অস্য ॥[২]

—বসু নামক দেবগণ এই যজ্ঞে পৃথিবীতে সকলকে আনন্দিত করুন। বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষস্থিত দীপ্যমান মরুৎগণের সেবা করেন। হে প্রভূতগামী বসু ও মরুৎগণ! তোমার পথ আমাদের অভিমুখী কর। আমাদের দূত তোমাদের নিকট গমন করিয়াছে। তোমরা উহার আহ্বান শ্রবণ কর।[৩]

এই ঋকের আর একটি অনুবাদ: পৃথিবীস্থব বসুদেবগণ এই পৃথিবীতে রমণ করিয়াছেন। বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে অবস্থিত শোভমান বসুগণ বৃষ্টি প্রেরণ করিতেছেন। হে প্রভূত বেগসম্পন্ন ত্রিস্থানস্থিত বসুগণ, তোমাদের আগমণ-সমূহ আমাদের অভিমুখ কর; তোমাদের অভিমুখে প্রস্থিত আমাদের এই দূতের অর্থাৎ অগ্নির বাক্য শ্রবণ কর।[৪]

এই ঋক্‌টিতে বসুগণের গুণকর্ম সূর্যরশ্মির কথাই স্মরণ করায়।

John Dowson-এর মতে বসুগণ কতকগুলি প্রাকৃতিক অবস্থাবিশেষ মাত্র। "The Vasus are a class of deties, eight in number, chiefly known as attendants upon Indra. They seem to have been in vedic times personifications of natural phenomena."[৫]

বসু শব্দের অর্থ ধন। বসুগণ ধন দান করেন, তাই তাঁরা বসু নামে খ্যাত। —"অস্মে ধত্ত বসবো বসূনি।[৬] —বসুগণ আমাদের জন্য ধন রক্ষা করেন।

বসুগণ সূর্যের নিকট থেকে অশ্ব আহরণ করেছিলেন—"সূর্যাদশ্বং বসবো নিরতষ্ট।"[৭] ইন্দ্র বসুদের সঙ্গে স্বকার্য সাধন করেন—"ইন্দ্র ঘোষস্ত্বা বসুভিঃ পুরস্তাৎ

১ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—২৭।৪৪ ২ ঋগ্বেদ—৭।৩৯।৩ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৫ Class. Dic. of Hindu Mythology
৬ শুক্ল যজুঃ—৮।১৮; তৈঃ সং—১।৪।৪৪ ৭ ঋক্—১।১৬৩।২

পাতু।[১]—ইন্দ্র শব্দে নির্দিষ্ট দেবতা বসুগণের সঙ্গে আমাদের সম্মুখভাগে রক্ষা করুন।

আচার্য যাস্ক বসুদের সম্পর্কে বলেছেন,—"বসবো যদ্বিবসতে সর্বমগ্নির্বসুভিবাসব ইতি সমাখ্যা তস্মাৎ পৃথিবীস্থানাঃ। ইন্দ্রো বসুভির্বাসব ইতি সমাখ্যা, তস্মান্মধ্যস্থানাঃ। বসবো আদিত্যরশ্ময়ো বিবাসনাত্তস্মাদ্দ্যুস্থানাঃ।"[২]

—যা সকল বস্তু আচ্ছাদিত করে তাই বসু; অগ্নি বসুগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে অগ্নি বাসব, সুতরাং বসুগণ পৃথিবীস্থিত দেবতা। ইন্দ্র বসুগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেইজন্য ইন্দ্র বাসব আখ্যা লাভ করেছেন, সেইজন্য বসুগণ মধ্যস্থ অর্থাৎ অন্তরীক্ষস্থিত দেবতা। বসুগণ আদিত্যরশ্মি অন্ধকার দূর করেন বলে; দ্যুলোকের দেবতা।

"আচ্ছাদনার্থক 'বস্' ধাতু হইতে বসু শব্দের নিষ্পত্তি,—বসু সর্বাচ্ছাদক। অগ্নি ও ইন্দ্র উভয়েই বাসব বলিয়া অভিহিত হন বসুগণের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন। ...অন্ধকারের বিবাসন বা তিরোভাব ঘটায় বলিয়া সূর্যরশ্মিসমূহও বসু নামে অভিহিত হয়, কাজেই বসুগণ দ্যুস্থান দেবতা বলিয়াও পরিগণিত।[৩]

যাস্কের ব্যাখ্যা অনুসারে বসু সূর্য-অগ্নি-বিদ্যুৎরূপে দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক ও ভূলোকের দেবতা। অতএব বসুগণ, ঋভুগণ ও মরুদ্গণের মতই সূর্যাগ্নির তেজ বা কিরণসমূহ।

বসুগণ ধন বা কাম্যফল-প্রদাতা; অগ্নিও শ্রেষ্ঠ ধনদাতা—রত্নধাতম।[৪] সুতরাং কৃষ্ণযজুর্বেদে অগ্নিকেই বসুপতি বলা হয়েছে:

বসু বসুপতির্হিকমস্যগ্নে বিভাবসুঃ স্যামতে সুমতাবপি।
ত্বামগ্নে বসুপতিং বসূনামভি প্রমন্দে অধ্বরেষু রাজন্॥[৫]

—হে অগ্নি, যেহেতু তুমি বসু, বসুপতি (ধনের অধিপতি), সেইজন্য আমরা তোমার সুমতিতে বর্তমান আছি। হে রাজন্, যজ্ঞে দীপ্তিমান তুমি বসুপতি, বসুগণের শ্রেষ্ঠ, তোমাকে যজ্ঞে পরিতুষ্ট করি।

বসু যে সূর্যাগ্নির তেজ একথা একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে অষ্টবসু ব্রহ্মাণ্ডের আগ্নেয় তেজ সমন্বিত আটটি স্থান বা অবস্থা। "The

---

১ কৃঃ যজুঃ—১।২।১২।৬ ২ নিরুক্ত—১২।৪১।৫
৩ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরুক্ত (ক. বি.)—পৃঃ ১৩৪৫
৪ ঋগ্বেদ—১।১।১ ৫ কৃঃ যজুঃ—১।১।৪।৪৬

word Vasu can be derived from the root 'Vas' 'to shine'. The word then refers to the splendor of Agni and of the spheres over which he rules.

Thus the Vasus are the three forms of fire—Fire, Wind and the Sun—and the worlds in which they are found—earth, space and sky—to which are added the Moon or offering (Soma) and its dwelling place."[১]

এই মতানুসারে অগ্নির তিনটি আকার-অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য; এই তিন দেবতার তিনটি বাসস্থান—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং দ্যুলোক (আকাশ); সোম (চন্দ্র অথবা অগ্নিতে হবি) এবং নক্ষত্র—এই আট বসু। এই সবগুলিই সূর্যাগ্নির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। উনাদিসূত্র (১।১১) মতে যা চতুর্দিক আবৃত বা আচ্ছাদিত করে তাই বসু। সূর্যাগ্নির (সূর্যকিরণের অথবা আগুনের তেজের) সর্বব্যাপকতা এবং সবকিছুকে আবৃতকরার ক্ষমতা সুবিদিত। বাস করা অর্থে 'বস্' ধাতু থেকে যদি বসু শব্দের উৎপত্তি হয়, তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তেজরূপে, তাপরূপে, প্রাণরূপে সর্বত্র বসবাসকারী সূর্যাগ্নির তেজই বসু। ই. W. Hopkins বলেছেন, "The definition of Vasu in S. B. 11 6.3.6 as eight gods causing the world to abide (Vas), however foolish the etymology is retained, at least in part, for the Vedic eight are Fire, Earth, Wind, Day or Water or Savitra, Dawn light, Glory (brightness), Moon and Pole star, a list which shows that in a vague way Vasus were thought of as the bright gods, even across the Aditya list."[২]

এই বিবরণে ধ্রুবতারাকেও বসুগণের অন্যতমরূপে গণ্য করা হয়েছে। দিবা, জল (অপ্) অথবা সাবিত্রও একজন বসু। আর এক ইউরোপীয় পণ্ডিত বসুগণকে ব্রহ্মের (ব্রহ্মার) বিকাশরূপে গ্রহণ করেছেন। ইনি বসুগণকে রজস্ (সূর্যকিরণ)-এর সঙ্গে অভিন্ন বলে গ্রহণ করেছেন।

"There can be no substance, no form, no being without a place, a dwelling, in which it can exist and expand. The Vasus are thus the forms of Brahma, the Immence Being, the lord of extension, the manifestation of the revolving tendency,

---

১ Hindu polytheism—page 85-85 ২ Epic Mythology—page 172

rajas, origin of space. Like rajas the Vasus are said to be red in colour."[১]

বসুগণের স্বরূপ সম্পর্কিত এই দুটি ব্যাখ্যাতেও] সূর্যাগ্নির কিরণকেই পরোক্ষভাবে লক্ষ্য করা হয়েছে। মহাশূন্য ব্যাপ্ত করে যাঁরা বিরাজ করেন, তাঁরা সূর্যরশ্মিরই নামান্তর বা আবরক তেজ ছাড়া আর কি হতে পারে? লোহিত বর্ণ সূর্য করেরই একটি বিশেষ অবস্থার পরিচয়। ব্রহ্মাও সূর্যাগ্নি থেকে ভিন্ন নন। স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের প্রাণরূপী ব্রহ্মাও ত সূর্যাগ্নির তেজোরূপী শক্তি। মৎস্যপুরাণের মতে জ্যোতিষ্মান বস্তুই বসু :

জ্যোতিষ্মন্তশ্চ যে দেবা ব্যাপকাঃ সর্বতো দিশম্
বসবস্তে সমাখ্যাতাঃ।[২]

-- জ্যোতিষ্মান্ যে সকল দেবতা সর্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, তাঁরাই বসু নামে খ্যাত।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ প্রাণকেই বসু বলেছেন : "স ব্রূয়াৎ প্রাণা বসব ইদং মে প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনং সবনমনুসন্তনুতেতি। মাহং প্রাণানাং বসূনাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েতি।"[৩]

—সেই পুরুষ এই মন্ত্র জপ করিবে—'হে প্রাণরূপী বসুগণ, আমার এই প্রাতঃসবনকে মাধ্যন্দিন সবনের সহিত সম্মিলিত করিয়া দাও, যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাতঃ-সবনাধিপতি প্রাণরূপ বসুগণের মধ্যেই বিলুপ্ত না হই।'[৪]

---

১ Hindu polytheism—page 85 ২ মঃ পুঃ—৫।২০

৩ ছাঃ উপঃ—৩।১৬।২ ৪ অনুবাদ—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

সাধ্য দেবগণ

সাধ্যদেবগণও বসুগণের মত নিতান্তই অপ্রধান দেবতা. ঋগ্বেদে সাধ্য-দেবগণের উল্লেখ আছে :

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।

তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥[1]

—দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা (অগ্নির দ্বারা) যজ্ঞ করেছিলেন; এই যজ্ঞকর্ম ছিল প্রথম বা মুখ্যকর্ম। মহিমাময় তাঁরা দ্যুলোক বা আকাশ আশ্রয় করেছিলেন, যেখানে পূর্বে সাধ্যদেবগণ ছিলেন।

আকাশ আশ্রিত সাধ্যদেবগণ অবশ্যই বসুগণের মত সূর্যরশ্মি।

"এঁরা সৃষ্টিসাধনযোগ্য প্রজাপতি প্রভৃতি। শতপথ ব্রাহ্মণের উল্লেখ মতে এঁদের বাসস্থান দেবলোকের উপরিভাগ। মনুসংহিতার বর্ণনায় এঁরা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার সৃষ্ট সাধ্য নামক সূক্ষ্ম দেবগণ, এঁরা সংখ্যায় দ্বাদশ। এঁদের নাম মনঃ মন্তা, প্রাণ, নর, অপান, বীর্যবান, বিনির্ভয়, নয়, দংস নারায়ণ, বৃষ ও প্রভু। অন্যমতে এঁরা ১৩ জন। পুরাণ মতে এরা ধর্ম ও দক্ষের কন্যা সাধ্যার পুত্র।"[2]

প্রজাপতি সূর্য। দ্বাদশ সাধ্যদেব দ্বাদশ আদিত্যের কথা স্মরণে আনে। অধিমাস (মলমাস) হিসাবে ত্রয়োদশ সাধ্যদেব ত্রয়োদশ মাসের সূর্য। নিরুক্তকার বলেছেন, "সাধ্যা দেবা সাধনাৎ।"[3] —(অর্থাৎ) সাধ্ ধাতু থেকে জাত সাধনহেতু এঁরা সাধ্য নামে অভিহিত। এঁরা অন্যের অসাধ্য কর্ম সাধন করেন।

ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুরের মতে সাধ্যদেব রশ্মিসমূহ; ঐতিহাসিক পক্ষে এরা ঋষি বিশ্বস্রষ্টা।[4]

অন্যের অসাধ্য সাধন দক্ষতা সূর্যকিরণেরই আছে। দ্বাদশ (অথবা ত্রয়োদশ) মাসের দ্বাদশ আদিত্যের সূক্ষ্ম কিরণমালাই দ্বাদশ (অথবা ত্রয়োদশ) সাধ্যদেব।

---

১ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৫০, শুক্ল যজুঃ—১৬ ২ পৌরাণিক অভিধান ৩ নিরুক্ত—১২।৪০।৬

৪ নিরুক্ত—(ক.বি.)—পৃঃ ১৩৪৩

অত্রি

ঋগ্বেদে অত্রি একজন প্রখ্যাত ঋষি; বহু সূক্তের তিনি দ্রষ্টা। পুরাণেও অত্রি সুপ্রসিদ্ধ ঋষি। তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র ও সপ্তর্ষিদের অন্যতম। কর্দম প্রজাপতির কন্যা অনসূয়া এঁর পত্নী। কিন্তু ঋগ্বেদে কোন কোন স্থলে অত্রিকে দেবতারূপে প্রতীয়মান হয়। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৪০ সূক্তের দ্রষ্টা অত্রি ঋষি; কিন্তু ঐ সূক্তের শেষ চারটি ঋকের দেবতা অত্রি। এই অত্রি দেবতা স্বর্ভানুর (পুরাণের রাহু) গ্রাস থেকে সূর্যকে রক্ষা করেছিলেন।

স্বর্ভানোরধ যদিন্দ্র মায়া অবো দিবো বর্তমানা অবাহন্।
গূঢ়্হং সূর্যং তমসাপব্রতেন তুরীয়েণ ব্রহ্মণাবিংদদত্রিঃ ॥
মা মামিমং তব সংতমত্র ইরস্যা দ্রুগ্ধো ভিয়সা নি গারীৎ।
ত্বং মিত্রো অসি সত্যরাধাস্তৌ মেহাবতং বরুণশ্চ রাজা ॥
গ্রাব্ণো ব্রহ্মা যুযুজানঃ সপর্যন্ কীরিণা দেবান্নমসোপশিক্ষন্ ॥
অত্রিঃ সূর্যস্য দিবি চক্ষুরাধাৎ স্বর্ভানোরপমায়া অঘুক্ষৎ ॥
যং বৈ সূর্যং স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ।
অত্রয়স্তমন্ববিংদন্নহ্যন্যে অশক্নুবন্ ॥[1]

—হে ইন্দ্র! যখন তুমি সূর্যের অধঃস্থিত স্বর্ভানুর সেই সকল মায়া (অন্ধকার) দূরে অপসারিত করিয়াছিলে তখন অত্রি চারিটি ঋকের দ্বারা কার্য্যবিঘাতক, অন্ধকার দ্বারা সমাচ্ছন্ন সূর্যকে প্রকাশিত করিলেন।

(সূর্য বলিতেছেন) হে অত্রি! আমি তোমার আত্মীয়, দ্রোহকারী যেন ক্ষুধাবশতঃ ভীষণ অন্ধকার দ্বারা আমাকে গ্রাস না করে, তুমি মিত্র ও সত্যপরায়ণ তুমি ও রাজা বরুণ উভয়ে আমাদিগকে রক্ষা কর।

তখন সেই ঋত্বিক্ (অত্রি) সূর্যকে উপদেশ দিয়া প্রস্তরখণ্ডের ঘর্ষণ করিয়া এবং স্তোত্রদ্বারা দেবগণকে পূজা করিয়া মন্ত্রপ্রভাবে অন্তরীক্ষে সূর্যের চক্ষু সংস্থাপিত করিলেন; তিনি স্বর্ভানুর সমস্ত মায়া দূরে অপসারিত করিলেন।

আসুর স্বর্ভানু অন্ধকার দ্বারা সূর্যকে আবৃত করিলে অত্রিপুত্রগণ অবশেষে তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন। অন্য কেহ সমর্থ হয় নাই।[2]

১ ঋগ্বেদ—৫।৪০।৬-৯ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

অত্রি সম্পর্কে ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস লিখেছেন, "Atri is a solar deity in the Ṛgveda, being a friend of the Sun, whom he released from the clutches of Sarbhanu or eclipse. There is also a myth connected with Atri in the Ṛgveda which goes to show that he was the Summer sun whom the Asuras tortured by confining him in a torture house and whom the Asvins subsequently released by causing rains to fall, which extinguished the fire that tortured him."[১]

একটি ঋকে অত্রি অগ্নির নাম:

হিমেনাগ্নিং ঘ্রংসমবারয়েথাং পিতুমতীমূর্জমস্মা অধত্তম্ ।[২]

—হে অশ্বিদ্বয়, জলের দ্বারা অর্থাৎ জল বর্ষণ করিয়া অগ্নিতুল্য দিবসকে শীতল করিয়া থাক, অগ্নিকে অন্নসংযুক্ত আজ্যাহুতি প্রদান করিয়া থাক, পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট সকল নামেই অভিহিত অগ্নিকে (অত্রিকে) জগতের মঙ্গলের জন্য ঊর্ধ্বে উত্থিত করিয়া থাক।[৩]

যাস্ক এই ঋকে অত্রি শব্দের অর্থ করেছেন অগ্নি—"যোঽয়মৃবীসে পৃথিব্যামগ্নিঃ···।"[৪]—ঋবিসে অর্থাৎ পৃথিবীতলে যে অগ্নি বিরাজমান তিনিই অত্রি।

অবশ্য সায়নাচার্য এই ঋকে অশ্বিদ্বয় কর্তৃক অগ্নি থেকে ঋষি অত্রিকে উদ্ধারের কাহিনী আছে বলে মনে করেছেন। অন্যান্য অনেক পণ্ডিতই সায়নের মত অনুসরণ করেছেন। কিন্তু স্কন্দস্বামী নিরুক্তব্যাখ্যায় অত্রি শব্দে অগ্নিই বুঝেছেন। তাঁর মতে অত্রি শব্দের অর্থ ঘৃতভোজনকারী—"অত্রিমত্তারং হবিষাম্।"

যাস্ক এবং স্কন্দস্বামীর মতে অত্রি অগ্নি। অন্যদিকে অত্রি সূর্য, সম্ভবত গ্রীষ্মকালীন সূর্য। যে অত্রি স্বর্ভানুর গ্রাস থেকে সূর্যকে মুক্ত বা রক্ষা করেন, তিনি অবশ্যই মেঘমুক্ত অথবা ছায়ামুক্ত সূর্য। আর যিনি প্রস্তর ঘর্ষণের দ্বারা সূর্যের চক্ষু স্থাপন করেন, তিনি নিশ্চয়ই অগ্নি। অগ্নিরূপী অত্রি সূর্যের মিত্র। সূর্য ও অগ্নি মিত্র। তিনিই বরুণ। অত্রি তাই সূর্যাগ্নিরূপী।

১ Ṛgvedic Culture—page 95 ২ ঋগ্বেদ—১।১১৬।৮

৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র ঠাকুর ৪ নিরুক্ত—৩।৬৬।৪

বেন

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১২৩ সূক্তে বেন নামক দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। এই বেন দেবতা সূর্যরূপী। ইনি অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন এবং বৃষ্টিদান করেন। বৃষ্টিপ্রদানই বেনের একমাত্র কর্ম।

অয়ং বেনশ্চোদয়ৎ পৃশ্নিগর্ভা জ্যোতির্জরায়ু রজসোবিমানে।
ইমমপাং সংগমে সূর্যস্য শিশুং ন বিপ্রা মতিভী রিহংতি ॥[১]

—জ্যোতির্বেষ্টিত এই বেন দেবতা উদকের উৎপত্তিস্থান অন্তরীক্ষে অবস্থিত থাকিয়া আদিত্যগর্ভভূত উদকরাশি প্রেরণ করেন। বৃষ্টিরূপ জলরাশির এবং সূর্যের সঙ্গমস্থান অন্তরীক্ষে অবস্থিত শিশুর ন্যায় এই বেন দেবতাকে মেধাবী স্তোতৃগণ নানাবিধ স্তুতির দ্বারা অর্চিত করেন।[২]

মরুৎগণ 'পৃশ্নিমাতরঃ'—পৃশ্নির পুত্র, আর বেন পৃশ্নিগর্ভা--পৃশ্নি বেনের গর্ভ। পৃশ্নিগর্ভ শব্দের অর্থে যাস্ক লিখেছেন, "পৃশ্নিগর্ভাঃ প্রাষ্টন বর্ণগর্ভা আপ ইতি বা।"[৩] নিরুক্ত ব্যাখ্যায় অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "পৃশ্নি শব্দের অর্থ আদিত্য; কারণ প্রাষ্টবর্ণ অর্থাৎ প্রাপ্তবর্ণ - প্রোজ্জ্বলবর্ণ তাঁহাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে; আটমাস ধরিয়া সম্ভৃত সূর্যরশ্মির অন্তর্গত পরিপক্ক (বাষ্পাকার) জল আদিত্যের গর্ভভূত।[৪]

জ্যোতির্জরায়ু শব্দের অর্থ প্রসংঙ্গে নিরুক্তকার বলেছেন, "জ্যোতিরস্য জরায়ু স্থানীয়ং ভবতি।"[৫]—জ্যোতি তাঁর জরায়ুস্থানীয়। জরায়ুর দ্বারা যেরূপ গর্ভ পরিবেষ্টিত থাকে, বেন দেবতাও সেইরূপ জ্যোতির দ্বারা পরিবেষ্টিত আছেন।[৬]

বেন শব্দের অর্থ কি? নিরুক্তকারের মতে—"বেনো বেনতেঃ কান্তিকর্মণঃ।[৭] —কান্তি অর্থে বেন্ ধাতু থেকে বেন শব্দ উৎপন্ন। সুতরাং কান্তিসম্পন্ন বা দীপ্তি-সম্পন্ন বেন শব্দের অর্থ।

রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "বৃষ্টিদাতা, আলোকময় কোনও দেবকে বেন নামে এই সূক্তে উপাসনা করা হইতেছে।[৮]

১ ঋগ্বেদ—১০।১২৩।১ ২ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৩ নিরুক্ত—১০।৩৯।২
৪ নিরুক্ত—(ক বি.)—পৃঃ ১১৫২ ৫ নিরুক্ত—১০।৩৯।৩
৬ ঐ —পৃঃ ১১৫২ ৭ ঐ —১০।৩৮।১
৮ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়—পৃঃ ১৬০১, ১।৮৫।১০, ঋকের টীকা

এই আলোকময় বৃষ্টিদাতা দেবতা সূর্য ভিন্ন আর কে? ইনিই বৃষ্টিদাতা ইন্দ্র, পর্জন্য, বরুণ প্রভৃতি।

সমুদ্রাদূর্মিমুদয়র্তি বেনো নভোজাঃ পৃষ্ঠং হর্যতস্য দর্শি।

ঋতস্য সানাবধি বিষ্টপি ভ্রাট্ সমানং যোনিমভ্যনূষত ব্রাঃ॥[১]

—বেনদেব আকাশস্বরূপ সমুদ্র হইতে জলের তরঙ্গ প্রেরণ করিতেছেন। এই কারণে আকাশে সেই উজ্জ্বলমূর্তি বেনদেবের পৃষ্ঠদেশ দৃষ্ট হইল, তথায় তিনি দীপ্তি পান। তাঁহার পারিষদেরা সর্বসাধারণ উৎপত্তিস্থান আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিল।[২]

সূর্যই গন্ধর্ব, বেন ও গন্ধর্ব—

ঊর্ধ্বো গন্ধর্বো অধি নাকে অস্থাৎ।[৩]

—সেই গন্ধর্বরূপী বেন স্বর্গের উন্নত প্রদেশে উন্নতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন।[৪]

এই বেন দেবই ভানু বা সূর্য, তিনি আকাশের উপরিভাগে প্রকাশিত হয়ে জল বর্ষণ করেন:

ভানুঃ শুক্রেন শোচিষা চকানস্তৃতীয়ে চক্রে রজসি প্রিয়াণি।

—তিনি শুভ্রবর্ণ আলোকের দ্বারা দীপ্যমান হয়েন। দীপ্যমান হইয়া তিনি তৃতীয় লোকে অর্থাৎ আকাশের উপরিভাগ হইতে সর্বলোক-বাঞ্ছিত জলের সৃষ্টি করেন।[৬]

এই ঋকে বেন দেবতার স্বরূপ সম্পর্কে কোন অস্পষ্টতা নেই। পুরাণে বেন একজন রাজা। অত্যাচারী বেন ঋষিশাপে নিহত হন। বেনের দেহ মন্থন করে পৃথুর জন্ম হয়। পৃথু থেকেই নাম হয় পৃথিবীর।

১ ঋগ্বেদ—১০।১২৩।২ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১০।১২৩।৭
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—১০।১২৩।৮ ৬ অনুবাদ—তদেব

ত্রিত

ত্রিত নামে এক দেবতা ইন্দ্রের সখা বা সহকারীরূপে ঋগ্বেদে উল্লিখিত হয়েছেন। ইন্দ্র ত্রিতের বন্ধুত্বের জন্য ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করেছিলেন।[১] এই ত্রিত আপ্তের পুত্র।[২] ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে দেখা যায় যে ত্রিত অহি বা বৃত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং ত্রিশিরাকেও নিহত করেছিলেন। সায়নাচার্য তৈত্তিরীয় সংহিতা অনুসারে ত্রিত সম্পর্কে লিখেছেন যে হব্যের চিহ্ন মোচনের নিমিত্ত অগ্নি জল থেকে একত, দ্বিত ও ত্রিত নামে তিন জন পুরুষ সৃষ্টি করে ছিলেন। ত্রিত জল পান করতে গিয়ে কূপে পতিত হলে অসুরেরা কূপের পরিধি বা আবরণ সৃষ্টি করেছিল। ত্রিত সেই আবরণ ভেদ করে উঠে এসেছিলেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত ত্রিত সম্পর্কে লিখেছেন, "ত্রিত বা ত্রৈতন যে আর্যদিগের অতি পুরাতন দেব তাহা ইরানীয় আবেস্তায় দেখা যায়।"

ঋগ্বেদের ত্রিত আপ্ত্যবংশীয় আবেস্তায় থ্রেতন ও আক্ষ্যবংশীয়।

পারস্যদিগের প্রধান কবি ফের্দৌসী নিজ শাহ্‌নামা নামক কাব্যে লিখিয়াছেন যে জোহক নামে পারস্য দেশের ত্রিমস্তক সম্পন্ন রাজা ছিলেন, এবং ফেরুদীন তাঁহাকে বিজয় করেন। এই জোহক্ জেন্দ্ আবেস্তায় এবং বেদের ত্রিমস্তক 'অহি' এবং এই ফেরুদীন বেদে অবস্থায় থ্রেতন এবং বেদের ত্রৈতন।

গ্রীক্‌দিগের Zeus-এর কন্যা Athena (সং অহনা) কখনও কখনও ত্রিতকন্যা (Tritogeneia) নামে বর্ণিত হইতেন। আবার Triton নামে গ্রীক্‌দিগের একজন সমুদ্র বা জলদেব ছিলেন, তিনি কি আপ্ত্যত্রিতের প্রতিরূপ? সায়ন বলেন, জল বা অপ্ হইতে জন্ম, এইজন্যই ত্রিত আপ্ত্য।"[৩]

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস ত্রিতকে মেঘ বলে স্থির করেছেন, "**Ekata, Dvita and Trita were the three gods probably connected with the three months of rain, the last month having been assigned to Aptya or Traitana, who poured down copious rain during that month.**"[৪]

---

১ ঋগ্বেদ—২।১১।১৯ ২ ঋগ্বেদ—১।১০৫।৯

৩ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ১২৬-১২৭ ৪ Rgvedic Culture—page 53

ত্রিত বা আপ্ত যে ইন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন তা স্পষ্ট বোঝা যায় ঋগ্বেদের দুটি ঋক্ থেকে। একটি ঋকে বলা হয়েছে ত্রিতই ত্রিশিরা হন্তা :

স পিত্র্যাণ্যায়ুধানি বিদ্বানিন্দ্রেষিত আপ্ত্যো অভ্যযুধ্যৎ।

ত্রিশীর্ষাণং সপ্তরশ্মিং জঘন্বাত্বাষ্ট্রস্য চিন্নিঃ সসৃজে ত্রিতো গাঃ॥[১]

—আপ্ত্যের পুত্র সেই ত্রিত ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ পিতার যুদ্ধাস্ত্রসকল গ্রহণপূর্বক যুদ্ধ করিলেন, সপ্তরশ্মি ত্রিশিরাকে বধ করিলেন, ত্বষ্টার পুত্রের গাভী-সমস্ত অপহরণ করিলেন।[২]

পরের ঋকেই ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরার হন্তারূপে ইন্দ্র উল্লিখিত হয়েছেন। ইন্দ্র ত্রিশিরাবধ করে গাভীদের আহ্বান করেছিলেন।

ভূরীদিন্দ্র উদিনক্ষন্তং তমোজোঽবাভিনৎ সৎপতির্মন্যমানং

ত্বাষ্ট্রস্য চিদ্বিশ্বরূপস্য গোনামাচক্রাণস্ত্রীণি শীর্ষা পরা বর্ক্॥[৩]

শিষ্ট পালনকর্তা ইন্দ্র, অভিমানী ও সর্বব্যাপী তেজোবিশিষ্ট ত্বষ্টার পুত্রকে বিদীর্ণ করিলেন। তিনি গাভীদিগকে আহ্বান করিতে করিতে ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের মস্তক ছেদন করিলেন।[৪]

ইন্দ্র ও ত্রিত একই ব্যক্তি না হলে একই সূক্তে পরস্পর দুটী ঋকে ইন্দ্রকে একবার ও ত্রিতকে একবার ত্রিশিরাহন্তা বলা সম্ভব নয়। ইন্দ্রের স্বরূপ আলোচনায় দেখা যায় যে ইন্দ্র সূর্যাগ্নিরই রূপান্তর বা নামান্তর। সূর্য কর্তৃক ত্রিশিরা বা ত্রিশিখা বিশিষ্ট অথবা ত্রিরূপ (আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি অথবা প্রাতঃসবন মাধ্যন্দিনসবন এবং সায়ংসবন রূপ) বিশিষ্ট অগ্নির দিবাভাগে তেজোহরণ বৃত্তান্তই ত্রিশিরাবধ উপাখ্যানের মূল। গাভী শব্দে রশ্মি, কিরণ বা তেজ বোঝায়। ত্রিত বা ইন্দ্র ত্রিশিরা অগ্নির কাছ থেকে গাভী বা তেজ হরণ করেছিলেন। সুতরাং ত্রিতও সূর্য অথবা সূর্যকিরণ। একটি মন্ত্রে দেখা যায় যে ত্রিশিরাবধের পরে ত্রিশিরার তেজে ত্রিত তেজস্বান্ হয়েছেন।[৫]

ঋগ্বেদের অপর একটি ঋকে ইন্দ্রের সঙ্গে আপ্ত্যগণের স্তুতি করা হয়েছে।[৬] অগ্নি তিন স্থানে বা তিন অবস্থায় বর্তমান, সুতরাং ত্রিত; সূর্যও তিন স্থানে বা তিন অবস্থায় স্থিত, সুতরাং ত্রিত। শতপথ ব্রাহ্মণে ত্রিতগণ ইন্দ্রের সহচর—"তে

১ ঋগ্বেদ—১০।৮।৮ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১০।৮।৯

৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১০।৯৯।৬ ৬ ঐ—১০।১২০।৬

ইন্দ্রেণ সহ চেরুঃ।"[১] অবস্থাভেদে সূর্যও অগ্নির বহুত্ব, সেইজন্যই ত্রিত কখনও একবচন, কখনও বহুবচন।

যাস্ক আপ্ত্য শব্দের অর্থ করেছেন, "আপ্ত্যা আপ্নোতেঃ"—অর্থাৎ আপ্ত্য শব্দ ব্যাপ্ত্যর্থক বা প্রাপ্ত্যর্থক আপ্‌ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন।

"আপ্ত্যগণ সর্বব্যাপী, অথবা তাঁহারা স্তুতির দ্বারা স্তুত্যকে প্রাপ্ত হন,—ইহাই আপ্ত্যশব্দের ব্যুৎপত্তি। আপ্ত্যগণ ঋষি, ইঁহাদের নাম একত, দ্বিত এবং ত্রিত। ইঁহারা ইন্দ্রের সহচারী—কাজেই মধ্যস্থান দেবতা।"[২]

আপ্ত্যগণ সূর্যরূপী ইন্দ্রের সহচারী হওয়ায় সূর্যের কিরণ বা তেজ হওয়াই সম্ভব। সেইজন্যই মধ্যমস্থান দেবতা। অতএব আপ্ত্য বা ত্রিত মনুষ্য হতে পারেন না। স্কন্দস্বামী যাস্কের সূত্রভাষ্যে লিখেছেন, "সর্বব্যাপিত্বাদাপ্নোতেঃ।"—অর্থাৎ আপ্‌ ধাতু নিষ্পন্ন আপ্ত্য শব্দের অর্থ সর্বব্যাপী। সূর্যাগ্নির সর্বব্যাপিত্ব সম্পর্কে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সূর্যাগ্নি কখনও এক, কখনও দুই, কখনও তিন।

সায়নাচার্যের মতে অপ্‌ বা জল থেকে ত্রিতের জন্ম। বেদে অগ্নি পুনঃ পুনঃ জলের পুত্র বা পৌত্র, কখনও জলের গর্ভরূপে বর্ণিত হয়েছেন। 'অপাং নপাৎ'—জলের নপ্তা (পৌত্র) অগ্নির এক নাম। অন্তরীক্ষ বা আকাশ সমুদ্র বা জলরূপে ব্যাখ্যাত হয়। সুতরাং অপ্‌-পুত্র অগ্নি বা সূর্যই বৃত্রহন্তা বা ত্রিশিরা-হন্তা, এতে বিরোধ কিছুই নেই।

রমেশচন্দ্র দত্তের বক্তব্য থেকেও ত্রিতকে ইন্দ্র বা সূর্যাগ্নিরূপে গ্রহণ করা চলে। মনে হয়, তিনি ইন্দ্র ও ত্রিতকে অভিন্নরূপেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, "আপ্ত্যবংশীয় অহিহন্তা ত্রিত বা ত্রৈতন্য আর্যদিগের অতি প্রাচীন উপাস্যদেব ছিলেন, পরে হিন্দুগণ যখন ইন্দ্রকেই অহিহন্তা বলিয়া অধিক উপাসনা করিতে লাগিলেন তখন ত্রিত অগ্নিদ্বারা সৃষ্ট একটি মনুষ্যমাত্র হইয়া গেলেন।[৩]

যাস্কের মতে ত্রিত শব্দের অর্থ ত্রিস্থানস্থিত (ক্ষিতি, জল ও অন্তরীক্ষ) ইন্দ্র—"ত্রিতঃ ত্রিস্থান ইন্দ্রঃ।"[৪] দশম মণ্ডলের কয়েকটি অগ্নিসূক্তের ঋষি ত্রিত।[৫] এই সূক্তগুলির দেবতা অগ্নি, দ্রষ্টা ত্রিত ঋষি। এখানে প্রকৃত পক্ষে ত্রিত বা অগ্নিই ঋষি। এতে কোন বিরোধ হয় না। কারণ ১০।১৪০ সূক্তের ঋষি অগ্নি, দেবতাও

১ শতপথ ব্রাঃ—১।২।৩।২ ২ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরুক্ত (ক.বি)—পৃঃ ১২০৬

৩ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ১২৭, ১।৫২।৫ ঋকের টীকা

৪ নিরুক্ত—৯।২৫।৩ ৫ ঋগ্বেদ—১০।১-৭

অগ্নি। দশম মণ্ডলের কয়েকটি সূক্তে (১০।৪৭-৫০) ইন্দ্র দেবতা, ইন্দ্রই ঋষি। উক্ত মণ্ডলেই অষ্টম সূক্তে ত্রিশিরা বধের কাহিনী বর্ণনায় ঋষি ত্রিশিরা ত্বাষ্ট্র। এই সূক্তগুলিতে দেবতাকেই ঋষিরূপে কল্পনা করা হয়েছে। দেবতার নামে ঋষি থাকাও অসম্ভব নয়।

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস ত্রিত সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা আমাদের বক্তব্যকেই সমর্থন করেছে। ডঃ দাস লিখেছেন, "...it may be stated that Trita or Aptya Trita was an early god of rain—the god who poured down copious rain in the 'third' (G.K. trito) month of the rainy season. Trita is called Traitana, but the latter name occurs only once in the Ṛgveda (1.58 5). The equivalent of Vedic Traitana is Thraetaona in the Zend-avesta, where he is described as Ajihanta, like Indra, who is called Ahihanta (the killer of Ahi or the Serpent Vṛtra) in the Ṛgveda. We can also trace his shadow in the Greek and Roman Triton who was a sea-deity, so powerful as to be able to calm the ocean and abate storms at pleasure."[১]

১ Ṛgvedic culture—page

অপ্

অপ্ শব্দের অর্থ জল। ঋগ্বেদে অপ্ একজন দেবতা। অপ্ প্রথম সারির দেবতা না হলেও একেবারে অপ্রধান দেবতাও নয়। ঋগ্বেদে অপ্ দেবতার যে গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, তাতে তিনি শুদ্ধকারী, পাপমোচনকারী এবং রোগ নিবারক।

আপো হিষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে॥
যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ॥
তস্মা অরংগমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ॥
শং নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শং যোরভিস্রবন্তু নঃ॥
অপ্সু মে সোমো অব্রবীদংতর্বিশ্বানি ভেষজা।
অগ্নিং চ বিশ্বসাংভুবম্॥
আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম।
জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে॥[১]

-- হে জল! তুমি সুখের আধার স্বরূপ। তুমি অন্ন সঞ্চয় করিয়া দাও। তুমি অতি চমৎকার বৃষ্টি দান কর।

হে জলগণ! তোমরা স্নেহময়ী জননীর ন্যায়, তোমাদিগের যে রস তাহা অতি সুখকর, আমাদিগকে তাহার ভাগী কর।

হে জলগণ! যে পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত তোমরা প্রস্তুত আছ, সেই পাপক্ষয় কামনায় আমরা তোমাদিগকে মস্তকে নিক্ষেপ করি। তোমরা আমাদিগের বংশ বৃদ্ধি কর।

জলস্বরূপ দেবতাগণ আমাদিগের যজ্ঞের জন্য সুখ বিধান করুন, আমাদিগের মস্তকে ক্ষরিত হউন।

১ ঋগ্বেদ—১০।৯।১-৪, ৬-৭

সোম আমাকে বলিয়াছেন যে, জলের মধ্যে তাবৎ ঔষধ আছে এবং জগতের সুখকর অগ্নিও আছেন। হে জলগণ! আমার দেহরক্ষাকারী ঔষধ পরিপুষ্টকর, যেন আমরা বহুকাল সূর্যকে দেখিতে পাই।[১]

জলই ত অমৃত। তাই জল অমৃত আহরণ করে—

আপো রেবতীঃ ক্ষয়থা হি বস্বঃ ক্রতুং চ।
ভদ্রং বিভৃতামৃতং চ ॥[২]

—হে জলগণ! তোমরা ধনের প্রভুস্বরূপ এই কল্যাণময় যজ্ঞ সম্পন্ন কর এবং অমৃত আহরণ কর।[৩]

কিন্তু অপ্ দেবতা যে প্রাকৃতিক জলমাত্র নয়, তা বোঝা যায় যখন জলকে যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য আহ্বান করা হয়, যজ্ঞস্থলে আস্তৃত কুশের উপর জলকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। জলেরও যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, অবশ্য তিনিই যজ্ঞস্থলে আহূত হয়েছেন।

এমা অগ্মন্রেবতীর্জীবধন্যা অধ্বর্যবঃ সাদয়তা সখায়ঃ।
নির্বর্হিষি ধত্তন সোম্যাসোঽপাং নপ্ত্রা সংবিদানাস এনাঃ ॥
আগ্মন্নাপ উশতীর্বর্হিরেদং ন্যধ্বরে অসদন্দেবয়ন্তীঃ।
অধ্বর্যবঃ সুনুতেন্দ্রায় সোমমভূদু বঃ সুশকা দেবযজ্যা ॥[৪]

—এই জলসকল আসিতেছে; ইহারা ধনের আধার; জীবের হিতকর। হে পুরোহিত বন্ধুগণ! ইহাদিগের স্থাপনা কর। ইহারা বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পরিচিত; ইহারা সোমরসের অনুকূল। ইহাদিগকে কুশের উপর স্থাপন কর।

জলগণ আগ্রহের সহিত কুশের দিকে আসিতেছে। এই দেখ, ইহারা দেবতাদিগের নিকট যাইবার জন্য যজ্ঞস্থানে উপবেশন করিতেছে; হে পুরোহিতগণ! ইন্দ্রের নিমিত্ত সোম প্রস্তুত কর। এক্ষণে জল আসাতে তোমাদিগের দেবপূজা সুসাধ্য হইয়াছে।[৫]

জলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অগ্নি। অগ্নি জলের গর্ভ—অগ্নি জলের পুত্র বা পৌত্র —ইনিই অপাং নপাৎঃ অধ্বর্যবোঽপ ইতা সমুদ্রমপাং নপাতং হবিষা যজধ্বম্।[৬]

—হে পুরোহিতগণ! জলের সমুদ্রে গমন কর, অপাং নপাৎ নামক দেবতাকে হোমের দ্রব্য দ্বারা পূজা করি।[৭]

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত　২ ঋগ্বেদ—১০।৩০।১২　৩ অনুবাদ—তদেব
৪ ঋগ্বেদ—১০।৩০।১৪-১৫　৫ অনুবাদ—তদেব　৬ ঋগ্বেদ—১০।৩০।৩
৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

যো অনিধ্মো দীদয়দপ্স্বং তর্থং বিপ্রাস ঈলতে অধ্বরেষু।
অপাং নপান্মধুমতীরপো দা যাভিরিন্দ্রো বাবৃধে বীর্যায় ॥[১]

—যিনি বিনা কাষ্ঠে জলের মধ্যে জ্বলিতে থাকেন, যাঁহাকে যজ্ঞকালে বিপ্রগণ স্তব করেন, সেই অপাংনপাৎ নামক দেবতা এতাদৃশ সরস জল দান করেন, যাহা পান করিয়া ইন্দ্র বলশালী হইয়া বীরত্ব প্রকাশ করিলেন।[২]

তমূর্মিমাপো মধুমত্তমং বোঽপাং নপাদবত্বাশুহেমা।[৩]

—হে অপ্ দেবতা! শীঘ্রগতি অপাং নপাৎ দেবতা তোমাদের সেই প্রসিদ্ধ ঊর্মি পালন করুন।[৪]

অগ্নি, বরুণ, সোম প্রভৃতি দেবগণ অপ্ বা জলের মধ্যে বাস করেন।

যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বে দেবা যাসূর্জং মদন্তি।
বৈশ্ব নরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তা আপো দেবীরিহ মামবংতু ॥[৫]

—যাহাতে রাজা বরুণ বাস করেন, যাহাতে সোম বাস করেন, যাহাতে বিশ্বদেবগণ অন্ন পাইয়া প্রমত্ত হন, বৈশ্বানর অগ্নি যাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই দ্যুতিমান অপ্ সমূহ আমায় রক্ষা করুন।[৬]

যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যঞ্জনানাম্।[৭]

—যে জলসমূহে বরুণ জনগণের সত্যমিথ্যা (পাপপুণ্য) দর্শন করতে করতে গমন করেন।

সূর্য রশ্মিদ্বারা জলসমূহকে বিস্তৃত করেছেন—

যাঃ সূর্যো রশ্মিভিরাততান।[৮]

মাতৃরূপা জল যজ্ঞপথে গমন করেন—

অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভিঃ।[৯]

এই জলেই আছে অমৃত—আছে ওষধি :

অপ্স্বন্তরমমৃতমপ্সু ভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে
দেবা ভবত বাজিনঃ ॥[১০]

—জলের মধ্যে আছে অমৃত, জলের মধ্যেই ভেষজ (ঔষধ) বর্তমান, অতএব হে দেবগণ (ঋত্বিগ্গণ) জলের তুষ্টির জন্য স্তুতি কর।

---

১ ঋগ্বেদ—১০।৩০।৪ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—৭।৪৭।২
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৭।৪৯।৪ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—৭।৪৯।৩ ৮ ঐ —৭।৪৭।৪ ৯ ঋগ্বেদ—১।২৩।১৬
১০ ঋগ্বেদ—১।২৩।১৯

জলের গর্ভরূপে অগ্নি বিরাজমান :

অপাং গর্ভো দর্শতামোষধীনাং ॥[১] —দর্শনীয় ওষধি এবং জলের গর্ভ অগ্নি।

জল ঔষধরূপে সকল রোগের প্রতিষেধক :

আপ ইদ্বা উ ভেষজীরাপো অমীবচাতনীঃ।
আপঃ সর্বস্য ভেষজীস্তাস্তে কৃণ্বংতু ভেষজম্ ॥[২]

—জলই ঔষধরূপ; জলই রোগশান্তির কারণ; জল সকল রোগেরই ঔষধ। সেই জল যেন তোমার ঔষধ বিধান করিয়া দেয়।[৩]

অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের বাসস্থান যে অপ্ বা জল সেই জল যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক মিশ্রণে উৎপন্ন যৌগিক তরল পদার্থ নয়, তা অপ্ দেবতার বর্ণনা থেকেই প্রতীয়মান হয়। অথর্ববেদে অপ্ পাবকরূপিণী :

শিবেন মা চক্ষুসা পশ্যতাপঃ।
শিবয়া তন্বোপস্পৃশত ত্বচং মে।
ঘৃতশ্চ্যুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকা-
স্তান আপঃ শং স্যোনা ভবন্তু ॥[৪]

—হে আপ্‌দেবতা, শিবময় চোখে আমাকে দর্শন কর, কল্যাণকর স্পর্শ দ্বারা আমার দেহ ও ত্বক, শুচি পাবকরূপিণী যে জল, তাহা আমাদের পক্ষে শান্তিকরী ও শুভঙ্করী হোক।[৫]

অগ্নিও পাবক, জলও পাবক। ঋগ্বেদের একস্থানে জল অগ্নির মাতা—"আপো অগ্নিং জনয়ন্ত.মাতরঃ।"[৬] —জলমাতৃগণ অগ্নিকে জন্মদান করেছিলেন।

যাস্ক অপ্ শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন—"আপ আপ্নোতেঃ।"[৭]; —ব্যাপ্ত্যর্থক আপ্ ধাতু থেকে অপ্ শব্দ নিষ্পন্ন। যা সর্বত্র ব্যাপ্ত করে তাই অপ্ বা জল।

জল সর্বব্যাপী নয়,—সর্বব্যাপী আকাশ। আকাশ বৈদিক ঋষিগণ কর্তৃক সমুদ্রসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়েছে। যাস্কের মতে সমুদ্র শব্দের অর্থ আদিত্য—"সমুদ্রবন্তি অস্মাদ্ রশ্ময়ঃ।"[৮] এখান থেকে রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়, এই হিসাবে সমুদ্র সূর্য। বৈদিক গ্রন্থাবলীতে আকাশ সমুদ্র এবং পৃথিবীর জলধিও সমুদ্র নামে উল্লিখিত।

১ ঋগ্বেদ—৩।১।১৩ ২ ঋগ্বেদ—১০।১৩৭।৬ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ অথর্ব—১।৩৩।৪ ৫ অনুবাদ—জাহ্নবী চক্রবর্তী ৬ ঋগ্বেদ—১০।৯১।৬
৭ নিরুক্ত—৯।২৬।১৯ ৮ নিরুক্ত—২।১০

অস্মাৎ সমুদ্রাদ্ বৃহতো দিবো নোহপাং ভূমানমুপ নঃ সৃজেহ ।[১]

—(হে অগ্নি!) প্রকাণ্ড আকাশে যে এই সমুদ্র বিদ্যমান আছে, তাহা হইতে অপরিসীম জল এইস্থানে আনিয়া দাও।[২]

সুতরাং সূর্যাগ্নির তেজ সমন্বিত মহাকাশ সমুদ্র বা অপ্ নামে গৃহীত হয়েছিল বৈদিক ঋষিদের কাছে। মেঘরূপী জলের আধার ত আকাশই, আর আকাশের অধিপতি সূর্য সেই জলের কর্তা। মহাভারতে-পুরাণে সমুদ্রমন্থনকালে চন্দ্র, ইন্দ্রবাহন মেঘরূপী ঐরাবত হস্তী, গর্জনকারী বিদ্যুৎরূপী উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, সূর্যরূপী বিষ্ণুর শক্তি শ্রী বা লক্ষ্মী সমুদ্র থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন। এই সমুদ্র যে আকাশ-সমুদ্র তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এই আকাশ-সমুদ্রেরই তলদেশে কূর্মরূপী (কূর্মাকৃতি) বিষ্ণু বা সূর্য মন্থনদণ্ডের নিম্নে অবস্থান করেছিলেন। পুরাণাদিতে জলের এক নাম নার, সেই নার বা জলে যিনি অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন, তিনিই নারায়ণ।

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥[৩]

নারায়ণই বিষ্ণু; বেদে বিষ্ণুই সূর্য। যে জলে বিষ্ণুরূপী সূর্য অনন্তশয্যায় শয়ন করেন, সেই জল নিশ্চয়ই পৃথিবীর স্থলভাগ বেষ্টনকারী জলরাশি নয়। এই জল অবশ্যই আকাশ-সলিল। অথর্ববেদে হংস বা সূর্যের আকাশ-সলিলে ভাসমান থাকার কথা বলা হয়েছে।[৪] সুতরাং ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতার বাসস্থান—অগ্নির জননী অগ্নিগর্ভ অপ্ দেবতা সূর্যাগ্নিসমন্বিত সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশ—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আকাশ-সলিল আর পার্থিব-সলিল একাত্মরূপে অভিন্নতা প্রাপ্ত হওয়ায় পরবর্তীকালে পৃথিবীর জলই অপ্ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

আকাশ সলিল পার্থিব সলিলের সঙ্গে একাত্মতা প্রাপ্ত হওয়ায় উভয়বিধ সলিলই সকল বিশ্বভুবনের—সকল জীব জড়সৃষ্টির মূলীভূত কারণরূপে স্বীকৃত হয়েছে। আবার পার্থিব জলও জীব ও উদ্ভিদের জীবন সৃষ্টির অন্যতম কারণ। জল থেকেই পৃথিবীর জন্ম। এইজন্য জলকে কারণ সলিল বা সৃষ্টির হেতুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদের সৃষ্টিতত্ত্বেও জলকে সৃষ্টির মূলীভূত কারণ, রূপেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

---

১ ঋগ্বেদ—১০।৯৮।১২ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ মনুসংহিতা—১।১০
৪ অথর্ব—১১।২।৬।২১

ঋতং চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী॥
সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥[১]

প্রজ্বলিত তপস্যা হইতে ঋত অর্থাৎ যজ্ঞ এবং সত্য জন্ম গ্রহণ করিল। পরে রাত্রি জন্মিল, পরে জলপূর্ণ সমুদ্র। জলপূর্ণ সমুদ্র হইতে সংবৎসর জন্মিলেন। তিনি দিনরাত্রি সৃষ্টি করিতেছেন, তাবৎ লোক দেখিতেছ। সৃষ্টিকর্তা যথাসময়ে সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করিলেন।[২]

তম আসীত্তমসা গূঢ়্হমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্।[৩]

— সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।[৪]

আপো হ যদ্বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিং।
ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥[৫]

—ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহারা গর্ভ ধারণপূর্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল; তাহা হইতে দেবতাদিগের একমাত্র প্রাণ-স্বরূপ যিনি, তিনি আবির্ভূত হইলেন। কোন্ দেবকে হবিদ্বারা পূজা করিব?[৬]

নিরুক্তকার যাস্ক অপ্ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, "আপ আপ্নোতেঃ।"[৭] —ব্যাপ্ত্যর্থক 'আপ্' ধাতু থেকে অপ্ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে, অর্থাৎ যা বহু ব্যাপক তাই অপ্ বা জল। অগ্নি, বায়ু, সোম, সূর্য, ইন্দ্র প্রভৃতির মত জলও পবিত্র —"আপঃ পবিত্রমুচ্যন্তে।"[৮]

সর্বব্যাপক অপ্ বা জল সকল দেবতার নিবাসস্থল বা উৎসরূপে পবিত্রতার প্রতীক। সুতরাং হিন্দুর যে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জল অপরিহার্য।

---

১ ঋগ্বেদ—১০।১৯০।১-৩ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১০।১২৯।৩
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—১০।১২১।৭ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ নিরুক্ত—৯।২৬।১৮ ৮ নিরুক্ত—৫।৬।৯

ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সূচনায় বিষ্ণুস্মরণপূর্বক তিনবিন্দু জলপানের দ্বারা দেহ পবিত্র করার বিধি আছে। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাহ্নিক অনুষ্ঠানে জলের ছিটে মাথায় দিয়ে মার্জন করা হয়। জল দিয়েই দেবতা ও পিতৃপুরুষের তর্পণ করা বিধি। জলপূর্ণঘট মঙ্গলঘটরূপে উৎসবগৃহের দ্বারে স্থান পায়। জলপূর্ণঘট যেকোন দেবতার প্রতীকরূপেও পূজিত হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণের আহারের পূর্বে ও শেষে জলগণ্ডূষপানের ব্যবস্থা। সকল আধিব্যাধিশান্তির জন্য মন্ত্রপূত জলাভিষেক বিহিত। সকল দেবতার নিবাসস্থল সকল দেবতার উৎপত্তির মূলীভূত কারণ সূর্যরশ্মি-প্রভাসিত মহাকাশস্বরূপ জল ঘটে স্থাপিত হয়ে মহাকাশসমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীকরূপে সকল দেবতার প্রতীক হয়ে উপাসিত হন। অপ্ দেবতার মূর্তি গড়ে পূজার কোন রীতি দেখা যায় নি বটে; কিন্তু সর্বদেবময় বারি সুখদ শান্তিদ প্রাণদরূপে সকল দেবতার প্রতিনিধি হয়ে হিন্দুর নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মে পূজা পাচ্ছেন।

অপাং নপাৎ

অপাং নপাৎ নামে একটি দেবতার সাক্ষাৎ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। পরবর্তী সাহিত্যে-পুরাণে এই দেবতার কোন অস্তিত্ব নেই। নপাৎ বা নপ্তা শব্দের অর্থ পৌত্র। সুতরাং অপাং নপাৎ শব্দের অর্থ জলের পৌত্র। কেউ কেউ মনে করেন, নপ্তা পুত্র অর্থে প্রযুক্ত অর্থাৎ অপাং নপাৎ জলের পুত্র। ঋগ্বেদের একটি গোটা সূক্তে (২।৩৫) ১৫টি ঋকে অপাং নপাৎ দেবতার স্তুতি আছে। অপাং নপাৎ ইন্ধন রহিত, ঘৃতপূত, জলমধ্যে প্রদীপ্ত।

স শুক্রেভিঃ শিক্বভী রেবদস্মে দীদায়ানিধ্মো ঘৃতনির্ণিগপ্সু।[১]

—ইন্ধন রহিত, ঘৃতপূত অপাং নপাৎ আমাদের ধনযুক্ত অন্নের উৎপত্তির জন্য জলমধ্যে নির্মল তেজোবলে দীপ্ত আছেন।[২]

তং নো দাত মরুতো বাজিনং রথ
অপানং ব্রহ্ম চিতয়দ্দিবে দিবে।
ইষং স্তোতৃভ্যো বৃজনেষু কারবে।
সনিং মেধামরিষ্টং দুষ্টরংসহঃ।[৩]

—যিনি স্বকীয় গৃহে আছেন এবং তাঁহার ধেনু সুখে দোহন করা যায়, সেই অপাং নপাৎ নামক দেবতা বৃষ্টির জল বর্ধিত করেন এবং উৎকৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করেন। তিনি জলমধ্যে প্রবল হইয়া যজমানকে ধনদানার্থ বিশেষরূপে দীপ্তিযুক্ত হয়েন।[৪]

অপাং নপাদা হ্যস্থাদুপস্থং জিহ্মাণামূর্ধ্বো বিদ্যুতং বসানঃ।[৫]

—অপাং নপাৎ কুটিলগতি জলের (মেঘের) মধ্যে স্বয়ং ঊর্ধ্বভাবে অবস্থিত হইয়াও বিদ্যুত পরিধান করিয়া অন্তরীক্ষে আরোহণ করিয়াছেন।[৬]

অপাং নপাৎ স্বর্ণাকৃতি দেবতা—

হিরণ্যরূপঃ স হিরণ্যসংদৃগপাং নপাৎ সেদু হিরণ্যবর্ণঃ।[৭]

—সেই অপাং নপাৎ হিরণ্যরূপ, হিরণ্যাকৃতি ও হিরণ্যবর্ণ।

উক্ত সূক্তের ত্রয়োদশ ঋকে জলের গর্ভসঞ্চারকারী এবং জলের পুত্ররূপে অপাং নপাৎ স্তুত হয়েছেন।

১ ঋগ্বেদ—২।৩৫।৪ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—২।৩৫।৭
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—২।৩৫।৯ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঐ —২।৩৫।১০

বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি

"In the Ṛgveda the names Brhaspati and Brahmanaspati are alternate and equivalent to each other. They are names of a deity in whom the action of the worshipper upon the gods is personified. He is the Suppliant, sacrificer, the priest who intercedes with gods on behalf of men and protects mankind against the wicked. Hence he appears as the prototype of the priests and priestly order, and is also designated as the Purohita of the divine community. He is called in one place 'the father of the gods' ... he is also designated as 'the shining' and the 'gold coloured' and as having thunder for his voice."[১]

এই বিবরণে বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতির রূপ-গুণ কথঞ্চিৎ উদ্‌ঘাটিত হলেও স্বরূপ প্রকাশিত হয় নি। মহাভারতে-পুরাণে, কাব্যে বৃহস্পতি দেবগণের গুরু; আর অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য। বৃহস্পতির পত্নী তারা; তারাকে চন্দ্র হরণ করেছিলেন। দেবতাদের গুরু কি বৃহস্পতি নামক গ্রহ, না অন্য কিছু? বেদবর্ণিত বৃহস্পতি একটি গ্রহ মাত্র নন, এঁর গুণকর্ম আলোচনা করলেই স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ঋগ্বেদ বৃহস্পতি সম্পর্কে বলেছেন:

আ বেধসং নীলপৃষ্ঠং বৃহন্তং বৃহস্পতিং সদনে সাধয়ধ্বম্।
সাদদ্যোনিং দম আ দীদিবাংসং হিরণ্যবর্ণমরুষং সপেম ॥[২]

—বলবান্, সৃষ্টিকারক, স্নিগ্ধাঙ্গ বৃহস্পতিকে যজ্ঞগৃহে স্থাপন কর। তিনি গৃহের মধ্যে অবস্থিত হইয়া সর্বত্র প্রভাব বিস্তৃত করিতেছেন, তিনি হিরণ্যবর্ণ ও দীপ্তিমান্। আমরা তাঁহাকে পূজা করি।[৩]

স আ নো যোনিং সদতু প্রেষ্ঠো বৃহস্পতির্বিশ্ববারো যো অস্তি।
কামো রায়ঃ সুবীর্যস্য তং দাৎপর্ষন্নো অতি সশ্চতো অরিষ্টান্ ॥
তমা নো অর্কমমৃতায় জুষ্টমিমে ধাসুরমৃতাসঃ পুরাজাঃ।
শুচিক্রন্দং যজতং পস্ত্যানাং বৃহস্পতিমনর্বাণং হুবেম ॥

১ Classical Dictionary of Hindu Mythology, religion, Geography, History & Literature—John Dowson, page 63

২ ঋগ্বেদ—৫।৪৩।১২ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

তং শগ্মাসো অরুষাসো অশ্বা বৃহস্পতিং সহবাহো বহংতি।
সহশ্চিত্যস্য নীলবৎ সধস্থং নভো ন রূপমরুষং বসানাঃ॥
স হি শুচিঃ শতপত্রঃ স শুন্ধ্যুর্হিরণ্যবাশীরিষিরঃ স্বর্ষাঃ।
বৃহস্পতিঃ স্বাবেশ ঋষ্বঃ পুরু সখিভ্য আসুতিং করিষ্ঠঃ॥
দেবী দেবস্য রোদসী জনিত্রী বৃহস্পতিং বাবৃধতুর্মহিত্বা।
দক্ষায্যায় দক্ষতা সখায়ঃ করদ্ ব্রহ্মণে সুতরা সুগাধা॥[১]

—সেই প্রিয়তম ব্রহ্মণস্পতি (বৃহস্পতি) আমাদিগের স্থানে উপবেশন করুন; তিনি সকলের বরণীয় হইয়াছেন। ধন এবং সুবীর্যের যে অভিলাষ তাহা তিনি আমাদিগকে প্রদান করুন, আমরা উপদ্রবযুক্ত, তিনি আমাদিগকে অহিংসিত করিয়া পার করুন।

এই পুরাজাত অমরগণ আমাদিগকে সেই অমর, পর্যাপ্ত ও অর্চনসাধন অন্ন দান করুন। আমরা শুদ্ধ স্তোত্রবিশিষ্ট ও গৃহিগণের যাগযোগ্য ও অপ্রতিহত বৃহস্পতিকে আহ্বান করিব।

সুখকর উজ্জ্বল বহনশীল এবং আদিত্যের ন্যায় জ্যোতিঃপূর্ণ অশ্বগণ সেই বৃহস্পতিকে বহন করুক; তাঁহার বল ও নিবাসযুক্ত গৃহ আছে।

বৃহস্পতি শুচি, তাঁহার বাহন অনেক, তিনি সকলের শোষয়িতা, হিত ও রমণীয় বাক্যযুক্ত; গমনশীল, স্বর্গভোগকর ও দর্শনীয় উত্তম নিবাসযুক্ত। তিনি স্তোতাগণকে সর্বাপেক্ষা অধিক অন্ন দান করেন।

বৃহস্পতিদেবের জননী দ্যাবাপৃথিবী দেবীদ্বয় মহিমা বলে বৃহস্পতিকে বর্ধিত করুন। হে সখাগণ! বর্ধনীয় বৃহস্পতিকে বর্ধিত কর তিনি প্রভূত অন্নের জন্য জল সকলকে তরল ও অবগাহনযোগ্য করেন।[২]

এই ঋক্‌গুলিতে বৃহস্পতির যে বর্ণনা পাই তাতে দেখি, বৃহস্পতি আমাদের আবাসে (যজ্ঞস্থলে) উপবেশন করেন, তিনি ধন ও বীর্যদাতা, উজ্জ্বল, আদিত্যের মত জ্যোতির্ময় তাঁর অশ্ব (কিরণ), তিনি নীল আকাশে অবস্থিত (নীলবৎসধস্থ), তাঁর অশ্বের নাম অরুষ (তাম্রবর্ণ), তিনি শতপক্ষ বা শত বাহন বিশিষ্ট (শতপত্র), তিনি হিরণ্যবর্ণ, দ্যাবাপৃথিবী তাঁর জনক-জননী, তিনি অন্নদাতা, তিনি বৃহৎ, নীলপৃষ্ঠ, হিরণ্যবর্ণ গুহাহিত (যজ্ঞশালায় বর্তমান), যজমানের হবির্দ্বারা বর্ধিত ও জলদাতা।

১ ঋগ্বেদ—৭।৯৭।৪-৮ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

বৃহস্পতি যে সূর্যাগ্নি এই বর্ণনায় তা সুস্পষ্ট। বৃহস্পতি সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে :

বৃহস্পতে জুষস্ব নো হব্যানি বিশ্বদেব্য
রাস্ব রত্নানি দাশুষে ॥
শুচিমর্কৈর্বৃহস্পতিমধ্বরেষু নমস্যত।
অনাম্যোজ আ চকে ॥
বৃষভং চর্ষণীনাং বিশ্বরূপমদাভ্যং
বৃহস্পতিং বরেণ্যম্ ॥[১]

—হে সকল দেবগণের হিতকর বৃহস্পতি! আমাদিগের হব্য গ্রহণ কর। হব্যপ্রদায়ীকে উত্তম ধন প্রদান কর।

হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা যজ্ঞসমূহে স্তোত্রদ্বারা বিশুদ্ধ বৃহস্পতির পরিচর্যা কর। আমি তাঁহার অনভিভবনীয় বল প্রার্থনা করি।

মনুষ্যগণের অভীষ্টবর্ষী, বিশ্বরূপ, বরণীয় বৃহস্পতির নিকট (অভিমত ফল কমনা করি)[২]

অগ্নি রত্নধারণকারী, বৃহস্পতিও রত্নধারণকারী। অগ্নির মতই বৃহস্পতি যজ্ঞশালায় বর্ধিত হন। সূর্য ও অগ্নির মতই তিনি বিশ্বরূপ (বহুরূপ) ধারণ করে থাকেন। অগ্নি ও ইন্দ্রের মতই তিনি বৃষভ—কাম্যফলবর্ষী বা বৃষ্টিদাতা।

ইন্দ্রের মত বৃহস্পতি দ্যাবাপৃথিবীর দৃঢ়কারী—অগ্নির মতই তাঁর জিহ্বা (শিখা), —সূর্যাগ্নির মতই তিনি তিন স্থানে বর্তমান থাকেন।

য স্তস্তংভো সহসা বিজ্মো অংতান্বৃহস্পতিস্ত্রিমধস্থো রবেণ।
তং প্রত্নাস ঋষয়ো দীধ্যানাঃ পুরো বিপ্রা দধিরে মন্দ্রজিহ্বম্ ॥[৩]

—যিনি বলপূর্বক পৃথিবীর অন্তসমূহ স্তম্ভিত করিয়াছিলেন এবং যিনি শব্দদ্বারা স্থানত্রয়ে বর্তমান আছেন, সেই আহ্লাদক জিহ্বাবিশিষ্ট বৃহস্পতিদেবকে পুরাতন দ্যুতিমান মেধাবীগণ সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন।[৪]

বৃহস্পতি সূর্যাগ্নির মত প্রথম জাত, তিনি আদিত্যের স্থানে আকাশে বিরাজমান। অগ্নির সপ্ত জিহ্বার ন্যায়, সূর্য ও ইন্দ্রের সপ্ত অশ্বের ন্যায় তাঁর সাতটি মুখ; তিনি অন্ধকার নাশ করেন।

১ ঋগ্বেদ—৩।৬২।৪-৬ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৪।৫০।১
৪ ঐ

বৃহস্পতিঃ প্রথমং জায়মানো মহো জ্যোতিষঃ পরমে ব্যোমন্।
সপ্তাস্তস্তুবিজাতো রবেণ বি সপ্তরশ্মিরধমত্তমাংসি ॥[১]

—বৃহস্পতি যখন মহান্ আদিত্যের পরম আকাশে প্রথমে জাত হইয়াছিলেন, তখন তিনি সপ্ত মুখবিশিষ্ট, বহুপ্রকারে সম্ভূত, শব্দযুক্ত ও গমনশীল তেজোবিশিষ্ট হইয়া অন্ধকার নাশ করিয়াছিলেন।[২]

একটি ঋকে অগ্নি মিত্র (সূর্য) ও ব্রহ্মণস্পতিকে (বৃহস্পতি) অভিন্ন বোধ হয়।

অচ্ছা বদা তনা গিরা জরায়ৈ ব্রহ্মণস্পতিং
অগ্নিং মিত্রং ন দর্শতম্ ॥[৩]

—ব্রহ্মণস্পতি ও অগ্নিও দর্শনীয় মিত্রের স্তুতির জন্য দেবতাস্বরূপ প্রকাশকারী বাক্য দ্বারা আমাদিগের সম্মুখে তাঁহার বর্ণনা কর।[৪]

Macdonell-এর মতে এই ঋকে অগ্নিকেই ব্রহ্মণস্পতি বা lord of prayer বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে।[৫]

একস্থানে ব্রহ্মণস্পতি অগ্নি ও ইন্দ্রের মতই বলের পুত্ররূপে সম্বোধিত হয়েছেন, —"ত্বামিদ্ধি সহসস্পুত্র"[৬] —হে বলের পুত্র ব্রহ্মণস্পতি, তোমাকে স্তব করি।

অপর একটি ঋকে (১।১৮।৯) ব্রহ্মণস্পতি ও একটি ঋকে বৃহস্পতি (১০।১৮২।২) নরাশংস নামে অভিহিত হয়েছেন। নরাশংস অগ্নির একটি নাম।

অগ্নির মত ব্রহ্মণস্পতি পুরোহিত, তিনিই সূর্যরূপে প্রকাশিত।

স সংনয়ঃ স বিনয়ঃ পুরোহিতঃ স সুষ্টুতঃ স যুধি ব্রহ্মণস্পতিঃ।
চাক্ষ্মো যদ্বাজং ভরতে মতী ধনাদিৎ সূর্যস্তপতি তপ্যতুর্বৃথা ॥[৭]

—ব্রহ্মণস্পতি পুরোহিত, তিনি (পদার্থ সকল) একত্রিত ও পৃথক্কৃত করেন, তাঁহাকে সকলে স্তব করে, তিনি যুদ্ধে আবির্ভূত হয়েন। সর্বদর্শী ব্রহ্মণস্পতি যখন অন্ন ও ধন ধারণ করেন, তখনই সূর্য অনায়াসে দীপ্ত হয়েন।[৮]

ব্রহ্মণস্পতি জগতের নিয়ন্তা।[৯] তিনি গো অর্থাৎ রশ্মিসমূহকে পরিচালিত করেন।[১০]

ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অর্যমা প্রভৃতি সকল দেবতার সঙ্গে অভিন্ন। সেই জন্যই ব্রহ্মণস্পতি-প্রকাশিত মন্ত্রে সকল দেবতার অধিষ্ঠান।

১ ঋগ্বেদ—৪।৫০।৪, অথর্ব—২০।৭।৮৮।৪
২ অনুবাদ—তদেব
৩ ঋগ্বেদ—১।৩৮।১৩
৪ অনুবাদ—তদেব
৫ Vedic Mythology—page 102
৬ ঋগ্বেদ—১।৪০।২
৭ ঋগ্বেদ—২।২৪।৯
৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৯ ঐ —১।১৪।৬
১০ ঐতরেয় ব্রাঃ—৮।৩

প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতির্মন্ত্রং বদত্যুকৃথ্যং।
যস্মিন্নিন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা দেবা ওকাংসি চক্রিরে ॥[১]

—ব্রহ্মণস্পতি দেবতা নিশ্চই প্রকৃষ্টরূপে (বেদমন্ত্র) প্রকাশ করেন; সেই মন্ত্রে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অর্যমা বাস করেন।

বেদে বহু স্থানেই ইন্দ্রের সঙ্গে বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতির অভিন্নতা প্রকাশিত হয়েছে। ইন্দ্রের গুণকর্ম ব্রহ্মণস্পতিতে আরোপিত হয়েছে। বৃহস্পতি ও ইন্দ্র একই দেবতা। বহুসূক্তে ও ঋকে (১০।৪৯; ১০।৫০।১০-১১, ১০।৯৮।৭) বৃহস্পতি ও ইন্দ্র একত্র স্তুত হয়েছেন, কোথাও ইন্দ্র ও ব্রহ্মণস্পতি একত্র স্তুত হয়েছেন (২।২৪।১২)। অথর্ববেদে ইন্দ্রকেই বৃহস্পতি, কখনও ইন্দ্রকে ব্রহ্মণস্পতি বলা হয়েছে।

বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন রক্ষোহামিত্রাঁ অপধাবমানঃ।
প্রভঞ্জংছত্রূন্ প্রমৃণন্নমিত্রানস্মাকমেধ্যবিতা তনূনাম্ ॥[২]

—হে বৃহস্পতি (ইন্দ্র) তুমি রথে যুদ্ধভূমিতে আগমন কর। রাক্ষসগণের হত্যাকারী, শত্রুগণের প্রকৃষ্টরূপে ধ্বংসকারী তুমি অমিত্রগণের হিংসা করে আমাদের শরীরের রক্ষাকারী হও।

এই মন্ত্রের ভাষ্যে বৃহস্পতি শব্দের ব্যাখ্যায় আচার্য মহীধর বলেছেন, "বৃহত্যাং দেবানাং পতে পালক"—বৃহৎ অর্থাৎ দেবগণের পতি অর্থাৎ পালক। দেবগণের পালক ইন্দ্র। শুক্লযজুর্বেদের (১৭।৩৬) ভাষ্যে মহীধর স্পষ্ট করেই বলেছেন, "বৃহস্পতিরিন্দ্রঃ"। অথর্ববেদেই ইন্দ্র ব্রহ্মণস্পতিও :

ইমা যা ব্রহ্মণস্পতে বিষূচীর্বাত ঈরতে।
সধ্রীচীরিন্দ্র তাঃ কৃত্বা মহ্যং শিবতমাস্কৃধি ॥[৩]

—হে ব্রহ্মণস্পতি, যে দিক্‌সমূহ বায়ু প্রবাহিত করায়, হে ইন্দ্র, সেই দিক্‌সমূহকে যথাস্থানে স্থাপিত করে আমাদের প্রতি সুখকারী কর।

ভাষ্যকার মহীধরের মতে মন্ত্রের শেষভাগে ইন্দ্রের কথা বলায় প্রথমাংশে ব্রহ্মণস্পতি ইন্দ্রের বিশেষণ। ব্রহ্মণ্ শব্দের অর্থ মন্ত্র, ব্রহ্মণস্পতি শব্দের অর্থ সকল মন্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদ্য ইন্দ্র। "উত্তরার্ধে ইন্দ্রেতি নির্দেশাৎ তস্য বিশেষণ মেতৎ। ব্রহ্মণঃ মন্ত্রজাতস্য পতে স্বামিন্ সর্বমন্ত্রপ্রতিপাদ্য ইন্দ্রঃ।"

ইন্দ্র বল নামক অসুরকে হত্যা করে বলের দ্বারা গুহায় অবরুদ্ধ গো গণকে

১ ঋগ্বেদ—১।৪০।৫ ২ অথর্ব—১৯।২।১০।৮ ৩ অথর্ব—১৯।১।১।৬

(রশ্মি সমূহকে) উদ্ধার করেছিলেন। বলাসুর বধ ও গাভী (রশ্মি) উদ্ধার বৃহস্পতিরও কার্য।

স সুষ্টুভা স ঋক্বতা গণেন বলং রুরোজ ফলিগং রবেণ।
বৃহস্পতিরুস্রিয়া হব্যসূদঃ কনিক্রদদ্বাবশতী রুদাজৎ ॥[১]

—বৃহস্পতি স্তুতিযুক্ত ও দীপ্তিশালী (অঙ্গিরা) গণের সহিত শব্দ দ্বারা বলকে নাশ করিয়াছিলেন। তিনি শব্দ করিয়া ভোগ্যপ্রদাত্রী ও হব্যপ্রেরিকা গাভী-গণকে বাহির করিয়াছিলেন।[২]

ব্রহ্মণস্পতেরভবদ্যথা বশং সত্যো মন্যুর্মহি কর্মা করিষ্যতঃ।
যো গা উদাজৎ স দিবে বি চাভজন্মহীব রীতিঃ শবসাসরৎ পৃথক্ ॥[৩]

ব্রহ্মণস্পতি যখন কোন মহৎকর্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তাঁহার মন্ত্র তাঁহার অভিলাষ অনুসারে সফল হয়। যিনি গোসমূহকে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি দ্যুলোকের জন্য উহাদিগকে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন; গোসমূহ মহা-স্রোতের ন্যায় নিজবলে পৃথক্ পৃথক্ গমন করিয়াছিল।[৪]

এখানে গো অর্থে সূর্যরশ্মির প্রকাশ খুবই স্পষ্ট। অন্ধকার নাশ করে বৃহস্পতি সূর্যরশ্মিকে বিভক্ত করে স্ব স্ব স্থানে প্রকাশের উপযোগী করেছিলেন।

গো উদ্ধার ছাড়াও ইন্দ্রের সহায়তায় জলরাশির অবরোধমোচনও বৃহস্পতির অন্যতম কীর্তি।

তব শ্রিয়ে ব্যজিহীত পর্বতো গবাং গোত্রমুদসৃজো যদংগিরঃ।
ইন্দ্রেন যুজা তমসা পরীবৃতং বৃহস্পতে নিরপামৌব্জো অর্ণবম্ ॥[৫]

—হে অঙ্গিরাবংশীয় বৃহস্পতি! পর্বত গোসমূহের আবরণ করিয়াছিল, তোমার সম্পদের জন্য যখন তাহা উদ্‌ঘাটিত হইল, এবং তুমি গোসমূহকে বাহির করিয়া দিলে, তখন ইন্দ্রকে সহায় পাইয়া তুমি বৃত্র কর্তৃক আক্রান্ত জলের আধারভূত জলরাশিকে অধোমুখ করিয়াছিলে।[৬]

লক্ষণীয় এই যে বৃহস্পতি যেমন অঙ্গির বা অঙ্গিরা বংশীয় তেমনি ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তেই অগ্নি অঙ্গির বা অঙ্গিরা বংশীয় নামে কথিত হয়েছেন।

অথর্ববেদে ও বৃহস্পতি কর্তৃক বলের অবরোধ থেকে গো উদ্ধার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বৃহস্পতি সূর্যরূপে অন্তরীক্ষ থেকে আলোকও বিকীর্ণ করেছেন।

১ ঋগ্বেদ—৪।৫০।৫ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—২।২৪।১৪
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—২।২৩।১৮ ৬ অনুবাদ—তদেব

অপ জ্যোতিষা তমো অন্তরীক্ষাদুদ্‌ঃ শীপালমিব গত আজৎ।
বৃহস্পতিরণুমৃশ্যা বলস্যাভ্রমিব বাত আ চক্র আ গাঃ ॥[১]

—বৃহস্পতি অন্তরীক্ষ থেকে জ্যোতির দ্বারা অন্ধকার দূর করেন, বায়ু যেমন জল থেকে শৈবাল দূরীভূত করেন। বায়ু যেমন আকাশে মেঘ ব্যাপ্ত করেন, বৃহস্পতি সেইরূপ বলের অবস্থান থেকে গোসমূহ (কিরণসমূহ) অপহরণ করে সর্বত্র ব্যাপ্ত করেছিলেন।

বৃহস্পতিঃ পর্বতেভ্যো বিভূর্য্যা নির্গা উপে যবমিব স্থিবেভ্যঃ।[২]

—বৃহস্পতি বলকর্তৃক গুপ্ত পর্বত থেকে গোগণকে উদ্ধার করে ব্যাপ্ত করেন, যেমন লোকে যবের শীষ থেকে যব উদ্ধার করে বপন করে থাকে।

বৃহস্পতি বৃষ্টিদাতা রূপেও স্তুত হয়েছেন :

আপ্রুবায়ন্ মধুন্ ঋতস্য যোনি মবক্ষিপন্নর্ক উল্কামিবদ্যোঃ।
বৃহস্পতি রুদ্ধরশ্মনো গা ভূম্যা উদ্রেব বিত্বচং বিভেদ ॥[৩]

—সূর্য যেমন আকাশ থেকে উল্কা বর্ষণ করেন, বৃহস্পতিও তেমনি জলের কারণভূত মেঘ থেকে ভূমিতে জল বর্ষণ করেন। বৃহস্পতি মেঘ (পর্বত) থেকে গো সমূহ (রশ্মি বা জল) উদ্ধার করে ভূমির ত্বক্ ভিন্ন করেন।

ব্রহ্মণস্পতিও বর্ষণরূপ ব্যাপারের কর্তা :

অশ্মাস্যমবতং ব্রহ্মণস্পতির্মধুধারমভি যমোজসাতৃণৎ
তমেব বিশ্বে পপিরে স্বর্দৃশো বহু সাকং সিসিচুরুৎসমুদ্রিণম্ ॥[৪]

—যে প্রস্তরবৎ দৃঢ়মুখবিশিষ্ট, মধুর জলপূর্ণ, নিম্নবিলম্বিত মেঘকে ব্রহ্মণস্পতি বল প্রয়োগ দ্বারা বধ করিয়াছিলেন, আদিত্য রশ্মিসকল তাহা পান করিয়াছে এবং তাহারাই আবার জলধারাময় বৃষ্টি সেক করিয়াছেন।[৫]

এই মন্ত্রের তাৎপর্য সম্পর্কে পণ্ডিত অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "মেঘ ব্যাপনশীল—আকাশ ব্যাপিয়া থাকে এবং ক্ষরণস্বভাব ব্রহ্মণস্পতি দেবতা মেঘ হনন করেন—মেঘ হইতে বৃষ্টিধারা পৃথিবীতে পতিত হয়; সূর্যরশ্মিসমূহ এই অতিবৃষ্ট জলই গ্রীষ্মকালে গ্রহণ করে এবং ইহাকে মেঘরূপে পরিণত করে। বর্ষাকালে এই মেঘই আবার বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া পৃথিবীকে অভিষিক্ত করে। মেঘ হইতে জল, জল হইতে মেঘ—এই প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ন্তা ব্রহ্মণস্পতি।[৬]

১ অথর্ব—২০।১২।১৬।৫ ২ অথর্ব—২০।১২।১৬।৩ ৩ অথর্ব—২০।১২।১৬।৪
৪ ঋগ্বেদ—২।২৪।৪ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ নিরুক্ত (ক.বি.)—পৃঃ ১১০১

ব্রহ্মণস্পতি দেবগণের পিতা।[১] ইন্দ্রের মত তিনিও বজ্রী বা বজ্রধারী।[২] গোত্রভিৎ ইন্দ্রের মত তিনি অদ্রি ভেদ করেছেন,[৩] বৃত্রবধও করে থাকেন।[৪]

বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি একই দেবতা। একই সূক্তে একই ঋকে একই দেবতা একবার বৃহস্পতি আর একবার ব্রহ্মণস্পতি নামে অভিহিত হয়েছেন।

ব্রহ্মণ্ শব্দের অর্থ প্রার্থনা বা মন্ত্র। ব্রহ্মণ্ শব্দ মন্ত্রাত্মক বেদ বা যজ্ঞরূপেও গৃহীত হয়। সুতরাং মন্ত্র বা যজ্ঞের যিনি অধিপতি তিনিই ব্রহ্মণস্পতি। যাস্ক ব্রহ্মণস্পতির অর্থ করতে গিয়ে লিখেছেন—"ব্রহ্মণস্পতি ব্রহ্মণঃ পাতা পালয়িতা বা।"[৫]—ব্রহ্মের রক্ষাকর্তা বা পালনকর্তা ব্রহ্মণস্পতি।

মন্ত্র বা যজ্ঞ ছাড়াও যাস্ক ব্রহ্মণস্পতিশব্দের আর একটি অর্থ করেছেন অন্ন। ব্রহ্মণস্পতি ব্রহ্ম বা যজ্ঞ পালন করেন, ব্রহ্ম বা অন্নও রক্ষা করেন বারিবর্ষণের দ্বারা। অতএব বৃষ্টিদাতা সূর্য বা ইন্দ্রই যে ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি,—এ ব্যাপারটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যাস্ক বলেছেন বৃহস্পতিই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা—"বৃহস্পতির্ব্রহ্মাসীৎ।"[৬] বৃহৎ শব্দের অর্থ নিরুক্তকারের মতে মহৎ বা বিরাট—"বৃহদিতি মহতো নামধেয়ম্।"[৭] 'বৃহৎ'-এর অপর অর্থ পরিবৃঢ় অর্থাৎ বৃদ্ধিমান্—"পরিবৃঢ়ং ভবতি।"[৮] মহৎ পরিবর্ধিত যজ্ঞের বা সৃষ্টিকর্মের নায়ক সূর্যাগ্নিরূপী আদিত্য বা ইন্দ্রই বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতি। কয়েকজন পাশ্চাত্যপণ্ডিত বৃহস্পতিকে অগ্নিরূপেই গ্রহণ করেছেন:

The evidence adduced above seems to favour the view that Bṛhaspati was originally an aspect of Agni as a divine priest presiding over devotion, an aspect which had attained an independent charcter by the beginning of the Ṛgvedic period, the connection with Agni was not entirely severed.

Langlois, H. H. Wilson, Maxmuller agree in regarding Bṛhaspati as a variety of Agni...Weber considers Bṛhaspati to be a priestly abstraction of Indra as is followed in this by Hopkins."[৯]

আরও একজন পাশ্চাত্য ভারততত্ত্ববিদ্ একই ধারণা পোষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "**Bṛhaspati and Brahmanaspati are generally identical with Agni. Nearly the same epithets are applied to**

১ ঋগ্বেদ—২।২৬।৩ ২ ঋগ্বেদ—১।৪০।৮ ৩ ঋগ্বেদ—৬।৭৩।১
৪ ঐ —৬।৭৩।২ ৫ নিরুক্ত—১০।১২।৫ ৬ নিরুক্ত—২।১।৯
৭ নিরুক্ত—১।২।১৬ ৮ নিরুক্ত—১।২।১৭ ৯ Vedic Mythology—page 103-104

them with this additional one—of presiding over prayer."[১] আর একজনের মন্তব্য : "It is this omnipresent power of prayer, which Brahmanaspati personifies and it is not without reason that he is sometimes confounded with Agni and especially with Indra."[২]

রমেশচন্দ্র দত্তও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন : "ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি বাক্যদেব বা স্তুতিদেব বা প্রার্থনার দেবতা। বেদের অনেক স্থলে তাঁহারা অগ্নিদেবের রূপান্তর মাত্র।"[৩]

মন্ত্রের অধীশ্বর হিসাবেই বৃহস্পতি পরবর্তীকালে দেবতাদের গুরু, মহাপণ্ডিত ও জ্ঞানের অধীশ্বর রূপে পরিগণিত হয়েছেন। গ্রহগণের অধীশ্বর হওয়ায় এবং মহাশূন্যে অবস্থিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে উজ্জ্বলতম হওয়ায় বৃহস্পতি প্রকৃতই বৃহৎ বস্তুর অধিপতি—সূর্যাগ্নির অংশ সম্ভূত দেবতাদের মধ্যে তিনি প্রকৃত গুরু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ।

পণ্ডিতরা মনে করেন যে বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতি থেকেই পরবর্তীকালে মহাভারতে ও পুরাণে ব্রহ্মার এবং উপনিষদের ব্রহ্মের উৎপত্তি হয়েছে।

"ঋগ্বেদ রচনার সময়ে হিন্দুগণ এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন না, প্রকৃতির মধ্যে সুন্দর ও গৌরবান্বিত বস্তু সমূহকে উপাসনা করিতেন। কিন্তু যখন হিন্দুদিগের মধ্যে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন হইল, তাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখিলেন প্রকৃতির সমস্ত বস্তু ও সমস্ত কার্য একই নিয়মশ্রেণী দ্বারা আবদ্ধ ও পরিচালিত, তখন তাহাদিগের হৃদয়ে উদয় হইল যে—সূর্য, আকাশ, বায়ু, অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন দেব নহেন,—ইহাদিগের নিয়ন্তা, ইহাদিগের পরিচালক, ইহাদিগের সৃষ্টিকর্তা একজন মাত্র দেব আছেন। সে দেবকে কি নাম দিবেন? 'আরাধ্য' দেবের নাম নাই, অথবা নাম 'আরাধ্য'। আরাধনা বা প্রার্থনা মূলক যে শব্দটি পাইলেন সেই 'ব্রহ্ম' শব্দ দ্বারা জগতের সৃষ্টিকর্তাকে 'ব্রহ্মা' নামে উপাসনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৈদিক 'ব্রহ্ম' প্রার্থনা শব্দ হইতে পুরাণের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে একজন সৃষ্টিকর্তার কতক কতক অনুভব আছে ··· কিন্তু তাঁহাকে ব্রহ্মা নাম দেওয়া হয় নাই। ঋগ্বেদের ব্রহ্মা একজন পুরোহিত মাত্র।"[৪]

১ Hindu Mythology—W. G. Wilkins, page 28
২ The Religions of India—M. Barth
৩ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ৩৫, ১।১৮।১ ঋকের টীকা।
৪ তদেব

রমেশচন্দ্রের এই মন্তব্য অনেকটা কাল্পনিক। ঋগ্বেদের ধর্মচর্যায় বহুদেবতার উপাসনার মধ্যেও যে একেশ্বরত্বের অনুভব সর্বত্রই বিদ্যমান তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আর ঋগ্বেদের দেব উপাসনা যে জড় প্রকৃতির উপাসনা নয়—সূর্যাগ্নিরূপী চিৎশক্তির উপাসনা, তাও প্রতিপাদিত হয়েছে। তবে ব্রহ্মণ্ বা ব্রহ্মণস্পতির ব্রহ্মাতে রূপান্তর অসঙ্গত হয় না। Macdonell লিখেছেন, **"As the divine Brāhman priest Bṛhaspati seems to have been the prototype of Brahmā, the chief of Hindu triad, while the neuter form of the word 'brahma' developed into absolute of the vedānta philosophy."**[১]

বৃহস্পতি ছিলেন দেবতাদের পুরোহিত, পরে তিনি হলেন দেবতাদের গুরু। কালিকাপুরাণে বৃহস্পতির ধ্যানমূর্তি বর্ণনা করা হয়েছে। এই মূর্তি প্রায় পৌরাণিক ব্রহ্মার সমতুল্য।

স্বর্ণগৌর পীতবাসা স্বর্ণপর্যঙ্কসংস্থিতঃ ॥
মালাং কমণ্ডলুং দণ্ডং বামেন বরদায়কম্।
চতুর্ভুজং সর্বজ্ঞং চিন্তয়েদ্দেবং তীর্থকম্ ॥[২]

—সোনার মত গৌরবর্ণ, পীতবসনধারী, স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট; মালা, কমণ্ডলু, দণ্ড এবং বরদহস্ত চতুর্ভুজ সর্বজ্ঞ' তীর্থকর দেবকে চিন্তা কর।

বৃহস্পতির স্বর্ণবর্ণ ও স্বর্ণসিংহাসন সূর্যাগ্নির দ্যোতক। পুরাণে ব্রহ্মণস্পতি ব্রহ্মার মধ্যে লীন হয়ে পৃথক্ সত্তা হারিয়েছেন। কিন্তু দেবগুরুরূপে বৃহস্পতি স্বীয় আসন রেখেছেন। অবশ্য তাঁর প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃতিতে লীন হয়েছে, তাঁর আসন পরিবর্তিত হয়েছে বৃহত্তম গ্রহে; গ্রহ হিসাবেই তিনি আজও পূজিত।

প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ বেদে বৃহস্পতি বৃহতের পতি—গ্রহ তারকাদির অধিপতি সূর্য। বৃহদ্দেবতাতেও এই অভিমতের সমর্থন পাই।

বৃহন্তৌ পাতি যল্লোকাবেষ দ্বৌ মধ্যমোত্তমৌ।
বৃহতা কর্মণা তেন বৃহস্পতিরিতীড়িতঃ ॥[৩]

—যেহেতু তিনি উত্তম ও মধ্যম দুই বৃহৎ জগৎ (দ্যুলোক ও পৃথিবী) পালন করেন, অতএব বৃহৎ কর্মের জন্য তাঁকে বৃহস্পতি বলা হয়।

পুরাণে বৃহস্পতির পত্নী তারা। বৃহস্পতি সূর্য বৃহৎ তারকাদিরও অধিপতি।

১ Vedic Mythology—page 104 ২ কাঃ পুঃ—৭৯।১২৬।১২৭
৩ বৃহঃ—২।৪০

—হে মাতঃ! তুমি উত্তম পতি পাইয়াছ। তোমার অঙ্গ, উরু ও মস্তক যেমন আবশ্যক তেমনি হইবেক। পতিসংসর্গে আনন্দলাভ করিয়া থাক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।[১]

বৃষাকপির গুণাবলির যে বিবরণ বৃষাকপি সূক্তে আছে তাতে দেখা যায় যে তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে সোমপানে মত্ত হয়েছিলেন (১০।৮৬।১); বৃষাকপি ইন্দ্রের প্রীতির পাত্র, ইন্দ্র তাঁকে রক্ষা করেন (১০।৮৬।৪), বৃষাকপির জন্য হুত দ্রব্যাদি দেবতারা গ্রহণ করেন; বৃষাকপি পরস্বাপহারিকে বধ করেন (১০।৮৬।১৮)।

বৃষাকপির পত্নী বৃষাকপায়ী। বৃষাকপি এবং ইন্দ্র কর্তৃক প্রবোধিত হয়েই সম্ভবতঃ ইন্দ্রাণী বৃষাকপায়ীকে বলেছেন—

বৃষাকপায়ি রেবতি সুপুত্র আদুসুষ্নুষে।
ঘষত্ত ইন্দ্র উক্ষণঃ প্রিয়ং কাচিৎকরং হবির্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥[২]

—হে বৃষাকপিবণিতে! তুমি ধনশালিনী ও উৎকৃষ্ট পুত্রযুক্তা এবং আমার সুন্দরী পুত্রবধূ। তোমার বৃষদিগকে ইন্দ্র ভক্ষণ করুন, তোমার অতি চমৎকার, অতি সুখকর হোমদ্রব্য তিনি ভক্ষণ করুন। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।[৩]

বৃষাকপি সম্পর্কে উল্লিখিত গুণাবলী থেকে বৃষাকপির স্বরূপ নির্ণয় সহজসাধ্য বোধ হয় না। রমেশচন্দ্র দত্ত বৃষাকপিকে এক জাতীয় বানর মনে করে লিখেছেন, "বৃষাকপির প্রকরণ একটি দুরূহ অংশ। যদি এরূপ জ্ঞান করা যায় যে, বৃষাকপি একজাতীয় বানর, একদা ঐ বানর কোন যজমানের যজ্ঞসামগ্রী উচ্ছিষ্ট করিয়া নষ্ট করিয়াছিল। যজমান এইরূপ কল্পনা করিল যে ঐ বানর ইন্দ্রের পুত্র, সেই নিমিত্ত ইন্দ্র উহার ধৃষ্টতা নিবারণ করিলেন না। কবি সেই কল্পনার উপর ইন্দ্রের উক্তি ও ইন্দ্রাণীর কথা ইত্যাদি রচনা করিলেন। এই প্রকার জ্ঞান করিলে বৃষাকপি সূক্তের প্রায় সর্বাংশে ব্যাখ্যাত হয়। এই সূক্তটি বোধ হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক।"[৪]

কপি শব্দে সাধারণতঃ বানরকেই বোঝায়। বৃষ ও কপি শব্দ দু'টি একত্রিত হয়ে বৃষাকপি শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায় বৃষাকপি এক শ্রেণীর বানররূপে ব্যাখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু কোন বানরকে ইন্দ্রের প্রিয় এবং সোমপায়ীরূপে এবং বৃষাকপি পত্নীকে ইন্দ্রের পুত্রবধূরূপে বর্ণনা করা ঋষিকবির পক্ষে সঙ্গত

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—১০।৮৬।১৩ ৩ অনুবাদ—তদেব

৪ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়—পৃঃ ১৫৩২, ১৫৩২, ১০।৮৬।২৩ ঋকের টীকা।

বিবেচিত হতে পারে না। অনেক পণ্ডিত বৃষাকপি সূক্তটিকে বহু প্রাচীনকালের রচনা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ বৃষাকপিকে নক্ষত্ররূপে গণ্য করেছেন। ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতে বৃষাকপির উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান হোত সুদূর অতীতে অন্ততঃ ৩০,০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে। এই সময়ে বৃষাকপি মৃগশিরা নক্ষত্রপুঞ্জের (orion) মধ্য দিয়ে গমন করেছিল। পরে বৃষাকপিকে বিষুবরেখার উপরে দেখা গিয়েছিল খৃঃ পূঃ ২৩,০০০ অব্দে। আবার খৃঃ পূঃ ১০,০০০ অব্দে বৃষাকপিকে দক্ষিণে দেখা গিয়েছিল।[১] তিলকের মতে বৃষাকপি সূক্ত ১৬,০০০ খৃঃ পূর্বাব্দেরও আগেকার। "These scholars hold that the hymn narrated a legend current in old times. In other words, they take it and I think rightly to be a historic hymn]... pischel and Gledner understand the hymn to mean that Vṛsākapi went down to the south and again returned to the house of Indra."[২]

একটি ঋকে বৃষাকপিকে পুনরায় আগমনের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে :

পুনরেহি বৃষাকপে সুবিতা কল্পয়াবহৈ।

য এষ স্বপ্ননংশনোঽস্তমেষি পথা পুনর্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ॥[৩]

—হে বৃষাকপি! পুনর্বার এস। তোমার নিমিত্ত উত্তম উত্তম যজ্ঞভাগ প্রস্তুত করিতেছি। এই যে নিদ্রাবিলাসী সূর্যদেব, ইনি যেমন অস্তধামে গমন করেন, তুমিও তেমনি গৃহমধ্যে আগমন কর। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।[৪]

বৃষাকপির স্বরূপ অনুধাবনে যাস্কের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই যুক্তিযুক্ত। যাস্ক বৃষাকপি শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "অথ যদ্রশ্মিভিরভি প্রকম্পয়ন্নেতি তদ্ বৃষাকপির্ভবতি বৃষা কম্পনঃ।"[৫]—অনন্তর যখন রশ্মিদ্বারা কম্পিত করেন, তখন তিনি হন বৃষাকপি। বৃষা শব্দের অর্থ রশ্মিসমন্বিত অথবা বর্ষণকারী; কপি শব্দের অর্থ কম্পনকারী। কিরণ অথবা বৃষ্টি বর্ষণ করেন কে? না, সূর্য। রশ্মি সমন্বিত অর্থ গ্রহণ করলে অবশ্যই সূর্য হবেন। প্রাণিবর্গের কম্পনসৃষ্টিকারীও সূর্য। অতএব যাস্কের মতে বৃষাকপি সূর্যই। বৃষাকপি সম্পর্কিত নিরুক্ত বাক্যটি

---

১ Ṛgvedic Culture—Dr. A. C. Das, page 57

২ The Hindu Nakṣatras—Journal of the Dept. of Science (C. U.) vol. VI, page 22

৩ ঋগ্বেদ—১০।৮৬।২১ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ নিরুক্ত—১২।২৭।৬

সম্পর্কে ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুরের বিশ্লেষণ : "অস্ত গমনোন্মুখ সূর্যই বৃষাকপি,—বৃষভিঃ রশ্মিভিঃ (উপলক্ষিত) অভিপ্রকম্পয়ন্ এতি অস্তাচলং গচ্ছতি—(উপসংহৃত প্রায় রশ্মিসমূহ সমন্বিত হইয়া প্রাণিবর্গের কম্প উৎপাদনপূর্বক সূর্য অস্তাচলে গমন করেন)—সূর্যাস্ত হইতেছে দেখিয়া দিবাচারী প্রাণিসমূহ ভয়ে প্রকম্পিত হয়। অথবা বৃষা শব্দের অর্থ বর্ষণকারী এবং কপি শব্দের অর্থ কম্পনকারক—অস্তাচলগামী সূর্য অবশ্যায় (ওস্ বা হিমকণা) বর্ষণ করেন এবং রাত্রিভীত প্রাণিবর্গকে বিকম্পিত করেন।[১]

শেষোদ্ধৃত ঋকটির (১০।৮৬।২১) ব্যাখ্যায় নিরুক্তকার লিখেছেন,—

"পুনরেহি বৃষাকপে সুপ্রসূতানি বঃ কর্মাণি কল্পয়াবহৈ।"[২]

—হে বৃষাকপে, তুমি পুনরায় আগমন কর অর্থাৎ উদিত হও। সুবিহিত অথবা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত অথবা যথাবিধি যাগকর্ম আমরা দু'জনে (তুমি ও আমি) সম্পন্ন করি। (তুমি করিবে উদয়ের দ্বারা, আমি করিব অনুষ্ঠানের দ্বারা)।"[৩]

"য এষ স্বপ্ননংশনঃ স্বপ্নন্নায়ত্যাদিত্য উদয়েন সোঽস্তমেষি পথা পুনঃ।"[৪]—যে-তুমি স্বপ্ন বা নিদ্রা বিনষ্ট কর উদয়ের দ্বারা, সেই তুমি আবার অস্তগমন করছো।

সর্বস্মাদ্ ইন্দ্র উত্তর স্তমেতদ্ ক্রম আদিত্যম্ ॥[৫]

—যে ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ, সেই আদিত্য (ইন্দ্রকে) লক্ষ্য করেই বল্‌ছি।

অতএব যাস্কের মতানুসারে বৃষাকপি অস্তগামী সূর্য। বৃষাকপির বিবরণ যাস্কের অভিমতকেই সমর্থন করে। ইন্দ্রও সূর্যস্বরূপতা হেতু বৃষাকপির প্রিয়। ইন্দ্রাণী অবশ্যই ইন্দ্রের শক্তি অর্থাৎ সূর্যের তাপশক্তি। সূর্যের অস্তগমনে সূর্যশক্তির অপ্রকটতা হেতু ইন্দ্রাণীর সঙ্গে বৃষাকপির বিদ্বিষ্ট সম্পর্কে। এইজন্যই ইন্দ্রাণীর ক্ষোভ—বৃষাকপি তাঁকে অবীরা অর্থাৎ পতিপুত্রহীনা নারীর মত জ্ঞান করেছেন। কিন্তু উদিত সূর্য বা ইন্দ্রের নিকট সূর্যশক্তি ইন্দ্রাণী সনাথা এবং শোভনাবয়বা। এইজন্যই ঋষি বৃষাকপির পুনরাবির্ভাব প্রার্থনা করেছেন। এইজন্যই ইন্দ্রের সঙ্গে বৃষাকপির ঘনিষ্ঠতা। সায়ংকালে সূর্যের অস্তগমনে বিশ্বভুবন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়ে কম্পিত হয়। বৃষ শব্দের অর্থ বর্ষণকারী। ঋগ্বেদে সূর্যকে বহুবার বৃষ বা বৃষভ নামে অভিহিত করা হয়েছে। সূর্যাগ্নির একত্বহেতু বৃষাকপি দেবতাদের হবির্ভোজনের মাধ্যম। বামনপুরাণে বৃষা কপি শিবের এক নাম।[৬]

---

১ নিরুক্ত (ক.বি.)—পৃঃ ১৩১৬ ২ নিরুক্ত—১২।২৮।২ ৩ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর
৪ নিরুক্ত—১২।২৮।৩ ৫ ঐ —১২।২৮।৪ ৬ বাঃ পুঃ—৬।৭৯

বৃহদ্দেবতাতে বৃষাকপিকে স্পষ্টভাবে সূর্যরূপেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

বৃষাকপিরসৌ তেন বিশ্বমাদিন্দ্র উত্তরঃ।
রশ্মিভিঃ কম্পয়ন্নেতি বৃষা বর্ষিষ্ঠ এব সঃ॥
সায়াহ্নকালে ভূতানি স্বাপয়ন্নস্তমেতি যৎ।
বৃষাকপিরিতো বা স্যাদিতি মন্ত্রেষু দৃশ্যতে॥[১]

—তিনি বৃষাকপি সেইজন্য ইন্দ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ। রশ্মিসমূহের দ্বারা কম্পিত করে বর্ষণের দ্বারা তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ষণকারী হন। সন্ধ্যাকালে জীবগণকে নিদ্রিত করে অস্তগমন করেন, সেইজন্য মন্ত্রে তাঁকে বৃষাকপি বলা হয়।

১ বৃহদ্দেবতা—২।৬৯ ৭০

কশ্যপ

ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি। তপঃপরায়ণ মরীচির মানসপুত্র কশ্যপ। বহুগুণ সম্পন্ন কশ্যপকে প্রজাপতি দক্ষ তেরোটি কন্যা দান করেছিলেন।

পুরা কৃতযুগে রাজন্ মানসো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো মরীচির্নাম নামতঃ॥
তস্যাপি তপসো রাশেঃ কালেন মহতানঘ।
পুত্রোঽথ মানসো জাতঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মেব চাপরঃ॥
ক্ষমা দমো দয়া দানং সত্যং শৌচমথার্জবম্।
মারীচেশ্চ গুণাহ্যেতে সন্তি তস্য চ ভারত॥
এবং গুণগণাকীর্ণং কশ্যপং দ্বিজসত্তমম্।
জ্ঞাত্বা প্রজাপতির্দক্ষো ভার্য্যার্থে স্বসুতাং দদৌ॥
অদিতির্দিতির্দনুশ্চৈব তথাপ্যেবং দশাপরাঃ।
যাসাং পুত্রাশ্চ সঞ্জাতাঃ পৌত্রাশ্চ ভরতর্ষভ॥
অদিতির্জনয়ামাস পুত্রানিন্দ্র পুরোগমান্
জাতাস্তস্য মহাবাহো কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ॥[1]

—হে রাজন্ পুরাকালে সত্যযুগে বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ মরীচি নামে ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন। তপোরাশি সেই মরীচির সাক্ষাৎ ব্রহ্মের মত মানসপুত্র জন্মেছিলেন। হে ভারত, মরীচিনন্দন—ক্ষমা, সংযম, দয়া, দান, সত্য, পবিত্রতা, ঋজুতা প্রভৃতি মহৎ গুণে ভূষিত ছিলেন। কশ্যপকে এইরূপ গুণান্বিত দেখে প্রজাপতি দক্ষ ভার্যারূপে তাঁর কন্যা দান করেছিলেন। অদিতি, দনু, দিতি ও আরও দশজন দক্ষকন্যা তাঁর পত্নী ছিলেন। তাঁদের পুত্র ও পৌত্রগণ জন্মেছিলেন। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে অদিতি জন্মদান করেছিলেন।

কশ্যপপত্নী দিতির পুত্র দৈত্য, দনুর সন্তান দানব এবং অদিতির সন্তান আদিত্য বা দেব নামে প্রসিদ্ধ। দ্বাদশ আদিত্যের জনক হিসাবে কশ্যপ প্রসিদ্ধ।

তস্য পুত্রা বভূবুর্হি আদিত্যা দ্বাদশ প্রভো।[2]

বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে কশ্যপ অথবা কশ্যপপত্নী অদিতির প্রার্থনায় বিষ্ণু

১ স্কন্দপুরাণ, রেবাখণ্ড—৪০ অঃ   ২ বরাহপুঃ—১১।৪

তাঁদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বামনপুরাণে কশ্যপ বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন :

বাসবস্যানুজো ভ্রাতা জ্ঞাতীনাং নন্দিবর্ধনঃ।
আদিত্যা অপি চ শ্রীমান্ ভগবানস্তু মে সুতঃ॥[১]

—ইন্দ্রের অনুজ ভ্রাতারূপে জ্ঞাতিদের আনন্দবর্ধনকারী আদিত্যগণ এবং শ্রীমান্ ভগবান্ আমার পুত্র হোন।

দেবদানব ও অন্যান্য প্রাণিবর্গের জনক কশ্যপের স্বরূপ কি? ঋগ্বেদের ১০।১০৬ সূক্তের দ্রষ্টা কাশ্যপ ভূতাংশ ঋষি। কশ্যপকে কখনও কখনও ঋষিরূপে দেখা যায় বটে, কিন্তু এতে কশ্যপের স্বরূপ ব্যাখ্যা হয় না। কশ্যপ প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র হলেও প্রজাপতি নামে খ্যাত। দক্ষকন্যাগণকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন। এই জীবস্রষ্টা কশ্যপ অবশ্যই সূর্য। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টিমানসে কচ্ছপাকার গ্রহণ করেছিলেন। "স যৎ কূর্মো নাম। এতদ্বৈ রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। যদসৃজত অকরোত্তৎ। যদকরোত্তস্মাৎ কূর্মঃ। কশ্যপো বৈ কূর্মঃ। তস্মাদাহুঃ সর্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপাঃ ইতি।"[২] —কূর্ম নামের কথা বলা যাইতেছে। প্রজাপতি এই রূপ ধারণ করিয়া প্রজা সৃজন করিলেন। যাহা সৃজন করিলেন, তাহা তিনি করিলেন বলিয়া তিনি কূর্ম। কশ্যপও (অর্থাৎ কচ্ছপ) কূর্ম। এইজন্য লোকে বলে সকল জীব কশ্যপের বংশ।[৩]

কশ্যপ ও কচ্ছপ একই শব্দ। কচ্ছপ শব্দের অর্থপ্রসংগে নিরুক্তকার বলেছেন, "কচ্ছপোঽপ্যকূপার উচ্যতে।"[৪] —কচ্ছপকেও অকূপার বলা হয়।

অকূপার শব্দের অর্থ কি? নিরুক্তকার বলেছেন, "আদিত্যোঽপ্যকূপার উচ্যতে।"[৫] —আদিত্যকেও অকূপার বলা হয়। অকূপার অর্থে দীর্ঘপথ অতিক্রমকারী। অকূপার বা কচ্ছপ অর্থে নিরুক্তকারের মতে আদিত্য। কচ্ছপ ও কশ্যপ একই শব্দ হওয়ায় কশ্যপ অর্থেও আদিত্য বোঝায়। নিরুক্তকার বলেন যে, কচ্ছ শব্দ খচ্ছ শব্দ থেকেও আসতে পারে। খচ্ছ শব্দ বলতে বোঝায়—যার শরীর আকাশকে আবৃত করে। সূর্যের কিরণ আকাশকে আবৃত করে, এই হিসাবে সূর্য হচ্ছে খচ্ছ বা কচ্ছ বা কচ্ছপ কিংবা কশ্যপ।

---

১ বামনপুঃ—২৭।৪ ২ শতপথ ব্রাঃ—৭।৪।১।১৫

৩ অনুবাদ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রচার ১২৩১, পৃঃ ১৪৯ ৪ নিরুক্ত—৪।১৮।৬

৫ নিরুক্ত—৪।১৮।২

অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে কশ্যপ সূর্যরূপে বর্ণিত হয়েছেন, "প্রজাপতেরাবৃতো ব্রহ্মণো বর্মণাহং কশ্যপস্য জ্যোতিষা বর্চসা চ।"[১] —প্রজাপতির ব্রহ্মরূপী বর্মের দ্বারা এবং কশ্যপের জ্যোতি ও কিরণের দ্বারা আমি যেন আবৃত হই।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও কশ্যপ সূর্যরূপে বর্ণিত :

"কশ্যপঃ পশ্যকো ভবতি, যৎ সর্বং পরিপশ্যতি।"[২]

—কশ্যপ পশ্যক হন,—তিনি সব কিছু দেখে থাকেন। সমস্ত জগতের চক্ষু-স্বরূপ সকল কিছুর দ্রষ্টা সূর্য ছাড়া আর কে?

"তে সর্বে কশ্যপাজ্জ্যোতির্লভন্তে।"[৩] —তারা সকলেই কশ্যপের কাছ থেকে জ্যোতি বা তেজ লাভ করে থাকে।

এখানে কশ্যপ সূর্য ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আচার্য মহীধর উপরি-উদ্ধৃত অথর্ববেদীয় মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় ঐতরেয় আরণ্যকের মন্ত্রদু'টি উদ্ধার করে প্রজাপতি এবং কশ্যপ যে সূর্য সেই তত্ত্বই প্রতিপাদন করেছেন। তাঁর মতে "প্রকাশ বৃষ্ট্যাদিনা প্রজানাং পালনাৎ প্রজাপতিঃ আদিত্যঃ। অথবা সম্বৎসরকালনির্বাহকত্বাৎ তস্য চ প্রজাপতিরূপত্বাৎ সূর্য প্রজাপতিঃ।" —(অস্যার্থ) প্রকাশ বৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা প্রজা পালনের জন্যই প্রজাপতি আদিত্য। অথবা সংবৎসররূপ কাল পরিচালনার দ্বারা প্রজাপতিরূপ গ্রহণ করায় সূর্য প্রজাপতি।

প্রজাপতি বর্ম কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যায় মহীধর বলেন, "বর্ম তনুত্রং তদ্রূপেণ সূর্যস্য তেজোময়েন স্বরূপেণ আবৃতঃ বেষ্টিতঃ।" —দেহরক্ষাকারীরূপে সূর্যের তেজোময় আকৃতির দ্বারা আবৃত বা বেষ্টিত।

সুতরাং মহীধরের মতে সূর্যের তেজোময় আবরণই সূর্যের বর্ম। কশ্যপ সম্বন্ধে মহীধর লিখেছেন, "কশ্যপঃ পশ্যকো ভবতি যৎ সর্বং পরিপশ্যতি ইতি শ্রুতেঃ কশ্যপঃ সূর্যস্য মূর্ত্যন্তরভূতঃ।" —কশ্যপ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অনুসারে কশ্যপ সূর্যের অন্যমূর্তি।

কশ্যপ সম্পর্কে John Dowson লিখেছেন,—"Having assumed the form of tortoise, Prajāpati created off-spring. That which he created he made; hence the word Kurma (S.B.). Kasyapa means

---

১ অথর্ব—১৭।১।২৭ ২ তৈঃ আঃ—১।৮ ৩ তদেব—১।৭।২

tortoise, hence men say, 'All creatures are descendant of Kasyapa.' This tortoise is the same as Āditya."[১]

বঙ্কিমচন্দ্র কশ্যপকে প্রজাপতি বিশ্বস্রষ্টা বলে ব্যাখ্যা করেছেন: "অতএব প্রজাপতি বা স্রষ্টাই কশ্যপ। গোড়ায় তাই। তাহার উপর উপন্যাসকারেরা উপন্যাস বাড়াইয়াছে।"[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তবে বিশ্বস্রষ্টা আর কশ্যপ বা কূর্ম সূর্যাগ্নি ছাড়া আর কেউ নন। সুতরাং দক্ষপত্নী অদিতির পিতা কশ্যপ আর দক্ষ একই। এক সূর্য বা সূর্যাগ্নিই কখনও কশ্যপ, কখনও দক্ষ। সুতরাং দক্ষ থেকে অদিতির জন্ম আর অদিতি থেকে দক্ষের জন্ম, ঋগ্বেদের এই বক্তব্য ভ্রান্তি-মূলক বলা চলে না। যজুর্বেদে (তৈঃ সং ৭।৫।১৩।৪ ; বা সঃ সং ২৯।৬০) অদিতি বিষ্ণুর পত্নী। বিষ্ণুও মূলতঃ সূর্য হওয়ায় অদিতিকে একই সঙ্গে দক্ষপত্নী এবং বিষ্ণুপত্নী বলায় বিরোধ হয় না। স্মরণ রাখা দরকার যে বিষ্ণুর এক মূর্তি বা অবতার কূর্ম। কূর্ম-কশ্যপ ও কূর্ম-বিষ্ণু একই দেবসত্তা ভিন্নরূপে প্রকাশিত।

---

১ Classical Dictionary of Hindu Mythology.

২ প্রচার, ১২৯১—পৃঃ ১৯৯

দ্যৌস্‌ ও পৃথিবী

ঋগ্বেদের প্রধান দেবতাদের অন্যতম না হলেও দ্যৌস্‌ একজন উল্লেখযোগ্য দেবতা। দ্যৌস্‌ কখনও একাকী, কখনও বা পৃথিবীর সঙ্গে একত্রে স্তুত হয়েছেন। দ্যৌস্‌ ও পৃথিবী একত্রে দ্যাবাপৃথিবী নামে অভিপূজিত হয়েছেন। দ্যাবাপৃথিবী জগৎ ধারণ করেন, চক্রবৎ পরিবর্তিত হন। তাঁদের স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়।

কতরা পূর্বা কতরাপরায়োঃ কথা জাতে কবয়ঃ কো বিবেদ।

বিশ্বং ত্মনা বিভৃতো যদ্ধ নাম বিবর্ততে অহনী চক্রিয়েব ॥[1]

—দ্যু ও পৃথিবী ইহাদিগের মধ্যে কে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছেন, কে পরে উৎপন্ন হইয়াছেন, কি নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, হে কবিগণ! একথা কে জানে। উহারা অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া সমস্ত জগৎ ধারণ করেন এবং দিবা ও রাত্রির ন্যায় চক্রবৎ পরিবর্তিত হইতেছেন।[2]

দ্যাবাপৃথিবী সমানগুণসম্পন্ন ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট :

সংগচ্ছমানে যুবতী সমংতে স্বসারাজামী পিত্রোরুপস্থে

অভিজিঘ্রংতী ভুবনস্য নাভিং দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥[3]

—পরস্পর সংসক্ত সদা তরুণ সমান সীমা বিশিষ্ট, ভগিনীভূত বন্ধুসদৃশ দ্যাবা-পৃথিবী পিতা-মাতার ক্রোড়স্থিত এবং ভূতসমূহের নাভিস্বরূপ (জল) ঘ্রাণ করতঃ আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা করুন।[4]

দ্যাবাপৃথিবীই মনুষ্যের পিতামাতা,—এমন কি তাঁরা যজ্ঞস্থলে বৃষ্টিও প্রদান করেন।

মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাং

পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ ॥[5]

—অশেষ প্রভাব বিশিষ্টা দ্যুলোকদেবতা এবং ভূমিদেবতা আমাদিগের এই অনুষ্ঠিত যজ্ঞকে স্নেহরসে আর্দ্র করুন এবং পোষণ প্রভাবে আমাদের অভীষ্ট পরিপূর্ণ করুন।[6]

দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ম্‌।

উত্তানয়োশ্চম্বোর্যোনিরন্তরত্রা পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ ॥[7]

---

১ ঋগ্বেদ—১।১৮৫।১
২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৩ ঋগ্বেদ—১।১৮৫।৫
৪ অনুবাদ—তদেব
৫ ঋগ্বেদ—১।২২।৪৩
৬ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী
৭ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৩৩

—দ্যুলোক আমার পালক এবং উৎপাদক ; এই দ্যুলোকে নাভিভূত ভৌতরস আছে ; এই মহতী পৃথিবী আমার বন্ধু অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্টা এবং মাতা উত্তান বা ঊর্ধ্বশায়িত অর্থাৎ চিৎভাবে অবস্থিত চমূর অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে অন্তরীক্ষ নামক স্থান আছে ; অত্রস্থিত দ্যুলোক বা পালক পর্জন্য দুহিতৃভূত পৃথিবীর উপরে সর্বভূতের উৎপত্তিকারক উদক বর্ষণ করেন।[১]

'পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ',—পিতা দুহিতার গর্ভ উৎপাদন করেন,—এ কথার তাৎপর্য কি? রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে অন্তরীক্ষ আছে, তথায় পিতা অর্থাৎ দ্যু বা ইন্দ্র দুহিতা অর্থাৎ বৃষ্টিজল প্রদান করেন।[২]

যাস্ক লিখেছেন, তত্র পিতা দুহিতুর্গর্ভং দধাতি, পর্জন্যঃ পৃথিব্যাঃ।[৩]—পর্জন্য (দ্যুলোক) পৃথিবীর উপর গর্ভ অর্থাৎ সর্বভূতের উৎপত্তিহেতু উদক বর্ষণ করেন।[৪]

ইদং দ্যাবাপৃথিবী সত্যমস্তুপিতর্মাতর্যদিহোপব্রুবেবাম্।[৫]

—হে পিতঃ! হে মাতঃ! এই যজ্ঞে তোমাদিগের উদ্দেশ্যে যে স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছি, হে দ্যাবাপৃথিবী! তাহা সার্থক হউক।[৬]

উপহূতা পৃথিবী মাতোপ মাং পৃথিবী মাতা হ্বয়তাম্।[৭]

—উপহূতা পৃথিবী মাতৃরূপা, আমাকে অনুজ্ঞা করুন।

দ্যৌর্নঃ পিতা পিত্র্যাচ্ছং ভবতি।[৮]

—দৌ আমাদের পিতা, পিতা দ্বারা সুখলাভ হয়।

দেখা যাচ্ছে, পিতৃস্বরূপ দ্যু ইন্দ্ররূপে বৃষ্টি প্রদান করেন। সুতরাং তিনি পর্জন্যরূপী।

অক্রন্দদগ্নিঃ স্তনয়ন্নিব দৌঃ।[৯]

—অগ্নি দ্যু'র গর্জনের মত ক্রন্দন করেছিলেন। মহীধর এখানে দ্যুঃ-এর অর্থ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "দ্যৌশব্দেনাত্র পর্জন্য উক্তঃ। দ্যৌর্মেঘ ইব স্তনয়ন্...।"

দ্যাবাপৃথিবী ভেষজ বা ঔষধ প্রদান করেন।

তন্নো বাতো ময়োভু বাতু ভেষজং তন্মাতা।
পৃথিবী তৎ পিতা দ্যৌঃ॥[১০]

১ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ২ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ৭৩
৩ নিরুক্ত—৪।২১।৬ ৪ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৫ ঋগ্বেদ—১।১৮৫।১১
৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৭ শুক্ল যজুঃ—২।১০ ৮ অথর্ব—৬।১২০।১২১।২
৯ শুক্ল যজুঃ—১২।৬ ১০ ঋগ্বেদ—১।৮৯।৪

—বায়ু আমাদিগকে আকাঙ্ক্ষণীয় সুখসাধক সেই ভেষজকে প্রাপ্ত করুন, মাতা পৃথিবী সেই ভেষজ আমাদিগকে প্রাপ্ত করুন। পিতা দ্যুলোক আমাদিগকে সেই ভেষজ প্রাপ্ত করুন।[১]

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে অদিতিকে দ্যৌঃ বলা হয়েছে। এই মন্ত্রেই অদিতি মাতা এবং পিতা।[২] আর একটি ঋকে পূষণ দ্যৌঃ, পূষণ দ্যৌঃ-এর মত সর্বব্যাপক। অশ্বিদ্বয় দ্যুস্থান দেবতা,—কোন কোন নিরুক্তকারের মতে অশ্বিদ্বয় দ্যাবাপৃথিবী।[৩] দ্যাবা-পৃথিবীঅগ্নির মত যজ্ঞের হবি স্বর্গে দেবতাদের নিকট বহন করেন।[৪]

দ্যাবা নঃ পৃথিবী ইমংসিধ্রমদ্য দিবিস্পৃশম্।
যজ্ঞং দেবেষু যচ্ছতাম্।[৫]

—দ্যাবাপৃথিবী দেবতাদ্বয় আজ আমাদের ফলনিষ্পাদক স্বর্গাভিমুখে গমনশীল যজ্ঞকে দেবগণের নিকট বহন করুন।[৬]

এই দেবতাদ্বয় দেবগণকে সোমপানের জন্য যজ্ঞস্থলে আনয়ন করেন।

আ বামুপস্থমদ্রুহা দেবাঃ সীদন্তু যজ্ঞিয়াঃ।
ইহাদ্য সোমপীতয়ে ॥[৭]

—হে শত্রুতাশূন্য দ্যাবাপৃথিবী, যজ্ঞার্হ দেবগণ সোমপানের জন্য অদ্য তোমাদের সমীপে উপবেশন করুন।[৮]

সাধারণতঃ সকল পণ্ডিতই দ্যৌস্ শব্দের অর্থ করেছেন, আকাশ। কিন্তু যাস্কের মতে দ্যৌস্ শব্দের অর্থ দ্যোতমান্ বা প্রকাশমান্। "দ্যাবা বর্ণং চরতস্ত এব দ্যাবৌ দ্যোতনাৎ।"[৯] —দ্যোতমান হইয়া স্ব স্ব বর্ণ অর্থাৎ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, রাত্রি এবং উষাই দ্যোতন অর্থাৎ প্রকাশক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ বশতঃ।[১০]

"রাত্রি এবং উষা উভয়েই দ্যো, দ্যোতন বা প্রকাশক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন, রাত্রি দ্যোতমানা (প্রকাশময়ী) হয় নক্ষত্রের জ্যোতিতে, উষা দ্যোতমানা হয় স্বীয় জ্যোতিতে।"[১১]

বিপুল বিস্তারহেতু পৃথিবীর নাম—"প্রথনাৎ পৃথিবীত্যাহুঃ।"[১২] যাস্ক বলেছেন, গো শব্দে দ্যুলোককেও বোঝায়—"অথ দ্যৌর্যৎ পৃথিব্যা অধিদূরং গতা ভবতি।

---

১ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী ২ ঋগ্বেদ—১।৮৯।১০ ৩ ঋগ্বেদ—৬।৫৮।১
৪ নিরুক্ত—১২।১।৪ ৫ ঋগ্বেদ—২।৪১।২০ ৬ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর
৭ ঋগ্বেদ—২।৪১।২১ ৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৯ নিরুক্ত—২।২০।১২
১০ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ১১ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরুক্ত (ক. বি.)—পৃঃ ২৯৩
১২ নিরুক্ত—১।৫।৭

যস্মাত্তাংজ্যোতীংষি গচ্ছন্তি।"[১] —আর গো শব্দ দ্যুলোকবোধক, দ্যুলোক পৃথিবীর উপরে বহুদূরে গিয়াছে, দ্যুলোকে জ্যোতিশ্চক্র সঞ্চরণ করে।[২]

অ দ্যৌঃ সংস্পৃষ্টা জ্যোতির্ভিঃ পুণ্যকৃদ্ভিশ্চ।[৩]

—দ্যুলোক জ্যোতিষ্মান্ পদার্থসমূহের দ্বারা এবং পুণ্যকারক লোকসমূহের দ্বারা সংস্পৃষ্ট (পরিব্যাপ্ত)।[৪]

দ্যৌস্ অর্থাৎ দ্যোতমান্ স্বয়ং প্রকাশ দেব, -যিনি সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতির সমানধর্মা, সমস্ত দেবতার জনক। এই দেবতাকে আকাশ বলে পণ্ডিতরা গ্রহণ করেছেন।

"By far the most frequent use of the word Dyaus is as designation of the concrete 'sky' in which sense it occurs at least 500 times in the R. V. It also means 'day' about 50 times."[৫]

আকাশ বা দিবা দ্যৌস্ নামে অভিহিত এবং যজ্ঞে পূজিত হয়েছে, এ অর্থ গ্রহণ করা চলে না। মহাশূন্যে বা মহাকাশে পরিব্যাপ্ত যে সূর্যকর তাই দ্যৌস্— সর্বদেবের জনক। যে দ্যৌস্ গো বা আদিত্যরূপী মধ্যস্থান দেবতা, তিনি প্রকৃতপক্ষে সূর্যাগ্নিরূপী,—সূর্যাগ্নিরই সীমাহীন জ্যোতির প্রকাশ। এই হিসাবে সূর্যকরোদ্ভাসিত মহাকাশও দ্যৌস্ হতে পারে। আর পৃথিবী সর্বদেব ও প্রাণীর মাতারূপে যজ্ঞাগ্নির আধাররূপে সূর্যকরের বিচরণক্ষেত্ররূপে পিতৃস্থানীয় দ্যৌস্-এর সঙ্গে স্তুত হয়েছেন। আকাশ ঊর্ধ্বস্থিত অগ্নির আধার এবং পৃথিবী পার্থিবাগ্নির আধার।

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে দ্যু এবং ইন্দ্র মূলতঃ একই দেবতা। তবে প্রাচীনতর কালে দ্যুর প্রাধান্য ছিল, ক্রমে ইন্দ্র দ্যুকে হঠিয়ে দিয়ে তাঁর স্থান দখল করে নিলেন। "There seems to be considerable ground for the opinion that Indra gradually superseded Dyaus in the worship of the Hindus soon after their settlement in India. As the praises of the newer god were Sung, the other one was forgotten and in, the present day, whilest Dyaus is almost unknown, Indra is still worshipped, though in the vedas both are called the god of heaven."[৬]

১ নিরুক্ত—২।১৪।৮ ২ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৩ নিরুক্ত—
৪ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৫ Vedic Mythology—page 21
৬ Hindu Mythology—W. J. Wilkins, page 13-14

ঊষা

বেদে নারী দেবতার সংখ্যা পুরুষ দেবতা অপেক্ষা অনেক কম। নারী দেবতার মধ্যে ঊষা প্রধান দেবতা। কাব্য হিসাবে ঊষাসূক্তগুলি রসিক পাঠক-মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত ঊষা সূক্তগুলিকে উৎকৃষ্ট লিরিক কবিতারূপে গণ্য করে থাকেন। ঊষাস্তবে ঋষি বলেছেন,—

সহ বামেন ন উষো ব্যুচ্ছা দুহিতর্দিবঃ।
সহ দ্যুম্নেন বৃহতা বিভাবরি রায়া দেবী দাস্বতী॥
অশ্বাবতী র্গোমতীর্বিশ্বসুবিদো ভূরি চ্যবংতবস্তবে।
উদীরয় প্রতি মা সূনৃতা উষশ্চোদ রাধো মঘোনাং॥
উবাসোষা উচ্ছাচ্চ নু দেবী জীরা রথানাং।
যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিরে সমুদ্রে ন শ্রবস্যবঃ॥

*　　*　　*

বিশ্বমস্যা নানাম চক্ষসে জগজ্জ্যোতিষ্কৃণোতি সূনরী।
অপ দ্বেষো মঘোনী দুহিতা দিব উষা উচ্ছদপ স্রিধঃ॥
উষ আ ভাহি ভানুনা চন্দ্রেণ দুহিতর্দিবঃ।
আবহন্তী ভূর্যস্মভ্যং সৌভগং ব্যুচ্ছন্তী দিবিষ্টিষু॥
বিশ্বস্য হি প্রাণনং জীবনং ত্বে বি যদুচ্ছসি সূনরি।
সা নো রথেন বৃহতা বিভাবরি শ্রুধি চিত্রামঘে হবম্॥[১]

—হে দেবদুহিতা ঊষা! আমাদিগকে ধন দান করিয়া প্রভাত কর; হে বিভাবরি! প্রভূত অন্নদান করিয়া প্রভাত কর; হে দেবি! দানশীল হইয়া (পশুরূপ) ধনদান করিয়া প্রভাত কর।

(ঊষা) অশ্বযুক্তা গো সম্পন্না এবং সকল ধনপ্রদাত্রী; (প্রজাদিগের) নিবাসের জন্য তাঁহার অনেক (সম্পত্তি) আছে; হে ঊষা! আমাকে সুনৃত বাক্য, বল এবং ধনবানদিগের ধন দাও।

ঊষা (পুরাকালে) বাস করিতেন (অর্থাৎ প্রভাত করিতেন), অদ্যও প্রভাত করিতেছেন; ধনলুব্ধ লোক যেরূপ সমুদ্রে (নৌকা) প্রেরণ করে, ঊষার আগমনে যে রথসমূহ সজ্জীকৃত হয়, ঊষা তাহা সেইরূপে প্রেরণ করেন।

১ ঋগ্বেদ—১।৪৮।১-৩, ৮।১০

তাঁহার প্রকাশ হইবার জন্য সকল প্রাণী নমস্কার করিতেছে; কেননা, সেই নেত্রী জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন এবং সেই ধনবতী স্বর্গদুহিতা বিদ্বেষীদিগকে এবং শোষণকারীদিগকে দূর করেন।

হে স্বর্গদুহিতে! আহ্লাদকর জ্যোতির সহিত প্রকাশিত হও, দিবসে দিবসে আমাদিগকে প্রভূত সৌভাগ্য আনিয়া দাও এবং অন্ধকার দূর কর।

হে নেত্রী ঊষা! সমস্ত প্রাণীর চেষ্টিত ও জীবন তোমাতেই আছে, কেননা তুমি অন্ধকার দূর কর। হে বিভাবরি! তুমি বৃহৎ রথে আইস; হে বিচিত্র ধনযুক্তে! আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর।[১]

ঊষো ভদ্রেভিরাগহি দিবশ্চিদ্রোচনাদধি।
বহংত্বরুণপ্সব উপ ত্বা সোমিনো গৃহং।
সুপেশসং সুখং রথং যমধ্যাস্থা ঊষস্তং।
তেনা সুশ্রবসং জনং প্রাবাদ্য দুহিতর্দিবঃ॥[২]

—হে ঊষা! দীপ্যমান আকাশের উপরি হইতে শোভনীয় (মার্গ) দ্বারা আগমন কর; অরুণবর্ণ গাভীসমূহ তোমাকে সোমযুক্ত যজমানের গৃহে লইয়া আসুক।

হে ঊষা! তুমি সুরূপ সুখকর রথে অধিষ্ঠান কর; হে স্বর্গদুহিতে! তদ্দ্বারা হব্যদাতা যজমানের নিকট আইস।[৩]

এতা উত্যা উষসঃ কেতুমক্রত পূর্বে অর্ধে রজসো ভানুমংজতে।
নিষ্কৃণ্বানা আয়ুধানীব ধৃষ্ণবঃ প্রতি গাবোঽরুষীর্যন্তি মাতরঃ॥
অধি পেশাংসি বপতে নৃতুরিবাপোর্ণুতে বক্ষ উস্রেব বর্জহম্।
জ্যোতির্বিশ্বস্মৈ ভুবনায় কৃণ্বতী গাবো ন ব্রজং ব্যুষা আবর্তমঃ॥
প্রত্যর্চী রুশদস্যা অদর্শি বি তিষ্ঠতে বাধতে কৃষ্ণমভ্বং।
স্বরুং ন পেশো বিদথেষ্বংজঞ্চিত্রং দিবো দুহিতা ভানুমশ্রেৎ॥
ব্যূর্ণ্বতী দিবো অংতাঁ অবোধ্যপ স্বসারং সনুতর্যুযোতি।
প্রমিনতী মনুষ্যা যুগানি যোষা জারস্য চক্ষসা বিভাতি॥[৪]

—ঊষা দেবতাগণ আলোক প্রকাশ করিয়াছেন; এবং অন্তরীক্ষের পূর্বদিকে জ্যোতি প্রকাশিত করেন; যোদ্ধাগণ যেরূপ আয়ুধ সকলের সংস্কার করে, সেইরূপ

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—১।৪৯।১ ২ ৩ অনুবাদ—তদেব

৪ ঋগ্বেদ—১।৯২।১, ৪, ৫, ১১

(স্বীয় দীপ্তি দ্বারা) জগতের সংস্কার করিয়া গমনশীল, দীপ্তিমান এবং মাতৃগণ প্রতিদিবস গমন করেন।

ঊষা নর্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করিতেছেন এবং গাভী যেরূপ (দোহনকালে) স্বীয় উধঃ প্রকাশিত করে, সেইরূপ ঊষাও বক্ষ প্রকাশিত করিতেছেন। গাভী যেরূপ গোষ্ঠে শীঘ্র গমন করে, সেইরূপ ঊষাও পূর্বদিকে গমন করিয়া বিশ্বভুবন প্রকাশ করতঃ অন্ধকার বিশ্লিষ্ট করিতেছেন।

ঊষার উজ্জ্বল তেজ (প্রথমে) পূর্বদিকে দৃষ্ট হয়, পরে সকল দিকে ব্যাপ্ত হয় এবং বিপুল অন্ধকার অপসারিত করে। (পুরোহিত) যেরূপ যজ্ঞে আজ্যদ্বারা যূপকাষ্ঠ অক্তিত করে, সেইরূপ ঊষা স্বীয় রূপ প্রকাশ করিতেছেন ; স্বর্গদুহিতা ঊষা দীপ্তিমান সূর্যের সেবা করিতেছেন।

ঊষা আকাশ প্রান্তকে (অন্ধকার হইতে) বিযুক্ত করিয়া সকলের নিকট বিদিত হয়েন এবং ভগিনী নিশাকে অন্তর্হিত করেন। প্রণয়ী (সূর্যের) স্ত্রী ঊষা মনুষ্যগণের আয়ু (দিনে দিনে) হ্রাস করিয়া বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়েন।[১]

এইরূপ সুন্দর সুন্দর বর্ণনায় ঊষাসূক্তগুলি পরিপূর্ণ। এই বিবরণে ঊষা সূর্যের পত্নী বা প্রণয়িণীরূপে প্রকাশিত—"সূর্যস্য যোষা"।[২] সূর্যের সঙ্গে ঊষার প্রণয় সম্পর্কে ঋগ্বেদে অন্যত্রও পাওয়া যায়।

সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্যো ন
যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ ॥[৩]

—কোন যুবা পুরুষ সুন্দরী রমণীকে যেভাবে অনুসরণ করে, সূর্য সেইভাবে দীপ্তিমতী ঊষার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন।

উপো রুরুচে যুবতির্ন যোষা বিশ্বং জীবং প্রসুবন্তী চরায়ৈ।[৪]

—যুবতী যোষার ন্যায় ঊষা সমস্ত জীবগণকে সঞ্চারার্থ প্রেরণ করতঃ সূর্যের সমীপেই দীপ্তি পাইতেছেন।[৫]

সুসংদৃগ্‌ ভিরুক্ষভির্ভানুমশ্রেৎ।[৬] —(ঊষা) উত্তম তেজোবিশিষ্ট কিরণসমূহদ্বারা সূর্যকে আশ্রয় করিতেছেন।[৭]

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—৭।৭৫।৫ ৩ ঋগ্বেদ—১।১১৫।২
৪ ঋগ্বেদ—৭।৭৭।১ ৫ অনুবাদ—তদেব ৬ ঋগ্বেদ—৭।৭৯।১
৭ ঐ

এষা স্যা নব্যমায়ুর্দধানা গূঢ়্বী তমো জ্যোতিষোষা অবোধি।
অগ্র এতি যুবতিরহ্রয়াণা প্রাচিকিতৎ সূর্যং যজ্ঞমগ্নিম্ ॥[১]

—এই সেই উষা, যিনি নবযৌবন ধারণ করিয়া এবং জ্যোতিঃ দ্বারা গূঢ় তমঃ (বিনাশ করিয়া) জাগরিত হন। লজ্জাহীনা যুবতীর ন্যায় ইনি সূর্যের সম্মুখে আগমন করেন এবং সূর্য, যজ্ঞ ও অগ্নিকে জ্ঞাপিত করেন।[২]

তানীদহানি বহুলান্যাসন্যা প্রাচীনমুদিতা সূর্যস্য।
যতঃ পরিজার ইবাচরন্ত্যুষো দদৃক্ষে ন পুনর্যতীব ॥[৩]

—হে উষা! যে সকল তেজঃ সূর্যের উদয়ে তাহার পূর্বে উদয় হয়, যাহাদিগের গুণে তুমি কুলটার ন্যায় না হইয়া পতিসমীপগামিনী রমণীর ন্যায় পরিদৃষ্ট হও, তোমার সেই সকল তেজ প্রভূত।[৪]

কন্যেব তন্বা শাশদানাঁ এষি দেবি দেবমিয়ক্ষমাণং।
সংস্ময়মানা যুবতিঃ পুরস্তাদাবির্বক্ষাংসি কৃণুষে বিভাতি ॥[৫]

—দেবি! কন্যার ন্যায় শরীরাবয়ব বিকাশ করিয়া তুমি দানশীল দীপ্তিমান্ (সূর্যের) নিকট গমন কর। (পরে) যুবতীর ন্যায় অত্যন্ত দীপ্তিবিশিষ্টা হইয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ তাঁহার সম্মুখে বক্ষোদেশ অনাবৃত কর।[৬]

'যোষা জারস্য চক্ষসা বিভাতি।'[৭] —জার সূর্যের যোষা (প্রণয়িণী) প্রকাশিত হচ্ছেন।

কিন্তু উষা ও সূর্যের পূর্বোক্তরূপ সম্পর্কের বিরুদ্ধ সম্পর্কও ঋগ্বেদে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে উষা সূর্যের প্রণয়িণী নন,—সূর্যের মাতাও।

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগাচ্চিত্রঃ প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ্বা।
যথা প্রসূতা সবিতুঃ সবায় এবা রাত্র্যুষসে যোনিমারৈক্ ॥
রুশদ্বৎসা রুশতী শ্বেত্যাগাদারৈগু কৃষ্ণা সদনান্যস্যাঃ।
সমানবন্ধু অমৃতে অনূচী দ্যাবা বর্ণংচরত আমিনানে ॥[৮]

—জ্যোতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই জ্যোতি (উষা) আসিয়াছেন; তাঁহার বিচিত্র ও (জগৎ) প্রকাশকও (রশ্মি) ব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে। যেরূপ রাত্রি সবিতার প্রসূত, সেইরূপ রাত্রিও উষার উৎপত্তির জন্য জন্মস্থান কল্পনা করিয়াছেন।

---

১ ঋগ্বেদ—৭।৮০।২ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—৭।৭৬।৩
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১।১২৩।১০ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—১।৯২।১১ ৮ ঋগ্বেদ—১।১১৩।১-২

দীপ্তিমতী শুভ্রাবর্ণা সূর্যের মাতা উষা আসিয়াছেন, কৃষ্ণবর্ণা (রাত্রি) স্বীয় স্থানে গিয়াছেন; রাত্রি ও উষা উভয়েই (সূর্যের) বন্ধু এবং উভয়ই অমর। একে অন্যের পর আগমন করেন এবং একে অন্যের বর্ণ বিনাশ করেন। এইরূপে তাঁহারা দীপ্তিমান হইয়া বিচরণ করেন।[১]

উষা শুধু সূর্যের মাতা নন, তিনি রাত্রির মত সূর্যের বন্ধুও। রাত্রির সঙ্গে উষার সম্পর্ক প্রতিস্পর্ধিতও। উদ্ধৃত ঋক্‌যুগলেরও প্রথমটি (১।১১৩।১) সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "সূর্যের অস্তগমনের পর রাত্রি আইসে,ইজ এজন্য রাত্রি সূর্যের সন্তান, রাত্রির পর উষা আইসে, এইজন্য উষা রাত্রির সন্তান।"[২]

রাত্রি ও উষাকে দুই বোনরূপেও কল্পনা করা হয়েছে :

সমানো অধ্বা স্বস্রোরনংতস্তমন্যান্যা চরতো দেবশিষ্টে।[৩]

—এই ভগ্নীদ্বয়ের (রাত্রি এবং উষার) একই অনন্ত সঞ্চরণমার্গ দীপ্তিমান (সূর্য কর্তৃক) আদিষ্ট হইয়াছে; তাঁহারা একের পর অন্যে সেই পথে বিচরণ করেন।[৪]

স্বসা স্বস্রে জ্যায়স্যৈ যোনিমারৈক্‌।[৫] —স্বসা (রাত্রি) জ্যেষ্ঠ স্বসাকে (উষাকে) উৎপত্তিস্থান (অপর রাত্ররূপ) প্রদান করিয়াছেন।[৬]

উষা সূর্য অগ্নি ও যজ্ঞের জন্মদাত্রী :

অজীজনন্ত্‌ সূর্যং যজ্ঞমগ্নিম্‌।[৭]

উষা কেবল সূর্য ও অগ্নির মাতা নন,—তিনি দেবগণেরও জননী, সেইহেতু তিনি অদিতির প্রতিস্পর্ধিনী,—অদিতিরই অন্য মূর্তি।

মাতা দেবানামদিতেরনীকং যজ্ঞস্য কেতুর্বৃহতী বিভাহি।[৮]

—হে উষা! তুমি দেবগণের মাতা, অদিতির প্রতিস্পর্ধিনী, তুমি যজ্ঞ প্রকাশ কর, বিস্তীর্ণ হইয়া দান কর।[৯]

উষা আবার অগ্নির (সুতরাং সূর্যের) কন্যা, অগ্নি বা সূর্যকন্যা উষায় নিজ দীপ্তি প্রদান করে থাকেন—

দেবো দুহিতরি ত্বিষিং ধাৎ।[১০]

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ২৫৫ ৩ ঋগ্বেদ—১।১১৩।৩
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—১।১২৪।৮ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—৭।৭৮।৩ ৮ ঋগ্বেদ—১।১১৩।১৯ ৯ অনুবাদ—তদেব
১০ ঐ —১।৭১।৫

রমেশচন্দ্র লিখেছেন, "রাত্রি অগ্নির পত্নী, উষা রাত্রির পর উৎপন্ন, এইজন্য উষাকে অগ্নির দুহিতা বলা হইয়াছে।"[১] প্রকৃতপক্ষে উষা সূর্যরূপী অগ্নির তেজে উৎপন্না বলেই অগ্নির কন্যা। উষা অগ্নির প্রণয়ীও। অগ্নি উষার পশ্চাতে গমন করেন—

স্বসারং জারো অভ্যেতি পশ্চাৎ।[২] —অগ্নি উপপতির ন্যায় উষার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাচ্ছেন।

শুধু তাই নয়, উষা ভগের ও বরুণের ভগিনী :

ভগস্য স্বসা বরুণস্য জামিরুষঃ সূনৃতে প্রথমা জরস্ব ॥[৩]

—হে সূনৃতা উষা! তুমি ভগের ভগিনী এবং বরুণের জামি, তুমি প্রথমা, তোমাকে সকলে স্তব করুক।[৪]

জামি শব্দের অর্থ রমেশ দত্তের মতে ভগিনী। এই ঋকে উষাকে বলা হয়েছে প্রথমা অর্থাৎ প্রথমজাতা,—সুতরাং আদ্যাশক্তি—"Primordial force that produced everything"[৫] এই হিসাবে উষা ও অদিতি একই শক্তি—একই দেবতা।

একই উষা ও সূর্যের সম্পর্ক ঋষি কবির কল্পনায় কখনও পিতা ও কন্যা, কখনও মাতা ও পুত্র, কখনও প্রণয়ী ও প্রণয়িনী, কখনও ভ্রাতা ও ভগিনী। এই-রূপ বিরুদ্ধ সম্পর্ক কল্পনা বৈদিক কবিদের পক্ষে একেবারেই নূতন নয়। অদিতি থেকে দক্ষের জন্ম এবং দক্ষ থেকে অদিতির জন্ম—এইরূপ বিপরীত সম্পর্ক কল্পনা বেদে সুপ্রচুর। ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস এইরূপ অদ্ভুত কল্পনা সম্পর্কে লিখেছেন, "........this refers to... the odd and fanciful way in which the Vedic bards loved to indulge in revolting descriptions of the relations between a God and a goddess who could not be explained, like the Sun and the dawn, as performing the parts of both husband and wife, father and daughter, and son and mother"[৬]

একটি ঋকে উষাকে বলা হয়েছে 'অহনা'—গৃহং গৃহমহনা যাত্যচ্ছা দিবে দিবে।[৭] —অহনা নম্রভাবে প্রত্যহ প্রতিগৃহ অভিমুখে গমন করেন।[৮]

---

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ১৬৩ ২ ঋগ্বেদ—১০।৩।৩ ৩ ঋগ্বেদ—১।১২৩।৫
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ Ṛgvedic culture—page 101
৬ Ṛgvedic culture—page 100-101 ৭ ঋগ্বেদ—১।১২৩।৪
৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

যাস্কের মতে অহনা উষার নাম। রমেশচন্দ্রের মতে অহনা গ্রীক্‌দেবী Athena-র (Minerva) প্রতিরূপ। "ঋগ্বেদে উষাকে একস্থানে 'অহনা' নাম দেওয়া হইয়াছে; গ্রীক্‌দিগের সুবুদ্ধির দেবী Athena (যাঁহাকে লাটীনেরা মিনার্ভা কহে) এই অহনার রূপান্তর মাত্র।"[১]

গ্রীক্ ও রোমেও উষা বিভিন্ন নামে উপাসিত হতেন। রমেশচন্দ্র লিখেছেন, "উষা আর্যদিগের এক অতি প্রাচীন উপাস্য দেব ছিলেন, সুতরাং আর্যজাতির ভিন্ন শাখার মধ্যে তাঁহার নাম ও উপাসনা দেখা যায়। গ্রীক্‌দিগের Eos এবং লাটীনদিগের Aurora উষস্ নামের রূপান্তর মাত্র। কিন্তু কেবল যে উষা নামের প্রতিরূপ গ্রীক্‌দিগের মধ্যে পাওয়া যায় এমন নহে, উষার অনেকগুলি নামই গ্রীক্ ধর্মে পাওয়া যায়।"[২]

রমেশচন্দ্র রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একটি অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। রাজেন্দ্রলাল লিখেছেন, "**The heroine of the stories must be the dawn aptly represented as a charming maiden and her names in the Rigveda are Arjuni, Brisaya, Dahana, Ushas, Saramā and Saranyu and all these names re-appear among the Greeks as Argynoris, Briseis, Daphne, Eos, Helen and Erinys.**"[৩]

বেদের সরণ্যু ও সরমা যে উষাই সে বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

উষার রূপ-গুণ ও কর্ম আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে উষা সূর্যেরই উদয়-পূর্বকালীন জ্যোতি, সুতরাং সূর্যের একরূপ। ঋগ্বেদও বলছেন, "ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগাৎ···।[৪] —জ্যোতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি এই উষা আগমন করছে।

উষা নামের ব্যাখ্যায় যাস্ক লিখেছেন, "উষা বষ্টেঃ কান্তিকর্মণঃ উচ্ছতেরিতরা মাধ্যমিকা।"[৫]

নিরুক্তকারের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে অমরেশ্বর ঠাকুর বলেছেন, "দ্যুস্থানা উষা কান্ত্যর্থক 'বশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—উষা কান্তা অর্থাৎ কমনীয়া বা অভীপ্সিতা; মধ্যমস্থানা উষা = বিদ্যুৎ—বিবাসনার্থক উচ্ছ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; বিদ্যুৎ মেঘ

---

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ৬৭, ১।৩০।২২ ঋকের টীকা ২ তদেব

৩ Primitive Aryans—Indo-Aryans, vol. II. ৪ ঋগ্বেদ—১।১১৩।১

৫ নিরুক্ত—১১।৫।৫

হইতে জল বিবাসিত (নিষ্কাসিত) করে অথবা মেঘ হইতে ইন্দ্র কর্তৃক বিবাসিত বা নিষ্কাসিত হয়।"[১]

অন্যত্র যাস্ক লিখেছেন :

"উষোনামান্যুত্তরাণি ষোড়শ, উষাঃ কস্মাদুচ্ছতীতি সত্যা রাত্রেরপরঃ কালঃ।"[২]

তাৎপর্য :

"রাত্রি নামের পরেই বিভাবরী, সূনরী প্রভৃতি উষার ষোড়শ নাম অভিহিত হইয়াছে। উষস্ এই নামের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। বিবাসনার্থক 'উচ্ছ্' ধাতুর উত্তর অসি প্রত্যয়ে উষঃ শব্দের নিষ্পত্তি। উষা অন্ধকারকে বিবাসিত (দূরীভূত) করে। উষা বলিতে বুঝায় রাত্রি অপর কালকে অর্থাৎ রাত্রির অব্যবহিত পরবর্তী যে সময় তাহাকে; ইহার পরে রাত্র্যংশ আর অবশিষ্ট থাকে না।"[৩]

প্রাতঃসন্ধ্যা বা ঊষাকাল সম্পর্কে বরাহমিহির লিখেছেন, "তেজঃ পরিহানি-মুখাৎ ভানোরর্ধাদিয়ং যাবৎ।"[৪] —(অর্থাৎ) নক্ষত্রাদি তেজ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে সূর্যের অর্ধোদয়কাল পর্যন্ত উষা।

অতএব সূর্যোদয় পূর্বকালে প্রকাশিত সূর্যকিরণই উষা নামে স্বীকৃত এবং স্তুত। আর সেইজন্যই মাধ্যমিক দেবতা বা অন্তরীক্ষ দেবতার (বিদ্যুৎ) সঙ্গে উষার অভিন্নতা। সূর্যোদয়কালের পূর্ববর্তীকালটি উষা বা সরণ্যু হওয়ায় এই সময়কার সূর্য ও অগ্নি অশ্বিদ্বয় নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য উষাকে মানবমনের উষালগ্ন বলে গ্রহণ করেছেন—"The dawn is the inner dawn which brings to man all the varied fullness of his widest being, force conciousness, joy, it is radiant with its illuminations, it is accompanied by all possible powers and energies, it gives man the full force of vitality so that he can enjoy the infinite of that vaster existence."[৫]

যোগীরাজ উষা দেবতার যৌগিক ব্যাখ্যা দিলেও বৈদিক বিবরণ থেকে উষাকে সূর্যের একটি অবস্থা বা কালরূপেই গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত।

১ নিরুক্ত (ক. বি.) —পৃঃ ১২৭০ ২ নিরুক্ত—২।১৮।৩

৩ নিরুক্ত, পৃঃ ২৮৬—অমরেশ্বর ঠাকুর ৪ বৃহৎসংহিতা—৪৭।২১

৫ On the veda—page 157

গন্ধর্ব অর্থে বিবস্বান্ বা সূর্য এবং অপ্যা যোষা অর্থে সরণ্যু বা সূর্যপত্নী উষাকে গ্রহণ করেছেন। Maxmuller-ও সায়নাচার্যের মতকেই স্বীকার করে নিয়েছেন,—"In 10.10.4, I take Gandharva for Vivasvat Apya Yosha for Saranyu in accordance with Sayana...."[১]

কৃষ্ণযজুর্বেদে গন্ধর্ব ও অপ্‌সরার স্বরূপ স্পষ্টভাবেই কথিত হয়েছে—"সূর্যো গন্ধর্বস্তস্য মরীচয়োঽপ্‌সরসঃ।"

—সূর্য গন্ধর্ব, তাঁর কিরণসমূহ অপ্‌সরাবৃন্দ।

কেশী নামক এক দেবতা অপ্‌সরা-গন্ধর্বদের ও মৃগগণের বিচরণস্থানে বিচরণ করেন—অপ্‌সরসাং গন্ধর্বাণাং মৃগাণাং চরণে চরণ্।"[২]

কেশী দেবতাটি কে? ঋগ্বেদ বলছেন,

কেশ্যগ্নিং কেশী বিষং কেশী বিভর্তি রোদসী।
কেশী বিশং স্বর্দৃশে কেশীদং জ্যোতিরুচ্যতে॥[৩]

—কেশী নামক যে দেব, তিনি অগ্নিকে, তিনিই জলকে, তিনিই দ্যুলোকে ও ভূলোককে ধারণ করেন। সমস্ত সংসারকে কেশীই আলোকের দ্বারা দর্শনযোগ্য করেন। এই যে জ্যোতিঃ, ইহারই নাম কেশী।[৪]

জ্যোতিঃস্বরূপ কেশী দেবতা, যিনি আলোক দ্বারা বিশ্বভুবন দর্শনযোগ্য করেন, তিনি সূর্য ছাড়া আর কে হতে পারেন? কিরণমালাই সূর্যের কেশ। অতএব তিনি কেশী।

সূর্যরশ্মির্হরিকেশঃ।[৫] —সূর্যের রশ্মিই হরিদ্বর্ণ কেশ।

যাস্ক বলেছেন, "কেশী কেশা রশ্ময়স্তৈস্তদ্বান্ ভবতি, কাশনাদ্বা প্রকাশনাদ্বা।"[৬] —কেশ শব্দের অর্থ রশ্মি,—রশ্মি যার আছে সে-ই কেশী। কাশন অর্থাৎ দীপ্তি-হেতু অথবা প্রকাশ হেতু আদিত্য কেশী। ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর বলেন, "কেশী নভোমণ্ডল প্রদীপ্ত আদিত্য। কেশ অর্থাৎ কেশস্থানীয় রশ্মিসমূহ আছে বলিয়াই আদিত্যের নাম কেশী।"[৭]

অগ্নি ও শোচিষ্কেশ[৮] অর্থাৎ উজ্জ্বল কেশসমন্বিত। আদিত্যই অগ্নির ধারক, তিনিই জলের ধারক অর্থাৎ রসগ্রহণকারীও বৃষ্টিদাতা। কেশী ত্রয়—ঋতুতে

১ Science of Language (1882) vol. II—page 529 ২ ঋগ্বেদ—১০।১৩৬।৬
৩ ঋগ্বেদ—১০।১৩৬।১ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঐ —১০।১৩৯।১
৬ নিরুক্ত—১২।২৬।৩ ৭ নিরুক্ত—(ক.বি.)—পৃঃ ১৩১২ ৮ ঐ —১।১৪৫।৬

ঋতুতে জগৎকে অনুগ্রহ করেন—"ত্রয়ঃ কেশিন ঋতুথা বিচক্ষতে।"[১] এই তিন কেশীর তাৎপর্য কি? সূর্যের তিনরূপ—অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্য অথবা প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালীন অবস্থার সূর্য অথবা তিন প্রধান ঋতুতে প্রকাশিত সূর্য। যাস্কের মতে পার্থিবাগ্নি, আদিত্য ও বায়ু তিন কেশী।[২] অপ্সরা ও গন্ধর্বের সঙ্গে কেশী বা সূর্যের বিচরণের তাৎপর্য স্পষ্ট।

যাস্ক অপ্সরা শব্দের অন্যপ্রকার ব্যুৎপত্তিও প্রদর্শন করেছেন। তাঁর মতে "অপ্স ইতি রূপ নাম, অপ্সাতেরপ্সানীয়ং ভবত্যাদর্শনীয়ং ব্যাপনীয়ং বা।"[৩]—অপ্স শব্দরূপার্থক, রূপময়ী ভোগাতীত দর্শনযোগ্য অপ্সরা অথবা সর্বব্যাপিকা। "অপ্সো নামেতি ব্যাপিনঃ।"[৪] —অপ্সো অর্থে ব্যাপক। অতএব যাস্কৃত এই অর্থ অনুসারেও ভোগাতীতা কেবলমাত্র প্রেক্ষণীয়া সর্বব্যাপিনী যে উষা বা উষঃপ্রভা অপ্সরা শব্দাভিধেয়। নিঘণ্টুতে (১।৩) অন্তরীক্ষের ষোলটি নামের অন্যতম আপঃ বা অপ্। সুতরাং অপ্ স্বা অন্তরীক্ষে বিচরণকারিণী অর্থে অপ্সরা শব্দটি সুসিদ্ধ।

উর্বশী অপ্সরাদের মধ্যে প্রধানা। ঋগ্বেদে পুরূরবা ও উর্বশীর কথোপকথন বিবৃত হয়েছে।[৫] উর্বশী চারিবৎসর পুরূরবার সঙ্গে অবস্থান করার পর এবং পুরূরবার ঔরসজাত পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পুরূরবাকে ত্যাগ করে যাচ্ছেন, আর পুরূরবা আকুল আহ্বানে উর্বশীকে ধরে রাখতে চাইছেন। পুরূরবা বলছেন,—

হায়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে বচাংসি মিশ্রা কৃণবাবহৈ নু।
ন নৌ মন্ত্রা অনুদিতাস এতে ময়স্করন্ পরতরে চনাহন্॥[৬]

—হে পত্নি! তোমার চিত্ত কি নিষ্ঠুর! অতি শীঘ্র চলিয়া যাইও না, আমাদিগের উভয়ের কিঞ্চিৎ কথোপকথন আবশ্যক হইতেছে। এক্ষণে মনের কথা যদি উভয়ে প্রকাশ করিয়া না বলা হয়, ভবিষ্যতে সুখের বিষয় হইবেক না।[৬]

পুরূরবার আকুল আহ্বানে উর্বশীর মন গললো না। তিনি পুরূরবাকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে গেলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে এই কাহিনী পল্লবিত হয়েছে। এখানে অপ্সরা উর্বশী পুরূরবাকে কামনা করেছিলেন। তিনি পুরূরবাকে ধরাও দিয়েছিলেন; কিন্তু সর্ত ছিল নগ্ন অবস্থায় রাজা তাঁকে দেখবেন না। দৈবক্রমে

---

১ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৪৪ ২ নিরুক্ত—১২।১১ ৩ নিরুক্ত—৫।১৩।৩
৪ নিরুক্ত—৫।১৩।৬ ৫ ঋগ্বেদ—১০।৯৫।১ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

নগ্ন অবস্থায় উর্বশী পুরূরবার দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় উর্বশী রাজাকে পরিত্যাগ করে গেলেন।

উর্বশী হাপ্‌সরাঃ পুরূরবসমৈলং চকমে তং হ বিন্দমানোবাচ ত্রিঃ স্ম মাহ্নো বৈতসেন দণ্ডেন হতাদকামাং স্ম মা নিপদ্যাসৈ মো স্ম ত্বা নগ্নং দর্শমেষ বৈ ন স্ত্রীণামুপচার ইতি।[১]

—অপ্‌সরা উর্বশী ইলাপুত্র পুরূরবাকে কামনা করেছিলেন। তাঁকে প্রাপ্ত হয়ে তিনটি শর্ত করলেন, দিবাভাগে মিলন হবে না, অকামা আমাতে মিলন হবে না, তোমাকে নগ্ন দর্শন করবো না,—এই তিনটি স্ত্রী-উপচার পালনীয়।

পরবর্তীকালে পুরাণে-কাব্যে পুরূরবা ও উর্বশীর কাহিনী জনপ্রিয় উপাখ্যানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বামনপুরাণে দেখি বুধ ও ইলার পুত্র পরাক্রান্ত ব্রহ্মবাদী ধর্মজ্ঞ পুরূরবাকে উর্বশী স্বেচ্ছায় বরণ করেছিলেন।

তং ব্রহ্মবাদিনং দান্তং ধর্মজ্ঞং সত্যবাদিনং।
উর্বশী বরয়ামাস হিত্বা মানং যশস্বিনী ॥[২]

—পুরূরবা উর্বশীর সঙ্গে বহু বৎসর দেবাধ্যুষিত অরণ্য প্রদেশে যাপন করার সময়ে উর্বশী ব্রহ্মশাপে মানবদেহ প্রাপ্ত হলেন। ব্রহ্মশাপ মুক্তির উদ্দেশ্যে তিনি নিয়ম করলেন, নগ্ন দর্শন করবেন না, অকামা অবস্থায় মৈথুন হবে না, শয়ন কক্ষে দু'টি মেষ থাকবে এবং কেবলমাত্র ঘৃত ভোজন করবেন।

আত্মনঃ শাপমোক্ষার্থং নিয়মং সা চকার তু
অনগ্নদর্শনঞ্চৈব অকামাৎ সহ মৈথুনম্।
দ্বৌ মেষৌ শয়নাভ্যাসে স স তাবৎ ব্যবতিষ্ঠতে
ঘৃতমাত্রং তথাহারঃ কালমেকন্তু পার্থিব ॥[৩]

এইভাবেই উর্বশী চৌষট্টি বৎসর কাটালেন। মানবী উর্বশীকে স্বর্গে আনার জন্ত গন্ধর্বগণ চেষ্টিত হলেন। বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব এই উদ্দেশ্যে এক রাত্রে উর্বশীর পালিত মেষ দু'টিকে একের পর এক হরণ করলেন। উর্বশীর কাতর আহ্বানে রাজা মেষ উদ্ধারে অগ্রসর হলেন নগ্ন অবস্থাতেই। গন্ধর্বের মায়ায় রাজগৃহ আলোকিত হোল; নগ্ন রাজাকে দেখে শাপমুক্তা উর্শী অদৃশ্যা হলেন।

নগ্নং দৃষ্ট্বা তিরোহভূৎ সা অপ্‌সরা কামরূপিনী।[৪]

---

১ শতপথ ব্রাঃ—১১।৫।১ ২ বামনপুঃ, উত্তরভাগ—২৯।৫ ৩ বামনপুঃ, উত্তরভাগ—২৯।১১
৪ ঐ —২৯।২৫

বিরহী রাজা উর্বশীর অনুসন্ধানে পৃথিবী পর্যটন করলেন। অবশেষে কুরুক্ষেত্রে প্লক্ষতীর্থে জলক্রীড়ারতা পঞ্চসখীসহ উর্বশীকে রাজা দেখতে পেলেন। রাজার প্রার্থনায় উর্বশী এক রাত্রি রাজার সঙ্গে বাস করলেন এবং তাঁর গর্ভস্থিত সন্তানকে রাজার হস্তে প্রত্যর্পণের অঙ্গীকার করলেন।

উর্বশী ত্বব্রবীচ্চৈনং সগর্ভাহং ত্বয়া প্রভো।
সংবৎসরাৎ কুমারস্তে ভবিতা নৈব সংশয়ঃ।
নিশামেকাস্ত বৈ রাজা অবসত্ তয়া সহ।[১]

এক বৎসর পরে উর্বশী রাজার কাছে আবার ফিরে এলেন এবং একরাত্রি রাজার সঙ্গে বাস করলেন। রাজা উর্বশীকে স্থায়ীভাবে কামনা করলেন। উর্বশী রাজাকে পরামর্শ দিলেন গন্ধর্বদের কাছ থেকে উর্বশীকে প্রার্থনা করে নিতে। গন্ধর্বগণও রাজার প্রার্থনা পূর্ণ করলেন 'তথাস্তু' বলে।

বৃণে নিত্যং হি সা লোক্যং গন্ধর্বাণাং মহাত্মনাম্।
তথোত্যুক্তা বরং বব্রে গন্ধর্বাশ্চ তথাস্থিতি॥[২]

মহাকবি কালিদাসের অমর নাটক বিক্রমোর্বশী এই কাহিনীরই নাট্যরূপ। আধুনিককালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ উর্বশীকে সৌন্দর্যতত্ত্বের সারভূতা অথবা সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে বন্দনা করেছেন।

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।

এই নন্দনবাসিনী উর্বশী পুরাণের উর্বশীর মত নৃত্য পটীয়সী—স্বর্গবারাঙ্গনা—

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি,
হে বিলোলহিল্লোল উর্বশী।

কিন্তু এই উর্বশী যে ঋগ্বেদের উষা সে ইঙ্গিতও মহাকবি দিয়েছেন।

উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা॥
স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী
হে ভুবনমোহিনী উর্বশী।

রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্বেদের উর্বশী উপাখ্যানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে

১ বামনপুঃ উত্তরভাগ—২৯।৩৩-৩৪ ২ বামনপুঃ উত্তরভাগ—২৯।৩৮

বলেছেন, "উর্বশীর আদি অর্থ উষা, পুরূরবার আদি অর্থ সূর্য। সূর্য উদয় হইলে উষা আর থাকে না।"[১]

যাস্ক বলেছেন, "উর্বশ্যপ্‌সরা উর্বভ্যশ্নুতে।"[২]—উর্বশী অপ্‌সরা, বিস্তারের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন।

বিস্তারের দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত করেন উষাকালের সূর্যালোক। এইজন্যই সর্বব্যাপী উষালোক উর্বশী। উর্বশী নিজেও পুরূরবাকে বলেছেন,—

পাক্রমিষমুষসামগ্রিয়েব…।[৩] —আমি প্রথম উষার ন্যায় চলিয়া আসিয়াছি।[৪]

উর্বশী বিদ্যুতের মত আকাশ থেকে পতিত হয়ে মানুষের কাম্যধন প্রদান করে থাকেন।

বিদ্যুন্ন যা পতন্তী দবিদ্যোদ্ভরন্তী মে অপ্যা কাম্যানি।[৫]

—যে উর্বশী আকাশ হইতে পতনশীল বিদ্যুতের ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছিল এবং আমার সকল মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিল।[৬]

এই ঋক্‌টির ব্যাখ্যায় যাস্কের বক্তব্য : "বিদ্যুদিব যা পতন্ত্যা দ্যোতত, হরন্তী মে অপ্যা কামান্যুদকান্যন্তরিক্ষ্য লোকস্ত।"[৭]

—যা বিদ্যুতের মত দীপ্তি প্রাপ্ত হয়, যা আমার অভিলষিত উদকরাশি আহরণ করে বা প্রাপ্ত করায়, তাই অন্তরীক্ষলোকের অধিশ্বরী উর্বশী।

অন্তরীক্ষলোকের ঈশ্বরী উদক আহরণকারী উর্শী অবশ্যই সূর্যরশ্মি—বিশেষভাবে উষাকালের সূর্যরশ্মি। সুতরাং উর্বশী শুধু অপ্‌সরাকুলের অন্যতমা বা মুখ্যতমা তাই নয়, উর্বশী ও অপ্‌সরা অভিন্না। উর্বশী ও অন্যান্য অপ্‌সরাদের নৃত্যপটীয়সীরূপে কল্পনা উষালোকের নিত্যচাপল্য থেকেই উদ্ভূত। ঋষিকবির কল্পনায় উষা নৃত্যপরায়ণা।

অধিপেশাংসি বপতে নৃতুরিবাপোর্ণুতে বক্ষ উস্রেব বর্জহম্‌॥[৮]

—উষা নর্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করিতেছেন এবং গাভী যেরূপ (দোহনকালে) উধঃ প্রকাশিত করে, সেইরূপ উষাও বক্ষ প্রকাশিত করিতেছেন।[৯]

---

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়—পৃঃ ১৫৮৩, ১০।৯৫ সূক্তের টীকা ২ নিরুক্ত—৫।১৩।১
৩ ঋগ্বেদ—১০।৯৫।২ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১০।৯৫।১০
৬ অনুবাদ—তদেব ৭ নিরুক্ত—১০।৩৬।২ ৮ ঐ —১।৯২।৪
৯ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

বিভাবরীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যোদয়ের পূর্বেই আলোকছ্যাতিতে বিশ্বভুবন ঝলমলিয়ে উষার আবির্ভাব ঘটে। উষার অপরূপ রূপশোভা প্রকটিত হওয়ার পরেই আবির্ভূত হন জবাকুসুমসংকাশ রক্তরাগরঞ্জিত তরুণ আদিত্য। সুতরাং লাস্যময়ী সুন্দরী উষা নায়িকারূপে বিচিত্র সাজে সজ্জিতা হয়ে নায়কের নিকট গমন করে থাকেন, ছলনানিপুণা দেহবিলাসিনীর মত দৈহিক রূপশোভা প্রণয়ীর নিকট উন্মোচিত করেন, স্বীয় বক্ষঃশোভা উদ্ঘাটিত করে প্রণয়ীকে প্রলুব্ধ করেন,—এইরূপ কবিকল্পনা ঋষিকবির চিত্তলোক উদ্দীপ্ত করেছিল। তাই উষা সম্পর্কে রূপোপজীবিনীর অসংকোচ আচরণ বারংবার উল্লিখিত হয়েছে। উষার এই যে ক্ষণস্থায়ী লাস্যময় রূপ—নৃত্যচপলা সৈরিণীর গতিভঙ্গী, তাই অপ্সরা নামে একশ্রেণীর দেবতা বা দেবকল্প (demi-divine) প্রাণীর কল্পনায় কবিকুলকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পরবর্তীকালে উষা ও অপ্সরা সমন্বিতরূপে পুরাণের নৃত্যপারংগমা স্বর্গবারাঙ্গনা অপ্সরার আবির্ভাব সম্ভব করে তুলেছে এবং মূল সত্য আবৃত হওয়ায় অপ্সরাদের সম্পর্কে বহু কাব্যকাহিনী নির্মিত হয়েছে। অপ্সরাকুলশ্রেষ্ঠা উর্বশী যুগে যুগে কবিকল্পনায় নব নবরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে।

আচার্য Maxmuller-ও উর্বশীকে উষার প্রতিরূপ হিসাবে গ্রহণ করে লিখেছেন, "I therefore accept the common Indian explanation by which this name is derived from uru, wide....as to pervade and thus compare uru-asi with another frequent epithet of the dawn Uruki."[১]

পুরূরবা সম্পর্কে Maxmuller লিখেছেন, "That Pururavas is an appropripate name of a solar hero requires hardly any proof. Pururavas meant endowed with much light; for though rava is generally used of sound, yet the root ru, which means originally to cry is also applied to colour in the sense of a loud or crying colour, i.e., red (Sans. Ravi., Sun). Besides Pururavas calls himself Vasistha which, as we know, is a name of the Sun; and if he is called Aida, the son of Idā, the same name is elsewhere (R.V. 3.29.3) given to Agni."[২]

১ Selected Essays, vol. I (1881)—page 405
২ Do —page 407-8

পুরূরবা বলেছেন,—

অন্তরিক্ষপ্রাং রজসো বিমানীমুপ শিক্ষাম্যুর্বশীং বশিষ্ঠঃ।[১]

—আমি বশিষ্ঠ (অর্থাৎ সূর্য), অন্তরীক্ষপূর্ণকারিণী আকাশ প্রিয়া উর্বশীকে (অর্থাৎ উষাকে) আমি আলিঙ্গন করিতেছি।[২]

আচার্য যাস্ক বলছেন, যে বহুপ্রকার বা বহুবার শব্দ করে বা গর্জন করে সেই পুরূরবা—"পুরূরবা বহুধা রোরূয়তে।"[৩] স্কন্দস্বামী এই নিরুক্ত-ব্যাখ্যায় বলেছেন, "বায়ুঃ প্রাণ এব পুরূরবা"- প্রাণবায়ুই পুরূরবা। ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর স্কন্দস্বামীকৃত অর্থকেই গ্রহণ করেছেন। বায়ু গর্জন করে বা শব্দ করে এ কথা ঠিক। কিন্তু সূর্যাগ্নির লেলিহান শিখাও গর্জন করে। সূর্যের প্রখর কিরণও এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দ সৃজন করে। রোদন করেন বলেই সূর্যাগ্নি রুদ্র। রোদনের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত বলেই, সূর্যকিরণ মরুৎ। বিচিত্র শব্দকারী সূর্যাগ্নিও পুরূরবা।

পুরূরবা ইলার পুত্র- ঐল। "ত্বা দেবা ইম আহুরৈল।"[৪]—দেবগণ তোমাকে ইলার পুত্র বলে থাকেন।

ঋগ্বেদে ইলা, ভারতী ও সরস্বতী একত্রে স্তুত হয়েছেন আপ্রীসূক্তে। এই তিনটিই যজ্ঞাগ্নি। পুরূরবা ইলার (ইড়া) পুত্র; - বৈদিক ঋষির কল্পনায় সূর্য অগ্নির পুত্র। বিপরীত সম্পর্কও দুর্লভ নয়। অতএব সূর্যোদয়ে উষার অন্তর্ধান এই কাব্য-উপাখ্যানের মূল; —এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে গৃহীত হওয়ার যোগ্য।

আচার্য যোগেশচন্দ্র বলেন যে "আয়ু যজ্ঞ প্রবর্তন পুরূরবা উর্বশী সংবাদের তাৎপর্য।[৫] তিনি আর একবার বলেছেন, "পুরূরবা নয়, ইহার অর্থ সূর্যের প্রকাশ, সূর্যপ্রকাশেই উর্বশী অদৃশ্য হয়।"[৬]

ঋগ্বেদে একটা উপাখ্যান কথিত হয়েছে বশিষ্ঠের জন্ম প্রসঙ্গে। উর্বশীর রূপ দর্শনে মিত্রাবরুণের স্খলিত রেতঃ থেকে বশিষ্ঠের জন্ম।

উতাসি মৈত্রাবরুণে বশিষ্ঠোর্বশ্যা ব্রহ্মন্মনসোঽধিজাতঃ।[৭]

—হে বশিষ্ঠ, তুমি মিত্রাবরুণের পুত্র; উর্বশীতে মিত্র ও বরুণের রেতঃ দ্বারা জাত। মিত্র ও বরুণ উভয়েই ত সূর্য বা সূর্যের অবস্থান্তর। সায়নাচার্যের

---

১ ঋগ্বেদ—১০।৯৫।১৭ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ নিরুক্ত—১০।৪৬।৩

৪ ঐ —১০।৯৫।১৮ ৫ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ৩৩

৬ তদেব ৭ ঋগ্বেদ—৭।৩৩।১২

মতে মিত্র দিবাভাগের সূর্য ও বরুণ রাত্রিকালের সূর্য। প্রাতঃকালীন সূর্য পুরূরবা দিবাভাগের সূর্য মিত্র ও রাত্রিকালের সূর্য বরুণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

পদ্মপুরাণে উর্বশী জন্মের একটি নূতনতর কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। কাহিনীটি নিম্নরূপ: পুরাকালে বিষ্ণু গন্ধমাদন পর্বতে গভীর তপস্যায় মগ্ন হয়ে ছিলেন। ইন্দ্র বিষ্ণুর তপস্যায় ভীত হয়ে মধু (বসন্ত) ও মদনকে অপ্সরাদের সঙ্গে তপস্যায় বিঘ্নসৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। গীতবাদ্য ও সুন্দরীদের হাবভাবে বিষ্ণুর চিত্তসংক্ষোভ না হওয়ায় যখন সকলে বিষণ্ন, সেই সময় তাঁদের উরুদেশ থেকে হরি ত্রিলোক মোহিনী নারীসৃষ্টি করলেন।

সংক্ষোভায় ততস্তেষামূরুদেশান্নরাগ্রজঃ।
নারীমুৎপাদয়ামাস ত্রৈলোক্যস্যাপি মোহিনীম্ ॥[৪]

হরি দেবগণের সম্মুখে অপ্সরাদের বললেন, উর্বশী নামে এই মোহিনী প্রসিদ্ধ হবেন—"উর্বশীতি চ নাম্নেয়ং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি।"[৫]

পুরাণান্তরেও উরু থেকে উর্বশীর জন্মবৃত্তান্ত কথিত হয়েছে। স্কন্দপুরাণে (আবন্ত্যখণ্ড) বদরিকাশ্রমে তপস্যরত নরনারায়ণের তপোবিনষ্টির উদ্দেশ্যে দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত অপ্সরাবৃন্দ বিচিত্র লীলাভঙ্গী সহকারে নৃত্য প্রদর্শন শুরু করে। এদের আচরণে বিরক্ত হয়ে অপ্সরাদের অপেক্ষাও রূপবতী এক নারী সৃজন করলেন নর ঋষি স্বীয় উরুদ্বয় থেকে সহকার মঞ্জরীর সহায়তায়।

এই উরুজাতা রমণী হলেন উর্বশী।

এবং সকল্প্য চ নরো নারায়ণমুবাচ হ।
করিষ্যাম্যহমেকাং বৈ আসাস্ত রূপতোঽধিকাম্ ॥
মঞ্জর্য্যা সহকারস্ত স্ত্রীমূরুভ্যাং চকার হ।
রূপেণাপ্রতিমাং লোকে সর্বাভরণ ভূষিতাম্ ॥[৬]

বামনপুরাণেও উর্বশীকে উরু থেকে সৃষ্টি করেছেন নরনারায়ণ। মহাদেব কর্তৃক মদন ভস্মের পরে নর-নারায়ণ অনঙ্গ ও মদনকে আহ্বান করলেন এবং অক্ষুব্ধচিত্তে কুসুমমঞ্জরী দিয়ে নিজের উরু থেকে সুবর্ণাঙ্গী উবর্শীকে নির্মাণ করলেন।

১ সৃষ্টিখণ্ড—২২।২৬ ২ সৃষ্টিখণ্ড—২২।২৮ ৩ স্কন্দপুঃ, আবন্ত্যখণ্ড—৮।৩৩-৩৪

ততো বিহস্য ভগবান্ মঞ্জরীং কুসুমাবৃতাম্।
আদায় প্রাক্ সুবর্ণাঙ্গীমূরোর্বালাং বিনির্মমে ॥[১]

অতঃপর নারায়ণ বললেন :

ইয়ং মমোরুসম্ভূতা কামাপ্সরমাধবী।
নীয়তাং সুরলোকায় দীয়তাং বাসবায় চ ॥[২]

—হে কাম! হে অপ্সরাগণ! হে বসন্ত! তোমরা আমার ঊরুসম্ভব এই বালাকে সুরলোকে লইয়া দেবরাজের হস্তে সম্প্রদান কর।[৩]

কালিকাপুরাণে উর্বশী দেবীরূপে কামাখ্যা দেবীর সহচরী হয়ে কামাখ্যা মহাপীঠে অমৃতপাত্র ধারণ করে ভস্মকূটের দক্ষিণে অবস্থান করে কামাখ্যার যোনিমণ্ডলে অমৃতসেক করেছেন।

দক্ষিণে ভস্মকূটস্য দেবী পীযূষধারিণী।
উর্বশী নাম বিখ্যাতা শক্রপ্রীতিকরী সদা ॥
দেবৈর্যৎ স্থাপিতং পূর্বমমৃতং ভোজনায় বৈ।
কামাখ্যায়া স্তদাদায় স্বয়ং তিষ্ঠতি চোর্বশী ॥
শিলারূপো হরস্তাস্ত সমাবৃত্যৈব তিষ্ঠতি।
সা চৈবামৃতরাশিস্ত কৃত্বা কিঞ্চন কিঞ্চন।
উপস্থাপয়তে নিত্যং কামাখ্যা যোনিমণ্ডলে ॥[৪]

—ভস্মকূটের দক্ষিণে ইন্দ্রের প্রীতিকরী উর্বশী নামে বিখ্যাতা অমৃতধারিনী দেবী আছেন। অমৃতভোজনের নিমিত্ত যে পাত্র পুরাকালে দেবগণ স্থাপিত করেছিলেন, সেই পাত্র কামাখ্যার কাছ থেকে স্বয়ং গ্রহণ করে দেবী বিরাজ করছেন। প্রস্তরীভূত শিব তাঁকে আবৃত করে বিরাজ করছেন। তিনি একটু একটু করে অমৃতরাশি নিত্য কামাখ্যার যোনিমণ্ডলে স্থাপিত করছেন।

কালিকাপুরাণে উর্বশীদেবীর মূর্তির বিবরণ :

উর্বশী দ্বিভুজা প্রোক্তা স্বর্ণকংকণধারিণী।
সৌবর্ণপাত্রমমৃতপ্লাবণায় বিভর্তি চ ॥
শুক্লবস্ত্রা গৌরবর্ণা পীনোন্নত পয়োধরা।
সর্বাঙ্গসুন্দরী শুদ্ধা সর্বাভরণভূষিতা ॥[৫]

১ বামনপুঃ—৭।৩ ২ বামনপুঃ—৭।১৮ ৩ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
৪ কালিকাপুরাণ—৬২।৩৪-৩৭ ৫ কালিকাপুরাণ—৬২।৯৮-৯৯

—উর্বশী দ্বিভুজা, স্বর্ণকংকণধারিণী, অমৃতক্ষরণের নিমিত্ত স্বর্ণপাত্র ধারণ করে আছেন। তিনি শুভ্রবসনা, গৌরবর্ণা, পীন এবং উন্নত পয়োধরবিশিষ্ট, সর্বাঙ্গসুন্দরী, পবিত্র সকল প্রকার অলংকারভূষিতা।

বেদে যিনি ছিলেন রাত্রি অবসানের প্রথম সূর্যকরস্নাতা নৃত্যময়ী সর্বব্যাপিনী আকাশবিহারিণী উষারূপিণী অপ্সরা, তিনিই দেবনর্তকীশ্রেষ্ঠা স্বর্গবারাঙ্গনা হয়েও দেবীরূপে অধিষ্ঠিতা। আধুনিক কবির দৃষ্টিতে তিনিই হলেন মানবের অলভ্যা সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

গ্রন্থপঞ্জী

সংস্কৃত গ্রন্থ

১। ঋগ্বেদ—রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, ১২৯২।

২। ঋগ্বেদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত।

৩। ঋগ্বেদ—রমানাথ লাহিড়ী সম্পাদিত।

৪। শুক্ল যজুর্বেদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত।

৫। শুক্ল যজুর্বেদ—জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, ১৯০৮।

৬। অথর্ববেদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত।

৭। কৃষ্ণযজুর্বেদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত।

৮। মৈত্রায়ণী সংহিতা—যোগেন্দ্রনাথ বাগচী সম্পাদিত।

৯। সামবেদ সংহিতা—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত, ১৩৩৩।

১০। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ।

১১। কৌশিতকী ব্রাহ্মণ।

১২। শতপথ ব্রাহ্মণ।

১৩। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

১৪। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।

১৫। তবল্‌কার ব্রাহ্মণ।

১৬। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, দেবসাহিত্য কুটীর, ১৩৬৫।

১৭। মণ্ডুকোপনিষৎ—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত।

১৮। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

১৯। ঈশোপনিষৎ—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, দেবসাহিত্য কুটীর, ১৩৫৬।

২০। কঠোপনিষৎ— ঐ।

২১। ঐতরেয় আরণ্যক।

২২। পারস্কর গৃহ্যসূত্র।

২৩। গোভিল গৃহ্যসূত্র—সত্যব্রত সামশ্রমী সম্পাদিত, ১৮৮৬।

২৪। গৃহ্য সংগ্রহ—সত্যব্রত সামশ্রমী সম্পাদিত, ১৮৯১।
২৫। সর্বানুক্রমণি।
২৬। প্রশ্নোপনিষৎ।
২৭। বৃহদ্দেবতা।
২৮। নিরুক্ত—যাস্ক, অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত, (ক.বি.), ১৯৫৫, (১ম—৪র্থ খণ্ড)।
২৯। বাল্মীকিপ্রণীতম্ রামায়ণম্—তিলকটীকা সহ।
৩০। মহাভারতম্—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১৮৩০ শকাব্দ।
৩১। মহাভারতম্ বর্ধমান রাজবাটী সংস্করণ, ১৮০৩ শকাব্দ।
৩২। বিষ্ণুপুরাণ—বঙ্গবাসী সং, ১২৯৪।
৩৩। বিষ্ণুপুরাণ—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১৩৩১।
৩৪। কালিকাপুরাণ।
৩৫। লিঙ্গপুরাণ।
৩৬। বরাহপুরাণ।
৩৭। বায়ুপুরাণ।
৩৮। বামনপুরাণ।
৩৯। পদ্মপুরাণ (সৃষ্টি খণ্ড)—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।
৪০। পদ্মপুরাণ (ভূমি খণ্ড), ঐ ১৩৩১।
৪১। পদ্মপুরাণ (ক্রিয়াযোগসার)— ঐ।
৪২। কূর্মপুরাণ।
৪৩। মার্কণ্ডেয়পুরাণ—মহেশচন্দ্র পাল প্রকাশিত, ১৮১২ শকাব্দ।
৪৪। মৎস্যপুরাণ—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী প্রকাশিত, ১৩১৬।
৪৫। স্কন্দপুরাণ (কাশী খণ্ড)— ঐ।
৪৬। স্কন্দপুরাণ (প্রভাস খণ্ড)— ঐ।
৪৭। স্কন্দপুরাণ (রেবা খণ্ড)— ঐ।
৪৮। স্কন্দপুরাণ (ব্রহ্ম খণ্ড)— ঐ।
৪৯। স্কন্দপুরাণ (আবন্ত্য খণ্ড)— ঐ।
৫০। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ঐ, ১৮২৭ শকাব্দ।
৫১। ভবিষ্যপুরাণ।

৫২। সৌরপুরাণ।

৫৩। অগ্নিপুরাণ।

৫৪। বৃহদ্ধর্মপুরাণ—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী প্রকাশিত, ১৩০০ সাল।

৫৫। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

৫৬। শিবপুরাণ (বায়বীয় সংহিতা)।

৫৭। শিবপুরাণ (জ্ঞান সংহিতা)।

৫৮। শ্রীমদ্ভাগবতম্—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী প্রকাশিত, ১৩৩৪।

৫৯। হরিবংশম্— ঐ।

৬০। দেবীভাগবতম্— ঐ, ১৮২৪ শকাব্দ।

৬১। গীতা।

৬২। গণেশ-গীতা।

৬৩। কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্—আর্. শ্যামা শাস্ত্রী সম্পাদিত, ১২৯৪।

৬৪। প্রপঞ্চসারতন্ত্রম্—আর্থার এ্যাভলন সম্পাদিত।

৬৫। সারদাতিলকতন্ত্রম্— ঐ।

৬৬। মহানির্বাণতন্ত্রম্— ঐ।

৬৭। বহ্বৃচোপনিষৎ— ঐ।

৬৮। তন্ত্ররাজতন্ত্রম— ঐ।

৬৯। তন্ত্রসারঃ—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী প্রকাশিত, ১৩৩৪।

৭০। ভরতমুনি প্রণীতম্ নাট্যশাস্ত্রম্।

৭১। বৃহৎসংহিতা—বরাহমিহির, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১০১৪ শকাব্দ।

৭২। ভাগবৎসন্দর্ভ—শ্রীজীব গোস্বামী প্রণীত।

৭৩। কুমারসম্ভব কাব্যম্—মহাকবি কালিদাস বিরচিত, বরদাপ্রসাদ মজুমদার প্রকাশিত—১৯২৬।

৭৪। মনুসংহিতা।

৭৫। চরকসংহিতা—বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩০০ সাল।

৭৬। শুক্রনীতিসারঃ,

৭৭। শ্রীশ্রীচণ্ডী—শ্যামাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত।

বাঙালা গ্রন্থ

১। ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ (১ম খণ্ড)—রমেশচন্দ্র দত্ত, ১২৯২।
২। ঐ (২য় খণ্ড)—১২৯৩।
৩। মহাভারতের বঙ্গানুবাদ (১-৫)—কালীপ্রসন্ন সিংহ, বসুমতী সং।
৪। মহাভারতের বঙ্গানুবাদ—বর্ধমান রাজবাটী সং—১৭৯৪ শকাব্দ।
৫। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল—পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত (ক.বি.), ১৯৬২।
৬। রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল—ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত, বর্ধমান সাহিত্যসভা প্রকাশিত, ১৩৫১।
৭। মঙ্গলচণ্ডীর গীত—দ্বিজমাধব রচিত—সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত (ক.বি.), ১৯৬৫।
৮। কবিকঙ্কণ চণ্ডী—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, পূর্ণচন্দ্র শীল প্রকাশিত, ১৩৩৪।
৯। মনসার ভাসান—ক্ষমানন্দ কেতকাদাস, বিহারীলাল সরকার প্রকাশিত, ১২৯২ সাল।
১০। অভয়ামঙ্গল—আশুতোষ দাস সম্পাদিত (ক.বি.), ১৯৫৭।
১১। শিবায়ন—রামেশ্বর ভট্টাচার্য—যোগিলাল হালদার সম্পাদিত (ক.বি.), ১৯৪৭।
১২। সারদামঙ্গল—বিহারীলাল চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৬।
১৩। নৈবেদ্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতী)।
১৪। কথা— ঐ।
১৫। পূরবী— ঐ।
১৬। শ্যামলী— ঐ।
১৭। প্রান্তিক— ঐ।
১৮। মেঘনাদবধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
১৯। বীরাঙ্গনা কাব্য— ঐ।
২০। বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬১।
২১। কাব্য সঞ্চয়ন—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্. সি. সরকার, ১৯৫৩।
২২। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙ্গালীর উত্তরাধিকার, ১ম খণ্ড, জাহ্নবী চক্রবর্তী, ডি. এম্ লাইব্রেরী।

২৩। রবীন্দ্রসঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
২৪। বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—দুর্গাদাস লাহিড়ী।
২৫। ভাষার ইতিবৃত্ত—ডঃ সুকুমার সেন, ইস্টার্ন পাবলিশার্স।
২৬। ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ভারতী লাইব্রেরী, ১৩৭২।
২৭। বেদের পরিচয়—যোগিরাজ বসু।
২৮। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র—রাধাগোবিন্দ বসাক, জেনারেল প্রিন্টার্স—১৯৫০।
২৯। পঞ্চোপাসনা—ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফার্মা কেএল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬০।
৩০। সাধক কবি কমলাকান্ত—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ভট্টাচার্য্য সন্স্ (প্রাঃ) লিঃ, ১৯৫৭।
৩১। সাধক কবি রামপ্রসাদ—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ভট্টাচার্য সন্স্, ১৯৫৪।
৩২। বৌদ্ধ দেবদেবী—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী, ১৩৬২।
৩৩। মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ—রজনীকান্ত গুহ, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী, ১৩৫১।
৩৪। বাংলাদেশের ইতিহাস—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স, এণ্ড পাবলিশার্স, ১৩৫৬।
৩৫। প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী—ডঃ সুকুমার সেন, বিশ্ববিদ্যা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৩।
৩৬। ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত—উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ১ম খণ্ড, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৫৭।
৩৭। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা—৩য় খণ্ড, অশোক মিত্র সম্পাদিত ও ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত।
৩৮। প্রচার পত্রিকা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১ম খণ্ড ১২৯১।

ইংরাজী গ্রন্থ

1. Hindu Polytheism—Alain Danielou, Routledge, & Kegan Paul, London.
2. On the Veda—Sri Aravinda, Aravinda Asram, Pandichari.
3. Essays—Hume.
4. Ancient and Hindu Mythology—Lieutenant colonel Vans Kennedy.
5. Vedic Reader—A. Macdonell.
6. Cambride History of India—Vol. I, Ed. E. J. Rapson. Cambridge University Press, 1922.
7. Vedic Age—Bharatiya Itihasa Samiti, Allen & Unwin, 1952.
8. A History of Indian Literature—Vol. I, Pt. I, —M. Winternitz (C.U.), 1959.
9. Hinduism and Buddhism—Sir Charles Eliot, Vols. I & II.
10. Buddhist and Hindu Mythology—Lieut. Col. Vans. Kennedy.
11. Chips from a German Workshop—Maxmuller, Vols. I, II & III (1867).
12. Indian Wisdom—Prof. Williams.
13. Ṛgvedic culture—Dr. A. C. Das, R. Cambray & Co, 1925.
14. Rigvedic India—Dr. A. C. Das (C.U), 1921.
15. Elements of Hindu Iconography—Gopinath Rao.
16. Epic Mythology—E. W. Hopkins.
17. Vedic Mythology—Macdonell.
18. Gods of India—Rev. E. Osborn Martin.
19. Ancient India—as described by Arrian and Megasthenes, McCrindle, Rev. Edn.—R. C. Mazumdar, 1960.
20. Chandragupta Maurya and his times—Dr. Radha Kumud Mukherjee, Rajkamal Publications, 1953.

21. Ancient Indian Numismatics—Surendra Kisor Chakraborti, 1931.
22. Development of Hindu Iconography—Jitendra Nath Banerjee, (C.U.), 1941.
23. History of Indian Literature—A. Weber, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1914.
24. Science and Language—Maxmuller, Vol. II (5th Edn.), 1882.
25. Introduction to Aitareya Brahmana—Vol. I (1863).
26. Buddhism and Mythology of Evil—T. O. Ling.
27. Great Epics of India—E. W. Hopkins.
28. Religion and Philosophy of the Veda—Dr. A. B. Keith.
29. Indian Coins—Rapson
30. Vedic Index—Vols. I & II—Macdonell & Keith (Matilal Benarasi Das, Beneras).
31. Epics Myths & Legends of India—P. Thomas, D. B. Taraporevala, Bombay.
32. Classical Dictionary of Hindu Mythology Religion, Geography History and Literature—John Dowson.
33. Ṛgveda (Translation)—Maxmuller, Vol. I, (1869).
34. Religion of the Veda—Bloomfield.
35. Introduction to Mythology & Folklore—Cox.
36. Ṛgveda—Rev. Krishna Mohan Bandyopadhyaya.
37. Primitive Culture—J. Tylor.
38. India what can it teach us—Maxmuller (1883).
39. Mahabharata as a history and a drama Promatha Nath Mullick—Thacker Spink & Co. (1933).
40. Saddhava Kalyāna Sakti Anka—Woodrof, 1938.
41. Gods of Northern Buddhism—Alice Getty, Oxford Clarendon Press, 1914.
42. Secret Doctrine—M. Blavatsky—Vol. II.
43. Religion of the Vedas—Bloomfield (1908).
44. Origin and growth of Religion—Maxmuller.
45. Chamber's Encyclopedia.
46. Greek Myths—Vol. I & II, Robert Graves (Penguine).

47. Translation of Ṛgveda—Wilson.
48. Hindu Mythology—W. J. Wilkins.
49. Religions of India—M. Barth.
50. Selected Essays—Vol. I, Maxmuller (1881).
51. Journal of the Dept. of Science—Vol. VI (C.U.).
52. Calcutta Review—January, 1961.
53. Journal of German Oriental Society—Vol. XXII.
54. Muir's Oriental Sanskrit Texts—Vols. 5, 18, 49.
55. Vedic Selections—Vols. I & II (C.U.).
56. Bengali Selections—(C.U.).

নির্দেশিকা

গ্রন্থকার

বিবিধ

ইংরাজী

দেবতা

গ্রন্থ

গ্রন্থকার

অন্যান্য

হিন্দুদের দেবদেবী

উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

দ্বিতীয় পর্ব

ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

এম্. এ. (ট্রিপ্‌ল্), পি-এইচ্. ডি.,

কাব্যপুরাণতীর্থ, সাহিত্যভারতী।



ফার্মা কেএলএম (প্রাইভেট) লিমিটেড

কলিকাতা * * * ১৯৬০

প্রকাশক :
ফার্মা কেএলএম (প্রাইভেট) লিমিটেড,
২৫৭বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২।

প্রথম প্রকাশ—১৯৬০

মুদ্রক :
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ জানা
মর্ম্মবাণী প্রেস
১৭-এ, যোগীপাড়া বাই লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬।

যাঁর আন্তরিক উৎসাহ ছিল আমার
সকল গবেষণা কর্মের প্রেরণা,
আমার যে কোন রচনা পড়ার জন্য
ছিল যাঁর অক্ষয় উৎসাহ,
যিনি প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন
আমার যে কোন রচনাপাঠ করেই,
সেই অগ্রজোপম সহকর্মী বন্ধুবিদ্,
অকাল প্রয়াত

অধ্যাপক **সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়** এম্. এ. (ডবল্)
মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে—

সূচীপত্র

নিবেদন

হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ—দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হোল। গ্রন্থটি দুই পর্বে সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা একদা করেছিলাম। কিন্তু হিন্দু নামে কথিত এই জাতিটির শাস্ত্র গ্রন্থেরও যেমন অন্ত নেই, তেমনি অন্ত নেই দেবতার সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের। একই দেবতার রূপকল্পনায় কত বৈচিত্র্য! নূতন নূতন তথ্য ও অধিকতর সংখ্যক দেবকল্পনার আলেখ্য সংগৃহীত হওয়ার ফলে গ্রন্থের কলেবর ক্রমবর্ধিত হতে থাকায় সমগ্র দেবকুলের বৈচিত্র্যময় ইতিবৃত্ত দুই খণ্ডের স্থলে তিন খণ্ডে প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। অবশ্য তিন খণ্ডেই যে সকল দেবতার ইতিকথা ও পরিচয় সম্পূর্ণ হবে—তা মনে করি না। প্রথম পর্বে প্রধানতঃ বৈদিক যুগে অর্চিত দেবগোষ্ঠির পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে প্রধানতঃ পুরাণ ও তন্ত্রে বর্ণিত দেবকুলের কথা স্থানলাভ করেছে। তবে কোন দেবতাকেই বৈদিক, পৌরাণিক বা তান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে সহজ শ্রেণী-বিন্যাস সম্ভব নয়। কারণ অধিকাংশ দেবতারই উৎস ঋগ্বেদে বা বৈদিক সাহিত্যে। ক্রমে ক্রমে এঁদের রূপের বিবর্তন ঘটেছে। একটি দেবসত্তা থেকে যেমন অনেক দেবতার পৃথকসত্তা যুগে যুগে প্রকটিত, তেমনি একাধিক দেবসত্তার সংমিশ্রণে নূতন দেবসত্তার আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। অথচ হিন্দুর প্রায় সকল দেবতারই উৎস একই সর্বব্যাপী চৈতন্যরূপী প্রাণশক্তি সূর্যাগ্নি; আবার যে কোন দেবতার অর্চনার মধ্যদিয়েই একেশ্বরের অর্চনার অনুভূতি সর্বত্রই বিরাজমান।

গীতাতেই শ্রীভগবান্ বলেছেন—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তমেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥

—যে যে ভক্ত যে যে দেবসত্তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্চনা করতে ইচ্ছা করে, সেই দেবতাতেই আমি তাদের অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করে থাকি। সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই ভক্ত সেই দেবতারই আরাধনা করে থাকেন, এবং সেই দৈবারাধনা থেকে সংপ্রদত্ত ফল লাভ করে থাকেন।

হিন্দুর দেব-কল্পনার বা দেব-অর্চনার এইটিই প্রধান কথা। দ্বিতীয় পর্বে পৌরাণিক যুগের এমন কি আধুনিক যুগেরও তিন প্রধান দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—যাঁরা মূলতঃ এক হয়েও গুণকর্ম অনুসারে ত্রিধা বিভক্ত,—যাঁদের সাধারণতঃ ত্রয়ী দেবতা (Trilogy) বলা হয়,—শাখা, প্রশাখা ও গণসহ স্থান গ্রহণ করেছেন। যদিও ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা হিসাবে প্রথম স্থানের অধিকারী—পালন-কর্তা বিষ্ণু দ্বিতীয় ও ধ্বংসকর্তা রুদ্র তৃতীয় স্থানের অধিকারী হিসাবেই ক্রম-বিন্যস্ত হয়ে থাকেন, তথাপি এই গ্রন্থে রুদ্র-শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা এই ক্রমে তিন দেবতাকে স্থাপন করেছি। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা হলেও বিভিন্ন দেবসত্তার সংমিশ্রণে অপেক্ষাকৃত অবাচীনকালে পৌরাণিক যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে রুদ্র-শিব ও বিষ্ণু ঋগ্বেদেই বন্দিত ও স্তুত। এই দুই দেবতার মধ্যে বেদে রুদ্র অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছেন। আধুনিক হিন্দুসমাজে রুদ্র-শিব ও বিষ্ণু বিভিন্ন আকারে বিচিত্র আধারে ভারতের সর্বত্র পূজিত হচ্ছেন। আধুনিক কালে বিষ্ণুই বোধ করি সকলের উপরে অধিষ্ঠান করছেন। ব্রহ্মার উদ্ভব অনেক পরে হওয়া সত্ত্বেও জনপ্রিয়তায় তিনি উচ্চস্থান অধিকার করতে পারেন নি। বিষ্ণু ও শিবকে ঘিরে যে বহুতর বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে, ব্রহ্মোপাসক তেমন কোন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়নি—ব্রহ্মার মূর্তিপূজাও কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মা তাই সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি বিধাতা হিসাবে এবং নরনারীর বৈবাহিক মিলনের কর্তা হিসাবে পুরাণের পাতায় এবং জনমনে নিবদ্ধ আছেন। সেইজন্যই ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মার স্থান শিব ও বিষ্ণুর পরেই নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

এই দেবতাবৃন্দ ছাড়া আর যাঁরা বাকী রইলেন, আমার জ্ঞানের পরিধির মধ্যে তাঁরা আবির্ভূত হবেন তৃতীয় পর্বে। তৃতীয় পর্বে পুরাণ-তন্ত্র বহির্ভূত কিছু কিছু দেব-কল্পনা সম্পর্কেও অল্প-বিস্তর আলোচনা করেছি। এই বিশাল ভারতবর্ষে অঞ্চলে অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে অসংখ্য স্থানীয় দেবতার বৈচিত্র্যময় রূপ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। একক প্রয়াসে এবং সীমিত অর্থসামর্থ্যে সকল দেবতার রূপবৈচিত্র্য ও ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই পুঁথিনির্ভরতাই আমার প্রধান অবলম্বন। অবশ্য বিভিন্ন স্থানীয় দেবতাও বিষ্ণু, শিব, শক্তি প্রভৃতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন।

এই গ্রন্থ রচনায় আমার প্রধান অবলম্বন বৈদিক সাহিত্য, পৌরাণিক সাহিত্য ও তন্ত্রগ্রন্থ এবং কিছু কিছু বাঙ্গলা কাব্য। অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অধিকার

থাকলে এই গ্রন্থকে আরও সম্পূর্ণতা দান করা সম্ভব হোত। হিন্দু দেবগোষ্ঠীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ আমার লক্ষ্য। প্রয়োজনবশে বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্যান্য পুরাণকাহিনীতে বিরাজিত দেবদেবী সম্পর্কে অল্প-বিস্তর আলোচনা বা উল্লেখ করেছি। গুণকর্মের স্বল্পাধিক সাদৃশ্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নামসাদৃশ্যদ্বারা হিন্দুদেবীদের উদ্ভব, বিকাশ ও স্বরূপ আলোচনায় ভিন্ন জাতের এবং ভিন্ন আদর্শের পৌরাণিক কাহিনী বিশেষ সহায়তা করবে বলে মনে না হওয়ায় এবং স্থানাভাববশতঃও তুলনামূলক পুরাণ-কথার বিস্তৃত আলোচনা থেকে বিরত থেকেছি, তবে বিষয়টি অবশ্যই কৌতূহলো-দ্দীপক। এ বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য পৃথক একটি গ্রন্থরচনা আবশ্যক। এই গ্রন্থের তৃতীয় পর্বের প্রকাশনার পর এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনার অভিলাষ আপাততঃ মনেই পোষণ করছি।

হিন্দুর বিপুল শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করে কোন পাঠকের পক্ষেই আমার বক্তব্যের সমর্থনে অথবা বিরুদ্ধে উল্লেখ্য স্থানগুলি খুঁজে বার করা সহজ বা সম্ভব নয় বলে—বিশেষতঃ বহু গ্রন্থই দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য হওয়ায়—বহু গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়েছি মননশীল সুধী পাঠকের সুবিধার কথা ভেবেই। আমার বক্তব্য যে মনগড়া নয়—শাস্ত্রসিদ্ধ, এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করানোর জন্যই উদ্ধৃতির আবশ্যকতা অনুভব করেছি। বোঝার সুবিধার জন্যই সংস্কৃত উদ্ধৃতির স্বকৃত অথবা বিদ্বজ্জনকৃত অনুবাদও সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

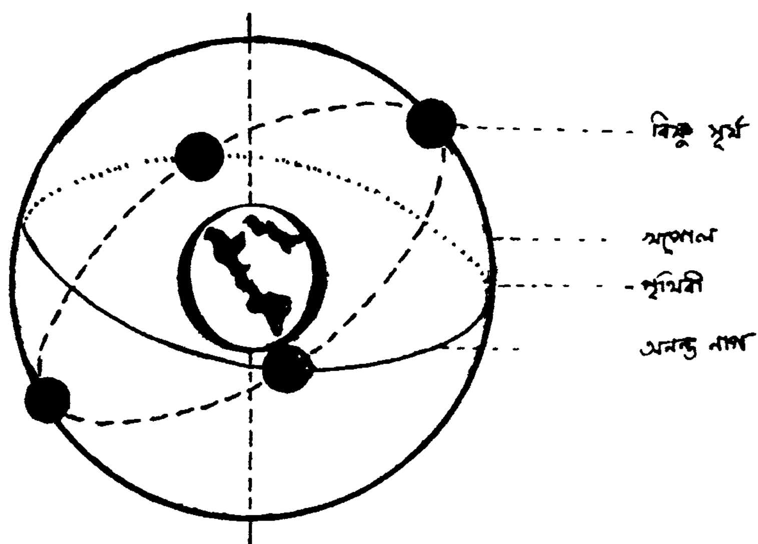
স্বল্পকালের মধ্যে দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত করার জন্য ফার্মা কেএলএম-এর কর্ণধার শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের আগ্রহ ও আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর কাছে আমি সর্বতোভাবে ঋণী। ঋণ রয়ে গেল আরও অনেকের কাছেই। গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে অকৃত্রিম উৎসাহ ও সহ-যোগিতার জন্য সহকর্মী অধ্যাপক ডঃ মহেন্দ্রনাথ বৈরাগীর ঋণও অপরিশোধ্য। গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত ও শোভনাবয়ব করার জন্য কানাইবাবুর সহকারী শ্রীযুক্ত শ্রীপতি প্রসাদ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ চক্রবর্তীর আন্তরিক প্রয়াস অভিনন্দন-যোগ্য। এঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। আর কৃতজ্ঞতা জানাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। সরকার প্রথম পর্বের মত দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশের জন্যও অনুদান মঞ্জুর করে আর একবার বিদ্যানুরাগিতার পরিচয় দিয়েছেন।

দেব-চরিত্রের ক্রমবিকাশ পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে মৎপ্রদত্ত বিবরণ অনুসারে

দেবতাদের ক্রমবিবর্তনের রেখাচিত্র অংকন করেছে দুই কিশোর শিল্পী আমার কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ কণাদ ভট্টাচার্য ও তার বন্ধু শ্রীমান্ অমরেশ সাহা। এদের শিল্পনৈপুণ্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুতে সহায়তা করেছে আমার ছাত্র শ্রীমান্ অনিল ঘোষ এবং আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ গৌতম ভট্টাচার্য। এদের আন্তরিক আশীর্বাদ জ্ঞাপন করি। মর্মবাণী প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ জানার আন্তরিক প্রয়াসের ফলেই গ্রন্থটির পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ ও দ্রুত যন্ত্রমুক্তি সম্ভব হয়েছে। এজন্য সুরেন্দ্রবাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই গ্রন্থের প্রথম পর্ব সুধীজনেব সমাদর লাভ কবায় আমার প্রয়াস সফলতায় মণ্ডিত হয়েছে। অনেকেই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত দেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আশা করি দ্বিতীয় পর্বও গুণিজনেব মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে। তৃতীয় পর্বও অনতিবিলম্বে আগ্রহী পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারবো বলে আশা করছি।

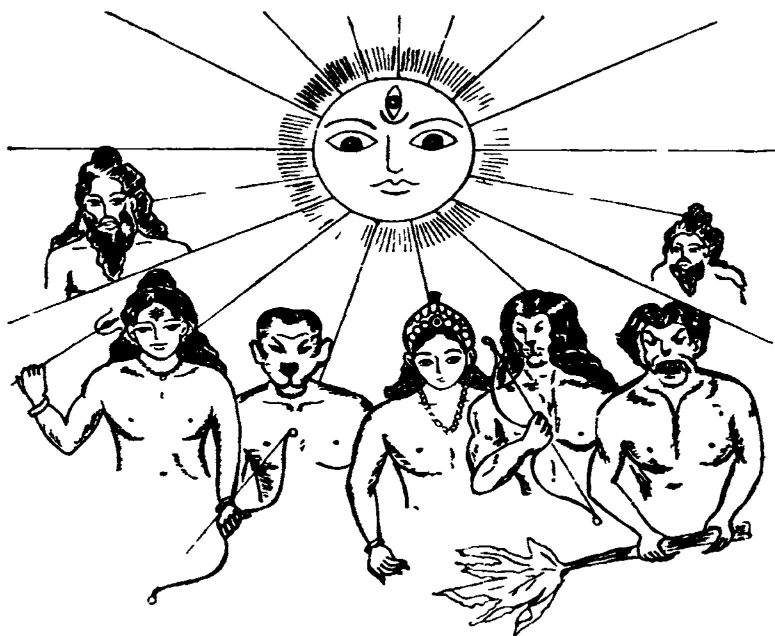
সচ্চিদানন্দবাবু ও আমাদের সকলের ঐকান্তিক সদিচ্ছা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও মুদ্রণপ্রমাদ ফণা তুলে ফোঁস করে ওঠে। তাকে দমন করতে পরবর্তী সংস্করণের জন্য অপেক্ষা করতেই হবে।



বিষ্ণুর অনন্তশয্যা



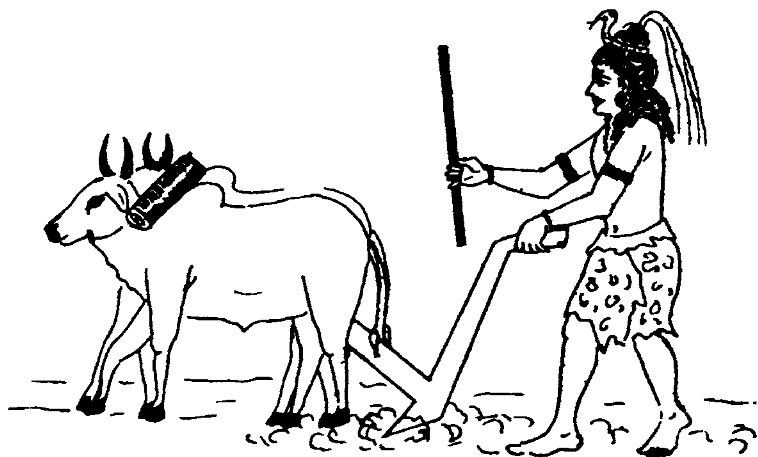
অনন্ত শয্যায় বিষ্ণু পৌরাণিক



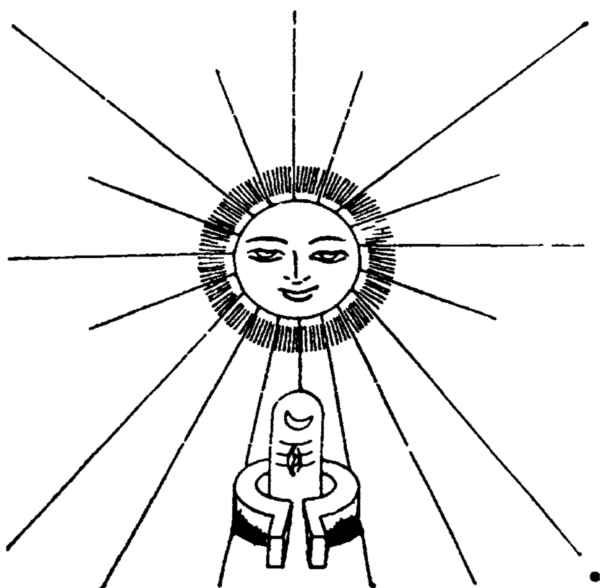
রুদ্রগণ



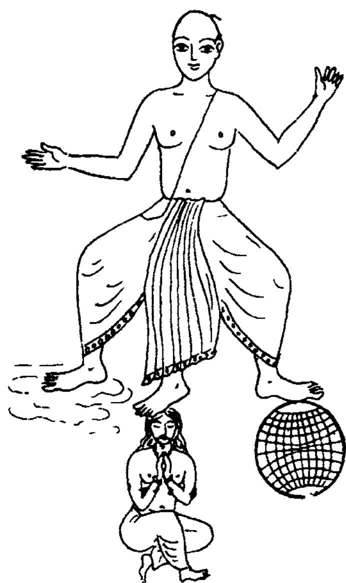
গণেশ



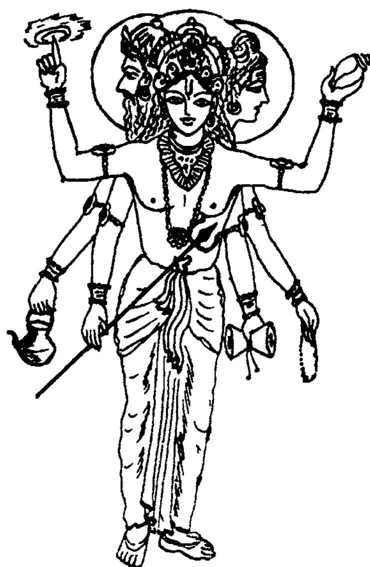
কৃষকা শিব



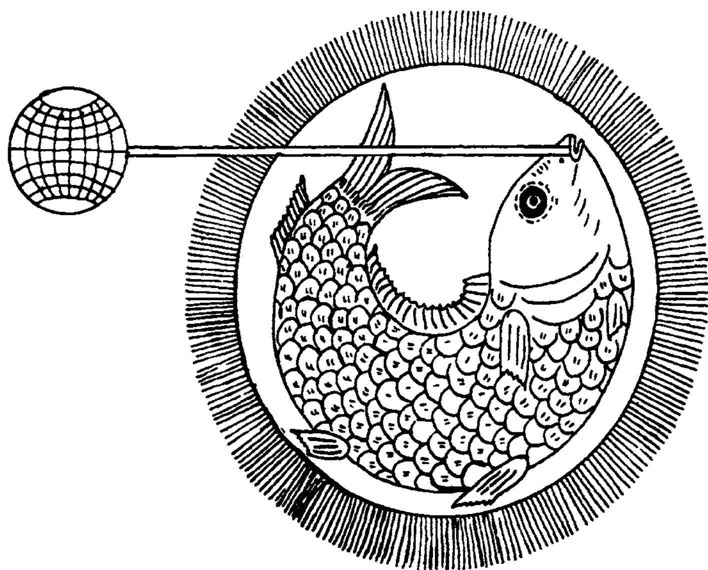
জ্যোতির্লিঙ্গ



বামন অবতার



ত্রিমূর্তি



মৎস্যাবতার



বৈদিক স্কন্দ (ষড়হ যাগ)



ষড়ানন কার্তিকেয়



বৈদিক রুদ্র



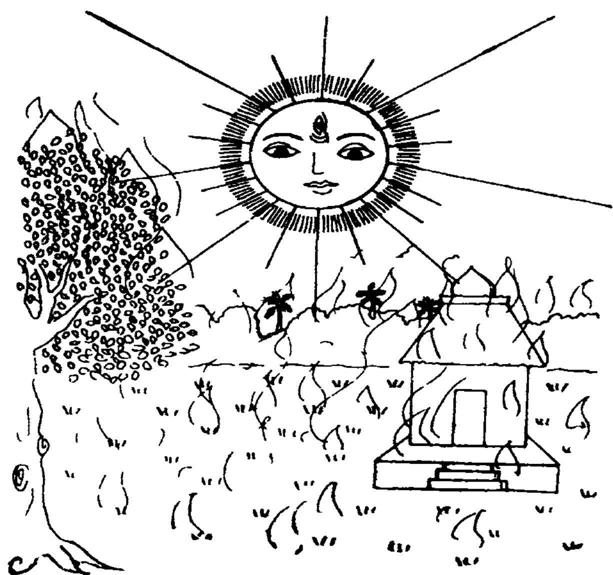
লৌকিক শিব



পঞ্চানন শিব



অর্ধনারীশ্বর



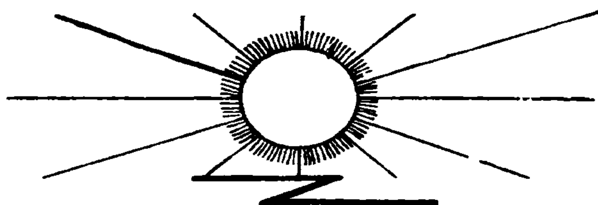
রুদ্রের স্বরূপ

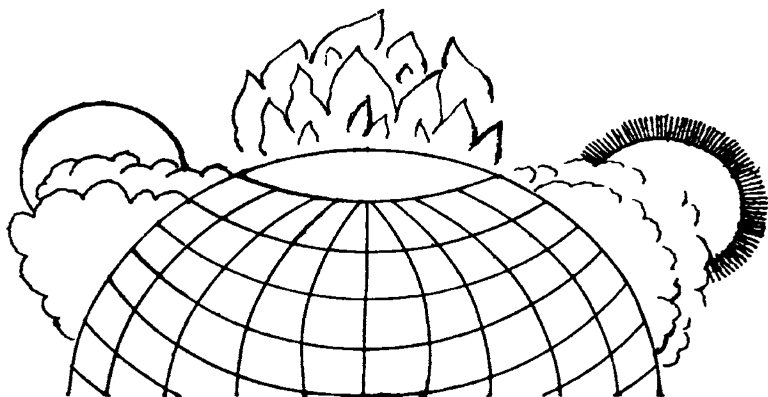


যোগিরাজ শিব

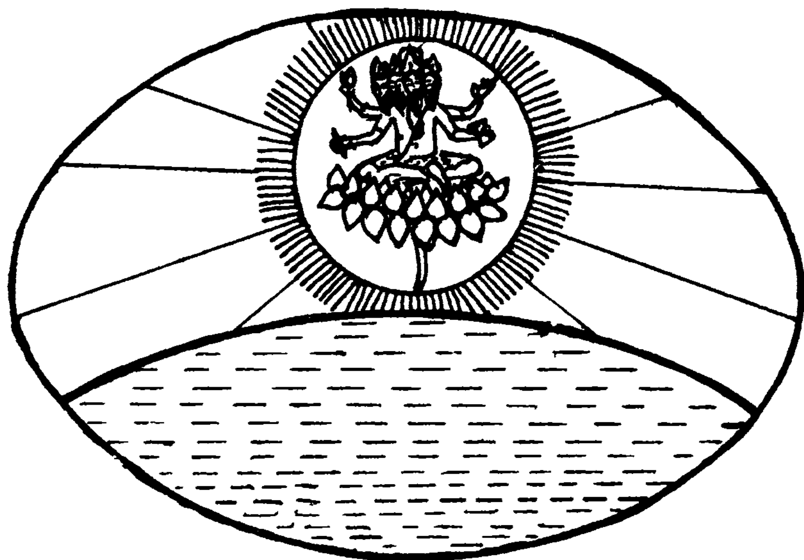


একালের কার্তিকেয





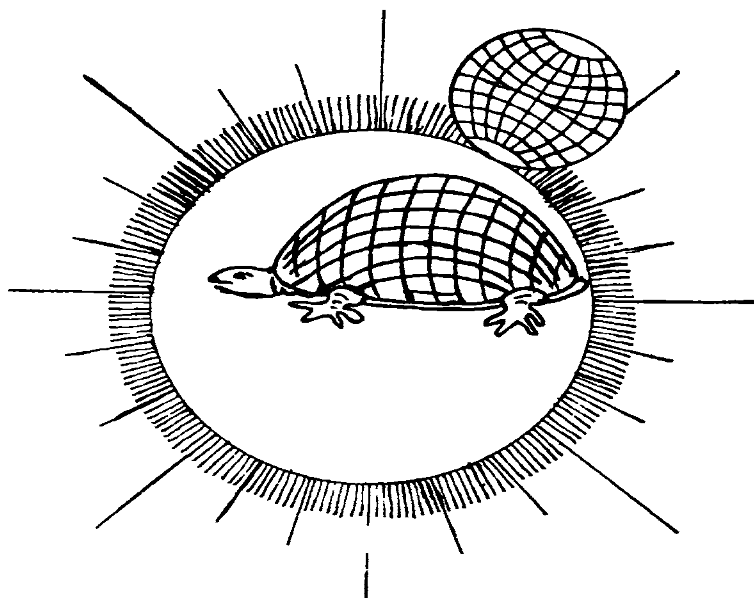
বিষ্ণুর ত্রিপাদ বিক্ষেপ



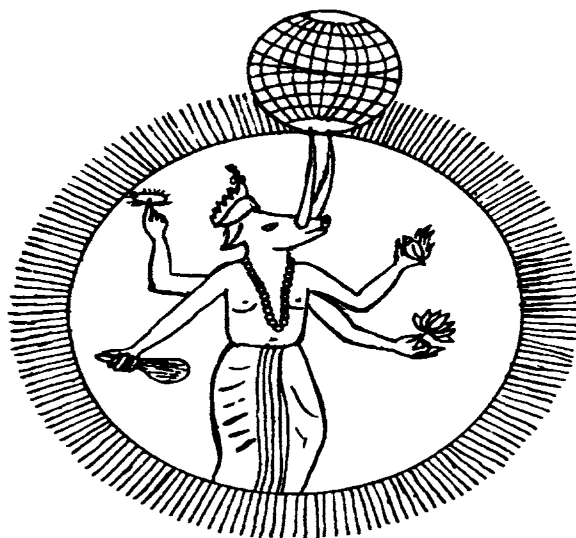
ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ব্রহ্মা



পৌরাণিক ব্রহ্মা



কূর্মাবতার



বরাহাবতার

দেবতা ত্রয়ী

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব একই দেবতা —তিনে এক—একে তিন। একই দেব-সত্তার সৃজনশক্তি, পালনশক্তি ও লয়শক্তি—তিনটি পৃথক দেবতায় পরিণত হয়েছেন। বিষ্ণুর নাভিতে জন্ম ব্রহ্মার—ব্রহ্মার ললাট বা মুখ থেকে জন্ম রুদ্রের। পুরাণে কখনও ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ, তিনি দেবতাদের পিতামহ, স্বয়ম্ভূ—কখনও বিষ্ণু জগৎসৃষ্টির আদি কারণ, আবার কখনও শিব আদিদেব—সকল দেবতার মধ্যে বৃদ্ধতম। এতৎসত্ত্বেও পুরাণে তিন দেবতা একই অথবা একের ত্রিধা প্রকাশরূপে বর্ণিত।

স্রষ্টা সৃজতি চাত্মানং বিষ্ণুঃ পাল্যঞ্চ পাতি চ।
উপসংহ্রিয়তে চান্তে সংহর্তা চ স্বয়ং হরিঃ॥
ব্রহ্মা ভূত্বাঽসৃজদ্বিষ্ণুর্জগৎ পাতি হরিঃ স্বয়ম্।
রুদ্ররূপী চ কল্পান্তে জগৎ সংহরতে প্রভুঃ॥[১]

—স্রষ্টা নিজেকেই সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু নিজেই পাল্য এবং পালক, হরি স্বয়ং প্রলয়কালে নিজেকে উপসংহৃত করেন এবং সংহারও করেন। হরি স্বয়ং ব্রহ্মা হয়ে জগৎ সৃষ্টি করেছেন, বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করেন এবং রুদ্ররূপে কল্পান্তে প্রভু জগৎ সংহার করেন।

পুরাণে ব্রহ্মাই নারায়ণরূপে সৃষ্টির আদিতে মহাসলিলে যোগনিদ্রায় নিমগ্ন থাকেন—

একার্ণবে তদা তস্মিন্ ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
তদা স ভগবান্ ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ॥
সহস্রশীর্ষা পুরুষো রুক্মবর্ণো হ্যতীন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মানারায়ণাখ্যঃ স সুষ্বাপ সলিলে তদা॥[২]

—জগৎ যখন এক মহাসাগরে পরিণত হয়েছিল তখন ভগবান ব্রহ্মা সহস্রচক্ষু, সহস্রপদ ও সহস্রমস্তক বিশিষ্ট স্বর্ণবর্ণ অতীন্দ্রিয় পুরুষরূপে নারায়ণ নামে জলে নিদ্রিত ছিলেন।

১ গরুড়পুরাণ—৪।১১-১২ ২ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—৬।২-৩

এই ব্রহ্মাখ্য নারায়ণই জলমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধারের নিমিত্ত বরাহরূপ ধারণ করেছিলেন। প্রায় অনুরূপ বিবরণই পাই কূর্মপুরাণে :

একার্ণবে তদা তস্মিন্ নষ্টে স্থাবর জঙ্গমে।
তদা সমভবৎ ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥
সহস্রশীর্ষা পুরুষো রুক্মবর্ণো হ্যতীন্দ্রিয় :।
ব্রহ্মা নারাণাখ্যস্তু সুষ্বাপ সলিলে তদা ॥[১]

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় স্কন্দোপনিষদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব একাত্ম—

স এব হি মহাদেবঃ স এব হি মহাহরিঃ ॥
স এব জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ স এব পরমেশ্বরঃ।
স এব হি পরং ব্রহ্মা তদ্‌ব্রহ্মাহহং ন সংশয়ঃ ॥

* * *

শিবায় বিষ্ণুরূপায় শিবরূপায় বিষ্ণবে।
শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ং শিবঃ ॥[২]

বিষ্ণুপুরাণেও বিষ্ণু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক—

স এব সৃজ্যঃ স চ সর্গকর্তা।
স এব পাতাত্তি চ পাল্যতে চ।
ব্রহ্মাদ্যবস্থাভিরশেষমূর্তি-
র্বিষ্ণুর্বরিষ্ঠো বরদো বরেণ্যঃ ॥[৩]

ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর একই দেবসত্তারূপে একত্র উচ্চারিত হন। আবার অভিন্নাত্মা বোঝাতে 'হরিহরাত্মা' কথাটি বহুল প্রচলিত। হরিহর মূর্তির পূজাও প্রচলিত আছে। অর্ধনারীশ্বরের মত হরিহর বিগ্রহের অর্ধাংশ বিষ্ণু ও অপরার্ধ হর বা শিব। নদীয়া কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আমঘাটা গ্রামের সন্নিকটে গঙ্গাবাস নামক স্থানে হরিহর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ঐ বিগ্রহ আজও পূজিত হচ্ছেন। তন্ত্রসারে হরিহরের ধ্যান উল্লিখিত হয়েছে। ধ্যানটি এই :

শূলং চক্রং পাঞ্চজন্যমভীতিং দধতং করৈঃ।
স্ব স্ব ভূষাঢ্যগৌর্যার্ধদেহং ভজে ॥[৪]

—যিনি শূল, চক্র, পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও অভয় মুদ্রা ধারণ করিতেছেন এবং যিনি

---

১ কূর্মপুঃ, পূর্বভাগ—৩।২-৩ ২ স্কন্দোপনিষৎ—৪-৫, ৮ ৩ বিষ্ণুপুঃ, প্রথমাংশ—২।৬৬

৪ তন্ত্রসার (বসুমতী সং)পৃ—: ৩০৩

লীলাচ্ছলে অর্ধদেহ হরিরূপে ও অর্ধদেহ হররূপে বিভক্ত করিয়া অর্ধদেহকে স্ব স্ব ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন, সেই হরিহর দেবকে আমি ভজনা করি।

মৈথিল কবি বিদ্যাপতি হরিহরের একটি সুন্দর স্তব রচনা করেছেন। স্তবটি উদ্ধৃত করছি :

ভল হরি ভল হর ভল তুঅ কলা।
খনে পীত বসন খনহিঁ বঘছলা॥
খনে পঞ্চানন খনে ভুজ চারি।
খনে শঙ্কর খনে দেব মুরারি॥
খনে বৃন্দাবন চরাইয় গায়।
খনে ভীখ মাঁগথি ডমরু বজায়॥
খনে যমুনাতট লেথি মহাদান।
খনে ঝাড়ীখণ্ড মেঁ ধরথি ধেয়ান॥
এক শরীর লেল দুই বাস।
খনে বৈকুণ্ঠ খনহিঁ কৈলাস॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি বিপরীত বাণী।
জো নারায়ণ সো শূলপাণি॥[১]

এই স্তুতিতে একই দেবসত্তার দ্বিবিধ প্রকাশ সুন্দরভাবে প্রকাশিত। যিনি কৃষ্ণ-বিষ্ণু তিনিই শিব। যিনি যমুনাতীরে শ্রীরাধার কাছ থেকে মহাদান গ্রহণ করেন, তিনই ঝাড়খণ্ডে অর্থাৎ বৈদ্যনাথে ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন।

উত্তর প্রদেশে বাগেশ্বরে সরযূ ও গোমতীর সঙ্গমস্থলে একই দেহে হরিহরব্রহ্মা প্রতিষ্ঠিত আছেন। পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ড) বিষ্ণুকৃত ব্রহ্মার স্তবে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুরূপে বর্ণিত হয়েছেন—

যজ্ঞেশ নারায়ণ বিষ্ণু শংকর।
শশাংক সূর্যাচ্যুত বীর বিশ্ব-
ক্ষিতীশ বিশ্বেশ্বর বিশ্বলোচন।
প্রবৃত্তমূর্তেঽমৃতমূর্তে অব্যয়॥

* * *

১ বিদ্যাপতির শিবগীত (ক. বি.)—সুধীরচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, পৃঃ ২

ব্রহ্মাণমীশং জগতাং প্রসূতিং
নমোঽস্তু তুভ্যং প্রপিতামহায় ॥[১]

—হে যজ্ঞাধিপতি নারায়ণ বিষ্ণু শংকর, শশাংক, সূর্য্য, অচ্যুত, বীর, বিশ্ব-জগতের ঈশ্বর, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বলোচন, প্রকাশিত মূর্তি অমৃতমূর্তি, অব্যয়, জগতের ঈশ্বর, জগতের সৃষ্টিকর্তা, প্রপিতামহ তোমাকে নমস্কার।

আবার বিষ্ণু রুদ্রের বাহনরূপেও কল্পিত হয়েছেন—

দ্বাবিংশস্তু তথা কল্পো বিজ্ঞেয়ো মেঘবাহনঃ।
যত্র বিষ্ণুর্মহাবাহুর্মেঘীভূত্বা মহেশ্বরম্ ॥
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু অবহৎ কৃত্তিবাসসম্।
তস্য নিঃশ্বসমানস্য ভারাক্রান্তস্য বৈ মুখাৎ ॥
নির্জগাম মহাকায়ঃ কালো লোকপ্রকাশনঃ ॥[২]

—দ্বাবিংশ কল্পটি মেঘবাহন নামে প্রসিদ্ধ; সেইকালে মহাবাহু বিষ্ণু মেঘ হয়ে কৃত্তিবাস মহেশ্বরকে দিব্যশতবর্ষ বহন করেছিলেন। ভারবহনে ক্লান্ত বিষ্ণুর নিশ্বাস থেকে লোকপ্রকাশক মহাকায় কাল বহির্গত হলেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র-শিব—এই তিন দেবতাকে একত্রে ত্রিমূর্তি (Trinity) বলা হয়। একই শক্তির যে ত্রিধা প্রকাশ, বা তিন মূর্তির কল্পনা—এর উৎস কোথায়? আমরা পূর্বেই দেখেছি যে বৈদিক দেবতা-পরিকল্পনার উৎস সূর্যাগ্নি বা সূর্যাগ্নিরূপী প্রাণশক্তি। এই সূর্যাগ্নির তিন জন্ম—তিন স্থান—তিনরূপ।[৩] সূর্যাগ্নির তিনরূপই ত্রিমূর্তি কল্পনার উৎস। সূর্যাগ্নির সৃজনী, পালনাত্মিকা ও ধ্বংসাত্মিকা শক্তিই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের স্বরূপ।

ত্রিমূর্তির উদ্ভব যে অগ্নির ত্রিমূর্তি, সে সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, "This multiple origin becomes more definite in the theory of Agni's three births; he is born on earth from the friction of fire-sticks, the clouds as lightning, and in the highest heavens as the sun or celestial light. In virtue of this triple birth he assumes as triune character: his heads, tongues, bodies and dwellings are three and this threefold nature has perhaps something to do with the triads of deities which became frequent

১ পদ্মপুঃ, সৃষ্টি খণ্ড—৩৪।৯৮, ১০০ ২ ব্রহ্মাণ্ড পুঃ—২০।৪৯-৫১
৩ প্রথম পর্ব—পৃঃ ৫০-৫২ দ্রঃ।

later and finally develop into Trimurti or Brahmā, Viṣṇu and Siva."[১]

মৎস্যপুরাণ স্পষ্টভাবেই বলেছেন—একমূর্তিই তিনভাগ হয়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর হয়েছেন—

একা মূর্তিস্ত্রয়ো ভাগা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥[২]

এক সূর্যাগ্নিই ত্রিধা বিভিন্ন হয়েছেন। ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা-বন্দনা সবিতার উপাসনা। সবিতৃমন্ত্রজপকালে ত্রিসন্ধ্যায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের শক্তির অর্থাৎ ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণীর ধ্যান করা বিধি। প্রাতঃসন্ধ্যা ব্রহ্মরূপা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা বিষ্ণুরূপা এবং সায়ংসন্ধ্যা শিবরূপা। সন্ধ্যা-বন্দনার মন্ত্র থেকেই তিন দেবতার একত্ব এবং স্বরূপ প্রকটিত হয়।

১ Hinduism and Buddhism—Sir Charles Eliot, Vol. I, page 51.
২ মৎস্যপুঃ—৩।১৬

রুদ্র ও শিব

রুদ্র বৈদিক দেবতা—ধ্বংসের দেবতা। "বেদের রুদ্রদেব বিনাশের দেবতা, তাঁহার জটাজুট অগ্নিশলাকার ন্যায়, তাঁহার নৃত্যের নাম তাণ্ডব, তাহাতে বিশ্ব বিকম্পিত হয় ও গ্রহগণ কক্ষচ্যুত হইয়া ব্যোমপথে বিক্ষিপ্তভাবে ছুটিতে থাকে। রুদ্রের নিঃশ্বাসের জ্বালা—জগতের শ্মশান, তাঁহার শূলাগ্রে বিদ্ধ হইয়া দিগ্‌হস্তীরা আর্তনাদ করিয়া উঠে। তাঁহার নেত্রশাসনে চিত্ত-শ্মশানে কামদেব পুড়িয়া ছাই হয়; তাঁহার মুখোচ্চারিত প্রণব প্রলয়ের গান—বিনাশের ঝঞ্ঝা—তাহা জগৎকে পুঞ্জীভূত ধূলায় পরিণত করিয়া লইয়া যায়, তাঁহার বিষাণ-বাদনের তালে তালে চতুর্দশ মৃত্যু নৃত্য করিতে থাকে।"[১]

"হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বক্ ধ্বক্ অগ্নিশিখায় স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকার গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে—সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাধ্বনিতে নিশীথ রাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায় শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারের মহাপাপ ও মহাপুণ্য, উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।"[২]

দুইজন বিখ্যাত মনীষী রুদ্র সম্পর্কে এই দু'টি আশ্চর্য কবিত্বময় বিবরণ প্রদান করেছেন। এই বর্ণনা কবির ভাষায় অপূর্বতা লাভ করেছে। কিন্তু রুদ্রের সামগ্রিক পরিচয় এই বিবরণ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়।

ধ্বংসকর্তা রুদ্র—বেদের রুদ্র শুধু ধ্বংসের দেবতা নন—তিনি উগ্র, হিংস্র পশুতুল্য—তাঁর হাতে বজ্র ও ধনুর্বাণ—সবল তাঁর দেহ—তিনি প্রদীপ্ত, বর্ণ তাঁর পিঙ্গল।

স্থিরেভিরঙ্গৈঃ পুরুরূপ উগ্রো বভ্রুঃ শুক্রেভিঃ পিপিশে হিরণ্যৈঃ।
ঈশানাদস্য ভুবনস্য ভূরের্ণ বা উ যোষদ্রুদ্রাদসুর্যং ॥[৩]

—দৃঢ়াঙ্গ, বহুরূপ, উগ্র ও বভ্রুবর্ণ রুদ্র দীপ্ত হিরণ্ময় অলংকারে শোভিত হইতেছেন। রুদ্র সমস্ত ভুবনের অধিপতি এবং কর্তা, তাঁহার বল পৃথক্-কৃত হয় না।[৪]

---

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন (৮ম সং) পৃঃ ৩৪৭
আত্মপরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ৩ ৩ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৯ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

স্তুহি শ্রুতং গর্তসদং যুবানং মৃগং ন ভীমমুপহত্নুমুগ্রং।
মৃলা জরিত্রে রুদ্র স্তবানোঽন্যং তে অস্মন্নিবপংতু সেনাঃ ॥[১]

—হে স্তোতা! প্রখ্যাত, রথস্থিত যুবা, পশুর ন্যায় ভয়ংকর ও শত্রুদিগের বিনাশক উগ্র রুদ্রকে স্তব কর। হে রুদ্র! আমরা স্তব করিলে তুমি আমাদিগকে সুখী কর, তোমার সেনা শত্রুকে বিনাশ করুক।[২]

রুদ্র বীরগণকে ধ্বংস করেন—তাই তাঁকে 'ক্ষয়দ্বীর' অর্থাৎ বীরের ধ্বংসকর্তা বলা হয়েছে—'ক্ষয়দ্বীরায় নমসা বিধেম তে'।[৩]—বীরের ক্ষয়কর্তা, তোমাকে নমস্কার করি। 'ক্ষয়দ্বীরস্য তব রুদ্র মীঢ়্বঃ'।[৪]—বীরহন্তা রুদ্র, তোমার স্তুতি করি। 'ক্ষয়দ্বীব সুম্নমস্মে তে অস্তু'।[৫]—হে বীরদের ক্ষয়কারী, তোমার দেওয়া সুখ আমাদের হোক।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছেন, রুদ্র অত্যন্ত উগ্রস্বভাব এবং দুর্ধর্ষ, তাঁর নাম উচ্চারণ করাও বিপজ্জনক।[৬]

রুদ্রের স্বর্ণময় ধনু শতসহস্র জীব হত্যা করে,—বিশ্বময় তাঁর বাণ পরিব্যাপ্ত।

ধনুর্বিভর্ষি হরিতং হিরণ্ময়ং সহস্রঘ্নি শতবধং শিখণ্ডিনম্।
রুদ্রস্যেষুশ্চরতি দেবহেতিস্তস্মৈ নমো যতমস্যাং দিশীতঃ।[৭]

—হে রুদ্র, তুমি যে হরিদ্বর্ণ হিরণ্ময় ময়ূরপুচ্ছ শোভিত ধনু ধারণ কর, তা শতসহস্র প্রাণীর ধ্বংসকারক; রুদ্রের বাণ সর্বত্র অপ্রতিহতগতিতে বিচরণ করে, সেইহেতু সেই বাণ এদিকেও বর্তমান, অতএব দৈবহননশক্তিসম্পন্ন সেই বাণকে নমস্কার।

নমাংসি ত আয়ুধায়ানাততায় ধৃষ্ণবে।
উভাভ্যামকরং নমো বাহুভ্যাং তব ধন্বনে ॥[৮]

—হে রুদ্র! তুমি অস্ত্ররূপী অতিবিস্তৃতরূপ প্রগল্ভ এবং শরাসনধারী! তোমার বাহুযুগলকে প্রণাম করি।[৯]

যজুর্বেদের মতে রুদ্রের এই ধ্বংসকার্যের সহায়িকা তাঁর ভগিনী অম্বিকা।[১০]

রুদ্রের হস্তে বজ্র,—তিনি বজ্রবাহু।[১১] ধনুর্বাণ তাঁর অস্ত্র—তিনি স্বর্ণালংকার পরিধান কারন—"অর্হন্ বিভর্ষি সায়কানি ধন্বার্হান্নিষ্কং যজতং বিশ্বরূপম্।"[১২]

---

১ ঋগ্বেদ—২।৩৩।১১ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১।১১৪।২
৪ ঐ —৫।১১৪।৩ ৫ ঋগ্বেদ—১।১১৪।১০ ৬ ঐতঃ ব্রাঃ—৩।১০।৩.৯
৭ অথর্ব—১১।১।২।১২ ৮ নীলরুদ্রোপনিষৎ—২।৩ ৯ অনুবাদ—বসুমতী সং
১০ কৃঃ যজুঃ—১।১।৬।৮, শুঃ যজুঃ—৩।৫৩ ১১ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৩ ১২ ঋগ্বেদ—২।৩৩।১০

—হে অর্চনার্হ! তুমি ধনুর্বাণধারী ; হে অর্চনার্হ! তুমি নানারূপ বিশিষ্ট ও পূজনীয় নিষ্ক ধারণ করিয়াছ, তুমি বিস্তীর্ণ জগৎকে রক্ষা করিতেছ।[১]

তিগ্মায়ুধৌ তিগ্মহেতী সুশেবৌ সোমারুদ্রাবিহ সুমৃলতং নঃ।[২]

—হে সোম ও রুদ্র! তোমাদের দীপ্ত ধনু আছে এবং তীক্ষ্ণ শর আছে। তোমরা সুন্দর সুখ প্রদান করিয়া থাক।[৩]

ইমা রুদ্রায় স্থির ধন্বনে গিরঃ ক্ষিপ্রেষবে দেবায় স্বধাব্নে।
অষাড়্হায় সহমানায় বেধসে তিগ্মায়ুধায় ভরতা শৃণোতু নঃ॥[৪]

স্থির কার্মুক, শীঘ্রগামী বাণবিশিষ্ট, অন্নবান্, কাহারও দ্বারা অনভিভূত, সকলের অভিভবকর এবং তীক্ষ্ণাস্ত্রবিধানকারী রুদ্রের উদ্দেশ্যে স্তুতি কর। তিনি শ্রবণ করুন।[৫]

তিগ্মমেকো বিভর্তি আয়ুধং শুচিরুগ্রো জলাষভেষজঃ।[৬]

—সুখকর ঔষধবিশিষ্ট, শুচি ও উগ্র রুদ্র হস্তে তীক্ষ্ণ আয়ুধ ধারণ করিতেছেন।[৭]

বিজ্যং ধনুঃ কপর্দিন্নেবিশল্যো বানবাঁ উত।
অনেশন্নস্য যা ইষব আভুরস্য নিষঙ্গধিঃ॥[৮]

—কপর্দী রুদ্রের বাণসমন্বিত ধনু জ্যামুক্ত হোক, তাঁর বাণ বিফল হোক, তাঁর তূণ রিক্ত হোক।

অথো য ইষুধিস্তবারে! অস্মিন্নিধেহি তম্।[৯]

—তৎপরে ত্বদীয় যে ইষুধি (তূণীর) আছে, তাহতে শররাজি স্থাপন কর।[১০]

শিবত্বের সূচনা—বজ্র ও ধনুর্বাণধারী হিংসক রুদ্রের তুষ্টি বিধান করিতে প্রয়াসী হয়েছেন ঋষিকবিগণ, এবং রুদ্রের কাছে প্রার্থনা করেছেন সুখ-সমৃদ্ধি আর সন্তান-সন্ততি ও পশু প্রভৃতির হিংসারাহিত্য ও রোগমুক্তি। এখানেই রুদ্রের কল্যাণকারিতা। রুদ্রের অপর পিঠে যে শিবের অস্তিত্ব তার সূচনা এখান থেকেই।

ঋষির প্রার্থনা—

মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মা ন উক্ষন্তমুত উক্ষিতম্।
মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্রো রীরিষঃ॥

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—৬।৭৪।৪ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঋগ্বেদ—৭।৪৬।১ ৫ তদেব ৬ ঋগ্বেদ—৮।২৯।৫
৭ অনুবাদ—তদেব ৮ শুক্ল যজুঃ—১৬।১০ ৯ নীলরুদ্রোপনিষৎ—২।৭
১০ অনুবাদ—বসুমতী সং

মা ন স্তোকে তনয়ে মা ন আয়ৌ মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্বা হবামহে ॥[১]

—হে রুদ্র! আমাদিগের মধ্যে বৃদ্ধকে বধ করিও না, বালককে বধ করিও না, সন্তানজনয়িতাকে বধ করিও না, মাতাকে বধ করিও না, আমাদিগের প্রিয় শরীরে আঘাত করিও না।

হে রুদ্র, আমাদিগের পুত্রকে হিংসা করিও না, তাহার পুত্রকে হিংসা করিও না, আমাদিগের অন্য মনুষ্যকে হিংসা করিও না, আমাদিগের গো ও অশ্বকে হিংসা করিও না, কেন না আমরা হব্য লইয়া সর্বদাই তোমাদিগকে আহ্বান করি।[২]

মা নো বধী রুদ্র মা পরা দা মা তে ভূম প্রসিতৌ হীলিতস্য।
আ নো ভজ বর্হিষি জীবশংসে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥[৩]

—হে রুদ্র, আমাদিগকে হিংসা করিও না, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া যে বন্ধন কর, আমরা যেন তাহাতে না থাকি, জীবগণের প্রশংসাযোগ্য যজ্ঞে আমাদিগকে ভাগী কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তি দ্বারা পালন কর।[৪]

যা তে হেতির্মীঢ়ুষ্টম! হস্তে বভূব তে ধনুঃ।
তয়া ত বিশ্বতো অস্মানযক্ষ্ময়া পরিভুজ।[৫]

হে মীঢ়ুষ্টম রুদ্র! তোমার হস্তে যে কার্মুক বিদ্যমান, সেই শরাসনের গুণ দূর করিয়া নির্গুণ শরাসন দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর, আমরা তোমার কিংকর।[৬]

শং নঃ করত্যর্বতে সুগং মেষায় মেষ্যে।
নৃভ্যো নারিভ্যো গবে।[৭]

—(রুদ্র) আমাদিগের অশ্ব, মেষ, মেষী, পুরুষ, স্ত্রী ও গোজাতিকে সুগম্য সুখ প্রদান করে।[৮]

পরি ণো হেতী রুদ্রস্য বৃজ্যাঃ পরি ত্বেষস্য দুর্মতির্মহী গাৎ।
অব স্থিরা মঘবদ্ভ্যস্তনুষ্ব মীঢ্বস্তোকায় তনয়ায় মৃড়।[৯]

---

১ ঋগ্বেদ—১।১১৪।৭-৮ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৭।৪৬।৪
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ নীলরুদ্রোপনিষৎ—৮ ৬ অনুবাদ—বসুমতী সং
৭ ঋগ্বেদ—১।৪৩।৪ ৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৯ ঋগ্বেদ—২।৩৩।১৪

—রুদ্রের আয়ুধ আমাদের পরিত্যাগ করুক, রুদ্রের দুঃখদায়িনী বুদ্ধিও আমাদের কাছ থেকে দূরে থাক, হে মীঢ়্ব, তোমার অব্যর্থ ধনু যজ্ঞকর্তা যজমানের কাছ থেকে দূরে থাক। আমাদের পুত্রপৌত্রদেরও তুমি সুখ বিধান কর।[১]

রুদ্র ভিষক্—ধ্বংসের কর্তা—ধ্বংসরূপী যে রুদ্র তিনি কিন্তু কেবল ধ্বংসেরই দেবতা নন, তিনি আরোগ্যের দেবতাও। এখানেই রুদ্রের মঙ্গলময়ত্ব। রুদ্রের অধিকারে যে ঔষধ আছে, সেই ঔষধের সাহায্যে তিনি স্তুতিকারকদের পরিবারের রোগমুক্তি ঘটান। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মত ভেষজ বিদ্ বৈদ্য রুদ্রের কাছে ঋষিদের প্রার্থনা সকল প্রকার ব্যাধি থেকে আরোগ্যলাভ।

উন্নো বীরাঁ অর্পয় ভেষজেভির্ভিষক্তমং ত্বা ভিষজাং শৃণোমি।[২]

—তুমি আমাদের পুত্রগণকে ওষধি দ্বারা পরিতুষ্ট কর, আমি শুনিয়াছি, তুমি ভিষক্গণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।[৩]

ক্বস্য তে রুদ্র মৃলয়াকুর্হস্তো যো অস্তি ভেষজো জলাষঃ।[৪]

—হে রুদ্র, তোমার সেই সুখপ্রদ হস্ত কোথায়, যে হস্তে তুমি ভৈষজ প্রস্তুত করিয়া সকলকে সুখী কর।[৫]

ভেষজমসি ভেষজং গবেঽশ্বায় পুরুষায় ভেষজম্।[৬]

—হে রুদ্র, তুমি ভেষজ, আমাদের গো, অশ্ব ও পুরুষ (পরিবারবর্গকে) ভেষজ প্রদান কর।

গাথপতিং মেধপতিং রুদ্রং জলাষভেষজং।
তচ্ছংযোঃ সুম্নমীমহে ॥[৭]

—উপাসকগণের রক্ষক, সৎকর্মসমূহের সহায়স্বরূপ, দুঃখনাশ দ্বারা সুখ বিধায়ক রুদ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া আমরা ঐশ্বর্য ও আরোগ্য সম্বন্ধীয় পরম সুখ প্রার্থনা করি।[৮]

অধ্যবোচদধিবক্তা দৈব্যো ভিষক্।[৯]

—দৈব ভিষক্ (বৈদ্য) রুদ্র আমাকে বিশেষভাবে বলেছেন।

---

১ অনুবাদ—তদেব   ২ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৪   ৩ অনুবাদ—তদেব
৪ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৭   ৫ অনুবাদ—তদেব   ৬ শুক্ল যজু.—৩।৫৯
৭ ঋগ্বেদ—২।৩৩।১৪   ৮ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী   ৯ শুক্ল যজু.—১৬।৫

রুদ্র সৃষ্টি করেন অসংখ্য রোগ মৃত্যুযজ্ঞের জন্য,—ঐ রোগগুলি দ্যুলোক থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে মর্তে বিচরণ করে। ঋষির প্রার্থনা, রুদ্রের ভেষজ ঐ রোগ থেকে তাঁদের পুত্রপৌত্রাদিকে রক্ষা করুক।

যা তে দিদ্যুদবসৃষ্টা দিবস্পরি ক্ষ্ময়া চরতি পরি সা বৃণক্তু নঃ।
সহস্রং তে স্বপিবাত ভেষজা মাষ ন স্তোকেষু তনয়েষু রীরিষঃ॥[১]

—হে ভগবান্ রুদ্র! দ্যুলোক হইতে বিমুক্ত তোমার যে দিদ্যুৎ অর্থাৎ জ্বরাতিসারাদি রোগাখ্য বজ্রায়ুধ ক্ষিতিতলে বিচরণ করে, তাহা আমাদিগকে পরিহার করুক, হে অনতিক্রমণীয়াজ্ঞ, তোমার সহস্র ভেষজ অর্থাৎ ঔষধ আছে . আমাদের পুত্রগণ ও পৌত্রগণের প্রতি হিংসা করিও না।[২]

রুদ্র ও সোম—রুদ্রের সহকারী হিসাবে সোম ও রুদ্রের সঙ্গে ভেষজ প্রদান করে থাকেন—

' সোমারুদ্রা যুবমেতান্যস্মে বিশ্বা তনূষু ভেষজানি ধত্তম।[৩]

—হে সোম ও রুদ্র, তোমরা আমাদিগের শরীরের জন্য এই সকল ভেষজ ধারণ কর।[৪]

রোগারোগ্য বিধানের দ্বারা ধ্বংসের দেবতা রুদ্র জগতের মঙ্গল বিধান করেন। এই জন্যই তিনি ঋষিদের দ্বারা স্তুত হয়েছেন এবং যজ্ঞে হবি লাভ করেছেন।

"He grants remedies, he commends every remedy and has a thousand remedies. he is the greatest physician of physicians Rudra has two epithets which are peculiar tc him 'jalasa', 'healing' and 'jalasa bhesaja', possessing healing remedies."[৫]

"In his character as a healer he appears here as the lord of medicinal herbs and is called a heavenly physician."[৬]

রুদ্রের স্বরূপ—রুদ্র দেবতার স্বরূপ কি? রুদ্র শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে যাস্ক বলেছেন, "রুদ্রো রৌতীতি সতঃ, রোরূয়মানো দ্রবতীতি বা রোদয়তের্বা, যদরুদত্তদ্ রুদ্রস্য রুদ্রত্বমিতি কাঠকম্, যদরোদীত্তদ্ রুদ্রস্য রুদ্রত্বমিতি হরিদ্রবিকম্॥"[৭]

---

১ ঋগ্বেদ—৭।৪৬।৩ ২ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৩ ঋগ্বেদ—৬।৭৪।৩
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ Vedic Mythology—page 76
৬ Vaisnavism and Saivism—Bhanderkar, page 103 ৭ নিরুক্ত—১০।৫।৮

—(১) রুদ্র শব্দ রু ধাতু থেকে নিষ্পন্ন—শব্দ করেন বলে তিনি রুদ্র। (২) রু এবং দ্রু (গতি) ধাতু থেকে নিষ্পন্ন—শব্দ করতে করতে গমন করেন এই অর্থে রুদ্র। (৩) শত্রুগণকে রোদন করান এই অর্থে রুদ্ ধাতু থেকে রুদ্র শব্দ। (৪) কাঠক সংহিতায় বলা হয়েছে—যেহেতু তিনি রোদন করেন, সেইহেতু তিনি রুদ্র। মৈত্রায়ণি সংহিতার হরিদ্রব শাখায় বলা হয়েছে, যেহেতু তিনি রোদন করেছিলেন, সেইহেতু তিনি রুদ্র। রুদ্রের রোদন করার কারণ শতপথ ব্রাহ্মণ (১।৭।৪), মৈত্রায়ণি-সংহিতা (৩।৬।৫, ৪।২।১২) প্রভৃতিতে পাওয়া যায়—রুদ্র তাঁর পিতা প্রজাপতিকে বাণ দিয়ে বিদীর্ণ করেছিলেন, আর সেইজন্য শোকে তিনি রোদন করেছিলেন।

রুদ্রের আট নাম—সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণে প্রজাপতির রেতঃ থেকে সহস্রাক্ষ জন্মালেন। তিনি পিতাকে বললেন, আমাকে নাম দাও—প্রজাপতি প্রথম নাম দিলেন ভব—"স প্রজাপতিং পিতরমভ্যাযচ্ছত্তমব্রবীৎ কথা মা অভ্যাযচ্ছসীতি নাম তে কুর্বিত্যব্রবীন্ন বা ইদমবিহিতেন নাম্নাহন্নমৎস্যামীতি, স বৈ ত্বমিত্যব্রবীদ্ভব এবেতি যদ্ভব আপস্তেন হ বা এনং ভবো হিনস্তি···।[১]

—(অস্যার্থ) তিনি পিতা প্রজাপতিকে বললেন, তুমি যেয়ো না, আমার নামকরণ কর। নাম না দিলে আমি অন্ন ভক্ষণ করবো না; তিনি বললেন, তোমার নাম ভব, যেহেতু ভব অর্থে জল, অতএব জল তোমায় হিংসা করবে না।

এইরূপে সেই নবজাত পুত্র দ্বিতীয় নাম আদায় করলেন—'শর্ব'। 'শর্ব' শব্দের অর্থ অগ্নি;—অগ্নি তাঁকে, তাঁর প্রজা পশু প্রভৃতিকেও হিংসা করবেন না।

"তমিত্যব্রবীচ্ছর্ব এবেতি যচ্ছর্বোঽগ্নিস্তেন ন হবা এনং শর্বোহিনস্তি, নাস্য প্রজাং নাস্য পশূন্ ··।[২]

রুদ্রের জন্ম ও নামকরণ—অতঃপর তিনি তৃতীয় নাম পেলেন বায়ু—কারণ, "পশুপতির্বায়ুস্তেন ন হ বা এনং পশুপতির্হিনস্তি···।"[৩] —পশুপতি বায়ু; এঁকে বায়ু হিংসা করবেন না। এইভাবে তিনি পিতার কাছ থেকে উগ্র, মহাদেব, রুদ্র, ঈশান এবং অশনি এই আট নাম আদায় করে নিলেন। উগ্র শব্দের অর্থ ওষধি ও বনস্পতি, মহাদেব শব্দে আদিত্যকে বোঝায়; রুদ্র হলেন চন্দ্র, ঈশান শব্দে অন্ন এবং অশনি শব্দের দ্বারা ইন্দ্র বিজ্ঞাত হয়ে থাকেন। এঁরা কেউই প্রজাপতি তনয়কে হিংসা করবেন না।[৪]

---

১ সাংখ্যাঃ ব্রাঃ—৬।২ ২ সাংখ্যাঃ ব্রাঃ—৬।৩ ৩ সাংখ্যাঃ ব্রাঃ—৬।৪ ৪ সাংখ্যাঃ ব্রাঃ—৬।৫-৯

রুদ্রের অষ্টমূর্তির পরিচয় এখানে পাওয়া গেল এবং নামগুলির তাৎপর্যও জানা গেল। বিষ্ণুপুরাণ বলছেন যে ব্রহ্মা আত্মানুরূপ পুত্র সৃষ্টি করলেন। পুত্র জন্মগ্রহণ করেই ক্রন্দন করতে থাকে। কেন কাঁদছ?—এই প্রশ্ন করলে কুমার নীললোহিত বললেন, আমাকে নাম দাও। ব্রহ্মা কুমারের নাম দিলেন, রুদ্র।

প্রাদুরাসীৎ প্রভোরঙ্কে কুমারো নীললোহিতঃ
ক্রন্দন্ বৈ সুস্বরং সোঽথ দ্রবংশ্চ দ্বিজসত্তম।
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং প্রত্যুবাচ হ।
নাম দেহীতি সোঽথ প্রত্যুবাচ প্রজাপতিম॥
রুদ্রস্ত্বং দেব নাম্নাসি মা রোদীর্ধৈর্য্যমাবহ॥[১]

—কল্পাদিতে আত্মতুল্য পুত্র চিন্তা করিতে করিতে প্রভুর অংকে কুমার নীললোহিত প্রাদুর্ভূত হইলেন। হে দ্বিজসত্তম্! তিনি রোদন ও দ্রবণ করিতে করিতে জন্মিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তদবস্থাপন্ন তাঁহাকে কহিলেন, 'কি জন্য রোদন করিতেছ'? তিনি প্রজাপতিকে কহিলেন, 'আমাকে নাম দেও'। তৎপরে প্রজাপতি কহিলেন, 'হে দেব! তুমি রুদ্রনামা হইলে, রোদন করিও না, ধৈর্য্যাবলম্বন কর'।[২]

এরপরও রুদ্র সাতবার রোদন করেছিলেন। ব্রহ্মা তখন তাঁকে সাতটি নাম দিয়েছিলেন—

এবমুক্তঃ পুনঃ সোঽথ সপ্তকৃত্বো রুরোদ বৈ।
ততোঽন্যানি দদৌ তস্মৈ সপ্তনামানি বৈ প্রভুঃ॥

* * *

ভবং শর্বং মহেশানং তথা পশুপতিং দ্বিজ।
ভীমমুগ্রং মহাদেবমুবাচ স পিতামহঃ॥[৩]

রুদ্রের আর সাতটি নামঃ ভব, শর্ব, মহেশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র, মহাদেব। ব্রহ্মার নির্দেশে রুদ্রের অষ্টনামের স্থান হোল—সূর্য, জল, মহী, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ও সোম। এই আটটি হোল রুদ্রতনু।

সূর্যো জলং মহী বহ্নির্বায়ুরাকাশমেব চ।
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণঃ সোম ইত্যেতাস্তনবঃ ক্রমাৎ॥[৪]

---

১ বিষ্ণুপুঃ, ১ম অংশ—৮।২-৪ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ৩ বিষ্ণুপুঃ— ১।৮।৫-৬
৪ বিষ্ণুপুঃ—১।৮।৭

হরিবংশে ব্রহ্মার ক্রোধ রুদ্ররূপে সৃষ্ট হয়েছেন—

ততোঽসৃজৎ পুনর্ব্রহ্মা রুদ্রং রোষাত্মসম্ভবম্ ।[১]

মার্কণ্ডেয় পুরাণের বিবরণ বিষ্ণুপুরাণের অনুরূপ। এখানেও আত্মরূপ পুত্র কামনা করে ব্রহ্মা নীললোহিতকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন এবং নবজাতক রোদন করার জন্যেই ব্রহ্মা তাঁর রুদ্র নাম দিয়েছিলেন।[২]

সৌরপুরাণের বর্ণনা কিছু ভিন্নরূপ। ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির জন্য পঞ্চপুত্র সৃষ্টি করলেন। কিন্তু তাঁরা প্রজাসৃষ্টিতে মন না দিয়ে তপস্যায় নিরত হওয়ায় ক্রুদ্ধ ব্রহ্মার ললাট থেকে রুদ্র জন্মগ্রহণ করলেন। কোটি সূর্যের মত তেজঃসম্পন্ন রুদ্র ব্রহ্মার ললাট ভেদ করে আবির্ভূত হলেন। জন্মকালে ব্রহ্মাকে রোদন করিয়েছিলেন বলে কুমারের নাম হয় রুদ্র।

গতে বহুতিথে কালে সমভূৎ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
প্রাণাত্মকঃ সমুদ্ভুতো ললাটাদ্ ব্রহ্মণো হরঃ॥
কেনাপি হেতুনা বিপ্রাঃ সূর্যকোটি সমপ্রভঃ।
রোদয়িত্বাবজন্মানং তস্মাদ্রুদ্র ইতি স্মৃতঃ॥[৩]

রুদ্রের অপর সাতটি নাম অর্জন ও নামের অধিকৃত স্থান বিষ্ণুপুরাণের অনুরূপভাবে এখানে প্রদত্ত হয়েছে। অষ্টম মূর্তিতে জগৎ ব্যাপ্ত করে আছেন বলেই রুদ্রের আর এক নাম বিশ্বেশ্বর।

যাভির্ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং বিশ্বস্তাস্তু জগন্ময়ঃ।
তে বিশ্বেশ্বরো দেব ইতি নাম্না শিবঃ স্মৃতঃ॥[৪]

রুদ্র সর্বময় হয়েও যেহেতু স্থির, অতএব তাঁর নাম স্থাণু।

স্থাণুবন্নিশ্চলো যস্মাৎ স্থিতঃ স্থাণুরিতি স্মৃতঃ॥[৫]

বরাহপুরাণে ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টিমানসে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়ে মন থেকে কৃষ্ণারুণবর্ণ পিঙ্গনেত্র পুরুষকে সৃষ্টি করলেন। জন্মের পরেই ঐ পুরুষ রোদন করতে থাকায় তাঁর নাম হোল রুদ্র।

কৃষ্ণারুণঃ পুরুষঃ পিঙ্গনেত্রঃ।
রুদন্নুক্তো ব্রহ্মণা রুদ ত্বং
রুদ্রস্ততোঽসাবভবৎ পুরাণঃ॥[৬]

প্রজ্ঞা° ১ হরি হরিবংশপর্ব—১।৩৮ ২ মার্কঃপু—৫১অঃ ৩ সৌরপুঃ—২৩।৪-৬

১ সাং ৪ সৌরপুঃ—২৩।৯ ৫ সৌরপুঃ—২৩।১৫ ৬ বরাহপুঃ—৩৩।৩-৪

ব্রহ্মার ইচ্ছানুসারে প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে জলে মগ্ন হয়ে রুদ্র তপস্যায় নিরত হয়েছিলেন।

শিবপুরাণ (জ্ঞানসংহিতা) মতে আবার শিবের ইচ্ছামত শিবের গুণসম্পন্ন রুদ্র ব্রহ্মার অঙ্গ থেকে জন্মগ্রহণ করেন। শিব ব্রহ্মাকে বললেন—

মদ্রূপং পরমং ব্রহ্মন্নীদৃশং ভবদঙ্গতঃ।
প্রকটীভবিতা লোকে নাম্না রুদ্র প্রকীর্তিতঃ॥
মদংশাৎ তস্য সামর্থ্যমূনং নৈব ভবিষ্যতি।
যোঽয়ং সোঽহং ন ভেদোঽস্তি পূজাবিধি বিধানতঃ॥[১]

—হে ব্রহ্মণ্! তোমার দেহ থেকে আমারই মত রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ পুরুষ জন্মগ্রহণ করবে। আমার অংশ থেকে জন্মগ্রহণ করায় আমার থেকে তাঁর শক্তি পৃথক হবে না। আমি যে তিনিও সে। পূজাবিধানে কোন পার্থক্য থাকবে না।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে সনৎকুমার সনক প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ প্রজাসৃষ্টি না করে তপস্যায় মগ্ন হওয়ায় ব্রহ্মা রুষ্ট হলে তাঁর রোষ থেকে রুদ্র জন্মগ্রহণ করলেন।

তস্য রোষাৎ সমুৎপন্নঃ পুরুষোঽর্কসমদ্যুতিঃ॥[২]

বায়ুপুরাণে (১ম খণ্ড, ৯ অঃ) রুদ্র ব্রহ্মার রোষ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অর্ধনারীশ্বররূপে। ব্রহ্মা তাঁদের প্রজাসৃষ্টি দ্বারা জগতের হিতসাধন করতে বললে রুদ্র রোদন করলেন এবং দ্রবীভূত হলেন। তাই তাঁর নাম হোল রুদ্র।

এবমুক্তাস্ত রুরুদুর্দদ্রুবুশ্চ সমন্ততঃ।
রোদনাদ্রাবণাচ্চৈব রুদ্রা নাম্নেতি বিশ্রুতাঃ।[৩]

বায়ুপুরাণ (১ম খণ্ড, ২৭ অঃ) এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (২৮ অঃ) একই শ্লোকে মহাদেবের পুত্ররূপে রুদ্রের জন্ম ও অষ্টবিধ নাম সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

পত্নীষু জনয়ামাস মহাদেবঃ সুতান্ বহূন্।
কল্পেঽষ্টমে ব্যতীতে তু যস্মিন্ কল্পে তু তচ্ছৃণু॥
কল্পাদৌ চাত্মনস্তুল্যং সুতং প্রধ্যায়তঃ প্রভোঃ।
প্রাদুরাসীত্ততোঽঙ্কেঽস্য কুমারো নীললোহিতঃ॥
তং দধে সুস্বরং ঘোরং নির্দহন্নিব তেজসা।
দৃষ্ট্বা রুদন্তং সহসা কুমারং নীললোহিতম্॥
কিং রোদিষি কুমারেতি ব্রহ্মা তং প্রত্যভাষত॥

১ জ্ঞান সং—৪।৪২-৪৩ ২ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—৯।৭০ ৩ বায়ুপুঃ—১।৯।৭৩

সোঽব্রবীৎ দেহি মে নাম প্রথমং বৈ পিতামহ।
রুদ্রস্ত্বং দেব নাম্নাসি ইত্যুক্তঃ সোঽরুদৎ পুনঃ॥[১]

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে অথর্ববেদ পাঠরত ব্রহ্মার মুখ থেকে রুদ্র আবির্ভূত হলেন—

অথর্ববেদোচ্চারণং যাবচ্চক্রে পিতামহঃ।
মুখাদ্রুদ্রঃ সমভবদ্রৌদ্ররূপো ভয়াবহঃ॥[২]

রুদ্রের স্বরূপ—বিভিন্ন পুরাণ এবং যাস্কের সাক্ষ্য থেকে বলা যায় যে, রোষ থেকে রুদ্রের জন্ম এবং রোদন থেকেই তাঁর নামকরণ। রোদন করেন অথবা রোদন করান এই জন্য তিনি রুদ্র। কোন্ দেবতা রোদন করেন বা রোদন করান? আমরা ঝড়ের গর্জন সকলেই শুনেছি। ঝড়ের সোঁ সোঁ গর্জনকে রুদ্রের কান্না বলে গ্রহণ করা চলে। আবার প্রবল ঝড় বহু জীবের রোদনের কারণ হয়ে থাকে। অতএব অনেকে মনে করেন যে রুদ্র ঝড়ের দেবতা। বজ্র তাঁর অস্ত্র। ঋগ্বেদে মরুদ্‌গণ রুদ্রের পুত্র,—মরুদ্‌গণকে 'রুদ্রাঃ' 'রুদ্রিয়াঃ' 'রুদ্রাসঃ', 'রুদ্রস্য সূনু' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। পুরাণেও অদিতির গর্ভে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছিন্ন হয়ে মরুদ্‌গণ রোদন করায় 'মা রুদ'—'কেঁদো না'—এই বলে ইন্দ্র কর্তৃক আশ্বাসিত হওয়ায় তাঁরা মরুৎ নাম পেয়েছিলেন।[৩]

কেউ কেউ আবার অগ্নিকেও মরুৎ বলেছেন; কারণ লেলিহান অগ্নিশিখা শব্দ করে বা ক্রন্দন করে।

"Weber expresses the view that this deity in the earliest period especially designated the howling of the storm (the plural therefore meaning the Maruts) but that as the roaring of fire is analogous, storm and Fire combined to form a god of rage and destruction. ..H. H. Wilson thought that Rudra was evidently a form of either Agni or Indra."[৪]

"Rudra has been variously identified by scholars with Agni, the storm God, storm and Agni, chief of the souls of the dead, and even with a God of mountain and forest."[৫]

---

১ বায়ুপুঃ—২৭।৩-৬ ২ স্কন্দপুঃ, প্রভাস খঃ বস্ত্রপথক্ষেত্র মাহাত্ম্য—১।৫-৬

৩ মরুৎপ্রসঙ্গ, ১ম পর্ব দ্রষ্টব্য ৪ Vedic Mythology—page 77

৫ Rgvedic Culture—page 445

রুদ্রকে অগ্নিরূপে গ্রহণ করার যথেষ্ট যুক্তি আছে। ঋগ্বেদেই অগ্নিকে রুদ্র বলা হয়েছে।

জরাবোধ তদ্বিবিড্‌ঢি বিশে বিশে যজ্ঞিয়ায়।
স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকম্‌ ॥[১]

—হে অগ্নি! তুমি স্তুতি দ্বারা জাগরিত হও, ভিন্ন ভিন্ন যজমানকে (অনুগ্রহ করিয়া) যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ যজ্ঞে প্রবেশ কর। তুমি রুদ্র তোমাকে স্তুতি করিতেছি।[২]

ঋগ্বেদ যখন অগ্নিকে রুদ্ররূপে বর্ণনা করেছেন, তখন এ বিষয়ে সন্দেহের কিছু থাকে না। যাস্ক যথার্থই বলেছেন—"অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে।"[৩]—অর্থাৎ অগ্নিকেও রুদ্র বলা হয়। সায়নাচার্যও বলেছেন—"রুদ্রায় ক্রূরায় অগ্নয়ে"—রুদ্র অর্থে নিষ্ঠুর অগ্নি। রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "রুদ্র অগ্নিরূপী,—ঝড়ের পিতা,—শব্দায়মান দেব। অতএব স্পষ্টতই প্রতীয়মান হইতেছে যে রুদ্রের আদিম অর্থ বজ্র। অতএব বেদ রচনাকালে শব্দায়মান ও ভয়ংকর ঝড়ের পিতা অগ্নিরূপী বজ্রকে হিন্দুগণ রুদ্র বলিয়া উপাসনা করিতেন।"[৪]

কৌশিতকী ব্রাহ্মণে বজ্র রুদ্রের আটটি নামের অন্যতম। ঋগ্বেদের অপর একটী সূক্তে অন্যান্য বহুদেবতার সঙ্গে রুদ্রকেও অগ্নিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে:

ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহো দিবস্ত্বং…।[৫]

আরও একটি ঋকে রুদ্র অগ্নিরূপে স্তুত হয়েছেন—

আ রোদসী বেবিদানাঃ প্ররুদ্রিয়া জভ্রিরে যজ্ঞিয়াসঃ।
বিদন্মর্তো নেমধিতা চিকিত্বানগ্নিং পদে পরমে তস্থিবাংসম্‌ ॥[৬]

—যজ্ঞার্হ দেবগণ বৃহৎ দ্যুলোক ও পৃথিবীতে বর্তমান থাকিয়া রুদ্রের উপযুক্ত স্তোত্র করিয়াছিলেন; মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের সহিত উত্তম স্থানে নিহিত অগ্নিকে জানিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন।[৭]

এই সূক্তটী (১।৭২) অগ্নিসূক্ত। সুতরাং রুদ্র এখানে অগ্নির নাম। রমেশচন্দ্র দত্তও এখানে রুদ্র অর্থে অগ্নি গ্রহণ করেছেন। সায়নাচার্যেরও একই অভিমত। এই বিষয়ে কৃষ্ণযজুর্বেদে একটী উপাখ্যান আছে:

"দেবাসুরা সংযত্তা আসন্‌, তে দেবা বিজয়মুপযন্তোঽগ্নৌ বামং বসু সংন্যদধতেদমু

১ ঋগ্বেদ—১।২৭।১০ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ নিরুক্ত—১০।৭।৭,
৪ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ১০৫, ১।৪৩।১ ঋকের টীকা। ৫ ঋগ্বেদ—২।১।৬
৬ ঋগ্বেদ—১।৭২।৪ ৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

নো ভবিষ্যতি যদি নো জেষ্যন্তীতি তদগ্নির্ন্যকাময়ত তেনাপ্রাক্রামত্তদ্দেবা বিজিত্যা বরুরুৎসমানা অন্বায়ন্তদস্য সহসাহদিৎসন্ত সোঽরোদীদ্যদরোদীত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্।"[1]

—দেব ও অসুরগণ যুদ্ধ করেছিলেন। বিজয়লাভ করে দেবগণ অসুরদের নিকট থেকে অপহৃত ধনরত্ন রক্ষার নিমিত্ত অগ্নির কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন—, এইভেবে যদি আমরা জয়লাভ করি তবে এই ধন আমাদের হবে। সেই ধন অগ্নি ইচ্ছা করলেন এবং ধন নিয়ে পালালেন। দেবগণ জয়লাভ করে সেই ধন জোর করে আদায় করার জন্য অগ্নির পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন, সেইসময় অগ্নি রোদন করেছিলেন বলেই তাঁর নাম হয় রুদ্র।

এই উপাখ্যানটী পুরাণাদিতে নূতন নূতন রূপ লাভ করেছে।

অপর একটি ঋকে অগ্নিকে বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ প্রভৃতি বলা হয়েছে—

"ত্বমগ্নে বসূঁরিহ রুদ্রাঁ আদিতাঁ্যা উত।"[2]

রুদ্রেরই এক নাম শিব। ঋগ্বেদ একটিমাত্র স্থলে রুদ্রের শিব সংজ্ঞা পাই—

যেভিঃ শিবঃ স বাঁ এবয়াবভির্দিবঃ সিষক্ত স্বযশা নিকামাভিঃ।[3]

—যে অশ্বারোহী উৎসাহী মরুদ্‌গণের সহায়তায় শিব (রুদ্র) আকাশ থেকে জল সেচন করেন।

অগ্নি শিব—অন্যান্য সংহিতায়, পুরাণ প্রভৃতিতেও অগ্নিকেই রুদ্ররূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। শুক্ল যজুর্বেদে অগ্নির নিকট প্রার্থনা :

শিবো ভূত্বা মহ্যমগ্নে অথো সীদ শিবস্ত্বং।
শিবাঃ কৃত্বা দিশঃ সর্বাঃ স্বং যোনিমিহাসদঃ॥[4]

—হে অগ্নি, তুমি শিব, তুমি শিব মঙ্গলময় হয়ে এখানে উপবেশন কর। তুমি সকল দিকে মঙ্গল বিধান করে তোমার নিজের গৃহে যজ্ঞশালায় উপবেশন কর।

অগ্নে ত্বং নো অন্তম উত ত্রাতা শিবো ভব বরূথ্যঃ।[5]

—হে অগ্নি, তুমি আমাদের অন্তিম (আশ্রয়, তুমি আমাদের রক্ষাকর্তা, তুমি শিব হয়ে গৃহপুত্রাদির কল্যাণ বিধান কর।

১ কৃষ্ণ যজুঃ—১।৫।৭।১ ২ ঋগ্বেদ—১।৪৫।১ ৩ ঋগ্বেদ—১০।৯২।২
৪ শুক্ল যজুঃ—১২।১৭ ৫ শুক্ল যজুঃ—৩।২৫

মা যজ্ঞং হিংসিষ্ট মা যজ্ঞপতিং জাতবেদাসৌ শিবো ভবতামদ্য নঃ।

—হে উভয়বিধ অগ্নি (মন্থনজাত অগ্নি ও আহবনীয়াগ্নি), তোমরা আমাদের হিংসা কোরো না, যজ্ঞপতিকে হিংসা কোরো না, আজ আমাদের নিকট শিব হও।

শিবং প্রজাভ্যোঽহিংসন্তং ·····।[১]

—হে অগ্নি, প্রজাগণের নিকট শিবরূপী (কল্যাণরূপী) তোমাকে স্তব করি।

শিবো ভব প্রজাভ্যো মানুষীভ্যস্ত্বমঙ্গিরঃ।[২]

—হে অঙ্গিরা অগ্নি, তুমি মনুপুত্র প্রজাগণের প্রতি শিব (কল্যাণকারী), দ্যাবাপৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং বনস্পতিকে সন্তাপিত কোরো না।

স নো ভব শিবস্ত্বং সুপ্রতীকো বিভাবসুঃ॥[৩]

—হে বিভাবসু অগ্নি, তুমি আমাদের প্রতি শোভন প্রতীকযুক্ত (সুখকর) হও, কল্যাণকর (শিব) হও।

জাতবেদা শিবো ভব।[৪]—অগ্নি, তুমি শিব হও।

পাবকো অস্মভ্যং শিবো ভব।[৫]—অগ্নি, তুমি শিব হও।

ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা ঋষির্দেবো
দেবানামভবঃ শিবঃ সখা॥[৬]

—হে অগ্নি, তুমি প্রথমে আঙ্গিরা ঋষি, তুমি দেবগণেরও দেব (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ), কল্যাণকারী (শিব) বন্ধু হও।

মহাভারতের আদিপর্বে অগ্নির রুদ্ররূপ এবং শিবরূপের বর্ণনা পাই :

সপ্তজিহ্বাননং ক্রূরো লেলিহানো বিসর্পতি।

* * *

যদগ্নে তে শিবং রূপং যে চ তে সপ্তহেতয়ঃ।
তেন নঃ পরিপাহি ত্বমার্তান্নঃ শরণৈষিণঃ।

* * *

শিবস্ত্রাতা ভবাস্মাকং মাস্মানদ্য বিনাশয়॥
পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব কৃষ্ণবর্ত্মন্ হুতাশনঃ।
পরেণ প্রৈহি মুঞ্চাস্মান্ সাগরস্য গৃহানিব॥[৭]

---

১ শুক্ল যজুঃ—১১।২৮ ২ শুক্ল যজুঃ—১১।৪৫ ৩ শুক্ল যজুঃ—১২।৩০ ৪ শুক্ল যজুঃ—৪।৪।৫।১
৫ শুক্ল যজুঃ—৪।৪।৬।১ ৬ ঋগ্বেদ—১।৩১।১ ৭ মহাঃ, আদিপর্ব—২৩১।৫, ১০, ১৮-১৯

—সপ্তজিহ্বা ও মুখ বিশিষ্ট, নিষ্ঠুর, লেলিহান অগ্নি অগ্রসর হচ্ছে। ...হে অগ্নি, তোমার যে কল্যাণকর রূপ, তোমার যে সপ্ত অস্ত্র, তার দ্বারা তুমি শরণার্থী আমাদের রক্ষা কর।

হে শিব, তুমি আমাদের রক্ষাকর্তা হও, আমাদের বিনাশ কোরো না, পিঙ্গলচক্ষু, রক্তবর্ণ গ্রীবা, কৃষ্ণবর্ণ পথে যাত্রী, হুতাশন, পরের দ্বারা এখানে এস। সাগরের গৃহের মত আমাদের মুক্ত কর। মহাভারতে অন্যত্রও অগ্নিই শিব :—

অগ্নিশ্চ শিবো নাম শক্তিপূজাপরশ্চ সঃ।

দুঃখার্তানাং চ সর্বেষাং শিবকৃৎ সততং শিবঃ ॥[১]

—অগ্নিই শিবনামে প্রসিদ্ধ, তিনিই শক্তিপূজাপরায়ণ। সকল দুঃখার্ত জীবের কল্যাণ করেন বলেই তিনি শিব।

পুরা কৃতযুগে বিপ্র এক এব হুতাশনঃ।

রুদ্রমূর্তিঃ স্থিতো নিত্যং তেজো নাম মহাত্মনঃ ॥[২]

লিঙ্গপুরাণে অগ্নি রুদ্র ও রুদ্রগণপতি—

অগ্নয়ে রুদ্ররূপায় রুদ্রাণাং পতয়ে নমঃ।[৩]

দেবীপুরাণে কোটিহোমে অগ্নির নাম শিব—

কোটি হোমে শিবো বহ্নিঃ সর্বকামপ্রদায়কঃ।[৪]

কোন কোন পণ্ডিত আবার রুদ্রকে বজ্রের দেবতা বলে গণ্য করেছেন,—

"But Indra was not the only thunder deity of the vedic period. The Vajra was held also by Rudra and his sons, the Maruts. The latter in the Ṛgveda are sometimes called as Vidyut-dhasta (VIII. 7.25) and sometimes as Vajra-hasta (VIII. 7.32). According to a passage of the Yajurveda Agni had his bolts (Taitt. sam. IV. 6. 1). And According to the Satapatha Brahmaṇa the attributes belonged also to Āditya or the sun. In the Vājasaneya Saṃhitā Rudra is called Bhava and Śarva. And under these appellations he is invoked in the Atharva-veda to launch the lightning against the doer of the wickedness. His eighth name, Aśani (or thunderbolt) is mentioned in the Satapatha and Kauśitaki Brāhmaṇas. The

১ মহাঃ, বনপর্ব—২২০।২ ২ দেবীপুরাণ—১২২।৪ ৩ লিঙ্গপুঃ—১৮।৬

৪ দেবীপুঃ—১২২।২৬

primary connection of Rudra with lightening is therefore sufficiently clear and intelligible The Vedic Rudra, as we all know, is the predecessor of the Epic Śiva. It may therefore be assumed that the latter's conception was based on the conception of a lightening god[১]

রুদ্র শিবকে বজ্র বা বিদ্যুৎ বললেও কোন অসুবিধা নেই। আমরা জানি অগ্নির তিনরূপ অগ্নি বিদ্যুৎ ও সূর্য্য। সুতরাং অগ্নিরূপী রুদ্রের মধ্যে সূর্য, অগ্নি ও বিদ্যুৎ এই ত্রিমূর্তি সম্মিলিত আছে। কারো মতে আবার বজ্র-বিদ্যুৎ, ঝড়, দাবানল প্রভৃতির মত প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক শক্তিই বেদে রুদ্ররূপে কথিত।

"In the early vedic times the deity Rudra was regarded as the personification in vague, uncertain anthropomorphic forms of the destructive powers of nature as typified storms lightning and forest fires etc"[২]

কূর্মপুরাণের একটি বর্ণনায় রুদ্র একই সঙ্গে সূর্য ও অগ্নি :

দংষ্ট্রাকরালং দিবি নৃত্যমানং। হুতাশবক্ত্রং জ্বলনার্করূপম্॥[৩]

বজ্র বিদ্যুৎ ও অগ্নি অভিন্ন। সূর্যাগ্নির ধ্বংসাত্মক শক্তিই রুদ্র। ঝড়েরও ধ্বংসাত্মক শক্তি আছে। কিন্তু ঝড়ের জনক সূর্যাগ্নির তাপশক্তি। তাই ঝড়-সৃষ্টিকারী শক্তি বা ঝড়ের অধিষ্ঠাতা মরুদ্গণ রুদ্রপুত্র। এক হিসাবে ঝড়ের দেবতা ও সূর্যাগ্নির তাপশক্তি অভিন্ন। সুতরাং ঝড়ের ধ্বংসাত্মক শক্তিও রুদ্র-নামে অভিহিত হতে পারে।

অগ্নি শম্ভু—রুদ্রেরই আর এক নাম শিব। শিবেরই এক নাম শম্ভু। রুদ্র ত শুধু ধ্বংসই করেন না, তিনি কল্যাণদাতা শিব) এবং সুখদাতা (শম্ভু)। অগ্নি রুদ্র বলেই অগ্নিকে শম্ভু বলা হয়েছে ঋগ্বেদে—"ক্ষোদো ন শম্ভুঃ।"[৪]—অগ্নি জলের মত সুখকর।

কৃষ্ণযজুর্বেদে অগ্নিই বিশ্বশম্ভু—সকলের সুখদাতা।

প্রাতঃসবনে পাত্বস্মান্বৈশ্বানরো মহিনা বিশ্বশম্ভুঃ।
স নঃ পাবকো দ্রবিণং দধাতু।"[৫]

---

১ Notes on Vajra—Mr N. G Mazumdar, Journal of the Dept. of Letters (C U), vol XI, pages 176-177.

১ God in Indian Religion—H. K. Dey Chaudhuri, page 110

৩ কূর্মপুঃ, পূর্বভাগ—১৫।১৯৩ ৪ ঋগ্বেদ—১।৬৫।৩ ৫ কৃষ্ণ যজুঃ—৩।৩।১।৩

—প্রাতঃসবনে অগ্নি নিজ মহিমায় বিশ্বশম্ভু (বিশ্বের সুখদাতা), সেই অগ্নি আমাদের ধন দান করুন।

অগ্নি পশুপতি—শিবের আর এক নাম পশুপতি। কৃষ্ণযজুর্বেদ বলছেন অগ্নিই পশুপতি—"ইমং পশুং পশুপতে তে অদ্য বধ্নাম্যগ্নে সুকৃতস্য মধ্যে।"[১]

—হে পশুপতি অগ্নি, অদ্যকার সম্যক অনুষ্ঠিত যজ্ঞে এই পশু বাঁধলাম, তুমি অনুমোদন কর।

পশুদের অধিপতি যে রুদ্র, তিনিই অগ্নি—

প্রাজাপত্যা বৈ পশবস্তেষাং রুদ্রোঽধিপতিঃ।[২]

—পশুগণ প্রজাপতির সন্তান—রুদ্র তাদের অধিপতি।

এখানেও সায়নাচার্য বলেছেন, "অগ্নিশ্চ রুদ্রশব্দাভিধেয়ঃ।"—অগ্নিই রুদ্র নামে আখ্যাত হয়েছেন।

অগ্নি যুবা—বেদে অগ্নি যুবা, কনিষ্ঠ প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত। রুদ্রও জরারহিত চিরযুবা—"যুবানো রুদ্রা অজরা।"[৩] রুদ্রেরই বিশেষণ 'কুমার'।[৪]

রুদ্র কপর্দী—রুদ্রকে বারংবার কপর্দী বলা হয়েছে।[৫] কপর্দী শব্দের অর্থ জটিল বা জটাধারী। পুরাণে শিব জটাধারী।

হে নটরাজ নাচলে যখন প্রলয় নাচন
জটার বাঁধন পড়লো খুলে।[৬]

অগ্নি রুদ্র- রুদ্ররূপী অগ্নির জটা কোনটি? রমেশচন্দ্র বলছেন, "অগ্নির। কৃষ্ণধূমপুঞ্জই অগ্নির জটা—এইরূপ অনুমিত হয়।"[৭] রমেশচন্দ্রের অনুমান যথার্থ ই রুদ্র-অগ্নির ধূমপুঞ্জ জটারূপে কল্পিত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ অগ্নি হরিকেশ, শোচিষ্কেশ প্রভৃতি বিশেষণ লাভ করেছেন ঋগ্বেদেই। লিঙ্গপুরাণে রুদ্রস্তবে রুদ্র হিরণ্যকেশ।[৮] রুদ্র বা শিবের অষ্টমূর্তির অন্যতম অগ্নি। শিবের তৃতীয় নয়নে বহ্নির অবস্থান। লিঙ্গপুরাণে রুদ্রের একনাম 'শিখাযুক্ত'।[৯] কূর্মপুরাণে শিব হুতাশবক্ত্র অর্থাৎ অগ্নিমুখ।[১০] লিঙ্গপুরাণে ব্রহ্মাকৃত রুদ্রস্তবে রুদ্র শতজিহ্বা বিশিষ্ট—

"বেদমন্ত্র প্রধানায় শতজিহ্বায় বৈ নমঃ।"[১১]

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে অগ্নিই রুদ্র-"সোঽগ্নিস্তু ভগবান্ কালঃ কালো রুদ্র ইতি শ্রুতিঃ।"[১২]

---

১ কৃষ্ণ যজুঃ—৩।৩।১।৩ ২ কৃষ্ণ যজুঃ—৩।৩।১।৩ ৩ ঋগ্বেদ—১।৬৪।৪
৪ ঋগ্বেদ—২।৩৩।১২ ৫ ঋগ্বেদ—১।১১৪।১, ৫; ১০।১৬৭।১১ ৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ২৫৯; ১।১১৪।১ ঋকের টীকা। ৮ লিঙ্গপুঃ—৬।১৫
৯ লিঙ্গপুঃ—১১।৩ ১০ কূর্মপুঃ, পূর্বভাগ—১৫।১৯৩ ১১ লিঙ্গপুঃ—২৪।৪১
১২ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—২০।৭১

সুতরাং রুদ্র বা শিব যে অগ্নিই তাতে সংশয়ের কোন হেতু নেই। "The destructive power of fire in connection with the raging of the driving storm lies clearly enough at the foundation of the epic form of Siva."[১]

কিন্তু রুদ্রের গুণাবলী সূর্যেও প্রত্যক্ষ হওয়ায় সূর্যকেও রুদ্র বলে গ্রহণ করা চলে।

সূর্য ও রুদ্র—রুদ্র সূর্যের মত প্রদীপ্ত, সোনার মত বর্ণবিশিষ্ট—

যঃ শুক্র ইব সূর্যো হিরণ্যমিব রোচতে।
শ্রেষ্ঠো দেবানাং বসুঃ ॥[২]

—যে রুদ্রদেব সূর্যের সদৃশ দীপ্তিমান, সুবর্ণবৎ প্রীতিকর হয়েন, তিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সকলের নিবাস হেতু আশ্রয় স্থান হয়েন।[৩]

প্রবভ্রবে বৃষভায় শ্বিতীচে মহো মহীং সুষ্টুতিমীরয়ামি।
নমস্যা কল্মলীকিনং নমোভির্গৃণীমসি ত্বেষং রুদ্রস্য নাম ॥[৪]

—বভ্রুবর্ণ, অভীষ্টবর্ষী, শ্বেত আভাযুক্ত রুদ্রের উদ্দেশ্যে অতি মহৎ স্তুতি উচ্চারণ করি। হে স্তোতা! তেজোবিশিষ্ট রুদ্রকে নমস্কার দ্বারা পূজা কর, আমরা তাঁহার উজ্জ্বল নাম সংকীর্তন করি।[৫]

রুদ্র বভ্রুবর্ণ ও দীপ্ত অলংকারে শোভিত।[৬] তিনি অরুষ বা অরুণবর্ণ এবং স্বর্গের বরাহ—"দিবো বরাহমরুষং কপর্দিনম্ ··।"[৭]

সূর্যের অশ্ব বা কিরণও অরুষবর্ণ। আকাশে ভাসমান সূর্যই স্বর্গ-বরাহ—স্বর্গ-বরাহই বিষ্ণুর বরাহাবতার।

শুক্লযজুর্বেদে আদিত্যকে স্পষ্টভাবে রুদ্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে—

অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ।
য চৈনং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ সহস্রশোঽবৈষাং হেড ঈমহে ॥[৮]

—ঐ যে তাম্রবর্ণ, অরুণবর্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ (সূর্য), আর ঐ যে সহস্র রুদ্র সর্বদিকে ব্যাপ্ত করে আছেন,—তাঁদের ক্রোধ প্রশমন করবো।

এখানে রুদ্র বলতে যে সূর্যরশ্মিকে বোঝানো হয়েছে, তাতে সন্দেহের হেতু নেই। ভাষ্যকার মহীধর বলছেন, "আদিত্যরূপেণাত্র রুদ্রঃ স্তূয়তে। যোঽসৌ

---

১ Hindu Iconography—Rao, page 76.
২ ঋগ্বেদ—১।৪৩।৫
৩ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী
৪ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৮
৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৬ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৯
৭ ঋগ্বেদ—১।১১৪।৫
৮ শুক্ল যজুঃ—১৬।৬

প্রত্যক্ষো রুদ্রো রবিরূপঃ।...রুদ্রা এনমভিতো দিক্ষু প্রাচ্যাদিষু শ্রিতাঃ। কিরণ-রূপেণ সহস্রশোঽসংখ্যাঃ...। কীদৃশোঽসৌ তাম্রঃ উদয়েঽত্যন্তং রক্তঃ। অরুণঃ রক্তোঽস্তকালে। উতাপি চ বভ্রুঃ পিঙ্গলবর্ণোঽন্যদা। সুমঙ্গলঃ শোভনানি মঙ্গলানি যস্য মঙ্গলরূপঃ রব্যুদয়ে সবসঙ্গল প্রবর্তনাৎ। —(অন্যার্থ) আদিত্যরূপে এখানে রুদ্র স্তুত হয়েছেন। ঐ যে প্রত্যক্ষ রুদ্র রবিরূপী।...রুদ্রগণ এঁর দিকে অর্থাৎ পূর্ব প্রভৃতি দিকে আশ্রয় করে আছেন—কিরণরূপে সহস্র সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য। কি রকম রুদ্র? তাম্রবর্ণ অর্থাৎ উদয়কালে অত্যন্ত রক্তবর্ণ, অস্ত-গমনকালেও অরুণ অর্থাৎ রক্তবর্ণ, অন্যসময়ে বভ্রু অর্থাৎ পিঙ্গলবর্ণ। মঙ্গলময় কারণ সূর্যের উদয়ে অমঙ্গল বিনষ্ট হয়।

শুক্লযজুর্বেদ আরও বলেছেন—

অসৌ যোঽবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিত।
উতৈনং গোপা অদৃশ্রন্নদৃশ্রন্ দহার্য্যঃ স দৃষ্টো মৃড়য়তি নঃ॥[১]

—ঐ যিনি রক্তবর্ণ নীলকণ্ঠ অগ্রসর হচ্ছেন তাঁকে উদকাহরণকারিণী গোপ-বালারাও দর্শন করেন। তিনি আমাদের সুখ দান করেন।

এখানেও মহীধর বলেছেন, "অসৌ চ আদিত্যোঽবসর্পতি। ...অস্তগমন-কালে নীলগ্রীবঃ। নীলগ্রীব ইবাস্তং গচ্ছন্ লক্ষ্যতে।" —ঐ যে গমন করছেন উনি সূর্য। নীলকণ্ঠ কেন? কারণ, অস্ত গমনকালে সূর্যকে নীলকণ্ঠ দেখায়।

গোপবালারা নীলকণ্ঠ সূর্যরূপী রুদ্রকে দর্শন করেন। সুতরাং গোপবালারা রুদ্রের অনুরাগিণী। এখানে কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কৃষ্ণ-বিষ্ণু আর রুদ্র একই দেবতার নামান্তর হওয়ায় গোপী প্রসঙ্গ এস্থলে বিশেষ ইঙ্গিত বহন করছে।

সূর্য, অগ্নি ও ইন্দ্রের মত রুদ্রও সহস্রচক্ষু—

নমোঽস্তু নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীঢ়ুষে।[২]

সূর্যের মতই রুদ্র হিরণ্য বাহু—হিরণ্য বাহবে সেনান্যে দিশাং চ পতয়ে নমঃ।[৩]

---

১ শুক্ল যজুঃ—১৬।৭ ২ শুক্ল যজুঃ—১৬।৮ ৩ শুক্ল যজুঃ—১৬।১৭

বৃহদ্দেবতায় রুদ্র শব্দের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাতে রুদ্র সূর্যরূপেই প্রতিভাত—

অরোদীদন্তরীক্ষে যদ্বিদ্যুদ্‌বৃষ্টিং দদন্নৃণাং।
চতুর্ভি ঋষিভিস্তেন রুদ্র ইত্যভিসংস্তুত ॥[১]

—যিনি অন্তরীক্ষে রোদন করেন, মানুষের কাছে বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি প্রদান করেন, চারজন ঋষি তাঁকেই রুদ্র নামে স্তব করেছেন।

অন্তরীক্ষে যিনি রোদন করেন, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টিদানের যিনি কর্তা, তিনি অবশ্যই সূর্য। অবশ্য এখানে যদি বজ্রকে রুদ্ররূপে গ্রহণ করি তাহলে ঠিক হয় না। তবে বজ্রও অগ্নি। সুতরাং অগ্নির সঙ্গে বজ্র অভিন্ন।

পুরাণে ও তন্ত্রে সূর্য ও রুদ্র একাত্ম হয়ে স্তুত হয়েছেন—

একাকী যশ্চরত্যেষ সূর্যোঽসৌ রুদ্র উচ্যতে।[২]

—যিনি একাকী বিচরণ করছেন, সেই সূর্যই রুদ্র।

কূর্মপুরাণে সূর্যস্তব—

ভূর্ভুবঃ স্বস্তমোঙ্কারঃ শর্বো রুদ্রঃ সনাতনঃ।
পুরুষঃ সন্মোহস্তং প্রণমামি কপর্দিনম্ ॥
ত্বমেব বিশ্বং বহুধা সদসৎ সূয়তে চ যৎ।
নমো রুদ্রায় সূর্যায় ত্বামহং শরণং গত ॥[৩]

—হে সূর্য! তুমি ভূ, ভুব এবং স্বর্লোক, তুমিই ওঁকার, তুমি শর্ব, রুদ্র এবং সনাতন, তুমি বিরাট পুরুষ, তুমিই নিত্য, মহঃলোক ও জটাধারী—তোমাকে প্রণাম করি। সৎ এবং অসৎ যে বহুভাবে সৃষ্ট হচ্ছে, তাও তুমি। রুদ্ররূপী সূর্যকে নমস্কার, আমি তোমার শরণ নিলাম।

অন্যত্র বলা হয়েছে—মহাদেবং ভানুমাত্মানমব্যম্।[৪]

কূর্মপুরাণেই রাজা বসুমনা শিবের যে মূর্তির দর্শন পেয়েছিলেন সেই মূর্তির বর্ণনা :

চতুর্মুখং জটামৌলিমষ্টহস্তং ত্রিলোচনম্।
ভাসয়ন্তং জগৎ কৃৎস্নং নীলকণ্ঠং স্বরশ্মিভিঃ ॥

১ বৃহদ্দেবতা—২।২৪।৩৫ ২ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—২৮।৪০ ৩ কূর্মপুঃ, উপরিভাগ—১৮।৩৮-৩৯
৪ কূর্মপুঃ, উপরিভাগ—৪১।১৭

—চতুর্মুখ, জটাবদ্ধমস্তক, আট হাত, ত্রিলোচন, নীলকণ্ঠ স্বীয় কিরণে জগৎ উদ্ভাসিত করছেন।

আবার বরাহপুরাণে (২১০ অঃ) শিব সম্পর্কে বর্ণনা :

সহস্র সূর্যকিরণং জ্বালামালিনমূর্জিতম্।
বালার্ক মণ্ডলাকারং প্রভামণ্ডল মণ্ডিতম্॥

সহস্র সূর্যকিরণময়, কিরণমালা শোভিত, প্রভাত সূর্যের আকৃতি বিশিষ্ট, আলোক মণ্ডল শোভিত শিব যে সূর্য ভিন্ন কেউই নন, একথা উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

কর্মপুরাণে আর এক জায়গায় সূর্যস্তবে সূর্য ও রুদ্র অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত।

নমস্যামি পরং জোতির্ব্রহ্মাণং ত্বাং পরামৃতম্।
বিশ্বং পশুপতিং ভীমং নরনারী শরীরিণম্॥
নমঃ সূর্যায় রুদ্রায় ভাস্বতে পরমেষ্টিনে।
উগ্রায় সর্বভক্ষায় ত্বাং প্রপদ্যে সদৈব হি॥[১]

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেন, রুদ্র কিরণ দ্বারা রস পান করেন —

শুক্রাত্মা সংস্থিতো রুদ্রঃ পিবত্যম্ভো গভস্তিভিঃ।[২]

সারদাতিলকতন্ত্রে নীলকণ্ঠের ধ্যানে বলা হয়েছে—

বালার্কাযুত তেজসং ধৃত জটেন্দুখণ্ডোজ্জ্বলম্।

—(নীলকণ্ঠ শিব) অযুত প্রভাত সূর্যের তেজবিশিষ্ট—উজ্জল চন্দ্রকলা ও জটাধারী।

পটুয়া সঙ্গীতে শিব বলছেন—"সূর্যপুরে থাকি আমি আমার ইন্দ্রপুরে ঘর।"

এই সমস্ত উদ্ধৃতি প্রমাণিত করে যে বৈদিক রুদ্র এবং পৌরাণিক শিব সূর্যের একটি অবস্থা বা একটি গুণ অনুসারে কল্পিত এবং পুরাণকারগণ রুদ্রের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন। ডঃ অবিনাশ চন্দ্র দাস বৈদিক রুদ্রকে গ্রীষ্মকালীন সূর্যরূপে গ্রহণ করে রুদ্রের সকল কর্মের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস করেছেন। তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি :

" .. it appears to me that he has been conceived as the Solar God, presiding over the northest months of the year, when the

১ কূর্মপুঃ, পূর্বভাগ—১৮।৪৫-৪৬ ২ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—২৮।৪১ ৩ সাঃ তিঃ—১৯।৪৮

rays of the sun are fierce, and burn like fire, when men and animals suffer from the effects of abnormal heat, and become sick, when at the end of the sultriest day, clouds gather on the horizon and thunder-storms break out, uprooting trees, blowing down houses, killing men and animals by lightning and presenting a general appearance of devastation. This was the maleficent side of the God Rudra. His beneficent side consisted in clearing up the atmosphere, blowing away the germs of disease, cooling down the temperature by showers of rain, improving public health and causing medical herbs and grass and corn to grow. These two different aspects of the god alternately made him the most dreaded as well as the most beneficent. He was Rudra (the Fierce) as well as Siva (the beneficent)."[১]

সূর্যাগ্নি রুদ্র—রুদ্র দেবতার স্বরূপ অলোচনায় দেখা গেল যে, রুদ্র কখনও অগ্নি, কখনও সূর্গ। সেই পুরাতন সত্যে উপনীত হচ্ছি আমরা। স্যুয ও অগ্নি একই দেবতা হওয়ায় অন্যান্য দেবতার মত রুদ্রও সূর্যাগ্নি। সূর্যাগ্নির যে শক্তি ধ্বংস করে,—সূর্যের প্রখর তাপে ধরিত্রীকে নীরস করে শস্য-তৃণ বিনষ্ট করে—নানা-প্রকার মারণ রোগ সৃষ্টি করে,—সৃষ্টি করে বিধ্বংসী ঝড়-বজ্রের আঘাত দিয়ে লেলিহান শিখায় গৃহ-অরণ্য-প্রাণীকে দগ্ধ করে সেই শক্তিই রুদ্ররূপে উপাসিত হয়েছেন ভারতীয় মনীষীদের দ্বারা। এই শক্তিই যখন কল্যাণ আনে বৃষ্টি দিয়ে পৃথিবীকে শস্যশ্যামলা করে, শান্ত ধরণীর বুক থেকে মহামারী বিদূরিত করে,—ধ্বংস ও মৃত্যুর পরে আনে নবজীবনের বিকাশ—তখন রুদ্রই হয়ে ওঠেন শিব—মঙ্গলের দেবতা—প্রজা-পশুর পালক পশুপতি।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত রুদ্র শব্দের মূল রুদ্ ধাতুকে কিরণ দেওয়া অথবা লোহিত বা উজ্জ্বল অর্থে প্রযুক্ত বলে মনে করেছেন।

"By Grassmann it is connected with a root, 'rud' having the conjectural meaning to 'shine' or according to Pischel 'to be ruddy' Rudra would thus mean the 'bright or the red one."[২]

"Rudra means not the roarer, but the shining one."[৩]

১ Rigvedic culture, pages—445-46 ২ Vedic Mythology—page 77.

৩ Hinduism & Buddhism II, page 141

এই অর্থ গ্রহণ করিলে রুদ্রকে সূর্য ও অগ্নি উভয় রূপে গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা থাকে না। শুক্লযজুর্বেদের একটি মন্ত্রে রুদ্র সূর্য ও অগ্নি উভয়রূপের সমন্বয়ে একীভূত হয়ে গেছেন।

রুদ্রাঃ সংসৃজ্য পৃথিবীং বৃহজ্জ্যোতিঃ সমীধিরে।
তেষাং ভানুরজস্রইচ্ছুক্রো দেবেষু রোচতে॥[১]

—রুদ্রগণ পৃথিবী সৃষ্টি করে বৃহজ্জ্যোতি প্রজ্বলিত করলেন। তাঁদের মধ্যে অত্যন্ত উজ্জ্বলবর্ণ ভানু দেবতাদের মধ্যে শোভা পেতে লাগলেন।

রুদ্র সূর্যাগ্নির রূপভেদ - এ বিষয়টি সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই মন্ত্রে।

কুমারসম্ভব কাব্যে তপস্বীবেশধারী শিবের যে বর্ণনা আছে, তাতে তাঁর মধ্যেও সূর্যাগ্নির তেজোময় রূপ প্রত্যক্ষ করি—

অথাজিনাষাঢাধরঃ প্রগল্‌ভবাক্
জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা।
বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনম্।[২]

—অনন্তর মৃগচর্ম ও পলাশদণ্ডধারী বাক্‌পটু ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত হয়েই যেন কোন জটাধারী তপোবনে প্রবেশ করলেন।

কৃষ্ণযজুর্বেদে রুদ্র সূর্যকিরণের মত সর্বব্যাপী—ব্রহ্মের মত সর্বব্যাপী।

যো রুদ্রো অগ্নৌ যো অপ্‌সু চ ওষধিষু।
যো রুদ্রে বিশ্বাভুবনাহবিবেশ তস্মৈ রুদ্রায় নমঃ॥[৩]

রুদ্র কালপুরুষ—কিন্তু আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় তাঁর প্রসিদ্ধ 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' নামক গ্রন্থে আকাশে অবস্থিত কালপুরুষ নক্ষত্র বা Orion-কে রুদ্র-রূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে কালপুরুষ নক্ষত্রের অধিপতি রুদ্র। এই নক্ষত্রের নিম্নে ইষুকা নামে তিনটি তারা রুদ্রের বজ্র। এই বজ্রই শৈবদের জ্যোতির্লিঙ্গ। আচার্য রায়ের বিশ্লেষণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সন্দেহ নেই। কিন্তু বেদে-পুরাণে রুদ্রের যে বর্ণনা, তাতে রুদ্রকে নক্ষত্রপুঞ্জবিশেষ বলে গণ্য করার যুক্তি খুঁজে পাই নি। তাছাড়া একই কালপুরুষ নক্ষত্র কখনও রুদ্র, কখনও দক্ষ, কখনও বরাহ, কখনও বালক কৃষ্ণ, কখনও পুতনা, কখনও কূর্মাবতার, কখনও বামন অবতাররূপে বর্ণিত।[৪] একটিমাত্র নক্ষত্রপুঞ্জকে নানা দেব-দানব দেবতার

১ শুক্ল যজুঃ – ১১।৫৪ ২ কুমারসম্ভব—৫।৩০ ৩ কৃষ্ণ যজুঃ—৫।৫।৫।৯
৪ যোগেশচন্দ্র রায়ের পৌরাণিক উপাখ্যান দ্রষ্টব্য

অবতার ইত্যাদিরূপে ব্যাখ্যা সমর্থনযোগ্য বোধ হয় না। সূর্যাগ্নির বহুবিধগুণকর্ম বহুদেবতারূপে গৃহীত হয়েছে, এ অনুমান নয়, স্বতঃ সত্য। তথাপি বামনপুরাণে রুদ্রের কালপুরুষ মূর্তির বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।[1]

ত্রিপুরহন্তা কালরূপী শিব জনকল্যাণের নিমিত্ত আকাশ ব্যাপ্ত করে আছেন। যেখানে অশ্বিনী, ভরণী ও কৃত্তিকার অংশ বর্তমান, মঙ্গলের অধিষ্ঠা-নক্ষেত্র মেষরাশি কালপুরুষের মস্তক। কৃত্তিকার পাদত্রয় রোহিণী ও মৃগ-শিরার পূর্বার্ধ যাতে প্রতিষ্ঠিত শুক্রাচার্যের সেই বাসস্থান কালরূপী শিবের মুখ। মৃগশিরার পূর্বার্ধ আর্দ্রা ও পুনর্বসুর তিনপাদ নিয়ে গঠিত মিথুন রাশি বুধের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র কালপুরুষের বাহুদ্বয়। পুনর্বসু, পুষ্যা ও অশ্লেষা—এই তিন নক্ষত্রের সমবায়ে গঠিত কর্কটরাশি—যা চন্দ্রের বাসস্থান—তা কালপুরুষের দুই পার্শ্ব। মঘা পূর্ব-ফাল্গুনী ও উত্তর-ফাল্গুনীর এক পাদ নিয়ে সিংহরাশি সূর্যের বাসস্থান—শিবের হৃদয়। উত্তর-ফাল্গুনীর দুই পাদ, হস্তা ও চিত্রার পূর্বার্ধ নিয়ে কন্যারাশি সোমপুত্র বুধের দ্বিতীয় অধিষ্ঠান—মহাদেবের জঠর। চিত্রার দ্বিতীয় অর্ধ স্বাতী ও বিশাখার অংশত্রয় শুক্রের দ্বিতীয় আবাস তুলারাশি মহাদেবের নাভি। বিশাখার একপাদ অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা নিয়ে গঠিত মঙ্গলের দ্বিতীয় গৃহ বৃশ্চিকরাশি কালপুরুষের মেঢ়্র। মূলা, পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ার একপাদ দ্বারা নির্মিত ধনুরাশি মহাদেবের উরুদ্বয়। উত্তরাষাঢ়ার অংশত্রয় শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার পূর্বার্ধ দ্বারা গঠিত শনির বাসস্থান মকর রাশি তাঁর দুই জানু। ধনিষ্ঠার অপরার্ধ, শত-ভিষা ও প্রোষ্ঠপদার পাদত্রয়সমন্বিত শনির দ্বিতীয় অধিষ্ঠান কুম্ভরাশি মহেশ্বরের জঙ্ঘা। প্রোষ্ঠপদার একপাদ উত্তরা ও রেবতী নিয়ে গঠিত বৃহস্পতির দ্বিতীয় ক্ষেত্র তাঁর দুই চরণ।

এই বিবরণ অনুসারে রুদ্র কালপুরুষ নামে অভিহিত হলেও কেবলমাত্র কালপুরুষ বা মৃগশিরা নক্ষত্র Orion নামে প্রসিদ্ধ (তেরটি তারকা নিয়ে গঠিত) নক্ষত্রপুঞ্জ নয়। বামনপুরাণের কালপুরুষ মহাদেবের দেহ গঠিত হয়েছে বারটি রাশি নিয়ে। এই বারটি রাশি বার মাসে সূর্যের অধিষ্ঠানরূপে প্রসিদ্ধ। সুতরাং কালরূপী মহাদেব বারোমাসের বারো রাশিতে অবস্থিত দ্বাদশ আদিত্য। সূর্যই কালের স্রষ্টা; এইজন্যই তিনি কালপুরুষ বা মহাকাল। পরবর্তীকালে ধ্বংসের দেবতা মহাকাল শিবের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ও পৃথক্ দেবতাতে পরিণত হয়েছেন।

১ বামনপুরাণ—৫।৩০।৪২

বৈদিক রুদ্রের ধ্বংসলীলা থেকেই পরবর্তীকালে তাঁর নটরাজ মূর্তি নির্মিত হয়েছে।

রুদ্র নটরাজ—রুদ্রের নৃত্যের নাম তাণ্ডব। সৃষ্টিধ্বংসকালে তিনি উন্মত্ত তাণ্ডব নৃত্য করতে থাকেন। বিধ্বংসী অগ্নির লেলিহান শিখার উদ্দাম নৃত্য অথবা গ্রীষ্মের উত্তপ্ত মধ্যাহ্নাকাশে সূর্যের বিচরণ রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্যে রূপ নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শিবকে মৃত্যুর প্রতীক ও গৌরীকে জীবনের প্রতীক রূপে গ্রহণ করেছেন তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায়।

শুনি শ্মশানবাসীর কলকল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল,
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।[১]

যিনি ছিলেন ধ্বংসের দেবতা রুদ্র, তিনিই হলেন জীবনের দূত -মঙ্গলের অধিষ্ঠাতা শিবশম্ভু।

"শুভদাতা সেই শিব সেবকবৎসল।"[২]

রুদ্র শিব—রুদ্র হলেন শিব আশুতোষ—সর্বত্যাগী মহাযোগী। রুদ্রের এই শিবত্বে পরিণতির মূলে ত্যাগ, প্রেম ও করুণার বিগ্রহ যোগীশ্বর বুদ্ধদেব ও তাঁর প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আছে বলে অনেকে মনে করেন।

"বৌদ্ধযুগের শেষভাগে রুদ্র তাঁহার তেজঃ সম্বরণ করিলেন; সংহারের দেবতা অপূর্ব সৌম্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, যেন চিতা জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল, কতকগুলি ছাই রহিয়া গেল। তাঁহার প্রলয় বিষাণ থামিয়া গেল—তিনি যোগীর আদর্শ যোগীশ্বর, ক্ষমার আদর্শ ভোলানাথ, ত্যাগীর আদর্শ সর্বত্যাগী হইলেন,—এক কথায় তাঁহার ভয়ংকরত্ব চলিয়া গেল, তাঁহার তাণ্ডব নৃত্য প্রেমনৃত্যে পরিণত হইল।"...

রুদ্রদেব শিবসুন্দরে পরিণত হইলেন। হিন্দুর কল্পনায় বুদ্ধদেবের ত্যাগের আদর্শে যে মনোজ্ঞ প্রতিবিম্ব পড়িল—সেই ত্যাগ, জীবের জন্য সেই অপার করুণা, সেই বিশ্বের কল্যাণচিন্তা দিয়া তাঁহারা রুদ্রদেবকে নূতন ছাঁচে গড়িলেন। বিশ্ববাসীর কষ্ট দূর করিবার জন্য বুদ্ধ রাজপ্রসাদ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইয়াছিলেন, রুদ্রদেবের হস্তেও আমরা ভিক্ষাপাত্র ও কমণ্ডলু দিয়া তাঁহাকে দেব-ভিখারী সাজাইলাম।"[৩]

---

১ উৎসর্গ—৪৫ ২ শিবায়ন—রামেশ্বর চক্রবর্তী (ক. বি.)—পৃঃ ৭০
৩ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং—পৃঃ ৩৪৭

কোন কোন পণ্ডিত আবার মনে করেন যে তামিল শব্দ শিবপ্পুব (অর্থ : রক্তবর্ণ) সঙ্গে শিব শব্দের যোগ আছে।

It has been suggested that the name Siva is connected with the Tamil word Sivappu, red."[১]

নিম্ন শ্রেণীর দেবতা শিব আর্যধর্মে মহাদেব রূপে পরিগণিত হয়েছেন—একপ মতবাদও বহুল প্রচলিত।

"Here we see how an evil and disreputable God, the patron of low caste and violent occupations, becomes associated with the uncanny forces of nature and is on the way to become an all-God ?"[২]

"During the later upaniṣadic age there had already occured some sort of assimilation between the vedic Rudra cult ; and the non-vedic pāśupata cult ; and the result was the evolution of a monistic Śaiva faith which was, more or less, in consonance with the main trend of the upaniṣadic thought."[৩]

কেউ কেউ আবার দ্রাবিড়-পূর্ব অনার্য জাতির দেবতা শিব—এমন মন্তব্যও করেছেন—

"আমার মতে প্রাক্ দ্রাবিড়ীয় ভারতে অথবা দ্রাবিড় সভ্যতার অভ্যুদয়কালে এই সভ্যতার চূড়ামণি ছিলেন শিব নিজে।"[৪]

কিন্তু রুদ্রের শিবত্বের কারণে অনার্যকৃষ্টির দোহাই দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বুদ্ধের প্রভাব যদি পৌরাণিক শিবের উপর পড়েই থাকে, তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে রুদ্রের শিবত্বের পরিকল্পনা ঋগ্বেদেই নিহিত রয়েছে। যিনি রুদ্র—ধ্বংসের দেবতা, তিনিই যখন আরোগ্যের দেবতা 'ভিষকৃতম'—তিনিই যখন আর্য-পরিবারবর্গকে এবং তাঁদের পশু ও ভৃত্যদের রোগ, মৃত্যু ও শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন, তখনই তিনি মঙ্গলময় শিব। ঋগ্বেদেই রুদ্র এবং অগ্নি সম্পর্কে শিব শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। যজুঃ এবং অথর্ব সংহিতাতে রুদ্রের শিবরূপে প্রতিষ্ঠা পূর্ণতা লাভ করেছে।

---

১ Hinduism and Budhism II—page 141

২ Ibid., page 142

৩ God in Indian Religion—page 111

৪ প্রাকার্য ভারতে যাত্রাগান, প্রবোধবন্ধু অধিকারী, নাট্যদর্পণ পত্রিকা—পৃঃ ১৯৭৬

"In the Vedas Rudra has many attributes and many names. He is the howling terrible god, the god of storms, the father of the Rudras or Maruts and is sometimes identified with the god of fire. On the one hand, he is a destructive deity who brings diseases upon men and cattle, and on the other hand, he is a beneficent deity supposed to have a healing influence. These are the germs which afterwards developed into the god Siva."[১]

"রুদ্র দেবতার দুই মেজাজ ছিল—প্রসন্ন ও ক্রুদ্ধ। প্রসন্ন মেজাজে দক্ষিণমুখে তিনি আরোগ্যের দেবতা, পশু মানুষের ভিষকৃতম। ক্রুদ্ধ মেজাজে রুদ্রমুখে তিনি ধ্বংসের দেবতা, বিশেষ করিয়া অপরাধীর ও পশুর।"[২]

যজুর্বেদেই রুদ্রের শিবত্বপূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পৌরাণিক শিবের যে সমস্ত গুণ ও নাম সুপ্রসিদ্ধ, সেগুলি সবই যজুর্বেদে পাওয়া যায়। যজুর্বেদ অবশ্যই বুদ্ধের বহু পূর্ববর্তী। যজুর্বেদে রুদ্রস্তুতিতে (শতরুদ্রীয় স্তোত্র নামে প্রসিদ্ধ) রুদ্রের বহুবিধ গুণকর্ম ও মহিমার বিবরণ আছে।

নমো ভবায় চ রুদ্রায় চ নমঃ শর্বায় পশুপতয়ে চ।
নমো নীলগ্রীবায় শিতিকণ্ঠায় চ।
নমঃ কপর্দিনে চ ব্যুপ্তকেশায় চ।
নমঃ সহস্রাক্ষায় শতধন্বনে চ।
নমো গিরিশায় চ শিপিবিষ্টায় চ নমো মীঢ়ুষ্টমায় চেষুমতে চ ॥
নমো হ্রস্বায় চ বামনায় চ নমো বৃহতে চ বর্ষীয়সে চ।
নমো বৃদ্ধায় চ সবৃধে চ নমোঽগ্রায় চ প্রথমায় চ।

* * *

নমো জ্যেষ্ঠায় চ কনিষ্ঠায় চ নমঃ পূর্বজায় চাপরজায় চ।
নমো বাত্যায় চ রৈষ্ম্যায় চ নমো বাস্তব্যায় চ বাস্তপায় চ।
নমঃ সোমায় চ রুদ্রায় চ নমস্তাম্রায় চারুণায় চ ॥
নমঃ শঙ্গবে চ পশুপতয়ে চ নমো উগ্রায় চ ভীমায় চ।
নমোগ্রেবধায় চ দূরেবধায় চ নমো হন্ত্রে চ হনীয়সে চ ॥
নমো বৃক্ষেভ্যো হরিকেশেভ্যো নমস্তারায় ॥[৩]

---

১ Classical Dictionary of Hindu Mythology—Dowson, page 296.
২ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১২
৩ শুক্ল যজুঃ (বাজসনেয়ী সং)—১৬।২৮-৩০, ৩৯-৪০

নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ।
নমঃ শিবায় শিবতরায় চ ॥
নমো ব্রজ্যায় চ গোষ্ঠ্যায় চ নম স্তল্প্যায় চ গেহ্যায় চ।
নমো হৃদয্যায় চ নিবেষ্প্যায় চ ····· ॥
ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্রভরামহে মতীঃ।[১]

এই রুদ্রস্তুতিতে রুদ্রের যে প্রধান প্রধান নামগুলি পাই তা নিম্নরূপ : ভব, রুদ্র, শর্ব (পাপহন্তা), পশুপতি, নীলগ্রীব (নীলকণ্ঠ), সিতিকণ্ঠ (শ্বেতকণ্ঠ), কপর্দী (জটাধারী), ব্যুপ্তকেশ (মুণ্ডিত কেশ), সহস্রাক্ষ, শতধন্বা, গিরিশ, শিপিবিষ্ট (রশ্মি-যুক্ত অথবা জীবদেহে অবস্থিত,—বিষ্ণুর নাম), মেঘরূপে বৃষ্টিদাতা, ইষুমান্ (বাণ সমন্বিত), হ্রস্ব, বামন, বৃহৎ, বর্ষীয়ান্ (অধিক বয়স্ক), বৃদ্ধ, সবৃধ (জ্ঞানীগণের সঙ্গে বর্তমান), অগ্র, প্রথম, জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, পূর্বজ (প্রথম জাত), অপরজ (কালান্তরে কালাগ্নিরূপে জাত), বাত্য (বায়ুতে জাত), রৈষ্ম (ধ্বংসকর্তা), বাস্তব্য (গৃহে জাত), সোম, রুদ্র, তাম্র (রক্তবর্ণ), অরুণ (ঈষৎ রক্তবর্ণ), শম্ভু (সুখদাতা), উগ্র, ভীম, অগ্রেবধ (নিকটবর্তীর হন্তা), দূরেবধ (দূরবর্তীর হন্তা), হন্তা, হনীয়ান্ (অত্যধিক পরিমাণে হন্তা), বৃক্ষগণ (কল্প বৃক্ষ), হরিকেশ (তাম্রবর্ণ কেশ), তার (উদ্ধারকর্তা), সম্ভব (সুখকর্তা), ময়োভব (সংসার সুখদ), শংকর (লৌকিক সুখদাতা), ময়স্কর (মোক্ষসুখ দাতা), শিব, শিবতর (অধিকতর কল্যাণকারী), ব্রজ্য (ব্রজে স্থিত), গোষ্ঠ্য (গোষ্ঠে স্থিত), তল্প্য (শয্যায় জাত), গেহ্য (গৃহে জাত), হৃদয্য (হৃদয়ে জাত) নিবেষ্প্য (জলে জাত), কাট্য (দুর্গে বা অরণ্যে জাত), গহ্বরেষ্ঠ (গুহা বা গর্তে স্থিত)।

কৃষ্ণ যজুর্বেদেও (৪।৪।৫।৫-৯) রুদ্রের উক্ত নামগুলি পাওয়া যায়। শত-রুদ্রীয় স্তোত্রে উপরোক্ত নামগুলি ছাড়া রুদ্রের আরও বহু নাম যুক্ত হয়েছে। রুদ্রের যে নামগুলি এখানে পাই, তাতে পৌরাণিক শিবের গুণগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রুদ্র যে সূর্য, অগ্নি এবং ইন্দ্র, বিষ্ণু-কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবগণের সঙ্গে অভিন্ন, এমন কি তিনি যে ব্রহ্মস্বরূপ—সর্বভূতে ও সর্ববস্তুতে বিরাজমান তা উপ-লব্ধি করি এই রুদ্রস্তুতি থেকে। তিনি যে সর্বজ্যেষ্ঠ দেবাদিদেব, সুতরাং বৃদ্ধ এবং সূর্যাগ্নিরূপে প্রতিদিনে জাত হওয়ায় সর্বকনিষ্ঠ; তিনিই বিষ্ণুরূপী বামন, এ সত্যও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনিই সোম। ভাষ্যকার মহীধর সোমশব্দের

১ শুক্ল যজুঃ (বাজসনেয়ী সং)—১৬।৩৯-৪১, ৪৪

ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'উময়া সহ বর্তমানঃ'। —অর্থাৎ উমার সঙ্গে বর্তমান, এই অর্থে সোম। কিন্তু যজুর্বেদের সময়ে উমার আবির্ভাব হয় নি। সোমশব্দে এখানে চন্দ্র বা চন্দ্রে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মিকে গ্রহণ করতে হবে।

অষ্টমূর্তি—পরবর্তীকালে পুরাণে শিবের অষ্টমূর্তি স্বীকৃতি লাভ করেছে। শর্ব, ভব, রুদ্র. উগ্র, ভীম, পশুপতি, মহাদেব ও ঈশান—শিবের এই আট নাম। আট নামের আটটি মূর্তি বা আধার আছে, যথা : ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, যজমান, সোম ও সূর্য। যজুর্বেদে এই আট নাম এবং তাদের আধার আটমূর্তির উল্লেখ ত আছেই, উপরন্তু আরও বহু নাম প্রদত্ত হয়েছে।

চোরের দেবতা রুদ্র—শুধু কি তাই? রুদ্র দিক্‌সমূহের অধিপতি, ক্ষেত্রের পতি, বনের পতি, জগতের পতি,[১] পথের অধিপতি,[২] এমন কি চোরেরও অধিপতি—স্তেনানাং পতয়ে নমঃ[৩] তস্করাণাং পতয়ে নমঃ, জিঘাংসদ্ভ্যো মুষ্ণতাং পতয়ে নমঃ (হত্যা করে ধন আহরণ করে যারা, ছিনতাই করে যারা তাদের পতি), নমো অসিমদ্ভ্যো নক্তং চরদ্ভ্যোঃ[৪] (অসি ধারণ করে রাত্রিকালে রাস্তায় যারা বিচরণ করে, তাদের পতি)।

মনে হয় যজুর্বেদের কালে রুদ্রের উপাসনা ব্যাপকতা লাভ করেছিল। চোর, গুণ্ডা, ছিনতাইকারী, ডাকাত প্রভৃতিও রুদ্রের পূজা করতো। রুদ্র এই সব অসামাজিক নিম্নজাতীয়দের দেবতা, আর্যধর্মে উন্নীত হয়েছেন, এরূপ অভিমত গ্রাহ্য নয়। পরবর্তীকালে কালী (ডাকাতকালী) যে ভূমিকা নিয়েছেন, সেযুগে সেই ভূমিকা ছিল রুদ্রের।

রুদ্র শিব - রুদ্রের শিবত্ব সম্পর্কে যজুর্বেদে আরও বহুতর বিবরণ আছে। এই সময়ে রুদ্রের ধ্বংসকার্য ও মঙ্গলসাধন এই দ্বিবিধ ভূমিকাই ছিল। ঋষির প্রার্থনার মধ্যেই রুদ্রের এই দ্বৈত ভূমিকার উল্লেখ আছে :

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাপাপকাশিনী
তয়া নস্তন্বা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥[৫]

—হে রুদ্র, তোমার যে শরীর মঙ্গলময়, অঘোর (ভীষণতাহীন) পুণ্য-প্রকাশক, হে গিরিশন্ত, সেই সুখময় শরীর দিয়ে আমাদের দর্শন কর।

১ শুক্ল যজুঃ—১৬।১৮ ২ শুক্ল যজুঃ—১৬।১৭ ৩ শুক্ল যজুঃ—১৬।২০
৪ শুক্ল যজুঃ—১৬।২১ ৫ শুক্ল যজুঃ—১৬।২

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥[১]

—হে গিরিশন্ত, যে বাণ তুমি ক্ষেপণের নিমিত্ত হস্তে ধারণ করেছ, হে গিরিত্র, সেই বাণকে কল্যাণকর কর, আমার পুত্রাদিকে ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎকে হিংসা করো না।

শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছা বদামসি।
যথা নঃ সর্বমিজ্জগদযক্ষ্মং সুমনা অসৎ ॥[২]

—হে গিরিশ, আমরা প্রার্থনা করি, মঙ্গলময় বাক্যের দ্বারা আমরা যেন তোমাকে প্রাপ্ত হই, আমাদের সকল জগৎ যেন নীরোগ ও সদন্তঃকরণযুক্ত হয়।

অবতত্য ধনুষ্টং সহস্রাক্ষ শতেষুধে
নিশীর্ষ শল্যানাং মুখা শিবো নঃ সুমনা ভব ॥[৩]

—হে সহস্রাক্ষ, শতবাণবিশিষ্ট, তোমার ধনুর জ্যা মোচন করে, বাণের মুখ তীক্ষ্ণ করে আমাদের প্রতি কল্যাণকর (শিব) এবং সুমনা (সুমতিযুক্ত) হও।

অথর্ববেদেও রুদ্রের শিবত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত।

"Rudra, the awe-inspiring terrific deity is propitiated for rendering people happy and for slaughtering enemies. The distinctive note in the A.V. is that Rudra is Siva, who creates, sustains and dissolves the universe."[৪]

কৃষ্ণ-যজুর্বেদের অন্তর্গত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও রুদ্র শিবরূপে পরিগণিত। এখানে রুদ্র-শিব ব্রহ্মস্বরূপ।

সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ ॥[৫]

—সর্বত্রই যাঁর মুখ, শির ও গ্রীবা, সর্বভূতের হৃদয়ে যাঁর বাস, সর্বব্যাপী সেই ভগবান, সেইজন্যই তিনি সর্বত্রগামী শিব (মঙ্গল)।

অথর্ববেদেও রুদ্রের কয়েকটি মূর্তির উল্লেখ পাই:

ভবাশর্বৌ মৃড়তং মাভি যাতং ভূতপতী পশুপতী নমো বাম্।
প্রতিহিতামাসতাং মা হি স্রাষ্টং মা নো হিংসিষ্টং দ্বিপদো মা চতুষ্পদঃ ॥[৬]

—হে ভব, হে শর্ব, আমাদের সুখ দান কর, আমাদের অনিষ্টের জন্য আগমন

১ শুক্ল যজুঃ—১৬।৩ ২ শুক্ল যজুঃ—১৬।৪ ৩ শুক্ল যজুঃ—১৬।১৩
৪ God in Indian religion, page 111. ৫ শ্বেতাশ্বতর—৩।১১ ৬ অথর্ব—১১।১।২।১

কোরো না, হে ভূতপতি, হে পশুপতি, তোমাদের নমস্কার করি। জ্যাসমন্বিত আয়ত বাণযুক্ত আয়ত ধনু আমাদের দিকে নিক্ষেপ কোরো না, আমাদের দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জীবদের হিংসা কোরো না।

রুদ্রের নাম—বৌধায়নের ধর্মসূত্রে রুদ্রের নিম্নলিখিত নামগুলি পাওয়া যায়: শিব, ঈশান, পশুপতি, রুদ্র, উগ্র, ভীম, মহাদেব ও ভব। রামায়ণে (উত্তরকাণ্ড, ২৭ সর্গ) শিবের একটি স্তব আছে। এতে শিবের ১০৮ নামের বিবরণে বৈদিক ও পৌরাণিক রুদ্রশিবের সমস্ত রূপ ও গুণাবলীর বিবরণ আছে:

ভূতভব্য মহাদেব হরিপিঙ্গললোচন।
বালস্ত্বং বৃদ্ধরূপী চ বৈয়াঘ্রবসনচ্ছদ॥
অর্চনীয়োঽসি দেব ত্বং ত্রৈলোক্য প্রভুরীশ্বরঃ।
হরো হরিতনেমী চ যুগান্তদহনোবলঃ॥
গণেশো লোকশম্ভুশ্চ লোকপালো মহাভুজঃ।
মহাভাগো মহাশূলী মহাদংষ্ট্রী মহেশ্বরঃ।
কালশ্চ বলরূপী চ নীলগ্রীবো মহোদরঃ।
দেবান্তগস্তপোঽন্তশ্চ পশূনাং পতিরব্যয়ঃ।
শূলপানি বৃষকেতুর্নেতা গোপ্তা হরো হরিঃ।
জটী মুণ্ডী শিখণ্ডী চ মুকুটী চ মহাযশাঃ॥
ভূতেশ্বরো গণাধ্যক্ষঃ সর্বাত্মা সর্বভাবনঃ।
সর্বগঃ সর্বহারী চ স্রষ্টা চ গুরুরব্যয়ঃ।
কমণ্ডলুধরো দেবঃ পিণাকী ধূর্জটী তথা॥

* * *

ব্রহ্মচারী গুহাবাসী বীণাপণবতূণবান্।
অমরো দর্শনীয়শ্চ বালসূর্যনিভস্তথা॥
শ্মশানবাসী ভগবানুমাপতিরনিন্দিতঃ।
ভগস্যাক্ষিনিপাতী চ পুষ্ণো দশননাশনঃ॥
জ্বরহর্তা পাশহস্তঃ প্রলয়ঃ কাল এব চ।
উল্কামুখোঽগ্নিকেতুশ্চ মুনির্দীপ্তোবিশাম্পতিঃ।
উন্মাদী বেপনকরশ্চতুর্থো লোকসত্তমঃ॥
বামনো বামদেবশ্চ প্রাক্‌প্রদক্ষিণ বামনঃ।
ভিক্ষুশ্চ ভিক্ষুরূপী চ ত্রিজটী কুটিলঃ স্বয়ম্॥

* * *

কর্মাধ্যক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিধর্মা ভূতভাবনঃ ॥
ত্রিনেত্রো বহুরূপশ্চ সূর্যাযুতসমপ্রভঃ ।
দেবদেবোঽতিদেবেশঃ চন্দ্রাঙ্কিতজটস্তথা ।

* * *

হরিশ্মশ্রুর্ধনুধারী ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ।[১]

শ্মশানবাসী ব্রহ্মচারী গণনায়ক রুদ্রশিবের অযুত সূর্যের মত প্রভা, তিনি যুগান্তদহনক্ষম অগ্নি, উল্কামুখ, অগ্নিকেতু (অগ্নি যাঁর চিহ্ন বা প্রতীক), তিনি বামন, তাঁর রথচক্রের নেমি স্বর্ণবর্ণ। স্পষ্টতঃই ইনি সূর্যাগ্নি।

নারায়ণোপনিষদে অনেকগুলি নাম আছে, যেমন--

নিধন পতয়ে নমঃ। নিধনপতান্তিকায় নমঃ। উর্ধ্বায় নমঃ। উর্ধ্বলিঙ্গায় নমঃ। হিরণ্যায় নমঃ। হিরণ্যলিঙ্গায় নমঃ। সুবর্ণায় নমঃ। সুবর্ণলিঙ্গায় নমঃ। দিব্যায় নমঃ। দিব্যলিঙ্গায় নমঃ। ভবায় নমঃ। ভবলিঙ্গায় নমঃ। শর্বায় নমঃ। শর্বলিঙ্গায় নমঃ। শিবায় নমঃ। শিবলিঙ্গায় নমঃ। জলায় নমঃ। জললিঙ্গায় নমঃ। আত্মায় নমঃ। আত্মলিঙ্গায় নমঃ। পরমায় নমঃ। পরমলিঙ্গায় নমঃ।[২]

বাম দেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমঃ। শ্রেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ। কালায় নমঃ, কলবিকরণায় নমো, বলায় নমো, বলপ্রমথায় নমঃ, সর্বভূতদমনায় নমো, মনোন্মথনায় নমঃ।[৩]

বলা বাহুল্য, নামগুলি অধিকাংশই শিব বা রুদ্রের বিশেষণ। কতকগুলি নাম লিঙ্গপ্রতীকসম্পর্কিত। নিধন পতি—ধ্বংসকর্তা। শর্বও ধ্বংসকর্তা। জল অগ্নি। কাল অনন্ত সময় বা মৃত্যু—মহাকাল। রুদ্র ধ্বংসকর্তা বলেই তিনি বামদেব।

নারায়ণোপনিষদে রুদ্র-গায়ত্রী :

তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।[৪]

নারায়ণ উপনিষদ অবশ্যই অনেক পরবর্তীকালের। শিবের লিঙ্গ-প্রতীক

১ রামাঃ, উত্তরকাঃ—১৭।৩১-৪৩, ৪৫-৪৬, ৪৯ ২ নারায়ণ উপঃ—১৬ অনুবাক
৩ নারায়ণ উপঃ—১৮ অঃ ৪ নারায়ণ উপঃ—২০ অঃ

শিবের প্রতীক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং পূজিত হওয়ার পরে রচিত। এই সময়ে পৌরাণিক শিব ও শিবলিঙ্গ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

রুদ্র গিরিশ—পুরাণে শিবের এক নাম গিরিশ, কারণ তিনি গিরিতে অর্থাৎ কৈলাশে শয়ন করেন। কৈলাশ পর্বত শিবের বাসস্থান। যজুর্বেদেও রুদ্রের নাম গিরিশ বা গিরিশন্ত। গিরিশন্ত শব্দের অর্থ কি? গিরিতে বর্তমান থেকে যিনি সুখ বিধান করেন। ভাষ্যকার মহীধর গিরিশন্ত বা গিরিশ শব্দের অর্থে 'কৈলাশে অবস্থানকারী' বলেছেন। তিনি শব্দ দু'টির অর্থান্তরও করেছেন। গিরি শব্দের অর্থান্তর তাঁর মতে বাক্য এবং মেঘ। সুতরাং গিরিশন্ত শব্দের অর্থ—"গিরি বাচি স্থিতঃ শং সুখং প্রাণিনাং তনোতি বা গিরৌ মেঘে স্থিতো বৃষ্টিদ্বারেণ শং তনোতীতি বা…।" —বাক্যে বর্তমান থেকে সুখ প্রদান করেন, অথবা গিরি (পর্বত) বা মেঘে অবস্থান করে বৃষ্টিরূপে সুখ বিস্তার করেন। দ্বিতীয় অর্থটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। পর্বত শব্দের এক অর্থে পর্বে পর্বে সজ্জিত মেঘ। এইজন্যই ইন্দ্র পর্বতহন্তা—গোত্রভিৎ। সূর্যরূপী রুদ্রও মেঘের স্রষ্টা হিসাবে বৃষ্টি দিয়ে সুখ বিস্তার করেন। সুতরাং গিরিশ অর্থে মেঘের মধ্যে বা উপরে অবস্থানকারী। মেঘের উপরে অবস্থানকারী মেঘের স্রষ্টা সূর্য অথবা মেঘের মধ্যে অবস্থানকারী বিদ্যুৎরূপী অগ্নিকে গিরিশ শব্দে বোঝায়। গিরি অর্থে যদি পর্বত গ্রহণ করি, তবে পর্বতমুখে (আগ্নেয়গিরিতে) অগ্নিরূপে রুদ্রের অবস্থান—এই অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তীকালে গিরি শব্দের তাৎপর্য বিস্মৃত হওয়ার ফলেই হিমগিরির কৈলাশ নামক হিমশৃঙ্গকেই গ্রহণ করেছেন পুরাণকারেরা রুদ্র-শিবের বাসস্থান হিসাবে, কারণ রুদ্রশিবের স্বরূপও ধীরে ধীরে আবৃত হয়ে গেছে। শুক্লযজুর্বেদ বলছেন, রুদ্র মূজবৎ পর্বতে বাস করেন—

এতত্তে রুদ্রাবসং তেন পরো মূজবতোঽতীহি।[১]

—হে রুদ্র, এই তোমার হবিঃশেষভোজ্য, এই ভোজ্য গ্রহণ করে মূজবৎ পর্বতে গমন করো।

ভাষ্যকার মহীধর বলেছেন, "মূজবন্নাম কশ্চিৎ পর্বতো রুদ্রস্য বাসস্থানম্।" —মূজবৎ নামক কোন পর্বত রুদ্রের বাসস্থান।

মূজবৎ কি কোন অগ্নিগর্ভ পর্বত ছিল? স্মরণ করা যেতে পারে যে মূজবৎ পর্বত সোমেরও বাসস্থান—সোমলতা মূজবৎ পর্বতে জন্মায়।[২] সোমের সঙ্গে

১ শুক্ল যজুঃ—৩।৬১ ২ এই গ্রন্থের ১ম পর্ব, সোম প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

রুদ্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। রুদ্রের এক নাম বা মূর্তি সোম। স্যর আর. জি. ভাণ্ডারকর পর্বত অর্থে মেঘকেই গ্রহণ করে লিখেছেন, "He is called Giris'a, 'lying on a mountain', probably because the thunderbolt that hurls, springs from a cloud, which is often compared to a mountain."[১]

রুদ্র নীলকণ্ঠ রুদ্র নীলগ্রীব অর্থাৎ নীলকণ্ঠ। মহাভারতে এবং পুরাণে সমুদ্রমন্থনজাত কালকূট বিষ পান করে কণ্ঠে ধারণ করার জন্য নীলকণ্ঠ হয়েছেন।

অতিনির্মথনাদেব কালকূটস্ততঃ পরঃ।
জগদাবৃত্য সহসা সধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্।
ত্রৈলোক্যং মোহিতং যস্য গন্ধমাঘ্রায় তদ্বিষম্।
প্রাগ্রসল্লোকরক্ষার্থং ব্রহ্মণঃ বচনাচ্ছিবঃ।
দধার ভগবান কণ্ঠে মন্ত্রমূর্তির্মহেশ্বরঃ॥
তদা প্রভৃতি দেবস্তু নীলকণ্ঠ ইতি শ্রুতঃ।[২]

—অত্যধিক মন্থনের ফলে অতঃপর কালকূট বিষ জগৎ আবৃত করে ধূমায়িত অগ্নির মত জ্বলতে লাগলো, যার গন্ধ আঘ্রাণ করে ত্রিলোক মূর্ছিত হয়ে পড়ছিল। ব্রহ্মার অনুরোধে লোকরক্ষার নিমিত্ত মন্ত্রময় দেহ শিব ঐ বিষ পান করলেন এবং কণ্ঠে ধারণ করলেন। তখন থেকে মহাদেব নীলকণ্ঠ নামে পরিচিত হন।

এই বর্ণনায় সমুদ্রমন্থন যজ্ঞানুষ্ঠানের রূপক হিসাবে প্রতীত হয়। শিব এখানে মন্ত্রময় শরীর। যে কালকূট বিষ উঠেছিল তা প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নির ধূমরাশি। শিব ঐ বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। অতএব অগ্নিরূপী রুদ্রের নীল-গ্রীবত্বের ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অগ্নিশিখার উপরিভাগে নীলাভবর্ণ রুদ্রের নীলবর্ণ কণ্ঠ। আবার মহীধর বলেছেন—"অস্তসময়ে নীলকণ্ঠ ইব লক্ষ্যঃ"।[৩] —অর্থাৎ অস্তকালে সূর্যের বর্ণ নীলাভ বোধ হয়। সূর্য ও অগ্নি বহুতর বিষের হন্তা—তাঁরা রোগবীজানু বিনাশ করেন। এই জন্য রুদ্র-শিব বিষপায়ী। রুদ্রের একনামও নীললোহিত। সূর্যাগ্নির নীল শিখা বা বর্ণ এবং রোগজীবাণু ও বিষ-নাশিকা শক্তি একত্রিত হয়ে শিবের বিষপানে নীলকণ্ঠ হওয়ার উপাখ্যান রচিত হয়েছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদা শিবের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠে ভরা বিষ।[৪]

১ Vaiṣṇavism S'aivism—p. 1 3
২ মহাঃ, আদিপর্ব—১৯।৪২-৪৪
৩ বাজসনেয়ী সং—১৬।৭ মন্ত্রের ভাষ্য
৪ অন্নদামঙ্গল কাব্য

মহাভারতে সমুদ্রমন্থনকালে যে ধন্বন্তরি অমৃতপাত্র হাতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি এই রুদ্রই।[১] মহাভারতে আর এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রের বজ্রাঘাত কণ্ঠে ধারণ করে রুদ্র নীলকণ্ঠ বা শ্রীকণ্ঠ হয়েছেন—

ইন্দ্রেণ চ পুরা বজ্রং ক্ষিপ্তং শ্রীকাঙ্খিণা মম।
দগ্ধ্বাকণ্ঠস্তু তদ্‌যাতং তেন শ্রীকণ্ঠতা মম॥[২]

—পুরাকালে সৌভাগ্য আকাঙ্ক্ষা করে ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করেছিলেন, সেই বজ্র দগ্ধ করায় আমি শ্রীকণ্ঠ (নীলকণ্ঠ) হয়েছি।

মহাভারতে রুদ্রের নীলকণ্ঠত্বের আরও দু'টি কারণ প্রদর্শিত হয়েছে—একটি, কণ্ঠে সর্পবেষ্টনহেতু, অন্যটি, নারায়ণের হস্ত প্রচাপনহেতু।

"ত্রিপুর বধার্থং দীক্ষামুপগতস্য রুদ্রস্য উশনসা জটা শিরস উৎকৃত্য প্রযুক্তাস্ততঃ প্রাদুর্ভূতা ভুজগাস্তৈরস্য ভুজগৈঃ পীড্যমানঃ কণ্ঠো নীলতামুপগতঃ। পূর্বে চ মন্বন্তরে স্বায়ম্ভুবে নারায়ণহস্তগ্রহণান্নীলকণ্ঠত্বমেব চ॥"[৩]

—ত্রিপুর বধের নিমিত্ত দীক্ষাপ্রাপ্ত রুদ্রের জটা মাথা থেকে উশনা (শুক্রাচার্য) ছিঁড়ে ফেলেছিলেন, তা থেকে জন্মাল সর্পকুল। সেই সর্পকুল রুদ্রের কণ্ঠ বেষ্টন করে পীড়ন করতে থাকায় রুদ্রের কণ্ঠ নীলবর্ণ প্রাপ্ত হয়েছিল। আর পুরাকালে সায়ম্ভুব মন্বন্তরে নারায়ণের হস্ত প্রচাপন হেতু তিনি নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন।

এই তিনটি উপাখ্যানের মধ্যে বিষপানে নীলকণ্ঠ হওয়ার কাহিনীই সমধিক জনপ্রিয়। অগ্নি নীলকণ্ঠ বা কৃষ্ণগ্রীব বলেই অগ্নির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বলির পশুও কৃষ্ণগ্রীব হওয়া বাঞ্ছনীয়—"আগ্নেয়ঃ কৃষ্ণগ্রীবঃ।"[৪]

অগ্নি ও সূর্যের বিষনাশকতা শক্তির উল্লেখ বেদে বারংবার পাওয়া যায়। ঋষি অগ্নির কাছে খাদ্য ও পানীয় বিষমুক্ত করতে অনুরোধ করেছেন—

পাহি দুরদ্মন্যা অবিষং নঃ পিতুং কৃরু।[৫]

—হে অগ্নি, তুমি আমাদের কুভোজন থেকে রক্ষা কর, আমাদের পানীয় বিষশূন্য কর।

ত্রিঃ সপ্ত বিস্ফুলিঙ্গতা বিষস্য পুষ্যমক্ষন্।[৬]

—একবিংশতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিষের পুষ্টিনাশ করুক।[৭]

১ মহাঃ, আদিপর্ব, ১৮ অঃ ২ অনুশাসন পর্ব—১৪১।৮ ৩ মহাঃ, অনুশাসন পর্ব—৩৪২।২৬
৪ শুক্ল যজুঃ—২৯'৫৮ ৫ শুক্ল যজুঃ—২।২০ ৬ ঋগ্বেদ—১।১৯১।১২
৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

সূর্যের নিকট ঋষির প্রার্থনা—হে আদিত্যগণ, রোগ দূর কর—অপামীবামপ স্রিধম্ ।[১]

উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ ।

দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্মো অহং দ্বিষতে রধম্ ।[২]

—এই সূর্য বিপুল শক্তিতে উদিত হচ্ছেন, তিনি আমাদের শত্রুদের হিংসা করছেন, আমি উপদ্রবকারী রোগকে বিনষ্ট করছি না (অর্থাৎ সূর্য আমাদের রোগকে বিনষ্ট করছেন)।

উদপপ্তদসৌ সূর্যঃ পুরু বিশ্বানি জূর্বন্ ।[৩]

—সূর্য প্রচুর পরিমাণে সমস্ত বিষ নাশ করতঃ উদয় হইতেছেন ।[৪]

সূর্যে বিষমা সজামি দৃতিং সুরাবতো গৃহে ।

সো চিন্নু ন মরাতি নো বয়ং মরামারে

অস্য যোজনং হরিষ্ঠা মধু ত্বা মধুলা চকার ॥[৫]

—শৌণ্ডিক গৃহে চর্মময় সুরাপাত্রের ন্যায়, আমি সূর্যমণ্ডলে বিষ নিক্ষেপ করিতেছি। পূজনীয় সূর্যদেব যেমন প্রাণত্যাগ করেন না, সেইরূপ আমরাও প্রাণত্যাগ করিব না। সূর্যদেব অশ্বদ্বারা চালিত হইয়া দূরস্থিত বিষকে অপনয়ন করেন। হে বিষ ! মধুবিদ্যা তোমাকে অমৃতে পরিণত করে।[৬]

ত্রিলোক আত্মরক্ষার্থ মহাবিষকে নিক্ষেপ করেছিল শিবের দিকে, আর ঋষি বিষ নিক্ষেপ করেছেন সূর্যের দিকে। শিব বিষকে কণ্ঠে ধারণ করে ত্রিলোক বিষমুক্ত করেছিলেন, আর সূর্যদেব বিষকে অপনয়ন করলেন, অমৃতে পরিণত করলেন।

যে দেবতা বিষ নাশ করে, রোগ নিরাময় করে জগতের মঙ্গল বিধান করেন, তিনি যথার্থই বিষপান ক'রে ত্রিলোক রক্ষা করেন। তাই পরবর্তীকালে সূর্যাগ্নির বিষনাশ রুদ্রশিবের বিষপানে নীলকণ্ঠ হওয়ার কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। বিষপানে শিব মরেন নি, ত্রিলোকও মরে নি, সূর্যও ঋষিনিক্ষিপ্ত বিষে প্রাণত্যাগ করেন না, ঋষিরাও অর্থাৎ জগৎবাসী জীবও ধ্বংস হয় না, কিন্তু বিষ ধ্বংস হয়।

১ ঋগ্বেদ—৮।১৮।১০ ২ ঋগ্বেদ—১।৫০।১৩ ৩ ঋগ্বেদ—১।১৯১।৯
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১।১৯১।১০ ৬ অনুবাদ—তদেব

ভব—রুদ্র-শিবের এক নাম। ভব শব্দের অর্থ উৎস—জন্মস্থান। তিনি সকল জগতের, সকল পদার্থের, সকল প্রাণীর জীবনের হেতু বলেই তিনি ভব। ভব উপনিষদের ব্রহ্মের অনুরূপ অথবা ব্রহ্ম-স্বরূপ। Maxmuller মনে করেন, "গ্রীক্‌দের সূর্যদেব Phoebus এই ভবের রূপান্তর মাত্র।"[১]

ভূতনাথ শিব—রুদ্রশিব সকল জীবের অধিপতি—প্রাণরূপে, তাপরূপে তিনি সর্বজীবে বিরাজমান—তিনিই সকল জীবের উদ্ভব—তাই তিনি ভূতপতি ভূতনাথ। বৌধায়নের ধর্মসূত্রে রুদ্রকে ভূতপতি বলা হয়েছে—নমো রুদ্রায় ভূতাধিপতয়ে।[২] অগ্নিও ত সর্বভূতের অধিপতি—"অগ্নির্ভূতানামধিপতিঃ।"[৩] সূর্যাগ্নিরূপী রুদ্র সর্বভূতের অধিপতি হওয়ায় তিনি ছোট, বড়, বৃদ্ধ, তস্কর, প্রবঞ্চক প্রভৃতি সকল ভূতেরই অধিপতি। ভূতপতি ভূতনাথ পরে হলেন লৌকিক অর্থে ভূত বা প্রেতাত্মার নায়ক—প্রেত তাঁর অনুচর। "ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।"[৪] "প্রেতানাং পতয়ে নমঃ।"[৫]

ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূত শিবের অষ্টমূর্তির মধ্যে পাঁচটি হওয়ায় ভূতপতি অর্থে পঞ্চভূতের অধীশ্বর অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে।

পশুপতি শিব—শিবের এক নাম পশুপতি। যিনি ভূতপতি, তিনি অবশ্যই পশুপতি। যজুর্বেদের রুদ্র পশুদের সুখ বিধান করেন—'পশূনাং শর্মাসি'।[৬] —হে রুদ্র, তুমি পশুদের সুখদাতা। অথর্ববেদেও রুদ্র পশুপতি—"য ঈশে পশুপতিঃ পশূনাং চতুষ্পদামুত যে দ্বিপদাম্‌।"[৭] —যিনি পশুগণের ঈশ্বর, তিনি দ্বিপদ এবং চতুষ্পদ জীবের প্রভু।

শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, "অথ রুদ্রায় পশুপতয়ে। রৌদ্রং গাবেধুকং চরুং নির্বপতি তদেনং রুদ্র এব পশুপতিঃ পশুভ্যঃ স্তবত্যর্থং যদ্‌ গাবেধুকো ভবতি···।"[৮]

—রুদ্র পশুপতির উদ্দেশ্যে রুদ্র সম্বন্ধীয় গাবেধুক যজ্ঞের চরু প্রদান করা হয়, সেই জন্যই রুদ্র পশুপতি, পশুর নিমিত্ত প্রেরণ করেন, পশুর ধ্বংস করেন, সেইজন্য রুদ্র পশুপতি।

কৃষ্ণ যজুর্বেদ বলছেন,—চিত্তং সন্তানেন ভবং যক্না রুদ্রং তন্নিম্না পশুপতিং স্থূলহৃদয়েন অগ্নিং হৃদয়েন রুদ্রং লোহিতেন শর্বং মতস্নাভ্যাং মহাদেবমন্তঃ পার্শ্বে-নৌষিষ্ঠহনং শিঙ্গী নিকোশাভ্যাম্‌।"[৯]

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত, ১।৪৩।১ ঋকের টীকা ২ ধর্মসূত্র—৩।৬।১২
৩ কৃঃ যজুঃ—৪।৪।১।৩ ৪ অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র ৫ পদ্মপুঃ, ক্রিয়াযোগসার—৫।১৩০
৬ কৃঃ যজুঃ—১।১।৮।৬ ৭ অথর্ব—২।৬।৪।১ ৮ শতপথ—২।৭।৩।৩ ৯ কৃঃ যজুঃ—১।১।৪।৩৬

—চিত্ত সর্বব্যাপী শক্তিতে, ভব হৃৎশক্তিতে, রুদ্র সূক্ষ্মশক্তিতে, পশুপতি স্থূল হৃদয়ে, অগ্নি হৃদয়ে, রুদ্র রজঃ শক্তিতে, শর্ব রক্ষা ও পালনশক্তিতে, মহাদেব অনন্ত শক্তিতে, রিপুনাশক জ্ঞান ভক্তিতে।

এই উদ্ধৃতিগুলিতে রুদ্র-পশুপতি অগ্নিই। পশুপতি-রুদ্র মূর্তি বহু প্রাচীন। প্রাচীন ভাস্কর্যেও পশুপতি মূর্তি যথেষ্ট পাওয়া যায়। পশুপতি সম্পর্কে Macdonell লিখেছেন, "The epithet Pasupati 'Lord of beasts' which Rudra often receives in the V S. A.V. and later, is doubtless assigned to him because unhoused cattle are peculiarly exposed to his care."[১]

এখানে Macdonell রুদ্র অর্থে বজ্রাগ্নি বুঝেছেন। কিন্তু অগ্নিরূপে তাপরূপে সকল পশুতেই বর্তমান বলেই রুদ্র পশুপতি। পশুপতি-উপাসনার ব্যাপকতা থেকেই শৈবদের মধ্যে পাশুপত শাখার উদ্ভব হয়েছিল। পাশুপত সম্প্রদায় মনে করেন যে পশু বা জীবকে সাধনা দ্বারা আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে। জীবের যিনি আত্মা তিনিই পশুপতি।

"The individual (Paśu) must strive after realisation of the nature of self which is identical with the Lord (Pati) who is Siva or Rudra-Siva."[২]

কিন্তু পশু বা জীব মাত্রেই অবিদ্যা বা মায়ার ফাঁসে আবদ্ধ। মায়ার বশেই তাদের কর্ম করতে হয়।

"The paśus are entangled in Saṃsāra because of ignorance (avidyā), and they are subject to bondage lit. fetters, pāśa). They suffer from consequences of their Karma, past and present deeds."[৩]

পশুপতি শব্দের এই ব্যাখ্যা ভূতপতি বা ভূতনাথ শব্দের সমার্থক।

ত্র্যম্বক রুদ্র—রুদ্রের এক নাম ত্র্যম্বক।

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥[৪]

১ Vedic Mythology—page 75 ২ God in Indian Religion, page—107
৩ God in Indian Religion—page 108
৪ ঋগ্বেদ—৭।৫৯।১২, কৃঃ যজুঃ—১।১।৮।৬, শুঃ যজুঃ—৩।৬০, নারায়ণোপনিষৎ—৫৬ অঃ

—সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধক ত্র্যম্বককে যজনা করি। উর্বারুক ফল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়, তেমনি বন্ধন থেকে মৃত্যু থেকে যেন মুক্ত হই, অমৃত থেকে যেন মুক্ত না হই।

সায়নাচার্য কৃষ্ণযজুর্বেদের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,—"ত্রীণ্যম্বকানি নেত্রাণি যস্যাসৌ ত্র্যম্বকঃ।"—তিন নেত্র বা অম্বক যাঁহার তিনিই ত্র্যম্বক।

মহীধরাচার্যও ত্র্যম্বক শব্দের অর্থ করেছেন,—ত্রিনেত্রসমন্বিত— "নেত্রত্রয়োপেতং রুদ্রম্।" Macdonell-এর মতে ত্র্যম্বক শব্দের অর্থ—যাঁর তিনটি অম্বিকা বা মাতা। "The meaning appears to be he who has three mothers in allusion to the threefold divisions of the universe."[১]

কিন্তু হপকিন্স্ বলছেন, যে অম্বক শব্দের অর্থ পর্বতশৃঙ্গ, রুদ্র ত্র্যম্বক, কারণ তিন শৃঙ্গ বিশিষ্ট পবতই মূলতঃ রুদ্র নামে অভিহিত—"Tryambaka—triambaka = Sṛnga—the three-peaked mountain being the originally god himself"[২]

একথা অবশ্যই স্মরণীয় যে হিমালয়স্থিত তুষারাচ্ছাদিত ত্রিশূলপর্বত কৈলাশের অদূরে শিবালয়রূপে প্রসিদ্ধ। কৈলাশ পর্বত শিবালয়, কিন্তু শিব নন, ত্রিশূল ও শিবের অস্ত্র কিন্তু শিব নয়। কৈলাশ পর্বতের শিবালয়রূপে প্রসিদ্ধি পৌরাণিক যুগে ঋগ্বেদের যুগে নয়। মনে হয় অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেলের কথাই গ্রহণযোগ্য। যদিও অম্বিকা শুক্লযজুর্বেদে রুদ্রের ভগিনী; পুরাণে তিনি হয়েছেন রুদ্র-শিবের পত্নী। অম্বা বা অম্বিকা শব্দের অর্থ মাতা বা জননী। যজুর্বেদের অম্বিকা রুদ্রভগিনী—ব্যক্তি নাম। কিন্তু রুদ্রের ত্র্যম্বক নামকরণ ত্রিমাতৃত্ব সূচিত করে। সূর্যাগ্নিরূপী রুদ্রের তিন মাতা—অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক বা আকাশ এবং ভূলোক বা পৃথিবী, অথবা আকাশ, পৃথিবী ও সমুদ্র। "রুদ্র ত্র্যম্বক অর্থাৎ ত্রিভুবন তাঁর মাতা।"[৩]

সূর্যাগ্নির সঙ্গে 'তিন' সংখ্যার সংযোগ ঘনিষ্ঠ। সূর্য তিন পদক্ষেপে বিশ্ব পরিক্রমণ করেন,—রুদ্রের তিন নয়ন,—তাঁর অস্ত্র ত্রিশূল—তিন জননী,—অগ্নিরও তিন জননী।

ত্রিমাতা বিদথেষু সম্রাট্।[৪]—তিন যাঁর মাতা তিনি সম্বৎসর যজ্ঞের সম্রাট।

ত্রীনি জানা পরিভূষন্ত্যস্য সমুদ্র একং দিব্যেকমপ্সু।

পূর্বামনু প্রদিশং পার্থিবানামৃতূন্ প্রশাস বি দধাবনুষ্ঠু ॥[৫]

—এই অগ্নিকে তিন জন্ম শোভিত করে, একজন্ম সমুদ্রে, একজন্ম দ্যুলোকে

১ Vedic Mythology—page 74 ২ Epic Mythology—page 220

৩ পৌরাণিক অভিধান—সুধীর সরকার, পৃঃ ৩৭৬ ৪ ঋগ্বেদ—৩।৫৬।৫ ৫ ঋগ্বেদ—১।৯৫।৩

আর একজন্ম অন্তরীক্ষে (অপ্)। সূর্যরূপে তিনি পূর্বদিক্ থেকে অন্যদিকে অগ্রসর হয়ে ষড়ঋতু বিভাগ করে বর্তমান থাকেন।

সুতরাং অন্তরীক্ষ, সমুদ্র এবং আকাশ অগ্নির তিন মাতা। এছাড়াও সূর্য রাত্রির পুত্র এবং অগ্নি দিবার পুত্র।[১]

"তে চাহো রাত্রে অগ্নেঃ সূর্যস্য চ জনন্যৌ" (সায়ন)।

অগ্নির তিনস্থান—প্রথম পৃথিবীস্থান, দ্বিতীয় অন্তরীক্ষস্থান (বিদ্যুৎরূপে), তৃতীয় দ্যুস্থান (সূর্যরূপে)।[২] অতএব পৃথিবী, সমুদ্র ও অন্তরীক্ষ অথবা পৃথিবী, দ্যুলোক (স্বর্গ) ও অন্তরীক্ষ সূর্যাগ্নিরূপী রুদ্রের তিন মাতা।

অবশ্য সূর্য, বিদ্যুৎ ও অগ্নি অথবা সূর্য, অগ্নি ও বাড়বনাল—অগ্নির এই তিন অবস্থাই রুদ্রের তিন নয়ন, এরূপ ব্যাখ্যাও করা চলে।

ত্রিলোচন শিব—পুরাণের শিব ত্রিলোচন। বেদে রুদ্র সহস্রাক্ষ—"অবতত্য ধন্বষ্টং সহস্রাক্ষ শতেষুধে।"[৩]—হে সহস্রাক্ষ রুদ্র! হে শতায়ুধ, ধনু জ্যামুক্ত কর। সূর্য, অগ্নি এবং ইন্দ্রের মত রুদ্রের সহস্রচক্ষু সূর্যাগ্নির সহস্র কিরণ। বামন পুরাণে বেন রাজা শিবের স্তবকালে তাঁকে বিরূপাক্ষ ও সহস্রাক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন।[৪] বিরূপ অক্ষিযুক্ত বলে শিবের নাম বিরূপাক্ষ—ত্রিনয়ন। বিরূপাক্ষ বললে ত্রিলোচন বা সহস্রলোচন দুই-ই হতে পারে। তবে সাধারণতঃ ত্রিনয়ন বোঝাতেই বিরূপাক্ষ শব্দের প্রয়োগ হয়। শিবের ত্রিনয়নসম্পর্কে মহাভারতের অনুশাসনপর্বে একটি গল্প আছে: একদিন দেবী পার্বতী শিবের নেত্রদ্বয় আবৃত করলে শিবের তৃতীয় নয়ন বহির্গত হোল এবং তৃতীয় নয়ন থেকে অগ্নি নির্গত হতে লাগলো।

জ্বালা চ মহতী দীপ্তা ললাটাত্তস্য নিঃসৃতা॥
তৃতীয়ঞ্চাস্য সম্ভূতং নেত্রমাদিত্যসন্নিভম্।
যুগান্তসদৃশং দীপ্তং যেনাসৌ মথিতঃ গিরিঃ॥[৫]

—তাঁর ললাট থেকে প্রদীপ্ত মহতী জ্বালা নির্গত হোল, ললাটেও আদিত্যসম যুগান্তকারী দীপ্তনেত্র প্রাদুর্ভূত হয়েছিল—যার দ্বারা পর্বতও মথিত হয়েছিল।

সেই তৃতীয় লোচনের বহ্নিতে মুহূর্তের মধ্যে হিমালয় পর্বত দগ্ধ হয়েছিল—"ক্ষণেন তেন নির্দগ্ধো হিমবান্নভবন্নগঃ॥"[৬]

শিবের স্বরূপ তৃতীয় নয়নের বহ্নি থেকে উপলব্ধি করা যায়। এই নয়নেই

১ ঋগ্বেদ—১।৯৫।১ ২ ঋগ্বেদ—১।১৪১।২ ৩ শুক্ল যজুঃ—১৬।১৩
৪ বামনপুঃ—৪৭।৬৪ ৫ মহাঃ, অনুঃ—১৪০।২৮-২৯ ৬ মহাঃ, অনুঃ—১৪০।৩৪

অগ্নির বাস—এবং এই তৃতীয় নয়ন থেকে সমুত্থিত অগ্নিতেই পঞ্চশর মদন দেব ভস্মীভূত হয়েছিলেন।

স্ফুরন্নুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়া
দক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত ॥[১]

—ক্রুদ্ধ শিবের তৃতায় নেত্র থেকে সহসা অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে নির্গত হোল।

তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার ॥[২]

—তখন ভবনেত্রজাত সেই বহ্নি মদনকে ভস্মীভূত করে ফেলল।

ললাটলোচন হৈতে ত্রিলোচন
ধক্ ধক্ ধক্ জ্বলে।
মদন পলায় পিছে অগ্নি ধায়
ত্রিভুবন পরকাশি।
চৌদিকে বেড়িয়া মদনে পুড়িয়া
করিল ভস্মরাশি।[৩]

পদ্মপুরাণ (ক্রিয়াযোগসার) বলেন যে সূর্য, অগ্নি ও চন্দ্র শিবের তিন নেত্র—

নমঃ সংহারহন্ত্রে চ পশূনাং পতয়ে নমঃ ॥
নমস্তে বহ্নিনেত্রায় নমস্তে পদ্মচক্ষুষে।
নমস্তে চন্দ্রনেত্রায় সূর্যনেত্রায় বৈ নমঃ ॥[৪]

তন্ত্রসারে উদ্ধৃত মৃত্যুঞ্জয়ের ধ্যানমন্ত্রে শিবের চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি তিন নেত্র—

'চন্দ্রার্কাগ্নি বিলোচনম্।'[৫]

তন্ত্রসারোক্ত সূর্যের ধ্যানমন্ত্রে সূর্যদেব ত্রিনেত্র—

মাণিক্য মৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্।[৬]

—মস্তকে যাঁর মাণিক্য, প্রাতঃসূর্যের মত বর্ণ, তিন নয়ন (সূর্যকে ধ্যান করি)।

মাণিক্যমৌলিং দিননাথমীড়ে বন্ধুককান্তিং বিলসত্ত্রিনেত্রম্।[৭]

—মস্তকে মণি, বন্ধুকপুষ্পসদৃশবর্ণ ত্রিনেত্রশোভিত দিননাথকে স্তব করি।

১ কুমারসম্ভব—৩।৭১ ২ কুমারসম্ভব—৩।৭২ ৩ অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র
৪ পদ্মপুঃ, ক্রিয়াযোগ—১২।১২৪-২৫ ৫ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী সং)—পৃঃ ৩১৬
৬ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী সং)—পৃঃ ২৩১ ৭ ঐ পৃঃ ২২৯

ভারতচন্দ্রও সূর্যবন্দনায় সূর্যকে ত্রিনেত্র বলে বন্দনা করেছেন—

বরাভয় কর ত্রিনয়ন ধর
মাথায় মাণিক বর।[১]

ত্রিশূল—ত্র্যম্বক ও ত্রিশূলের উৎপত্তি একই স্থান থেকে। ত্রিশূল শিবের অস্ত্র। বৈদিক রুদ্রের অস্ত্র ছিল ধনুর্বাণ। তাঁর ধনুকের নাম পিণাক—পিণাকহস্তঃ কৃত্তিবাসাঃ।[২] পৌরাণিক শিব ধনুর্বাণ ত্যাগ করে ত্রিশূল ধারণ করেছেন, অগ্নির তিন অবস্থাই ত্রিশূলরূপে শিবের অস্ত্র। বৌদ্ধধর্মে ত্রিশূল শিবের অস্ত্র।

"The triśula in Buddhism commonly understood to denote the jewel trinity (ratnatraya) of Buddha, Dharma and Sangha, is certainly not exclusively of Buddhist, nor even wholly of Buddha and Jaina significance. Senart (La, legende de Buddha', p 484 has already regarded the Buddhist Triśula as Fire symbol; we could think of it as naturally representing either the three aspects of Agni Vaiśvānara or the primordial Agni as the trinity of several Angels."[৩]

ত্রিশূলের তাৎপর্য সেনার্ট এবং কুমারস্বামী ঠিকই ধরেছেন। ত্রিশূল প্রকৃতপক্ষে অগ্নিরই প্রতীক। সূর্যাগ্নিরূপী রুদ্রের অস্ত্র অগ্নির তিন অবস্থার প্রতীক ত্রিশূল—বিষ্ণুর অস্ত্র সূর্যবিম্বরূপী সুদর্শন চক্রের মতই তাৎপর্যময়। কিন্তু পুরাতত্ত্ববিদ্ ননীগোপাল মজুমদার মনে করেন যে শিবের ত্রিশূল, কুঠার ও বৃষ এসেছে পশ্চিম এশিয়ার শিল্পকলা থেকে—বিশেষতঃ আদাদ নামক এসিরীয় ব্যাবিলোনীয় দেবতার কাছ থেকে।

"Now in Adad, the Assyro-Babylonian thunder diety, we meet with all the three attributes, namely, the trident, the axe and the bull. He wields the axe in one hand and the triśula in the other, and rides on a bull as well. It is thus worth our while to institute a comparison between the two lightening gods, Adad and Śiva, and note the points of similarity which they bear in common....But I think it is certainly

১ অন্নদামঙ্গল ২ কৃষ্ণ যজুঃ—১।১।৮।৬
৩ Elements of Buddhist Iconography—A K. Coomarswami, pages, 13-14.

worthy of consideration if it was from the Hittite Adad that Śiva drew his inspiration."[১]

মজুমদার মহাশয় যদিও শিবের পশ্চিম এশিয়া থেকে বৃষ, ত্রিশূল ও কুঠার ঋণ গ্রহণ সম্পর্কে সুনিশ্চিত নন, তথাপি তিনি একপ্রকার সিদ্ধান্তই করে ফেলেছেন। তাঁর মতে আসিরীয়গণই বেদে পুরাণে কাব্যে অসুর নামে পরিচিত। আসিরীয়গণ ভারতের প্রতিবাসী ছিলেন। সুতরাং অসুর দেবতার কাছ থেকে সুর দেবতা ঋণ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিপরীতটাই বা হবে না কেন বোঝা যায় না। বেদে ত দেবতারাই অসুর। পরে দেববিরোধীরা অসুর হয়েছেন। বৈদিক যুগের পরে দেব-বিরোধীরা যদি অসুর বা আসীরীয় নামে পরিচিত হন তবে তাঁরা আর্যদের দেবতার কাছ থেকে ঋণ নিতে পারেন না বা নেন নি এমন কথা জোর করে বলা যাবে কি করে? আসলে অগ্নির ত্রিরূপ বা ত্রিজন্মের ধারণা থেকেই ত্রিশূলের উদ্ভব। ত্রিশূলের সঙ্গে অগ্নি-শিখার সাদৃশ্য কি সুলভ নয়?

মজুমদার মহাশয় বলেছেন যে ত্রিশূল, কুঠার ও শিবের অন্যান্য অস্ত্র বজ্রের অপভ্রংশ। কুঠার যে বজ্রের পরিণতি এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি দেশী বিদেশী বহু উদাহরণ দিয়েছেন।

"In Denmark, eg., the flint axes are commonly called thunder-bolts and until quite recently in Iceland 'Thor's hammers' of stolen bell-metal were in use at exorcisms. Some axes are popularly regarded as thunder-bolts also in England, Scotland, Italy, Asia Minor and other countries. Similar is the case in Assam, Burma, Cambodia and Japan. Even to this day the thunder-god of Laplanders has hammer as one of his attributes....

Archaeologists are now all agreed in taking the axe, hammer and such other implements as symbolical of thunder, so far as the early period is concerned, and they have drawn attention to the fact that the thunder-gods like Adad, Jupiter, Dolichenus and Hephaistos are always characterised by some such weapon."[২]

---

১ Notes on Vajra—N. G. Mazumdar, Journal of the Dept. of Letters (C. U.) vol. XI, 178

২ Ibid, pages 181-182.

রুদ্র-শিবের কুঠার ইন্দ্রের বজ্রের রূপান্তর হওয়াই সম্ভব। বৈদিক রুদ্রের হাতেও বজ্র ছিল। বজ্র শিবের হাতের কুঠারে পরিণত হয়েছে। ইন্দ্র ও রুদ্রের সমপ্রাণতাহেতু ইন্দ্রের বজ্রাস্ত্র এসেছে রুদ্রের হাতে—পৃথিবীর অন্য কোথাও থেকে আসে নি। স্বামী শংকরানন্দের মতে কুঠার সূর্যের প্রতীক—"In the Rigveda 'parashu' the axe, has been mentioned as the giver of light. As such the axe was surely venerated as the symbol of the Sun."[১]

কৃত্তিবাস—রুদ্রের এক নাম কৃত্তিবাস। কারণ তিনি পশুচর্ম পরিধান করেন। এই সম্বন্ধে বরাহপুরাণে (২৭ অঃ) একটি উপখ্যান আছে। এই উপাখ্যান অনুসারে অন্ধকাসুর বধকালে নীল নামক এক অসুর গজরূপ ধারণ করে যুদ্ধ করছিল। শিবানুচর বীরভদ্র গজরূপ ধারণ করে যুদ্ধ করছিল। শিবানুচর বীর-ভদ্র সিংহরূপ ধারণ করে নীলদৈত্যের গজচর্ম বিদীর্ণ করে ঐ চর্ম রুদ্রকে দান করলেন—রুদ্রও ঐ চর্ম পরিধান করলেন।

নীলনামা তু দৈত্যেন্দ্রো হস্তী ভূত্বা ভবান্তিকম্।
আগতস্তরিতঃ শত্রুহস্তীবাদ্ভুতরূপবান্॥
সংজ্ঞাতো নন্দিনা দৈত্যো বীরভদ্রায় দর্শিতঃ।
বীরভদ্রোঽপি সিংহেন রূপেণাহত্য চ দ্রুতম্॥
তস্য কৃত্তিং বিদার্য্যাশু করিণস্তঞ্জনপ্রভম্।
রুদ্রায়ার্পিতবান্ সোঽপি তমেবাম্বরমকরোৎ॥
ততঃ প্রভৃতি রুদ্রোঽপি গজচর্মপটোঽভবৎ।[২]

যজুর্বেদেও রুদ্রকে কৃত্তিবাস বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

আততধন্ব পিনাকাবসঃ কৃত্তিবাসা অহিংসন্নঃ শিবোঽতীহি॥[৩]

—হে রুদ্র! তোমার উদ্যত ধনু পিনাক সর্বত্র আবৃত করে। তুমি কৃত্তিবাস, তুমি শিব, তুমি আমাদের হিংসা না করে গমন কর।

যেহেতু রুদ্র ভূতপতি ও পশুপতি সেই হেতু তাঁর পরিধেয়ও পশুচর্ম। পশুচর্ম পরে পরিণত হোল গজচর্মে; গজচর্ম আবার ব্যাঘ্রচর্মে পরিণত হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রে শিব 'ব্যাঘ্রকৃত্তিবাসা'।[৪]

---

১ Decipherment of Inscriptions on the Phaistos Disc of Crete —page 34.

২ বরাহপুঃ—২৭।১৫-১৮ ৩ শুক্ল যজুঃ—৩।৬১ ৪ তন্ত্রসার—(বঙ্গবাসী সং)—পৃঃ ৩১৪

পশুপতি রুদ্র—পশুদের সঙ্গে শিবের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। তিনি যেমন অসহ্য গরমে নানা রোগ দিয়ে পশুদের ধ্বংস করেন, তেমনি বর্ষণের দ্বারা তৃণাদি বর্ধিত করে পশুদের পালনও করেন। সেইজন্যই রুদ্রের পরিধেয় পশুচর্ম। কৃত্তিবাস শব্দের অর্থে মহীধর লিখেছেন "কৃত্তিবাসাঃ চর্মাম্বরঃ"—অর্থাৎ পশুচর্ম পরিহিত। সম্ভবতঃ হিংস্র নরখাদক ব্যাঘ্রের সঙ্গে ধ্বংসসাধক হিংস্র রুদ্রের গভীর সাদৃশ্য-বশতঃ শিব হলেন ব্যাঘ্রচর্মধারী।

বরাহপুরাণে রুদ্র-শিবের পশুপতি নামকরণের হেতু উল্লিখিত হয়েছে। ব্রহ্মার পুত্র রুদ্র সৃষ্টিকামনায় জলে নিমগ্ন থেকে বহুবৎসর তপস্যা করার পর জল থেকে উঠে দেখলেন ব্রহ্মার দক্ষ প্রভৃতি পুত্রগণ প্রজা বর্ধিত করেছেন এবং ব্রহ্মযজ্ঞ সুরু করেছেন। রুদ্র কুপিত হয়ে যজ্ঞ ধ্বংস করলেন। তখন দেবগণ ভীত হয়ে পশুরূপ প্রাপ্ত হলেন—"দেবাশ্চ সবে পশুতামুপেয়ুঃ।[1] রুদ্র ব্রহ্মার ইচ্ছাক্রমে যজ্ঞভাগ লাভ করে তুষ্ট হলে দেবগণের স্তবে প্রীত হয়ে বললেন,—তোমরা সকলে পশু হয়েছ, আমি হব তোমাদের পতি, অর্থাৎ পশুপতি, তাহলেই তোমরা মুক্তি পাবে।

ভবন্তঃ পশবঃ সবে ভবন্তু সহিতা হ ত।
অহং পতিশ্চ ভবতাং ততো মোক্ষমবাপ্স্যথ।[2]

দিগম্বর শিব—শিব কৃত্তিবাস হওয়া সত্ত্বেও দিগ্বসন বা নগ্ন। তিনি নগ্ন সন্ন্যাসী। এক্ষেত্রে ক্ষপণক সন্ন্যাসী বা দিগম্বর জৈনের প্রভাব কার্যকরী হতে পারে। তবে রুদ্রের স্বরূপ ত অনাবৃতই। সূর্যাগ্নির সর্বব্যাপী তেজকে আবৃত করা সম্ভব নয়। তাই রুদ্র শিব দিগম্বর, দশদিক ব্যাপ্ত করে তেজ বিরাজিত। সেইজন্যই দিগ্বসন শব্দটি রুদ্র শিবের পক্ষে সার্থকভাবে প্রযোজ্য। পদ্ম-পুরাণের মতে ভূতপ্রেত ও নীচব্যক্তির সঙ্গহেতু মহাদেব নগ্ন :

ন প্রাপ্নোতি সুখং কিঞ্চিৎ নীচসঙ্গান্মহানপি।
প্রেতসঙ্গান্ মহাদেবো নগ্নো ভস্মবিভূষিতঃ॥[3]

যোগীশ্বর শিব ঋগ্বেদে ও অন্যান্য সংহিতায় রুদ্রকে বারংবার কপর্দী বা জটাধারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জটামণ্ডিত তপস্বীর ধারণা থেকেই শিব হয়েছেন তপস্বীশ্রেষ্ঠ—যোগিরাজ।

---

১ বরাহপুরাণ—৩৩।১১ ২ বরাহপুরাণ—৩৩।২৯
৩ পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার—৫।৬৩৪

দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দী তপসী
বিভূতি ভূষিত দেহ মুদিত নয়ন
তপের সাগরে মগ্ন বাহ্যজ্ঞান হত।[১]
যোগি যোগি মহাযোগি যোগীশ্বর নমোঽস্তুতে।[২]

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহ-
মপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধা-
ন্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥[৩]

—বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার পূর্বকালের মেঘের মত, তরঙ্গহীন জলাধারের মত, দেহের অন্তঃস্থিত প্রাণাদি বায়ুর নিরোধহেতু বায়ুহীন স্থানে অকম্পিত প্রদীপের মত যোগমগ্ন শিব উপবিষ্ট।

রুদ্র-শিবের জটা প্রজ্বলিত অগ্নির ধূমপুঞ্জ। স্যর্ আর. জি. ভাণ্ডারকর বলেছেন, "He is called Kapardin or the wearer of matted hair, which epithet is probably due to his being regarded as identical with Agni or fire, the fumes of which look like matted hair"[৪]

মুণ্ডিতকেশ শিব—যজুর্বেদে রুদ্রের এক নাম ব্যুপ্তকেশ অর্থাৎ মুণ্ডিতমস্তক। ধূম-শিখাহীন প্রজ্বলন্ত অঙ্গার কেশহীন মুণ্ডিতমস্তক যোগীর সাদৃশ্য বহন করে। ঋগ্বেদে অগ্নিকে বলা হয়েছে শুক্র।[৫] সায়নাচার্যের মতে শুক্র শব্দের অর্থ—"নির্মলদীপ্তিরগ্নিঃ"। যজুর্বেদে রুদ্রগণকে বলা হয়েছে—"বিশিখাসঃ" অর্থাৎ শিখাহীন অগ্নি। অগ্নির বিভিন্ন অবস্থা রুদ্র-শিবের বিভিন্ন অবস্থা বা গুণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শিব জটাধারী বা মুণ্ডিতশির, সুতরাং পরিব্রাজক সন্ন্যাসী পথেরও অধিপতিরূপে উল্লিখিত হয়েছেন।

ভস্মভূষিত শিব—মহাদেব ভস্মবিভূষিত; কারণ অগ্নি প্রজ্বলনের পরিণাম ভস্ম। ভস্মের সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন বলেই শিবের সঙ্গেও ভস্মের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। ভস্ম তাই সন্ন্যাসীর অঙ্গাভরণ ত্যাগের প্রতীক। পৌরাণিক শিবের এই সর্বত্যাগী মহাযোগীর রূপকল্পনায় সর্বত্যাগী যোগিরাজ গৌতম বুদ্ধের প্রভাব

---

১ মেঘনাদবধ কাব্য—২য় সর্গ ২ ভবিষ্যপুরাণ— ৩ কুমারসম্ভব—৩।৪৮
৪ Vaisnavism-Saivism, page 103 ৫ ঋগ্বেদ—১।৯৫।১

কার্যকরী হয়েছে বলেই মনে হয়। তবে শিবের আপাতঃ বিরোধী গুণাবলীর উৎস বেদেই বর্তমান এবং সূর্যাগ্নির অবস্থাবৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

বুড়ো শিব—শুক্ল যজুর্বেদেই রুদ্র বর্ষীয়ান্, জ্যেষ্ঠ এবং বৃদ্ধ। সূর্যাগ্নির তেজোময়ী তাপশক্তি বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত কারণ। তাই শিব সর্বজ্যেষ্ঠ। রুদ্রের যজ্ঞভাগ জ্যেষ্ঠভাগ নামে পরিচিত—

"রুদ্রভাগো জ্যেষ্ঠভাগ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ।"[১]

সর্বজ্যেষ্ঠ বলেই তিনি দেবাদিদেব মহাদেব। পুরাণে এবং কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে শিব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তপোরতা পার্বতীকে ছলনা করেছিলেন। বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে বর্তমান থাকায় সূর্যাগ্নি যেমন সকলের জ্যেষ্ঠ, তেমনি প্রতিদিন নূতনরূপে জন্ম নেওয়ায় তরুণও। শিব তাই কখনও বৃদ্ধ—কখনও তরুণ। বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে বহু জায়গায় তিনি বুড়ো শিব নামে প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদে রুদ্রকে বলা হয়েছে "তবস্তমস্তবসাং"[২] অর্থাৎ তবসাং প্রবৃদ্ধানাং মধ্যে তবস্তমঃ অতিশয়েন প্রবৃদ্ধঃ।[৩] —রুদ্র বৃদ্ধগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ। সুতরাং বুড়ো শিব ঋগ্বেদের আমল থেকেই আছেন।

অহিভূষণ শিব—শিব সর্পভূষণ। তাঁর সর্বাঙ্গে সর্পাভরণ। সর্প তাঁর জটাবন্ধন রজ্জু—

ভুজঙ্গ সোন্নদ্ধজটাকলাপম্ . ।[৪]

শিবের সর্পভূষণ নিয়ে গৌরীর বিয়ের সময়ে এক কৌতুককর ঘটনার অবতারণা করেছেন পুরাণকারেরা এবং বাঙ্গালার মঙ্গলকাব্যের কবিরা। শিবকে যখন বরণ করছিলেন মেনকা সেই সময়ে একটি ওষধির তীব্র গন্ধে ব্যাকুল হয়ে সর্পকুল পলায়ন করলে শিব দিগম্বর হয়ে পড়লেন—

দেবঋষি দেখাইল ঈশ্বরের মূল।
পালায় সকল ফণী হইয়া আকুল॥
ছাড়্যা বাঘছাল যদি ছুটিল ভুজঙ্গ।
শাশুড়ী সম্মুখে শিব হইল উলঙ্গ।
নন্দী ছিল মশাল জোগাল্য নিয়া কাছে।
মহেশের পিছে থাক্যা মুনি মাল্য ঠেলা।
কান্দ্যা ঘরে গেল রাণী আছাড়িয়া থালা।[৫]

১ বরাহপুঃ—২১।৬৫ ২ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৩৫ ৩ সায়নভাষ্য
৪ কুমারসম্ভব—৩।৪৬ ৫ রামেশ্বরের শিবায়ন (ক. বি)—পৃঃ ৮২

মেনকার দাসী আনে ঔষধের ডালি।
আছিল ঈষুর মূল তথি এক ফালি ॥
ঈষুর মূলের গন্ধে পলায় ভুজঙ্গ।
অঙ্গনা-সমাজে হর হইল উলঙ্গ ॥
পলায় মেনকারাণী লাজে গুটি গুটি।
নিবাইল বন্দী কার্য বুঝিয়া দেউটি ॥[১]

ভারতচন্দ্রের কাব্যে আবার নারায়ণ স্বয়ং মজা করে গরুড়কে এনে সর্পকুলকে ভীত পলায়িত করে শিবকে উলঙ্গ করে ছেড়েছিলেন —

কেশব কৌতুকী বড় কৌতুক দেখিতে।
নারদেরে কহিলা কোন্দল লাগাইতে ॥
গরুড়ে কহিলা তুমি ভয় দেখাইয়া।
শিব-কটিবন্ধ সাপ দেহ খেদাইয়া ॥
এয়োগণ সঙ্গে করি প্রদীপ ধরিয়া।
লইয়া নিছনি ডালা হুলাহুলি দিয়া ॥
বরের সম্মুখে মাত্র মেনকা আইলা।
পালাবার পথে গিয়া হরি দাঁড়াইলা ॥
গরুড় হুঙ্কার দিয়া উত্তরিলা গিয়া।
মাথা গুঁজে যত সাপ যায় পলাইয়া ॥
বাঘছাল খসিল উলঙ্গ হইল হর।
এয়োগণ বলে ওমা এ কেমন বর ॥
মেনকা দেখিয়া চেয়ে জামাই লেঙ্গটা।
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা ॥
নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই।
মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই ॥
দেখিয়া সকল লোক মশাল নিবায়।
শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায় ॥[২]

শিবের সঙ্গী বা ভূষণ যে ভুজঙ্গকুল তার তাৎপর্য কি? কেউ কেউ মনে করেন যে অনার্য-সংস্পর্শের জন্যেই এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। কবি ভারত-চন্দ্র রায় শিবের যে চিত্র এঁকেছেন, তাতে তাঁকে বেদিয়া বলেই মনে হয়।

---

[১] মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল [২] অন্নদামঙ্গল

কেহ বলে ঐ এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ ॥[১]

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম লিখেছেন :

চরণে নূপুর সর্প সর্প কটিবন্ধ।
পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম দেখি লাগে ধন্ধ।
অঙ্গদ বলয়ে সাপ সাপের পইতা
চক্ষু খেয়ে হেন বরে দিলাম দুহিতা ॥
গৌরীর কপালে ছিল বাদিয়ার পো।
কপালে তিলক দিতে সাপে মারে ছোঁ ॥[২]

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ভারতচন্দ্রের শিব সম্পর্কে লিখেছেন, "মাথায় জটা ও ফণী, গলায় মালা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, গায়ে মাখা ছাই—এমন একটি ভিখারীর রূপ দেখিয়াছি আমরা আমাদের সমাজে কোথায় ?—একটি বেদিযার ভিতরে। ভারতচন্দ্রের শিব তাই বেদিয়া।"[৩]

শিবের সর্পভূষণের সঙ্গে বেদে বা সাপুড়ে জাতির কোন সম্পর্ক আছে কি-না জানি না, তবে রুদ্রের সর্পভূষণের তাৎপর্য বেদ থেকেই উপলব্ধি করি। শুক্ল-যজুর্বেদে সর্পগণকে প্রণাম জানানো হয়েছে :

"নমোঽস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু।
যে অন্তরিক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ।"[৪]

—যে সর্পগণ পৃথিবীতে বর্তমান তাদের নমস্কার। যে সর্পগণ অন্তরিক্ষে, যে সর্পগণ দ্যুলোকে সেই সর্পগণকে নমস্কার।

যে বামী রোচনে দিবো যে বা সূর্যস্য রশ্মিষু।
যেষামপ্সু সদস্কৃতং তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ ॥[৫]

—যে বামী সর্পগণ প্রদীপ্ত দ্যুলোকে অবস্থিত, যে সর্পগণ সূর্যরশ্মিতে বর্তমান, যে সর্পগণ জলে অথবা অন্তরীক্ষে (অপ্) অবস্থান করে তাদের নমস্কার।

এখানে স্বর্গে, অন্তরীক্ষে অথবা জলে এবং পৃথিবীতে বিচরণশীল সর্প হিংস্র সরীসৃপকে বোঝাচ্ছে না। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে স্বর্গে, এমন কি সূর্যরশ্মিতেও বর্তমান সর্পকুল অবশ্যই সূর্যকিরণ। সূর্যকিরণরূপী সর্পকুল অবশ্যই সূর্যরূপী রুদ্রের

১ অন্নদামঙ্গল ২ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য
৩ বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ—৪র্থ সং, পৃঃ ১৬ ৪ শুক্ল যজুর্বেদ—১৩।১৬
৫ শুক্ল যজুর্বেদ—১৩।৮

ভূষণ। 'সৃপ্' ধাতুর অর্থ গমন করা। যা সর্পণশীল বা গতিশীল তাই সর্প। সূর্যাগ্নির গতিশীল কিরণই সর্প। কিরণরূপী সর্পই পরবর্তীকালে সরীসৃপরূপে শিবের ভূষণ হয়েছে।

সোমনাথ শিব শিবের এক নাম সোমনাথ। কলাচন্দ্র তাঁর ললাটে স্থান লাভ করেছেন। "স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে।"[১]

সমুদ্রমন্থনকালে সোম সমুদ্র থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন—

তত: শতসহস্রাংশুর্মথ্যমানাৎ তু সাগরাৎ।
প্রসন্নাত্মা সমুৎপন্নঃ সোমঃ শীতাংশুরুজ্জ্বলঃ॥[২]

পুরাণকাররা বলছেন যে চন্দ্রদেব মহাদেবের ললাটে স্থান করে নিয়েছিলেন। স্কন্দপুরাণের কাহিনী অনুসারে প্রথম মনুর রাজত্বকালে সমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত চন্দ্র কালভৈরব নামক শিবলিঙ্গের আরাধনা করে মহাদেবের ললাটে স্থান লাভ করেছিলেন।

তস্মিন্ মন্বন্তরে দেবি যশ্চাসৌ রোহিণীপতিঃ।
সমুদ্রগর্ভাৎ সঞ্জাতঃ সলক্ষ্মী কৌস্তুভাদিভিঃ॥
তেন চারাধিত' লিঙ্গং কালভৈরব নামতঃ।
মহতা তপসাপূর্বং যুগানি চতুর্দশ॥
তস্যাদ্ভুতং তপো দৃষ্ট্বা তুষ্টোঽহং তস্য সুন্দরি।
বরং বৃণীষ্বেতি ময়া স চ প্রোক্তো নিশাকরঃ॥
স হোবাচ তদা দেবী ভক্ত্যা সংস্তুত্য মাং শুভে।
যদি প্রসন্নো দেবেশ বরার্হো যদি বাপ্যহম্।
সোমনাথেতি তে নাম ভূয়াদ্ ব্রহ্মাবধি প্রভো॥[৩]

—হে দেবি, সেই মন্বন্তরে রোহিণীপতি চন্দ্র সমুদ্রগর্ভ থেকে লক্ষ্মী, কৌস্তুভ মণি প্রভৃতির সঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পুরাকালে সেই চন্দ্র মহৎ তপস্যায় চতুর্দশ যুগ কালভৈরব নামে শিবলিঙ্গের আরাধনা করেছিলেন। তাঁর অদ্ভুত তপস্যা দেখে হে সুন্দরি, আমি তুষ্ট হয়ে নিশাকরকে বললাম, বর গ্রহণ কর। হে শুভকারিণি দেবি, তিনি ভক্তিমান হয়ে আমাকে স্তব করে বললেন, হে দেবেশ, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, যদি আমি বরলাভের যোগ্য হই, তবে হে প্রভু ব্রহ্মার কাল পর্যন্ত তোমার নাম হোক্ সোমনাথ।

১ মেঘনাদবধ কাব্য—৬ষ্ঠ সর্গ ২ মহাভারত, আদিপর্ব—১৮।৩৪
৩ স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড—৭।৪৭-৫১

তন্ত্রসারে শিবের যে কয়েকটি ধ্যানমন্ত্র আছে, সবগুলিতে শিব শশিশেখর—

ত্রিনেত্রং শশিকলধরং স্মেরবক্ত্রং বহস্তম্‌···।[১]

বন্দে সিন্দুরবর্ণং মণিমুকুটলসচ্চারুচন্দ্রাবতংসম্‌···।[২]

রুদ্রের সঙ্গে সোমের সম্পর্ক বহুকালের। ঋগ্বেদে সোম ও রুদ্র একত্রে স্তুত হয়েছেন একটি সূক্তে।[৩] এই সূক্তে রুদ্র ও সোম সমান ধর্মবিশিষ্ট সমানগুণকর্ম-সম্পন্ন। রুদ্র ও সোম সংক্রামক রোগ দূর করেন, ঔষধ ধারণ করেন, দীপ্ত ধনু ও তীক্ষ্ণ শর মানবকল্যাণে নিয়োজিত করেন, জীবজগৎকে সুখ প্রদান করেন।

সোম মুজবৎ পর্বতে বাস করেন, রুদ্রও মুজবৎ পর্বতের বাসিন্দা।[৪] অতএব রুদ্রের সঙ্গে সোমের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। শুক্ল যজুর্বেদে সোম ও রুদ্র অভিন্ন—নমঃ সোমায় চ রুদ্রায় চ।[৫] পৌরাণিক শিবের অষ্টমূর্তির অন্যতম সোম। দুর্গাদাস লাহিড়ীর মতে ঋগ্বেদে ১।৪৩।৭ ঋকে সোম শব্দ রুদ্রের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। সোম শব্দের অর্থ সৌম্যমূর্তিধর রুদ্র।[৬]

সোম শব্দে সোমলতা বা সোমরস, চন্দ্র এবং চন্দ্রে প্রবিষ্ট সুষুম্না নামক সূর্য-রশ্মিকে বোঝায়।[৭] রুদ্র ইন্দ্রের মত সোমরসপ্রিয় নন। সুতরাং সোমরসের নাথ বা অধিপতি এই অর্থে রুদ্র সোমনাথ হতে পারেন না। চন্দ্র-সোমের সঙ্গে রুদ্র-সূর্যের সম্পর্ক নিকটতর। সূর্যের কিরণে চন্দ্র আলোকিত—এ সত্য ঋগ্বেদের ঋষিও জানতেন। তীক্ষ্ণরশ্মি রুদ্রের অলংকার শান্তরশ্মি চন্দ্র। কৃষ্ণপক্ষে দিবাভাগে পূর্বাহ্ণে ও শুক্লপক্ষে অপরাহ্ণে কলাচন্দ্র সূর্যের সঙ্গেই আকাশে বিরাজ করেন। আসল কথা, চন্দ্রকলার প্রকাশ ত সূর্যরশ্মির প্রতিফলনে। তাই যে রশ্মি কলাচন্দ্রকে প্রকাশিত করে সেই রশ্মিই সোম। সেই রশ্মিই সূর্যচন্দ্রের শিরোভূষণ। চন্দ্রকলা তাই শিবের মস্তকে। যাস্কের মতানুসারে চন্দ্রে প্রবিষ্ট সুষুম্না রশ্মিই সোম। এই প্রাকৃতিক সত্যটি কবি কল্পনায় শিবকে করেছে সোমনাথ। ঋগ্বেদের একটি ঋকে সোম যজ্ঞের বা যজ্ঞাগ্নির শিরঃ স্থানীয়।[৮]

বৃষ-বাহন শিব—রুদ্র-শিবের বাহন বৃষভ বা বৃষ—শিব তাই বৃষবাহন বা বৃষভধ্বজ।

বৃষে বড়্যা যায় বুড়্যা নাহি মানে কিরয়া।[৯]

---

১ তন্ত্রসার, বঙ্গবাসী সং—পৃঃ ৩১৪ ২ তন্ত্রসার, বঙ্গবাসী সং—পৃঃ ৩১৫
৩ ঋগ্বেদ—৬।৭৪ ৪ শুক্ল যজুর্বেদ—৩।৬১ ৫ শুক্ল যজুর্বেদ—১৬।৩৯
৬ দুর্গাদাস সম্পাদিত ঋগ্বেদ, ৩য় অধ্যায়—পৃঃ ২১৭৯ ৭ সোমপ্রসঙ্গ—১ম পর্ব দ্রষ্টব্য
৮ ঋগ্বেদ—১।৪৩।৯ ৯ শিবায়ন, রামেশ্বর (ক. বি.)—পৃঃ ৯৮

এত বলি দিগম্বর আরোহিয়া বৃষোপর
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া।[১]

শিবের সম্পদ সম্পর্কে অন্নদা বলেছেন—

বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।[২]

বৃষ কেবল শিবের বাহন নয়, বৃষ শিবের প্রতীকও। শিব তাই বৃষধ্বজ বা বৃষাঙ্ক।

তস্থৌ বৃষাঙ্কাগমন প্রতীক্ষঃ।[৩]

—বৃষাঙ্কের (শিব) আগমনের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করে রইলেন।

ঋগ্বেদে রুদ্রকেই বৃষভ বলা হয়েছে :

মা ত্বা রুদ্র চুক্রুধামা নমোভির্মা দুষ্টুতী বৃষভ মা সহূতী।[৪]

— হে রুদ্র, আমরা নমস্কারের দ্বারা যেন তোমার ক্রোধ উৎপাদন না করি, ত্রুটীপূর্ণ স্তুতিদ্বারা, হে বৃষভ, অন্য দেব উপাসনার দ্বারা তোমার ক্রোধের উৎপাদন যেন না করি।[৫]

প্র বভ্রবে বৃষভায় শ্বিতীচে।[৬] —বভ্রুবর্ণ বৃষভকে (অভীষ্টবর্ষী) স্তব করি।

উন্মা মমংদ বৃষভো মরুত্বান।[৭] — অভীষ্টবর্ষী (বৃষভ) মরুৎবিশিষ্ট রুদ্রকে স্তব করি।

বৃষভ শব্দের অর্থ বর্ষণকারী। বেদে ইন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি সকলেই বৃষভ।

ত্বমগ্নে বৃষভঃ পুষ্টিবর্ধনঃ।[৮] – হে অগ্নি, তুমি বর্ষণকারী পুষ্টিবর্ধক। সূর্যও সহস্রশৃঙ্গ বৃষভ—সহস্রশৃঙ্গো বৃষভো যঃ সমুদ্রাদুদাচরৎ।[৯]

এই তিন দেবতাই বৃষভ, কারণ বৃষ্টিদান করার ক্ষমতার অধিকারী এই দেবত্রয়। এঁদের সঙ্গে অভিন্নতাহেতু রুদ্রও বৃষভ আখ্যা পেয়েছেন। রুদ্রের বৃষভ বা বৃষ বিশেষণটি তাঁর বাহনত্বে নিযুক্ত হয়েছে। লৌকিক অর্থে বৃষ শব্দের অর্থ ষাঁড়। চুঁচুড়ার 'ষণ্ডেশ্বর' শিবলিঙ্গ বিখ্যাত। ইন্দ্রের বাহন মেঘরূপী ঐরাবত হস্তীর সাদৃশ্যে রুদ্রের বাহন বৃষ বা ষণ্ডের পরিকল্পনা। কিন্তু স্বরূপতঃ রুদ্র ও রুদ্রবাহন বৃষভ অভিন্ন, যেমন অভিন্ন বিষ্ণু ও বিষ্ণুবাহন গরুড়। শারদা

১ অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র ২ তদেব ৩ কুমারসম্ভব—৫।২৯
৪ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৪ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৮
৭ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৬ ৮ ঋগ্বেদ—১।৩১।৫ ৯ ঋগ্বেদ—৭।১।৩

তিলকতন্ত্রে শিব-বাহন বৃষভের যে বর্ণনা পাই তা যেমন তাঁকে মেঘরূপে প্রতীত করায়, তেমনি বৃষকে শিবের রূপভেদ গ্রহণ করতেও সহায়তা করে। শারদা তিলকে বৃষভের বর্ণনা :

হিমালয়াভং বৃষভং তীক্ষ্ণশৃঙ্গং ত্রিলোচনম্।
সর্বাভরণ সন্দীপ্তং সাক্ষাচ্ছন্দঃ স্বরূপিনম্॥
কপালশূল বিলসৎকরং কালঘনপ্রভম্।[১]

—হিমালয়সদৃশবর্ণ, তীক্ষ্ণশৃঙ্গ, ত্রিলোচন, সকল প্রকার অলংকারে উজ্জ্বল, সাক্ষাৎ বেদরূপী, নরকপাল ও শূল হস্তে ধারণকারী, প্রলয়মেঘ-সদৃশ বৃষভকে চিন্তা করবে।

বামনপুরাণে শিব জীমূতবাহন বা মেঘবাহন।[২] ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ বৃষরূপে শিবকে বহন করেছেন। কৃষ্ণ বলেছেন—ততোঽহং বৃষরূপেণ বহামি তেন তং প্রিয়ম্।[৩]

কৃষ্ণ ত প্রকৃতপক্ষে সূর্যই। সুতরাং যিনি রুদ্র-শিব তিনিই রুদ্র-শিবের বাহন। স্বামী শংকরানন্দ বৃষকে সূর্যের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন : "The bull represented the Sun in the Rigveda, which came out of the ocean adorned with thousand horns Sayana interprets horns as 'kiraṇa', the rays of the Sun.

In the Brahmaṇas, the bull's rays are mentioned as seven 'Saptarashmi' and the rays of the Sun is compared with the Cow."[৪]

সুতরাং বৃষভ সূর্য বা অগ্নি হলেন সূর্যাগ্নিরূপী ইন্দ্রের বাহন। পরে ইন্দ্রের বাহন হস্তীর সাদৃশ্যে বৃষভ পরিণত হোল বৃষভ শব্দের অর্থান্তর বৃষ বা ষণ্ডে।

পঞ্চানন শিব—শিব পঞ্চানন—পঞ্চমুখসমন্বিত।

আগম পুরাণ বেদ পঞ্চতন্ত্রকথা
পঞ্চমুখে পঞ্চানন কহেন উমারে।[৫]

পঞ্চানন শিবের মূর্তি দুর্লভ নয়। এমন কি শিবলিঙ্গে পাঁচটি মুখ—এরূপ বিগ্রহও চোখে পড়ে। শিবের পঞ্চাননত্বের একটি তাৎপর্য অনুভূত হয়। রুদ্র-শিব ভূতপতি অর্থাৎ পঞ্চভূতের অধিপতি। এই হিসাবে তাঁর পাঁচটি মুখ ক্ষিত্যাদি

১ শা. তি.—১৮।৪০ ২ বামনপুরাণ—৬।৭৮ ৩ ব্রহ্মবৈঃ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড—৩৬।৫৭
৪ Decipherment of Inscriptions on Phaistos Disc of Crete—page 10
৫ মেঘনাদবধ কাব্য—৪র্থ সর্গ

পঞ্চভূতের প্রতীক। পৌরাণিক শিবের অষ্টমূর্তির মধ্যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটি ভূত বা মৌল উপাদান পাঁচটি মূর্তি। ঋগ্বেদে পঞ্চজন বা পাঁচটি জাতি প্রধান ছিল। এই পঞ্চজাতির উপাসিত বলেও রুদ্র-শিব পঞ্চানন হতে পারেন। শিবের পঞ্চাননত্ব প্রতীক মাত্র। নচেৎ তিনি উপনিষদের ব্রহ্মের মত—ঋগ্বেদের পুরুষের মত অণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র—মহৎ অপেক্ষাও মহত্তর —শতশীর্ষ—সহস্রশীর্ষ—সহস্র বাহু, চরণ ও অক্ষি সমন্বিত।

শতশীর্ষং শতোদরং সহস্রবাহুচরণং সহস্রাক্ষি শিরোমুখম্।[১]

শিবপুরাণ (জ্ঞান সংহিতা) বলেছেন যে, শিব পঞ্চবদন ও দশবাহুসমন্বিত—কর্পূরের মত শুভ্র অপূর্বমূর্তি পরিগ্রহ করেছিলেন—

পঞ্চবক্ত্রং দশভুজং কর্পূরগৌরকং মুনে।[২]

শিবের পঞ্চবদনের তাৎপর্য যে পঞ্চভূতের অধিপতি—এ বিষয়টি একজন পাশ্চাত্য ভারততাত্ত্বিকও স্বীকার করেছেন।

"The peaceful manifest of the Go'den Embyro (Hiraṇya-garbha) which appears to us as the Sun, source of our life, i- connected with the number 5 and with the five elements and is represented in the five-headed Siva."[৩]

শিবের রূপবৈচিত্র্য—রুদ্র-শিবের উপাসনা বহুব্যাপকতা লাভ করায় আর্যেতর বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই দেবতাটি নিজের প্রতিষ্ঠা কায়েম করে নিয়েছিলেন। যজুর্বেদের যুগ থেকেই আর্য-শিব অন্ত্যজ শ্রেণীর পূজা লাভ করেছেন। তারপর সহস্রাধিক অথবা কয়েক সহস্র বৎসর ব্যাপী শিব নানা শ্রেণীর নানা জাতির উপাস্য হয়ে বিচিত্র বিরুদ্ধ গুণে ভূষিত হয়েছেন। সর্বত্যাগী মহাযোগী শিব যুগে যুগে কত ভাবেই না চিত্রিত হয়েছেন ধর্মগ্রন্থে সাহিত্যে! মহাভারতে-পুরাণে শিব জগৎ রক্ষা করতে কালকূট বিষপান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। এই বিষপানের কাহিনী থেকেই কি-না কে জানে শিব হলেন গাঁজাখোর, ভাংখোর,—ধুতুরাখোর,—গাঁজা-ভাঙ আর ধুতুরায় তাঁর চোখ তিনটি ঢুলু ঢুলু। তাঁর হাতে শোভা পেল নর-কপাল, তিনি হলেন শ্মশানচারী, গলায় পড়লেন হাড়ের মালা, হাতে পিণাকের পরিবর্তে সাপুড়ের ডমরু ও শিঙ্গা। তিনি স্মরহর যোগিরাজ

---

১ বরাহপুরাণ—২১৩।৩৯-৪০ ২ জ্ঞান সং—৩।১৮

৩ Hindu Polytheism—Alain Danielou, page 278

হয়েও কামুক লম্পট। মহাভারতে তিনিই কীরাতরূপে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। সামান্য স্তবে অথবা বিল্বপত্রে তুষ্ট হয়ে আশুতোষ অসুরদের বর দিয়ে দেবতাদের বিপযয় ডেকে এনেছেন, আবার সময়ে সময়ে দানববধেও মেতে উঠেছেন। আবার কখনও তিনি ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিক্ষা করছেন দ্বারে দ্বারে। বাঙলাদেশে তিনি আবার কৃষিকর্মও করেছেন। এইভাবে বহুতর বিরুদ্ধ গুণের সংস্পর্শে আর্য ও আর্যেতর বিভিন্ন সংস্কৃতির মহামিলনের পরম তীর্থরূপে সার্বজনীন ভক্তি ও শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন দেবাদিদেব মহাদেব।

বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যগুলিতে ব্যাজস্তুতিরূপে দ্ব্যর্থক ভাষায় শিবের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তাতেই রুদ্র-শিবের চরিত্রের ও বিবর্তন ধারার বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে। হরগৌরীর কোন্দল বর্ণনা করতে গিয়ে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র গৌরীর মুখ দিয়ে বলেছেন—

গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক ॥
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
বসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি ॥[১]

পাটনীর নিকট পতির পরিচয় দিতে গিয়ে অন্নদা বলেছেন :

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন ॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে ॥[২]

কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে শিব স্বয়ং ছদ্মবেশে তপস্যারত পার্বতীর কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছেন—

তৈল নাহি ঘরে ইচ্ছিলে হেন বরে
হইবে বিভূতি-ভূষণা।

---

১ অন্নদামঙ্গল ২ অন্নদামঙ্গল

ভিক্ষু পতি যার   বৃথা জন্ম তার
দারিদ্র্য গুণরাশি নাশে ॥
গঙ্গা থাকি শিরে   ভিক্ষু দেখি তারে
মিলিল গিয়া রত্নাকরে।···
ভিক্ষা অনুসারে   ভ্রমেন ঘরে ঘরে
ডম্বরু করিয়া বাজন।···
বসন বাঘছাল   গলেতে হাড়মাল
উত্তরী যার বিষধর।
প্রেতভূত সঙ্গে   চিতাধূলি অঙ্গে
বাঞ্ছিলা কেন হেন বর।
কাহার পুত্র হর   না জানি কোথা ঘর।
নাহি দেখি ভাই বন্ধুজন।

সতী-পরিণয়ের পরে শিবনিন্দাচ্ছলে দক্ষরাজ অনুরূপ উক্তিই করেছিলেন

মহাদেব নাম কিন্তু মহাপ্রেত যেন ॥
ভূতপ্রেত-প্রমথ অসুর লয়্যা সঙ্গ।
শ্মশানে শবের পারা সদাই উলঙ্গ।
ভুজঙ্গভূষণ অঙ্গ চিতাভস্ম গায়।
দেব মাঝে সে কি সাজে দেখ্যা ডর পায় ॥
অস্থুলের পুত্র বেটা নির্মূলের নাতি।
তিন কুল খায়্যা মড়া চিরে দিবা রাতি ॥
বিধির ঘটনে বিষ খায়্যা নাই মৈল।
সতীর কপালে পতি পাপমতি ছিল ॥
বেদপথ ছাড়ি তার মত স্বতন্তর।
এই মত আর কত কব দুরোত্তর ॥[১]

শিবায়ন কাব্যে ছদ্মবেশী শিব পার্বতীর কাছে আত্ম-পরিচয় দিয়ে বলছেন:

শুনিতে সুন্দর শিব সেবিতে সুন্দর।
দেখিতে সে দরিদ্র দারুণ দিগম্বর ॥
গঙ্গারে গৌরব কর্যা ধর্যা ছিল শিরে।
গড় কর্যা গেল তেঁহো রত্নাকরনীরে ॥

১ শিবায়ন, রামেশ্বর (ক বি.)—পৃঃ ৩২

লক্ষ্মীছাড়া ললাটে লাগিয়া শশধর।
অর্ধভাবে অপূর্ণ আছেন নিরন্তর॥
দারিদ্র্য দোষের পরে দোষ নাহি আর।
যতদিন সঞ্চয় সকল যায় মার॥
নির্গুণ নিষ্কাম বাম পথে অবস্থিতি।
কে জানে কি জাতি কার পুত্র কার নাতি॥
বুড়া কত কালের কহিতে নারে কেহ।
চল্যা যাইতে টল্যা পড়ে অতি বৃদ্ধ দেহ॥
বড়া বল্যা বাসনা কর্যাছ বুড়া বরে।
ভিক্ষা মাঙ্গ্যা খায় ভুজি ভাঙ্ নাই ঘরে॥
জ্বলিবে জঠরানলে জীবে কত কাল।
একমুখে পঞ্চমুখ বিষম জঞ্জাল॥[১]

কালিকাপুরাণে (৪৩ অঃ) ছদ্মবেশী শিব তপোরতা পার্বতীর কাছে দ্ব্যর্থক-ভাষায় আত্মনিন্দা করে বলেছিলেন—

বৃষধ্বজো মহাদেবো ভূতিলেপী জটাধরঃ।
ব্যাঘ্রচর্মাংশুকশ্চৈকঃ সংবীতো গজকৃত্তিনা॥
কপালধারী সর্পৌঘৈঃ সর্বগাত্রেষু বেষ্টিতঃ।
বিষদগ্ধগলস্ত্র্যক্ষো বিরূপাক্ষো বিভীষণঃ॥
অব্যক্তজন্মা সততং গৃহভোগ্যবিবর্জিতঃ।
জ্ঞাতিভির্বান্ধবৈর্হীনো ভক্ষ্যভোজ্যবিবর্জিতঃ॥
শ্মশানবাসী সততং সৎসঙ্গবিবর্জিতঃ।...

—মহাদেব বৃষধ্বজ, ভস্মলিপ্তদেহ, জটাধর, নরকপালধারী, সর্বাঙ্গে সর্পবেষ্টিত, ব্যাঘ্রচর্মের বসন ও গজচর্মের উত্তরীয় পরিহিত, বিষে দগ্ধকণ্ঠ, ত্রিনয়ন—সুতরাং বিরূপাক্ষ, ভয়ংকর, অব্যক্তজন্মা (জন্মপরিচয়হীন), গৃহসুখবর্জিত, জ্ঞাতিবান্ধবহীন, ভক্ষ্যভোজ্যবর্জিত (খাদ্যাখাদ্য বিচারহীন) শ্মশানবাসী, সৎসঙ্গবর্জিত।

সতীর সম্মুখে শিবনিন্দাকালে দক্ষ বলেছিলেন—

পঞ্চবক্ত্রো দশভুজো মুখে নেত্রত্রয়ান্বিতাঃ।
কপর্দী খণ্ডচন্দ্রোহসৌ তবাসৌ নীললোহিতঃ॥

১ শিবায়ন, রামেশ্বর (ক. বি)—পৃঃ ৬৭

কপালী শূলহস্তোঽসৌ গজচর্মাবগুণ্ঠিতঃ।
নাস্য মাতা ন চ পিতা ন ভ্রাতা ন বান্ধবঃ॥
সর্পাস্থিমণ্ডিতগ্রীবস্তক্ত্যা হেমবিভূষণম্।
ভিক্ষয়া যোজনং যস্য কথমন্নং প্রদাস্যতি॥[১]

—পঞ্চবদন, দশহস্ত, মুখমণ্ডলে তিন চক্ষু, জটাধারী, কলাচন্দ্রশোভিত, নর-কপাল শোভিত, শূলধারী, গজচর্মাচ্ছাদিত—তোমার এই নীললোহিত। তাঁর মাতা নেই, পিতা নেই, ভ্রাতা নেই, বন্ধু নেই, তিনি সর্প ও অস্থিশোভিতকণ্ঠ, স্বর্ণালংকার ত্যাগ করেছেন। যাঁর ভিক্ষাই জীবিকা, তিনি কি করে অন্ন দেবেন?

পদ্মপুরাণে (সৃষ্টি খণ্ড) দক্ষ সতীকে বলেছিলেন—

যেনাস্য কারণে নেহ পতিস্তে ন নিমন্ত্রিতঃ।
কপালধৃক্ চর্মী ভস্মাবৃততনুস্তথা॥
শূলী মুণ্ডী চ নগ্নশ্চ শ্মশানে রমতে সদা।
বিভূত্যঙ্গানি সর্বাণি পরিমার্ষ্টি চ নিত্যশঃ॥
ব্যাঘ্রচর্মপরিধানো হস্তিচর্মপরিচ্ছদঃ॥
কপালমালাং শিরসি খট্বাঙ্গঞ্চ করে স্থিতম্॥
কট্যাং বৈ গোনসং বদ্ধ্বা লিঙ্গেঽস্থ্নাং বলয়ং তথা।
পন্নগানাঞ্চ রাজানমুপবীতঞ্চ বাসুকিম্॥
কৃত্বা ভ্রমতি চানেন রূপেণ সততম্ ক্ষিতৌ।
নগ্না গণাঃ পিশাচাশ্চ ভূতসঙ্ঘা হ্যনেকশঃ॥
ত্রিনেত্রশ্চ ত্রিশূলী চ গীতনৃত্যরতঃ সদা।
কুৎসিতানি তথান্যানি সদা তে কুরুতে পতিঃ॥[২]

—যে কারণে তোমার পতিকে নিমন্ত্রণ করিনি, শোন, শিব নরকপালের পাত্রধারণকারী, চর্মধারী, ছাইমাখা দেহ, শূলধারী, মুণ্ডিতমস্তক, নগ্ন, সর্বদা শ্মশানচারী, সর্বপ্রকার বিভূতি (ভস্ম) সর্ব সময়ে গায়ে মাখে, ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করে, হস্তিচর্ম (উর্ধ্বাবরণরূপে) ধারণ করে, মাথায় নরকপালের মালা, হাতে নরকংকাল, কোমরে বৃহৎসর্প বেঁধে লিঙ্গে অস্থিবলয় বেঁধে সাপের রাজা বাসুকিকে

১ স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ডান্তর্গত বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্য—২।২২-২৩
২ পদ্মপুরাণ (সৃষ্টিখণ্ড)—৫।৩৬-৪৬

উপবীত ক'রে এইরূপে পৃথিবীতে সব সময় ভ্রমণ করে ; অনেক প্রকার ভূত, পিশাচ প্রভৃতি নগ্ন গণসমূহ তাঁর অনুচর। তিনি ত্রিনেত্র, ত্রিশূলী, সব সময়ে নৃত্যগীতে রত। অন্যান্য কুৎসিৎ কর্মও তোমার পতি করে থাকে।

কুমারসম্ভব কাব্যে মহাকবি কালিদাস ছদ্মবেশী শিবের মুখে যে শিবনিন্দা বসিয়েছেন তাও পূর্ববর্ণনার অনুরূপ। ছদ্মবেশী শিব বলছেন—

করেণ চ শম্ভোর্বলয়ীকৃতাহিনা
সহিষ্যতে তৎপ্রথমাবলম্বনম্।[১]

—হে পার্বতি, তোমার প্রথম অবলম্বন শম্ভুর সর্পবলয়ভূষিত বাহু তুমি কেমনে সহ্য করবে?

বধূদুকূলং কলহংসলক্ষণং
গজাজিন শোণিতবিন্দুবর্ষি চ ॥[২]

—কলহংসশোভিত নববধূর বস্ত্র কেমন করে রক্তবিন্দুবর্ষী (সদ্যঃ ভিন্ন হওয়ায়) গজচর্মের (শিবের পরিধেয়)সঙ্গে সংযুক্ত হবে ?

অলক্তকাঙ্কানি পদানি পাদয়ো
বিকীর্ণ কেশাস্থ পরেতভূমিষু ॥[৩]

—তোমার আলতা রাঙানো পা দু'খানি কেমন করে বিস্তীর্ণকেশ প্রেতভূমি (শ্মশানে) বিচরণ করবে ? (কারণ শিবের বিচরণস্থান শ্মশান।)

স্তনদ্বয়েঽস্মিন্ হরিচন্দনাস্পদে
পদং চিতাভস্মরজঃ করিষ্যতি ॥[৪]

—আলিঙ্গনকালে তোমার হরিচন্দনে শোভিত হওয়ার যোগ্য স্তনদ্বয়ে চিতাভস্মরজঃ কেমন করে লিপ্ত হবে (অর্থাৎ হরের বক্ষ চিতাভস্মে লিপ্ত)।

বিলোক্য বৃদ্ধোক্ষমধিষ্ঠিতং ত্বয়া।
মহাজনঃ স্মেরমুখো ভবিষ্যতি ॥[৫]

—বৃদ্ধ ষাঁড়ের পিঠে তোমাকে বসে থাকতে দেখে (স্বামীর সঙ্গে) মহৎ ব্যক্তিগণের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হবে।

মহাকবি কালিদাসের সময়েরও (খ্রীঃ ৫ম শতাব্দী) আরও পূর্বে পৌরাণিক শিবের রূপগুণগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

---

১ কুমারসম্ভব—৫।৬৬ ২ কুমারসম্ভব—৫।৬৭ ৩ কুমারসম্ভব—৫।৬৮
৪ ঐ ৫।৬৯ ৫ ঐ ৫।৭০

পদ্মপুরাণে (ক্রিয়াযোগসার) শিবের স্তবেও এই গুণগুলি প্রস্ফুটিত।

নমস্তে ভস্মভূষায় নমস্তে কৃত্তিবাসসে।
নমোঽহিমালিনে তুভ্যং নীলকণ্ঠায় তে নমঃ॥
নমস্তে পঞ্চবক্ত্রায় নমস্তে শূলপাণয়ে।
জটাধরায় বৈ তুভ্যং নাগযজ্ঞোপবীতিনে॥
দ্বিভুজায় নমস্তুভ্যং বৃষারূঢ়ায় তে নমঃ।
কপালিনে নমোঽস্তুভ্যং শ্মশানবাসিনে নমঃ।[১]

—ভস্ম যাঁর ভূষণ তাঁকে নমস্কার, কৃত্তিবাসকে নমস্কার, সর্প যাঁর হার তাঁকে নমস্কার, নীলকণ্ঠকে নমস্কার। পঞ্চবদনকে নমস্কার, শূলপাণিকে নমস্কার, জটাধরকে, সর্প যাঁর যজ্ঞোপবীত তাঁকে নমস্কার। দ্বিভুজ বৃষারূঢ় নর-কপালহস্ত শ্মশানবাসীকে নমস্কার।

বাঙ্গালা কাব্যে রুদ্রের যে বর্ণনা আছে, পৌরাণিক বর্ণনারই তা অনুস্মৃতি। বেদের রুদ্র-শিব ধ্বংস ও কল্যাণের দেবতা হয়েও কিভাবে পুরাণের এবং কাব্যের শিবে রূপান্তরিত হলেন, উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলি থেকেই তা প্রতীয়মান হবে। ঋগ্বেদে এবং যজুর্বেদে রুদ্রের রুদ্রত্ব এবং শিবত্ব পাশাপাশি বর্তমান। ঋগ্বেদ অপেক্ষা যজুর্বেদে রুদ্রের শিবরূপ প্রকটতর। যজুর্বেদে রুদ্র একদিকে যেমন ব্রহ্মরূপী অপর দিকে তেমনি সর্বজীবের সর্ববস্তুর অধীশ্বর ও কল্যাণের বিধাতা। পুরাণে রুদ্রের রুদ্রত্ব প্রায় উপসংহৃত। উপরন্তু পুরাণের শিব ত্রিকালাতীত ত্রিগুণাতীত আদিদেব ব্রহ্ম হয়েও নূতন নূতন রূপে বিভাসিত। এখানে শিব জটাধারী অথবা মুণ্ডিত-মস্তক যোগী—পরিব্রাজক—ভিক্ষুক—নর-কপালবিভূষিত—ত্রিশূলধারী—ব্যাঘ্রচর্মাবৃত অথবা নগ্ন—ভস্মলিপ্তাঙ্গ—শ্মশানচারী—ত্রিনয়ন—পঞ্চানন—ভূতপ্রেতসহচর—সর্পভূষণ—গঙ্গাধর—ভবানীপতি। একই সঙ্গে তিনি যোগী-ধ্যানীবুদ্ধ—কাপালিক ক্ষপণক। পুরাণে তাঁকে কাপালিক রূপে বর্ণনাও করা হয়েছে:

কৃত্বা কাপালিকং রূপং যযৌ দারুবনং প্রতি।[২]

চিতাগ্নিরূপে শিব শ্মশানবাসী। উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান শিবকে মহাজ্ঞানীতে পরিণত করেছে। পঞ্চমুখে তিনি আগমপুরাণ কথা বিবৃত করেন পত্নী পার্বতীর কাছে।

শিবের পত্নী—শিবের তিন পত্নী। বাঙ্গালা ছড়ায়—"শিব ঠাকুরের বিয়ে হচ্ছে তিন কন্যা দান।" প্রথমে তিনি দক্ষ প্রজাপতির কন্যা সতীকে বিবাহ

১ পদ্মপুঃ, ক্রিয়াযোগ—৫।১২৬ ১২৮ ২ স্কন্দপুরাণ, রেবাখণ্ড—৩৮।২৫

করেছিলেন। দক্ষের যজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করায় পরে তিনি পঞ্চতপা পর্বতরাজ-নন্দিনী উমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। আবার গঙ্গার মর্ত্যাবতরণের সময়ে তিনি পৃথিবী রক্ষার জন্য মস্তকে গঙ্গাকে ধারণ করেছিলেন। তাই তিনি গঙ্গাধর। গঙ্গা শিবের পত্নীরূপে পরিগণিতা সম্ভবতঃ হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গ রুদ্র-শিবের প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছিল। সূর্যরূপী রুদ্রের কৃপায় গঙ্গা প্রভৃতি নদীর -শিব-জটা-মুক্তি।

শিবের কামুকতা—শিব স্মরহর—কামের দেবতা মদনকে তিনি চিত্তচাঞ্চল্য ঘটানোর অপরাধে ভস্মীভূত করেছিলেন। সেই মদনজয়ী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীই আবার পুরাণে-কাব্যে কামুক লম্পটরূপে বর্ণিত হয়েছেন। বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যে শিবের যে কামুকতার বিবরণ পাই তা মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য নয়—তা বাঙ্গালা কাব্যে হাজির হয়েছে পুরাণ-বাহিত হয়ে। পদ্মপুরাণে (সৃষ্টি খণ্ড) শিবের লাম্পট্য লীলা বর্ণিত হয়েছে।

পুরা শর্বঃ স্ত্রিয়ো দৃষ্ট্বা যুবতীরূপশালিনী।
গন্ধর্ব কিন্নরাণাঞ্চ মনুষ্যানাঞ্চ সর্বতঃ॥
মন্ত্রেণ তা সমাকৃষ্য ত্বতিদূরে বিহায়সি।
তপোব্যাজপরো দেবস্তাসু সঙ্গত মানসঃ॥
অতিরম্যাং কুটীং কৃত্বা তাভিঃ সহ মহেশ্বরঃ।
ক্রীড়াঞ্চকার সহসা মনোভব-পরাভবঃ॥[১]

—পুরাকালে গন্ধর্ব-কিন্নর এবং মনুষ্যগণের রূপবতী যুবতী স্ত্রীদের সর্বত্র দেখে মন্ত্রের দ্বারা তাদের আকর্ষণ করে অতি দূরে নির্জনে তপস্যার ছলে তাদের সঙ্গে সঙ্গত হওয়ার উদ্দেশ্যে অতি মনোরম কুটীর নির্মাণ করে তাদের সঙ্গে মদনজয়ী শিব ক্রীড়া করেছিলেন।

পার্বতী বামাগণের মধ্যবর্তী মদনদেব প্রভাবিত সুন্দরীগণের সঙ্গে ক্রীড়ারত শিবকে দেখে ঐ নারীকুলকে চণ্ডাল হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন।

লিঙ্গপুরাণে বর্ণিত বৃত্তান্তে দারুবনে তপোরত মুনিদের পরীক্ষা করতে শিব নগ্ন অবস্থায় দারুবনে মুনিপত্নীদের চিত্তবিভ্রম ঘটাতে লাগলেন—

মন্দস্মিতঞ্চ ভগবান্ স্ত্রীণাং মনসিজোদ্ভবম্।
ভ্রূবিলাসঞ্চ গানঞ্চ চকারাতীব সুন্দরঃ॥

১ পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড—৫৬।১-৩

সম্প্রেক্ষ্য নারীবৃন্দং বৈ মুহুর্মুহুরনঙ্গহা।
অনঙ্গবৃদ্ধিমকরোদতীব মধুরাকৃতিঃ।
বনে তং পুরুষং দৃষ্ট্বা বিকৃতং নীললোহিতম্।
স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাশ্চাপি তমেবান্বয়ুরাদরাৎ॥[১]

—নারীবৃন্দকে দেখে ভগবান শিব মদনোদ্ভূত হাস্য, ভ্রূভঙ্গী ও সুন্দরভাবে মুহুর্মুহু হাস্য করতে লাগলেন—অত্যন্ত সুন্দরাকৃতি তিনি এইভাবে কামবৃদ্ধি করতে লাগলেন, বিকৃতবেশা নীললোহিত পুরুষকে বনের মধ্যে দেখে পতিব্রতা হয়েও নারীগণ সাদরে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

শিবপুরাণে (জ্ঞানসংহিতায়) এই একই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। দারুবনে তপস্বী মুনিদের পরীক্ষা করতে শিব নগ্ন অবস্থায় মুনিপত্নীদের চিত্তবিভ্রম ঘটিয়েছিলেন।

দিগম্বরোঽতিতেজস্বী ভূতিভূষণভূষিতঃ।
চেষ্টাশ্চৈব কটাক্ষঞ্চ হস্তে লিঙ্গঞ্চ ধারয়ন্॥
মনাংসি মোহয়ন্ স্ত্রীণামাজগাম হরঃ স্বয়ম্।
তং দৃষ্ট্বা ঋষিপত্ন্যস্তাঃ পরং ব্রীড়ামুপাগতাঃ।
বিহ্বলা বিস্মিতশ্চান্যাঃ সমাজগ্মুস্তথা পুনঃ॥
আলিলিঙ্গুস্তথা চান্যা করং ধৃত্বা তথাপরাঃ।[২]

বামনপুরাণেও মহাদেব মুনিগণের তপোলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষা করতে সুন্দর যৌবন শোভিত দেহ নিয়ে ভিক্ষাপাত্র, নর-কপাল হাতে মুনিপত্নীদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াতে লাগলেন—তিনি মুনিপত্নীদের চিত্তবিভ্রম ঘটাতে লাগলেন, মুনিপত্নীগণও আমাদের মহৎ কৌতুক উপস্থিত হয়েছে বলে মহাদেবের সঙ্গে রঙ্গ-রসে প্রবৃত্ত হলেন।

ইত্যুক্ত্বা তা স্তদাতীব জগৃহুঃ পাণিপল্লবৈঃ।
কাশ্চিচকর্ষ বাহুভ্যাং কাচিৎ কামপরা তথা॥
জানুভ্যামপরা নাভ্যাং কচেষু ললনাপরা।
অপরা তু কটীবন্ধে চাপরা পাদয়োরপি॥

—এই বলে সেই নারীগণ করপল্লবের দ্বারা শিবকে ধারণ করলেন, কেউ

১ লিঙ্গপুরাণ—১৯।১০-১২ ২ জ্ঞান সং—৪২।১০-১২

বাহুদ্বারা আকর্ষণ করতে লাগলেন, কেউ কামপরবশ হয়ে জানুদ্বয়, কেউ নাভি, কেউ কেশ, অপরে কটীবন্ধ, অন্যে পদদ্বয়ে আকর্ষণ করতে লাগলেন।

নারদ পঞ্চরাত্রে (২২অঃ) ছদ্মবেশী মহাদেব কর্তৃক পার্বতীকে শাঁখা পরানোর কাহিনী আছে। ছদ্মবেশী শিব জগন্মাতার হাতে শাঁখা পরিয়ে মূল্য হিসাবে প্রার্থনা করলেন—

পীড়িতঃ কামবাণেন ত্বয়া সার্ধং বরাননে।
শীঘ্রং বরয় মাং ভদ্রে নান্যৎ পণ্যং মমেপ্সিতম্॥

—আমি তোমার সাহচর্যে কামবাণে পীড়িত, আমাকে শীঘ্র বরণ কর, আমি অন্য কোন মূল্য চাই না।

শিবপুরাণে (জ্ঞানসংহিতা, ১০ম অঃ) মদনের প্রভাবে যোগিরাজ মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ হলে, মহাদেব সম্মুখস্থা পার্বতীর রূপ দেখে মোহিত হলেন এবং পার্বতীর রূপশোভা বর্ণনা করলেন। তৎপরে পার্বতীর বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করলেন, আর পার্বতীও লজ্জিতা হয়েও নিজের দেহশোভা প্রকটিত করে শিবকে মোহমুগ্ধ করে তুললেন।

হস্তং বস্ত্রাঞ্চলে যাবৎ তাবুচ্চ দূরতো গতা।
স্ত্রীস্বভাবাৎ তদা সা চ লজ্জিতা সুন্দরী স্বয়ম্॥
বিবৃণ্বতী তদঙ্গানি পশ্যন্তীব মুহুর্মুহুঃ।
এবং চেষ্টাং তদা দৃষ্ট্বা শম্ভুর্মোহমুপাগমৎ॥[১]

পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ড) পার্বতী নিজেই মহাদেবকে লম্পট বলে গালি দিয়েছেন। তিনি তপস্যা করতে যাওয়ার সময়ে গণাধিপতি বীরককে স্বামীর পাহাড়ায় নিযুক্ত করে বলেছিলেন—

এষ স্ত্রী লম্পটো দেবো যাতায়াং ময্যন্তরম্।
দ্বাররক্ষা ত্বয়া কার্য্যা নিত্যরন্ধ্রান্বেক্ষিণা॥[২]

শিবপুরাণেও (ধর্মসংহিতা) দেবী তপস্যায় গমনের সময় সখীকে স্বামীর প্রহরায় নিযুক্ত করে বলেছিলেন—

রক্ষিতব্যা লম্পটোঽয়ং যথান্যাং মদ্‌গৃহে স্ত্রিয়ম্।
প্রবেশ্য নোপভোক্তা স্যাৎ পতির্মে জাহ্নবী প্রিয়ঃ॥[৩]

---

১ জ্ঞান সং—১০।৭১-৭২ ২ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৪৪।৩৩ ৩ শিবপুঃ, ধর্মসং—১০।৩৪

—এই লম্পটকে রক্ষা করবে যাতে আমার জাহ্নবীপ্রিয় পতি অন্য নারীকে প্রবেশ করিয়ে উপভোগ করতে না পারে।

শিব কিন্তু পত্নীতপস্যায় নিরতা হলেও কামার্ত হয়ে দারুবনে প্রবেশ করে মুনিপত্নীদের স্থৈর্য বিনষ্ট করেছিলেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে হরপার্বতী একত্র উপবিষ্ট থাকা সত্ত্বেও বিষ্ণুর মোহিনী মূর্তি দেখে মহাদেব বিচলিত হয়েছিলেন। সমুদ্র মন্থনে উত্থিত অমৃতের অংশ থেকে অসুরদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিষ্ণু অপরূপা মোহিনী মূর্তি ধারণ করে অমৃত অপহরণ করে দেবতাদের দিয়েছিলেন। এই সময়ে বিষ্ণুর বিমোহিনী মূর্তি দর্শন করে মহাদেব সংযম হারিয়ে পার্বতী ও প্রমথগণের সম্মুখেই মোহিনীর অনুসরণ করেছিলেন।

এবং তাং রুচিরাঙ্গীং দর্শনীয়াং মনোরমাম্।
দৃষ্ট্বা তস্যাং মনশ্চক্রে বিসজ্জন্ত্যাং ভবঃ কিল॥
তয়াপহৃত বিজ্ঞানস্তৎকৃতস্মরবিহ্বলঃ।
ভবান্যা অপি পশ্যন্ত্যা গতহ্রীস্তৎপদং যযৌ॥
সা তমায়ান্তমালোক্য বিবস্ত্রা ব্রীড়িতা ভৃশম্।
বিলীয়মানা বৃক্ষেষু হসন্তী নান্বতিষ্ঠত॥
তামন্বগচ্ছদ্ ভগবান্ ভবঃ প্রমুদিতেন্দ্রিয়ঃ।
কামস্য চ বশং নীতঃ করেণুমিব যূথপঃ॥[১]

—এইরূপে সেই শোভনাঙ্গী দর্শনীয়া মনোহারিণীকে দেখে মহাদেব সেই লজ্জাহীনাতে মনোনিবেশ করলেন। তাঁর দ্বারা জ্ঞান অপহৃত হওয়ায় মদনবিহ্বল হয়ে ভবানীর চক্ষুর সম্মুখেই লজ্জাহীন হয়ে তাঁকে অনুসরণ করলেন। সেই বিবস্ত্রা অতিমাত্রায় লজ্জিতা সুন্দরী তাঁকে আসতে দেখে হাসতে হাসতে বৃক্ষের অন্তরালে আত্মগোপন করে পালাতে লাগলেন। ভগবান ভব ইন্দ্রিয়সকল উল্লসিত হওয়ায় কামপরবশ হয়ে যূথপতি যেমন করিণীর পশ্চাৎ ধাবিত হয়, সেইরূপ তাঁর অনুগমন করতে লাগলেন।

এই যদি হয় পৌরাণিক শিবের চরিত্র, তবে বাঙ্গালী কবিরা শিবকে কামুক-রূপে চিত্রিত করে কি আর এমন অপরাধ করেছেন? ভারতচন্দ্রের শিব তো মদন ভস্ম করেই মদনবাণে কাতর হয়ে নারী অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছেন—

১ ভাগবত—৮।১২।২৪-২৭

মরিল মদন　　তবু পঞ্চানন
মোহিত তাহার বাণে।
বিকল হইয়া　　নারী তলাসিয়া
ফিরে সকল স্থানে।[১]

মঙ্গলকাব্যের শিব কোচনী ডোমনীর সঙ্গলোভে ঘুরে বেড়ান। হরগৌরী পরিণয়ের পরে শিব যখন গৌরীকে নিজের অর্ধাঙ্গ করে নিতে চাইলেন, তখন গৌরী বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে শিবকে বলেছিলেন,—

নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥[২]

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে ভিক্ষুক শিবকে কোচরমণীগণ পুরাতন নাগর বলে চিনতে পেরে আহ্লাদে গদগদ হয়ে ওঠে,—

যতেক কোচের মেয়্যা　　হরের বারতা পেয়্যা
ভিক্ষা দিতে আইল তখন।
পুরাতন দেখি হরে　　কাঁচলী অসম্বরে
কুচযুগে না দেই বসন॥
দশ পাঁচ সখী মেলি,　　শিবের বসন ধরি,
কেহ বা টানয়ে পরিহাসে।
বসি কুচনির পাশে　　শিব নিরানন্দে ভাসে
যুবতী বুঢারে নাঞি বাসে॥[৩]

রামেশ্বরের শিবায়নে শিব ভিক্ষার নিমিত্ত মনোহর বেশে কোচের নগরে প্রবেশ করলেন,—শিঙ্গা-বাদনে মন্ত্রোচ্চারণে কোচ-যুবতীদের আকর্ষণ করে নিয়ে এলেন,—কোচনীদের সঙ্গে মদন-রঙ্গে মেতে উঠলেন—

গায় শিঙ্গা দ্রুত আয় আয় কোঁচবধূ।
আকর্ষণহেতু মন হরি করি করি ধ্যান।
জপে মন্ত্র যুবতী জীবনে পড়ে টান॥
বিকল হইয়া টুটে সকল কোঁচিনী
শিব আইল আইল হইল মহাধ্বনি॥

১ অন্নদামঙ্গল কাব্য　　২ অন্নদামঙ্গল কাব্য　　৩ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

ধাইল কোচিনী শুনি বিষাণ ঘোষণা।
মুকুন্দ মুরলী-রবে যেন গোপাঙ্গনা॥[১]

শুধু কোচনী নয়, বাগ্‌দিনী রমণীর প্রতিও শিবের আকর্ষণ কম নয়। বাগ্‌দিনীর ছদ্মবেশিনী গৌরীর জন্য ভিক্ষুক শিবের ব্যাকুলতা হাস্যরসের উদ্রেক করে।

হাস্যা হাস্যা ঘেস্যা ঘেস্যা ছুতে যায় অঙ্গ।
বাগ্‌দিনী বলে আই মা এ আর কি রঙ্গ॥
বুড়া মুড়া মনুষ্যা হয়্যা কেমন কর সয়্যা।
মন মজিল পারা মাঠে পায়্যা পরের মায়্যা॥
দেব দেব বলে মোরে দয়া কর সই।
বাগ্‌দিনী বলে আমি তেমন মায়্যা নই।[২]

মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভব কাব্যে হরপার্বতীর বিহার বর্ণনা করেছেন।[৩] মাইকেল মধুস্থদন দত্তও মেঘনাদবধ কাব্যে হরপার্বতীর সম্ভোগ বর্ণনা করেছেন সংযত ভাষায়—

প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী!
লজ্জাবেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
হাসি ভস্মে লুকাইলা দেব বিভাবসু।[৪]

সুতরাং এমন যে শিব, তিনি যে বিদ্রূপের পাত্র হবেন, তাতে আর সন্দেহের কি আছে? ভারতচন্দ্রের কাব্যে ত বালকগণ শিবের প্রতি বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করেছে,—এমন কি ধুলোও ছুড়েছে।

কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া বাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥
কেহ বলে ভাল ক'রে শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥
কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুলফল।
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল॥[৫]

১ শিবায়ন (ক বি)—পৃঃ ৯৭ ২ শিবায়ন (ক বি)—পৃঃ ২৬২ ৩ কুমারসম্ভব, ৭ম সর্গ
৪ মেঘনাদ—২য় সর্গ ৫ শিবের ভিক্ষাযাত্রা—অন্নদামঙ্গল

শুধু ভারতচন্দ্র নয়, পুরাণকারও বিদ্রূপ করে শিবের গায়ে ধুলা ছুঁড়েছেন।

প্রহসন্তি চ কেহপ্যেনং কেচিন্নির্ভৎসয়ন্তি চ।
অপরে পাংশুভিঃ সিঞ্চন্ত্যুন্মত্তন্তং তথা দ্বিজাঃ॥
লোষ্ট্রৈশ্চ লগুড়ৈশ্চান্যে শুষ্মিনো বলগর্বিতাঃ।
প্রহরন্তি স্মোপহাসং কুর্বাণা হস্তসংবিদম্॥
ততোহন্যে বটবস্তত্র জটাস্বাগৃহ্য চান্তিকম্।
পৃচ্ছন্তি ব্রতচর্য্যান্তং কেনৈষা তে নির্দেশিতা॥
অত্র বামাঃ স্ত্রিয়ঃ সন্তি তাসামর্থে ত্বমাগতাঃ।
কেনৈষা দর্শিতা চর্য্যা গুরুণা পাপদর্শিনা॥[১]

—কেউ কেউ তাঁকে উপহাস করলো, কেউ ভর্ৎসনা করলো, কোন কোন উন্মত্ত দ্বিজ তাঁর গায়ে ধূলো ছুঁড়লো, অপর বলগর্বিত ব্যক্তি উপহাস করতে করতে ইষ্টক ও লগুড় দ্বারা প্রহার করতে লাগলো। অন্য ব্রাহ্মণ বালকগণ জটা ধরে কাছে টেনে এনে জিজ্ঞাসা করছে,—ব্রতসমাপণ তোমাকে কে শিখিয়েছে—এখানে অনেক স্ত্রীলোক আছে,—তাদের জন্যই তুমি এসেছ। কোন্ পাপী গুরু তোমাকে এই পথ দেখিয়েছে?

বৈদিক রুদ্র-শিব কবি ও পুরাণকারের হাতে কামুক শিবে পরিণত হয়েছেন। এখানে শিবচরিত্রে আর্যেতর সংস্কৃতির প্রভাব বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু শিব চরিত্রের এই কামাতুরতা কেবলমাত্র শিথিল আর্যেতর সমাজের দান বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। শিব চরিত্রের এই দিকটিও এসেছে সূর্য ও অগ্নির চরিত্র থেকে। যুবাপুরুষ যেমন যুবতী নারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে থাকে, বেদের সূর্যদেবও তেমনি দীপ্তিমতী উষার অনুগমন করে থাকেন—

সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং
মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ॥[২]

অগ্নিও দুহিতা-গমন করেন—

স্বারাং দেবো
দুহিতরি ত্বিষিং ধাৎ॥[৩]

—দেব অগ্নি স্বীয় দুহিতায় দীপ্তি নিষেক করেন।

১ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—১৭।৫৯-৬০ ২ ঋগ্বেদ—১।১১৫।২ ৩ ঋগ্বেদ—১।৭১।৫

সায়নাচার্য এখানে অগ্নির দুহিতা অর্থে উষাকে গ্রহণ করেছেন—"উষঃকালং প্রাপ্তোঽগ্নিঃ স্বায়াং স্বকীয়াং দুহিতরি দুহিতৃবৎ মধ্যস্তরভাবিন্যামুষসি ত্বিষিং স্বকীয়াং দীপ্তিং ধাং স্থাপয়তি। উষঃকালে হি সূর্যকিরণাঃ প্রাদুর্ভবন্তি। তৈঃ স্বকীয়াং প্রকাশমেকীকরোতি।"

—উষাকাল প্রাপ্ত হলে অগ্নি স্বকীয় দুহিতায় অর্থাৎ দুহিতাতুল্য অন্তর্বর্তী উষায় স্বকীয় দীপ্তি স্থাপন করেন। উষাকালে সূর্যকিরণের আবির্ভাব হয়, তাদের সঙ্গে নিজের প্রকাশ এক করে থাকেন।

সায়নের মতে এখানে অগ্নি ও সূর্য অভিন্ন। মহাভারতে,[১] পুরাণে অগ্নি ঋষি পত্নীদের প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। শিবের ঋষিপত্নীদের প্রতি আসক্তি সূর্যাগ্নির কাছ থেকেই এসেছে। শুধু সূর্যাগ্নি কেন, বৈদিক প্রজাপতির দুহিতা-গমন, যমের যুবতী ও কন্যার জারত্ব, পৌরাণিক ইন্দ্রের অহল্যাভিগমন, সোমের তারাহরণ, অশ্বিদ্বয়ের সুকন্যার প্রতি আকর্ষণ প্রভৃতি স্মরণীয়। যে কাহিনী ছিল রূপকাশ্রিত সত্যের কবিত্বময় প্রকাশ পুরাণে ও কাব্যে তা হয়েছে শিবের লাম্পট্যে পরিণত।

শিব-চরিত্রে অনার্য প্রভাব—কোচ, ডোম, বাগ্দী, কিরাত প্রভৃতি জাতির সঙ্গে শিবের সম্পর্ক; যজুর্বেদে চোর, ডাকাত, ছিন্তাইকারীদের সঙ্গে রুদ্রের সংযোগ সাধারণতঃ শিবচরিত্রে অনার্য প্রভাব বলে গণ্য হয়ে থাকে।

"He haunts mountains and deserted uncannny places: he is the patron of violent and lawless men, of soldiers and robbers, of thieves, cheats and pilferers, but also of craftsmen and huntmen and is himself an observant merchant. He is the lord of hosts of spirits ill-formed and of all forms."[২]

He was in all probability a non-Aryan God adopted by Indo-Aryans.

Siva has no celestial palaces to dwell in. Although he repairs to Mount Kailas to practise austerities, where he dwells under a tree, he is more or less, a homeless wanderer. The scriptures often speak of him as a wandering mendicant haunting on mountain grounds and lonely places accompanied by ghosts, globins, witches, imps, spirits and evil spirits."[৩]

১ মহাঃ, বনপর্ব—২০৪ অঃ ২ Hinduism & Buddhism—page 142

৩ Epics, Myths and Legends of India, P. Thomas—page 38.

এই মন্তব্য দু'টি পৌরাণিক শিব সম্পর্কে আংশিক প্রযোজ্য হলেও বৈদিক রুদ্র শিব সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে না। রুদ্র শিবকে অনার্যদেবতা বলে গ্রহণ করারও কোন যৌক্তিকতা নেই। বৈদিক রুদ্র শিবের গুণাবলী পরবর্তীকালে অর্থান্তর গ্রহণ করায় শিব সম্পর্কে বিচিত্র লৌকিক কাহিনী গড়ে উঠেছে। আর্যেতর বহু জাতি এবং বহির্ভারতীয় বহু জাতি শিবকে আপন করে নিয়েছে। প্রবোধবন্ধু অধিকারী লিখেছেন, "আমার মতে প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় ভারতে অথবা দ্রাবিড় সভ্যতার অভ্যুদয়কালে এই সভ্যতার চূড়ামণি ছিলেন শিব নিজে।"[১] এইরূপ উদ্ভট মতবাদ যুক্তিপ্রমাণগ্রাহ্য নয়।

বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্য থেকে জানা যায় যে শিব পুজা কোচ, ডোম, বাগ্দী, প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রচলিত এবং জনপ্রিয় হয়েছিল। সুতরাং আর্যেতর জাতিরা শিবকে নিজেদের উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং আর্যেতর কৃষ্টির প্রভাবে বহুতর লৌকিক উপাখ্যানও গড়ে উঠেছিল শিব-শিবানী সম্পর্কে—এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "বাঙ্‌লার লোকজীবনে বৃষভধ্বজ শিব প্রমথেশ অপেক্ষা গঞ্জিকা ধুস্তুরসেবী, পরস্ত্রীলোলুপ কৃষকশিব অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন—যাঁহাকে কেহ কেহ অষ্ট্রিক সংস্কৃতিজাত কৃষি-দেবতার প্রতীক বলিয়া মনে করেন। পরে আর্য ও আযেতর সংস্কৃতির সমন্বয়ের সময় পৌরাণিক মহেশ্বর ও কুচনীর রূপমুগ্ধ বৃদ্ধ শিব এক হইয়া গেলেন।"[২]

বাংলা সাহিত্য পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ক. বি.) অধ্যাপক মহেশ্বর দাস 'শিব কি অনার্য দেবতা' প্রবন্ধে শিবের অনার্যত্ব অপবাদ খণ্ডন করে শিবের আর্যত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

শিবের গাজন—শিব-পূজার সঙ্গে কালক্রমে সংশ্লিষ্ট হয়েছে 'গাজন' নামে বর্ষশেষের উৎসবটি। গাজন ছিল প্রথমে ধর্মঠাকুরের উৎসব, পরে শিবের সঙ্গেও তা যুক্ত হয়েছে। "এই সব ধর্মাচার ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে ধর্মঠাকুর রাঢ়দেশে গ্রাম্যদেবতারূপে রূপায়িত হয়েছেন। তাঁর গ্রাম্য জনোৎসবের নাম হয়েছে গাজন। ক্রমে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা এই গাজনকে শৈব উৎসবে পরিণত করেছেন। শিব ক্রমে প্রধান গ্রামদেবতা হয়েছেন বলে ধর্মের গাজন সহজে শিবের গাজনে পরিণত হয়েছে।"[৩]

১ প্রাগার্য ভারতে যাত্রাগান, নাট্যদর্পণ, পূজাসংখ্যা—পৃঃ ২৪-২৫
২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৮
৩ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ, পৃঃ ৪৯

পণ্ডিতরা মনে করেন যে গাজন ও গাজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চড়ক উৎসব আদিম সমাজ থেকে এসেছে।

"সামাজিক জনতত্ত্বের দৃষ্টিতে ধর্ম ও চড়কপূজা দুই-ই আদিম কোম সমাজের ভূতবাদ ও পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ; প্রত্যেক কোমের মৃত ব্যক্তিদের পুনর্জন্মের কামনাতেই এই দুই পূজার বাৎসরিক অনুষ্ঠান। তাহা ছাড়া, বাণ-ফোঁড়া এবং দৈহিক যন্ত্রণা গ্রহণ বা রক্তপাত উদ্দেশ্যে যে-সব অনুষ্ঠান চড়ক পূজার সঙ্গে জড়িত, তাহার মূলে সুপ্রাচীন কোম সমাজের নরবলি প্রথার স্মৃতি বিদ্যমান, এ সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ কম।"[১]

শিবের কোচ-ডোম সংস্পর্শে গাজন উৎসব ও চড়ক উৎসব আদি-অষ্ট্রিক কৌম সম্পর্কজাত হতে পারে, কিন্তু শিব চরিত্রের বিচিত্র বিরুদ্ধ গুণাবলী যে বৈদিক রুদ্র-শিবের ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাস, তাতে সন্দেহ নেই। রুদ্র-শিবের উপাসনা এত ব্যাপক ও জনপ্রিয় হয়েছিল যে আর্যেতর জাতিরাও শিবকে তাঁদের উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন,—হয়ত বা এই সমস্ত জাতির শিথিল সমাজ বন্ধন শিব-শিবানীর চরিত্রে ছাপও ফেলেছে। নারদ পঞ্চরাত্রে ছদ্মবেশী শিবের শাঁখার মূল্য দিতে গৌরী কিরাতিনীর বেশ ধারণ করেছিলেন—

কিরাতবেশমাস্থায় সখিভিঃ পরিবারিতা।
জগাম যত্র দেবেশঃ সন্ধ্যাং চক্রে মহেশ্বরঃ ॥[২]

—শিবানী সখীবেষ্টিতা হয়ে কিরাতবেশ ধারণ করে যেখানে দেব দেব মহেশ্বর সন্ধ্যা করছিলেন, সেখানে গেলেন।

চণ্ডালীর সঙ্গমে শিবও চণ্ডাল হয়েছিলেন। মহাভারতেও অর্জুনের পাশুপত অস্ত্রলাভের পূর্বে শিব কিরাতবেশে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে রত হয়েছিলেন। শিব-সাগরসঙ্গমে বহু সংস্কৃতির স্রোতোধারা সম্মিলিত হয়ে এক হয়ে গেছে এমন সন্দেহ অমূলক নয়। বর্ষশেষে চড়কে ঘোড়া অবশ্যই সূর্যের বর্ষপরিক্রমার প্রতীক।

কৃষক শিব—কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশে পৌরাণিক শিবপূজার সঙ্গে সমান্তরাল-ভাবে চলেছে কৃষিদেবতা শিবের পূজা। গ্রাম বাঙ্গালায় তাই কৃষক শিব দারিদ্র্যের দহনজ্বালা সহ্য করতে না পেরে কৃষিকর্ম গ্রহণ করেছেন উদরান্নের সংস্থানের জন্য। রুদ্র যখন যোগী সন্ন্যাসী পথের অধিপতি পরিব্রাজক হয়েছেন, তখনই তিনি মাধুকরী বৃত্তি গ্রহণ না করে পারেন নি। কিন্তু পল্লীবাঙ্গালার কবি তাঁদের

১ বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৫৮৩ ২ নারদ পঞ্চরাত্র—১২ অঃ

প্রিয় দেবতাকে সন্ন্যাসী করে রেখে তৃপ্তি পান নি। সংসারী শিব স্ত্রী-পুত্র-কন্যার উদরান্নের সংস্থানে অক্ষম,—ভিক্ষাবৃত্তিতে সংসারের দৈন্য দূর হয় না, এতগুলি পেট ভর্তি করা সম্ভব হয় না। তাই প্রয়োজন কৃষিবৃত্তি গ্রহণ।

হরগৌরীর কোন্দল প্রসঙ্গে শিবের দারিদ্র্যের বর্ণনা কবিগণ মনোজ্ঞ ভাষাতেই দিয়েছেন। ভারতচন্দ্রের শিবের সম্পত্তি—

বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি-লাড়ু ॥[১]

গৌরী দারিদ্র্যপীড়িত সংসারের মনোরম চিত্র দিয়েছেন—

বড়পুত্র গজমুখে চারিহাতে খান।
সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান ॥
ভিক্ষা মাগি খুদকণা যা পান ঠাকুর।
তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর ॥
ছোটপুত্র কার্তিকেয় ছয়মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূর লড়ায় ॥
উপযুক্ত দুটী পুত্র আপনি যেমন।
সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ ॥
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি ঘেঁটে ঘেঁটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে ॥
শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া ॥[২]

মুকুন্দরামের শিব ত অন্ন ব্যঞ্জনের বিরাট ফর্দ দিলেন পত্নীর কাছে। কিন্তু উত্তরে পার্বতী বললেন,—

রন্ধন করিতে ভাল বলিলে গোঁসাই।
প্রথমে যা পাত্রে দিব তাই ঘরে নাই ॥
কালিকার ভিক্ষা নাথ উধার সুধিলুঁ।
অবশেষে যাহা ছিল রন্ধন করিলুঁ ॥
আছিল ভিক্ষার শেষ পালি দুই ধান।
গণেশের মূষিক তা কৈল জলপান ॥
আজিকার মত যদি বান্ধা দেও শূল।
তবে সে পারিব নাথ আনিতে তণ্ডুল ॥[৩]

১ অন্নদামঙ্গল ২ অন্নদামঙ্গল ৩ কবিকঙ্কন চণ্ডী

শিব-শিবানীর দারিদ্র্যের বর্ণনায় হয়ত পল্লী বাঙ্গালার দারিদ্র্যপ্রপীড়িত সংসারের ছায়া পড়েছে। কিন্তু পুরাণকাররাও শিবের দারিদ্র্যের কাহিনী লিখেছেন। একসময়ে হিমালয়-নন্দিনী উমা গ্রীষ্মসমাগমে কাতর হয়ে শিবকে একটি গৃহনির্মাণ করতে অনুরোধ করলেন। শিব বললেন,—

নিরাশ্রয়োঽহং সুদতি সদারণ্যচরঃ শুভে।[১]

—হে সুদতি, শুভে, আমি নিরাশ্রয় এবং সর্বদা অরণ্যচারী।

তারপর এলো বর্ষা। বর্ষায় গৃহহীনের বর্ষাযাপন কি করে সম্ভব? গিরিরাজ-নন্দিনী অনুনয় করলেন—

গৃহং কুরুষ্বাত্র মহাচলোত্তমে সুনির্বৃতা যেন ভবামি শম্ভো।[২]

—হে শম্ভু! এই শ্রেষ্ঠ পর্বতে (মন্দর) গৃহনির্মাণ করুন, যাতে আমি স্বস্তি লাভ করতে পারি।

কিন্তু এবার মহাদেব উত্তর দিলেন—

ন মেঽস্তি বিত্তং গৃহসঞ্চয়ার্থে মৃগচর্মাবৃতদেহিনঃ প্রিয়ে।
মমোপবীতং ভুজগেশ্বরঃ ফণী কর্ণেঽপি পদ্মশ্চ তথৈব পিঙ্গলঃ॥
কেয়ূরমেকং মম কম্বলস্ত্বহি দ্বিতীয়মন্যো ভুজগো ধনঞ্জয়ঃ।
নাগস্তথৈবাশ্বতরো হি কঙ্কণং সব্যেতরে তক্ষক উত্তরং তথা॥
নীলোঽপি নীলাঞ্জনতুল্যবর্ণঃ শ্রেণীতটে রাজতি সুপ্রতিষ্ঠঃ।[৩]

—প্রিয়ে! গৃহনির্মাণ করি, আমার এরূপ ধন নাই। দেখ, বস্ত্রের অভাবে মদীয় কলেবর ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত। সূত্রের অভাবে ভুজগরাজ বাসুকি আমার যজ্ঞোপবীত, পদ্ম ও পিঙ্গল নামক অন্যতর ভুজঙ্গমযুগল আমার কর্ণের কুণ্ডল। কম্বল ও ধনঞ্জয় নামক অহিদ্বিতয় আমার হস্তের কেয়ূর, ফণী, অশ্বতর ও তক্ষক —ইহারা যথাক্রমে আমার বাম ও দক্ষিণ হস্তের কঙ্কণ এবং নীলাঞ্জন ভুজতুল্যবর্ণ-বিশিষ্ট ভুজঙ্গম নীল মদীয় শ্রোণীতটে অধিষ্ঠানপূর্বক বিরাজ করিতেছে।[৩]

এরপর আর শিবের দারিদ্র্য বর্ণনা বাঙ্গালী কবির মস্তিষ্কপ্রসূত বলা চলে না। বামনপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত একটি প্রাচীন পুরাণ। বৈদিক রুদ্রস্তুতিতেই শিবের দারিদ্র্য-কল্পনার বীজ বর্তমান, একথা বলা চলে।

কিন্তু বাঙ্গালী কবিগণ বিশেষতঃ শিবায়ন কাব্যের কবিরা শিবের দারিদ্র্য-মোচনের নিমিত্ত শিবকে কৃষিকর্মে প্রবৃত্ত করিয়েছেন। রামাই-পণ্ডিতের শূন্য-পুরাণে পার্বতী শিবকে চাষ করে দারিদ্র্যদুঃখ দূর করতে অনুরোধ করেছেন—

১ বামনপুঃ—১।১৪ ২ বামনপুঃ—১।২৪-২৭ ৩ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

আজ্ঞার বচনে গোসাঞি তুহ্মি চস চাস।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস।
পুখরি কাঁদাএ লইব ভুমখানি।
আরম্ভ হইলে জেন ছিচএ দিব পাণি॥
আর সব কিষাণ কাঁদিব মাথে হাত দি আ।
পরম ইচ্ছা এ ধান্ন আনিব দাই আ॥
ঘরে অন্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নের বিহনে পরভু কত দুখ পাব॥
কাপাস চসহ পরভু পরিব কাপড়।
কত না পরিব গোসাঞি কেওদা বাঘের ছড়॥
তিল সরিষা চাস কর গোসাঞি বলি তব পাএ॥
কত না মাখিব গোসাঞি বিভূতিগুলা গাত্র॥
মুগ বাটলা আর চসিহ ইখু চাস।
তবে হবেক গোসাঞি পঞ্চামর্ত্তর আস॥
সকল চাস চস পরভু আর রুই ও কলা।
সকল দব্ব পাই যেন ধম্ম পূজার বেলা॥[১]

রামেশ্বরের শিবায়নে শিবের কৃষিকর্মের বিস্তৃত বিবরণ আছে। গৌরী পতিকে পরামর্শ দিলেন—

চাষ চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।
নহে দাস দাসী আদি ছাড় পরিজন॥[২]

শিব চাষে রাজি হন না। পত্নীর সঙ্গে কলহ হয়, শেষে রাজি হন। ইন্দ্র দিলেন চাষের জমির পাট্টা—

মসীপত্র হাতে লয়্যা কশ্যপের বেটা
লেখ্যা দিল দেবদেবে দেবোত্তর পাটা।[৩]

বিশ্বকর্মা ত্রিশূল থেকে তৈরী করলেন চাষের যন্ত্রপাতি।

বিশাই বুঝিয়া কার্য্য কৈল সাবধান।
লাঙ্গল জোয়াল ফাল করিল নির্মাণ॥[৪]

১ শূন্যপুরাণ, সা. প. সং—পৃঃ ১৮২-১৮৩ ২ শিবায়ন (ক.বি.)—পৃঃ ২১৬
৩ শিবায়ন (ক. বি.)—পৃঃ ২২৪ ৪ ঐ পৃঃ ২২৮

কুবের দিলেন বীজ ধান। শিব দেবীচক দ্বীপে চাষ করলেন। প্রচুর শস্য উৎপন্ন হোল।

হর্ষ হৈয়া হর ধান্য দেখে অবিরাম।
কালিন্দীর কুলে যেন নব ঘন শ্যাম॥
হাপুড়ের পুত যেন নির্ধনের ধন।
ধান্য দেখ্যা রহিল পাসর্যা পরিজন।[১]

কৃষক শিবের উপাখ্যান বাঙ্গালী কবির প্রিয় বিষয় বটে; তবে যজুর্বেদের শতরুদ্রীয় স্তোত্রে যেখানে রুদ্রকে ক্ষেত্রপতি বলা হয়েছে সেইখানেই রয়েছে এই উপাখ্যানের বীজ। তন্ত্রশাস্ত্রে শিবের এক নাম ক্ষেত্রপাল, ক্ষেত্রেশ।

ডঃ ভাণ্ডারকরের মতে শিব ক্ষেত্রপাল হওয়ার জন্যই পশুপতি নামে খ্যাত হয়েছেন, "Being the lord of the open fields or plains, he is the lord of cattle, which roam in them"[২]

ত্রিপুরারী শিব -শিবের এক নাম ত্রিপুরান্তক বা ত্রিপুরারী। রামায়ণেও বলা হয়েছে—কামারিং ত্রিপুরান্তকারিং ত্রিলোচনম্।[৩] ভরত নাট্যশাস্ত্রে লিখেছেন যে দেবগণ রুদ্রকর্তৃক ত্রিপুরদাহ নামক নাটকের অভিনয় করেছিলেন স্বর্গে—

তথা ত্রিপুরদাহশ্চ ড্রিমসংজ্ঞঃ প্রযোজিতঃ।[৪]

ত্রিপুর ধ্বংস করেছিলেন শিব। এ বিষয়ে মৎস্যপুরাণে বিস্তৃত উপাখ্যান আছে। এই কাহিনী অনুযায়ী ময়দানব ও তার দুই সঙ্গী বিদ্যুন্মালী ও তারক কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছ থেকে বর প্রার্থনা করেছিল, এমন দুর্ভেদ্য ত্রিপুর-দুর্গ তারা নির্মাণ করবে যা মর্তবাসীদের, জলবাসীদের এবং তেজস্বী মুনিদের শাপের বহির্ভূত হবে এবং দেবতাদের ও দেব-অস্ত্রের অলঙ্ঘ্য হবে।

ভূম্যানাং জলজানাঞ্চ শাপানাং মুনিতেজসাম্।
দেবপ্রহরণানাঞ্চ দেবানাঞ্চ প্রজাপতে।
অলঙ্ঘনীয়ং ভবতু ত্রিপুরং যদি তে প্রিয়ম্॥[৫]

ব্রহ্মা এইরূপ অমরতা বর দিতে রাজি না হওয়ায় দানব প্রাথনা করে, একমাত্র শিব এক যুদ্ধে এক বাণে ত্রিপুর ধ্বংস করবেন; আর সকলের কাছে ত্রিপুর অভেদ্য থাকবে।

১ শিবায়ন (ক. বি.)—পৃঃ ২৩৮ ২ Vaisnavism & Saivism—page 103
৩ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—৩।৩ ৪ নাট্যশাস্ত্র—৪।১০ ৫ মৎস্যপুঃ—১২৯।২০-২১

প্রাঞ্জলিঃ পুনরপ্যাহ ব্রহ্মাণং পদ্মসম্ভবম্ ।
শঙ্ভুরেকেষুণা দুর্গং সরুন্মুক্তেন নির্দহেৎ ।
সমং স সংযুগে হন্যাদবধ্যো শেষতো ভবেৎ ॥[১]

ব্রহ্মার কাছ থেকে বর নিয়ে দৈত্যগণ দুর্ভেদ্য বিশাল দুর্গ তৈরী করলো—তিন পুরবিশিষ্ট—পৃথিবীতে লৌহময়, নভস্তলে রজতময় এবং তারও উপরে স্বর্ণময়। এই তিন পুর নিয়ে হোল ত্রিপুর।

আয়সস্তু ক্ষিতিতলে রাজতস্তু নভস্তলে
রাজতস্যোপরিষ্টাৎ তু সৌবর্ণং ভবিতা পুরম্ ।
এবং ত্রিভিঃ পুরৈর্যুক্তং ত্রিপুরং তত্তবিষ্যতি ॥[২]

এই বিশাল সুসজ্জিত এবং সুরক্ষিত পুরত্রয়ে দানবগণ আশ্রয় নিল। দানবগণ মদোন্মত্ত হয়ে ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করতে লাগলো,—নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত হোল, ত্রিলোকে প্রবল উপদ্রব সৃষ্টি করলো। দেবতারা ব্রহ্মাসহ শিবের নিকট গিয়ে স্তবস্তুতির দ্বারা শিবকে তুষ্ট করলেন। শিবের নির্দেশে তাঁর জন্য তৈরী হোল পর্বততুল্য ত্রৈলোক্য রথ, ব্রহ্মা হলেন সেই রথের সারথি। দেবদানবের দীর্ঘকাল সংগ্রাম চললো ;—জয়পরাজয় অনিশ্চিত, শিবের প্রমথগণ দানব কর্তৃক বিপর্যস্ত। শেষ পর্যন্ত প্রমথগণের বিক্রমে দৈত্যগণ হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। তখন ময়দানব ত্রিপুর সাগরতীরে। ব্রহ্মাচালিত শিবরথ সাগরাভিমুখে ধাবিত হোল। তীব্র সংগ্রামে দৈত্যপতি তারক নিহত হোল। ময়ের বাক্যে দানবরা রুদ্রকে বিমুখ করতে প্রয়াসী হোল, অপর দানব-দানবীগন সম্ভোগে মত্ত হয়ে উঠলো। নন্দী কর্তৃক বিদ্যুন্মালী নিহত হোলে ময় প্রমথগণকে কাতর করে তুললো। কিন্তু ত্রিপুরদহনের কাল সমুপস্থিত। পুষ্যাযোগে ত্রিপুর একত্র মিলিত হোল। মহাদেবের ইচ্ছানুসারে নন্দী ময়কে তার বাসগৃহসহ সমুদ্রমধ্যে আশ্রয় নিতে নির্দেশ দিলেন। ময় সমুদ্রে প্রবেশ করামাত্রই শিবপরিত্যক্ত শর ত্রিপুর ভস্মীভূত করে ফেললো।

অথ দৈত্যপুরাভাবে পুষ্যাযোগো বভূব হ ।
বভূব চাপি সংযুক্তং তদ্ যোগেন পুরত্রয়ম্ ॥
ততো বাণং ত্রিধা দেবস্ত্রিদৈবতময়ং হরঃ ।
মুমোচ ত্রিপুরে তূর্ণং ত্রিনেত্রস্ত্রিপথাধিপঃ ॥

১ মৎস্যপুঃ—১২৯।২৪ ২ মৎস্যপুঃ—১২৯।৩৩-৩৪

তেন মুক্তেন বাণেন বাণপুষ্পসমপ্রভং।
আকাশং স্বর্ণসংকাশং কৃতং সূর্যেণ রঞ্জিতম্॥[১]

অতঃপর দৈত্যপুরনাশী পুষ্যাযোগ উপস্থিত হোল। সেই যোগে পুরত্রয় সংযুক্ত হয়ে গেল। তখন ত্রিনেত্র ত্রিপথের অধিপতি হয় তিন প্রকার তেজসম্পন্ন তিন দেবতাময় বাণ শীঘ্র ত্রিপুরের উদ্দেশ্যে মুক্ত করলেন। সেই মুক্ত বাণ সূর্যের কিরণে রঞ্জিত হয়ে বাণপুষ্পের ন্যায় আকাশকে স্বর্ণবর্ণ করে তুললো।

সোঽপীষুঃ পত্রপুটবদ্দগ্ধ্বা তন্নগরত্রয়ম্।
ত্রিধা ইব হুতাশশ্চ সোমোনারায়ণস্তথা॥
শরতেজঃপরীতানি পুরাণি দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
দুষ্পুত্রদোষাদ্দহ্যন্তে কুলান্যূর্ধ্বং যথা তথা॥[২]

—সেই শরও পর্ণকুটিরের মত নগরত্রয়কে দগ্ধ করলো—অগ্নি, চন্দ্র ও বিষ্ণুর তেজ বিভক্ত হয়ে জ্বলতে লাগলো। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! শরতেজে পরিব্যাপ্ত পুরত্রয় দুষ্পুত্রদোষে সৎকুলের মত উর্ধ্বে দগ্ধ হতে লাগলো।

অবশেষে সেই দগ্ধ ত্রিপুর বিকট শব্দ করে সাগর জলে পড়ে গেল।

মহাভারতের বনপর্বে (৩০-৩৪ অঃ) এই একই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দৈত্যরাজ তারকের পুত্র তারকাক্ষ, কমলাক্ষ এবং বিদ্যুন্মালী; সুবর্ণময় পুরীর অধীশ্বর হয়েছিল তারকাক্ষ, রজতময় পুরীর অধীশ্বর কমলাক্ষ এবং বিদ্যুন্মালীর লৌহময় পুরী। মহাদেব সকল দেবের অর্ধতেজ গ্রহণ করে ত্রিপুর এক বাণে ভস্মীভূত করে ভূতলে পাতিত করেছিলেন, পরে দগ্ধ পুরত্রয় পশ্চিম সাগরে নিক্ষেপ করেছিলেন।

ত্রিপুর-ধ্বংসের এই কাহিনীর উৎস কৃষ্ণ যজুর্বেদ। কৃষ্ণ যজুর্বেদে পশুপতি রুদ্র কর্তৃক ত্রিপুর-ধ্বংসের কাহিনীর সংক্ষিপ্ত আদিম রূপটি বর্তমান।

তেষামসুরাণাং তিস্রঃ পুর অসন্নয়স্ময্যবমাঽথ রজতাঽথ হরিণী তা দেবা জেতুং না শক্নুবন্তা উপসদৈবাজিগীষন্তস্মাদাহুর্যশ্চৈবং বেদ যশ্চ নোপসদ বৈ মহাপুরং জয়ন্তীতি ত ইষুং সমস্কুর্বতাগ্নিমনীকং সোমং শল্যং বিষ্ণুং তেজনং তেঽব্রুবন্ ক ইমামসিষ্যতীতি, রুদ্র ইত্যব্রুবন্ রুদ্রো বৈ ক্রূরঃ, সোঽস্যত্বিতি সোঽব্রবীদ্বরং বৃণা অহমেব পশুনামধিপতিরসানীতি তস্মাদ্রুদ্রঃ পশূনামাধিপতিস্তাং রুদ্রোঽবাসৃজৎ স তিস্রঃ পুরো ভিত্ত্বৈভ্যো লোকেভ্যোঽসুরান্ প্রাণুদত।[৩]

১ মৎস্যপুঃ—১৪০।৪৩-৪৪ ২ মৎস্যপুঃ—১৪০।৪৪-৪৬ ৩ কৃষ্ণ যজুঃ—৬।২।৩

—সেই অসুরদের তিনটী পুর ছিল—লৌহময়, রজতময় ও স্বর্ণময়। দেবতারা সেগুলি জয় করতে সমর্থ হন নি। তাঁরা মিলিত হয়ে জয় করতে ইচ্ছুক হয়ে বললেন, যিনি আমাদের অগ্রণী হয়ে মহাসুর জয় করবেন তাঁর জন্য অগ্নির তেজ-সমূহ, সোমের কিরণ এবং বিষ্ণুর তেজ দিয়ে ইষু নির্মাণ করা হবে। তাঁরা বললেন, কে একে প্রয়োগ করবে? তাঁরা বললেন, রুদ্র; রুদ্রই ক্রূর; তিনিই প্রয়োগ করুন। তিনি বললেন, বর দাও আমি পশুদের অধিপতি হব। সেইজন্য রুদ্র পশুদের অধিপতি। রুদ্র তাদের সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি তিনটি পুর ভেদ করে এই জগৎ থেকে অসুরদের বিতাড়িত করেছেন।

শুক্ল যজুর্বেদে একটি মন্ত্র আছে অগ্নির উদ্দেশ্যে :

যা তে অগ্নেহয়ঃশয়া তনূর্বর্ষিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠা উগ্রং বচো অপাবধীৎ।[১]

—হে অগ্নি, তোমার লৌহময়, সর্বাপেক্ষা বর্ধিত এবং গহ্বরে (মৃত্তিকামধ্যে) অবস্থিত যে শরীর সেই শরীর উগ্র বাক্য বিনাশ করে।

ভাষ্যকার মহীধর বলেছেন যে, এই মন্ত্রটি ত্রিপুর ধ্বংসের আখ্যায়িকা বিজড়িত। "অত্রেয়মাখ্যায়িকা অস্তি। দেবৈঃ পরাজিতা অসুরাস্তপস্তপ্ত্বা ত্রৈলোক্যে ত্রীণি পুরাণি চক্রু লৌহময়ীং ভূমৌ রাজতীমন্তরিক্ষে হৈমীং দিবি। তদা দেবৈস্তা দগ্ধুমুপসদাগ্নিরারাধিত স্তত উপসদ্দেবতারূপোহগ্নির্যদা তাসু পুর্ষু প্রবিশ্য তা দদাহ তদা তিস্রঃ পুরোহগ্নেস্তনবোহভবন্। তদভিপ্রেত্যায়ং মন্ত্রঃ।"

—(অস্যার্থঃ) এখানে একটি আখ্যায়িকা আছে। দেবগণের দ্বারা পরাজিত অসুরগণ তপস্যা করে ত্রিলোকে তিনটি পুর তৈরী করেছিল,—ভূমিতে লৌহময় পুর, অন্তরীক্ষে রজতময় পুর এবং স্বর্গে স্বর্ণময় পুর। তখন দেবতারা সেই পুরসকলকে দগ্ধ করতে ইচ্ছা করে অগ্নির আরাধনা করেছিলেন, স্তুত হয়ে দেবতারূপী অগ্নি যখন সেই পুরসমূহে প্রবেশ করে তাদের দগ্ধ করলেন, তখন তিন পুর অগ্নির তিন দেহ হয়েছিল।

এই আখ্যায়িকায় দেখি অসুরদের তিনটি পুর, অগ্নির তিনটী দেহ। অগ্নির তিন দেহ বা তিন রূপের কথা সুবিদিত—অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্য অথবা বড়বানল, পার্থিবাগ্নি ও সূর্য—তিন লোকে অগ্নির এই তিনরূপ ত্রিপুর। বেদে ইন্দ্র অসুরদের

১ শুক্ল যজুঃ—৫।৮

শতসংখ্যক পুর বিনষ্ট করেছিলেন। পুরাণে তাই তাঁর নাম পুরভিৎ—পুরন্দর। ইন্দ্রের পুর ধ্বংস করার অর্থ মেঘের দুর্গ হনন করে বারি বর্ষণ করা। রুদ্রের পুর ধ্বংস ও অনুরূপ সূর্যাগ্নির প্রকাশের বাধাস্বরূপ প্রাকৃতিক অবস্থার নিরসন। ইন্দ্রের কাছ থেকেই রুদ্র এই গুণটি লাভ করেছেন। শিবের অস্ত্রে বিষ্ণু বা সূর্য, অগ্নি ও চন্দ্রের তেজ সংযুক্ত হয়েছিল। বাণত্যাগ করার পর পুরত্রয় দগ্ধ করে তিন দেবতার তেজ ত্রিধা বিভক্ত হয়ে আকাশে জ্বলতে লাগলো এবং আকাশ সূর্যের মত উজ্জ্বল দীপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। রুদ্রের সূর্যাগ্নিরূপতা এই কাহিনীতে যেমন পরিস্ফুট, তেমনি সূর্য, অগ্নি ও সোম যে একই দেবতা এবং তিনের সম্মিলিত তেজ আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক অথবা ভৌম প্রাকৃতিক এবং আকাশজাত যাবতীয় অমঙ্গল নাশ করেন, তাই প্রতিপাদিত হয়েছে। সূর্য, অগ্নি ও সোম জগতের বহুবিধ অকল্যাণ নাশ করেন—সূর্যাগ্নির তেজেই মেঘ সৃষ্টি হয়, মেঘ থেকে ঝরে বৃষ্টি,—কুয়াশা দূরীভূত হয়—আকাশ অন্তরীক্ষ পৃথিবী প্রকাশিত হয়। সূর্য অগ্নি ও সোম একত্রিত হয়েই ত চন্দ্রশেখর রুদ্র-শিব।

শুক্ল যজুর্বেদে অগ্নিই বৃত্রহন্তা পুরন্দর—"তমু ত্বা দধ্যঙৃষিঃ পুত্র আথর্বণঃ বৃত্রহনং পুরন্দরম্।"[১]—হে অগ্নি, অথর্বা ঋষির পুত্র দধ্যঙ্ ঋষি বৃত্রহন্তা পুরন্দর তোমাকে প্রজ্বলিত করেছিলেন। মহীধর এখানে ভাষ্যে বলেছেন, "পুরন্দরং রুদ্ররূপেণাসুর সম্বন্ধিনাং ত্রয়াণাং পুরাণাং বিদারয়িতারম্।" অর্থাৎ অগ্নি রুদ্ররূপে অসুরদের পুরত্রয় ধ্বংস করেছিলেন বলেই তিনি পুরন্দর। মহীধরের মতেও রুদ্ররূপী অগ্নি ত্রিবিধ উপসর্গের শময়িতা।

সিন্ধুসভ্যতায় শিবের মূর্তি—রুদ্র-শিবের পূজার ইতিহাস বেদ-পুরাণ-কাব্য ছাড়াও বহুতর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি রুদ্র-শিব উপাসনার ঐতিহ্যসম্পর্কিত মূল্যবান তথ্য উপস্থাপিত করে। মোহেঞ্জো-দাড়োতে প্রাপ্ত শিলমোহরে অঙ্কিত বৃষ ও একটি পুরুষ মূর্তি শিবপূজার প্রতীক হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।

"Side by side with this Earth Goddess there appears at Mohenjo-daro a three-headed male god with probably a fourth head at the back could not be shown on the sealing for obvious

১ শুক্ল যজুঃ—১১।৩৩

difficulties. The god is seated on a throne in the typical yoga attitude crowning his head is a pair of horns meeting in a tall head-dress, giving the appearance of a triśula. To either side are four animals ; elephant and tiger on his proper right, rhino and buffalo on his proper left."[১]

"মাতৃকা-পূজার সঙ্গে সঙ্গে আদিম শিবের পূজাও প্রচলিত ছিল বলিয়া মোহেঞ্জো-দারোর এক শীলমোহর দেখিয়া অনুমান করা যায়। ইহাতে যোগাসনে উপবিষ্ট ঊর্ধ্বশিশ্ন শৃঙ্গবিশিষ্ট এক ত্রিবক্ত্র দেবমূর্তির চতুষ্পার্শ্বে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, মহিষ এবং অধোদেশে মৃগ ক্ষোদিত রহিয়াছে। ইহাতে অনুমিত হয়, শিবকে এখানে শুধু মহাযোগিবেশে নয় পশুপতিভাবেও কল্পনা করা হইয়াছে।"[২]

সাধারণতঃ সকল পণ্ডিতই শিলমোহরে অংকিত এই মূর্তিটিকে যোগারূঢ় পশু-পতি-শিবরূপে গ্রহণ করেছেন। "This representation has at least three concepts which are usually associated with Siva, viz., he is a trimukha (three-faced), Pasupati (lord of animals) and (iii) Yogiśvara or Mahāyogi .. The deity is sitting in a Padmāsana posture with eyes turned towards the tip of the nose which evidences the Yogiśvara aspect of the deity."[৩]

মোহেঞ্জো-দারোতে প্রাপ্ত আরও দুটি শিলমোহরে ক্ষোদিত ত্রিশীর্ষ ও এক-শীর্ষ মূর্তি দু'টিও শিবের মূর্তি বলে গণ্য করা হয়েছে। "Two more seals of Śiva have been found in course of further excavations. The deity is always nude save for a cincture round the waist, and has a horned head-dress. In one seal, the deity is three-faced and seated on a low dais, while the second has one face in profile ; both have a spring of flowers or leaves rising from the head between the horns This spring suggests that the deity so ornamented is a vegetation or fertility god—another link with Siva, who personifies the reproductive powers of nature, A

১ Dravidian Origin of Indian Coinage—Rabis Chandra Kar —Proceedings of Indian History Congress, 1939

২ প্রাগৈতিহাসিক মোহেঞ্জো-দারো, কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, ২য় সং, পৃঃ ৭৬

৩ Dr. A. D. Pusalkar, Vedic Age—page 187

horned archer dressed in a costume of leaves displays the divine hunter aspect of Siva."[১]

হরপ্পাতে প্রাপ্ত শ্লেট পাথরে তৈরী ধূসর বর্ণের দু'টি ক্ষুদ্র মূর্তির মধ্যে একটিকে অন্ততঃ নটরাজ শিবের মূর্তি বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

"The other statuette represents a dancer standing on the right leg with the left leg raised in front, the body above the waist and both arms bent round the left. The pose is full of movement. The neck is abnormally thick; possibly it may represent Śiva Naṭarāja; or the head may have been that of an animal."[২]

মোহেঞ্জো-দারোতে প্রাপ্ত শিলমোহরে অংকিত মূর্তি এবং হরপ্পায় প্রাপ্ত মূর্তি যে পশুপতি শিব এবং নটরাজ শিবের প্রতিকৃতি এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। সবটুকুই অনুমান মাত্র। রুদ্র-শিবকে প্রজনন-দেবতা হিসাবেও গ্রহণ করার যৌক্তিকতা বৈদিক প্রমাণে গ্রাহ্য নয়। লিঙ্গ উপাসনায় যদিও এরূপ কোন অভিপ্রায় থাকে ত তা বৈদিক যুগের পরে। সিন্ধুসভ্যতায় প্রাপ্ত উক্ত মূর্তিগুলি সম্পর্কে পণ্ডিতবর্গের অনুমান যথার্থ হলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে এই যুগে (খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দ) যজুর্বেদের পশুপতি শিবের মূর্তি এবং শিববাহন বৃষের শিব-প্রতীক হিসাবে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে মোহেঞ্জো-দারো অনার্য সভ্যতা বা দ্রাবিড়-সভ্যতা এবং শিব-উপাসনা মোহেঞ্জো-দারোর অনার্য-সভ্যতা থেকে আর্যগণ গ্রহণ করেছিলেন। এ মত ডঃ পুসলকর স্বীকার করেন নি।[৩] সিন্ধু-সভ্যতা যে প্রাক্-আর্য অনার্য সভ্যতা, তা প্রমাণিত হয় নি এখনও পর্যন্ত। বরঞ্চ সিন্ধু সভ্যতাকে আর্যসভ্যতারূপে গ্রহণ করার পক্ষেও অনেক যুক্তি আছে।[৪] ঋগ্বেদীয় সভ্যতা অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দের, এরূপ অভিমত বহু পণ্ডিত মনীষী ব্যক্ত করেছেন। হরপ্পায় প্রাপ্ত নটরাজরূপে গৃহীত মূর্তিটিকে অনেকে নৃত্যরতা স্ত্রী-মূর্তি বলেও মনে করেছেন।[৫]

সিন্ধু সভ্যতায় শিবের উপাসনা প্রচলিত থাকুক বা না থাকুক পরবর্তীকালে

১ Dr A D. Pusalkar, Vedic Age—page 187

২ Vedic Age—page 181 ৩ Vedic Age—page 187

৪ মল্লিখিত সিন্ধুসভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতা প্রবন্ধ, বর্তমান পূজাসংখ্যা—১৩৮৩ দ্রষ্টব্য

৫ পঞ্চোপাসনা—ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১২৪

শৈব-উপাসনা যে বহুব্যাপকতা লাভ করেছিল, তার প্রমাণ পাই পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে, কাব্যে, ভারতের নানা স্থানে প্রাপ্ত শিবমূর্তি ও লিঙ্গমূর্তিতে এবং খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকে গুপ্তোত্তর যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজাদের মুদ্রায়।

শিব উপাসনার ব্যাপকতা—শিব-উপাসনা বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্মেও প্রবেশ লাভ করেছিল। "বৌদ্ধ জৈনধর্ম শিব-ধর্মের অনেকখানি গ্রাস করে নিল, বুদ্ধ লোকেশ্বর, ঋষভনাথ, পার্শ্বনাথ শিবের রূপগুণ বাহন লাঞ্ছন অধিকার করলেন। শিব হলেন বৌদ্ধ মারীচির পদানত, বিষ্ণুর পদাশ্রিত, শক্তির পদ-দলিত। শিব ও বৌদ্ধ জৈন-দেবতা ও কৌম-প্রমথেশদের আত্মসাৎ করলেন, সেই সঙ্গে গ্রহণ করলেন নিজের স্ত্রী আদ্যাদেবীকে, স্বর্ধাণী গৌরীকে, ধর্মেশ-পত্নী ধর্ম্‌তি মাঙ্গকে, জরৎকারু-পত্নী মনসাকে, জরাসুর-সঙ্গিনী শীতলাকে।"[১]

শিব-পত্নীর কথা প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করা যাবে। তবে শিব যেমন বহু আর্য ও অনার্য গোষ্ঠীর পূজনীয় হয়েছেন, তেমনি আর্য শৈব ধর্মেও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রভাব কার্যকরী হয়েছে। বিভিন্ন অনার্যদেবতাও কালক্রমে রুদ্র-শিবের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছেন। গোর্ বাবা এবং কন্দোব নামক দু'টি আদিম জাতির দেবতা সম্ভবতঃ স্থানীয় দেবতা শিবের সঙ্গে একীভূত হয়েছেন।

"Local gods and heroes are identified with him Thus Gor Bābā, said to be a defied ghost of the aboriginal races, re-appears as Goreśvara and is counted as a *form* of Śiva, as is also Kandoba or Kande Rao, a deity connected with dogs."[২]

শিবের প্রতীক—শিব-উপাসনার ব্যাপকতার পরিচয় পাওয়া যায় প্রাচীন ভারতের রাজন্যবর্গের মুদ্রায় শিবের মূর্তি অথবা শৈব প্রতীকের বিপুল ব্যবহার থেকে। মুদ্রাগুলিতে অংকিত শিববাহন বৃষ, শিবের মনুষ্যাকৃতি মূর্তি এবং শিবের ত্রিশূল শিবপূজার ব্যাপকতার সাক্ষ্য বহন করে। চিতোরের নিকটবর্তী নগরীতে প্রাপ্ত শিবি জনপদের মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী) ত্রিশূল প্রতীক, পাঞ্জাবের

১ বাঙ্গালা কাব্যে শিব—ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য, পৃঃ ৮৯
২ Hinduism & Buddhism—page 145

হোসিয়ারপুর জেলায় প্রাপ্ত বেমক মুদ্রায় (আঃ খ্রীঃ পূঃ ১০০ অব্দ) পরশু ও ত্রিশূল এবং বৃষ প্রতীক, ঔদুম্বরাধিপতি শিবদাস, রুদ্রদাস এবং ধারা ঘোষের মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ১০০ অব্দ) পরশু ও ত্রিশূলশোভিত মন্দির চিত্র, ঔদুম্বর রাজাদের 'মহাদেব' উপাধি গ্রহণ (যথা: মহা দেবস রাঞো শিবদাসস ওদুম্বরিস ইত্যাদি), উদ্দেকি মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দ) বৃষ ও সর্পপ্রতীক, আর্জুনায়ন মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ২০০-১০০ অব্দ) এবং রাজন্যজনপদের মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ২০০ - ১০০ অব্দ) বৃষ প্রতীক, শুঙ্গ-রাজা রুদ্রমিত্র ও ধ্রুব মিত্রের মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দ) ত্রিশূল, মহারাজা জনপদের মুদ্রায় বৃষ ও বৃষের উপরিভাগে কলাচন্দ্র ও বজ্র (?) চিহ্ন, কুলুতরাজ বীর যশের (১ম অথবা ২য় খৃষ্টীয় শতাব্দী) মুদ্রায় পর্বতোপরি নন্দিপাদচিহ্ন, মালব মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ২৫০—২৫০ খ্রীষ্টাব্দ) তিন শৃঙ্গ পর্বতের উপরে কলাচন্দ্র প্রভৃতি শিব-উপাসনার ব্যাপক জনপ্রিয়তা বিজ্ঞাপিত করে।

শিবের মূর্তি—শিবের মনুষ্যাকৃতি মূর্তি পাওয়া যায় মালব মুদ্রায় খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে। এই মূর্তির তিন মস্তক—দুই বাহু, একহাতে দণ্ড ও অপর হাতে কমণ্ডলু। এই মূর্তিটিকে উজ্জয়িনীর অধিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ মহাকাল শিবের প্রতিকৃতি বলে বর্ণনা করা হয়। কোন কোন স্থলে শিবলিঙ্গের নাম দণ্ডপাণিও দেখা যায়।[১] কুনিন্দ জাতির ছত্রেশ্বর শিব-অংকিত এক শ্রেণীর মুদ্রা (খ্রীঃ পূঃ ১৮০ থেকে ১০০ খ্রীঃ) পাওয়া গেছে। এই মুদ্রায় শিবের এক মুখ, তিনি সামনে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন, ডান বাহুতে ত্রিশূল পরশু, বামবাহু থেকে লম্বমান ব্যাঘ্রচর্ম। মুদ্রায় ক্ষোদিত ব্রাহ্মী লিপি: "ভাগবত ছত্রেশ্বর মহাত্মনঃ।"[২]

বিদেশাগত রাজন্যবর্গের মধ্যে পশ্চিম ভারতের শক নৃপতি মেউস (Maues —c. 20 BC—22 A D.)। এর মুদ্রায় বৃষচিহ্ন অংকিত আছে। মেউসের চতুষ্কোণ তাম্র মুদ্রায় দণ্ড ও ত্রিশূলধারী দণ্ডায়মান মূর্তিটি শিবের মূর্তি বলে পণ্ডিত-দের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। মেউসের পরে গোণ্ডফেরেনস্ (Gondopharanes) -এর মুদ্রাতেও জটামুকুটধারী—বামহস্তে ত্রিশূল এবং দক্ষিণহস্তে বৃক্ষশাখা সমন্বিত মূর্তিটিও শিবমূর্তি বলেই গৃহীত হয়েছে।[৩] কুষাণ বংশের দ্বিতীয় রাজা বিম কদফিস্ বা হিম কদফিস্ (দ্বিতীয় কদফিস্ নামে প্রসিদ্ধ—আঃ ৬৫—৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)-

১ পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপে দণ্ডপাণি শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছেন।

২ Ancient Indian Numismatics, S. K. Chakravarty—page 188

৩ Dev. of Hindu Iconography, Dr. J. N. Banerjee, 1st Edn.—page 132

-এর মুদ্রায় বিপরীত দিকে (Reverse) সম্মুখে দণ্ডায়মান দ্বিভুজ মূর্তি—দক্ষিণহস্তে পরশু ত্রিশূলধারী এবং বামবাহুতে লম্বমান ব্যাঘ্রচর্ম, নিঃসন্দেহে শিব ; খরোষ্ঠী ভাষায় লিখিত লিপি : মহারাজস রাজাধিরাজস সর্বলোগ ঈশ্বরস মহিশ্বরস হিম কদফিসস্ ত্রাতারস প্রমাণ করে যে বিম কদফিস শিবভক্ত ছিলেন।[১] প্রসিদ্ধ কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক, হুবিষ্ক এবং বাসুদেবের মুদ্রাতেও শিবের মূর্তি অঙ্কিত। কণিষ্কের (৭৮-১০১।১০২ খ্রীষ্টাব্দ) তাম্রমুদ্রায় যষ্টি বা বর্ষা ডান হাত ও বাঁ হাত একটি দণ্ডের উপরে রেখে দণ্ডায়মান রয়েছেন শিব। কণিষ্কের কয়েক প্রকার স্বর্ণ এবং তাম্র মুদ্রায় গলদেশে মাল্যশোভিত বজ্র (অথবা ডমরু?), কমণ্ডলু, ত্রিশূল ও ব্যাঘ্রচর্মধৃত চতুর্ভুজ শিবের চিত্র আছে; কোন মুদ্রায় নিম্ন দক্ষিণ হস্তে আছে অংকুশ। পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত কণিষ্কের সুবর্ণমুদ্রায় কমণ্ডুল ও অংকুশ, বজ্র বা ডমরু, ত্রিশূল ও মৃগধারী চতুর্ভুজ শিবের মূর্তি আছে।[২] তাম্রমুদ্রায় নিম্ন দক্ষিণহস্তে পাশ এবং নিম্ন বাম হস্ত রিক্ত লম্বমান অথবা উরুদেশে স্থাপিত। কুষাণ রাজগণের মুদ্রায় মত শিব-মূর্তির এত বৈচিত্র্য আর কোথাও পাওয়া যায় না। হুবিষ্কের (খ্রীঃ ১০৬-১৩৮) কিছু স্বর্ণমুদ্রায় ত্রিমূর্ধা চতুর্ভুজ কমণ্ডুল, বজ্র, ত্রিশূল ও দণ্ডধারী শিব দণ্ডায়মান।[৩] পাঞ্জাব মিউজিয়মে রক্ষিত হুবিষ্কের মুদ্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দুটি মূর্তি—পুরুষটির নীচে লেখা আছে O E S O অর্থাৎ ভবেশ (শিব), আর নারীমূর্তির নিম্নে লেখা N A N A সম্ভবতঃ উমা।[৪] কুষাণ সম্রাট বাসুদেবের (খ্রীঃ ১৪৫-১৭৬) অধিকাংশ স্বর্ণ ও মুদ্রাতেই শিব দ্বিভুজ অথবা চতুর্ভুজ—এক মস্তক অথবা তিন মস্তকবিশিষ্ট, শিবের সঙ্গে আছে তাঁর বাহন বৃষ নন্দী। শিবের হাতে আছে পাশ, কমণ্ডুল, ব্যাঘ্রচর্ম ও ত্রিশূল।[৫] পরবর্তী কুষাণ রাজগণের মুদ্রাতেও শিবের মূর্তি বহুল পরিমাণে অঙ্কিত দেখা যায়। জেনারেল কানিংহাম মনে করেন যে পাশ হস্ত শিব যমের প্রতিরূপ।[৬] শিবের হাতের দণ্ডটিও যমের কথা স্মরণ করায়। ধ্বংসের দেবতা রুদ্র-শিব ও মৃত্যুর দেবতা যম অনেকটা সমধর্মী হওয়াতেই এইরূপ ঘটেছে।

১ Sources of Indian Coins—Rapson, plate II, fig. 11
২ West Bengal (Monthly), November 26, 1966—page 65
৩ Development of Hindu Iconography—page 136-37
৪ Ibid., pp. 138-39
৫ Sources of Indian Coins, Rapson—plate, II fig. 12
৬ Dev. of Hindu Iconography, 1st Edn.—page 140

হূন সম্রাট মিহিরকুলের মুদ্রায় (৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) সম্রাটের মুখের সম্মুখে বৃষভধ্বজ (দণ্ডের উপরিভাগে বৃষ অঙ্কিত) এবং পশ্চাতে ত্রিশূল অবস্থিত। গৌড়রাজ শশাঙ্কের মুদ্রায় (খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দী) বিপরীতভাগে বৃষভারূঢ় শিব, শিবের পশ্চাতে পূর্ণচন্দ্র অঙ্কিত আছে।[১]

মুদ্রায় শিব ও শিব-প্রতীকের বাহুল্য দেখে মনে হয় যে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী থেকেই শিব-উপাসনা বিস্তৃতি লাভ করেছিল। বিদেশাগত রাজন্যবর্গও শৈবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন অথবা শৈবধর্মের অনুরাগী ছিলেন। মুদ্রাগুলির সাক্ষ্যে জানা যায় যে শিব-মূর্তি দ্বিভুজ এবং চতুর্ভুজ,—একানন এবং ত্র্যাননরূপে নির্মিত হোত। পঞ্চানন-শিবের উপাসনা খুব সম্ভব কুষাণ-যুগের পরবর্তীকালের। রুদ্র পঞ্চাননই ভূতপ্রেতের অধীশ্বর বালরোগনাশক গ্রাম্য দেবতা পাঁচুঠাকুরে পরিণত হয়েছেন।

পুরাণে ও তন্ত্রে শিবের মূর্তি—প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছাড়াও পুরাণে-তন্ত্রে শিবের বহুবিধ রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। মুদ্রায় অঙ্কিত শিব এক শীর্ষ অথবা ত্রিশীর্ষ দ্বিভুজ অথবা চতুর্ভুজ। বাণভট্টের কাদম্বরীতে শিব চতুর্মুখ। কিন্তু পুরাণে-তন্ত্রে শিব পঞ্চানন—দ্বিভুজ অথবা দশভুজ—ত্রিলোচন জটাধারী শূলপাণি। কখনও কখনও তিনি চতুর্ভুজ—আবার কখনও অষ্টাদশভুজ।

রেজে স পঞ্চবদনো বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
স্রষ্টা চরাচরস্যাস্য জগতোঽদ্ভুতদর্শনঃ॥
তমোময়স্তথৈবান্যঃ সমুদ্ভূতস্ত্রিলোচনঃ।
শূলপাণিঃ কপর্দী চ অক্ষমালাঞ্চ দর্শয়ন্॥[২]

—সেই পঞ্চবদন বেদবেদাঙ্গে পারদর্শী এই চরাচরের স্রষ্টা অদ্ভুতদর্শন ত্রিলোচন শূলপাণি জটাধারী শিব অক্ষমালা ধারণ করে আবির্ভূত হলেন।

অগ্নেৰ্বিম্বে বৃষভে চন্দ্রমৌলিঃ শ্বেতোরুদ্রো দশবাহুস্ত্রিনেত্রঃ।[৩]

—অগ্নিসদৃশ বৃষভে চন্দ্রশেখর শুভ্রবর্ণ দশবাহু ত্রিনেত্র রুদ্র আসীন।

১ Coins of Gupta dynasty—Allan, plate XXIV, fig. 1; Catalogue of the Gupta Gold Coins in the Bayana Hoard, Dr Altekar—plate XXXII, fig. 12

২ বামনপুঃ—২।২৪-২৫   ৩ সারদাতিলক—৪।৬৭-৬৯

বামনপুরাণ বলছেন যে, অন্ধকাসুরের সঙ্গে যুদ্ধকালে শিব অষ্টাদশভুজ হয়ে সন্ধ্যা বন্দনা করেছিলেন।

কালেহ্যুপাসততদা সোঽষ্টাদশভুজোঽব্যয়ঃ ॥[১]

কূর্মপুরাণে রাজা বসুমনা শিবকে যে মূর্তিতে দেখেছিলেন তার বিবরণে শিব অষ্টভুজ। শিবের প্রচলিত ধ্যানমন্ত্রে তিনি পঞ্চানন চতুর্বাহু পদ্মাসীন।

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং ॥
রত্নকল্লোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্বরূপং নিখিলভয়হরং ত্রিনেত্রম্ ॥[২]

—রজতগিরির মত সুন্দর চন্দ্রদ্বারা অলঙ্কৃত, রত্নতুল্য, উজ্জ্বল দেহ, পরশু, মৃগ, বরদ ও অভয়হস্ত প্রসন্ন পদ্মের উপরে সমাসীন, চতুর্দিকে অমরগণদ্বারা স্তুত, ব্যাঘ্রচর্মধারী, বিশ্বের আদি, বিশ্বরূপ, নিখিলভয়হারী, পঞ্চবদন, ত্রিনেত্র মহেশকে ধ্যান করবে।

মৎস্যপুরাণে শিবের মূর্তিনির্মাণপ্রসঙ্গে শিবের আকৃতির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই বিবরণে শিবের উরু ভুজ ও স্কন্ধদ্বয় পীন, তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় প্রভান্বিত বর্ণ, তাঁর জটাজূট শুভ্রকিরণসমূহের ন্যায় এবং চন্দ্রশোভিত, তিনি জটামুকুটধারী, ষোড়শবর্ষীয় যুবকসদৃশ, তাঁর লোচন বিশাল ও আয়ত, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, কটিদেশ সূত্রত্রয়সমন্বিত, বক্ষঃস্থলে হার, কর্ণে কেয়ূর এবং ভুজঙ্গ-ভূষণ। তাঁর বাহু আজানুলম্বিত, সৌম্যমূর্তি, বামহস্তে খেটক ও দক্ষিণ হস্তে খড়্গ; শক্তি দণ্ড ও ত্রিশূল দক্ষিণ পার্শ্বে এবং বাম পার্শ্বে কপাল, নাগ এবং খট্বাঙ্গ বিন্যস্ত থাকবে। যখন তিনি বৃষারূঢ় হয় নৃত্যাভিনয়ে নিযুক্ত থাকবেন, তখন তিনি দ্বিহস্ত,—এক হস্ত বরদ, অপর হস্তে অক্ষবলয়। তিনি যখন নৃত্যরত তখন দশভুজ, ত্রিপুরদাহকালে ষোড়শভুজ। শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ, ঘণ্টা, ধনু, পিণাক ও বিষ্ণুময় শর অষ্টভুজ শিবের আটহাতে শোভা পায়। তিনি জ্ঞান-যোগেশ্বর মূর্তিতে কখন অষ্টবাহু, কখনও বা চতুর্ভুজ। দশন ও নাসাগ্র তীক্ষ্ণ, বদন ভীষণ ও করাল—এই তাঁর ভৈরবমূর্তি, এই মূর্তি যে কোন আয়তনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।[৩]

১ বামনপুঃ—৬৯।৬৮ ২ সারদাতিলক—১৮।১৩ ৩ মৎস্যপুরাণ—২৫৯।৩-১৪

শিবের প্রতিমায় এই বিবরণে শিব দ্বিবাহু, চতুর্বাহু, অষ্টবাহু ও ষোড়শবাহু। তিনি সর্পভূষণ হওয়া সত্ত্বেও সর্বপ্রকার অলংকারে সজ্জিত, তিনি ভিক্ষুক—সর্বরিক্ত সন্ন্যাসী নন। শিবপুরাণে (বায়বীয় সংহিতা) শিব পঞ্চানন, দশভুজ, কপালধারী, গজচর্মপরিহিত ও ব্যাঘ্রচর্মের উত্তরীয়ধারী—

বৃষভস্থং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং ভূতিভূষিতম্।
কপর্দিনং চন্দ্রমৌলিং দশহস্তং কপালিনম্।
ব্যাঘ্রচর্মোত্তরীয়ঞ্চ পিণাকপাণিনং শিবম্ ॥[২]

তন্ত্রশাস্ত্রেও শিবের মূর্তি বহু বিচিত্র। তন্মধ্যে সদাশিব, মৃত্যুঞ্জয়, মহেশ, চন্দ্রচূড়, নীলকণ্ঠ, ঈশ, পঞ্চানন, পশুপতি, ক্ষেত্রপাল, অর্ধনারীশ্বর প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। তন্ত্রে সদাশিবের ধ্যানমূর্তি :

মুক্তাপীতপয়োদমৌক্তিকজবাবর্ণৈর্মুখৈঃ পঞ্চভিঃ
ত্র্যক্ষৈরঞ্চিতমীশমিন্দুমুকুটং পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভম্।
শূলং টঙ্ককৃপাণবজ্রদহনান্নাগেন্দ্রঘণ্টাংকুশান্
পাশং ভীতিহরং দধানমমিতাকল্পোজ্জ্বলং চিন্তয়েৎ ॥[৩]

—মুক্তা, পীত, মেঘ, মৌক্তিক ও জবাবর্ণের পঞ্চমুখের দ্বারা ও তিন চক্ষুদ্বারা শোভিত, চন্দ্রমুকুট, কোটি পূর্ণচন্দ্রসম উজ্জ্বল; শূল, টঙ্ক, কৃপাণ, বজ্র, অগ্নি, সর্পরাজ, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, পাশ এবং অভয় মুদ্রাধারী, অপরিমিত উজ্জ্বল শিবকে চিন্তা করবে।

এখানে শিব পঞ্চানন ও দশবাহু, তাঁর পাঁচটি মুখ পাঁচ রঙের।

তন্ত্রশাস্ত্রে মৃত্যুঞ্জয় :

চন্দ্রার্কাগ্নি বিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়ান্তঃস্থিতং
মুদ্রাপাশমৃগাক্ষসূত্রবিলসৎপাণিং হিমাংশুপ্রভম্।
কোটীরিন্দুগলৎসুধাপ্লুততনুং হারাদিভূষোজ্জ্বলং
কান্ত্যা বিশ্ববিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং ভাবয়েৎ ॥[৪]

—চন্দ্র, সূর্য এবং অগ্নিচক্ষু, হাস্যানন, পদ্মদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত মুদ্রা (বরদ), পাশ, মৃগ ও অক্ষসূত্রশোভিত হস্ত, চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল, কোটি চন্দ্রের গলিতসুধায়

১ শিবপুঃ, জ্ঞান সং—১৬।৭২-৭৩ ২ শারদা তিলক—১৮।৮৫ ৩ শারদা তিলক—১৮।১৮৮

পরিপ্লুত দেহ, হার প্রভৃতি অলংকারে উজ্জ্বল, দেহলাবণ্যে বিশ্বমোহন, পশুপতি মৃত্যুঞ্জয়কে চিন্তা করবে।

এখানে মৃত্যুঞ্জয় শিব একানন ও চতুর্বাহু। মহেশের মূর্তি—

কৈলাশাদ্রিনিভং শশাংকশকলস্ফুরজ্জটামণ্ডিতং
নাসালোকনতৎপরং ত্রিনয়নং বীরাসনাধ্যাসিতম্।
মুদ্রাটঙ্ককুরঙ্গজানুবিলসৎপাণিং প্রসন্নাননং
কক্ষাবদ্ধভুজঙ্গমং মুনিবৃত্তিং বন্দে মহেশং পরম্ ॥[১]

—কৈলাশগিরিসদৃশ চন্দ্রকলালাঞ্ছিত জটাশোভিত, নাসিকার উপরে বদ্ধদৃষ্টি, ত্রিনয়ন, বীরাসনে উপবিষ্ট, মুদ্রা টংক কুরঙ্গ ও জানুধৃতহস্ত, প্রসন্নমুখ, কক্ষে আবদ্ধ সর্প, মুনিবৃত্তিধারী শ্রেষ্ঠ মহেশকে বন্দনা করি।

মহেশের মূর্তি ধ্যানপরায়ণ যোগীর মূর্তি। চন্দ্রচূড় বিদ্যা ও জ্ঞানের দেবতা, —দক্ষিণমূর্তি শিব। চন্দ্রচূড়ের বর্ণনা :

স্ফটিকরজতবর্ণং মৌক্তিকীমক্ষমালাম-
মৃতকলশবিদ্যাজ্ঞানমুদ্রাকরাগ্রেঃ।
দধতমুরগকক্ষং চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং
বিধৃতবিবিধভূষং দক্ষিণামূর্তিমীড়ে ॥[২]

স্ফটিক ও রূপোর মত বর্ণ, মুক্তাময়ী অক্ষমালা, অমৃতকলশ, বিদ্যা ও জ্ঞানমুদ্রা করাগ্রে ধারণকারী, চন্দ্রচূড়, ত্রিনেত্র, বহুবিধ ভূষণধারী দক্ষিণামূর্তিকে স্তব করি।

ঈশ চতুর্ভুজ—খট্বাঙ্গ, পাশ, সৃণি ও কপালহস্ত চতুর্ভুজ রক্তবর্ণ ও বেদানন।[৩] পঞ্চানন রক্তবর্ণ, রক্তবসনপরিহিত দশভুজ,—দশবাহুতে ঘণ্টা, কপাল, সৃণি, নরমুণ্ড, কৃপাণ, খেটক, খট্বাঙ্গ, শূল, ডমরু ও অভয়মুদ্রাধারী।[৪] পশুপতিমূর্তি উগ্ররূপধৃক্ দিব্যাস্ত্ররূপী, মধ্যাহ্ন সূর্যের মত প্রদীপ্ত, সর্পভূষণ, ময়ূরপুচ্ছশোভিত, শ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডল, ত্রিশূল, মুগুর, অসি ও শক্তিধারী চতুর্ভুজ—ভীষণদংষ্ট্রা চতুর্মুখ।[৫] নীলকণ্ঠ পদ্মাসন ব্যাঘ্রচর্মপরিহিত, প্রভাতসূর্যতুল্য তেজস্বী, জটাজুট ও চন্দ্রকলামণ্ডিতশীর্ষ, ত্রিনয়ন, ফণিরাজভূষণ, ত্রিনেত্র, পঞ্চানন—চারহাতে জপ-

১ শারদা তিলক—১৯।১৯ ২ শারদা তিলক—১৯।৩১ ৩ শারদা তিলক—১৯।৯০
৪ ঐ —১৯।১২০ ৫ ঐ —২০।২৭

মালা, শূল, কপাল ও খট্বাঙ্গধারী।[১] ক্ষেত্রপাল শিব শূল, টংক, অক্ষমালা ও কমণ্ডুলধারী চতুর্ভুজ ত্রিনয়ন।[২] ক্ষেত্রেশ শিব নীল ও অঞ্জনবর্ণ পর্বতসদৃশ ঊর্ধ্বোত্থিত পিঙ্গলকেশসমন্বিত, গোলাকার ভীষণচক্ষু, গদা ও নরকপালধারী, দ্বিভুজ, দিগ্বসন, সর্পভূষণ, ভয়ংকরদণ্ডধারী।[৩]

এছাড়াও শিবের সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস তিন প্রকার ধ্যানমূর্তি সারদা তিলকতন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। সাত্ত্বিক ধ্যানমূর্তিতে শিব বালক, স্ফটিকতুল্য শুভ্রবর্ণ, বিবিধ অলংকারভূষিত প্রদীপ্ত দেহ শুভ্রবসন, হস্তদ্বয়ে বটুক ও শূলদণ্ড ধারণ করে আছেন।[৪] রাজসমূর্তি প্রভাতসূর্যতুল্য রক্তবর্ণ, রক্তমাল্যভূষিত, রক্তবসন, বরদমুদ্রা, কপাল, অভয়মুদ্রা এবং শূলহস্ত চতুর্বাহু, নীলগ্রীব ও চন্দ্রচূড়।[৫] তামসমূর্তির শিব নীলগিরিসদৃশ, চন্দ্রধর, মুণ্ডমালাধারী, দিগ্বসন, পিঙ্গলকেশ, ডমরু, সৃণি, খড়্গ, পাশ, অভয়মুদ্রা, নাগ, ঘণ্টা ও কপালধারী অষ্টভুজ, ভীমদংষ্ট্র ও বহুভূষণভূষিত।[৬]

তন্ত্রশাস্ত্রে শিবের আরও কয়েকটি মূর্তির বিবরণ আছে, যেমন—অঘোর-শিব, চণ্ড-শিব, মহাকাল-শিব, বামদেব প্রভৃতি। অঘোর-শিবের বর্ণনা :

অক্ষস্রগ্বেদপাশাঙ্কুশডমরুখট্বাঙ্গশূলান্ কপালং
বিভ্রাণো ভীমদংষ্ট্রোঽঞ্জনরুচিতনোর্ভীতিদশ্চাপ্যঘোরঃ।[৭]

—অক্ষমালা, বেদ, পাশ, অঙ্কুশ, ডমরু, খট্বাঙ্গ, শূল ও কপালধারী অষ্টভুজ ভীমদন্ত, অঞ্জনতুল্য ঘননীলবর্ণ ভয়ংকর অঘোরশিব।

কালাভ্রাভঃ করাগ্রৈঃ পরশুডমরুকৌ খড়্গখেটৌ চ বাণে-
ষ্বাসৌ শূলং কপালং দধদতিভয়দো ভীষণাস্যস্ত্রিনেত্রঃ।
রক্তাকারাম্বরোঽহিপ্রবরঘটিতগাত্রোঽরিনাগগ্রহাদীন্
স্যাদখিষ্টার্থদায়ী ভববন্ধনাভিমতো ছিত্তয়ে স্যাদঘোরঃ॥[৮]

—প্রলয়কালীন মেঘের বর্ণ, হস্তাগ্রে ধৃত কুঠার, ডমরু, খড়্গ, খেটক, বাণ, অসি, শূল ও কপাল, অতি ভয়ংকর; ভীষণমুখ, ত্রিনয়ন, রক্তবর্ণবসনপরিহিত, সর্পরাজ আচ্ছাদিত দেহ, অনিষ্টকারী নাগ ও গ্রহগণকে গ্রাসকারী, সেবকদের ইষ্টকারী অঘোরশিব অভিমত ভববন্ধন ছিন্ন করুন।

---

১ শারদা তিলক—১৯।৪৮ ২ শারদা তিলক—১৮।৪১ ৩ শারদা তিলক—২০।৩৪
৪ ঐ —২০।৫০ ৫ ঐ —২০।৫১ ৬ ঐ —২০।৫৩
৭ তন্ত্ররাজতন্ত্র—২৬।১৫ ৮ প্রপঞ্চসারতন্ত্র—২০।১৮

চণ্ডশিবের বর্ণনা :

অব্যাৎ কপর্দকলিতেন্দুকলঃ করাত্তশূলাক্ষসূত্রকমণ্ডলুটঙ্ক ঈশঃ ।
রক্তাভ্রবর্ণবসনোঽরুণপঙ্কজস্থো নেত্রত্রয়োল্লসিত বক্ত্রসরোরুহো বঃ ॥[১]

—জটায় শোভিত কলাচন্দ্র, চারিহস্তেধৃত ত্রিশূল, অক্ষসূত্র, কমণ্ডলু ও টঙ্ক, রক্তবসনপরিহিত, রক্তপদ্মে উপবিষ্ট তিন নয়নে শোভিত মুখপদ্মসমন্বিত ঈশ তোমাদের রক্ষা করুন।

বামদেব অষ্টভুজ—বামহস্তচতুষ্টয়ে বেদ অক্ষমালা, বরদ ও অভয়মুদ্রা, দক্ষিণহস্ত চতুষ্টয়ে অভয় ও বরদমুদ্রা, পরশু ও অক্ষমালা, বামাঙ্গ কুন্দ ও মন্দার পুষ্পতুল্য শুভ্র, দক্ষিণভাগ কাশ্মীর বর্ণ (লাল)।

সব্যো বেদাক্ষমালা ভয়বরদকরঃ কুন্দমন্দার গৌরো ।
বামঃ কাশ্মীরবর্ণোঽভয়বরদ পরশ্বাক্ষমালাবিলাসী ॥[২]

তৎপুরুষ শিব বিদ্যুদ্বর্ণ, বেদ, অভয় ও বরদমুদ্রা এবং কুঠারধারণকারী চতুর্বাহুসমন্বিত, চারমুখবিশিষ্ট, প্রতিটি মুখ ত্রিনেত্রশোভিত।[৩] ঈশ বা ঈশান মুক্তাশুভ্র, অভয় ও বরদহস্ত পঞ্চবদন।[৪] সদ্যোজাত শিব অষ্টভুজ—ত্রিশূল, সর্প, টঙ্ক, অসি, সৃণি, কুলিশ, পাশ, অগ্নি ও অভয়মুদ্রাধারী, কলাচন্দ্রশোভিত জটামণ্ডিতমস্তক, ত্রিনেত্র, নানাকল্পে নানারূপধারী, পদ্মাসনস্থ, পঞ্চানন ও স্ফটিকশুভ্র।[৫]

প্রপঞ্চসারতন্ত্রে শিবের পাঁচটি মূর্তির উল্লেখ আছে—

ঈশানস্তৎপুরুষঘোরাখ্যো বামদেবসংজ্ঞশ্চ ।
সদ্যোজাতাহ্বয় ইতি মন্ত্রাণাং দেবতাঃ ক্রমাৎ ॥[৬]

—ঈশান, তৎপুরুষ, ঘোর, বামদেব ও সদ্যোজাত—এই নামে মন্ত্রের দেবতা। শিবের দক্ষিণা-মূর্তির বিবরণ দিয়েছেন প্রপঞ্চসারতন্ত্র।[৭] নিরুত্তরতন্ত্র (৩য় পটল) মহাকাল শিবের ধ্যানমূর্তির বর্ণনা করেছেন :

ধূম্রবর্ণং মহাকালং জটাভারান্বিতং যজেৎ ।
ত্রিনেত্রং শিবরূপঞ্চ শক্তিযুক্তং নিরাময়ম্ ॥
দিগম্বরং ঘোররূপং নীলাঞ্জনচয়প্রভং
নির্গুণঞ্চ গুণাধারং কালীস্থানং পুনঃ পুনঃ ॥[৮]

---

১ প্রপঞ্চসারতন্ত্র—২৮।৩৩ ২ তন্ত্ররাজ—২৬।১৫ ৩ তন্ত্ররাজ—২৬।১৩
৪ তন্ত্ররাজ—২৬।১৪ ৫ ঐ —২৭।৪ ৬ প্রপঞ্চ—২৬।৬
৭ প্রপঞ্চ—২৭ পটল ৮ প্রাণতোষিণীতন্ত্র (বসুমতী), ৫।৬—পৃঃ ৩৮৫

—ধূম্রবর্ণ, জটাভারসমন্বিত, ত্রিনেত্র, শক্তিযুক্ত শিবরূপ, নির্মল, দিগম্বর, ঘোররূপ, নীলাঞ্জন বর্ণ, নির্গুণ অথচ সকল গুণের আধার পুনঃ পুনঃ কালীস্থান-রূপে বিভাসিত মহাকালকে যত্নে উপাসনা করবে।

কালিকাপুরাণে আছে কামেশ্বর শিবের বর্ণনা :

নাথং কামেশ্বরং তত্র একবক্ত্রং চতুর্ভুজম্।
ভস্মশ্বেতং মধ্যহৃদি রক্তপুষ্পৈস্তু কুঙ্কুমৈঃ॥
ত্রিশূলঞ্চ পিনাকঞ্চ বামহস্তদ্বয়ে স্থিতম্।
উৎপলং বীজপুরঞ্চ দক্ষিণদ্বিতয়ে তথা॥
শ্বেতপদ্মোপরিস্থঞ্চ ধ্যাত্বা মধ্যে প্রপূজয়েৎ॥[১]

—একবক্ত্র, চতুর্ভুজ, ভস্মাবৃত হওয়ায় শ্বেত, বামহস্তদ্বয়ে ত্রিশূল ও পিণাক, দক্ষিণহস্তদ্বয়ে নীলপদ্ম ও অক্ষমালা ধারণ করে শ্বেতপদ্মের উপরে উপবিষ্ট প্রভু কামেশ্বর শিবকে তাঁর মধ্যহৃদয়ে রক্তপুষ্প ও কুংকুমের দ্বারা পূজা করবে। শিবপুরাণে (বায়বীয় সংহিতা, উত্তরভাগ ১৯ অঃ) সাম্ব শিবের বর্ণনা আছে। সাম্বশিব চতুর্ভুজ—বরদ, অভয়মুদ্রা, মৃগ ও টঙ্কধারী, শুভ্রবর্ণ, রক্তাম্বুপাণিচরণ ও সর্পভূষণ।

অর্ধনারীশ্বর—শিবের আর একটি বহুল প্রচলিত মূর্তি অর্ধনারীশ্বর অর্থাৎ একই দেহের অর্ধাংশ শিব, অর্ধাংশ শিবানী। তন্ত্রে-পুরাণে অর্ধনারীশ্বরেরও বৈচিত্র্যময় বর্ণনা পাওয়া যায়। সারদাতিলকে অর্ধনারীশ্বরের বর্ণনা :

নীলপ্রবালরুচিরং বিলসৎত্রিনেত্রং
পাশারুণোৎপলকপাল ত্রিশূলহস্তম্।
অর্ধাম্বিকেশমনিশং প্রবিভক্তভূষং
বালেন্দুবদ্ধমুকুটং প্রণমামি রূপম্॥[২]

—নীল প্রবালের বর্ণসমন্বিত, ত্রিনয়নধারী পাশ, রক্তপদ্ম, কপাল ও ত্রিশূলহস্ত (চতুর্ভুজ), দুইভাগে বিভক্ত অলংকার, অর্ধাংশে অম্বিকা ও অর্ধাংশে ঈশ (শিব), মুকুটে শিশুচন্দ্রশোভিত (অর্ধনারীশ্বর) রূপকে প্রণাম করি।

শারদাতিলকেই আর একটি বর্ণনায় অর্ধনারীশ্বর শিব চতুর্ভুজ—ত্রিনেত্র, হাস্তবিকশিত মুখ, শূল, কপাল, বরদ ও অভয়মুদ্রাধারী—বামোরুতে উপবিষ্টা

১ কালিকাপুঃ—৬৩।১২৩-১২৫ ২ শারদাতিলক—১৯।৫৮

প্রিয়াকে হস্তদ্বারা আলিঙ্গনাবদ্ধ।[১] প্রপঞ্চসারতন্ত্রে অর্ধনারীশ্বর অরুণ কনকবর্ণ, পদ্মাসীন, চতুর্ভুজ—পাশ, টঙ্ক, অভয় ও বরদহস্ত, অর্ধ-অম্বিকা, অর্ধ-ঈশ।

বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় অর্ধনারীশ্বর অথবা একক শিবমূর্তির বর্ণনা দিয়েছেন প্রতিমালক্ষণ বর্ণনাকালে :

শম্ভোঃ শিরসীন্দুকলা বৃষধ্বজোঽক্ষি চ তৃতীয়মপ্যূর্ধ্বম্।
শূলং ধনুঃ পিণাকং বামার্ধে বা গিরিসুতার্ধম্॥[২]

—শম্ভুর মাথায় দেবে চন্দ্রকলা, বৃষধ্বজ, ঊর্ধ্বে তৃতীয় নয়ন, বামার্ধে থাকবে শূল, ধনুক, পিনাক অথবা বামার্ধে গিরিনন্দিনী গৌরীকে নির্মাণ করবে।

অর্ধনারীশ্বর মূর্তিকল্পনার তাৎপর্য এই যে শব্দ ও অর্থের মত শিব ও শিবানী একই সত্তা—অচ্ছেদ্য—অবিচ্ছিন্ন। যিনি শিব তিনিই শিবানী; একই দেহের তাই অর্ধাংশ শিব, আর অর্ধাংশ শিবানী। কিন্তু এ বিষয়ে পুরাণ প্রভৃতিতে নানাবিধ উপাখ্যান গড়ে উঠেছে। নারদপঞ্চরাত্র (১০ম অঃ) বলছেন যে, দেবী ভবানী পতির হৃদয়ে নিজের ছায়া দেখে বললেন, হে দেবাদিদেব, তোমার হৃদয়ে নিজের ছায়া দেখে আমি ব্যাকুলিতা, তোমার দেহে আমাকে স্থান দাও, যদি আমার প্রতি তোমার প্রেম থাকে।

তবৈব হৃদয়ে দেব দৃষ্ট্বা ছায়াং সুললিতাম্।
মদীয়াং দেবদেবেশ বিকলাস্মি জগৎপতে।
তদ্দেহি মে স্থানং যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি॥

শিব বললেন, আমি তোমার অর্ধ-অঙ্গ হরণ করছি। আমারও তোমার অঙ্গ হরণে এবং আমার অঙ্গদানে অতুল আনন্দ। এই বলে শিব নিজের ও পার্বতীর দেহ দ্বিধাবিভক্ত করে অর্ধাংশ দ্বারা এক দেহে পরিণত করলেন।

অধুনৈব ত্বদর্ধাঙ্গং হরিষ্যামি বরাননে।
মমাপি প্রীতিরতুলা অঙ্গাহরণদানয়োঃ॥
ইত্যুক্ত্বাত্মনয়েনৈব দ্বিধা কৃত্বা তনুং হরঃ।
আত্মনশ্চৈব পার্বত্যাঃ কৃতবানেকতো বপুঃ॥[৩]

কালিকাপুরাণে (৪৫ অঃ) এই কাহিনীই বিস্তৃতিসহকারে বর্ণিত হয়েছে। এক সময়ে গৌরী হরের হৃদয়ে নিজদেহের ছায়া দেখে অন্য নারী-বিভ্রমে কুপিতা

১ শারদাতিলক—১৮।৩৪ ২ বৃহৎ সংহিতা—৫৮।৪৩
৩ প্রাণতোষিণীতন্ত্রে উদ্ধৃত, ৫ম কা, ৬ষ্ঠ পরি. (বসুমতী সং)—পৃঃ ৩৭৮

হয়েছিলেন, পরে হরের আশ্বাসে প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাত হয়ে হরের দেহে নিজদেহ মিলিত করতে চেয়েছিলেন। গৌরী বলেছিলেন—

যথা তবাহং সততং ছায়েবানুগতা হর।
ভবেয়ং সাহচর্যেন তথা মাং কর্তুমর্হসি॥
সর্বগাত্রেণ সংস্পর্শং নিত্যালিঙ্গনবিভ্রমম্।
অহমিচ্ছামি ভবতস্তত্ত্বঞ্চেৎ কর্তুমর্হসি॥[১]

—হে হর, সতত সাহচর্যে যাতে আমি ছায়ার মত তোমার অনুগতা হতে পারি, তাই কর। সর্বগাত্রের স্পর্শ এবং নিত্য আলিঙ্গনসুখ আমি যাতে পেতে পারি, তুমি তাই কর।

হর বললেন, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তুমি অর্ধেক শরীর গ্রহণ কর। আমার অর্ধ শরীর হোক নারী, অর্ধ শরীর পুরুষ। তুমি যদি তোমার শরীর দুই অর্ধে ভাগ করতে পার, আমি আমার শরীরে তোমার অর্ধ শরীর হরণ করে নেব। দেবী বললেন, আমি দুই শরীর এক করতে চাই। যদি তোমার অর্ধ হয়ে থাকি এবং অর্ধ ত্যাগ করি, তবে দুই খণ্ডে তোমার অর্ধ সম্পূর্ণ হবে, অর্ধ-ভাগ হরণ যদি হয়, তবে আমিও তোমার অর্ধভাগ হরণ করবো। ঈশ্বর রাজী হলেন। উভয়েই উভয়ের অর্ধশরীর হরণ করলেন।

এবমস্তু ভবেন্নিত্যং যথার্দ্ধং হর্তুমর্হসি।
শরীরস্যার্ধহরণং ভূয়স্তব যথেপ্সিতম্॥[২]

পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ড) ব্রহ্মার যজ্ঞের অবসানে হরপার্বতী সাবিত্রীকে যজ্ঞস্থানে আনয়ন করতে গেলে সাবিত্রী তাঁদের একদেহ হবার বর দিয়েছিলেন—

শরীরার্ধে চ তে গৌরী সদা স্থাস্যতি শংকর।
অনয়া শোভসে দেব ত্বয়া ত্রৈলোক্যসুন্দর॥[৩]

আবার বায়ুপুরাণে ব্রহ্মার রোষ থেকে নরনারী-দেহধারী পুরুষের জন্ম হয়েছিল।[৪]

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও ব্রহ্মার রোষ থেকে অর্ধনারীশ্বর মূর্তির আবির্ভাব হয়েছিল। সেই মূর্তি পরে দ্বিধাবিচ্ছিন্ন হয়ে হর ও পার্বতী হয়েছিলেন।

১ কাঃ পুঃ—৪৫।১৫০ ২ কাঃ পুঃ—৪৫।১৫৮ ৩ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—১৬।৫৫-৫৬
৪ বায়ুপুঃ—৯।১।৬৮

তস্য রোষাৎ সমুৎপন্নঃ পুরুষোঽর্কসমদ্যুতিঃ।
অর্ধনারীনরবপুস্তেজসা জ্বলনোপমঃ॥
সর্বং তেজোময়ং জাতমাদিত্যসমতেজসম্।
বিভজাত্মানমিত্যুক্ত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥
এবমুক্তে দ্বিধাভূতঃ পৃথক্ স্ত্রী-পুরুষঃ পৃথক্।
স চৈকাদশধা যজ্ঞে অর্ধমাত্মানমীশ্বরঃ॥[১]

—তাঁর (ব্রহ্মার) রোষে সূর্যসমদ্যুতিসম্পন্ন অর্ধ নরনারীদেহ তেজে অগ্নির মত পুরুষ জন্মালেন। আদিত্যসম তেজসম্পন্ন সর্বাঙ্গ তেজোময় পুরুষকে 'তুমি নিজেকে বিভক্ত কর' বলে ব্রহ্মা অন্তর্হিত হলেন। (ব্রহ্মা) এইরূপ বললে সেই দেব নারী ও পুরুষরূপে পৃথক্ হলেন। ঈশ্বর (শিব) নিজের অর্ধ দেহকে আবার একাদশ ভাগে বিভক্ত করলেন।

অর্ধনারীশ্বর মূর্তির বিবরণ মৎস্যপুরাণে প্রতিমালক্ষণ বর্ণনাধ্যায়ে প্রদত্ত হয়েছে।

অধুনা সম্প্রবক্ষ্যামি অর্ধনারীশ্বরং পরম্।
অর্ধেন দেবদেবস্য নারীরূপং সুশোভনম্॥
ঈশার্ধে তু জটাভাগো বালেন্দুকলয়া যুতঃ।
উমার্ধে চাপি দাতব্যৌ সীমন্ততিলকাবুভৌ॥
বাসুকিং দক্ষিণে কর্ণে বামে কুণ্ডলমাদিশেৎ।
বালিকা চোপরিষ্টাত্তু কপালং দক্ষিণে করে॥
ত্রিশূলং বাপি কর্তব্যং দেবদেবস্য শূলিনঃ।
বামতো দর্পণং দদ্যাদুৎপলন্তু বিশেষতঃ॥
বামবাহুশ্চ কর্তব্যঃ কেয়ূরবলয়ান্বিতঃ।
উপবীতঞ্চ কর্তব্যং মণিমুক্তাময়ং তথা॥
স্তনভারং তথার্ধে তু বামে পীনং প্রকল্পয়েৎ।
পরার্ধমুজ্জ্বলং কুর্য্যাচ্ছ্রোণ্যর্ধে তু তথৈব চ॥
লিঙ্গার্ধমূর্ধগং কুর্য্যাদ্ ব্যালাজিনকৃতাম্বরম্।
বামে লম্বপরীধানং কটিসূত্রত্রয়ান্বিতম্॥

১ ব্রহ্মাণ্ডপু:—৯।৭০-৭২

নানারত্নসমোপেতং দক্ষিণে ভুজগান্বিতম্ ।
দেবস্য দক্ষিণং পাদপদ্মোপরি সুসংস্থিতম্ ॥
কিঞ্চিদূর্ধ্বে তথা বামং ভূষিতং নূপুরেণ তু ।
রত্নৈর্বিভূষিতান্ কুর্য্যাদঙ্গুলীষঙ্গুলীয়কান্ ॥
সালক্তকং তথা পাদং পার্বত্যা দর্শয়েৎ সদা ।
অর্ধনারীশ্বরস্যেদং রূপমস্মিন্ দাহৃতম্ ॥[১]

—অধুনা দেবদেবের পরম অর্ধনারীশ্বর মূর্তির বিষয় বলিতেছি। তাঁহার অর্ধাংশে সুশোভন নারীরূপ বিরাজিত। তাঁহার অর্ধাংশ ঈশ মূর্তিতে বালচন্দ্র-কলাযুক্ত জটাভার এবং যে অর্ধে উমামূর্তি তাহাতে সীমন্ত ও তিলক অর্পণ করিতে হইবে। ঐ মূর্তির দক্ষিণ কর্ণ বাসুকিদ্বারা ও বামকর্ণ কুণ্ডলদ্বারা মণ্ডিত করিবে। কণ্ঠে মালা, দেবদেব শূলীর দক্ষিণ করে কপাল বা ত্রিশূল এবং বামদিকে উৎপল ও দর্পণ অর্পিত হইবে। কেযূর বলয়দ্বারা তাঁহার বামবাহু বিভূষিত হইবে এবং মণিমুক্তাময় উপবীত যথাস্থানে বিন্যস্ত করিবে। বামার্ধে পীন স্তনভার এবং পরার্ধে উজ্জ্বল পীন শ্রোণী কল্পিত করিবে। শার্দূলচর্মাবৃত লিঙ্গার্ধ ঊর্ধ্বগ করিবে, বামভাগ নানা বস্ত্রসমন্বিত লম্বমান কটিসূত্রত্রয়ান্বিত এবং দক্ষিণ ভাগ ভুজগবেষ্টিত হইবে। দেবদেবের দক্ষিণ পাদ পদ্মোপরি সংস্থাপিত থাকিবে। উহারই কিছু ঊর্ধ্বে বামপাদ নূপুর দ্বারা ভূষিত হইবে এবং রত্নদ্বারা ভূষিত করিয়া অঙ্গুলি সকলে অঙ্গুরীয়ক বিন্যস্ত করিতে হইবে। পার্বতীর পাদদ্বয় অলক্ত দ্বারা রঞ্জিত করিবে। ইহাই অর্ধনারীশ্বরের রূপ বর্ণিত হইল।[২]

কবি বিদ্যাপতি অর্ধনারীশ্বরের একটি চমৎকার স্তোত্র রচনা করেছেন মৈথিলী ভাষায়। এই স্তোত্রে এক দেহের অর্ধাংশ শিব ও অর্ধাংশ পার্বতী। স্তোত্রটি নিম্নরূপ :

জয় জয় শঙ্কর জয় ত্রিপুরারি।
জয় অধ-পুরুষ জয়তি অধ নারী ॥
আধ ধবল তনু আধা গোরা।
আধ সহজ কুচ আধ কটোরা ॥
আধ হাড়মাল আধ গজমোতী।
আধ চানন সোভে আধ বিভূতি ॥

---

১ মৎস্যপুঃ—২৬০।১-১০ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

আধ চেতন মতি আধা ভোরা।
আধ পটোর আধ মুঞ্জ ভোরা॥
আধ যোগ আধ ভোগ বিলাসা।
আধ পিধান আধ নগ বাসা॥
আধ চন্দ আধ সিন্দুর শোভা।
আধ বিরূপ আধ জগ লোভা॥
ভনে কবিরঞ্জন বিধাতা জানে।
দুই কত্র বাঁটল এক পরাণে॥[১]

বর্ণনাটি সুন্দর। একই দেহের অর্ধাংশ শুভ্র, অর্ধাংশ সুবর্ণ বর্ণ, অর্ধাংশে স্বাভাবিক পয়োধর অর্ধাংশ কটোরা বা বাটীর মত, একদিকে হাড়ের মালা, আর একদিকে গজমতির হাড়। অর্ধাংশে চন্দনভূষিত আর অর্ধাংশ ভস্মমাখা, অর্ধাংশ সজীব, অর্ধাংশ ভাববিহ্বল, অর্ধাংশে পট্টবস্ত্র, আর অর্ধাংশে মুঞ্জঘাসের কৌপীন, অর্ধাংশ যোগমগ্ন, অর্ধাংশ বিলাসময়, একদিকে মুকুট আর একদিকে সাপের বাস, একদিকে অর্ধচন্দ্র আর একদিকে সিঁদুরের শোভা, অর্ধাংশ বিরূপাক্ষ, আর একদিকে জগতের মনোহারী রূপ।

অর্ধনারীশ্বরের মূর্তি নিতান্ত দুর্লভ নয়। Spooner-এর তালিকায় অর-মিকিশ্বর শিবের মূর্তি-সমন্বিত মন্দিরের যে সীল (seal) আছে ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে সীলে অংকিত মূর্তি অর্ধাংশ শিব ও অর্ধাংশ উমা অর্থাৎ অর্ধনারীশ্বর মূর্তি।[২]

ভৈরব—তন্ত্রশাস্ত্র মতে শিবের আটটি ভৈরব আছেন,—এঁরা অষ্টভৈরব নামে খ্যাত। এই আটজন ভৈরবের নাম :

অসিতাঙ্গোরুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তভয়ংকরঃ।
কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারীত্যষ্টভৈরবঃ॥[৩]

অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ংকর, কপালী, ভীষণ ও সংহারী—এই আট ভৈরব।

১ বিদ্যাপতির শিবগীতি—(ক বি)
২ Development of Hindu Iconography pages--198-199
৩ মহানির্বাণতন্ত্র—৫।১৩৫

বামনপুরাণে (৭০ অঃ) ভৈরবোৎপত্তির একটি উপাখ্যান আছে। অন্ধকাসুরের সঙ্গে যুদ্ধকালে অন্ধকাসুর শিবের মাথায় গদাঘাত করেছিল, সেই গদাঘাতে শিবের মস্তক থেকে যে রুধির স্রাব হয়েছিল, তা থেকে ভৈরবগণের জন্ম।

গদাপাতাদ্ভুরি মূর্ধ্নেঽস্যাসৃগথাপতৎ।
পূর্বধারাসমুদ্ভূতো ভৈরবোঽগ্নিসমপ্রভঃ।
বিদ্যারাজেতি বিখ্যাতঃ পদ্মমালাবিভূষিতঃ॥
অন্যস্মাদ্রুধিরাজ্জাতো ভৈরবঃ শূলভূষিতঃ।
রুদ্রনামেতি বিখ্যাতঃ সর্বলোকৈস্তু পূজিতঃ॥
অন্যরক্তাৎ সমুদ্ভূতং ভৈরবানাং চতুষ্টয়ম্।
চণ্ডাদ্যেব কপাল্যন্তং খ্যাতং ভুবি যথাবুধৈঃ॥
ভূমিস্থাদ্রুধিরাজ্জাতো ভৈরবঃ শূলভূষিতঃ।
খ্যাতো ললিত রাজেতি শোভনাঞ্জনসমপ্রভঃ॥
এবং হি সপ্তরূপোঽসৌ কথ্যতে ভৈরবো মুনে।
বিঘ্নরাজোঽষ্টমঃ প্রোক্তো ভৈরবাষ্টকমুচ্যতে॥[১]

—তাঁহার মস্তকে গদাপাতজনিত ক্ষত হইতে ভূরি পরিমাণে রক্ত বহির্গত হইল। তন্মধ্যে পূর্বদিকস্থ ধারা হইতে অগ্নিসমপ্রভাবিশিষ্ট পদ্মমালাবিভূষিত বিদ্যারাজ নামে বিখ্যাত ভৈরব প্রাদুর্ভূত হইলেন। অন্যধারা হইতে রুদ্র নামে বিখ্যাত, সর্বলোকপূজিত, শূলভূষিত ভৈরব জন্মগ্রহণ করিলেন। অপর শোণিত ধারা হইতে ভৈরব চতুষ্টয় অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাদের নাম বিদ্বান সমাজে চণ্ড ও কপালাদি বলিয়া বিখ্যাত। ভূমিস্থিত রুধির হইতে শোভনাঞ্জনসমপ্রভ শূলভূষিত ভৈরব অবতরণ করিলেন। তাঁহাদের নাম ললিতরাজ।

এইরূপে তাঁহাকে সপ্তরূপ ভৈরব বলিয়া থাকে। অষ্টম ভৈরবের নাম বিঘ্নরাজ। সর্বসমেত ভৈরবাষ্টকও কথিত হইয়াছে।[২]

কালিকাপুরাণ মতে, নন্দী, ভৃঙ্গী, মহাকাল ও বেতাল শিবের ভৈরব। তন্ত্রশাস্ত্রে আনন্দ-ভৈরবের ধ্যানমন্ত্র আছে। যথা:

কর্পূরধবলং কমলায়তাক্ষং
দিব্যাম্বরাভরণভূষিত দেহকান্তিম্।
বামেন পাণিকমলেন সুধাঢ্যপাত্রং
দক্ষেণ শুদ্ধিগুটিকাং দধতং স্মরামি।[৩]

১ বামনপুঃ—৭০।৩১-৩৬ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ৩ মহানির্বাণ—৮।১৬৮

—কর্পূরশুভ্র পদ্মপত্রতুল্য আয়তলোচন দিব্যবসন ও ভূষণশোভিত দেহশোভা —বামহস্তে সুধাপূর্ণপাত্র, দক্ষিণহস্তে শুদ্ধিগুটিকাধারণকারীকে স্মরণ করি।

কালিকাপুরাণ অনুসারে শিবপুত্র বেতাল ও ভৈরব শিবলিঙ্গে মহামায়ার পূজা করলে ভৈরব, ভৈরবী এবং হেরুক শিবলিঙ্গ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—

ধ্যানস্থয়োস্তু জপতোর্যজতোশ্চ জগন্ময়ী।
শিবলিঙ্গং বিনির্ভেদ্য তদা প্রত্যক্ষতাং গতা॥
তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু শিবলিঙ্গং ত্রিধাভবৎ।
ভৈরবো ভৈরবী চেতি হেরুকশ্চ তথা ত্রয়ঃ॥[১]

—তাঁরা দু'জন ধ্যান করতে থাকলে এবং যজ্ঞ করতে থাকলে শিবলিঙ্গ ভেদ করে জগন্ময়ী—পার্বতী বিনির্গতা হলেন। তিনি বহির্গতা হলে শিবলিঙ্গ ভৈরব, ভৈরবী এবং হেরুক এই তিনভাগে বিভক্ত হোল।

রুদ্রানুচরদের মধ্যে প্রধান নন্দী। নন্দিকেশ্বর শিবলিঙ্গের নাম। বহুস্থলে শিববাহন বৃষভের সঙ্গে নন্দীর অভিন্নতা সূচিতও হয়। নন্দী প্রকৃতপক্ষে শিবেরই নামান্তর। তন্ত্রোক্ত নন্দীর বর্ণনা শিবের বর্ণনার অনুরূপ।

নন্দিনং পূজয়েৎ সৌম্যং রক্তভূষণমণ্ডিতম্।
পরশ্বেন বরাভীতিধারিণং শ্যামবিগ্রহম্॥[২]

—সৌম্য রক্তালংকার ভূষিত, পরশু, বরদ ও অভয়মুদ্রাধারী, শ্যামবর্ণ নন্দীকে পূজা করবে।

শিবের আর এক অনুচর বীরভদ্র। দক্ষযজ্ঞকালে সতীর দেহত্যাগের পরে নারদমুখে সংবাদ পেয়ে মহাদেব মাথার জটা ছিঁড়ে বীরভদ্রকে উৎপন্ন করেছিলেন।

ক্রুদ্ধঃ সন্দষ্টৌষ্ঠপুটঃ স ধূর্জটির্জটাং তড়িদ্বহ্নিসটোব্যরোচিতম্।
উৎকৃত্য রুদ্রঃ সহসোত্থিতো হসন্ গম্ভীরনাদো বিসসর্জ তাং ভুবি॥
ততোঽতিকায়স্তনুয়াস্পৃশন্ দিবং সহস্রবাহুর্ঘনরুক্ ত্রিসূর্যদৃক্।
করালদংষ্ট্রো জ্বলদগ্নিমূর্ধজঃ কপালমালী বিবিধোদ্যতায়ুধঃ॥[৩]

—সেই ধূর্জটি (শিব) তৎক্ষণাৎ ক্রোধে অধরোষ্ঠ দংশন করে বিদ্যুৎ ও অগ্নি-শিখার মত প্রদীপ্ত জটা ছিন্ন করে সহসা উঠে হাস্য করে গম্ভীর গর্জন করে সেই জটাভূমিতে নিক্ষেপ করলেন। তখন ঐ জটা থেকে বিরাটকায় স্বর্গস্পর্শকারী

১ কাঃ পুঃ—৭৬।৮৯ ২ সারদাতিলক—২০।৪৪ ৩ ভাগবত—৪।৫।২-৩

সহস্রবাহুবিশিষ্ট, তিনটি সূর্যের মত তিনটি চক্ষুবিশিষ্ট, ভয়ংকর দণ্ড, প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য কেশ সমন্বিত, নরকপালের মালাধারী বিবিধ উদ্যত অস্ত্রে সজ্জিত বীরভদ্র উৎপাদিত হলেন।

পুরাণান্তরে সহস্র বাহু সহস্র শির বিশিষ্ট, অগ্নিময় কেশ, অগ্নিজিহ্ব, বিকটদন্ত, মহাবক্ত্র, মহোদর, মেঘ ও সমুদ্রতুল্য গর্জনকারী বীরভদ্রের বর্ণনা আছে।[১]

ভৈরবগণ রুদ্রানুচর। বলা বাহুল্য রুদ্রানুচর ভৈরব প্রভৃতি রুদ্রশিবেরই রূপগুণ অনুসারে কল্পিত। রুদ্রগণের মত রুদ্রশিবের অনুচরবর্গ রুদ্রশিবের সঙ্গে অভিন্ন। শিবানুচরের বর্ণনাগুলি প্রণিধান করলেই শিব ও তাঁর অনুচরবর্গের স্বরূপ প্রকটিত হয়ে পড়ে। সূর্যাগ্নিরূপী শিবের নিত্য অনুচর যে তাঁরই কিরণ বা তেজ তাও এই বর্ণনায় অস্পষ্ট থাকে না। তবে পুরাণে তন্ত্রে এঁদের আকৃতি বর্ণনাতেও নানা বৈচিত্র্য এসেছে। কালিকাপুরাণে অগ্নি-বেতালের বর্ণনা আছে।[২] যদিও অগ্নিবেতাল আকৃতিতে ভয়ংকর তবুও নামেতেই তাঁর স্বরূপ প্রকাশিত। দেবীপুরাণে শিব নিজেই ভৈরবমূর্তি গ্রহণ করেছিলেন।[৩]

বৌদ্ধ বজ্রযান মতে শিব তিনটি বিভিন্ন মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত—একটি ঈশান, অপরটি মহেশ্বর, তৃতীয়টি মহাকাল। পুরাণে এই তিনটিই শিবের নাম। পুরাণে ঈশান অষ্টদিক্‌পালের অন্যতম—ঈশান কোণের অধীশ্বর। বৌদ্ধতন্ত্রেও ঈশান ঈশান কোণের অধিপতি। তন্ত্রে ঈশান বৃষারূঢ়, ত্রিশূলধারী, ব্যাঘ্রচর্মধারী, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ বর্ণ।

ঈশানং বৃষভারূঢ়ং ত্রিশূলবরধারিণম্।
ব্যাঘ্রচর্মাম্বরধরং পূর্ণেন্দুসদৃশপ্রভম্॥[৪]

কিন্তু রুদ্রের ঈশান নামটি ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়—

ঈশানাদস্য ভুবনস্য ভূরের্ণবা উ যোষদ্রুদ্রাদসূর্যং।[৫]

এই ঋকে সায়নাচার্য ঈশান শব্দের অর্থ করেছেন—ঈশ্বর। শিব শুধু ঈশান নন, ঈশও। তন্ত্রশাস্ত্রে রক্তবর্ণ, চন্দ্রশেখর ত্রিনেত্র, চতুর্ভুজ ঈশ বা শিবের রূপভেদ বর্ণিত হয়েছে।[৬] বৌদ্ধতন্ত্রে "ঈশান কোণের অধিপতি ঈশানদেব শ্বেতবর্ণ,

১ শিবপুরাণ, বায়বীয় সং, পূর্বভাগ—১৭ অঃ ২ কালিকাপুঃ—৭৯।৯৯।১০
৩ দেবীপুঃ—১১৯ অঃ ৪ মহানির্বাণতন্ত্র—১৩।৯৫ ৫ ঋগ্বেদ—১।৭৯।৪
৬ প্রপঞ্চসারতন্ত্র—১৯।৯০

এক মুখ, দ্বিভুজ ও বৃষবাহন। ইনি দুইটি হস্তে ত্রিশূল ও কপাল ধারণ করেন। ইনি শ্বেতবর্ণের বৈরোচনের দ্যোতক।"[১]

"বৃষভোপরি মহেশ্বর শুভ্রবর্ণ ও চতুর্ভুজ। তাঁহার মাথার জটায় চন্দ্র শোভা পায়। দুইটি প্রধান হস্তে শক্তি-শেল এবং বজ্র ধারণ করেন; একটি দক্ষিণ ও একটি বাম হাতে মাথায় অঞ্জলি প্রদর্শন করেন। ইহার রক্তবর্ণ অমিতাভের দ্যোতক।"[২]

পুরাণে-তন্ত্রে মহাকাল ধূম্রবর্ণ, দ্বিভুজ দণ্ড ও খট্বাঙ্গধারী। বৌদ্ধতন্ত্রে "মহাকাল কৃষ্ণবর্ণ ও দ্বিভুজ। দুইটি হাতের একটিতে ত্রিশূল ও অপরটিতে কপাল ধারণ করেন; তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ অক্ষোভ্যের দ্যোতক। ইহার অনেক প্রকারের রূপ আছে।"[৩]

বৌদ্ধতন্ত্রের এই তিনটি রূপ একই দেবতার এবং হিন্দুপুরাণের শিবের ঈষৎ রূপান্তর মাত্র। কালশব্দ ধ্বংসাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়—ধ্বংসের দেবতা রুদ্র তাই মহাকাল। সূর্যরূপে তিনিই অনন্ত কালের কর্তা। তাই রুদ্র-শিব মহাকাল।

হেরুক—শিবের আর এক অনুচর হেরুক। কালিকাপুরাণে হেরুকের যে বর্ণনা আছে, তাতে তাঁকে ভয়ংকর কাপালিকরূপে প্রতীত হয়। প্রকৃত পক্ষে ইনি শিবেরই রূপান্তর।

শ্মশানং হেরুকাখ্যঞ্চ রক্তবর্ণং ভয়ংকরম্।
অসিচর্মধরং রৌদ্রং ভুঞ্জানং মনুজামিষম্॥
তিসৃভির্মুণ্ডমালাভির্গলদ্রক্ত্যাভিরাজিতম্।
অগ্নিনির্দগ্ধবিগলদ্দন্তপ্রেতোপরিস্থিতম্।
পূজয়েচ্চিন্তনেনৈব শস্ত্রবাহনভূষণম্॥[৪]

— হেরুক নামে প্রসিদ্ধ শ্মশান (শ্মশানতুল্য বা শ্মশানবাসী) রক্তবর্ণ, ভয়ংকর, তরবারি ও ঢাল ধারণকারী, রুদ্রপুত্র (অথবা রুদ্ররূপী), নরমাংসভোজী, শোণিত-স্রাবী তিনটি মুণ্ডমালাশোভিত, অগ্নিদগ্ধগলিতদন্ত প্রেতের উপরে সমাসীন, শস্ত্র ও বাহন যাঁর ভূষণ তাঁকে ধ্যান ও পূজা করবে।

১ বৌদ্ধদের দেবদেবী—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য—পৃঃ ১১৩
২ ঐ —পৃঃ ১১৬
৩ ঐ —পৃঃ ১১৬
৪ কালিকাপুঃ—১৩৩।৩৪

হেরুক বৌদ্ধতন্ত্রের দেবতা। হিন্দু তন্ত্রে ইনি শিবের রূপভেদ। বৌদ্ধ বজ্রযানে ইনি ভীষণ ভয়াল।

"নীলং নরচর্মভৃতং কপালমালাক্ষোভ্যালংকৃতশিরস্কং জ্বলদূর্ধ্বপিঙ্গলকেশং রক্তবর্তুলাক্ষং তন্ত্রসংগ্রথিত-মুণ্ডমালাবলম্বিতং নরাস্থিরচিতাভরণং দ্বিভুজৈকমুখং দংষ্ট্রাকরালবদনং দক্ষিণকরেণ বজ্রধারিণং বামকরেণ পূর্ণকপালং বামস্কন্ধাসক্তচলদ্ঘণ্টিকাপতাকানরশিরোবিশ্ববজ্রালংকৃতপঞ্চস্চিকং বজ্রশিখরমধ একস্চিকবজ্রাকারং যজ্ঞোপবীতবৎখট্বাঙ্গং বিশ্বপদ্মস্থর্যে বামপাদং তস্যৈবোরৌ দক্ষিণচরণং বিন্যস্য নৃত্যং কুর্বন্তং হেরুকবীরং ভাবয়েৎ।"[১]

—নীলবর্ণ, নরচর্মপরিহিত, নরকপালের মালা ও অক্ষোভ্যঅলংকৃত-মস্তক, উর্ধ্বে প্রজ্বলিত পিঙ্গলকেশ, রক্তবর্ণ গোলাকার চক্ষু, অন্ত্র (নাড়িভুঁড়ি) দিয়ে গাঁথা মুণ্ডমালা লম্বমান, নরের অস্থি দিয়ে নির্মিত অলংকার, দুইবাহু, একমুখ, ভয়ংকর-দন্তসমন্বিত মুখগহ্বর, ডান হাতে বজ্রধারণকারী, বাঁহাতে রক্তপূর্ণ নরকপাল, বামস্কন্ধে লগ্ন বাদ্যরত ঘণ্টাপতাকা নরমুণ্ড ও বিশ্ববজ্র অলংকৃত পঞ্চস্চী, নিম্নে বজ্রশিখর একস্চীবজ্রাকার যজ্ঞোপবীত তুল্য খট্বাঙ্গধারী, বিশ্বপদ্মস্থর্যে বামপাদ স্থাপিত, ঐ পায়েরই উরুতে ডান পা রেখে নৃত্যশীল হেরুককে চিন্তা করবে।

এই বিবরণ পড়তে পড়তে তাণ্ডবনৃত্যকারী নটরাজের কথাই মনে পড়বে। আকারে প্রকারে হেরুক ধ্বংসের দেবতা রুদ্রের সমতুল্য।

শিবলিঙ্গ

শিবপূজার ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তা লিঙ্গপ্রতীকের মাধ্যমে। প্রায় সকল পণ্ডিতই লিঙ্গপূজাকে প্রজনন শক্তির উপাসনা ও লিঙ্গপ্রতীককে পুংজননেন্দ্রিয়ের পূজা এবং গৌরী পট (যোনিপ্রতীক) সহ শিবলিঙ্গকে সৃষ্টিকর্মের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন। লিঙ্গ শব্দের অর্থ ই প্রতীক বা চিহ্ন। শালগ্রাম শিলা যেমন বিষ্ণুপূজার প্রতীক,—শিবলিঙ্গ তেমনি শিবপূজায় প্রতীক।

শিবলিঙ্গের উৎপত্তি—শিব-লিঙ্গের উৎপত্তি সম্পর্কে পুরাণে বৈচিত্র্যময় কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। কয়েকটি উপাখ্যানে জ্যোতির্লিঙ্গের আবির্ভাব বর্ণনা করা হয়েছে; আবার কতকগুলি উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে শিবের জন-

১ সাধনমালা, ২য় খণ্ড, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ২৪১ নং সাধনা—পৃঃ ৪৬৮

নেন্দ্রিয় থেকে শিবলিঙ্গের উৎপত্তিকথা। জ্যোতির্লিঙ্গ আবির্ভাবের কাহিনীটি এই—

নিজেদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে বিবাদ সুরু হওয়ায় ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। সহস্রবৎসর ব্যাপী যুধ্যমান দেবদ্বয়ের মধ্যস্থলে আবির্ভূত হয় তেজোময় মহালিঙ্গ।

এবং বর্ষসহস্রন্তু তয়োর্যুদ্ধমবর্তত।
ততো বর্ষসহস্রান্তে তয়োর্মধ্যে নৃপোত্তম।
প্রাদুর্ভূতং মহালিঙ্গং দিব্যং তেজোময়ং শুভম্ ॥[1]

সেই সময়ে আকাশবাণী হোল—তোমরা যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হও। এই মহেশ্বর লিঙ্গের শেষ যিনি দর্শন করবেন তিনিই হবেন শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা ঊর্ধ্বদিকে এবং বিষ্ণু অধোভাগে লিঙ্গের সীমা প্রত্যক্ষ করতে যাত্রা করলেন। কেউ-ই অন্ত পেলেন না। রুদ্রের তেজে দগ্ধ হয়ে বিষ্ণু কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হলেন। ব্রহ্মা লিঙ্গের অন্ত পাওয়ার মিথ্যা আড়ম্বর প্রকাশ করায় বিষ্ণু কর্তৃক শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেলেন, কিন্তু মহাদেব কর্তৃক অভিশপ্ত হলেন।

জ্বালাময় জ্যোতির্ময় লিঙ্গের আবির্ভাবকথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও (৬০ অঃ) বিবৃত হয়েছে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিবাদকালে যে জ্যোতির্লিঙ্গের আবির্ভাব হয়েছিল তা স্পষ্টতঃ অগ্নিময়।

এবং সম্ভাষণাভ্যাং পরস্পরজয়ৈষিণাম্।
উত্তরাং দিশমাস্থায় জ্বালদৃষ্টাপ্যধিষ্ঠিতা ॥
জ্বালান্ততন্তমালোক্য বিস্মিতৌ চ তদানয়োঃ।
তেজসা চৈব তেনাথ সর্বজ্যোতিঃ কৃতপ্লয়ম্ ॥
বর্ধমানে তদা বহ্নাবত্যন্তপরমাদ্ভুতে।
অভিদুদ্রাব তাং জ্বালাং ব্রহ্মা চাহঞ্চ সত্বরঃ ॥
দিবং ভূমিঞ্চ বিষ্টভ্য তিষ্ঠন্তং জ্বালমণ্ডলম্।
তস্য জ্বালস্য মধ্যে তু পশ্যাবো বিপুলপ্রভম্।
প্রাদেশমাত্রমব্যক্তং লিঙ্গং পরমদীপিতম্ ॥[2]

—জয়েচ্ছু ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এইরূপ বলতে থাকলে উত্তর দিক ব্যাপ্ত করে অবস্থিত অগ্নি দেখা গেল। সেই অগ্নি দেখে তাঁরা বিস্মিত হলেন, সেই তেজে সকল

---

১ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ডান্তর্গত অর্বুদখণ্ড—৩৪।১২-১৩ ২ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—৬০।১৮-২৩

প্রকার জ্যোতি ম্লান হয়ে গেল। অত্যদ্ভুত সেই বহ্নি বর্ধিত হতে থাকলে ব্রহ্মা এবং আমি (বিষ্ণু) সত্বর সেই অগ্নির দিকে ধাবিত হয়েছিলাম। সেই অগ্নিমণ্ডল আকাশ এবং পৃথিবী ব্যাপ্ত করে অবস্থিত। সেই অগ্নির মধ্যে দেখলাম তীব্র জ্যোতিসম্পন্ন উজ্জ্বল প্রাদেশপ্রমাণ অব্যক্ত লিঙ্গ।

শিবপুরাণে (বিদ্যেশ্বর সংহিতা) ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিবাদ কালে যে জ্যোতির্লিঙ্গের আবির্ভাব হয় তা বিশাল অগ্নিস্তম্ভ স্বরূপ।

মহানলস্তম্ভবিভীষণাকৃতি-
র্বভূব তন্মধ্যতলে স নিষ্কলঃ।

—বিশাল, অত্যন্ত ভীষণ অনলস্তম্ভ তাঁদের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হোল। তার মধ্যে মহাদেব রইলেন নিরাকার অবস্থায়।

শিবপুরাণের অপর একটি উপাখ্যানে (জ্ঞানসংহিতা) যোগনিদ্রাভিভূত বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার জন্মের পরে মায়া মোহিত ব্রহ্মা স্বীয় জন্মরহস্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুর নাভিপদ্মের নালে নালে একশত বৎসর এবং নালমার্গের অধোদেশে একশত বৎসর পরিক্রমণ করেও পদ্মনালের অন্ত না পাওয়ায় আকাশ-সম্ভূতা বাক্যের নির্দেশে দ্বাদশাব্দ তপশ্চর্যা করার পর চতুর্বাহু পীতাম্বর ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক ভর্ৎসিত হওয়ায় বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। যুদ্ধকালে যুযুধান দেবদ্বয়ের মধ্যস্থলে জ্যোতির্লিঙ্গ আবির্ভূত হয়।

বিবাদশমনার্থঞ্চ প্রবোধার্থং দ্বয়োরপি।
জ্যোতির্লিঙ্গং তদোৎপন্নমাবয়োর্মধ্যে অদ্ভুতম।
জ্বালামালাসহস্রাঢ্যং কালানলচয়োপমম॥
ক্ষয়বৃদ্ধিবিনির্মুক্তমাদিমধ্যান্তবর্জিতং।
অনৌপম্যানির্দিষ্টমব্যক্তং বিশ্বসম্ভবম্॥[২]

—উভয়ের বিবাদ নিবারণ করতে এবং জ্ঞানোদয়ের উদ্দেশ্যে আমাদের (ব্রহ্মা ও বিষ্ণু) উভয়ের মধ্যে সেই সময়ে জ্বালামালাসহস্রশোভিত প্রলয়কালীন অগ্নির মত ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত আদিমধ্যান্তহীন অতুল্য বর্ণনার অযোগ্য, আকারহীন বিশ্বের কারণস্বরূপ লিঙ্গের আবির্ভাব হোল।

এই ব্যাপারে বিস্মিত হয়ে বিষ্ণু বললেন, তুমি এখনও যুদ্ধ করছ কেন,

১ শিবপুঃ, বিদ্যেশ্বর সং—৪।১১ ২ শিবপুঃ, জ্ঞান সং—২।৬২ ৬৪

যুদ্ধরত আমাদের মধ্যে তৃতীয় বস্তুর আবির্ভাব হয়েছে। অতএব এই অগ্নিময় বস্তুটি কোথা থেকে জন্মালো আমরা পরীক্ষা করবো—

কুত এবাত্র সম্ভূতং পরীক্ষাবোঽগ্নিসম্ভবম্।

ব্রহ্মা হংসরূপে ও বিষ্ণু শ্বেতবরাহরূপে লিঙ্গের ঊর্ধ্ব ও অধোভাগ পরিক্রমণ করে কূলকিনারা না পেয়ে শতবর্ষ যাবৎ জ্যোতির্লিঙ্গের ধ্যানে ও স্তবে নিমগ্ন রইলেন। অতঃপর প্রত্যক্ষগোচর হলেন—দশভুজ পঞ্চানন মহাদেব।

এতস্মিন্নন্তরেঽন্যচ্চ রূপমদ্ভুতসুন্দরম্।
পঞ্চবক্ত্রং দশভুজং কর্পূরগৌরকং মুনে॥
নানাকান্তিসমাযুক্তং নানাভরণসংযুতম্।
মহোদয়ং মহাবীর্যং মহাপুরুষ লক্ষণম্॥[১]

—এই সময়ে তাঁরা দেখলেন পঞ্চবদন, দশবাহু, কর্পূরতুল্য শুভ্র, বিচিত্র শোভাসম্পন্ন, নানা অলংকারশোভিত, মহাবীর্য, মহোদয়, মহাপুরুষলক্ষণান্বিত অদ্ভুত রূপ।

দেবাদিদেবের এই আশ্চর্যমূর্তি দর্শনে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু স্তব করলেন। মহাদেব প্রীত হয়ে উপদেশ দিলেন ধ্যান সহকারে লিঙ্গপূজা করতে এবং মৃণ্ময়লিঙ্গ নির্মাণ করতে।

ইদং লিঙ্গং সদা পূজ্যং ধ্যানঞ্চৈতাদৃশং মম।
* * *
পার্থিবঞ্চৈব মূর্তিঞ্চ বিধায় কুরুতং যু বাম্।[২]

লিঙ্গপুরাণে একই ভাষায় অনুরূপ বৃত্তান্ত কথিত হয়েছে। শিবপুরাণের আর একটি বৃত্তান্ত (বিদ্যেশ্বর সং, ৪ অঃ) অনুসারে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু স্বকীয় প্রাধান্য বিষয়ে বিবাদ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে বিষ্ণু মাহেশ্বর অস্ত্র ও ব্রহ্মা পাশুপত ত্যাগ করেন। ফলে ধ্বংসোন্মুখ ত্রিলোক রক্ষা করতে মহাদেব ভয়ংকর অনলস্তম্ভরূপে বিবদমান উভয়পক্ষের মধ্যস্থলে আবির্ভূত হন এবং অস্ত্রদ্বয় অগ্নিময় লিঙ্গে বিলীন হয়।

কূর্মপুরাণেও (২৬ অঃ) বিবদমান ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে আবির্ভাব হয়েছিল কালানলসম জ্বালামালাসমাচ্ছন্ন ক্ষয়বৃদ্ধিহীন আদি-অন্তহীন জ্যোতির্লিঙ্গ।

প্রবোধার্থং পরং লিঙ্গং প্রাদুর্ভূতং শিবাত্মকং
কালানলসমপ্রখ্যং জ্বালামালাসমাকুলম্।
ক্ষয়বৃদ্ধিবিনির্মুক্তমাদিমধ্যান্তবর্জিতম্॥[৩]

১ জ্ঞান সং—২।১৭-১৯ ২ জ্ঞান সং—২।২৯, ৩৮ ৩ কূর্মপুঃ, পূর্বভাগ—২১।৭৫

রুদ্র-শিবের অগ্নিময় জ্যোতির্লিঙ্গ সহস্র কিরণমালা শোভিত—যার না আছে আদি, না আছে অন্ত। সেই জ্যোতির্লিঙ্গ যে সূর্যাগ্নির তেজোময় অনন্তকিরণ, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই তেজোময় কিরণে ত্রিলোকব্যাপ্ত—ঊর্ধ্বলোকে বা নিম্নলোকে কোথাও এর সীমা পাওয়া সম্ভব নয়। সূর্যাগ্নিরূপী রুদ্রের প্রতীক তাই রুদ্রের তেজ,—যে তেজ জগৎ ধ্বংস করে রুদ্ররূপে, আবার জগতের অশেষ কল্যাণ বিধান করে শিবরূপে। তেজোরূপী জ্যোতির্লিঙ্গ যখন প্রস্তর-প্রতীকে উপাসিত হতে থাকেন, তখন সম্ভবতঃ লিঙ্গশব্দের লৌকিক অর্থ অনুসারে শিবলিঙ্গ শিবের জননেন্দ্রিয়ে পরিণত হয় এবং শিবপত্নী শিবানীর সঙ্গে শিবের অভিন্নতার স্বাক্ষর হিসাবে অর্ধনারীশ্বরের প্রতীক হিসাবে শিবের জননেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হোল শিবানীর যোনি,—যাকে সাধারণতঃ গৌরীপট বা গৌরীপট্ট বলা হয়। মনে হয়, গৌরীপট্টের সংযোগ অর্ধনারীশ্বরের প্রতীকরূপে কল্পিত।

শিবলিঙ্গ মনুষ্যলিঙ্গের সাদৃশ্য বহন করায় শিবের জননেন্দ্রিয় থেকে শিবলিঙ্গের উদ্ভবের বিচিত্র কাহিনী গড়ে উঠেছে। এই কাহিনীগুলি শুধু অশ্লীল নয়, শিব-চরিত্রে কালিমাও লিপ্ত করেছে। কালিকাপুরাণে দক্ষযজ্ঞের পরে বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ ছিন্ন হওয়ায় সতীমুণ্ড পতনস্থানে শিব উপবেশন করেন এবং লৌহময় লিঙ্গরূপ ধারণ করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন পুরাণে ঋষিগণের অভিশাপে শিবের লিঙ্গ বা জননেন্দ্রিয় পতনের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। ঋষিগণের তপোবল পরীক্ষার নিমিত্ত নগ্ন শিব যখন মোহনবেশে ঋষিপত্নীদের চিত্তসংক্ষোভ ঘটালেন এবং ঋষিপত্নীরা শিবের সঙ্গলোলুপ হয়ে উঠেছিলেন, সেই সময় ঋষিগণ শিবকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—

উচুস্তং পুরুষং তে বৈ বিরুদ্ধং ক্রিয়তে ত্বয়া।
ত্বদীয়ঞ্চৈব লিঙ্গঞ্চ পততাং পৃথিবীতলে।
ইত্যুক্তে তু তদা তৈস্তু লিঙ্গঞ্চ পাতিতং ক্ষণাৎ॥
তল্লিঙ্গঞ্চাগ্নিবৎ সর্বং দদাহ যৎ পুরঃস্থিতম্।
যত্র যত্র চ তদ্‌যাতি তত্র তত্র দহেৎ পুনঃ॥[১]

—তাঁরা সেই পুরুষকে বললেন, তুমি লোকবিরোধী কার্য করেছ, তোমার লিঙ্গ এখানেই পতিত হোক। তাঁরা এই কথা বললে লিঙ্গ তৎক্ষণাৎ পতিত

১ শিবপুঃ, জ্ঞান সং—৪২।১৫-১৭

হোল। সেই লিঙ্গ অগ্নির সম্মুখস্থ সব কিছু দগ্ধ করলো, যেখানে যেখানে সেই লিঙ্গ গমন করে, সেখানেই সব কিছু দগ্ধ করে।

শিবের লিঙ্গ যে অগ্নিময়, এ ইঙ্গিত এখানেও অস্পষ্ট নয়। কিন্তু শিবপুরাণ বলছেন, লিঙ্গ বর্ধিত হয়ে স্বর্গ-মর্ত অধিকার করলো,—ত্রিলোক ভয়ে আবিষ্ট হোল—দেব-দানব-নর সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। ঋষিগণ ও দেবগণ নিন্দিতকর্মকারী শিবকে না জেনেই ব্রহ্মার শরণ নিলেন। ব্রহ্মা উপদেশ দিলেন, গিরিজা শিবানীর আরাধনা করতে। গিরিজা যোনিরূপা হয়ে লিঙ্গ ধারণ করলে তবে লিঙ্গ স্থির হবে, জগৎ সুস্থ হবে।

যোনিরূপা ভবেচ্চেদ্ বৈ তদা তৎ স্থিরতাং ভজেৎ।[১]

অতঃপর দেবগণ ও ঋষিগণ শিব ও শিবানীকে তুষ্ট করে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করে পূজা করেছিলেন।

স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে শিব কাপালিকরূপ ধারণ করে দারুবনে ঋষি-পত্নীদের চিত্ত বিক্ষুব্ধ করায় ঋষিগণ ছদ্মবেশী শিবকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—

যদিদং চ হুতং কিঞ্চিৎ গুরবস্তোষিতা যদি।
তেন সত্যেন দেবস্য লিঙ্গং পততু চোত্তমম্ ॥
আশ্রমাদাশ্রমং সর্বে ন ত্যজামো বিধিক্রমাৎ।
তেন সত্যেন দেবস্য লিঙ্গং পততু ভূতলে ॥
এবং সত্যপ্রভাবেন ত্রিরুক্তেন দ্বিজন্মনাং।
শিবস্য পশ্যতো লিঙ্গং পাতিতং ধরণীতলে ॥[২]

—যদি আমরা যথাবিধি যজ্ঞ সম্পন্ন করে থাকি, যদি গুরুজনদের সন্তুষ্ট করে থাকি, তবে সেই সৎক্রিয়ার জন্য দেবের উত্তম লিঙ্গ পতিত হোক। যদি আমরা যথাবিধি এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রম (চতুরাশ্রম) ত্যাগ না করে থাকি, তবে সেই সত্যের জন্য দেবের লিঙ্গ ভূতলে পতিত হোক। এইভাবে ব্রাহ্মণগণের তিন বার উচ্চারিত সত্যের প্রভাবে সকলের সম্মুখেই শিবের লিঙ্গ পৃথিবীতে পতিত হোল।

স্কন্দপুরাণের অন্য এক স্থানে (প্রভাসখণ্ড) শিব কৌতূকবশে মোহনরূপ ধারণ করে দারুকবনে ঋষিদের আশ্রমে ভিক্ষার নিমিত্ত গমন করে নারীগণকে

১ জ্ঞান সং—৪২।২৭ ২ স্কন্দপুঃ, রেবাখঃ—৩৮।৪৪-৪৬

কামসন্তপ্ত করে তুলেছিলেন। সেই সময়ে ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হয়ে শিবকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—

যস্মাত্ত্বং নগ্নতামেত্য আশ্রমেঽস্মিন্ সমাগতঃ।
মোহয়ানঃ স্ত্রিয়োঽস্মাকং লজ্জাং নৈব করোষি চ॥
তস্মাত্তে পততাল্লিঙ্গং সদ্য এব বৃষভধ্বজ।
ততস্তৎ পতিতং লিঙ্গং তৎক্ষণাচ্ছঙ্করস্য চ॥[১]

—যেহেতু তুমি নগ্ন হয়ে আশ্রমে এসেছ, আমাদের স্ত্রীগণকে মুগ্ধ করেছ, কিন্তু লজ্জিত হচ্ছ না, সেইহেতু তোমার লিঙ্গ এখনই পতিত হোক। সুতরাং শংকরের লিঙ্গ তৎক্ষণাৎ পতিত হয়েছিল।

স্কন্দপুরাণেই আর একস্থানে (প্রভাসখণ্ডান্তর্গত অর্বুদখণ্ড) এই কাহিনীই ঈষৎ ভিন্নভাবে পরিবেশিত হয়েছে। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পরে কামদেব পুষ্পশরে শিবকে বিব্রত করে তুললে তিনি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে করতে বালখিল্য আশ্রমে উপস্থিত হলেন এবং ঋষিপত্নীদের কামচঞ্চল করে তুললেন। ফলে ঋষিদের শাপে তাঁর লিঙ্গ পতিত হোল।

দদুঃ শাপং সুসন্তপ্তাঃ কলত্রার্থে পরন্তপ।
পততাং পততাং লিঙ্গমেতত্তে পাপকৃত্তম॥
বিড়ম্বয়সি নো দারানজস্রং চাস্য দর্শনাৎ।
ততশ্চৈবাপতল্লিঙ্গং তৎক্ষণাত্তৎপুরদ্বিষঃ॥[২]

—ক্রোধতপ্ত ঋষিগণ পত্নীদের নিমিত্ত শাপ দিলেন, হে শ্রেষ্ঠপাপকারী, যেহেতু তুমি দর্শন দ্বারা আমাদের পত্নীদের বিড়ম্বিত করেছ, সেহেতু তোমার এই লিঙ্গ পতিত হোক। তৎক্ষণাৎ ত্রিপুরারীর লিঙ্গ পতিত হোল।

লিঙ্গ পতিত হলে ত্রিভুবনে উৎপাৎ শুরু হোল। দেবগণ শিবের স্তব করলেন। দেবগণের স্তবে প্রীত হয়ে শিব বললেন—প্রথমে ব্রহ্মা, পরে দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণ লিঙ্গপূজা করলে ত্রিভুবন রক্ষা পাবে। তদনুসারে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণ লিঙ্গপূজা করায় ত্রিলোক রক্ষা পেল।

বামনপুরাণে (৬ অঃ) শিব সতীর দেহত্যাগের পরে কামদেবের পঞ্চবাণের তাড়নায় ব্যাকুল হয়ে ঋষিদের আশ্রমে প্রবেশ করেছিলেন এবং ঋষি-ভার্যাদের

১ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখঃ, প্রভাসক্ষেত্র মাহাত্ম্য—১৮৭।২১-২২
২ ঐ, অর্বুদখণ্ড—৩৯।১৪-১৫

চিত্ত-চাঞ্চল্যের হেতু হওয়ায় মুনিশাপে তাঁর লিঙ্গ পতিত হয়েছিল ; শিবও সেই ক্ষণে অন্তর্হিত হলেন। তাঁর লিঙ্গ বর্ধিত হয়ে পৃথিবী বিদীর্ণ করে রসাতলে প্রবেশ করলো এবং উর্ধ্বে ও ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করলো।

ততঃ পপাত দেবস্য লিঙ্গং পৃথ্বীং ব্যদারয়ৎ।
অন্তর্ধানং জগামাথ ত্রিশূলী নীললোহিতঃ॥
ততস্তৎ পতিতং লিঙ্গং বিভেদ্য বসুধাতলম্।
রসাতলং বিবেশাথ ব্রহ্মাণ্ডে চোর্ধ্বতোঽভিনৎ॥[১]

শিবলিঙ্গের বিস্তারে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিচলিত হয়ে উঠলো। বিষ্ণু ও ব্রহ্মা লিঙ্গের উর্ধ্বে ও অধোভাগে সীমা অন্বেষণে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে শিবের স্তব করতে লাগলেন। শিব দর্শন দিলে দেবদ্বয় শিবকে লিঙ্গ পুনর্গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। দেবগণ লিঙ্গপূজা করলে শিবলিঙ্গ পুনর্গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। দেবগণ রাজি হয়ে স্বর্ণবর্ণের লিঙ্গের অর্চনা করলেন, শিব ও চতুর্বর্ণের শিব উপাসনার জন্য শাস্ত্রাদি নির্মাণ করলেন।

যদ্যর্চয়ন্তি ত্রিদশা মম লিঙ্গং সুরোত্তমৌ।
তদেতৎ প্রতিগৃহ্নীয়াং নান্যথেতি কথঞ্চন॥
ততঃ প্রোবাচ ভগবানেবমস্ত্বিতি কেশবঃ।
ব্রহ্মা স্বয়ঞ্চ জগ্রাহ লিঙ্গং কনকপিঙ্গলম্॥
ততশ্চকার ভগবাংশ্চাতুর্বর্ণ্যং হরার্চনে।
শাস্ত্রাণি চৈষাং মুখ্যানি নানোক্তি বিদিতানি চ॥[২]

একই কাহিনী কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত অবস্থায় পাওয়া যায় শিবপুরাণে (ধর্মসংহিতা)। কোন সময়ে কালী পার্বতী গৌরী হ'বার নিমিত্ত তপশ্চর্যায় নিরত হলে বিরহোৎকন্ঠিত মহাদেব অনুচরবর্গ সহ ভস্মভূষিত দেহে সুসজ্জিত হয়ে অরণ্যে প্রবেশ করলেন। অরুন্ধতী ভিন্ন অন্যান্য ঋষিপত্নীরা শিবকে দেখে কামার্তা হলেন। শিবকে চিনতে না পারায় ঋষিগণ পত্নীদের চিত্তবিকার দেখে শিবকে প্রহার করতে লাগলেন। প্রহৃত রুধিরাক্ত কলেবর শিব বশিষ্ঠের দ্বারে ভিক্ষাটনে উপস্থিত হলে অরুন্ধতী অপত্যনির্বিশেষে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করলেন। অরুন্ধতীকে ঈপ্সিত বর প্রদান করে শিব বহির্গত হওয়ার পরে মুনি-জায়ারা পুনরায় তাঁর

১ বামনপুঃ—৬।৬৬-৬৭ ২ বামপুনঃ—৬।৮৪ ৮৬

অনুগমন করলেন। মুনিরাও শিবকে তাড়না করতে লাগলেন। এইভাবে দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হলে ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ শিবকে অভিশাপ দিলেন—

মিথ্যা তাপসলিঙ্গং তে পতত্বামত্র ভূতলে।[১]

মুনি শাপে শিবলিঙ্গ ভূপাতিত হলে তার যা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা অভিনব বটে!

মুনীনাং তত্র শাপেন পপাত গহনে বনে।
বহুযোজনবিস্তীর্ণং লিঙ্গং পরমশোভনম্॥
তত্রাটব্যাং সতীদেহে বিজয়ং নামনামতঃ।
তস্মিন্ নিমগ্নে ভূম্যাস্তু দিব্যতেজসি ভাস্করে।
তমোভূতং জগচ্চাসীন্মুনীনাং হৃদয়ানি চ॥[২]

—মুনিদের শাপে গভীর বনে লিঙ্গ পাতিত হোল। বহুযোজন বিস্তৃত পরম সুন্দর লিঙ্গ সেই বনে বিজয় নামে সতীদেহে পতিত হয়। দিব্যতেজোময় ভাস্কর সদৃশ সেই লিঙ্গ ভূমিতে নিমগ্ন হলে জগৎ এবং মুনিদের হৃদয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

অরুন্ধতী নগ্ন ক্ষপণককে শিবরূপে চিনতে পেরে পুণ্যপ্রভাবে শিবের দেহক্ষত নিবারণ করলেন। ঋষিগণও শিবের স্বরূপ অবগত হয়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। তখন আকাশবাণী হোল—

ভো ভো মুনীন্দ্রা রুদ্রস্য যুষ্মাভিঃ পাতিতঞ্চ যৎ।
লিঙ্গং তদর্চ্যতামদ্য সর্বসিদ্ধিপ্রদং প্রভোঃ॥
মন্ত্রৈর্বেদাদিভিঃ পুণ্যৈর্মনোবাক্ কায় সংযুতম্।
শংকরপ্রতিমায়াস্তু লিঙ্গপূজা গরীয়সী॥[৩]

—হে মুনীন্দ্রগণ, তোমাদের দ্বারা রুদ্রের যে লিঙ্গ পাতিত হয়েছে প্রভুর সেই সর্বসিদ্ধিপ্রদ লিঙ্গকে পুণ্য বেদাদিমন্ত্রের দ্বারা অদ্যই মন, বাক্য ও দেহে একাগ্র হয়ে অর্চনা কর। শংকরের প্রতিমার চেয়ে লিঙ্গ পূজা শ্রেষ্ঠ।

শিবপুরাণান্তর্গত লিঙ্গোৎপত্তির এই বিবরণে শিবের মূর্তিপূজা অপেক্ষা শিব-লিঙ্গ পূজার জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত পাই। এখানে ভাস্করসদৃশ দিব্যতেজস্কর শিব-লিঙ্গ ভূমিতে নিমগ্ন হলে জগৎ তিমিরাচ্ছন্ন হয়েছিল। শিবলিঙ্গ ভূপাতিত হওয়ার রূপকে সূর্যের সঙ্গে সূর্যকিরণের অস্তমিত হওয়ার বৃত্তান্তই পরিবেশিত

১ ধর্ম সং—১০।১৮৭ ২ শিবপুঃ, ধর্ম সং—১০।১৪৪ ৩ শিবপুঃ, ধর্ম সং—১০।২০৪-২০৫

হয়েছে। শিবলিঙ্গ যে রুদ্র-সূর্যের কিরণের প্রতীক সে ইঙ্গিতটুকুও এখানে পাই। আরও লক্ষণীয় এই যে মহাভারতে-পুরাণে অগ্নি মুনিবেশ ধারণ করে ঋষিপত্নীদের মোহিত করলে একমাত্র অরুন্ধতী ভিন্ন সকলেই অগ্নির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই কাহিনীটিই ত সূর্যাগ্নিরূপী রুদ্র-শিবে সংক্রমিত হয়েছে। রুদ্র-শিব সূর্যাগ্নি এবং সূর্যাগ্নির তেজ যে রুদ্রলিঙ্গ এই কাহিনী তা প্রমাণিত করে।

আর একপ্রকার কাহিনী আছে পদ্মপুরাণে (উত্তর খণ্ড, ৭৮ অঃ)। কাহিনীটি এইরূপ : মন্দর পর্বতে সায়ম্ভুব মনু একটি বিরাট যজ্ঞ করেছিলেন। এই যজ্ঞে উপস্থিত ঋষিগণ বেদবিদ্ বিপ্রগণকে প্রশ্ন করেছিলেন, দেবগণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? তপস্বীশ্রেষ্ঠ ভৃগুকে তাঁরা এই প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করলেন। ভৃগু বললেন : ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কাছে যাও। এই তিনজনের কাছে গিয়ে তাঁদের চরিত্র দেখে যাঁর মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বগুণ দেখবে, তিনিই শ্রেষ্ঠ। এই কথা শুনে মুনিগণ কৈলাসে গমন করলেন। কৈলাসে শিবের শূলহস্ত নন্দীকে দেখে তাঁরা তাঁদের আগমন সংবাদ শিবের নিকটে নিবেদন করতে অনুরোধ করলেন। নন্দী কঠোর বাক্যে বললেন, প্রভু দেবীর সঙ্গে ক্রীড়া করছেন এখন তাঁর কাছে যাওয়া সম্ভব নয়, তোমরা এখান থেকে নিবৃত্ত হও।

অসান্নিধ্য প্রভুস্তস্থ দেব্যা ক্রীড়তিশংকরঃ।
নিবর্তস্ব নিবর্তস্ব যদি জীবিতুমিচ্ছসি ॥[১]

ঋষিগণ কিন্তু শিবের গৃহদ্বারে বহুদিন যাবৎ অপেক্ষা করতে লাগলেন, কিন্তু শিব তাঁদের প্রবেশাধিকার দিলেন না। ভৃগুঋষি তখন ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন—

নারীসঙ্গমমত্তোঽসৌ যস্মান্মামবমন্যতে।
যোনিলিঙ্গস্বরূপং বৈ তস্মাদ্ভবিষ্যতি ॥[২]

যেহেতু নারীসঙ্গমমত্ত শিব আমাকে অবজ্ঞা করলেন, অতএব তিনি যোনি লিঙ্গস্বরূপ হবেন।

শিবপুরাণে (বিদ্যেশ্বর সংহিতা) শিবলিঙ্গ পাঁচ প্রকার—স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, বিন্দুলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ, চরলিঙ্গ ও গুরুলিঙ্গ।

স্বয়ম্ভূলিঙ্গং প্রথমং বিন্দুলিঙ্গং দ্বিতীয়কম্।
প্রতিষ্ঠিতং চরৈশ্চৈব গুরুলিঙ্গন্তু পঞ্চমম্ ॥[৩]

---

১ পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড ৭৮ অঃ ২ তদেব ৩ বিদ্যেশ্বর সং—১৮।২২,

সকল পুংলিঙ্গ (পুরুষ)—ঈশান (শিব), সকল স্ত্রীলিঙ্গই (স্ত্রীজাতি)—উমা, উভয়ের দেহের দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ পরিব্যাপ্ত।

এই অংশটুকু শিবলিঙ্গের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। স্ত্রীলিঙ্গমাত্রেই উমা বলায় শিবলিঙ্গের সঙ্গে যোনিপট্টের সংযোগও আভাসিত হয়। মনে হয়, শিবলিঙ্গ সম্পর্কিত শ্লোকগুলি পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ। মহভারতের যুগে (খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী অথবা আরও পূর্বকালে) শিবলিঙ্গপূজার অন্য কোন স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে মহভারত সম্পূর্ণ হতে যদি ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ লেগে থাকে তবে মহাভারতের শেষ যুগে অবশ্যই লিঙ্গপূজা প্রবর্তিত হয়েছিল।

শিবলিঙ্গেব উৎপত্তিজনিত বৈচিত্র্যময় পৌবাণিক কাহিনীগুলি আলোচনা করলে এই কাহিনীগুলির মোটামুটি দুটি রূপ পাওয়া যায়। একটি সূর্যাগ্নির তেজোময় জ্যোতির্লিঙ্গেব আবির্ভাব সম্পর্কিত, আর একটি মনুষ্যাকৃতি শিবের জননেন্দ্রিয় থেকে শিবলিঙ্গের উৎপত্তি ও সৃষ্টিকর্মের প্রতীক হিসাবে শিবানীর যোনির সঙ্গে শিবলিঙ্গের সংযোগ সম্পর্কিত। শিব লিঙ্গের প্রাচীনতম উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়। সৌপ্তিক পর্বে শিবলিঙ্গ সম্পর্কে একটি উপাখ্যানও আছে। এই উপাখ্যান কতকটা দক্ষযজ্ঞের প্রাচীনতর কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। সৃষ্টিকালে মহাদেব জলমধ্যে তপস্যা করতে আরম্ভ করলে ব্রহ্মা অপর এক প্রজাপতি সৃষ্টি করে তাঁকে জীব সৃষ্টি করতে আদেশ দিলেন। প্রজাপতি বহুসংখ্যক প্রাণী সৃষ্টি করলেন। পরে মহাদেব জল থেকে উঠে সৃষ্টিকার্য সম্পূর্ণ দেখে নিষ্প্রয়োজন বোধে নিজের লিঙ্গ ছিন্ন করে তপস্যার জন্য মুঞ্জবত পর্বতে চলে গেলেন। শিবলিঙ্গ মৃত্তিকায় প্রোথিত হয়ে গেল।[১]

অনুশাসন পর্বে (১৪ অঃ) উপমন্যু ইন্দ্রকে বলেছিলেন, শঙ্কর ভিন্ন অন্য কোন দেবতার লিঙ্গ দেবগণ অর্চনা করেন না, এমন কি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ইন্দ্রও শিবলিঙ্গ অর্চনা করে থাকেন :

ন শুশ্রম যদন্যস্য লিঙ্গমভ্যর্চিতং সুরৈঃ ॥
কস্যান্যস্য সুরৈঃ সর্বৈর্লিঙ্গং মুক্ত্বা মহেশ্বরম্।
অর্চ্যতেঽর্চিতপূর্বং বা ব্রূহি যদ্যস্তি তে শ্রুতিঃ ॥
যস্য ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ ত্বঞ্চাপি সহ দৈবতৈঃ।
অর্চয়েথাঃ সদা লিঙ্গং তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠতমো হি সঃ ॥[২]

১ মহাঃ, সৌপ্তিক পর্ব—৭ অঃ ২ মহাঃ, অনুশাসন পর্ব—১৪।২২৬-২২৮

—আমরা কখনও শুনিনি যে দেবগণ অন্য কারো লিঙ্গ অর্চনা করে থাকেন? মহেশ্বরের লিঙ্গ ছাড়া অন্য কোন্ দেবতার লিঙ্গ দেবগণ অর্চনা করে থাকেন অথবা পূর্বে করেছেন, যদি তোমার জানা থাকে ত বল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং তুমি দেবগণের সঙ্গে যাঁর সর্বদা অর্চনা করে থাক, তিনিই আমার ইষ্টতম।

তারপর উপমন্যু বললেন—

পুংলিঙ্গং সর্বমীশানং স্ত্রীলিঙ্গং বিদ্ধি চাপ্যুমাং।
দ্বাভ্যাং তনুভ্যাং ব্যাপ্তং হি চরাচরমিদং জগৎ ॥[১]

বৈদিক রুদ্রশিবের সঙ্গে লিঙ্গপ্রতীকের সংযোগ অবশ্যই পরবর্তীকালের। স্ত্রী-পুরুষের মিলনজাত স্বাভাবিক সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বৈদিক যাগযজ্ঞের সঙ্গেও অনেক স্থলে অনুস্যূত আছে। কিন্তু ধ্বংসের দেবতা রুদ্র-শিব সৃষ্টির দেবতারূপে কোথাও বর্ণিত হন নি। পুরাণে প্রজাপতি রুদ্রকে সৃষ্টিকর্মের জন্য সৃষ্টি করলেও রুদ্র সৃষ্টিকর্মে প্রবৃত্ত হন নি। তিনি হয় তপস্যায় নিমগ্ন থেকেছেন নয়ত যজ্ঞ ধ্বংস করেছেন। তাই সৃষ্টির প্রতীক লিঙ্গরূপী শিব অনার্যকৃষ্টি থেকে আর্যকৃষ্টিতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন বলে পণ্ডিতদের ধারণা। কিন্তু যে জ্যোতির্লিঙ্গ লিঙ্গপ্রতীকের মূল সেই জ্যোতির্লিঙ্গই অর্থাৎ সূর্যাগ্নির তেজোময় কিরণই সৃষ্টিতত্ত্বের মূলীভূত বিষয়। সুতরাং শিবতত্ত্বে অনার্যকৃষ্টি কতটা প্রবেশ করেছে, সে সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপক গবেষণা ব্যতীত দৃঢ় সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন নয়। মোহেন্-জো-দারোতে প্রাপ্ত নরম পাথর ও পোড়া-মাটির হ্রস্বাকার বস্তুকে লিঙ্গপ্রতীক বলে মনে করেছেন মার্শাল সাহেব। অন্যান্য অনেক পণ্ডিতও এই অভিমত সমর্থন করেছেন। "লিঙ্গপূজা যে সিন্ধু উপত্যকায় বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। হরপ্পা ও মোহেন-জো-দারোতে প্রাপ্ত নানারূপ প্রস্তর মৃত্তিকা ও কায়েন্স প্রভৃতি অসংখ্য লিঙ্গ ও বলয়াকৃতি দ্রব্য লিঙ্গপূজার নিদর্শন বহন করিয়া আনিয়াছে বলিয়া মনে হয়।"[২] কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে অনার্য লিঙ্গপূজা মোহেন্-জো-দারোর যুগ থেকে পৌরাণিক যুগে নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে এবং রুদ্র-শিবের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।

"Evidently the oldest form of the Siva Cult which prevailed since the Mohenjodaro-Harappa culture of the second millenium

১ তদেব—১৪।২৩১

২ প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো—কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, ২য় সং, পৃঃ ৭৭

B. C. was some form of phallus worship. But this phallus worship acquired a new and profound significance very early in the history of Indian thought as indicated by the Purāṇas. A deeper religious significance has been attached to the concept of Linga ...instead of the organ of procreation. It implies now the symbol of procreation and from the philosophical point of view it is explained as the source of origin and the dissolution of the universe representing the sumtotal of all that comes into being and Mahādeva, the Great God sustains the universe. The original Siva cult has later been brought into line with the Vedic Rudra cult."[১]

কিন্তু মোহেন্ জো-দারোতে প্রাপ্ত বস্তুগুলি যে শিবলিঙ্গ এমন তথ্য কেবলমাত্র অনুমান-নির্ভর। কারণ সিন্ধু সভ্যতার বহু পরবর্তীকাল পর্যন্ত লিঙ্গপূজার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি এবং মার্শাল সাহেবের মত সর্বজনস্বীকৃতও নয়। কেউ কেউ মনে করেন যে এই নিদর্শনগুলি পিতৃদেবতা পূজার প্রতীক।[২] রুদ্র-উপাসনা (Rudra cult) এবং শিব-উপাসনা (Siva cult) যে পৃথক এমন কোন প্রমাণও আমাদের হাতে নেই। বরঞ্চ বেদেই যে রুদ্র ও শিব একাত্মা হয়ে আছেন, এ সত্য অবিসংবাদিত। মোহেন্-জো-দারো যে অনার্য সভ্যতা, তাও নিঃসংশয়িত নয়। জ্যোতির্লিঙ্গ যে যৌন-লিঙ্গের উপাসনার পরবর্তীকালের উদ্ভাবনা তাও প্রমাণনির্ভর নয়। বরং জ্যোতির্ময় রুদ্রের প্রতীক হিসাবে জ্যোতির্লিঙ্গের কল্পনাই প্রাচীনতর বিবেচিত হয়।

কুষাণ সম্রাটদের মুদ্রায় দেশী বিদেশী অনেক দেবদেবীর মূর্তি অংকিত আছে। শিবের মূর্তি আছে, উমারও (Nana) মূর্তি বোধহয় সর্বপ্রথম পাই; কিন্তু লিঙ্গাঙ্কিত মুদ্রা পাই না। প্রাচীনতর মুদ্রায় ত্রিশূল, চন্দ্র চন্দ্রশীর্ষ মন্দির, বৃষভ প্রভৃতি শিবের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে খ্রীষ্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল না, অথবা প্রচলিত হয়ে থাকলেও জনপ্রিয়তা লাভ করে নি।

"The Linga worship had, it appears, not come into use at the time of Patanjali, for instance, he gives under P. V. 3. 99

১ God in Indian Religion, Dr. H. K. Deychaudhuri—page 110
২ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ১২৩

is that of an image or likeness (Pratikriti) of Siva as an object of worship, and not of any emblem of that god. It seems to have been unknown even in the time of Wema Kadpheses; for on the reverse of his coins there is a human figure of Siva with a trident in the hand; there is also an emblem, but it is Nandin or the bull, and not a linga."[১]

অন্ধ্রপ্রদেশের গুডিল্লম গ্রামে অদ্যাপি পূজিত দ্বিভুজ শিব-বিগ্রহ-সংলগ্ন শিব-লিঙ্গটিকে গোপীনাথ রাও খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীর বলে অনুমান করেছেন। শিবলিঙ্গটির জন্মকাল নির্ণয় করা কঠিন হলেও, লক্ষণীয় এই যে এই লিঙ্গের সঙ্গে কোন যোনিপট্ট (গৌরীপট্ট) সংলগ্ন নেই। প্রাচীনতর শিবলিঙ্গগুলিতে যোনিপট সংলগ্ন করা হয় নি। এ থেকে অনুমান করা হয় যে শিবলিঙ্গকে শিবের জননেন্দ্রিয়রূপে গ্রহণ করার রীতি গুপ্তযুগের পূর্ববর্তীকালের নয়। কোন কোন পণ্ডিতের আবার ধারণা, লিঙ্গপূজার উদ্ভব বৌদ্ধস্তূপ পূজা থেকে। শিবের সঙ্গে ধ্যানীবুদ্ধের সম্পর্কও অস্বীকার করা যায় না।

লিঙ্গপূজার তাৎপর্য—শিবলিঙ্গের পূজা যে জননেন্দ্রিয়ের পূজা নয়, সে বিষয়ে বহু পণ্ডিত-গবেষক পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। একদিকে যেমন একশ্রেণীর পণ্ডিত অনার্যজাতি-পূজিত পুং জননেন্দ্রিয় পূজা আর্যধর্মে স্বীকৃত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, তেমনি আর একদল পণ্ডিত লিঙ্গপূজাকে প্রতীক উপাসনা-রূপে গ্রহণ করেছেন। ঋগ্বেদে শিশ্নদেবের সঙ্গে ইন্দ্রের সংগ্রামের উল্লেখ আছে। শিশ্নদেবকে লিঙ্গ বা জননেন্দ্রিয়রূপে অনেকে গ্রহণ করেছেন এবং বৈদিকযুগে আর্যগণ কর্তৃক অনার্যকৃষ্টি থেকে ঋণ গ্রহণের সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ডঃ ভাণ্ডারকর লিখেছেন, "Just then as the Rudra-Śiva cult borrowed several elements from the dwellers in forests and stragglers in places out of the way, so it may have borrowed this element of phallic worship from the barbarian tribes, with whom the Aryans came into contact "[২]

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস বলেছেন যে পৃথিবীর নানা দেশেই লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল—"The Egyptians, Greeks and Romans worshipped Priapus; and the Cananites and idolatrous Jews worshipped Baal—

১ Vaisnavism & Saivism, Sir R. G. Bhandarkar (1965)—page 115
২ তদেব

Peor. These gods represented the Linga cult. The worship of Bacchus was another form of it."[১]

ডঃ দাসের মতে লিঙ্গপূজা বৈদিকযুগে প্রচলিত ছিল। যেমন পৃথিবীর অন্যান্য জাতিদের মধ্যে লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল, তেমনি ভারতে আর্য এবং অনার্য দ্রাবিড় জাতির মধ্যেও লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল। এ ব্যাপারে আর্যগণ অনার্যজাতির কাছে ঋণী নন।

"It would thus appear that the phallic worship was at one time prevalent throughout the ancient world; and it may have prevailed as much among certain Aryan tribes of Sapta-Sindhu, as among the Dravidians, without mutual borrowing."[২]

ডঃ দাস অবশ্য একথাও বলেছেন যে আর্যগণ প্রধানতঃ লিঙ্গপূজার বিরোধী ছিলেন, তবে আর্যদের একাংশ লিঙ্গপূজা করতেন। এই লিঙ্গোপাসক আর্যগণ উত্তরপশ্চিম সীমান্তে বাস করতেন।[৩]

বৈদিক যুগে লিঙ্গপূজার কোন প্রশ্নই ওঠেনা, কেন না, সে যুগে দেবতার লিঙ্গ বা প্রতীক ছিলেন অগ্নি।

লিঙ্গ শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রতীক (ইংরাজী ভাষায় Symbol)। সুতরাং শিবলিঙ্গ পূজা অর্থে শিবের প্রতীক উপাসনা বোঝায়। প্রতীক বা চিহ্ন বলেই লিঙ্গ পরে বিশেষ ইন্দ্রিয়ের দ্যোতক হয়েছে। অধ্যাপক মহেশ্বর দাস লিঙ্গ শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "লিঙ্গ শব্দের প্রকৃত অর্থ কারণবস্তুর সূক্ষ্মরূপ। লিঙ্গ শব্দের জননেন্দ্রিয় অর্থ অতি সংকীর্ণ ও গ্রাম্য। স্থূল শরীরের কারণস্বরূপ অষ্টাদশ সূক্ষ্ম অঙ্গবিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীরকে বেদে এবং দর্শনে লিঙ্গ-শরীর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। স্থূল শরীর ধ্বংসের পর এই লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর অন্যদেহে সংক্রমিত হয়। তাহা ছাড়া কারণকে লিঙ্গ বলা হয়।"[৪]

বিশ্বব্যাপ্ত যাঁর শরীর—যিনি সর্বময় তাঁর মূর্তি চিন্তা করা কঠিন বলেই তাঁর প্রতীক বা লিঙ্গ কল্পিত হয়েছে। এই হিসাবে দেবতার মূর্তিও দেবতার লিঙ্গ। অধ্যাপক দাস শিবলিঙ্গ সম্পর্কে লিখেছেন, "এই সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের রূপ দুরধিগম্য বলিয়া অনবধারণীয়,' তাই কলিদাস বলিয়াছেন—"ন বিশ্বমূর্তেরবধার্যতে

১ Rgvedic Culture—page 164 ২ তদেব—পৃঃ ১৬৬ ৩ তদেব
৪ শিব কি অনার্য দেবতা, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা (ক.বি)—পৃঃ ৫৫-৫৬

বপুঃ" (কুমারসম্ভব, ৫), এই অনবধারণীয় পরমেশ্বরের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ হস্তপদাদি প্রাকৃত অঙ্গ থাকা অসম্ভব বলিয়া তাঁহাকে লিঙ্গ বা Symbol রূপে পূজা করা হয়। ইহাই শিবলিঙ্গার্চনের গোপন রহস্য। সুতরাং লিঙ্গপূজা Phallic worship নয়।"[১]

অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্যও শিবলিঙ্গকে অচিন্ত্য সর্বব্যাপ্ত রুদ্র-শিবের প্রতীক রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বক্তব্য অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "Speculative minds could easily see that there was an obvious advantage in using a shapeless stone as the proper symbol of one whom philosophy had described as formless by nature. The Śaiva linga and the Vaiṣṇava Sālagrāma are both shapeless stones, and it is not very unlikely that the so-called Svayambhū linga or pebble rounded and shapped by the forces of nature, was the original form under which Śiva was worspipped."[২]

ভারতবর্ষীয়েরা শিবলিঙ্গকে শিবের জননেন্দ্রিয় বলে পূজা করে না; 'বিশ্বাত্মং বিশ্ববীজং' বলে অনাদি অনন্ত রুদ্রশিবেরই পূজা করে লিঙ্গ প্রতীকে। অনেক জায়গায় দেখা যায় শিবলিঙ্গের উপরিভাগে পঞ্চানন শিবের পঞ্চমুণ্ড বসানো থাকে। বেনারসে বিড়লা মন্দিরে পঞ্চমুখ বিশিষ্ট শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। বালুরঘাট গ্রন্থাগার লাইব্রেরী মিউজিয়মে চতুর্মুখ শিবলিঙ্গ আছে। আবার শিবলঙ্গের চারদিকে চারটি শক্তিমূর্তিও আছে। নবদ্বীপে বুড়াশিব, যোগনাথ, দণ্ডপাণি প্রভৃতি শিবলিঙ্গে মুখগহ্বর, চক্ষু ও নাসিকা সংযুক্ত। জননেন্দ্রিয়ে মুখ চোখ বসানো হাস্যকর, মুণ্ডসহিত শিবলিঙ্গকে মুখলিঙ্গ বলা হয়। চম্পায় মুখলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও পূজা সম্পর্কে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "It was a regular custom with the kings of champa to instal these mukhalingas, to carve a face like their own at the top to indicate their unity and identity with the god-head as preached by the vedānta and to name them after themselves as lord of so and so."[৩]

হরিদাস ভট্টাচার্য তাই সিদ্ধান্ত করেছেন যে লিঙ্গপূজা কখনই পুং জননেন্দ্রিয়ের পূজা নয়: "The fact that both in India and in the

১ তদেব—পৃঃ ৫৭-৫৮
২ The Foundations of Living Faiths—pages 228-229
৩ Champā, page—186

Far Eastern Hindu colonies lingas with one or more faces carved at the top (mukhalinga images) have been discovered shows that Phallic association was not abstrusive in the popular mind "[১]

ডঃ মজুমদার অন্যত্র লিখেছেন, "But the linga may have been in origin no more than just a symbol of Siva as the Sālagrām is of Viśṇu [২]

মূর্তিপূজা ছাড়াও বিভিন্ন প্রতীকে দেব-উপাসনার রীতি হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে। জলপূর্ণ ঘট সকল দেবতারই প্রতীক হিসাবে পূজিত হয়। এ ছাড়া প্রস্তর, ইষ্টক, বৃক্ষ প্রভৃতিও দেবতার প্রতীক হিসাবে স্বীকৃত হয়ে থাকে।

"The worship of the five gods in Panchāyatana or earthenware pots, may be used to represent the divinities. The image or symbol of the god whom the worshipper prefers is placed in the centre, and the other four are so set as to form a square around the central figure."[৩]

Mr. Farquhar দেবতার প্রতীকগুলি সম্পর্কে পাদটীকায় লিখেছেন, "The more usual symbols are: Vishnu, the Śālagrāma pebble; Siva, the Narmadeśvara pebble; Siva, the Devi, a piece of metal or the Svarṇarekhā stone, found in a river in South India; Surya, a round piece of Sūryakānta, i.e., Sun-stone or of Sphatika, i.e., crystal; Gaṇeśa the Suvarṇabhadra, a red slab from a stream near Arrah."[৪]

সূর্যাগ্নিরূপী রুদ্র-শিবের যে সর্বব্যাপী তেজ বা কিরণ তারই প্রতীক হিসাবে প্রস্তরনির্মিত বা মৃন্ময় শিবলিঙ্গ পূজিত হচ্ছেন। শিবলিঙ্গ জ্যোতির্লিঙ্গেরই প্রতীক। পরে শিবলিঙ্গ উপাসনার প্রকৃত তাৎপর্য বিস্মৃত হয়ে পুরাণকারগণ শিবের জননেন্দ্রিয়ের পতন ও পূজা সম্পর্কে নানাবিধ অশ্লীল কাহিনী গড়ে তুলেছেন। অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য লিখেছেন, "It is permissible for us to speculate that the destructive aspect of Rudra, which

১ Foundations of Living Faiths—page 229

২ Cultural Heritage of India, IV, page 67

৩ Outlines of the Religious Literature of India, J. N. Furquhar —page 293

৪ তদেব

ultimately made Śiva the third person of the Hindu Trinity, would receive the epithet liṅga, and then, by the principal symbolisation or visual representation (which Freudian psychology has now familiarised to us in the domain of dreams), the representation would take the form of other meaning of linga, namely sexual organ."[১]

ঋগ্বেদে দুটি ঋকে শিশ্নদেবের উল্লেখ আছে। এই দুটি ঋকেই শিশ্নদেবের সঙ্গে যজ্ঞকারী আর্যগণের বিরোধের ইঙ্গিত আছে। একটি ঋকে শিশ্নদেবের হাত থেকে যজ্ঞ রক্ষার জন্য ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। ঋষির প্রার্থনা :

স শর্ধদর্যো বিষুণস্য জন্তোর্মা শিশ্নদেবা অপি গুর্ঋতং নঃ ॥[২]

—স্বামী ইন্দ্র যেন বিষম জন্তুর বধে উৎসাহিত হন। শিশ্নদেবগণ যেন আমাদিগের যজ্ঞ বিঘ্ন না করেন।[৩] অপর ঋক্‌টিতে প্রার্থনা করা হয়েছে যে ইন্দ্র যেন নিজতেজে শিশ্নদেবগণকে অভিভূত করেন—'শিশ্নদেবা অভি বর্পসা ভূৎ।'[৪] আর একটি ঋকে নবীন (যুবক) ইন্দ্র শিশ্নগণকে ধ্বংস করছেন—সন্তঃ শিশ্নাঃ প্রমিণানো নবীয়ান্।[৫]

অনেকেই শিশ্ন শব্দের লিঙ্গ অর্থ করে বৈদিকযুগে লিঙ্গপূজার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।[৬] কিন্তু শিশ্ন শব্দের অর্থ এখানে অস্পষ্ট। নিঘণ্টুতে শ্নথ ধাতুর (শ্নথতি) অর্থ বধার্থক।[৭] যাস্ক বলেছেন যে, শিশ্ন শব্দ 'শ্নথ' ধাতু থেকে এসেছে। সুতরাং শিশ্ন শব্দের অর্থ হয় বধের যোগ্য বা বধকারী। স্কন্দস্বামী নিরুক্ত ব্যাখ্যায় বলছেন, "তাড্যতে হি তেন স্ত্রীসম্ভোগকালে।" অর্থাৎ স্ত্রীসম্ভোগকালে যারা তাড়িত হয় বা বধ্য হয় তারাই শিশ্ন।

নিরুক্ত ব্যাখ্যায় দুর্গাচার্য বলেছেন, "শিশ্নেন নিত্যমেব প্রকীর্ণাভিঃ স্ত্রীভিঃ সাকং ক্রীড়ন্ত আসতে শ্রৌতানি কর্মাণি উৎসৃজ্য"—অর্থাৎ, যাগযজ্ঞাদি শ্রৌতকর্ম পরিত্যাগ করে যারা বহুসংখ্যক স্ত্রীর সঙ্গে ক্রীড়া করে, তারাই শিশ্নদেব।

এই ব্যাখ্যা অনুসারে স্ত্রী-সম্ভোগ বা কামকেই যারা দেবতার মত উপাসনা করে তারাই শিশ্নদেব। এক কথায় শিশ্নদেব শব্দের অর্থ কামুক বা ইন্দ্রিয়পরায়ণ

১ Foundations of Living Faiths—page 227　২ ঋগ্বেদ—৭।২১।৫
৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত　৪ ঋগ্বেদ—১০।৯৯।৩　৫ ঋগ্বেদ—১০।২৭।১৯
৬ Rgvedic culture—page 164　৭ নিঘণ্টু—২।১৯

ব্যক্তি। যাস্ক ৭।২১।৫ ঋকের ব্যাখ্যায় শিশ্নদেব শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন, "শিশ্নদেবা অব্রহ্মচর্য্যাঃ।"[১] রমেশচন্দ্র দত্ত ১০।৯৯।৩ ঋকের বঙ্গানুবাদ শিশ্নদেব শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ইন্দ্রিয়পরায়ণ দুরাত্মা'। শিশ্নদেব শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করলে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, বৈদিক মানব সমাজের সঙ্গে লিঙ্গপূজার কোন সম্পর্ক ছিল না। Prof. Roth-এর মতানুসারে শিশ্নদেব লাঙ্গুলবিশিষ্ট একশ্রেণীর দানবকে বোঝাত।[২] ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার শিশ্নদেব শব্দে লিঙ্গপূজক কোন মানবগোষ্ঠীর কথা স্বীকার করেন নি, "...the expression 'Śiśnadevāḥ' may not signify men who had phallas (linga) for deity, but rather, as Roth suggests, some 'tailed (or priapic) demons', from whose un-welcome intrusion the Aryans sought the protection of Indra."[৩]

শিশ্নদেবের আদি অর্থ কামুক বা ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি। পরে পণ্ডিতরা শব্দটির অর্থ পরিবর্তন করে করলেন—লিঙ্গ-পূজক। এইভাবেই রুদ্র-শিবের জ্যোতির্লিঙ্গ শিবের জননেন্দ্রিয়ে পর্যবসিত হয়ে নানা রসাল কাহিনীর বিষয় হয়েছে। স্বামী শংকরানন্দ বলছেন যে, পবিত্রস্তম্ভ (স্তম্ভাকৃতি লিঙ্গ) যজ্ঞের যূপ থেকে উৎপন্ন এবং রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছে সূর্যস্তম্ভরূপে পরিগণিত।

"Sacred Pillars were worshipped in every religion. In Vedic India, it was Yupa, in Egypt it was the Dad Pillar, in the Jewish religion it was Ashera and the Sun-pole among the Red Indians."[৪]

এই মতানুসারেও পবিত্রস্তম্ভ শিবলিঙ্গ সূর্যাগ্নির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। রুদ্র-শিবের সূর্যাগ্নিরূপতাহেতু তাঁর প্রতীক শিবলিঙ্গ ও সূর্যাগ্নির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জ্যোতির্লিঙ্গ।

অধ্যাপক মহেশ্বর দাসের মতে গৌরীপট্টযুক্ত "শিবলিঙ্গ মূল প্রকৃতিযুক্ত ব্রহ্মের অনুকল্প মাত্র।"[৫]

১ নিরুক্ত—৪।১৯।১৫ ২ Muir, Oriental Sanskrit Texts, IV—page 411
৩ Cultural Heritage of India, vol. IV—pages 65-66
৪ Decipherment of Inscriptions on Phaistos Disc of Crete—page 38
৫ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা—পৃঃ ৫৬

রুদ্রগণ ও গণেশ

রুদ্রগণ—রুদ্র এক নন, রুদ্র সহস্র সহস্র—"সহস্রাণি সহস্রশো যে রুদ্রা অধিভূম্যাং তেষাং সহস্র যোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি অস্মিন্মহত্যর্ণবেঽন্তরিক্ষে ভবা অধি নীলগ্রীবাঃ শর্বা অধঃ ক্ষমাচরা। নীলগ্রীবাঃ সিতিকণ্ঠা দিবং রুদ্রা উপাসিতা। যে বৃক্ষেষু সসিপঞ্জরা নীলগ্রীবা বিলোহিতাঃ যে ভূতানামধিপতয়ো বিশিখাসঃ কপর্দিনঃ ··· য এতাবন্তশ্চ ভূয়াংশ্চ দিশো রুদ্রা বিতস্থিরে · ।"[১]

—পৃথিবীতে যে সহস্রপ্রকার সহস্রসংখ্যক রুদ্র আছেন তাঁদের ধনুসকল জ্যাযুক্ত হয়ে সহস্রযোজন দূরে স্থাপিত হোক,—এই বিশাল অর্ণবসদৃশ অন্তরীক্ষে যে নীলগ্রীব শুভ্রকণ্ঠ রুদ্রগণ বর্তমান আছেন, যে রুদ্রগণ পৃথিবীর অধোভাগে (পাতালে) বিরাজ করেন, নীলগ্রীব শুভ্রকণ্ঠ যে রুদ্রগণ দ্যুলোকে (স্বর্গে) আশ্রয় করে বর্তমান, বৃক্ষে যাঁরা অবস্থান করেন তৃণবৎ পিঞ্জরবর্ণ (শ্যামলবর্ণ), নীলগ্রীব, লোহিতবর্ণ, যাঁরা প্রাণিগণের অধিপতি, শিখাহীন (মুণ্ডিতমস্তক) ও কপর্দী (জটাধারী)—তাঁরা সকলে আরও অনেকে—যাঁরা সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে থাকেন, তাঁদের ধনু সহস্রযোজন দূরে নিক্ষিপ্ত হোক।

শুক্লযজুর্বেদেও অসংখ্য রুদ্র বর্তমান—"অসংখ্যাতা সহস্রাণি যে রুদ্রা অধিভূম্যাম্ ···।[২] অর্থাৎ, অসংখ্য সহস্র প্রকারের রুদ্র ভূমিতে বর্তমান।

এইভাবে স্বর্গে মর্তে পাতালে সর্বদিকে অসংখ্য রুদ্র সর্বত্র বিরাজ করছেন। সর্বদিকে বিরাজমান রুদ্রগণ যে সূর্যাগ্নিরূপী সূর্যের অসংখ্য সর্বব্যাপী কিরণ বা তেজঃসমূহ তা সহজেই অনুমেয়। শুক্লযজুর্বেদে রুদ্রগণ পৃথিবীকে সৃষ্টি করে বৃহজ্জ্যোতিরূপ সূর্য বা অগ্নিকে প্রজ্বলিত করেন—"রুদ্রাঃ সংসৃজ্য পৃথিবীং বৃহজ্জ্যোতিঃ সমীধিরে।"[৩]

রুদ্রগণ, রুদ্রিয়া ইত্যাদিরূপে মরুদ্গণের বিশেষণ বা নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বেদের সর্বত্র। মরুদ্গণ রুদ্রের পুত্র—কখনও বা রুদ্রের সঙ্গে অভিন্ন। রুদ্রের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট যে সহস্র সহস্র দেবতা,—তাঁরা অবশ্যই সূর্যাগ্নিরূপী রুদ্রের অজস্র কিরণ।[৪] রুদ্রগণ ও মরুদ্গণ একই দেবসঙ্ঘ, একটি ঋকে রুদ্র মরুদ্গণের পিতা এবং সূর্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট :

১ কৃষ্ণ যজুঃ—৪।৫।২।১১ ২ শুক্ল যজুঃ—১৬।৫৪ ৩ শুক্ল যজুঃ—১১।৫৪

৪ মরুৎ প্রসঙ্গ, ১ম পর্ব—পৃঃ ৪৩০-৪৩৮

আ তে পিতর্মরুতাং সুম্নমেতুমানঃ সূর্যস্য সংদৃশো যুযোথোঃ ।[১]

—হে মরুৎগণের পিতা, তোমার দেওয়া সুখ আমাদের গৃহে আগমন করুক, তুমি আমাদের সূর্যের সঙ্গে সংযুক্ত কর অর্থাৎ সূর্য দর্শন করাও।

সূর্যাগ্নির রশ্মিরূপেই মরুদ্গণ রুদ্রপুত্র। এঁরাই যজুর্বেদে সর্বব্যাপী অসংখ্য রুদ্ররূপে অভিহিত। রুদ্রের মতই মরুদ্গণের কাছে ঋষি রক্ষা প্রার্থনা করেছেন—"মরুতো মা গণৈরবন্তু।"[২]—মরুতেরা গণের সঙ্গে আমাকে রক্ষা করুন।

রুদ্রগণের সঙ্গে ইন্দ্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ—তাঁরা ইন্দ্রের সহায়ক বৃত্রবধাদি কার্যে। ইন্দ্রেরও গণ আছে—

স ইষুহস্তৈঃ স নিষঙ্গিভির্বশী সংস্রষ্টা স যুধ ইন্দ্রো গণেন ॥[৩]

—বশী ইন্দ্র বাণহস্ত নিষঙ্গ-(খড়্গ) ধারী গণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

রুদ্রগণ ও ইন্দ্রের গণ একই বস্তু। কারণ রুদ্র ও ইন্দ্র স্বরূপতঃ ভিন্ন নয়। রুদ্র সহস্রসংখ্যক অথবা অসংখ্য হওয়া সত্ত্বেও রুদ্র কিন্তু এক, কারণ সূর্যাগ্নির তেজ বা কিরণমালা আর সূর্যাগ্নি এক অভিন্ন। সেইজন্যই অসংখ্য হয়েও রুদ্র এক—"এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ।"[৪]

একাদশ রুদ্র—মহাভারতে-পুরাণে রুদ্রের সংখ্যা একাদশ। একাদশ রুদ্রের নামও পাওয়া যায়:

অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যঃ পিনাকী চ পরন্তপঃ।
দহনোঽথাশ্বশ্চৈব কপালী চ মহাদ্যুতিঃ।
স্থাণুর্ভগশ্চ ভগবান্ রুদ্রা একাদশ স্মৃতাঃ ॥

—অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন্য, পিনাকী, পরন্তপ, দহন, অশ্ব, কপালী, মহাদ্যুতি, স্থাণু, ভগ ও ভগবান এই এগারজন রুদ্র।

মহাভারতেই অপর একস্থানে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে রুদ্রের এগারটি নাম আছে—

অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যঃ পিণাকী চাপরাজিতঃ।
ঋতশ্চ পিতৃরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বরঃ।
সাবিত্র্যশ্চ জয়ন্তশ্চ ··· ॥[৬]

১ ঋগ্বেদ—২।৩৩।১ ২ অথর্ব—১৯।১।৪৫।১০ ৩ অথর্ব—১৯।২।৪।৪
৪ কৃষ্ণ যজুঃ—১।১।৮।৬ ৫ মহাভারত, আদিপর্ব—৬৬।২-৩
৬ মহাঃ, শান্তিপর্ব—২০৭।১৯-২০

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন্য, পরন্তপ, দহন, মহাদ্যুতি, স্থাণু, ভগ ও ভগবান সূর্যাগ্নির নাম বা রূপভেদ। অশ্ব ও সূর্যাগ্নির নাম। অগ্নি, বিষ্ণু এবং সূর্য তিন দেবতাই অশ্ব হয়েছিলেন। একাদশ রুদ্র সম্পর্কে প্রয়াত দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন, "রুদ্র বলিতে প্রধানতঃ শিবকে বোঝায়। কিন্তু রুদ্রগণের সংখ্যা একাদশ। তাঁহাদের নাম ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। যথা—এক মতে অজ একপাদ, অহির্বুধ্ন্য, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর ও ঈশ্বর এই একাদশ গণদেবতা বিশেষ। অন্য মতে—অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন্য, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র ও হর—এই একাদশ গণদেবতা।"[১]

শিবপুরাণে বায়বীয় সংহিতায় একাদশ রুদ্রের নাম—

মহাদেবঃ শিবো রুদ্রঃ শংকরো নীললোহিতঃ।
ঈশানো বিজয়ো ভীমো দেবদেবো ভবোদ্ভবঃ।
কপালীশ্চ কথ্যন্তে তথৈকাদশ শক্তয়ঃ ॥[২]

স্কন্দপুরাণ মতে একাদশ রুদ্র—

অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যো বিরূপাক্ষোঽথ রৈবতঃ।
হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বরঃ।
বৃষাকপিশ্চ শম্ভুশ্চ কপর্দী চাপরাজিতঃ ॥[৩]

কন্তু উক্ত পুরাণ মতে কলিযুগের রুদ্রগণের ভিন্ন নাম :

ভূতেশো নীলরুদ্রশ্চ কপালী বৃষবাহনঃ।
ত্র্যম্বকো ঘোর নামা চ মহাকালোঽথ ভৈরবঃ।
মৃত্যুঞ্জয়োঽথ কামেশো যোগেশ ইতি কীর্তিতঃ ॥[৪]

একাদশ রুদ্রের অনেকগুলি নাম রুদ্রশিবের, আবার অনেকগুলি সূর্য ও অগ্নির নাম বা বিশেষণ হিসাবে বিভিন্ন গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শিবপুরাণে (বায়বীয় সংহিতা) প্রজাসৃষ্টির মানসে কঠোর তপস্যায় রত ব্রহ্মার মুখ থেকে রুদ্র বহির্গত হয়ে নিজেকে একাদশভাগে বিভক্ত করেছিলেন।

ততঃ প্রাণেশ্বরো রুদ্রো ভগবান্ নীললোহিতঃ।
প্রসাদমতুলং কর্তুং প্রাদুরাসীৎ প্রভোর্মুখাৎ ॥

---

১ কৃষ্ণ যজুঃ, ১।২।১২।৬ মন্ত্রের ব্যাখ্যা, ১ম খণ্ড—পৃঃ ৬২৬, পাদটীকা
২ বায়বীয় সং, উত্তরভাগ—২৩।৫৪-৫৫ ৩ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ড—৮৭।৬
৪ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ড—৮৭।৯

দশধা চৈকধা চক্রে স্বাত্মানং প্রভুরীশ্বরঃ।
তে তেনোক্তা মহাত্মানো দশধা চৈকধা কৃতাঃ॥
যূয়ং সৃষ্টা ময়া বৎসা লোকানুগ্রহকারণাৎ।
তস্মাৎ সর্বস্য লোকস্য স্থাপনায় হিতায় চ॥
প্রজা সন্তানহেতোশ্চ প্রযতধ্বমতান্দ্রিতাঃ।
এবমুক্তাশ্চ রুরুদুর্দ্রুবুশ্চ সমন্ততঃ।
রোদনাদ্রাবণাচ্চৈব তে রুদ্রা নামতঃ স্মৃতাঃ॥[১]

—প্রভু (ব্রহ্মার) মুখ থেকে অনুগ্রহ করার নিমিত্তই ভগবান নীললোহিত রুদ্র আভির্ভূত হলেন। তিনি নিজেকে একাদশভাগে বিভক্ত করলেন। তারপর তিনি একাদশ রুদ্রকে বললেন, বৎসগণ, সকল লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত সকল লোকের প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণের নিমিত্ত তোমরা সৃষ্ট হয়েছে, অতএব তোমরা নিরলসভাবে প্রজাসন্তানের নিমিত্ত যত্ন কর। এই কথা শুনে তাঁরা রোদন এবং পলায়ন করেছিলেন। রোদন এবং দ্রবণের নিমিত্ত তাঁরা রুদ্র নামে খ্যাত।

রুদ্রগণের বৈচিত্র্য—বৈচিত্র্যময় রুদ্রগণের বিবরণ দেওয়া হয়েছে বামন-পুরাণে। অন্ধকাসুরের সেনাপতি দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধকালে নন্দী শিবগণের পরিচয় প্রদানকালে শিবকে বলেছিলেন—

যানেতান্ পশ্যসে শম্ভো ত্রিনেত্রান্ জটিলান্ শুচীন্।
এতে রুদ্রা ইতি খ্যাতাঃ কোট্যস্থেকদশৈব তু॥
বানরাস্যান্ পশ্যসে যান্ শার্দুলসম বিক্রমান্।
এতেষাং দ্বারপালাশ্চ সজ্জমানা যশোধনাঃ॥
ষন্মুখান্ পশ্যসে যাংশ্চ শক্তিপানীন্ শিখিধ্বজান্।
ষট্ চ ষষ্টিস্তথা কোট্যঃ স্কন্দনাম্নঃ ষড়াননাঃ।
বিশাখা তাবদেবোক্তা নৈগমেয়াশ্চ শঙ্কর॥
সপ্তকোটিশতং শম্ভো অমী বৈ প্রমথোত্তমাঃ।
একৈকং প্রতি দেবেশ তাবতোহপি মাতরঃ॥
ভস্মারুণিতদেহাশ্চ ত্রিনেত্রাঃ শূলপাণয়ঃ।
এতে শৈবা ইতি প্রোক্তাস্তত্র চোক্তা গণেশ্বরাঃ॥

১ বায়বীয় সং—১০।২৬-৩০

তথা পাশুপতাশ্চান্যে ভস্মপ্রহরণা বিভো।
এতে গণাস্ত্বসংখ্যাতাঃ সাহায্যার্থং সমাগতাঃ॥
পিণাকধারিণো রৌদ্রগণাঃ কালমুখাঃ পরে।
তব ভক্তাঃ সমায়াতা জটামণ্ডলিনোধুনা॥
খট্বাঙ্গবোধিনো বীরা রক্তচন্দনভূষিতাঃ।
ইমে প্রাপ্তা গণা যোদ্ধুং মহাব্রতিন উত্তমাঃ॥
দিগ্বাসসো মৌলিনশ্চ ঘণ্টাপ্রহরণাঃ পরে।
নিরাশ্রয়া নাম গণাঃ সমায়াতাশ্চ হে বিভো॥
সার্ধ দ্বিনেত্রাঃ পদ্মাক্ষাঃ শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসঃ।
সমায়াতাঃ খগারূঢ়া বৃষভধ্বজিনোঽব্যয়াঃ।
মহাপশুপতা নাম চক্রশূলধরাস্তথা।
ভৈরবো বিষ্ণুনা সার্ধমভেদেনার্চিতো হি বৈঃ॥
ইমে মৃগেন্দ্রবদনাঃ স্থূলবাণধনুর্ধরাঃ।
গণাস্তদ্রোমসংভূতা বীরভদ্রপুরোগমাঃ॥[1]

—হে শম্ভো! আপনি এই যে জটাজূটমণ্ডিত শুচিস্বভাব ত্রিনেত্র গণ সকলকে দেখিতেছেন, ইহারা রুদ্রনামে বিখ্যাত। ইহাদের সংখ্যা একাদশকোটি। এই যে শার্দূলসমবিক্রমসম্পন্ন বানরমুখ গণসকলকে অবলোকন করিতেছ, ইহারা উহাদের দ্বারপাল। ইহারা সকলেই যশোধন এবং সকলেই যুধ্যমান হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। এই ষণ্মুখ শিখিধ্বজ শক্তিহস্ত কুমারদিগকে দেখিতেছেন, ইহারা স্কন্দ নামে বিখ্যাত। ইহাদের সংখ্যা ষট্‌ষষ্টি কোটি। শাখ নামে বিখ্যাত ষড়াননগণসকলও সংখ্যায় ষট্‌ষষ্টি কোটি। হে শংকর! বিশাখ ও নৈগমেয় নামক গণসকলও ষট্‌ষষ্টি কোটি বলিয়া বিখ্যাত আছে। হে শম্ভো! এই প্রমথশ্রেষ্ঠগণের সংখ্যা সপ্তকোটিশত। হে দেবেশ! ইহাদের একৈককের প্রতি তাবৎ সংখ্যক মাতৃকা আছেন। এই শূলপাণি, ত্রিনেত্র, ভস্মরুণিত দেহ গণেশ্বরসকল শৈব নামে বিখ্যাত। ইহাদের নাম পাশুপতগণ। ...এই কালবদন, পিণাকধারী অপর রৌদ্রগণ আপনার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন; ইহারাও আসিয়াছে। এই মহাব্রতী নামক গণসকল যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছে। ইহারা খট্বাঙ্গ যোধী, বীর ও রক্তচন্দনে ভূষিত। হে বিভো! এই নিরাশ্রয়

[1] বামনপুরাণ—৬৭।৫-১৭

নামক গণসকলও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহারা দিগ্‌বস্ত্র, মৌলীধারী এবং ঘণ্টাই ইহাদের প্রহরণ। বৃষভধ্বজী গণসকলও আসিয়াছে। ইহারা সকলেই সার্ধদ্বিনেত্র ও পদ্মাক্ষ, সকলেই শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষোবিশিষ্ট এবং সকলেই খগারূঢ়। ইহাদের বিনাশ নাই, ক্ষয়ও নাই। এই মহাপাশুপত নামক গণসকলও উপস্থিত হইয়াছে, ইহারা বিষ্ণুর সহিত অভেদে মহাদেবের আরাধনা করিয়া থাকে। আপনার রোম হইতে উদ্ভূত বীরভদ্র প্রমুখ এই গণসকলও আগমন করিয়াছে। ইহারা সকলেই সিংহের ন্যায় বদনবিশিষ্ট ও সকলেই শূলবাণ ধনুর্ধর ॥[১]

শিবগণের এই বিশাল সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। এমন কি শিখিধ্বজ ষড়ানন, কুমার, শাখ, বিশাখ ও শিবের গণ। এই নামগুলি সবই কার্তিকেয়ের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। সতী দেহত্যাগের পরেও ক্রুদ্ধ শিব গণ সৃষ্টি করেছিলেন—

ততঃ ক্রোধাত্রিনেত্রস্য গাত্ররোমাত্তবামুনে।
গণা সিংহমুখা জাতা বীরভদ্রপুরোগমাঃ ॥

* * *

ততো গণানামধিপো বীরভদ্রো মহাবলঃ।
দিশি প্রত্যুত্তরায়াঞ্চ তস্থৌ শূলধরো মুনে ॥[২]

—ত্রিনয়নের ক্রোধ থেকে দেহের রোম থেকে হে মুনে, বীরভদ্র প্রমুখ সিংহমুখ গণসমূহ উৎপন্ন হয়েছিল। তারপর গণসমূহের অধিপতি মহাবল বীরভদ্র শূল ধারণ করে উত্তর দিকে অবস্থান করেন।

স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে অন্ধকাসুরের নির্যাতনকারী শিবগণের বিবরণ :

বিনায়কেন স্কন্দেন নন্দিনা সোমনন্দিনা।
নৈগমেয়েন শাখেন বিশাখেন বলীয়সা ॥
ইত্যাদ্যৈস্তু গণৈরুগ্রৈরন্ধকোঽপ্যন্ধীকৃতঃ ।[৩]

—বিনায়ক, স্কন্দ, নন্দী, সোমনন্দী, নৈগমেয়, শাখ, বলবান বিশাখ প্রভৃতি রুদ্রগণের দ্বারা অন্ধক অন্ধ হয়েছিল।

১ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন · ২ বামনপুরাণ—৪।১৭, ১৯
৩ স্কন্দপু, কাশীখণ্ড, পূর্বার্ধ—১৬।৬৯-৭০

দক্ষযজ্ঞের অবসানে দক্ষ গণাধিপত্য লাভ করেছিলেন। শিব তখন দক্ষকে বললেন—

ত্যক্ত্বা লোকৈষণামেতাং মদ্ভক্তো ভব যত্নতঃ।
ভবিষ্যসি গণেশানঃ কল্পান্তেঽনুগ্রহান্মম ॥[১]

—এই লোক ত্যাগ করে যত্ন সহকারে আমার ভক্ত হও। তুমি কল্পান্তে আমার অনুগ্রহে আমার গণের অধিপতি হবে।

মহাদেবের হাতে নিহত হয়ে মৃত্যুর পূর্বে অন্ধকাসুর শিবের স্তব করায় মহাদেব অন্ধককে গাণপত্য প্রদান করেছিলেন। মহাদেব অন্ধককে বললেন,—

প্রীতোঽহং সর্বথা দৈত্যস্তবেনানেন সাম্প্রতম্।
সম্প্রাপ্য গাণপত্যং মে সন্নিধানে সদা বস ॥
অরোগশ্ছিন্নসন্দেহো দেবৈরপি সুপূজিতঃ।
নন্দীশ্বরস্যানুচরঃ সর্বদুঃখবিবর্জিতঃ ॥
এবং ব্যাহৃতিমাত্রে তু দেবদেবেন দেবতাঃ।
গণেশ্বরং মহাদৈত্যমন্ধকং দেবসন্নিধৌ ॥
সহস্রসূর্যসংকাশং ত্রিনেত্রং চন্দ্রচিহ্নিতম্।
নীলকণ্ঠং জটামৌলিং শূলাসক্তং মহাকরম্ ॥[২]

—হে দৈত্য, সম্প্রতি আমি তোমার স্তবে প্রীত হয়েছি, আমার গাণপত্য লাভ করে রোগহীন সন্দেহহীন হয়ে, দেবতাদের পূজিত হয়ে আমার কাছে বাস কর। দেবদেব এইরূপ বলা মাত্রই দেবগণ মহাদেব সন্নিকটে সহস্র সূর্যসমতুল্য ত্রিনেত্র চন্দ্রচিহ্নিত নীলকণ্ঠ জটাবদ্ধমস্তক বিশাল হস্তে শূলধারী গণেশ্বর মহাদৈত্য অন্ধককে দেখলেন।

মৎস্যপুরাণে (১৫৪ অঃ) শিবগৃহের দৌবারিক বীরক ও একজন গণাধিপতি,—

তত্রাপশ্যৎ ত্রিনেত্রস্য রম্যং কঞ্চিদ্দ্বিতীয়কম্।
বীরকং লোকবীরেশমীশানসদৃশদ্যুতিম্ ॥[৩]

রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত আছে যে যখন রাবণ কৈলাশ আক্রমণ করেছিল, সেই সময়ে রাবণ ও মারীচের কথোপকথনকালে শিবানুচর বিকটাকার নন্দী আবির্ভূত হয়ে রাবণের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তখনকার নন্দীর বর্ণনা :

১ কূর্মপুরাণ, পূর্বভাগ—১৫।৭৬।৭৭ ২ কূর্মপুরাণ—১৫।২০৬-২০৯
৩ মৎস্যপুঃ—১৫৪।২৩

ইতি বাক্যান্তরে তস্য করালঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ।
বামনো বিকটো মুণ্ডী নন্দী হ্রস্বভুজো বলী।
ততঃ পার্শ্বমুপাগম্য ভবস্যানুচরোঽব্রবীৎ ॥[১]

এখানে নন্দী কৃষ্ণপিঙ্গল, বামন, বিকটাকার, মুণ্ডিতমস্তক, ক্ষুদ্রবাহু, ভবের অনুচর। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রুদ্রকর্তৃক রুদ্রগণ সৃষ্টির অন্য একপ্রকার উপাখ্যান পাওয়া যায়। এই উপাখ্যানে ব্রহ্মা রুদ্রকে সৃষ্টি করে আদেশ করলেন প্রজা সৃষ্টি করতে। রুদ্রও স্বদেহ থেকে আত্মসমগুণসম্পন্না ভার্যা সতীকে নির্মাণ করলেন। অতঃপর রুদ্র আত্মানুরূপ সহস্র সহস্র গণ সৃষ্টি করলেন। এঁরা রুদ্রগণ নামে খ্যাত হলেন।

সহস্রং হি সহস্রাণামসৃজৎ কৃত্তিবাসিনা।
তুল্যাশ্চৈবাত্মনঃ সর্বে রূপতেজবলশ্রুতৈঃ।
পিঙ্গলান্ সনিষঙ্গাংশ্চ সকপর্দান্ বিলোহিতান্।
বিবাসান্ হরিকেশাংশ্চ দৃষ্টিঘ্নাংশ্চ কপালিনঃ॥
বহুরূপান্ বিরূপাংশ্চ বিশ্বরূপাংশ্চ রূপিণঃ।
রথিনঃ বর্মিণশ্চৈব ধার্মিণশ্চ বরূথিনঃ॥
সহস্রশতবাহূংশ্চ দিব্যান্ ভৌমান্তরিক্ষগান্।
স্থূলশীর্ষনখদংষ্ট্রান্ দ্বিজিহ্বাং-স্ত্রিলোচনান্।

* * *

নীলগ্রীবান্ সহস্রাক্ষান্ সর্বাংশ্চাথ ক্ষপাচরান্॥
অদৃশ্যান্ সর্বভূতানাং মহাযোগান্ মহৌযশঃ।
রুদতো দ্রবতশ্চৈব এবং যুক্তান্ সহস্রশঃ॥[২]

—কৃত্তিবাস সৃষ্টি করলেন সহস্র সহস্র আত্মতুল্য সমান রূপ, তেজ, বল ও জ্ঞানসম্পন্ন গণ। এঁরা পিঙ্গলবর্ণ, নিষঙ্গধারী, জটামণ্ডিত, রক্তবর্ণ, বিবসন, পাটলবর্ণ কেশ, তেজে দৃষ্টিপ্রতিহতকারী, কপালহস্ত, বহুরূপবিশিষ্ট, বিরূপ, সর্বপ্রকার রূপবিশিষ্ট, রথারোহী, বর্মধারী, ধার্মিক, যোদ্ধা, সহস্র বাহুবিশিষ্ট, পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে গমনকারী, স্থূলমস্তক, নখ ও দন্ত বিশিষ্ট, দুই জিহ্বা সমন্বিত, তিন লোচনযুক্ত, নীলকণ্ঠ, সহস্রচক্ষু, সমস্ত পৃথিবীতে বিচরণকারী,

১ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—১৬।৮-৯ ২ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—১০।৪৩-৪৬, ৫০-৫১

সর্বভূতের অদৃশ্য, মহাযোগপরায়ণ, মহাবেগসম্পন্ন, শব্দকারী—এইরূপ সহস্র প্রকারের।

এদের দেখে ব্রহ্মা বললেন, এরূপ আত্মতুল্য প্রজা আর সৃষ্টি কোরো না, তুমি অন্য প্রকার প্রজা সৃষ্টি কর। রুদ্র বললেন, এই যাদের আমি সৃষ্টি করেছি, মহাশক্তিমান এরা রুদ্র নামে খ্যাত হবে, পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে রুদ্র নামে পরিচিত হবে।

এতে যে বৈ ময়া সৃষ্টা বিরূপা নীললোহিতাঃ।
সহস্রাণাং সহস্রন্তু আত্মোপম নিশ্চিতাঃ॥
এতে দেবা ভবিষ্যন্তি রুদ্রা নাম মহাবলাঃ।
পৃথিব্যামন্তরিক্ষে চ রুদ্রনামা প্রতিশ্রুতাঃ॥[১]

রুদ্রের অনুচরবর্গ রুদ্রের অনুরূপ অর্থাৎ রুদ্রের অংশস্বরূপ। রামায়ণকার বলেছেন, শিবানুচর নন্দী শঙ্করের রূপান্তরমাত্র—

ভগবান নন্দী শংকরস্তাপরা তনুঃ।[২]

গণপতি—সংখ্যাতীত বিচিত্ররূপী রুদ্রগণের যিনি অধিপতি তিনিই গণেশ বা গণেশ্বর। কিন্তু মহাভারতে গণেশ্বর তেত্রিশ সংখ্যক।

এতে দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ সর্বভূতগণেশ্বরাঃ॥
নন্দীশ্বরো মহাকায়ো গ্রামণীর্বৃষভধ্বজঃ।
ঈশ্বরাঃ সর্বলোকানাং গণেশ্বর বিনায়কাঃ।
সৌম্যা রৌদ্রা গণাশ্চৈব যোগভূতগণাস্তথা।
জ্যোতীংষি সরিতো ব্যোম সুপর্ণঃ পতগেশ্বরঃ॥

—এই তেত্রিশ জন দেবতা সর্বভূতগণের ঈশ্বর। এঁরা নন্দীশ্বর, মহাকায়, গ্রামণী, বৃষভধ্বজ, গণেশ্বর ও বিনায়কগণ সর্বলোকের প্রভু, সৌম্যগণ, রৌদ্রগণ, যোগভূতগণ, জ্যোতিসমূহ, সরিৎসমূহ, আকাশ, সুপর্ণ ও পতগেশ্বর গরুড়।

কৃষ্ণ যজুর্বেদে গণ ও গণপতি বহুসংখ্যক—

গণেভ্যো গণপতিভ্যশ্চ বো নমো নমঃ।[৩]

যজুর্বেদের যুগেই রুদ্রের গাণপত্য আকাঙ্ক্ষিত হয়েছিল,—তাই ঋষির প্রার্থনা—

রুদ্রস্ত গাণপত্যং ময়োভূস্নেহি।[৪]—রুদ্রের গাণপত্য সুখকর হোক।

১ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—১০।৫৪-৫৫ ২ রামায়ণ, উত্তরকাঃ—১৬।১৫ ৩ কৃষ্ণ যজুঃ—৪।৫।৫।৪
৪ শুক্ল যজুঃ—১১।১৫

ইন্দ্র গণপতি—রুদ্রগণ, মরুদ্‌গণ ও ইন্দ্রগণ একই বস্তু। পরবর্তীকালে অবশ্য ভূতাধিপতি ভূতনাথ শিবের অনুচর প্রেতগণ ও রুদ্রগণ এক হয়ে গেছে। এঁরাই শিবের প্রমথ। এই গণের অর্থাৎ রুদ্রসমূহের অধিপতি গণেশ্বর বা গণপতি —সংক্ষেপে গণেশ। বলা বাহুল্য, এই গণাধিপতি দেব ও রুদ্র অভিন্ন। রুদ্র ও ইন্দ্র স্বরূপতঃ অভিন্ন হওয়ায় ইন্দ্রকেও গণপতি বলে সম্বোধন করা হয়েছে ঋগ্বেদে :

নিষুসীদ গণপতে গণেষু ত্বামাহুর্বিপ্রতমং কবীনাং।[১]

—হে গণপতি ইন্দ্র, তুমি গণের মধ্যে উপবেশন কর। কবিদের মধ্যে তোমাকেই বিপ্রতম বলা হয়।

একটি ঋকে ইন্দ্র রুদ্রগণের অর্থাৎ মরুদ্‌গণের পিতা—

স সূনুভির্নরুদ্রেভি ঋভ্বা নৃষাহ্যে সাসহ্বাঁ অমিত্রান্।[২]

—ইন্দ্রপুত্র রুদ্র (মরুৎ) গণের সাহায্যে বলীয়ান হযে মনুষ্যের সংগ্রামে শত্রুদের পরাস্ত করেছিলেন।

শিবই গণপতি—পরবর্তীকালে গণেশ রুদ্র শিব থেকে পৃথক হয়ে শিবনন্দন গণেশরূপে প্রসিদ্ধ হয়েছেন এবং পূজা পাচ্ছেন অদ্যাবধি। প্রকৃতপক্ষে রুদ্রগণের অধিপতি রুদ্র-শিবই ত গণেশ বা গণপতি। লিঙ্গপুরাণে শিব স্বয়ং গণেশ্বরের রূপ ধারণ করেছিলেন। কোন সময়ে দেবগণ মহাদেবের নিকট উপস্থিত হলে শিব দেবগণকে বর দিতে উদ্যত হলেন, দেবগণের প্রতিনিধিস্থানীয় বাক্‌পতি ব্রহ্মা অসুরদের কাছ থেকে সর্বপ্রকার বিঘ্নাভাব প্রার্থনা করলেন।

প্রণম্য চাহ বাক্‌পতিঃ পতিং নিরীক্ষ্য নির্ভয়ঃ।
সুরেতরাদিভিঃ সদা হ্যবিঘ্নমর্থিতো ভবান্।
সমস্তকর্মসিদ্ধয়ে সুরাপকারকাদিভিঃ॥
ততঃ প্রসীদতু ভবান্ সুবিঘ্নকর্মকারণম্।
সুরাপকারকারিণামিহৈষ এব নো বরঃ॥
ততস্তদা নিশম্য বৈ পিণাকধৃক্ সুরেশ্বরঃ।
গণেশ্বরং সুরেশ্বরং বপুর্দধার সঃ শিবঃ॥
গণেশ্বরায় তুষ্টুবুঃ সুরেশ্বরা মহেশ্বরম্।
সমস্ত লোকসম্ভবং ভবার্তিহারিণং শুভম্॥

১ ঋগ্বেদ—১০।১১২।৯ ২ ঋগ্বেদ—১।১০০।৫

ইভাননাশ্রিতং বরং ত্রিশূল পাশ ধারিণম্।

সমস্তলোকসম্ভবং গজাননং তদাম্বিকা ॥[১]

—বাক্‌পতি ব্রহ্মা প্রণাম করে প্রভুকে দেখে নির্ভয় হয়ে বললেন, দেবগণের অপকারকারী অসুরদের থেকে সকল কর্মসিদ্ধির নিমিত্ত অবিঘ্ন তোমার কাছে প্রার্থনা করি। সুতরাং তুমি প্রসন্ন হও। দেবগণের অহিতকারীদের কর্মের বিঘ্নকারণ হও, এই আমাদের প্রার্থিত বর। তারপর তাঁদের কথা শুনে পিণাকধারী সুরপতি সেই শিব সুরাধিপতি গণেশ্বরের রূপ ধারণ করলেন। দেবগণ গণেশ্বরের স্তব করলেন। সকল লোকের উদ্ভবস্থল, ভবদুঃখহরণকারী মঙ্গলময়, গজমুখধারণকারী শ্রেষ্ঠ ত্রিশূল ও পাশধারী মহেশ্বর গজাননকে অম্বিকা দর্শন করালেন।

তখন দেবগণ গণেশ্বরকে স্তব-পূজা করলেন। বালকরূপী সেই গজানন গণেশ পুত্ররূপে শিব ও অম্বিকাকে প্রণাম করলেন; শিবও সদ্যোজাত পুত্রের সর্বপ্রকার সংস্কারাদি বিধান করলেন।

মহেশ্বরস্য পুত্রকোঽভিবন্দ্য তাতমম্বিকাম্।

জাতমাত্রং সুতং দৃষ্ট্বা চকার ভগবান্ ভবঃ ॥

গজাননাথ কৃত্যাংস্তু সবান্ সর্বেশ্বরঃ স্বয়ম্।[২]

শিব স্বয়ং গণাধিপতি হয়েছিলেন, নিজেই নিজের পুত্রত্ব স্বীকার করেছিলেন। গণাধিপতি গজানন রুদ্র শিবেরই রূপবিশেষ, এই সত্যই এই উপাখ্যানের তাৎপর্য।

সৌরপুরাণও বলছেন যে গৌরীভর্তা শিবই গণেশ্বর—

বেদান্তসারসন্দোহঃ কপালী নীললোহিতঃ।

ধ্যানাহারোঽরিচ্ছেত্তো গৌরীভর্তা গণেশ্বরঃ ॥[৩]

—বেদান্তের সারসমূহ, কপালধারী, নীললোহিত, ধ্যানমাত্র আহার, অমেয় গৌরীপতি গণেশ্বর।

রামায়ণেও শিব স্বয়ং গণেশ:

গণেশো লোকশম্ভুশ্চ লোকপালো মহাভুজঃ।[৪]

১ লিঙ্গপুঃ—১০৫।৪৯ ২ লিঙ্গপুঃ—১০৫।১২-১৩ ৩ সৌরপুঃ—৪১।১৫-১৬

৪ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—২৭।৩৪

এখানেই শিবের আর এক নাম গণাধ্যক্ষ :

ভূতেশ্বরো গণাধ্যক্ষঃ সর্বাত্মা সর্বভাবনঃ ।[১]

মহাভারতেও শিবই গণেশ—

গণেশং জগতঃ শম্ভুং লোককারণ কারণম্ ।[২]

বামনপুরাণ পার্বতী পরিণয়কালে বরবেশী দেব ও গণ পরিবেষ্টিত শিবকেই গণেশ বলেছেন—

দেবৈর্গণৈশ্চাপি বৃতো গণেশঃ সংশোভতে মুক্তজটাগ্রভারঃ ।[৩]

কুষাণ সম্রাট হুবিষ্কের একটি তাম্রমুদ্রায় ধনুর্বাণধারী একটি মূর্তি অঙ্কিত আছে। মূর্তির দক্ষিণে ব্রাহ্মী অক্ষরে 'গণেশ' শব্দটি ক্ষোদিত আছে। মূর্তিটি পিণাকধারী শিবের মূর্তি বলে অনুমান করা হয়। কুষাণ যুগে (খ্রীঃ ১ম/২য় শতাব্দী) রুদ্র-শিব গণেশ নামে পরিচিত ছিলেন,—এই মুদ্রাই এবিষয়ে সাক্ষ্য। এই সময়েও শিবপুত্ররূপে গজানন গণেশের পৃথক আবির্ভাব ঘটে নি।

ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য লিখেছেন, "গণেশেরও অপর নাম ছিল বিনায়ক, তিনি গণ থেকে গণপতিত্বে উন্নীত হন।" শিবগণ বিনায়ক হলেন গণপতি গজানন— এরূপ সহজ প্রচলিত মত গ্রাহ্য হতে পারে না। কোন কোন পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিত গণেশকে ও শিবকে অভিন্ন বলেই সিদ্ধান্ত করেছেন : "Przyluski ...is of opinion that Śiva snd Gaṇeśa were originally one and the same god , that is, that although Gaṇeśa does not figure in the Mahābhārata as distinct from Śiva (Gaṇeśvara, he is nonetheless an aspect of Śiva and might therefore have been considered identical with Rudra-Śiva, even although he was introduced into the Indian Pantheon as Gaṇeśa, Lord of the Gaṇas."[৬]

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে গণেশ-রুদ্রের বিঘ্নবিনাশন মূর্তি পুরাণের গণপতি-গজানন।—"গণেশের বিঘ্নবিনাশন রুদ্রেরই বিকৃত মূর্তি।"[৭]

রুদ্র-শিব যেমন সূর্যাগ্নির একটি রূপ—গণেশও তেমনি সূর্যাগ্নিরই একরূপ। রুদ্র ধ্বংস করেন বিশ্বসৃষ্টি, আর গণেশ ধ্বংস করেন সৎকর্মের বিঘ্ন। অন্ততঃ একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত গণেশকে অগ্নিরূপে শিব ও বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

১ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—২৭।৪২ ২ মহাঃ, বনপর্ব—৩৯।৭৯ ৩ বামনপুঃ—৫২।১৯
৪ Development of Hindu Iconography (1941)—page 138
৫ বাংলা কাব্যে শিব ৬ Gaṇeśa—Alic Getty, page 3 ৭ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১০৬, ১১৫

"A figure like Agni enables us to understand the many-sided inconsistent presentment of Śiva and Viṣṇu in later times. Even a deity like Gaṇeśa, who seems at first sight modern and definite illustrates these ancient characteristics"[১]

গণেশের জন্ম—গণাধিপতি রুদ্র-শিব গণের অধিপতি হয়ে থাকতে পারলেন না। যেমন করে এক দেবসত্তা থেকে বহু দেবতার উদ্ভব, ঠিক তেমনি করেই গণপতি রুদ্র-শিব থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে শিবনন্দন গজানন গণেশ শিবপুত্ররূপে পরিগণিত হলেন। সুতরাং গণেশের জন্ম সম্বন্ধে বহুবিধ বৈচিত্র্যময় কাহিনী গড়ে উঠলো এবং পুরাণাদিতে স্থান পেতে লাগলো। এই সকল উপাখ্যানের মধ্যেও কোন কোনটিতেও গণেশকে রুদ্ররূপে প্রতিভাত করে।

বরাহপুরাণের বিবরণ—দেবগণ ও ঋষিগণ বিঘ্ন প্রশমনার্থে কোন নূতনতর দেবতার উদ্ভবের জন্য রুদ্রের কাছে অনুরোধ করলেন। দেবতা ও ঋষিবর্গের অনুরোধ শুনে মহাদেব উমার দিকে চেয়ে হাসলেন এবং চিন্তা করলেন—পৃথিবীতে, জলে, অগ্নিতে ও বায়ুতে তাঁর মূর্তি আছে, কিন্তু আকাশে তাঁর কোন মূর্তি নেই।

পৃথিব্যাং বিদ্যতে মূর্তিরপাং মূর্তিস্তথৈব চ।
তেজসঃ শ্বসনস্যাপি মূর্তিরেষা তু দৃশ্যতে॥
আকাশস্য কথং নেতি মত্বা দেবো জহাস চ॥[২]

হাস্যময় রুদ্রের সম্মুখেই তাঁর অপর মূর্তি আকাশ পরিব্যাপ্ত করে বিরাজ করতে লাগলেন।

মূর্তিমানতিতেজস্বী হসতঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥
প্রদীপ্তাস্যো মহাদীপ্তঃ কুমারো ভাসয়ন্ দিশঃ।
পরমেষ্ঠিগুণৈর্যুক্তঃ সাক্ষাদ্রুদ্র ইবাপরঃ॥[৩]

—পরমেশ্বরের হাস্যকালে তাঁর মুখ থেকে মূর্তিমান, প্রদীপ্তমুখ, মহাদীপ্ত, পরমেশ্বরের গুণযুক্ত, সাক্ষাৎ রুদ্রতুল্য কুমার দিক্‌সমূহকে উদ্ভাসিত করে বিরাজ করতে লাগলেন।

১ Hinduism & Buddhism—page 58
২ বরাহপুঃ—২৩।১০।১১ ৩ বরাহপুঃ—২৩।১৩-১৪.

কুমারের অপূর্বরূপে দেবগণ মোহিত হলেন। এমন কি উমাও মোহিত হলেন। সুতরাং রুদ্র কুপিত হয়ে এই অপর রুদ্রকে গজবক্ত্র ও লম্বোদর করে বিকৃতাকার করে দিলেন।

তং দৃষ্ট্বা পরমং রূপং কুমারস্য মহাত্মনঃ।
উমা নিমেষনেত্রাভ্যাং তমপশ্যত ভামিনী ॥
তং দৃষ্ট্বা কুপিতো দেবো স্ত্রীভাবচঞ্চলং তথা।
মত্বা কুমাররূপস্তু শোভনং মোহনং দৃশাম্ ॥
ততঃ শশাপ তং দেবো গণেশং পরমেশ্বরঃ।
কুমার গজবক্ত্রস্ত্বং প্রলম্বজঠর স্তথা।
ভবিষ্যসি তথা সর্পৈকপবীতগতির্ধ্রুবম্ ॥[১]

—মহান্ কুমারের শ্রেষ্ঠ রূপ দেখে উমা নিমেষ রহিত নেত্রদ্বারা তাঁকে দেখতে লাগলেন। স্ত্রীভাবের চাঞ্চল্য দেখে কুমারের রূপ নয়নমুগ্ধকারী পরম সুন্দর জেনে মহাদেব তাঁকে শাপ দিলেন,—কুমার, তুমি গজমুখ ও লম্বোদর হবে এবং সর্প তোমার উপবীত হবে।

রুদ্র ক্রুদ্ধ হওয়ায় তাঁর দেহবিনির্গত স্বেদ থেকে অসংখ্য বিনায়ক জন্মগ্রহণ করলো। এরা সকলেই গজবক্ত্র—নীলাঞ্জনসমবর্ণ। তখন ব্রহ্মা শিবকে অনুরোধ করলেন তাঁর মুখনিঃসৃত কুমারকে রুদ্র-দেহ-নিঃসৃত আকাশে অবস্থিত বিনায়কগণের নেতা করে দিতে। রুদ্র তখন গণেশকে বর দিলেন,—

বিনায়কো বিঘ্নকরো গজাস্যো
গণেশনামা চ ভবস্য পুত্রঃ।
এতে চ সর্বে তব সন্তু ভৃত্যা
বিনায়কা ক্রূরদৃশঃ প্রচণ্ডাঃ ॥
উচ্ছুষ্মদানাদি বিবৃদ্ধদেহাঃ।
কার্যেষু সিদ্ধিং প্রতিপাদয়ন্তঃ ॥
ভবাংশ্চ দেবেষু তথা মখেষু।
কার্যেষু চান্যেষু মম প্রভাবাৎ ॥
অগ্রেষু পূজাং লভতেঽন্যথা চ।
বিনাশয়িষ্যথ কার্যসিদ্ধিম্ ॥[২]

১ বরাহপুঃ—২৩।১৬।১৮ ২ বরাহপুঃ—২৩।২৮-৩০

—বিনায়ক বিঘ্নকর, গজবদন, গণেশ নামে ভবের পুত্র, ক্রূরদর্শন, ভয়ংকর, উচ্ছুম্মপ্রভৃতিদানে বর্ধিতদেহ, কার্যসিদ্ধিদাতা—এই সকল বিনায়ক তোমার ভৃত্য হোক্। তুমি ও তোমার প্রভাবে দেবতাদের মধ্যে যজ্ঞে ও অন্যান্য কার্যে অগ্রে পূজা লাভ কর। অন্যথায় কার্যসিদ্ধি বিনষ্ট কর।

এই উপাখ্যানে গণেশকে যেমন রুদ্র-শিবের অপর মূর্তি বলে চিনতে পারা যায়, তেমনি রুদ্রের মত গণেশকে আকাশ উদ্ভাসিত সূর্যরূপে বিচরণ করতে দেখে রুদ্রের সঙ্গে গণেশের অভিন্নতাও উপলব্ধি করা যায়। আর বিনায়কগণও যে রুদ্র থেকে ভিন্ন নয়, এ সত্যও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শিবপুরাণের বিবরণ—শিবপুরাণে (জ্ঞানসংহিতা) গণেশ জন্মের বিবরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই পুরাণানুসারে পার্বতী জয়া ও বিজয়া সখীর সঙ্গে আলোচনা করলেন,—রুদ্রের নন্দী ভৃঙ্গী প্রভৃতি গণ এবং অসংখ্য প্রমথ রয়েছে, তাঁরা রুদ্রের আজ্ঞাবর্তী। কিন্তু আমাদের আজ্ঞাবর্তী কেউ নেই। তারপর একদিন নন্দীকে দ্বারী রেখে পার্বতী স্নান করছিলেন, সদাশিব নন্দীকে ভৎর্সনা করে সেখানে উপস্থিত হলেন, স্নানরতা পার্বতী লজ্জায় জল থেকে উঠলেন। তিনি স্থির করলেন, তাঁর বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে, এমন এক প্রহরী চাই। এই ভেবে জল থেকে পাঁক তুলে একটি সুন্দর পুত্র নির্মাণ করলেন।

মদীয়ঃ সেবকঃ কশ্চিদ্ভবেচ্ছুভকরস্তদা ॥
মদাজ্ঞায়াঃ পরং নান্যদ্রেখামাত্রং চলেদিহ।
ইতি বিচার্য্য সা দেবী করয়োর্জলসম্ভবম্ ॥
পঙ্কমুৎসার্য্য তেনৈব নির্মমে পুত্রকং শুভম্।
সর্বাবয়বনির্দোষং সর্বাবয়বসুন্দরম্ ॥[১]

কোনসময়ে পার্বতী পুত্রকে দ্বারে নিযুক্ত করে স্নান করছিলেন। শিব সেই সময়ে স্নানাগারে প্রবেশে উদ্যত হওয়ায় গণেশ বাধা দিলেন। শিবের প্রমথ-গণের সঙ্গে গণেশের বিবাদ সুরু হোল। পার্বতীর ইঙ্গিতে গণেশ প্রমথগণের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করলেন। দেবগণ সহ শিব বরণ করলেন পরাজয়। তখন নারদের পরামর্শে কালান্তক যমের তুল্য গণেশকে বধ করতে প্রস্তুত হলেন দেবগণ। বিষ্ণু মায়ার দ্বারা গণেশের শক্তিদ্বয়কে মোহিত করলেন এবং শিব পশ্চাৎ থেকে শূলাঘাতে গণেশের মস্তক ছিন্ন করলেন।

১ শিবপুঃ, জ্ঞান সং—৩২।১৬-১৮

বিষ্ণুশ্চৈব গণশ্চৈব যুযুধাতে পরস্পরম্।
এতদন্তরমাসাদ্য শূলপাণিস্তথোত্তরে।
আগত্য চ ত্রিশূলেন শিরস্তস্যপাতয়ৎ॥[১]

গণেশ নিহত হলে পার্বতী ক্রুদ্ধ হয়ে সহস্র শক্তি সৃষ্টি করে দেব-দানব-মানব প্রভৃতি সকল সৃষ্টি বিনষ্ট করতে উদ্যত হলেন। তখন নারদ দেবগণসহ দেবীকে তুষ্ট করলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। দেবী বললেন—

মৎপুত্রো যদি জীবেত তদা সংহরণং নহি।
যথা চ ভবতাং মধ্যে পূজ্যোঽয়ং চ ভবিষ্যতি॥
সর্বাধ্যক্ষো ভবেদস্য নান্যথা সুখমাপস্যথ।[২]

—আমার পুত্র যদি বাঁচে, তাহলে ধ্বংস করবো না। যেমন সে তোমাদের মধ্যে পূজ্য হবে, তেমনি হবে সকলের অধ্যক্ষ, নচেৎ সুখ পাবে না।

গণেশের ছিন্ন মুণ্ড পাওয়া গেল না। শিব প্রমথগণকে নিয়োগ করলেন। উত্তর দিকে গমন করে তারা প্রথমে যে ব্যক্তির দর্শন পাবে, তারই মুণ্ড ছিন্ন করে গণেশের দেহে সংযোজিত করবে। তারা উত্তর দিকে গিয়ে একটি এক-দন্তবিশিষ্ট হস্তীর মুণ্ড ছিন্ন করে এনে গণেশের কবন্ধে সংযোজিত করলো।

ততস্তৈস্তৎ কৃতং সর্বং শিবাজ্ঞাপরিপালকৈঃ।
কলেবরং সমানীয় প্রক্ষাল্য বিধিবচ্চ তৎ॥
পূজয়িত্বা পুনস্তে বৈ গতাশ্চোদঙ্‌মুখাস্তদা।
প্রথমং মিলিতস্তত্র হস্তীচাপ্যেকদন্তকঃ॥
তচ্ছিরশ্চ তথা ছিত্বা নীত্বা তেনাপ্যযোজয়ন্।[৩]

দেবগণ গণেশের দেহে তেজ সঞ্চারিত করলেন। গণেশ জীবন ফিরে পেলেন। শিব গণেশকে পুত্র বলে স্বীকার করলেন।

শিবোঽপি তস্য শিরসি কৃত্বা করপঙ্কজম্।
উবাচ বচনং দেবান্ পুত্রোঽয়মিতি চাপরঃ॥[৪]

—শিবও তাঁর মাথায় করপদ্ম স্থাপন করে দেবতাদের বললেন, এটি আমার পুত্র।

১ শিবপুঃ, জ্ঞান সং—৩৩।৬৮-৬৯ ২ জ্ঞান সং—৩৪।২৯ ৩০ ৩ জ্ঞানসং—৩৪।৩৬
৪ জ্ঞান সং—৩৪।৫০

স্কন্দপুরাণের বিবরণ—স্কন্দপুরাণে (প্রভাসখণ্ডের অন্তর্গত অর্বুদখণ্ড) আছে, পার্বতী খেলাচ্ছলে গাত্রমল নিয়ে সুন্দর এক কুমার নির্মাণ করলেন, কিন্তু অধিক মলের অভাবে কুমারের মাথা তৈরী করা গেল না। তখন পার্বতী স্কন্দকে বললেন—

লেপমানয় ভদ্রস্তে শিরোঽর্থং স্কন্দ সত্বরম্।
যেনায়ং পুত্রকো মে স্যাদ্ ভ্রাতা তে পরদুর্জয়ঃ ॥

— হে স্কন্দ, সত্বর মস্তকের জন্য উৎকৃষ্ট লেপ (কর্দম) নিয়ে এস। শত্রুর পক্ষে দুর্জয় আমার এই পুত্র তোমার ভ্রাতা হোক।

কিন্তু স্কন্দ লেপ আর খুঁজে পেলেন না,—একটি মত্ত গজ দেখে তার মাথাটি কেটে নিয়ে এলেন, আর পার্বতীর তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও সেই লেপময় দেহে গজমুণ্ড জুড়ে দিলেন।

ততো গৌরীসমাদেশাল্লেপালব্ধৌ নৃপোত্তম।
মত্তং গজবরং দৃষ্ট্বা শিরস্তস্য সমানয়ৎ ॥
তস্মিন্নিযোজয়ামাস গাত্রে লেপ সমুদ্ভবে।[১]

পার্বতী যখন "মামেতি মুহুর্মুহুঃ"—মুহুর্মুহু না না বলছিলেন, সেই সময়ে দৈবযোগে লেপময় গাত্রে গজমুণ্ড সংযুক্ত হোল আর মস্তক সংযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই নবজাত কুমারের দেহ থেকে বিশেষ নায়কত্ব প্রকাশিত হলো। সুন্দর কুমারকে দেখে পুলকিতা গৌরী জীবন দান করলেন—"সজীবং কারয়ামাস স্বশক্ত্যা শক্তিরূপিণী।" গৌরীর অনুরোধে শিব বর দিলেন—

বিশেষান্নায়কত্বঞ্চ গাত্রে চাস্য যতঃ স্থিতম্।
মহাবিনায়কো হ্যেষ তস্মান্নাম্না ভবিষ্যতি ॥
গণানাঞ্চৈব সর্বেষামাধিপত্যং নগাত্মজে।
অস্য দত্তং ময়া যস্মাত্তবিষ্যতি গণাধিপঃ ॥
সর্বকার্যেষু যে মর্ত্যাঃ পূর্বমেনং গণাধিপং।
স্মরিষ্যন্তি ন বৈ তেষাং কার্যহানির্ভবিষ্যতি ॥[২]

—যেহেতু এর দেহে বিশেষ নায়কত্ব প্রকাশিত, সেইজন্য সে মহাবিনায়ক নামে খ্যাত হবে। হে পর্বত-নন্দিনি, আমি তাকে সকল গণের আধিপত্য

১ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ডান্তর্গত অর্বুদখণ্ড—৩২।৬-৭
২ তদেব —৩২।১৬-১৮

প্রদান করছি। সেইজন্য সে গণাধিপ হবে। যে মানব সকল কার্যে প্রথমে এই গণাধিপকে স্মরণ করবে, তার কার্যহানি হবে না।

তখন স্কন্দ গণপতিকে দিলেন কুঠার, আর গৌরী স্নেহবশে দিলেন মোদকপূর্ণ ভোজনপাত্র। মোদকের সঙ্গে মূষিক এসে গণপতির বাহনত্ব লাভ করলো।

স্কন্দপুরাণের (ব্রহ্মখণ্ড) পার্বতীও গাত্রমল থেকে গণেশকে নির্মাণ করে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কদাচিৎ পার্বতী গাত্রোদ্বর্তনং কৃতবত্যভূৎ।
মলং তজ্জনিতং দৃষ্ট্বা হস্তে ধৃত্বা স্বগাত্রজম্।
প্রতিমাঞ্চ ততঃ কৃত্বা সুরূপাঞ্চ দদর্শ হ॥
জীবং তস্যাঞ্চ সঞ্চার্য্য উদতিষ্ঠত্তদগ্রতঃ।
মাতরং স তদোবাচ কিং করোমি তবাজ্ঞয়া।[১]

—কোন সময়ে পার্বতী গাত্রমার্জন করছিলেন। তজ্জনিত নিজগাত্র থেকে জাত মল দেখে হাতে নিয়ে তিনি একটি সুন্দর মূর্তি তৈরী করলেন এবং সেই মূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার করে তার সম্মুখে অপেক্ষা করলেন। তিনি (পুত্র) মাতাকে বললেন, তোমার আদেশে কি করবো?

পার্বতী তাঁকে বললেন, আমার স্নানকক্ষের দ্বারে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা কর, কেউ যেন আমার স্নানের বিঘ্ন না করে। এমন সময়ে মহাদেব এসে স্নানকক্ষে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন, কিন্তু গণেশ তাঁকে প্রবেশ করতে দিলেন না। তখন গণেশ ও শিবের মধ্যে যুদ্ধ হোল। যুদ্ধে শিব ত্রিশূল দিয়ে গণেশের মাথা কেটে ফেললেন—

শিরশ্চিচ্ছেদ শূলেন তদ্ভূমৌ নিপপাত হ।[২]

পার্বতী তখন হাহাকার করে রোদন করতে লাগলেন। শিব গজাসুরকে দেখে তার মস্তক ছেদন করে পার্বতীপুত্রের দেহে জোড়া লাগালেন।

এতস্মিন্নন্তরে তত্র গজাসুরমপশ্যত।
তং দৃষ্ট্বা চ মহাদৈত্যং সর্বলোকৈকপূজিতঃ।
জহ্নিবাংস্তচ্ছিরো গৃহ্য পার্বত্যা কৃতমর্ভকম্।
উত্তস্থৌ সগণস্তত্র মহাদেবস্য সন্নিধৌ॥
ততো নাম চকারাস্য গজানন ইতি স্ফুটম্।[৩]

১ স্কন্দপুঃ, ব্রহ্মখণ্ডান্তর্গত ধর্মারণ্যখণ্ড—১২।১০-১২ ২ তদেব—১২।১৮
৩ তদেব —১২।২০-২৩

বৃহদ্ধর্মপুরাণের বিবরণ—বৃহদ্ধর্মপুরাণে (মধ্যখণ্ড, ৩০ অঃ) পুত্র কামনায় পার্বতী শিবের সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করলেন এবং পুত্রলাভে শিবের অনিচ্ছা জেনে দুঃখিত হলেন। তখন শিব পার্বতীর রক্তবস্ত্র আকর্ষণ করে বললেন, এই তোমার পুত্র, একে চুম্বন কর।

ইত্যুক্ত্বা গিরিনন্দিন্যা আকৃষ্য বসনং শিবঃ।
গৃহ্যতাং গিরিজে পুত্রশ্চুম্ব্যতাঞ্চ নিজেচ্ছয়া॥[১]

দেবী রক্তবসনটিকে নিয়ে পুত্রের আকার দিয়ে ক্রোড়ে নিলেন এবং সেই বস্ত্রপিণ্ডটি জীবন লাভ করলো। শিব সেই পুত্রকে হাতে নিয়ে বললেন, এই পুত্র স্বল্পায়ু। সেই সময়ে উত্তর ভাগে স্থিত শিশুর মস্তক ছিন্ন হয়ে ভূপাতিত হোল।

পাণেবালশিরঃ স্রস্তমুত্তরাগ্রং শিরঃস্থিতম্।
ভূমৌ চ পতিতে শীর্ষে বালকস্য প্রভোঃ করাৎ॥[২]

পার্বতী এই ঘটনায় শোকাকুল হলে শিবের নির্দেশে ছিন্নমুণ্ড যোজনা করা হোল। তখন আকাশবাণী বললেন, এই মস্তকে রিষ্টি আছে, সেইজন্য এই মুণ্ডে বালক বাঁচবে না। যেহেতু সে উত্তর দিকে মাথা রেখে শুয়েছিল, সেইজন্য উত্তরশীর্ষ কোন প্রাণীর মস্তক এতে যোজনা কর। দেবী নন্দীকে প্রেরণ করলেন মস্তক আহরণে। নন্দী উত্তরমুখে শয়ান ইন্দ্রের ঐরাবত হস্তীর মুণ্ড ছিন্ন করে আনলেন সমবেত দেবগণ যুদ্ধ করতে থাকা সত্ত্বেও। ঐরাবতের ছিন্নমুণ্ড শিব পুত্রের দেহে সংযুক্ত করলেন। তখন গজানন পরম রূপ ধারণ করে জীবিত হলেন। শিবের বরে ইন্দ্র ঐরাবতকে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করলে ঐরাবত পুনরায় মস্তক প্রাপ্ত হয়ে জীবিত হয়।

দেবীপুরাণের বিবরণ—দেবীপুরাণে মহাদেব স্বয়ং রজোভাব জাগ্রত হওয়ায় নরবপু গজাননকে পাণিতল মন্থন করে সৃষ্টি করেছিলেন।

তদা তস্যাভবদ্ভাবো রাজসঃ পরমেচ্ছয়া॥
পাণৌ সংমথয়িত্বা তু নরকায় গজাননম্।
সত্ত্বোদ্রিক্তং সৃজেদেবং সর্বদেবময়ং বিভুম্॥[৩]

১ বৃহদ্ধর্ম পুঃ—৩০।২৪ ২ বৃহদ্ধর্ম পুঃ—৩০।৪২ ৩ দেবীপুঃ—১১২।১০-১১

মৎস্যপুরাণের বিবরণ—মৎস্যপুরাণে শিবজায়া উমা পুত্রকামনায় গাত্রমার্জন চূর্ণক থেকে গজানন গণপতিকে সৃষ্টি করেছিলেন।

তত্তো বহুতিথে কালে সুতকামা গিরেঃ সুতা।
সখিভিঃ সহিতা ক্রীড়াং চক্রে কৃত্রিম পুত্রকৈঃ॥
কদাচিদ্ গন্ধতৈলেন গাত্রমভ্যজ্য শৈলজা।
চূর্ণৈরুদ্বর্তয়ামাস মলিনান্তরিতাং তনুং।
তদুদ্বর্তনকং গৃহ্য রূজশ্চক্রে গজাননম্॥[১]

—বহুকাল গত হলে পুত্রকামা গিরিনন্দিনী সখীদের সঙ্গে পুতুল নিয়ে খেলছিলেন। একদা শৈলজা গায়ে গন্ধতেল মেখে মলিন দেহকে চূর্ণকের (বেশম) দ্বারা পরিষ্কার করছিলেন। পরে সেই চূর্ণক দিয়ে একটি গজানন পুতুল তৈরী করলেন।

পার্বতীর সখী পুতুলটি গঙ্গাজলে ফেলে দিতেই পুতুলটি বিরাট আকার ধারণ করে পৃথিবী পূর্ণ করতে উদ্যত হোল। দেবী পার্বতী তখন তাকে পুত্র বলে গ্রহণ করলেন। গঙ্গাদেবীও গজাননকে পুত্র বলে সম্বোধন করলেন। সেইজন্য গজানন গাঙ্গেয় নামেও পরিচিত। পিতামহ ব্রহ্মা তাকে দিলেন গণাধিপত্য—

"বিনায়কাধিপত্যঞ্চ দদাবস্য পিতামহঃ।[২]

বামনপুরাণ-বৃত্তান্ত—বামনপুরাণেও গৌরী স্বয়ং স্নানকালে নিজগাত্রমল থেকে চতুর্ভুজ গজাননকে উৎপাদন করেছিলেন।

তস্যাং গতায়াং শৈলেয়ী মলাচ্চক্রে গজাননম্।
চতুর্ভুজং পীনবক্ষঃ পুরুষং লক্ষণান্বিতম্॥[৩]

—সখী মালিনী চলে গেলে শৈলনন্দিনী দেহমল থেকে গজানন, চতুর্ভুজ, পীনবক্ষ, সুলক্ষণ পুরুষ সৃষ্টি করলেন।

মহাদেব গজাননকে পুত্ররূপে গ্রহণ করলেন এবং নাম রাখলেন বিনায়ক।

নায়কেন বিনা দেবী ময়া ভূতোঽপি পুত্রকঃ।
যস্মাজ্জাতস্ততো নাম্না ভবিষ্যতি বিনায়কঃ॥
এষ বিঘ্নসহস্রাণি দেবাদীনাং হনিষ্যতি।[৪]

১ মৎস্যপুঃ—১৫৪।৫০১ ৫০২ ২ মৎস্যপুঃ —১৫৪।৫০৫ ৩ বামনপুঃ—৫৪।৫৯-৬০
৪ বামনপুঃ—৫৪।'২-৭৩

—হে দেবী, নায়ক আমি (শিব) ছাড়াই যখন পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে, সেইহেতু সে বিনায়ক নামে খ্যাত হবে। দেব প্রভৃতির সহস্র বিঘ্ন সে বিনষ্ট করবে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের উপাখ্যান—গণেশের উদ্ভব সম্পর্কে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিস্তৃত উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানটিই সর্বাধিক প্রচলিত এবং জনপ্রিয়। শিবজায়া পার্বতী শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্তি দেখে অনুরূপ পুত্রবর মনে মনে কামনা করলেন। কৃষ্ণও পার্বতীকে অনুরূপ পুত্রবর প্রদান করলেন। অতঃপর পার্বতী যখন স্বগৃহে ক্রীড়ারত সেই সময়ে কৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে ছলনায় ভিক্ষা প্রার্থনা করায় শিববীর্য পতিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ বালরূপ ধারণ করে সেই শয্যায় নবজাত শিশুরূপে আবির্ভূত হলেন। ইত্যবসরে ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হয়েছেন। পার্বতী শয্যায় অপূর্ব রূপবান পুত্রকে দর্শন করলেন।

দদর্শ বালং পর্যঙ্কে শয়ানং সস্মিতং মুদা।
পশ্যন্তং গেহশিখরং শতচন্দ্রসমপ্রভম্।
স্বপ্রভাপাটলেনৈব দ্যোতয়ন্তং মহীতলম্॥
কুর্বন্তং ভ্রমণং তল্পে পশ্যন্তং স্বেচ্ছয়া মুদা।[১]

—পার্বতী দেখলেন পর্যঙ্কে শায়িত শিশু আনন্দে হাসিমুখ শরৎচন্দ্রের প্রভাময়, গৃহের ছাদে নিবদ্ধ দৃষ্টি, নিজের দেহজ্যোতিতে পৃথিবী উদ্ভাসিত করে স্বেচ্ছায় বিছানায় ভ্রমণ করছেন।

অপূর্ব পুত্রলাভে হর-গৌরীর গৃহে উৎসব চলেছে। দেবগণ ও ঋষিগণ শিশুকে দেখতে এলেন। সূর্যপুত্র শনিও দেখতে এসেছেন। পার্বতীর আজ্ঞায় প্রবেশাধিকার পেয়ে শনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু ঋতুমতী হরিধ্যানপরায়ণা পত্নী চিত্ররথকন্যার অভিশাপে তাঁর দৃষ্টিতে সব কিছু বিনষ্ট হওয়ার দুঃখময় কাহিনী শনি পার্বতীর নিকট বিবৃত করা সত্ত্বেও কৌতূহল বশে পার্বতী শনিকে অনুরোধ করলেন, তাঁর অপূর্ব পুত্রটিকে দর্শন করে যেতে। শনৈশ্চর ভয়ে সংকোচে বামনেত্রের কোণ দিয়ে মাত্র পার্বতীনন্দনকে দর্শন করলেন। তৎক্ষণাৎ শিশুর মস্তক ছিন্ন হোল। শনি চোখ বন্ধ করলেন। শিশু রক্তাক্ত হয়ে মাতৃক্রোড়ে পড়ে রইলেন, তাঁর মস্তক গোলোকে কৃষ্ণের দেহে মিশে গেল।

সব্যলোচনকোণেন দদর্শ চ শিশোর্মুখম্।
শনেশ্চ দৃষ্টিমাত্রেণ চিচ্ছেদ মস্তকং মুনে।

১ ব্রহ্মবৈঃ, গণেশ খণ্ড—৯।১৫-১৭

চক্ষুর্নিবারয়ামাস তস্থৌ নম্রাননঃ শনিঃ।
প্রতস্থৌ পার্বতীক্রোড়ে তৎসর্বাঙ্গং সুলোহিতঃ।
বিবেশ মস্তকং কৃষ্ণে গত্বা গোলোকমীপ্সিতম্ ॥[১]

এদিকে পার্বতী মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। কৈলাশবাসী সকলেই মূর্ছিত, তখন ভগবান হরি গরুড়ে আরোহণ করে পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে আগমন করে উত্তর-দিকে মাথা রেখে হস্তিনী ও শাবকগণসহ একটি গজপতিকে শয়ান দেখে তার মস্তক ছেদন করলেন। হস্তিনী ও হস্তিশাবকদের ক্রন্দনে ও স্তবে প্রীত হয়ে শ্রীহরি হস্তিমুণ্ড থেকে আর একটি মুণ্ড নির্মাণ করে হস্তিদেহে সংযোজিত করে মৃত যুথপতিকে জীবিত করলেন এবং ছিন্ন হস্তিমুণ্ড নিয়ে এসে কৈলাসে পার্বতী-তনয়কে বুকে তুলে নিয়ে মুণ্ডহীন দেহে গজমুণ্ড যোজনা করলেন।

আগত্য পার্বতীস্থানং বালং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
রুচিরং তচ্ছিরঃ কৃত্বা যোজয়ামাস বালকে ॥[২]

গণেশের বিবর্তন—গণেশ-জন্মের বিচিত্র কাহিনীগুলি কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নেই। এই কাহিনীগুলি থেকে গণেশ-জন্মোপাখ্যানের বিবর্তনের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। বরাহপুরাণে বর্ণিত রুদ্র-শিবের দেহ থেকে জাত রুদ্রের দ্বিতীয় মূর্তি রুদ্রগণাধিপতি গণেশের জন্ম কাহিনীটিই প্রাচীনতর সন্দেহ নেই। অবশেষে বৈষ্ণবীয় প্রভাবে গণেশ বিষ্ণু-কৃষ্ণের অংশরূপে এবং শিব ও কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ রূপেও বর্ণিত হয়েছেন। পুরাণের গণপতি বেদের গণাধিপ রুদ্র থেকে যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন, তখনই গণেশের জন্ম সম্পর্কে নানাবিধ উপাখ্যান গড়ে উঠলো। রুদ্র-শিব ভূত, প্রেত, প্রমথ প্রভৃতি গণের অধিপতি হয়েই রইলেন; অথচ তাঁর গণাধিপত্য অধিকার করে তাঁরই পুত্রস্থানীয় গণেশ গজানন রূপে এক পৃথক দেবতায় পরিণত হলেন। প্রথমে গণেশ ছিলেন রুদ্র-শিবের দেহজাত,—পরে তিনি হলেন পার্বতীর দেহমলনির্মিত।

পুরাণের গণেশ বিঘ্ননাশন ও সিদ্ধিদাতা। তিনি বিঘ্নেশও। তাঁর পূজা না করলে তিনি বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। তিনি আবার পণ্ডিত—মহাজ্ঞানী। রুদ্র-শিবের বিঘ্ননাশন মূর্তিটি পরবর্তীকালে গণপতি গণেশরূপে জনগণের দেবতা হিসাবে সিদ্ধিদাতারূপে সর্বকর্মের প্রারম্ভে এবং ব্যবসায়ীমহলে পূজিত হচ্ছেন অদ্যাপিও।

১ ব্রহ্মবৈপুঃ, গণেশখণ্ড—১২।৫।৭ ২ তদেব—১২।২০

"গণপতি বিনায়কের এই বিশিষ্ট রূপটি আমাদিগকে তাঁহার পিতা রুদ্র-শিবের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বৈদিক রুদ্রও আদিতে প্রকৃতির ভীষণরূপের প্রতীক, কিন্তু মন্ত্র-যজ্ঞাদির দ্বারা পরিতুষ্ট হইলে তিনি শিব বা মঙ্গল-দায়ক। শিব কখনও কখনও গণেশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।"[১]

গণপতি ও ব্রহ্মণস্পতি—ঋগ্বেদেই আমরা গণপতি শব্দটি পাই। একবার দেখেছি গণপতি বলা হয়েছে ইন্দ্রকে, কারণ তিনি রুদ্রপুত্র মরুদ্‌গণের অধিপতি। ঋগ্বেদ আর একস্থানে গণপতি ব্রহ্মণস্পতি নামক দেবতার বিশেষণ।

গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে কবিং কবীনামুপশ্রবস্তমম্।

জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পতে আ নঃ শৃণ্বন্নূতিভিঃ সীদসাদনম্॥[২]

—হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমি দেবগণের মধ্যে গণপতি, কবিগণের মধ্যে কবি, তোমার অন্ন সর্বোৎকৃষ্ট ও উপমানভূত। তুমি প্রশংসনীয়দিগের মধ্যে রাজা এবং মন্ত্রসমূহের স্বামী। আমরা তোমাকে আহ্বান করি। তুমি আমাদিগের স্তুতি শ্রবণ করিয়া আশ্রয় প্রদানার্থ যজ্ঞগৃহে উপবেশন কর।[৩]

শুক্লযজুর্বেদ বলছেন,—

গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে

নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে বসো মম।[৪]

—গণসমূহের মধ্যে তুমি গণপতি, তোমাকে হবি প্রদান করি; প্রিয়গণের মধ্যে তুমি প্রিয়, তোমাকে হবি প্রদান করি; রত্নসমূহের মধ্যে তুমি রত্ন, তোমাকে হবি প্রদান করি, তুমিই আমার ধন।

আচার্য মহীধর এখানে যজ্ঞাশ্বকে লক্ষ্য করে মন্ত্রটি বলা হয়েছে বলে ব্যাখ্যা করেছেন, তথাপি গণপতি যে অশ্ব নয় ব্রহ্মণস্পতিই তা উক্ত ঋক্‌মন্ত্র থেকেই প্রতীত হয়।

ব্রহ্মণস্পতি শব্দের অর্থ কি? ইনি কোন্ দেবতা? যাস্ক বলেছেন, "ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্মণঃ পাতা বা পালয়িতা বা।"[৫]

—ব্রহ্মণস্পতি ব্রহ্মের রক্ষক বা পালয়িতা। "ব্রহ্মণ শব্দের অর্থ অন্ন" এবং ঋগাদি মন্ত্র। ব্রহ্মণস্পতি এতদুভয়েরই রক্ষক বা পালয়িতা—বৃষ্টিপ্রদানাদি দ্বারা,

১ পঞ্চোপাসনা—২১ ২ ঋগ্বেদ—২।২৩।১ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ শুক্ল যজুঃ—২৩।১৯ ৫ নিরুক্ত—১০।১২।৫ ৬ নিঘণ্টু—২।৭

বৃষ্টি না হইলে অন্ন হয় না, এবং অন্নের অভাবে জীবলোক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, মন্ত্র রক্ষিত হয় না।"[১]

বৃষ্টিদান এবং অন্ন ও বেদমন্ত্রের রক্ষাকর্তা সূর্যাগ্নি ভিন্ন আর কার পক্ষে সম্ভব? অগ্নিই বেদে অন্নপতি, ব্রতপতি, যজ্ঞপতি। অগ্নিই ব্রহ্মণস্পতির মত কবি মেধাবী বেদমন্ত্রের অধিপতি। সূর্যাগ্নিই সর্বজীবের অর্থাৎ গণের অধিপতি। যিনি ব্রহ্মণস্পতি তিনিই বৃহস্পতি।[২] সকল বৃহৎ বস্তুর পতি সূর্য। যিনি ভূতপতি, পশুপতি, তিনিই বৃহস্পতি—ব্রহ্মণস্পতি, গণপতি। সুতরাং সেই একই দেবতার ভিন্নরূপ যে রুদ্র-শিব তাঁকে গণপতি বলা সঙ্গতই বোধ হয়। পুরাণে গাণপত্য ইন্দ্র-ব্রহ্মণস্পতি থেকে রুদ্র শিবে সংক্রমিত হয়েছে।

পুরাণে গণপতি শিব—মহাভারতে (বনপর্ব) অর্জুন শিবের স্তবকালে শিবকেই গণেশ বলেছেন—

গণেশং জগতঃ শম্ভুং লোককারণকারণম্।
প্রধানপুরুষাতীতং পরং সূক্ষ্মতরং হরম্॥[৩]

বামনপুরাণেও শিবই গণাধ্যক্ষ গণাধিপ—

নিত্যলক্ষপ্রিয়োমূর্তে গুণাধ্যক্ষ গণাধিপঃ॥[৪]

স্কন্দপুরাণে কাশীতে প্রতিষ্ঠিত শিবই বিনায়কেশ্বর—

বিনায়কেশ্বরশ্চায়ং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ।
যৎ সেবয়া প্রণশ্যন্তি নৃণাং সর্বে বিনায়কাঃ॥[৫]

আরও লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে লিঙ্গপুরাণে বিষ্ণুকৃত শিবস্তুতিতে শিব নাগেন্দ্র-বদন অর্থাৎ গজানন এবং লম্বোদর—

রঙ্গে করালবক্ত্রায় নাগেন্দ্রবদনায় চ।[৬]
লম্বোদরশরীরিণে।[৭]

একসময় রুদ্র-শিবই গণপতি গণেশ ছিলেন। পুরাণ থেকেও এ সত্য সমর্থিত হয়।

জ্ঞানী গণেশ—মহাভারতের উপক্রমণিকাভাগে গণেশ জ্ঞানী এবং দ্রুত-

---

১ উক্ত নিরুক্ত ব্যাখ্যা—অমরেশ্বর ঠাকুর (ক. বি.), পৃঃ ১১১০
২ বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি প্রসঙ্গ, ১ম পর্ব, ১৮৬-৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য ৩ বনপর্ব—৩৯।৭৯
৪ বামনপুঃ—৪৭।১২৮ ৫ কাশীখণ্ড, পূর্বার্ধ—৩৩।১২৬ ৬ লিঙ্গপুঃ—২১।৪৯
৭ লিপুঃ—২২।১৭

লিখনে পটু। ব্যাসদেব ব্রহ্মার পরামর্শে মহাভারত লেখার জন্য গণেশকে স্মরণ করেছিলেন এবং গণেশও ব্যাসকথিত মহাভারত লিখেছিলেন।

ততঃ সস্মার হেরম্বং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
স্মৃতমাত্রো গণেশানো ভক্তচিন্তিতপূরকঃ॥
তত্রাজগাম বিঘ্নেশো বেদব্যাসো যতঃ স্থিতঃ।
পূজিতশ্চোপবিষ্টশ্চ ব্যাসেনোক্তস্তদানঘ॥
লেখকো ভারতস্যাস্য ভব ত্বং গণনায়ক।
ময়ৈব প্রোচ্যমানস্য মনসা কল্পিতস্য চ॥
শ্রুত্বৈতৎ প্রাহ বিঘ্নেশো যদি মে লেখনী ক্ষণং।
লিখতো নাবতিষ্ঠেত তদা স্যাং লেখকো হ্যহম্॥
ব্যাসোঽপ্যুবাচ তং দেবং বুদ্ধা মা লিখ ক্বচিৎ।
ওঁমিত্যুক্ত্বা গণেশোঽপি বভূব কিল লেখকঃ॥[১]

—তখন সত্যবতীপুত্র ব্যাস হেরম্বকে স্মরণ করলেন। ভক্তের অভিলাষ-পূরণকারী গণেশান বিঘ্নেশ যেখানে ব্যাস ছিলেন সেইখানেই আগমন করলেন: পূজিত হয়ে উপবেশন করার পর ব্যাস বললেন, হে গণনায়ক, আমার দ্বারা কথিত এবং মনে মনে কল্পিত মহাভারতের তুমি লেখক হও। একথা শুনে বিঘ্নেশ বললেন, যদি লিখতে লিখতে আমার লেখনী ক্ষণমাত্রও স্তব্ধ না হয়, তাহলে লেখক হব। ব্যাস সেই দেবতাকে বললেন, না বুঝে কিছু লিখবে না। গণেশও 'ওঁ' বলে লেখক হয়ে গেলেন।

গণেশের এই যে পাণ্ডিত্য তা গণেশের মূর্তিকল্পনাতেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে বেদের ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি, যিনি মন্ত্রের দেবতা, সুতরাং জ্ঞানেরও দেবতা, তিনিই গণপতির রূপায়ণে সহায়তা করেছেন।[২]

Bhandarkar (Vaiṣṇavism, p. 149) is of opinion that his reputation for wisdom was born of a confusion between Gaṇeśa and the Vedic God of wisdom, Bṛhaspati while Rao identifies him (H. I., vol. I, part I, p. 45) with the celestial guru, Bṛhaspati himself."[৩]

"ঋগ্বেদ জ্ঞানের দেবতা বৃহস্পতিকে গণপতি বলেছে। সেই থেকেই গণপতি (গণেশ) সম্বন্ধেও ঐ ধারণা চলে আসছে।"[৪]

---

১ মহাঃ, আদিপর্ব—১।৭৪-৭৯ ২ Ganesa— T. G. Aravamuthan
৩ Ganesa, Alice Getty—chap. I.p. 4
৪ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—পৃঃ ৭২

কিন্তু লিঙ্গপুরাণে ব্রহ্মাকৃত শিবস্তবে শিব সকল বিদ্যার অধীশ্বর—

নমোহস্তুতে সর্ববিদ্যানামীশান ! পরমেশ্বর ।
নমোহস্তু সর্বভূতানামীশান ! ভূতবাহন ।[১]

গণেশের বিভিন্ন নাম—পুরাণানুসারে গণেশের দ্বাদশ নাম :

গণপতির্বিঘ্নরাজো লম্বমুণ্ডো গজাননঃ ।
দ্বৈমাতুরশ্চ হেরম্ব একদন্তো গণাধিপঃ ।
বিনায়কশ্চারুকর্ণঃ পশুপালো ভবাত্মজ ॥[২]

—গণপতি, বিঘ্নরাজ, লম্বমুণ্ড, গজানন, দ্বৈমাতুর, হেরম্ব, একদণ্ড, গণাধিপ, বিনায়ক, চারুকর্ণ, পশুপাল ও শিবনন্দন—এই বারোটি নাম গণেশের ।

হেরম্ব ও দ্বৈমাতুর নাম দু'টির তাৎপর্য সম্পর্কে ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "দুর্গা (অম্বিকা) এবং তাঁহার অন্য এক রূপ চামুণ্ডা, এই দু'জনে গণেশকে পালন করিয়াছিলেন বলিয়া পৌরাণিকী প্রসিদ্ধি, এবং এইজন্যই তিনি দ্বৈমাতুর নামে খ্যাত । আবার 'হে' অর্থাৎ শিব তাঁহার সমীপে সর্বদা থাকিতেন, এইজন্য তিনি হেরম্ব বলিয়া পরিচিত ছিলেন ।"[৩]

কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতে 'হে' শব্দের অর্থ দীন এবং 'রম্ব' শব্দের অর্থ পালক ; সুতরাং হেরম্ব শব্দের অর্থ দীন-পালক ।

দীনার্থবাচকো হেশ্চ রম্বঃ পালকবাচকঃ ।
পরিপালকং দীনানাং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্ ॥[৪]

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে গণেশের আটটি নাম :

গণেশমেকদন্তঞ্চ হেরম্বং বিঘ্ননায়কম্ ।
লম্বোদরশ্চৈকদন্তঃ শূর্পকর্ণো বিনায়কঃ ॥

বৃহদ্ধর্মপুরাণে গণেশের পঞ্চাশটি নাম আছে । এদের মধ্যে গণেশ, গণনাথ, হেরম্ব, গিরিশাত্মজ, পার্বতীনন্দন, গজানন, লম্বোদর, যোগী, চতুর্বাহু, একদন্ত, লিপীশ্বর, ব্যাঘ্রচর্মাম্বর, শুক্লাস্ত, মূষিকারোহী, পঞ্চপাণি, পঞ্চবক্ত্র, শিব, শংকর, ঈশ্বর, নৃত্যকারী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ।[৫]

গণেশের মূর্তির বিবরণ—গণেশের এই সমস্ত নাম তাঁর রূপগুণ ও স্বরূপ প্রকাশিত করে । তিনি যে মূলতঃ রুদ্র-শিব তা গণেশের নামাবলী থেকে প্রতীয়-

১ লিঙ্গপুঃ—১৩।৭ ২ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড —৬৩।২৯-৩০ ৩ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ২২
৪ ব্রহ্মবৈঃ, গণেশখণ্ড—৪৪।৮৫ ৫ ব্রহ্মবৈঃ—৩০।১০০-১০৬

মান হয়। পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে গণেশের স্তোত্রে তাঁর মূর্তির বিবরণ পাওয়া যায়।

একদন্তং মহাকায়ং তপ্তকাঞ্চনসন্নিভং।
লম্বোদরং বিশালাক্ষং বন্দেঽহং গণনায়কম্॥
মুঞ্জকৃষ্ণাজিনধরং নাগযজ্ঞোপবীতকম্।
বালেন্দুকলিকামৌলিং বন্দেঽহং গণনায়কম্।
সর্ববিঘ্নহরং দেবং সর্ববিঘ্নবিবর্জিতম্।
মূষকোত্তমমারুহ্য দেবাসুরমহাহবে।
যোদ্ধুকামং মহাবাহুং বন্দেঽহং গণনায়কম্॥

* * *

গজবক্ত্রং সুরশ্রেষ্ঠং চারুকর্ণবিভূষিতম্।
পাশাংকুশধরং দেবং বন্দেঽহং গণনায়কম্॥

—একদন্ত মহাকায় তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, লম্বোদর, বিশালাক্ষ, গণনায়ককে বন্দনা করি। মুঞ্জমেখলা ও কৃষ্ণমৃগচর্মধারী, নাগযজ্ঞোপবীতসম্পন্ন চন্দ্র কলাশোভিত মস্তক গণনায়ককে বন্দনা করি। সর্ববিঘ্নহর দেব, সর্ববিঘ্নহীন, উত্তম মূষিকে আরোহণকারী, দেবাসুর যুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক, মহাবাহু গণনায়ককে বন্দনা করি।···গজবক্ত্র, সুরশ্রেষ্ঠ, সুন্দরকর্ণশোভিত পাশ ও অঙ্কুশধারী দেব গণনায়ককে বন্দনা করি।

মৎস্যপুরাণে বিনায়ক বা গণেশের মূর্তির বিবরণ :

বিনায়কং প্রবক্ষ্যামি গজবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
লম্বোদরং চতুর্বাহুং ব্যালযজ্ঞোপবীতিনম্॥
ধ্বস্তকর্ণং বৃহত্তুণ্ডমেকদংষ্ট্রং পৃথূদরম্।
স্বদন্তং দক্ষিণকরে উৎপলঞ্চাপরে তথা॥
মোদকং পরশুঞ্চৈব বামতঃ পরিকল্পয়েৎ।
বৃহত্ত্বাৎ ক্ষিপ্তবদনং পীনস্কন্ধাঙ্ঘ্রিপাণিকম্॥
যুক্তঞ্চ ঋদ্ধিবুদ্ধিভ্যামধস্তান্মূষকান্বিতম্।[১]

—অধুনা বিনায়কের বিষয় কীর্তন করিতেছি। ইহার তিনটি নয়ন, মুখখানি হস্তীর মত, উদর স্থূল ও লম্বমান চারিবাহু, সর্প উপবীত, করিকর্ণ সদৃশ আকুঞ্চিত

১ মৎস্যপু:—২৬০।৫২-৫৪

কর্ণ এবং ইনি বৃহত্তুণ্ড ও একদন্ত জানিবে। ইঁহার দক্ষিণদিকের হস্তে মোদক এবং তন্নিম্ন হস্তে পদ্ম ও বামদিকের এক হস্তে লড্ডুক ও অপরহস্তে পরশু বিন্যস্ত করিতে হইবে। ইঁহার স্কন্ধ, অঙ্ঘ্রি এবং হস্তসকল পীন ও বৃহৎ বলিয়া মুখ চঞ্চল। ইঁহার বাহন মূষিক। ইনি ঋদ্ধিবৃদ্ধিযুক্ত।[১]

অগ্নিপুরাণে গণেশের বর্ণনা :

গণপতির্গণাধিপো গণেশো গণনায়কঃ।
গণক্রীড়ো বক্রতুণ্ড একদংষ্ট্রো বিঘ্ননাশনঃ।
ধূম্রবর্ণো মহেন্দ্রাদ্যাঃ পূজ্যা গণপতেঃ স্মৃতাঃ।[২]

—গণপতি, গণাধিপ, গণেশ, গণনায়ক গণের সঙ্গে ক্রীড়াশীল, বক্রতুণ্ড (বক্রনাসা—হস্তিশুণ্ডবিশিষ্ট) একদন্ত বিশিষ্ট, ধূমের বর্ণ, মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ দ্বারা পূজিত।

শিবপুরাণে (কৈলাস সংহিতা) গণেশের ধ্যান :

রক্তবর্ণং মহাকায়ং সর্বাভরণভূষিতম্।
পাশাঙ্কুশেষ্টদশনান্ দধানং করপঙ্কজৈঃ॥
গজাননং প্রভুং সর্ববিঘ্নৌঘাস্ত্রমুপাসিতঃ।[৩]

—রক্তবর্ণ মহাকায়, সর্বালংকারে ভূষিত, করপদ্মসমূহে পাশ, অঙ্কুশ, ইষ্টদশন-সমূহ ধারণকারী গজানন প্রভু, সকল উপাসনাকারীর বিঘ্নসমূহের অস্ত্রস্বরূপ।

সৌরপুরাণে গণেশ :

গজাননং চতুর্বাহুমেকদন্তং বিপাটিতম্।
বিধায় হেম্না বিঘ্নেশং হেমপীঠাসনস্থিতম্॥[৪]

—চতুর্বাহু, একদন্ত উৎপাটিত, স্বর্ণপীঠাসনে উপবিষ্ট, বিঘ্নেশকে স্বর্ণ দিয়ে নির্মাণ করবে।

পদ্মপুরাণে অন্যত্র (ভূমিখণ্ডে) গণেশের বর্ণনা :

গজলীলাগতং দেবং শরণাগতবৎসলম্।
গজাস্যং জ্ঞানসম্পন্নং সপাশাংকুশধারিণম্।
কালাঙ্কং গজতুণ্ডঞ্চ শরণং সুগতোঽস্ম্যহম্॥[৫]

১ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ২ অগ্নিপুঃ—৭১।৭ ৩ শিবপুঃ, কৈলাস সং—৬।১৬ ১৭
৪ সৌরপুঃ—৪৩।৩৭ ৫ পদ্ম, ভূমিখণ্ড—১৮।২৭-২৮

গজলীলার নিমিত্ত আবির্ভূত দেব শরণাগতবৎসল, গজমুখ, জ্ঞানসম্পন্ন, পাশ ও অঙ্কুশধারী, মহাকাল যাঁর মুখ, হস্তিশুণ্ডবিশিষ্ট, আমি তোমার শরণ নিলাম।

বৃহৎ সংহিতায় প্রতিমালক্ষণ বর্ণনায় গণেশের রূপ :

প্রমথাধিপো গজমুখঃ প্রলম্বজঠরঃ কুঠারধারী স্যাৎ।
একবিষাণো বিভ্রন্মূলকন্দং সনালদলকন্দম্ ॥[১]

—প্রমথগণের অধিপতি, গজমুখ, স্ফীত উদর কুঠারধারী, একদন্তমূলকন্দ ও সনালকুন্দধারী হবেন।

বৃহৎ সংহিতার ভাষ্যকার উৎপলাচার্য কাশ্যপের শিল্পশাস্ত্র থেকে গণেশের যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তা এই প্রকার :

একদংষ্ট্রো গজমুখশ্চতুর্বাহুর্বিনায়কঃ।
লম্বোদরঃ স্থূলদেহো নেত্রত্রয়বিভূষিতঃ ॥

—একদন্ত, গজমুখ, চতুর্বাহু, বিনায়ক, লম্বোদর, স্থূলদেহ, ত্রিনেত্র-শোভিত।

সারদাতিলকতন্ত্রে গণপতি :

সিন্দুরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং
দণ্ডং পাশাংকুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বীজপূরাভিরামম্।
বালেন্দুদ্যোতির্মৌলিং করিপতিবদনং দানপূরার্দ্রগণ্ডং
ভোগীন্দ্রবদ্ধভূষং ভজতগণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্ ॥[২]

—সিন্দুরবর্ণ, ত্রিনয়ন, স্থূলোদর, দণ্ড, পাশ, অংকুশ ও বরদমুদ্রাধারী, বিশাল শুণ্ডদেশে দাড়িমফল, মস্তকে শিশুচন্দ্র, হস্তিরাজের মত মুখ, মদস্রাবে গণ্ডপূর্ণ, সর্পরাজ যাঁর ভূষণ, রক্তবস্ত্র যাঁর অঙ্গরাগ সেই গজাননকে ভজনা করি।

মহাগণপতি—মহানির্বাণতন্ত্রে গণপতির ধ্যানমূর্তি একই প্রকার। কেবলমাত্র গণেশের এক হাতে মদ্যপূর্ণ কুম্ভ।[৩] গণপতির এক রূপভেদ মহাগণপতি—

হস্তীন্দ্রাননমিন্দুচূড়মরুণচ্ছায়ং ত্রিনেত্রং রসা
দাশ্লিষ্টং প্রিয়য়া সপদ্মকরয়া স্বাঙ্কস্থায়া সন্ততম্।
বীজাপূরগদাধনুস্ত্রিশিখযুক্ চক্রাব্জপাশোৎপল
ব্রীহ্যগ্রস্ববিষাণ রত্নকলশান্ হস্তৈর্বহন্তং ভজে ॥
গণ্ডপালীগলদ্দান পূরলালসমানসান্

১ বৃহৎ সং—৫৮।৫৮ ২ শাঃ তিঃ—১৩।৪ ৩ মহানির্বাণ—১০।১১৮

দ্বিরেফং কর্ণতালাভ্যাং বারযন্তং মুহুর্মুহুঃ।
মাণিক্যমুকুটোপেতং রত্নাভরণভূষিতম্ ॥[১]

—তাঁহার গজেন্দ্রবদন, রক্তবর্ণকান্তি, তিনটি নেত্র, অনুরাগভরে তাঁহার প্রিয়া পদ্মহস্তে তাঁহার ক্রোড়ে সমাসীনা হইয়া সর্বদাই আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন, সেই মহাগণপতির হস্তে দাড়িম, গদা, ধনু, ত্রিশূল, চক্র, পদ্ম, পাশ, উৎপল, ধান্যগুচ্ছ, নিজদন্ত ও রত্নকলস বিদ্যমান। তাঁহার মদাদ্র গণ্ডস্থল হইতে ক্ষরিত মদের লোভে অলিকুল লোলুপ হইয়া আসিতেছে, তিনি কর্ণতাল দ্বারা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতেছেন, তিনি নিজ করস্থিত মাণিক্যময় কুম্ভ হইতে বিগলিত রত্নবর্ষণে সাধকদিগকে প্রীত করিতেছেন, তাঁহার অঙ্গে রত্নাভরণ, মস্তকে মাণিক্যময় মুকুট তিনি সর্বদা মদবিহ্বলভাবে অবস্থান করিতেছেন।[২]

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে মহাগণেশের আরও দুটি ধ্যানমূর্তি আছে। এই ধ্যানমূর্তি দুটি কিঞ্চিৎ অশ্লীল। তন্মধ্যে একটি:

হস্তৈর্বিভ্রতমিক্ষুদণ্ডবরদৌ পাশাংকুশৌ পুষ্করস্পৃষ্টস্বপ্রমদাবরাঙ্গম্
অনয়াশ্লিষ্টং ধ্বজগ্রস্পৃশা।
শ্যামাঙ্গ্যা বিধৃতাব্জয়া ত্রিনয়নং চন্দ্রার্ধচূড়ং জবারক্তং হস্তিমুখং
স্মরামি সততং ভোগাতিলোলং বিভুম্ ॥[৩]

—যাঁহার হস্তে ইক্ষুদণ্ড, বরমুদ্রা, পাশ ও অঙ্কুশ রহিয়াছে, যিনি শুণ্ডদ্বারা স্বীয় প্রিয়ার বরাঙ্গ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন, যাঁহার শ্যামাঙ্গী প্রিয়াও একহস্তে একটি পদ্ম ও অপর হস্তে স্বীয় প্রিয় গণপতির ধ্বজাগ্র স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন, এইরূপ ত্রিনয়ন, চন্দ্রচূড়, জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, ভোগলোলুপ বিভু গজাননকে স্মরণ করি।[৪]

মহাগণেশের অপর মূর্তিটি:

মুক্তা গৌরং মদগজমুখং চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং
হস্তৈঃ স্বৈর্দধতমরবিন্দাংকুশৌ রত্নকুম্ভম্।
অঙ্কস্থায়াঃ সরসিজরুচেস্তদ্ধ্বজালম্বিপাণে-
র্দেব্যা যোনৌ বিনিহিতকরং রত্নমৌলিং ভজামঃ ॥[৫]

---

১ শাঃ তিঃ—১৩।৩৫-৩৮ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ৫

৩ শাঃ তিঃ ১৩।৮৬, তন্ত্রসার, বঙ্গবাসী সং (১৩৩৪)—পৃঃ ২১৩ ৪ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

৫ ঐ ১০।৭৯ ঐ পৃঃ ২১১

—যাঁহার দেহ মুক্তার ন্যায় গৌরবর্ণ, মুখ মদমত্ত হস্তীর ন্যায়, মুখে তিনটি নেত্র শিরোদেশে অর্ধচন্দ্র, যিনি নিজহস্তে পদ্ম, অঙ্কুশ এবং রত্নকুম্ভ ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার ক্রোড়ে পদ্মের ন্যায় কান্তিবিশিষ্টা শক্তি আছেন, ঐ দেবীর যোনিদেশে ইঁহার একহস্ত নিহিত আছে এবং ঐ ক্রোড়স্থিতা শক্তি হস্তদ্বারা তাঁহার ধ্বজাগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন, এইরূপ রত্নমুকুটধারী মহাগণপতিকে ভজনা করিবে।[১] সারদাতিলকে এই ধ্যানমূর্তি দু'টিকে শক্তিগণেশ বলা হয়েছে।

হেরম্ব—গণেশের আর এক মূর্তি হেরম্ব। তন্ত্রশাস্ত্রে হেরম্বের ধ্যানমূর্তি :

মুক্তাকাঞ্চননীলকুন্দঘুসৃণচ্ছায়ৈস্ত্রিনেত্রান্বিতৈ-
র্নাগাস্যৈর্হরিবাহনং শশিধরং হেরম্বমর্কপ্রভম্।
দৃপ্তং দানভীতিমোদকবরদান্ টঙ্কং শিরোঽক্ষাত্মিকাং
মালাং মুদ্গরমঙ্কুশং ত্রিশিখকং দোর্ভির্দধানং ভজে॥[২]

—যাঁহার হস্তীর ন্যায় পাঁচটি বদন, প্রত্যেক বদনে তিনটি নেত্র, কোন বদন মুক্তার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, কোন মুখ কাঞ্চনের ন্যায় পীতবর্ণ, কোন মুখ নীলবর্ণ, কোন মুখ কুন্দ পুষ্পের ন্যায় শুভ্র, কোন বদন কুঙ্কুমের ন্যায় রক্তবর্ণ, সিংহের উপরে যিনি গর্বিতভাবে উপবেশন করিয়া আছেন; হস্তসমূহে বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা, মোদক, নিজদন্ত, টাঙ্গিঅস্ত্র, মুণ্ডমালা, মুদ্গর, অংকুশ ও ত্রিশূল ধারণ করিতেছেন, সেই হেরম্বকে আমি ভজনা করি।[৩]

হেরম্বের আর একটি ধ্যান—

পাশাঙ্কুশৌ কল্পলতাং বিষাণং দধৎস্বশুণ্ডাহিতবীজপূরঃ।
রক্তস্ত্রিনেত্রস্তরুণেন্দুমৌলির্হারোজ্জ্বলো হস্তিমুখোঽবতাদ্বঃ॥[৪]

—যিনি হস্তে পাশ, অংকুশ, কল্পলতা ও গজদন্ত ধারণ করিয়াছেন, নিজ শুণ্ডের উপরে দাড়িম রাখিয়াছেন, যাঁহার শরীর রক্তবর্ণ, মুখে তিনটি নেত্র, মৌলিদেশে অর্থাৎ কপালে তরুণচন্দ্র ও গলদেশে উজ্জ্বল হার, হস্তীর ন্যায় যাঁহার মুখ, সেই দেবতা তোমাদিগকে রক্ষা করুন।[৫]

হরিদ্রা-গণেশ—তন্ত্রসারে হরিদ্রা-গণেশ নামে আরও এক গণেশের বিবরণ আছে। হরিদ্রা-গণেশের ধ্যান :

হরিদ্রাভং চতুর্বাহুং হরিদ্রাবসনং বিভুম্।
পাশাংকুশধরং দেবং মোদকং দন্তমেব চ॥[৬]

---

১ তদেব ২ শাঃ তিঃ—১৩।১০৭ ৩ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
৪ তন্ত্রসার, বসুমতী সং (১৩৩৪)—পৃঃ ২২৬ ৫ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ৬ তন্ত্রসার—পৃঃ ২১৭

—হরিদ্রাবর্ণ, চতুর্ভুজ, হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্রপরিহিত, পাশাংকুশ, মোদক এবং দন্ত ধারণ করে আছেন।

নারদপঞ্চরাত্রে (১০ অঃ) পার্বতী হলুদ বেটে তা দিয়ে গণেশকে নির্মাণ করেছিলেন বলে হরিদ্রাগণপতির উৎপত্তি হয়।

বিরিগণপতি—সারদাতিলকতন্ত্রে বিরিগণপতির ধ্যান মূর্তির বর্ণনা আছে। বিরিগণপতি মহাগণপতির সমতুল্য।

সিন্দুরাভমিভাননং ত্রিনয়নং হস্তেষু পাশাঙ্কুশৌ
বিভ্রাণং মধুমৎকপালমনিশং সার্ধেন্দুমৌলিং ভজে।
পুষ্ট্যাশ্লিষ্টতনু ধ্বজাগ্রকরয়া পদ্মোল্লসদ্ধহস্তয়া
তদ্যোন্যাহিতপাণিমাত্তবসুপাত্রোল্লসৎপুষ্করম্ ॥[১]

—সিন্দুরবর্ণ, ত্রিনয়ন, হস্তে পাশ অঙ্কুশ ও মদ্যপূর্ণ কপালধারী, মস্তকে অর্ধচন্দ্র বিরিগণপতিকে ভজনা করি। হস্তে পদ্মধারিণী ও ধ্বজাগ্রধারিণী পুষ্টির দ্বারা আলিঙ্গিত দেহ, তাঁর যোনিতে স্থাপিতহস্ত এবং ধনপূর্ণপাত্রে প্রস্ফুটিত পদ্ম।

সিদ্ধগণেশ—কালিকাপুরাণে আছে সিদ্ধগণেশের বর্ণনা। বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

রূপং তস্য প্রবক্ষ্যামি গজবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
লম্বোদরং চতুর্বাহুং ব্যালযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥
শূর্পকর্ণং বৃহদ্গণ্ডমেকদন্তং পৃথূদরম্।
দক্ষিণে তু করে দণ্ডমুৎপলঞ্চ তথাপরে।
লড্ডুকং পরশুঞ্চৈব বামতঃ পরিকীর্তিতম্ ॥
বৃহত্ত্বাক্ষিপ্তগগনং পীনস্কন্ধাঙ্ঘ্রিপাণিকম্।
যুক্তং বুদ্ধিকুবুদ্ধিভ্যামধস্তান্ মূষিকান্বিতম্ ॥[২]

—সিদ্ধগণেশের রূপ বলছি। তিনি গজবক্ত্র, ত্রিলোচন, লম্বোদর, চতুর্বাহু, সর্পযজ্ঞোপবীত, শূর্পকর্ণ, বিশাল গণ্ড, একদন্ত, স্থূল উদর, দক্ষিণহস্তদ্বয়ে দণ্ড ও উৎপল, বাম হস্তদ্বয়ে লড্ডুক ও কুঠার, বিশালতায় গগনস্পর্শী, স্থূলস্কন্ধ, জঙ্ঘা এবং হস্ত, সুবুদ্ধি ও কুবুদ্ধির দ্বারা যুক্ত, নিম্নে মূষিকশোভিত।

শ্রীগণপতি—যদিও মহাগণপতি ও বিরিগণপতির সঙ্গে শক্তি আশ্লিষ্ট তথাপি শ্রীগণপতির একটি মূর্তি বর্ণিত হয়েছে সারদা তিলকের ১৩শ পটলের ৪১ সংখ্যক

১ সাঃ তিঃ—১৩।১৩ ২ কালিকাপুঃ—৭৯।২৪-২৭

মন্ত্রের টীকায়। এই মূর্তিতে পাশ, অঙ্কুশ, বরদ ও অভয়মুদ্রা সমন্বিত চতুর্বাহু গজাননের বাম অংকে শ্রী বা শক্তি আরূঢ়া।

চৌর-গণেশ—মহানির্বাণতন্ত্রে ৩য় উল্লাস, ১১৯ শ্লোক) চৌর-গণেশের ধ্যান আছে। প্রাণতোষিণীতন্ত্রে গণপতি পূজা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, চোরের প্রবোধের নিমিত্ত চৌর-গণপতির মন্ত্র দশবার জপ করতে হয় —

জপপূজাসু যত্তেজস্তত্র চৌরগণাধিপঃ।
তস্মাচ্চৌর প্রবোধার্থং চৌরমন্ত্রং জপেদ্দশ ॥[১]

যজুর্বেদে রুদ্র ছিলেন তস্কর, বঞ্চক প্রভৃতির অধিপতি। তন্ত্রে রুদ্রের প্রতিভূ হিসাবে গণেশ হলেন চোরের দেবতা। মহানির্বাণতন্ত্রের টীকায় শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ তীর্থনাথ লিখেছেন, "বিঘ্নরাজ, চৌর-গণেশ প্রভৃতি গণেশের ভিন্ন ভিন্ন তামসিক মূর্তি। বিঘ্নরাজ সকল কার্যেই বিঘ্ন করিয়া থাকেন। চৌর-গণেশের কার্য এই যে তিনি সাধকগণের সাধনফল অপহরণ করিয়া থাকেন'।"

বিঘ্ননায়ক গণেশ—তন্ত্রশাস্ত্রে বিঘ্ননায়ক গণেশের ধ্যান :

পাশাঙ্কুশবরাভীষ্টধারিণং কুঙ্কুমপ্রভম্।
বিঘ্ননায়কমভ্যর্চেচ্চন্দ্রার্ধকৃতশেখরম্ ॥[২]

—পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়হস্ত, কুঙ্কুমবর্ণ, অর্ধচন্দ্রকৃতশেখর বিনায়ককে অর্চনা করবে।

বিনায়ক—গণেশের এক নাম বিনায়ক। অগ্নিপুরাণে প্রতিমালক্ষণ বর্ণনায় বিনায়কের বিবরণ আছে।

বিনায়কো নরাকারো বৃহৎকুক্ষির্গজাননঃ।
বৃহচ্ছুণ্ডো হ্যুপবীতী মুখং সপ্তকলং ভবেৎ ॥[৩]

—নরাকার বৃহৎ উদর গজানন বৃহৎ শুঁড় ও উপবীতযুক্ত এবং সপ্তকলা-চন্দ্রবিশিষ্টমুখ বিনায়ককে নির্মাণ করবে।

বিনায়ক আবার পাঁচ প্রকার—

শৃণ্বন্তমী পঞ্চ বিনায়কশ্চ চিন্তামণিশ্চাপি কপর্দিনামা।
আশাগজাখ্যৌ চ বিনায়কৌ তৌ শৃণোত্বসৌ সিদ্ধি বিনায়কশ্চ ॥

—চিন্তামণি বিনায়ক, কপর্দী বিনায়ক, আশা ও গজনামক দুই বিনায়ক ও সিদ্ধি বিনায়ক,—এই পাঁচ প্রকার বিনায়ক।

১ প্রাণতোষিণীতন্ত্র—৩ কাঃ, ২ পরি ২ শাঃ তিঃ—১৮।৪৫ ৩ অগ্নিপুঃ—৫০।২৩-২৪

কপর্দী রুদ্র-শিবের এক নাম। রুদ্রই কপর্দী বিনায়ক হয়েছেন।

লক্ষ্মী-গণেশ - লক্ষ্মী গণপতি, প্রসন্ন-গণেশ, নৃত্ত-গণেশ প্রভৃতি আরও কয়েক প্রকার গণেশ আছেন। লক্ষ্মী গণেশ অষ্টভুজ, আট হাতে শুক, দাড়িম, পদ্ম, রত্নখচিত স্বর্ণজলপাত্র, অঙ্কুশ, পাশ, কল্পকলতা ও বাণের কোরক। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর চার হাত—হাতে দণ্ড, চক্র ও অভয় মুদ্রা,—লক্ষ্মী-গণেশকে আলিঙ্গন করছেন—"ধৃতাজয়ালিঙ্গিতমব্ধিপুত্র্যা লক্ষ্মী-গণেশং কনকাভমীড়ে।"[১] লক্ষ্মী-গণেশের মূর্তিতে গণেশ বিষ্ণুরূপী।

প্রসন্ন-গণেশ—প্রসন্ন গণেশের বিবরণ :

উদ্যদ্দিনেশ্বররুচিং নিজহস্তপদ্মৈঃ
পাশাঙ্কুশাভয়বরান্ দধতং গজাস্যম্।
রক্তাম্বরং সকলদুঃখহরং গণেশং
ধ্যায়েৎ প্রসন্নমখিলাভরণাভিরামম্॥[২]

উদিত সূর্যের শোভাময়, স্বহস্তে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয় ধারণকারী, গজমুখ, রক্তাম্বরধারী, সকল দুঃখহারী, অখিল অলংকারে সুন্দর প্রসন্ন গণেশের ধ্যান করবে।

নৃত্ত-গণেশ—নৃত্ত অর্থাৎ নৃত্যকারী। নৃত্য-গণেশ নৃত্যকারী রুদ্র-শিব বা নটরাজ মূর্তির রূপান্তর। "ইহা নর্তনশীল গণেশের মূর্তি। সাধারণতঃ ইনি অষ্টভুজ বিশিষ্ট, আবার ছয়টি হস্তও দেখিতে পাওয়া যায়। নৃত্তকালের হাবভাবের সুবিধার জন্য এক হস্ত শূন্য থাকে, ইহাতে কিছুই থাকে না। ইহার বর্ণ পীতপ্রভ। নৃত্ত মূর্তি বুঝাইবার জন্য ইহার বামচরণ ঈষৎ বক্রভাবে স্থিত। দক্ষিণচরণ বক্রভাবে শূন্যে অবস্থিত। প্রধান দুইটি হস্তের মধ্যে দক্ষিণহস্ত অভয় মুদ্রায় অবস্থিত এবং বামহস্তটি বাহিরে প্রসারিত অবস্থায় দোদুল্যমান—ইহা গজহস্ত। অন্যান্য হস্তে দন্ত, অক্ষমালা, পরশু, মূলক, মোদকপাত্র, সর্প ইত্যাদি থাকে। আবার ধ্যান অনুসারে ইহার হস্তে থাকে পাশ, অঙ্কুশ, কুঠার, দন্ত, বলয় ও অঙ্গুরীয়। ইহার পায়ে নূপুর, কটিতে মেখলা ও কটিসূত্র, হস্তে বলয়, বাহুতে কেয়ূর এবং যজ্ঞোপবীত সর্প।"[৩]

সাধনামালায় গণেশ—বৌদ্ধ সাধনামালাতেও গণপতির ধ্যানমূর্তি আছে—"ভগবন্তং গণপতিং রক্তবর্ণং জটামুকুটকিরীটিনং সর্বাভরণভূষিতং দ্বাদশভুজং

১ মন্ত্রমহোদধি ২ মন্ত্ররত্নাকর ৩ লক্ষ্মী ও গণেশ—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পৃঃ ৯৭

লম্বোদরৈকবদনং অর্ধপর্যঙ্কতাণ্ডবং ত্রিনেত্রমপি একদন্তং সব্যভুজেষু কুঠারশরাঙ্কুশ-বজ্রখড়্গাশূলঞ্চ বামভুজেষু মুষলচাপখট্টাঙ্গাসৃক্‌কপাল শুষ্কমাংসকপালষ্টকঞ্চ মুষি-কোপরিস্থিতং ধ্যায়েৎ।"[১]

—রক্তবর্ণ জটা ও মুকুট মস্তকে, সর্ব অলংকার ভূষিত, দ্বাদশভুজ, লম্বোদর, একমুখ, অর্ধপর্যঙ্কাসনে তাণ্ডবনৃত্যে রত, ত্রিনেত্র হয়েও একদন্ত, দক্ষিণ হস্তসমূহে কুঠার, শর, অঙ্কুশ, বজ্র, খড়্গ, শূল; বামহস্তসমূহে মুষল, ধনু, খট্টাঙ্গ, রক্তপূর্ণ কপাল ও শুষ্কমাংসপূর্ণ কপাল, রক্তপদ্মে মুষিকাসনে অবস্থিত ভগবান গণপতিকে ধ্যান কর।

শিবের সঙ্গে সাদৃশ্য—গণপতির এইরূপ বহুবিচিত্র মূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই সকল বিভিন্ন মূর্তিতে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। গণেশ ত্রিনয়ন, কোন কোন ক্ষেত্রে পঞ্চানন, সর্পভূষিত, জটাধারী, সর্প-উপবীতধারী, মৃগচর্ম-পরিহিত, হস্তে কুঠার, বর ও অভয় মুদ্রা, নরকপাল, ধনুঃশর; মস্তকে অর্ধচন্দ্র, মুক্তাশুভ্রবর্ণ প্রভৃতি শিবের সঙ্গে গণেশের নৈকট্য সূচিত করে। শক্তি গণেশ, লক্ষ্মী-গণেশ বা শ্রী-গণেশ—শক্তির সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ গণেশমূর্তি উমা-মহেশ্বর বা অর্ধ-নারীশ্বর মূর্তির সঙ্গে তুলনীয়। নৃত্ত-গণেশ ও নটরাজ শিব-সমতুল্য। "বাংলাদেশে শিবের মধ্যযুগীয় নৃত্যমূর্তিগুলি প্রায়ই দেবতার বাহন বৃষভাকার নন্দীর পৃষ্ঠোপরি নৃত্যরত; এদেশে উক্ত ভঙ্গিমার গণপতিমূর্তিও নিজবাহন মুষিকের উপর নর্তনশীল। নৃত্য গণেশ যে শিব নটরাজের একরূপ অদ্ভুত অনুকরণ তাহা এই ভঙ্গীর দুইটি দেবতামূর্তির তুলনামূলক আলোচনা করিলেই বুঝা যায়।"[২]

রুদ্রের প্রসন্ন বা দক্ষিণ মূর্তির পরিণাম প্রসন্ন গণেশ। রুদ্র-শিব ও গণপতির অভিন্নতার কথা পূর্বেই কথিত হয়েছে। গণেশের বিভিন্ন প্রকারের মূর্তিগুলিও সেই সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত করে। কোন কোন ধ্যানমন্ত্রে গণেশ পঞ্চানন। ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত ভুবনেশ্বর থেকে প্রাপ্ত একটি গণেশ মূর্তিতে পাঁচটি মাথা আছে। পঞ্চানন শিবেরও পাঁচ মাথা।

বিঘ্নেশ—গণেশের নাম বিঘ্নেশ। তিনি বিঘ্নকর্তা। মানব গৃহ্যসূত্রে (২।২৪) তিনি বিঘ্নের দেবতা। বৌদ্ধগ্রন্থে তিনি বিঘ্নরাজ। সাধনামালায় পর্ণশবরীর

১ সাধনামালা, ২য়, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ৩০৭ নং সাধন।

২ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ২৫

পদতলে বিঘ্নরূপী গণেশ। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় গণেশের রোষদৃষ্টির পরিণাম সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে :

তেনোপসৃষ্টো যস্তস্য লক্ষণানি নিবোধত।
স্বপ্নেবগাহতেঽত্যর্থং জলং মুণ্ডাংশ্চ পশ্যতি॥
কাষায়বাসসশ্চৈব ক্রব্যাদাংশ্চবিরোহতি।
অন্ত্যজৈর্গর্দভৈরুষ্ট্রৈঃ সহৈকত্রাবতিষ্ঠতে॥
ব্রজন্তঞ্চ তথাত্মানং মন্যতেঽনুগতং পরৈঃ।
বিমনা বিফলারম্ভঃ সংসীদত্যনিমিত্ততঃ॥
তেনোপসৃষ্টো লভতে ন রাজ্যং রাজনন্দনঃ।
কুমারী ন চ ভর্তারমপত্যং ন চ গর্ভিণী॥
আচার্যত্বং শ্রোত্রিয়ত্বঞ্চ ন শিষ্যোঽধ্যয়নং তথা।
বণিগ্ লাভং ন চাপ্নোতি কৃষিঞ্চৈব কৃষিবলঃ॥[১]

—সেই বিঘ্নেশ্বর যাহাকে আশ্রয় করেন, তাহার লক্ষণ সকল বলিতেছি—মুনিগণ! তাহা শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে সে জলে ভাসিয়া যাইতেছে, অথবা জলে ডুবিতেছে, স্বপ্নকালে মুণ্ডিত মস্তক লোক অথবা রক্তবস্ত্র বা নীলবস্ত্রপরিধায়ী ব্যক্তিগণকে দর্শন করে, মাংসভোজী গৃধ্রাদি পক্ষী ও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুতে স্বয়ং আরোহণ করেন, চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতি, গর্দভ ও উষ্ট্রের সহিত বেষ্টিত থাকে, গমনকালে নিজেকে শত্রুকর্তৃক পিছনে অনুধাবিত ও আক্রান্ত মনে করে, তাহার বিঘ্ন অবশ্যম্ভাবী।

যে সর্বদা অন্যমনস্ক ও আরব্ধ কার্যমাত্রই সিদ্ধিহীন, বিনা কারণে বিষাদগ্রস্ত সেই ব্যক্তি বিঘ্নেশ্বর কর্তৃক অভিভূত জানিবে। সে রাজবংশজাত শৌর্যবীর্যাদি-গুণযুক্ত হইলেও রাজ্যলাভ করিবে না, রূপলাবণ্যবতী হইয়াও গুণবতী কুমারী স্বামী লাভ করে না, ঋতুমতী নারী গর্ভধারণ করে না, শ্রোত্রিয় বেদাধ্যায়ন ও বেদার্থজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াও আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হয় না, বিনয় আচারাদি-গুণ-বিভূষিত হইয়াও শিষ্য অভিমত অধ্যয়নে বঞ্চিত হয়, বণিকের বাণিজ্যলাভ ও কৃষকের কৃষিকর্মে ফল হয় না।[২]

গণেশ যেমন বিঘ্নস্রষ্টা, তেমনি বিঘ্ননাশও করেন। তিনি ভক্তের কাছে সর্বসিদ্ধিদাতা।

---

১ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, গণপতি প্রকরণম্ ১।২৭২-২৭৬, আর্যশাস্ত্র সং—পৃঃ ৩৯

২ অনুবাদ—আর্যশাস্ত্র সং

যাত্রাকালে পঠিত্বা তু যো যাতি ভক্তিপূর্বকম্।
তস্য সর্বাভীষ্টসিদ্ধির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥[১]

রুদ্র-শিবও যেমন ধ্বংসের দেবতা তেমনি কল্যাণেরও দেবতা। শিব আশুতোষ সিদ্ধিদাতা—

(তুঃ) অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।[২]

এ দিক থেকে গণপতি শিবেরই প্রতিরূপ।

মরুদ্‌গণ ও গণপতি—গণপতি রুদ্রপুত্র রুদ্রগণ, বা মরুদ্‌গণের অধীশ্বর রুদ্র-শিব—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং সঙ্গতভাবেই বৈদিক মরুতের সঙ্গে গণপতির সৌসাদৃশ্য আছে। রুদ্রপুত্র মরুদ্‌গণ রুদ্রের মতই যেমন দুর্ধর্ষ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধ্বংসের দেবতা তেমনি বৃষ্টিদানের সহায়তা করে অভীষ্ট বর্ষণও করে থাকেন। মরুদ্‌গণ পর্বত বিচলিত করেন, অরণ্য ধ্বংস করেন। যাঁরা মরুদ্‌গণের অসন্তোষের কারণ হন, মরুদ্‌গণ তাঁদের বিধ্বস্ত করেন। ঋষি তাই প্রার্থনা করেছেন মরুদ্‌গণের কাছে তাঁদের রক্ষাবিধান করতে, যেমন করেছেন রুদ্রের কাছে :

আরে সা বঃ সুদানবো মরুত ঋংজতী শরুঃ।
আরে অশ্মা যমস্যথ।
তৃণস্কন্দস্য নু বিশঃ পরিবৃংক্ত সুদানবঃ
ঊর্ধ্বান্নঃ কর্ত জীবসে ॥[৩]

—হে দানশীল মরুদ্‌গণ! তোমাদিগের দীপ্যমান প্রাণিবধকুশল অস্ত্রসমূহ আমাদিগের নিকট হইতে দূর হউক। তোমরা যে অশ্ম নামক অস্ত্র প্রক্ষেপ কর, তাহাও আমাদিগের নিকট হইতে দূর হউক।

হে দানশীল মরুৎগণ! তৃণবৎ নীচ হইলেও আমার প্রজাগণকে রক্ষা করিও, আমাদিগকে উন্নত কর, যেন আমরা বাঁচিতে পারি।[৪]

শুভ্রো বঃ শুষ্মঃ ক্রুধ্মী মনাংসি ধুনি-
র্মুনিরিব শর্ধস্য ধৃষ্ণোঃ।
সনেম্যস্মদ্যুয়োত দিদ্যুং মা বো দত্ত-
র্মতিবিহ প্রণঙনঃ ॥[৫]

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ গণেশ খণ্ড—১৩।৪৬ ২ অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র ৩ ঋগ্বেদ—১।১৭২.২-৩
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ

—তোমাদের বল সর্বত্র শোভমান, (অথবা তোমাদের দেহশুভ্রবর্ণ), তোমাদের চিত্ত ক্রোধশীল। ধর্ষণযোগ্য বলযুক্ত (মরুৎ)গণের বেগ স্তোতার ন্যায় বিবিধ-শব্দকারী।

(হে মরুৎগণ) পুরাণ আয়ুধ আমাদের নিকট হইতে পৃথক কর। তোমাদের ক্রূরবুদ্ধি যেন আমাদিগকে ব্যাপ্ত না করে।[১]

ঋধক্সা যো মরুতো দিত্যাদস্ত যদ্ব আগঃ পুরুষতা করাম।
মা বস্তস্যামপি ভূমা যজত্রা অস্মে বো অস্তু সুমতিশ্চনিষ্ঠা॥[২]

তোমাদের প্রসিদ্ধ আয়ুধ আমাদের হইতে পৃথক হউক। যদিও মনুষ্য বলিয়া আমরা তোমার নিকট অপরাধ করি. হে যজনীয়গণ! যেন তোমাদের সেই আয়ুধে না পড়ি। তোমাদের যে মূর্তি সর্বাপেক্ষা অন্নপ্রদ তাহাই আমাদের হউক।[৩]

সূর্যাগ্নির সর্বব্যাপী শুভ্র কিরণ—যা নিদাঘকালে তীব্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে—সৃষ্টি করে ঝঞ্ঝাবায়ু, আনে মৃত্যুর দূত বজ্র,—আবার নিয়ে আসে বৃষ্টি,—পরিণামে শস্য,—সেই কিরণসমূহই রুদ্রগণ বা মরুদ্গণ। তাঁদেরই অধিপতি গণেশ রুদ্র-শিব। সুতরাং মরুদ্গণ বা রুদ্রগণের ধর্ম বিঘ্নকর্তা এবং বিঘ্ননাশক গণেশে আরোপিত হবেই।

"It turns out thus, that the provoking of animosities and obstructions and of quelling of them—functions which are found to be conjoint in Vighneśa—are found repeated in the Maruts."[৪]

রুদ্র আর রুদ্রেরগণ মরুৎসমূহ ত একই দেবতা—সমানধর্মা—তাই তাঁদেরই অন্য মূর্তি শিবগণ ও গণাধিপতি গণেশও একই ধর্ম বিশিষ্ট,—বিনাশ সাধন এবং কল্যাণময়তা এঁদের সকলেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

"The double character which we associate with Vighneśa and with Maruts is an inheritance from the father of the Maruts, for Rudra is of the same double personality."[৫]

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—৭।৫৭।৪ ৩ অনুবাদ—তদেব

৪ Ganeśa—T. G. Aravamuthan, page 7

৫ তদেব

ডঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরও এই অভিমত পোষণ করেন যে, রুদ্রগণের অধিপতি রুদ্রই গণেশ।

"Rudra had his hosts of Maruts, who were called Ganas, and the leader of these Ganas was Ganapati. The name Rudra, as we have seen, has generalised and signified a number of spirits pertaking of the character of the original Rudra ; and so was the name Ganapati generalised and meant many leaders of Ganas or groups."[১]

গণেশের পূজা—সর্বকার্যে সিদ্ধিদাতা হিসাবে সকল নৈমিত্তিক কর্মের প্রারম্ভে গণেশের পূজার রীতি প্রচলিত। সিদ্ধিদাতা হিসাবে হোক আর পার্বতীর পুত্র হিসাবেই হোক দুর্গা পূজায় দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে কার্তিকেয় এবং গণেশের অবস্থান ও পূজা বিহিত আছে। নববর্ষের বা হালখাতার শুভারম্ভে ব্যবসায়ীরা গণেশের পূজা করে থাকেন। যে কোন দেবতার পূজায় ঘট স্থাপনের সময় ঘটে এবং ব্যবসায়ীদের নূতন খাতায় সিঁদুর দিয়ে গণেশের মূর্তি অংকন করে পূজা করার রীতি প্রচলিত। মহারাষ্ট্রদেশে গণেশ অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতা। মুর্শিদাবাদ জেলার বালানগর গ্রামে বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাসমারোহে গণেশের মৃণ্ময়ীমূর্তি পূজিত হয়।[২] নবদ্বীপে রাসের সময় অন্যান্য দেবতার সঙ্গে নৃত্যরত গণেশের মূর্তিও পূজিত হয়।

জ্ঞানের দেবতা গণেশ—গণেশ জ্ঞানেরও দেবতা। তাঁর হাতে থাকে পুস্তক, লেখনী এবং জপমালা। সরস্বতী তাঁকে দিয়েছিলেন লেখনী,—ব্রহ্মা দিলেন জপমালা—

সরস্বতী দদৌ তস্মৈ লেখনীং বর্ণলোচনা।
জপমালা দদৌ ব্রহ্মা ইন্দ্রো গজরদং দদৌ ॥[৩]

গণেশই মহাভারতের লেখক এবং আদি বোদ্ধা। যেমন—

আগম পুরাণ বেদ পঞ্চতন্ত্রকথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে।[৪]

---

১ Vaisnavism & Saivism, Sir R. G. Bhandarkar (1965)—page 115
২ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ২য়—পৃঃ ৪৭ ৩ বৃহদ্ধর্মপুরাণ—মধ্যখণ্ড, ৩০।৮১
৪ মেঘনাদবধ কাব্য—৪র্থ সর্গ

ঠিক তেমনি শিবের মতই গণেশও পঞ্চমুখে সকল আগমতত্ত্ব অধ্যাপনা করেন—

পঞ্চমুখৈরজস্রমধ্যাপয়ন্তং সকলাগমার্থান্ ।[১]

গজানন কবি পুরাণপুরুষ—হিরণ্যগর্ভ পুরুষ—সূর্যমণ্ডলে বর্তমান—

হিরণ্যগর্ভং জগদীশিতারং কবিং পুরাণং রবিমণ্ডলস্থম্ ।[২]

বিষ্ণু নারায়ণের মত—রুদ্র-শিবের মত রবিমণ্ডলের অন্তর্গত গণেশের স্বরূপ অনুধ্যানে সারদা তিলকের এই কথাটি স্মরণীয়। গণেশের রক্তবর্ণ ও প্রভাত-সূর্যের অরুণাভা—

হেরম্বমর্কারুণমাশ্রয়ামি।[৩] —প্রভাতসূর্যের মত অরুণবর্ণ গণপতিকে আশ্রয় করি।

বৃহস্পতি ও গণেশ—বেদে ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি ছিলেন গণাধিপতি। পুরাণ-তন্ত্রের গণাধিপতি যদিও রুদ্র-শিবের আত্মজ তথাপি মন্ত্রাধিপতি ব্রহ্মণস্পতি বা জ্ঞানাধীশ্বর বৃহস্পতি ও গণাধিপতি গণেশে মিশে গেছেন। সেইজন্যই গণেশ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী—শ্রেষ্ঠ লিপিকুশল।

সমস্ত বাক্য বৃহস্পতির নিকট গমন করেন—

ওঙ্কারা উপবাচং সচতে।[৪]

মরুদ্‌গণও জ্ঞানী—"প্রচেতসঃ"[৫] তারা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের মত স্তুতি করেন এবং দেবতাদের তৃপ্তিকর যজ্ঞকারীদের মতই কার্যাদি সম্পন্ন করেন—

বিপ্রাসো ন মন্মভিঃ স্বাধ্যো দেবাব্যো ন যজ্ঞৈ স্বপ্নসঃ।[৬]

ব্রহ্মণস্পতি কখনও কখনও মরুদ্‌গণের সঙ্গে থাকেন—

উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ংতস্ত্বেমহে।

উপ প্রযংতু মরুতঃ।[৭]

—ব্রহ্মণস্পতি ওঠ, দেবতারূপে তোমার স্তুতি করছি,—মরুদগণ তোমার কাছে গমন করুক।

বৃহস্পতি বিঘ্ননাশক—বৃহস্পতি গণের সহায়তায় বল নামক দানবকে সংহার করেছিলেন,—

স সুষ্টুভা স ঋক্বতা গণেন বলং রুরোজ ফলিগং রবেণ।[৮]

১ সাঃ তিঃ—১৩।১৩৯ ২ সাঃ তিঃ—১৩।১৪৭ ৩ সাঃ তিঃ—১৩।১৩৯ ৪ ঋগ্বেদ—১।১৯০।২
৫ ঋগ্বেদ—৫।৮৭।৯ ৬ ঋগ্বেদ—১০।৭৮।১ ৭ ঋগ্বেদ—১।৪০।২ ৮ ঐ—৪।৫০।৫

—বৃহস্পতি সম্যক্ স্তুত হয়ে প্রদীপ্ত গণের সাহায্যে গর্জনের দ্বারা বলকে নাশ করেছিলেন।

বৃহস্পতিও বিঘ্ননাশক,—তিনি পাপ, অকল্যাণ, দুর্গতি দূর করেন—

বৃহস্পতির্ণয়তু দুর্গহা তিরঃ পুনর্নেষদঘশংসায় মন্ম।

ক্ষিপদশস্তিমপ দুর্মতিং হন্নথা করদ্‌যজমানায় শংযোঃ ॥[১]

—বৃহস্পতি দুর্গতি সমূহকে নষ্ট করুন, দুর্গতি দূর করুন, যজমানের যাগনাশ ও ভয় অপহরণ করুন।[২]

তপুর্মূর্ধা তপতু রক্ষসো যে ব্রহ্মদ্বিষঃ শরবে হন্তবা উ।

ক্ষিপদশস্তিমপ দুর্মতিং হন্নথা করদ্‌যজমানায় যোঃ ॥[৩]

—স্তোত্রদ্বেষী রাক্ষসদিগকে বৃহস্পতি আপনার প্রতপ্ত মস্তকের দ্বারা ব্যথিত করুন। তাহা হইলে হিংসাকারী নিধনপ্রাপ্ত হইবেক। যজমানের যাগনাশ ও ভয় অপহরণ করুন।[৪]

বৃহস্পতি ব্রহ্মণস্পতির সঙ্গে মরুৎ ও রুদ্রের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থাকাতেই বৃহস্পতি হয়েছেন গণপতি। বৃহস্পতি-গণপতি অবশ্যই সুরাগ্র-সকল বৃহৎ পদার্থের অধিপতি এবং যজ্ঞ বা যজ্ঞীয় মন্ত্রাদির অধিপতি।[৫] সুতরাং পৌরাণিক গণেশ চরিত্রে বৈদিক রুদ্র, রুদ্রপুত্র মরুদ্‌গণ, গণাধিপতি-বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতি এবং গণাধিপতি ইন্দ্র একত্রে সম্মিলিত হয়েছেন বলে অনুমান করা অবাস্তব হবে না।

"There can now be no doubt about our Vighneśa-Ganapati-Gajānana, being no other than Maruts-Rudra-Bṛhaspati-Indra."[৬]

গণেশের উপর অনার্য প্রভাব কিন্তু গণেশের গজমুণ্ড, স্ফীত উদর, মূষিক প্রভৃতি অনার্য সভ্যতার দান বলেই অধিকাংশ পণ্ডিত গণ্য করে থাকেন। তাঁদের মতে গণেশের গজমুণ্ড কোন আদিম জাতির প্রতীকের (totem) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

"It has been asserted that he is primarily a totem animal which has achieved god-head."

"It has been suggested that his mount (vāhana) the rat, being associated in some cultures with night, he must be Sun-god vanquishing night."[৭]

১ ঋগ্বেদ—১০।১৮২।১ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১০।১৮২।৩
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি, ১ম পর্ব—৪৮৬-৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য
৬ Ganeśa, T. G. Aravamuthan—page 14
৭ Ibid., page 3.

"Certain authorities believe that Ganeśa was originally a Dravidian deity worshipped by the aboriginal populations of India, who were Sun-worshippers; and that Ganeśa on his Vahana, the rat, symbolizing a Sun-god, overcoming the animal, which in ancient mythology was a symbol of night."[1]

"কোন কোন পণ্ডিতের বিশ্বাস, গণেশ দ্রাবিড় দেবতা; ভারতের সূর্যোপাসক আদিম অধিবাসিগণ কর্তৃক তিনি পুজিত হইতেন। বাহন মূষিকের উপর উপবিষ্ট গণেশকে সূর্যদেবতার প্রতীক বলিয়াও মনে করা হয়, পুরাণে ইহা রাত্রির প্রতীক। অপর কয়েকজন পণ্ডিতের মতে গণেশের হস্তিমুণ্ড ও বাহন মূষিক হইতে অনুমিত হয় যে, যদিও ভারতীয় পুরাণ হইতে তাঁহাকে পাওয়া গিয়াছে, মূলতঃ তিনি পশু-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।"[২] পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণও গণেশকে কোন বৈদিক দেবতার বিবর্তন বলে মনে করেন না। তাঁর বক্তব্য: "বৈদিক যুগের কোন তত্ত্ব হইতে গণেশের আকৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।"[৩]

একদন্ত—গণেশের একদন্ত সম্পর্কে এলিস গেটির অভিমত এই যে, গণেশের দন্তটি লাঙ্গলের প্রতীক—গণেশ কৃষি দেবতা।

"It seems natural that the one tusk of the Harvest Lord, which gave his ancient name, should symbolically stand for the most important implement of the harvest, the plough, especially as the word ekadanta may be translated, 'one tusk' or 'plough share'"[৪]

গণেশের একদন্তের সঙ্গে লাঙ্গলের সম্পর্ক আছে কিনা জানি না, তবে সূর্যের একচক্র রথের সম্পর্ক আছে, মনে করি। যিনি সূর্য বা অগ্নি, তিনিই গণাধিপ রুদ্র—তিনিই রুদ্রতনয় গণেশ। সূর্যমণ্ডল অথবা সম্বৎসর রূপী একচক্র সূর্যের রথের অবলম্বন। ঐ চক্রটিই বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র। একচক্র গণেশের একদন্তে পরিণত হওয়া অসম্ভব কি? স্মরণীয়—পুষাও একদন্ত।

গণেশের হস্তিমুণ্ড—গণেশের হস্তিমুণ্ডের তাৎপর্য কি? কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে হস্তী যেহেতু গাম্ভীর্যে ও বিজ্ঞতায় একটি বিরাট জন্তু, অতএব বিরাটত্ব, গাম্ভীর্য ও বিজ্ঞতার প্রতীকরূপেই গণেশ হস্তিমুখ লাভ করেছেন।

১ Ganeśa, Alice Getty, chap. I—page 1
২ লক্ষ্মী ও গণেশ—অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ, পৃঃ ৭১
৩ তদেব—পৃঃ ৯১ ৪ Ganeśa—page 3

"The elephant, it must be mentioned, is considered an animal of great prudence and sagacity and Ganesa's head is probably symbolic of these characteristics of the God."[১]

কিন্তু টি. জি. অরবমুথন দেখিয়েছেন যে হস্তিমুণ্ড হয় মরুদ্‌গণের সংশ্রব থেকে এসেছে, নয়ত এসেছে ইন্দ্রের ঐরাবত হস্তি থেকে। ঋগ্বেদে মারুদ্‌গণকে হস্তীর সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে। হস্তির মত মরুদ্‌গণ বৃক্ষ উৎপাটিত করেন।

মৃগা ইব হস্তীনঃ খাদথাঃ বনাঃ।[২]

—তোমরা করযুক্ত গজের ন্যায় বন ভক্ষণ কর।[৩]

ইন্দ্রের ত বাহনই হস্তি বা হস্তিসদৃশ মেঘপুঞ্জ। ইন্দ্রকেও হস্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ঋগ্বেদেই—

দানা মৃগো ন বারণঃ পুরুত্রা চরথং দধে।[৪]

—(শত্রুদের) অন্বেষণকারী হস্তি যেরূপ মদজল ধারণ করে সেইরূপ ইন্দ্র যজ্ঞে মত্ততা ধারণ করেন।[৫]

পশ্চিম ভারতের গ্রীক্ রাজাদের মুদ্রায় হস্তির চিত্র অংকিত দেখা যায়। গ্রীক্‌রাজ Eucratides, Antialkidas, Demetrious, শক-পার্থিয়ান্ রাজা মেউস্ (Maues), মিনাণ্ডার (Minander) প্রভৃতির মুদ্রায় হস্তীমুণ্ড অংকিত আছে।[৬] ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে মুদ্রায় অংকিত হস্তিমুণ্ড ইন্দ্রের প্রতীক।[৭] এছাড়াও আর্জুনায়ন, ঔদুম্বর, কৌশাম্বী, উদ্দেহিক, তক্ষশিলা প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন জাতি (tribe) ও জনপদের মুদ্রায় হস্তিমুণ্ড অংকিত আছে। মুদ্রায় অংকিত হস্তিমুখ যদি ইন্দ্রের প্রতীক যথার্থই হয়, তাহলে একথা মানতে হবে যে ইন্দ্রের পরিবর্তে ইন্দ্রবাহন ঐরাবত হস্তি পূজা পেয়েছেন; যেমন আজও পূজিত হচ্ছেন গরুড় বা গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুর প্রতীক হিসাবে এবং বৃষ বা বৃষভধ্বজ শিবের প্রতীক হিসাবে। যখন গণাধিপতি ইন্দ্র, রুদ্র ও ব্রহ্মণস্পতি তাঁদের গাণপত্য পরিত্যাগ করে গণপতি নামে একটি নূতন দেবতার সৃষ্টি

১ Epics Myths and Legends of India, P. Thomas—page 44

২ ঋগ্বেদ—১।৬৪।৭ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৪ ঋগ্বেদ—৮।৩৩।৮

৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৬ Cambridge History of India, vol. I—plate VI

৭ Dev. of Hindu Iconography (1941)—pages 162-63

করলেন, তখন ব্রহ্মণস্পতি যেমন দিলেন তাঁর বিদ্যাবত্তা, রুদ্র দিলেন সাপ, মৃগচর্ম, পরশু, জটা, পঞ্চমুখ, ত্রিনয়ন, ধ্বংস ও শুভকারী শক্তি প্রভৃতি, তেমনি ইন্দ্রও দিলেন তাঁর প্রতীক ঐরাবতের মস্তক। পুরাণের (বৃহদ্ধর্মপুঃ) একটি উপাখ্যান অনুসারে ঐরাবতের মস্তকই গণেশের দেহে যোজিত হয়েছিল।

আরও একটি সম্ভাবনার কথা মনে আসে। রুদ্র-শিবেরই ত অংশ গণেশ। রুদ্র-শিব যখন গণপতিকে তাঁর কিছুটা আকার প্রকার দিলেন, তখন শিবের পশুপতিত্ব গণদেবতা গণেশে এসে আরোপিত হওয়া অসম্ভব নয়। পশুপতিত্বের নিদর্শন হিসাবে দেবতার পশুমুণ্ড প্রয়োজন। হস্তি বৃহত্বে, শক্তিতে এবং চালচলনে পশুকুল প্রধানরূপে গণদেবতার মস্তক হয়েছিল। হস্তি যেমন সর্বাপেক্ষা মূল্যবান পশু মানবকুলের হিতসাধক হিসাবে, তেমনি মত্তহস্তি ধ্বংসের দেবতা রুদ্রেরও সমতুল্য। অতএব বিঘ্ন ও সিদ্ধির দেবতা যে গণদেবতা - হস্তীমুণ্ডই তাঁর উপযুক্ত। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রায় বিশেষতঃ কুষাণমুদ্রায় শিবের হাতে অঙ্কুশ অঙ্কিত আছে। হস্তিচালনার জন্য অঙ্কুশ অবশ্য প্রয়োজনীয়। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত গণপতির গজমুণ্ড ও নরদেহকে দুটি ভিন্ন বস্তুর মিলনের প্রতীকরূপে ব্যাখ্যা করেছেন—হস্তিমুণ্ড বৃহত্বের প্রতীক ও নরদেহ ক্ষুদ্রত্বের প্রতীক—হস্তী বৃহৎ ভূমা, মানুষ ক্ষুদ্র অল্প : "Gaṇapati is represented as an elephant-headed man to express the unity, the small being, the microcosm, that is man and the Great Being, the macrocosm, pictured as an elephant. The word gaja (elephant) is taken to mean 'the origin and the goal,' ga = goal, j = origin."

এইরূপ তত্ত্বব্যাখ্যা পাণ্ডিত্যপূর্ণ বটে, কিন্তু কোন ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি আলোকপাত করে না। আমরা দেখেছি, মরুদ্‌গণ হস্তিতুল্য, ইন্দ্রের প্রতীক হস্তি। রুদ্র পশুপতি রুদ্রগণ বা মরুদ্‌গণের অধিপতি। আরও একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। শিব-গৃহিণী পার্বতীর দশবিধ রূপ দশমহাবিদ্যার অন্যতমা মাতঙ্গী। মাতঙ্গী শব্দের অর্থ হস্তিনী। শিব-পত্নী মাতঙ্গী হলে মাতঙ্গী-পতি শিব অবশ্যই মাতঙ্গ বা হস্তি হবেন। মরুতের বা ইন্দ্রের সাদৃশ্যে মত্ত-হস্তীর মত শক্তিশালী রুদ্র বা রুদ্রশক্তি এই চিন্তা অনুসারে রুদ্র মাতঙ্গ ও রুদ্রাণী মাতঙ্গী হতে পারেন। রুদ্রের অমিত শক্তির প্রতীক হিসাবেই রুদ্র-গণপতির গজমুণ্ড বিহিত হয়েছে বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

প্রাথমিক পর্যায়ের রুদ্র, ব্রহ্মণস্পতি ও ইন্দ্র ছিলেন গণপতি। দ্বিতীয় পর্যায়ে গণপতিত্ব বর্তালো একমাত্র রুদ্র-শিবের উপরে। রুদ্র-শিব যে কবে তাঁরই আত্মজ গজাননকে গণপতিত্ব ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন তা নির্ণয় করা ত সহজ নয়। মহাভারতের আদিপর্বে অনুক্রমণিকা অংশে গণেশের মহাভারত লেখার যে গল্প পরিবেশিত হয়েছে, সেই গল্পকথা পণ্ডিতগণ পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম খণ্ডে গজমুণ্ডের উল্লেখ আছে বলে মনে করা হয়। সপরিবার রুদ্র মহাদেবের ধ্যান আছে এই মন্ত্রে—

পুরুষস্য বিদ্ম সহস্রাক্ষস্য মহাদেবস্য ধীমহি
তন্নোরুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥
তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি
তন্নোরুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥
তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি
তন্নোদন্তিঃ প্রচোদয়াৎ ॥
তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি
তন্নোনন্দিঃ প্রচোদয়াৎ ॥[১]

—জানি পুরুষকে, সহস্রাক্ষ মহাদেবের ধ্যান করি, সেইজন্য রুদ্র আমাদের প্রেরণ করুন। সেই পুরুষ মহাদেবকে জেনে ধ্যান করি, সেইজন্য রুদ্র আমাদের প্রেরণা দিন। সেই পুরুষকে জানি, যিনি বক্রতুণ্ড (দীর্ঘনাসা) তাঁকে ধ্যান করি, সুতরাং দন্তী (হস্তী অর্থাৎ গজানন) আমাদের প্রেরণ করুন। সেই পুরুষকে জানি, বক্রতুণ্ডকে ধ্যান করি, সেইজন্য নন্দী আমাদের প্রেরণ করুন।

গণেশের প্রাচীনতা—এই রুদ্রস্তুতিতে রুদ্র, মহাদেব, বক্রতুণ্ড, দন্তী ও নন্দী একই দেবতার নাম বা বিশেষণ বলে বোধ হয়। তুণ্ড শব্দের অর্থ নাসিকা বা শুণ্ড। দন্তী শব্দে হস্তীকে বোঝায়। তুণ্ড যাঁর বক্র এবং যিনি দন্তী (একদন্ত), সেই রুদ্র মহাদেব বা নন্দী এখানে ধ্যানের বিষয়। নারায়ণোপনিষদেও এই ধ্যানমন্ত্রগুলি বর্তমান।[২]

একদন্ত গজাননের আকার তৈত্তিরীয় অরণ্যকের যুগেই পরিকল্পিত হয়েছে। খুব সম্ভব একদন্ত গজানন রুদ্র-শিবেরই রূপ বলে বন্দিত হয়েছেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেরই শেষ অংশ তৈত্তিরীয় আরণ্যক। বেদের অংশবিশেষ ব্রাহ্মণভাগ খৃষ্ট-

১ তৈঃ আঃ—১০।১।৩-৬ ২ নারায়ণোপনিষৎ—২৩-২৬

পূর্ব অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে রচিত বলেই সকল পণ্ডিত মনে করেন। গণেশের গজানন মূর্তি যদি অনার্য প্রভাবজাত হয়ই, তাহলে বৈদিক যুগেই এই প্রভাব পড়েছিল বলতে হবে। অবশ্য কোন কোন পণ্ডিত এই মন্ত্রগুলিকে অর্বাচীন কালে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। কিন্তু এইরূপ অনুমানের হেতু পাওয়া যায় না। বৌধায়নের ধর্মসূত্রে গণপতির নামগুলি পাওয়া যায়—বিঘ্ন, বিনায়ক, বীর, স্থূল, হস্তিমুখ, বক্রতুণ্ড, একদন্ত ও লম্বোদর।[১] সূত্র গ্রন্থগুলি খৃঃ পূঃ ৮ম থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত বলে গণ্য করা হয়। হিন্দু দেবগোষ্ঠীর সারিতে গণেশের স্বতন্ত্র মূর্তি নিয়ে আবির্ভাব খুব প্রাচীনকালের কি-না বলা সন্দেহ। যদিও বেদে-আরণ্যকে ও বৌধায়নের ধর্মসূত্রে গণেশের আধুনিক অবয়ব পরিকল্পনার আভাস পাই, কিন্তু বক্রতুণ্ড একদন্ত প্রভৃতি নামগুলি রুদ্রের বিশেষণরূপে প্রতীয়মান হয়। রামায়ণে শিবই গণেশ; পৃথক্ কোন দেবতা গণেশরূপে নিজের পরিচয় ঘোষণা করেন নি। রাবণকে ব্রহ্মা যে মন্ত্র জপ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন সেই মন্ত্র প্রকৃতপক্ষে রুদ্রস্তুতি। এই মন্ত্রের অংশবিশেষ উদ্ধার করছি :

নমস্তে দেবদেবেশ সুরাসুরনমস্কৃত ॥
ভূতভব্য মহাদেব হরিপিঙ্গল লোচন।
বালস্ত্বং বৃদ্ধরূপী চ বৈয়াঘ্রবসনচ্ছদ ॥
অর্চনীয়োঽসি দেব ত্বং ত্রৈলোক্যপ্রভুরীশ্বরঃ।
হরো হরিতনেমী চ যুগান্তদহনোবলঃ।
গণেশো লোকশম্ভুশ্চ লোকপালো মহাভুজঃ।
মহাভাগো মহাশূলী মহাদংষ্ট্রী মহেশ্বরঃ ॥
* * *
ভূতেশ্বরো গণাধ্যক্ষঃ সর্বাত্মা সর্বভাবনঃ।[২]

—সুর এবং অসুরগণের দ্বারা বন্দিত, জীবগণের উৎপত্তিস্থল, হরিপিঙ্গলচক্ষু মহাদেবকে নমস্কার। তুমি বালক, বৃদ্ধরূপী, ব্যাঘ্রচর্মপরিধানকারী, ত্রিলোকের প্রভু, ঈশ্বর, তুমি পূজনীয়, তুমি হর, হরিতনেমী (হরিতবর্ণরথচক্র সমন্বিত)। যুগান্তদহনক্ষম, গণেশ, লোকসুখকর, লোকপালক, মহাবাহুসম্পন্ন, মহাভাগ, মহাশূলধারী, মহাদংষ্ট্রাসম্পন্ন, মহেশ্বর, ... ভূতেশ্বর, গণাধ্যক্ষ, সর্বাত্মা, সর্বভাবন।

১ বৌধায়ন ধর্মসূত্র—২।৫।২০ ২ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—২৭।৩১-৩৪, ৩৭

কালিদাস (খৃঃ ৪র্থ শতাব্দী ?), ভারবি (খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী ?) প্রভৃতি মহাকবিদের মহাকাব্যে অন্য দেবতার নাম থাকলেও গণেশের নামোল্লেখ নেই। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে দেবগণের নাট্যাভিনয় প্রসঙ্গে অনেক দেবতার নামের উল্লেখ থাকলেও গণেশ অনুপস্থিত; এমন কি নাট্যশালার বিঘ্নবিনাশের নিমিত্ত অনেক দেবতার পূজার পংক্তিতে গণেশ স্থান পান নি। পঞ্চতন্ত্রে (খৃঃ ৫ম শতাব্দী ?) সিদ্ধিদাতা দেবগণের মধ্যে গণেশের নাম উপেক্ষিত। প্রাচীন যুগের (খৃঃ ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত) কোন প্রত্নলেখে গণেশের নাম উল্লিখিত হয় নি। সুতরাং গণেশের মূর্তি গড়া বা গণেশ পূজার প্রচলন বিষয়ে খ্রীষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বের কোন নিদর্শন মেলে না। সেইজন্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার গণেশকে অর্বাচীন কালের দেবতা বলে স্থির করেছেন।[১] কিন্তু গণেশের পৃথক দেবতারূপে আবির্ভাব ঠিক কোন সময়ে—খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরে অথবা খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ বা অষ্টম শতাব্দীতে, সে বিষয়ে নিঃসংশয়িত হওয়ার উপায় নেই।

কিন্তু ভাণ্ডারকেরের মতে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রান্তভাগের পূর্বে গণেশ পূজা প্রচলিত হয় নি।[২]

মহাভারতের লেখক হিসাবে গণেশের যে খ্যাতি এবং তৎসম্পর্কিত যে উপাখ্যান, তা পণ্ডিতদের মতে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রচিত এবং ভারত কথায় প্রক্ষিপ্ত।

"But no reference to an elephant-headed deity is to be found until the eight, when in opening stanza of the Māhabhārata he is described as having the face of an elephant."[৩]

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় (খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী ?) প্রথম বিনায়ক ও গণপতি পূজার বিবরণ পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে আদিত্য, স্কন্দ ও মহাগণপতির পূজা করলে সিদ্ধিলাভ হয়।

মহাগণপতেশ্চৈব কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥[৪]

বাণভট্টের কাদম্বরীতে (খৃঃ ৭ম শতাব্দী) গজানন গণপতির গণ্ডস্থল থেকে মদক্ষরণের এবং গণসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়—"অবকীর্ণ ভস্মসূচিত মগ্নোত্থিত গণবৃন্দোদ্ধূলনম্ অবগাহাবতীর্ণ গনপতি গণ্ডস্থলমদপ্রস্রবণসিক্তম্...।"[৫]

১ বঙ্গদর্শন, ১৩১০—পৃঃ ৬৮৯
২ Vais'navism—page 149
৩ Ganes'a, Getty—page 4
৪ যাজ্ঞবল্ক্য সং—১।২৯৪
৫ কাদম্বরী—অচ্ছোদসরোবর্ণনম্

অমরকোশে (খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী ?) গণপতির কয়েকটি নাম আছে ; যথা—

বিনায়কো বিঘ্নরাজঃদ্বৈমাতুরো গণাধিপঃ
অপ্যেকদন্তঃ হেরম্বঃ লম্বোদরো গজাননঃ ॥[১]

ভবভূতির মালতিমাধব নাটকেও (খৃঃ ৭ম শতাব্দী) হস্তিমুখ গণপতির বিবরণ আছে। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক আবিষ্কৃত ভূমারার শিবমন্দির থেকে প্রাপ্ত প্রস্তরখণ্ডে গণসহ গণপতি গজাননের মূর্তি অঙ্কিত। মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বলে ধারণা করা হয়। কানপুরের নিকটবর্তী ভিতর গাঁও নামক গ্রামে মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির গণসহ মোদকহস্ত গজাননের প্রতিকৃতি আছে। এই মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর বলে ধারণা করা হয়।

এই সকল নিদর্শন থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তরাজাদের রাজত্বকালে রুদ্রগণাধিপতি রুদ্রে গণেশের শিবাত্মজরূপে পৃথক দেহে আবির্ভাব ও পূজা প্রচলিত হ'তে থাকে এবং সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে জনপ্রিয় হ'তে থাকে। দক্ষিণ ভারতে গণপতি পূজাব বিশেষ প্রচলন আজও আছে। ভাণ্ডারকরের মতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে মহারাষ্ট্রে গণপতি পূজার প্রচলন হয়।[২]

গণপতির মূর্তি—গণপতির প্রাপ্ত মূর্তিগুলি তিন শ্রেণীর : দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও নৃত্যরত। দণ্ডায়মান মূর্তির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, অপব দুই শ্রেণীর মূর্তি প্রচুর পাওয়া যায়। দ্বিভুজ গণপতিও অপেক্ষাকৃত কম, চতুর্ভুজ গণপতির সংখ্যাই বেশী।[৩] গণপতির প্রাচীন মূর্তিগুলির মধ্যে পুস্তক ও লেখনী-হস্ত মূর্তি পাওয়া যায় না।[৪] সুতরাং গণপতিকে জ্ঞানের দেবতারূপে পরিকল্পনা পরবর্তীকালের।

গণেশবাহন মূষিক—এখন সমস্যা হোল গণেশের বাহন মূষিককে নিয়ে। এত জীবজন্তু থাকতে গণেশ ইঁদুরকে কেন করলেন তাঁর বাহন? ইঁদুরকে অনার্যকৃষ্টি, পশুকৃষ্টি, রাত্রির প্রতীক ইত্যাদিরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গণেশকে কৃষিদেবতা বলে গ্রহণ করলে মূষিককেও কৃষিকার্যে প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু গণেশ ত প্রকৃতপক্ষে কৃষি দেবতা নন। আবার হস্তীর সঙ্গে ইঁদুরের নাকি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—

১ স্বর্গবর্গ ২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—পৃঃ ৭২
৩ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ২৫ ৪ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ১৯

"The rat is an inevitable attendant on the elephant, which has an insatiable appetite for grain."[১]

অবশ্য পুরাণকারেরা বলেছেন, পৃথিবী গণেশকে মূষিক উপহার দিয়েছিলেন—"পৃথ্বী মূষিকবাহনম্।"[২]

"বসুন্ধরা দদৌ তস্মৈ বাহনায় চ মূষিকম্।"[৩]

স্কন্দ পুরাণ (প্রভাস খণ্ড) বলেছেন, গণেশ জন্মের পরে গণেশ জননী পুত্রকে মোদকপূর্ণ ভোজ্যপাত্র দিয়েছিলেন ; আর খাদ্যের গন্ধে মূষিক গর্ত থেকে বেরিয়ে মোদক খেয়ে অমরত্বলাভ করে গণেশের বাহন হয়ে গেল।

তস্য ভক্ষ্যস্য গন্ধেন নিষ্ক্রান্তো মূষকো বিলাৎ।
ভক্ষণাচ্চামরো জাতস্তস্য বাহো ব্যজায়ত ॥[৪]

প্রকৃতপক্ষে মূষিকটি রুদ্রের কাছ থেকে গণেশ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন। তন্ত্রশাস্ত্রে গণেশের মূষিক শিববাহন বৃষের সঙ্গে অভিন্নরূপে উল্লিখিত হয়েছে।

বৃষাকার মহাকায় বৃষরূপ মহাবল।
ধর্মরূপ বৃষস্তং হি গণেশস্য বাহনম্।
নমস্কারাম্যহস্বাখো পূজাসিদ্ধিং প্রযচ্ছমে ॥[৫]

—বৃষের আকার মহাকায়, বৃষরূপী, মহাবল, ধর্মরূপী বৃষ ; তুমি গণেশের বাহন ; হে মূষিক, তোমাকে নমস্কার করি ; তুমি আমাকে পূজায় সিদ্ধি প্রদান কর।

গণেশের বাহন মূষিককে বৃষরূপী বলে বর্ণনা করায় গণেশেরও বৃষবাহনত্বের ইঙ্গিত পাই। কোন সময়ে গণেশেরও কি বৃষবাহন ছিল ?

যজুর্বেদে আখু বা মূষিক ছিল রুদ্রের প্রিয় পশু।

"এষ তে রুদ্র ভাগ আখুস্তে পশুঃ।"[৬]—হে রুদ্র, এই তোমার ভাগ, আখু তোমার পশু।

"আখুস্তে রুদ্র পশুস্তং জুষস্ব।"[৭]—হে রুদ্র, আখু তোমার পশু, তাকে ভোজন কর।

১ Ganes'a, Aravamuthan—page 13 ২ বৃহদ্ধর্মপুরাণ, মধ্যখণ্ড—৩০।৮২
৩ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, গণেশখণ্ড—১৩।১২ ৪ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ডান্তর্গত অর্বুদখণ্ড—৩২।২১
৫ কালী বিলাসতন্ত্র—১৮।২৫ ৬ শুক্ল যজুঃ—৩।৫৭ ৭ কৃষ্ণ যজুঃ—১।১।৮।৬

আচার্য মহীধর শুক্লযজুর্বেদের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "তে. তব আখুঃ পশুঃ মূষকঃ পশুত্বেন সমর্পিতঃ। আখুদানেন তুষ্টৌ রুদ্রস্ত্বয়াম্বিকয়া যজমানপশূন্ন মারয়তীত্যর্থঃ।"

—তোমার আখু-পশু অর্থাৎ মূষককে পশুরূপে সমর্পণ করছি। মূষক প্রদানের দ্বারা তুষ্ট রুদ্র অম্বিকার সঙ্গে একত্রে যজমানের পশুহিংসা করবেন না।

শতপথ ব্রাহ্মণেও রুদ্রের পশু হিসাবে আখু নির্দিষ্ট হয়েছে, "তমাখুৎকর উপকিরত্যেষ তে রুদ্র ভাগ আখুস্তে পশুরিতি তদস্যা আখুমেব পশুনামহুদিশতি তে নো ইতরান্ পশূন্ ন হিনস্তি।"[১]—(অস্যার্থ) হে রুদ্র, এই উৎকরেস্থিত আখু তোমাকে তুষ্ট করে, এই তোমার ভাগ, এই আখু তোমার পশু। এইজন্য রুদ্রকে পশুরূপে আখু প্রদান করা হচ্ছে, সেইজন্য তিনি অন্য পশুদের হিংসা করবেন না।

রুদ্রের প্রিয় পশু মূষিক। রুদ্রের ক্রোধ শান্তির জন্য যে পশু উপহার দেওয়া হোত, সেই প্রিয় পশুটি রুদ্র যখন গণপতিতে পরিণত হলেন তখন আত্মজকে উপঢৌকন দিলেন। রুদ্রাত্মজ গণপতিও রুদ্রের প্রিয় পশু মূষিককে করে ফেললেন নিজের বাহন। মূল্যবান দ্রব্যাদি বিনষ্ট করতে মূষিক অতি নিপুণ। এইজন্যই ধ্বংসের দেবতা রুদ্রের প্রিয় পশু মূষিক। বৃষবাহন রুদ্র গণপতিরূপে পৃথক আকার লাভ করলে বৃষের সঙ্গে অভিন্নরূপে মূষিক গণেশের বাহনত্ব লাভ করে।

একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত গণেশের বাহন মূষিককে সর্বব্যাপী আত্মারূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে গণেশের হস্তীমুখ 'বিরাট' বা ভূমার প্রতীক, নরদেহ অল্প বা ক্ষুদ্রবস্তুর ইঙ্গিতবাহী এবং মূষিক ক্ষুদ্র ও বৃহতে সমভাবে বিরাজিত আত্মা।

"The mouse is the master of the inside of evrything. The all-pervading Atman is the mouse that lives in the hole, called intellect, within the heart of evrything"[২]

গণেশের সর্পভূষণ ও নাগযজ্ঞোপবীত—গণপতির নাগভূষণ বা নাগযজ্ঞোপবীত অবশ্যই রুদ্র-শিবের দান। এখানেও অনন্তনাগের উপরে অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণু, কালিয়দমনকারী কৃষ্ণ, অহি বা বৃত্রঘাতক ইন্দ্র এবং অহিভূষণ

১ শতপথ ব্রাঃ—২।৬।৩ ২ Hindu Politheism, A. Danielou—page 296

শিবের কথা মনে আসা স্বাভাবিক। বিষ্ণু, ইন্দ্র এবং রুদ্র-শিব তিন দেবতাই সর্প বা নাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিষ্ণুর সঙ্গে গণের সম্পর্কও স্বল্প নয়। মহাভারতে বিষ্ণুর একনাম নন্দী, একনাম গণেশ্বর—"নন্দির্জ্যোতির্গণেশ্বরঃ।"[১] ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণানুসারে কৃষ্ণই গণেশরূপে হরপার্বতীর কাছে এসেছিলেন। তন্ত্রের লক্ষ্মী গণপতি ও শ্রীগণপতির ধ্যানমূর্তি বর্ণনার তাৎপর্য একমাত্র এই হ'তে পারে যে, গণপতি বিষ্ণুর অংশ অথবা মূর্ত্যন্তর।

রুদ্র ও বিষ্ণু যে একই দেবসত্তা এ সত্য পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সুতরাং যিনি স্বরূপতঃ রুদ্র, তিনি স্বরূপতঃ বিষ্ণুও হ'তে পারেন। স্মরণ রাখতে হবে যে, মহাভারতের অনুশাসন পর্বে বিষ্ণু ও গণেশ। অতএব রুদ্রের রূপান্তর হিসাবে গণেশ ও সর্পভূষণ সর্পের যজ্ঞোপবীত লাভ করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন যে বেদের বৃত্র, যার অপর নাম অহি—ইন্দ্রের দ্বারা হত হয়ে গণেশের দেহের অলংকার বা উপবীত হয়েছে সর্পরূপে।

"If we assume that Indra, vanquishing Vṛtra, the serpent, wore his on his person as trophy, quelled or killed, we shall not find it difficult to accept that the similarities between vighneśa and Indra are so close that it is beyond contradiction that Indra is one of the gods who has gone to the making of Gaṇeśa."[২]

সূর্য ও গণেশ—কিন্তু ইন্দ্র অহি বা বৃত্র বধ করে নিজের দেহে জড়িয়ে রেখেছিলেন বিজয়চিহ্ন হিসাবে—এরূপ কল্পনা নিতান্তই কষ্ট কল্পনা। আসলে, সূর্যের অয়নপথই নাগ বা সর্প। এই নাগই বিষ্ণুর শয্যা, রুদ্র-শিবের ভূষণ এবং রুদ্রাবতার গণেশেরও ভূষণ। নাগ শব্দের অর্থ যেমন সর্প, তেমনি হস্তীও। নাগ শব্দ অর্থান্তরিত হয়ে গণেশের গজমুণ্ডে পরিণত হয়েছে, এমন একটি প্রশ্ন জাগা কি অযৌক্তিক?

টি. জি. অরবমুথন গণেশের হস্তিমুণ্ডকে সূর্যের প্রতীক বলে গণ্য করেছেন। শতপথ ব্রাহ্মণের একটি উপাখ্যানে (৩।১।৩।৩-৪) মার্তণ্ডজন্মের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, অদিতির পরিত্যক্ত অষ্টম সন্তান পিণ্ডাকারে মাত্র জন্মেছিল। অপর সাত আদিত্য মিলে ঐ পিণ্ডকে আদিত্যের আকার দিলেন; পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়ে ঐ পিণ্ড আদিত্য হলেন, কিন্তু পিণ্ডের পরিত্যক্ত অংশ হস্তীর

১ মহাঃ, অনুশাসনপর্ব—১৪৯।৭৯ ২ Gaṇeśa, T. G. Aravamuthan—page 11

আকার ধারণ করেছিল। এই কাহিনী থেকে হস্তীর সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক আবিষ্কার করে গণেশের হস্তিমুখকে সূর্যের প্রতীকরূপে ব্যাখ্যা করেছেন অরবমুথন।

"If this implies an association of elephant with Surya, we mav have to assume an assimilation of Surya as well in the emergence of vighneśa."[১]

গণেশ ত আর বিষ্ণু, রুদ্র বা ইন্দ্র থেকে ভিন্ন নন, তবে তাঁকে সূর্য না বলার ও কোন হেতু নেই। গণেশ বলেছেন আত্মস্বরূপ সম্পর্কে :—

শিবে বিষ্ণৌ চ শক্তৌ চ সূর্যে ময়ি নরাধিপ।
যা ভেদবুদ্ধির্যোগঃ স সম্যগ্, যোগো মতো মম ॥[২]

—শিবে, বিষ্ণুতে, শক্তিতে, সূর্যে ও আমাতে যে অভেদবুদ্ধি সেই আমার উত্তম যোগ।

গণেশ আরও বলেছেন

অহমেব জগদ্ যস্মাৎ সৃজামি পালয়ামি চ।
কৃত্বা নানাবিধং বেষং সংহরামি স্বলীলয়া ॥
অহমেব মহাবিষ্ণুরহমেব সদাশিবঃ।
অহমেব মহাশক্তিরহমেবার্যমা প্রিয়ঃ ॥[৩]

—আমি যেহেতু এই জগৎ সৃষ্টি করি ও পালন করি, সেইজন্য নানাবিধ রূপ ধরে আমি লীলাভরে সংহার করি। আমিই মহাবিষ্ণু, আমিই সদাশিব, আমিই অর্যমা।

অন্যত্র গণেশ বলেছেন,—

অগ্নৌ সূর্যে তথা সোমে যচ্চ তারাসু সংস্থিতম্।
বিদুষি ব্রাহ্মণে তেজো বিদ্ধি তন্মামকং নৃপ ॥[৪]

—অগ্নিতে, সূর্যে, চন্দ্রে, তারায় যে তেজ, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণে যে তেজ, সেই তেজ আমারই।

গণেশের এই উক্তিগুলি গণেশকে সূর্য ও অগ্নি অথবা আগ্নেয় তেজরূপেই প্রতিপাদিত করে। তিনি যেমন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক, তেমনি তিনি তেজোময় সূর্যাগ্নি। সুতরাং গণেশকে সূর্য বা মার্তণ্ড বললে দোষ কোথায়? নেপাল

১ Ganes'a, T. Aravamuthan—page 14 ২ গণেশ গীতা—১।২০
৩ গণেশ গীতা—১।২১-২২ ৪ গণেশ গীতা—১।৩৬

সূর্য গণপতির মূর্তি আছে।[১] কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণের অষ্টম আদিত্য মার্তণ্ডের জন্মকাহিনী পৌরাণিক গণেশে সংক্রামিত হয়েছে কি-না, বলা সম্ভব নয়।

গণেশের কুঠার—জি টি. অরবমুথন গণেশের হাতের কুঠার, পুস্তক, মোদক বা অন্নপিণ্ড, দাড়িমফল ইত্যাদিরও তাৎপর্য আবিষ্কারের প্রয়াসী হয়েছেন। গণেশের হাতের কুঠার সম্পর্কে বলা যায় যে এই বস্তুটি সরাসরি শিবের কাছ থেকে প্রাপ্ত। ঋগ্বেদে বৃহস্পতির হাতেও কুঠার আছে।

শিশীতে নূনং পরশুং স্বায়সং যেন বৃশ্চাদেতশো ব্রহ্মণস্পতিঃ।[২]

—তিনি (ত্বষ্টা) লৌহনির্মিত কুঠার শাণিত করেন, তদ্দ্বারা ব্রহ্মণস্পতি পাত্র নির্মাণোপযোগী (কাষ্ঠ) ছেদন করেন।[৩] বাশী বা পরশুজাতীয় অস্ত্র ত্বষ্টারও আছে মরুদ্‌গণেরও আছে।

"He is entitled to ply the axe of the Maruts and of Brhaspati and to hold a book, as symbolising Brhaspati's wisdom, and a ball of rice in variation of, say, a handful of grain-seed of the Maruts The rat or mouse cannot but be associated with this god, for where the grain of the Maruts abounds there the rats abides. The pomegranate fruit packed close with seed, is an excellent symbol of fertility, abundance and prosperity and is an apposite in the god's hand as the riceball."[৪]

কুঠার বা পরশু সূর্যের প্রতীকরূপে স্বীকৃত।

গজাননকে মরুৎ এবং বৃহস্পতির প্রতিভূরূপে অবশ্যই গ্রহণ করা চলে। কিন্তু তাঁকে কৃষি দেবতা বা প্রজনন দেবতা রূপে গ্রহণ করা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ-নির্ভর নয়। গণেশের শুঁড়ে দাড়িমফল উর্বরতা বা কৃষিসভ্যতার প্রতীক কিনা জানি না, তবে কৃষিকর্মের সঙ্গে গণেশের যোগাযোগ কোথাও লক্ষিত হয় না। গণেশের শুঁড় কি লাঙ্গলের ফালের সদৃশ? এরূপ কষ্টকল্পনা যুক্তিনির্ভর নয়। তবে এক হিসাবে গণেশকে কৃষিকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনে করা চলে। রুদ্র-শিবের সঙ্গে কৃষিকর্মের সংযোগ পুরাণে ও কাব্যে সুলভ। যজুর্বেদেও রুদ্র ক্ষেত্রপতি। ফলকথা, সূর্যাগ্নির অংশবিশেষ বা গুণবিশেষ যে রুদ্রশিব গণেশ তাঁরই মূর্ত্যন্তর। তিনি গণদেবতা বলেই তাঁর আকৃতিও কিছুটা উদ্ভট—হয়ত বা পশুপতি রুদ্রের প্রতীক।

১ Ganes'a, Alice Getty—page I, fn. ২ ঋগ্বেদ—১০।৫৩।৯
৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৪ Ganes'a, T. G. Aravamuthan—page 9

গণেশ-পূজাকে সূর্য পূজা বললেও কোন ভুল হয় না। তবে কেন যে তিনি আর্যপূজিত সূর্যদেব না হয়ে পণ্ডিতদের মতে অনার্যপূজিত সূর্যদেব হলেন তার সঙ্গত কারণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

গণেশের বিদ্যাবত্তা সম্পর্কে মতান্তর—প্রবোধচন্দ্র বাগচী মনে করেন যে গণেশকে নিপুণ লেখকরূপে বর্ণনার হেতু কোন কিছু লেখবার আগে 'সিদ্ধি' শব্দ লেখার রীতি, আর গণেশেও সিদ্ধিদাতা। সিদ্ধি শব্দ ও সিদ্ধিদাতার সংমিশ্রণে গণেশ হয়েছেন দ্রুতলিখপটু।[১] কুমার স্বামীর মতে 'গণ' শব্দটি দ্ব্যর্থ-বোধক—এক অর্থে শিবগণ, অন্য অর্থে গ্রন্থসমূহ। শেষ অর্থটি থেকেই গণেশের বিদ্বৎপ্রিয়তা। কিন্তু ভাণ্ডারকরের মতে জ্ঞানের দেবতা বৈদিক বৃহস্পতির সংস্রব গণেশের বিদ্যাখ্যাতির হেতু।[২] কুমারস্বামীও বলেন যে দেবগুরু বৃহস্পতির প্রভাবে গণেশের বিদ্যাবত্তা। অনেকে মনে করেন দেবনাগরী অক্ষরের ওঁ (ॐ) গণেশের শুণ্ডের অনুসরণে কল্পিত। ওঁ শব্দে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—তিন দেবতা বোঝায়। অতএব গণেশও এই দেবত্রয়ীর সমবায়ে গঠিত।[৩]

বিনায়ক—গণেশের নাম বিনায়ক, তিনি বিনায়কদেরও অধিপতি। মানব গৃহ্যসূত্রে চারজন বিনায়কের উল্লেখ আছে। অথর্বশিরস উপনিষদে রুদ্রের নামই বিনায়ক। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বিনায়ক এক এবং অম্বিকার পুত্র। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে রুদ্র এবং ব্রহ্মা বিনায়ককে কর্মে বিঘ্নসৃষ্টির নিমিত্ত এবং গণসমূহের উপর প্রভুত্ব করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।

বিনায়কঃ কর্মবিঘ্নসিদ্ধ্যর্থং বিনিযোজিতঃ।
গণানামাধিপত্যে'চ রুদ্রেণ ব্রহ্মণা তথা ॥[৪]

বিঘ্ন দূর করতে বিনায়ক ও বিনায়ক-জননী অম্বিকার উপাসনা করতে হবে—"বিনায়কস্য জননীমুপতিষ্ঠেত্ততোঽম্বিকাম্।"[৫]

দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং জাত—স্বয়ম্ভু। যাঁর নায়ক নেই তিনি বিনায়ক।

ভুমারার শিব-মন্দিরে (আনুঃ খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দী) খর্বকায় স্থূলতনু, লম্বোদর, বৃষমুখ, শ্যেনমুখ, অশ্বমুখ অথবা উদরে রাক্ষসমুখ গণেশের গণরূপে চিত্রিত। ইলোরার গুহামন্দিরে হস্তিমুখ গণপতির চিত্র অংকিত আছে।

---

১ Ganes'a, A. Getty—page 4 ২ Vaisnavism—page 149
৩ Ganes'a, Getty—page 5 ৪ যাজ্ঞবল্ক্য—১।২৭১, আর্যশাস্ত্র সং পৃঃ ৩৯
৫ যাজ্ঞবল্ক্য—১।২৯০

গণেশের শক্তি—গণেশের শক্তির বর্ণনা পাওয়া যায় তন্ত্রশাস্ত্রে। লক্ষ্মী ও শ্রী—গণেশের দুই শক্তির বর্ণনা তন্ত্রশাস্ত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে গণেশের আরও নয়টি শক্তির উল্লেখ আছে।

তীব্রা জ্বালিনী নন্দা সভোগদা, কামরূপিণী চোগ্রা।
তেজোবতী চ সত্যা সংপ্রোক্তা বিঘ্ননাশিনী নবমী ॥

এঁদের মধ্যে জ্বালিনী, উগ্রা, তেজোবতী সূর্যাগ্নির তেজঃশক্তি বলে অনুমিত হয়। গণেশের শক্তি সূর্যশক্তি—তাম্রবর্ণ—"সূর্যগণেশানাং তাম্রবর্ণা স্মৃতাপি চ।"[১]

গণেশের নয় শক্তির সঙ্গে দুর্গাপূজায় সময় পূজিত নব-পত্রিকার কোন সম্পর্ক আছে কি? স্মর্তব্য যে, নব পত্রিকা লৌকিক বিশ্বাসে কলা-বৌ এবং গণেশের পত্নী হিসাবে খ্যাত।

গণেশের বিবাহ—অর্বাচীন পুরাণে গণেশের বিবাহের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গণেশের দুই পত্নী—সিদ্ধি ও বুদ্ধি। কার্তিক এবং গণেশ দুই ভাই নিজেদের বিয়ের জন্য পিতামাতাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। শিব শিবানী বললেন, যে অগ্রে সপ্তবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারবে, তারই বিয়ে হবে সর্বপ্রথম। কার্তিকেয় পৃথিবী প্রদক্ষিণে বহির্গত হলেন। বুদ্ধিমান গণেশ বুদ্ধিবলে সাতবার পিতামাতাকে প্রদক্ষিণ করে শাস্ত্র মতে সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফললাভ করলেন।[২]

শিব ও শিবানা গণেশের বিচক্ষণতায় প্রীত হলেন। তাঁরা সিদ্ধি ও বুদ্ধি নাম্নী বিশ্বরূপের কন্যাদ্বয়ের সঙ্গে গণেশের বিবাহ দিলেন। সিদ্ধির গর্ভে লক্ষ এবং বুদ্ধির গর্ভে লাভ নামক গণেশের দুই পরম সুন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

এতস্মিন্নন্তরে তত্র বিশ্বরূপসুতে উভে ॥
সিদ্ধি বুদ্ধি ইতি খ্যাতে সর্বাঙ্গ সুন্দরে শুভে।
তাভ্যাঞ্চৈব গণেশস্য বিবাহং চক্রতুর্মুদা ॥

* * *

কিয়তাঞ্চৈব কালেন তস্য পুত্রৌ বভূবতুঃ।
সিদ্ধের্লক্ষস্তথা বুদ্ধের্লাভঃ পরমশোভনঃ ॥[৩]

১ শুক্রনীতিসার—৪।৪।১৫৭ ২ শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা—৩৫ অঃ
৩ তদেব—৩৬।৭-৮,১০

নারদের মুখে গণেশের বিবাহবৃত্তান্ত শুনে কার্তিক ফিরে এলেন এবং পিতামাতার পক্ষপাত দর্শনে ব্যথিত হয়ে ক্রৌঞ্চ পর্বতে গমন করে সেখানে বাস করতে থাকেন।

বলা বাহুল্য, এই গল্পকথা অর্বাচীন কালের এবং রূপকাশ্রিত। গণেশ যেহেতু বুদ্ধি এবং সিদ্ধির অধিকর্তা, অতএব শচীপতি ইন্দ্রের মত গণেশও সিদ্ধি-বুদ্ধির পতি। সিদ্ধির পরিণাম ফল লক্ষে উপনীত হওয়া, আর বুদ্ধির দ্বারা লাভ হওয়া সম্ভব।

স্কন্দ কার্তিকেয়

হর-পার্বতীর পুত্র কার্তিকেয়। তারকাসুরের অত্যাচার থেকে ত্রিলোক রক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজন হয়েছিল তারকসূদন এক মহাবীর দেব-সেনাপতির। হরপার্বতীর পুত্র ভিন্ন মহাশক্তিধর নায়ক আর কে হতে পারেন, যিনি বধ করবেন তারকাসুরকে! সুতরাং প্রয়োজন হ'ল যোগমগ্ন মহাদেবের তপোভঙ্গের। তপোভঙ্গের দূত মদন ভস্মীভূত হলেন মহাযোগীর ধ্যানভঙ্গ করতে গিয়ে। পরে কিন্তু মহাদেব পঞ্চতপা পার্বতীর সুকঠোর তপস্যায় প্রীত হয়ে গ্রহণ করলেন পার্বতীকে। হর-পার্বতী পরিণয়ের ফলে জন্ম হোল কুমার কার্তিকেয়ের। এ কাহিনী মহাকবি কালিদাসকৃত কুমারসম্ভব কাব্যের। কিন্তু বিভিন্ন পুরাণে কার্তিকেয় জন্মের বিচিত্র উপাখ্যান রয়েছে। এই কাহিনীগুলিতে দেখতে পাই, হরতেজ থেকে জন্মালেও কার্তিকেয় উমার গর্ভজাত নন,—তিনি অগ্নির পুত্র। কার্তিকেয়ের স্বরূপ জানতে হলে বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত কার্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করা দরকার। তাই বিভিন্ন পুরাণের কাহিনীগুলির বিবরণ দিচ্ছি।

কালিকাপুরাণের বিবরণ—কালিকাপুরাণে দেবগণের প্রার্থনায় তারকসূদন পুত্র লাভের জন্য মহাদেব পার্বতীর সঙ্গে মহাসুরতে রত হলেন এবং মনুষ্য-পরিমিত বত্রিশ বৎসর ক্ষণকালের ন্যায় অতিবাহিত করলেন। এই মহাসুরতে বসুধা কম্পিত হোল,—ত্রিভুবন আকুল হয়ে উঠলো। ইন্দ্রাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সন্তান জন্মের আশংকায় ইন্দ্র ভীত হয়ে ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করলেন। তখন ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ শিবের শরণ গ্রহণ করায় শিব জানালেন যে মহাসুরত ব্যতিরেকে উমার গর্ভে সন্তান জন্মাবে না। দেবগণ অনুরোধ করলেন, উমার গর্ভে যাতে শিব-তনয় জন্মগ্রহণ না করেন তজ্জন্য মৈথুন পরিত্যাগ করতে। শিব স্বীকৃত হওয়ায় অতৃপ্তা পার্বতী দেবতাদের অভিশাপ দিলেন পুত্রহীন হয়ে থাকতে। কিন্তু শংকরের অমিত তেজ ধারণ করবে কে? দেবগণ অনুরোধ করলেন অগ্নিকে। অগ্নি রাজি হওয়ায় মহাদেব মৈথুনজাত রেতঃ প্রক্ষেপ করলেন প্রজ্বলিত অগ্নিতে। সেই সময়ে দুই বিন্দু পতিত হোল পর্বতে। তা থেকে জন্মালো দুই রুদ্র তনয়—একজন ভ্রমরের মত কৃষ্ণবর্ণ, তাঁর নাম হল ভৃঙ্গী; আর একজন অঞ্জনতুল্য কৃষ্ণ, তিনি হলেন মহাকাল। এঁরা দু'জনে শিবের গণেশরূপে শিবদ্বারে প্রহরী হলেন—

তয়োস্তু কণয়োঃ সদ্যঃ সম্ভূতৌ শংকরাত্মজৌ।
একো ভৃঙ্গসমঃ কৃষ্ণো, ভিন্নাঞ্জননিভোপরঃ॥
ভৃঙ্গাভস্য তদা ব্রহ্মা নাম ভৃঙ্গীতি চাকরোৎ।
মহাকৃষ্ণরূপস্য মহাকালেতি লোকভৃৎ॥

* * *

প্রবৃদ্ধৌ তু মহাত্মানৌ হবোমাপ্রতিপালিতৌ।
ক্রমাদ্ গণেশৌ কৃত্বা তৌ হরো দ্বারি ন্যযোজয়ৎ॥[1]

মহাদেব বলেছিলেন, তাঁর তেজ যোগমায়া কিংবা আকাশগঙ্গা ভিন্ন অন্য কেউ ধারণ করতে পারবে না।

ইয়ং ত্বাকাশগঙ্গা শৈলরাজসুতাপরা।
উমায়া ভগিনী জ্যেষ্ঠা ততোহপত্যং হুতাশনাৎ॥
জনিষ্যত্যাত্মবীর্যেণ তেজসানুপমদ্যুতিঃ।
ভবিষ্যতি স বঃ শ্রীমান্ সেনাপতিররিন্দমঃ॥[2]

—এই আকাশগঙ্গা পর্বতরাজের অপর কন্যা উমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাঁর গর্ভে আমার বীর্যে অগ্নির থেকে শ্রেষ্ঠজ্যোতিসম্পন্ন সৌভাগ্যবান অরিন্দম সেনাপতি জন্মগ্রহণ করবে।

শিবের নির্দেশমত অগ্নি আকাশগঙ্গায় শিববীর্য নিক্ষেপ করলেন, তা থেকে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন—স্কন্দ ও বিশাখ, পরে দুই পুত্র এক হয়ে একটি শিশুতে পরিণত হয়।

দহনোহপি তথা কালে প্রাপ্তে গঙ্গোদরে স্বয়ং
রেতঃ সংক্রাময়ামাস শাম্ভবং স্বর্ণসন্নিভম্।
সা তেন রেতসা দেবী সর্বলক্ষণসংযুতং
পূর্ণকালেহথ সুষুবে পুত্রযুগ্মং মনোহরম্॥
একঃ স্কন্দো বিশাখাখ্যো দ্বিতীয়শ্চারুরূপধৃক্।
শক্তিদ্বয়ধরৌ দ্বৌ তৌ তেজঃ কান্তিবিবর্ধিতৌ॥
তাবেকত্বং জগামাশু বিশাখঃ স্কন্দ এব চ।
শিশুশ্চাপ্যভবন্ যাতো যথান্যস্য সুতস্তথা॥[3]

—অগ্নিও উপযুক্ত সময়ে গঙ্গায় স্বর্ণতুল্য শম্ভুর রেতঃ নিক্ষেপ করলেন। সেই

১ কালিকাপুঃ—৪৭।৬৪-৬৭ ২ কালিকাপুঃ—৪৭।৭১-৭২ ৩ কালিকাপুঃ—৪৭।৮৬।৮৮

রেতঃদ্বারা পূর্ণকালে সর্বলক্ষণসংযুক্ত মনোহর দুই পুত্র দেবী গঙ্গা প্রসব করলেন। সুন্দর রূপবান একজন হলেন স্কন্দ, অপরজন হলেন বিশাখ। তাঁরা দু'জনেই শক্তিধর, দু'জনেই তেজ ও কান্তিতে সমুজ্জ্বল। সেই দু'জনে—বিশাখ ও স্কন্দ এক হয়ে অন্যের তনয় যেমন হয়, সেইরূপ এক হয়ে গেলেন।

গঙ্গা সেই আশ্চর্য পুত্রকে শরবনে পরিত্যাগ করলেন :

মধ্যে শরবনস্যাশু গঙ্গা তং ব্যসৃজদ্ধঠাৎ ॥[১]

গঙ্গা মহাদেবের পুত্রজন্মবৃত্তান্ত বললেন নক্ষত্র বহুলাকে, কৃত্তিকা সেই পুত্রকে লালন করলেন।

পরিগৃহ্য সুতং তস্ত পালয়ামাস কৃত্তিকা।[২]

পদ্মপুরাণের বিবরণ—পদ্মপুরাণেও (সৃষ্টিখণ্ড) সবিস্তারে কার্তিকেয়-জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত হয়েছে। এই পুরাণের কাহিনী নিম্নরূপ :

কশ্যপ ও দিতির পুত্র বজ্রাঙ্গ। বজ্রাঙ্গের পত্নী বরাঙ্গী। বজ্রাঙ্গ কঠোর তপস্যায় রত হ'লে ইন্দ্র মর্কটরূপে বরাঙ্গীকে বিপর্যস্ত করলেন। ব্রহ্মার বরে বরাঙ্গী দেবনিসূদক পুত্র তারকের জন্ম দেয়। তারক বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে দেবতাদের পরাজিত করে ভৃত্যত্বে নিযুক্ত করলেন। ব্রহ্মা বললেন—

অবধ্যস্তারকো দৈত্যঃ সর্বৈরপি সুরাসুরৈঃ।
যস্য বধ্যঃ স নাদ্যাপি জাতস্ত্রিভুবনে পুমান্ ॥
ময়া স বরদানেন ছন্দয়িত্বা নিবারিতঃ।
তপসঃ সাম্প্রতং রাজা ত্রৈলোক্যদহনাত্মকঃ ॥
স তু বব্রে বধং দৈত্যঃ শিশুতঃ সপ্তবাসরাৎ।
স তু সপ্তদিনো বালঃ শঙ্করাদ্ যো ভবিষ্যতি ॥
তারকস্য নিহন্তা স ভাস্করাভো ভবিষ্যতি।[৩]

—তারক-দৈত্য সকল সুর ও অসুরের অবধ্য। সে যাঁর বধ্য হবে, সেই পুরুষ আজও জন্মে নি। ত্রিলোকদহনকারী তপস্যার জন্য সম্প্রতি আমি তাকে বর দিয়ে বর্ধিত করে নিবৃত্ত করেছি। সেই দৈত্য সাতদিনের শিশুর হাতে মৃত্যু কামনা করেছিল। সাতদিনের যে বালক শংকর থেকে জন্মগ্রহণ করবে, সেই সূর্যবর্ণ পুত্র তারকের নিহন্তা হবে।

১ কালিকাপুঃ—৪৭।৮৩ ২ কালিকাপুঃ—৪৭।৮৯ ৩ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৪২।৪৫-৪৮

ব্রহ্মা আরও বললেন, শংকর সম্প্রতি বিপত্নীক। হিমালয়ের যে কন্যা জন্মাবে—অরণি জাত অগ্নির মত তাঁর যে পুত্র হবে তিনিই তারককে হত্যা করবেন।

অতঃপর ব্রহ্মা নিশাদেবীকে আহ্বান করে বললেন যে, পর্বতরাজ কন্যারূপে সতী পুনরায় জন্মগ্রহণ করবেন। সেই সময়ে মাতৃগর্ভস্থিতা সতীকে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করতে হবে, কারণ দেবীর গাত্রবর্ণহেতু হরপার্বতীর কলহ হবে, ফলে উমা যাবেন তপশ্চর্যায়, সেই তাপসীর গর্ভে জন্মাবেন তারকারি মহাবীর।

কৃষ্ণবর্ণা সতীর জন্ম হলে দেবর্ষি নারদ পার্বতীর ভাবীপতির কথা বিজ্ঞাপিত করলেন, এদিকে ইন্দ্র মদনের সহায়তায় শিবের ধ্যান ভাঙালেন,—কিন্তু মদন হলেন ভস্মীভূত। অতঃপর সপ্তর্ষির উদ্যোগে হরপার্বতীর মিলন হ'ল, ক্রীড়াচ্ছলে পার্বতী গাত্রমল থেকে গজানন সৃষ্টি করলেন। হরপার্বতী পরম সুখে মিলনানন্দ উপভোগ করছিলেন। হরবক্ষে আলিঙ্গিতা পার্বতীকে শিব উপহাস করে বলেছিলেন—

শরীরে মম তন্বঙ্গি সিতে ভাস্যসিতদ্যুতিঃ।
ভুজঙ্গীবাসিতা শুভ্রে সংশ্লিষ্টা চন্দনে তবৌ ॥[১]

—হে তন্বী, তোমার কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতি আমার শুভ্র দেহে শুভ্র চন্দনবৃক্ষে কৃষ্ণ ভুজঙ্গীর মত শোভা পাচ্ছে।

এই কথায় ক্রুদ্ধা হয়ে দেবী কালী শিবকে তিরস্কার করে শিবের অসদ্ প্রবৃত্তির আশঙ্কায় গণাধিপতি বীরককে প্রহরায় নিযুক্ত করে কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে গৌরবর্ণ লাভ করে হলেন গৌরী—তাঁর কৃষ্ণত্বক্ থেকে জন্মালেন কৌশিকী—তিনি বিন্ধ্যাচলে বাস করতে লাগলেন।

এবার গৌরাঙ্গী পার্বতীর সঙ্গে গিরিশের সঙ্গম চললো বর্ষসহস্র যাবৎ। দেবতারা অধৈর্য হয়ে অগ্নিকে পাঠালেন হরপার্বতীর রতিভঙ্গ করতে। অগ্নি শুকরূপে হরপার্বতীর শয়নগৃহে প্রবেশ করলেন। মহাদেব অগ্নিকে চিনতে পেরে তাঁর অর্ধস্খলিত বীর্য পান করার অভিশাপ দিলেন—

নিষিক্তমর্ধং দেব্যাং মে বীর্যক্ষ শুকবিগ্রহ।
লজ্জয়া বিরতিশ্চাস্ত তমর্ধং পিব পাবক ॥[২]

শুকরূপী অগ্নি শিবের অর্ধ-বীর্য পান করলেন। তার ফলে অগ্নির জঠর স্ফীত হোল। দেবগণ অগ্নির জঠর ভেদ করে তপ্তস্বর্ণবর্ণ মাহেশ্বর বীর্য পাতিত করলেন।

---

১ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড ২ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৪৪।১২৫

সেখানে স্বর্ণপদ্মশোভিত এক বিশাল সরোবর আবির্ভূত হোল। দেবী সখীসহ কৌতুকাবিষ্ট হয়ে সেই সরোবরের তীরে বসে দেখলেন, সূর্যতুল্যদীপ্তিমতী ছয় কৃত্তিকা স্নান করে পদ্মপত্রে সরোবরের জল নিয়ে যাচ্ছেন। দেবী তখন হর্ষভরে বললেন, পদ্মপত্রস্থিত জল আমি পান করবো। কৃত্তিকাগণ বললেন, এই জল তোমাকে দেব; কিন্তু যে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, সে আমাদেরও পুত্র হবে, এবং আমাদের নামে পরিচিত হবে। আমাদের দ্বারা শিশুর উত্তমাঙ্গসমূহ সুন্দর হবে। পার্বতী স্বীকৃতা হয়ে পদ্মপত্রস্থিত জল পান করলেন। সেই জল পান করার সঙ্গে সঙ্গে দেবীর দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করে সূর্য কিরণের মত সর্বলোক উদ্ভাসিত করে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করলো।

পীতে তু সলিলে চৈব তস্মিন্নেব ক্ষণে বরঃ।
বিপাট্য দেব্যাশ্চ ততো দক্ষিণং কুক্ষিমুদ্গতঃ॥
নিশ্চক্রামাদ্ভুতো বালো সর্বলোকবিভাসকঃ।
প্রভাকর কর ব্রাত প্রকারপ্রকরঃ প্রভুঃ॥
গৃহীত নির্মলোদগ্র শক্তিশূলঃ ষড়াননঃ।
দীপ্তো মারয়িতুং দৈত্যান্মুত্থিতঃ কনকচ্ছবিঃ॥
এতস্মাৎ কারণাদেব কুমারশ্চাপি সোঽভবৎ॥[১]

—সেই জল পান করার পর তৎক্ষণাৎ দেবীর দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করে সর্বলোক উদ্ভাসিত সূর্যতুল্য, সূর্যকরসমন্বিত অদ্ভুত বালক জন্মগ্রহণ করে,—উগ্র শক্তি ও শূলহস্তে ষড়ানন প্রদীপ্ত স্বর্ণপ্রতিম দৈত্য ধ্বংস করার নিমিত্তই উত্থিত হলেন। এইজন্যই তিনি হলেন কুমার।

এ দিকে পার্বতীর বাম কুক্ষি ভেদ করে আর এক শিশু জন্মগ্রহণ করলেন, ইনি হলেন স্কন্দ। অগ্নির মুখ থেকে নিষ্ক্রান্ত ষড়াননের নাম হোল বিশাখ।

বামং বিদার্য্য নিষ্ক্রান্তস্ততো দেব্যাঃ পুনঃ শিশুঃ।
স্কন্দোঽথ বদনাদ্বহ্নেঃ শুক্রাৎ ষড়্বদনোঽরিহা।
কৃত্তিকামেলনাদেব শাখাভিঃ স বিশেষতঃ॥
শাখাভিধাঃ সমাখ্যাতাঃ ষট্‌সু বক্ত্রেষু বিস্তৃতাঃ।
যতস্ততো বিশাখোঽসৌ খ্যাতো লোকেষু ষন্মুখঃ।
স্কন্দো বিশাখঃ ষড়্বক্ত্রঃ কার্তিকেয়শ্চ বিশ্রুতঃ॥[২]

---

১ পদ্মপু, সৃষ্টিখণ্ড—৪৪।১৩৯-১৪২ ২ তদেব—৪৪।১৪২ ১৪৫

—পুনরায় দেবীর বাম কুক্ষি বিদীর্ণ করে স্কন্দ না'ম শিশু নিষ্ক্রান্ত হোল, বহ্নির বদন থেকে নির্গত শুক্র থেকে জাত হয় শক্রহন্তা ষড়ানন। বিভিন্ন শাখায় কৃত্তিকাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য, ছয় মুখে প্রসারিত শাখা নামে পরিচিত হলেন বলে ইনি জগতে ষন্মুখ বিশাখ নামে প্রসিদ্ধ হলেন। তিনি স্কন্দ, বিশাখ, ষড়ানন কার্তিকেয় নামে খ্যাত হলেন।

এই দুই মহাশক্তিধর চৈত্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চদশা তিথিতে শরবনে সূর্যসদৃশ দীপ্ত হলেন। কৃষ্ণাপঞ্চমীতে পাবক ও অনল - এই দুই বালককে এক করলেন দেবগণের সুখের জন্য, তারপরে ষষ্ঠী তিথিতে ভগবান গুহ অভিষিক্ত হলেন।

পক্ষে চৈত্রস্য বহুলে পঞ্চদশ্যাং মহাবলৌ ॥
বভূবার্কসদৃশৌ বিশালে শরকাননে।
সিতে পক্ষে তু পঞ্চম্যাং তথৈতৌ পাবকানলৌ।
বালকাভ্যাঞ্চকারৈকং মত্বা চামরভূতয়ে ॥
তস্যামেব ততঃ ষষ্ঠ্যামভিষিক্তঃ গুহঃ প্রভুঃ।[১]

অভিষেকের পরে ইন্দ্র এই কুমারকে পত্নীরূপে দেবসেনাকে প্রদান করলেন, আর বিষ্ণু দিলেন অস্ত্র।

সুতামস্মৈ দদৌ শক্রো দেবসেনেতি বিশ্রুতাম্।
পত্ন্যর্থং দেবদেবেশো দদৌ বিষ্ণুরথাযুধম্ ॥[২]

বামনপুরাণের বৃত্তান্ত - বামনপুরাণে (৫১ অঃ) হিমালয়-দুহিতা কালী ব্রহ্মার বরে হলেন গৌরাঙ্গী গৌরী। অপরূপা গৌরী মহাদেবের কাছে উপস্থিত হলেন, মহাদেবও মহামোহে আচ্ছন্ন হয়ে সহস্র বৎসর গৌরীর সঙ্গে যাপন করলেন। ফলে সপ্তসাগর ক্ষুব্ধ হ'ল, - দেবগণ ভীত হলেন। দেবগণ ব্রহ্মার সঙ্গে পরামর্শ করে মহাদেবের কুটীর-সম্মুখে উপস্থিত হলেন। অগ্নি হংসরূপ ধারণ করে শিবের গৃহে প্রবেশ করলেন এবং সূক্ষ্মরূপে শিবের শিরে আরোহণ করে শিবকে জানালেন যে, দেবগণ শিবের দ্বারে অপেক্ষায় নিরত। শিব তৎক্ষণাৎ মহামৈথুন ত্যাগ করে বাইরে এলেন এবং দেবগণের প্রার্থনা অনুসারে মহামৈথুন ত্যাগ করতে রাজি হলেন, কিন্তু তাঁর তেজ কাউকে গ্রহণ করতে হবে। অগ্নি শিবের স্খলিত তেজ পান করলেন। একথা জেনে পার্বতী দেবগণকে অভিশাপ

১ সৃষ্টিখঃ—৪৪।১৪৫-১৪৮ ২ ঐ—৪৪।১৫০

দিলেন যে, তাঁদের পুত্রোৎপাদনশক্তি রহিত হ'বে। তৎপরে পার্বতী শৌচাগারে গমন করে গাত্রমল দ্বারা গণেশ নির্মাণ করলেন। এদিকে শিবতেজ অগ্নির উদরে প্রবিষ্ট হওয়ায় অগ্নির তেজ মন্দীভূত হয়—

যত্তৎ পীতং হুতাশেন স্কন্নং শুক্রং পিণাকিনঃ।
তেনাক্রান্তোঽভবদ্ ব্রহ্মন্ মন্দতেজা হুতাশনঃ॥[১]

তখন নদীরূপা কুটিলা শিবতেজ ধারণে স্বীকৃতা হলে অগ্নি কুটিলার জলে সেই তেজ নিক্ষেপ করলেন। কুটিলা পঞ্চবর্ষসংস্র সেই তেজ ধারণ করে ব্রহ্মার নির্দেশে উদয়গিরিতে উপস্থিত হয়ে মুখযোগে বিশাল শরবনে সেই তেজ ত্যাগ করলেন। শরবন ও সমীপস্থ প্রাণিসকল সেই তেজের প্রভাবে স্বর্ণবর্ণ ধারণ করলো। দশশত বৎসর পূর্ণ হলে তরুণারুণসমদ্যুতি এক বালক সমুদ্ভূত হ'ল।

ততো দশসু পূর্ণেষু শরদাং হি শতেষ্বথ।
বালার্কদীপ্তিঃ সঞ্জাতো বালঃ কমললোচনঃ॥
উত্তানশায়ী ভগবান্ দিব্যে শরবনে স্থিতঃ।
মুখেঽঙ্গুষ্ঠং সমাক্ষিপ্য রুরোদ ঘনরাড়িব॥
এতস্মিন্নন্তরে দিব্যাঃ কৃত্তিকাঃ ষট্ সুতেজসঃ।
দদৃশুঃ স্বেচ্ছয়া যান্ত্যো বালং শরবনে স্থিতম্॥
কৃপাযুক্তাঃ সমাজগ্মুর্যত্র স্কন্দঃ স্থিতোঽভবৎ।
অহং পূর্বমহং পূর্বং তস্মৈ স্তন্যং বিচুক্রুশুঃ॥
বিবদন্তীঃ স তা দৃষ্ট্বা ষন্মুখঃ সমজায়ত।
অবীভরংশ্চ তাঃ সর্বাঃ শিশুং স্নেহাচ্চ কৃত্তিকাঃ॥
ভ্রিয়মানঃ স তাভিস্তু বলবৃদ্ধিমগান্মুনে।
কার্তিকেয় ইতি খ্যাতো জাতঃ বলিনাম্বরঃ॥[২]

—তারপর দশশত বৎসর পূর্ণ হলে তরুণসূর্যের মত দীপ্তিবিশিষ্ট পদ্মলোচন বালক জন্মগ্রহণ করলেন। দিব্যশরবনে উত্তানভাবে শয়ন করে ভগবান মুখে অঙ্গুষ্ঠ পুরে মেঘরাজের মত গর্জন করতে লাগলেন। এই সময় তেজঃসম্পন্না ছয় দিব্য কৃত্তিকা তাঁকে দেখলেন এবং স্বেচ্ছায় শরবনে স্থিত বালকের কাছে করুণাপরবশ হয়ে উপস্থিত হলেন। 'আমি আগে তাঁকে স্তন্য পান করাব, আমি

১. বামনপুঃ—৫৭।৩ ২ বামনপুঃ—৫৭।২০-২৫

আগে তাঁকে স্তন্য পান করাব বলে তাঁরা চীৎকার করতে লাগলেন। তাঁদের বিবাদ করতে দেখে তিনি ষড়ানন হলেন এবং কৃত্তিকাগণ স্নেহবশে তাঁদের স্তন্যপান করালেন। ফলে তাঁর বল বর্ধিত হয় এবং বলিশ্রেষ্ঠ কার্তিকেয় নামে খ্যাত হন।

শিবতেজ থেকে কুমার জন্মগ্রহণ করলে কুমারের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব নিরূপণের উদ্দেশ্যে শিব, গৌরী, কুটিলা ও অগ্নি শরবনে উপস্থিত হলেন। তখন বালক চতুর্মূর্তি ও ছয়মুখে সকলকে তুষ্ট করলেন। কুমার শঙ্করের কাছে, বিশাখ গিরিজার কাছে, শাখ কুটিলার কাছে এবং নৈগমেয় অগ্নির কাছে গেলেন—

ততঃ স বালক স্তেষাং মত্বা চিন্তিতমাদরাৎ।
যোগাচ্চতুর্মূর্তিরভূচ্ছিশুস্তেঽপি ষণ্মুখঃ॥
কুমারঃ শঙ্করমগাদ্বিশাখো গিরিজামগাৎ।
কুটিলামভ্যাগাচ্ছাখো নৈগমেয়োঽগ্নিমভ্যগাৎ॥[১]

অতঃপর শিব কৃত্তিকা প্রভৃতির সন্তুষ্টির জন্য বললেন—

নাম্না কার্তিকেয়েতি যুষ্মাকঞ্চ ভবত্বসৌ।
কুটিলায়াঃ কুমারেতি পুত্রোঽয়ং ভবিতাব্যয়ঃ॥
স্কন্দ ইত্যেব বিখ্যাতো গৌরীপুত্রো ভবত্বঽসৌ।
গুহ ইত্যেব নাম্না চ মমাসৌ তনয়ঃ স্মৃতঃ॥
মহাসেন ইতি খ্যাতঃ পুত্রঃ শরবনস্য চ।
এবমেষ মহাযোগী পৃথিব্যাং খ্যাতিমেষ্যতি॥
ষড়ংশত্বান্মহাবাহুঃ ষন্মুখো নাম গীয়তে॥[২]

—কার্তিকেয় নামে তোমাদের পুত্ররূপে ইনি বিখ্যাত হবেন, কুটিলার পুত্ররূপে কুমার নামে প্রসিদ্ধ হবেন, গৌরীপুত্ররূপে স্কন্দনামে খ্যাত হবেন, আমার পুত্ররূপে গুহ নামে পরিচিত হবেন, অগ্নির পুত্র হিসাবে মহাসেন নামে, আর শরবনের পুত্র হিসাবে সারস্বত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করবেন। এইভাবে এই মহাযোগী পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করবেন—ষড়ংশহেতু ইনি মহাবাহু ষন্মুখ নামে কথিত হবেন।

কার্তিকেয় দেবতাদের সৈন্যাপত্যে অভিষিক্ত হলে শিব তাঁকে গণচতুষ্টয় এবং অন্যান্য দেবতারা স্ব স্ব গণ প্রদান করলেন। গরুড় কার্তিকেয়কে ময়ূর প্রদান করলেন।

১ বামনপুঃ—৫৭।৩৭-৪০ ২ বামনপুঃ—৫৭।৪২-৪৬

এতানি ভূতানি গণাংশ্চ মাতরো দৃষ্ট্বা মহাত্মা বিনতাত্মজঃ।
দদৌ ময়ূরং স্বসুতং মহাজবং তথারুণস্তাম্রচূড়ং চ পুত্রকম্ ॥[১]

বরাহপুরাণের বিবরণ—বরাহপুরাণের কাহিনী আবার ভিন্নরূপ। এই উপাখ্যানে শিব নিজদেহস্থিত শক্তিকে সংক্ষোভিত করে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে অহংকার রূপে সৃষ্টি করলেন। দেবদানবের সংঘর্ষে হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ, বিপ্রচিত্তি ভীমাক্ষ প্রভৃতি বহু সেনানায়ক ছিল অসুর পক্ষে। কিন্তু দেব পক্ষে দক্ষ সেনাপতির অভাবে দেবগণ ব্রহ্মার পরামর্শে স্তবস্তুতি করে শিবকে তুষ্ট করলেন। রুদ্র নিজদেহস্থিত শক্তি উমাকে সংক্ষোভিত করে শক্তিহস্ত কুমারের সৃষ্টি করলেন।

এবমুক্ত্বা হরো দেবান্ বিসৃজ্য স্বাঙ্গসংস্থিতাম্।
শক্তিং সংক্ষোভয়ামাস পুত্রহেতোঃ পরন্তপ ॥
তস্য ক্ষোভয়তঃ শক্তিং জ্বলনার্কসমপ্রভঃ।
কুমারঃ সহজাং শক্তিং বিভ্রজ্জ্ঞানৈকশালিনীম্ ॥
উৎপত্তিস্তস্য রাজেন্দ্র বহুরূপা ব্যবস্থিতা।
মন্বন্তরেষ্বনেকেষু দেবসেনাপতিঃ কিল ॥
যোঽসৌ শরীরজো দেবঃ অহংকারেতি কীর্তিতঃ।
প্রয়োজনবশাদ্দেবঃ সৈব সেনাপতির্বভৌ ॥[২]

—এই কথা বলে হর দেবতাদের বিদায় দিয়ে নিজের অঙ্গস্থিতা শক্তিকে ক্ষোভিত করলেন পুত্রের নিমিত্ত। তিনি জ্ঞানরূপা সহজাতা শক্তিকে ক্ষোভিত করলে প্রজ্বলিত সূর্যপ্রভাসম্পন্ন কুমার জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর উৎপত্তি বহুরূপে প্রকাশিত। অনেক অনেক মন্বন্তরে তিনি দেবতাদের সেনাপতি ছিলেন। এই শরীরজ দেব অহংকার নামে পরিচিত, প্রয়োজনহেতু তিনিই সেনাপতিরূপে শোভিত হলেন।

দেবতারা কুমারকে সেনাপতিত্বে বরণ করলে কুমার বললেন, আমাকে খেলনা দাও এবং আমার অনুচর দাও। শিব এই কথা শুনে বললেন, তোমার খেলনা এই কুক্কুট দিচ্ছি, আর তোমার অনুচর দিচ্ছি শাখ ও বিশাখ নামের।

দদামি তে ক্রীড়নকঞ্চ কুক্কুটং
তথানুগৌ শাখবিশাখসংজ্ঞৌ ॥[৩]

১ বামনপুঃ—৫৭।১০২ ২ বরাহপুঃ—২৫।৩২-৩৫ ৩ বরাহপুঃ—২৫।৩৮

শিবপুরাণের বিবরণ—শিবপুরাণের (জ্ঞান সংহিতা) কার্তিকেয় জন্মকাহিনী মোটামুটি একই প্রকার। এখানেও কপোতরূপধারী অগ্নিকে দেখে শিব সঙ্গম ত্যাগ করলে শিবপ্রদত্ত বীর্য কপোতরূপধারী অগ্নি চঞ্চুপুটে গ্রহণ করলেন এবং চঞ্চুপুটে ধারণ করতে অক্ষম হয়ে গঙ্গায় নিক্ষেপ করলেন; গঙ্গাও ধারণে অসমর্থতা বশতঃ শরস্তম্বে পরিত্যাগ করলেন। কুমার জন্মগ্রহণ করলেন শরস্তম্বে।

কপতো বীর্যমাদায় চঞ্চুপুটগতং যদা।
বহির্গতো মহাবীর্যং ধর্তুমক্ষম এব সঃ॥
তদ্বীর্যঞ্চৈব গঙ্গায়াং প্রাক্ষিপদ্দুঃখপীড়িতঃ।
গঙ্গায়াপি চ তদ্বীর্যং দুঃসহং পরমাত্মনঃ॥
নিক্ষিপ্তঞ্চ শরস্তম্বে তত্র বালো ব্যজায়ত।
সুন্দরঃ সুভগঃ শ্রীমান্ দর্শনাৎ সুখদায়কঃ॥[১]

এই সময়ে ছয়জন রাজকন্যা গঙ্গাস্নানে এসেছিলেন। তাঁরা বালককে দেখে 'আমার পুত্র আমার পুত্র' বলতে লাগলেন। আর কুমার ছয় মুখ বার করে তাঁদের স্তন্য পান করলেন।

এতস্মিন্নন্তরে তত্র রাজকন্যাঃ সমাগতাঃ।
ষট্‌সংখ্যাশ্চৈব স্নানার্থং তাভির্দৃষ্টস্তু বালকঃ॥
মদীয়োঽয়ং মদীয়শ্চ বদন্তশ্চ পরস্পরম্।
সম্পাদ্য ষন্মুখানীহ পীতং স্তন্যং স্বয়ং তদা॥[২]

অগ্নিপুত্র কার্তিকেয়—পুরাণের উদ্ধৃত বৈচিত্র্যময় কাহিনীগুলিতে কুমার কার্তিকেয়ের জন্ম সম্বন্ধে শিব-রুদ্র, অগ্নি, পার্বতী, গঙ্গা (স্বর্গগঙ্গা) অথবা কুটিলা নদী এবং কৃত্তিকাকুল বা ছয় রাজকন্যা সংশ্লিষ্ট। এঁদের মধ্যে রুদ্র-শিবের মত অগ্নির ভূমিকা অনেকটা। রুদ্র-শিবের সঙ্গে অগ্নির অভিন্নতাহেতু কার্তিকেয় অগ্নিরও পুত্র। পুরাণ কাহিনীতে রুদ্র ও অগ্নি পৃথক হলেও তাঁদের অভিন্নতা অস্পষ্ট নয়। পুরাণাদিতে কোন দেবতার আত্মজ পুত্র তাঁর মূর্ত্যন্তর বা রূপান্তর হিসাবে গ্রহণীয়। শিবানী বা রুদ্রশক্তি সূর্যাগ্নির তেজ বা শক্তিরূপে পরিগণিত হওয়ায় কুমার কার্তিকেয়কে সূর্যাগ্নির রূপভেদরূপে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত। কুমার কার্তিকেয়ও অগ্নিতুল্য, সূর্যতুল্য এবং সূর্যবরসদৃশ প্রভা ও তেজঃসম্পন্ন; তাঁর

১ শিবপুঃ, জ্ঞান সং—১৯।১১-১৩ ২ জ্ঞান সং—১৯।১৪-১৫

প্রভায় ত্রিলোক উদ্ভাসিত। মহাভারতে (বনপর্ব ২২৩-২২৪ অঃ) কার্তিকেয় জন্মের যে বিবরণ আছে তাতে স্কন্দ-কার্তিকেয় সরাসরি অগ্নির পুত্ররূপেই বর্ণিত হয়েছেন। এই কাহিনী অবশ্যই পুরাণ কাহিনীগুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর।

মহাভারতে কার্তিকেয় জন্মের উপাখ্যান—মহাভারতকার অগ্নির বংশবর্ণনা প্রসঙ্গে কার্তিকেয় জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। কাহিনীটি এই :

কোন সময়ে বশিষ্ঠ প্রভৃতি দেবগণ যখন যজ্ঞানুষ্ঠান করছিলেন, সেই সময় ভগবান অগ্নি সূর্যমণ্ডল থেকে আগমনপূর্বক হব্যদ্রব্য গ্রহণ করে প্রস্থানকালে ঋষিপত্নীগণকে দেখে মদনবাণে কাতর হয়ে গার্হপত্য অগ্নিতে প্রবেশ করে অনিমেষ নয়নে তাঁদের দর্শন করতে লাগলেন। দক্ষদুহিতা স্বাহা হুতাশনের প্রতি অনুরাগিণী হয়ে অরুন্ধতী ভিন্ন অপর ছয় ঋষিপত্নীর বেশ ধারণ করে অগ্নির সঙ্গে মিলিত হলেন এবং প্রতিবার অগ্নির রেতঃ হস্তে গ্রহণ করে সুপর্নীর রূপ ধারণ করে শ্বেতপর্বতে স্বর্ণকুণ্ডে নিক্ষেপ করলেন। ইহাতে স্কন্দ বা কার্তিকেয়ের জন্ম হল।

ষট্কৃত্বস্তুনিক্ষিপ্তমগ্নে রেতঃ কুরূত্তমঃ।
তস্মিন্ কুণ্ডে প্রতিপদি কামিন্যা স্বাহয়া তদা।
তৎস্কন্নং তেজসা তত্র সংবৃতং জনয়ৎ সুতম্॥
ঋষিভিঃ পূজিতং স্কন্নমনয়ৎ স্কন্দতাং ততঃ।
ষট্শিরা দ্বিগুণশ্রোত্রো দ্বাদশাক্ষিভুজক্রমঃ॥
একগ্রীবৈকজঠরঃ কুমারঃ সমপদ্যত।

* * *

লোহিতাভ্রে সুমহতি ভাতি সূর্য ইবোদিতঃ॥[১]

—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! অগ্নির রেতঃ ছয়বার সেই কুণ্ডে স্বাহাদ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সেই স্খলিত রেতঃ তেজের দ্বারা একত্রিত হয়ে একটি পুত্রের জন্ম দিল। ঋষিদের দ্বারা পূজিত রেতঃ স্কন্দরূপে পরিগণিত হয়। ছয় মস্তক, দ্বাদশ কর্ণ, চক্ষু এবং বাহুবিশিষ্ট এবং এক গ্রীবা ও এক জঠরবিশিষ্ট কুমার প্রাদুর্ভূত হন। সেই কুমার বিশাল রক্তবর্ণ মেঘে নবোদিত সূর্যের মত শোভা পেতে লাগলেন।

কার্তিকেয় জন্মগ্রহণ করার পরে স্বীয় অমেয় শক্তিপ্রভাবে ত্রিলোক বিচলিত হয়ে উঠলো। দেবরাজ ইন্দ্র স্কন্দকে বজ্রের দ্বারা হত্যা করতে সচেষ্ট হয়েও

১ মহাঃ, বনপর্ব—২২৪।১৫-১৮, ২০

ব্যর্থকাম হলেন। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে কুমারের দক্ষিণ স্কন্ধ বিদীর্ণ হওয়ায় বিশাখ নামে যুবাপুরুষের আবির্ভাব হয়।

ত্যক্তো দেবৈস্ততঃ স্কন্দে বজ্রং শক্রো ন্যপাতয়ৎ ॥
তদ্বিসৃষ্টং জঘনাত্ত পার্শ্বং স্কন্দস্য দক্ষিণম্।
বিভেদ চ মহারাজ পার্শ্বং তস্য মহাত্মনঃ ॥
বজ্রপ্রহারাৎ স্কন্দস্য সঞ্জাত পুরুষোপরঃ।
যুবা কাঞ্চনসন্নাহং শক্তিধৃগ্ দিব্যকুণ্ডলঃ ॥
যদ্বজ্রবিনাশাজ্জাতো বিশাখস্তেন সোঽভবৎ।[১]

—দেবগণ ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করায় পর ইন্দ্র স্কন্দের উপরে বজ্র নিক্ষেপ করলেন। ইন্দ্র-পরিত্যক্ত বজ্র শীঘ্র মহাত্মা স্কন্দের দক্ষিণপার্শ্বে আঘাত করে দক্ষিণ-পার্শ্ব বিদীর্ণ করলো। বজ্রপ্রহারে স্কন্দের দেহ থেকে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ শক্তি ও দিব্য কুণ্ডলধারী এক যুবা পুরুষ জন্মগ্রহণ করে। বজ্রাঘাত থেকে জাত বলে তিনি বিশাখ নামে পরিচিত হলেন।

যিনি অগ্নির তেজে জাত, তিনি রুদ্রপুত্র হলেন কীরূপে? এক্ষেত্রে মহাভারতকার অত্যন্ত স্পষ্টভাষাতেই বলেছেন—যিনি অগ্নি, তিনিই রুদ্র,—স্বাহাই উমা, সুতরাং স্কন্দকুমার রুদ্রপুত্র নামে খ্যাত।

রুদ্রমগ্নিং দ্বিজাঃ প্রাহুরুদ্রসূনুস্ততস্তু সঃ ॥
রুদ্রেণশুক্রমুৎসৃষ্টং তচ্ছ্বেতঃপর্বতোঽভবৎ।
পাবকস্যেন্দ্রিয়ং শ্বেতে কৃত্তিকাভিঃ কৃতং নগে ॥
পূজ্যমানং তু রুদ্রেণ দৃষ্ট্বা সর্বে দিবৌকসঃ।
রুদ্রসূনুং ততঃ প্রাহুর্গুহং গুণবতাং বরম্ ॥
অনুপ্রবিশ্য রুদ্রেণ বহ্নিং জাতোহ্যয়ং শিশুঃ।
তত্র জাতস্ততঃ স্কন্দো রুদ্রসূনুস্তমোঽভবৎ ॥
রুদ্রস্য বহ্নেঃ স্বাহায়াঃ ষণ্ণাং স্ত্রীণাঞ্চ ভারত।
জাতঃ স্কন্দঃ সুরশ্রেষ্ঠো রুদ্রসূনুস্ততোঽভবৎ ॥[২]

—ব্রাহ্মণগণ অগ্নিকেই রুদ্র বলে থাকেন, সেইজন্যই তিনি রুদ্রপুত্র, রুদ্র কর্তৃক উৎসৃষ্ট শুক্র শ্বেতপর্বতে পরিণত হয়েছিল। পাবকের বীর্য শ্বেতপর্বতে কৃত্তিকাগণের দ্বারা লালিত হয়েছিলেন, সকল দেবগণের সম্মুখে রুদ্র তাঁকে সম্মানিত করলেন,

১ মহাঃ, বনপর্ব—২২৬।১৪-১৬, ২ মহাঃ, বনপর্ব—২৪৮।২৭-৩১

গুণিশ্রেষ্ঠ কুমারকে সেইজন্য সকলে রুদ্রপুত্র বললেন। রুদ্র অগ্নিতে প্রবেশ করেছিলেন, সেইজন্য তিনি শ্রেষ্ঠ রুদ্রপুত্র। রুদ্ররূপী বহ্নির স্বাহা এবং ছয় স্ত্রীর পুত্ররূপে সুরশ্রেষ্ঠ স্কন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেইজন্যই তিনি রুদ্রপুত্র হয়েছিলেন।

ব্রহ্মা স্কন্দকে পিতা রুদ্রের নিকট গমন করতে অনুরোধ করে বলেছিলেন,—

অভিগচ্ছ মহাদেবং পিতরং ত্রিপুরার্দনম্।
রুদ্রেণাগ্নিং সমাবিশ্য স্বাহামাবিশ্য চোময়া ॥
হিতার্থং সর্বলোকানাং জাতস্ত্বমপরাজিতঃ।
উমাযোন্যাং চ রুদ্রেন শুক্রং সিক্তং মহাত্মনা ॥
অস্মিন্ গিরৌ নিপাতিতং মিঞ্জিকামিঞ্জকং যতঃ।
সম্ভূতং লোহিতোদে তু শুক্রশেষমবাপতৎ ॥
সূর্যরশ্মিষু চাপ্যন্যচ্চৈবাপতদ্ভুবি।
আসক্তমন্যদ্ বৃক্ষেষু তদেবং পঞ্চধাপতৎ ॥
তত্র তে বিবিধাকারা গণাজ্ঞেয়া মনীষিভিঃ।
তব পারিষদা ঘোরা য এতে পিশিতাশিনঃ ॥[১]

—তুমি ত্রিপুরমর্দনকারী পিতা মহাদেবের নিকট যাও। রুদ্র অগ্নিতে এবং স্বাহা উমাতে আবিষ্ট হয়ে সকল লোকের হিতের নিমিত্ত তোমাকে উৎপন্ন করেছেন। মহাত্মা রুদ্র উমাযোনিতে শুক্র নিষেক করেছিলেন। এই পর্বতে পতিত শুক্র থেকে মিঞ্জিকামিঞ্জক মিথুন উৎপন্ন হয়েছিল। অবশিষ্ট অংশের কিছুটা লোহিত সাগরে পতিত হয়েছিল, কিছু অংশ সূর্যরশ্মিতে, কিছু অংশ পৃথিবীতে, অন্য অংশ বৃক্ষে পতিত হয়েছিল। সেই সকল স্থানে তোমার বিবিধ আকৃতিবিশিষ্ট গণ জন্মগ্রহণ করেছে, জ্ঞানীরা তা জানেন। তোমার এই পারিষদবর্গ ভয়ংকর এবং মাংসভোজী।

কৃত্তিকাপুত্র কার্তিকেয়—এখানে দেখতে পাচ্ছি, কার্তিকেয়ও গণাধিপতি। সুতরাং গণেশের থেকে তাঁর বিভিন্নতা খুব বেশী নয়। উভয়েই গণাধিপতি বা গণেশ। অগ্নি যিনি তিনিই ত রুদ্র, তাই স্কন্দ-কার্তিকেয় অগ্নিপুত্র হয়েও রুদ্রপুত্র। কিন্তু অগ্নিপুত্র স্কন্দ কেমন করে কৃত্তিকাপুত্র হলেন? মহাভারতে কৃত্তিকানক্ষত্র কুমারকে পালন করেন নি। তবে এখানেও একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা আছে। যে ছয়জন ঋষিপত্নীর রূপ ধারণ করে স্বাহা অগ্নির সঙ্গে

১ মহাঃ, বনপর্ব—২৩০।৮-১২

মিলিত হয়েছিলেন, সেই ছয়জন ঋষিপত্নী ঋষিদের দ্বারা পরিত্যক্তা হয়ে স্কন্দের বরে ইন্দ্রের ইচ্ছা পূরণ করতে আকাশে অভিজিৎ নক্ষত্রের অনুপস্থিতিতে নক্ষত্র সংখ্যা পূরণ করেছিলেন। কুমার তাঁদের পুত্রত্ব স্বীকার করায় কার্তিকেয় নাম পেয়েছিলেন।[১]

মহাভারতের কাহিনী অনুসারে অগ্নির পত্নীগণই কৃত্তিকা। ছয়জন মাতা বলেই স্কন্দ ষন্মাতুর,—সেইজন্যই তিনি ষড়ানন। ছয় মাতা প্রকৃত পক্ষে একই,—তিনি স্বাহা -মহাভারতে পুরাণে অগ্নির পত্নী প্রকৃতপক্ষে অগ্নিতে আহুতি প্রদানের মন্ত্র। অগ্নির শক্তি বা পত্নী স্বাহাই রুদ্র পত্নী উমা। সুতরাং পুরাণে কার্তিকেয় হয় পার্বতীর পুত্র।

কার্তিকের গণপতি—কার্তিকেয় আবার গণপতিও। অগ্নির বীর্য সাগরে, পৃথিবীতে, সূর্যরশ্মিতে, উদ্ভিদে পতিত হয়ে গণ সৃষ্টি হয়েছিল। এই গণ কার্তিকেয়ের পারিসদবর্গ। বলা বাহুল্য, সাগরে, পৃথিবীতে প তত আগ্নের তেজ সূর্যাগ্নির কিরণ। এরাই সূর্যাগ্নির মূর্ত্যান্তর স্কন্দ-কার্তিকেয়ের অনুচরবর্গ। ইন্দ্রের বজ্র প্রহারে ও স্কন্দের দেহ থেকে কুমারগণ জন্মেছিল। এরাও স্কন্দ পারিষদ—অদ্ভুতদর্শন।

স্কন্দ পারিষদান্ ঘোরান্ শৃণুষ্বাদ্ভুতদর্শনান্।
বজ্র প্রহারাৎ স্কন্দস্য জগ্মুস্তত্র কুমারকাঃ॥[২]

স্কন্দের গণ ও রুদ্রগণ একই বস্তু। রুদ্র গণের অধিপতি যিনি তিনিই স্কন্দ গণেরও অধিপতি।

স্কন্দ-কার্তিকেয়ের জন্ম সম্পর্কিত মহাভারতোক্ত কাহিনী অবশ্যই প্রাচীনতর। তবে মহাভারতের কাহিনী পৌরাণিক কাহিনীর সুসংবদ্ধ গল্প কথায় পরিণত হয় নি। কিন্তু কাহিনীতে স্কন্দ যে সূর্যাগ্নির মূর্তি বিশেষ এবং রুদ্ররূপী অগ্নির তনয়—সূর্যসদৃশ জ্যোতিঃপ্রভায় সমুদ্ভাসিত তা স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত।

রামায়ণের কাহিনী—রামায়ণের কাহিনী (আদিকাণ্ড ৩৬-৩৭ অঃ) কিন্তু পুরাণকাহিনীর অনুরূপ। এখানেও মহাদেব উমাকে বিবাহ করার পর দিব্য শতবর্ষ মৈথুনে যাপন করলেন। তখন দেবতারা চিন্তা করলেন, মহেশ্বরের পুত্র জন্মালে তার তেজ কে সহ্য করবে? তখন দেবগণ মহাদেবের কাছে তাঁদের আশঙ্কা

১ মহাঃ, বনপর্ব ২২৯ অঃ ২ মহাঃ, বনপর্ব—২২৭।১

বিজ্ঞাপিত করলেন এবং প্রার্থনা করলেন, তোমার দিব্য তেজ তেজেতেই ধারণ কর—

ত্রৈলোক্যহিতকামার্থস্তেজস্তেজসি ধারয় ।[১]

মহাদেব দেবতাদের বাক্যে সায় দিয়ে বললেন, তেজোরূপা উমার সঙ্গে আমি তেজ ধারণ করবো—

ধারয়িষ্যাম্যহং তেজস্তেজসৈব সহোময়া ।[২]

কিন্তু ত্রিলোক ক্ষুভিত হলে তেজ ধারণ করবে কে ?—দেবতাদের এই প্রশ্নে শিব বললেন, ধরা এই তেজ ধারণ করবে—

যত্তেজঃ ক্ষুভিতং তেঽস্য তদ্ধরা ধারয়িষ্যতি ।[৩]

সেই তেজে পৃথিবী পূর্ণ হয়ে গেলে দেবতারা অগ্নিকে বললেন, তুমি রুদ্রের মহাতেজে বায়ু সমন্বিত হয়ে আবিষ্ট হও। তেজের সঙ্গে অগ্নি ব্যাপ্ত হলে শ্বেত পর্বত ও সূর্যাগ্নিসদৃশ দিব্য শরবন সৃষ্ট হয়। সেই তেজ থেকেই কার্তিকেয়ের জন্ম।

তেজসা পৃথিবী তেন ব্যাপ্তা সগিরিকাননা।
ততো দেবাঃ পুনরিদমূচুশ্চাপি হুতাশনম্।
আবিশ ত্বং মহাতেজো রৌদ্রং বায়ুসমন্বিতঃ ॥
তদগ্নিনা পুনর্ব্যাপ্তং সঞ্জাতং শ্বেতপর্বতম্।
দিব্যং শরবনঞ্চৈব পাবকাদিত্যসন্নিভম্ ॥
যত্র জাতো মহাতেজাঃ কার্তিকেয়োঽগ্নিসম্ভবঃ।[৪]

এদিকে দেবতাদের সেনাপতির প্রয়োজন। দেবতারা ব্রহ্মার শরণ নিলেন। মৈথুন ভঙ্গ হওয়ায় উমার অভিশাপে দেবতারা অপুত্রক। সুতরাং সেনাপতি কোথা থেকে জন্মাবে ? ব্রহ্মা বললেন,—

ইয়মাকাশগঙ্গা চ যস্যাং পুত্রং হুতাশনঃ।
জনয়িষ্যতি দেবানাং সেনাপতিমরিন্দম্ ॥[৫]

—এই আকাশ গঙ্গা,—যেখানে দেবতাদের সেনাপতি অরিদমনকারী পুত্র হুতাশন উৎপাদন করবেন।

---

১ রামাঃ, আদি কাঃ—৩৬।১২ ২ রামাঃ, আদি কাঃ—৩৬।১৪
৩ ঐ —৩৬।১৬ ৪ ঐ —৩৬।১৭-২০
৫ রামাঃ, আদি কাঃ—৩৭।৭

তখন দেবগণ অগ্নিকে অনুরোধ করলেন, দেবকার্য সিদ্ধির নিমিত্ত পর্বত-নন্দিনী গঙ্গাতে মহাতেজ নিক্ষেপ কর।

দেবকার্যমিদং দেব সমাধৎস্ব হুতাশন।
শৈলপুত্র্যাং মহাতেজো গঙ্গায়াং তেজ উৎসৃজ ॥[১]

অগ্নি রাজি হয়ে গঙ্গাতে তেজ নিক্ষেপ করে বললেন, দেবি, দেবতাদের প্রিয় গর্ভ ধারণ কর। গঙ্গা কিন্তু অগ্নিদগ্ধ হয়ে তেজ ধারণে সক্ষম হলেন না। অগ্নি বললেন গঙ্গাকে, তুমি হিমালয় পর্বতে গর্ভ ত্যাগ কর—"ইহ হৈমবতে পার্শ্বে গর্ভোহয়ং সন্নিবেশ্যতাম্।"[২]

গঙ্গা স্রোতের মধ্যে গর্ভ মোচন করলেন। সেই তেজ পৃথিবীতে অর্পিত হলে স্বর্ণের মতো শোভিত হতে লাগলো। সেই তেজ বর্ধিত হতে লাগলো নানা ধাতুর সংস্পর্শে, সমস্ত পর্বত সন্নিকটস্থ বন হয়ে গেল সোনার বর্ণ, আব সেই তেজ অগ্নিবর্ণ কুমারে পরিণত হোল। তখন দেবতারা শিশুকে দুধ খাওয়ানোর জন্য নিয়োগ করলেন কৃত্তিকাদের। তাঁরাও 'আমাদের পুত্র' বলে কুমারকে দুধ খাওয়ালেন, সুতরাং দেবতারা কুমারকে কার্তিকেয় বলে অভিহিত করলেন। শিবের স্খলিত (স্কন্ন) তেজ গঙ্গাজলে অভিষিক্ত হয়ে অগ্নির মত দীপ্ত হয়ে উঠলো। সেইজন্য দেবগণ তাঁকে স্কন্দ নাম দিলেন। ছয় মুখ দিয়ে তিনি ছয় কৃত্তিকার স্তনদুগ্ধ পান করেছিলেন বলে তিনি হলেন ষড়ানন।

মৎস্যপুরাণে কার্তিকেয়—মৎস্যপুরাণে কার্তিকেয় অগ্নির পুত্র—শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় তাঁর পৃষ্ঠজ অর্থাৎ অনুজ—পৃষ্ঠ থেকে জাত—

অগ্নিপুত্রকুমারস্তু শরস্তম্বে ব্যজায়ত।
তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজাঃ।
অপত্যং কৃত্তিকানাস্তু কার্তিকেয় স্তুতঃ স্মৃতঃ ॥[৩]

কার্তিকেয়ের নাম—পুরাণগুলিতে বর্ণিত উপাখ্যানেই পাই যে স্কন্দ-কার্তিকেয় রুদ্ররূপী অগ্নির পুত্র। স্কন্দ, কার্তিকেয়, কুক্কুটধ্বজ, কুমারেশ প্রভৃতি তাঁর বহু নাম। তিনিই ভূতপতি, ত্রিলোচন, পাবক বা অগ্নি।

ষন্মুখ স্কন্দ বিশ্বেশ কুক্কুটধ্বজ পাবক ॥
কম্পিতারে কুমারেশ স্কন্দবাল গ্রহানুগ।

---

১ রামাঃ, আদি কাঃ—৩৭।১১ ২ রামাঃ, আদি কাঃ—৩৭।১৭ ৩ মৎস্যপুরাণ—৫।২৬-২৭

জিতারে ক্রৌঞ্চবিধ্বংস কৃত্তিকাজ শিবাত্মজ ॥
ভূতগ্রহপতিশ্রেষ্ঠ পাবক প্রিয়দর্শন।
মহাভূতপতেঃ পুত্র ত্রিলোচন নমোঽস্তুতে ॥[১]

—ছয় মুখ বিশিষ্ট, স্কন্দ, বিশ্বের অধিপতি, কুক্কুটধ্বজ, পাবক, শক্রকম্পনকারি কুমারের অধীশ্বর, শিশুর কুগ্রহনাশী, শুক্রজয়ী ক্রৌঞ্চবিধ্বংসী, কৃত্তিকানন্দন, প্রাণীদের গ্রহপতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পাবক, প্রিয়দর্শন, মহাভূতপতির পুত্র, ত্রিলোচন—তোমাকে নমস্কার।

কার্তিকেয়ের মূর্তি—কার্তিকেয়ের যে স্তব আছে শিবপুরাণে (কৈলাস সংহিতা) তাতে তাঁর আকারের ও কিছু বিবরণ আছে :

স্কন্দায় স্কন্দরূপায় সিন্দুরারুণতেজসে।
নমো মন্দারমালোত্তমুকুটাদি ভূষিতে সদা ॥
শিব শিষ্যায় পুত্রায় শিবস্য শিবদায়িনে।
শিবপ্রিয়ায় শিবয়োরানন্দনিধয়ে নমঃ ॥
গাঙ্গেয়ায় নমস্তভ্যং কার্তিকেয়ায় ধীমতে।
মাতৃপুত্রায় মহতে শর কাননশায়িনে ॥
ষড়ক্ষরশরীরায় ষড়্‌বিধার্থবিধায়িনে।
ষড়ধ্বাতীতরূপায় ষন্মুখায় নমোনমঃ ॥
দ্বাদশায়ত নেত্রায় দ্বাদশায়তবাহবে।
দ্বাদশায়ুধধরায় দ্বাদশাত্মন্ নমোঽস্তুতে ॥
চতুর্ভুজায় শান্তায় শক্তিকুক্কুটধারিণে।
বরদাভয়হস্তায় নমোঽস্তুরবিদারিণে ॥[২]

—স্কন্দ, স্কন্দরূপী, সিন্দুর ও অরুণের মত যাঁর কান্তি, মন্দারমালা, মুকুট প্রভৃতিতে ভূষিত, শিব-শিষ্য, শিবের পুত্র, মঙ্গলদাতা, শিবের প্রিয়, শিব-শিবার আনন্দনিধি, গঙ্গাপুত্র, কৃত্তিকাপুত্র মাতৃকাপুত্র, শরবনে শয়নকারী, ছয় অক্ষর যাঁর শরীর, ছয় প্রকার অর্থদানকারী, ছয় পথের অতীত, ছয় মুখ, দ্বাদশ চক্ষু, দ্বাদশ অস্ত্রধারী, দ্বাদশ আত্মা, চতুর্ভুজ, শান্ত, শক্তি ও কুক্কুটধারী, বর ও অভয় হস্ত, অসুর হন্তাকে নমস্কার।

কার্তিকেয় এখানে একবার চতুর্ভুজ ও একবার দ্বাদশভুজ, তিনি দ্বাদশলোচন।

১ বরাহপুঃ—২৫।৪০-৪২ ২ শিবপুঃ—কৈলাস সং, ৭।৫৮-৬৩

তিনি স্বয়ং শিব এবং শিবপুত্র, তাঁর বর্ণ সিন্দুর অথবা প্রভাতসূর্যতুল্য। গণেশের সঙ্গে কার্তিকেয়ের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

স্কন্দপুরাণে (কাশীখণ্ড, পূর্বার্ধ) অগস্ত্যমুনি কার্তিকেয়-স্তবে বলেছেন—

নমোঽস্তুতে ব্রহ্মবিদাং বরায় দিগম্বরায়াম্বরসংস্থিতায়।
হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যবাহবে নমো হিরণ্যায় হিরণ্য রেতসে॥

* * *

মীঢ়ুষ্টমায়োত্তমীঢ়ুষে নমো নমো গণানাং পতয়ে নমঃ।
নমোঽস্তুতে জন্মজরাতিগায় নমো বিশাখায় সুশক্তিপাণয়ে॥
সর্বস্য নাথস্য কুমারকায় ক্রৌঞ্চারয়ে তারকমারকায়।
স্বাহেয়, গঙ্গেয় চ কার্তিকেয় শৈবেয় তুভ্যং সততং নামোঽস্তুতে॥[১]

—ব্রহ্মজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দিগম্বর, আকাশে স্থিত, হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্যবাহু, হিরণ্যরেতা, মীঢ়ুষ্টম (স্তোতব্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ), মীঢ়ুশ্রেষ্ঠ, গণপতি, জন্ম ও জরা অতিক্রমকারী বিশাখ, শক্তিপাণি, সকলের পতি, কুমার, ক্রৌঞ্চের শত্রু, স্বাহাপুত্র, গঙ্গাপুত্র, কৃত্তিকাপুত্র, শিবপুত্র, তোমাকে নমস্কার।

এখানে দিগম্বর, মীঢ়ুষ্টম, গণপতি, প্রভৃতি নাম বা বিশেষণগুলি শিবের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। গণপতি নামটি কার্তিকেয়ের সঙ্গে গণেশের অভিন্নতা সূচিত করে। আর হিরণ্যবাহু, হিরণ্যবর্ণ ও হিরণ্যরেতা বিশেষণ বিষ্ণু-সূর্যের। বিশাখ ও কার্তিকেয় অভিন্নরূপে প্রতীত। লিঙ্গপুরাণে (১১ অঃ) রুদ্রগণ হিরণ্য কশ।

শিবপুরাণে (কৈলাশ সংহিতা) কুমার স্কন্দের বর্ণনা:

উদ্যদাদিত্যসংকাশং ময়ূরবরবাহনম্॥
চতুর্ভুজমুদারাঙ্গং কুক্কুটাদিবিভূষিতম্।
বরদাভয়হস্তঞ্চ শক্তিকুক্কুটধারিণম্॥[২]

—উদীয়মান সূর্যের মত শ্রেষ্ঠময়ূরবাহিত, চতুর্ভুজ, শোভনাঙ্গ, মুকুটাদি-ভূষিত, বরদ ও অভয়হস্ত, শক্তি ও কুক্কুটধারী।

অগ্নিপুরাণে প্রতিমা লক্ষণ বর্ণনায় (৫০ অঃ) স্কন্দপ্রতিমার লক্ষণ:

... ... স্কন্দো ময়ূরগঃ।
স্বামী শাখো বিশাখশ্চ দ্বিভুজো বালরূপধৃক্॥
দক্ষে শক্তিঃ কুক্কুটোঽথ একবক্ত্রোঽথ ষন্মুখঃ।

১ স্কন্দপুঃ, কাশী পূর্বার্ধ—২৫।১৩-১৭ ২ শিবপুঃ, কৈলাস—৬।২০-২১

ষড়্ভুজো বা দ্বাদশভির্গ্রামৈরণ্যে দ্বিবাহুকঃ ॥
শক্তীষুপাশনিস্ত্রিংশতোত্র দোস্তর্জনীযুতঃ।
শক্ত্যা দক্ষিণহস্তেষু ষট্সু বামে করে তথা ॥
শিখিপিচ্ছন্ধনুঃ খেটং পতাকাভয় কুক্কুটে।
কপালকতরীশূল পাশভৃদ্যাম্য সৌম্যয়োঃ ॥[১]

—স্কন্দ, ময়ূরবাহন, স্বামী, শাখ, বিশাখ, দ্বিভুজ, বালকরূপী, দক্ষিণে শক্তি ও কুক্কুট, একানন অথবা ষড়ানন, ছয়বাহু বা দ্বাদশ বাহু অথবা দ্বিবাহু ; শক্তি, ইষু, পাশ, নিস্ত্রিংশ, তোত্রদ ও তর্জনী ছয় দক্ষিণহস্তে, ছয় বামহস্তে শিখিপুচ্ছ, ধনু, খেট, পতাকা, অভয় ও কুক্কুট। অথবা বাম ও দক্ষিণহস্তে কপাল কর্তরী, শূল ও পাশধারী।

এই বর্ণনায় দ্বিভুজ, ষড়্ভুজ, দ্বাদশভুজ এবং একমুখ ও ষন্মুখ কার্তিকেয়ের মূর্তি নির্মাণের ব্যবস্থা দেখা যায়। স্বামী, শাখ ও বিশাখ কার্তিকেয়ের নাম বা মূর্তি বিশেষ।

মৎস্যপুরাণেও কার্তিকেয় প্রতিমা বর্ণিত হয়েছে :

কার্তিকেয়ং প্রবক্ষ্যামি তরুণাদিত্যসপ্রভম্ ॥
কমলোদর বর্ণাভং কুমারং সুকুমারকম্।
দণ্ডকৈশ্চীরকৈর্যুক্তং ময়ূরবরবাহনম্ ॥
স্থাপয়েৎ স্বেষ্টনগরে ভুজান্ দ্বাদশ কারয়েৎ।
চতুর্ভুজঃ সর্বঘটে স্যাদ্বনে গ্রামে দ্বিবাহুকঃ ॥
শক্তি পাশস্তথা খড়্গঃ শরঃ শূলং তথৈব চ।
বরদশ্চৈকহস্তঃ স্যাদথ চাভয়দো ভবেৎ ॥
এতে দক্ষিণতো জ্ঞেয়াঃ কেয়ূরকটকোজ্জ্বলাঃ।
ধনুঃ পতাকা মুষ্টিশ্চ তর্জনী তু প্রসারিতা ॥
খেটকং তাম্রচূড়ঞ্চ বামহস্তে তু শস্যতে।
দ্বিভুজস্য করে শক্তির্বামে স্যাৎ কুক্কুটোপরি ॥
চতুর্ভুজে শক্তিপাশৌ বামতো দক্ষিণে ত্বসিঃ ॥
বরদোঽভয়দো বাপি দক্ষিণঃ স্যাৎ তুরীয়কঃ ॥[২]

১ অগ্নিপুঃ—৫০।২৭-৩০ ২ মৎস্যপুঃ—২৬০।৪৫ ৫১

—কার্তিকেয় তরুণ আদিত্য সম প্রভাবিশিষ্ট; তাঁহার বর্ণ পদ্মগর্ভসম এবং তিনি সুকুমার কুমাররূপ হইবেন। তিনি ময়ূরবাহন এবং দণ্ড ও চীরযুক্ত হইবেন। বনে বা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইলে কার্তিকেয় মূর্তিকে দ্বিবাহু, ক্ষুদ্র নগরে চতুর্ভুজ, এবং স্বীয় ইষ্ট নগরে দ্বাদশবাহু করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহার কেয়ূর-কটকোজ্জ্বল হস্তে শক্তি, পাশ, খড়্গ, শর, শূল, বর ও অভয় দক্ষিণ দিক হইতে জানিতে হইবে এবং বাম দিকে ধনুঃ, পতাকা, মুষ্টি, প্রসারিত তর্জনী, খেটক এবং তাম্রচূড় থাকিবে। দ্বিভুজ মূর্তির দক্ষিণ করে শক্তি এবং বামকর ময়ূরোপরি বিন্যস্ত থাকিবে এবং চতুর্ভুজ মূর্তির বাম দিকে শক্তি ও পাশ এবং দক্ষিণে এক হস্তে অসি ও চতুর্থ হস্তে বর-অভয় শোভিত হইবে।[1]

তদনুসারে উদ্ধৃত ধ্যানমন্ত্রে কার্তিকেয়ের বর্ণনা:

কার্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরিসংস্থিতম্।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদম্।
ষন্মুখং তুঙ্গনেত্রঞ্চ সর্বসৈন্যপুরস্কৃতম্ ॥[2]

এই ধ্যানমন্ত্রে কার্তিকেয় দ্বিভুজ, ময়ূর বাহন, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, শক্তিধারী, নানা অলংকার শোভিত, ষড়ানন, উন্নতচক্ষু, সর্বসৈন্যের পুরোভাগে অবস্থিত।

বৌধায়নের ধর্মসূত্রে স্কন্দের কয়েকটি নাম পাওয়া যায়। যথা:—স্কন্দ, ইন্দ্র, ষষ্ঠী, ষণ্মুখ, বিশাখ, জয়ন্ত, মহাসেন, সুব্রহ্মণ্য। এই তালিকায় কার্তিকেয় নামটি অনুপস্থিত। সুতরাং মনে হয় কৃত্তিকার সঙ্গে স্কন্দের সংযোগ ঘটেছিল পরবর্তীকালে। মহাভারতের বিবরণ থেকেও এইরূপ ধারণা হয়। স্কন্দের এক নাম ষষ্ঠী, একনাম সুব্রহ্মণ্য। ষষ্ঠীর সঙ্গে স্কন্দের সংযোগ আদিযুগ থেকেই। ব্রহ্মণ্যদেব নামটি প্রাচীন মুদ্রায় পাই। ইন্দ্র ও স্কন্দের একনাম।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে গণেশের সঙ্গে মহাসেনেরও ধ্যান আছে:

তৎ পুরুষায় বিদ্মহে মহাসেনায় ধীমহি
তন্নঃ ষন্মুখঃ প্রচোদয়াৎ ॥[3]

শিব ও কার্তিকেয়—দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের এক নাম মহাসেন। বেদে ইন্দ্র ছিলেন দেবতাদের সেনাপতি—তাঁর বিশেষণ ছিল শুনাসীর। সৈন্যদলের অগ্রভাগে বর্তমান থাকেন বলেই তিনি শুনাসীর। অগ্নি ও দেবতাদের সেনানী

---

১ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ২ অগ্নপুরাণ, বঙ্গবাসী সং—পৃঃ ৯৯১
৩ তৈঃ আঃ, নারায়ণ উপঃ—২৭

ছিলেন। বৌধায়নের ধর্মসূত্রে স্কন্দই ইন্দ্র। মনে হয়, বৈদিক যুগের শেষভাগে ইন্দ্রের মহিমা খর্ব হওয়ায় দেবতাদের সেনাপতি হিসাবে স্কন্দের জন্মের প্রয়োজন হয়েছিল। পুরাণানুসারে ইন্দ্র স্কন্দের প্রতাপে ভীত হয়ে তাঁকে বজ্রাঘাত করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ধ্বংসের দেবতা ত্রিপুরহন্তা রুদ্রশিব দেবতাদের সৈন্যাপত্য গ্রহণ করলেন নূতন মূর্তিতে,—স্কন্দ কার্তিকেয় রূপে। রুদ্রশিব, ইন্দ্র, বিষ্ণু সম্মিলিত হলেন স্কন্দমূর্তিতে। স্কন্দপুরাণে শিবের নামই স্কন্দেশ্বর শিব :

অসৌ স্কন্দেশ্বরো দেবঃ শ্রদ্ধয়া যদ্বিলোকনাৎ।
আজন্ম ব্রহ্মচর্যস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥[১]

—এই স্কন্দেশ্বর শিব, যাঁকে শ্রদ্ধাসহকারে দর্শন করলে মানব আজন্ম ব্রহ্মচর্যের ফললাভ করে।

কার্তিকেয়ের গুণকর্ম আলোচনায় এবং রুদ্র-শিবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ এবং গণপতির সঙ্গে তাঁর অভিন্নতা থেকে নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হয় যে, স্কন্দ-কার্তিকেয় রুদ্রশিবেরই এক গুণ বা কর্ম নিয়ে পরিকল্পিত। রুদ্র যখন শিব হলেন, হলেন যোগিরাজ শ্মশানবাসী তখন রুদ্রের যোদ্ধৃত্ব আরোপিত হোল রুদ্রপুত্র স্কন্দ-কার্তিকেয়তে। আর বিঘ্নকর্তৃত্ব ও সিদ্ধিদাতৃত্ব বর্তালো রুদ্রের অপর পুত্র গজানন-গণেশে। রুদ্র ও ইন্দ্রের বীরত্ব নিয়ে কার্তিকেয় হলেন দেবতাদের সেনাপতি।

"Karttikeya is the god of war and the generalissimo of the celestial armies. Shiva, who used to lead the celestial hosts, gave up his military career and took to the practice of austerities and the gods without a general, were defeated by the Asuras and driven out of their kingdom . . ."[২]

—কার্তিকেয়ের নূতন দেবতারূপে আবির্ভাব সম্পর্কে এই অভিমত যথার্থই। ইন্দ্র ও অগ্নির মত শিবও একসময়ে ছিলেন দেবতাদের সেনাপতি,—তারপরে যখন তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে হলেন যোগী সন্ন্যাসী, তখন তিনি সৈন্যাপত্য পরিত্যাগ করেছিলেন।

স চাসীদ্দেবসেনানীর্দৈত্যদর্পবিনাশনঃ।
শিবরূপত্বমাস্থায় সৈন্যাপত্যং সমুৎসৃজৎ॥[৩]

লিঙ্গপুরাণে শিবস্তবে রুদ্র সেনাপতি :

১ স্কন্দপুঃ, কাশীখণ্ড, পূর্বার্ধ—৩৩।১২৬
২ Epics Myths and Legends of India, P. Thomas—page 450
৩ বামনপুরাণ—২১।১১

নমঃ সেনাধিপতয়ে রুদ্রাণাং পতয়ে নমঃ।[১]

কুমার—রুদ্রের পরিবর্তে সেনাপতি হলেন কার্তিকেয় আর গণপতি হলেন গণেশ। বস্তুতঃ কার্তিক-গণেশ ও শিব তিন দেবতাই এক দেবতারই তিনটি পৃথক মূর্তি। গণেশ ও কার্তিক শিবেরই অংশ বলেই শিবনন্দন এবং দুই ভ্রাতা। এ বিষয়ে ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য লিখেছেন, "পার্বতীনাথের দ্বৈতরূপ রুদ্র ও শিব; গণপতিরও দুইরূপ—গণেশ ও কার্তিক। তাই কার্তিক শিবের পুত্র ও গণেশ ভ্রাতা।"[২] আসলে তিনজনই একই দেবসত্তার বিবর্তন। যেহেতু রুদ্র-শিব স্বরূপতঃ অগ্নিই, অতএব কার্তিকেয় পুরাণে-মহাভারতে অগ্নিপুত্র হিসাবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। কখনও আবার স্কন্দ স্বয়ং অগ্নি। কার্তিকেয়ের এক নাম কুমার। ঋগ্বেদে অগ্নি কুমার, যুবা, যবিষ্ঠ ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত। পুরাণে ব্রহ্মার পুত্ররূপে যে রুদ্রের আবির্ভাব হয় তিনি কুমার নামে অভিহিত।

উৎপন্নস্তু শিখাযুক্তঃ কুমারঃ শ্বেতলোহিতঃ।[৩]
প্রাদুর্ভূতো মহাতেজাঃ কুমারো রক্তভূষণঃ।[৪]
প্রাদুর্ভূতো মহাতেজাঃ কুমারঃ পীতবস্ত্রধৃক্।[৫]

গুহ—সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণে (৬।১।৯) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (১।৭।৩।৮) রুদ্র-অগ্নি স্কন্দের পিতা। স্কন্দ-কুমারের আর এক নাম গুহ। গুহ শব্দের অর্থ গোপন। ঋগ্বেদে অগ্নি সম্বন্ধে বলা হয়েছে,—"গুহ্যং বিভর্ষি"[৬] অর্থাৎ গোপন নাম (তত্ত্ব) ধারণ কর। "পাসি গুহ্যং নাম গোনাম্।"[৭] —তুমি (অগ্নি) কিরণ-সমূহের গোপন তত্ত্ব পালন কর।[৮] অগ্নিতত্ত্ব সাধারণের অগোচর অতএব গুপ্ত। সেইজন্যই কার্তিকেয় গুহ বা গুপ্তস্বরূপ।

কার্তিকেয়ের ছাগমুখ—বেদে অগ্নি ও পূষা (সূর্য) ছাগবাহন। দক্ষযজ্ঞে যজ্ঞরূপী দক্ষের ছাগমুণ্ড বিহিত হয়েছিল। আর স্কন্দ-কার্তিকেয়ের ছয় মুণ্ডের একটি মুণ্ড ছাগমুণ্ড—

ষষ্ঠং ছাগময়ং বক্ত্রং স্কন্দস্যৈবেতি বিদ্ধি তৎ॥[৯]

স্কন্দের দেহ থেকে যে বিশাখের জন্ম হয়েছিল, সেই বিশাখও ছাগ মুখঃ

স ভূত্বা ভগবান্ সংখ্যে রক্ষংশ্ছাগমুখস্তদা।[১০]

---

১ লিঙ্গপুঃ—১৭০।১৪৯ ২, বাংলাকাব্যে শিব—পৃঃ ৪৬ ৩ লিঙ্গপুঃ—১১।৩
৪ ঐ ১২।২ ৫ লিঙ্গপুঃ—১৩।২ ৬
৭-৮ ঋগ্বেদ—৫।৩।২, ৩ ৯ মহাঃ, বনপর্ব—২২৭।১৩ ১০ মহাঃ, বনপর্ব—২২৭।৩

স্কন্দের কৃপায় স্কন্দমাতৃগণ বীরাষ্টক নামে যে পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, তিনিও ছাগমুখ :

এষ বীরাষ্টকঃ প্রোক্তঃ স্কন্দমাতৃগণোদ্ভবঃ।
ছাগবক্ত্রেণ সহিতো নবকঃ পরিকীর্ত্যতে ॥[১]

স্কন্দের প্রসঙ্গে ছাগবক্ত্রের যে এত ছড়াছড়ি সে কেবল যজ্ঞাগ্নির সঙ্গে ছাগ-বলিদানের গভীর সংশ্লেষের ফলে। ছাগপ্রিয় ছাগবাহন যে অগ্নি তিনিই হলেন ছাগমুখ কুমার কার্তিকেয়।

স্বামী শংকরানন্দ ছাগকে অগ্নির প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

"The god with the head of a goat and the body of the man, who was adopted by the Greeks as god Pan, was in reality Agni or the fire-god of the Veda has the goat as an insignia and vehicle."[২]

কার্তিকেয়ের বাহন—কার্তিকেয়ের বাহন ময়ূর বা শিখী। শিখা যার আছে, সে ই শিখী। সামবেদীয় গৃহ্যসংগ্রহে চতুর্থী হোমে অগ্নির নাথ শিখী—'চতুর্থ্যান্তু শিখী নাম।'[৩] অগ্নির অপর নাম তপুর্মূর্ধা।[৪] অর্থাৎ শিখারূপ মস্তক বিশিষ্ট এবং তপুর্জম্ভ[৫] অর্থাৎ শিখারূপ (অস্ত্র বা) মুখ বিশিষ্ট। শিখাযুক্ত অগ্নি বা শিখী সূর্যাগ্নির মূর্ত্যন্তর কার্তিকেয় কুমারের বাহনরূপে কল্পিত হয়েছে। শিখী শব্দের অর্থান্তর পুচ্ছধারী ময়ূর হওয়ায় ময়ূর পরে হয়ে গেল কার্তিকেয়ের বাহন।

স্বামী শংকরানন্দের মতে ময়ূর অগ্নির প্রতীক।

"In the Vedic India, the peacock was the emblem of Agni, the fire god, as well as of Indra, Usha, the dawn and Rudra, the killer."[৬]

মোহেন্-জো-দাড়ো ক্রীট্ প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতায় যে ময়ূরের চিত্র পাওয়া গেছে স্বামী শংকরানন্দের মতে সেগুলিও অগ্নির প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত। সুতরাং অগ্নিপুত্র বা অগ্নির অবস্থাবিশেষ কুমার কার্তিকেয়ের বাহন বা প্রতীক হয়েছে শিখী বা পুচ্ছধারী ময়ূর।

---

১ মহাঃ, বনপর্ব—২২৭।১২
২ Decipherment of Inscriptions on Phaistos Disc of Crete—page 41
৩ গৃহ্যসংগ্রহ—১।৬ ৪ ঋগ্বেদ—১।৫৮।৫ ৫ ঋগ্বেদ—১।৫৮।৫
৬ Decipherment of Inscriptions on Phaistos Disc of Crete—page 39

কার্তিকেয়-জন্মের তাৎপর্য—কার্তিকেয়ের জন্ম নিয়ে যে বৈচিত্র্যময় কাহিনী গড়ে উঠেছে তার তাৎপর্য অগ্নির নতুন জন্ম। তাই অগ্নি কুমার, যুবা বা যবিষ্ঠ। উষাকালে অরণি মন্থনে জাত যে যজ্ঞাগ্নি তিনিই স্কন্দ-কার্তিকেয়। অরণিকেই দুর্গা বা উমা বলা হয়। আর দুর্গা বা উমা রুদ্রতেজরূপা। স্বাহা অগ্নির শক্তি—অগ্নিতে হব্য প্রদানের মন্ত্র। স্বাহা মন্ত্রে হবিঃ প্রদান করলে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে ওঠেন। সুতরাং স্কন্দ স্বাহা পুত্র। রুদ্ররূপী সূর্যাগ্নির যে সর্বময় তেজ তাই স্কন্দিত বা স্খলিত হয়ে অংশরূপে যজ্ঞাগ্নিতে অধিষ্ঠিত। তাই অগ্নি স্কন্দ। কার্তিকেয় আকাশ গঙ্গার পুত্র,—সেখানে তিনি বৎসরাদির কর্তা সূর্যরূপে বিভাসিত। যদিও আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায় আকাশ গঙ্গা বলতে ছায়াপথ (milky way) বা নীহারিকাপুঞ্জ বুঝেছেন, তথাপি আকাশ-সমুদ্রের মত আকাশকেই গঙ্গারূপে গ্রহণ করা সমীচীন। অনেকস্থলেই স্কন্দ অরুণবর্ণ। প্রভাতকালীন যজ্ঞাগ্নির সঙ্গে প্রভাতসূর্যও স্কন্দরূপে অভিন্নতা-প্রাপ্ত। তবে কি ছয়ঋতুই কার্তিকেয়ের ছয়মুণ্ড, আর দ্বাদশ মাস তাঁর দ্বাদশ হস্ত, কর্ণ, চক্ষু ইত্যাদি? মনে হয় স্কন্দরূপী অগ্নির প্রজ্বালন রুদ্র-যজ্ঞের অংশ। রুদ্রবীর্য তাই স্কন্দে নিহিত। কার্তিকেয়ের জননী কৃত্তিকা নক্ষত্রগণ। কৃত্তিকানক্ষত্রে এই যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান ছিল বলে অনুমিত হয়।

কৃত্তিকাপুত্র স্কন্দ—আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায়ও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন—"তিনি অগ্নির পুত্র অগ্নিকুমার। এইজন্য তিনি কুমার (যুবা)। তাঁহাকে কৃত্তিকা নক্ষত্রের ছয় তারা পালন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ কৃত্তিকা নক্ষত্রে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি কৃত্তিকানক্ষত্রে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অগ্নি।"[১]

শরস্তম্ব—কার্তিকেয় জন্মেছিলেন শরস্তম্বে। এই শরস্তম্ব কিন্তু শরবন নয়, —দিব্য শরস্তম্ব। আকাশ গঙ্গার তীরে দিব্য শরস্তম্ব আলোকস্তম্ভ ভিন্ন আর কিছুই নয়—প্রতিদিনই সকাল সন্ধ্যায় সূর্যের আলোকস্তম্ভ দৃষ্ট হয়। প্রভাতে আকাশ গঙ্গায় দিব্য শরস্তম্বে সূর্যের জন্ম আর মর্তে জন্ম হব কুমার অগ্নির। এইভাবে কুমার-সম্ভব বা কার্তিকেয় জন্ম সম্ভব হয়।

দেবসেনাপতি কার্তিকেয়—দেবতাদের সেনাপতি কার্তিকেয়। কার্তিকেয়ে পত্নীর নাম দেবসেনা। কার্তিকেয়ের সঙ্গে দেবসেনার বিবাহ-বৃত্তান্ত

১ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১ ৯

সবিস্তারে মহাভারতে স্থান পেয়েছে। মহাভারতের কাহিনীতে দেখি, পুরাকালে কেশী দৈত্য দক্ষ প্রজাপতির কন্যা দেবসেনাকে অপহরণ করেছিল, ইন্দ্র কেশী দানবের হাত থেকে দেবসেনাকে উদ্ধার করলেন। তখন দেবসেনা ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করলেন, ইন্দ্রসহ দেব-দানব-যক্ষ-রক্ষ-কিন্নর-উরগ-বিজয়ী পতি।

দেবদানবযক্ষাণাং কিন্নরোরগরক্ষসাং
জেতা যো দুষ্টদৈত্যানাং মহাবীর্যো মহাবল:॥
যস্তু সর্বাণি ভূতানি ত্বয়া সহ বিজেষ্যতি।
স হি মে ভবিতা ভর্তা ব্রহ্মণ্য: কীর্তিবর্ধন:॥[1]

—দেব, দানব, যক্ষ, কিন্নর, সরীসৃপ, রাক্ষস ও দুষ্ট দৈত্যগণের যিনি বিজেতা,- যিনি তোমার সঙ্গে সকল প্রাণী জয় করবেন, ব্রহ্মার কীর্তিবর্ধক তিনিই হবেন আমার পতি।

অতঃপর স্বাহার মাধ্যমে অগ্নির বীর্যে কুমার স্কন্দের জন্ম হোল। জন্মের পরেই ষষ্ঠদিনে কার্তিকেয়ের অভিষেক হোল, ঐ দিনেই দেব-সেনার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হোল। ইন্দ্র দেবসেনাকে স্কন্দের হাতে অর্পণ করলেন, আর ব্রহ্মা হোমাদি অনুষ্ঠান সমাপন করলেন।

স্কন্দং প্রোবাচ বলিভিদিয়ং কন্যা সুরোত্তম॥
অজাতে ত্বয়ি নির্দিষ্টা তব পত্নী স্বয়ম্ভুবা।
তস্মাত্ত্বমস্যা: বিধিবৎ পাণিং মন্ত্রপুরস্কৃতাম্॥
গৃহাণ দক্ষিণং দেব্যা: পাণিনা পদ্মবর্চসম্।
এবমুক্ত: স জগ্রাহ তস্যা: পাণিং যথাবিধি॥
বৃহস্পতির্মন্ত্রবিদ্ধি জজাপ চ জুহাব চ।
এবং স্কন্দস্য মহিষীং দেবসেনাং বিদুর্জনা:॥[2]

—সুররাজ ইন্দ্র স্কন্দকে বললেন, এই কন্যা তুমি জন্মাবার আগেই ব্রহ্মা কর্তৃক তোমার পত্নীরূপে নির্দিষ্টা হয়েছেন। সুতরাং তুমি মন্ত্রপাঠ করে যথাবিধি এঁর পাণিগ্রহণ কর। দেবীর পদ্মসদৃশ দক্ষিণ পাণি তুমি গ্রহণ কর। এই কথা বলার পর তিনি দেবসেনার পাণিগ্রহণ করলেন। মন্ত্রবিদ্ বৃহস্পতি মন্ত্র জপ করলেন এবং অগ্নিতে আহুতি দিলেন।

১ বনপর্ব—২২৩।৮ ৯   ২ বনপর্ব—২২৮।৪৩-৪৯

দেবসেনা হলেন দেবতাদের সেনাপতির পত্নী। দেবতাদের সৈন্যবাহিনী দেবসেনা মূর্তিমতী নারীরূপে কার্তিকেয়পত্নীতে পরিণত হয়েছে। দেবসেনার অধিপতি কার্তিকেয়; সুতরাং তিনি দেবসেনার পতি বা স্বামী, যেমন শচী বা কর্মের (যজ্ঞ) অধিপতি ইন্দ্র হলেন শচীপতি। মহাভারতকার বলেছেন, সহস্র সহস্র দেবসৈন্য 'তুমি আমাদের পতি' বলে কার্তিকেয়কে বরণ করেছিল:

বিনিহত্য তমঃ সূর্যং যথেহাভ্যুদিতং তথা।
অথৈনমভ্যয়ুঃ সর্বা দেবসেনাঃ সহস্রশঃ॥
অস্মাকং ত্বং পতিরিতি ব্রুবাণাঃ সর্বতো দিশঃ॥[১]

দেবসেনা যখন কার্তিকেয়ের পত্নীরূপে পরিগণিতা হলেন, তখন দেবসেনাকে লক্ষ্মীদেবীর মূর্তান্তররূপে কল্পনা করা হতে থাকে। সুতরাং লক্ষ্মীদেবী দেবসেনাকে আশ্রয় করলেন।

যদা স্কন্দঃ পতির্লব্ধঃ শাশ্বতো দেবসেনয়া।
তদা তমাশ্রয়ল্লক্ষ্মীঃ স্বয়ং দেবী শরীরিণী॥[২]

—যখন দেবসেনা পতিরূপে স্কন্দকে লাভ করলেন, তখন বিগ্রহবতী লক্ষ্মী স্বয়ং তাঁকে আশ্রয় করেছিলেন।

দেবসেনারই অপর নাম ষষ্ঠী। লৌকিক মতে এবং পুরাণাদিতে কার্তিকেয়ের পত্নী ষষ্ঠী দেবী। দেবসেনাই ষষ্ঠী; ইনিই আবার লক্ষ্মীর সঙ্গে অভিন্না—

ষষ্ঠীং যাং ব্রাহ্মণাঃ প্রাহুর্লক্ষ্মীমাসাং সুখপ্রদাম্।[৩]

—সকলের সুখদায়িনী ষষ্ঠী দেবসেনাকে ব্রাহ্মণগণ লক্ষ্মী বলে থাকেন।

দেবসেনা ষষ্ঠীদেবী—দেবসেনার ষষ্ঠীদেবীরূপে প্রসিদ্ধি হওয়ার হেতু কার্তিকেয় জন্মের ষষ্ঠ দিনে দেবসেনার সঙ্গে কার্তিকেয়ের পরিণয়। মহাভারত অনুসারে ঋষিরা যে যজ্ঞ করেছিলেন, সেই যজ্ঞের পরে কুমারের জন্ম হয়েছিল। এ যজ্ঞানুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়েছিল অমাবস্যায়। প্রতিপদে স্বাহা কাঞ্চন কুণ্ডে অগ্নির রেতঃ নিক্ষেপ করেছিলেন। সেই রেতঃ থেকে কুমার কার্তিকেয়ের জন্ম।

তস্মিন্ কুণ্ডে প্রতিপদি কামিন্যা স্বাহয়া তদা।
তৎ স্কন্নং তেজসা তত্র সংবৃতং জনয়ৎ সুতম্॥[৪]

দ্বিতীয়া তিথিতে শিশুর আকার গঠিত হয়, তৃতীয়াতে শিশু প্রকাশিত হয়, চতুর্থীতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমেত পূর্ণ মানবরূপে গুহ প্রকটিত হলেন।

১ বনপর্ব—২২৮।৪২-৪৩ ২ বনপর্ব—২২৭।৫১ ৩ বনপর্ব—২২৭।৫০
৪ বনপর্ব—২২৪।১৬

দ্বিতীয়ায়ামভিব্যক্তিস্তৃতীয়ায়াং শিশুর্বভৌ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্ভূতশ্চতুর্থ্যামভবদ্‌গুহঃ।[১]

অতঃপর শুক্লা পঞ্চমীতে বিশ্বজগৎ কার্তিকেয়ের পূজা করলেন।

অথৈনমভজল্লোকঃ স্কন্দং শুক্লস্য পঞ্চমীম্‌।[২]

পঞ্চমীতিথিতে লক্ষ্মীরূপিণী দেবসেনার সঙ্গে কার্তিকেয়ের পরিণয় হয়, এবং ষষ্ঠীতে মহাসেন মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করে কৃতকার্যতা লাভ করেন।

শ্রীজুষ্টঃ পঞ্চমী স্কন্দস্তস্মাচ্ছ্রীপঞ্চমী স্মৃতা।

ষষ্ঠ্যাং কৃতার্থোঽভূৎ যস্মাৎ তস্মাৎ ষষ্ঠী মহাতিথিঃ॥[৩]

—"ভগবান্‌ কার্তিকেয় পঞ্চমীতে লক্ষ্মীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, ঐজন্য ঐ তিথি শ্রীপঞ্চমী এবং ষষ্ঠীতে তাঁহার প্রয়োজন সকল সুসম্পন্ন হইয়াছিল এই নিমিত্ত ষষ্ঠী মহাতিথি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।"[৪]

ষষ্ঠীতে স্কন্দ দেবসেনা সহ অসুরনিপাত করেছিলেন বলেই তিনি ষষ্ঠী-প্রিয়। সুতরাং কার্তিকেয়ের এক নাম ষষ্ঠী-প্রিয় আর এক নাম দেবসেনা-প্রিয়।[৫]

বরাহপুরাণে ষষ্ঠী তিথিতে পিতামহ ব্রহ্মা স্কন্দকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করেছিলেন :

তস্য ষষ্ঠীং তিথিং প্রাদাদভিষেকো পিতামহঃ।[৬]

সুতরাং ষষ্ঠী তিথিতেই কার্তিকেয় দেবসেনার আধিপত্য লাভ করে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। ঐ দিনই তিনি দেবসেনার পতি হয়েছিলেন। তাই ষষ্ঠী ও দেবসেনা অভিন্না হয়ে দেবসেনা ষষ্ঠীদেবীতে পরিগণিত হলেন। পুরাণগুলিতে ষষ্ঠীদেবীর অপর নাম দেবসেনা।

ষষ্ঠাংশা প্রকৃতের্যা চ সা চ ষষ্ঠী প্রকীর্তিতা।

বালকাধিষ্ঠাত্রী দেবী বিষ্ণু মায়া চ বালদা॥

মাতৃকাসু চ বিখ্যাতা দেবসেনাভিদা চ সা।

প্রাণাধিকপ্রিয়া সাধ্বী স্কন্দভার্যা চ সুব্রতা॥[৭]

—যিনি প্রকৃতির ষষ্ঠ অংশ, তিনিই ষষ্ঠী নামে কীর্তিতা। তিনি বালকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বিষ্ণুমায়া এবং সন্তানদাত্রী। মাতৃগণের মধ্যে দেবসেনা নামে

---

১ বনপর্ব—২২৪।১৮-১৯ ২ বনপর্ব—২২৪।৩৯ ৩ বনপর্ব—২২৮।৫২
৪ অনুবাদ—কালীপ্রসন্ন সিংহ ৫ বনপর্ব—২৩১।৬, ৮ ৬ বরাহপুঃ—২৫।৪৯
৭ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, প্রকৃতিখণ্ড—৪৩।৪-৫

বিখ্যাতা। তিনি সুব্রতা—স্কন্দের ভার্যা, প্রাণাধিকা প্রিয়া।

দেবসেনাও বলেছেন,—

ব্রহ্মণো মানসী কন্যা দেবসেনাহমীশ্বরী।
সৃষ্ট্বা মাং মনসো ধাতা দদৌ স্কন্দায় ভূমিপ ॥
মাতৃকাসু চ বিখ্যাতা স্কন্দসেনা চ সুব্রতা।
বিশ্বে ষষ্ঠীতি বিখ্যাতা ষষ্ঠাংশা প্রকৃতের্যত ॥[১]

—আমি ব্রহ্মার মানসী কন্যা, দেবসেনা ঈশ্বরী, আমাকে মনে মনে দেখে বিধাতা স্কন্দকে দান করেছিলেন। মাতৃকাগণের মধ্যে তিনি স্কন্দসেনা নামে বিখ্যাতা, বিশ্বে তিনি প্রকৃতির ষষ্ঠ অংশ হিসাবে প্রসিদ্ধা।

দেবী ভাগবতে (৯ স্কন্দ, ৪৬ অঃ) ঠিক এই শ্লোকগুলিই দেখতে পাই। এই বিবরণে ষষ্ঠী দেবসেনা, স্কন্দ-সেনা এবং প্রকৃতির ষষ্ঠ অংশ। দেবতার সেনা বা কার্তিকেয়ের সেনাই যে দেবসেনা ষষ্ঠী তাতে আর সন্দেহ নেই।

কার্তিকেয়ের জন্ম ও বিবাহের তাৎপর্য—স্কন্দ-কার্তিকেয়ের জন্ম অমাবস্যার দিনে,—পরবর্তী পাঁচ দিনে তাঁর পূর্ণাবয়ব মূর্তি পরিগ্রহ—ষষ্ঠ দিনে তাঁর অভিষেক ও দেবসেনার সঙ্গে বিবাহ—এসব বৃত্তান্ত অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্বেই দেখেছি, কুমার স্কন্দ রুদ্রপুত্র বা রুদ্রের অংশ এবং অগ্নিরূপী রুদ্র। রুদ্রের অংশে তাঁর জন্ম,- একথার অর্থ সম্ভবতঃ রুদ্রযজ্ঞে প্রজ্বলিত অগ্নিই স্কন্দকুমার। ছয়বার রুদ্রতেজনিষেকে তাঁর জন্ম এবং ছয় দিনে তাঁর পূর্ণতা—এবং দেবসেনা বা ষষ্ঠী লাভ। আবার ছয়টি তাঁর মুখ। ছয় সংখ্যার সঙ্গে কার্তিকেয়ের আশ্চর্য সংযোগ। ছয় দিনের পরে সপ্তম দিনে স্কন্দ কর্তৃক তারকাসুর (মহাভারত মতে মহিষাসুর) বিজয়।

ধ্বংসের দেবতা রুদ্রের প্রসন্নতা কামনা এবং শত্রুধ্বংস রুদ্রযজ্ঞানুষ্ঠানের লক্ষ্য। রুদ্রযজ্ঞে অরণিমন্থন দ্বারা অগ্নির জন্মই কুমার জন্ম। অগ্নিতে আহুতি প্রদানের মন্ত্র স্বাহা—স্বাহা অগ্নির শক্তি,—তিনি অগ্নির পত্নী—তিনিই রুদ্রপত্নী উমা; আবার যজ্ঞের অরণি বা মন্থনকাষ্ঠ ও উমা নামে পরিচিত। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে ষড়হ যাগ নামে একপ্রকার যজ্ঞ আছে। এই যাগ ছয়দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়—অমাবস্যার পরে প্রতিপদ থেকে শুক্লা ষষ্ঠী পর্যন্ত। এই যজ্ঞসমাপনে দেবসেনা লাভ ও শত্রুনাশ। ছয় দিনের যজ্ঞাগ্নিতে হবিঃ প্রদানই ছয় বার অগ্নির রেতঃ সেক।

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, প্রকৃতি খণ্ড—৪৩।২৫-২৬

ছয়দিনের পরে দানবহন্তা দেবসেনাপতির আবির্ভাব। সম্ভবতঃ সেকালে ষড়হ যাগের পরে শত্রুনিধনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রার রীতি ছিল। ষষ্ঠী তিথিতে যজ্ঞের পূর্ণতা—পূর্ণাহুতি প্রদান—পূর্ণাহুতির পরেই স্কন্দের দেবসেনা লাভ। তাই দেবসেনাই ষষ্ঠী। ছয়টি তিথিতে কুমার অগ্নি হবিঃ ভোজন করেন—তাই তিনি ষড়ানন। ছয়টি তিথিই তাঁর ছয়টি মাতা—ষন্মাতুর তাই স্কন্দের নাম। প্রতিদিনই স্বাহা মন্ত্রে হবিঃ প্রদান করা হয়েছে। স্বাহা তাই রূপ পরিবর্তন করে অগ্নির সঙ্গে মিলিত হন। কার্তিকেয়ের দেবসেনা লাভের তিথি শুক্লা ষষ্ঠী—মহাতিথি এই দিনে জয়ার্থী মানুষ উপবাস করে কার্তিকেয় পূজা করলে সুফল লাভ করেন :

> ষষ্ঠী তিথি মহারাজ সর্বদা সর্বকামদা।
> উপোষ্য তু প্রযত্নেন সর্বকালং জয়ার্থিনা॥
> কার্তিকেয়স্য দয়িতা এষা ষষ্ঠী মহাতিথিঃ।
> দেবসেনাধিপত্যং হি প্রাপ্তং তস্যাং মহাত্মনা॥[১]

—হে মাহরাজ, ষষ্ঠী তিথি সকল কাম্য ফল প্রদানকারী। জয়লাভেচ্ছু ব্যক্তি সর্বকালেই এই তিথিতে উপবাস করবে। এই ষষ্ঠী মহাতিথি কার্তিকেয়ের পত্নী,—এই তিথিতেই মহাত্মা কার্তিকেয় দেবসেনার আধিপত্য লাভ করেছিলেন।

কার্তিকেয়-দেবসেনা ষষ্ঠীর তাৎপর্য উক্ত উদ্ধৃতিতেই স্পষ্ট হয়ে আছে। শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতেই ষষ্ঠীপূজার বিধান। আরও লক্ষণীয় এই যে আশ্বিনের শুক্লা ষষ্ঠীতেই দেবী দুর্গার বোধন অর্থাৎ পূজারম্ভ।

কার্তিকেয় ও দেবসেনা ষষ্ঠী বালাধিষ্ঠাত্রী দেবতা—সন্তানকামনায় নিঃসন্তান নরনারী কার্তিকেয় পূজা করে থাকেন। কৃত্তিকানক্ষত্রে কার্তিকেয়ের জন্ম বলেই কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে তাঁর পূজা করা হয়ে থাকে। দেবসেনাপতি মহিষাসুর হন্তা (মহাভারত অনুসারে) এবং তারকাসুর হন্তা (পুরাণ ও কুমার সম্ভব কাব্য অনুসারে) কিভাবে পুত্রদাতা এবং শিশুরক্ষক এবং দেবসেনা ষষ্ঠী কেমন করে বালাধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন, তা আলোচনার বিষয়।

মহাভারতে যে ছয়জন ঋষিপত্নী স্কন্দের জন্মের হেতু সন্দেহে ঋষিগণ কর্তৃক বিতাড়িতা হয়েছিলেন, তাঁদের প্রার্থনা অনুসারে স্কন্দ তাঁদের মাতৃরূপে স্বীকার

১ ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্মপর্ব—৩৯।২ ৩

করে নিয়েছিলেন এবং স্কন্দের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে প্রজা রক্ষায় রাজি হয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন—

পরিরক্ষাম ভদ্রং তে প্রজাঃ স্কন্দ যথেচ্ছসি।[১]

স্কন্দ এঁদের বললেন:

যাবৎ ষোড়শবর্ষাণি ভবন্তি তরুণাঃ প্রজাঃ।
প্রবাধত মনুষ্যাণাং তাবদ্রূপৈঃ পৃথগ্‌বিধৈঃ॥[২]

—মানব সন্ততিগণের যতদিন ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম পরিপূর্ণ না হইবে, তাবৎকাল আপনারা নানাবিধ রূপ ধারণপূর্বক তাহাদিগের বিঘ্ন উৎপাদন করুন।

স্কন্দ থেকে যে সকল কুমার ও কুমারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলে জীবের গর্ভ ভক্ষণ করে থাকেন—

কুমারাশ্চ কুমার্য্যশ্চ যে প্রোক্তাঃ স্কন্দসম্ভবাঃ।
তেঽপি গর্ভভুজঃ সর্বে কৌরব্য সুমহাগ্রহাঃ॥[৪]

এ ছাড়া স্কন্দের গণ হিসাবে মহাভারতে বহু মাতৃকা এবং গ্রহের উল্লেখ আছে—যাঁরা গর্ভস্থ শিশু ও বালকদের অনিষ্ট করে থাকেন। তাঁদের পূজা প্রভৃতির দ্বারা তুষ্টিবিধান করলে তবে শিশু ও বালকদেব কল্যাণবিধান সম্ভব—

এবমেতে কুমারাণাং ময়া প্রোক্তা মহাগ্রহাঃ।
যাবৎ ষোড়শবর্ষাণি হ্যশিবাস্তে শিবাস্ততঃ।
যে চ মাতৃগণাঃ প্রোক্তা পুরুষাশ্চৈব যে গ্রহাঃ।
সর্বে স্কন্দগ্রহা নাম জ্ঞেয়া নিত্যং শরীরিভিঃ॥
তেষাং প্রশমনং কার্যং স্নানং ধূপমথাঞ্জনম্‌।
বলিকর্মোপহারাশ্চ স্কন্দস্যেজ্যা বিশেষতঃ॥[৫]

—আমি এই যাদের কথা বললাম তারা সকলেই কুমারদের মহাগ্রহ। ষোল বৎসর পর্যন্ত তারা বালকদের অমঙ্গল করে, তার শুভ করে। যে মাতৃগণের কথা বললাম, যে সকল পুরুষগ্রহ আছে, তারা স্কন্দগ্রহ নামে মনুষ্যের নিকট পরিচিত। স্নান, ধূপ, অঞ্জন, বলিকর্ম, উপহার, বিশেষভাবে স্কন্দের যাগ দ্বারা তাদের শান্ত করা প্রয়োজন।

যাঁর অনুচরবর্গ গর্ভস্থ ভ্রূণ ও জাত শিশু ও বালকদের অনিষ্ট করে—যাঁর

১ মহাঃ, বনপর্ব—২২৯।২১ . ২ মহাঃ, বনপর্ব—২২৯।২২ ৩ অনুবাদ—কালীপ্রসন্ন সিংহ
৪ ঐ ২২৯।৩১ ৫ মহাঃ, বনপর্ব—২২৯।৪২-৪৪

সন্তোষে রক্ষা পায় শিশু ও বালক, তিনি যে দেবসেনাপতি মহাবীর অসুরনাশী হওয়া সত্ত্বেও বালক ও শিশুর রক্ষক এবং পুত্রদ হবেন, তাতে আর বিচিত্র কি ? সুতরাং পুরাণকার বলছেন, স্কন্দ-কার্তিকেয়ের কৃপায় অপুত্র পুত্র লাভ করে, নির্ধন ধন লাভ করে—

অপুত্রো লভতে পুত্রমধনোঽপি ধনং লভেৎ ॥[১]

যাঁরা কুমারের স্তুতিপাঠ করেন,—তাঁর গৃহে বালকদের কল্যাণ হয়—

যশ্চৈতৎ পঠতি স্তোত্রং কার্তিকেয়স্য মানবঃ।
তস্য গৃহে কুমারাণাং ক্ষেমারোগ্যং ভবিষ্যতি ॥[২]

—যে মানব কার্তিকেয়ের এই স্তোত্র পাঠ করে তার গৃহে বালকগণের মঙ্গল এবং আরোগ্য বিরাজ করে।

সুতরাং স্কন্দভার্যা দেবসেনা ষষ্ঠী যে বালাধিষ্ঠাত্রী দেবতা হবেন, তাতেই বা আর বিস্ময়ের কি আছে ? ষষ্ঠী দেবী—

আয়ুপ্রদা চ বালানাং ধাত্রী রক্ষণকারিণী।
সন্ততং শিশুপার্শ্বস্থা যোগেন সিদ্ধযোগিনী ॥[৩]

—বালকদের রক্ষাকর্ত্রী, আয়ুদাত্রী, রক্ষাকারিণী, সিদ্ধযোগিনী দেবী যোগের দ্বারা সব সময় শিশুর পার্শ্বে বর্তমান থাকেন।

ষষ্ঠী দেবীও বলেছেন—

অপুত্রায় পুত্রদাহং প্রিয়দাত্র্যপ্রিয়ায় চ।
ধনদা চ দরিদ্রেভ্যোঽকর্মিণে শুভকর্মদা ॥[৪]

—আমি অপুত্রকে পুত্র দিই, অপ্রিয়ভাজনের প্রিয়দাত্রী হই, দরিদ্রে ধনদাতা হই, কর্মহীনকে শুভকর্ম দান করি।

দেবী ভাগবতেও (৯।৪৬) এই কথাগুলিই পাই ষষ্ঠী দেবী সম্পর্কে।

ষষ্ঠী দেবীর বিচিত্র নাম, প্রতীক ও পূজার রীতি—বালাধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবেই ষষ্ঠীদেবী অশ্বত্থ বা বটবৃক্ষতলে গোলাকার প্রস্তর খণ্ডের প্রতীকে আজও পূজিতা। বিশেষভাবে মেয়েরাই ষষ্ঠীপূজা বেশী করে থাকেন—পুত্র কামনায় অথবা পুত্রকন্যার মঙ্গল কামনায়। বারোমাসের প্রতি শুক্লাষষ্ঠী তিথিতেই এক এক প্রকার ষষ্ঠী দেবীর পূজা প্রচলিত আছে। বৈশাখে ধূলা ষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠে অরণ্য

১ বরাহপুঃ—২৫।৫০ ২ বরাহপুঃ—২৫।৫২ ৩ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, প্রকৃতিখণ্ড—৪৩।৬
৪ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, প্রকৃতিখণ্ড—৪৩।২৬

ষষ্ঠী বা জামাতৃ ষষ্ঠী, আষাঢ়ে কোড়া ষষ্ঠী, শ্রাবণে লোটন ষষ্ঠী, ভাদ্রে মন্থন ষষ্ঠী, আশ্বিনে দুর্গা ষষ্ঠী, কার্তিকে গোট ষষ্ঠী, অগ্রহায়ণে মূলা ষষ্ঠী, পৌষে পাটাই ষষ্ঠী, মাঘে শীতলা ষষ্ঠী, ফাল্গুনে অশোকা ষষ্ঠী এবং চৈত্রে লাল ষষ্ঠী। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে এইসকল ষষ্ঠী পূজার রীতি প্রচলিত আছে। ষষ্ঠী দেবীর প্রতীকও বিচিত্র,—মশলা বাঁটা শিল-নোড়া (শীতলা ষষ্ঠী), বট বা অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে গোলাকৃতি প্রস্তরখণ্ড সমূহ, বটের শাখা, কাষ্ঠ বা ধাতু নির্মিত মন্থন দণ্ড (মন্থন ষষ্ঠী) প্রভৃতি ষষ্ঠী দেবীর প্রতীক হিসাবে পূজিত হয়। বটবৃক্ষ ষষ্ঠী দেবীর প্রিয়। গোটাফল ও জোড়াফল ষষ্ঠী পূজায় প্রদান করার রীতি। বাসি নৈবেদ্য, পান্তা ভাত, সাদা বেগুন ও সাদা সীম সহ সবুজ কলাই সিদ্ধ, দধি ইত্যাদি শীতলা ষষ্ঠী (শ্রীপঞ্চমীর পরের দিন) পূজার উপকরণ। মন্থন ষষ্ঠীর পূজা হয় পুকুর ঘাটে মন্থনদণ্ড স্থাপিত করে। অশোকষষ্ঠীর পূজা হয় চৈত্র মাসে অশোক ফুলে। এই দিনে শোকরহিত হওয়ার কামনায় অশোক কুঁড়ি মেয়েরা বিশেষতঃ মায়েরা ভক্ষণ করে থাকেন। শীতলা ষষ্ঠীর সঙ্গে ওলাউঠার ও বসন্তরোগের দেবতা শীতলার, অশোকষষ্ঠীর সঙ্গে শোকরহিতা দুর্গা (নব পত্রিকার অন্যতমা), এবং দুর্গা ষষ্ঠীর সঙ্গে দুর্গা মহিষমর্দিনীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। ষষ্ঠীর সঙ্গে দুর্গা দেবীর সংযোগ স্বাভাবিক। কারণ দুর্গা দেবীও স্বরূপতঃ যজ্ঞাগ্নি। ষষ্ঠীর প্রস্তর প্রতীকের সঙ্গে সূর্য পূজার সম্পর্ক আছে মনে হয়। অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে যাগযজ্ঞের তথা অগ্নির সম্পর্ক আছে। বট অশ্বত্থেরই বিকল্প। সমুদ্রমন্থনে উত্থিতা লক্ষ্মী হিসাবেই কি মন্থন ষষ্ঠীর পূজা? ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন যে, অনেক স্থলে প্রস্তর নির্মিত মনসার মূর্তিতে ষষ্ঠীপূজা হয়।[১] ষষ্ঠীর সঙ্গে মনসার সম্পর্কও অস্বীকার্য নয়। চৈত্র সংক্রান্তির পূর্বদিনে নীলাবতীর পূজা হয় সাধারণতঃ শিবলিঙ্গে। অনেকে মনে করেন, নীলাবতী আসলে নীলষষ্ঠী। নীলাবতী নীলষষ্ঠী হলে ষষ্ঠী ও শিবানী অভিন্ন হয়ে গেছেন। এ ছাড়াও শিশু-জন্মের ষষ্ঠ রাত্রিতে প্রসবাগারে সূতিকা ষষ্ঠীর পূজা করা হয়,—এই দিনকে ষেঠেরা বলে। সন্তানজন্মের একুশ অথবা ত্রিশ দিনেও ষষ্ঠী পূজা করার রীতি। ষষ্ঠীদেবীর বাহন মার্জার। মার্জার কি দুর্গার সিংহের সংক্ষিপ্ত রূপ?

ষষ্ঠী যে দেবসেনাপতির পত্নী দেবসেনা—মানুষ সে কথা ভুলেই গেল। কেবল-

১ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (১৩৫৭)—পৃঃ ৬৭৫

মাত্র শিশুরক্ষয়িত্রী দেবীরূপেই মেয়েলি ব্রতে বিচিত্ররূপে ষষ্ঠী জীবিত রইলেন। ষষ্ঠীদেবীর ব্রতকথা বা মহিমাসূচক উপাখ্যান বাঙ্গালাদেশের মেয়েদের মুখে মুখে প্রচলিত। ষষ্ঠীদেবীর মহিমা অবলম্বনে বাঙ্গালাভাষায় ষষ্ঠীমঙ্গলকাব্যও রচিত হয়েছে।

ষষ্ঠীদেবী সম্পর্কে পণ্ডিতদের মত—ষষ্ঠীদেবীর প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায় ষষ্ঠীদেবী অপৌরাণিক অবৈদিক লৌকিক দেবী রূপে পণ্ডিত মহলে গৃহীতা হয়েছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "বাংলার প্রতিবেশী কোন কোন অনার্য সমাজের মধ্যে পুংশিশুর মৃত পিতামহ ও স্ত্রীশিশুর মৃত পিতামহীর (কিংবা মাতৃক বা matriarchal সমাজের মাতামহ ও মাতামহীর) আত্মাকেই শিশুর রক্ষক কিংবা রক্ষয়িত্রীরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে। ...এই প্রকার পিতামহী, মাতামহীর আত্মার পরিকল্পনা হইতেই পরবর্তী হিন্দু প্রভাবের যুগে ষষ্ঠী দেবীর পরিকল্পনা আসিয়া থাকিবে...।"[১]

ষষ্ঠী দেবী সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য নিতান্তই কষ্ট কল্পনা। কোন আর্যেতর আদিম জাতির অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা ষষ্ঠীদেবী পরিকল্পনার সিদ্ধান্তের প্রয়োজন নেই। ষষ্ঠীদেবী পৌরাণিক দেবী ত বটেনই, তাঁকে বৈদিক যুগেও স্থাপিত করা চলে। বৈদিক ষড়হ যাগের সঙ্গে স্কন্দ কার্তিকেয় এবং স্কন্দপত্নী ষষ্ঠী সংশ্লিষ্ট। বৌধায়নের ধর্মসূত্রে কার্তিকেয়ের নামান্তর হিসাবে ষষ্ঠী নামটি উল্লিখিত। যৌধেয় মুদ্রাতেও (খৃঃ ২য় শতাব্দী) কার্তিকেয়ের সঙ্গে ষষ্ঠীদেবীর প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এবং দেবী ভাগবতে ষষ্ঠীদেবীর বিবরণ আছে। এই দুটি পুরাণকে পণ্ডিতরা অর্বাচীন বলে গণ্য করলেও পুরাণ দুটি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পরে রচিত নয়। তবে ষষ্ঠীদেবীর কোন কোন প্রতীকে অনার্য প্রভাব থাকতেও পারে। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারেও ষষ্ঠীদেবীর ধ্যান আছে :

ষষ্ঠাংশ প্রকৃতেঃ শুদ্ধাং সুপ্রতিষ্ঠাঞ্চ সুপ্রভাম্।
সুপুত্রদাঞ্চ শুভদাং দয়ারূপাং জগৎ প্রসূম্।
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাম্।
পবিত্ররূপাং পরমাং দেবসেনামহং ভজে ॥[২]

১ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (১৩৫৭)—পৃঃ ৬৭২-৭৩ ২ তন্ত্রসার, বসুমতী সং—পৃঃ ৯৯১

—প্রকৃতির ষষ্ঠ অংশ, শুদ্ধা, সুপ্রতিষ্ঠিতা, উজ্জ্বল প্রভাময়ী, শোভনপুত্রদাত্রী, মঙ্গলদাত্রী, দয়ারূপা, জগতের স্রষ্ট্রী, শ্বেতচম্পকতুল্যবর্ণা, রত্নালংকারভূষিতা পবিত্র-রূপা, শ্রেষ্ঠা, দেবসেনাকে আমি ভজনা করি।

ষষ্ঠীর শুভ্রবর্ণ সরস্বতীর সগোত্রতা প্রতিপাদিত করে।

কার্তিকেয়ের বিভিন্ন নামের তাৎপর্য—কার্তিকেয়ের এক নাম স্কন্দ; অন্যান্য নামের মধ্যে শাখ, বিশাখ, মহাসেন, কুমার, গুহ, নৈগমেয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বহু গণদেবতা রয়েছেন—যাঁরা কুমার ও কুমারী নামে পরিচিত, এঁদের নেতা কার্তিকেয়। এঁরা সকলেই স্কন্দের দেহ থেকে নির্গত। শিবগণ, রুদ্রগণ, মরুৎগণ, ইন্দ্রগণ প্রভৃতির সঙ্গে এঁরা তুলনীয়। পুরাণানুসারে অগ্নি বা শিবের স্খলিত রেতঃ (স্কন্ন) থেকে জন্ম বলে কুমারের নাম স্কন্দ। ষড়হ যাগে ছয়দিনের যজ্ঞীয় হবিই অগ্নির স্খলিত তেজ। কুমার নামের তাৎপর্য পূর্বেই বিশ্লেষিত হয়েছে। যেহেতু মহাবলশালী সেই জন্যই স্কন্দ কার্তিকেয় মহাসেন, —সম্ভবতঃ মহাসেনার (দেবসেনা) অধিপতি হিসাবেই তিনি মহাসেন। শাখ ও বিশাখ নাম দু'টির তাৎপর্য নির্ণয় করা কঠিন। বিশাখা নক্ষত্রের সঙ্গে কি রুদ্রযজ্ঞের কোন সম্পর্ক ছিল, যেমন ছিল কৃত্তিকার সঙ্গে? বিভিন্ন শাখায় কার্তিকেয় পূজা প্রচলিত ছিল বলে তিনি শাখ—আর শাখাহীন অর্থাৎ এক অদ্বয়রূপে উপাসিত বলে বিশাখ, এমন অনুমানও করা যায়। যজ্ঞাগ্নি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে প্রজ্জ্বলিত হতেন, তেমনি শাখাহীন অগ্নিও দৃষ্ট হয়—এই কারণেও স্কন্দ শাখ ও বিশাখ নাম পেতে পারেন। অগ্নির শিখাই অগ্নির শাখা। আবার স্কন্দ শব্দের অর্থান্তর দক্ষ বা বিদ্বান। যুদ্ধনিপুণ বা যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ অর্থে স্কন্দ শব্দকে গ্রহণ করলে, শাখ ও বিশাখ নাম দু'টি সৈন্যদলের ইঙ্গিত বহন করে। কার্তিকেয়ের ব্রহ্মণ্যদেব নাম বৈদিক যজ্ঞীয় মন্ত্রের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মণস্পতির সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা আভাসিত করে। অগ্নি সর্বত্রই গুপ্তভাবে বর্তমান থাকেন, তাই তিনি গুহ। নিগমে অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রে তিনি প্রতিষ্ঠিত, তাই স্কন্দ নৈগমেয়।

মুদ্রায় কার্তিকেয় মূর্তি—স্কন্দ কার্তিকেয়ের এই নামগুলি যেমন মহাভারতে-পুরাণে পাই, তেমনি পাই প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রায়। কার্তিকেয়-উপাসনার জনপ্রিয়তা এবং ব্যাপকতা মুদ্রার সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়। কুষাণ সম্রাট হুবিষ্কের মুদ্রার বিপরীত দিকে কার্তিকেয়-মূর্তির সঙ্গে স্কন্দ, কুমার, বিশাখ

এবং মহাসেন নামগুলি মুদ্রিত আছে। হুবিষ্কের মুদ্রায় মহাসেন দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর ডান হাতে ময়ূরধ্বজ (উপরিভাগে ময়ূর শোভিত দণ্ড) ও কটিদেশে লম্বমান তরবারির মূলপ্রদেশে বাম হস্ত স্থাপিত। আর এক শ্রেণীর মুদ্রায় স্কন্দ-কুমার ও বিশাখ সামনা সামনি দাঁড়িয়ে আছেন—স্কন্দ-কুমারের হাতে গরুড়ধ্বজ ও বিশাখের হাতে দীর্ঘ বর্শা—বিশাখ বাঁ হাতে স্কন্দ-কুমারের ডান হাত ধরে আছেন। Gardner একটি পুরাতন মন্দিরে স্কন্দ, মহাসেন ও বিশাখকে বেদির উপর পাশাপাশি দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। ডঃ ডি. আর. ভাণ্ডারকর মনে করেন যে স্কন্দ, কুমার, বিশাখ ও মহাসেন চারজন পৃথক দেবতা।[১] ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত : সমশ্রেণীর বিভিন্ন দেবতা সম্মিলিত হয়ে একদেবতায় পরিণত হয়েছেন—"...various God concepts of an allied character were merged in the composition of Skanda Karttikeya".[২]

সমভাবাপন্ন বিভিন্ন দেবসত্তার সংমিশ্রণে কার্তিকেয়ের মূর্তি, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ-যোগ্য নয় ; বরঞ্চ একেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম বা ভিন্ন মূর্তি স্কন্দ, কুমার, কার্তিকেয় ইত্যাদি, এবিষয়ে সংশয় নেই। কারণ স্কন্দ-কার্তিকেয় মূলতঃ রুদ্র বা রুদ্রের অংশ। সুতরাং তিনি সূর্যাগ্নিরূপী অথবা যজ্ঞাগ্নিবিশেষ, এ সত্যটি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। অমরকোষ অভিধানে স্কন্দের বিভিন্ন নামগুলিও স্মরণ-যোগ্য :

কার্তিকেয়ো মহাসেনঃ শরজন্মা ষড়াননঃ।
পার্বতী-নন্দনঃ স্কন্দঃ সেনানীরগ্নিভূর্গুহঃ ॥

মুদ্রায় অংকিত কার্তিকেয়, মহাসেন ও বিশাখকে পৃথক দেবতারূপে গণ্য না করে বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর দ্বারা ভিন্ন নামে উপাসিত একই দেবতার মূর্ত্যন্তর-রূপে গ্রহণ করা চলে।

বীর যৌধেয় জাতির (কানিংহামের মতে ভাওয়ালপুরের জোহিঅ) রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রায় কুমার কার্তিকেয়ের মূর্তি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মুদ্রাগুলি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর বলে পণ্ডিতরা স্থির করেছেন। এই মূর্তিগুলিতে ছয় মাথা ও দুই হাত কার্তিকেয় দাঁড়িয়ে আছেন পদ্মের উপরে—বাঁ হাত উরুতে

১ Charmical Lectures, 1921—pages 22-23
২ Origin and Development of Hindu Iconography (1941) page 160

আর ডান হাত উর্ধ্বে উত্তোলিত, বামে একটি বর্শা। ঐ মুদ্রায় লিখিত লিপি—'ভগবতঃ স্বামিনো ব্রহ্মণ্যদেবস্য'—ভগবান স্বামী ব্রহ্মণ্যদেবের; অথবা 'ভগবতঃ স্বামিনো ব্রহ্মণ্যদেবস্য কুমারস্য'—ভগবান স্বামী ব্রহ্মণ্যদেব কুমারের। কার্তিকেয়ের এক নাম স্বামী, আর এক নাম ব্রহ্মণ্যদেব। একশ্রেণীর যৌধেয় মুদ্রায় কার্তি-কেয়ের এক মাথা,—একটি বক্ররেখার উপরে দণ্ডায়মান,—কতকগুলি মুদ্রায় এক মস্তকবিশিষ্ট কার্তিকেয়ের মস্তকে জ্যোতির্মণ্ডল এবং মুদ্রার বিপরীত দিকে এক দেবীমূর্তি এক অথবা ছয় মুণ্ডবিশিষ্ট। এই দেবীমূর্তিটি কার্তিকেয়পত্নী দেবসেনা বা ষষ্ঠী বলেই অনুমিত হয়।[১]

গুপ্ত সম্রাট কুমারগুপ্তের মুদ্রায় কার্তিকেয়-মূর্তি দৃষ্ট হয়। এই কার্তিকেয় দ্বিভুজ, একানন, বিস্তৃতকলাপ ময়ূরের উপর উপবিষ্ট, বাম হস্তে শক্তি বা বল্লম, দক্ষিণ হস্তে বেদীর মত বস্তুর উপরে কোন দ্রব্য নিক্ষেপ করছেন। আর এক শ্রেণীর মুদ্রায় কার্তিকেয় বামে তাকিয়ে হেলান বা নৃত্যরত ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান—সম্মুখে ময়ূর।[২] কার্তিকেয়ের প্রতীক কুক্কুট—পুরাণে তন্ত্রে তাঁর হাতে কুক্কুট দেখা যায়। অযোধ্যায় প্রাপ্ত দেবমিত্র এবং বিজয়মিত্রের (খৃঃ ১ম শঃ) তাম্র-মুদ্রায় অঙ্কিত কুক্কুটধ্বজ কার্তিকেয়ের প্রতীকরূপে স্বীকৃত।[৩]

কার্তিকেয়ের বাহন—কার্তিকেয়ের কুক্কুট বৈদিক সুপর্ণ এবং পৌরাণিক গরুড়ের রূপান্তর বলে অনুমিত হয়। কুক্কুটধ্বজ অবশ্যই গরুড়ধ্বজের রূপান্তর। কার্তিকেয়ের ময়ূর কুক্কুটের রূপান্তর। তন্ত্রশাস্ত্রে কার্তিকেয়ের ময়ূরকে গরুড় থেকে জাত এবং গরুড়রূপে ধ্যান করা হয়েছে—

নানা বিচিত্রাঙ্গং গরুড়াজ্জননং তব।
অনন্তশক্তিসংযুক্তং কালাহির্ভক্ষণং তব॥
গরুড়ত্বং মহাভাগ সদা ত্বাং প্রণমাম্যহম্॥[৪]

—হে ময়ূর, নানাবিধ বিচিত্র অঙ্গ সমন্বিত গরুড় থেকে তোমার জন্ম, তুমি অনন্তশক্তিসংযুক্ত, কালরূপ সর্প (অথবা মৃত্যুরূপী সর্প) তোমার ভক্ষণ, তুমি মহাভাগ গরুড়, তোমাকে সদা প্রণাম করি।

১ Ancient Indian Numismatics, Prof. S. K. Chakravarti—pages 223-224
২ Catalogue of Gupta Coins in the Bayana Hoard—Pl. xxvi, figs. 1-13
৩ Development of Hindu Iconography (1941)—pages 154-155
৪ কালীবিলাসতন্ত্র—১৮।২০-২১

সুপর্ণ যে আকাশবিহারী সূর্য সে কথা পরে আলোচিত হবে।[১] ময়ূর অধ্যুষিত অঞ্চলে কার্তিকেয়ের পূজা প্রসারিত হওয়াতেই সম্ভবতঃ কুক্কুট ময়ূরে রূপান্তরিত হয়ে কার্তিকেয়ের বাহনে পরিণত হয়েছে। কোন কোন পণ্ডিত কুক্কটধ্বজকে সূর্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে মনে করেন।

"One other interesting fact worth-noticing about the pillar fragment is that the prominence given to the figure of Surya among the carvings on its side supports the suggestion of some writers that Kartikeya had some solar Connection ; Skanda is sometimes regarded as one of the attendant divinities of the Sun-god in some iconographic texts where he is both named as Daṇḍa and Skanda."[২]

কার্তিকেয় পূজার প্রাচীনতা—স্কন্দ-কার্তিকেয় সূর্যরূপী রুদ্রের অংশরূপে অবশ্যই সূর্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; সুতরাং সূর্যের অনুচর বা সৌরদেবতারূপে তাঁকে গ্রহণ করা অসমীচীন নয়। স্কন্দ-কার্তিকেয় পূজার ইতিহাস বহু প্রাচীন। কুষাণ মুদ্রায় এবং যৌধেয় মুদ্রায় প্রমাণানুসারে অন্ততঃপক্ষে খৃষ্টাব্দের সূত্রপাত থেকেই ষড়ানন কার্তিকেয়ের মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল। বৌধায়নের ধর্মসূত্র, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, নারায়ণোপনিষৎ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রভৃতির সাক্ষ্যে জানা যায় যে রুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন পৃথক দেবতারূপে কার্তিকেয়ের রূপ স্বীকৃত হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীরও পূর্বে। বর্তমানকালে দুর্গা পূজার সময়ে রুদ্রতনয় বা পার্বতীপুত্র হিসাবে দেবসেনাপতি কার্তিকেয় দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে সন্নিবিষ্ট এবং পূজিত হয়ে থাকেন। এছাড়া কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে সন্তান কামনায় অনেকে কার্তিকেয় পূজা করে থাকেন। উক্ত দিনে বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় এবং হুগলী জেলার চুঁচুড়ায় ব্যাপকভাবে বিভিন্ন আকারের কার্তিকেয় পূজা হয়। দক্ষিণভারতে কার্তিকেয় অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং অবিবাহিত কুমাররূপেই তিনি এই অঞ্চলে পূজিত হন।

Karttikeya is widely worshipped, particularly in South India, where he is better known as Subrahmaṇya. In Mahārāṣtra Karttikeya is usually considered misogynist and a bachelor

---

১ বিষ্ণু প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

২ Development of Hindu Iconography (1941)—page 118

(hence his name Kumāra) and women are not allowed to worship at his shrines."[১]

চোরের দেবতা কার্তিকেয়—স্কন্দ-কার্তিকেয় সম্পর্কে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। পূর্বেই দেখেছি যজুর্বেদে রুদ্র চোর, ডাকাত, ঠক, ছিনতাইকারী প্রভৃতিরও দেবতা ছিলেন। সম্ভবতঃ শিব যোগিত্ব বরণ করলে গণেশ হয়েছিলেন চোরের দেবতা। কিন্তু গণেশ হলেন বিঘ্নবিনাশন সিদ্ধিদাতা বণিককুলের উপাস্য। তাই এবার চোরের দেবতা হলেন রুদ্রপুত্র দেবসেনাপতি কার্তিকেয়। শূদ্রক রচিত মৃচ্ছকটিক নাটকে কার্তিকেয়কে চোরের দেবতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। চৌর্যকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ স্কন্দপুত্র নামে প্রসিদ্ধ ছিল।[২] কার্তিকেয় চৌরকর্মে সিদ্ধির জন্য চৌরশাস্ত্র প্রবর্তন করেছিলেন। ভগবান্ কনকশক্তি চারি প্রকার সিঁদ কাটার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন।[৩] শক্তি কার্তিকেয়ের অস্ত্র। তিনি শক্তিধর। অতএব কনকশক্তি অগ্নিপুত্র অগ্নিবর্ণ কার্তিকেয় হওয়াই সম্ভব। চোর শর্বিলক সিঁদ কাটার আগে কার্তিকেয়কে প্রণাম জানিয়েছে—"নমো বরদায় কুমার কার্তিকেয়ায় নমঃ কনকশক্তয়ে ব্রহ্মণ্যদেবায়…।"[৪] কার্তিকেয়, কনকশক্তি এবং ব্রহ্মণ্যদেব দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের নামান্তর। কার্তিকেয় পূজার ব্যাপকতা এ থেকেই বোঝা যায়।

---

১ Epics Myths and Legends of India, P. Thomas—page 46

২ মৃচ্ছকটিক, ৩য় অংক ৩ তদেব ৪ তদেব

বিষ্ণু

পরবৈদিক সংস্কৃত সাহিত্যে ও পুরাণে বিষ্ণু একজন প্রধান দেবতা হওয়া সত্ত্বেও ঋগ্বেদে বিষ্ণু প্রথম সারির দেবতারূপে গণ্য হতে পারেন নি। তথাপি ঋগ্বেদের বিষ্ণুকে একেবারে অপ্রধান দেবতা বলাও সঙ্গত নয়। "ঋগ্বেদে ১০৫ বার, সামবেদে ২৪ বার, যজুর্বেদে ৫৭ বার এবং অথর্ববেদে ৬৬ বার বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। সপ্তম মণ্ডলের ৩৫শ, ৩৬শ, ৩৯শ, ৪০শ ও ৯৩শ সূক্তে আরও দশজন দেবতার সঙ্গে বিষ্ণুকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত সূক্তে তাঁহার গুণক্রিয়ার কোন পরিচয় নাই।"[১]

বিষ্ণু ত্রিবিক্রম—ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্তে বিষ্ণুর যে গুণক্রিয়ার বিবরণ পাই, তন্মধ্যে সর্বপ্রধান তাঁর তিন পদক্ষেপে বিশ্বভুবন পরিক্রমণ করা। তিনি বিশ্বভুবন স্থির করেছেন অথবা নির্মাণ করেছেন, অথবা ত্রিলোক ধারণ করে আছেন।

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং
সমূঢ়মস্য পাংসুরে ॥[২]

—বিষ্ণু এই (জগৎ) পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত পদে জগৎ আবৃত হইয়াছিল।[৩]

বিষ্ণোর্নু কং বীর্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি।
যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণ স্ত্রেধোরুগায়ঃ ॥[৪]

—আমি বিষ্ণুর বীরকর্ম শীঘ্রই কীর্তন করি। তিনি পার্থিব লোক পরিমাপ করিয়াছেন। তিনি উপরিস্থ জগৎ (সধস্থ) স্তম্ভিত করিয়াছেন। তিনি তিনবার পদক্ষেপ করিয়াছেন। লোকে তাঁহার প্রভূত স্তুতি করিতেছে।[৫]

ত্রীণ্যেক উরুগায়ো বিচক্রমে যত্র দেবাসো মদন্তি।[৬]

—একজন (বিষ্ণু) বহুলোকের স্তুতিযোগ্য, তিনি তিন পদক্ষেপ করিয়াছেন, এই পদসমূহে দেবগণ হৃষ্ট হয়েন।[৭]

ত্রির্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং বিচক্রমে শতর্চসং মহিত্বা।
প্রবিষ্ণুরস্তু তবসস্তবীয়ান্ত্বেষং হ্যস্য স্থবিরস্য নাম ॥[৮]

১ ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা, অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ—পৃঃ ৫০
২ ঋগ্বেদ—১।২২।১৭
৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।১
৫ অনুবাদ—তদেব
৬ ঋগ্বেদ—৮।২৯।৭
৭ অনুবাদ—তদেব
৮ ঋগ্বেদ—৭।১০০।৩

—এই দেবতা শতসংখ্যক কিরণবিশিষ্ট, পৃথিবীতে স্বীয় মহিমায় তিনবার পদক্ষেপ করেন। বৃদ্ধ হইতে বৃদ্ধতম বিষ্ণু আমাদের স্বামী হউন, প্রবৃদ্ধ বিষ্ণুর রূপ দীপ্তিযুক্ত।[১]

যঃ পার্থিবানি ত্রিভিবিদ্বিগামভিরুরুক্রামিষ্টোরুগায়ায় জীবসে।[২]

—তিনি (বিষ্ণু) প্রশংসনীয় লোকরক্ষার নিমিত্ত ত্রিসংখ্যক পদবিক্ষেপ দ্বারা পার্থিব লোকসকল বিস্তীর্ণরূপে পরিক্রম করিয়াছিলেন।[৩]

ত্রিনি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ
অতো ধর্মাণি ধারয়ন্ ॥[৪]

—(যে কোন শক্তির দ্বারা) অহিংসিত সর্বজগতের রক্ষক বিষ্ণু সকল ধর্মচর্যা ধারণ (পোষণ) করে তিন পদ পরিক্রমণ করেছিলেন।

তিন পদবিক্ষেপে যে বিষ্ণু বিশ্বভুবন পরিক্রমণ করছেন সেই তিন পদের মধ্যে একটি পদ সর্বশ্রেষ্ঠ—সর্বজনের কাম্য—যোগীর ধ্যানেব ধন।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥[৫]

—আকাশে নিরাবরণে সূর্যালোকলাভে চক্ষু যেমন অবাধে সমস্ত দৃষ্টি করে, সেইরূপ জ্ঞানিগণ পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন ভগবান বিষ্ণুর পরমপদ (শ্রেষ্ঠস্বরূপ) সদাকাল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।[৬]

তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥[৭]

—স্তুতিবাদক ও সদাজাগরূক মেধাবী লোকেরা বিষ্ণুর সেই পরমপদ প্রদীপ্ত করেন।[৮]

অত্রাহ তদুরুগায়স্ত বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভুরি ॥[৯]

—এই সকল স্থানে বহুলোকের স্তুতিযোগ্য, অভীষ্টবর্ষী বিষ্ণুর পরমপদ প্রভুত স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইতেছে।[১০]

বিষ্ণুর এই তৃতীয় পদ মধু বা অমৃতের উৎস—

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—১।১৫৫।৪ ৩ তদেব
৪ ঋগ্বেদ—১।২২।১৮ ৫ ঐ ১।২২।১৯ ৬ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী
৭ ঐ ১।২২।২১ ৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৯ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।৬
১০ অনুবাদ—তদেব

উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে মধ্ব উৎসঃ ।[১]

—উরুবিক্রমী বিষ্ণুর পরমপদে মধুর উৎস আছে, তিনি প্রকৃতই বন্ধু ।[২]

এই ঋকের আর একটি অনুবাদ : সেই সর্বশক্তিমান শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুই সকল মধুরতার উৎস । তিনি আমাদের প্রকৃত বন্ধু ।[৩]

মনুষ্যগণ বিষ্ণুর দুই পদক্ষেপের বিষয় অবগত হয়, কিন্তু তৃতীয় পদের বিষয় জানে না ।

দ্বে ইদস্য ক্রমণেস্বর্দৃশোঽভিখ্যায় মর্ত্যো ভুরণ্যতি ।

তৃতীয়মস্য নকিরা দধর্ষতি বয়শ্চন পতয়ন্তঃ পতত্রিণঃ ॥[৪]

—মনুষ্যগণ স্বর্গদর্শী বিষ্ণুর দুই পাদক্ষেপ কীর্তন করতঃ প্রাপ্ত হয়, তাঁহার তৃতীয় পাদক্ষেপ মনুষ্য ধারণ করিতে পারে না, উড্ডীয়মান পক্ষবিশিষ্ট পক্ষীগণও প্রাপ্ত হয় না ।[৫]

ঋগ্বেদে বিষ্ণু, ইন্দ্র ও অগ্নির মত প্রাধান্য লাভ করতে পারেন নি, এমন কি বরুণ, সোম, অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবতা অপেক্ষাও বিষ্ণুর প্রাধান্য ছিল না ।

"Viṣṇu though a deity of capital importance in the Mythology of Brahmanas, occupies but a sub-ordinate position in the Rigveda."[৬]

বিষ্ণু ও ইন্দ্র—সূক্ত ও ঋকের সংখ্যা বিচারে বিষ্ণুর প্রাধান্য কম থাকলেও গুণকর্মের বিচারে বিষ্ণুর মহিমা কিছুমাত্র ন্যূন ছিল না । ঋগ্বেদে ইন্দ্র-সখা বিষ্ণু ইন্দ্রের বহুকর্মের সহায়ক । তবে বিষ্ণু অপেক্ষা ইন্দ্রের মহিমা অনেক বেশী ।

"It is clear that Viṣṇu was a great god even in the earliest Vedic times. But he was not regarded by anybody as the Sole God or even as the greatest God. His inferiority to Indra appears even in the hymns devoted to his own glorification, and nothing better is said of him in the Rigveda 1.22.19. than that he is the worthy friend of Indra—ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ।[৭]

ইন্দ্রের সঙ্গে বিষ্ণুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নানাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে—

বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ।[৮]

---

১ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।৫ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী
৪ ঐ ১।১৫৫।৫ ৫ ঐ ৬ Vedic Mythology—page 37
৭ Early History of Vaisnava Sect, Raychaudhuri—page 14
৮ ঋগ্বেদ—১।২২।১৯

—বিষ্ণুর যে কর্মবলে যজমান ব্রতসমুদয় অনুষ্ঠান করেন, সেই কর্মসকল অবলম্বন কর, বিষ্ণু ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা।[১]

বিষ্ণু বৃত্রবধেও ইন্দ্রের সহায়ক—

অথাব্রবীদ্ বৃত্রমিন্দ্রো হনিষ্যন্ত্সখে বিষ্ণো বিতরং বিক্রমস্ব।[২]

—ইন্দ্র বলিলেন, হে সখা বিষ্ণু! তুমি বৃত্রকে বধ করিতে যদি অভিলাষী, তবে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হও।[৩]

ইন্দ্র ও বিষ্ণু একটি সূক্তে (৭।৯৯) একত্র স্তুত হয়েছেন। এই সূক্তে বলা হয়েছে যে ইন্দ্র ও বিষ্ণু একত্রে দাস জাতির পিতা বৃষশিপ্রের মায়া বিনষ্ট করেছিলেন, শম্বরাসুরের নিরানব্বই সংখ্যক দুর্গ বিনষ্ট করেছেন এবং বর্চি নামক অসুরের সৈন্য বিধ্বস্ত করেছিলেন।

ধ্রুবাসো অস্য কীরয়ো জনাস উরুক্ষিতিং সুজনিমা চকার।

প্রতত্তে অদ্য শিপিবিষ্ট নামার্যঃ শংসামি বয়ুনানি বিদ্বান্।

তং ত্বা গৃণামি তবসমতব্যান্ ক্ষয়ং তমস্য রজসঃ পরাকে।[৪]

—বৃষশিপ্র নামক দাসের মায়া, হে নেতাদ্বয়! সংগ্রামে বিনষ্ট করিয়াছ। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা শম্বরের নবনবতি দৃঢ়পুরী বিনাশ করিয়াছ। তোমরা বর্চি নামক অসুরের শত ও সহস্র বীরকে—যাহাতে আর প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে না পারে এরূপ করিয়া বিনাশ করিয়াছ।[৫]

ইন্দ্রের সঙ্গে বিষ্ণুর একাত্মতা প্রতিপাদিত হয়, ইন্দ্র ও বিষ্ণুর সমকর্মকত্বের দ্বারা। বিষ্ণু দ্যাবাপৃথিবী ধারণ করেন ইন্দ্রের মত—"ব্যস্তভ্না রোদসী।"[৬]

য উ ত্রিধাতু পৃথিবীমুত দ্যামেকো দাধার ভুবনানি বিশ্বা।[৭]

—যিনি এককই ধাতুত্রয় ও পৃথিবী, দ্যুলোক ও সমস্ত ভুবন ধারণ করিয়া আছেন।[৮]

ইন্দ্র ও বিষ্ণু একত্রে সূর্য, অগ্নি ও উষাকে সৃষ্টি করেছেন—

উরুং যজ্ঞায় চক্রথুরু লোকং জনয়ংতা সূর্যমুষাসমগ্নিম্।[৯]

—হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! সূর্য, অগ্নি ও উষাকে উৎপাদন করিয়া তোমরা যজমানের জন্য বিস্তীর্ণ লোক নির্মাণ করিয়াছ।[১০]

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—৪।১৮।১১ ৩ অনুবাদ—তদেব
৪ ঋগ্বেদ—৭।১০০।৪ ৫ ৫ অনুবাদ—তদেব ৬ ঋগ্বেদ—১০।৯৯।৩ ৭ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।৪
৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৯ ঋগ্বেদ—৭।৯৯।৩ ১০ অনুবাদ—তদেব

ইন্দ্র ও বিষ্ণু মেঘের উপরে পরিক্রমণ করে থাকেন—

"যা সানুনি পর্বতানামদাভ্যাম্।"[১]

ইন্দ্রকর্তৃক সংগৃহীত জল বর্ষণ করেন বিষ্ণু—

বিশ্বেত্তা বিষ্ণুরাভরদুরুক্রমস্তোষিতঃ।[২]

—হে ইন্দ্র তোমার যে সমস্ত জল আছে, বিষ্ণু তাহা প্রদান করিতেছেন, তিনি উরুগতিবিশিষ্ট ও তোমার দ্বারা প্রেরিত।[৩]

রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "বিষ্ণু শব্দের অর্থ সূর্য। সূর্যরূপ বিষ্ণু জল (অর্থাৎ বৃষ্টি) উৎপন্ন করেন। তিনি ইন্দ্র দ্বারা প্রেরিত এবং উরুগতি বিশিষ্ট। অর্থাৎ আকাশে ভ্রমণ করেন।"[৪]

গুণকর্মের বিশ্লেষণে বিষ্ণুকে সূর্য ভিন্ন অন্য কোন প্রাকৃতিক বস্তু বা শক্তি বলে গণ্য করা চলে না। দেশী-বিদেশী সকল পণ্ডিতই বিষ্ণুকে সূর্যরূপে গ্রহণ করেছেন। বিষ্ণু আদিত্যগণের অন্যতম। সুতরাং তিনি অদিতির পুত্র। ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী তেজোরূপা যে শক্তি অদিতি নামে খ্যাতা তাঁরই প্রধান প্রকাশ সূর্যই ঋগ্বেদের বিষ্ণু।

"যেমন অন্যান্য আদিত্য সূর্যের শক্তি, বিষ্ণুও তেমন সূর্যের এক শক্তি। বিষ্ণু সূর্যের বার্ষিক গতিশক্তি। এই শক্তি ত্রিবিক্রমে প্রকটিত হইয়াছে। ত্রিবিক্রম শব্দের অর্থ ত্রিপদক্ষেপ।[৫]

আচার্য যাস্ক বিষ্ণুশব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "অথ যদ্বিষিতো ভবতি তদ্বিষ্ণু-র্ভবতি, বিষ্ণুর্বিশতের্বা ব্যশ্নোতের্বা।"[৬]

—অতঃপর যখন আদিত্য রশ্মিসমূহে পরিব্যাপ্ত হন, তখন তাঁহার নাম হয় বিষ্ণু; বিষ্ণুশব্দ 'বিশ্' ধাতু হইতে অথবা বি+অশ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।[৭]

যাস্কাচার্যের নিরুক্ত ব্যাখ্যায় ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "পূর্বাবস্থা অতিক্রম করিয়া আদিত্য বিষ্ণু হন,—রশ্মিসমূহে পরিব্যাপ্ত আদিত্যই বিষ্ণু। বিষ্ণুশব্দ প্রবেশনার্থক 'বিশ্' ধাতু হইতে অথবা বি পূর্বক ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু হইতে

---

১ ঋগ্বেদ—১।১৫৫।১ ২ ঋগ্বেদ—১।৭৭।১০ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৪ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়—পৃঃ ১২০৭

৫ ঋগ্বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, যোগেশচন্দ্র রায়—পৃঃ ৭৪

৬ নিরুক্ত—১২।১৮।৫ ৭ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

নিপন্ন : (১) বিষ্ণু তীব্র রশ্মি সমূহের দ্বারা সর্বত্র প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, (২) রশ্মিসমূহের দ্বারা নিজেই অত্যধিক পরিব্যাপ্ত হন।"[১]

ঋগ্বেদের ১।২২।১৭ ঋকের ভাষ্যে বিষ্ণুর ত্রিপদবিক্ষেপের তাৎপর্য সম্পর্কে যাস্ক তাঁর পূর্বসূরি শাকপূণির অভিমত উল্লেখ করে লিখেছেন, "যদিদং কিঞ্চ যদ্বিক্রমতে বিষ্ণুস্ত্রিধা নিধত্তে পদং ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপূনিঃ।"[২]

—এই সমস্ত যাহা কিছু আছে তাহা বিষ্ণু প্রতিদিন পরিক্রমণ করেন ; তিন প্রকারে পদন্যাস বা পদস্থাপন করেন। ···তিন প্রকার ভাবের নিমিত্ত অর্থাৎ ত্রিপ্রকার সত্তা বা অস্তিত্ব লাভের উদ্দেশ্যে—for threefold exisitnce—বিষ্ণু পদন্যাস করেন পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে এবং দ্যুলোকে। [একই জ্যোতি পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে এবং দ্যুলোকে আদিত্যরূপে নিজেকে বিভক্ত করিয়া যাবতীয় পদার্থের অধিষ্ঠাতৃত্ব করেন—ইহাই তাৎপর্য]—ইহা শাকপূণির ব্যাখ্যা।[৩]

আচার্য ঔর্ণবাভের মত উল্লেখ করে যাস্ক বলেছেন, "সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যৌর্ণবাভঃ।"[৪]

—উদয়াচলে, অন্তরীক্ষে এবং অস্তাচলে (বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপ)—ঔর্ণবাভের এই মত।

"বিষ্ণু যে তিন স্থানে পদন্যাস করেন, ঔর্ণবাভের মতে সেই তিন স্থান হইতেছে—উদয়াচল, অন্তরীক্ষ এবং অস্তাচল। প্রাতঃকালে উদয়াচলে বিষ্ণু (আদিত্য) উদিত হন, মধ্যাহ্নে অন্তরীক্ষে প্রদীপ্ত হন এবং সায়াহ্নে অস্তাচলে অস্তগত হন—ইহাই বিষ্ণুর ত্রিধা পদন্যাস।"[৫]

দুর্গাচার্য নিরুক্তের এই অংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথমিতি যত আহ ত্রেধা নিদধে পদং নিধানং পদৈঃ। ক তৎ তাবৎ। পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। প্রার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎকিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি। অন্তরিক্ষে বিদ্যুতাত্মনা। দিবি সূর্যাত্মনা। যদুক্তং তমু অক্রিণ্বন্ ত্রেধা ভুবে কমিতি। সমারোহণে উদয়গিরৌ উদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণুপদে মধ্যন্দিনেঽন্তরীক্ষে। গয়শিরস্যস্তংগিরৌ ইতি ঔর্ণবাভ আচার্যো মন্যতে।"

—বিষ্ণুই আদিত্য। কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে বলছেন, তিনি পদবিক্ষেপ

১ নিরুক্ত (ক. বি)—পৃঃ ১৩০১ ২ নিরুক্ত—১২।১৯।২ ৩ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর
৪ নিরুক্ত—১২।১৯।৩ ৫ অমরেশ্বর ঠাকুর—নিরুক্ত

করেন অর্থাৎ তিন স্থানে পদস্থাপন করেন। কোন্ তিন স্থান ? পৃথিবীতে অন্তরীক্ষে এবং দ্যুলোকে—এই মত শাকপূণির। পার্থিব অগ্নি হয়ে পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাতে অধিষ্ঠিত হন। অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে, দ্যুলোকে সূর্যরূপে। বলা হয়েছে তিন স্থান অতিক্রম করেন। সেই তিন স্থান কি ? উদয়গিরিতে উদিত হয়ে এক পদ স্থাপন করেন, বিষ্ণুপদে মধ্যদিনে অন্তরীক্ষে পদ স্থাপন করেন, গয়শিরে অর্থাৎ অস্তগিরিতে তৃতীয় পদ—ইহা আচার্য ঔর্ণবাভ মনে করেন।

আচার্য মোক্ষমূলর ঔর্ণবাভের মত গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, "The stepping of Visnu is emblamatic of the rising, the culminating and setting of the Sun."[১]

রামায়ণের বক্তব্য থেকেও এই অভিমত সমর্থিত হয়—

তত্র পূবপদং কৃত্বা পুরা বিষ্ণু স্ত্রিবিক্রমো
দ্বিতীয়ং শিখরে মেরোশ্চকার পুরুষোত্তমঃ।
উত্তরেণ পরিক্রম্য জম্বুদ্বীপং দিবাকরঃ।
দৃশ্যো ভবতি ভূয়িষ্ঠং শিখরং তন্মহোচ্ছ্রয়ম্ ॥[২]

—তিন পদক্ষেপকালে বিষ্ণু প্রথম পদক্ষেপ করেন উদয়শিখরে, মেরুর শিখরে দ্বিতীয় পদস্থাপন করেছিলেন, অতঃপর জম্বুদ্বীপ পরিক্রমণ করে অস্তগমনের পরে দিবাকর সেই মহান্ উন্নত উদয় শিখরে দৃশ্য হন।

বিষ্ণুর স্বরূপ ও ত্রিপদক্ষেপ সম্পর্কে আর একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত লিখেছেন "Root Vish 'to pervade'—the second god of Hindu Triad. In Ṛgveda Viṣṇu is not in the first rank of gods. He is a manifestation of the solar energy, and is described as striding through the seven regions of the universe in three steps and enveloping all things with dust (of his beams). These three steps are explained by commentators as denoting the three manifestations of light—fire, lightning and the Sun, or the three places of the Sun—its rising, culminating and setting."[৩]

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস বলেন, "Viṣṇu, who occupied a supreme position in later Vedic literature, held a sub-ordinate position

১ Ṛgveda (Trans.), vol. I (1869)—page 117
২ রামাঃ, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড—৪০।৫৮-৫৯
৩ Classical Dictionary of Hindu Mythology, John Dowson—page 360

in the pantheon of the Gods in the Ṛgveda. He took three steps, one on earth, one in midheaven and the third in the highest heaven which was invisible to men, but visible to Gods, like an eye fixed in heaven."[১]

ডঃ দাসের মতে বিষ্ণুর তৃতীয় পদ উচ্চতম স্বর্গে অবস্থিত। আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায় ভিন্ন মত পোষণ করেন। নিরুক্তকার শাকপূণি বা ঔর্ণবাভের মত তিনি গ্রহণ করেন নি। তিনি লিখেছেন, "এই দুই অর্থে পূর্ণিমার চন্দ্র ও উদীয়মান নক্ষত্রকেও ত্রিবিক্রম বলিতে হয়। কারণ ইহাদেরও তিন স্থান আছে, সকলেই প্রত্যক্ষ হয়। বস্তুতঃ ত্রিবিক্রম শব্দের অর্থ পদ বা স্থান নহে, পদক্ষেপ। ...তিন স্থান পাইলে দুই পদক্ষেপ হইতে পারে, তিন হইতে পারে না।"[২]

বিষ্ণু যে সূর্য, সে বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। সূর্যই কাল বিভাগ করেন, বর্ষ পূর্ণ করেন। ঋগ্বেদে সে কথা স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হয়েছে :

চতুর্ভিঃ শাকং নবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীঁরবীবিপৎ।
বৃহচ্ছরীরো বিমিমান ঋক্বভির্যুবাকুমারঃ প্রত্যেত্যাহবম্॥[৩]

—বিষ্ণু গতিবিশেষ দ্বারা বিবিধ স্বভাববিশিষ্ট চতুর্ণবতি (কালাবয়বকে) চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করিয়াছেন। বিষ্ণু বৃহৎ শরীরবিশিষ্ট ও স্তুতির দ্বারা পরিমেয়, তিনি নিত্যতরুণ ও অকুমার, তিনি আহবে গমন করেন।[৪]

বিষ্ণুর এই বর্ণনা স্পষ্টতঃই সূর্যের বর্ণনা। সায়নাচার্যের মতে চতুর্ণবতি অর্থাৎ চুরানব্বই কালাবয়ব সম্বৎসর, অয়নদ্বয়, পঞ্চঋতু দ্বাদশমাস, চতুর্বিংশতি পক্ষ, প্রতিপক্ষে দিন ও রাত্রি মিলে ত্রিশটি, প্রতিদিনের অষ্টপ্রহর এবং দ্বাদশ রাশি। Muir মনে করেন চতুর্ণবতি অর্থে চারগুণ নব্বই (৯০ × ৪) অর্থাৎ ৩৬০ দিন। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে 'কালচক্র ৯০ + ৯০ + ৯০ + ৯০ দিবসে বিভক্ত। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে এই অয়ন ও দুই বিষুব দ্বারা কালচক্র বিভক্ত'।[৫]

"সূর্যের যে শক্তিদ্বারা এই দুই গতি (আহ্নিক ও বার্ষিক) হয়, যাহার ফলে ছয় ঋতু পর্যায়ক্রমে চলিয়াছে এবং পৃথিবী মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে, সে শক্তির নাম বিষ্ণু। চরিষ্ণু সূর্য সে শক্তির আধার।[৬]

---

১ Ṛgvedic Culture—page 458 ২ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ৯৪
৩ ঋগ্বেদ—১।১৫৫।৬ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৫ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ৯৪-৯৫ ৬ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ২৭

বিষ্ণুর তিন পদের বিবরণে ঋগ্বেদ বলছেন :

প্রতদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।
যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা ॥[১]

—যেহেতু বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপে সমস্ত ভুবন অবস্থিতি করে, অতএব ভয়ংকর হিংস্র গিরিশায়ী আরণ্যজন্তুর ন্যায় বিষ্ণুর বিক্রম লোকে প্রশাংসা করে।[২]

রমেশচন্দ্রের এই অনুবাদ সায়নাচার্যের ভাষ্যের অনুসরণে কৃত। সায়ন বলছেন, বিষ্ণু বীরকর্মহেতু সকলের দ্বারা স্তুত হন। কিভাবে স্তুত হন? এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে—"মৃগো ন সিংহাদিরিব, যথা স্ববিরোধিনো মৃগয়িতা সিংহো ভীমো ভীতিজনকঃ, কুচরঃ কুৎসিৎহিংসাদিকর্তা দুর্গমপ্রদেশে গন্তা বা। গিরিষ্ঠাঃ পর্বতাদ্যুন্নত প্রদেশস্থায়ী। তদ্বদয়মপি মৃগঃ অন্বেষ্টা শত্রূণাং ভীমঃ ভয়ানকঃ সর্বেষাং ভীত্যুৎপাদনভূতঃ পরমেশ্বরাদ্ভীতিঃ, ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ইত্যাদি শ্রুতিষু প্রসিদ্ধাঃ; কিং চ কুচরঃ শত্রুবধাদি কুৎসিৎকর্মকর্তা, কুষু সর্বাসু ভূমিষু লোকত্রয়েষু সঞ্চারী বা। তথা গিরিষ্ঠাঃ গিরিবদুচ্ছ্রিত লোকস্থায়ী যদ্বা গিরি মন্ত্রাদিরূপায়াং বাচি সর্বদা বর্তমানঃ ঈদৃশোঽয়ং স্বমহিম্না স্তূয়তে।"

—(বিষ্ণুর পরিক্রমা) সিংহের মত, যেমন নিজের বিরোধীশক্তির হন্তা সিংহ ভয়ংকর প্রচণ্ড হিংসক দুর্গমপ্রদেশগামী পর্বত প্রভৃতি উচ্চস্থানে বসবাসকারী সেইরূপ ইনিও (সূর্য) শত্রুদের ভীতি উৎপাদনকারী। ভয় পরমেশ্বরের নিকট থেকে; তাঁর ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয় প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য প্রসিদ্ধ। উপরন্তু শত্রুবধ প্রভৃতি হিংস্রকর্মের তিনি কর্তা। অথবা কু-শব্দের অর্থ ভূমি—সকল ভূমিতে অর্থাৎ তিনলোকে পরিক্রমণকারী। গরিষ্ঠা অর্থাৎ উন্নতস্থানে অবস্থানকারী, অথবা মন্ত্রাদিরূপে বাক্যে বিরাজমান। এইরূপে বিষ্ণু স্বমহিমা দ্বারা স্তুত হন।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় ভিন্ন মতাবলম্বী। তিনি বলেন, বিষ্ণুর তিনটি পদক্ষেপ তিন নক্ষত্রপুঞ্জে সূর্যের অবস্থান। তাঁর মতে ভীম মৃগ বা মৃগ নক্ষত্রে, কুচর অর্থাৎ নিম্নস্থিত ভাদ্রপদা এবং গিরিষ্ঠ অর্থাৎ ফাল্গুনী নক্ষত্র সূর্যের তিন পদবিক্ষেপ স্থান।[৩]

কিন্তু বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম বা ত্রিপদক্ষেপের আর এক প্রকার ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সূর্যের উত্তর ও দক্ষিণে গমনাগমনে বিষ্ণুর তিনটি পদক্ষেপস্থান পাওয়া যায়—কর্কটক্রান্তি, মকরক্রান্তি ও বিষুবরেখা। দক্ষিণায়ন শুরু হওয়ার পূর্বদিনে

১ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।২ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ৯৫

(২২শে জুন) সূর্যের অবস্থান বিষ্ণুর একটি পদক্ষেপ,—শরতে বিষুবরেখায় সূর্যের অবস্থান (২৩শে সেপ্টেম্বর) দ্বিতীয় পদক্ষেপ এবং দক্ষিণায়নের শেষ দিনে (২২শে ডিসেম্বর) সূর্যের অবস্থান তৃতীয় পদক্ষেপরূপে গণ্য হতে পারে। এক্ষেত্রে বিষ্ণুকে চারবার পা ফেলতে হয়। দক্ষিণ থেকে উত্তরে গমনকালে বিষুব রেখায় (২১শে মার্চ) বিষ্ণুর চতুর্থ পদক্ষেপ। আচার্য রায় এই নৈসর্গিক ব্যাপারটিকেও বিষ্ণুর ত্রিপদক্ষেপরূপে গ্রহণ করেছেন। "বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম সূর্যের বার্ষিক গতি। বর্ষচক্রে চারিটি বিশেষ স্থান আছে। সে চারিটি বিষ্ণুপদ। দুই অয়নাদি দুই বিষুব-পাত। প্রথম পদ পশ্চিম দিক্‌চক্রের সম্মুখস্থ উত্তরায়ণাদি স্থান, দ্বিতীয় পদ আকাশের দক্ষিণোত্তর রেখায় বাসন্তবিষুব স্থান, তৃতীয় পদ পূর্বদিক্‌চক্রের সম্মুখস্থ দক্ষিণায়ণাদি স্থান এবং চতুর্থ পদ পৃথিবীর নিম্নের শারদবিষুব স্থান।"[১]

পাঁজিতে জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মাস আরম্ভের পূর্বদিন বিষ্ণুপদ সংক্রান্তি নামে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপদ সংক্রান্তি সূর্যের গতিপরিবর্তনের ইঙ্গিত প্রদান করে। কিন্তু বেদে-পুরাণে সূর্যের তিনটি পদক্ষেপ স্থাপনের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকায় সূর্য-বিষ্ণুর ত্রিপদক্ষেপের পূর্বতন তাৎপর্যগুলিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। ঋগ্বেদের উক্ত মন্ত্রটির (১।১৫৪।২) তাৎপর্য প্রসঙ্গে মনে হয়, বিষ্ণু মৃগের মত কখনও কুচর অর্থাৎ পৃথিবীতে (অস্তকালে ও উদয়কালে, অথবা অগ্নিরূপে পৃথিবীতে) বিচরণ করেন, আবার কখনও গিরিষ্ঠ অর্থাৎ উন্নত প্রদেশে অবস্থান করেন। উন্নত প্রদেশে অর্থাৎ আকাশে বিষ্ণুরূপী সূর্যের অবস্থান সর্বজনের প্রত্যক্ষ গোচর। কিন্তু কু অর্থাৎ পৃথিবীতে বিষ্ণু কিভাবে বিচরণ করেন? প্রত্যক্ষদর্শী মানুষ তা দেখতে পায় না। পৃথিবীতে বিষ্ণুর বিচরণ অগ্নিরূপে। সূর্যের প্রচণ্ড গতি ঋষি-কবির মনে ধাবমান হরিণের তীব্রগতির উপমা উদ্ভাসিত করেছে।

বিষ্ণুর তৃতীয় পদক্ষেপ—ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপের মধ্যে দু'টি প্রত্যক্ষযোগ্য, একটি মানববুদ্ধির অগম্য।

দ্বে ইদস্য ক্রমণেস্বর্দৃশোঽভিখ্যায় মর্ত্যো ভুরণ্যতি।
তৃতীয়মস্য নকিরা দধর্ষতি বয়শ্চন পতয়ন্তঃ পতত্রিণঃ।[২]

মনুষ্যগণ স্বর্গদর্শী বিষ্ণুর দুই পাদক্ষেপ কীর্তন করতঃ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার

১ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ২৯ ২ ঋগ্বেদ—১।১৫৫।৫

তৃতীয় পদক্ষেপ মনুষ্য ধারণা করিতে পারে না, উড্ডীয়মান পক্ষবিশিষ্ট পক্ষিগণও (প্রাপ্ত হয় না)।

বিষ্ণুর তৃতীয় পদটি অনধিগম্য কেন? উত্তরে সায়ন বলেছেন, "প্রসিদ্ধত্বাৎ ভূলোকং বৃষ্ট্যাগমনাদন্তরীক্ষং চেত্যুভে ক্রমণে জানাতি। তস্য বিষ্ণোস্তৃতীয়ং ক্রমণং দ্যুলোকাখ্যং কোঽপি মর্ত্যো নাকঃ নৈবাদধর্ষতি বুদ্ধ্যা নাভিভবতি জ্ঞাতুং ন শক্নোতীত্যর্থঃ। ন কেবলং মনুষ্য এব অপি তু বয়শ্চন বেত্তারো মরুতোঽপি।"

—(অস্যার্থ) প্রসিদ্ধিহেতু ভূলোক এবং বৃষ্টিপতনহেতু অন্তরীক্ষ—এই দুই স্থানকেই সূর্যের দুই পদক্ষেপের স্থানরূপে জানা যায়। এই বিষ্ণুর তৃতীয় পদক্ষেপস্থান দ্যুলোক নামে প্রসিদ্ধ, কোন মনুষ্য বুদ্ধির দ্বারা অবগত হ'তে সমর্থ হয় না। কেবল মানুষ নয়, মরুদ্গণও জানতে অক্ষম।

বিষ্ণুর অদৃশ্য তৃতীয় পদটির স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন। সায়নের মতে তৃতীয় পদটি দ্যুলোকে বা স্বর্গে অবস্থিত। তৃতীয় পদটি মর্তে হলে অগ্নিরূপী বিষ্ণুর অবস্থানকে বোঝায়। বিষ্ণুর স্বরূপ অনধিগত ব্যক্তির পক্ষে যজ্ঞাগ্নিকে বিষ্ণুরূপে ধারণা করা সম্ভব নয়। আবার কর্কটক্রান্তি (উত্তরায়ণ), মকরক্রান্তি (দক্ষিণায়ণ) ও বিষুবরেখা (শরৎ ও বসন্ত)—এই তিনটি পদক্ষেপস্থান হিসাবে গ্রহণ করলে মধ্যবর্তী স্থানে (বিষুবরেখায়) স্থাপিত পদক্ষেপটিই মানবের দর্শনাতীত। উত্তর ও দক্ষিণে দুই ক্রান্তিবিন্দুতে সূর্যের গতিসীমা স্পষ্ট দেখা যায় বা বোঝা যায়। কিন্তু মধ্যপথে বিষুবরেখায় সূর্যের অবস্থান বিন্দুটি নির্ণয় করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে, বিষ্ণু তিন স্থানে চারবার পা ফেলেন। কিন্তু চতুর্থ পদক্ষেপটি থাকে অদৃশ্য। "কোন সময়ে তিনের অধিক পদ দেখিতে পাওয়া যায় না; চতুর্থ পদ অদৃশ্য থাকে রজঃ অন্তরীক্ষের অপর পারে।"[২]

আচার্য রায়ের মতে চতুর্থ পদটি শারদবিষুব। এই সময়ে মারাত্মক রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় ঋষিগণ এই পদ বর্ণনা করতে ভীত হতেন বলেই এই পদটি অদৃশ্য বলা হয়েছে।[৩]

বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ পদ—বিষ্ণুর তিনটি পদই মধুপূর্ণ।[৪] তন্মধ্যে একটি পদ সর্বশ্রেষ্ঠ —ঐটি পরমপদ,—ঐ পদে আছে মধুর উৎস। বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ—

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ৯৫
৩ তদেব ৪ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।৪

জ্ঞানিগণ কেবলমাত্র বিষ্ণুর পরম পদ প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্।[২]

—আকাশে নিরাবরণে সূর্যালোকলাভে চক্ষু যেমন অবাধে সমস্ত দৃষ্টি করে, সেইরূপ জ্ঞানিগণ পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন সর্বব্যাপক ভগবান বিষ্ণুর পরম পদ (শ্রেষ্ঠ স্বরূপ) সদাকাল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।[৩]

এই পরমপদ সম্পর্কে আচার্য সায়ন বলেছেন, "পরমুৎকৃষ্টং তচ্ছাস্ত্রসিদ্ধং পদং স্বর্গস্থানং শাস্ত্রদৃষ্ট্যা সর্বদা পশ্যন্তি।" —শাস্ত্রকথিত উৎকৃষ্ট স্বর্গস্থান শাস্ত্রদৃষ্টিদ্বারা বিদ্বানগণ সর্বদা দর্শন করেন।

তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥[৪]

—স্তুতিবাদক ও সদাজাগরূক মেধাবী লোকেরা সেই বিষ্ণুর পরম পদ প্রদীপ্ত করেন।[৫]

বিষ্ণুর যে পদটি জ্ঞানী যোগীর মাত্র জ্ঞানের বিষয়, যে পদটি শ্রেষ্ঠ পদ—সেটিই মধুর উৎস।

মধু শব্দের এক অর্থ বসন্তকাল। এই অর্থগ্রহণ করলে সূর্যরূপী বিষ্ণুর বসন্তকালে বিষুবরেখায় অবস্থানকেই পরমপদ বা শ্রেষ্ঠস্থানরূপে গণ্য করা যায়।

কিন্তু যাস্ক কর্তৃক উদ্ধৃত আচার্য ঔর্ণবাভের মতও অগ্রাহ্য করার নয়। একই অগ্নি বা তেজাত্মক শক্তি বিশ্বচরাচরের নিয়ন্তা। তিনি সূর্য, বিদ্যুৎ ও অগ্নি—এই তিনরূপে প্রকাশিত। পৃথিবীতে অগ্নি, দ্যুলোকে স্বর্গ ও অন্তরীক্ষলোকে বিদ্যুৎ। বিষ্ণু শব্দের অর্থ ব্যাপনশীল তেজাত্মক শক্তি। সর্বব্যাপী তেজঃশক্তি সূর্য, অগ্নি এবং বিদ্যুৎ অথবা বড়বানলরূপে দ্যুলোকে, ভূলোকে এবং অন্তরীক্ষলোকে অথবা জলমধ্যে—তিনস্থানে অবস্থান করেন। এখানে পদ শব্দে অবস্থান বা স্থান গ্রহণ করাই কর্তব্য। অপ্ বা জলে অগ্নির অবস্থান—তাই অগ্নির নাম অপাং নপাৎ। পুরাণে মহাসাগরে বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় ভাসমান। অন্তরীক্ষ বা আকাশ অনন্ত জলরাশি বা মহাসমুদ্র। অনন্ত নাগ বিষ্ণু-সূর্যের অয়নপথ। তদুপরি বিষ্ণু-সূর্য চির ভাসমান। এই অয়নগতির অন্ত নেই বলেই তিনি অনন্ত। এই

১ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।৫ ২ ঋগ্বেদ—১।২২।২০ ৩ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী
৪ ঋগ্বেদ—১।২২।২১ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

গতির অবসানে সৃষ্টির সমাপ্তি; তাই তিনি শেষ। ইনিই সহস্র ফণায় অর্থাৎ সহস্রশক্তিতে অথবা সহস্র সহস্র আবর্তনের দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করেন।

আর একজন পুরাণতত্ত্ববিদ্ বিষ্ণুর ত্রিপাদ বিক্ষেপের সম্ভাব্য ব্যাখ্যাগুলি উল্লেখ করে লিখেছেন, "A manifestation of the Sun's energy, who envelops all things with the dust of his beams, Vishnu's chief exploit in the Vedas is the taking of the famous three steps with which he strode through and measured the seven worlds. The three steps are said to represent the place of the Sun's rising, its zenith and the place of its sitting; or the manifestations of light in fire, lightning and the Sun. Other versions suggest that they represented earth air and heavens, for the first two steps were visible to men where as the third wss hidden from them."[১]

আচার্য ঔর্ণবাভ এবং আচার্য সায়নের অভিমত স্বীকার করে নিলে দ্যুলোকে সূর্যরূপী বিষ্ণুর পরমপদ বা শ্রেষ্ঠস্থান যা দ্যুলোকে অবস্থিত—একমাত্র জ্ঞানী যোগীর উপলব্ধির বিষয়ীভূত। সুতরাং পরমস্থান অর্থে শ্রেষ্ঠ স্থান নয়, পরমস্থানে অবস্থিত অনন্ত তেজঃশক্তির উৎস সূর্যরূপী বিষ্ণুর স্বরূপ। সূর্যরূপী বিষ্ণুর স্বরূপ যোগী জ্ঞানী ছাড়া আর কে উপলব্ধি করতে পারেন? বিষ্ণুর যে পরম স্থান বা প্রকৃত স্বরূপ তাই মধু বা অমৃত বা ব্রহ্মবিদ্যার প্রকৃত উৎস। বিশ্ব-চরাচরের প্রাণশক্তির উৎস সূর্যই ব্রহ্মস্বরূপ—তিনিই চৈতন্যরূপে জড়ে জীবে বিভাসিত।

লক্ষণীয় এই যে, বিষ্ণুর মত ইন্দ্রের একটি অদৃশ্য মূর্তি আছে। "মহত্তন্নাম গুহ্যং পুরুস্পৃক্।"[২]—(হে ইন্দ্র!) তোমার সেই যে গোপনীয় শরীর যাহা বিস্তর স্থান ব্যাপ্ত করিয়া আছে, তাহা অতি প্রকাণ্ড।[৩]

বিষ্ণু ত কেবল সূর্য নন—তিনি তেজোময়ী শক্তির আধাররূপে অগ্নিও। সেইজন্য সূর্যাগ্নির অভিন্নতা হেতু ঋষিগণ অগ্নিকেও বিষ্ণু বলেছেন—

বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতি পাথঃ প্রিয়া ধামান্যমৃতা দধানঃ।
অগ্নিষ্টা বিশ্বা ভুবনানি বেদ মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥[৪]

—রক্ষক বিষ্ণু প্রিয়তম অক্ষয়তেজ ধারণ করতঃ পরম স্থান রক্ষা করেন। অগ্নি সমস্ত ভূতজগৎকে জানেন। দেবগণের মহৎ বল একই।[৫]

---

১ Indian Mythology, Veronica Ions—page 23
২ ঋগ্বেদ—১০।৫৫।২
৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঋগ্বেদ—৩।৫৫।১০
৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

সায়নাচার্যের মতে বিষ্ণু এখানে বহুব্যাপক অগ্নি। সামবেদীয় গৃহ্যসংগ্রহে বিষ্ণু আহবনীয় অগ্নির নাম।[১]

শুক্লযজুর্বেদ বিষ্ণুরূপী অগ্নির ত্রিস্থান পরিক্রমার কথা বলেছেন :

"বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহা গায়ত্রং ছন্দ আরোহ পৃথিবীমনু বিক্রমস্ব। বিষ্ণোঃ ক্রমোঽস্যভিমাতিহা ত্রৈষ্টুভং ছন্দ আরোহান্তরিক্ষমনু বিক্রমস্ব। বিষ্ণোঃ ক্রমোঽস্যরাতীয়তো হন্তা জাগতং ছন্দ দিবমনু বিক্রমস্ব। বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি শত্রূয়তো হন্তানুষ্টুভং ছন্দ আরোহ দিশোঽনু বিক্রমস্ব।"[২]

মহীধর এখানে লিখেছেন, "বিষ্ণুঃ কেশরিকচ্যতে স যঃ স বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ…।"—বিষ্ণু শব্দে অগ্নিকে বলা হয়—যিনি অগ্নি, তিনিই যজ্ঞ।

উক্ত যজুর্মন্ত্রটির অর্থ—(হে প্রথম পদক্ষেপ স্থান!) তুমি বিষ্ণু বা যজ্ঞাগ্নির অবস্থান, শত্রুহন্তা, গায়ত্রীছন্দ গ্রহণ কর, পৃথিবীর উপর পদস্থাপন কর। (হে দ্বিতীয় পদন্যাসস্থান!) তুমি বিষ্ণু বা যজ্ঞাগ্নির পদক্ষেপস্থল, পাপনাশন, ত্রিষ্টুভছন্দ প্রাপ্ত হও, অন্তরীক্ষ প্রদেশ পরিক্রমণ কর। (হে তৃতীয়পদস্থাপনক্ষেত্র!) তুমি বিষ্ণুর (যজ্ঞাগ্নি) আবাসস্থল, দানবিমুখব্যক্তির হন্তা, জগতীছন্দ স্বীকার কর, দ্যুলোকে ব্যাপ্ত হও। (হে চতুর্থপদবিন্যাস।) তুমি বিষ্ণুর পদস্থাপনস্থল, শত্রুতাচরণকারীর ঘাতক, অনুষ্টুভ ছন্দ গ্রহণ কর, দিক্ সমূহে ব্যাপ্ত হও।

বিষ্ণু যজ্ঞ বা যজ্ঞাগ্নি—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক ও দিক্সমূহে যজ্ঞাগ্নিকে ব্যাপ্ত হওয়ার অনুরোধ জানানোর মধ্যে অগ্নি, বিদ্যুৎ, সূর্য ও বায়ুকে একাত্মরূপে স্বীকার করা হয়েছে। উক্ত চারিটি স্থান অগ্নির পদক্ষেপস্থান।

বিষ্ণুই যজ্ঞরূপী :

বিষ্ণোঃ শংযোরহং দেবযজ্যয়া যজ্ঞেন প্রতিষ্ঠাং
গমেয়মিত্যাহ যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুর্যজ্ঞ এবান্ততঃ প্রতিতিষ্ঠতি।[৩]

—বিষ্ণুর মুখ (অথবা ফল) আমি দেবোদ্দিষ্ট যজ্ঞের দ্বারা লাভ করবো—এই অভিপ্রায়ে বললেন, যজ্ঞই বিষ্ণু; সমাপ্তিকালে যজ্ঞই প্রতিষ্ঠিত হয়। সায়ন এখানে বলেছেন, "যজ্ঞস্য ফলব্যাপ্ত্যা বিষ্ণুত্বম্।" অর্থাৎ ফলের ব্যাপকতাহেতু যজ্ঞেরই বিষ্ণুত্ব প্রতিষ্ঠিত। যজ্ঞো বিষ্ণুঃ[৪]—যজ্ঞই বিষ্ণু।

---

১ গৃঃ সং—১।৭ ২ শুক্ল যজুঃ—২২।৫ ৩ কৃষ্ণ যজুঃ—১।১।৭।৪

৪ তাণ্ড্যমহা ব্রাঃ—১৩।৩।২

যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুর্যদত্র নাপি ক্রিয়তে তদ্বিষ্ণুনা যজ্ঞেনাপি করোতি।[১]—যজ্ঞই বিষ্ণু। অদ্য এই অনুষ্ঠানে যা অননুষ্ঠিত থাকছে, তা যজ্ঞরূপী বিষ্ণু সম্পূর্ণ করবেন।

দেব বিষ্ণ উর্বস্থ্যাঽস্মিন্ যজ্ঞে যজমানায়ঽধি বিক্রমস্ব··· ।[২]

—হে প্রকাশমান বিষ্ণু! অদ্য এই যজ্ঞে যজমানের নিমিত্ত প্রশস্তভাবে পদস্থাপন কর।

যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ।[৩] বিষ্ণু ত্বা ক্রমতাম্।[৪] —বিষ্ণু তোমাতে অবস্থান করুন। মহীধরাচার্য এখানে বিষ্ণু শব্দের অর্থ করেছেন বহুব্যাপক যজ্ঞ—বিষ্ণু ব্যাপকো যজ্ঞঃ।

দিবি বিষ্ণুর্ব্যক্রস্ত।[৫]—বিষ্ণু দ্যুলোকে (আকাশে) পরিক্রমণ করেন।

ভাষ্যকার মহীধর বলেছেন, যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর ভূমিতে পদক্ষেপই বিষ্ণুক্রম। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, বিষ্ণুই যজ্ঞ; আবার যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নিই আদিত্যঃ—"স যঃ স বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ। স যঃ স যজ্ঞোঽসৌ স আদিত্যঃ।"[৬]

বর্তমান কালেও হিন্দুর যে কোন ধর্মানুষ্ঠানে বিষ্ণু যজ্ঞেশ্বর রূপে অর্চিত হয়ে থাকেন। যে সকল স্মার্ত অনুষ্ঠানে কোন যজ্ঞের প্রসঙ্গ নেই সেই সকল অনুষ্ঠানেও শালগ্রাম শিলা সূর্য-বিষ্ণুর প্রতীকরূপে পূজিত হন। বামনপুরাণও বলেছেন, "তং যজ্ঞপুরুষং বিষ্ণুং নমামি প্রভুমীশ্বরম্।"[৭]

মার্কণ্ডেয়পুরাণে বিষ্ণু যজ্ঞস্বরূপ এবং আদিত্যস্বরূপ—

"বিষ্ণুস্বরূপমখিলেষ্টিময়ং বিবস্বন্।"[৮]

অগ্নির মত বিষ্ণুও দেবতাদের মুখরূপে স্বীকৃত হয়েছেন—"বিষ্ণুর্মুখা বৈ দেবাঃ ···।"[৯]

মহাভারতের মতে যেহেতু অগ্নি সর্বভূতে প্রবেশ করে প্রাণসমূহ ধারণ করেন, অতএব তিনিই বিষ্ণু—

অগ্নির্বিষ্ণুঃ সর্বভূতান্যনুপ্রবিশ্য প্রাণান্ ধারয়তীতি।[১০]

পুরাণে বিষ্ণুর এক অবতার যজ্ঞ বা যজ্ঞপুরুষ। যজ্ঞরূপী বিষ্ণুই বিষ্ণুর অবতার যজ্ঞপুরুষে পরিণত হয়েছেন।

---

১ তাণ্ড্যমহা ব্রাঃ—১৩।৫।৫
২ তাণ্ড্যমহা ব্রাঃ—২১।১০।১৩
৩ শতপথ ব্রাঃ—১।১।২
৪ শুক্ল যজুঃ—১।৯
৫ শুক্ল যজুঃ—২।২৫
৬ ঐ ১৪।১।১।৬
৭ বামনপুঃ—২৭।৩০
৮ মার্কণ্ডেয়পুঃ—১৮৩ অঃ
৯ কৃষ্ণ যজুঃ—১।১।৭।৫
১০ মহাঃ, শান্তিপর্ব—৩৪২।১২

বিষ্ণুর একটি বিশেষণ উরুগায় বা উরুক্রম।

অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি।[1]

—সেই সমস্ত স্থানেই মহাগতি বিষ্ণুর সেই পরম পদ অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলাখ্য স্থান বিশেষভাবে প্রকাশ পায়।[2]

বিচক্রমাণস্ত্রিধোরুগায়ঃ।[3]—বিস্তীর্ণগতি বিষ্ণু তিনপদ প্রক্ষেপ করেন।

উরুগায় শব্দের অর্থ বিস্তীর্ণগতি বা মহাগতি—তদুরুগায়স্য বিষ্ণোর্মহাগতেঃ।[4]

মহাগতি বা বিস্তীর্ণস্থানে যিনি গমন করেন তিনিই বিষ্ণু। বহুব্যাপকতা-হেতু সূর্য এবং বিষ্ণু উভয়েই উরুগায় বা উরুক্রম বিশেষণ পেতে পারেন।

শিপিবিষ্ট—বিষ্ণুকে শিপিবিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।[5] নিরুক্তকার বলেছেন যে শিপিবিষ্ট এবং বিষ্ণু, বিষ্ণু বা আদিত্যের দু'টি নাম—"শিপিবিষ্টো বিষ্ণুরিতি-বিষ্ণো র্দ্বেনামনী ভবতঃ।"[6]

আচার্য ঔপমন্যব মনে করেন যে শিপিবিষ্ট নামটি কুৎসিতার্থক—"কুৎসিতার্থীয়ং পূর্বমিত্যৌপমন্যবঃ॥[7]

শিপিবিষ্টেতি চাখ্যায়াং হীনরোমা চ তথা ভবেৎ।

তেনাবিষ্টং তু যৎকিঞ্চিচ্ছিপিবিষ্টেতি চ স্মৃতঃ॥[8]

একটি ঋকে বলা হয়েছে—

কিমিত্তে বিষ্ণো পরিচক্ষ্যং ভূৎ প্রযদ্বক্ষে শিপিবিষ্টো অস্মি!
যদন্যরূপঃ সমিথে বভূব॥[9]

—হে আদিত্য, তুমি যে বলিলে আমি শিপিবিষ্ট (অর্থাৎ শেপের ন্যায় নির্বেষ্টিত বা বেষ্টন রহিত), তোমার কি অপ্রখ্যাপনীয় এই একই রূপ হয়? আমাদের সম্মুখে এই রূপ প্রকটিত করিও না, সংবৃত কর; সংগ্রামে তুমি যে অন্যরূপধারী হও। সেই অন্যরূপই আমাদের সম্মুখে প্রকটিত কর।[10]

সায়নাচার্য লিখেছেন যে, বিষ্ণু (সূর্য) নিজের রূপ পরিত্যাগ করে অন্যরূপে যুদ্ধে বশিষ্ঠের সাহায্য করেছিলেন; বশিষ্ঠ বিষ্ণুকে চিনতে পেরে এই ঋকের দ্বারা স্তব করেছিলেন।

---

১ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।৬ ২ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৩ ঋগ্বেদ—১৫৪।১
৪ নিরুক্ত—২।৭।৫ ৫ ঐ —৭।১০০।৫, ৬, ৭ ৬ নিরুক্ত—৫।৭।৮
৭ ঐ —৫।৭।৯ ৮ মহাঃ, অনুশাসনপর্ব—৬৯২।৭১ ৯ ঋগ্বেদ—৭।১০০।৬
১০ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

যাস্কের মতে শিপিবিষ্ট কথাটি নিন্দার্থক নয়—প্রশংসাবাচক,—শিপি শব্দের অর্থ প্রভাতকালীন সূর্যরশ্মি। "অপি বা প্রশংসানামৈবাভিপ্রেতং স্যাৎ… শিপয়োহত্র রশ্ময় উচ্যন্তে তৈরাবিষ্টো ভবতি।"[১]—অথবা শিপিবিষ্ট প্রশংসাসূচক বলে অভিপ্রেত হতে পারে।…শিপি শব্দে এখানে রশ্মি বোঝায়, সেই রশ্মিসমূহে বেষ্টিত শিপিবিষ্ট।

স্কন্দস্বামীও নিরুক্ত ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "উদয়োত্তব কালভাবিনী যা অবস্থা তস্যাং বর্তমানো যৎ তদ্ ব্রবীষি শিপিবিষ্টোহস্মি রশ্মিভিরাবিষ্টোহস্মীত্যর্থঃ।" —(অর্থাৎ) উদয়কালীন সূর্যের যে অবস্থা সেই সময়ে বর্তমান যে অবস্থা তাতেই তুমি বলছো, আমি শিপিবিষ্ট অর্থাৎ বালরশ্মি দ্বারা আবিষ্ট।

সহস্রশিরা বিষ্ণু—ঋগ্বেদের বিরাট পুরুষের মত বিষ্ণুও সহস্রশিরা। বামন-পুরাণে অদিতি বলেন, সহস্রশিরা বিষ্ণুই বলিকে হত্যা করতে পারেন—সহস্র-শিরসা শক্যং কেবলং হন্তুমেব হি।[২]

সূর্য বিষ্ণু—বিষ্ণুর সহস্রশির অবশ্যই অসংখ্য সূর্যরশ্মি। সূর্যকেই সহস্রাংশু বলা হয়।

আচার্য যোগেশচন্দ্রের মতে বিষ্ণু সূর্যই। তিনি লিখেছেন, "সূর্য বিষ্ণুর স্বরূপ।… সূর্য ঋতুবিধান করেন, কিন্তু একদিনে করেন না, এক সম্বৎসরে করেন। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সকলেই পূর্বদিকে উদিত ও পশ্চিমদিকে অস্তগত হয়,…এই গতি ব্যতীত তাঁহার উত্তর দক্ষিণে-গতি আছে। সূর্যের যে শক্তির দ্বারা এই দুই গতি হয়. যাহার ফলে ছয় ঋতু পর্যায়ক্রমে চলিয়াছে এবং পৃথিবী মনুষ্যের বাসোপ-যোগী হইয়াছে, সে শক্তির নাম বিষ্ণু। চরিষ্ণু সূর্য সে শক্তির আধার।"[৩]

ভবিষ্যপুরাণে অপর রশ্মিরূপে সূর্যই বিষ্ণু—

সূর্যশ্চৈবাপরো রশ্মির্নাম্না বিষ্ণুরিতি স্মৃতঃ।[৪]

স্কন্দপুরাণেও সূর্যের অপর মূর্তি বিষ্ণু—

স তু শাম্বস্য দেবেশি সূর্যোবিষ্ণু স্বরূপবান্।
অপরং মূর্তিমাস্থায় বিষ্ণুরূপো বরং দদৌ॥
তেনাপরেতি নাম্না বৈ খ্যাতো বিষ্ণুঃ পুরাভবৎ।

* * *

পূজয়েৎ পুণ্ডরীকাক্ষং তত্র সূর্যস্বরূপিণম্।[৫]

---

১ নিরুক্ত—৮।৫।৩ ২ বামনপুঃ—২৪।৫ ৩ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ২৭
৪ ভবিষ্যপুঃ—৭৯।৩৮ ৫ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ড, প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্য—৩০৮।২-৪

পুরাণে বিষ্ণুতে আরোপিত হয়েছে। সূর্যরূপী বিষ্ণু কেমন করে বিশ্বের স্থিতিকর্তা বা পালনকর্তারূপে প্রসিদ্ধ হলেন সে সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত একটি ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "বিষ্ণু সূর্যের একটি নাম মাত্র, বেদের অনেক দেবগণের মধ্যে একজন দেবের একটি নাম মাত্র, তিনি জগৎপাতা পরমদেব হইলেন কিরূপে? ইহার মীমাংসা করা কঠিন নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে বেদ রচনার সময় সরলচিত্ত উপাসকগণ প্রকৃতির বিস্ময়কর দৃশ্য বা কার্যে একজন দেব অনুমান করিতেন। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যখন জ্ঞানের উন্নতি হইল, তখন হিন্দুগণ প্রকৃতির প্রত্যেক বিস্ময়কর দৃশ্য বা কার্যে একজন নিয়ন্তা দেখিতে পাইলেন, একজন পালনকর্তা বুঝিতে পারিলেন। সূর্য আমাদিগকে পালন করেন, বায়ু আমাদিগকে পালন করেন, অগ্নি আমাদিগকে পালন করেন, কিন্তু এগুলি কার্যমাত্র, একজন কর্তা এই কারণসমূহের দ্বারা, বায়ু, অগ্নি ও সূর্য দ্বারা আমাদিগকে পালন করেন সভ্য হিন্দুগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন। সে দেবের নাম কি দিবেন? বিষ্ণু জগৎ রক্ষা করেন, তিন পদবিক্ষেপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া থাকেন, এরূপ বর্ণনা বেদে আছে, অতএব সভ্য হিন্দুগণ বেদ হইতে সূর্যের বিষ্ণু নামটি গ্রহণ করিয়া জগতের পালনকর্তাকে সেই নাম দিলেন।"[১]

বলা বাহুল্য এরূপ ব্যাখ্যা কল্পনাশ্রয়ী, ঋগ্বেদের আর্যগণ অসভ্য ছিলেন না; জড় প্রকৃতিকে দেবতারূপে উপাসনা করতেন না। প্রকৃতপক্ষে সূর্যাগ্নির পালনাত্মিকা শক্তিই বিষ্ণুরূপে কথিত এবং উপাসিত হয়েছেন। বিষ্ণুর কিরণই জলবায়ু সৃষ্টি করে পালন করে থাকেন। সূর্যাগ্নির পালনাত্মিকা শক্তি সর্বব্যাপী বলেই তিনি বিষ্ণু।

বিষ্ণুর অবতার—যে বিষ্ণু বিশ্বের পালনকার্যের অধীশ্বর তিনিই পুরাণের যুগে অন্যতম প্রধান দেবতা বা প্রধানতম দেবতারূপে স্থান লাভ করেছেন। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করলেন, আদিত্যগণের মধ্যে আমিই বিষ্ণু—"আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ।"[২] বিষ্ণুর প্রাধান্য সকলের উর্ধ্বে ওঠায় বিষ্ণুর গুণকর্ম অনুসারে বহুবিধ অবতার কল্পিত হয়েছিল। কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যের প্রারম্ভে দশ অবতারের বন্দনা করেছেন। এই দশ অবতার মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। এ ছাড়াও যজ্ঞ, হয়গ্রীব, ব্যাস, হংস, দত্তাত্রেয়, কৃষ্ণ প্রভৃতিও বিষ্ণুর অবতাররূপে পুরাণাদিতে বর্ণিত।

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ৪৬, ১।২২।৯ ঋকের টীকা ২ গীতা—১০।২১

—হে দেবেশি, সেই বিষ্ণুস্বরূপ সূর্য বিষ্ণুরূপে অপর মূর্তি ধারণ করে শাম্বকে বরদান করলেন। সেইজন্যই পুরাকালে অপর নামে বিষ্ণু খ্যাত হয়েছিলেন। ···সেখানে সূর্যরূপী বিষ্ণু পূজা করবে।

কৃষ্ণপুত্র শাম্বের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু সূর্যরূপে দর্শন দিয়েছিলেন।

এবং সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ বিষ্ণুঃ কমললোচনঃ।
সূর্যরূপং সমাশ্রিত্য তস্য তুষ্টো জনার্দনঃ॥
যোঽপর নারায়ণাখ্যস্তস্যৈব সন্নিধৌ স্থিতঃ।
প্রত্যক্ষঃ স ততো বিষ্ণুঃ সূর্যরূপী দিবাকরঃ॥[১]

—ভগবান্ বিষ্ণু কমললোচন, এইরূপ চিন্তা করে তাঁর (শাম্ব) প্রতি তুষ্ট হয়ে সূর্যরূপ ধারণ করলেন। যিনি অপর নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ তাঁরই নিকটে স্থিত সেই বিষ্ণু দিবাকর সূর্যরূপে প্রত্যক্ষ হলেন।

ধর্মপূজা বিধানে সূর্যই বিষ্ণু—

হেন রথে উদয় করেন দেবচক্রপাণি।
ধবলবর্ণে সপ্ত ঘোড়া সূর্যের রথ বহে॥[২]

পালনকর্তা বিষ্ণু—ঋগ্বেদের কালে ঋতু ও বর্ষকর্তা সূর্যরূপী বিষ্ণু বৈদিক দেবতাদের মধ্যে প্রথম সারিতে আসন না পেলেও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে তিনি ক্রমে ক্রমে প্রধান হয়ে উঠেছিলেন। পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাত্মক ত্রয়ী দেবতার অন্যতম বিষ্ণু। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মধ্যে স্থিতিকর্মের বা পালনকর্মের অধিষ্ঠাতা তিনি। ঋগ্বেদেও বিষ্ণুকে পালন-কর্তা বলা হয়েছে।

বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতি পাথঃ প্রিয়া ধামান্যমৃতা দধানঃ।[৩]

—রক্ষক বিষ্ণু প্রিয়তম অক্ষয় তেজ ধারণ করতঃ পরম স্থান রক্ষা করেন।[৪]

ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
অতো ধর্মাণি ধারয়ন্॥[৫]

—বিষ্ণু রক্ষক, তাঁহাকে কেহ আঘাত করিতে পারে না, তিনি ধর্মসমুদয় ধারণ করিয়া তিন পদ পরিক্রমণ করিয়াছিলেন।[৬]

বিশ্বের আত্মা যে সূর্য, তিনি বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের হেতু—তাঁরই পালনকর্ম

---

১ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ড, প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্য—৩০৮।২-৪ ২ ধর্মপূজা বিধান—পৃঃ ১২৩
৩ ঋগ্বেদ—৩।৫৫।১০ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১।২২।১৮
৬ অনুবাদ—তদেব

কোথাও বিষ্ণুর অবতার সংখ্যা দশ, কোথাও সাত, কোথাও দ্বাদশ, আবার কোথাও বিশ—কোথাও বা আরও বেশী।

পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ড) বিষ্ণুব অবতার গ্রহণের প্রসঙ্গে একটি কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে, এখানে বিষ্ণুব অবতার সংখ্যা সাত। কাহিনীটি এই : বলি বন্ধনের পরে দেবগণ হীনবল হয়ে পড়লে ইন্দ্র দেবগণ সহ প্রবল বিক্রমে দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দানবগুরু শুক্রাচার্য তপোনিরত থাকায় দানবগণ শুক্রমাতার শরণাপন্ন হলেন। শুক্রমাতা তপোবলে ঘোর নিদ্রার সৃষ্টি করলেন এবং ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করে ফেললেন। তখন ইন্দ্রের প্ররোচনায় বিষ্ণু চক্রদ্বারা শুক্রাচার্য জননীর শিরচ্ছেদ করলেন। বিষ্ণুকৃত মাতৃবধে ক্রুদ্ধ শুক্রচার্য অভিশাপ দিয়েছিলেন—

যত্ত্বয়া জানতা ধর্মমবধ্যা স্ত্রী নিষূদিতা।
তস্মাত্ত্বং সপ্তকৃত্বোহি মানুষেষূপয়াস্যসি॥
ততস্তেনাভিশাপেন নষ্টে ধর্মে পুনঃ পুনঃ।
লোকস্য চ হিতার্থায় জায়তে মানুষেষ্বিহ॥[১]

—যেহেতু তুমি ধর্ম জেনেও অবধ্যা স্ত্রীলোক বধ করেছ, অতএব তুমি সাতবার মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করবে। সেই থেকে সেই অভিশাপের ফলে ধর্ম নষ্ট হলে লোকের হিতের জন্য তিনি বারংবার মানুষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন।

পদ্মপুরাণে (ভূমিখণ্ডে) বিষ্ণুর দশ অবতারের উল্লেখ আছে। এখানেও একটি ছোট্ট অভিশাপকাহিনী বর্তমান—হরি ভৃগুঋষিব কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যজ্ঞ রক্ষা কববেন বলে। ইন্দ্রের কথায় দেবগণ যজ্ঞস্থল পরিত্যাগ করে চলে গেলেন দানবদের সঙ্গে যুদ্ধে। দেবগণ যজ্ঞ ত্যাগ করে দূরে অপসৃত হলে দানবগণ যজ্ঞ ধ্বংস করলেন। তখন তপস্বীশ্রেষ্ঠ ভৃগু অভিশাপ দিলেন—

দশ জন্মানি ভুঙ্‌ক্ষ ত্বং মচ্ছাপকলুষীকৃতঃ।[২]

—তুমি আমার শাপপ্রভাবে দশ-জন্ম মনুষ্যজন্ম ভোগ কর।

পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে আর একটি উপাখ্যান আছে। ভৃগুপত্নী খ্যাতির গর্ভে লক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের নামে একটি পুরী নির্মাণ করে পিতাকে অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু ভৃগু কন্যাকে ঐ পুরী ফেরৎ দিলেন না। কিন্তু লক্ষ্মীকর্তৃক উক্ত পুরী গ্রহণের নিমিত্ত প্রেরিত হয়ে বিষ্ণু ভৃগুকে বারংবার

১ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—১৩।২৪৫ ৪৬ ২ পদ্মপুঃ, ভূমিখণ্ড—১২১।৭

বিরক্ত করায় ভৃগু অভিশাপ দিলেন—পৃথিবীতে দশ জন্ম ভোগ কর : নৃলোকে দশ জন্মানি লপ্স্যসে মধুসূদন।[১]

বায়ুপুরাণের আখ্যানটি পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডের প্রথম আখ্যানের অনুরূপ। এখানেও শুক্রাচার্যের মাতাকে হত্যা করার অপরাধে শুক্র বিষ্ণুকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—

যস্মাত্তে জানতা ধর্মানবধ্যা স্ত্রী নিসূদিতা।
তস্মাত্ত্বং সপ্তকৃত্বো বৈ মানুষেষু প্রপৎস্যসি ॥[২]

সৌরপুরাণে বিষ্ণুর অবতার সংখ্যা দশ। দশটি অবতারের নাম—

মৎস্যঃ কূর্মো বরাহশ্চ নারসিংহোঽথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ ॥[৩]

পদ্মপুরাণে (ভূমিখণ্ডে) বিষ্ণুকে পুত্ররূপে লাভ করার তপস্যায় প্রীত বিষ্ণু অদিতির গর্ভে মানুষরূপে আবির্ভূত হতে স্বীকৃত হলেন, এখানে জমদগ্নিপুত্র রাম, দশরথ-তনয় রাম এবং বাসুদেব-কৃষ্ণ বিষ্ণুর এই তিন অবতারের উল্লেখ আছে।

বিষ্ণু অদিতিকে বলেছিলেন :

ভবত্যা দেবকার্যার্থং গন্তব্যং মানুষং বপুঃ।
তদাহং তব গর্ভে বৈ বাসং যাস্যামি নিশ্চিতম্ ॥
যুগে দ্বাদশকে প্রাপ্তে ভূভার-হরণায় বৈ।
জমদগ্নিসুতো দেবি রামনামো দ্বিজোত্তমঃ ॥
প্রতাপী তেজসা যুক্তঃ সর্বক্ষত্রবধায় চ।
তব পুত্রো ভবিষ্যামি সর্বশাস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥
সপ্তবিংশতিকে প্রাপ্তে ত্রেতাখ্যে তু তথা যুগে।
রামো নাম ভবিষ্যামি তব পুত্রঃ পতিব্রতে ॥
পুনঃ পুত্রো ভবিষ্যামি তবৈব শৃণু পুণ্যধে।
অষ্টাবিংশতিকে প্রাপ্তে দ্বাপরান্তে যুগে তদা ॥
সর্বদৈত্য-বিনাশার্থে ভূভার-হরণায় চ।
বাসুদেবোঽথ তে পুত্রো ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥[৪]

১ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৪।৯৮ ২ বায়ুপুঃ, উত্তরভাগ—২৫।১৪১ ৩ সৌরপুঃ—১৫।২৫
৪ পদ্মপুঃ, ভূমিখণ্ড—৫।৬০।৬৫

—আপনি দেবকার্যের নিমিত্ত মনুষ্যদেহ ধারণ করবেন। আমিও তখন আপনার গর্ভে নিশ্চয়ই বাস করবো। দ্বাদশ যুগ পাপ্ত হলে ভূভার হরণের নিমিত্ত প্রতাপান্বিত তেজসমন্বিত সর্বশাস্ত্রজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জমদগ্নি পুত্র রাম নামে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ সর্বক্ষত্রিয় নিধনেব নিমিত্ত তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবো। হে পতিব্রতে! সপ্তবিংশতি বর্ষে ত্রেতাযুগে রাম নমে তোমারই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবো। হে পুণ্যধীসম্পন্নে, শুনুন, দ্বাপরের অন্তে অষ্টাবিংশতি যুগে সকল দৈত্য বিনাশ এবং ভূভার হরণের নিমিত্ত বাসুদেব নামে আপনাব পুত্র হব—সন্দেহ নেই।

পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে বিষ্ণুব বিংশতি অবতারের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে দ্বাদশ অবতার প্রসিদ্ধ—

প্রথমো নারসিংহস্তু দ্বিতীয়শ্চাপি বামনঃ।
তৃতীয়স্তু বরাহশ্চ চতুর্থোঽমৃতমন্থনঃ॥
সংগ্রামঃ পঞ্চমশ্চৈব সুঘোরস্তারকাময়ঃ।
ষষ্ঠো হ্যাডীবকাখ্যশ্চ সপ্তমস্ত্রৈপুরস্তথা॥
অষ্টমশ্চান্ধকবধো নবমো বৃত্রঘাতনঃ।
ধ্বজশ্চ দশমস্তেষাং হালাহলস্ততঃপরম্॥
প্রথিতো দ্বাদশস্তেষাং ঘোরকোলাহল স্তথা॥[১]

—প্রথমে নরসিংহ, দ্বিতীয় বামন, তৃতীয় বরাহ, চতুর্থ অমৃতমন্থনকারী (কূর্ম ?), পঞ্চম সংগ্রাম, ষষ্ঠ আড়ীবক, সপ্তম ত্রিপুরহন্তা, অষ্টম অন্ধকবধকারী, নবম বৃত্রহন্তা, দশম ধ্বজ, তারপর হালাহল, তারপর ঘোর কোলাহল।

এই তালিকায় দ্বাদশ অবতারের মধ্যে অনেকগুলি নূতন নাম পাচ্ছি। যদিও বায়ুপুরাণে বিষ্ণুর সাতটি অবতারের কথা বলা হয়েছে, তথাপি এখানে দশ অবতারের বিবরণ আছে। এই বিবরণে প্রথম অবতার নারায়ণ যজ্ঞপুরুষ।

ধর্মান্নারায়ণস্তস্মাৎ সম্ভূতশ্চাক্ষুষেঽন্তরে।
যজ্ঞং প্রবর্তয়ামাস…॥[২]

—ধর্ম থেকে নারায়ণ উৎপন্ন হলেন চাক্ষুষ মন্বন্তরে, প্রবর্তন করলেন যজ্ঞ।

দ্বিতীয় অবতার নরসিংহ—

দ্বিতীয়ো নরসিংহোঽভূৎ রুদ্রঃ সুরপুরঃসরঃ।[৩]

---

১ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—১৩।১৮০-৮৩ ২ বায়ুপুঃ, উত্তরভাগ—৩৬।৭১ ৩ তদেব—৩৬।৭৩

তৃতীয় অবতার বামন ত্রেতাতে সপ্তম যুগে বলিকে দমন করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। চতুর্থ অবতার দত্তাত্রেয়—

ত্রেতাযুগে তু দশমে দত্তাত্রেয়ো বভূব হ।
নষ্টেধর্মে চতুর্থস্তু মার্কণ্ডেয় পুরঃসরঃ ॥[১]

—ত্রেতাযুগে দশমাংশে ধর্ম নষ্ট হলে চতুর্থ অবতার দত্তাত্রেয় মার্কণ্ডেয় মুনির সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ত্রেতাযুগের পঞ্চদশভাগে মান্ধাতার রাজত্বকালে পঞ্চম অবতারের আবির্ভাব। কিন্তু পঞ্চম অবতারের নাম অনুল্লিখিত।

পঞ্চমঃ পঞ্চদশ্যাং তু ত্রেতায়াং সম্বভূব হ।
মান্ধাতুশ্চক্রবর্তিত্বে তস্থৌ তথা পুরঃসরঃ ॥[২]

ত্রেতাযুগের উনবিংশ অংশে জন্মালেন ষষ্ঠ অবতার ক্ষত্রিয়ান্তক জমদগ্নির পুত্র রাম বিশ্বামিত্রকে সঙ্গে নিয়ে।

একোনবিংশে ত্রেতায়াং সর্বক্ষত্রান্তকোঽভবৎ।
জামদগ্ন্যস্তথা ষষ্ঠো বিশ্বামিত্রপুরঃসরঃ ॥[৩]

ত্রেতার চতুর্বিংশতিযুগে রাবণ বধের নিমিত্ত দশরথনন্দন রামাবতার। দ্বাপর যুগে অষ্টম অবতার হলেন পরাশরপুত্র বেদব্যাস।

অষ্টমো দ্বাপরে বিষ্ণুরষ্টাবিংশে পরাশরাৎ।
বেদব্যাসস্ততো যজ্ঞে জাতুকর্ণপুরঃসরঃ ॥[৪]

নবম অবতার দেবকী ও বসুদেবের পুত্র বাসুদেব কৃষ্ণ।

তথৈব নবমো বিষ্ণুরদিত্যাঃ কশ্যপাত্মজঃ।
দেবক্যা বসুদেবাত্তু ব্রহ্মগার্গ্যপুরঃসরঃ ॥[৫]

আর কলিতে জন্মগ্রহণ করবেন দশম অবতার পরাশরতনয় বিষ্ণুযশা কল্কি—

কল্কির্বিষ্ণুযশা নাম পারাশর্যঃ প্রতাপবান্।[৬]

দেবীপুরাণে বিষ্ণুর অবতারের সংখ্যা ষাট—

অবতারা মুনিশ্রেষ্ঠ ষষ্টিভেদগতা যথা।[৭]

---

১ তদেব—৩৬।৮৮ ২ তদেব—৩৬।৮৯ ৩ বায়ুপুঃ, উত্তরভাগ—৩৬।৯০
৪ ঐ —৩৬।৯২ ৫ ঐ —৩৬।৯৩ ৬ তদেব—৩৬।১০৪
৭ দেবীপুঃ—১।৫

মহাভারতের শান্তিপর্বে হংস, কূর্ম, মৎস্য, বরাহ, বামন, পরশুরাম, সাত্বত ও কৃষ্ণ এই নয়টি অবতারের নাম আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে বিষ্ণুর অবতার অসংখ্য—

যস্যাবয়ব সংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জিতম্॥[1]

—যাঁর অবয়বের সংস্থানরূপে এই বিপুল লোকসমূহ কল্পিত হয়েছে, সেই সমস্তই বিশুদ্ধ স্বত্বগুণান্বিত ভগবানের রূপ। শ্রীমদ্‌ভাগবত অনুসারে প্রথম অবতার পুরুষ, যিনি কৌমার নামক সৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করেছিলেন। পুরুষের পরে বরাহ, নারদ, নরনারায়ণ ঋষি, কপিল, দত্তাত্রেয়, যজ্ঞ, ঋষভ, পৃথু, মৎস্য, কমঠ বা কূর্ম, ধন্বন্তরি, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, বেদব্যাস, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি প্রভৃতি অসংখ্য অবতার—অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ।[2]
এঁরা অংশাবতার, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান—পূর্ণাবতার।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম।[3]

ভাগবতের অন্যত্র মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রাজন্য, বিপ্র এবং বিবুধ এই নয় অবতারের উল্লেখ পাই।

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।[4]

বামন অবতার—বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্যতম বামন অবতার। বামন অবতার সম্পর্কে রামায়ণে, মহাভারতে এবং বিভিন্ন পুরাণে একটি উপাখ্যান পরিবেশিত হয়েছে। বামনপুরাণে বামন কর্তৃক বলির নিকট থেকে ত্রিপদভূমি যাজ্ঞার কথা আছে, কিন্তু ত্রিপদ বিক্ষেপের বিবরণ প্রদত্ত হয় নি। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই :

অদিতির স্তবে তুষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণু কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে অংশে অবতীর্ণ হতে স্বীকৃত হলেন।

স্বাংশেন চৈব তে গর্ভে সম্ভবিষ্যামি কশ্যপাৎ॥[5]

অদিতির গর্ভে বিষ্ণু জন্ম নিলে সসাগরা সপর্বতা ধরিত্রী বিক্ষুব্ধা ও কম্পিতা হতে লাগলেন এবং দেব ও দানবগণ তেজোহীন হয়ে পড়লেন। এইরূপ

১ ভাগবত—১।৩।৩ ২ ভাগবত—১।৩।২৬ ৩ ভাগবত—১।৩।২৮
৪ ভাগবত—১০।২।৪০ ৫ বামনপুঃ—২৮।১০

অভাবনীয় ব্যাপারের হেতু জিজ্ঞাসা করায় দৈত্যরাজ বলির পিতামহ প্রহ্লাদ হরির ষোড়শাংশে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ বৃত্তান্ত বিবৃত করলেন। বলি পিতামহের বাক্য শ্রবণ করেও হরির শক্তিকে তুচ্ছ করায় বলিকে প্রহ্লাদ অভিশাপ দিলেন যে, বলিকে অনতিবিলম্বে রাজ্যভ্রষ্ট হতে হবে।

যথা ন কৃষ্ণাদপরঃ পরিত্রাণং ভবার্ণবে।
তথাচিরেণ পশ্যেয়ং ভবন্তং রাজ্যবিচ্যুতম্ ॥[১]

অবশেষে প্রহ্লাদ বলিকে হরিতে ভক্তিমান হয়ে স্বীয় মঙ্গলসাধনে ব্রতী হতে উপদেশ দিলেন। এদিকে দশম মাসে অদিতির গর্ভ থেকে বামনাকৃতি বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করলেন—"অজায়ত স গোবিন্দো ভগবান্ বামনাকৃতিঃ।"[২]

ব্রহ্মা বামনের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করলেন। উপবীত বামন বলির যজ্ঞে আগমন করলেন। এদিকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বলিকে সতর্ক করে দিলেন যে বামনরূপী বিষ্ণুকে তিনি যেন তুচ্ছতম বস্তু দানেরও অঙ্গীকার না করেন, কেবলমাত্র মিষ্ট বাক্যেই তাঁর কাছ থেকে ফললাভ সম্ভব।

ত্বয়া দৈত্যাধিপতে স্বল্পকেঽপি বস্তুনি।
প্রতিজ্ঞা নৈব বোঢ়ব্যা বাচ্যং সাম তথা ফলম্ ॥[৩]

বলি কিন্তু বিষ্ণুর আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাত হয়েও দানের সংকল্পে অবিচল রইলেন। বামন সমাগত হলে সসম্মানে তিনি তাঁর পূজা করলেন। বলি কর্তৃক সৎকৃত হয়ে বামন বলির নিকট প্রার্থনা করলেন, হে রাজন্, অগ্নি রক্ষণার্থ আমাকে পদত্রয় ভূমি প্রদান করুন। বলিও প্রার্থনানুসারে বামনকে পদত্রয় ভূমি প্রদান করলেন। তখন বামন বিশ্বব্যাপী বিরাট রূপ ধারণ করলেন। বিরাটরূপী বামন লোকত্রয় জয় করে ইন্দ্রকে প্রদান করলেন ত্রিলোকের আধিপত্য এবং বলিকে প্রেরণ করলেন বসুধার নিম্নপ্রদেশে সুতল নামক পাতালে।

জিত্বা লোকত্রয়ং কৃৎস্নং হত্বা চাসুরপুঙ্গবান্।
পুরন্দরায় ত্রৈলোক্যং দদৌ বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥
সুতলং নাম পাতালমধস্তাদ্বসুধাতলাৎ।
বলের্দত্তং ভগবতা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥[৪]

১ বামনপুরাণ—২৯।৫৮ ২ বামনপুঃ—৩০।১৩ ৩ বামনপুঃ—৩১।১৬
৪ ঐ —৩১।৭০-৭১

বামনরূপী বিষ্ণুর তিন পদবিক্ষেপের কথাই এখানে অনুপস্থিত। কে·। ·টি অগ্নিস্থান বামন প্রার্থনা করেছিলেন। এই তিনটি অগ্নিস্থান পৃথি·ী ·িবাগ্নির আধার), অন্তরীক্ষ (বিদ্যুতাগ্নির আধার এবং দ্যুলোক বা আ·া·শ ·র আবাস)। এই কাহিনীটি বামন উপাখ্যানের প্রথম পর্বের বলে মনে ·। ·র্তী পুরাণে কাহিনীটি সার্থক গল্পের আকার লাভ করেছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচননন্দন দৈত্যরাজ বলি দেবগণকে নি·ি·ত ত্রিলোকের অধীশ্বর হয়েছিলেন, তিনি স্বর্গপু·ী ও অধিকার করেছি·ন।

দেবেষ্বথ নিলীনেষু বলির্বৈরোচন পুরীম্।

দেবধানামধিষ্ঠায বশং নিন্যে জগত্রয়ম্

এইভাবে দেবগণ নির্জিত ও বিতাড়িত হলে অদিতি সপত্নীপুত্রের নিধ·· ·ং·কামনায় ব্যাকুলা হওয়ায় স্বামী কশ্যপের নির্দেশে কেশবতোষণব্রত বা প·।·এ· অনুষ্ঠানের দ্বারা বিষ্ণুর কৃপা লাভ করেছিলেন। পীতবাসা চতুর্বাহু শঙ্খচক্রগদ-পদ্মধারী বিষ্ণু অদিতিকে দর্শন দিয়ে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণের আশ্বাস দি·ন। শ্রাবণ দ্বাদশী তিথিতে (অর্থাৎ ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে) অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে বামনরূপে ভগবান বিষ্ণু আবির্ভূত হলেন। যথাকালে ঋষিগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার নেতৃত্বে বামনের শাস্ত্রবিহিত সংস্কার সাধন করলেন।

তং বটুং বামনং দৃষ্ট্বা মোদমানা মহর্ষয়ঃ।

কর্মাণি কারয়ামাসুঃ পুরস্কৃত্য প্রজাপতিম্ ॥[২]

ব্রহ্মাকৃত উপনয়ন সংস্কারের পর নর্মদানদীর উত্তর তটে ভৃগুকচ্ছ নামক স্থানে ভৃগুগণের দ্বারা পরিকল্পিত বলিরাজের অশ্বমেধ যজ্ঞে মহাত্মা বামন যাত্রা করেছিলেন। বলি এই অপূর্ব তেজস্বী ব্রাহ্মণ বটুকে স্বাগত আসন ও পাদ্য প্রদান করে তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করতে ইচ্ছা করলেন। বামন প্রার্থনা করলেন তিন পদ পরিমিত (তিন পদক্ষেপের উপযুক্ত) স্থান—

তস্মাত্ত্বত্তো মহীমীষদ্ বৃণেঽহং বরদর্ষভাৎ।

পদানি ত্রীণি দৈত্যেন্দ্র সম্মিতানি পদা মম ॥[৩]

—হে দৈত্যেন্দ্র, সেইজন্য বরদশ্রেষ্ঠ তোমার কাছ থেকে তিন পাদ পরিমাণ সামান্য ভূমি প্রার্থনা করছি।

১ ভাগবত—৮।১৫।৩৩ ২ ভাগবত—৮।১৮।১৩ ৩ ভাগবত—৮।১৯।১৬

বলি এই বালকের মূঢ়তায় বিস্মিত হয়ে তাঁকে বৃত্তিকারী বৃহৎ পরিমাণে ভূমি প্রার্থনা করতে অনুরোধ করলেন—

তস্মাদ্ বৃত্তিকরীং ভূমিং বটো কামং প্রতীচ্ছ মে।[১]

কিন্তু বামন তাতে রাজি হলেন না; যে তিন পদ ভূমিতে অসন্তুষ্ট সে একটি দ্বীপ পেলেও তুষ্ট হবে না।

ত্রিভিঃ পদৈরসন্তুষ্টো দ্বীপেনাপি ন পূর্য্যতে।[২]

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য এই সময়ে বলিকে বাধা দিলেন—মায়ামানব হরি তিন পদে ত্রিলোক অতিক্রম করবেন, তখন তুমি কোথায় থাকবে ?

দাস্যত্যাচ্ছিদ্য শক্রায় মায়া মানবকো হরিঃ।
ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমাঁল্লোকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি॥
সর্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্তিষ্যসে কথম্।
ক্রমতো গাং পাদৈকেন দ্বিতীয়েন দিবং বিভোঃ।
খঞ্চ কায়েন মহতা তার্তীয়স্য কুতো গতিঃ॥[৩]

বলি গুরুবাক্য অমান্য করে বামনকে ত্রিপাদভূমি দানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ায় গুরু অভিশাপ দিলেন শ্রীভ্রষ্ট হতে।

দৃঢ়ং পণ্ডিতমান্যজ্ঞ স্তব্ধোঽস্যস্মদুপেক্ষয়া।
মচ্ছাসনাতিগো যস্ত্বমচিরাদ্ ভ্রশ্যসে শ্রিয়ঃ॥[৪]

—যেহেতু দৃঢ়রূপে পণ্ডিতম্মন্য তুমি আমাকে উপেক্ষা করে স্থিরভাবে আমার আদেশ অমান্য করেছ, অতএব তুমি অচিরে শ্রীভ্রষ্ট হবে।

গুরুর অভিশাপ সত্ত্বেও অবিচলিত মনে ত্রিপাদ ভূমি দানে বলি প্রস্তুত হলেন। পত্নী বিন্ধ্যমালিনী আনলেন জলপূর্ণ হৈম ঘট। দেবতারা করলেন পুষ্পবৃষ্টি। বলি ত্রিপাদ ভূমি দান করলেন বামনকে। তৎক্ষণাৎ বামনের দেহ বর্ধিত হয়ে বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত করলো—

তদ্বামনং রূপমবর্ধতাদ্ভুতং হরেরনন্তস্য গুণত্রয়াত্মকম্।
ভূঃ খং দিশো দ্যৌর্বিবরাঃ পয়োধরস্তির্যঙ্নৃদেবা ঋষয়ো যদাসত॥[৫]

—হরির ত্রিগুণাত্মক সেই বামনরূপ আশ্চর্যরূপে বর্ধিত হোল—সেই বিরাট

---

১ ভাগবত—৮।১৯।২০ ২ ভাগবত—৮।১৯।২২ ৩ ভাগবত—৮।১৯।৩২-৩৪
৪ ভাগবত—৮।২০।১৫ ৫ ভাগবত—৮।২০।২১

দেহে পৃথিবী, আকাশ, দিক্‌সমূহ, স্বর্গ, পাতালসমূহ, মেঘ, ইতরপ্রাণী, মানুষ, দেবগণ ও ঋষিগণ বর্তমান ছিলেন।

ত্রিপাদভূমি গ্রহণছলে অসুরারি বিষ্ণু সমস্ত বিশ্বভুবন অধিকার করলে দানবগণ বিরাটপুরুষ বিষ্ণুকে বধ করতে উদ্যত হোল। তারা বললে—

তস্মাদস্য বধো ধর্মো ভর্তুঃ শুশ্রূষণঞ্চ নঃ।[১]

—সুতরাং এঁর (বিষ্ণুর) বধ এবং প্রভুর সেবাই আমাদের ধর্ম।

এই যুদ্ধে পরাভূত দৈত্যসেনা রসাতলে প্রবেশ করলো, বলি পাশবদ্ধ হলেন। পাশবদ্ধ বলিকে ভগবান বললেন,—

পদানি ত্রীণি দত্তানি ভূমের্মহ্যং ত্বয়াসুর।
দ্বাভ্যাং ক্রান্তা মহী সর্বা তৃতীয়মুপকল্পয়॥
যাবৎ তপত্যসৌ গোভির্যাবদিন্দুঃ সহোড়ুভিঃ।
যাবদ্বর্ষতি পর্জন্যস্তাবতী ভূরিয়ং তব॥
পদৈকেন ময়াক্রান্তো ভূর্লোকঃ খং দিশস্তনোঃ।
স্বর্লোকস্তে দ্বিতীয়েন পশ্যতস্তে স্বমাত্মনা॥[২]

—হে অসুর, তুমি আমাকে তিন পদ ভূমি দান করেছ। দুই পদে আমি সকল ভূমি অতিক্রম করেছি, তৃতীয় পদের স্থান নির্ণয় কর। যে পর্যন্ত সূর্য কিরণ দ্বারা তাপ দেন, যে পর্যন্ত পর্জন্য বৃষ্টিপ্রদান করেন, সে পর্যন্ত তোমার এই পৃথিবী আমি এক পদের দ্বারা পরিক্রমণ করছি, তোমার সম্মুখেই দ্বিতীয় পদের দ্বারা তোমার স্বর্গলোক অধিকার করলাম।

বিষ্ণু বললেন, তুমি যদি প্রতিজ্ঞামত তৃতীয় পদের স্থান দিতে না পার, তবে নরকগামী হবে। বলি বললেন যে, তিনি নরককে ভয় করেন না, পাশবদ্ধ হওয়াতেও তাঁর দুঃখ নেই, তিনি ভয় করেন প্রতিজ্ঞাভঙ্গকে। তবে বিষ্ণু তাঁর মস্তকে তৃতীয় পদ স্থাপন করুন।

পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণি মে নিজম্।[৩]

অতঃপর প্রহ্লাদ, ব্রহ্মা এবং বলিপত্নী বিন্ধ্যাবলীর স্তবে প্রীত হয়ে বিষ্ণু আধিব্যাধিহীন সুতল নামক লোকে সপরিবারে বলির রাজ্যপাট নির্দেশ করে দিলেন।

হরিবংশের বিবরণও অনুরূপ। সসৈন্য বলির সঙ্গে দেবগণের সংগ্রাম ও

১ ভাগবত—৮।২১।১৩ ২ ভাগবত—৮।২১।২৯-৩১ ৩ ভাগবত—৮।২২।২

ইন্দ্রাদি দেবগণের পরাজয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃত হয়েছে। অতঃপর অদিতি কর্তৃক দৈত্যঘাতী পুত্রলাভার্থে ব্রহ্মার উপাসনা ও পরে বিষ্ণুর প্রীতি উৎপাদন বামনের জন্ম-উপনয়ন, বলির অশ্বমেধ যজ্ঞে গমন প্রভৃতি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে বামন যখন ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করলেন, বলি তাঁকে আরও বহু কিছু প্রদানে সম্মত হলেন, তখন শুক্রাচার্য ও প্রহ্লাদ বলিকে নিষেধ করেছিলেন ত্রিপাদভূমি প্রদান করতে। প্রহ্লাদ বলেছিলেন—

মা দদস্ব জলং হস্তে বটোবামনরূপিণঃ।
ন হ্যসৌ যেন তে পংং নিহতঃ প্রপিতামহঃ।
বিষ্ণুরেষ মহাপ্রাজ্ঞস্ত্বাং বঞ্চয়িতুমাগতঃ॥

—বামনরূপী বটুর হস্তে জল দিও না, উনি বামন নন, তাঁর দ্বারাই পূর্বে তোমার প্রপিতামহ নিহত হয়েছেন। মহাপ্রাজ্ঞ বিষ্ণু তোমাকে বঞ্চনা করতে এসেছেন।

স্থির-প্রতিজ্ঞ বলি তিনপাদ ভূমি জলস্পর্শ করে দান করেছেন, তারপর বিষ্ণু বিরাট রূপ প্রদর্শন করালেন—

সর্বদেবময়ং রূপং দর্শয়ামাস বৈ বিভুঃ।
ভূঃ পাদৌ দ্যৌঃ শিরশ্চাস্য চন্দ্রাদিত্যৌ চ চক্ষুষী।
পাদাঙ্গুল্যঃ পিশাচাশ্চ হস্তাঙ্গুল্যশ্চ গুহ্যকাঃ॥
বিশ্বে দেবাশ্চ জানুস্থা জঙ্ঘে সাধ্যাঃ সুরোত্তমাঃ।
যক্ষা নখেষু সম্ভূতা রেখাশ্চাপ্সরসস্তথা॥
তড়িদ্‌বৃষ্টিঃ সুবিপুলা কেশাঃ সূর্যাংশবস্তথা।
তারকা রোমকূপাণি রোমাণি চ মহর্ষয়ঃ॥[২]

এই বিরাটপুরুষ দানবদের নির্জিত করে লোকত্রয় জয় করলেন, তিনি ইন্দ্রকে দিলেন বসুধা এবং বলিকে দিলেন সুতল নামক পাতাল। এই কাহিনীতেও বলির মস্তকে পদক্ষেপের কথা উল্লিখিত হয় নি।

মৎস্যপুরাণে (২৪০-২৪৬ অঃ) কৃষ্ণনিন্দার জন্য প্রহ্লাদ কর্তৃক বলি রাজ্যনাশ ও শ্রীভ্রষ্ট হওয়ার অভিশাপ অর্জন করেছিলেন, কিন্তু প্রহ্লাদের বরে তিনি আবার কৃষ্ণভক্তও হয়েছিলেন। মৎস্যপুরাণের বিবরণ হরিবংশের অনুরূপ এখানেও বলির মস্তকে বিষ্ণুর পদস্থাপনের প্রসঙ্গ অনুপস্থিত।

১ হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব—৭২।২৮ ২ হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব—৭২।৪৩-৪৬

বৃহদ্ধর্মপুরাণে (মধ্যখণ্ড, ১৬শ অঃ) অদিতির গর্ভে বিষ্ণুর জন্ম হয়েছিল চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্ত কৌস্তুভশোভিতবক্ষা পীতাম্বর রক্তবর্ণ হরিরূপে।

চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈর্বিরাজিতম্।
মণিনা কৌস্তুভাখ্যেন জাজ্বল্যমানবক্ষসম্।
কুণ্ডলোদ্ভাসিগণ্ডঞ্চ কৃষ্ণং শ্রীবৎসলাঞ্ছনম্॥
পীতাম্বরং রক্তবর্ণং ব্রহ্মেন্দ্রাদিভিরীড়িতম্।[১]

তারপর অদিতির স্তবে তুষ্ট হয়ে অদিতির প্রার্থনা অনুসারে ভগবান বামনরূপ ধারণ করেছিলেন—

ইত্যুক্ত্বা তৎক্ষণাদেব দ্বিভুজো বামনোঽভবৎ।[২]

ইন্দ্রের অনুজ বলে কশ্যপ তার নাম রাখলেন উপেন্দ্র। কিছুকাল পরে কশ্যপ বামনের উপনয়ন সংস্কার সাধন করলেন। পার্বতী ব্রহ্মচারীকে দিলেন প্রথম ভিক্ষা। দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট বামন সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন সম্পাদন করলেন। বৃহস্পতির নির্দেশ ইন্দ্রের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত বামন বলির যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করলেন এবং তপস্যার জন্য ত্রিপাদপরিমিত ভূমি প্রার্থনা করলেন।

অহং তপশ্চরিষ্যামি বলে ব্রাহ্মণবালকঃ।
তদর্থং তে ধরাং যাচে তুভ্যং ত্রিপদসম্মিতাম্॥

গুরু শুক্রাচার্যের উপদেশ অমান্য করে বলি ভার্য্যা সহ শাস্ত্রবিহিত পদ্ধতিতে ত্রিপাদভূমি দান করলেন। তৎক্ষণাৎ বামন বিরাট আকার ধারণ করলেন। তিনি সাত্ত্বিক পদ দ্বারা স্বর্গ গ্রহণ করলেন এবং রাজসিক পদ দ্বারা ব্যাপ্ত করলেন পৃথিবী—

সাত্ত্বিকং যৎ পদং বিষ্ণোরুৎপপাত দিবং হি তৎ।
রাজসং তৎ পদং তস্য তেন ব্যাপ্তং ধরাতলম্।[৪]

কিন্তু তৃতীয় পদ—তামস পদ শূন্যে লম্বিত হয়ে রইলো—

কায়েন খস্থ নিচিতং ললম্বে তামসং পদম্।[৫]

বিষ্ণু বললেন, আমাকে তৃতীয় পদের স্থান দাও। এই বলে তিনি বলিকে বদ্ধ করলেন—

তৃতীয় পাদবাসং মে দেহীত্যেবং ববন্ধ তম্।[৬]

---

১ বৃহদ্ধর্মপুঃ, মধ্যখণ্ড—১৬।৭-৯ ২ তদেব—১৬।৪১ ৩ বৃহদ্ধর্ম, মধ্যখণ্ড—১৭।৩২
৪ বৃহদ্ধর্ম, মধ্যখণ্ড—১৭।৭৭-৭৮ ৫ বৃহদ্ধর্ম, মধ্যখণ্ড—১৭।৭৮ ৬ ঐ —১৭।৭৮

পতির বন্ধনদশা দেখে কাতরা বিন্ধ্যাবলী বিষ্ণুর তৃতীয় পাদের জন্ত বলির মস্তক নির্দেশ করলেন—

যদদ্বয়স্তু স্থানং তে দত্তমপ্যন্যদস্তি চ।
শিরো ন দত্তং তচ্চাস্তু গৃহ্যতাং চরণার্পণাৎ ॥[১]

বিষ্ণু বলির ভক্তিতে এবং মহত্ত্বে প্রীত হয়ে বলির বন্ধন মোচন করে বলির জন্ত স্থতল লোক নির্দিষ্ট করলেন এবং নিজেও ভক্তের প্রতি প্রীতিবশতঃ বলির দ্বারী হতে স্বীকৃত হলেন। বিষ্ণু বললেন বলিকে—

ত্বঞ্চাপি সুতলং গচ্ছ পিতামহসমন্বিতঃ।

*   *   *

অয়ং ত্বয়া পরিক্রীতো দ্বারি তেঽহং গদাধরঃ।
ত্বয়া সদোত্থিতঃ স্থাতা সুতলেঽপি মহামতে ॥[২]

—তুমি পিতামহের সঙ্গে সুতলে যাও। আমি তোমার কেনা হয়ে দ্বারে গদাধররূপে তোমার দ্বারা জাগ্রত হয়ে সদা সুতলেও অবস্থান করবো।

হরিভক্তিই এই কাহিনীর মূল বিষয়। এই বিবরণ অবশ্যই পরবর্তীকালের। বৃহদ্ধর্মপুরাণ অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালে (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী) বলে পণ্ডিতদের অনুমান।

স্কন্দপুরাণে বালখিল্যগণের প্রতি উপহাস করার অপরাধে বিষ্ণু বামনত্ব-লাভের অভিশাপ অর্জন করেছিলেন।

অঙ্গুষ্ঠপর্বমাত্রাংস্তান্বামনান্ হরিমন্দিরে।
গতান্ গঙ্গাজলে স্নাতুং বালখিল্যান্ পুরো হরিঃ।
জহাস বামনান্ সর্বান্ ভাবিকার্যবলাত্ততঃ
ব্রহ্মপুত্রা বালখিল্যাঃ সর্বে তে সংশিতব্রতাঃ।
জলান্বিতাঃ কোপপরা উচ্চৈরূচুঃ পরস্পরম্।
কেনাপি দেবকার্যেণ বামনোঽয়ং ভবিষ্যতি ॥[৩]

—গঙ্গাজলে স্নান করতে যাবার সময়ে হরিমন্দিরে অঙ্গুষ্ঠপর্বমাত্রপ্রমাণ বামন বালখিল্যদের সম্মুখে দেখে ভবিষ্যৎ কার্যহেতু হরি হেসেছিলেন। ব্রতচারী ব্রহ্মপুত্র

১ ব্রহ্মঃ, মধ্যঃ—১৭।৮২ ২ ব্রহ্মঃ, মধ্যঃ—১৭।৮৬-৮৭

৩ স্কন্দ প্রভাসখণ্ড, বস্ত্রাপথ ক্ষেত্রমাহাত্ম্য—১৪।৬৪-৬৬

বালখিল্যবর্গ কোপপরবশ হয়ে জলসিক্ত অবস্থায় পরস্পর বলেছিলেন, কোনও দৈবকার্যে এঁকে বামন হতে হবে।

বামনাবতারের উৎস—বলির মস্তকে বিষ্ণুপদ স্থাপনের কাহিনী যে পরবর্তীকালের বামনপুরাণ, হরিবংশ, মৎস্যপুরাণ, প্রভৃতিতে বর্ণিত বামনের উপাখ্যান পাঠেই তা বোঝা যায়। বামনাবতার উপাখ্যানের প্রাথমিক পর্যায়ে বিষ্ণুর ত্রিপদ-বিক্ষেপের কথাই পাওয়া যায়। ক্রমে ত্রিপদক্ষেপের ঘটনা পল্লবিত হয়ে একটি মনোরম গল্পের আকার লাভ করেছে। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর ত্রিপদবিক্ষেপের যে বর্ণনা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে তা থেকেই বামন অবতারের কাহিনটির উদ্ভব। বামনপুরাণে বামন বলির নিকট অগ্নিরক্ষার তিন পাদ স্থান যাজ্ঞা করেছিলেন। সূর্য ত অগ্নিরই প্রকারভেদ। সূর্যের তিন স্থানে বা তিনরূপে অবস্থান বামনরূপী বিষ্ণুর তিনপদ-বিক্ষেপের উৎস। বামনের বিরাট আকার মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপধারণের সমতুল্য। এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে সহস্রশীর্ষা পুরুষের কথাও উল্লেখযোগ্য। সূর্যাগ্নির বিশ্বব্যাপকতা বামনের বিরাটরূপ গ্রহণের মূল তত্ত্ব। বিষ্ণুরূপী সূর্য বিশ্বপৃথিবী এবং মানবকুলের রক্ষার জন্যই ত্রিপদবিক্ষেপে জগৎ পরিক্রমণ করেন।

যো রজাংসি বিমমে পার্থিবানি ত্রিশ্চিদ্বিষ্ণুর্মনবে বাধিতায়।[১]

—যে বিষ্ণু বিপন্ন মনুর জন্য ত্রিপদক্ষেপের দ্বারা দ্যাবাপৃথিবী নির্মাণ করেছিলেন।

ত্রির্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং বিচক্রমে শতর্চসং মহিত্বা।[২]

—এই দেবতা শতসংখ্যক কিরণবিশিষ্ট পৃথিবীতে তিনবার পদক্ষেপ করেন।[৩]

বিচক্রমে পৃথিবীমেষ এতাং ক্ষেত্রায় বিষ্ণুর্মনুষে দশস্যন্।[৪]

—এই বিষ্ণু পৃথিবীকে নিবাসার্থ মনুষ্যকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়া পদক্ষেপ করিয়াছিলেন।[৫]

য পার্থিবানি ত্রিভিরিদ্বিগামভির্ উরু ক্রমিষ্টোরুগায়ায় জীবসে।[৬]

—তিনি প্রশংসনীয় লোকরক্ষার নিমিত্ত ত্রিসংখ্যক পদবিক্ষেপ দ্বারা পার্থিব লোকসকল বিস্তীর্ণরূপে পরিক্রম করিয়াছিলেন।[৭]

---

১ ঋগ্বেদ—৬।৫০।১৩ ২ ঋগ্বেদ—৭।১০০।৩ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঐ —৭।১০০।৪ ৫ অনুবাদ—তদেব ৬ ঋগ্বেদ—১।১৫৫।৪
৭ অনুবাদ—তদেব

মানবকুলের কল্যাণের জন্য বিষ্ণুর যে ত্রিপদবিক্ষেপ সেই তিন পদ স্থাপনের মধ্যে দুটি পদ প্রত্যক্ষগম্য, আর যে পদক্ষেপটি মানবের অদৃশ্য সেই পদটিই বলির মস্তকে স্থাপিত হয়েছিল।

অধ্যাপক ম্যাকডোনেলের মতে বিষ্ণুর পদক্ষেপ আসলে সূর্যেরই পরিক্রমা—"Thus though Viṣṇu is no longer clearly connected with a natural phenomenon, the evidence appears to justify the inference that he was originally conceived as the Sun, not in his general character, but as the personified swiftly moving luminary, which with vast strides traverses the whole universe."[১]

পৌরাণিক বামনাবতারের উৎস যে ঋগ্বেদের বিষ্ণুর ত্রিপদবিক্ষেপ তাও পণ্ডিতবর্গ স্বীকার করেন।

"The repeated mention of three steps of Viṣṇu gave rise to the legend of the Dwarf incarnation in later times."[২]

"To this feature in the R. V. may ultimately be traced the myth of Viṣṇu's dwarf incarnation which appears in the Epic and the Purāṇas."[৩]

অথর্ববেদে সহস্রশীর্ষা বিরাটপুরুষ তিন পাদবিক্ষেপে তিন স্থান অতিক্রম করেছেন, চতুর্থ পদে পৃথিবী পরিক্রমণ করেছেন—

সহস্রবাহুঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্॥
ত্রিভিঃ পদ্ভির্দ্যামারোহৎ পাদস্যেহাভবৎ পুনঃ।
তথা ব্যক্রামদ্ বিষ্বঙ্ নাশনে অনু।
তাবন্তো অস্য মহিমানস্ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥[৪]

—সহস্র বাহুবিশিষ্ট পুরুষ—সহস্র চক্ষুবিশিষ্ট—সহস্র পাদসমন্বিত, তিনি দশাঙ্গুল পরিমিত হয়েও সমস্ত বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত করে আছেন। তিন পদক্ষেপে তিনি আকাশে আরোহণ করেন, চতুষ্পাদে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসেন। অশনা অর্থাৎ মনুষ্য ও অপর প্রাণী এবং অনশনা অর্থাৎ দেব ও বৃক্ষসমূহকে লক্ষ্য করে

১ Vedic Mythology—page 39
২ Vedic Selections (C. U.) vol. II—page 593.
৩ Vedic Mythology—page 39.
৪ অথর্ব—১৯।১।৬।১-৩

তিনি বিশ্বব্যাপ্ত করেন (তিন পাদের দ্বারা)। চতুর্থ পাদে তিনি বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত করেছেন। অমরণধর্মী তিন পদ দ্যুলোকে বর্তমান।

এখানে বিষ্ণুর তিন পাদ স্পষ্টতঃই আকাশের তিন স্থানে সূর্যের অবস্থান এবং চতুর্থ পাদ সূর্যকিরণরূপে—অগ্নিরূপে পৃথিবীব্যাপ্ত।

অথর্ববেদ বলেছেন বিষ্ণু বা সূর্য দ্বিপাদ, ত্রিপাদ অথবা ষটপাদ—অর্থাৎ দুই তিন বা ছয়বার পদক্ষেপ করলেও আসলে তিনি একপাদ।

একপাদ দ্বিপদো ভূয়ো বিচক্রমে দ্বিপাৎ
ত্রিপাদমভ্যেতি পশ্চাৎ।
দ্বিপাদ্ধ ষট্‌পদো ভূয়ো বিচক্রমে ত
একপদস্তন্ব' সমাসতে॥[1]

সূর্যাগ্নিরূপী বিষ্ণু ত একই। সুতরাং তিনি মূলতঃ একপাদ। কিন্তু তিনি একপাদ হয়েও দ্বিপাদ ত্রিপাদ বা ষট্‌পাদরূপে বিচরণ করেন। এক বৎসর সূর্য-বিষ্ণুর একপাদ, দুই ষন্মাস বা দুই অয়ন (উত্তর ও দক্ষিণ) দুইপাদ, দ্যুলোক অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী, অথবা উদয় মধ্যাকাশ ও অস্ত অথবা সূর্য, বিদ্যুৎ ও অগ্নি (কিংবা বাড়বানল) অথবা তিন চতুর্মাস সূর্যের তিন পাদ ছয় ঋতু অথবা সূর্য বিদ্যুৎ বাড়বানল (অথবা বায়ু এবং আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ—এই তিন অগ্নি সূর্যের ছয় পাদক্ষেপ। আকাশে সূর্যের তিন অবস্থান এবং বৎসর ও দুই অয়ন মিলে সূর্যের ছয়পদস্থাপনও হতে পারে।

বিষ্ণুর বামনত্বের প্রসঙ্গ বৈদিক সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ-যজুর্বেদে বামনের উল্লেখ বোধ করি প্রাচীনতম। "দেবাসুরা এষু লোকেষ্বস্পর্ধন্ত। স এতং বিষ্ণুর্বামনমপশ্যত্তং স্বায়ৈ দেবতায়া আলভত, ততো বৈ স ইমাল্লোঁকা-নভ্যজয়দ্বৈষ্ণবং বামনমালভেত স্পর্ধমানো বিষ্ণুরেব ভূত্বেমাল্লোকানভিজয়তি।'[2]

—দেব ও অসুরগণ পরস্পর বিবাদ করলো,—সেই বিষ্ণু এই বামনকে দেখলেন, তাকে নিজের দেবত্বের জন্য গ্রহণ করলেন, তারপর বিষ্ণু এই জগৎ-সমূহ জয় করলেন। বৈষ্ণব যজ্ঞে বামনকে গ্রহণ করবে। বিবদমান বিষ্ণু বামন হয়ে এই লোকসকল জয় করেন।

"বৈষ্ণবং বামনমালভেত"—বাক্যের অর্থে সায়নাচার্য বলেছেন, বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞো বিষ্ণুমেব স্বেন ভাগধেয়েনাপধাবতি।"—বিষ্ণুই যজ্ঞ, এই যজ্ঞে নিজের

১ অথর্ব—১৩।২।২।২৭ ২ কৃঃ যজুঃ—২।১।১।৩

ভাগ হিসাবে বামন প্রাপ্ত হয়। বামন অর্থে এখানে সায়নের মতে হ্রস্ব পশু বা ক্ষুদ্রকায় পশু। কিন্তু বামন অর্থে বিষ্ণুর ক্ষুদ্ররূপ অর্থাৎ অগ্নির অংশও হতে পারে।

সায়ন আরও বলেছেন, "রাজসূয়ে বৈষ্ণবং ত্রিকপালং বামনো দক্ষিণেত্যুক্ত-ত্বাদ্বামনস্ত বিষ্ণু দেবত্যত্বম্।"—রাজসূয় যজ্ঞে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ত্রিকপাল বামন (ক্ষুদ্রপশু) দক্ষিণা দিতে হয়, এইজন্য বিষ্ণু বামনের দেবতা।

শতপথ ব্রাহ্মণে বামনাবতার উপাখ্যানের মূল পাওয়া যায়—দেবাশ্চ বা অসুরাশ্চ। উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ পস্পৃধিরে ততো দেবা অনুব্যমিবাসুরথ হাসুরা মেনিরেঽস্মাকমেবেদং খলু ভুবনমিতি। তে যজ্ঞমেব বিষ্ণুং পুরস্কৃত্যেয়ুঃ॥ তে হোচুঃ। অনুনোঽস্যাং পৃথিব্যা মাভজতাস্ত্বেব নোপ্যস্যাং ভাগ ইতি তে হাসুরা অসূয়ন্ত ইবোচুর্যাবদেবৈষ বিষ্ণুরভিশেতে তাবদ্বো দদ্ম ইতি॥

বামনো হ বিষ্ণুরাস। তদ্দেবা ন জহীড়িরে মহদ্বৈ নোঽদুর্যে নো যজ্ঞসম্মিত-মদুরিতি॥

তে প্রাঞ্চং বিষ্ণুং নিপাদ্য। ছন্দোভিরভিতঃ পর্যগৃহ্নন্ গায়ত্রেণ ত্বাচ্ছন্দসা পরিগৃহ্নামীতি দক্ষিণতস্ত্রৈষ্টুভেন তাচ্ছন্দসা পরিগৃহ্নামীতি পশ্চাজ্জাগতেন তাচ্ছন্দসা পরিগৃহ্নামীত্যুত্তরতঃ॥

সোঽয়ং বিষ্ণুর্গ্লানঃ ছন্দোভিরভিতঃ পরিগৃহীতোঽগ্নিঃ পুরস্তান্নাপক্রমণমাস স তত্ত এবৌষধীনাং মূলান্যুপমুম্লোচ॥[1]

—দেব ও অসুরগণ প্রাজাপত্য যাগে পরস্পর বিবাদ করেছিলেন। তখন দেবগণ হীন হয়েছিলেন। অসুররা ভাবলো, আমাদেরই পৃথিবী। ...তাঁরা যজ্ঞরূপী বিষ্ণুকে সম্মুখে নিয়ে অগ্রসর হলেন। তাঁরা বললেন, এই পৃথিবীতে আমাদেরও ভাগ চাই। তখন অসুরগণ অসূয়াপরবশ হয়ে বললে, যতদূর পর্যন্ত বিষ্ণু শয়ন করেন, ততটুকু পৃথিবী দান করবো।

বিষ্ণু বামন হয়েছিলেন। তথাপি দেবগণ তাদের বাক্য অনাদর করলেন না,—যজ্ঞোপযোগী যে স্থান আমাদের দিয়েছে তাই যথেষ্ট।

তাঁরা বিষ্ণুকে পূর্বদিকে স্থাপন করলেন। গায়ত্রী ছন্দে তোমাকে গ্রহণ করি, এই মন্ত্রে বিষ্ণুকে গ্রহণ করে ছন্দের দ্বারা চতুর্দিক পরিক্রমণ করালেন; 'ত্রিষ্টুভ ছন্দে গ্রহণ করি' এই মন্ত্রে দক্ষিণ দিকে, পরে 'জগতী ছন্দের দ্বারা তোমাকে গ্রহণ করি' এই মন্ত্রে উত্তরে নিয়ে গেলেন।

১ শতপথ—১।২।২।১, ৩-৬, ৮

এইভাবে চতুর্দিক পরিক্রমণ করে বিষ্ণু পরিশ্রান্ত হলেন। ক্লান্ত হয়েও বিষ্ণু স্থান ত্যাগ করলেন না, সেইস্থানে ওষধিমূল আশ্রয় করে অন্তর্হিত হলেন।

তৈত্তিরীয় সংহিতা অনুসারে (৬।২।৪) ইন্দ্র শৃগালীর রূপ ধরে তিন পদবিক্ষেপে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করেছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৬।১৫) আছে যে জগৎ বিভাগকালে ইন্দ্র বলেছিলেন, বিষ্ণু যতটুকু ভূমি তিন পদক্ষেপে অধিকার করতে পারবেন ততটুকু ভূমি দেবগণ পাবেন, অবশিষ্ট ভূমি অসুররা পাবেন। অসুররা রাজি হোল। বিষ্ণু তিন পদে জগৎ বেদ ও বাক্য অধিকার করলেন। যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর স্বরূপ অসুরদের জানা ছিল না, তারা ভেবেছিল, বিষ্ণু বামন অর্থাৎ ক্ষুদ্র, —কিন্তু যজ্ঞরূপী বিষ্ণু বিশ্বব্যাপ্ত হয়ে পৃথিবী অধিকার করেছিলেন।

শতপথ ব্রাহ্মণে যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর ছিন্ন মুণ্ডরূপে আকাশে সূর্যের অবস্থান। বিষ্ণু অসুরদের নিকট থেকে পৃথিবী অধিকার করার পর যখন গুণবদ্ধ নিজ ধনুর উপর মস্তক রেখে বিশ্রাম করছিলেন, সেই সময়ে ঈর্ষাদগ্ধ দেবতাদের প্ররোচনায় পিপীলিকাগণ ধনুকের গুণ ছিন্ন করায় বিষ্ণুর মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং বিষ্ণুর ছিন্নমুণ্ড আকাশে সূর্যরূপে শোভিত হয়েছিল।

"তস্যাং ছিন্নায়াং ধনুরাত্নৌ বিস্ফুরন্ত্যৌ বিষ্ণোঃ শিরঃ প্রচিচ্ছিদতুঃ। তদ্ ঘৃণিতি পপাত। তৎ পতিত্বাসাবাদিত্যোঽভবৎ।"

বিষ্ণু যজ্ঞাগ্নি হওয়া সত্ত্বেও যে সূর্যরূপে আকাশে শোভিত—এই সত্য এই কাহিনীর মর্মকথা। তৈত্তিরীয় অরণ্যকে (৫।১) এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই কাহিনী পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণাদিতে বর্ণিত এই উপাখ্যানগুলিই পুরাণে বামনাবতার পরিকল্পনার মূলে। বামনরূপী বিষ্ণু বা সূর্যাগ্নির বিশ্বভুবন অধিকার করার কাহিনীর সঙ্গে ঋগ্বেদের বিষ্ণুর ত্রিপাদবিক্ষেপের কাহিনী সংযুক্ত হয়েই বামনাবতারের কাহিনীটি সম্পূর্ণতালাভ করেছে। যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর ত্রিপাদক্ষেপণের উল্লেখ শতপথ ব্রাহ্মণেও আছে—

বিষ্ণুস্ত্বা ক্রমতামিতি যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ স দেবেভ্য ইমাং বিক্রান্তিং বিচক্রমে, যৈষামিয়ং বিক্রান্তিরিদমেব প্রথমেন পদেন পস্পবাথেদমন্তরিক্ষং দ্বিতীয়েন দিবমুত্তমেনৈতাম্বেবৈষ এতস্মৈ বিষ্ণুর্যজ্ঞো বিক্রান্তিং বিক্রমতে।"[1]

—বিষ্ণু তোমাকে অতিক্রম করুন এই মন্ত্র, যজ্ঞই বিষ্ণু, তিনি দেবতাদের

১ শতপথ—১।২।১।২

মধ্যে এই প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন, ইহাদের মধ্যে তিনি এই প্রাধান্য লাভ করেছিলেন, যে প্রথম পদে তিনি পৃথিবী পালন করেছিলেন, দ্বিতীয় পদে অন্তরীক্ষ পালন করেছিলেন এবং উত্তম পদে দ্যুলোক অধিকার করেছিলেন, এইজন্য যজ্ঞরূপী বিষ্ণু প্রাধান্য অর্জন করেছিলেন।

এখানে যজ্ঞবিষ্ণু ও সূর্যবিষ্ণু একীভূত হয়ে গেছেন। কৃষ্ণযজুর্বেদে প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক এবং পার্থিবলোক আলোকিত করেছিলেন— "স দ্যামৌর্ণোদন্তরীক্ষং স স্বুবঃ স বিশ্বা ভুবো অভরৎ...।"[১] —সেই প্রজাপতি বিরাটরূপ ধারণ ক'রে আকাশ আচ্ছাদিত করলেন, তারপর স্বর্গ আবৃত করলেন, অতঃপর ভূলোকও আচ্ছাদিত করলেন।

প্রজাপতি যিনি তিনিই ত বিষ্ণু—তাই প্রজাপতি বিষ্ণু তিনরূপে তিনলোক আবৃত করেছিলেন।

গোরক্ষপুর থেকে প্রাপ্ত রাজা বীরসিংহদেবের স্বর্ণমুদ্রায় (খ্রীঃ ১১শ/১২শ শতাব্দী) বিপরীত দিকে (Reverse) বিষ্ণু একটি দানবকে পা দিয়ে দলিত করছেন। Prof. Allan-এর মতে বীরসিংহের মুদ্রায় অংকিত মূর্তিটি বামন অবতারের। তাঁর মতানুসারে ঐ মুদ্রায় লিখিত লিপি : শ্রীবৎস বামন।[২] কিন্তু V. V. Mirashi-এর মতে মুদ্রায় অংকিত মূর্তিটি বরাহাবতারের।[৩] পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (খ্রীঃ পূঃ ২য় শঃ) বিষ্ণু কর্তৃক বলি বন্ধনের উল্লেখ পাই।

মুদ্রায় বামন অবতারের অস্তিত্ব এই পৌরাণিক কাহিনীর জনপ্রিয়তা সূচিত করে। বিষ্ণুর ত্রিপদ নিক্ষেপের তাৎপর্য আমরা বিশ্লেষণ করেছি। কিন্তু বলির মস্তকে পদ স্থাপনের অর্বাচীন পৌরাণিক কাহিনীর কি কিছু তাৎপর্য আছে? বেদে অগ্নি বলের পুত্র। সুতরাং অগ্নিকে 'বলিন্' বা বলি বলতে অসুবিধে নেই। সায়ংকালে সূর্য-বিষ্ণু অগ্নিতে তেজ আধান করেন। এইভাবে তিনি বলির মস্তকে পদস্থাপন করে থাকেন। মনে হয় বলি-উপাখ্যানের এটাই তাৎপর্য। কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন যে বলি ও বামন উপাখ্যানের অন্তরালে আর্যগণ কর্তৃক অনার্য বিজয়ের কাহিনী লুক্কাইত আছে; বলি ছিলেন এক দ্রাবিড় রাজা, এখনও মালাবারে বলিরাজের স্মরণে প্রতিবৎসরে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়,

১ কৃষ্ণ যজুঃ—২।২।৫।১২
২ Numismatic Chronicle, Fifth Series, Vol. XVII (1937)—page 99.
৩ Indian Historical Quarterly, 1941, page 74.

মহাবলিপুরম্ নামক সহরটি বলিরাজের স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত। "Onam, the most important festival in Malabar, is annualy celebrated for the reception of Bali, and during the days of this festival there are exceptional feasting and merry making in the land so that the ancient king may feel at ease seeing his people happy.

Bali was probably a popular Dravidian king, whom the Aryans over-came by strategy. Scholars even opine that he was king of Mahabalipuram or Mamallapuram."[১]

বলি নামে কোন দ্রাবিড় রাজা ছিলেন কিনা জানি না। তবে Onam শব্দটি বামন শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করে। ওনম্ উৎসব বামন অবতারের বলিবিজয়ের স্মৃতিরূপে পালিত হওয়া অসম্ভব নয়।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে পঞ্চবটী অতিক্রম করে তাপ্তী নদীর তীরে বামন-বিষ্ণুর মূর্তি দেখেছিলেন। এই মূর্তি বলিরাজা প্রতিষ্ঠিত বলে কিম্বদন্তী আছে।

তিন সন্ধ্যা স্নান করি তাপতীর জলে।
বামন দেবের মূর্তি দেখিবারে চলে॥
একই প্রান্তরভূমি তাপতীর কাছে।
বামন দেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে॥
বলিরাজা এই মূর্তি করিলা স্থাপন।
তাপতী হইল তীর্থ ইহার কারণ॥[২]

অতঃপর মহাপ্রভু নর্মদা নদীর তীরে ভঁরোচ নামক স্থানে এসেছিলেন।" এখানে বলি রাজা অনুষ্ঠিত যজ্ঞকুণ্ড আছে।

ভঁরোচ নগরে যজ্ঞকুণ্ড দেখিবারে।
তাপতী ছাড়িয়া যায় নর্মদা ধারে॥
ভঁরোচেতে যজ্ঞকুণ্ড বলিরাজা করে।
কুণ্ড দেখিবারে যায় প্রফুল্ল অন্তরে॥
প্রকাণ্ড কুণ্ডের খাত দেখিয়া নয়নে।
অপার আনন্দ হইল চৈতন্তের মনে॥[৩]

১ Epics, Myths and Legends of India, P. Thomas,—page 27.
২ গোবিন্দদাস কর্মকারের কড়চা—পৃঃ ৬১ ৩ তদেব

বামন অবতারের কাহিনী বৈদিক এবং রূপক হলেও বামনদেবের মূর্তি, বলির যজ্ঞকুণ্ড এবং ওনম্‌ উৎসব বামনোপাখ্যানের ব্যাপক জনপ্রিয়তা সূচিত করে।

গয়াসুরের উপাখ্যান—বলির মস্তকে পদস্থাপনের কাহিনী থেকেই উৎপত্তি হয়েছে গয়াসুরের মস্তকে বিষ্ণুর পদক্ষেপের কাহিনী। গয়াসুরের উপাখ্যান বায়ুপুরাণ, গরুড়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত হয়েছে। গরুড়পুরাণে (৮২অঃ) সংক্ষেপে গয়াসুরবধ বৃত্তান্ত কথিত হয়েছে: গয়াসুরের সুদারুণ তপস্যায় ত্রিলোক তাপিত হলে বিষ্ণু তাকে মায়ামোহিত করে কীকট দেশে এনে গদাঘাতে নিহত করেছিলেন।

বায়ুপুরাণে (১৬০ অঃ) গয়াসুরের বহুসহস্রব্যাপী সুদারুণ তপস্যায় ত্রিলোক তাপিত হওয়ায় দেবগণের অনুরোধে বিষ্ণু এলেন গয়াসুরকে বরদান করতে। গয়াসুরের প্রার্থনা: সে যেন ত্রিলোকমধ্যে পবিত্রতম হয়ে ওঠে। বিষ্ণুসহ দেবগণ গয়াসুরের প্রার্থনা মঞ্জুর করলে গয়ের দেহস্পর্শে পাপীরা মুক্তি পাওয়ায় যমপুরী হোল শূন্য। এই অনাসৃষ্টির প্রতিকারকল্পে দেবগণের অনুরোধে ব্রহ্মা এলেন গয়ের কাছে একটা প্রার্থনা নিয়ে। ব্রহ্মা গয়ের পবিত্র দেহের উপরে যজ্ঞ করবেন। গয়াসুর নিজেকে কৃতার্থজ্ঞানে সম্মত হোল। কিন্তু যজ্ঞসমাপনের পরে তাপিত গয়দেহ কাঁপতে লাগলো। কম্পমান গয়দেহে শিলা চাপানো হোল, দেবতারা চাপলেন, বিষ্ণুর দেহ থেকে নির্গত শিলাখণ্ডও গয়ের দেহে স্থাপিত হোল কিন্তু গয়-শরীর কাঁপতেই থাকে। তখন বিষ্ণু এসে শিলায় চাপলেন; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অন্যান্য দেবসহ গয়দেহে স্থাপিত শিলায় আরোহণ করলেন; গয়ের দেহকম্পন স্তব্ধ হোল। দেবতারা গয়াসুরকে বর দিতে উদ্যত হওয়ায় গয়াসুর বললে—

যাবৎ পৃথ্বী পর্বতাশ্চ যাবচ্চন্দ্রার্কতারকাঃ
তাবচ্ছিলায়াং তিষ্ঠন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ ॥[১]

—যতদিন পৃথিবী, পর্বত, চন্দ্র ও তারকা থাকবে ততদিন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ শিলায় অধিষ্ঠিত থাকবেন।

অগ্নিপুরাণের (১১৪ অঃ) বর্ণনাও একই প্রকার। গয়াসুরের তপস্যায় বিচলিত দেবগণের কাছ থেকে গয়াসুর সকলতীর্থ অপেক্ষাও পবিত্রতা লাভের বর আদায় করে নিলে। সুতরাং গয়াসুরকে দর্শন করেই পাপীতাপী মুক্তি পেয়ে গেল।

---

১ বায়ুপুঃ—১০৬।৬৩-৬৪

যমলোক শূন্য। বিষ্ণু দেবতাদের আদেশ দিলেন গয়াসুরের দেহে যজ্ঞানুষ্ঠান করতে। গয়াসুরের মস্তকে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হোল,—গয়ের দেহ কাঁপতে লাগলো,—ব্রহ্মা পূর্ণাহুতি দিলেন। কিন্তু কম্পন থামলো না। বিষ্ণুর আদেশে দেবময়ী শিলা গয়াসুরের দেহে স্থাপিত করে দেবগণ তার উপরে উঠলেন। বিষ্ণু তাঁর গদাধর মূর্তিতে শিলায় অধিষ্ঠিত হলেন। বিষ্ণু বললেন,

ধারয়ধ্বং সুরাঃ সর্বে যস্যামুপরি সন্তু তে।
গদাধরো মদীয়াথ মূর্তিঃ স্থাস্যতি সামরৈঃ॥[১]

হে দেবগণ, তোমরা দেবময়ী শিলাধারণ কর, যার উপরে তোমাদের মূর্তি আর আমার গদাধর মূর্তি স্থাপিত হবে।

গদাধরের পদচিহ্ন গয়াসুরের মস্তকে রয়েই গেল। গয়াসুরের কাহিনীগুলির মধ্যে বায়ুপুরাণের কাহিনীটাই প্রাচীনতম। পরে গয়াসুরের মস্তকে দেবগণসহ বিষ্ণুর পদচিহ্ন স্থাপিত হওয়ার কাহিনী গড়ে উঠেছে। এ কাহিনী অবশ্যই বামনাবতারের কাহিনীর আদর্শে গড়ে উঠেছে এবং সূর্য-বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপে আকাশ পরিক্রমণেই এর বীজ নিহিত বলে মনে করি। আচার্য ঔর্ণবাভ বিষ্ণুর তিন পদস্থাপন প্রসঙ্গে বলেছেন যে বিষ্ণু "সমারোহণে, বিষ্ণুপদে গয়শিরসি"[২]—অর্থাৎ উদয়াচলে, অন্তরীক্ষে এবং অস্তাচলে, এই তিন স্থানে পদস্থাপন করেন। দুর্গাচার্য নিরুক্ত ব্যাখ্যার 'গয়শির' শব্দে অস্তাচল বলেছেন। এই মতানুসারে সূর্য-বিষ্ণুর তৃতীয় পদস্থান অস্তাচল বা গয়শির। গয়শির বা অস্তগমনস্থান গয়াসুরের মস্তকে পরিণত হয়েছে।

আচার্য শাকপূণির মতে পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ এবং আকাশে সূর্য, এই তিন রূপে বিষ্ণু পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও আকাশ এই তিন স্থানে পদ স্থাপন করেন। গরুড় ও অগ্নিপুরাণে দেবগণ গয়াসুরের মাথায় যজ্ঞ করেছিলেন এবং দেবগণসহ বিষ্ণু গয়াসুরের মস্তকে অবস্থান করেছিলেন। পৃথিবী অগ্নিস্থান বা যজ্ঞস্থান। অগ্নিতেই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান, কারণ যজ্ঞই বিষ্ণু। অতএব পৃথিবীতে যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর অবস্থান অথবা অগ্নিতে নিশাভাগে সূর্যের তেজস্থাপন গয়াসুরের উপাখ্যানের অন্যতর তাৎপর্য হতে পারে।

বরাহ-অবতার—বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্যতম বরাহ অবতার। বিষ্ণু বরাহমূর্তি ধারণ করে জল থেকে পৃথিবী উদ্ধার করেছিলেন।

---

১ অগ্নিপুঃ—১১৪।৯ ২ নিরুক্ত—১২।১৯।৩

রসাতলতলে মগ্নাং রসাতলতলে গতাম্।
প্রভুর্লোক হিতার্থায় দংষ্ট্রয়াভ্যুজ্জহার গাম্ ॥[১]

কবি জয়দেব লিখেছেন—

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥[২]

—তোমার দন্তাগ্রভাগে চাঁদের কলঙ্কের মত পৃথিবী লগ্ন থাকে। শূকর-রূপধারী কেশব, জগদীশ্বর হরির জয় হোক।

পুরাণগুলিতে বরাহ অবতার কাহিনীর কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্ন রূপ পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণানুসারে সৃষ্টির আদিতে সদ্যোজাতা বসুন্ধরা বিষ্ণু-পরিত্যক্ত হিরন্ময় তেজ ধারণে অশক্তা হয়ে অধোভাগে নিমজ্জিতা হতে লাগলেন। তখন বিষ্ণু পৃথিবীকে জলতল থেকে উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। পৃথিবীও স্তবের দ্বারা বিষ্ণুকে প্রীত করলেন। বিষ্ণু তখন এক বিরাটাকৃতি বরাহরূপ পরিগ্রহ করলেন।

জলক্রীড়াকৃচিস্তস্মাদ্বারাহং বপুরাস্থিতঃ।
অদৃশ্যং সর্বভূতানাং বাঙ্ময়ং ব্রহ্মসংস্থিতম্ ॥
শতযোজনবিস্তীর্ণমুচ্ছ্রিতং দ্বিগুণং ততঃ।
নীলজীমূতসংকাশং মেঘস্তনিতনিঃস্বনম্ ॥
গিরিসংহননং ভীমং শ্বেততীক্ষ্ণাগ্রদংষ্ট্রিণম্
বিদ্যুদগ্নিপ্রতীকাশমাদিত্যসমতেজসম্ ॥
পীনোন্নতকটিদেশে বৃষলক্ষণপূজিতম্।
রূপমাস্থায় বিপুলং বারাহমজিতো হরিঃ ॥
পৃথিব্যুদ্ধরণায়ৈব প্রবিবেশ রসাতলম্।[৩]

—জলক্রীড়াভিলাষী হরি শূকরদেহ ধারণ করলেন। সেই সর্বজীবের অপ্রাপণীয় বাঙ্ময় ব্রহ্মে স্থিত, শত যোজন বিস্তৃত ও দ্বিগুণ পরিমাণে উচ্চ, নীলমেঘের বর্ণ, মেঘগর্জনের মত গর্জন, পর্বতসদৃশ ভয়ংকর, তীক্ষ্ণশ্বেত দন্ত-বিশিষ্ট, বিদ্যুৎ ও অগ্নির মত দীপ্তিসম্পন্ন, সূর্যের মত তেজোবিশিষ্ট, কটীদেশ

১ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—৬।২৫ ২ গীত গোবিন্দম্—১।৭ ৩ মৎস্যপুঃ—২৪৯।৬৩-৬৭

স্থূল এবং উন্নত, বৃষলক্ষণান্বিত ও সর্বপূজ্য বিরাট বরাহরূপ ধারণ করে হরি পৃথিবী উদ্ধারের জন্য রসাতলে প্রবেশ করলেন।

অতঃপর রসাতলে প্রবিষ্টা ধরিত্রীকে তিনি দংষ্ট্রাগ্রে ধারণ করে জল থেকে তুলে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

রসাতলতলে মগ্নাং রসাতলতলংগতাম্।
প্রভুর্লোকহিতার্থায় দংষ্ট্রাগ্রেণোজ্জহার তাম্॥
ততঃ স্বস্থানমানীয় বরাহঃ পৃথিবীধরঃ।
মুমোচ পূর্বং মনসা ধারিতাঞ্চ বসুন্ধরাম্॥
ততো জগাম নির্বাণং মেদিনী তস্য ধারণাৎ।[১]

এই একই কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে হরিবংশে (ভবিষ্যপর্ব, ৩৪ অঃ)। এখানে বরাহ কেবলমাত্র মজ্জমানা পৃথিবীকেই উদ্ধার করেন নি, ইনি দিতির পুত্র হিরণ্যকশিপুর সহোদর হিরণ্যাক্ষকেও বধ করেছিলেন। হিরণ্যাক্ষ সমস্ত দেবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করে দেবরাজ ইন্দ্রকে অস্ত্রের দ্বারা স্তম্ভিত করেছিল।

সমরাংশ্চ দেবানখিলান স পরাজিত্য দানবঃ।
স্তম্ভয়িত্বা চ দেবেশমাত্মস্থং মন্যতে জগৎ।[২]

তখন বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষবধের উদ্দেশ্যে পূর্বগৃহীত বরাহরূপ ধারণ করলেন।

বারাহঃ পর্বতো নাম যঃ পূর্বং সমুদাহৃতঃ।
স এষ ভূত্বা ভগবানাজগামাসুরান্তকৃৎ॥[৩]

—দর্শপূর্ণমাসী যজ্ঞরূপী অর্থাৎ যজ্ঞতনু (পর্বসমন্বিত) যে বরাহদেহধারী ভগবানের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, সেই ভগবান অসুরহন্তা হয়ে আগমন করলেন।

শঙ্খচক্রধারী সেই বরাহ চক্রের দ্বারা হিরণ্যাক্ষের মস্তক ছিন্ন করলেন।

যঃ প্রভুঃ সর্বভূতানাং বরাহস্তেন তাড়িতঃ।
ততো ভগবতা চক্রমাবিধ্যাদিত্যসন্নিভম্॥
পাতিতং দানবেন্দ্রস্য শিরস্তূত্তমকর্মণা।
ততঃ স্থিতস্যৈব শিরস্তস্য ভূমৌ পপাত হ।
হিরণ্ময়ং বজ্রহতং মেরুশৃঙ্গমিবোত্তমম্॥[৪]

---

১ মৎস্যপুঃ—২৪৯।৭৪-৭৬ ২ হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব—৩৮।৩৪ ৩ তদেব—৩৯।২
৪ হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব—৩৯।২০-২১

—যিনি সর্বভূতের প্রভু বরাহ, তাঁর দ্বারা হিরণ্যাক্ষ তাড়িত হোল। তারপর শ্রেষ্ঠকর্মা ভগবান সূর্যসম তেজোময় চক্র গ্রহণ করে দানবরাজের শির বিচ্ছিন্ন করলেন। তারপর বজ্রাহত মেরুর শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গের মত হিরণ্যাক্ষের মস্তক ভূমিতে পতিত হোল।

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা আবার ভিন্নরূপ। ভাগবতের কাহিনীতে ব্রহ্মা যখন মনুকে প্রজা সৃষ্টি করতে আদেশ দেন তখন পৃথিবী মহাসলিলে নিমজ্জিতা হচ্ছে। পৃথিবী উদ্ধরণে মনুর অনুরোধ শুনে ব্রহ্মা যখন উপায়-চিন্তায় মগ্ন, তখন তাঁর নাসাবিবর থেকে নির্গত হোল একটি অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ক্ষুদ্র বরাহ।

ইত্যভিধ্যায়তো নাসাবিবরাৎ সহসানঘ।
বরাহ তোকো নিরগদাঙ্গুষ্ঠপরিমাণকঃ।
তস্যাভিপশ্যতঃ খস্থঃ ক্ষণেন কিল ভারত।
গজমাত্রঃ প্রববৃধে তদদ্ভুতমভূন্মহৎ ॥[১]

—এই প্রকার যখন চিন্তা করছিলেন ব্রহ্মা, তখন হঠাৎ তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ ক্ষুদ্র বরাহ নির্গত হোল। হে ভরতবংশধর, তিনি দেখতে দেখতেই সেই আকাশস্থিত বরাহ ক্ষণমাত্রে গজতুল্য অদ্ভুত বিরাট হয়ে গেল।

সেই বরাহ বিরাট আকার নিয়ে গর্জন করতে করতে জলমধ্যে প্রবেশ করে নিমগ্না বসুন্ধরাকে দেখতে পেলেন এবং দন্তদ্বারা তুলে ধরলেন।

স্বদংষ্ট্রয়োদ্ধৃতাং মহীং বিলগ্নাং
স উত্থিতঃ সংরুরুচে রসায়াঃ।

—নিজের দংষ্ট্রা দ্বারা উদ্ধার করে দন্তে লগ্না পৃথিবীকে নিয়ে রসাতল থেকে উত্থিত হয়ে তিনি শোভা পেতে লাগলেন।

এই যজ্ঞবরাহ দিতিপুত্র হিরণ্যাক্ষকে প্রবল যুদ্ধে নিহত করেছিলেন। বরাহ-রূপী বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষের কর্ণমূলে আঘাত করে তাকে নিহত করলেন—

তং মুষ্টিভির্বিনিঘ্নন্তং বজ্রসারৈরধোক্ষজঃ।
করেণ কর্ণমূলেঽহন্ যথা ত্বাষ্ট্রং মরুৎপতিঃ ॥
স আহতো বিশ্বসৃজা হ্যবজ্ঞয়া
পরিভ্রমদগাত্র উদস্তলোচনঃ।
বিশীর্ণবাহ্বঙ্‌ঘ্রিশিরোরুহোঽপতদ্
যথা নগেন্দ্রো লুলিতো নভস্বতা ॥[২]

১ ভাগবত—৩।১৩।১৮-১৯ ২ ভাগবত—৩।১৯।২৪-২৫

—বিষ্ণু বজ্রকঠিন মুষ্টি দ্বারা যখন তাকে (হিরণ্যাক্ষ) আঘাত করছিলেন, তখন মরুৎপতি ইন্দ্র যেমন বৃত্রকে (বজ্রদ্বারা) আঘাত করেছিলেন, সেইভাবে হস্তদ্বারা হিরণ্যাক্ষকে কর্ণমূলে আঘাত করলেন।

বিশ্বস্রষ্টা বিষ্ণু অবলীলাক্রমে আঘাত করলে হিরণ্যাক্ষের দেহ ঘূর্ণিত হতে লাগলো ; নয়ন বহির্গত হোল ; বাহু, উদর, মস্তক এবং কেশ বিশীর্ণ হয়ে গেল ;—ঝড়ে যেমন পর্বতশৃঙ্গ পতিত হয় সেইভাবে সে পতিত হোল।

বরাহ অবতারের এই কাহিনীর মূল বৈদিক গ্রন্থাদিতেই বিরাজমান। কৃষ্ণ-যজুর্বেদে প্রজাপতি বরাহমূর্তি ধারণপূর্বক পৃথিবীকে মহাসলিল থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

"আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীত্তস্মিন্ প্রজাপতির্বায়ুর্ভূত্বাঽচরৎ স সলিলমপশ্যত্তাং বরাহো ভূত্বাঽহরত্তাং বিশ্বকর্মা ভূত্বা ব্যমার্ট্ সাঽপ্রথত সা পৃথিব্যভবত্তৎ পৃথিব্যৈ পৃথিবিত্বম্।"[১]

—সৃষ্টির অগ্রে কেবলমাত্র জল ছিল, সেখানে স্থানাভাববশতঃ প্রজাপতি বায়ু হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন, বিচরণকালে তিনি জলমগ্ন পৃথিবীকে দেখে বরাহ-রূপে তাঁকে উদ্ধার করলেন। অতঃপর বিশ্বকর্মারূপে পৃথিবীকে মার্জন করে বাসযোগ্য কঠিন করে তুললেন।

রামায়ণেও স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বরাহরূপে বসুন্ধরাকে জল থেকে উদ্ধার করেছিলেন—

সর্বং সলিলমেবাসীৎ পৃথিবী তত্র নির্মিতা।
ততঃ সমভবদ্ ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্দৈবতৈঃ সহ॥
স বরাহস্ততো ভূত্বা প্রোজ্জহার বসুন্ধরাম্।[২]

—প্রথমে সমস্তই জলময় ছিল, তারপরে পৃথিবী নির্মিত হোল। তারপর স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা দেবগণের সঙ্গে প্রাদুর্ভূত হলেন। তিনি বরাহ হয়ে বসুন্ধরা উদ্ধার করলেন।

গরুড়পুরাণেও ব্রহ্মা বরাহরূপে দংষ্ট্রা দ্বারা পৃথিবী উদ্ধার করেছিলেন—

ব্রহ্মা তু সৃষ্টিকালেঽস্মিন্ জলমধ্যগতাং মহীম্।
দংষ্ট্রোদ্ধরতি যো জ্ঞাত্বা বারাহীমাস্থিততনুম্॥

—এই সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা জলমধ্যগতা পৃথিবীকে বরাহমূর্তি ধারণ করে দন্ত দ্বারা উদ্ধার করেছিলেন।

১ কৃষ্ণ যজুঃ—৭।৭।১।৫ ২ শতপথ—১৪।১।২।১১

শতপথ ব্রাহ্মণে এমুষা নামে প্রজাপতি জল থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের মতে জলপূর্ণ ছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। জল নিয়ে প্রজাপতি তপস্যা করছিলেন। তিনি চিন্তা করলেন, কিভাবে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হবে। তিনি একটি পদ্মপত্রদণ্ডের উপরে স্থাপিত দেখলেন। পত্রটি কিসের উপরে স্থাপিত জানবার জন্য তিনি বরাহরূপ ধরে জলে ডুব দিলেন। জলের নীচে তিনি দেখলেন পৃথিবীকে; পৃথিবীর কিছু অংশ তুলে নিয়ে তিনি উপরে উঠে এলেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে শতভুজ কৃষ্ণবরাহ পৃথিবী উদ্ধার করেছিলেন,—"বরাহেণ কৃষ্ণেণ শত বাহুনা উদ্ধৃতা।"[১]

কিন্তু বরাহ-অবতারের উৎস ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদে বিষ্ণু বরাহকে বিদ্ধ করেছিলেন—

মুষায়দ্বিষ্ণুঃ পচতং সহীয়ান্ বিধ্যদ্বরাহং
তিরো অদ্রিমস্তা ॥[২]

—বিষ্ণু অসুরদের পক্ব ধন (শস্য) অপহরণ করেছিলেন, তিনি পর্বতের অন্তরালে বরাহকে ভেদ করেছিলেন।

আর একটি ঋকে ত্রিত ইন্দ্রের তেজে তেজস্বী হয়ে বরাহ বধ করেছিলেন—

অস্য ত্রিতো ম্বোজসা বৃধানো বিপা বরাহময়ো
অগ্রয়া হন্ ॥[৩]

—ত্রিত ইহার (ইন্দ্রের) তেজে তেজস্বী হইয়া লৌহের ন্যায় তীক্ষ্ণ নখবিশিষ্ট অঙ্গুলিদ্বারা বরাহকে বধ করিয়াছে।[৪]

বিশ্বেত্তা বিষ্ণুরাভরদুরুক্রমস্ত্বেষিতঃ।
শতং মহিষান্ ক্ষীরপাকমোদনং বরাহমিন্দ্র এমুষম্ ॥[৫]

—হে ইন্দ্র, বিস্তীর্ণগতি বিষ্ণু তোমার দ্বারা প্রেরিত হয়ে শত মহিষ, দুগ্ধপক্ব অন্ন ও বরাহ আনয়ন করেছেন।

উদ্ধৃত ঋকত্রয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ঋকটি সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত মনে করেছেন যে, বিষ্ণু ইন্দ্রের জন্য খাদ্য হিসাবে বরাহ এনেছিলেন। প্রথম ঋকটিতে সায়ন বরাহ শব্দে 'মেঘ' গ্রহণ করেছেন। রমেশচন্দ্রও বরাহ অর্থে মেঘ গ্রহণ করেছেন। দুটি ঋকই ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। প্রথম ঋকের বিষ্ণু শব্দটিকে ইন্দ্রের

---

১ তৈঃ আঃ—১।২৩।৩ ২ ঋগ্বেদ—১।৬১।৭ ৩ ঋগ্বেদ—১০।৯৯।৬
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—৮।৭৭।১০

বিশেষণরূপে গ্রহণ করে সায়নাচার্য অর্থ করেছেন, "জগতো ব্যাপকঃ"—অর্থাৎ জগদ্ব্যাপক ইন্দ্র। কিন্তু দুটি ঋকেই বিষ্ণু ইন্দ্রের সখা। সূর্যরূপী বিষ্ণু সখা ইন্দ্রের জন্ত বরাহ ভেদ করেছেন। বরাহ এক্ষেত্রে মেঘরূপে গৃহীত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। সূর্যরূপী বিষ্ণু মেঘ সঞ্চার এবং ভেদ করে বৃষ্টি পাতনের ব্যাপারে ইন্দ্রের সহায়ক হয়েছিলেন। সেইজন্য ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা বিষ্ণু।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৬।২।৪।২ ৩) বিষ্ণু কর্তৃক বরাহবধের কাহিনী পল্লবিত হয়েছে,—সপ্ত পর্বতের অন্তরালে বরাহ অসুরদের ধনসম্পদ লুকিয়ে রেখেছিল। ইন্দ্র একগুচ্ছ কুশের দ্বারা পর্বত ভেদ করে বরাহকে হত্যা করলেন। যজ্ঞরূপী বিষ্ণু ঐ বরাহকে দেবতাদের যজ্ঞের জন্য গ্রহণ করলেন।

উল্লেখযোগ্য এই যে মহাভারতে কিরাতরূপী শিব ও অর্জুন কর্তৃক বরাহবধের উপাখ্যানের উৎস এখানেই।[১] যে বিষ্ণু বরাহ বধ করে ইন্দ্র তথা দেবতাদের উপকার করেছিলেন, তিনিই পরে বরাহের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গিয়ে পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলেন মহাসমুদ্র থেকে। মেঘহনন বা বরাহবধ জীব সৃষ্টির পক্ষে অবশ্য প্রয়োজন। তাই জীব সৃষ্টির দেবতা প্রজাপতি বরাহরূপ ধারণের কেন্দ্র হলেন। যিনি সূর্য বা বিষ্ণু তিনিই প্রজাপতি, তিনিই আবার রুদ্র, তিনিই ইন্দ্র। কেবল গুণকর্মভেদে উপাধিভেদ। ঋগ্বেদ রুদ্রকেও দিব্য বরাহ বলেছেন,—দিবো বরাহমরুষং কপর্দিনম্।[২] কিন্তু পরবর্তীকালে প্রজাপতি হলেন ব্রহ্মা। সেইজন্ত পুরাণাদিতে ব্রহ্মাই বরাহ হয়েছেন। কিন্তু আরও পরে সকল অবতারত্ব যখন বিষ্ণুতেই আরোপিত হোল—বিষ্ণু হলেন সর্বপ্রধান দেবতা তখন বরাহরূপে পৃথিবী রক্ষা বিষ্ণুর কীর্তিরূপেই পরিগণিত হোল।

লিঙ্গপুরাণে বর্ণিত বৃত্তান্ত অনুসারে শিবলিঙ্গ আবির্ভূত হয়ে স্বর্গ ও পাতাল অধিকার করায় ব্রহ্মা হংসরূপে স্বর্গে এবং বিষ্ণু বরাহরূপে পাতালে যাত্রা করলেন লিঙ্গের সীমা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে।

নারায়ণোঽপি বিশ্বাত্মা নীলাঞ্জনচয়োপমম্।
দশযোজন বিস্তীর্ণমায়াতাং শতযোজনম্॥
মেরুপর্বতবর্ষ্মাণং গৌরতীক্ষ্ণাগ্রদংষ্ট্রিণম্।
কালাদিত্যসমাভাসং দীর্ঘঘোণং মহাস্বনম্॥
হ্রস্বপাদং বিচিত্রাঙ্গং জৈত্রং দৃঢ়মনুত্তমম্।
বারাহমমিতং রূপমাস্থায় গতবানধঃ॥[৩]

---

১ বনপর্ব, ৩৯ অঃ ২ ঋগ্বেদ—১।১১৪।৫ ৩ লিঙ্গপুঃ, পূর্বভাগ—১৭।৪০-৪২

—নীলাঞ্জনতুল্যবর্ণ, বিশ্বাত্মা নারায়ণ দশ যোজন বিস্তীর্ণ, শতযোজন দীর্ঘ, মেরুপর্বততুল্যদেহ, শুভ্রতীক্ষ্ণাগ্রদংষ্ট্রাযুক্ত, কালাদিত্যসমতেজাঃ, দীর্ঘনাসিকা, ভীমগর্জনকারী কৃষ্ণবর্ণ বরাহের রূপ ধারণ করে অধোভাগে গমন করলেন।

এই একই বিবরণ দৃষ্ট হয় শিবপুরাণান্তর্গত বিদ্যেশ্বর সংহিতায় (৪র্থ অঃ) এবং জ্ঞানসংহিতায় (২য় অঃ)।

এই বিষ্ণুই আবার বরাহরূপ ধারণ করে পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় অভিমত প্রকাশ করেছেন যে বরাহ আকাশে অবস্থিত মৃগনক্ষত্র (constellation) বা কালপুরুষ নক্ষত্র; পৃথিবী স্বর্গলোক। বরাহ বা কালপুরুষ নক্ষত্র স্বর্গ ধারণ করেছিলেন। "এই ১৩টি তারায় মৃগের ও বরাহের দেহ গঠিত হইয়াছে।···

ঋষিগণ নীল নভোমণ্ডলকে সমুদ্র বলিতেন। পার্থিব সমুদ্র যেমন নীল, আকাশ সমুদ্রও তেমনি নীল। এই আকাশ সমুদ্র অর্ণব মহার্ণব।···

প্রতিবৎসর সূর্য কালপুরুষ নক্ষত্র দিয়া গমন করিতেছেন, কিন্তু সূর্য ও নক্ষত্র একদা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণে সূর্যোদয়ের পূর্বে দিব্যবরাহকে যেদিন উদিত হইতে দেখা যাইত, সেদিন প্রাতে যজ্ঞ হইত—এই হেতু দিব্য-বরাহের নাম যজ্ঞ-বরাহ হইয়াছিল। প্রজাপতি বিষ্ণু স্বর্লোকে, বরাহ স্বর্লোকে; অতএব বলিতে পারি, যে পৃথিবী উত্তোলিত হইয়াছিল তাহাও স্বর্লোক বা স্বর্গ।···দিব্য-বরাহের উদয় কালে মনে হয় যে ভূ-পৃথিবী হইতে উত্থিত হইতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বর পৃথিবীকে উপরে তুলিতেছেন। ইহাই পৌরাণিক উপাখ্যানের অর্থ।"[২]

আচার্য রায়ের মতে একই মৃগ বা কালপুরুষ কখনও দক্ষ, কখনও কূর্ম, কখনও বরাহ, কখনও রুদ্র এবং কখনও বামন। কিন্তু মৃগ-বরাহ কর্তৃক স্বর্গলোক ধারণ ব্যাপারটি নিতান্তই অস্পষ্ট। আর মৃগ-বরাহের (কালপুরুষ) সঙ্গে সূর্য-বিষ্ণুর অভিন্নতা কল্পনা কষ্টকল্পনা ছাড়া কিছুই নয়।

সূর্য-বিষ্ণু কর্তৃক বরাহরূপে পৃথিবী উদ্ধারের একটি সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। আকাশ সমুদ্রে ভাসমান সূর্যকে মীন, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদিরূপে কল্পনা করা সহজ-সাধ্য। পৃথিবীর জন্মের পরে পৃথিবী যখন অনন্ত আকাশ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে অতলে তলিয়ে যাচ্ছিল, তখনই বিষ্ণু বরাহরূপে পৃথিবীকে আকর্ষণ করে

১ লিঙ্গপুঃ—৯৪ অঃ ২ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ২০-২৩

উদ্ধার করেছিলেন। সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবী স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত না হলে পৃথিবীর বিনষ্টি সুনিশ্চিত ছিল।

কৃষ্ণযজুর্বেদে এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে বিষ্ণু দ্যাবাপৃথিবীকে স্তম্ভিত করেন, কিরণ (তেজ বা শক্তি) দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করেন,—

ব্যস্কভ্‌নাদ্রোদসী বিষ্ণুরেতে দাধার পৃথিবীমভিতো ময়ূখৈঃ।[১]

বিষ্ণু যজ্ঞ,—বিষ্ণুর অবতার বরাহ ও যজ্ঞবরাহ।

"যজ্ঞবারাহমতুলং রূপং যদ্‌বিভ্রতো হরেঃ।"[২]

—হরির যে রূপ অতুলনীয় যজ্ঞবরাহমূর্তি পরিগ্রহ করেছিল।

পুরাণে যজ্ঞ-বরাহের বর্ণনা—

স বেদবাহ্যপদংষ্ট্রঃ ক্রতুবক্ষাশ্চিতীমুখঃ।
অগ্নিজিহ্বা দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ॥

*　*　*

ঊর্ধ্বগাত্রো হোমলিঙ্গঃ স্থানবীজো মহৌষধীঃ।
বেদ্যান্তরাত্মা মন্ত্রস্ফিগাজ্যস্পৃক্‌ সোমশোণিতঃ॥
বেদস্কন্ধো হবির্গন্ধো হব্যকব্যাতিবেগবান্‌।
প্রাগ্বংশকায়ো দ্যুতিমান্নানাদীক্ষাভিরন্বিতঃ॥[৩]

—তাঁর দন্তদ্বয় বেদবাদী, যজ্ঞাগ্নি বক্ষ, মুখ অগ্নিচয়ন, জিহ্বা অগ্নি, রোমরাজি কুশঘাস, মস্তক ব্রহ্ম, তিনি মহাতপস্বী।

তিনি ঊর্ধ্বগাত্র, হোম তাঁর লিঙ্গ, যজ্ঞস্থান তাঁর বীজ, মহৌষধিস্বরূপ, যজ্ঞবেদী তাঁর অন্তরাত্মা, মন্ত্র তাঁর স্ফিক্‌, ঘৃতমিশ্রিত সোমরস তাঁর শোণিত, বেদ স্কন্ধদেশ, হবি তাঁর দেহগন্ধ, হব্য ও কব্য তাঁর প্রবল বেগ, প্রাগ্‌বংশ (যজ্ঞশালা) তাঁর শরীর, তিনি দ্যুতিসম্পন্ন ও নানাবিধ দক্ষিণাসমন্বিত।

এই বর্ণনা বৈদিক যজ্ঞের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা। যজ্ঞরূপী বিষ্ণু বা যজ্ঞবরাহও পৃথিবীকে ধারণ করে থাকেন। যজ্ঞহবিঃ ভোজনে তৃপ্ত দেবগণ বিশেষতঃ ইন্দ্র বা পর্জন্য বর্ষণের দ্বারা পৃথিবীকে প্রাণবন্ত করে রাখেন। এইভাবে যজ্ঞ-বরাহ পৃথিবী ধারণ করেন।

মৎস্যাবতার—বিষ্ণুর এক অবতার মীন বা মৎস্য। মৎস্য বিষ্ণুর প্রথম অবতার।

১ কৃষ্ণ যজুঃ—১।২।১৩।৫　২ চণ্ডী—৮।১৯　৩ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—১৬।১৯-২০

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্।
কেশবধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে।[১]

বিষ্ণু বেদ রক্ষা করেছিলেন প্রলয়পয়োধি থেকে একটি মৎস্যরূপ ধারণ করে। মৎস্যপুরাণের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিষ্ণুর মৎস্যরূপ ধারণ করার কাহিনী আছে। মৎস্যপুরাণের কাহিনী নিম্নরূপ :

পুরাকালে সূর্যতনয় মনু পুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে তপস্যায় অযুত শত বৎসর অতিবাহিত করলেন। ব্রহ্মাকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে মনু বর প্রার্থনা করে নিলেন যে, প্রলয়কালে তিনি চরাচর সহ জগতের রক্ষাবিধানে সমর্থ হবেন। তারপর একদা মনু যখন স্বীয় আশ্রমে পিতৃতর্পণ করছিলেন, সেই সময়ে একটি শফরী তাঁর হাতে এসে পড়ে। মনু ক্ষুদ্র মৎস্যটিকে রাখলেন একটি কমণ্ডলুতে,—মৎস্যটি একটি দিনেই ষোল আঙ্গুল বর্ধিত হোল। মনু তখন তাকে রাখলেন একটি মণিকে। সেই মৎস্য এবার একরাত্রে তিন হাত বর্ধিত হোল। মৎস্যের অনুরোধে মনু তাকে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করলেন। যখন কূপেও মাছটির স্থান সংকুলান হোল না, তখন সেই মৎস্যকে মনু এক সরোবরে স্থাপন করলেন। সেখানেও সে অত্যধিক পরিমাণে বর্ধিত হোল, মনু তখন মৎস্যটিকে এনে সমুদ্রে ছেড়ে দিলেন। মৎস্যের বিশাল দেহ সমস্ত সাগর জল পরিব্যাপ্ত করে ফেললো। তখন মনু মৎস্যরূপী বিষ্ণুর স্বরূপ উপলব্ধি করে বিষ্ণুর স্তব করলেন। মৎস্যরূপী বিষ্ণু মনুকে বললেন যে আসন্ন মহাপ্রলয়ে দেবতাদের দ্বারা নির্মিত বিশাল নৌকায় নিখিল জীবকে রক্ষা করে মৎস্যের শৃঙ্গে নৌকার রজ্জু বন্ধন করে মনু জীব জগৎকে রক্ষা করবেন। অনন্তর প্রলয়কাল উপস্থিত হলে মনু যোগবলে ভুজঙ্গরজ্জুদ্বারা নিখিল জীবকে আকর্ষণ করে নৌকায় স্থাপন পূর্ব্বক নৌরজ্জু বন্ধন করলেন মীনরূপী বিষ্ণুর শৃঙ্গে।

মহাভারতে বনপর্বে (১৮৭ অঃ) বিষ্ণুর মৎস্যাবতার কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। তপঃপরায়ণ মনু একদিন নদীতীরে তপস্যায় রত ছিলেন, সেই সময়ে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য আবির্ভূত হয়ে বৃহৎ মৎস্যকুলের গ্রাস থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য কাতর আবেদন জানাল। মনু মৎস্যটিকে অলিঞ্জরে (মাটির জালায়) স্থাপন

১ গীতগোবিন্দম্—১।৫

করলেন। ঐ মৎস্য ক্রমশঃ পরিবর্ধিত হয়ে বিশাল এক বাপীতে, পরে গঙ্গাগর্ভে ও অবশেষে সাগরে নীত হয়েছিলেন। অতঃপর মৎস্য মনুকে প্রলয়কালীন ব্যবস্থা হিসাবে একটি বিশাল রজ্জু-সংযুক্ত নৌকা নির্মাণ করে সপ্তর্ষিগণের সঙ্গে সর্বপ্রকার বীজ সংগ্রহপূর্বক নৌকায় আরোহণ করে অপেক্ষা করতে বললেন। মনুও নির্দেশমত সর্বপ্রকার বীজ সংগ্রহ করে নৌকায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেই বিরাট মৎস্য শৃঙ্গসহ উপস্থিত হলে মনু নৌকার রজ্জু মৎস্যের শৃঙ্গে বদ্ধ করলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জলে প্লাবিত হয়ে গেল। মহামীন মনুর নৌকাকে হিমালয়ের এক শৃঙ্গে বদ্ধ করলেন। তখন মৎস্য বললেন, আমি পরাৎপর ব্রহ্মা, তোমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করলাম. এখন এই বৈবস্বত মনু দেব মানুষ অসুর স্থাবর জঙ্গম সকল পদার্থ সৃষ্টি করবেন।

অহং প্রজাপতির্ব্রহ্মা মৎপরং নাধিগম্যতে।
মৎস্যরূপেণ যূয়ঞ্চ ময়াস্মান্ মোক্ষিতা ভয়াৎ॥
মনুনা চ প্রজাঃ সর্বাঃ সদেবাসুরমানুষাঃ।
স্রষ্টব্যাঃ সর্বলোকাশ্চ যচ্চেঙ্গং যচ্চ নেঙ্গতি॥[1]

শতপথ ব্রাহ্মণে মনুমৎস্যকথা বিবৃত হয়েছে। মনু যখন প্রাতঃকালে হস্তমুখ প্রক্ষালন করছিলেন সেই সময়ে এক ক্ষুদ্র মৎস্য তার হাতে উঠলো। সেই মৎস্য বললে—

বিভৃহি মা পারয়িষ্যামি ত্বেতি কস্মান্মা পারয়িষ্যসীত্যৌঘে ইমাঃ সর্বাঃ প্রজা নির্বোঢ়া ততস্ত্বা পারয়িতাস্মীতি···॥”[2] —আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমাদের পার করবো। মনু বললেন, কেমন করে আমাকে পার করবে? মৎস্য বললেন, জলস্রোতে সকল প্রজা বিনষ্ট হয়ে যাবে, তখন তোমাকে পার করবো।

এর পরে মৎস্যের আয়তন বৃদ্ধি ও ক্রমে সাগরে স্থানলাভ—মহাপ্লাবন—মৎস্য কর্তৃক মনুর নৌকা বহন ও হিমালয় শীর্ষে স্থাপন বর্ণিত হয়েছে। তারপর মৎস্য বললেন, একটি বৃক্ষে নৌকা বাঁধ; যেমন যেমন জল কমবে, তেমন তেমন অবতরণ করবে। মনুও জলের অবতরণের সাথে সাথে নীচে নেমে এলেন, দেখলেন সব প্রজাই বিনষ্ট হয়েছে, মনু একাই রইলেন।

যাবত্তাবদুদকং সমাবায়াত্তাবদন্বসর্পাসীতি স হ তাবত্তাবদেবান্বসর্প তদপ্যেত-দুত্তরস্য গিরের্মনোরবসর্পণমিত্যোঘো হ তাঃ সর্বাঃ প্রজা নিরুবাহাথেহমনুরেবৈকঃ পরিশিশিষে॥[3]

১ মহাঃ, বনপর্ব—১৮৭।৫২-৫৩ ২ শতপথ ব্রাঃ—১।৮।১ ৩ শতপথ—১।৮।১৬

বিষ্ণুর মৎস্যাবতার উপাখ্যানের উৎস শতপথ ব্রাহ্মণের এই উপাখ্যান। শতপথ ব্রাহ্মণের 'মনু মৎস্যকথা'-য় মৎস্যটির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় নি; অর্থাৎ মৎস্যটি প্রজাপতি ব্রহ্মা অথবা বিষ্ণু, একথার উত্তর সেখানে নেই।

মহাভারতে মৎস্যটি ব্রহ্মা—পুরাণে বিষ্ণু। অবশ্য ব্রহ্মা ও বিষ্ণু স্বরূপতঃ অভিন্ন। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় মৎস্যাবতারকে আকাশের নক্ষত্রাদির অবস্থান থেকে উৎপন্ন বলে মনে করেছেন। সপ্তর্ষি নামে চিহ্নিত যে নক্ষত্র-সপ্তক, সেই-গুলি মনুর নৌকা, সপ্তর্ষির নিকটবর্তী ধ্রুবতারা মৎস্য—ঋগ্বেদের শিংশুমার, সংস্কৃত শিশুমার। "ঋগ্বেদে এই মৎস্যের নাম শিংশুমার, সংস্কৃতে শিশুমার। জ্যোতিষের ধ্রুব মৎস্যই শিশুমার।"[১]

"ঋষিগণ সপ্তর্ষি নক্ষত্রে নৌকার সাদৃশ্য দেখিতেন।"[২]

ধ্রুবতারাকে মৎস্য এবং সপ্তর্ষিকে নৌকারূপে কল্পনা হয়ত সম্ভব। কিন্তু ধ্রুবতারাকে বিষ্ণু বা সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা সমীচীন বোধ হয়না। সপ্তর্ষি-রূপী নৌকার সাহায্যে প্রলয় সাগর থেকে ধ্রুবতারা কর্তৃক পৃথিবী রক্ষা করার তাৎপর্য বোঝা যায় না। কিন্তু সূর্যকেই যদি মৎস্যরূপী বিষ্ণু বলে গ্রহণ করি তবে অনন্ত মহাকাশরূপ মহসাগরে বিষ্ণুর মৎস্যাবতারের অবাধ সঞ্চরণ এবং আকর্ষণ রজ্জু দ্বারা পৃথিবী রক্ষার রহস্যটি উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। সূর্যের কিরণই মীনরূপী বিষ্ণুর শৃঙ্গ। অথর্ববেদে সূর্য সহস্রশৃঙ্গ—

সহস্রশৃঙ্গো বৃষভো যঃ সমুদ্রাদুদাচরৎ।[৩]—সহস্রশৃঙ্গ বৃষ্টি বা কাম্যফলের বর্ষণ-কারী সূর্য সমুদ্র থেকে উদিত হন।

সায়নাচার্য বলেছেন, "যদ্বা সমুদ্রমিতি অন্তরিক্ষ নাম। অন্তরিক্ষ প্রদেশাৎ উদয়াচল পরিসরবর্তিনঃ উদাচরৎ উদগাৎ।"—অথবা সমুদ্র অন্তরিক্ষের নাম। উদয়াচল প্রসারিত অন্তরিক্ষ প্রদেশ থেকে উদিত হচ্ছেন।

মহাকাশে ভাসমান পৃথিবীই নৌকা। এই নৌকায় সূর্য বা সূর্যের তেজ (সূর্যপুত্র মনু) জীবনের অনুকূল সর্বপ্রকার অবস্থা (জীবনের বীজ) রক্ষা করেছেন।

কূর্মাবতার—ভগবান বিষ্ণু সমুদ্রমন্থনকালে কূর্মরূপ ধারণ করেছিলেন। দেব-দানব মিলে অনন্ত রজ্জুদ্বারা মন্দার পর্বতকে বেষ্টন করে যখন সমুদ্রমন্থন করতে সুরু করেছিলেন, সেই সময় অবলম্বনহীন মন্দার পর্বত সমুদ্রের নীচে

১ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ৩৯ ২ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ৪২

৩ অথর্ব—৪।১।৫।১

তলিয়ে যেতে লাগলো ; ভগবান বিষ্ণু তখন কূর্মরূপ ধারণ করে পর্বতের তলদেশে শয়ন করায় পর্বত পুনরায় উচ্ছ্রিত হয়েছিল।

মথ্যমানেঽর্ণবে সোঽদ্রিরনাধারো হ্যপোঽবিশৎ।
ধ্রিয়মাণোঽপি বলিভির্গৌরবাৎ পাণ্ডুনন্দন।
তে সুনির্বিণ্ণমনসঃ পরিম্লানমুখশ্রিয়ঃ।
আসন্ স্বপৌরুষে নষ্টে দৈবেনাতিবলীয়সা॥
বিলোক্য বিঘ্নেশবিধিং তদেশ্বরো
দুরন্তবীর্যোঽবিতথাভিসন্ধিঃ।
কৃত্বা বপুঃ কচ্ছমদ্ভুতং মহৎ
প্রবিশ্য তোয়ং গিরিমুজ্জহার হ॥[১]

—হে পাণ্ডুনন্দন, সমুদ্র মন্থিত হতে থাকলে শক্তিমান দেবাসুর কর্তৃক ধৃত হওয়া সত্ত্বেও ভারহেতু নিরাধার পর্বত জলে মগ্ন হোল। বলবান দৈব কতৃক পৌরুষ নির্জিত হলে তাঁরা বিষণ্ণ মনে ম্লান মুখে অবস্থান করতে লাগলেন। বিঘ্নেশকৃত বিঘ্ন দেখে অপ্রতিহত বীর্য সত্যসন্ধ ঈশ্বর অদ্ভুত বিশাল কচ্ছপদেহ ধারণ করে জলে প্রবেশ করে পর্বত উদ্ধার করেছিলেন।

ভাগবতে কূর্ম স্বয়ং বিষ্ণু। কিন্তু মৎস্যপুরাণে কূর্ম ও অনন্ত নাগ বিষ্ণুর অংশ। মৎস্যপুরাণে ব্রহ্মা অমৃত মন্থনের নিমিত্ত দেবগণকে উপদেশ দিয়েছিলেন—দানবরাজ বলি, পাতালস্থিত কূর্মরূপী বিষ্ণু এবং মন্দার পর্বতের সহায়তা গ্রহণ করতে।

দানবেন্দ্রো বলিঃ স্বামী স্তোককালং নিবেশ্যতাম্।
প্রার্থ্যতাং মন্দরঃ শৈলো মন্থ্যকার্যং প্রবর্ততাম্॥[২]

—এই কার্যে কিছুকালের জন্য দানবরাজ বলিকে প্রভু কর, পাতালে কূর্মরূপী অব্যয় বিষ্ণুর সাহায্য প্রার্থনা কর, মন্দর পর্বতকে প্রার্থনা কর এবং মন্থনকার্য শুরু কর।

দেবদানবের প্রার্থনায় মন্দর মন্থনদণ্ড হতে রাজি হলেন, কিন্তু তার নিম্নে আধার চাই—

যথেতি মন্দরঃ প্রাহ যস্যাধারো ভবেন্মম।
যত্র স্থিত্বা ভ্রমিষ্যামি মথিষ্যে বরুণালয়ম্॥[৩]

১ ভাগবত—৮।৭।৬ ৮ ২ মৎস্যপুঃ—২৪৯।১৫-১৬ ৩ মৎস্যপুঃ—২৪৯।২৫

—মন্দর বললেন, তাই হবে, যদি আমার আধার থাকে, যেখানে অবস্থান করে আমি ঘুরবো এবং বরুণালয় মন্থন করবো।

তখন বিষ্ণুর চতুর্থাংশে নির্মিত কূর্ম এবং শেষ বহির্গত হলেন—

ততস্তু নির্গতৌ দেবৌ কূর্মশেষৌ মহাবলৌ।
বিষ্ণোর্ভাগৌ চতুর্থাংশাদ্ধরণ্যা ধারণে স্থিতৌ ॥[১]

—তখন মহাবলশালী ধরণীধর বিষ্ণুর চতুর্থাংশ কূর্ম এবং শেষ নামক দেবদ্বয় বহির্গত হলেন।

মহাভারতেও সমুদ্রমন্থনকালে দেবদানবের অনুরোধে কূর্মরাজ মন্দর পর্বতের নীচে পৃষ্ঠস্থাপন করেছিলেন।

ঊচুশ্চ কূর্মরাজানমকূপারে সুরাসুরাঃ।
অধিষ্ঠানং গিরেরস্য ভবান্ ভবিতুমর্হতি ॥
কূর্মেণ তু তথেত্যুক্ত্বা পৃষ্ঠমস্য সমর্পিতম্।
তং শৈলং তস্য পৃষ্ঠস্থং যন্ত্রেণেন্দ্রো ন্যপীড়য়ৎ ॥[২]

—দেব ও দানবগণ সমুদ্রতীরে কূর্মরাজকে বললেন, তুমি এই পর্বতের অধিষ্ঠানভূমি হও। কূর্মও তাই হবে বলে নিজের পিঠ পেতে দিলেন। কূর্ম-পৃষ্ঠস্থ সেই শৈলকে ইন্দ্র যন্ত্রের দ্বারা পীড়িত করতে লাগলেন।

মহাভারতে কূর্মরাজ পিঠ পেতে দিয়েছিলেন পর্বতের নীচে। কিন্তু এই কূর্মরাজ যে বিষ্ণু কিংবা বিষ্ণুর অংশ—একথা মহাভারতকার বলেন নি। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে কূর্মরূপ পরিগ্রহ করেছিলেন—"স যৎ কূর্মো নাম। এতদ্বৈ রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত।"[৩] দেব ও দৈত্যগণের স্রষ্টা যে প্রজাপতি, তিনি কশ্যপ। "কশ্যপো বৈ কূর্মঃ।"[৪]—কশ্যপই কূর্ম। কশ্যপের সূর্যস্বরূপতা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।[৫] এখানে অবশ্য বিষ্ণুর সঙ্গে কূর্মের কোন সম্পর্ক নেই। তবে প্রজাপতি বা কশ্যপ এবং বিষ্ণু স্বরূপতঃ অভিন্ন। সুতরাং বিষ্ণুর কূর্মরূপ গ্রহণ একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। সূর্যকে মহাসাগরে ভাসমান মৎস্য কল্পনা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি সাগর তলে অবস্থিত কূর্ম বা কূর্মরাজ কল্পনাও সুসঙ্গত।

শুক্লযজুর্বেদ বলছেন, "অপাং গম্ভন্ সীদ মা ত্বা সূর্যোঽভিতাপ্সীন্মাগ্নি-র্বৈশ্বানরঃ।"[৬]

১ মৎস্যপুঃ—২৪৯।২৬ ২ মহাঃ, আদিপর্ব—১৮।৮-৯ ৩ শতপথ ব্রাঃ—৭।৫।১।৫
৪ শতপথ—৭।৫।১।৫ ৫ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম—পৃঃ ৫০২-৫০৫ ৬ শুক্ল যজুঃ—১৩।৩০

—হে কূর্ম! জলের গম্ভীর স্থানে তুমি উপবেশন কর। তোমাকে সূর্য ও ও বৈশ্বানর অগ্নি যেন তাপিত না করে।

এই মন্ত্রের ভাষ্যে আচার্য মহীধর লিখেছেন, "কূর্মদেবত্যা কূর্মঃ প্রজাপতি-রাদিত্যো বা।···হে কূর্ম! অপাং জনানাং গম্ভানাং গম্ভীরে স্থানে রবিমণ্ডলে ত্বং সীদ উপবিশ।"—অর্থাৎ কূর্ম দেবতা সম্পর্কিত এই মন্ত্র। কূর্ম প্রজাপতি অথবা আদিত্য। অপাং গম্ভন অর্থে জলগণের গম্ভীর স্থানে অর্থাৎ রবিমণ্ডলে তুমি উপবেশন কর।

অতএব মহীধরের মতেও কূর্ম প্রজাপতি বা আদিত্য। সূর্যমণ্ডলে কূর্মের অবস্থান। সূর্যমণ্ডলের সঙ্গে কূর্মের আকার সাদৃশ্যই বিষ্ণুর কূর্মাবতার কল্পনার হেতু। P. Thomas-ও আদিত্য ও কূর্মকে অভিন্নরূপে গ্রহণ করেছেন,—'This tortoise is the same as Aditya."[১]

কবি জয়দেবকৃত দশাবতার স্তোত্রে কূর্মাবতার তার বিরাট পৃষ্ঠদেশে পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন।

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণিধরকিণচক্রগরিষ্ঠে
কেশব ধৃতকূর্মশরীর জয় জগদীশ হরে॥

—ধরণী ধারণ হেতু চক্রাকার চিহ্নের দ্বারা গৌরবান্বিত তোমার বিশাল পৃষ্ঠ-দেশে পৃথিবী অবস্থান করে, কূর্মশরীরধারী কেশব, হে জগদীশ্বর হরি, তোমার জয় হোক।

কূর্মরূপী সূর্য কর্তৃক পৃষ্ঠদেশে পৃথিবী ধারণ আর মীনরূপী সূর্য কর্তৃক পৃথিবী-তরণী আকর্ষণ একই ব্যাপার। কিন্তু মহাভারতে-পুরাণে কূর্ম মন্দর-পর্বতের পাদপীঠ। এক্ষেত্রে আলোকস্তম্ভ বা রশ্মিসমূহ মন্দর পর্বত, সূর্যের পরিভ্রমণপথ অনন্ত বা বাসুকি নাগ। সূর্যরশ্মি প্রভাবে মহাকাশে যে বিরাট আলোড়ন বা তরঙ্গভঙ্গ, তাই সমুদ্রমন্থন। মেরুরেখার চতুর্দিকে পরিক্রমণ ছাড়াও উত্তরে ও দক্ষিণে সূর্যের যে অফুরন্ত গতি-তারই ফলে ঋতুচক্রের আবর্তন। এই অনন্ত গতিচক্রই অনন্ত নাগ, তার উপরে বিষ্ণু মহাকাশ সমুদ্রে শয়ন করে থাকেন, দক্ষিণায়নে বিষ্ণুর শয়ন আর উত্তরায়ণে উত্থান। অনন্ত গতিচক্রকে কেন্দ্র করে চলে আকাশ-সমুদ্রমন্থন। আকাশ-সমুদ্রমন্থনেই জাত হয়েছেন চন্দ্র,—

[১] Epics, Myths and Legends of India, P. Thomas—page 25

বিশ্বের শ্রী লক্ষ্মী,—জমে বর্ষার কাল মেঘ—আবির্ভূত হয় ইন্দ্রের ঐরাবত,—ধাবমান লঘুগতি শুভ্র মেঘও উড়ে চলে,—ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব উদ্ভূত হয় বিশ্বের সৌভাগ্য লক্ষ্মী যেমন এই সমুদ্র মন্থন থেকেই ওঠেন, তেমনি অমৃতরূপে বারিধারা নামে পৃথিবীতে আবার বিশ্বব্যাপী কালকূটেরও উদ্ভব এখান থেকেই।

সমুদ্র মন্থনের গল্পের মত গল্প অন্যান্য দেশের ধর্মগ্রন্থাদিতেও পাওয়া যায়।

"This resembles in tone, if not in detail the Babylonian creation myths; telling of a primaeval abyss of waters and a great serpent which is slain by the Gods who use its body as the material for making heavens and earth."[১]

মাদ্রাজের গঞ্জাম জেলায় কূর্মস্থান একটি প্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থ। এখানে কূর্মাবতারের মন্দির আছে। এই মন্দিরে বিষ্ণুর কূর্মমূর্তি বর্তমান।[২]

নৃসিংহাবতার—বিষ্ণুর আর এক অবতার নৃসিংহ বা নরসিংহ—অর্ধমানব ও অর্ধসিংহ। এই অবতারে তিনি হিরণ্যকশিপু নামক দানব বধ করেছিলেন। অথর্ববেদে হিরণ্যকশিপু শব্দটি পৃথিবীর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে—"হিরণ্যবর্ণা সুভগা হিরণ্যকশিপুর্মহী।"[৩]

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে নরসিংহ অবতারের ইঙ্গিত আছে। নরসিংহ অবতারের মূল ঋগ্বেদেই আছে। ঋগ্বেদে বিষ্ণুকে হিংস্র, গিরিশায়ী, আরণ্যপ্রাণী বা সিংহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

প্রতদ্বিষ্ণুস্তবতে বীর্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।[৪]

—ভয়ংকর, হিংস্র, গিরিশায়ী, আরণ্যজন্তুর ন্যায় বিষ্ণুর বিক্রম লোকে প্রশংসা করে।[৫]

শুক্লযজুর্বেদে (৫।২০) গৃহীত এই ঋক্‌টির ব্যাখ্যায় আচার্য মহীধর লিখেছেন, "গিরিষ্ঠাঃ পর্বতস্থিতঃ কুচরঃ কুৎসিতচারী প্রাণীবধ জীবনো ভীমঃ ভয়ংকরো মৃগো ন সিংহ স যথা বীর্যেন স্তুয়তে তদ্বৎ।" অর্থাৎ পর্বতে বিচরণকারী প্রাণীবধে জীবন ধারণ করায় কুৎসিৎ আচরণকারী ভয়ংকর মৃগ বা সিংহের মত বিষ্ণু স্তুত হন।

১ Hinduism & Buddhism, vol. I—page 61
২ শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ, চারুচন্দ্র শ্রীমানি—পৃঃ ৪২ ৩ অথর্ব—৫।২।৮।১০
৪ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।২ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

সিংহসদৃশ বা সিংহরূপী বিষ্ণুই নরসিংহ অবতারে পরিণত হয়েছেন। তিনি হিরণ্যকশিপু বা পার্থিবাগ্নির তেজোহন্তা। এ থেকেই সম্ভবতঃ পুরাণে বিষ্ণুদ্বেষী হিরণ্যকশিপু বধের পৌরাণিক উপাখ্যান সৃষ্ট হয়েছে। নৃসিংহমূর্তি ভারতবর্ষের নানাস্থানে মন্দিরে দেখা যায়। প্রাচীন ভাস্কর্যেও অপ্রতুল নয়। ভিজাগাপট্টম জেলায় নরসিংহক্ষেত্রে নৃসিংহ দেবের মূর্তি আছে। প্রসিদ্ধি আছে যে প্রহ্লাদ এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১]

হয়গ্রীব অবতার—বিষ্ণুর আর এক অবতার হয়গ্রীব। বিষ্ণু এক সময়ে তপোময় অবস্থায় বল্মীকাবৃত হয়েছিলেন। দেবগণ যজ্ঞার্থে তাঁর সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে বৃহস্পতির নিকট থেকে বিষ্ণুর তত্ত্ব জ্ঞাত হন। তাঁরা বিষ্ণুর ধ্যানভঙ্গের উদ্দেশ্যে কীটগণকে সর্বভুক্ হওয়ার বর দিয়ে বিষ্ণুর ধনুর্গুণ ছেদন করতে অনুরোধ করলেন। ধনুর্গুণ ভক্ষিত হওয়ায় জ্যাঘাতে বিষ্ণুর শির ছিন্ন হয়ে স্বর্গপথে ধাবিত হয়।

গুণে চ ভক্ষিতে তস্মিংস্তৎক্ষণাদেব ভূষিতে।
জ্যাঘাতকোটিভিঃ সার্ধং শীর্ষং ছিত্বা দিবং গতম্॥[২]

তখন দেবগণের অনুরোধে বিশ্বকর্মা সূর্যাশ্বের মস্তক ছিন্ন করে বিষ্ণুর স্কন্ধে যোজনা করেছিলেন—

দৃষ্টং তদা সুরৈঃ সর্বৈ র্যথাদশ্বমথানয়ন্।
ছিত্বা শীর্ষং মহীপাল কবন্ধাদ্বাজিনো হরেঃ॥
কবন্ধে যোজয়ামাস বিশ্বকর্মাতিচতুরঃ।[৩]

হয়গ্রীব সম্পর্কে আর একপ্রকার কাহিনী পুরাণে আছে। এই উপাখ্যানে সমুদ্রতনয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মহালক্ষ্মীর মুখের দিকে চেয়ে বিষ্ণু হেসেছিলেন। সম্ভবতঃ সপত্নীর কথা স্মরণ করে বিষ্ণু লক্ষ্মীকে উপহাস করছেন, এই ভেবে লক্ষ্মী বিষ্ণুকে অভিশাপ দিলেন: তোমার মুণ্ড ছিন্ন হয়ে লবণসমুদ্রে পতিত হবে।

আর একবার মহাদৈত্য হয়গ্রীব দেবী মহামায়াকে তুষ্ট করে বর যাচ্ঞা করেছিল:

হয়গ্রীবাচ্চ মে মৃত্যুর্নান্যস্মাজ্জগদম্বিকে।
ইতি মে বাঞ্ছিতং কামং পূরয়স্ব মনোগতম্॥[৪]

১ শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ—পৃঃ ৪২
২ স্কন্দপুঃ, ব্রহ্মখণ্ডে, ধর্মারণ্যখণ্ড—১৪।৬০
৩ তদেব—১৪।৯-১০
৪ দেবীভাগবত—৫।১০০

—হয়গ্রীব ছাড়া আর কারো হাতে আমার মৃত্যু হবে না, এই মনোবাঞ্ছা জগজ্জননী পূর্ণ কর।

দেবীও দানবের এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন তথাস্তু বর দিয়ে।

কোন সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু দশ সহস্র বৎসর যুদ্ধ করে পরিশ্রান্ত হয়ে কণ্ঠদেশে জ্যাযুক্ত ধনু রেখে নিদ্রামগ্ন হয়েছিলেন। তারপর দেবগণ যজ্ঞ করতে উদ্যত হয়ে বিষ্ণুর অন্বেষণে গমন করে যোগনিদ্রামগ্ন বিষ্ণুকে দেখলেন। বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা বম্রী বা উইপোকা সৃষ্টি করেছিলেন। এই কার্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি যজ্ঞকালে অগ্নিতে নিক্ষেপের সময় ভূমিতে পতিত ঘৃত বম্রীদের ভোজ্যরূপে নির্দেশ করলেন। বম্রীগণ ধনুকের অগ্রভাগ ভোজন করে ফেললে জ্যা ভূমিতে পতিত হোল,—জ্যামুক্ত ধনুকের আঘাতে বিষ্ণুর মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হোল। দেবগণের স্তবে প্রীত হয়ে দেবী মহামায়া বললেন, দুরাত্মা হয়গ্রীবের অত্যাচার হ'তে মুক্তির জন্যই বিষ্ণুর শির ছিন্ন হয়েছে। অতএব শীঘ্র কোন অশ্বের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে বিষ্ণুর কবন্ধে ত্বষ্টা সংযোজিত করুন। দানব হয়গ্রীব ভগবান হয়গ্রীবের দ্বারা নিহত হবে।

তস্মাচ্ছীর্ষং হয়স্যাশু সমুত্কৃত্য মনোহরম্।
দেহেঽত্র বিশিরো বিষ্ণোস্ত্বষ্টা সংযোজয়িষ্যতি ॥
হয়গ্রীবোঽথ ভগবান্ হনিষ্যতি তমসুরম্।
পাপিষ্ঠং দানবং ক্রূরং দেবানাং হিতকাম্যয়া ॥[১]

হয়গ্রীব-বিষ্ণু হয়গ্রীব-দানবকে বধ করে দেবতাদের নিষ্কণ্টক করেছিলেন।

বিষ্ণুর অশ্বমুণ্ড ধারণের সঙ্গে সূর্যের অশ্বরূপ গ্রহণের সম্পর্ক আছে বলে মনে করি। সূর্য অশ্বরূপ ধারণ করে অশ্বিনী রূপধারিণী সরণ্যুর (পুরাণের সংজ্ঞা বা সূর্যা) সঙ্গে মিলিত হয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্মদান করেছিলেন। সূর্যের কিরণও অশ্ব। অগ্নিও অশ্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন।[২] শতপথ ব্রাহ্মণে অগ্নিই অশ্ব—"অগ্নির্বা অশ্বঃ"।[৩] হয়গ্রীববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ।[৪] বিষ্ণু শব্দের অর্থ ব্যাপক, অশ্ব শব্দের অর্থও ব্যাপনশীল। সুতরাং হয়গ্রীব অবতার সূর্যাগ্নির অশ্বরূপ গ্রহণের সঙ্গে অভিন্ন। দধীচিও অশ্বমুণ্ড ধারণ করে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। অশ্বশিরা দধীচির অশ্বমুণ্ড ইন্দ্র ছিন্ন করেছিলেন। এই উপাখ্যানই কি হয়গ্রীব বিষ্ণু কর্তৃক হয়গ্রীব দানববধের কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে ?

১ দেবীভাগবত—৬।১০৪-০৫
২ অশ্বিবর প্রসঙ্গ, ১ম পর্ব দ্রষ্টব্য
৩ শতপথ—৩।৫।৩।৫
৪ ১ম পর্বের ইন্দ্রপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

বিষ্ণু-নারায়ণ—বৌধায়ন ধর্মসূত্রে (২।৫।২৪) কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ এবং দামোদর বিষ্ণুর এই দ্বাদশ নাম উল্লিখিত হয়েছে। যিনি বিষ্ণু, তিনিই নারায়ণ,—তিনি অনন্ত নাগের উপরে শয়ন করে থাকেন। জলের নাম নার, তাই নারে যাঁর অয়ন বা বাস তিনিই নারায়ণ।

আপো নারা বৈ তনব ইত্যপাং নাম শুশ্রুম:।
অপ্‌সু শেতে যত্তস্মাত্তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।[1]
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥[2]
আপো নারা ইতি প্রোক্তাঃ আপো বৈ নরসূনবঃ।
তাঃ যদস্যায়নং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥[3]

বিষ্ণু শয়ন করেন যে জলে সেই জল অবশ্যই মহাকাশ। নারায়ণ ত সূর্যই,—সূর্যমণ্ডলেই তাঁর অবস্থান,—সূর্যমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণই সদা ধ্যেয়—"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণঃ।

ঋগ্বেদের যিনি সহস্রশীর্ষা বিরাট পুরুষ তিনিই নারায়ণ। শতপথ ব্রাহ্মণেই এ সত্য স্বীকৃত। "পুরুষং হ নারায়ণং প্রজাপতিরুবাচ। পুরুষো হ নারায়ণোহ-কাময়ত। অতিতিষ্ঠেয়ং সর্বাণি ভূতান্যহমেবেদং সর্বং স্যামিতি।"[4] —পুরুষরূপী নারায়ণকে প্রজাপতি বললেন। পুরুষ-নারায়ণ ইচ্ছা করলেন, আমি সকল ভূতকে অতিক্রম করবো,—আমি এই সবই হব।

নারায়ণ জলে (আকাশে) শয়ন করেন বলেই তিনি পুরুষ সংজ্ঞায় অভিহিত। "ইমে বৈ লোকা পূরয়মেব পুরুষো যোহয়ং পবতে সোহস্যাং পরিশেতে তস্মাৎ পুরুষঃ... ।"[5]

—এই সমস্ত লোক পূর্ণ করেন বলেই পুরুষ, যিনি পবিত্র করেন, তিনিই এখানে (জলে) শয়ন করেন, তাই তিনি পুরুষ।

মধুকৈটভ বধ—মহাসাগরে ভাসমান অনন্ত নাগ সূর্যের পরিক্রমণ পথ—অনন্ত কক্ষপথ। এই মহাসলিলে ভাসমান অবস্থায় নারায়ণ বধ করেছিলেন মধু-

---

১ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—৬।৫ ২ হরিবংশ—১।২৮ ৩ মনু সং—১।১০
৪ শতপথ—১৩।৬।১ ৫ শতপথ—১৩।৬।২

কৈটভ নামে দুই দৈত্য। তাই তিনি মধুসূদন বা মধুকৈটভারি। রুদ্ররূপে বিশ্ব সংহার করার পর শেষনাগের উপরে ভাসমান ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হলেন। সেই সময়ে বিষ্ণুর নাভিপদ্মে আসীন ব্রহ্মা পুনঃসৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করছিলেন। তৎকালে বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে জাত মধু ও কৈটভ নামে দুই দানব ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়—

তদা মহাসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ।
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ।[১]
তস্মিন্‌কালে মহাঘোরে বিষ্ণোঃ কর্ণমলাদ্দ্বিজ।
জাতৌ মহাসুরৌ ঘোরৌ মধুকৈটভসংজ্ঞকৌ॥
অন্তরীক্ষে ভ্রমন্তৌ তৌ দানবাবতিদারুণৌ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাভিকমলে ব্রহ্মাণং তাবপশ্যতাম্‌॥
তং হন্তুমথ দৈত্যৌ তৌ মহাবল পরাক্রমৌ।
উদ্যমং চক্রতুর্বিপ্র ক্রোধসংরক্তলোচনৌ॥[২]

ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গের জন্য যোগনিদ্রা মহামায়ার স্তব করলেন। যোগনিদ্রা বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করলে বিষ্ণু জাগ্রত হয়ে পঞ্চ সহস্র অথবা দশ সহস্র বৎসর দানবদ্বয়ের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত রইলেন। তখন মহামায়ার মায়ায় মুগ্ধ দানবদ্বয় বিষ্ণুকে বর দিতে উদ্যত হোল।

তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ মহামায়াবিমোহিতৌ।
উক্তবন্তৌ বরোঽস্মত্তো ব্রিয়তামিতি কেশবম্‌॥[৩]

বিষ্ণু প্রার্থনা করলেন দানবদ্বয়ের মৃত্যু। মায়ামোহিত দৈত্যযুগল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জলময় দেখে বললে, যেখানে জল নেই সেখানে আমাদের বধ কর।

বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্বমাপোময়ং জগৎ।[৪]
বিলোক্য তাভ্যাং গাদিতো ভগবান কমলেক্ষণঃ॥
প্রীতৌ স্বস্তব যুদ্ধেন শ্লাঘ্যস্ত্বং মৃত্যুরাবয়োঃ।
আবাং জহি ন যত্রোর্বী সলিলেন পরিপ্লুতা॥[৪]
মারয়থা বাং মহী যত্র জলহীনা জনার্দন।[৫]

এই কথা শুনে বিষ্ণু দানবদ্বয়কে নিজের জঘনে স্থাপন করে বধ করলেন।

১ মার্কণ্ডেয়পুঃ—৮১ অঃ ২ পদ্মপুঃ, ক্রিয়াযোগসার—১।৪৮-৫০
৩ ঐ ৪ মার্কণ্ডেয়পুঃ—৮১ অঃ ৫ পদ্মপুঃ, ক্রিয়াযোগ—১।৬০

মহাসুরৌ ততস্তৌ তু আনীয় জঘনং প্রতি।
নিহতৌ সহসা বিপ্র চক্রিণা চক্রধারয়া ॥[১]

তথেত্যুক্ত্বা ভগবতা শঙ্খচক্রগদাভৃতা।
কৃত্বা চক্রেণ বৈ ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ ॥[২]

মৎস্যপুরাণে বিষ্ণু যোগময় অবস্থাতেই নিজ বাহু বহুযোজন বিস্তৃত করে অসুরদ্বয়কে আকর্ষণ করতে লাগলেন—

স্বপন্নেব ততঃ শ্রীমান্ বহুযোজনবিস্তৃতম্।
বাহুং নারায়ণো বহ্ম কৃতবানাত্মমায়য়া ॥
কৃষ্যমানৌ ততস্তৌ তু বাহুনা বাহুশালিনঃ ।[৩]

মহাবাহু বিষ্ণুর বাহুদ্বারা আকৃষ্ট হয়ে দানবদ্বয় বিষ্ণুর স্তব করতে থাকে এবং ভগবানের হাতে মৃত্যুর অভিলাষ জ্ঞাপন করায় নারায়ণ তাতে স্বীকৃত হলেন এবং অসুরদ্বয়কে স্বীয় উরুতলে স্থাপন করে মন্থন করতে লাগলেন—

মমন্থ তাবুরুতলেন বৈ প্রভুঃ ।[৪]

মধু ও কৈটভের মেদ থেকে পৃথিবী সৃষ্ট হয়েছিল বলে পৃথিবীর নাম মেদিনী।

মধুকৈটভয়োঃ পূর্বং মেদসা সম্পরিপ্লুতা।
ইয়ন্ত্বাসীৎ সমুদ্রান্তা মেদিনীতি পরিশ্রুতা ॥[৫]

পদ্ম সূর্যের প্রতীক। কিরণমালা শোভিত সূর্য প্রস্ফুটিত শতদলের আভাস আনয়ন করে। সূর্যের পদ্মসাদৃশ্য বিষ্ণুর নাভিপদ্ম কল্পনার মূলে। এই নাভি-পদ্মেই সমাসীন সৃষ্টির দেবতা পদ্মযোনি প্রজাপতি ব্রহ্মা—সূর্যেরই অপর মূর্তি। মধু ও কৈটভ নামে অসুরযুগল অবশ্যই বৃত্র প্রভৃতির মত আলোকাবরক মেঘ বা অন্ধকাররূপী অশুভ শক্তি। বিষ্ণুরূপী সূর্য অন্ধকারের দানবদের বধ করেছিলেন। ইন্দ্র অপেক্ষা বিষ্ণুর প্রাধান্য ক্রমশঃ বর্ধিত হতে থাকলে পুরাণকারগণ ইন্দ্রের দানববধের অনুরূপ বিষ্ণু কর্তৃক বহুতর অসুর নাশের কাহিনী রচনা করেছিলেন। এগুলি সবই পুরাতন কাহিনীর নব রূপায়ণ।

বিষ্ণুর মহাসমুদ্রে অনন্তশয্যায় শয়ন ও নাভিপদ্মে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার অবস্থানের যে কাহিনী পুরাণে স্থান লাভ করেছে তার মূলও রয়েছে ঋগ্বেদে। ঋগ্বেদে বিশ্বকর্মা সম্পর্কে একটি সূক্তে আছে :

১ পদ্মপুঃ, ক্রিয়াযোগ—১।৬১ ২ মার্কণ্ডেয়পুঃ—৮১ অঃ ৩ মৎস্যপুঃ—১৭০।২১-২২
৪ মৎস্যপুঃ—১৭০।৩০ ৫ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—২৬৯।২

কং স্বিদ্ গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে।
তমিদ্ গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে।
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ ॥[১]

—জলগণ এমন কোন্ গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে তাবৎ দেবতা অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া পরস্পরকে একস্থানে মিলিত দেখিতেছেন?

সেই অজাত পুরুষের নাভিদেশে যে সৃষ্টি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে, ইহাই জলগণ আপন গর্ভস্বরূপ ধারণ করিয়াছিল, ইহার মধ্যেই দেবতারা পরস্পর সাক্ষাৎ করেন।[২]

জলের গর্ভ হয়েছিল। এই গর্ভ অবশ্যই ব্রহ্মাণ্ড। এই জলেই ছিলেন অজ অর্থাৎ জন্মরহিত বিশ্বকর্মা (রমেশচন্দ্রের অনুবাদে অজাত পুরুষ), তাঁর নাভিতে দেবগণের অধিষ্ঠান। অনন্ত শয্যায় শায়িত বিষ্ণুর বিবরণ এখানে বীজাকারে বর্তমান।

ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই অভিমতের সমর্থক। তিনি বলেছেন, "পুরাণাদি গ্রন্থে আমরা যে অনন্তশায়ী বিষ্ণুর (বৈষ্ণব মূর্তিতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থাদিতে ইহা শেষশায়ী বিষ্ণুরূপে বর্ণিত) রূপ বর্ণনা দেখিতে পাই, উহাও বেদোক্ত বিশ্বকর্মার রূপকল্পনা হইতে উদ্ভূত।"[৩]

বৈদিক বিশ্বকর্মা ও প্রজাপতি পুরাণের ব্রহ্মার সঙ্গে মিশে গেছেন। অজ ব্রহ্মারই এক নাম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা বিশ্বকর্মার মধ্যে স্বরূপতঃ কোন তফাৎ নেই। তাই বিশ্বকর্মার বিবরণ বিষ্ণুতে আরোপিত হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যে জল গর্ভ ধারণ করেছিল সেই জল মহাকাশরূপে গৃহীত হলে জলের গর্ভ বা বিশ্বকর্মা বিষ্ণুর আবির্ভাব রহস্য উন্মোচিত হয়ে যায়।

মধুসূদন—মধুদৈত্য বধের জন্যই বিষ্ণুর নাম মধুসূদন। ডঃ সুকুমার সেন মধুসূদন নামের একটি নূতন অর্থ পরিবেষণ করেছেন। "ঋগ্বেদে বিষ্ণুর প্রসঙ্গে প্রায় সর্বদাই তাঁহার পরম পদে মধুর প্রস্রবণের এবং সে মধুভোগে দেবতাদের পরম উৎসাহের উল্লেখ আছে (বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্বঃ উৎসঃ)। সুতরাং মধু উৎসের অধিকারী ও ভাণ্ডারী বলিয়াই বিষ্ণুর নাম মাধব। 'মাধব'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'মধুসূদন' নামটিতে বৈদিক বর্ণনার ইঙ্গিত আছে। 'সূদন' মানে পাচক, পরিবেষণকারী। মাধব নামের কল্পিত ব্যুৎপত্তির প্রভাবে মধুসূদন নামেরও বিকৃত

১ ঋগ্বেদ—১০।৮২।৫-৬ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ৪০

ব্যুৎপত্তি চালিত হইয়াছে। সূদ্ ধাতুর অর্থ পাক করা, পরিবেষণ করা, গুছাইয়া রাখা, ঠিকভাবে পরিচালনা করা। সুতরাং মধুসূদন নামের আসল অর্থ মধু পরিবেষণকারী বা মধুভাণ্ডারী।"[১]

E. W. Hopkins-এর মতে মধুসূদন পরিণত অবস্থার সূর্য। "Perhaps Madhusudana also implies that Viṣṇu is the ripen Sun, interpreted as slayer of Madhu."[২]

স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, মধু শব্দের এক অর্থ অমৃত। এই অমৃতই ছিল সমুদ্রমন্থনের লক্ষ্য। দেবতারাই অমৃত লাভের অধিকারী হয়েছিলেন। মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় যে বিদ্যার দ্বারা সেই বিদ্যা অমৃত বা মধুবিদ্যা নামে খ্যাত। ঐ বিদ্যারই অপর নাম ব্রহ্মবিদ্যা। উপনিষদ্ মধুবিদ্যার প্রবক্তা। মধুবিদ্যার উৎস সূর্য বা বিষ্ণু। এই হেতু বিষ্ণু 'মধু'-র ভাণ্ডারী। মাধব শব্দের সাধারণ অর্থ করা হয় লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু বা নারায়ণ। ডঃ সেন মাধব ও মধুসূদনকে সমার্থক বলে গণ্য করেছেন। মধুসূদন বা মাধব শব্দের আদিম অর্থ যাই হোক, পৌরাণিক মধুদৈত্যবধের কাহিনী গড়ে উঠেছে ইন্দ্রের দৈত্যবধের সাদৃশ্যে, তাতে সন্দেহ নেই। মুর নামে অপর একটি দৈত্যকে বধ করার জন্য বিষ্ণুর আর একটি নাম মুরারি। পরবর্তীকালে বিষ্ণুরই অপর মূর্তি শ্রীকৃষ্ণে আরোপিত হয়েছে বহুসংখ্যক দানব-দানবী বধের কাহিনী।

বিষ্ণুপ্রতিমা—বিষ্ণুপূজা সমগ্র ভারতবর্ষে বহুব্যাপক। কখনও প্রতীকরূপে, কখনও বিভিন্ন আকারের দেববিগ্রহরূপে, কখনও অবতাররূপে তিনি পূজা পেয়ে আসছেন খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দী থেকে এবং অদ্যাবধি হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিতে বিষ্ণুর প্রভাব অপ্রতিহত। বিভিন্ন পুরাণাদিতে বিষ্ণুমূর্তি নির্মাণের যে বিবরণ আছে, 'প্রতিমা লক্ষণ' অধ্যায়ে পুরাণে-তন্ত্রে বিষ্ণুর বহুবিধ রূপ ও ধ্যানমন্ত্র যেভাবে বিচিত্রতা লাভ করেছে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভাস্কর্যে বিষ্ণুমূর্তির ব্যাপকতা এত বেশী যে, পুরাণ ও পুরাণোত্তর হিন্দুধর্মকে ব্যাপকার্থে বৈষ্ণবধর্ম বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কালিকাপুরাণে বিষ্ণুমূর্তির বর্ণনা আছে। এই বর্ণনা অনুসারে বিষ্ণু চতুর্ভুজ—শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী স্ফটিকশুভ্র অথবা নীলমেঘবর্ণ গরুড়ের উপরে পদ্ম, তদুপরি পদ্মাসনে সমাসীন, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন, গলে বনমালা, কিরীটকুণ্ডল ও কেয়ূর শোভিত.—সূর্যমণ্ডলে অবস্থিত শূন্যে বিরাজমান।

১ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস   ২ Epic Mythology, page—202

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং কমললোচনম্ ।
শুদ্ধস্ফটিকসংকাশং কচ্চিনীলাম্বুদচ্ছবিম্ ॥
গরুড়োপরি শুক্লাব্জে পদ্মাসনগতং হরিম্ ।
শ্রীবৎসবক্ষসং শান্তং বনমালাধরং পরম্ ॥
কেয়ূর কুণ্ডলধরং কিরীটমুকুটোজ্জলম্ ।
নিরাকারং জ্ঞানগম্যং সাকারং দেহধারিণম্ ॥
নিত্যানন্দং নিরালম্বং সূর্যমণ্ডলমধ্যগম্ ।
মন্ত্রেণানেন দেবেশং বিষ্ণুং ভজ শুভাননে ।[১]

পদ্মপুরাণে (ক্রিয়াযোগসার) বিষ্ণু প্রতিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

প্রতিমা রচিতা তেন মহাবিষ্ণোঃ শিলাময়ী ।
নবীন নীরদশ্যামা পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী চ চতুর্ভুজা ॥
লক্ষ্মীসরস্বতীযুতা বনমালা বিভূষিতা ।
সমস্ত লক্ষণৈর্যুক্তা ভূষিতা ভূষণোত্তমৈঃ ॥[২]

—শিল্পী কর্তৃক রচিত মহাবিষ্ণুর শিলাময়ী প্রতিমা । নবমেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পদ্মপত্রের মত চক্ষু, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, চতুর্বাহুসমন্বিত, লক্ষ্মী সরস্বতী শোভিত, সমস্ত শুভলক্ষণযুক্ত এবং বনমালাভূষিত ।

বৃহৎসংহিতায় বিষ্ণুর দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ এবং অষ্টভুজ—এই ত্রিবিধ বিষ্ণুমূর্তির বর্ণনা পাই ।

কার্যোঽষ্টভুজো ভগবাংশ্চতুর্ভুজো দ্বিভুজ এব বিষ্ণুঃ ।
শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষাঃ কৌস্তুভমণিভূষিতোরস্কঃ ॥
অতসীকুসুমশ্যামঃ পীতাম্বরনিবসনঃ প্রসন্নমুখঃ ।
কুণ্ডলকিরীটধারী পীনগলোরঃ স্থলাংসভুজঃ ॥
খড়্গগদাশরপাণির্দক্ষিণতঃ শান্তিদশ্চতুর্থকরঃ ।
বামকরেষু কার্মুকখেটকচক্রাণি শঙ্খশ্চ ॥
অথ চতুর্ভুজমিচ্ছতি শান্তিদ একো গদাধরশ্চান্যঃ,।
দক্ষিণ পার্শ্বে হ্যেবং বামে শঙ্খশ্চ চক্রঞ্চ ॥
দ্বিভুজস্য তু শান্তিকরো দক্ষিণহস্তোঽপরশ্চ শঙ্খধরঃ ॥[৩]

---

১ কালিকাপুঃ—২২।৩২-৩৫ ২ পদ্মঃ, ক্রিয়াঃ—৫।৩৯৭-৯৯ ৩ বৃহৎ সং—৫৮।৩১।৩৫

—ভগবান বিষ্ণুব প্রতিমা অষ্টভুজ, চতুর্ভুজ অথবা দ্বিভুজ কববে। বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন এবং কৌস্তভমণিভূষিত, অতসীপুষ্পের মত শ্যামবর্ণ, (স্বর্ণবর্ণ), পীতবসনপরিহিত, প্রসন্নমুখ, কর্ণে কুণ্ডল এবং মস্তকে মুকুট, স্থূল গলদেশ, বক্ষ, স্কন্ধদেশ এবং বাহু, খড়্গ, গদা, শর এবং শান্তিদমুদ্রা দক্ষিণের চতুর্বাহুতে, ধনু, খেটক (বাণ), চক্র এবং শঙ্খ চাব বামবাহুতে থাকবে। চতুর্ভুজ বিষ্ণুব দক্ষিণস্থ দুই বাহুর একটিতে শান্তিদমুদ্রা, অন্যটিতে গদা, দক্ষিণেব দুই হস্তে শঙ্খ ও চক্র। দ্বিভুজ বিষ্ণুর একটি হাতে শান্তিদমুদ্রা, অপব হস্ত শঙ্খধাবী।

অগ্নিপুবাণে বিষ্ণুমূর্তি অষ্টভুজ—

বিষ্ণুবষ্টভুজস্তার্ক্ষে কবে খড়্গস্তু দক্ষিণে।
গদাশরশ্চ বরদো বামে কার্মুকখেটকে ॥[১]

—অষ্টভুজ গরুড়াসীন, দক্ষিণহস্তে খড়্গ, গদা, শব ও ববদমুদ্রা, বামে ধনু ও খেটক।

শুক্রনীতিসারে বিষ্ণু চতুর্বাহু—ববাভয, শঙ্খ, পদ্ম ও গদাহস্ত—

ববাভয়াব্জশঙ্খাঢ্যহস্তা বিষ্ণোশ্চ সাত্ত্বিকী।[২]

পদ্মপুরাণে (ভূমিখণ্ডে) চতুর্ভুজ বিষ্ণু গরুড়ে সমাসীন :

দৃষ্ট্বা বিশ্বেশ্বরং দেবং ঘনশ্যামং মহোদয়ম্ ॥
সর্বাভবণশোভাঢ্যং সর্বায়ুধসমন্বিতম্।
দিব্যলক্ষণসম্পন্নং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্ ॥
পীতেন বাসসা যুক্তং বাজমানং সুরেশ্বরম।
বৈনতেযং সমারূঢ়ং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥[৩]

—মেঘের মত শ্যামবর্ণ বিশ্বেশ্বব, সবপ্রকাব আভবণে ভূষিত, সর্বপ্রকার আয়ুধশোভিত, দিব্যলক্ষণসম্পন্ন, পদ্মচক্ষুবিশিষ্ট, পীতবাসপবিহিত, শোভমান সুরেশ্বর, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধাবী, গরুড়ের উপর সমাসীন বিষ্ণুকে দর্শন করবে।

তন্ত্রগ্রন্থগুলিতে বিষ্ণুব অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

উদ্যৎকোটিদিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজম্।
চক্রং বিভ্রতমিন্দিরাবসুমতীশোভিতপার্শ্বদ্বয়ম্ ॥
কোটীরাঙ্গদহার কুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তভো-
দ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসচ্ছ্রীবৎসচিহ্নং ভজে ॥[৪]

---

১ অগ্নি—৪৯।১৬ ২ শুক্রনীতি—৪।৪।১৪৭ ৩ পদ্মঃ, ভূমিঃ—১৮।৪২-৪৪
৪ সারদা তিলক—১৩।২২

—উদীয়মান কোটিসূর্যকিরণের মত বর্ণযুক্ত, শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্র ধারণকারী, ইন্দিরা ও বসুমতী দুই পার্শ্বে শোভমানা; মেখলা, অঙ্গদ ও কুণ্ডলধারণকারী, পীতাম্বরধারী, কৌস্তুভমণিদ্বারা, উজ্জ্বল, বিশ্বধারণকারী, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন শোভিত।

পঙ্কজং দক্ষিণে যস্য পাঞ্চজন্যং তথোপরি।
বামাধস্ত সদা যস্য চক্রঞ্চোর্ধ্বে ব্যবস্থিতম্॥[১]

—যাঁর (নিম্ন) দক্ষিণ হস্তে পদ্ম, উপরে পাঞ্চজন্য শঙ্খ, বামে নিম্নহস্তে গদা, উর্ধ্বে চক্র বর্তমান।

বিষ্ণুং ভাস্বৎকিরীটং মণিমুকুটকটিসূত্রকেয়ূরহার-
গ্রৈবেয়োর্ম্যাদিমুখ্যাভরণমণিগণোল্লাসিদিব্যাঙ্গরাগম্॥
বিশ্বাকাশাবকাশপ্রবিততময়ুতাদিত্যসংকাশমুদ্য-
দ্বাস্বগ্রবাগ্রনানায়ুধনিকরধরং বিশ্বরূপং নমামি॥[২]

—উজ্জ্বল কিরীট, মণিমুকুট, কটীসূত্র, কেয়ূর, হার, গ্রৈবেয়, আস্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান অলংকারের দীপ্তিতে উজ্জ্বল যাঁর দিব্যদেহকান্তি, প্রকাশিত অযুত সংখ্যক সূর্যতুল্য উদ্যত বাহুর অগ্রভাগে নানাপ্রকার আয়ুধধারী বিশ্বরূপকে নমস্কার করি।

বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদা-
মম্ভোজং দধতং সিতাব্জ নিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্।
আবদ্ধাঙ্গদহারকুণ্ডলমৌলিং স্ফুরৎকঙ্কনং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতম্।[৩]

—কোটিসংখ্যক শরৎকালীন চন্দ্রের বর্ণ, শঙ্খ, রথাঙ্গ (চক্র) গদা ও পদ্মধারী, শুভ্রপদ্মে অবস্থিত, অঙ্গদ, হার ও কুণ্ডলের দীপ্তিতে মস্তক যাঁর উজ্জ্বল, যাঁর কঙ্কণ দীপ্তিমান, শ্রীবৎস চিহ্নাঙ্কিতবক্ষ, কৌস্তুভধারী, মুনিশ্রেষ্ঠগণের দ্বারা স্তুত বিষ্ণুকে বন্দনা করি।

তন্ত্রসারে বিষ্ণুর আর একটি ধ্যানমন্ত্র উদ্ধৃত হয়েছে। ধ্যানটি এই :

উদ্যৎপ্রদ্যোতন শতরুচিং তপ্তহেমাবদাতং
পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টম্।

১ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র ২ প্রপঞ্চসারতন্ত্র—২৫।২১ ৩ সারদা তিলক—১৫।৪১

নানারত্নোল্লসিতবিবিধাকল্পমাপীতবস্ত্রং
বিষ্ণুং বন্দে দরকমলকৌমুদকী চক্রপাণিম্ ॥[১]

—উদীয়মান সূর্যের ন্যায় যিনি অতিতেজস্বী, তপ্তস্বর্ণের ন্যায় যাঁহার উজ্জ্বল-কান্তি, যাঁহার দক্ষিণভাগে লক্ষ্মী ও বামভাগে পৃথিবী সেবা করিতেছেন, বিবিধ রত্নখচিত বহুবিধ ভূষণে যিনি ভূষিত, যাঁহার কটিতটে পীত বসন, যাঁহার চারি হস্তে শঙ্খ, পদ্ম, গদা, চক্র বিরাজিত, সেই বিষ্ণুকে আমি বন্দনা করি।[২]

এই সকল ধ্যানমন্ত্রেও প্রতিমালক্ষণ বর্ণনায় বিষ্ণুকে প্রধানতঃ চতুর্ভুজরূপেই পাওয়া যায়, কোথাও কোথাও তিনি অষ্টভুজ, কখনও দ্বিভুজ, তবে অধিকাংশ স্থলেই তিনি চতুর্ভুজ। বিষ্ণুর চারিবাহু চারিটি দিকের এবং অষ্টবাহু চার কোণ সহ আটদিকের প্রতীক। তাঁর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। বক্ষে কৌস্তুভ ও শ্রীবৎসচিহ্ন। এইগুলি সবই সূর্যের প্রতীক। বিষ্ণুর বর্ণ অতসী পুষ্পের মত, সূর্যের মত অথবা শরচ্চন্দ্রের মত। বিষ্ণুর বর্ণকল্পনাও সূর্যের বর্ণসাদৃশ্যে কোন কোন বর্ণনায় বিষ্ণুর একপার্শ্বে বসুমতী (পৃথিবী) ও অপর পার্শ্বে লক্ষ্মী। সৌভাগ্যের দেবতা লক্ষ্মী ও পৃথিবী সঙ্গতভাবেই সূর্য-বিষ্ণুর পত্নী। পরবর্তীকালে পৃথিবীর স্থান নিয়েছেন সরস্বতী। কোন কোন পুরাণে বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারেরও বর্ণনা আছে। মৎস্যপুরাণে প্রতিমালক্ষণ বর্ণনায় বিষ্ণুর বরাহ, বামন ও নরসিংহ মূর্তির বিবরণ পাই। প্রতিমালক্ষণ থেকে মনে হয়, বিষ্ণুর স্বকীয় রূপ ছাড়াও কোন কোন অবতারেরও মূর্তি গড়ে পূজা করা হোত।

বরাহ মূর্তি—বরাহ অবতারের বর্ণনা পুরাণ থেকে উদ্ধৃত করছি :

মহাবরাহং বক্ষ্যামি পদ্মহস্তং গদাধরম্।
দংষ্ট্রাগ্রেণোদ্ধৃতাং দান্তাং ধরণীমুৎপলান্বিতাম ॥
বিস্ময়োৎফুল্লবদনামুপরিষ্টাং প্রকল্পয়েৎ।
দক্ষিণং কটিসংস্থন্তু করং তস্যাঃ প্রকল্পয়েৎ ॥
কূর্মোপরি তথা পাদমেকং নাগেন্দ্র মূর্ধনি।
সংস্তূয়মানং লোকেশৈঃ সমন্তাৎ পরিকল্পয়েৎ ॥[৩]

—এক্ষণে মহাবরাহরূপ বলিতেছি। সেই পদ্মহস্ত বরাহ কর দ্বারা গদা ধারণ করিয়াছেন ; তীক্ষ্ণ দন্তদ্বারা উৎপলান্বিত সর্বংসহা ধরণীকে উদ্ধার করিয়া বাম

১ তন্ত্রসার, বঙ্গবাসী সং—পৃঃ ২৩৭ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
৩ মৎস্যপুঃ—২৬০।২৮ ৩১

কূর্পরে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার মুখ তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাবিশিষ্ট এবং বদনসকল বিস্ময়োৎফুল্ল —উপর দিক হইতে বরাহের এইরূপ রূপই কল্পিত হইবে। বাম সক্‌থিতে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অবস্থিত থাকিবে এবং দক্ষিণ পদ কূর্মোপরি ও বামপদ নাগেন্দ্র মস্তকে ন্যস্ত থাকিবে।[১]

স্কন্দপুরাণে (বিষ্ণু খণ্ড) বরাহ অবতারের ধ্যানমন্ত্র :

শুদ্ধস্ফটিক শৈলাভং রক্তপদ্মদলেক্ষণং
বরাহবদনং সৌম্যং চতুর্বাহুং কিরীটিনম্ ॥
শ্রীবৎসবক্ষসং চক্রশঙ্খাভয় করাম্বুজং
বামোরুস্থিতয়া যুক্তং তয়া মাং সাগরাম্বরে ॥
রক্তপীতাম্বরধরং রক্তাভরণভূষিতম্ ॥
শ্রীকূর্মপৃষ্ঠমধ্যস্থশেষমূর্ত্যাব্জসংস্থিতম্ ।[২]

—বিশুদ্ধ স্ফটিকের পর্বতের মত বর্ণ, রক্তপদ্মের মত চক্ষু, বরাহের মুখ, চতুর্বাহু, মাথায় মুকুট, বক্ষে শ্রীবৎস, চক্র, শঙ্খ, অভয় মুদ্রা হাতে, বামোরুস্থিতা ধরণীযুক্ত, রক্ত-পীতবস্ত্র পরিহিত, রক্তবর্ণের অলংকার মণ্ডিত, কূর্মের পৃষ্ঠে অবস্থিত, শেষনাগের মূর্তি পদ্মে সমাসীন।

তন্ত্রসারে উদ্ধৃত বরাহমূর্তি :

আপাদং জানুদেশাদ্বরকনকনিভং
নাভিদেশাদধস্তান্মুক্তাভং
কণ্ঠদেশাত্তরুণরবিনিভং মস্তকান্নীলাভাসম্ ।
ঈড়ে হস্তৈর্দধানং রথচরণদরৌ
খড়্গাখেটৌ গদাখ্যাং শক্তিং দানাভয়ে চ,
ক্ষিতিধরণলসদ্দংষ্ট্রমাদ্যং বরাহম্ ॥[৩]

—যাঁহার জানুদেশ হইতে পাদ পর্যন্ত সুবর্ণবর্ণ, নাভিদেশ হইতে জানু পর্যন্ত মুক্তাবর্ণ, কণ্ঠদেশ হইতে নাভিদেশ পর্যন্ত নীলবর্ণ; যিনি হস্তসমূহদ্বারা চক্র, শঙ্খ, খড়্গ, খেটক, গদাশক্তি, বর মুদ্রা ও অভয় মুদ্রা ধারণ করিতেছেন, যিনি দংষ্ট্রোপরি পৃথিবী ধারণ করিতেছেন, সেই আদি বরাহকে স্তুতি করি।[৪]

এখানে বরাহদেব অষ্টভুজ, স্কন্দপুরাণের বর্ণনায় চতুর্ভুজ। হস্তে ধৃত বস্তুনিচয় বিষ্ণুরই অনুরূপ। ফলতঃ বরাহ ও সূর্য-বিষ্ণু সর্বপ্রকারেই অভিন্ন।

---

১ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
২ স্কন্দপুঃ, বিষ্ণু খঃ, বেঙ্কটাচল মাহাত্ম্য—২।১৪-১৬
৩ শাঃ তিঃ—১৫।১০৮
৪ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

নরসিংহ মূর্তি—মৎস্যপুরাণে নরসিংহ অবতারের প্রতিমা বর্ণিত হয়েছে :

নারসিংহস্তু কর্তব্যং ভুজাষ্টকসমন্বিতং
রৌদ্রং সিংহাসনং তদ্বদ্বিদারিতমুখেক্ষণম্ ॥
স্তব্ধপীনসটাকর্ণং দারয়ন্তং দিতেঃ সুতম্ ।
বিনির্গতান্ত্রজালঞ্চ দানবং পরিকল্পয়েৎ ॥
বমন্তং রুধিরং ঘোরং ভ্রূকুটীবদনেক্ষণম্ ॥
যুধ্যমানশ্চ কর্তব্যঃ কচিৎকরণখবন্ধনৈঃ ।
পরিশ্রান্তেন দৈত্যেন তর্জ্যমানো মুহুর্মুহুঃ ॥[১]

—অতঃপর নরসিংহ মূর্তি কথিত হইতেছে। এই নরসিংহ অষ্টবাহুবিশিষ্ট ও রৌদ্রসিংহাসন সমন্বিত হইবেন এবং তাঁহার মুখশোভা ভীষণাকার হইবে। তিনি যেন আকর্ণবিস্তৃত সটাদ্বারা দিতিসুতকে বিদীর্ণ করিতেছেন, তাহাতে যেন ঐ দানবের নাড়ীসকল বাহির হইয়া পড়িতেছে ও ভ্রূকুটীভীষণ মুখ নরসিংহ কর্তৃক বিদারিত দানব মুখদ্বারা যেন রুধির বমন করিতেছে। তিনি নখায়ুধ দ্বারা যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত খড়্গ খেটকধারী দনুজগণকে যেন মুহুর্মুহু তর্জন করিতেছেন এবং অমরাধিপ ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন।[২]

শারদাতিলকে নৃসিংহের দুটি ধ্যানমন্ত্র কথিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মন্ত্র :

মাণিক্যাদ্রিসমপ্রভং নিজরুচা সংত্রস্তরক্ষোগণং
জানুন্যস্তকরাম্বুজং ত্রিনয়নং রত্নোল্লসদ্ভূষণম্ ॥
বাহুভ্যাং ধৃতশঙ্খচক্রমনিশং দংষ্ট্রোগ্রবক্ত্রোল্লস-
জ্জ্বালাজিহ্বমুদগ্রকেশনিচয়ং বন্দে নৃসিংহং বিভুম্ ॥[৩]

—মাণিক্যময় পর্বতের ন্যায় যাঁহার দেহকান্তি, যাঁহার ভীষণ মূর্তিতে রাক্ষসগণ সর্বদা সন্ত্রস্ত, যাঁহার তিনটি নেত্র, যাঁহার করপদ্ম সর্বদা জানুর উপরে স্থাপিত রহিয়াছে, যাঁহার অঙ্গাভরণে রত্নসমূহ ঝক্ ঝক্ করিতেছে, যিনি এক হস্তে শঙ্খ, অপর হস্তে চক্র ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার বদনমণ্ডল বিশাল দংষ্ট্রায় ভীষণভাব ধারণ করিয়াছে, সেই বদন হইতে বহির্গত জিহ্বা হইতে অনবরত বহ্নিশিখা নির্গত হইতেছে, যাঁহার মস্তকের কেশরাশি সর্বদাই উর্ধ্বমুখ হইয়া রহিয়াছে, সেই প্রভু নৃসিংহদেবের বন্দনা করি।

১ মৎস্যপুঃ—২৬০।৩১-৩৪ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ৩ শাঃ তিঃ—১৬।৭
৪ অনুবাদ—তদেব

অপর মন্ত্রটি এই :

কোপাদালোলজিহ্বং বিবৃতনিজমুখং সোমসূর্যনেত্রম্
পাদাদানাভিরক্তপ্রভুমুপরি সিতং ভিন্নদৈত্যেন্দ্রগাত্রম্ ॥
শঙ্খং চক্রঞ্চ পাশাঙ্কুশকুলিশগদাদারুণাণ্যুদ্বহন্তং
ভীমং তীক্ষ্ণোগ্রদংষ্ট্রং মণিময়বিবিধকল্পমীড়ে নৃসিংহম্ ॥[১]

—যিনি ক্রোধে মুখব্যাদনপূর্বক জিহ্বা সঞ্চালন করিতেছেন ; চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি যাঁহার তিনটি নেত্র, চরণ হইতে নাভি পর্যন্ত দেহভাগ রক্তবর্ণ, তাহার উপরিভাগ শুক্লবর্ণ, যিনি শঙ্খ, চক্র, পাশ, অঙ্কুশ, গদা ও পরশু ধারণ করিতেছেন ও হিরণ্যকশিপুর দেহ বিদীর্ণ করিয়াছেন, ভীষণ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা বহির্গত মণিময় বিবিধ আভরণে বিভূষিত ভীষণ মূর্তি, এরূপ নৃসিংহদেবকে স্তব করি।[২]

তন্ত্রে নরসিংহের আর একটি বর্ণনা :

চক্র খড়্গঞ্চ দোর্ভ্যাং দধদনলসমজ্যোতিষা গ্রস্তদৈত্যঃ।
জ্বালামালাপরীতং রবিশশিদহনত্রীক্ষণং দীপ্তজিহ্বং
দংষ্ট্রোগ্রং ধূতকেশং বদনমপি বহন্ পাতু বো নারসিংহঃ ॥[৩]

—চক্র ও শঙ্খ দুই হাতে, আগুনের মত জ্যোতি ধারণ করে দৈত্যকে বধ করছেন,—জ্যোতির্মালায় বেষ্টিত,—অগ্নির মত তেজ,—সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি তিন চক্ষু,—জ্বলন্ত জিহ্বা, তীক্ষ্ণ দন্ত, কম্পিত কেশর, কম্পিত মুখ নরসিংহ তোমাদের রক্ষা করুন।

আর একটি ধ্যানমন্ত্রে নৃসিংহদেব সূর্যাগ্নিতুল্য দীপ্তদেহ এবং ত্রিনয়ন :

অর্কানলোজ্জ্বলমুখং নয়নৈস্ত্রিভিশ্চ বহ্নিং বমন্তমবধূতসটাকলাপম্।
শুক্লাভভূষমরিশঙ্খগদাসিবাহুং ভূয়োঽভিরাধয়তু যে চ মহানৃসিংহম্ ॥[৪]

—সূর্য ও অগ্নিতুল্য উজ্জ্বলমুখ, তিন নয়নে অগ্নি উদ্গীরণকারী কম্পিতজটা-কলাপ, শুক্লবর্ণ অলংকার পরিহিত ; চক্র, শঙ্খ, গদা ও অসি হস্তে ধৃত মহা নৃসিংহকে ভজনা করুক।

অগ্নিপুরাণে নৃসিংহ মূর্তির বর্ণনা :

চক্রশঙ্খৌ চতুর্বাহুর্নরসিংহশ্চতুর্ভুজঃ।
শঙ্খচক্রধরো বাপি বিদারিত মহাসুরঃ ॥[৫]

—নরসিংহ চতুর্বাহু শঙ্খচক্রধারী মহাসুরবিদীর্ণকারী নরসিংহ।

---

১ শাঃ তিঃ—১৬।৫০ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ৩ প্রপঞ্চসারতন্ত্র—২৪।৭
৪ প্রপঞ্চসারতন্ত্র—২৫।৩১ ৫ অগ্নিপুঃ—৪৯।১৭

বামন মূর্তি—বামনাবতারের মূর্তি কিভাবে নির্মাণ করতে হবে? মৎস্য-পুরাণ বলছেন—

তথা ত্রিবিক্রমং বক্ষ্যে ব্রহ্মাণ্ডক্রমণোদ্ধতম্।
পাদপার্শ্বে তথা বাহুমুপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ॥
ভৃঙ্গারধারিণং তদ্বদ্বলিং তস্য চ পার্শ্বতঃ।
বন্ধনঞ্চাস্য কুর্বন্তং গরুড়ং তস্য দর্শয়েৎ॥[১]

—অনন্তর ব্রহ্মাণ্ড আক্রমণকারী উদ্ধত ত্রিবিক্রম রূপ বর্ণনা করিতেছি। এই মূর্তির উপর দিক হইতে পাদপার্শ্বে বাহু হইবে এবং অধোদিকে কমণ্ডলুধারী বামন দণ্ডায়মান থাকিবেন। ঐ বামনের দক্ষিণ হস্তে একটি ক্ষুদ্র ছত্র প্রদান করিতে হইবে এবং তাঁহার মুখখানি দীনভাবাপন্ন হইবে, তৎপার্শ্বে ভৃঙ্গারধারী বলিকে যেন গরুড় বন্ধন করিতেছে।[২]

মৎস্য ও কূর্মমূর্তি—মৎস্যপুরাণে মৎস্য এবং কূর্মাবতারের প্রতিমা নির্মাণের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র মৎস্য ও কূর্মের আকারে এই দুই অবতারের মূর্তি নির্মাণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

মৎস্যরূপং তথা মৎস্যং কূর্মং কূর্মাকৃতিং ন্যসেৎ॥[৩]

তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে কূর্ম নীলবর্ণ অথবা তমালতুল্য শ্যামলবর্ণ, চক্রধারী, বসুন্ধরা-ধারণকারী—

মূর্ধ্নি তস্যাঃ সমারূঢ়ং কূর্মং নীলাভমর্চয়েৎ।[৪]
যজেচ্চক্রধরং মূর্ধ্নি ধারয়ন্তং বসুন্ধরাং।
তমালশ্যামলাং তত্র নীলেন্দীবরধারিণীম্॥[৫]

হয়গ্রীব মূর্তি—হয়গ্রীব অবতারের দুটি ধ্যানমন্ত্র তন্ত্রশাস্ত্রে পাওয়া যায়। হয়গ্রীব মন্ত্র:

শরচ্ছশাংকপ্রভমশ্ববক্ত্রং মুক্তাময়ৈরাভরণৈঃ প্রদীপ্তম্।
রথাঙ্গশঙ্খার্চিতবাহুযুগ্মং জানুদ্বয়ন্যস্তকরং ভজামঃ॥[৬]

—যাঁহার দেহকান্তি শরচ্চন্দ্রের ন্যায় মনোহর, অশ্বের ন্যায় বদন এবং সর্বাঙ্গ মুক্তাময় আভরণে অলংকৃত, যাঁহার একহস্তে চক্র ও অন্যহস্তে শঙ্খ এবং অপর দুই হস্ত জানুদ্বয়ের উপরে বিন্যস্ত রহিয়াছে, সেই হয়গ্রীব দেবকে ভজনা করি।[৭]

১ মৎস্যপুঃ—২৬০।৩৬-৩৮ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ৩ মৎস্যপুঃ—২৬০।৩৯
৪ শারদা তিলক—৪।৫৯ ৫ শারদা তিলক—৪।৬০ ৬ শারদা তিলক—১৫।৭২
৭ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

হয়গ্রীবের দ্বিতীয় মন্ত্র :

ধবলনলিননিষ্ঠং ক্ষীরগৌরং করাব্জৈর্জপবলয় সরোজে পুস্তকাভীষ্টদানে।

দধদমলবস্ত্রাকল্পজালাভিরামং তুরগবদনজিষ্ণুং নৌমি বিদ্যাগ্রবিষ্ণুম্ ॥[১]

—যিনি শ্বেতপদ্মে উপবেশন করিয়া আছেন, যাঁহার মূর্তি দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র, যিনি হস্তে জপমালা, পদ্ম, পুস্তক ও বরমুদ্রা ধারণ করিতেছেন; নির্মল বসনে বেশভূষা করিয়া যিনি মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছেন, যুদ্ধবিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যায় যিনি সর্বাগ্রগণ্য সেই অশ্বমুখ দেবতাকে নমস্কার করি।[২]

পুরাণাদিতে বর্ণিত প্রতিমালক্ষণ ও ধ্যানমূর্তি বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার বিশেষতঃ বরাহ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব এবং বামন প্রতিমার আকার লাভ করে পূজিত হতেন। কিন্তু এই মূর্তিগুলিতে বিষ্ণু যে মূলতঃ সূর্যাগ্নি তা অপ্রকটিত থাকে নি।

রামাবতার—বিষ্ণুর অবতাররূপে বর্তমানকাল পর্যন্ত সর্বাধিক পূজিত হন রাম ও কৃষ্ণ। রামচন্দ্র ত্রেতাযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন রাবণবধের উদ্দেশ্যে, আর শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন দ্বাপরের শেষে কংস ও অন্যান্য দানব বধ করে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ধর্মহীন দুষ্টের বিনাশ সাধন করে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে।

রামচন্দ্র সূর্যবংশাবতংশ—সূর্যবংশের প্রদীপ। সূর্যের সঙ্গে তাঁর এই সাক্ষাৎ সম্পর্ক রামরূপী বিষ্ণুর স্বরূপ সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করে। রামচন্দ্রের জন্মের মূলেও আছেন অগ্নি। দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পন্ন করে রামাদি চারি পুত্র লাভ করেছিলেন। যজ্ঞাগ্নি থেকে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন সূর্যাগ্নি সদৃশ প্রাজাপত্য (প্রজাপতি নন্দন) পুরুষ।

ততো বৈ যজমানস্য পাবকাদতুলপ্রভম্।
প্রাদুর্ভূতং মহদ্ভূতং মহাবীর্যং মহাবলম্ ॥
কৃষ্ণং রক্তাম্বরধরং রক্তাস্যং দুন্দুভিস্বনম্।
স্নিগ্ধহর্যক্ষতনুজশ্মশ্রুপ্রবর মূর্ধজম্।

* * *

দিবাকরসমাকারং দীপ্তানলশিখোপমম্।[৩]

১ তন্ত্রসার—বঙ্গবাসী সং—পৃঃ ২৯৭ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

৩ বাল্মীকি রামায়ণ, আদিকাণ্ড—১৬।১১-১২, ১৪

—তারপর যজ্ঞীয় অগ্নি থেকে অতুলনীয় প্রভাসম্পন্ন, অত্যদ্ভুত, মহাবীর্য ও মহাশক্তিসম্পন্ন, কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবস্ত্রপরিহিত, রক্তবর্ণমুখ, দুন্দুভির মত কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট, সিংহের কেশরসদৃশ, শ্মশ্রু ও কেশশোভিত…সূর্যের মত আকৃতিসম্পন্ন ও প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাতুল্য পুরুষ আবির্ভূত হলেন।

এই পুরুষ দশরথকে বলেছিলেন:

প্রাজাপত্যং নবং বিদ্ধি মামিহাভ্যাগতং নৃপ।[১]

—হে রাজন আমাকে প্রজাপতিসম্ভূত (অথবা প্রজাপতিপ্রেরিত) পুরুষ বলে জানবে।

এই প্রাজাপত্য পুরুষ যে চরু বা পায়স দশরথকে প্রদান করেছিলেন, সেই পায়স ভক্ষণ করে দশরথের তিন মহিষী চারটি পুত্রের জন্মদান করেছিলেন। অধ্যাত্ম রামায়ণ অনুসারে অগ্নিদেব স্বয়ং পায়স নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন—

পায়সং স্বর্ণপাত্রস্থং গৃহীত্বোবাচ হব্যবাট্।[২]

সুতরাং সূর্য ও অগ্নির সঙ্গে রামাবতারের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে রামচন্দ্র ও ইন্দ্র অভিন্ন, ইন্দ্র ও বৃত্রের যুদ্ধই রাম-রাবণের যুদ্ধে পরিণতি লাভ করেছে।

রামপত্নী সীতা উঠেছিলেন হলকর্ষণকালে। ইন্দ্র কৃষির দেবতা, তিনি বর্ষণের দ্বারা ভূমিকে হলকর্ষণের যোগ্য করে তোলেন।

বেদে সীতা শব্দের বহুল উল্লেখ দেখা যায়। সীতা ঋগ্বেদের এক দেবতা। বেদের সীতা হলাগ্রভাগকৃত কর্ষণরেখা অথবা লাঙ্গল পদ্ধতি। ঋগ্বেদেই সীতা কৃষির দেবতাতে পরিণত হয়েছেন। ঋষি সীতাদেবীর কাছে প্রার্থনা করেছেন:

অর্বাচী সুভগে তা সীতে বংদামহে ত্বা।
যথা নঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি ॥
ইন্দ্রঃ সীতাং নিগৃহ্লাতু তাং পূষানুযচ্ছতু।[৩]

—হে সৌভাগ্যবতী সীতা! তুমি অভিমুখী হও। আমরা তোমাকে বন্দনা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে সুন্দর ধন দান কর ও সুফল প্রদান কর। ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুন, পূষা তাঁহাকে পরিচালিত করুন।[৪]

অথর্ববেদেও মন্ত্রটি আছে—ইন্দ্রঃ সীতাং নিগৃহ্লাতু।[৫] —ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুন।

১ বাল্মীকি রামায়ণ, আদি কাঃ—১৬।১৬ ২ অধ্যাত্ম রামায়ণ—১।৩।৯
৩ ঋগ্বেদ—৪।৫৭।৬-৭ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ অথর্ব—৩।১৭।৪

মনে হয় যেন সীতা বা কর্ষণরেখা (অথবা কৃষিদেবী) ইন্দ্রের পত্নী। আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রে কৃষিদেবী সীতা দীপ্তাঙ্গী, কৃষ্ণনয়না ও পদ্মশেখরা।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ রামকাহিনীর যে নূতন অর্থ করেছেন, তদনুযায়ী সীতা হলচালন রেখা বা মূর্তিমতী কৃষিবিদ্যা।[১]

ইন্দ্রের সঙ্গে সীতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঋগ্বেদের আমল থেকে। পারস্কর গৃহ্যসূত্রে সীতাকে ইন্দ্রপত্নী বলা হয়েছে—"ইন্দ্রপত্নীমুপহ্বয়ে সীতাং সা মে ত্বনপায়িনী।"[২] —ইন্দ্রপত্নী সীতাকে আহ্বান করি, তিনি আমার দুঃখনাশিনী হোন।

কৃষিবিদ্যা বা কৃষিদেবী অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই বর্ষণের দেবতা ইন্দ্রের পত্নীরূপে গৃহীত হয়েছেন। ইন্দ্র-সীতা অবশ্যই রামসীতায় পরিণত হয়েছেন। রামচন্দ্র-কর্তৃক হরধনুভঙ্গ দ্বারা সীতার পাণিগ্রহণও একটি প্রাকৃতিক ব্যাপাররূপে গ্রহণ করা চলে। বৃষ্টিপাতের পরে সূর্যকিরণ প্রকাশিত হলে আকাশে ইন্দ্রধনু বা রামধনুর প্রকাশ ঘটে। সাধারণতঃ বর্ষার অপগমে শরতের শুরুতেই রামধনুর প্রকাশ ঘটে। শরতের শেষে রামধনু অদৃশ্য হয়। সুতরাং ধনুর অপগমে বা ভঙ্গে কৃষিদেবী সীতার সঙ্গে ইন্দ্রের মিলন ঘটে। এরূপ অবস্থায় ইন্দ্র রামেরই মূর্ত্যন্তর। সুতরাং রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণবধ ও সীতার উদ্ধার কাহিনীর ও ইন্দ্র কর্তৃক বৃষ্টিনিরোধক শক্তির বিনষ্টি ও কৃষিদেবীর পুনঃপ্রতিষ্ঠারূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অর্থাৎ সীতার পাতালপ্রবেশ ইত্যাদি ঘটনা পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্তরূপে পণ্ডিতগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে অহল্যা-উদ্ধার কাহিনী ইন্দ্রকৃত বারিবর্ষণে কর্ষণের অযোগ্যা ভূমি-র (অহল্যা ভূমি) হল্যা বা হলকর্ষণ-যোগ্যা করে তোলার রূপক হিসাবে গ্রহীতব্য। ইন্দ্র সূর্যেরই এক রূপ। সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন। যজ্ঞ থেকেই সৃষ্টি পর্জন্য বা মেঘের দেবতার। সুতরাং রামচন্দ্রের সূর্যবংশ ও যজ্ঞলব্ধ চরু থেকে জন্ম হওয়ার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বৃশ্চিকরাশি বা মূলা নক্ষত্রকে দশমুণ্ড রাবণ বলে গ্রহণ করলেও তাঁর মতে "শ্রীরাম ইন্দ্র। সীতা ইন্দ্রাণী অর্থাৎ ইন্দ্রশক্তি বারিবর্ষণশক্তি। সীতা বর্ষার বারি। রাবণ সীতাহরণ করিয়াছিল। এক বৎসর সীতাকে দক্ষিণদেশবর্তী সাগরবেষ্টিত দ্বীপে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

১ ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা, পরিচয়   ২ পারঃ গৃঃ সূঃ—২।১৭।৯

বৃষ্টি হয় নাই। রাম সেই বৃষ্টিরোধকারী রাক্ষসকে নিহত করিয়াছিলেন। বৃষ্টি হইলে ধান্য উৎপন্ন হয়। ধান্যই ধন—ধান্যই লক্ষ্মী। এই হেতু সীতা লক্ষ্মী।… শ্রীরাম আদিতে ইন্দ্র, পরে বিষ্ণু হইয়াছেন। কর্মভেদে একেরই বহুবিধ নাম হইতে পারে।"[১]

সীতা বর্ষার বৃষ্টি নন—তিনি হলচালন রেখা বা লাঙ্গলপদ্ধতি, পরে কৃষিদেবী। বৃষ্টিনিরোধক দানব বৃত্র বা রাবণ কৃষিদেবীকে অপহরণ করেছিল, পরে ইন্দ্র পত্নী সীতাকে উদ্ধার করে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বৃত্র বা রাবণকে বধ করে। রাবণ শব্দের অর্থ, যে শব্দ করে,—রু ধাতুতে ণি যোগ করে রাবি, রাবি শব্দে অন্ প্রত্যয় করে রাবণ। সুতরাং রাবণ শব্দে বৃষ্টিহীন গর্জনকারী মেঘ বোঝায়, বৃত্র-অহিও একই বস্তু। ইন্দ্র ও বিষ্ণু একই সূর্যের ভিন্নরূপ।

রামচন্দ্রের প্রধান ভক্ত এবং সহায় সানুচর হনুমান। হনুমান মরুতের পুত্র বা ভিন্নরূপে মরুৎ। মরুৎ আধুনিক কালেও মহাবীর বা হনুমানরূপে পূজিত হন। ঋগ্বেদে মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের বৃত্রবধে সহায়। ঝড়সৃষ্টিকারী সূর্যাগ্নির তেজঃ মরুদ্‌গণ। সেইজন্যই মরুদ্‌গণ বর্ষণের দেবতা ইন্দ্র বা রামের সহায়ক। আচার্য রায় লিখেছেন, "ঋগ্বেদে মরুদ্‌গণ ঝড়ের দেবতা। তাঁহারা রুদ্রের সন্তান। বৃষ্টির সময় ঝড় হইয়া থাকে। এই কারণে মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের সহায়। হনুমান মরুদ্‌গণের পুত্র, অথবা মরুদ্‌গণ হনুমান হইয়াছেন। এই কারণেই হনুমানের এক নাম মারুতি। হনুমান রামের ভক্ত।"[২]

রামচন্দ্র তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেছিলেন ঋষি বিশ্বামিত্রের সহায়তায়। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে ঋষি কুৎসের সহায়তায় ইন্দ্র কর্তৃক দীর্ঘজিহ্বী নামে এক রাক্ষসী বধের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এই কাহিনীটিকে রামচন্দ্র কর্তৃক তাড়কানিধন কাহিনীর প্রাক্‌রূপ বলা যেতে পারে। ব্রাহ্মণের আখ্যায়িকাটি এই:

দীর্ঘজিহ্বী বা ইদং রক্ষো যজ্ঞহা যজ্ঞিয়ানবলিহত্য চরত্তামিন্দ্রঃ কয়াচন মায়য়া হন্তুং নাশংসতাহথ হ সুমিত্রঃ কুৎসঃ কল্যাণ আস তমব্রবীদিদমচ্ছা ক্রন্দেতি তামচ্ছা ক্রন্দ সৈনমব্রবীন্নাহৈতন্ন শুশ্রুব প্রিয়মিব তু মে হৃদয়স্যেতি তামজ্ঞপয়ৎ তাং সংস্কৃতেঽহতাম্।[৩]—(অস্যার্থঃ) দীর্ঘজিহ্বী নামে রাক্ষসী দীর্ঘ জিহ্বার দ্বারা যজ্ঞের চরু পুরোডাশাদি লেহন করে যজ্ঞ বিনষ্ট করতো। ইন্দ্র কোন প্রকার মায়ার

১ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ৯২-৯৩ ২ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ৯৩

৩ তাণ্ড্যমহাব্রাঃ—১৩।৬।৯

আশ্রয়েও তাকে হত্যা করতে পারেন নি। সেই সময় মৈত্রীভাবাপন্ন কল্যাণকর কুৎস ঋষি বর্তমান ছিলেন। ইন্দ্র তাঁকে বললেন, যেভাবে রাক্ষসী আমার অভি-মুখী হয়, সেই উপায় বলুন। ঋষি সেই উপায় বলে দিলেন, সামগান করলেন। সেই রাক্ষসী অনুকূলা হয়ে ঋষিকে বললে, তোমার কথা শুনবো, তুমি আমার হৃদয়ের প্রিয় হও। ঋষি রাক্ষসীর প্রসন্নতার কথা ইন্দ্রকে জ্ঞাপন করলেন। তখন ইন্দ্র ও ঋষি মিলিতভাবে সংস্কৃত যজ্ঞস্থানে রাক্ষসীকে বধ করলেন।

বেদে ইন্দ্র রাক্ষসহন্তা। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ বলেছেন, "দেবাণাং বৈ যজ্ঞং রক্ষাংস্য জিঘাংসংস্তান্যেতেন ইন্দ্র সংবর্তয়মবাপদ্যৎ।"[১]

—রাক্ষসগণ দেবতাদের যজ্ঞ ধ্বংস করেছিল, ইন্দ্র তাদের এই সামমন্ত্র দ্বারা ধ্বংস করেছিলেন।

সূর্য এবং অগ্নিও রাক্ষসদের নিহন্তা।

অপসেধন্ রক্ষসো যাতুধানানস্থাদ্দেবঃ।[২]

—সেই দেব (সূর্য) রাক্ষসদের ও অসুরদের ধ্বংস করে অবস্থান করেছিলেন।

অথর্ববেদে দশশীর্ষ দশাস্য এক যজ্ঞবিঘাতক রাক্ষসের উল্লেখ আছে—সে রাক্ষস ব্রাহ্মণবংশীয়, যে প্রথমেই সোমপান করেছিল এবং বিষকে রসহীন করেছিল—

ব্রাহ্মণো যজ্ঞে প্রথমো দশশীর্ষো দশাস্যঃ।
স সোমং প্রথমং পপৌ স চকারারসংবিষম্॥[৩]

—প্রথমে দশশীর্ষ দশমুখ ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হয়েছিলেন, তিনি প্রথমে সোমপান করেছিলেন এবং বিষকে নির্বীর্য করেছিলেন।

এই দশমুখ ব্রাহ্মণতনয় রাক্ষসের সঙ্গে রামায়ণের রাবণের নিকট সম্পর্ক মনে হয়। রামায়ণের রাবণও ব্রাহ্মণতনয়। রামায়ণের রামচন্দ্রের সঙ্গে ইন্দ্র-বিষ্ণুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রত্যক্ষদৃষ্ট। কিন্তু রামায়ণের কবি যে রামচন্দ্রের পুণ্যচরিত বর্ণনায় ব্রতী হয়েছিলেন সেই রামচন্দ্র একজন সর্বগুণসম্পন্ন মানুষ। কাব্যারম্ভেই মহাকবি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদকে প্রশ্ন করেছেন—

কোঽন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্যবান্।
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥
চরিত্রেণ কো যুক্তঃ সর্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকপ্রিয়দর্শনঃ॥

---

১ তাণ্ড্যমহাব্রাঃ—১৪।১২।৭ ২ ঋগ্বেদ—১।৩৫।১০ ৩ অথর্ব—৫।১।৬।১

আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে ॥[১]
—কহ মোরে কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে।
কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা-মাঝে দুঃখ মহত্তম,—।[২]

এই প্রশ্নের উত্তরে নারদ বলেছিলেন—

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।
নিয়তাত্মা মহাবীর্যো দ্যুতিমান্ ধৃতিমান্ বশী ॥
বুদ্ধিমান নীতিমান বাগ্মী শ্রীমান্ শত্রুনিবর্হণঃ।
বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো মহাহনুঃ ॥
প্রজাপতিসমঃ শ্রীমান্ ধাতা রিপুনিষূদনঃ।
রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মস্য পরিরক্ষিতা ॥
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতঃ।
সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্ ॥

*   *   *

স চ সর্বগুণোপেতঃ কৌশল্যানন্দবর্ধনঃ।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে ধৈর্যেণ হিমবানিব ॥
বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ ॥
ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যে ধর্ম ইবাপরঃ।
তমেবং গুণসম্পন্নং রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥
জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠগুণৈর্যুক্তং প্রিয়ং দশরথসুতম্।...[৩]

১ রামায়ণ, আদিকাণ্ড—১।২-৪   ২ ভাষা ও ছন্দ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩ বাল্মীকি রামায়ণ, আদিকাণ্ড—৮, ৯ ; ১৩, ১৪, ১৭-২০

—লোকমুখে শুনেছি ইক্ষাবুবংশধর সংযতাত্মা, মহাবীর্যবান, তেজস্বী, ধৈর্য-সম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান, নীতিমান্, বাগ্মী, সৌভাগ্যবান্, শত্রুহন্তা, বিপুল স্কন্ধ, বিশালবাহুসম্পন্ন, দীর্ঘগ্রীবাযুক্ত, বিশাল হনু-(চোয়াল)বিশিষ্ট, প্রজাপতির মত জগতের ধারণকর্তা, শত্রুধ্বংসকারী, জীবলোকের রক্ষাকর্তা, ধর্মের রক্ষাকর্তা, বেদ ও বেদাঙ্গের তত্ত্বে অভিজ্ঞ, ধনুর্বেদে পারদর্শী, সর্বশাস্ত্রতত্ত্বে অভিজ্ঞ, স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, প্রতিভাবান্···সকল গুণে ভূষিত, কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারী, গাম্ভীর্যে সমুদ্রের মত, ধৈর্যে হিমালয়ের মত, বীরত্বে বিষ্ণুতুল্য, চন্দ্রের মত প্রিয়দর্শন, ক্রোধে প্রলয়ানলতুল্য, ক্ষমায় পৃথিবীসদৃশ, ত্যাগে কুবের সদৃশ, সত্যে ধর্মের মত—এরূপ গুণসম্পন্ন সত্য ও পরাক্রমশালী, শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত, প্রিয় দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র

এই বর্ণনায় শ্রীরামচন্দ্রকে একজন মহাপুরুষ বলেই প্রতীতি জন্মে। তিনি বিষ্ণুর মত পরাক্রমশালী কিন্তু বিষ্ণু নন। ব্রহ্মা বাল্মীকিকে বলেছিলেন—

রামস্য চরিতং কৃৎস্নং কুরু ত্বমৃষিসত্তম।
ধর্মাত্মনো গুণবতো লোকে রামস্য ধীমতঃ॥
বৃত্তং কথয় রামস্য যথা তে নারদাচ্ছ্রুতম্॥[১]

—হে ঋষিশ্রেষ্ঠ আপনি ধর্মাত্মা, গুণবান, ধীমান্ রামের সমগ্র চরিত্র বর্ণনা করুন—নারদের কাছে যেমন শুনেছেন, সেইভাবে রামের চরিত্র কীর্তন করুন।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য প্রায় সকল পণ্ডিতের মতেই বাল্মীকি-রচিত আদি কাব্যে রামচন্দ্র নরচন্দ্রমারূপেই বর্ণিত হয়েছেন। কারো কারো মতে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের আদর্শে পরবর্তীকালে সংযোজিত আদি ও উত্তরকাণ্ডে রামচন্দ্রকে ভগবান্ বিষ্ণুরূপে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। কিন্তু আদিকাণ্ড ও উত্তর-কাণ্ড ছাড়াও অন্যত্র রামচন্দ্রকে বিষ্ণু বা কৃষ্ণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। লংকাকাণ্ডে রাবণবধ ও সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর ব্রহ্মা রামচন্দ্রের স্তুতি করতে গিয়ে তাঁকে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্নরূপে বর্ণনা করেছেন—

শার্ঙ্গধন্বা হৃষীকেশঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ।
অজিতঃ খড়্গধৃগ্ বিষ্ণুঃ কৃষ্ণশ্চৈব বৃহদ্বলঃ॥[২]

—হে রাম, তুমি শার্ঙ্গধনুর্ধারী, হৃষীকেশ, (বিরাট) পুরুষ, পুরুষোত্তম, অজেয়, খড়্গধারী বিষ্ণু, মহাশক্তিমান কৃষ্ণ।

সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ॥[৩]

১ রামায়ণ, আদিকাণ্ড—৩,৩২-৩৩ ২ লংকাকাণ্ড—১১৯।১৫ ৩ লংকাকাণ্ড—১১৯।২৭

—সীতা লক্ষ্মী, তুমি বিষ্ণু, কৃষ্ণ প্রজাপতি।

কিন্তু সমগ্র রামায়ণ পাঠে রামচন্দ্রকে মানবশ্রেষ্ঠরূপেই প্রতীতি হয়। রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন,— "কবি যদি রামায়ণে নরচরিত্র বর্ণনা না করিয়া দেবচরিত্র বর্ণনা করিতেন তবে তাহাতে রামায়ণের গৌরব হ্রাস হইত। সুতরাং তাহা কাব্যাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। মানুষ বলিয়াই রামচরিত্র মহিমান্বিত। ...রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।"[১]

রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকিও বলেছেন—

দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে,
তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দগানে।[২]

রামায়ণ ছাড়াও মহাভারতে, জাতকে, বিভিন্ন পুরাণে, কাব্যে রামচন্দ্রের কীর্তিগাথা কীর্তিত হয়েছে। এই সকল কাহিনীর মধ্যে বিভিন্নতা এত বেশী, ভারতের বাইরে প্রচলিত রামকথায় বৈচিত্র্য এত বেশী যে মনে হয়, ভিন্ন ভিন্ন আকারে রাম-কথা এদেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মহাকবি বাল্মীকি জনশ্রুতি থেকে বিচ্ছিন্ন কাহিনীগুলিকে সুগ্রথিত করে রামায়ণ মহাকাব্যে পূর্ণাঙ্গ রামচরিত বর্ণনা করেছেন।[৩] বাল্মীকিও লিখেছেন যে তিনি রামকথা লোকমুখে শুনেছেন,—

ইক্ষ্বাকুনাম্ ইদং তেষাং রাজ্ঞাং বংশে মহাত্মনাম্।
মহদুপপন্নমাখ্যানং রামায়ণমিতি শ্রুতম্।[৪]

—ইক্ষ্বাকুদের এই মহৎ বংশে উৎপন্ন এই রামায়ণ নামে মহৎ আখ্যান আমি শুনেছি।

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রাম নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।[৫]

—ইক্ষ্বাকুবংশজাত রাম নাম আমি জনগণের কাছে শুনেছি। ইক্ষ্বাকুবংশের বিবরণ বিভিন্ন পুরাণে প্রদত্ত রয়েছে। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ কাব্যে রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ দিলীপ থেকে ইক্ষ্বাকুবংশের শেষ রাজা অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত বিবরণ প্রদান করেছেন। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে একটি শ্লোক আছে—

বাল্মীকিনাদশ্চ সসর্জ পদ্যং জগ্রন্থ যন্ন চ্যবনো মহর্ষিঃ।

---

১ রামায়ণ প্রবন্ধ—প্রাচীন সাহিত্য ২ ভাষা ও ছন্দ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ বিশ্ববাণী পত্রিকায় মল্লিখিত রামায়ণ ও মহাভারত প্রবন্ধ, ১৩৭৯ সালের বৈশাখ-শ্রাবণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

৪ রামায়ণ, আদিকাণ্ড—৫।৩ ৫ রামায়ণ, আদিকাণ্ড—১।৮

—মহর্ষি চ্যবন যা গ্রন্থন করতে সমর্থ হন নি, বাল্মীকির নাদ তা সৃষ্টি করতে পেরেছে।

ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মনে করেন যে বুদ্ধচরিতের এই শ্লোকটি বাল্মীকির পূর্বে রচিত কোন অসার্থক রামায়ণ কাব্যের কথাই বিজ্ঞাপিত করেছে।[১]

ডঃ পঞ্চানন মিত্র তাঁর Pre-historic India গ্রন্থে লিখেছেন যে, পশ্চিম এশিয়ায় তুশরথ (Tusratha = দশরথ) এবং রামন্ (Raamn = রাম) নামদুটি ভারতে দশরথ ও রাম চরিত্রের মতই জনপ্রিয় ছিল বহু প্রাচীনকালে (Neolithic Age-এ)। ঋগ্বেদেও রাম নামে একজন রাজার নাম পাই। দুঃশীম, পৃথবান ও বেন নামক তিনজন রাজার নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই রাম অসুর বা মহাবলশালী দেবতুল্য।[২] কিন্তু এই রাম রামায়ণ কাব্যের নায়ক কিনা বলা সহজ নয়। যাই হোক্, বাল্মীকি রামায়ণ রচনার পূর্বেও রাম নামে একজন কীর্তিমান জনপ্রিয় নরপতির কাহিনী এদেশে প্রচলিত ছিল—এরূপ সিদ্ধান্ত বোধ হয় গ্রহণ করা চলে। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "রামায়ণের যে মূলরূপ ছিল তাহাতেই রামকথা প্রথম রচিত হইয়াছিল। এই কাহিনীর আগে আমাদের দেশে এমন কোন আখ্যায়িকা, গাথা বা কাব্য বিরচিত হয় নাই, যাহার বিষয় অর্থাৎ গল্প অপরিচিতপূর্ব। অর্থাৎ এই মূল রামায়ণের আগে কোন আখ্যায়িকা-গাথার (কিংবা কাব্যের) বিষয় রচয়িতার স্বকল্পিত (অর্থাৎ মৌলিক) ছিল না। তখনকার দিনে এরকম সব রচনাতেই পরম্পরাগত উপাখ্যান অবলম্বিত। বাল্মীকির প্রতিভাই প্রথম মৌলিক 'কাব্য' সম্ভাবিত করিয়াছিল।"[৩]

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় রামচন্দ্রের সময় নিরূপণ করে লিখেছেন, "অতএব খ্রীষ্টপূর্ব ২১৯২ অব্দের নিকটবর্তী কালে শ্রীরাম ছিলেন।"[৪]

শ্রীরামচন্দ্র যদি বৈদিক রাম হন তবে তাঁর সময় ঋগ্বেদের যুগে আঃ ৫০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। রামচন্দ্র যে সময়েই বর্তমান থাকুন না কেন, তাঁর ঐতিহাসিকতা বোধ হয় অস্বীকার করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা নির্দ্বিধায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কোন সুদূর অতীতে রাম নামে একজন কীর্তিমান জনপ্রিয় রাজা ছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বহু উপাখ্যান কিম্বদন্তীর

---

১ Studies in Indian Antiquities
২ ঋগ্বেদ—১০।৯৩।১৪
৩ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—পৃঃ ৯৫-৯৬
৪ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ৯০

আকারে জনশ্রুতিতে বিবাজিত ছিল। ইনি ক্রমে ক্রমে বহুতর সদ্‌গুণের সমাবেশহেতু মানবিকতাকে অতিক্রম করিয়া দেবত্বে উন্নীত হন। অতিলৌকিক ক্ষমতা বা গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে ভগবান বিষ্ণুব অংশ বা অবতাররূপে স্বীকার করা স্বাভাবিক প্রবণতা। এইভাবেই পরশুরাম, দত্তাত্রেয়. বুদ্ধ প্রভৃতি বিষ্ণুর অবতার রূপে গৃহীত হয়েছেন। আধুনিক কালে শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতিও ঈশ্বরের অবতাররূপে পরিগৃহীত হয়েছেন।

ঐতিহাসিক রাম, সূর্য ও ইন্দ্রের সমবায়ে পৌরাণিক রামচরিত্র নির্মিত হয়েছে। লক্ষণীয় এই যে সাঁওতালদের মধ্যে রামচন্দো নামে সূর্যদেবতার উপাসনা প্রচলিত।[১]

রামচন্দ্র ঈশ্বরের অবতাররূপে গৃহীত হওয়ায় ইন্দ্র-বিষ্ণুর অতিলৌকিক গুণাবলী রূপান্তরিত হয়ে শ্রীরামচরিত্রে আরোপিত হোল;—রামচন্দ্র ভগবান্ বিষ্ণু বা বিষ্ণুর অংশরূপে পরিগণিত হয়ে ভারতবর্ষে দেবতারূপে পূজা পেতে লাগলেন। মহর্ষি বাল্মীকির মহাকাব্যে রামচন্দ্র মানব হয়েও বিষ্ণুর অবতাররূপে বর্ণিত হলেন। লংকাকাণ্ডে রাবণবধের পরে দেবগণ লংকায় আবির্ভূত হয়ে রামচন্দ্রকে বিষ্ণুরূপে স্তব করেছিলেন। ব্রহ্মাও রামকে বলেছিলেন,—

ভবান্নারায়ণো দেবঃ শ্রীমাংশ্চক্রায়ুধঃ প্রভুঃ।
একশৃঙ্গো বরাহস্ত্বং ভূতভব্যসপত্নজিৎ॥

* * *

শার্ঙ্গধন্বা হৃষীকেশঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ।
অজিতঃ খড়্গধৃগ্বিষ্ণুঃ কৃষ্ণশ্চৈব বৃহদ্বলঃ॥[২]
সীতালক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ।[৩]

পুরাণকার বিষ্ণুর অবতার সম্পর্কে কাহিনী নির্মাণ করলেন; বললেন, ভৃগুর শাপে বিষ্ণুকে দশজন্ম লাভ করতে হবে, আর ভোগ করতে হবে সীতাবিয়োগ-দুঃখ।

নৃলোকে দশজন্মানি লপ্‌স্যসে মধুসূদন।
ভার্য্যায়াস্তে বিয়োগেন দুঃখান্যনুভবিষ্যসি॥[৪]

১ Sunworship, T. C. Das—Journal of the Dept. of Letters (C. U.), vol. XI

২ লংকাকাণ্ড—১১৯।১৩, ১৪   ৩ লংকাকাণ্ড—১১৯।২৭   ৪ পদ্মপুঃ—৪।৯৮

ভগবান বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মীরূপিণী সীতার সঙ্গে পূজা পাচ্ছেন আজও। সারদাতিলকে রামচন্দ্রের একটি ধ্যানমূর্তি কথিত হয়েছে—

কালাম্ভোধরকান্তি কান্তমনিশং বীরাসনাধ্যাসিতং
মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুনি।
সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং বিদ্যুন্নিভাং রাঘবং
পশ্যন্তীং মুকুটাঙ্গদাদি বিবিধ কল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে ॥[১]

—যিনি নব জলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ, সর্বদা বীরাসনে যিনি উপবেশন করিয়া আছেন, একহস্তে জ্ঞানমুদ্রা ধারণ করিতেছেন, অপর হস্ত জানুর উপরে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, সৌদামিনীর ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণা, পার্শ্ববর্তিনী, পদ্মহস্তা সীতাদেবীকে অবলোকন করিতেছেন এবং মুকুট, অঙ্গদ প্রভৃতি বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া উজ্জ্বলমূর্তি ধারণ করিয়াছেন, এইরূপ রামচন্দ্রকে আমি ভজনা করি।[২]

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে শ্রীরামচন্দ্রের আর একটি ধ্যানমন্ত্র উদ্ধৃত হয়েছে। মন্ত্রটি এই :

অযোধ্যানগরে রম্যে রত্নসৌবর্ণমণ্ডপে।
মন্দারপুষ্পৈরাবদ্ধবিতানতোরণান্বিতে ॥
সিংহাসনসমারূঢ়ং পুষ্পকোপরি রাঘবম্।
রক্ষোভির্হরিভির্দেবৈর্দিব্যযানগতৈঃ শুভৈঃ ॥
সংস্তূয়মানং মুনিভিঃ সর্বজ্ঞৈঃ পরিসেবিতম্।
সীতালংকৃতবামাঙ্গং লক্ষ্মণেনোপসেবিতম্ ॥[৩]

—রমণীয় অযোধ্যানগরে রত্নখচিত সুবর্ণময় এক মণ্ডপ, সেই মণ্ডপমধ্যে মন্দার পুষ্পদ্বারা চন্দ্রাতপ বিলম্বিত করা হইয়াছে, দ্বারে মন্দারপুষ্পের তোরণ, সিংহাসনের উপরে পুষ্পাসনে রামচন্দ্র উপবেশন করিয়া আছেন; স্বর্গীয় যানে আগমনপূর্বক রাক্ষসগণ ও বানরগণ স্তব করিতেছেন, সর্বজ্ঞ মুনিগণ চতুষ্পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সেবা করিতেছেন, বামভাগে সীতাদেবী শোভা করিয়া রহিয়াছেন, শ্যামকান্তি রামচন্দ্র বিবিধ আভরণে ভূষিত হইয়া প্রসন্ন বদনে অবস্থিতি করিতেছেন।[৪]

১ শাঃ তিঃ—১৩।৮৪
২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
৩ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী সং)—পৃঃ ২৫২
৪ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

কৃষ্ণ-বাসুদেব

সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী বিপুলসংখ্যক মানুষের কাছে বিষ্ণুর যে রূপটি আজও পূজার্হ—যিনি বিরাটসংখ্যক নরনারীর প্রাণের দেবতা—তিনি শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণের দুটি মূর্তি পুরাণে-কাব্যে প্রতিষ্ঠিত—একটি দক্ষ রাজনীতিক কূটকৌশলী যোদ্ধা, মহাভারত-যুদ্ধের কর্ণধার গীতা-প্রবক্তা পার্থসারথি কৃষ্ণ,—আর একটি বৃন্দাবনের যশোদা-দুলাল বালগোপাল বা কিশোর কৃষ্ণ,—শ্রীরাধার সঙ্গে যুগলরূপে আবদ্ধ। ভারতের সর্বত্র রাধাকৃষ্ণ যুগলরূপে একটি তত্ত্বের প্রতীকরূপে সর্বত্র উপাসিত হচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে নারায়ণ-বিষ্ণু এবং ঋগ্বেদের বিরাট পুরুষের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ যেমন সর্বভূতান্তরাত্মা বিরাট পুরুষ, তেমনি তিনি একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ঋষিও। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ একাধিকবার বিষ্ণুরূপে অভিহিত হয়েছেন। গীতার দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকেই বিষ্ণু বলে উল্লেখ করেছেন,—

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।[১]

অর্জুন একাদশ অধ্যায়েও কৃষ্ণকে বিষ্ণু বলে সম্বোধন করেছেন—

দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো।[২]

তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।[৩]

ঋগ্বেদে কৃষ্ণ নামে এক ঋষির অস্তিত্ব জানা যায়। ঋষি কৃষ্ণ ৮।৮৫ সূক্তের দ্রষ্টা। অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তটির দ্রষ্টা ঋষি কৃষ্ণ বা কৃষ্ণের পুত্র কার্ষ্ণি বিশ্বক। দশম মণ্ডলের ৪২, ৪৩ ও ৪৪ সূক্তেরও দ্রষ্টা ঋষি কৃষ্ণ। দুটি ঋকে ঋষি কৃষ্ণ অশ্বিদ্বয়কে সোমপানে আহ্বান করেছেন,—

অয়ং বাং কৃষ্ণো অশ্বিনাহ্বতে বাজিনীবসূ
মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে।
শৃণুতাং জরিতুর্হবং কৃষ্ণস্য স্তবতো নরাঃ।
মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে।[৪]

১ গীতা—১০।২১   ২ গীতা—১১।২৪   ৩ গীতা—১১।৩০   ৪ ঋগ্বেদ—৮।৮৫।৩-৪

—হে অন্নযুক্ত, ধনবান্ অশ্বিদ্বয়! মদকর সোমপানার্থ এই কৃষ্ণ ঋষি তোমায় আহ্বান করিতেছে।

হে নেতৃদ্বয়! স্তোত্রশীল, স্তুতিকারী কৃষ্ণের আহ্বান মদকর সোমপানার্থ শ্রবণ কর।[১]

কৃষ্ণের পুত্র কার্ষ্ণি বা বিশ্বক অষ্টমমণ্ডলের ৮৬ সংখ্যক সূক্তের দ্রষ্টা। প্রথম মণ্ডলের একটি সূক্তেও কৃষ্ণপুত্র কৃষ্ণির নামটি পাওয়া যায়—

অবস্যতে স্তুবতে কৃষ্ণি ঋজ্জয়তে নাসত্য শচীভিঃ।
পশুং ন নষ্টমিব দর্শনায় বিষ্ণাপ্‌বং দদথুর্বিশ্বকায়ঃ॥[২]

—হে নাসত্যদ্বয়! কৃষ্ণের পুত্র ঋজুতাপরায়ণ বিশ্বকায় নামক ঋষি তোমাদিগের রক্ষণ ইচ্ছায় স্তুতি করিলে তোমরা স্বকীয় কার্যদ্বারা নষ্ট পশুর ন্যায় তাহার বিশ্বাপু নামক বিনষ্ট পুত্রকে পুনরায় দেখিতে দিয়াছিলে।[৩]

যুবং নরা স্তুবতে কৃষ্ণিয়ায় বিশ্বাপ্‌বং দদথুর্বিশ্বকায়।[৪]

—হে নেতৃদ্বয়! কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বকায় তোমাদিগকে স্তব করিলে তোমরা তাহাকে (তাহার বিনষ্ট পুত্র) বিশ্বাপু আনিয়া দিয়াছিলে।[৫]

ঋগ্বেদের কৃষ্ণ অঙ্গিরসবংশীয়, কৌশিতকী ব্রাহ্মণের এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের কৃষ্ণও অঙ্গিরসবংশীয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে কৃষ্ণ অঙ্গিরসবংশীয় এবং দেবকীপুত্র।

তদ্ হ এতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচ আপিপাস এব স বভূব।[৬]

—ঘোর নামক আঙ্গিরস ঋষি শিষ্য দেবকীনন্দন কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞদর্শন উপদেশ দিয়া পরবর্তী তিনটি মন্ত্রেরও উপদেশ করিয়াছিলেন। সেই দেবকীপুত্র কৃষ্ণ (উক্ত বিদ্যার উপদেশ শ্রবণ করিয়া অন্য বিদ্যা বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়াছিলেন)।[৭]

মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে অঙ্গিরসঋষি ঘোরের শিষ্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের অন্তর্গত সুত্তপিটকের অন্তঃপাতী পঞ্চনিকায়ের অন্যতম দীগ্‌ঘনিকায়ে কাহ্বায়ন গোত্র ও কন্‌হ ঋষির নাম পাওয়া যায়—'উলারোস্যো কন্হো ইসি অহোসি'।[৮] জৈনদের মধ্যে গোষ্ঠীপতি হিসাবে

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—১।১১৬।২৩ ৩ অনুবাদ—তদেব
৪ ঋগ্বেদ—১।১১৭।৭ ৫ অনুবাদ—তদেব ৬ ছান্দোগ্য—৩।১৭।৬
৭ অনুবাদ—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ ৮ দীগ্‌ঘনিকায় —৩।১।২৩

বাসুদেব ও বলদেবের নাম জনপ্রিয় ছিল। জৈনগ্রন্থে কৃষ্ণ নবম বাসুদেব এবং দ্বারকার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত।[১] পরবর্তী কল্পে কৃষ্ণ দ্বাদশ তীর্থংকর রূপে আবির্ভূত হয়ে তদীয় বংশের দেবকী, রোহিণী, বলদেব ও জরকুমারের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত হবেন।[২]

বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থের কৃষ্ণ, ঋগ্বেদের ঋষি বিশ্বক বা বিশ্বকায়ের পিতা এবং বিশ্বপূব পিতামহ (কার্ষ্ণি গোত্রের প্রবর্তক ?) কৃষ্ণ এক ব্যক্তি কিনা বলা সম্ভব না হলেও দুই কৃষ্ণের অভিন্নতা অনুমান করাও অসম্ভব মনে হয় না। বৌদ্ধ গ্রন্থের কৃষ্ণ সম্পর্কে Sir Charles Eliot লিখেছেন, "This person may be Krishna of Ṛgveda"[৩] ভগবদ্গীতার প্রবক্তা যে কৃষ্ণ তিনি ঋষিরূপেই প্রতিভাত। আত্মজ্ঞানে ভাস্বর ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির মতই তিনি ঘোষণা করেছেন সত্য-উপলব্ধির চিরন্তনী বাণী। ছান্দোগ্য উপনিষদে কৃষ্ণ দেবকীপুত্র, কিন্তু তিনি বাসুদেব বা বসুদেব পুত্র অথবা বসুদেববংশীয় কিনা বলা হয় নি। ঋগ্বেদের খিলসূক্তে (১০।১) কৃষ্ণ বাসুদেব ও বিষ্ণু অভিন্ন—"কৃষ্ণ বিষ্ণো বাসুদেব হৃষীকেশ নমস্তুতে।" খিলসূক্ত ঋগ্বেদের বহু পরে রচিত ও সংযোজিত,—এ মত সর্বজন স্বীকৃত। মহর্ষি পাণিনির ব্যাকরণে (খ্রীঃ পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী) বাসুদেব ও অর্জুন একত্রে উল্লিখিত হয়েছেন—"বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্"।[৪]

(সূত্রার্থঃ) বাসুদেব ও অর্জুন শব্দে বুন্ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বাসুদেবক ও অর্জুনক শব্দ দুটি নিষ্পন্ন। বাসুদেব ও অর্জুন শব্দ দুটি একত্রিত হওয়ায় শব্দ দুটি মহাভারতের দুটি প্রসিদ্ধ চরিত্ররূপে প্রতীত হয়। সিদ্ধান্তকৌমুদীর উক্ত সূত্রটির টীকায় (তত্ত্ববোধিনী) বাসুদেব শব্দের অর্থে বলা হয়েছে—"বাসুদেবঃ সর্বত্রাসৌ বসতি সর্বমত্র বসতীতি বা ব্যুৎপত্ত্যা বাসুঃ বাহুলকাৎ। বাসুশ্চাসৌ দেবশ্চেতি বিগ্রহঃ। তথা চ নেয়ং গোত্রাখ্যা, নাপি ক্ষত্রিয়াখ্যেতি যুক্ত এব বুন্ বিধিঃ।" (অর্থাৎ)—বাসুদেব শব্দের অর্থ সর্বত্র যিনি বাস করেন, অথবা যাঁর মধ্যে সব কিছুই বাস করেন,—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে বাসু শব্দ বিকল্পে নিষ্পন্ন। যিনি বাসু তিনিই দেব। বাসুদেব গোত্র নামও নয়, ক্ষত্রিয় নামও নয়।

এই অর্থ যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তবে বাসুদেব ঈশ্বর বা ব্রহ্ম অথবা সূর্যাগ্নিরূপী সর্বময় দেবতারূপেই স্বীকৃত হতে পারে।

---

১ অভিধান চিন্তামণি, মর্ত্যকাণ্ড—৩৬১ ২ অভিধান চিন্তামণি

৩ Hinduism & Buddhism—page 153 ৪ পাণিনি—৪।৩।৯৮

কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থে কৃষ্ণনামের ব্যাপকতা থেকে এক বা একাধিক কৃষ্ণের অস্তিত্ব স্বীকার অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতে রচিত ঘটক জাতক (জাতক নং ৪৫৪) ও মহাউম্মগ্‌ জাতকে উপসাগর ও কংসভগিনী দেবগব্‌ভার (দেবকী) পুত্র বাসুদেব ও বলদেবকে অন্ধকবেন্‌হু (অন্ধক ও বৃষ্ণি ?) এবং তাঁর পত্নী দেবগব্‌ভার সখী নন্দগোপার (নন্দগোপের পত্নী ?) কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হওয়া হয়েছিল। ঘটকজাতকে বাসুদেব কণ্‌হ (কৃষ্ণ) ও কেশব—আরও দুটি নাম আছে। উক্ত জাতকের টীকায় বলা হয়েছে যে, বাসুদেব কণ্হায়ণ গোত্রের লোক ছিলেন। মহাউম্মগ্‌গ জাতকের টীকাতেও বাসুদেব কণ্‌হ কণ্‌হায়ণ গোত্রীয়। এই জাতকে বাসুদেব কণ্‌হের পত্নীর নাম জাম্ববতী।

"The Ghata Jataka (No. 454) gives an account of Krishna's childhood and subsequent exploits which in many points corresponds with Brahmanic legends of his life and contains several familiar incidents and names, such as, Vasudeva Kamsa. Yet it presents many peculiarities and is either an independent version or a mis-representation of a popular story, that had wandered far from its home. Jaina tradition also shows that these tales were popular and were worked up into different forms, for the Jainas have an elaborate system of ancient patriarchs which includes Vasudevas and Valadevas."[১]

পতঞ্জলি মহাভাষ্যে পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যাকালে উদাহরণছলে কৃষ্ণ কর্তৃক কংসবধের উল্লেখ করেছেন,—"মাতুর্নিলীয়তে কৃষ্ণঃ। সাধুঃ কৃষ্ণো মাতরি। অসাধুর্মাতুলে। জঘান কংসং কিল বাসুদেবঃ।"[২]

—কৃষ্ণ মায়ের কাছ থেকে লুকুচ্ছেন। কৃষ্ণ মায়ের প্রতি ভাল ব্যবহার করছেন। কিন্তু মাতুলের প্রতি অসাধু ব্যবহার করছেন। বাসুদেব কংসকে হত্যা করেছিলেন।

পতঞ্জলির সময়ে (আঃ খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী) মা যশোদার সঙ্গে কৃষ্ণের লুকোচুরি এবং কৃষ্ণ কর্তৃক কংসবধের কাহিনী প্রচলিত ছিল। কিন্তু কৃষ্ণের অন্যান্য দানববধ বা গোপীলীলা সম্পর্কিত কাহিনীগুলি সম্পর্কে প্রাচীন গ্রন্থাদি নীরব।

১ Hinduism & Buddhism—vol. II, page 153

২ পাণিনির ৩।২।১১১ সূত্রের ভাষ্য

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। ঋগ্বেদের ঋষি কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর অভিন্নতা কি সম্ভব? মহাভারতের কৃষ্ণ যদি ঐতিহাসিক ব্যক্তিই হন, তাহলে ঋষি কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর অভিন্নতার কথা জোর করে বলা যায় না। তবে একথাও সত্য যে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় হলে তাঁর পক্ষে বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হওয়ায় কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না তাঁর ক্ষত্রিয়ত্ব। প্রথমতঃ দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্ত (পরবর্তীকালে রচিত বলে পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত) ছাড়া ঋগ্বেদের অন্য কোথাও জাতিভেদের উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়তঃ, ঋগ্বেদে অনেক ঋষিকেই ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করতে দেখা যায়। তৃতীয়তঃ, পৌরাণিক বিশ্বামিত্রের কাহিনী বাদ দিলেও ক্ষত্রিয়ের ঋষিত্ব নিষিদ্ধ ছিল, এমন কোন প্রমাণ অনুপস্থিত। এ সম্পর্কে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "কিন্তু কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়াই বলা যাইতে পারে না যে, তিনি এই সকল সূক্তের ঋষি নহেন; কেন না ত্রসদস্যু, ত্র্যরুণ, পুরুমীঢ়, অজমীঢ়, সিন্ধুদ্বীপ, সুদাস, মান্ধাতা, সিবি, প্রতর্দন, কক্ষীবান্ প্রভৃতি রাজর্ষি যাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও ঋগ্বেদসূক্তের ঋষি, ইহা দেখা যায়। দুই-একস্থানে শূদ্র ঋষিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। কবষ নামে দশম মণ্ডলে একজন শূদ্র ঋষি আছেন, অতএব ক্ষত্রিয় বলিয়া কৃষ্ণের ঋষিত্বে আপত্তি হইতে পারে না। তবে ঋগ্বেদ সংহিতার অনুক্রমণিকায় শৌনক কৃষ্ণ আঙ্গিরস ঋষি বলিয়া পরিচিত।"[১]

মহাভারত-পুরাণাদি থেকে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর আত্মীয়-পরিজন মথুরা ও নিকটবর্তী অঞ্চলে বাস করতেন। পরবর্তীকালে জরাসন্ধের উপদ্রবে শ্রীকৃষ্ণ রাজধানী মথুরা থেকে দ্বারকায় স্থানান্তরিত করেছিলেন। মথুরা অঞ্চল শূরসেন নামে প্রসিদ্ধ ছিল। যাদবগণ এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশ সম্ভূত। মহাভারতে-পুরাণে তিনি যাদব নামে পরিচিত। যযাতির পুত্র যদুর বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ যাদব নামে পরিচিত। ঋগ্বেদে যে কটি প্রধান আর্যগোষ্ঠী বা জাতির (tribe) উল্লেখ আছে, যদু তাদের মধ্যে একটি। ভরতবংশীয় রাজা দিবোদাস যদুদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন। ঋগ্বেদে যদু ও তুর্বশ জাতি দুটি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। একস্থানে দ্রুহ্যু, অনু এবং পুরুজাতি যদুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—"যদিন্দ্রাগ্নী যদুষু তুবশেষু যদ্ দ্রুহ্যষনুষু পুরুষু স্থঃ।"[২] মহাভারতেও যদুবংশ এবং পুরুবংশ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

---

১ কৃষ্ণচরিত্র, বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সং), ২য়—পৃঃ ৪২৪ ২ ঋগ্বেদ—১।১০৮।৮

শ্রীকৃষ্ণের আর একটি পরিচয়—তিনি বৃষ্ণিবংশসম্ভূত। সেইজন্তই তিনি বার্ষ্ণেয় নামে কথিত হয়েছেন। মহাভারতে সভাপর্বে মহামতি ভীষ্ম বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণকেই অর্ঘ্যপ্রদানের জন্ত শ্লাঘ্যতম ব্যক্তিরূপে গণ্য করেছিলেন—

বার্ষ্ণেয়ং মন্যতে কৃষ্ণমর্হণীয়তমং ভুবি।[১]

শিশুপালও কৃষ্ণকে শ্লাঘ্য বৃষ্ণিবংশে জন্মগ্রহণ করে জরাসন্ধ বধের মত গর্হিত কার্য করার জন্ত দোষী সাব্যস্ত করেছেন—

যোঽয়ং বৃষ্ণিকুলে জাতো রাজানং হতবান্ পুরা।

জরাসন্ধং মহাত্মানমন্যায়েন দুরাত্মনা॥[২]

মথুরাধিপতি উগ্রসেনও বৃষ্ণিবংশীয়—

তথৈব রাজা বৃষ্ণীনামুগ্রসেনঃ প্রতাপবান্।[৩]

মহাভারতে কৃষ্ণকে বসুদেবের পুত্ররূপে উল্লেখ করা হয়েছে। শিশুপাল বলেছেন, বসুদেব বর্তমান থাকতে তাঁর পুত্র কেমন করে অর্ঘ্য পেতে পারেন ?

বসুদেবে স্থিতে বৃদ্ধে কথমর্হতি তৎসুতঃ।[৪]

মহাভারতে আরও বলা হয়েছে যে বিষ্ণুর অংশ বাসুদেব, শেষনাগের অংশ বলদেব বা বলরাম, সনৎকুমার, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি দেবতাদের অংশরূপে বসুদেবের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এবমন্যে মনুষ্যেন্দ্রা বহবোঽংশ দিবৌকসাম্।

যজ্ঞিরে বসুদেবস্য কুলে কুলবিবর্ধনাঃ॥[৫]

অতএব শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশীয়, বৃষ্ণিবংশোদ্ভব এবং বসুদেবনন্দন। যদুগোষ্ঠী বৃষ্ণিগোষ্ঠী অপেক্ষা প্রাচীনতর। বৃষ্ণিবংশও মথুরা অঞ্চলে বসবাস করতেন। মহাভারতে ভোজ, বৃষ্ণি এবং অন্ধক জাতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট :

ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকানাঞ্চ সমবায়ো মহানভূৎ।[৬]

বৃষ্ণ্যন্ধকানামভবদুৎসবো নৃপসত্তম।[৭]

মনে হয় যদু ও বৃষ্ণি একই জাতি, কিম্বা যদু নামক একটি প্রাচীনতর জাতির শাখা বৃষ্ণিবংশ। হরিবংশের মতে নহুষপুত্র যযাতি পৃথিবী জয় করে পঞ্চপুত্রকে

১ মহাঃ, সভাঃ—৩৬।২৭ ২ মহাঃ, সভাঃ—৩৭।২৩ ৩ মহাঃ, আদি—২১৭।৮
৪ ঐ —৩৭।৩ ৫ মহাঃ, আদি—৬৭।১৫৩ ৬ ঐ —২১৮।১৮
৭ ঐ —২১৯।১

ভাগ করে দিয়েছিলেন। উত্তর পূর্বাংশ পেয়েছিলেন যদু, আর মধ্যভাগ পড়েছিল পুরুর অংশে।[1] যদুর পঞ্চপুত্র — সহস্রদ, পয়োদ, ক্রোষ্টা, নীল ও অঞ্জিক। সহস্রদের বংশে কার্তবীর্যার্জুন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কার্তবীর্যার্জুনের শত পুত্রের মধ্যে শূরসেন, শূর, ধৃষ্টোক্ত, কৃষ্ণ এবং অবন্তিরাজ জয়ধ্বজ জীবিত ছিলেন। এঁদের বংশে ভোজ, অরুণি, ভবক, বৃষ প্রভৃতি যাদবগণ জন্মগ্রহণ করেন। বৃষের পুত্র মধু, মধুর পুত্র বৃষণ, বৃষণের পুত্রগণ বৃষ্ণি এবং মধুর বংশধর বলে মাধব নামে পরিচিত।

বৃষো বংশধরস্তত্র তস্য পুত্রোঽভবন্মধুঃ।
মধোঃ পুত্রশতং ত্বাসীৎ বৃষণস্তস্য বংশভাক্॥
বৃষণাদ্ বৃষ্ণয়ঃ সর্বে মধোস্তু মাধবাঃ স্মৃতাঃ।[2]

মৎস্যপুরাণেও (৪৪ অঃ) যযাতি-নন্দন যদুর বংশে মধু নামে এক রাজা ছিলেন। মধুর পুত্র পুরবস, তৎপুত্র পুরুদ্বান, তৎপুত্র জন্তু, জন্তুর পুত্র সাত্বত, সাত্বতের পুত্র অন্ধক, মহাভোজ ও বৃষ্ণি—

অন্ধকঞ্চ মহাভোজং বৃষ্ণিঞ্চ যদুনন্দনম্।[3]

এই বৃষ্ণিবংশেই বসুদেবের পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণ ও বলভদ্রের জন্ম।

বিষ্ণুপুরাণেও একই বৃত্তান্ত। যযাতি-নন্দন যদুর চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ, শতজিতের পুত্র হৈহয়। হৈহয়ের বংশে কৃতবীর্যের পুত্র কার্তবীর্য অর্জুন। অর্জুনের শতপুত্রের মধ্যে শূর, শূরসেন, বৃষণ, মধুধ্বজ ও জয়ধ্বজ উল্লেখযোগ্য। জয়ধ্বজের পুত্র তালজঙ্ঘ। তালজঙ্ঘের শতপুত্র। তন্মধ্যে বীতিহোত্র ও ভরত জ্যেষ্ঠ। ভরতের পুত্র বৃষ ও সুজাত। বৃষের পুত্র মধু। মধুর বৃষ্ণি প্রমুখ একশত পুত্র জন্মে। এই জন্যই যদুবংশ বৃষ্ণিবংশ বা মধুবংশ নামে খ্যাত হয়। "ভরতাৎ বৃষসুজাতৌ চ। বৃষস্য পুত্রো মধুরভবৎ। তস্যাপি বৃষ্ণিপ্রমুখং পুত্রশতমাসীৎ। যতো বৃষ্ণিসংজ্ঞামেতদ্গোত্রমবাপ। মধুসংজ্ঞাহেতুশ্চ মধুরভবৎ। যাদবাশ্চ যদুনাম্নোপলক্ষণাৎ।"[4]

বিষ্ণুপুরাণে আর একস্থানে বলা হয়েছে যে, ভজিন, ভজমান, দিবি, অন্ধক, দেবাবৃধ, মহাভোজ ও বৃষ্ণি সাত্বতের পুত্র— "ভজিন-ভজমান-দিব্যান্ধক দেবাবৃধ-মহাভোজবৃষ্ণিসংজ্ঞা সাত্বতস্য পুত্রা বভূবুঃ।"[5]

১ হরিবংশ পর্ব—৩১।১৮-১৯ ২ হরিবংশ পর্ব—৩৩।৪৪ ৪৫ ৩ মৎস্যপুঃ—৪৪
৪ বিষ্ণুপুঃ, ৪র্থ অংশ—১১।৭ ৫ বিষ্ণুপুঃ, ৪র্থ অংশ—১৩।১

এই বিবরণ থেকে বৃষ্ণিবংশকে যদুবংশের অন্তর্গত সাত্বত গোষ্ঠীর একটি শাখারূপে গণ্য করা চলে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ একই সঙ্গে যদুর বংশজাত বলে যাদব, মধুর বংশজাত বলে মাধব, বৃষ্ণির বংশ সম্ভূত হওয়ায় বার্ষ্ণেয়, আর বসুদেবের পুত্ররূপে বাসুদেব নামে পরিচিত। মাধব শব্দের প্রচলিত অর্থ মা অর্থাৎ লক্ষ্মীর ধব বা পতি অর্থাৎ লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু। পুরাণে একটি নূতন অর্থ পাওয়া গেল। মধুর বংশে জন্মগ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ মাধব নামে পরিচিত হয়েছিলেন। মহাভারতের মতে যদুবংশীয় শূর নামক রাজার পুত্র বসুদেব, "শূরোনাম যদুশ্রেষ্ঠো বসুদেব পিতাভবৎ।"[১]

মহর্ষি পাণিনি "ঋষ্যন্ধকবৃষ্ণিকুরুভ্যশ্চ"[২] সূত্রে অন্ধক ও কুরুর (জাতি ?) সঙ্গে বৃষ্ণির উল্লেখ করেছেন। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে দ্বৈপায়ন ঋষিকে অসম্মান করার জন্য বৃষ্ণিসঙ্ঘ বা বৃষ্ণিজনগণের ধ্বংসের উল্লেখ করেছেন—

"বৃষ্ণিসঙ্ঘশ্চ দ্বৈপায়নমিতি।"[৩]

বৃষ্ণিবংশের ঐতিহাসিকতায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ডঃ রায়চৌধুরী যদুবংশের ঐতিহাসিকতা, প্রসার এবং বিভিন্ন শাখায় বিভক্তির কথা স্বীকার করেছেন।

In the Mahābhārata and Purāṇas, the ruling family of Mathurā is styled the Yadu or "Yādava family. The Yādavas were divided into various sects, namely, the Vitihotras, Sātvatas etc. The Sātvatas were sub-divided into several branches, eg., the Daivāvṛdhas, Andhakas, Mahābhojas and Vṛṣṇis."[৪]

সাত্বতগোষ্ঠী সম্পর্কে ডঃ রায়চৌধুরী লিখেছেন, In the Satapatha Brāhmaṇa, the defeat by Bharata of the Svātatas and his taking away the horse which they had prepared for an Aśvamedha Sacrifice are referred to. The geographical position of Bharata's kingdom is clearly shown by the fact that he made offerings on the Saraswati, the Jumna and the Ganges. The Svātatas must have been occupying some adjoining regions. The epic and puranic tradition which places them in the Mathurā district is thus amply confirmed."[৫]

১ মহাঃ, আদিপর্ব—৬৭।১২৯ ২ পাঃ—৪।১।১৪ ৩ অর্থশাস্ত্র প্রকরণ—৩

৪ Political History of Ancient India (1972)—page 124

৫ তদেব পৃঃ ১২৫

গ্রীক্ ঐতিহাসিকদের মতে মথুরা ছিল শূরসেন রাজ্যের রাজধানী। "The Sūrasena country had its capital at Madhurā or Mathurā on the Jamunā. The ancient Greek writers refer to it as Sourasenoi and its capital as Methora .Mathurā, the capital of the Sūrasenas, was also known at the time of Megasthenes (300 B.C.) as the centre of Krishna worship and the Sūrasena kingdom then became an integral part of the Magadhan empire."[১]

গ্রীক্ ঐতিহাসিক Arrian বলেছেন যে, শূরসেন জাতির অধিকারে দু'টি নগর ছিল—মথুরা ও কৃষ্ণপুর (=বৃন্দাবন ?), "The country of the Sourasenoi, an Indian tribe possessing two large cities, Methora and Kleisobara (Krishnapura ?)."[২]

General Cunningham লিখেছেন, "The holy city of Mathura is one of he most ancient places in India. It is famous in the history of Krishna, as the strong hold of his enemy Raja Kansa ; and it is noticed by Arrian on the authority of Megasthenes, as the capital of Surasenoi. Now Surasena was he grand father of Krishna and from him Krishna and his decendants, who held Mathura after the death of Kansa, were called Surasenas. According to Arrian the Suraseni possessed two great cities, Methoras and Kleisoboras, and the navigable river Jobares flowed through their territories. Pliny names the river Jomanes, that is the Jumna, and says that it passed between the towns of Methora and Kleisobora. Ptolemy mentions only Mathura, under the form of Madura, to which he adds...."the city of the gods" or "holy city"."[৩]

আরিয়ান, প্লিনি, টলেমি প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বা দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। মেগাস্থিনিস খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতেও শূরসেন ও সাত্বত গোষ্ঠীর অধিকারে মথুরা সমৃদ্ধ নগর ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মেগাস্থিনিসের বিবরণ প্রমাণ করে যে তাঁর অনেক পূর্বে শূরসেনীদের রাজধানী ছিল মথুরা। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে কৌটিল্যের আমলে যদুবংশ বা বৃষ্ণিবংশ ধ্বংসের কাহিনী সুপ্রচলিত ছিল।

১ Age of the Imperial Unity (Bharatiya Vidya Bhaban)—page 12

২ Ptolemy's Ancient India, Mc Crindle (Cal., 1927)—page 98

৩ Cunningham's Ancient Geography of India, Ed. S. N. Mazumdar (1924)—page 429

মথুরা অঞ্চলে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত বৃষ্ণিবংশের দু'টি মুদ্রা পাওয়া গেছে। এই সময়ে বৃষ্ণিগণ সম্মিলিতভাবে (গণ) রাজ্য শাসন করতেন। মুদ্রার সোজা দিকে একটি স্তম্ভ, রেলিং-বেষ্টিত অর্ধসিংহ ও অর্ধহস্তী অঙ্কিত—উল্টা দিকে আছে বিষ্ণুচক্র অঙ্কিত। মুদ্রার সম্মুখভাগে উপর দিকে লেখা আছে ব্রাহ্মী লিপিতে—'বৃষ্ণিরাজণ্যগণস্য ত্রাতারস্য'। অপর পৃষ্ঠে খরোষ্ঠীতে একই কথা লেখা আছে।[১]

বৃষ্ণি-জাতির ঐতিহাসিকতায় সন্দেহের অবকাশ নেই। এই বংশেই কৃষ্ণ নামে কোন মহান্ ব্যক্তি (সম্ভবতঃ রাজা) আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে স্বীকার করা অযৌক্তিক বিবেচিত হয় না। বৃষ্ণিবংশের প্রাচীনত্ব সূচিত হয় মহর্ষি পাণিনির (খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) উল্লেখ থেকে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ঋষ্যন্ধক-বৃষ্ণিকুরুভ্যশ্চ সূত্রের ভাষ্যে লিখেছেন,—বৃষ্ণিভ্যঃ বাসুদেবঃ—অর্থাৎ বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে বাসুদেব শ্রেষ্ঠ। মথুরা অঞ্চলের নৃপতিবৃন্দ তাঁদের মুদ্রায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতি মুদ্রিত করতেন। পরে যখন শকবংশীয় ক্ষত্রপ রাজারা মথুরা অধিকার করেছিলেন তখনও ক্ষত্রপ রাজুবুল এবং সোডাস (খ্রীঃ প্রথম শতাব্দী) এই মুদ্রারীতি অনুসরণ করেছিলেন।[২] সুতরাং মথুরায় বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠপুরুষ হিসাবে কৃষ্ণ বাসুদেব দীর্ঘকাল ধরে পূজার আসন পেয়েছেন, এমন অনুমান অসঙ্গত হবে কি? অবশ্য এ কথাও বলা যেতে পারে যে বৃষ্ণিবংশের উপাস্য দেবতা ছিলেন বাসুদেব-কৃষ্ণ। কিন্তু বৃষ্ণি বংশের মহত্তম পুরুষ বলেই তিনি এই বংশের উপাস্য দেবতাতে পরিণত হয়েছিলেন, এরূপ অনুমানই যুক্তিগ্রাহ্য। কেউ কেউ মনে করেন, বৃষ্ণি, অন্ধক ও অন্যান্য জাতিরা মিলিত হয়ে একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং কৃষ্ণ-বাসুদেব ছিলেন তাঁদের প্রধান। "The Vṛṣṇis, Andhakas and other allied tribes formed a Saṅgha and Vāsudeva (Kṛṣṇa) is described as a 'Saṅgha-mukhya".[৩]

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন যে, কৃষ্ণচরিত্র ঐতিহাসিক এবং কংস বধও ঐতিহাসিক ঘটনা। "কংসবধ ঐতিহাসিক ঘটনা বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ক এই ঘটনা ঐতিহাসিকতাশূন্য।"[৪]

তিনি আরও বলেছেন, "আর ঐতিহাসিক তত্ত্ব ইহা পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণ

১ Ancient Indian Numismatics, S. K. Chakravarti—page 215

২ তদেব—পৃঃ ২০৩ ৩ The Age of Imperial Unity—page 12

৪ কৃষ্ণচরিত্র—২য় খণ্ড

কংসকে নিহত করিয়া কংসের পিতা উগ্রসেনকেই যাদবদিগের আধিপত্যে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। কেন না, মহাভারতেও উগ্রসেনকে যাদবদিগের অধিপতিস্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।"[১]

কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা অন্যান্য পণ্ডিতরাও স্বীকার করেছেন, স্যর্ রামকৃষ্ণ-গোপাল ভাণ্ডারকর লিখেছেন, "Vāsudeva Krishna had a historic basis and circumstances which led to his being invested with the supreme god head occurred later times."[২]

মহাভারতকার অর্জুন ও কৃষ্ণকে ঋষি নর ও নারায়ণের অবতাররূপে বর্ণনা করেছেন।

বাসুদেবার্জুনৌ বীরৌ সমবেতৌ মহারথৌ।
নরনারায়ণৌ দেবৌ পূর্বদেবাবিতি শ্রুতিঃ॥
অজেয়ৌ মানুষে লোকে সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ।
এষ নারায়ণঃ কৃষ্ণঃ ফাল্গুনশ্চ নরঃ স্মৃতঃ॥
নারায়ণো নরশ্চৈব সত্ত্বমেকং দ্বিধাকৃতম্।
এতৌ হি কর্মণা লোকানশ্নুবাতেঽক্ষয়ান্ ধ্রুবান্॥[৩]

—বাসুদেব ও অর্জুন দুই মহারথ বীর সমবেত হয়েছেন। এঁরা নর-নারায়ণ দেবদ্বয়—পূর্বদেবরূপে শ্রুতপ্রসিদ্ধ, মনুষ্যলোকে ইন্দ্র সহ দেবদানবের অজেয়। ইনি নারায়ণ কৃষ্ণ, ফাল্গুনী নর নামে প্রসিদ্ধ। নারায়ণ ও নর একই সত্তা দ্বিধাবিভক্ত হয়েছেন। এঁরা দু'জন কর্মদ্বারা অক্ষয় ধ্রুবলোক ভোগ করেন।

পূর্বজন্মে নর ও নারায়ণ ঋষি বদরিকাশ্রমে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। মহাভারতের একস্থানে অর্জুন কৃষ্ণকে বলছেন—

ঊর্ধ্ববাহুর্বিশালায়াং বদর্য্যাং মধুসূদন।
আতিষ্ঠ একপাদেন বায়ুভক্ষঃ শতং সমাঃ॥[৪]

—হে মধুসূদন, তুমি ঊর্ধ্ববাহু হয়ে একপদে বায়ু ভক্ষণ করে শত বৎসর বিশাল বদরিকাশ্রমে তপস্যা করেছিলে।

রামায়ণেও নরনারায়ণের ভূভার-হরণের নিমিত্ত কলিযুগারম্ভে অবতীর্ণ হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

---

১ কৃষ্ণচরিত্র, ২য় খণ্ড ২ Vaisnavism & Saivism—page 110
৩ মহাঃ, উদ্যোগপর্ব—৪৯।১৯।২১ ৪ মহাঃ, বনপর্ব—১২।১৩

ভারাবতরণার্থং হি নরনারায়ণাবুভৌ।
উৎপৎস্যেতে মহাবীর্য্যো কলৌ যুগে উপস্থিতে ॥[২]
তুর্যে ধর্মকলাসর্গে নরনারায়ণবৃষী
ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্ দুশ্চরং তপঃ ॥[২]

—চতুর্থ অবতারে ধর্মকলাসর্গে ঋষি নরনারায়ণ আত্মসমাহিত হয়ে দুশ্চর তপস্যা করেছিলেন।

কালিকাপুরাণমতে মহাদেব শরভরূপে দন্তাঘাতে নরসিংহকে দ্বিধাবিভক্ত করেছিলেন। নররূপ অর্ধদেহ থেকে নর, আর সিংহরূপ অর্ধদেহ থেকে নারায়ণ উৎপন্ন হন। বামনপুরাণের মতানুসারে নরনারায়ণ ধর্মের পুত্র—

বহ্বৃচো ব্রাহ্মণো যোঽসৌ ধর্মো দিব্যবপুঃ সদা।
তস্য ভার্যা ত্বহিংসা চ তস্যামজনয়ৎ সুতান্ ॥
হরিং কৃষ্ণঞ্চ দেবর্ষে নরনারায়ণৌ তথা।
যোগাভ্যাসরতৌ নিত্যং হরিকৃষ্ণৌ বভূবতুঃ ॥
নরনারায়ণৌ চৈব জগতো হিতকাময়া।
তপ্যেতাঞ্চ তপঃ সৌম্যৌ পুবাণ ঋষিসত্তমৌ ॥
প্রালেয়াদ্রিং সমাগম্য তীর্থে বদরিকাশ্রমে।
গৃণন্তৌ তৎপরং ব্রহ্ম গঙ্গায়া বিপুলে তটে ॥[৩]

—সদা দিব্যদেহধারী বহ্বৃচ ব্রাহ্মণ, যিনি ধর্মরূপী ছিলেন, তাঁরই ভার্যা অহিংসা, হে দেবর্ষে! সেই ভার্যার গর্ভে তিনি হরি, কৃষ্ণ এবং নরনারায়ণ নামক পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। হরি ও কৃষ্ণ নিত্য যোগাভ্যাসে নিমগ্ন হলেন নরনারায়ণ শ্রেষ্ঠ ঋষিদ্বয় জগতের হিতকামনায় প্রালেয়াদ্রিতে আগমন করে গঙ্গার তটে বদরিকাশ্রম তীর্থে তপস্যায় নিমগ্ন হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে ঋষি নারায়ণরূপে প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টাকে কেউ কেউ ঋগ্বেদের ঋষি কৃষ্ণের প্রভাব বলে গণ্য করে থাকেন। "অনেক স্থলেই কৃষ্ণ ও ঋষি নারায়ণ এক বলা হইয়াছে। কাহারও কাহারও অনুমান, বেদের ঋষি কৃষ্ণের ঋষিত্বের স্মৃতি—মহাভারত যুগেও লুপ্ত হয় নাই। কারণ, মহাভারতের কৃষ্ণ ঋষি নারায়ণ-রূপেও পূজিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে, সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের এই স্মৃতি হইতেই মহাভারতের এই কিম্বদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে।"

১ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—৬৩৷২২ ২ ভাগবত—১৷৩৷৯ ৩ বামনপুঃ—৬৷১-৪
৪ ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা—পৃঃ ৪১১

স্যর্ রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর মনে করেন যে, পাণিনিসূত্রের গোত্র নাম নাড়ায়ন ও নারায়ণ একই এবং নরের আবাস হিসাবেই নারায়ণ শব্দ প্রযুক্ত। তাঁর ভাষায়, "The word Nārāyaṇa is similar to Nāḍāyana, which last is formed by P. IV. 1. 99 and means Gotra Nārāyaṇa .. So Nārāyaṇa means resting place or goal of Nāra or a collection of Naras (Medhatithi's commentary on Manu 1. 10). In the Nārāyaṇiya (12. 341) Kesava or Hari says to Arjuna that he is known as the resting place of men (Nārāyaṇa). The word nṛ is used to denote gods as manly persons, especially in the Vedas.

In the Taittiriya Aranyaka (X, II) Nārāyaṇa is described with all the attributes of the supreme. Soul, which are usually found mentioned in the Upanisads."[১]

পাণিনির ব্যাকরণে "নডাদিভ্যঃ ফক্" (৪।১।৯৯) সূত্রে নড়ের গোত্রসম্ভূত এই অর্থে নড় শব্দে ফক্ প্রত্যয় করে নাড়ায়ন শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। সুতরাং নাড়ায়ন ও নারায়ণ একই শব্দ হলে নাড়ায়ন বা নারায়ণ কোন প্রসিদ্ধ মানবরূপে বর্তমান ছিলেন, এ বিষয়ে দ্বিমত থাকে না। এমত ক্ষেত্রে বিষ্ণু নারায়ণ ও মানব নড়ের বংশধর নাড়ায়ন একীভূত হয়েছেন এবং নাড়ায়ন মানবত্ব হারিয়ে নারায়ণ-বিষ্ণুতে লীন হয়ে গেছেন। সম্ভবতঃ নাড়ায়ন ঋষিবংশজাত। ঋষি নর ও নারায়ণের অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হওয়ার মূলে এইরূপ সত্যের ইঙ্গিত আছে মনে হয়। অঙ্গিরস বংশীয় বা অঙ্গিরসশিষ্য ঋষি কৃষ্ণ নড়বংশীয় কিনা বলা যায় না, তবে ঋষি কৃষ্ণ ও ঋষি নারায়ণের অভিন্নতাই কৃষ্ণের নারায়ণ নামলাভের হেতু—এমন অনুমান অমূলক না হওয়াই সম্ভব। যাদব বা বৃষ্ণি-বংশীয় কৃষ্ণ এবং অঙ্গিরস শিষ্য ঋষি কৃষ্ণ বা নর অথবা নড়গোত্রীয় কৃষ্ণ যদি এক নাও হন, তবে এক কৃষ্ণ চরিত্রের মধ্যে সকলেই সমন্বিত হয়েছেন। বেদের সূর্য-বিষ্ণু এবং পুরাণের বিষ্ণুও এসে কৃষ্ণচরিত্রে মিশে গেছেন মহাভারতের যুগেই। সেইজন্যই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করতে গিয়ে তাঁকে বিষ্ণু-নারায়ণ রূপেই বর্ণনা করেছেন।

স ত্বং নারায়ণো ভূত্বা হরিরাসীঃ পরন্তপ।
ব্রহ্মা সোমশ্চ সূর্যশ্চ ধর্মোধাতা যমোঽনিলঃ ॥

১ Vaisnavism & Saivism—page 30

বায়ুর্বৈশ্রবণো রুদ্রঃ কালঃ খং পৃথিবী দিশঃ।
অতশ্চরাচরগুরুঃ স্রষ্টা ত্বং পুরুষোত্তম ॥

* * *

অদিতেরপি পুত্রত্বমেত্য যাদবনন্দন।
ত্বং বিষ্ণুরিতি বিখ্যাত ইন্দ্রাদবরজো বিভুঃ ॥
শিশুর্ভূত্বা দিবং খঞ্চ পৃথিবীঞ্চ পরন্তপ।
ত্রিভির্বিক্রমণৈঃ কৃষ্ণ ক্রান্তবানসি তেজসা ॥
সম্প্রাপ্য দিবমাকাশমাদিত্যস্যন্দনে স্থিতঃ।
অত্যরোচশ্চ ভূতাত্মন্ ভাস্করং স্বেন তেজসা ॥

* * *

যুগাদৌ তব বার্ষ্ণেয় নাভি-পদ্মাদজায়ত।
ব্রহ্মা চরাচরগুরুর্যস্যেদং সকলং জগৎ ॥

* * *

বিষ্ণুস্ত্বমসি দুর্ধর্ষ ত্বং যজ্ঞো মধুসূদন।
যষ্টা ত্বমসি যষ্টব্যো জামদগ্ন্যো যথাব্রবীৎ ॥[১]

—হে পরন্তপ, তুমি নারায়ণ হয়ে হরি ছিলে, হে পুরুষোত্তম, তুমি ব্রহ্মা, সোম, সূর্য, ধর্ম, ধাতা, যম, অনিল, বায়ু, কুবের, রুদ্র, কাল, আকাশ, পৃথিবী, দিক্‌সমূহ, সুতরাং তুমি চরাচরের গুরু ও স্রষ্টা। ···হে যাদবনন্দন, তুমি ইন্দ্রের অনুজ হয়ে বিষ্ণু নামে বিখ্যাত, তুমি বিভু অর্থাৎ ঈশ্বর, হে পরন্তপ, হে কৃষ্ণ, তুমি শিশুরূপে দ্যুলোক, আকাশ ও পৃথিবী তিন পদক্ষেপে তেজের সঙ্গে অতিক্রম করেছ; দ্যুলোক ও আকাশ প্রাপ্ত হয়ে তুমি আদিত্য রথে অবস্থান কর, হে ভূতাত্মা, নিজের তেজে সূর্যকেও অতিক্রম করেছ।···হে বার্ষ্ণেয়, যুগের আদিতে, তোমার নাভিপদ্ম থেকে চরাচরের গুরু ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেছেন, যিনি এই সকল জগতের স্রষ্টা।···তুমিই বিষ্ণু, তুমি দুর্ধর্ষ, হে মধুসূদন, তুমিই যজ্ঞ, তুমিই যজ্ঞকর্তা, তুমিই যজ্ঞীয় দেবতা—এই কথা জামদগ্ন্য বলেছিলেন।

এই স্তবে বৃষ্ণিবংশীয় কৃষ্ণ, সূর্য বিষ্ণু এবং যজ্ঞ-বিষ্ণু একত্রে সম্মিলিত হয়েছেন।

কোন কোন পণ্ডিত ঐতিহাসিক কৃষ্ণকে ইরাণ-পারস্যের জরথুস্ত্রর মত নবধর্মের (ভাগবতধর্ম) প্রবক্তারূপে গণ্য করেছেন, "Some authors hold

১ মহাঃ, বনপর্ব——১২।২১-২৩, ২৫-২৭, ৩৮, ৫১

that the historical Krishna was a teacher similar to Zarathustra, and that though of the military class he was chiefly occupied in founding or supporting what was afterwards known as religion of the Bhāgavatas."[১]

পণ্ডিত গ্রীয়ার্সনের মতে কৃষ্ণ-বাসুদেব যিনি ছান্দোগ্যোপনিষদের দেবকীপুত্র কৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন – ভাগবতধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।[২] ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতেও মথুরার বৃষ্ণিবংশীয় যুবরাজ কৃষ্ণ ভাগবত ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৩]

ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীও কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক পুরুষরূপে গণ্য করেছেন এবং বিভিন্ন প্রাচীন সাহিত্যের ও শাস্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ করে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীর লোক বলে গণ্য করেছেন। ডঃ রায়চৌধুরীর বক্তব্য তাঁর ভাষাতেই উদ্ধৃত করছি: "The pre-epical literature of the Hindus knows a human Krishna, but is silent about a deity Krishna. Buddhist and Jain traditions clearly refer to Vasudeva as a human hero. Even the Mahabharata preserves traces of the original human character of Krishna The conclusion, therefore, is irresistable that he was a real man.

Krishna certainly lived before the Buddha, as he is mentioned in the Chhandyogya Upanisad, which is a pre-Buddhistic work. The evidence of Ghata Jataka, where Krishna is mentioned as a brother and contemporary of Ghata, the Bodhisattva, points to the same conclusion. His guru Ghora Angirasa is also mentioned in the Kauśitaki Brahmana (30.6) and are also Pre-Buddhistic works. Jaina tradition makes Krishna, a contemporary of Ariṣṭanemi or Namināthа, 22nd Tirthankara, who is the immediate predecessor of Pārśvanātha, the 23rd Tirthankara. As Pārśvanātha probably flourished about 817 B. C, Krishna, if Jaina is to be believed, must have lived before the closing years of the 9th century B. C."[৪]

১ Hinduism & Buddhism, vol. II—page 156
২ The Narayana & the Bhagabatas, Indian Antiquary, 1908, —page 251-253
৩ Early History of the Vaishnava Sect, 2nd Edn.—page 89
৪ Ibid., pp. 59, 64-65

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। আচার্য বরাহমিহির এবং কাশ্মীরী কবি ও ঐতিহাসিক কল্‌হনের মতে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল ২৪৯৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। যুধিষ্ঠিরের রাজত্বলাভ হয়েছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে। অতএব কৃষ্ণ এ সময়ে বর্তমান ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে পরীক্ষিতের জন্ম থেকে মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত ১১১৫ বৎসর।

যাবৎ পরাক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতৎ বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥[১]

পরীক্ষিতের জন্ম হয়েছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে। অশ্বত্থামার কোপ থেকে পরীক্ষিৎকে রক্ষা করে পরীক্ষিতের জন্ম সুগম করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। বিষ্ণু-পুরাণের হিসাবে মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল ১৪৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষ গণনা থেকেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দ বলেই সিদ্ধান্ত করেছেন।[২] বৈদিক গ্রন্থাদিতে প্রদত্ত ঋষিবংশতালিকা পর্যালোচনা করে ডঃ আল্‌তেকর সিদ্ধান্ত করেছেন যে, মহাভারতের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।[৩] অধিকাংশ পাণ্ডিতই খ্রীষ্টপূব পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কালরূপে গ্রহণ করেছেন।

ডঃ রায়চৌধুরী প্রতিপাদন করেছেন যে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে।[৪]

এই সকল অভিমত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতেই হোক, আর খ্রীষ্টপূব পঞ্চদশ বা দ্বাবিংশ শতাব্দীই হোক, শ্রীকৃষ্ণ যে নরদেহধারী মর্তবাসী ছিলেন, এ বিষয়টি প্রায় সকল পণ্ডিতই স্বীকার করেছেন। ডঃ রায়চৌধুরী তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ **Political History of Ancient India**-তে উপনিষদের দেবকীপুত্র কৃষ্ণ এবং মহাভারত ও পুরাণের কৃষ্ণকে একই ব্যক্তি বলে প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর মতে অঙ্গিরসবংশীয় ঘোর ঋষি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বেদবিদ্যা শিক্ষার গুরু আর পুরাণোক্ত সান্দীপণি মুনি ছিলেন তাঁর অস্ত্র শিক্ষার গুরু।[৫]

ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও শ্রীকৃষ্ণকে ঐতিহাসিক মহাপুরুষরূপে গ্রহণ করে তাঁকে সাত্বতধর্মের আদিপুরুষ বলে স্বীকার করেছেন—"তিনি পার্থিব জীবনে ঐতিহাসিক মহাপুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার জীবদ্দশায় ধর্ম-সংস্থাপন ও প্রকৃষ্ট কর্মানুশীলনের ফলে সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের ভারতীয় জনগণ কর্তৃক দেবতাজ্ঞানে পূজিত হইতে থাকেন।"[১]

শ্রীমৎ স্বামী বিদ্যারণ্যের মতে "বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণ ক্ষীণপ্রভ ও লুপ্তপ্রায় প্রাচীন ভাগবতধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ···ভাগবতধর্ম বস্তুতঃ কৃষ্ণের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্বে প্রবর্তিত হয়। তাঁহার সমকালে উহা ক্ষীণপ্রভ ও লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি উহাকে পুনঃসংস্থাপন করেন।'[২]

কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষে বিশেষতঃ চৈতন্যোত্তর ভারতবর্ষে বিষ্ণুভক্তদের উপাস্য পার্থসারথি মহাবীর বিচক্ষণ রাজনীতিক শ্রীকৃষ্ণ নন—ঋষি কৃষ্ণও নন, একালে ব্যাপকভাবে উপাসিত হচ্ছেন বৃন্দাবনলীলার নায়ক যশোদাদুলাল চির-কিশোর রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ, বিশেষভাবে রাধাকান্তরূপে যুগলভাবে আবদ্ধ প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণাবতারের রূপান্তর ঘটে ভাগবতপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রভাবে। ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বিশেষতঃ গোপীলীলা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু শ্রীরাধার নাম স্পষ্টতঃ অনুল্লেখ হেতু রাধাকৃষ্ণের যুগলবিগ্রহের উপাসনা ভাগবতের বিষয়বস্তু হতে পারে নি। রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তির উপাসনা সম্ভবতঃ বাংলাদেশেই উদ্ভূত। এ বিষয়ে প্রাচীনতম গ্রন্থ জয়-দেবের গীতগোবিন্দ (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী)। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ পণ্ডিতবর্গের মতে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে রচিত। বাংলাদেশের কাব্যে, গাথায়, লোকসঙ্গীতে, ধর্মচর্যায় রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের উপাসনা বহুব্যাপক। ভাগবত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুর, বকাসুর, প্রলম্বাসুর, ধেনুকাসুর, পূতনা, কেশী প্রভৃতি বহুতর দানব-দানবী বধ করেছিলেন, কালীয় নাগকে শাসন করেছিলেন, কৃষ্ণদ্বেষী মাতুল কংসকে বধ করেছিলেন, ইন্দ্রের সঙ্গে বিরোধিতা করে ইন্দ্রের গৌরব লাঘব করেছিলেন, এমন কি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারও দর্পচূর্ণ করেছিলেন। এই সকল অত্যাশ্চর্য কার্যাবলী শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার অঙ্গ হলেও ব্রজের গোপীদের সঙ্গে তাঁর হার্দ্য সম্পর্ক বিশেষতঃ শ্রীরাধার সঙ্গে তাঁর অপার্থিব প্রেমের সম্পর্কই বৈষ্ণবের প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীরাধা পরম পুরুষ

১ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ১১৬   ২ ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—পৃঃ ১২৮

শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা বা বিবাহিতা পত্নীরূপে বর্ণিতা হলেও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব সমাজে ও বৈষ্ণব সাহিত্যে নরদেহধারী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা পরকীয়া নায়িকারূপেই প্রতিষ্ঠিতা। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী বহু গোপীর এবং একজন প্রধানা গোপীর উল্লেখ থাকলেও রাধার নাম একবারও উচ্চারিত হয় নি।

অথর্ববেদের অন্তর্গত গোপালতাপনী উপনিষদে কৃষ্ণের গোপমূর্তির উপাসনার বিষয় কথিত হয়েছে। এখানে কৃষ্ণ গোপ-গোপী পরিবৃত,—একজন প্রধানা গোপীও আছেন, তাঁর নাম গান্ধর্বী। গান্ধর্বী তত্ত্বজিজ্ঞাসায় ব্যাকুলা।

মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে বাসুদেব-কৃষ্ণের প্রসঙ্গ আলোচিত হলেও গোপালকৃষ্ণের প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। আবার হরিবংশ বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে গোপগোপীর প্রসঙ্গ থাকা সত্ত্বেও রাধার প্রসঙ্গ স্থান পায় নি। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও মহত্তর গোলোক নামক স্থানে তিনি গোপগোপী, শ্রীরাধা ও অন্যান্য পত্নীদের সঙ্গে বিরাজ করেন। রাধা, সরস্বতী ও গঙ্গা তিন সপত্নী ঈর্ষাপরবশা হয়ে বিবাদে মত্তা হয়ে অভিসম্পাত করায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা প্রভৃতি সকলেরই মর্তাবতার হয়। যদিও বিভিন্ন পুরাণানুসারে কংসবধই শ্রীকৃষ্ণের মর্তাবতারের লক্ষ্য, তথাপি গোপীলীলা বা রাধাপ্রেমময় বৃন্দাবনলীলার মুখ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পদ্মপুরাণে রাধার নাম বিষ্ণু-পত্নী হিসাবে উল্লিখিত থাকলেও বৃন্দাবনলীলায় রাধার স্থানাভাব। অর্বাচীন ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ছাড়া অন্যত্র রাধা নামে বা রাধার ভূমিকায় অপ্রতুলতা সত্ত্বেও প্রাকৃত অবহট্‌ঠ, কবিতায় রাধা-কৃষ্ণলীলা তথা রাধা চরিত্রের প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব হয়েছে। সাতবাহন রাজা হাল (খ্রীঃ পূঃ ২য়—খ্রীঃ ১ম শতাব্দী—মতান্তরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শালবাহন রাজার অপভ্রংশ হাল) রচিত মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে কোষকাব্য গাহা সতসই বা গাথা সপ্তশতীতে সর্বপ্রথম রাধার নাম পাওয়া যায়। গাথা সপ্তশতীর কয়েকটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার বর্ণনা আছে, কিন্তু শ্রীরাধার উল্লেখ আছে দু'টি শ্লোকে।

মুহমারুএণ তং কণ্হ গোরঅং রাহিআএঁ অবণেন্তো।
এতাণঁ বল্লবীণং অন্নাণঁ গোরঅং হরসি॥[1]

১ গাহা সতসই—১।৮৯

—হে কৃষ্ণ, তুমি তোমার মুখ মারুতের দ্বারা রাধিকার চক্ষু হইতে ধূলি অপনীত করিয়া পুরোবর্তিনী অন্যান্য বল্লবীগণের গৌরব হরণ করিতেছ।

অজ্জ বি বালো দামো অরো ত্তি ইঅ জম্পিএ জসোআএ।

কণ্হ মুহ পেসিঅচ্ছং নিহুহং হসিঅং বঅ বহূহি॥

—আজ পর্যন্ত দামোদর (কৃষ্ণ) বালকই রহিয়া গেল, যশোদা এইরূপ বলিলে পর ব্রজবধূগণ কৃষ্ণমুখপ্রতি নয়ন অর্পিত করিয়া গোপনভাবে হাসিলেন।[২]

কবীন্দ্র বচন সমুচ্চয় নামে একটি সংস্কৃত সংকলন গ্রন্থে (খ্রীঃ ১০ম শতাব্দী) রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে চারিটি পদ সংগৃহীত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে সংকলিত প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ ছন্দগ্রন্থ প্রাকৃতপৈঙ্গলে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক দুটি পদ আছে, তন্মধ্যে একটি নৌকাবিলাসের পদ। ভাগবত-বহির্ভূত এই বিষয়টি বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে (খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দী) স্থান লাভ করেছে।

অরে রে বাহিহি কাহ্ন নাব

ছোড়ি ডগমগ কুগই ন দেহি

তুই এখনই সন্তার দেই

জো চাহসি সো লেহি॥

—ওরে কৃষ্ণ (তুমি) নৌকা বাহিবে। ডগমগ (=নৌকার টলমলানি) ছাড়িয়া দাও, (আমাদের) দুর্গতি দিও না। তুমি এখনই পার করিয়া দিয়া যাহা চাও তাহা লও।[৪]

দাক্ষিণাত্য নিবাসী লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণলীলার যে বিবরণ আছে তন্মধ্যে দুটি শ্লোকে শ্রীরাধার উল্লেখ আছে। একটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি:

তেজসেঽস্তু নমো ধেনুপালিনে লোকপালিনে।

রাধাপয়োধরোৎসঙ্গশায়িনে শেষশায়িনে॥

—এই তেজোরূপকে নমস্কার—যিনি ধেনুর পালক এবং লোকপালক; যিনি রাধার পয়োধরোৎসঙ্গে শায়িত আছেন—যিনি শেষ নাগের উপরে শায়িত।[৫]

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে কৃষ্ণকর্ণামৃতের রচনাকাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর

১ অনুবাদ—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২ গাহা সত্তসই—২।১২

৩ অনুবাদ—তদেব ৪ অনুবাদ—ডঃ সুকুমার সেন

৫ অনুবাদ—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

-পরে নয়।[১] জয়দেবের সমসাময়িক কবি উমাপতি ধরের (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী) কৃষ্ণের বাল্যলীলা ও রাধাপ্রেমের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণলীলা বিশেষতঃ রাধাকৃষ্ণলীলা কাহিনী বহুকাল পূর্ব থেকেই জনসমাজে প্রচলিত ছিল। কবি জয়দেব গীতগোবিন্দকাব্যে রাধাকৃষ্ণ প্রেমকে কাব্যগাথায় প্রতিষ্ঠাদান করলেন। তাই মনে হতে পারে যে আভীর বা গোপ যুবক-যুবতীর শিথিল সমাজের অবৈধ প্রেম পৌরাণিক কৃষ্ণলীলার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে। কোন কোন পণ্ডিত এরূপ অভিমত প্রকাশও করেছেন। বিখ্যাত জার্মাণ পণ্ডিত Weber-এর মতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা যীশুখ্রীষ্টের বাল্যজীবনের দ্বারা প্রভাবিত। "কিন্তু ভাণ্ডারকরের (রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর) বাসুদেব কৃষ্ণের এই গোপালরূপটি খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে ভারতে প্রবেশকারী খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী আভীর প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিদিগের আনুকূল্যেই গড়িয়া ওঠে।…

খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী প্রাচীন আভীরগণ ভারতে আসিয়া বাসুদেব কৃষ্ণপূজকদিগের সংস্পর্শে আসে এবং খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণের নাম সাদৃশ্যহেতু ও অন্যান্য কারণে শিশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় অনেক কাহিনী বালক কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। কিশোর কৃষ্ণের গোপিনী-রমণ রূপটি ভাণ্ডারকরের মতে তদানীন্তন আভীরদিগের মধ্যে প্রচলিত শ্লথ সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম প্রতিচ্ছবি।"[২]

"Krishna is a pastoral deity, supporting among nymphs and cattle."[৩]

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও মনে করেন যে কৃষ্ণচরিত্রে আর্য-সংস্কৃতি ও অনার্য আভীর সংস্কৃতি যুগপৎ সংমিশ্রিত হয়েছে। "বৈষ্ণবধর্মের একদিকে ভগবদ্গীতার বিশুদ্ধ অবিমিশ্র উচ্চ ধর্মতত্ত্ব রহিল, আর একদিকে অনার্য আভীর গোপজাতির লোক-প্রচলিত দেবলীলার বিচিত্র কথা তাহার সহিত যুক্ত হইল।"[৪]

কিন্তু বৃন্দাবনের কিশোর কৃষ্ণকে আভীর জাতীয় বালক বলে সমস্যার সুলভ সমাধান বাঞ্ছনীয় নয়। রাধাকৃষ্ণ ভাগবতধর্মে বিশ্বাসী ভক্ত ও জ্ঞানীদের সৃষ্ট দেবতা। প্রেমধর্মের সূক্ষ্ম গভীর তত্ত্ব রাধাকৃষ্ণরূপে ভক্তবৃন্দ দ্বারা পূজিত ও উপাসিত হচ্ছেন। কৃষ্ণ আভীর বালক নন, তিনি জন্মসূত্রে ক্ষত্রিয়, কিন্তু স্বরূপতঃ

---

১ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—পৃঃ ১২৬ ২ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ৪৭

৩ Hinduism & Buddhism—page 157

৪ পরিচয়, রবীন্দ্ররচাবলী, জন্মশতবার্ষিক সং, ১৩ শ খণ্ড—পৃঃ ১৬০

স্বয়ং ভগবান। শ্রীরাধা তাঁর শক্তি। এই কল্পনার মূল আছে উপনিষদে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণেরই অর্ধাঙ্গস্বরূপিণী—তাঁর মূর্তিমতী হ্লাদিনী শক্তি। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—

মমার্ধাংশস্বরূপা ত্বং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।[১]

শ্রীকৃষ্ণ ত অখণ্ড রসস্বরূপ ব্রহ্ম—লীলার নিমিত্ত নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করেছেন—

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।[২]

উপনিষদের ব্রহ্মও রসস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ'।[৩] সেই রসস্বরূপ ব্রহ্ম এক ছিলেন, তিনি নিজেকে জায়া ও পতিরূপে দুইভাগে বিভক্ত করলেন।

"আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাৎ।"[৪]

"স বৈ নৈব রেমে—তস্মাৎ একাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ—স অকাময়ত জায়া মে স্যাৎ।"[৫] —তিনি একাকী আনন্দ পাচ্ছিলেন না—কারণ একাকী আনন্দ পাওয়া যায় না। তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ইচ্ছা করলেন। তিনি ইচ্ছা করলেন, আমার জায়া হোক।

স ইমমেব আত্মানং দ্বেধা অপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাম্।[৬]

—তিনি নিজেকে দুইভাগে ভাগ করলেন, অতঃপর পতিপত্নী হলেন।

বৈষ্ণবের কান্তাভাবে ঈশ্বর ভজনের মূল এখানেই। বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ একটি দার্শনিকতত্ত্বের মূর্তবিগ্রহ হলেও ব্রজলীলার 'কৃষ্ণ মূলতঃ সূর্যবিষ্ণু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আভীর বালক-বালিকার প্রেমচিত্র যদি রাধাকৃষ্ণপ্রেম ভাবনার প্রাথমিক পর্যায়ে বর্তমান থাকেও তবে তার কোন প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়। মনে হয়, আভীর জাতির শিথিল সমাজের প্রেমকল্পনা নিছক পণ্ডিতবর্গের কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু সূর্য-বিষ্ণুর বহুতর গুণ কৃষ্ণ-বিষ্ণুতে আরোপিত হওয়াতেই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-লীলার কাহিনী উদ্ভূত হয়েছে। বৈদিক ইন্দ্রের গুণকর্মও কিছু কিছু কৃষ্ণ-বিষ্ণুতে-আরোপিত হয়েছে। এইভাবে বৈদিক ঋষি কৃষ্ণ, বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব-কৃষ্ণ এবং বৈদিক আদিত্যবিষ্ণু ও ইন্দ্র একত্রিত হয়ে সমগ্র কৃষ্ণচরিত্র গঠিত হয়েছে। ডঃ

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ
২ চৈতন্যচরিতামৃত, আদি—৪ পরিঃ
৩ তৈত্তিরীয় উপনিষৎ—৭ম অনুবাক্
৪ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—১।৪।১১
৫ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—১।৪।৩
৬ ঐ —১।৪।৩

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মনে করেন যে কৃষ্ণ একই—ভক্তগণ তাঁকে নানাভাবে কল্পনা করেছেন। "ছান্দোগ্যোপনিষদের কৃষ্ণ, মহাভারতের কৃষ্ণ, আর শ্রীরাধার মানভঞ্জনকারী কৃষ্ণ এক কিনা, একথা জোর করে বলা শক্ত। কিন্তু আমার মনে হয়, একই কৃষ্ণ ভক্তদের কৃপায় ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে শিখিপুচ্ছধারী, ত্রিভঙ্গ-বংকিম, গোপীজনবল্লভ, রাধিকারঞ্জন, বংশীধর শ্যামসুন্দরে পরিণত হয়েছেন।"[১]

ঋগ্বেদের কৃষ্ণ, উপনিষদের কৃষ্ণ, মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থের বার্ষ্ণেয় বাসুদেব-কৃষ্ণ এবং বৃন্দাবনলীলার ব্রজ-রাখাল কৃষ্ণ এক ব্যক্তি হতে পারেন, কিন্তু এই মানব কৃষ্ণচরিত্রে সূর্যবিষ্ণুর গুণাবলী সংমিশ্রিত হয়েছে, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। ডঃ রায়চৌধুরীও মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বৈদিক সূর্য-বিষ্ণুর গুণকর্ম থেকেই কল্পিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, We have practically no authentic information as to the way in which the childhood of Krishna was spent.

The idea of the pastoral Krishna and some of the Puranic stories about his childhood are evidently borrowed from Visṇu legends in the Vedic literature."[২]

তবে তিনি বৈদিক সূর্য-বিষ্ণুর সঙ্গে কৃষ্ণের বাল্যলীলার কয়েকটি সাদৃশ্যমাত্র দেখিয়ে অনুমান করেছেন যে আভীর জাতির জীবনের প্রভাবও পড়েছে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে। "But though the idea of a pastoral Krishna may have been borrowed from the Vedas, as its development was clearly due to some such tribe as the Ābhiras, who were closely connected with the Pāṇḍu migration to the South."[৩]

আগেই বলেছি যে কৃষ্ণের সঙ্গে আভীর জাতির সম্পর্কে কল্পনা নিছকই কল্পনাপ্রসূত। সূর্য-বিষ্ণুর মধ্যেই এমন অনেক গুণাবলী বর্তমান যাতে বিষ্ণুকে গোপ বা গোপালকরূপে কল্পনা করা অত্যন্ত সহজসাধ্য। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার মধ্যে কংসবধের কাহিনী বহু প্রাচীন এবং বহুশ্রুত। মহাভারতে সভাপর্বে (৫৮ অঃ) শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পূতনা বধের উল্লেখ নেই। কিন্তু বালক বা কিশোর শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অন্যান্য দানববধের প্রসঙ্গ এবং গোপীলীলার প্রসঙ্গ

১ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস—পৃঃ ১৩
২ Early History of Vaisnava Sect—page 73-74
৩ অনুবাদ—অদেব, পৃঃ ৭৪

মহাভারতে বা অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে স্থান পায় নি। কৃষ্ণ-কাহিনীর এই উল্লেখযোগ্য অংশটি অনুল্লিখিত থাকায় কোন কোন পণ্ডিত সঙ্গতভাবেই অনুমান করেন যে এই সকল কাহিনী রামায়ণ-মহাভারতের পরে কৃষ্ণচরিত্রে সংযোজিত হয়েছে। "From all this it appears that the story of Krishna's boyhood in the Gokula was unknown till about the beginning of the Christian era. The Harivamśa, the chief authority for it contains the word dinara, corresponding to the Latin word denarius and consequently must have written about the third century of the Christian era Sometimes before that the stories of Krishna's boyhood must have been current."[১]

ভাণ্ডারকরের মতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার কাহিনী খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতে কল্পিত হয়েছে। যে সময়েই এই সকল কাহিনী রচিত হোক না কেন এই সকল কাহিনীর অধিকাংশই বৈদিক ইন্দ্র ও বিষ্ণু থেকে সমাগত।

গোপকৃষ্ণ—পুরাণে বিষ্ণু গোপালক,—তিনি নন্দগোপের গৃহে পরিবর্ধিত হয়েছিলেন এবং বাল্যকালে অগ্রজ বলদেব ও অন্যান্য গোপবালকদের সাহচর্যে গোচারণে গমন করতেন। আমরা জানি বৈদিক বিষ্ণু সূর্যাগ্নি; আর গো শব্দের অর্থ সূর্যরশ্মি। সূর্য বিষ্ণু গোচারণ করেন অর্থাৎ রশ্মিচারণ করেন। সূর্যের প্রভাতে পূর্বাকাশে উদয়, রশ্মিবিস্তার ও সন্ধ্যাকালে রশ্মিসংহরণের নিত্যকার ঘটনাকে গোচারণের রূপকে পরিবেশন করলে চমৎকার কাব্যকাহিনী নির্মাণ করা যায়।

ঋগ্বেদেও বিষ্ণুকে গোপ আখ্যা দেওয়া হয়েছে—

বিষ্ণুর্গোপা পরমং পাতি।[২] —রক্ষক বিষ্ণু প্রিয়তম অক্ষয় তেজঃ ধারণ করতঃ পরম স্থান রক্ষা করেন।[৩]

বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।[৪] —বিষ্ণু রক্ষক, আঘাতরহিত। আচার্য মহীধর বলেছেন,—"গোপা জগতো রক্ষকঃ অদাভ্যঃ অহিংস্যঃ।" ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "গোপার অর্থ গাভীগণের রক্ষক"।[৫]

একটি ঋকে বিষ্ণুর ধামে অবস্থিত ত্বরিতগতিবিশিষ্ট বহুশৃঙ্গ গাভী বর্তমান—

তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ ॥[৬]

১ Vaisnavism & Saivism, Sir R. G. Bhandarkar—page 36
২ ঋগ্বেদ—৩।৫৫।১০ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৪ ঋগ্বেদ—১।২২।১৮
৫ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ৫৬ ৬ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।৬

—যে সকল সুখের স্থানে ভূরিশৃঙ্গবিশিষ্ট ও ক্ষিপ্রগামী গোসমূহ বিচরণ করে, সেই সকল স্থানে গমনার্থ তোমাদের উভয়ের প্রার্থনা করি।[১]

এখানেও অবশ্য বহুশৃঙ্গবিশিষ্ট গাভী সূর্যরশ্মিই।

বিষ্ণুপুরাণও বলেছেন, সূর্য গোসমূহের পরম গুরু—

"গবাং সূর্যঃ পরো গুরুঃ।"[২]

স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে (১১ অঃ) বিশ্বকর্মাকৃত সূর্যস্তবে সূর্যকে বলা হয়েছে 'গোপতি'। সূর্য বা বিষ্ণু রশ্মিসমূহের পালনকর্তা। এ থেকেই বিষ্ণু-কৃষ্ণ হয়েছেন গোপালক বা গোপবালক। গোপালক কৃষ্ণ-বিষ্ণুর সঙ্গে বৃষ্ণিবংশজাত ক্ষত্রিয় কৃষ্ণের সামঞ্জস্য রক্ষা করতেই ক্ষত্রিয় বসুদেবনন্দনকে নন্দগোপের গৃহে স্থানান্তরিত করতে হয়েছে। সূর্যের মূর্ত্যন্তর পূষা গবাদিপশুর রক্ষক ও পথবেত্তা। কৃষ্ণ-কাহিনীতে পূষার ছায়াও আপতিত হয়েছে মনে হয়।

গো শব্দের অর্থ পৃথিবীও। সুতরাং গোপ শব্দের অর্থান্তর পৃথিবী-পালক। পুরাণের জগতের পালনকর্তা বিষ্ণুরও উদ্ভব এখান থেকেই। সূর্যের অপর মূর্তি প্রজাসমূহের পালক, বেদের প্রজাপতিও পালনকর্তা। সূর্য-বিষ্ণুর যে তিন পদবিক্ষেপ, তা মানব-কল্যাণের নিমিত্তই—ত্রিশ্চিদ্বিষ্ণুর্মনবে বাধিতায়।[৩]

বৈষ্ণবের কৃষ্ণ চিরকিশোর—রাধা চিরকিশোরী। ঋগ্বেদের একটি ঋকে বিষ্ণুকে চিরনবীন, কুমার বা যুবা বলে বর্ণনা করা হয়েছে—"যুবা অকুমারঃ।" অর্থাৎ বিষ্ণু নিত্যতরুণ ও অকুমার অর্থাৎ শৈশব অতিক্রান্ত।

প্রত্যহ প্রভাতে নবীনরূপে আবির্ভূত হন বলেই তিনি চিরনবীন—চিরযুবা।

ঋগ্বেদে অগ্নিও যুবা যবিষ্ঠ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত। যবিষ্ঠ জজ্ঞিষে সুশেব।[৫] —যুবতম অগ্নি যজ্ঞের নিমিত্ত স্তুত হন।

বৃহচ্ছোচা যবিষ্ঠ।[৬] —হে যুবতম অগ্নি, তুমি নিরতিশয় দীপ্তিলাভ কর।[৭]

শ্রীকৃষ্ণের ত্রিভঙ্গ মূর্তিটিও এসেছে বৈদিক সূর্য-বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম থেকে।

সূর্য-বিষ্ণু যেহেতু গোপ, সেই হেতু বিষ্ণুশক্তি গোপী। বিষ্ণুর শক্তি অর্থাৎ তেজ বা কিরণ গোপী নামে অভিহিত। সেইজন্যই গোপী সহস্রসংখ্যক। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে গভীর প্রেমের সম্বন্ধে আবদ্ধ। শরৎকালে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ বিষ্ণুপুঃ—৫।১ ৩ ঋগ্বেদ—৬।৪৯।১৩
৪ ঋগ্বেদ—১।১৫৫।৬ ৫ ঋগ্বেদ—৭।৭।৩ ৬ ঐ —৬।১৬।১১
৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

রাসনৃত্য করেন। শরতের আকাশে পাতলা মেঘের আবরণে স্বর্ণকিরণ ...বিত হয়—সূর্য-চন্দ্রের শোভা লাগে। মণ্ডলাকারে গোপীগণ নৃত্য করেন। ...তের আকাশে পূর্ণিমার রাত্রেও চন্দ্রের শোভা অপূর্ব। সূর্যরশ্মি চন্দ্রে প্রতি-...লিত হয়ে মণ্ডলাকার শোভার সৃষ্টি করে, কার্তিকী পূর্ণিমায় রাসনৃত্য চলে। ...চার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে "কৃষ্ণ সূর্যের প্রতিবিম্ব, গোপীরা তারকা। কৃষ্ণের ...জলীলা সূর্যের লীলা।"[১]

কৃষ্ণের ব্রজলীলা সূর্যের লীলা ঠিকই। কিন্তু গোপী তারকা নয়—সূর্যরশ্মি। ...পুরাণে কৃষ্ণের গোপীলীলাকে রূপক হিসাবেই গ্রহণ করা হয়েছে। স্কন্দপুরাণের ...তে একবার কৃষ্ণ হংস অর্থাৎ সূর্য বা পরমাত্মা, গোপী তাঁর শক্তি; আর একবার ...কৃষ্ণচন্দ্র গোপীচন্দ্রের ষোড়শ কলা।

হংস এব মতঃ কৃষ্ণঃ পরমাত্মা জনার্দনঃ।
তস্যৈতাঃ শক্তয়ো দেবি ষোড়শৈব প্রকীর্তিতাঃ।
চন্দ্ররূপী ততঃ কৃষ্ণঃ কলারূপাস্তে তাঃ স্মৃতাঃ॥

*　　*　　*

ষোড়শৈব কলা যাস্তা গোপীরূপা বরাননে।
একৈকশস্তা সম্ভিন্নাঃ সহস্রেণ পৃথক্ পৃথক্॥[২]

—পরমাত্মা জনার্দন কৃষ্ণই হংস, হে দেবি তাঁর ষোল শক্তি কথিত আছে। তারপর চন্দ্ররূপী কৃষ্ণ, গোপীরা তাঁর কলা। চন্দ্রের ষোড়শ কলাই গোপীরূপা। এক এক কলা আবার সহস্রভাগে বিভক্ত।

হংস শব্দ ব্রহ্ম এবং সূর্য উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সূর্যের শক্তি সূর্যতেজই ...গোপী—আবার সূর্যের কিরণ চন্দ্রে যে কলা সৃষ্টি করে সেই ষোড়শ কলাও ...চন্দ্ররূপী কৃষ্ণের গোপী। সুতরাং অভিন্নরূপে চন্দ্র ও সূর্যকিরণই গোপী। সূর্য-বিষ্ণুর কিরণমালার সঙ্গে লীলাবিলাসই গোপীলালা।

গোপী শব্দের অর্থে গোপালতাপনী উপনিষদের টীকাকার লিখেছেন—

গোপয়ন্তীতি গোপ্যঃ পালনশক্তয়ঃ। অর্থাৎ সূর্য-বিষ্ণুর পালনশক্তিই গোপী।

সামবেদীয় গোপীচন্দনোপনিষৎ বলছেন, "গোপ্যো নাম বিষ্ণুপত্ন্যঃ স্যুঃ। ...শ্চ বিষ্ণুঃ? পরং ব্রহ্মৈব বিষ্ণুঃ।"

—গোপীগণ বিষ্ণুর পত্নী। বিষ্ণু কে? পরম ব্রহ্মই বিষ্ণু।

---

১ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ৪৯　　২ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ড—১১৮।১২-১৩, ১৫

"The designation of 'Krṣṇa (√Krṣ) implies one who draws to himself his devotees and Gopi (√gup) means to the multiple power of protecting the universe."[১]

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন রাসোৎসবের তাৎপর্য সম্পর্কে, "এক সময় রাসপূর্ণিমায় বর্ষ আরম্ভ হইত। রাত্রি দ্বিপ্রহর পূজাপার্বণের কাল! ⋯ বহুকাল পর্যন্ত কার্তিকাদি মাস গণনা ছিল এবং আমাদের পাঁজিতে কার্তিকাদি বর্ষ এখনও লিখিত হইতেছে। মিথিলার লক্ষ্মণাব্দ কার্তিক হইতে গণ্য হয়। কার্তিক-পূর্ণিমাই রাসপূর্ণিমা ⋯মধ্যরাত্রে রাস, সে সময়ে নবমাস ও নববর্ষ প্রবেশ।⋯কৃষ্ণের বাল্যলীলা সর্বলীলার প্রতিবিম্ব।"[২] আচার্য রায়ের মতে রাধা একটি নক্ষত্র— বিশাখা নক্ষত্রের নাম।[৩]

বৈষ্ণব পদাবলীতে বিশাখা শ্রীরাধার অন্তরতমা সখী। বৈষ্ণব কবি-দার্শনিক শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠা আরাধিকাকেই রাধিকা বা রাধা করেছেন। শ্রীরাধা ভক্ত দার্শনিকের সৃষ্টি। তিনি কৃষ্ণ-আরাধনার শ্রেষ্ঠ প্রতীক— সর্বসাধ্যসার—মহাভাব-স্বরূপিণী। তিনি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি—পরোঢ়া - পরকীয়া নায়িকা—জীবাত্মার স্বরূপভূতা। পরকীয়া নায়িকা শ্রীরাধার রূপকল্পনার মূল রয়েছে বৃহদারণ্যকোপনিষদে। উপনিষদ্ বলছেন, "যথা প্রিয়য়া সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্ এবং অয়ং পুরুষঃ আত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্।"[৪] —যেমন প্রিয়ার দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে প্রিয় বাহ্য আন্তর ভেদ উপলব্ধি করে না, তেমনি এই পুরুষ (ব্রহ্ম) আত্মা (জীবাত্মা) দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে কিঞ্চিন্মাত্র বাহ্য আন্তর ভেদ উপলব্ধি করেন না।

গোকুলে গোপীদের অবস্থান এবং শ্রীরাধার যমুনায় জল আনতে যাওয়ার যে কাহিনী বৈষ্ণবীয় কাব্যসমূহে বর্ণিত হয়েছে তার উৎস রয়েছে অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে।

পরেহি নারি পুনরেহি ক্ষিপমপাং ত্বা গোষ্ঠোধ্যরুক্ষৎভরায়।
তাসাং গৃহ্নীতাদ্ যতম যজ্ঞিয়া আসন্ বিভাজ্য ধীরতয়া জহীতাৎ॥[৫]

—হে নারি, তুমি জল আনতে জলাশয়ে যাও, জল নিয়ে শীঘ্র ফিরে এস। ঘট পূরণের জন্য গোষ্ঠ তোমাতে আরোহণ করুক। সংগৃহীত জলের মধ্যে যজ্ঞের নিমিত্ত তা নিয়ে এস, যজ্ঞে অপ্রয়োজনীয় (জল) পৃথক করে পরিত্যাগ কর।

১ God in Indian religion—H. K. Dey Chaudhuri, page 73
২ পূজাপার্বণ—পৃঃ ২৪, ২৭ ৩ পূজাপার্বণ—পৃঃ ২৭ ৪ বৃহদারণ্যক—১।৩।২১
৫ অথর্ব—১১।১।১।১৩

আচার্য সায়ন এখানে গোষ্ঠ শব্দের অর্থে বলেছেন, 'গাবস্তিষ্ঠন্তি পানার্থমস্মিন্নিতি গোষ্ঠো জলরাশিঃ'।—গোসমূহ এখানে জলপানের নিমিত্ত থাকে, এইজন্য গোষ্ঠ জলরাশি।

গোসমূহ যেখানে থাকে সেই স্থানই গোষ্ঠ নামে পরিচিত। কিন্তু জলপানের নিমিত্ত গোসমূহ আসে বলে গোষ্ঠ জলরাশি, এরূপ অর্থ গ্রহণীয় বিবেচিত হয় না। গো এখানে গাভী নয়,—সূর্যরশ্মি। সূর্যকিরণ জলপান করে বলে গোষ্ঠ বা সূর্য কিরণ যেখানে বর্তমান থাকে তাই গোষ্ঠ। গোষ্ঠ নারীতে আরোহণ করুক অর্থাৎ নারীগণ গোষ্ঠকে বরণ করুন। সূর্য বিষ্ণু। নারীগণ তাঁর রশ্মি গোপী। সূর্যরশ্মি গোষ্ঠে অর্থাৎ মহাকাশে অবস্থান করে জাগতিক রস আহরণ করুক। অপ্ ও জল শব্দে আকাশকেও বোঝায়। ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রটি যজ্ঞে নারীগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং যজ্ঞার্থে জল আনয়নের বিষয় ব্যক্ত করেছে। বিষ্ণু-কৃষ্ণ যজ্ঞও। মহাজাগতিক সৃষ্টিযজ্ঞে সূর্যরশ্মির বিচরণস্থান মহাকাশ বা গোষ্ঠ থেকে সূর্যশক্তির দ্বারা রসসংগ্রহ মন্ত্রের বক্তব্য। যজ্ঞের জন্য নারীগণের গোষ্ঠবরণ ও জল আহরণ কৃষ্ণদর্শনের অছিলায় যমুনায় জলভরণে গমনে পরিণত হওয়া বিচিত্র কি?

কৃষ্ণ কর্তৃক দানব বধ—বালক কৃষ্ণ কর্তৃক বহুতর দানব নিধনের ব্যাপারে ইন্দ্রের বীরকর্মের ছায়া নিশ্চয়ই আপাতত হয়েছে। বৈদিক বিষ্ণু বৃত্র হত্যায় ইন্দ্রকে সাহায্য করেছেন। তিনি ইন্দ্রের যোগ্য সখা। তিনি আবার ইন্দ্রের সঙ্গে শম্বরাসুরের নয়টি পুর ধ্বংস করে ছিলেন।

ইন্দ্রাবিষ্ণু দৃংহিতাঃ শম্বরস্য
নব পুরং নবতিং চ শ্নথিষ্টম্।
শতং বর্চিনঃ সহস্রং চ সাকং
হথো অপ্রত্যসুরস্য বীরান্॥[১]

—হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা শম্বরের নবনবতি দৃঢ়পুরী বিনাশ করিয়াছ। তোমরা বর্চি নামক অসুরের শত ও সহস্র বীরকে যাহাতে আর প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে না পারে, এরূপ করিয়া নাশ করিয়াছ।[২]

অন্য একটি ঋকে অগ্নি ও বৃত্র শম্বরকে বধ করেছিলেন—"অব শম্বরং ভেৎ।"[৩]

১ ঋগ্বেদ—৭।৯৯।৫ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১।৫৯।৬

সায়ন শম্বর শব্দের অর্থে বলেছেন, "শম্বরং মেঘনিরোধকারিণং মেঘং অবভেৎ।"[1] সুতরাং শম্বর মেঘ-নিরোধক শক্তি। পুরাণে বিষ্ণুরই অপর মূর্তি কৃষ্ণের পৌত্র প্রদ্যুম্ন শম্বরাসুরকে বধ করেছিলেন। ইন্দ্রকৃত অসুরবধের কাহিনীগুলি অবশ্যই কৃষ্ণচরিত্রে সংশ্লিষ্ট হয়েছে।

কালিয় দমন—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম মহৎ কীর্তি কালিয় দমন। কৃষ্ণ যমুনা নদীর অভ্যন্তরে কালিয় নামক বিষধর সর্পের সহস্র ফণার উপরে নৃত্য করতে করতে কালিয়কে হীনবীর্য করে মহাসাগরে প্রেরণ করেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মনে করেন কালিয় নাগ অশ্লেষা নক্ষত্র। কিন্তু আমরা জানি বিষ্ণু অনন্ত নাগের উপরে শয়ন করেন। অনন্ত নাগ ও কালিয় নাগ অভিন্ন। আকাশ মহাসাগরে কালিয় নাগের বাস। তার মস্তকে সূর্য বা বিষ্ণুর পদচিহ্ন স্থাপিত। সূর্যবিষ্ণুর অয়নপথই কালিয় নাগ। এই অয়ন পথের উপরে কৃষ্ণ-বিষ্ণুর নৃত্য। শ্রীকৃষ্ণের একটি অয়ন অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে কালিয় নাগের একটি শীর্ষ বিনষ্ট হয়।

আরও লক্ষণীয় এই যে বেদে বৃত্রকে অহি বলা হয়েছে বহুবার। ইন্দ্র অহি বা মেঘ ভিন্ন করে করে সপ্তসিন্ধু জলপূর্ণ করেছিলেন—

যো হত্বাহিমরিণাৎ সপ্তসিন্ধূন্।[1]

বৈদিক বর্ণনায় অহি মেঘ। কালিয়-দমন কাহিনীতে ইন্দ্র কর্তৃক অহিহনন কাহিনীও এসে পড়েছে। ডঃ সুকুমার সেনও বলেছেন, "অহি-বৃত্র কল্পনা হইতে সহজেই জলাধিকারী জলশায়ী নাগ-কল্পনা আসিয়াছিল।"[2]

সাত্বত ধর্ম—কেবল বাল্যলীলাতেই সূর্য-বিষ্ণুর ধর্ম আরোপিত হয় নি। শ্রীকৃষ্ণের উত্তর-জীবনেও সূর্যবিষ্ণু সম্মিলিত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র সুদর্শনচক্র, কৌস্তুভমণি, জয়দ্রথবধকালে সুদর্শন দ্বারা সূর্য অবরোধ প্রভৃতি বৈদিক বিষ্ণু থেকে আগত প্রভাবরূপে গণ্য করা চলে। ডঃ রায়চৌধুরী শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তিত ভাগবৎধর্ম বা সাত্বতধর্ম অর্থাৎ গীতার ধর্মকে সূর্য উপাসনা বা সৌরধর্ম বলে গণ্য করেছেন। তাঁর প্রধান যুক্তি এই যে সাত্বতধর্ম পুরাকালে সূর্যের দ্বারা কথিত হয়েছিল—সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক্ সূর্যমুখনিঃসৃতম্।[3] আবার গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, এই অব্যয় যোগধন আমি বিবস্বান বা সূর্যকে বলেছিলাম—

১ ঋগ্বেদ—২।১২।৩ ২ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—পৃঃ ১৯ ৩ শান্তিপর্ব—১২।৩৪৮।৯

ইদং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।[১]

ডঃ রায়চৌধুরীর এই সিদ্ধান্তের আর একটি প্রমাণ একটি তাম্রশাসন, যাতে সূর্য ও বিষ্ণুর মন্দিরের জন্য একটি গ্রাম দান করা হয়েছে।

"There is much truth in Grierson's surmise that the Bhāgavata doctrine was a development of the Sun-worship that was the common heritage of both branches of the Aryan people—Iranian and Indian (Ind. Aut. 1908, p. 253). All the legends dealing with the origin of the Bhagavata religion are connected in some way or other with Sun. According to Santi Parvan of the Mahābhārata the Sātvata code had been declared in ancient times by the Sun.

...The close connection between Bhāgavatism and Solar worship is also possibly suggested by the khoh copper plate Inscription of Śaranātha of A. D. 512 13, which records the grant of a village on the river Tamasā for the purpose of Shrines of Bhagavat and of Āditya Bhaṭṭāraka."[২]

দোল ও ঝুলনযাত্রা—কৃষ্ণলীলার অপর দুটি প্রধান উৎসব দোলযাত্রা ও ঝুলনযাত্রা। এ দু'টি উৎসবই সূর্যলীলার উৎসব। সূর্য মহাকাশে আপন কক্ষপথে যখন দিক্ পরিবর্তন করেন তখন সূর্য-বিষ্ণু দোলায় আরোহণ করেন। সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ দোলযাত্রা, আর দক্ষিণায়নের সূচনা ঝুলনযাত্রা। আচার্য রায় লিখেছেন, "দোলযাত্রা একটি নয়, বৎসরে দুইটি, একটির নাম দোল, অপরটির নাম ঝুলনযাত্রা। সূর্যরূপ বিষ্ণু বৎসরে দুইবার দোলায় আরোহণ করেন।... এক সময়ে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত।"[৩]

"ভাদ্র পূর্ণিমায় রবি আবার দোলায় আরোহণ করিতেন, উত্তর হইতে দক্ষিণে গমন করিতেন, বর্ষা ঋতুর আরম্ভ হইত। ভাদ্রপূর্ণিমার পরিবর্তে পাঁজিতে শ্রাবণ পূর্ণিমায় ঝুলনযাত্রা লিখিত হইতেছে।"[৪]

গোবর্ধন-ধারণ—গিরিগোবর্ধন-ধারণ কৃষ্ণের আর এক কীর্তি। কৃষ্ণ ইন্দ্রের সঙ্গে বিরোধিতা করে গোবর্ধন-ধারণ করেছিলেন। বিষ্ণু ও ইন্দ্রের বিরোধিতার ইঙ্গিত এই কাহিনীতে আছে। বৈদিক যুগে ইন্দ্র ছিলেন প্রধান দেবতা।

১ গীতা—৪।১ ২ Early History of Vaiṣṇava Sect—page 89-90
৩ পূজাপার্বণ—পৃঃ ৫ ৪ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ৩৫

পরবৈদিক যুগে বিষ্ণু ইন্দ্রের প্রাধান্য গ্রহণ করেছিলেন। ইন্দ্র বা ইন্দ্রের উপাসকগণ বিষ্ণু-কৃষ্ণের উপাসকগণের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, এইরূপ ইঙ্গিত এই কাহিনীতে আছে মনে হয়। আচার্য সুকুমার সেন লিখেছেন, "হয়ত বৈদিক ইন্দ্র পূজকদের ঐতিহ্যে ইন্দ্র-বিষ্ণুর দ্বন্দ্বের কথা ছিল। হয়ত ইন্দ্র বিরোধীদের ঐতিহ্য বিষ্ণুর ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়াইয়া ছিল। সেই দ্বন্দ্বের কাহিনী পুরাণে ইন্দ্র-বিষ্ণুর বিরোধে বিস্তারিত হইয়াছিল। ইন্দ্র ও কৃষ্ণ-বিষ্ণুর বিরোধের দু'টি বিশিষ্ট গল্প পুরাণে আছে। এক পারিজাতহরণ আর গোবর্ধন ধারণ।"[১]

গুপ্তযুগে (খ্রীঃ ৫ম/৫ষ্ঠ শতাব্দী) গোবর্ধন ধারণের মূর্তি পাওয়া গেছে। আচার্য সেন মনে করেন যে ঋগ্বেদে আছে গোবর্ধন ধারণের ক্ষীণ ইঙ্গিত। বিষ্ণু সম্পর্কে ঋগ্বেদ বলেছেন, "যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থম্।"[২] —যিনি উর্ধ্ব আকাশকে থামের মত ধারণ করে আছেন।

কিন্তু পর্বত অর্থে আকাশ নয়, পর্বে সজ্জিত মেঘ। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় গোবর্ধন শব্দের অর্থে বলেছেন—"গো-বর্ধন জলদ মেঘ উৎপাদন।"[৩]

পর্বত শব্দের এক অর্থ মেঘ। ইন্দ্র বর্ষণের দেবতা। বর্ষায় মেঘসমূহ স্তবকিত হয়ে জলভারাবনত অবস্থায় নিম্নে নেমে আসে। ইন্দ্রের কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিষ্ণু ভারহীন স্তবকিত মেঘপুঞ্জকে উর্ধ্বাকাশে নিক্ষেপ করেন। ইন্দ্র এখন আর ব্রজবাসীদের বর্ষণে ক্লান্ত করতে পারেন না, পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হন। কৃষ্ণযজুর্বেদের মতে বিষ্ণু পবতগণের অধিপতি—"বিষ্ণুঃ পর্বতানাং।"[৪] আচার্য সায়ন এখানে মন্ত্রব্যাখ্যায় বলেছেন, "বিষ্ণুঃ পর্বতানাং গোবর্ধনাদীনামধিপতিঃ।"[৫]

ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ—পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে আর একটি অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব পরীক্ষার জন্য এক সময়ে ব্রজবালক সহ সমস্ত গাভীদের একটি পর্বত-গুহায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। কৃষ্ণ ব্রহ্মার কীর্তি জানতে পেরে নিজ মায়ার দ্বারা অনুরূপ গোপবালক এবং গাভী সৃষ্টি করে যথারীতি গোচারণ করে চললেন। কেউ জানতেও পারলো না। অবশেষে বহুকাল পরে ব্রহ্মা কৃষ্ণসখা গোপবালকদের ব্রজে দেখে এবং গুহাবদ্ধ রাখাল ও

১ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—পৃঃ ১৭ ২ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।১
৩ ঐ —পৃঃ ১৮ ৪ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ৫৭ ৫ কৃষ্ণ যজুঃ—৩।৩।৪।৫

গোসমূহকে যথাযথ অবস্থায় দেখে কৃষ্ণের স্বরূপ অবগত হয়ে কৃষ্ণের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।[১]

আচার্য সুকুমার সেন সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ঋগ্বেদে বলাসুর কর্তৃক গাভীহরণ ও ইন্দ্রকর্তৃক বলাসুরেব গুহা থেকে গাভী উদ্ধারের কাহিনী কৃষ্ণ কাহিনীর সঙ্গে বিজড়িত হয়ে গেছে। ঋগ্বেদের ইন্দ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে যে ইন্দ্র বলের অবরোধ থেকে গাভী উদ্ধার করেছিলেন—"যো গা উদাজদপধা বলস্য।"[২]

"যো গা উদাজদপ হি বলং বঃ।"[৩]

কৃষ্ণযজুর্বেদে ইন্দ্র কর্তৃক বলের গুহা থেকে গাভী উদ্ধার কাহিনী কথিত হয়েছে: "ইন্দ্রো বলস্য বিলমপৌর্ণোৎ স য উত্তমঃ পশুরাসীত্তং পৃষ্ঠং প্রতি সংগৃহ্যোদকৃখিদত্তং সহস্রং পশবোঽনুদায়ন্…।"[৪]

—ইন্দ্র বলের গুহাদ্বার মোচন করলেন, তারপর উৎকৃষ্ট (তেজস্বী) পশুদের পৃষ্ঠদেশে (লেজ) টান দিলেন। তেজস্বী পশুদের অনুসরণে সহস্র পশু নির্গত হোল।

ঋগ্বেদের ১০।৬৮ সূক্তটিতে বৃহস্পতিকেই বারংবার বলের গুহা থেকে গোধন-উদ্ধারের নায়ক করা হয়েছে।

বৃহস্পতিঃ পবতেভ্যো বিতূর্যা নির্গা উপে যবমিব স্থবিভ্যঃ।[৫]

যেমন বয়ের কুণ্ডল (মরাই) হইতে যব বাহির করে, তদ্রূপ বৃহস্পতি গাভীদিগকে শীঘ্র পর্বত হইতে বাহির করিলেন।[৬]

বৃহস্পতিরনুদৃশ্যা বলস্যাভ্রমিব বাত আ চক্র আ গাঃ।[৭]

—যেমন বায়ু মেঘসমূহকে বিকাশ করিয়া দেয়, তদ্রূপ বৃহস্পতি সুবিবেচনাপূর্বক বলের গোপন স্থান হইতে গাভীদিগকে নিষ্কাশিত করিলেন।[৮]

আংতেব ভিত্বা শকুনস্য গর্ভমুদ্রিয়াঃ পর্বতস্য ত্মনাজৎ।[৯]

—পক্ষী যেমন ডিম্ব ভঙ্গ করিয়া শাবককে নিষ্কাশিত করে তদ্রূপ তিনি (বৃহস্পতি) আপনিই পর্বত মধ্য হইতে গাভীদিগকে তাড়াইয়া আনিলেন।[১০]

আচার্য সেন বলেছেন, "পৌরাণিক কাহিনীতে ইন্দ্র-বৃহস্পতির স্থানে কৃষ্ণ আসিয়াছেন এবং বলের স্থানে ব্রহ্মা (বৃহস্পতি) গিয়াছেন।"[১১]

১ ভাগবত—১০।১৩ ২ ঋগ্বেদ—২।১২।৩ ৩ ঋগ্বেদ—২।১৪।৩
৪ কৃঃ যজুঃ—২।২।১।৫ ৫ ঐ —১০।৬৮।৩ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৭ ঋগ্বেদ—১০।৬৮।৫ ৮ তদেব ৯ ঋগ্বেদ—১০।৬৮।৭
১০ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ১১ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—পৃঃ ১৮

বৈদিক কাহিনী পুরাণে রূপান্তরিত হওয়া অসম্ভব নয়। ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও ও সূর্য-বিষ্ণু মূলে একই। সুতরাং একের কীর্তি অন্যে আরোপিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ঋগ্বেদে পণিরাও অঙ্গিরস ঋষির গোধন হরণ করেছিলেন; পরে ইন্দ্র সরমার সহায়তায় গাভী উদ্ধার করেছিলেন।

কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রেই গাভীহরণের তাৎপর্য মেঘ অথবা নৈশ অন্ধকারের দ্বারা সূর্যরশ্মি অপহরণ এবং ইন্দ্র বা বৃহস্পতি কর্তৃক অন্ধকার দূরীকরণের দ্বারা কিরণসমূহ পুনরুদ্ধার।

কেশীবধ—ভাগবতে কৃষ্ণ কেশী-দানব হন্তা। ঋগ্বেদে কেশী নামে এক দেবতার স্তুতি আছে।[1] কেশী দেবতা অগ্নি। ধূমপুঞ্জই অগ্নির কেশ। অগ্নির নাম শোচিষ্কেশ, হরিকেশ। সূর্য-বিষ্ণু রাত্রিকালে অগ্নিতে তেজ নিক্ষেপ করেন, প্রভাতে উদয়ের পরে কেশী বা অগ্নির তেজ (বা জ্যোতি) আহরণ করে নেন। এইভাবে কেশীকে বধ করা হয়।

অথর্ববেদে কেশী রুদ্রের নিকট পরাভূত হয়েছে—

শ্যাবাশ্বং কৃষ্ণমসিতং ভীমং রথং কেশিনং পাদয়ন্তম্।
পূর্বে প্রতীমো নমো অস্ত্বস্মৈ ॥[2]

—কপিশবর্ণ অশ্বযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ হিংসক ভয়ংকর কেশীর রথকে ভূমিতে নিক্ষেপ-কারী পূর্ববর্তীকালে অদ্ভুত রুদ্রকে আমরা (রক্ষকরূপে) জানি—(তাঁকে) নমস্কার করি।

এখানে সায়নাচার্য কেশীকে অসুররূপে ব্যাখ্যা করেছেন। রুদ্র কর্তৃক কেশী দানবকে নির্জিত করার ঘটনাই কৃষ্ণচরিত্রে সংক্রমিত হয়েছে। কেশী-দেব পরিণত হলেন কেশী-দানবে।

পূতনা বধ—কৃষ্ণ পূতনা নাম্নী রাক্ষসীকে বধ করছিলেন। রামচন্দ্র বধ করেছিলেন তাড়কা নাম্নী রাক্ষসীকে। বেদে দীর্ঘজিহ্বী নামে এক রাক্ষসীকে ইন্দ্র বধ করেছিলেন। দীর্ঘজিহ্বী খুব সম্ভব তাড়কা এবং পূতনাতে রূপান্তরিত হয়েছে।

ঋগ্বেদে 'পৃতনা' শব্দটির সঙ্গে আমরা বহুল পরিচিত। পৃতনা শব্দের অর্থ সৈন্যদল। ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ পৃতনা বধ করেছিলেন। অগ্নিকে বলা হয়েছে পৃতনাষাট—'অয়মগ্নিঃ পৃতনাষাট্'।[3] সায়নের মতে 'পৃতনাষাট্'

১ ঋগ্বেদ—১০।১৩৬ ২ অথর্ব—১১।১।২।১৮ ৩ অথর্ব—১১।১।১।২

শব্দের অর্থ শত্রুসেনাঘাতক—"পৃতনাঃ শাত্রবী সেনাঃ সহতে অভিভবতীতি পৃতনাষাট্।" পৃতনা শব্দটি পূতনারূপেও দীর্ঘজিহ্বী রাক্ষসীর সঙ্গে একীভূতা হয়ে পূতনা রাক্ষসীতে পরিণত হওয়াও বিচিত্র নয়।

সান্দীপণির পুত্র উদ্ধার—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যমপুরী থেকে গুরু সান্দীপণি মুনির পুত্রকে উদ্ধার করে আনার যে কাহনী অর্বাচীন পুরাণে দৃষ্ট হয় তাও ঋগ্বেদে অশ্বিদ্বয় কর্তৃক কৃষ্ণপুত্র বিশ্বকায়ের মৃতপুত্র বিশ্বাপুর উদ্ধার কাহিনীর রূপান্তর ছাড়া কিছু নয়।[1]

কৃষ্ণ কাহিনী প্রকৃতপক্ষে বৈদিক সূর্য-বিষ্ণু-ইন্দ্র-বৃহস্পতি-রুদ্র-অশ্বি দেবতার গুণকার্যের নব রূপায়ণ এবং এককেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা। উক্ত দেবতাবৃন্দ স্বরূপত অভিন্ন, এজন্য পরবর্তীকালে কৃষ্ণ সকলের উপরে অধিষ্ঠিত হওয়ায় সমস্ত বৈদিক কাহিনীর কংকালগুলি রক্তমাংস সংযোজনায় প্রাণবন্ত হয়ে কৃষ্ণ-চরিত্রের চতুর্দিকে সংযোজিত হয়েছে।

কৃষ্ণ যজ্ঞাগ্নি—বৈদিক সূর্য-বিষ্ণু যেমন অভিন্ন, তেমনি সূর্যাগ্নিও অভিন্ন-ভাবে সংযুক্ত। যজ্ঞাগ্নি বিষ্ণুরূপে অভিহিত হয়েছেন, কখনও কখনও কৃষ্ণ নামও প্রাপ্ত হয়েছেন। শুক্লযজুর্বেদে যজ্ঞকে কৃষ্ণ বলা হয়েছে। ইধ্ম-এ (সমিধ্) জল প্রোক্ষণকালে পাঠ করার একটি মন্ত্র—"কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠোঽগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি।"—কঠিন বৃক্ষে স্থিত কৃষ্ণরূপ অগ্নিকে জল প্রোক্ষণ করি। মহীধরাচার্য মন্ত্রটির ভাষ্যে বলেছেন, যজ্ঞই কৃষ্ণ, কারণ যজ্ঞ কোন সময়ে দেবতাদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে কৃষ্ণমৃগ হয়ে যজ্ঞীয় বৃক্ষে আত্মগোপন করেছিলেন। "কৃষ্ণোঽসি হে ইধ্ম! ত্বং কৃষ্ণোঽসি কৃষ্ণমৃগরূপো যজ্ঞোঽসি। যজ্ঞঃ কদাচিদ্দেবেভ্যোঽপক্রান্তঃ স্বগোপনায় কৃষ্ণমৃগো ভূত্বা বনে যজ্ঞীয়তরুমধ্যে প্রবিশ্য কুত্রচিৎ কঠিনে বৃক্ষে তস্থৌ। —যজ্ঞো হ দেবেভ্যোঽপচক্রাম স কৃষ্ণো ভূত্বা চচারেত্যাদি শ্রুতেঃ।"

গীতার শ্রীকৃষ্ণকে যেমন সূর্যরূপে প্রত্যক্ষ করি, তেমনি অগ্নিরূপেও দেখতে পাই। বিশ্বরূপী কৃষ্ণকে দেখে অর্জুন বলেছেন—

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাৎ
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্।[2]

---

১ প্রথম পর্ব, অশ্বিদ্বয় প্রসঙ্গ—পৃঃ ৪০৭ দ্রঃ। ২ গীতা—১১।১৭

—কিরীট, গদা ও চক্রধারী, সকল দিকে উজ্জ্বল তেজোরাশির মত, নিকট থেকে প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের অপরিমিত জ্যোতিরূপী দুর্নিরীক্ষ্য তোমাকে দেখেছি।

শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥[১]

—আমি অগ্নি হয়ে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করে প্রাণ অপান বায়ু সমন্বিত চতুর্বিধ অন্ন পাক করি।

আর একবার তিনি বলেছেন—

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহগ্নিরহং হুতম্ ॥[২]

—আমি যজ্ঞকর্ম, আমিই যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি ঘৃত, আমি অগ্নি, আমি আহুতি।

ঋগ্বেদের প্রথম ঋকেই অগ্নি যজ্ঞ, হোতা, পুরোহিত এবং অন্যান্য ঋত্বিক ও যজ্ঞ ফলদাতা। যজ্ঞ ও বিষ্ণু, কৃষ্ণও যজ্ঞ, সুতরাং বিষ্ণু-কৃষ্ণ অভিন্ন। শতপথ ব্রাহ্মণ অগ্নিকে বলেছেন গোপিষ্ঠ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ গোপ, কারণ অগ্নি রক্ষা করেন—"অয়ং নো গোপিষ্ঠো গোপায়দিতি বা।"[৩]

সায়নাচার্য ব্রাহ্মণভাষ্যে বলেছেন, "অয়মগ্নিঃ গোপিষ্ঠঃ গোপায়িতৃতমো রক্ষণ-কুশলোঽস্ময়দীয়ং ধনং গোপায়িতুং শক্নোতি···।"

—এই অগ্নি গোপিষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠ রক্ষক আমাদের ধন রক্ষা করতে সমর্থ।

কৃষ্ণ চরিত্রের পরিণতি—সূর্যাগ্নিরূপী বৈদিক বিষ্ণু বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব কৃষ্ণ এবং ঋষিকৃষ্ণ সম্মিলিত হয়ে কৃষ্ণচরিত্র নির্মাণ করেছে। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখেছেন, "বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতম উপাস্য দেবতা বিষ্ণুর প্রকৃতরূপ প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন দেবসত্তার, যথাঃ মনুষ্য প্রকৃতি দেবতা বাসুদেব-কৃষ্ণের, আদিত্য-বিষ্ণুর এবং নারায়ণের একাকরণের ফলেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। দেবতার পূর্ণরূপের বিকাশে গোপাল কৃষ্ণ রূপটিও ন্যূনাধিক অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।"[৪] আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বৈদিক সূর্য-বিষ্ণুর সঙ্গে অনার্য (দ্রাবিড়) সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক মানব কৃষ্ণের সংমিশ্রণে পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণচরিত্র উৎপন্ন হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন।[৫]

১ গীতা—১৫।১৪ ২ গীতা—৯।১৬ ৩ শতঃ ব্রাঃ—২।২।১।২ ৪ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ৪৯
৫ Journal of Royal Asiatic Society, vol. XVI. No. I, 1950

আদিত্য-বিষ্ণু, নারায়ণ ও গোপাল-কৃষ্ণ একই দেবসত্তা। আদিত্য-বিষ্ণু, ঋষি-কৃষ্ণ এবং যাদব-কৃষ্ণের সংমিশ্রণেই কৃষ্ণচরিত্র পরিণতি লাভ করেছে এবং এক পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে ভক্তসমাজে গৃহীত হয়েছে। মহাভারতে কৃষ্ণস্তুতি প্রসংগে অর্জুন বলেছেন—

স ত্বং নারায়ণো ভূত্বা হরিরাসীঃ পরন্তপ।[১]

কৃষ্ণই মধুকৈটভহন্তা অদিতির পুত্র বামনরূপী বিষ্ণু—

অদিত্যামপি পুত্রত্বমেত্য যাদবনন্দন।
ত্বং বিষ্ণুরিতি বিখ্যাত ইন্দ্রাদবরজো বিভুঃ।
শিশুর্ভূত্বা দিবং খঞ্চ পৃথিবীঞ্চ পরন্তপ।
ত্রিভির্বিক্রমণৈঃ কৃষ্ণ ক্রান্তবানসি তেজসা॥[২]

ব্রজের কৃষ্ণচরিত্রে উপনিষদের ব্রহ্মও একটু রঙের পোঁচ বুলিয়ে দিয়েছেন। সর্বময় ব্রহ্ম রসস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মরূপে রসিক শেখর। বৈষ্ণব মতে রাস রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণ সদাই ক্রীড়ামত্ত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের রাসতত্ত্ব অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় এবং দুর্লভ বস্তু। "পূর্ণব্রহ্ম সনাতন রসস্বরূপ, এই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং কৃষ্ণ। কৃষ্ণই অখিল রসামৃতমূর্তি। এই রসরাজ রসিক-শেখর রস-পরমব্রহ্ম লাভের নিমিত্ত চিদানন্দরসময় যে ক্রীড়াবিশেষ তাহাই রাস।"[৩]

কৃষ্ণ ও মার্তণ্ড—শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার সবটুকুই সূর্য-বিষ্ণুর লীলা। কৃষ্ণ-জননী দেবকী পূর্বজন্মের দেবমাতা অদিতি। অদিতির সন্তানগণই আদিত্য। বেদে আদিত্যের সংখ্যা আট, অষ্টম আদিত্য মার্তণ্ডকে অদিতি জন্মের পরই ত্যাগ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে জন্মের পরেই গর্ভধারিণীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একজন পণ্ডিত মনে করেন অদিতি ও অষ্টম আদিত্য মার্তণ্ডের কাহিনী দেবকী ও কৃষ্ণের কাহিনীতে পরিণতি লাভ করেছে।

স্মরণীয় এই যে কৃষ্ণও অষ্টম গর্ভের সন্তান।

"Like those of many solar deities his first appearance were beset with perils and obstructions of every kind. On the very night of his birth his parents had to remove him to a distance beyond the reach of his uncle king Kamsa who sought his life. In the Veda the sun in the form of Martanda is the eighth son born of Aditi and his mother casts him off just as Devaki, who is at times represented as an incarnation of Aditi removes Krishna…"[৪]

১ মহাঃ, বনপর্ব—১২।২১ ২ মহাঃ, বনপর্ব—১২।২৫-২৭
৩ ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা—পৃঃ ৪১৮ ৪ The Religions of India, Barth—page 388

কৃষ্ণের মূর্তি—যদিও দ্বিভুজ কৃষ্ণমূর্তিই সর্বত্র উপাসিত, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ অষ্টভুজ প্রভৃতি মূর্তিরও বর্ণনা পুরাণে-তন্ত্রে পাওয়া যায়। দেবকীগর্ভ থেকে কৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্তিতেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন।

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং
চতুর্ভুজং শঙ্খগদার্য্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং
পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্॥
মহার্হবৈদূর্য্যকিরীটকুণ্ডল-
ত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভি-
র্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত॥[১]

—বাসুদেব দেখলেন পদ্মপত্রচক্ষু, চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্র-অস্ত্রসমন্বিত, শ্রীবৎস-চিহ্নশোভিত, গলদেশে কৌস্তুভমণি বিভূষিত, পীতাম্বর-পরিহিত, জলপূর্ণমেঘবর্ণ, মহামূল্য বৈদূর্য্যকিরীট কুণ্ডলের জ্যোতিতে শোভিত, সহস্র কেশ শোভিত, উদ্দাম কাঞ্চী, অঙ্গদ, কঙ্কণ প্রভৃতিতে সুশোভিত সেই অদ্ভুত বালককে।

কিন্তু কংসের ভয়ে দেবকী ভগবানকে অলৌকিক রূপ উপসংহার করতে অনুরোধ করলেন—

উপসংহর বিশ্বাত্মন্নদো রূপমলৌকিকম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্॥[২]

দেবকীর অনুরোধে ভগবান দ্বিভুজ মনুষ্যরূপ ধারণ করলেন।

বিষ্ণুপুরাণেও চতুর্ভুজ কৃষ্ণকে দেখে বসুদেব স্তুতি করেছিলেন—

ফুল্লেন্দীবরপত্রাভং চতুর্বাহুমুদীক্ষ্য তম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং জাতং তুষ্টবানানকদুন্দুভিঃ॥[৩]

—প্রস্ফুটিত নীলপদ্মসদৃশ আভাযুক্ত, চতুর্ভুজ, শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষ, সেই নবজাত পুত্রকে দেখে আনকদুন্দুভি স্তব করেছিলেন।

অতঃপর বসুদেবই অনুরোধ করলেন ভগবানকে দিব্যরূপ গোপন করতে—

উপসংহর সর্বাত্মন্ রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্।
জানাতু মাবতারং তে কংসোঽয়ং দিতিজাধমঃ॥[৪]

১ ভাগবত—১০।৩।৯-১০ ২ ভাগবত—১০।৩।৩০ ৩ বিষ্ণুপুঃ—৫।৩।৮ ৪ ভাগবত—৫।৩।১৩

—হে সর্বাত্মা, তোমার চতুর্ভুজরূপ উপসংহার কর, দৈত্যাধম কংস তোমার অবতার যেন না জানতে পারে।

পিতামাতার অনুরোধে, ভগবান দ্বিভুজ মানবী তনু গ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কিন্তু দ্বিভুজ হয়েই কৃষ্ণ গর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন।

তত্রৈব ভগবান্ কৃষ্ণো দিব্যরূপং বিধায চ।
হৃৎপদ্মকোষাদ্ দৈবক্যা বহিরাবির্বভুব হ ॥
অতীব কমনীয়ঞ্চ শরীরং সুমনোহরং
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্।

*　　*　　*

নবীন নীরদশ্যামং শোভিতং পীতবাসসা।
চন্দনাগুরুকস্তূরী কুঙ্কুমদ্রবচর্চিতম্ ॥

*　　*　　*

ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ সদ্রত্নমুকুটোজ্জ্বলম্ ॥
ত্রিভঙ্গবঙ্কমধ্যঞ্চ বনমালাবিভূষিতম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং চারুকৌস্তুভেন বিরাজিতম্ ॥[1]

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের এই কৃষ্ণ বাঙ্গালীর অতি-পরিচিত অতি প্রিয় ত্রিভঙ্গ মুরলীধর শিখিপুচ্ছধারী বনমালী দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণের বিবরণ।

তন্ত্রশাস্ত্রে কিন্তু অষ্টভুজ কৃষ্ণেরও বিবরণ আছে—

নিত্যমষ্টভুজং ধ্যায়েদরুণং পুরুষোত্তমম্।
রময়ালিঙ্গিতং বামে লোকত্রিতয়মোহনম্ ॥
চক্রং খড়্গং চ মুষলং দক্ষে বিভ্রাণমঙ্কুশং
বামে পাশং তথা শঙ্খং সশরং চাপমেব চ ॥
কৌমোদকো চ বিভ্রাণং সর্বভূষণভূষিতম্।[2]

এখানে কৃষ্ণের চারি দক্ষিণ হস্তে চক্র, খড়্গ, মুষল ও অঙ্কুশ এবং চারি বামহস্তে পাশ, শঙ্খ, সশর ধনু ও কৌমদক গদা।

ভগবদ্গীতায় যে কৃষ্ণের বর্ণনা আছে, তাও চতুর্ভুজ। বিশ্বরূপ দর্শনের পরে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ মূর্তিই দেখতে চেয়েছেন:

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড—৭।৭৪-৭৫, ৭৭-৭৯　　২ মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশ

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে॥[১]

—মুকুটধারী গদাচক্রহস্ত তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করি। হে বিশ্বমূর্তি, সহস্রবাহু, তুমি চতুর্ভুজ হও।

কৃষ্ণ চরিত্রের রূপান্তর—আদিতে কৃষ্ণ ও বিষ্ণু অভিন্ন ছিলেন। সেই জন্যই কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর গুণকর্ম অভিন্ন। উভয়েই চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী কৌস্তভ-ভূষিত এবং শ্রীবৎসলাঞ্ছন। পরে ঋষি-কৃষ্ণ এবং যদু বা বৃষ্ণিবংশীয় কৃষ্ণচরিত্রে কৃষ্ণ-বিষ্ণু সম্মিলিত হয়ে হলেন মহাভারতের কৃষ্ণ। অবশেষে আদিত্য বিষ্ণুর গুণকর্মসমূহ বহু রূপক কাহিনীর উৎস হওয়ায় ঐগুলি কৃষ্ণচরিত্রে সংশ্লিষ্ট হলো, এবং বৈদিক ইন্দ্রের বীরকর্মসমূহ সংযুক্ত হয়ে যাদব কৃষ্ণ পরিণত হলেন ব্রজরাখাল কৃষ্ণে। বিষ্ণু-কৃষ্ণের চতুর্ভুজ চারিদিকে বিষ্ণুর ব্যাপ্তির ইঙ্গিত বহন করছে। শঙ্খ, চক্র, পদ্ম, কৌস্তভ এবং শ্রীবৎসচিহ্ন সূর্যবিম্বেরই প্রতীকরূপে গ্রহীতব্য।

সুদর্শন চক্র—বিষ্ণু-কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র নামে অস্ত্র সুপ্রসিদ্ধ। এই সুদর্শন চক্রের শক্তি অমোঘ। চক্র শিশুপালের শির ছিন্ন করেছিল; জয়দ্রথবধকালে সূর্যকেও আবৃত করেছিল। পুরাণকার বলছেন, সূর্যপত্নী সংজ্ঞা সূর্যের তেজ সহনে অক্ষমা হয়ে দূরে চলে গেলে সূর্যের অনুমতি নিয়ে বিশ্বকর্মা বা ত্বষ্টা সূর্যের তেজ ভ্রমিযন্ত্রে শাতন করে সেই বিচ্ছিন্ন তেজ থেকে চক্র নির্মাণ করেছিলেন।

পৃথক্ চকার তেজশ্চ চক্রং বিষ্ণোঃ প্রকল্পয়ৎ।[২]

সূর্যের চক্র বা একচক্র রথ ঋগ্বেদে বহুখ্যাত—

দ্বাদশারং নহি তজ্জরায় বর্বর্তি চক্রং পরিদ্যামৃতস্য।[৩]

—দ্বাদশ শলাকা বিশিষ্ট অন্তরীক্ষের চতুর্দিকে পরিক্রমণ করছে, এই চক্র কখনও জীর্ণ হয় না।

সূর্যের রথে সপ্তচক্রের কথাও ঋগ্বেদে বলা হয়েছে। আবার বিষ্ণুর চক্রও ৩৬০ বার পরিক্রমণ করছে।[৪] সূর্যের চক্র বা বিষ্ণুর চক্র যাই বলি এ ত সূর্য-মণ্ডল ছাড়া আর কিছু নয়।

"In the post-vedic literature one of the Viṣṇu's weapons is a rolling wheel, which is represented like the sun."[৫]

১ গীতা—১১।১৬ ২ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৮।৩৪ ৩ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।১১
৪ ঋগ্বেদ—১।১৫৫।৬ ৫ Vedic Mythology—page 39

"What wheel stands for in Indian symbolism is primarily the revolution of the year, as Father of time (Prajāpati kāla) the flowing tide of all begotten things, dependent on the Sun."[১]

তন্ত্রশাস্ত্র বলছেন, হরি স্বয়ং চক্ররূপ ধারণ করেছেন—

দেবতামুনিভিঃ প্রোক্তা চক্ররূপো হরিঃ স্বয়ম্ ॥[২]

শারদা তিলকে সুদর্শন চক্রের একটি ধ্যানমন্ত্রও প্রদত্ত হয়েছে। এই মন্ত্রে চক্র ও মুরারি সূর্য-বিষ্ণু অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছে।

কল্পান্তার্কপ্রকাশং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তং
রক্তাক্ষং পিঙ্গকেশং রিপুকুল ভয়দং ভীমদংষ্ট্রাট্টহাসম্।
চক্রং শঙ্খং গদাব্জে পৃথুতরমুষলং চাপপাশাঙ্কুশান্‌স্বৈঃ
বিভ্রাণং দোর্ভিরাদ্যং মনসি মুররিপুং ভাবয়েচ্চক্রসংজ্ঞম্ ॥[৩]

—কল্পান্তের সূর্যের দ্যুতিসম্পন্ন, তেজের দ্বারা ত্রিভুবন পূর্ণকারী, রক্তচক্ষু, পিঙ্গল কেশ সমন্বিত, শত্রুদের ভীতিকারী, ভীষণদন্তসহ অট্টহাসসমন্বিত; শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বিরাট মুষল, ধনু, পাশ ও অঙ্কুশ বাহুসমূহে ধৃত চক্র নামধারী মুররিপু হরিকে মনে মনে ভাবনা করবে।

মহাভারত বলছেন যে সম্পূর্ণ মণ্ডলাকার যুদ্ধকালে ভয়ংকর দর্শন সুদর্শন অগ্নিতুল্য—বিভাবসোস্তুল্যমকুণ্ঠমণ্ডলং সুদর্শনং সংযতি ভীমদর্শনম্।[৪]

কৌস্তুভমণি—কৌস্তুভমণিও সূর্যের প্রতীক—"The post Vedic Kaustubha or breast jewel of Viṣṇu has been explained as the sun by Khun."[৫]

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে স্বস্তিক চিহ্নটি বিষ্ণুর পদচক্র।[৬] স্বস্তিক চিহ্নটিই কি বিষ্ণুর শ্রীবৎস চিহ্ন?

মুদ্রায় অঙ্কিত চক্র—প্রাচীন ভারতে ঔদুম্বর (খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দী), কুলুত (খ্রীঃ ১ম শঃ) বৃষ্ণি প্রভৃতি জাতির (tribe) মুদ্রায় যে চক্র চিহ্ন অঙ্কিত দেখা যায়, সেগুলি অবশ্যই বিষ্ণুচক্র বা সুদর্শন চক্র বিষ্ণুর প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

জেনারেল কানিংহাম এবং এ্যালান মুদ্রায় ব্যবহৃত চক্রগুলিকে ধর্মচক্র বলে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে চক্রচিহ্নকে বিষ্ণুচক্ররূপেই গ্রহণ করা হয়েছে।

১ Elements of Buddhist Iconography. A. K. Coomarswamy—page 28
২ শারদা তিলক—১৬।৬৮ ৩ শারদা তিলক—১৬।৭৫ ৪ মহাঃ, আদি—২১।২১
৫ Vedic Mythology—page 39 ৬ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ৩৭

The elaborate wheel appearing on the reverse of the unique silver coin of the Vṛṣṇi Rājanya gaṇa has been described by Cunningham and Allan as a Dharma chakra ; but its appearance on a coin of Vṛṣṇi Rājanya, with which clan according to consistant Epic and Puranic tradition the name Vāsudeva Krishna is associated, makes it highly probable that the chakra stands for the Sudarśana chakra of Vāsudeva-Viṣṇu, one of the best revered symbols among the early Pancharātrins and the Vaiṣṇavas. The basic idea underlying the wheel in its association with Vāsudeva is solar and the wheel as a symbol per excellence of the god is undoubtedly one of the tangible signs of his connection with the vedic Viṣṇu, as aspect of the Sun."[১]

গদা—বিজয়চন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে বিষ্ণুর হাতের গদাটি মূলতঃ পূষার গদা। পূষা-আদিত্য থেকে গদা বিষ্ণুর হাতে অর্পিত হয়েছে।[২]

গোবিন্দ—বিষ্ণু-কৃষ্ণের বহু নামের অন্যতম গোবিন্দ। বৌধায়নের ধর্মশাস্ত্রে গোবিন্দ নামটির সাক্ষাৎ পাই। পাণিনি কৃত ৩।১।১৩৮ সূত্রের বার্তিকে কাত্যায়ন গোবিন্দ শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন।

মহাভারতের আদিপর্বে বরাহরূপে পৃথিবী উদ্ধার করার জন্য কৃষ্ণকে গোবিন্দ বলা হয়েছে—

গাং বিন্দতা ভগবতা গোবিন্দেনামিতৌজসা।
বরাহরূপিণা চান্তর্বিক্ষোভিতজলাবিলম্ ॥[৩]

—বরাহরূপে জলরাশি বিক্ষোভিত করে ভগবান গোবিন্দ অপরিমিত বলের দ্বারা পৃথিবী উদ্ধার করেছিলেন।

অনুশাসন পর্বে ও শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে নষ্ট পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য তিনি গোবিন্দ নামে কথিত হয়েছেন।

নষ্টাঞ্চ ধরণীং পূর্বমবিন্দং বৈ গুহাগতাং।
গোবিন্দ ইতি তেনাহং দেবৈর্বাগ্‌ভিরভিষ্টুতঃ ॥[৪]

—পূর্বে আমি অতলে প্রবিষ্ট বিনষ্ট পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলাম। সেইজন্য দেবগণ গোবিন্দ নামে আমাকে স্তব করেছিলেন।

১ Development of Hindu Iconography, J. N. Banerjee (1941) —page 145

২ বঙ্গদর্শন, ১৩১০—পৃঃ ৬৫-৬৬ ৩ মহাঃ, আদিপর্ব—২১।১২

৪ মহাঃ, অনুশাসন পর্ব—৩৪২।৭০

গো শব্দের অর্থ পৃথিবীও হতে পারে, সূর্যরশ্মিও হতে পারে। রশ্মিসমূহের উদ্ধারকর্তা হিসাবেও বিষ্ণু গোবিন্দ সংজ্ঞালাভের অধিকারী।

"As Sun, he is Govinda, Gopati and Goptr."[১]

ঋগ্বেদে ইন্দ্র বলের গুহা থেকে গোসমূহ উদ্ধার করেছিলেন, পণিদের দ্বারা অপহৃত গোসমূহকেও তিনি সরমার সহায়তায় উদ্ধার করেছিলেন। নারদ-পঞ্চরাত্র বলছেন, গোবিন্দ গোবিদ্‌গণের অর্থাৎ রশ্মিগ্রাহীদের পতি—"গোবিন্দো গোবিদাং পতিঃ"।[২]

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মনে করেন যে গোবিন্দ সংজ্ঞাটি বৈদিক ইন্দ্র থেকে বিষ্ণু-কৃষ্ণে সংক্রমিত হয়েছে।

"কিন্তু সম্ভবত গোবিন্দ যাহা ঋগ্বেদে গোসমূহের উদ্ধারকর্তারূপে ইন্দ্রকে বলা হইয়াছে, পরে বাসুদেব কৃষ্ণ দেবাদিদেব বলিয়া পূজিত হইলে গোবিন্দ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।"[৩]

উপেন্দ্র—বিষ্ণু বা কৃষ্ণের আর এক নাম উপেন্দ্র। উপেন্দ্র সংজ্ঞা ইন্দ্র ও বিষ্ণুর অভিন্নত্ব সূচিত করে। ইন্দ্রের অনুজ এই অর্থে মহাভারতে ও পুরাণে উপেন্দ্র নাম বিষ্ণু-কৃষ্ণ লাভ করেছিলেন। বামন অবতারে অদিতির গর্ভে ইন্দ্রের অনুজরূপে বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র আর উপেন্দ্রের মধ্যে তফাৎ নেই,—উভয়েই সূর্যরূপী। বামনপুরাণে অদিতি বিষ্ণুস্তবে উপেন্দ্র-বিষ্ণুকে সূর্যরূপী বলে উল্লেখ করেছেন—

রাত্রিজং সূর্যরূপী চ তমুপেন্দ্রং নমাম্যহম্।[৪]

আচার্য সুকুমার সেন মনে করেন যে উপেন্দ্র শব্দের দ্বারা বৈদিকযুগে বিষ্ণু অপেক্ষা ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের স্মৃতি প্রকাশিত। কিন্তু পৌরাণিক যুগে ইন্দ্র-বিষ্ণুর বিরোধের পরিণামে বিষ্ণুর বিজয় সূচিত হয়েছে গোবর্ধনধারণ ও পারিজাত হরণের কাহিনীর মাধ্যমে।

"বৈদিক আর্যদের যে দল বিশেষভাবে ইন্দ্রপূজক ছিলেন, যে কোন কারণে হোক, তাঁহাদের ক্রমশঃ দলহানি ও বিষ্ণুপূজকদের (ও রুদ্রপূজকদের) দলবৃদ্ধি ঘটিতে থাকে। তাহার ফলে ইন্দ্রদেব সিংহাসনচ্যুত হন এবং বিষ্ণু সে সিংহাসন লাভ করেন।"[৫]

১ Vedic Mythology—page 203 ২ নারদ পঞ্চরাত্র—৪।১, উমামহেশ্বর সংবাদ
৩ ভারতসংস্কৃতির উৎসধারা—পৃঃ ৪১২ ৪ বামনপুঃ—২৭।৩৪
৫ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—পৃঃ ৬৭

চতুর্ব্যূহ

বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—এই চারজন কায়ব্যূহ বা চতুর্ব্যূহ নামে পরিচিত। এই চারজনই বিষ্ণুর রূপভেদ বা অংশ মাত্র। জ্ঞান, বল, বীর্য, ঐশ্বর্য, শক্তি এবং তেজ—এই ষড়্‌গুণসম্পন্ন দেবতা বাসুদেব প্রথম ব্যূহ; দ্বিতীয় ব্যূহ বাসুদেবের অগ্রজ সংকর্ষণ বা বলরাম, তৃতীয় ব্যূহ কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন, চতুর্থ ব্যূহ প্রদ্যুম্নপুত্র অনিরুদ্ধ, এই চতুর্ব্যূহ বা বিষ্ণুর চতুর্মূর্তি পরবর্তীকালে চতুর্বিংশতি মূর্তি বা ব্যূহে বিস্তৃত হয়। এ থেকে বিষ্ণুপূজার ব্যাপকতার আভাষ পাওয়া যায়। কূর্মপুরাণে বাসুদেবের চারিমূর্তির বর্ণনা আছে—

চতুর্থী বাসুদেবস্য মূর্তির্ব্রহ্মেতি সংজ্ঞিতা।
রাজসী চানিরুদ্ধাখ্যা প্রদ্যুম্ন সৃষ্টিকারিকা॥
* * *
নারায়ণাখ্য ব্রহ্মাসৌ প্রজাসর্গং করোতি সঃ।
* * *
বাসুদেবো হ্যনন্তাত্মা কেবলো নির্গুণো হরিঃ॥[১]

—বাসুদেবের চার মূর্তি—প্রথমা ব্রহ্ম, রাজসী মূর্তি অনিরুদ্ধ, সৃষ্টিকারী রূপ প্রদ্যুম্ন…নারায়ণ নামক ব্রহ্মাই প্রজাসৃষ্টি করেন, অনন্তই তাঁর আত্মা, সেই বাসুদেব কেবলমাত্র নির্গুণ হরি।

তন্ত্রসারে বিষ্ণুর চারটি ভেদ—

পুরুষোত্তমসংজ্ঞস্য বিষ্ণোর্ভেদচতুষ্টয়ম্।
ত্রৈলোক্যমোহনস্তেষাং প্রথমং প্রকৃতির্যতঃ॥
শ্রীকরশ্চ হৃষীকেশঃ কৃষ্ণশ্চাত্র চতুর্থকঃ।
শ্রীধরো বা চতুর্থঃ স্যাৎ প্রদ্যুম্ন বেতি কেচন॥[২]

—পুরুষোত্তম নামে কথিত বিষ্ণুর চারিটি ভেদ, তাদের মধ্যে প্রথম ত্রৈলোক্যমোহন প্রকৃতি, শ্রীকর, হৃষীকেশ এবং কৃষ্ণ এই চার। কেউ বলেন শ্রীকর চতুর্থ, কেউ বলেন প্রদ্যুম্ন চতুর্থ।

[১] কূর্মপুঃ, পূর্বভাগ—৫০ অঃ

[২] মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশ—সাঃ তিঃ ১৭।১ শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত.

প্রপঞ্চসারে তন্ত্র বলেন—

বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর চারি মূর্তি। এঁদের গাত্রবর্ণ যথাক্রমে স্ফটিক, স্বর্ণ, দূর্বা এবং ইন্দ্রনীল। এঁরা সকলকেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কিরীটকেয়ূরশোভিত, পীতাম্বরপরিহিত।

বাসুদেবঃ সংকর্ষণঃ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধকঃ।
স্ফটিকস্বর্ণদূর্বেন্দ্রনীলাকারশ্চ বর্ণতঃ।
চতুর্ভুজাশ্চক্রশঙ্খগদাপঙ্কজধারিণঃ।
কিরীটকেয়ূরিণশ্চ পীতাম্বরধরা অপি॥[১]

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের একাত্মতা প্রতিপাদিত হয়েছে কালিয়পত্নীগণের কৃষ্ণস্তুতিতে।

নমঃ কৃষ্ণায় রামায় বসুদেবসুতায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ।[২]

কিন্তু অগ্নিপুরাণে প্রদ্যুম্ন, নারায়ণ, বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, বলরাম প্রভৃতির পৃথক পৃথক মূর্তি নির্মাণের বিধান আছে। প্রদ্যুম্ন চতুর্ভুজ, দক্ষিণহস্তদ্বয়ে বজ্র ও খড়্গ, এবং বামহস্তদ্বয়ে ধনু ও গদা অথবা ধনু ও শর।

প্রদ্যুম্নো দক্ষিণে বজ্রং খড়্গং বামে ধনুঃ করে।
গদানাভ্যাবৃতঃ প্রীত্যা প্রদ্যুম্নো বা ধনুঃশরী॥[৩]

অনিরুদ্ধ এবং নারায়ণ চতুর্ভুজ—

চতুর্ভুজোঽনিরুদ্ধঃ স্যাত্তথা নারায়ণো বিভুঃ।[৪]

মহাভারতের শান্তিপর্বে নারায়ণীয়াখ্যানে (৩৩৯ অঃ) ভগবানের বিশ্বধারণকারী ব্যূহ সংকর্ষণও শেষ নামে খ্যাত। সংকর্ষণ থেকে জাত হন প্রদ্যুম্ন। প্রদ্যুম্ন সকল ভূতের মন। প্রলয়কালে সকল ভূত তাতেই লীন হয়। প্রদ্যুম্ন থেকে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমগ্র জগৎ জাত হয়। এঁর অপর অপর নাম অনিরুদ্ধ। প্রদ্যুম্ন থেকে অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হন। অনিরুদ্ধ অহংকাররূপী।

বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে "অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সংকর্ষণ এবং বাসুদেব চতুরাত্মা। অনিরুদ্ধ বায়ুমূর্তি। তিনি সর্বত্র অরুদ্ধমার্গ এবং সর্বশ অপরাজিত। প্রদ্যুম্ন হুতাশন মূর্তি। তিনি তেজস্বী এবং লোকসমূহ প্রদ্যোতিত করেন (লোকান্

১ প্রপঞ্চসার—১৯।৮-৯ ২ ভাগবত—১০।১৭।৪৫ ৩ অগ্নিপুঃ—৪৯।১২-১৩
৪ অগ্নিপুঃ—৪৯।১৩

প্রদ্যোতস্মৃতি)।...তিনি কামদেব ও জগদ্‌যোনি। সঙ্কর্ষণ রুদ্রমূর্তি। জগতের কর্ষণহেতু তাঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলা হয়। তিনি কামপাল, অরিদমন, সর্বভূতের শঙ্কর এবং বিশ্বযোনি।”[১]

সুতরাং বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর চারিটি মূর্তি। কায় শব্দের অর্থ দেহ। ব্যূহ শব্দের অর্থ বিন্যাস। ব্যূহ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ বিদ্যারণ্য (ডঃ বিভূতি ভূষণ দত্ত) লিখেছেন, “সংস্কৃত ব্যূহ শব্দের অর্থসমূহ, বিন্যাস বা নির্মাণ, মূর্তি ও দেহ। এইখানে ব্যূহ শব্দকে মূর্তি বা দেহ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। তাই উপরে উদ্ধৃত কোন কোন সঙ্কর্ষণাদিকে বাসুদেবের মূর্তি বা তনু বলা হইয়াছে। নারায়ণীয়াখ্যানের অপর কোন কোন স্থলেও অনিরুদ্ধকে বাসুদেবের ‘তনু’ বলা হইয়াছে। পঞ্চরাত্র সংহিতায়ও বাসুদেবাদিকে ভগবানের মূর্তিরূপ বা আত্মা বলা হইয়াছে। তথায় ব্যূহ শব্দকে বিন্যাস অর্থেও গ্রহণ করা যায়।”[২] এই চারি মূর্তির আকারগত সাদৃশ্যও লক্ষণীয়—

বাসুদেব গদা শঙ্খ চক্র পদ্ম ধর।
সঙ্কর্ষণ গদা শঙ্খ পদ্ম চক্রকর॥
প্রদ্যুম্ন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর।
অনিরুদ্ধ চক্র গদা শঙ্খ পদ্ম কর॥[৩]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিষ্ণুর দ্বাদশ নাম বা মূর্তিকে দ্বাদশ মাসের দেবতা বলে উল্লেখ করেছেন—

বাসুদেব মূর্তি কেশব নারায়ণ মাধব।
সঙ্কর্ষণ মূর্তি গোবিন্দ বিষ্ণু শ্রীমধুসূদন॥
* * *
প্রদ্যুম্নমূর্তি ত্রিবিক্রম বামন শ্রীধর।
অনিরুদ্ধমূর্তি হৃষিকেশ পদ্মনাভ দামোদর॥
দ্বাদশ মাসের দেবতা এই বারোজন।[৪]

চতুর্ব্যূহ বিষ্ণুর রূপভেদ হলেও পুরাণে সংকর্ষণ হলেন কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম। কামদেব মদন কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে এঁরাও সূর্য-বিষ্ণুর রূপভেদ। বায়ুমূর্তি অনিরুদ্ধ অগ্নিমূর্তি প্রদ্যুম্ন এবং রুদ্রমূর্তি সঙ্কর্ষণ একই দেবসত্তার প্রকারভেদ মাত্র।

১ ভাগবত ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস, ১ম—পৃঃ ৩৭২ ২ তদেব—পৃঃ ৩৫৯
৩ চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা, ২০ পরিঃ ৪ তদেব

পুরাণানুসারে হরকোপানলে ভস্মীভূত মদনদেব শিববরে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন রূপে রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে শম্বরাসুর বধ করেছিলেন—

ততঃ কৃষ্ণস্ত রুক্মিণ্যাং কামমুৎপাদয়িষ্যতি।
প্রদ্যুম্নো নাম তস্যৈব ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥[১]

সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর রূপভেদ হলেও ঐতিহাসিক যদু-সাত্বত-বৃষ্ণিবংশের অঙ্গীভূত হয়ে গেছেন। এঁদের যদি কোন ঐতিহাসিকতা থাকে ত বিষ্ণুর সত্তা যে এঁদের উপরে আরোপিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

১ শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা—১১।২৫

ঊষা ও অনিরুদ্ধ

হুতাশন মূর্তি প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণ-বিষ্ণুরই মূর্ত্যন্তর। প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ। প্রহ্লাদ পৌত্র দৈত্যরাজ বলির পুত্র শিবভক্ত বাণের কন্যাকে অনিরুদ্ধ বিবাহ করেছিলেন। ঊষা-অনিরুদ্ধ উপাখ্যানের নায়ক হিসাবে অনিরুদ্ধ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। শিবভক্ত বাণ তপস্যায় শিবকে প্রীত করে লাভ করেছিলেন সহস্র বাহু। কিন্তু ত্রিলোকে প্রতিপক্ষ বীর না থাকায় বাণের সহস্র-ভুজ ভার মনে হয়। বাণ তাই শিবের কাছে উপযুক্ত বীরের সঙ্গে যুদ্ধ কামনা করলেন। শিব বললেন, তাঁর সমকক্ষ বীরের প্রতিপক্ষতার সুযোগ লাভে বাণের অভীষ্ট পূর্ণ হবে। এদিকে বাণের কন্যা সুন্দরী ঊষা স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে দেখে ব্যাকুলা হয়েছেন। যোগবিদ্যায় পারদর্শিনী ঊষা-সখী চিত্রলেখা দ্বারকা থেকে অনিরুদ্ধকে নিয়ে এলেন বাণের রাজ্যে শোণিতপুরে। ঊষা-অনিরুদ্ধের অবাধ গোপন মিলন চলতে থাকলে পুররক্ষীরা সন্দেহক্রমে ঊষার পরিবর্তনের ব্যাপার বাণের গোচরে আনে। রক্ষিগণ সমভিব্যাহারে বাণ ঊষার কক্ষে প্রবেশ করলে মহাবীর অনিরুদ্ধ পরিঘের দ্বারা রক্ষীদের বধ করলেন। বাণের সৈন্যরা অনিরুদ্ধের দ্বারা পরাজিত হলে বাণ নাগপাশ দিয়ে বদ্ধ করলেন অনিরুদ্ধকে। এদিকে নারদের মুখে অনিরুদ্ধের বন্ধনদশা শুনে শ্রীকৃষ্ণ সসৈন্যে শোণিতপুরে সমাগত হয়ে প্রবল যুদ্ধে বাণের বাহুসমূহ ছেদন করলেন।

তস্যাস্যতোঽস্ত্রাণ্যসকৃচ্চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা।
চিচ্ছেদ ভগবান্ বাহূন্ শাখা বৈ বনস্পতেঃ॥[১]

—বাণ অস্ত্রসকল বারংবার নিক্ষেপ করতে থাকলে ভগবান্ ক্ষুরধার চক্রের দ্বারা বনস্পতির শাখাসমূহের ন্যায় বাণের বাহুসকল ছেদন করলেন।

মহাদেবের অনুরোধে বাণের প্রাণ রক্ষিত হয়—বাণের চারটি মাত্র বাহু অবশিষ্ট রইল—বাণ হলেন শিবের পার্ষদ।

চত্বারোঽস্য ভুজাঃ শিষ্টা ভবিষ্যত্যজরামরঃ।
পার্ষদমুখ্যো ভবতো ন কুতশ্চিদ্ভয়োঽসুরঃ॥[২]

—এই অসুরের চারটি বাহু রইলো অবশিষ্ট, এই অসুর তোমার (শিবের) অজর অমর প্রধান পার্ষদ হবে। কোথাও থেকে তার ভয় থাকবে না।

১ ভাগবত—৭।৬৩।৩২ ২ ভাগবত—১০।৬৩।৪৯

এই কাহিনী ভাগবতের। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে, বাণসুতা উষা ক্রীড়ারত হরপার্বতীকে দেখে স্বীয় স্বামীর জন্য সাভিলাষা হলে পার্বতী তাঁকে বরদান করেন যে, স্বপ্নাবস্থায় উষা যার সঙ্গে মিলিত হবেন, তিনিই উষার পতি। অতঃপর স্বপ্নে অনিরুদ্ধদর্শন, সখী চিত্রলেখা কর্তৃক অনিরুদ্ধকে শোণিতপুরে আনয়ন প্রভৃতি ঘটনা ঘটে। বাণ মহাদেবকে বলেছিলেন—

দেব বাহুসহস্রেণ নির্বিণ্ণোঽহং বিনাহবম্।
কচ্চিন্মমৈষাং বাহূনাং সাফল্যজনকো রণঃ।
ভবিষ্যতি বিনা যুদ্ধং ভারায় মম কিং ভুজৈঃ॥[১]

—দেব, যুদ্ধ বিনা বাহুসহস্র নিয়ে আমি দুঃখ বোধ করছি। আমার এই বাহুসমূহের সফলতাজনক কোন রণ হবে কি? যুদ্ধ বিনা আমার ভারবৃদ্ধির নিমিত্ত এই বাহুসকলের কি প্রয়োজন?

মহাদেব বলেছিলেন, যখন তোমার ময়ূরধ্বজ ভগ্ন হবে তখন মাংসাহারীদের আনন্দজনক যুদ্ধ তুমি প্রাপ্ত হবে।

ময়ূরধ্বজভঙ্গস্তে যদা বাণ ভবিষ্যতি।
পিশিতাশিজনানন্দং প্রাপ্স্যসে ত্বং তদা রণম্॥[২]

অতঃপর পরাজিত বাণের পন্নগাস্ত্রে অনিরুদ্ধ বন্দী হলে শ্রীকৃষ্ণপ্রমুখ যদুবীরগণ বাণের পুরে আগমন করেন। প্রথমে শিবের প্রমথগণের সঙ্গে যাদবগণের, পরে শিবজ্বরের সঙ্গে বিষ্ণুজ্বরের যুদ্ধ হয় এবং শিবের প্রমথ ও শিবজ্বরের পরাজয় ঘটে। স্বয়ং শিব এবং শিবনন্দন কার্তিকেয় পরাজিত হন। তখন ভাগবতানুসারে বাণের মাতা এবং বিষ্ণুপুরাণে 'দৈত্যমায়া কোটবী বাণকে রক্ষা করতে নগ্ন হয়ে কৃষ্ণের সম্মুখে দাঁড়ায়। কিন্তু কোটবীকে উপেক্ষা করে কৃষ্ণ বাণের বাহুসঙ্ঘ ছিন্ন করতে থাকলেও বাণাসুরকে জীবিত রাখলেন। গরুড়ের ভয়ে অনিরুদ্ধের বন্ধনরজ্জু সর্পগণ পলায়ন করে। কৃষ্ণ, বলভদ্র, প্রদ্যুম্ন, উষা ও অনিরুদ্ধ গরুড়পৃষ্ঠে দ্বারকায় প্রস্থান করেন।

হরিবংশে বাণাসুর কঠোর তপঃপ্রভাবে হরপার্বতীকে তুষ্ট করে হরপার্বতীর পুত্র এবং কার্তিকেয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে পরিগণিত হয়েছিলেন।

অথ বাণোঽব্রবীদ্বাক্যং দেবদেবং মহেশ্বরম্।
দেব্যাঃ পুত্রত্বমিচ্ছামি ত্বয়া দত্তং ত্রিলোচন॥

১ বিষ্ণুপুঃ—৫।৩৩।১-২ ২ বিষ্ণুপুঃ—৫।৩৩।৩

শংকরস্তু তথেত্যুক্ত্বা রুদ্রাণীমিদমব্রবীৎ।
কনীয়ান্ কার্তিকেয়স্ত পুত্রোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥
যত্রোত্থিতো মহাসেনঃ সোঽগ্নিজো রুধিরে পুরে।
তত্রোদ্দেশে পুরং চাস্য ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥[১]

—বাণ দেবদেব মহাদেবকে বললেন, হে ত্রিলোচন আমি তোমার দেওয়া দেবীর পুত্র হতে ইচ্ছা করি। শংকর তাকে 'তাই হবে' বলে রুদ্রাণীকে বললেন, এই পুত্রকে গ্রহণ কর। অগ্নিজাত মহাসেন যে রুধিরপুরে উত্থিত হয়েছিলেন, সেই দেশেই তার রাজ্য হবে, এতে সংশয় নেই।

বাণ বাহু সহস্র নিয়ে ত্রিলোক বিজয়ের পর উপযুক্ত প্রতিপক্ষ বীর না পেয়ে মহাদেবের শরণ নিয়েছিল। মহাদেব বলেছিলেন, হে বাণ! যখন তোমার ধ্বজা ভঙ্গ হবে তখন তুমি যুদ্ধ করার সুযোগ পাবে।

ভবিতা বাণ যুদ্ধং বৈ যথা তচ্ছৃণু দানব।
ধ্বজস্যাস্য যদা ভঙ্গ স্তব তাত ভবিষ্যতি ॥[২]

আনন্দে বিহ্বল হয়ে বাণ বৃষভধ্বজের চরণে পতিত হোল। মহাদেব বললেন—

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ বহুনামাত্মনঃ স্বকুলস্য তু।
সদৃশং প্রাপ্স্যসে বীর যুদ্ধমপ্রতিমং মহৎ ॥[৩]

—ওঠ ওঠ, বীর, তোমার বাহুসমূহের এবং নিজকুলের অনুরূপ মহৎ যুদ্ধ প্রাপ্ত হবে।

তারপর এক সময়ে বাণের ধ্বজা ভঙ্গ হোল, সমগ্র রাজ্যে অমঙ্গল সূচক উৎপাত দেখা দিল। এর পরের বর্ণনা বিষ্ণুপুরাণের অনুরূপ। হরপার্বতীর শৃঙ্গার ক্রীড়া দেখে বাণনন্দিনী উষা সাভিলাষা হলে পার্বতী উষাকে বর দিলেন যে বৈশাখের দ্বাদশ রাত্রিতে উষা অভিমত ভর্তার সঙ্গে মিলিত হবে। যথারীতি উষা স্বপ্নে অনিরুদ্ধের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এবং চিত্রলেখাও যোগপ্রভাবে দ্বারকা থেকে অনিরুদ্ধকে এনে উষার সঙ্গে মিলিত করিয়েছেন। তবে এখানে চিত্রলেখা অনিরুদ্ধকে শোণিতপুরে আনয়নের ব্যাপারে দেবর্ষি নারদের সহায়তা নিয়েছেন। নারদ চিত্রলেখাকে দিয়েছেন তামসী বিদ্যা। এই বিদ্যার প্রভাবে

১ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—১১৬।১৬-১৮ ২ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—১১৬।৩১
৩ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—১১৬।৩৪

অনিরুদ্ধকে মোহিত করে উষাব রূপের বিবরণ দিয়ে এবং চিত্রপট দেখিয়ে অনিরুদ্ধকে প্রলুব্ধ করে চিত্রলেখা তাঁকে নিয়ে আসেন শোণিতপুরে। তারপর অনিরুদ্ধের উষার কক্ষে গোপন অবস্থানের ঘটনা জেনে বাণ সৈন্যদের হুকুম দেয় অনিরুদ্ধকে বধ করতে—গচ্ছধ্বং সহিতাঃ সর্বে হন্যতামেব দুর্মতিঃ।[১] পূর্বশর্ত মত নারদ চিত্রলেখাব স্মরণমাত্র এসেছেন যুদ্ধ দেখতে। অনিরুদ্ধের হাতে সহস্র সহস্র দানবসৈন্য নিহত হোল। সৈন্যগণ ভীত ত্রস্ত, বাণ সর্বশক্তি নিয়োগ করেও অনিরুদ্ধ হত্যায় ব্যর্থ—হতচেতন, কুম্ভাণ্ড নামক দানবেব পবামর্শে মায়াযুদ্ধেও অনিরুদ্ধকে পরাজিত করতে অসমর্থ। তখন বাণ অপবাজেয প্রদ্যুম্ন পুত্রকে নাগপাশ দিয়ে বেঁধে ফেললে—

বেষ্টিতো বহুধা তস্য দেহঃ পন্নগরাশিভিঃ।
স তু বেষ্টিতসর্বাঙ্গো বদ্ধঃ প্রাদ্যুম্নিরাহবে॥
নিষ্প্রযত্নঃ কৃতস্তস্থৌ মৈনাক ইব পর্বতঃ।[২]

—রাশি রাশি সর্পের দ্বারা তাঁর দেহ বহুগুণে বেষ্টিত হয়েছিল। যুদ্ধে সেই প্রদ্যুম্ননন্দন সর্বাঙ্গ বেষ্টিত হয়ে মৈনাক পর্বতেব মত নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন।

বাণ হুকুম দিলেন অনিরুদ্ধকে বধ করতে। কিন্তু কুম্ভাণ্ড রাজাকে অনুরোধ করে বীরশ্রেষ্ঠ জামাতার প্রাণ রক্ষা করতে। কুম্ভাণ্ডের পরামর্শে রক্ষীদের হাতে জামাতাকে ন্যস্ত করে বাণ গেল বিশ্রামে, নারদও গেলেন দ্বারকায় সংবাদ দিতে। পাশবদ্ধ অনিরুদ্ধ করলেন দেবী চণ্ডীর স্তব। দেবী প্রত্যক্ষ হয়ে অনিরুদ্ধকে করলেন পাশমুক্ত,—মূর্ছাগতা উষার করলেন চৈতন্য সম্পাদন। এদিকে নারদেব মুখে সংবাদ পেয়ে গরুড়ের পিঠে চড়ে শ্রীকৃষ্ণ, বলবাম ও প্রদ্যুম্ন এসে হাজির হলেন শোণিতপুরে। সুরু হোল তুমুল লড়াই। বাণেব পক্ষে আছেন শিব স্বয়ং আর শিবনন্দন কার্তিকেয়। শিবজ্বর ও বিষ্ণুজ্বরের সংগ্রামে শিবজ্বরের পরাভব হোল। কিন্তু শিব ও শিবানুচরেরা প্রচণ্ড যুদ্ধ করে চলেছেন। পৃথিবী পীড়িতা হয়ে শিবের শরণ নিলেন। ব্রহ্মা রুদ্রকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন দানবকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য। রুদ্র যুদ্ধ ত্যাগ করলেন। সন্ধি হোল রুদ্র ও কৃষ্ণের,—পরস্পরে হলেন আলিঙ্গনাবদ্ধ। ব্রহ্মা দেখলেন হরি আর হর একই।

হরং চ হরিরূপেণ হরিং চ হররূপিণং।
শঙ্খচক্রগদাপাণিং পীতাম্বরধরং হরম্॥

১ হরিঃ, বিষ্ণুঃ—১১৯।৮১ ২ হরিঃ, বিষ্ণুঃ—১১৯।১৭৪ ৭৫

ত্রিশূলপট্টিশধরং ব্যাঘ্রচর্মধরং হরিম্।
গরুড়স্থং চাপি হরং হরিং চ বৃষভধ্বজম্ ॥[১]

—দেখলেন হরকে হরিরূপে, আর হরিকে হররূপে—শঙ্খচক্রগদাপাণি পীতম্বরধারী হরকে,—ত্রিশূলপট্টিশধারী ব্যাঘ্রচর্মপরিহিত হরিকে,—গরুড়স্থিত হরকে ও বৃষভারূঢ় হরিকে।

বাণের সেনাপতি গুহ কিন্তু যুদ্ধ চালাতে থাকে। গুহ নির্জিত হলে বাণ স্বয়ং আসে যুদ্ধ করতে। তুমুল সংগ্রামের পরে কৃষ্ণ চক্রদ্বারা বাণকে হত্যা করতে উদ্যত হলে দেবী দুর্গা বাণের প্রাণ রক্ষার জন্য মহাদেবের কাছে অনুরোধ জানালেন। তখন মহাদেবের নির্দেশে পার্বতীর উদ্যোগে দিগ্বসনা বাণজননী কোটবী কৃষ্ণের সম্মুখে দাঁড়ায়। কৃষ্ণ তাতেও ক্ষান্ত হলেন না। কৃষ্ণ বললেন, সহস্র বাহু নিয়ে বাণ অত্যন্ত দর্পিত হয়েছে,—তার বাহু ছেদন করবো,—সে দ্বিভুজ হয়ে জীবিত থাকবে।

বাণো বাহুসহস্রেণ নর্দতে দর্পমাশ্রিতঃ ॥
এতেষাং চ্ছেদনং হ্যস্য কর্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ।
দ্বিবাহুনা চ বাণেন জীবপুত্রী ভবিষ্যসি ॥[২]

—তখন আলাতচক্রের মত ঘূর্ণমান বিষ্ণুচক্র বাণের বাহুসমূহ ছেদন করে। বাণ দ্বিভুজ হয়ে জীবিত রইলো।

তস্য বাহুসহস্রস্য পর্যায়েণ পুনঃ পুনঃ।
বাণস্য চ্ছেদনং চক্রে তচ্চক্রং রণমূর্ধণি ॥
কৃত্বা দ্বিবাহুং তং বাণং ছিন্নশাখমিব দ্রুমম্।[৩]

রক্তের স্রোত বহে গেল। বাণ আর্তনাদ করছে। কৃষ্ণ আবার চক্র গ্রহণ করলেন। মহাদেব কৃষ্ণকে করলেন শান্ত। শিবানুচর নন্দী ছিন্নবাহু রুধিরাক্ত বাণাসুরকে শিবের কাছে নিয়ে গেলেন। মহাদেব প্রীত হয়ে বাণকে দিলেন পাচটী বর। বাণ প্রার্থনা করলে: অজর অমর হব, শিবের পুত্র হব, আমার চক্রক্ষত দূর হোক, শিবের প্রমথগণের শ্রেষ্ঠ মহাকাল নামে পরিচিত হব, আমার দেহে বিরূপতা থাকবে না, দ্বিভুজ চিরস্থায়ী হবে। মহাদেব প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। বাণ হলেন শিবের প্রমথ মহাকাল। এদিকে চিত্রলেখা অন্তঃপুরের

১ হরিঃ, বিষ্ণুঃ—১২৫।২৬-২৭ ২ হরিঃ, বিষ্ণুঃ—১২৬।১১৯-২০
৩ হরিঃ, বিষ্ণুঃ—১২৬।১৩০ ৩১

পথ দেখালেন। কৃষ্ণ, বলভদ্র ও প্রদ্যুম্ন অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। নাগকুল গরুড়ের ভয়ে পলায়ন করলে অনিরুদ্ধ হলেন মুক্ত। কৃষ্ণ শোণিতপুরের রাজত্ব দান করলেন বাণের মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডকে। ঊষা এবং অনিরুদ্ধের বিবাহ সম্পন্ন হোল। ভগবান অগ্নিদেব স্বয়ং উপস্থিত হলেন বিবাহে। বিবাহের পরে কৃষ্ণ দ্বারকা প্রত্যাবর্তনের উদ্‌যোগ করলেন। গমনকালে সকলে দেখলেন বাণের অমৃত-স্রাবী বিচিত্র বর্ণের সহস্র সহস্র গাভী পশ্চিম দিকে রয়েছে।

আরুহ্য গরুড়ং সর্বে জিত্বা বাণং মহৌজসম্।
ততোঽম্বরতলস্থাস্তে বারুণীং দিশমাস্থিতাঃ॥
অপশ্যন্তো মহাত্মানো গাবো দিব্যপয়ঃপ্রদাঃ।
বেলাবনবিচারিণ্যো নানাবর্ণাঃ সহস্রশঃ॥[১]

শ্রীকৃষ্ণ স্থির করলেন গাভীগুলি তাঁর প্রয়োজন। তিনি গরুড়কে বললেন—

বৈনতেয় প্রয়াহি ত্বং যত্র বাণস্য গোধনম্।
যাসাং পীত্বা কিল ক্ষীরমমৃতত্বমবাপ্নুয়াৎ॥[২]

—হে বৈনতেয়, তুমি যাও—যেখানে বাণের গোধন আছে, যাদের দুগ্ধ পান করে অমৃতত্ব লাভ করা যায়।

কৃষ্ণের আদেশে গরুড় পাখার ঝাপটায়, সমুদ্রকে ক্ষোভিত করে বরুণালয়ে প্রবেশ করলেন। প্রবল যুদ্ধে নির্জিত বরুণ কৃষ্ণকে তুষ্ট করে বাণের গোধন প্রার্থনা করলেন।

বাণের সঙ্গে বরুণের চুক্তি হয়েছিল, গোধন ত্যাগ করে চুক্তিভঙ্গকারী হয়ে বরুণ পাপে লিপ্ত হবেন না। সুতরাং বরুণকে হত্যা না করে কৃষ্ণ গোধন নিয়ে যেতে পারবেন না। বরুণ বললেন,—

জীবন্নাহং প্রদাস্যামি গাবো বৈ বৃষভেক্ষণ।
হত্বা নয়স্ব মাং গাব এষ মে সময়ঃ পুরা॥[৩]

বরুণের কথায় পরিতৃপ্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বরুণের প্রীতির নিমিত্ত গোধন ত্যাগ করে সকলে মিলে প্রস্থান করলেন দ্বারকায়।

ঊষা-অনিরুদ্ধ কাহিনীর তাৎপর্য—অনিরুদ্ধ ও ঊষার কাহিনী নিঃসন্দেহে রূপক কাহিনী। হরিবংশের বিস্তৃত উপাখ্যান রূপকোন্মোচনে সহায়তা করে। দেবতাদের পুত্রপৌত্রগণ ইত্যাদিরূপে যে সকল দেবতার আবির্ভাব পুরাণাদিতে

১ হরিবংশ, বিষ্ণুঃ—১২৭।৪৩-৪৪ ২ হরিবংশ, বিষ্ণুঃ—১২৭।৪৭ ৩ হরিবংশ, বিষ্ণুঃ—১২৭।৯২

লক্ষিত হয়, তাঁরা প্রধানতঃ তৎতদ্ দেব-কল্পনার অংশরূপেই গৃহীত হওয়ার যোগ্য। এই হিসাবে অনিরুদ্ধ যেমন কৃষ্ণ-বিষ্ণুর প্রকার ভেদ, তেমনি অনিরুদ্ধের আকৃতিও কৃষ্ণসদৃশ। ভাগবতে উষার মুখে অনিরুদ্ধের বর্ণনা—

দৃষ্টঃ কশ্চিন্নরঃ স্বপ্নে শ্যাম কমললোচনঃ।
পীতবাসা বৃহদ্বাহুর্যোষিতাং হৃদয়ঙ্গমঃ॥[১]

—শ্যামবর্ণ, পদ্মপলাশলোচন, পীতবসনধারী, দীর্ঘবাহু, নারীর হৃদয়হরণকারী কোনও পুরুষকে আমি দেখেছি।

কৃষ্ণ-বিষ্ণুর গুণকর্মও অনিরুদ্ধতে আরোপিত। অনিরুদ্ধ ও উষার কাহিনী বৈদিক সূর্য ও উষার কাহিনীর রূপান্তর। যাঁর গতি কখনও রুদ্ধ হয় না তিনিই ত অনিরুদ্ধ। উষা সূর্যের প্রণয়িণী বা পত্নী। বৈদিক সূর্য প্রণয়ীর মত উষার অনুগমন করেন এবং উষাকে সঙ্গে নিয়েই ঊর্ধ্বাকাশে গমন করেন। উষা তাঁর অপূর্ব রূপচ্ছটায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে অন্তর্হিতা হন। বাণরাজার সহস্রবাহু ছিন্ন হলে দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজরূপে তিনি শিবগণে পরিণত হন। তিনি হন শিবের প্রমথ মহাকাল। সহস্রবাহু বাণ কোন পার্থিব মানব হতে পারে না। বাণ শব্দ সংস্কৃত বর্ণ শব্দের অপভ্রংশ হতে পারে। রাত্রি অবসানে প্রকটিত বর্ণসমারোহের কন্যা উষা। সহস্রাংশুর বিপুল বর্ণসমারোহের সঙ্গে উষা আবির্ভূত হলে কৃষ্ণ-বিষ্ণুর পৌত্র অনিরুদ্ধ অর্থাৎ বালসূর্য যিনি নিশির তিমির গর্ভে উষার সঙ্গে গোপন প্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন—এখন নিশাবসানে বিষ্ণু-কৃষ্ণের সহায়তায় উষাকে বিবাহ করেন এবং মহাকাশ পরিক্রমণের পরে পশ্চিম দিগন্তে পশ্চিম দিকের অধীশ্বর বরুণের কাছে'বাণের সহস্র গাভী রেখে অদৃশ্য হন। বাণের সহস্র বাহু প্রভাত কিরণের বর্ণশোভা বিনষ্ট হয়—বাণ রুদ্ররূপী সূর্যের প্রধান প্রমথ মহাকালে পরিণত হন। অসংখ্য প্রভাতের আবির্ভাবেই মহাকালের গতি, মহাকালের কর্তা বা স্রষ্টা সূর্যই। প্রভাত-সন্ধ্যার বর্ণসমারোহ দিগন্তকে রক্তাভায় রাঙ্গিয়ে দেয়,—বাণের রাজত্ব তাই শোণিতপুরে। উষাকালে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হয়। উষা ও অনিরুদ্ধের বিবাহে তাই অগ্নি উপস্থিত থাকেন। বাণের সহস্র গাভী সহস্রাংশু সূর্যের সহস্র কিরণ। গো শব্দের অর্থান্তর সূর্যকিরণ। বরুণ পশ্চিম দিগন্তের সূর্য—সায়নাচার্যের মতে রাত্রিকালের সূর্য। বাণের গাভী তাই বরুণের কাছেই থাকে।

১ ভাগবত—১০।৬২।১৪

বাণ রাজার উপাখ্যান বিশেষতঃ উষা-অনিরুদ্ধের উপাখ্যান অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়ায় এই নামগুলি মানুষের স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় গঙ্গারামপুরে বাণগড নামক ধ্বংসাবশেষ স্তূপ বাণরাজার স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত। পুনর্ভবা নদীর তীরে বাণগড় অবস্থিত। নিকটেই উষাহরণ রোড উষা-অনিরুদ্ধের কাহিনীকে চিরন্তনত্ব দিয়েছে।

সংকর্ষণ বা বলরাম

কৃষ্ণাবতারে শ্রীকৃষ্ণের প্রধান সহায় সংকর্ষণ। ইনিই বলভদ্র বা বলরাম নামে প্রসিদ্ধ। বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে এঁর জন্ম হলেও কংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য যোগমায়া দেবকীর গর্ভস্থ সন্তান আকর্ষণ করে বসুদেবের অপর পত্নী নন্দগোপের আশ্রিতা রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত করেছিলেন। তাই এঁর নাম হয় সংকর্ষণ। মর্তাবতারের পূর্বে ভগবান বিষ্ণু যোগমায়াকে বলেছিলেন—

দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।
তৎসন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয় ॥[১]

—শেষ নামক আমার আবাসস্থল দেবকীর জঠরস্থিত গর্ভকে আকর্ষণ করে রোহিণীর উদরে স্থাপন কর।

অনন্তো দৈবকীগর্ভাদ্রোহিণেয়ো জগৎপতিঃ।
মায়য়া গর্ভসংকর্ষণান্নাম্না সংকর্ষণঃ স্মৃতঃ ॥[২]

বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণু যোগমায়াকে বলেছিলেন,—

হতেষু তেষু কংসেন শেষাখ্যোঽংশস্ততো মম।
অংশাংশেনোদরে তস্যাঃ সপ্তমঃ সম্ভবিষ্যতি ॥
গোকুলে বসুদেবস্য ভার্যান্যা রোহিণী স্থিতা।
তস্যাঃ স সম্ভূতিসমং দেবি নেয়স্তয়োদরম্।
সপ্তমো ভোজরাজস্য ভয়াদ্রোধোপরোধতঃ ॥
দেবক্যাঃ পতিতো গর্ভ ইতি লোকো বদিষ্যতি।
গর্ভসংকর্ষণাৎ সোঽথ লোকে সংকর্ষণেতি বৈ ॥[৩]

—সেই গর্ভগুলি কংসকর্তৃক হত হইলে, শেষ নামক আমার অংশ অংশাংশ-ভাবে দেবকীর জঠরে সপ্তম গর্ভরূপে উৎপন্ন হইবে। গোকুলে রোহিণী নামে বসুদেবের আর এক পত্নী আছেন। ভোজরাজ কংসের ভয়হেতু কারাগার হইতে তুমি দেবকীর সপ্তমগর্ভ রোহিণীর উদরে স্থাপন করিও। লোকে বলিবে দেবকীর গর্ভ পতিত হইয়াছে। এই গর্ভ সংকর্ষণ নির্জন শ্বেতপর্বত শিখর সদৃশ সেই বীর জগতে সংকর্ষণ নামে খ্যাত হইবে।[৪]

১ ভাগবত—১০।৮-১০ ২ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড—৬।১৪১
৩ বিষ্ণুপুঃ, ৫ম অংশ—১।৭২-৭৪ ৪ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

উগ্রসেনস্থ কন্যায়াং দেবক্যাং বসুদেবতঃ।
ভৃগোঃ শাপবশাদ্ বিষ্ণুঃ সম্ভূতস্ত্রিদশেশ্বরঃ ॥
রোহিণী নাম যা পত্নী বসুদেবস্থ শোভনা।
তস্যাং সংকর্ষণো জাতো যোঽনন্তঃ শেষসংজ্ঞিতঃ ॥[১]

—উগ্রসেনের কন্যা দেবকীর গর্ভে বাসুদেব থেকে ভৃগুর শাপে ত্রিলোকের অধীশ্বর, বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করবেন। বসুদেবের রোহিণী নামে যে সুন্দরী পত্নী তাঁর গর্ভে অনন্ত বা শেষ নামে সংকর্ষণ জন্মগ্রহণ করবেন।

বিষ্ণুপুরাণে স্তবে প্রীত ভগবান বিষ্ণু নিজের দুগাছি সাদা ও কালো চুল তুলে দিয়ে বলেছিলেন, এই দুই কেশ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর ভার হরণ করবে—

এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে ॥
উবাচ চ সুরানেতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে।
অবতীর্য্য ভূভারক্লেশহানিং করিষ্যতঃ ॥[২]

বিষ্ণুর শ্বেত ও কৃষ্ণ কেশ বলরাম ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অনন্ত বা শেষনাগরূপী বলভদ্র সংকর্ষণের স্তব করে ব্রহ্মা বলেছেন—

নমোঽনাদিমহামূল তমস্তোমৈকভানবে।

* * *

ফণামাণকণাকার ক্ষিতিমণ্ডলধারিণে।
নমঃ কালাগ্নিরুদ্রায় মহারুদ্রায় তে নমঃ ॥
ভোগতল্পফণাচ্ছত্রমধ্যসুপ্তায় তে নমঃ।
মহার্ণবজলে বৃদ্ধে একীভূতে জগত্রয়ে ॥

* * *

এষ নারায়ণো যো বৈ বেদান্তেষূপগায়তে।
ত্বত্তো ন ভিন্নো ভগবন্ কারণাদ্ভেদভাগসি ॥

—অনাদিমূল তমসমূহের একমাত্র ধ্বংসকারক সূর্যকে নমস্কার। …ফণামণির কণাতুল্য ক্ষিতিমণ্ডলধারণকারী, কালাগ্নিরুদ্র, মহারুদ্র, তোমাকে নমস্কার। মহাপ্রলয়ে ত্রিজগৎ বর্ধিত হয়ে মহাসমুদ্রের জলে একীভূত হলে তুমি নিজ

১ সৌরপুরাণ—৩২।৫৪।৫৫ ২ বিষ্ণুপুঃ—৫।১।৫৯-৬০

দেহকে শয্যা ও ফণামণ্ডলকে ছত্র করে সুখে নিদ্রিত থাক। এই যিনি বেদে নারায়ণরূপে স্তুত হন, হে ভগবন, তিনি তোমা থেকে ভিন্ন নন, কারণহেতু তুমি ভিন্ন হয়েছে।

হরিবংশেও বলরাম তেজোময় ধরণীধর শেষ নাগ—

পুরাণে নাগরাজোঽসৌ পঠ্যতে ধরণীধরঃ।
শেষস্তেজোনিধিঃ শ্রীমানকম্প্যঃ পুরুষোত্তমঃ॥[১]

বিষ্ণুর শয্যা অনন্ত নাগ ঋগ্বেদের সহস্রশীর্ষ পুরুষের মত সহস্রশীর্ষ, সহস্রচক্ষু, সহস্রপদ ও সহস্রবাহুবিশিষ্ট :

হিমকুন্দেন্দুধবলঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সহস্রপাণিবদনো ধ্যেয়োঽনন্তঃ সুরাসুরৈঃ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতে কৃষ্ণ বলরাম সহ মথুরা যাত্রাকালে কালিন্দীর জলে স্নান করতে গিয়ে অক্রূর জলমধ্যে অনন্ত বলরামের ক্রোড়ে সমাসীন শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছিলেন। সেই সময়ে শ্বেতবর্ণ বলরাম সহস্রফণাবিশিষ্ট শেষ নাগরূপে প্রতিভাত।

সহস্রশিরসং দেবং সহস্রফণমৌলিনম্।
নীলাম্বরং বিসশ্বেতং শৃঙ্গৈঃ শ্বেতমিব স্থিতম্॥
তস্যোৎসঙ্গে ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্।
পুরুষং চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মপত্রারুণেক্ষণম্॥[৩]

—সহস্রশিরা সহস্রফণামণ্ডিত নীলাম্বর পরিহিত, পদ্মনালের মত শ্বেত, ক্রোড়ে ঘনশ্যাম পীতকৌষেয় বসন, চতুর্ভুজ পদ্মপলাশলোচন শান্ত কৃষ্ণ অবস্থিত।

হরিবংশেও এই বিবরণ পাওয়া যায়। যমুনাজলে মজ্জমান অক্রূর নাগলোকের মধ্যে দেখলেন—

তস্য মধ্যে সহস্রাস্যং হেমতালোচ্ছ্রিতধ্বজম্।
লাঙ্গলাসক্তহস্তাগ্রং মুষলোপাশ্রিতোদরম্॥
অসিতাম্বর সংবীতং পাণ্ডুরাসনম্।
কুণ্ডলৈকধরং মত্তং সুপ্তমম্বুরুহেক্ষণম্॥

* * *

দদর্শ ভোগিনাং নাথং স্থিতমেকার্ণবেশ্বরম্॥[৪]

---

১ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—৬২।৪ ২ মহানির্বাণতন্ত্র—১০।১০১ ৩ ভাগবত—১০।৪০।৪৫-৪৬

৪ হরিবংশপর্ব—২৭।৪৯-৫০, ৫৪

—নাগলোকমধ্যে সহস্রমুখবিশিষ্ট, হেমতালের মত উন্নতধ্বজসমন্বিত, হস্তাগ্রে লাঙ্গল, উদরে সংশ্লিষ্ট মুষল, অশ্বেতবস্ত্রপরিহিত, শ্বেতবর্ণ, শ্বেতবর্ণ আসনে উপবিষ্ট কুণ্ডলীকৃত দেহ, মত্ত, পদ্মপত্রনিভচক্ষুযুক্ত, নিদ্রিত মহাসলিলে অবস্থিত সর্পরাজকে দেখলেন।

তাঁরই ক্রোড়ে পীতাম্বর শ্রীবৎসলাঞ্ছিত ঘনশ্যাম বিষ্ণু উপবিষ্ট—

তস্যোৎসঙ্গে ঘনশ্যামং শ্রীবৎসাচ্ছাদিতোরসম্।
পীতাম্বরধরং বিষ্ণুং সূপবিষ্টং দদর্শ হ॥[1]

বলরামের দেহত্যাগ কাহিনীতেও তাঁর নাগস্বরূপের ইঙ্গিত আছে। বলরাম যখন যদুবংশ ধ্বংসকালে দেহত্যাগ করেন, তখন তাঁর মুখ থেকে অনন্ত নাগ নির্গত হয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করে।

চংক্রম্যমাণৌ তৌ রামং বৃক্ষলতাকৃতাসনম্।
দদৃশাতে মুখাচ্চাস্য নিষ্ক্রামন্তং মহোরগম্॥
নিষ্ক্রম্য স মুখাত্তস্য মহাভাগো ভুজঙ্গমঃ।
প্রযযাবর্ণবং সিদ্ধৈঃ স্তূয়মানস্তথোরগৈঃ॥[2]

অনন্তর দারুক ও কৃষ্ণ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, বলভদ্র বৃক্ষমূলে আসনবন্ধে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং তাঁহার মুখ হইতে এক প্রকাণ্ড সর্প নির্গত হইতেছেন। বলভদ্রের মুখ হইতে সেই প্রকাণ্ডশরীর সর্প নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তখন সিদ্ধগণ ও উরগগণ তাঁহার স্তব করিতেছিলেন।[3]

এই ঘটনা মহাভারতের মৌষলপর্বে চতুর্থ অধ্যায়েও বর্ণনা করা হয়েছে।

মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন বলরামের দেহত্যাগ কাহিনীর এক নূতন তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে বলরাম নাগরূপে নাগসৈন্যসহ সমুদ্রপারে দেশান্তরে আর্য ও অনার্যের মিলনের মহাবাণী প্রচারের জন্য যাত্রা করেছিলেন।

শ্বেতবর্ণ মহাবল ওই নব নাগপতি,
কেতন সহস্রফণা সহ সুদর্শন
উড়াইয়া সিন্ধুমুখে কর তার অনুসার,
গাই আর্য্য অনার্য্যের গীত সম্মেলন।[4]

১ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—২৩।৫৮ ২ বিষ্ণুপুঃ—৫।৩৭।৫০ ৩ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
৪ প্রভাসকাব্য, ৮ম সর্গ

এই ব্যাখ্যা পুরাণসম্মত নয়।

মহাভারতপুরাণ স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে বলরাম অনন্তনাগ। বিষ্ণুর সঙ্গে অনন্ত নাগের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। বিষ্ণু অনন্তশয্যাশায়ী। সূর্যের অয়ন-গতি অনন্ত-নাগ। এই গতি অন্তহীন তাই অনন্ত; সূর্যের উত্তর-দক্ষিণে গতির সীমা বা শেষ দুই অয়ন বৃত্ত—তাই অনন্ত নাগের নাম শেষ। এঁরই আকর্ষণী শক্তিতে সূর্যের উত্তর-দক্ষিণে পরিক্রমা, তাই তিনি সংকর্ষণ। সূর্যের গতি আর সূর্য ভিন্ন নন, সেইজন্য অনন্ত বিষ্ণুর অংশ, বলরামও বিষ্ণুর অংশ বা অবতার। কৃষ্ণলীলায় অনন্তদেব বলভদ্র, বলদেব বা বলভদ্ররূপে অবতীর্ণ। আবার রামাবতারে ইনিই সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ। অধ্যাত্ম রামায়ণে বিভীষণ রামকে বলেছিলেন যে শেষনাগ লক্ষ্মণই ইন্দ্রজিতের হন্তা—

তদাজ্ঞাপয় দেবেশ লক্ষ্মণং ত্বরয়া ময়া।
হনিষ্যতি ন সন্দেহঃ শেষঃ সাক্ষাদ্ধরাধরঃ ॥[১]

লক্ষ্মণ—নারায়ণ এবং শেষ রাম ও লক্ষ্মণরূপে ধরার ভার হরণ করতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন—

নারায়ণো লক্ষ্মণ এব শেষঃ।
যুবাং ধরাভার নিবারণার্থং
জাতৌ জগন্নাটকসূত্রধারৌ ॥[২]

অন্যত্র আছে : ত্বং বিষ্ণুর্জানকী লক্ষ্মীঃ শেষোঽয়ং লক্ষ্মণাভিধঃ ॥[৩]

নিত্যানন্দ—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যখন শ্রীকৃষ্ণের অবতার, তখন ধরণীধর অনন্ত শেষ বা বলরাম অবতীর্ণ হয়েছিলেন নিত্যানন্দরূপে,—

সহস্রবদন বন্দ প্রভু বলরাম।
যাঁহার শ্রীমুখে যশোভাণ্ডারের স্থান ॥

* * *

অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য-কীর্তন ॥
সহস্রেক ফণাধর প্রভু বলরাম।
যতেক করয়ে প্রভু সকল উদ্দাম ॥

১ অধ্যাত্ম রামায়ণ—লংকাকাণ্ড, ৮।৬৬ ২ তদেব—৮।৬৭
৩ তদেব—১৪।২৩

হলধর মহাপ্রভু প্রকাণ্ড শরীর।
চৈতন্যচন্দ্রের যশোমত্ত মহীধর ॥[১]
শেষ বই সংসারের গতি নাহি আর।
অনন্তের নামে সর্বজীবের উদ্ধার ॥
অনন্ত পৃথিবী গিরি সমুদ্র সহিতে।
যে প্রভু ধরেন শিরে পালন করিতে ॥
সহস্রফণার এক ফণে বিন্দু যেন।
অনন্তবিক্রম না জানেন আছে হেন ॥
সহস্রবদনে কৃষ্ণযশ নিরন্তর,
গাইতে আছেন আদিদেব মহীধর ॥

*　　*　　*

অদ্যাপিহ শেষ দেব সহস্র শ্রীমুখে।
গায়েন চৈতন্য যশ অন্ত নাহি দেখে ॥[২]

রূপগোস্বামী কড়চায় লিখেছেন,—

সংকর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু।

—কারণ সলিলে শয়নকারী, হিরণ্যগর্ভের আধাররূপে গর্ভোদশায়ী, বিষ্ণুরূপে প্রলয়ার্ণবে শায়িত—যাঁর অংশকলা শেষ সংকর্ষণ সেই নিত্যানন্দ নামে খ্যাত বলরাম আমার আশ্রয় হোন।

আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়।
সৃষ্টিলীলা কার্য করে ধরি চারি কায়।[৩]
সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞায় পালন।
শেষরূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন ॥
সর্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণসেবানন্দ।
সেই বলরাম সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥[৪]

গৌরাঙ্গদেব যেহেতু কৃষ্ণ-বিষ্ণু সেইহেতু নিত্যানন্দ প্রভু ও সংকর্ষণ বলরাম। মনে হয়, নিত্যানন্দ অবধূত যেমন মাটীর মানুষ এবং ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন,

১ চৈতন্য ভাগবত—আদিখণ্ড, ১ম অঃ　　২ তদেব　　৩ চতুর্ব্যূহ
৪ চৈতন্যচরিতামৃত—আদিলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ

সেইরকম রামানুজ লক্ষ্মণ এবং কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন। রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য যখন বিষ্ণু বা বিষ্ণুর অবতার তখন বিষ্ণুর অনন্ত সঙ্গী অনন্ত নাগ বিষ্ণুর অবতারেও লক্ষ্মণ, বলরাম ও চৈতন্য বিষ্ণুর পরিকর অনন্তের অবতাররূপে পরিগণিত হয়েছেন।

বলরাম শব্দটিকে নানভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বলশব্দের অর্থ শক্তি, দণ্ড (যষ্টি) এবং শুভ্র। সুতরাং শুভ্র গাত্রবর্ণের জন্য কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম হতে পারেন, শক্তিমত্তাও তাঁর কম ছিল না, তিনি মহাবীর, তিনি হলের দ্বারা অসাধ্যসাধন করতেন। দণ্ড বা গদা বলরামের অন্যতম অস্ত্র সুতরাং তিনি দণ্ডধর বলরাম। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে দণ্ড এবং শুভ্রতা বলরামের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। "বেদে অন্তঃস্থ বকারাদি 'বল' শব্দ আছে, অর্থ লাঠি বা দাণ্ডা। বলরাম হলায়ুধ এবং মুষলধারী। (এখানে মুষল হলের বিকল্প হতে পারে অথবা শস্যপেষণের মুষল হতে পারে।) বাংলা ছড়ায় বলে 'কাঁধে বাড়ি বলরাম'। 'শ্বেত' অর্থবাচক 'বলক্ষ' শব্দের সঙ্গে অন্তঃস্থ বকারাদি বল শব্দের ব্যুৎপত্তি যোগ অনুমান করলেও ভাল ব্যাখ্যা মেলে।"[১]

ঋগ্বেদে ইন্দ্রশত্রু অহি বা বৃত্র, বল এবং রৌহিণ এই তিন দানবের সঙ্গে বলরামের সগোত্রতা আছে বলে ডঃ সেন মনে করেন। "ঋগ্বেদে ইন্দ্রাবিষ্ণুর প্রতিযোগী তিনজন। অহি(=নাগ) বৃত্র সপ্তসিন্ধুর জল আটক করে রেখেছিল। বিষ্ণুর সাহায্যে ইন্দ্র সেই দানবকে হত্যা করে সাত নদীর স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন। গোরূপী বলের গোঠে অনেক গরু আটক ছিল। বিষ্ণুর সহায়তায় ইন্দ্র তার গোয়াল থেকে গোরু তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন। রৌহিণ স্বর্গে উঠবার চেষ্টা করেছিল। ইন্দ্র তাকে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। এই তিন ইন্দ্রশত্রু পৌরাণিক বলরামের মধ্যে মিলেছে। বলরামের বৃত্রত্ব—তিনি অনন্তনাগ···বলরামের বলত্ব তাঁর নামে এবং ব্রজনিবাসে। বলরামের রৌহিণত্ব—বলরাম রৌহিণেয় অর্থাৎ বসুদেব ভার্যা রোহিণীর পুত্র, ঋগ্বেদের রৌহিণ মানেও রোহিণীর সন্তান অর্থাৎ লাল গাইয়ের বাছুর।"[২]

ডঃ সেন মনে করেন যে কালিয়দমন উপাখ্যানে কালিয়-অহি ও কৃষ্ণের বিরোধে এবং দুইজনে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে দুই পক্ষ গ্রহণে এবং সুভদ্রাহরণ

১ বোড়োর বলরাম বিগ্রহ প্রবন্ধ, বিচিত্র নিবন্ধ—পৃঃ ১৮ ২ বিচিত্র নিবন্ধ—পৃঃ ২০

উপলক্ষ্যে দুই ভ্রাতার বিরোধে বৈদিক ইন্দ্র-বিষ্ণু ও অহি-বল-রৌহিণের বিরোধের বীজ নিহিত আছে।[১]

কিন্তু বেদে ইন্দ্র-বিষ্ণুর সঙ্গে রৌহিণেয়, বল, বৃত্র প্রভৃতি দানবগণের যে বিরোধ বলরাম-কৃষ্ণের মতান্তর তার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। ডঃ সেনের অভিমত স্বীকার করে নিলেও বলরাম অনন্ত বা শেষ নাগ—এই তথ্যের কোন ব্যাখ্যা মেলে না। প্রকৃতপক্ষে বলরাম মহাশক্তিমান বলবান্ রাম। তাঁর আয়ুধ লাঙ্গল। এই লাঙ্গলের দ্বারা তিনি যমুনা নদীকে আকর্ষণ করেছিলেন।

আগচ্ছ যমুনে স্নাতুমিচ্ছামীত্যাহ বিহ্বলঃ।
তস্য বাচং নদী সা চ মত্তোক্তামবমন্য বৈ।
নাজগাম ততঃ ক্রুদ্ধো হলং জগ্রাহ লাঙ্গলী॥
গৃহীত্বা তাং তটে তেন চকর্ষ মদবিহ্বলঃ।
পাপে নায়াসি গম্যতামিচ্ছয়াত্মনঃ॥
সা কৃষ্টা তেন সহসা মার্গং সন্ত্যজ্য নিম্নগা।
যত্রাস্তে বলভদ্রোঽসৌ প্লাবয়ামাস তদ্বনম্॥[২]

—মদ্য পানে বিহ্বল হয়ে বলরাম বললেন, যমুনে তুমি এখানে এস, আমি স্নান করতে ইচ্ছা করি। নদী তাঁর বাক্যকে মাতালের উক্তি ভেবে অবজ্ঞা করে আগমন করলেন না। তখন হলধর ক্রুদ্ধ হয়ে লাঙ্গল গ্রহণ করলেন, মদবিহ্বল হয়ে সেই নদীকে তটে গ্রহণ করে আকর্ষণ করলেন। তিনি বললেন, পাপিয়সী, আসছ না, নিজের ইচ্ছায় যাও। নদী তাঁর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে নিজ পথ পরিত্যাগ করে নিম্নগামী হয়ে যেখানে বলভদ্র ছিলেন সেই বন প্লাবিত করলেন।

স আজুহাব যমুনাং জলক্রীড়ার্থমীশ্বরঃ।
নিজং বাক্যমনাদৃত্য মত্ত ইত্যাপগাং বলঃ॥
অনাগতাং হলাগ্রেণ কুপিতো বিচকর্ষ হ॥
পাপে ত্বং মামবজ্ঞায় যন্নায়াসি ময়া হুতা।
নেষ্যে ত্বাং লাঙ্গলাগ্রেণ শতধা কামচারিণীম্॥[৩]

কেবল যমুনা নয় অধিবাসী সহ হস্তিনাপুরীকেও বলদেব হলাগ্র দ্বারা আকর্ষণ করেছিলেন। কৃষ্ণপুত্র শাম্ব দুর্যোধনতনয়া লক্ষ্মণাকে স্বয়ম্বর সভা থেকে অপহরণ করলে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ বীরগণ কৌরবসেনা সহ শাম্বকে বন্দী করেছিলেন।

১ বিচিত্র নিবন্ধ—পৃঃ ২১ ২ বিষ্ণুপুঃ—৫।৮-১১ ৩ ভাগবত—১০।৬৫।২৫-২৮

শাম্বের মুক্তিবিষয়ে বলভদ্রের অনুরোধ উপেক্ষা করায় বলভদ্র সমস্ত হস্তিনাপুরী আকর্ষণ করেছিলেন।

অদ্য নিষ্কৌরবাং পৃথ্বীং করিষ্যামীত্যমর্ষিতঃ।
গৃহীত্বা হলমুত্তস্থৌ দহন্নিব জগৎত্রয়ম্॥
লাঙ্গলাগ্রেণ নগরমুদ্বিদার্য্য গজাহ্বয়ম্।
বিচকর্ষ স গঙ্গায়াং প্রহরিষ্যন্নমর্ষিতঃ॥
জলযানমিবাঘূর্ণং গঙ্গায়াং নগরং পতৎ॥[১]

—বলরাম বললেন, আমি আজই পৃথিবী কৌরবহীনা করবো। তিনি লাঙ্গল গ্রহণ করে যেন ত্রিলোক যেন দগ্ধ করতে উদ্যত হয়ে উঠলেন, লাঙ্গলের অগ্রভাগ দ্বারা হস্তিনাপুর নামক নগর উৎপাটিত করে গঙ্গায় নিমজ্জিত করার জন্য আকর্ষণ করলেন। নগরও জলযানের মত ঘূর্ণিত হয়ে গঙ্গায় পতিত হোল।

ইত্যুক্ত্বা মদরক্তাক্ষঃ কর্ষণাধোমুখ হলম্।
প্রাকার-বপ্রে বিন্যস্য চকর্ষ মুষলায়ুধঃ॥[২]

—মুষলায়ুধ বলরাম কোপে অরুণীকৃতলোচন হইয়া পূর্বোক্ত প্রকারে বাক্যোচ্চারণ করত, কর্ষণোন্মুখ লাঙ্গল হস্তিনার প্রকারদেশে বিন্যাসপূর্বক উক্ত নগরীকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।[৩]

অনন্ত বলরামের প্রচণ্ড আকর্ষণী শক্তি কৃষ্ণ-বিষ্ণু-সূর্যকেও আকর্ষণ করছেন। আর সেইজন্যই আকর্ষণী শক্তির প্রতীক কর্ষণযন্ত্র হল বা লাঙ্গল বলরামের অস্ত্র। কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন বলরামের আয়ুধ হল কৃষিকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাঁর মুষলও শস্যপেষণ যন্ত্র হতে পারে। কিন্তু কৃষিকর্মের সঙ্গে বলরামের সংযোগ পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয় না। কৃষ্ণ-বিষ্ণু-সূর্যের সঙ্গে অনন্ত-বলরামের সংযোগ অবিচ্ছিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরে অনন্ত নাগ তাঁর মস্তকে ছত্র ধারণ করেছিলেন। অনন্ত নাগের বিস্তারিত ফণাছত্রের নীচে বাসুদেব-বিষ্ণু মূর্তি প্রচুর পাওয়া যায়। বর্ধমান জেলার কালনা সহরে অনন্ত-বাসুদেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন।

অগ্নিপুরাণে প্রতিমালক্ষণ বর্ণনাকালে বলরামের লাঙ্গল, মুষল, গদা ও পদ্মহস্ত চতুর্ভুজ মূর্তি নির্মাণের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে—

লাঙ্গলী মুষলী রামো গদা পদ্মধরং স্মৃতঃ॥[৪]

---

১ ভাগবত—১০।৬৮।৪০-৪২ ২ বিষ্ণুপুঃ—৫।৩৫।৩৩ ৩ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

৪ অগ্নিপুঃ—৪৯।১২

বর্ধমান জেলায় বোড়ো গ্রামে বলরাম বিগ্রহ বিখ্যাত। "বোড়োয় বলরাম মূর্তি কাঠের, প্রায় সাত-আট হাত উঁচু। দণ্ডায়মান মূর্তি, হাত চৌদ্দটি, মাথায় সর্পফণার ছাতি। ...বিগ্রহের পশ্চাতে চালচিত্রে ছবি আঁকা। মূর্তির এক হাতে লাঙ্গল আছে, বলরামের বিশিষ্ট আয়ুধ কৃষিযন্ত্র। এই রকম বলরামের মূর্তি পশ্চিমবঙ্গে গোটা তিনেক পাওয়া গেছে: একটি বর্ধমানের গড়ুই গ্রামে, দুটি মুর্শিদাবাদের কান্দী অঞ্চলে—গয়েসাবাদে ও সাগরদীঘি গ্রামে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই মূর্তিগুলিকে বিষ্ণুর রূপভেদ বলেছেন এবং এর মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবকল্পনার সংমিশ্রণ ঘটেছে বলে এগুলির নাম দিয়েছেন 'লোকেশ্বর বিষ্ণু'।"[১]

১ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, বিনয় ঘোষ—পৃঃ ৭১৫

বুদ্ধাবতার

বিষ্ণুর আর এক অবতার বুদ্ধদেব। যিনি মানবীয় গর্ভে জন্মগ্রহণ করেও গুণ ও কর্মে মানবতার সীমা অতিক্রম করে যান তিনি বিষ্ণুর অবতার বা অবতার-কল্প মহাপুরুষরূপে স্বীকৃত হয়ে থাকেন। শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে মানবত্ব ও দেবত্বের সংমিশ্রণ চোখে না পড়ে পারে না। এ যুগেও শ্রীচৈতন্যদেব এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বুদ্ধাবতারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযুক্ত। বৈদিক যাগযজ্ঞে এবং যজ্ঞে পশুহিংসায় অবিশ্বাসী করুণা ও প্রেমের মূর্তি গৌতমবুদ্ধ এক সময়ে বিষ্ণুর অবতার শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। কবি বললেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সহৃদয়দর্শিতপশুঘাতং
কেশবধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে ॥[1]

যিনি বৈদিক যাগ যজ্ঞের নিন্দা করলেন, যজ্ঞে বলিপ্রদত্ত পশুদের প্রতি করুণা প্রকাশ করলেন, সেই মহাপুরুষের প্রভাব এমনই অনতিক্রমণীয় হয়ে পড়েছিল যে তিনি বিষ্ণুর প্রকাশরূপে স্বীকৃতি পেলেন। পুরাণকার বললেন, পরাজিত দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণু বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হলেন সনাতন বৈদিক-ধর্ম বর্জিত দানবদের মোহিত করার উদ্দেশ্যে।

পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে দৈত্যৈর্দেবাঃ পরাজিতাঃ ॥
রক্ষ রক্ষেতি বদন্তো জগ্মুরীশ্বরম্।
মায়ামোহস্বরূপোহসৌ শুদ্ধোদনসুতোহভবৎ।
মোহয়ামাস দৈত্যাংস্তাংস্ত্যাজিতা বেদধর্মকম্ ॥
তে চ বৌদ্ধা বভুবুর্হি তেভ্যোহন্যে বেদবর্জিতাঃ।
আর্হতঃ সোহভবৎ পশ্চাদর্হতানকরোৎ পরান্।
এবং পাষণ্ডিনো জাতা বেদধর্মাদিবর্জিতাঃ ॥[2]

—পুরাকালে দেবাসুর যুদ্ধে দৈত্যগণের দ্বারা দেবগণ পরাজিত হলেন। তাঁরা বিষ্ণুর কাছে রক্ষা কর রক্ষা কর বলে শরণ নিলেন। মায়ামোহরূপী

১ গীতগোবিন্দম্ ২ অগ্নিপুঃ—১৬।১-৪

বিষ্ণু শুদ্ধোদনের পুত্র হলেন। তিনি দৈত্যদের মোহিত করলেন। তারা বেদধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধ হোল। তাদের মধ্যে অন্যরাও বেদবর্জিত হোল। তিনি হলেন আর্হত এবং পরে সকলকে আর্হত করলেন। এইরূপে পাষণ্ডগণ বেদধর্ম-বর্জিত হয়েছিল।

এই বুদ্ধদেব দানবদের বেদধর্মবিবর্জিত করায় দেবগণের অসুরবিজয় সহজসাধ্য হয়েছিল। সারদাতিলক তন্ত্রে দশাবতার স্তোত্রে বুদ্ধ বন্দনায় বলা হয়েছে—

পুরা সুরাণামসুরান্ বিজেতুং সম্ভাবয়ন্ চীবরচিহ্নবেশম্।
চকার যঃ শাস্ত্রমমোঘকল্পং তং মূলভূতং প্রণতোঽস্মি বুদ্ধম্॥[১]

—পুরাকালে দেবতাদের অসুরবিজয় সম্ভব করতে যিনি চীবর পরিধান করে-ছিলেন, সেই মূলকারণ বুদ্ধকে প্রণাম করি।

স্বয়ম্ভূপুরাণে বুদ্ধ শাক্যসিংহকে আকাশস্থিত শ্রান্ত ভানু, ধর্মধাতু, জগন্নাথ প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা স্তব করা হয়েছে—

নমো বুদ্ধায় ধর্মায় সঙ্ঘরূপায় বৈ নমঃ।
স্বয়ম্ভুবে বিয়চ্ছ্রান্তভানবে ধর্মধাতবে॥

* * *

শাক্যসিংহং জগন্নাথং সর্বজ্ঞগুণসাগরম্।
অতীতানাগতৈঃ বৌদ্ধৈঃ ধর্মরত্ন জগৎগুরুম্॥

বজ্রপাণি বুদ্ধ—বুদ্ধের আর এক রূপ বজ্রপাণি বুদ্ধ। ইনি দানবহন্তা। ইনিই গরুড়ের গ্রাস থেকে নাগদের রক্ষা করেছিলেন। বজ্রপাণি বুদ্ধ বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রভাবে পরিকল্পিত। "Vajrapani is both the ferocious emanation of Vajradhara and Spiritual reflex, the Dhyāni Bodhisattva.

Grünwedel identifies Vajrapāṇi with Śakra or Indra, the Indian god of rain. In the Buddhist records, Śakra is mentioned as being present at the birth of the Tathāgata and as assisting at his flight from the palace."[২]

কল্কি অবতার—পুরাণানুসারে বিষ্ণুর দশম অবতার বা শেষ অবতার কল্কি, ম্লেচ্ছ নিধন করে ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবেন।

১ সাঃ তিঃ—১৭।১৫৮
২ Gods of Northern Buddhism, Alice Getty—page 48

কল্কী বিষ্ণুযশঃ-পুত্রো যাজ্ঞবল্ক্যপুরোহিতঃ।
উৎসাদয়িষ্যতি ম্লেচ্ছান্ গৃহীতাস্ত্রঃ কৃতায়ুধঃ॥
স্থাপয়িষ্যতি মর্যাদাং চাতুর্বর্ণ্যে যথোচিতাম্।[১]

---যাজ্ঞবল্ক্যপুরোহিত বিষ্ণুযশপুত্র কল্কি অস্ত্র গ্রহণ করে অস্ত্রাঘাতে ম্লেচ্ছদের নির্মূল করবেন, চতুর্বর্ণকে যথাযথ মর্যাদায় স্থাপিত করবেন।

কল্কিপুরাণানুসারে কলিযুগের পাপ-দুঃখ মোচনের জন্য দেবগণের অনুরোধে শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশার গৃহে বিষ্ণুযশার পত্নী সুমতির গর্ভে ভগবান বিষ্ণু চতুর্ভুজ-রূপে অবতীর্ণ হলেন এবং ব্রহ্মার অনুরোধে দুইটি ভুজ সংহরণ করেছিলেন—

বিপ্রর্ষে! শম্ভলগ্রামমাবিবেশ পরাত্মকঃ।
সুমত্যাং বিষ্ণুযশা গর্ভমাধত্ত বৈষ্ণবম্॥

* * *

তৎ শ্রুত্বা পুণ্ডরীকাক্ষস্তৎক্ষণাদ্ দ্বিভুজোঽভবৎ।[২]

কল্কি-অবতারের আবির্ভাব ভাবীকালে কলিযুগের অন্তে।

১ অগ্নিপুরাণ—১৬।৯ ২ কল্কিপুঃ—১।৯-১০, ২১

শালগ্রাম শিলা

কৃষ্ণ-বিষ্ণুর বহুল প্রচলিত প্রতীক শালগ্রাম-শিলা গৃহদেবতারূপে প্রায় প্রতি হিন্দুগৃহে পূজিত। সূর্য বা কূর্মরূপী বিষ্ণুর সঙ্গে শালগ্রাম শিলার আকৃতি সাদৃশ্যই শালগ্রাম শিলাকে বিষ্ণুর প্রতীকরূপে গ্রহণের হেতু। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বিষ্ণুর শালগ্রামরূপ গ্রহণের হেতু সম্পর্কে একটি কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। বিষ্ণু শঙ্খচূড় দৈত্যের বেশে শঙ্খচূড়-পত্নী তুলসীর ধর্মনাশ করায় শঙ্খচূড়ের মৃত্যু হয়েছিল। তখন তুলসী বিষ্ণুকে স্বরূপে প্রত্যক্ষ করে অভিশাপ দিয়েছিলেন পাষাণ হ'তে—

ছলেন ধর্মভঙ্গেন মম স্বামী ত্বয়া হতঃ॥
পাষাণসদৃশস্ত্বঞ্চ দয়াহীনো যতঃ প্রভো।
তস্মাৎ পাষাণরূপস্ত্বং ভবে দেব ভবাধুনা।[১]

—ছলনায় ধর্মভঙ্গ করে তুমি আমার স্বামীকে হত্যা করেছ। যেহেতু তুমি পাষাণসদৃশ দয়াহীন, অতএব হে প্রভু, তুমি এখন পাষাণরূপী হও।

ভগবানও তুলসীকে বর দিলেন—

অহঞ্চ শৈলরূপী চ গণ্ডকীতীরসন্নিধৌ।
অধিষ্ঠানং করিষ্যামি ভারতে তব শাপতঃ॥
বজ্রকীটাশ্চ কৃময়ো বজ্রদংষ্ট্রাশ্চ তত্র বৈ।
তচ্ছিলাকুহরে চক্রং করিষ্যন্তি মদীয়কম্॥[২]

—আমি তোমার শাপে ভারতে গণ্ডকী নদীর তীর-সন্নিকটে প্রস্তরখণ্ডরূপে অধিষ্ঠান করবো। সেখানে বজ্রদংষ্ট্রা বজ্রকীট নামে কীটেরা সেই প্রস্তরখণ্ডমধ্যে আমার চক্র নির্মাণ করবে।

বজ্রকীটনির্মিত চক্র অনুসারে শালগ্রাম শিলা শ্রীধর, রঘুনাথ, নারায়ণ, দধিবামন প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত হয়ে পূজিত হয়ে থাকেন। মহাভারতের বনপর্বে (৮৪ অঃ) বিষ্ণুর শালগ্রাম নামটী প্রথম পাওয়া যায়।

---

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, প্রকৃতিখণ্ড—২১।২৩-২৪ ২ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, প্রকৃতিখণ্ড—২১।৫৮-৫৯

জগন্নাথ

বিষ্ণুর দারুময় বিগ্রহরূপে জগন্নাথ মূর্তিও পূজিত হন। পুরীর জগন্নাথ বিগ্রহ সম্ভবতঃ জগন্নাথ বিগ্রহ পূজার আদি। নীলাচলে বিষ্ণুর জীবন্ত বিগ্রহ নীলমাধবের অন্তর্ধান ও পুরীতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক বিশ্বকর্মা নির্মিত জগন্নাথ মূর্তি প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত বিবরণ স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। জগন্নাথদেব ত্রিমূর্তি—বলরাম, সুভদ্রা ও কৃষ্ণ বা জগন্নাথ। স্কন্দপুরাণে জগন্নাথ নীল মেঘের তুল্য বর্ণবিশিষ্ট, দারুময়, শঙ্খচক্রধারী বলভদ্র ও সুভদ্রার সমভিব্যাহারে অবস্থিত।

শঙ্খচক্রধরঃ শ্রীমান্ নীলজীমূতসন্নিভঃ॥
নীলাচলগুহান্তস্থো বিভ্রদ্দারুময়ং বপুঃ।
আস্তে লোকোপকারায় বলেন সুভদ্রয়া।
সুদর্শনেন চক্রেণ দারুণা নির্মিতেন চ।[১]

জগন্নাথকে পুরুষোত্তম বলা হয়ে থাকে। সারদা তিলক তন্ত্রে পুরুষোত্তমের ধ্যানে বিষ্ণুকে জগন্নাথ এবং পুরুষোত্তম বলা হয়েছে—

রক্তারবিন্দমধ্যস্থং গরুড়োপরি সংস্থিতম্।
ধ্যায়েদ্বল্লভয়া সার্ধং জগন্নাথং জগন্ময়ম্॥[২]

—রক্তপদ্মমধ্যস্থিত গরুড়োপরি উপবিষ্ট প্রিয়ার সহিত বর্তমান জগন্ময় জগন্নাথকে ধ্যান করবে।

সারদাতিলকের পুরুষোত্তম অষ্টভুজ—

ধ্যায়েচ্চেতসি শঙ্খপাশ মুশলাংশ্চাপেষু খড়্গান্ গদাং
হস্তৈরংকুশমুদ্বহন্তমরুণং স্মেরারবিন্দাননম্॥[৩]

—শঙ্খ, পাশ, মুষল, ধনু, বাণ, খড়্গ, গদা ও অংকুশ হাতে বহন করছেন, তাঁর পদ্মতুল্য মুখ স্মিতহাস্যে মধুর।

উৎকলখণ্ডে জগন্নাথ শঙ্খ ও চক্রধর—সুতরাং দ্বিভুজ। কিন্তু জগন্নাথ বিগ্রহ অসম্পূর্ণাঙ্গ—হস্তপদহীন অবস্থায় দেখা যায়। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে বিশ্বকর্মার বিগ্রহ নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ধৈর্যহারা হয়ে রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটন করায় বিগ্রহ অপূর্ণাঙ্গ রয়ে গেছে। অনেকে মনে করেন যে

১ স্কন্দপুঃ, উৎকলখণ্ড—৪।৭৩-৭৫ ২ সাঃ তিঃ—১৭।২৯ ৩ সাঃ তিঃ—১৭।৩০

জগন্নাথ বিগ্রহ বুদ্ধদেবেরই রূপান্তর। আবার কারো মতে জগন্নাথ কোন অন্-আর্য জাতির দেবতা—পরবর্তীকালে হিন্দুদেবতা বিষ্ণুরূপে পরিণত।

"There is however considerable reason for doubting whether originally Jagannath—the lord of the world—had any connection with Viṣnu. It is possible that he was the local divinity of some un-known tribe whose worship was engrafted into Hinduism; and the new god, when admitted in the Pantheon, was regarded as another manifestation of Viṣnu; or what is more probable, as Puri was a head centre of Buddhism, when that system was placed under a ban and its followers persecuted, the temple was utilized for Hinduism, and Jagannatha, nominally a Hindu deity was really Buddhistic, the strange, unfinished form of the symbols of the central doctrine of the Buddhist faith. possibly, in order to be free from persecution it was taught that this was a form of Viṣnu.

What appears more likely is that some valued relics of Buddha were placed in the image, but as it was dangerous at that time to come to any connection with him and his worship, these relics were said to be bones of krishna There is much in rites at Puri to countenance the idea that though professedly Hindu it is really a Buddhist shrine."[১]

আবার কারো মতে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের মধ্যে সঙ্ঘ নারীরূপে বুদ্ধের ও ধর্মের মধ্যস্থলে অবস্থান করায় 'জগন্নাথ মূর্তি ত্রিরত্নের রূপান্তর'।[২]

স্বামী অভেদানন্দ তিব্বতের লাদাখ অঞ্চল ভ্রমণকালে 'বোধ্ খবু' গ্রামে ত্রিরত্নের যে মূর্তি দেখেছিলেন, সেই মূর্তিগুলিকে তিনি জগন্নাথ বিগ্রহের প্রতিরূপ বলে গণ্য করেছেন। স্বামীজীর বর্ণনা উদ্ধৃত করছি: "আমাদের একটি একটি ত্রিরত্ন বা 'পরমেশরা' রহিয়াছে। আমাদের দেশের ইঁট দিয়া গাঁথা তুলসীমঞ্চের মত ইঁহারা তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিরেট মন্দির নির্মাণ করিয়া প্রথমটিতে কাল, দ্বিতীয়টিতে হলদে ও তৃতীয়টিতে সাদা রঙ্ লাগাইয়া বুদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতীক নির্মাণ করিয়া তাহাদের পূজারতি করেন। ইঁহারা

১ Ward, Chamber's Encyclopedia, vol. II—page 163
২ শূন্যপুরাণ ভূমিকা—(চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)—পৃঃ ১৮-১৯

এইগুলিকে 'পরমেশরা' বলেন। 'পরমেশরা' শব্দ পরমেশ্বর শব্দের অপভ্রংশ। এইগুলিতে চোখ আঁকিয়া দিলে প্রথম কালটিকে হস্তপদহীন জগন্নাথ, দ্বিতীয় হলদেটিকে সুভদ্রা ও তৃতীয় সাদাটিকে বলরাম মনে হয়।"[১]

জগন্নাথ আদিম অবস্থায় বৌদ্ধ দেবতা ছিলেন অথবা অন্-আর্য দেবতা ছিলেন, সে তত্ত্ব নিছক অনুমানের ব্যাপার। জগন্নাথ বিগ্রহ বৌদ্ধ দেবতা হলে তিনটি বিগ্রহের স্বরূপ কি? তিনটি বিগ্রহ ত্রিরত্ন হলে এঁদের মধ্যে নারীবিগ্রহ সুভদ্রা এলেন কি ভাবে? বুদ্ধদেবের অস্থি বা অন্য কোন স্মৃতিচিহ্ন জগন্নাথ বিগ্রহের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল কিনা তাও নির্ণয় করা সহজ নয়। তবে একথা সত্য যে সূর্য-বিষ্ণুর প্রভাব জগন্নাথেও পড়েছে। জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা এবং রথযাত্রা সূর্যের অয়নপথ পরিক্রমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সূর্যের দক্ষিণায়ন যাত্রার সঙ্গে বর্ষাগমনের সম্পর্ক স্বতঃসিদ্ধ। আর বর্ষারম্ভেরই উৎসব জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রায়। সূর্য সপ্তাশ্ববাহিত রথে অন্তরীক্ষলোক পরিক্রমণ করেন। জগন্নাথও রথে আরোহণ করে গুণ্ডিচা যাত্রা করেন। অয়নপথে সূর্যের দক্ষিণ দিকে যাত্রা ও উত্তরে প্রত্যাগমন জগন্নাথের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার ইতিবৃত্ত। অনন্ত বা বলরাম জগন্নাথেরও সঙ্গী। স্কন্দপুরাণ মতে জগন্নাথ দেবের সঙ্গী বলরাম বিষ্ণুর অনন্ত শয্যা—

শয্যা ত্বং শায়িতা হ্যেষ ছাত্ত্বশ্চছাদকো ভবান্।[২]

অতএব জগন্নাথ ও বলভদ্র কৃষ্ণ-বলরামের রূপান্তর, কিন্তু এঁদের মধ্যস্থিতা সুভদ্রাকে নিয়েই যত গোল। মহাভারত ও পুরাণানুসারে সুভদ্রা কৃষ্ণভগিনী, অর্জুন-পত্নী ও অভিমন্যু-জননী। নারদ পঞ্চরাত্রে (৪র্থ রাত্র, ১ অঃ) কৃষ্ণশত-নাম স্তোত্রে কৃষ্ণ জগন্নাথ ও সুভদ্রাপূর্বজ। কিন্তু সুভদ্রাকে জগন্নাথের পত্নী লক্ষ্মীরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। ইনি বিষ্ণুমায়া বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী—

দেবি ত্বং বিষ্ণুমায়াসি মোহয়ন্তী চরাচরম্।
হৃৎপদ্মাসনসংস্থাপি বিষ্ণুভাবানুসারিণি॥[৩]

—হে দেবি! তুমি বিষ্ণুমায়া, চরাচর মোহিত কর। তুমি হৃদ্‌পদ্মে অবস্থান করেও বিষ্ণুভাবের অনুসারিণী।

১ কাশ্মীর ও তিব্বতে স্বামী অভেদানন্দ, ২য় সং—পৃঃ ১০৩
২ উৎকলখণ্ড—২৬।৫০ ৩ ব্রহ্মাকৃত সুভদ্রা স্তব, উৎকলখণ্ড—২৬।৫৪

তয়োর্মধ্যে স্থিতাং ভদ্রাং সুভদ্রাং কুঙ্কুমারুণীম্।
সর্বলাবণ্যবসতিং সর্বদেবনমস্কৃতাম্।
লক্ষ্মীং লক্ষ্মীশহৃদয়পঙ্কজস্থা পৃথকস্থিতাম্।
বরাব্জধারিণীং দেবীং দিব্যনেপথ্যভূষণাম্ ॥[১]

—কৃষ্ণ ও বলরামের মধ্যে কুঙ্কুমারুণ সকল সৌন্দর্যের আবাসভূতা সকল দেবতার প্রণম্যা, লক্ষ্মীপতির হৃৎপদ্মাস্থিতা পৃথকরূপে অবস্থিতা লক্ষ্মী। শ্রেষ্ঠ-পদ্মধারিণী দিব্যভূষণভূষিতা কল্যাণময়ী ভদ্রাকে ধ্যান করবে। সারদা তিলক-তন্ত্রেও বলা হয়েছে—ধ্যায়েদ্বল্লভয়া সার্ধং জগন্নাথং জগন্ময়ম্।[২]—পত্নীর সঙ্গে জগন্ময় জগন্নাথকে ধ্যান করবে।

যিনি লক্ষ্মী তাঁর নাম ভদ্রা বা সুভদ্রা কেন? তিনি জগন্নাথ ও বলরামের মধ্যবর্তিনী কেন? আর লক্ষ্মীই যদি তিনি, তবে কৃষ্ণ-বলরামের ভগিনী কিভাবে হলেন?

কেউ হয়ত জগন্নাথ বিগ্রহে আদিম সমাজের ভগিনী বিবাহ প্রথার উদাহরণ খুঁজে পাবেন, কিম্বা হয়ত এক নারীর দুই পতিত্বের উদাহরণও পেতে পারেন। কিন্তু পুরাণকার বলছেন, কৃষ্ণ, বলদেব এবং লক্ষ্মীর মধ্যে ভেদ কোথায়? তোমরা বলছ, সহোদর সহোদরা। সে ত লৌকিক সংস্কার। ঈশ্বরের আবার এরকম লৌকিক ভাব থাকবে কেমন করে?

ন ভেদস্ত্বস্তি কো বিপ্রাঃ কৃষ্ণস্য চ বলস্য চ
একগর্ভপ্রসূতত্বব্যবহারোঽথ লৌকিকঃ ॥
ভগিনী বলদেবস্য হ্যেষা পৌরাণিকী কথা।
পুংরূপে স্ত্রীরূপেণ লক্ষ্মীঃ সর্বত্র তিষ্ঠতি ॥[৩]

—হে বিপ্রগণ, কৃষ্ণ এবং বলভদ্রের মধ্যে কোন ভেদ নেই। একগর্ভে জন্ম এরূপ ব্যবহার লৌকিক (স্বরূপতঃ নয়)। সুভদ্রা বলদেবের ভগিনী এটা ত পৌরাণিক গল্প। পুরুষরূপে ও স্ত্রীরূপে লক্ষ্মী সর্বত্র বর্তমানা।

এক এব জগন্নাথস্ত্রিধা তত্র স্থিতো দ্বিজাঃ।[৪]

তত্ত্বের দিক থেকে এ সত্য অনস্বীকার্য। কিন্তু কৃষ্ণ-জগন্নাথকে সূর্যরূপে গ্রহণ করলে ভ্রান্তির সম্ভাবনা হ্রাস পায়। বিষ্ণুরূপী জগন্নাথ রথে আরূঢ়। বিষ্ণুর অনন্ত পরিক্রমণপথ অনন্ত নাগ বিষ্ণুর অনন্ত সঙ্গী। তিনি সংকর্ষণরূপে বিষ্ণুকে

১ উৎকলখণ্ড—৫।৬৩ ২ সাঃ তিঃ—১৭।২৯ ৩ উৎকলখণ্ড—১৯।১৩-১৪
৪ স্কন্দপুঃ, বিষ্ণুখণ্ড, পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য—৩১।৮৫

আকর্ষণ করছেন। আর এই দুয়ের মাঝে আছেন জগতের কল্যাণবিধাত্রী কল্যাণময়ী সুভদ্রা—বিষ্ণুর তেজোরূপা শক্তি। ইনিই পুংরূপে স্ত্রীরূপে সর্বত্র আছেন। এই তিনই প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন; তাই সহোদরত্ব মায়িক। বলদেব কি বিষ্ণু থেকে ভিন্ন? বলদেবই ত বিষ্ণুর বল। পুরাণকার তাই বলছেন—

কোঽন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষাদ্ভুবনানি চতুর্দশ।
ধারয়েত্তু ফণাগ্রেণ সোঽনন্তো বলসংজ্ঞিতঃ॥[১]

—পুণ্ডরীকাক্ষ (বিষ্ণু) ছাড়া কে চতুর্দশ ভুবন ফণাগ্রে ধারণ করতে পারে? তিনিই অনন্ত বল নামে প্রসিদ্ধ।

সূর্যের যিনি তেজোরূপা শক্তি—তিনিই রাত্রির গর্ভ থেকে প্রভাতে সূর্যের সঙ্গে জাতা হন। তাই তিনি লৌকিক রীতিতে সহোদরা। কিন্তু সূর্যশক্তি সূর্যা কখনও বেদে সূর্যকন্যা, কখনও সূর্যপত্নী। উষাও কখনও সূর্যের প্রণয়িণী, কখনও সূর্যের কন্যা, কখনও ভগিনী। অপার্থিব বস্তু পার্থিব রীত্যনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কবিকল্পনায় বর্ণিত হলে দোষ হয় না। সুভদ্রা, জগন্নাথ ও বলরাম তাই একই বস্তু হওয়ায় বিরুদ্ধ সম্পর্ক স্থাপন দোষাবহ নয়। জগন্নাথ বিগ্রহে ইতিহাস যাই লুক্কায়িত থাক, এর মধ্যে প্রকৃতই সূর্য-বিষ্ণুর লীলা প্রতিষ্ঠালাভ করে দারুভূত পুরুষোত্তম বিষ্ণুসংজ্ঞাকে সার্থক করেছে।

স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে এবং বিষ্ণুখণ্ডে পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য বর্ণনায় ভক্ত শবর বিশ্বাবসু নীলমাধব জগন্নাথ বিগ্রহের সেবক ছিলেন; পরে উক্ত বিগ্রহ বালুকাগর্ভে প্রোথিত হলে উৎকলাধিপ ইন্দ্রদ্যুম্ন দারুময় জগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। জগন্নাথ যে অনার্যপূজিত কোন দেবতা, এরূপ ইঙ্গিত এই কাহিনী থেকে লাভ করা যেতে পারে। জগন্নাথ মূলতঃ বৌদ্ধ ত্রিরত্নই হোন আর অনার্যপূজিত দেবতাই হোন সূর্য-বিষ্ণু, কৃষ্ণ-বিষ্ণু, অনন্ত-বলরাম ও লক্ষ্মী-সুভদ্রা তিনটি মূর্তিতে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যানে এই সমন্বয়েরই ইঙ্গিত। সেইজন্যই অপূর্ণাঙ্গ বিগ্রহ তিনটিকে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু, সপ্তফণাভূষিত মুকুট পরিহিত হলমুষল চক্রপদ্মধারী অনন্ত বলরাম এবং বর ও পদ্ম এবং অভয়মুদ্রাধারিণী বিষ্ণুমায়া লক্ষ্মীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

---

১ উৎকল খণ্ড—১৯।১৩

তুলসী ও অশ্বত্থ

তুলসী—বিষ্ণুর প্রভাব হিন্দুর জীবনে এত ব্যাপক যে শুধু প্রস্তরখণ্ড নয়, বৃক্ষাদিও বিষ্ণু বা নারায়ণরূপে পূজিত হয়। তুলসী বৃক্ষ হরিবৃক্ষ নামে প্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের উপাখ্যানটি স্মর্তব্য। কৃষ্ণপ্রিয়া শঙ্খচূড়পত্নী তুলসীর কেশ থেকে তুলসীবৃক্ষের জন্ম এবং শালগ্রামরূপী বিষ্ণুর পূজায় তুলসীপত্রের অপরিহার্যতার কথা এবং বিষ্ণুভক্তের নিকট তুলসীবৃক্ষের প্রয়োজনীয়তার কথা ঐ উপাখ্যানে বিবৃত হয়েছে।

অশ্বত্থ—অশ্বত্থবৃক্ষও নারায়ন নামে পূজিত হয়ে থাকে। অশ্বত্থবৃক্ষে জলসেচন পুণ্যকর্মরূপে বিবেচিত হয়। উপনিষৎ বলেছেন,

ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতা সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন এতদ্‌ বৈ ॥[১]

—উর্ধ্বে মূল এবং নিম্নে শাখা এই সনাতন অশ্বত্থ বৃক্ষ। তিনিই শুক্র, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁকেই অমৃত বলা হয়। তাঁতেই সকল লোক অবস্থিত, কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না। ইহাই তিনি।

ভগবদ্‌গীতাতেও এই অশ্বত্থের উল্লেখ আছে—

ঊর্ধ্বমূলধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণাণি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥[২]

—উর্ধ্বমূল অধঃশাখ অশ্বত্থকে অব্যয় (ব্রহ্ম) বলা হয়, বেদসকল তাঁর পাতা—তাঁকে যিনি জানেন, তিনিই বেদবিৎ।

অশ্বত্থকে ব্রহ্মের সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে। সেইজন্যই সম্ভবতঃ অশ্বত্থকে নারায়ণ বলা হয়।

ঋগ্বেদে একটি বৃক্ষে যমদেব অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে বাস করেন।

যস্মিন্বৃক্ষে সুপলাশে দেবৈঃ সংপিবতে যমঃ।[৩]

—চমৎকার পত্রশোভিত যে বৃক্ষের উপরে যমদেব দেবতাদিগের সঙ্গে একত্রে পান করেন।[৪]

---

১ কঠোপনিষৎ—২।৩।১ ২ গীতা—১৫।১ ৩ ঋগ্বেদ—১।১৩৫।২

৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

অথর্ববেদে ঐ বৃক্ষটিকেই অশ্বত্থ বলা হয়েছে।

সূর্যপুত্র যম সূর্যেরই অংশরূপে অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে যে বৃক্ষে বাস করেন, সে বৃক্ষটি ত সূর্যমণ্ডলই। বহুকিরণমণ্ডিত সূর্যমণ্ডলই অশ্বত্থ বৃক্ষ। অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে যজ্ঞের সম্পর্কও বিষ্ণুরূপী যজ্ঞের অশ্বত্থে অবস্থানের হেতুরূপে গণ্য হতে পারে। অশ্বত্থ কাষ্ঠ সহজ-দাহ্য,—যজ্ঞের ইন্ধনরূপে স্বীকৃত—অশ্বত্থ কাষ্ঠে যজ্ঞপাত্র নির্মিত হয়—অগ্নি প্রজ্বালনের নিমিত্ত অরণিমন্থনে অশ্বত্থকাষ্ঠ ও শমীকাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়।

"Vessels made of wood of the Aśvattha are mentioned in Ṛgveda. Its hard wood formed the upper portion of the two pieces of wood used for kindling fire, the lower being Samī."[১]

অগ্নির আবাসস্থল হিসাবেই অশ্বত্থ বিষ্ণু। যজ্ঞ-বিষ্ণু অশ্বত্থে অবস্থান করায় অশ্বত্থও বিষ্ণু।

বৌদ্ধশাস্ত্রেও অশ্বত্থ মহাসম্বোধিরূপে জাগরণের প্রতীক হিসাবে গৃহীত ও বর্ণিত হয়েছে। মহাসম্বোধিবৃক্ষের অধোদেশে বুদ্ধ প্রবুদ্ধ বা জাগরিত হন। বুদ্ধই তেজ, তেজ বা অগ্নির শিখা প্রজ্ঞা। এইরূপে সূর্য-বিষ্ণু বুদ্ধের এবং অশ্বত্থের সঙ্গেও অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছেন।

১ Vedic Index, vol. I—page 43

সত্যনারায়ণ

বিষ্ণু-নারায়ণের আর এক মূর্তি সত্যনারায়ণ। স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে (২৩৩ অঃ) সত্যনারায়ণের ব্রত-মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। সত্যনাবায়ণ ও নারায়ণ-বিষ্ণুর মূর্তি বর্ণনায় কোন পার্থক্য নেই। সত্যনারায়ণও পীতাম্বর, নীলবর্ণ, কৌস্তভ-মাণিশোভিত, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধাবী হরি। তফাতেব মধ্যে সত্যনারায়ণের পূজা হয় রাত্রিকালে—"সত্যনাবায়ণং দেবং যজেত্তুষ্টো নিশামুখে।"[১] সত্যনারায়ণেব পূজায় ঘি, কলা, ময়দা, চিনি (অথবা গুড), দুধ প্রভৃতির সংমিশ্রণে সির্ণি ভোগ দেওয়ার রীতি আছে।

রম্ভাফলং ঘৃতং ক্ষীরং গোধূমস্য চ চূর্ণকম্।
অভাবে শালিচূর্ণং বা শর্করাং বা গুড়স্তথা।
সপাদং সর্বভক্ষ্যাণি একীকৃত্য নিবেদয়েৎ ॥[২]

রম্ভাফল, ঘৃত, দুগ্ধ, আটা (বা ময়দা) তদভাবে তণ্ডুলচূর্ণ, চিনি বা গুড় সওয়াভাগ—সকল খাদ্যবস্তু একত্রিত করে নিবেদন করে।

বাংলাদেশে সত্যনারায়ণ সত্যপীর নামে প্রসিদ্ধ। সত্যনাবায়ণের পাঁচালী বা ব্রতকথায় সত্যপীরেব মহিমা কীর্তিত হয়েছে, —সত্যনারায়ণ পীরের ছদ্মবেশ ধারণ করে নিজের পূজা প্রচার করেছিলেন। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে সত্য-নারায়ণ হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফল।

"বঙ্গে মুসলমান শাসনের শেষের দিকে সত্যপীর সত্যনারায়ণের কাহিনীর মধ্য দিয়া হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের একটা মিলন প্রচেষ্টা হইতেছিল এবং সে প্রচেষ্টা দুই তরফেই। হিন্দুরা পীর-গাথার লেখক, মুসলমানেরা পীর-গাথার গায়ক।"[৩]

ডঃ সুকুমার সেনের মতে সত্যপীর ও নারায়ণের একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হয় খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। "পীরের গাথা ও পীরের ব্রতকথা রীতিমত রচনা শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দে।...তাহার পর শতাব্দের শেষ দুই দশক হইতে পীর-নারায়ণের একাত্ম মূর্তি—যাহা কৃষ্ণরাম দেখাইয়াছিলেন—তাহা পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গে নূতন দেবতা সত্যনারায়ণ অথবা সত্যপীররূপে আবির্ভূত হইল।

১ রেবাখণ্ড—২৩৩।১৭ ২ রেবাখণ্ড—২৩৩।১৮-১৯

৩ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সেন, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ—পৃঃ ৪৫১

('সত্য') এখানে আরবী 'হক্' এর প্রতিশব্দ। সুফী গুরুরা ঈশ্বরকে এই নামে নির্দেশ করিতেন।"[১]

সির্নি পীরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে রেবাখণ্ডে বর্ণিত সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্য অর্বাচীন কালে রচিত। "এই পাঁচালীর সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কাহিনী পশ্চিমবঙ্গে উদ্ভূত হইয়া অন্যত্র বিস্তারিত হইয়াছে। এমন কি অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণেও প্রবিষ্ট হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে যে কাহিনী আছে, তাহাতে ফকিরের স্থান লইয়াছে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।"[২]

ভারতীয় দেবদেবীর পূজায় 'সিরনি' ভোগ দেওয়ার রীতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইসলাম ধর্মে পীরকে সিরনি দেওয়ার রীতি থেকেই সত্যনারায়ণের সিরনি দেওয়ার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের একটি শুভ প্রচেষ্টা দেখা যায় সত্যনারায়ণ পূজায়। আজকাল সত্যনারায়ণের মূর্তি গড়ে পূজার রীতিও প্রচলিত হয়েছে। গরুড়বাহন চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিই সত্যনারায়ণের মূর্তি। কিম্বদন্তী অনুসারে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজা গণেশের কন্যা সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের পূজা অনুষ্ঠান করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের দ্বারা সত্যপীরের পূজা করতেন, সত্যপীরের পাঁচালীগান করতেন ও প্রসাদী সিরনি ভাগ করে খেতেন। কালক্রমে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ধর্মোপাসনার মহৎ প্রচেষ্টা বিলুপ্ত হয়ে গেলে মুসলমানরা পীরের পূজা করলেন সিরনি দিয়ে আর হিন্দুরা সত্যপীরকে করলেন সত্যনারায়ণ। কিন্তু সিরনি ভোগ দেওয়ার রীতিটি রয়ে গেল, ব্রতকথাতেও অনেক জায়গায় সত্যপীর রয়ে গেলেন। এ সম্বন্ধে ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো লিখেছেন, "It appears that the common people of both the communities used to go out in company generally once a year and beg small contributions of rice and money from every household. On an appointed day assembled at a public place, prepared Sirni and offerings of fruit, sang songs in praise of Satyapir, and shared among themselves and with strangers, if any, would join them. Originally it was a non-communal affair. Later on, the noble idea behind this common worship was lost, when the Muslims in their own congregation offered worship in the name of Pir

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ—পৃঃ ৪৫ ২ তদেব

in their own mosques, and the Hindus though begging in the name of the Pir, performed a Brahmanical Pūjā in which Pir became translated into Satyanarayan. Satyanarayan has been given a domicile in the later Purāṇas and is even to-day worshipded by the Hindus, from chittangong to Lucknow, if not further west, and from Madras to Mysore, where are to be found idols of Satyanarayan modelled on Vishnu images."[১]

১ Islam and its Impact on India—pages 32-33

বিষ্ণুবাহন গরুড়

পৌরাণিক কাহিনী—মহাভারতের আদিপর্বে[১] গরুড়ের জন্মকাহিনী বিবৃত হয়েছে। কশ্যপের বরে কশ্যপের এক পত্নী কদ্রু সহস্র অণ্ড প্রসব করেন, আর তাঁর অপর পত্নী বিনতা দুটি অণ্ড প্রসব করলেন। কদ্রু-প্রসূত সহস্র অণ্ড থেকে সহস্র সর্প জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু বিনতা-প্রসূত অণ্ডদ্বয় থেকে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ না করায় ক্ষোভে বিনতা একটি অণ্ড ভিন্ন করায় অসম্পূর্ণাবয়ব ঊর্ধ্বাঙ্গ সমন্বিত পুত্র অরুণ আবির্ভূত হয়ে জননীকে পঞ্চাশ বৎসর সপত্নীর দাসত্ব-শাপ ও যথাকালে অপর অণ্ড থেকে জাত সম্পূর্ণাবয়ব সন্তান কর্তৃক শাপমোচনের বর দান করে সূর্যের সারথ্য গ্রহণ পূর্বক আকাশে উড্ডীন হলেন।

অতঃপর উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের পুচ্ছের বর্ণ নিয়ে কদ্রু ও বিনতার মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হলে কদ্রুর আদেশে কৃষ্ণসর্পকুল অশ্বের পুচ্ছদেশ বেষ্টন করে অশ্বপুচ্ছকে কৃষ্ণবর্ণ করে দেওয়ায় বিনতা কদ্রুর নিকটে পরাভূত হয়ে সপত্নীর দাসত্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন। অতঃপর গরুড় জন্মগ্রহণ করে স্বর্গ থেকে অমৃত আহরণ করে মাতার দাসত্বমুক্তি ঘটান। বিষ্ণুর কৃপায় গরুড় বিষ্ণুর বাহনত্বে নিযুক্ত হন। গরুড়ের অলৌকিক শক্তিতে প্রীত হয়ে বিষ্ণু গরুড়কে বর দিতে উদ্যত হওয়ায় গরুড় প্রার্থনা করলেন,—আমি আপনার উপরিভাগে অবস্থান করতে ইচ্ছুক এবং অমৃত ব্যতিরেকেই অজর অমর হতে চাই। বিষ্ণু বর মঞ্জুর করলেন। গরুড় বিষ্ণুকে বললেন, আমি তোমাকে বর দোব। বিষ্ণু বললেন, তুমি আমার বাহন হও এবং রথের ধ্বজে অর্থাৎ উপরিভাগে অবস্থান কর—

তং বব্রে বাহনং বিষ্ণুর্গরুত্মন্তং মহাবলম্।
ধ্বজঞ্চক্রে ভগবানুপরি স্থাস্যসীতি তম্॥[২]

স্কন্দপুরাণে (আবন্ত্য খণ্ড, ৭৬ অঃ) অরুণ ও গরুড়ের জন্মকাহিনী অনুরূপভাবেই বর্ণিত হয়েছে। কদ্রুর পঞ্চশত পুত্র অণ্ড থেকে জন্মগ্রহণ করায় এবং বিনতার প্রসূত অণ্ডদ্বয় থেকে পুত্রদ্বয় আবির্ভূত না হওয়ায় ক্ষোভে বিনতা অণ্ড ভিন্ন করে অপূর্ণাঙ্গ পুত্র অরুণকে লাভ করলেন। অরুণও জননীর প্রতি সপত্নীর দাসত্ব শাপ দিলেন এবং অপর পুত্র কর্তৃক দাসত্ব মোচনের আশ্বাস দিয়েছিলেন।

১ মহাঃ আদিপর্ব—১৬ অঃ   ২ তদেব—৩৩।১৬-১৭

অণ্ডং বিভেদ বিনতা তত্র পুত্রং দদর্শ হ ॥
পূর্বার্ধকায়সম্পন্নমিতরেণাপ্রকাশিতম্ ।
স পুত্রো রোষসংরব্ধঃ শশাপৈনামিতি শ্রুতম্ ॥
যোঽহমেবংকৃতো মাতস্ত্বয়া লোভপরীতয়া ।
শরীরেণাসমগ্রেণ তস্মাদ্দাসী ভবিষ্যসি ॥
পঞ্চবর্ষশতান্যস্যা যযা বিস্পর্ধসে সদা ।
এষ তে চ সুতো মাতর্দাস্যাদ্বৈ মোক্ষয়িষ্যতি ॥
যত্নেনমপি মাতস্ত্বং মামিবাণ্ড বিভেদনাৎ ।
ন করিষ্যসনঙ্গং বা পুত্রং চাতিতরস্বিনম্ ॥[১]

—বিনতা অণ্ড ভেদ করলেন, সেখানে পুত্র দর্শন করলেন। সেই পুত্র পূর্বার্ধসম্পন্ন এবং অপ্রকাশিত নিম্নাঙ্গ। সেই পুত্র ক্রোধপরায়ণ হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিলেন,—হে মাতঃ! লোভ পরবশ হয়ে তুমি আমার যে অসম্পূর্ণ শরীর করে দিলে সেজন্য তুমি দাসী হবে। যার সঙ্গে তুমি সর্বদা স্পর্ধা কর, পঞ্চশত বৎসর তুমি তারই দাসী হবে। যদি তুমি আমার মত অণ্ড ভেদ করে এই পুত্রটিকে অনঙ্গ না কর তাহলে ঐ পুত্র তোমাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করবে।

মাতাকে অভিশাপ দেওয়ার অপবাধে অনুতপ্ত অরুণ নারদের নির্দেশে যাত্রেশ্বর শিবের পূজা করে বর লাভ করলেন সূর্যের সারথ্য করার।

লিঙ্গেনোক্তোঽরুণো দেবি সারথ্যং কুরু সর্বদা ।
সূর্যস্য ভ্রমতস্তস্য তত্তুল্যো নাস্তি সারথিঃ ॥
ময়া দত্তং তু সামর্থ্যং সূর্যস্য পুরতঃ সদা ।
উদয়স্তেঽরুণ প্রাগ্বৈ পশ্চাদ্ সূর্য-উদেষ্যতি ॥[২]

—হে দেবি, শিবলিঙ্গ বললেন, অরুণ, তুমি পরিভ্রমণরত সূর্যের সর্বদা সারথ্য কর। তোমার তুল্য সারথি নেই। আমি তোমাকে সূর্যের পুরোভাগে থাকবার শক্তি দান করলাম। হে অরুণ, তুমি সূর্যের পূর্বে উদিত হবে, পরে সূর্য উদিত হবেন।

স্কন্দপুরাণে অন্যত্র গরুড় মায়ের দাসত্ব মোচনের উদ্দেশ্যে দেবগণকে পরাজিত করে স্বর্গ থেকে অমৃত আহরণ করে আনলে পরিতুষ্ট ভগবান বিষ্ণু গরুড়কে বরদানে উদ্যত হওয়ায় গরুড় প্রার্থনা করলেন বিষ্ণুর বাহনত্ব।

১ স্কন্দপুঃ, আবন্ত্যখণ্ড—৭৬।১৩-১৭ ২ তদেব—৭৬।৩৮-৩৯

তব তুষ্টোঽস্মি পক্ষীশ বরং বরয় সুব্রত।
অথ পক্ষী তমাহ স্ম কমলানায়কং হরিম্॥
তবোপরি স্থিতির্মেঽস্তান্মা ভূতাজ্জরামৃতী।
তথাস্ত্বিতি হরিঃ প্রাহ মম ত্বং বাহনং ভব॥
স্যন্দনোপরি কেতুশ্চ মম ত্বং বিনতাসুত।
তথাস্ত্বিতি খগোঽপ্যাহ কমলাপতিমচ্যুতম্॥[১]

—হে পক্ষিরাজ, আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হয়েছি। হে সুব্রত, তুমি বর প্রার্থনা কর। অনন্তর পক্ষী তাঁকে বললেন, তোমার উপরে আমার স্থান হোক। জরা ও মৃত্যু আমার না আসুক। হরি বললেন, তাই হোক। আমার কাছে বর চাও,—গরুড় এই কথা বললে বিষ্ণু বললেন, তুমি আমার বাহন হও, তবে হে বিনতানন্দন, আমার রথের উপর কেতু বা ধ্বজরূপে অবস্থান কর। কমলাপতি অচ্যুতকে গরুড়ও 'তাই হোক' বললেন।

স্কন্দপুরাণের আর একস্থলে গরুড় মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করে বিষ্ণুর বাহন এবং পক্ষীরাজ হবার বর প্রার্থনা করলেন,—

ইচ্ছামি বাহনং বিষ্ণোর্দ্বিজেন্দ্রত্বং সুরেশ্বর।
প্রসন্নে ত্বয়ি মে সর্বং ভবত্বিতি মতির্মম॥[২]

মহাদেব বললেন, জগদ্‌গুরু বিষ্ণুর উদরে চরাচর বিরাজ করে, তাঁকে বহন করা সুসাধ্য কর্ম নয়, এরূপ বরও সুলভ নয়; তথাপি শিববরে তিনি বিষ্ণুর বাহন হবেন—

তথাপি মম বাক্যেন বাহনং ত্বং ভবিষ্যসি।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাণের্বহতোঽপি জগত্ত্রয়ম্॥
ইন্দ্রত্বং পক্ষিণাং মধ্যে ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ।[৩]

অরুণ—বিনতার দুই পুত্র—অরুণ ও গরুড়। একজন সূর্যের বাহন, অন্যজন বিষ্ণুর বাহন। প্রভাত-সূর্যকেই সাধারণতঃ অরুণ বলা হয়। উদয়কালীন সূর্যের যে রক্তিম বর্ণচ্ছটা পূর্বদিগন্ত থেকে আকাশ ব্যাপ্ত করে সূর্যের সেই রক্তিমাভাই অরুণ। এই অরুণই সূর্যের আগমন-বার্তা ঘোষণা করেন। তাই তিনি হলেন সূর্যের রথ-সারথি। আর গরুড়? গরুড় কি অরুণ থেকে ভিন্ন? সূর্য আর

১ স্কন্দপুঃ, ব্রহ্মখণ্ড, সেতুমাহাত্ম্য—৩৭।৯০-৯৩ ২ স্কন্দপুঃ, রেবাখণ্ড—১৮৩।৫

৩ তদেব—১৮৩।৯-১০

বিষ্ণু যেমন অভিন্ন, অরুণ ও গরুড়ও তেমনি একই। গরুড়ের বিরাট আকার সূর্যাগ্নির মত তেজ তাঁকে সূর্যের অপর মূর্তি বলেই প্রতীত করায়।

গরুড়ের স্বরূপ—সূর্যের প্রাত্যহিক মহাকাশ পরিক্রমা তাঁকে পক্ষবান্ বা গরুৎমান্ বিহঙ্গপতিরূপে কল্পনা করতে সহায়তা করেছে ঋষিকবির কল্পনাপ্রবণ মনকে। সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট বলে গরুড় সুপর্ণনামে খ্যাত হয়েছিলেন। সুবর্ণবর্ণ এই পক্ষী সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেছিলেন।

শোভনং পর্ণমস্যেতি সুপর্ণ ইতি সোঽভবৎ।
তস্মিন সুপর্ণে হেমাভে সর্বে বিস্ময়মাযযুঃ॥[১]

পর্ণ, গরুৎ বা পক্ষ সমার্থক শব্দ। সূর্য তাই পক্ষবান্ বা গরুত্মান্ গরুড় বা সুপর্ণ। বেদে সূর্য, অগ্নি বা সূর্যরশ্মি সুপর্ণ বিশেষণ প্রাপ্ত হয়েছে। ঋগ্বেদে সুপর্ণসূর্য বা সূর্যরশ্মি।

বিসুপর্ণো অন্তরিক্ষাণ্যখ্যদ্ গভীর বেপা অসুর সুনীথঃ॥[২]

—গভীরভাবে কম্পমান অসুর সুপর্ণ অন্তরীক্ষ প্রকাশিত করে যথোপযুক্ত-স্থান প্রাপ্ত করান।

সায়নাচার্য বলেছেন, "সুপর্ণঃ শোভনপতনঃ সূর্যরশ্মিঃ।" —সুন্দরভাবে পতনশীল সূর্যরশ্মিই সুপর্ণ।

উক্ত ঋকে অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করেছেন, একথার অর্থ অন্তরীক্ষকে ব্যাপ্ত করে ত্রিলোক প্রকাশিত করেছেন। আর অসুর শব্দে 'প্রাণপ্রদ' অর্থ গ্রহণীয়। ত্রিলোক-ব্যাপ্তকারী প্রাণপ্রদ শোভনপতনশীল বস্তুটি সূর্যেরই প্রতিরূপ।

স্কন্দপুরাণে বিষ্ণুই খগ বা গরুড়। বিশ্বকর্মা বলেছিলেন যে খগ সূর্যই রাক্ষস-বধে সমর্থ—

মহাংশুমান্ খগঃ সূর্যস্তদ্বিনাশমচিন্তয়ৎ।[৩]

—মহাতেজস্বী বিহঙ্গ সূর্য তাদের বিনাশ চিন্তা করেছিলেন।

অথর্ববেদও সূর্যকে সুপর্ণ বলেছেন—

হরিঃ সুপর্ণো দিবমারুহোঽর্চিষা যে ত্বা দিপ্সন্তি দিবমুৎপতন্তম্।
অব তাং জহি হরসা জাতবেদোবিভ্যদুগ্রোঽর্চিষা দিবমারোহ সূর্য।[৪]

—হে হরি (সূর্য), তুমি সুপর্ণ, তুমি তেজের দ্বারা দ্যুলোকে আরোহণ কর।

১ স্কন্দপুঃ, ব্রহ্মখণ্ড—৩৮।১৬-১৭ ২ ঋগ্বেদ—১।৩৫।৭ ৩ স্কন্দপুঃ, প্রভাস খণ্ড—১৩।৭
৪ অথর্ব—১৩।২।৩৩।১

দ্যুলোক আরোহণে যে শত্রুগণ তোমাকে বাধা দিতে ইচ্ছা করে, হে জাতবেদা, তুমি শত্রুজয়ী তেজের দ্বারা তাদের ধ্বংস কর; শত্রুদের ভীতি উৎপাদন করে উগ্রশক্তি হে সূর্য, তেজের দ্বারা দ্যুলোক আরোহণ কর।

সায়নের মতে অন্ধকার হরণ করেন বলে সূর্য হরি। জাতবেদা শব্দেও এখানে সূর্যকেই বোঝান হয়েছে,—'যিনি জাতমাত্র প্রাণিগণের দ্বারা জ্ঞাত হন,—যিনি জাতপ্রাণিগণের কর্ম বা কর্মফল জানেন'। জাতবেদা শব্দে অগ্নিকেও বোঝান হয়ে থাকে। সূর্য ও অগ্নির অভিন্নতাহেতু সূর্যও জাতবেদা। সায়ন বলেছেন, 'সন্ধ্যাকালে অগ্নিতে সূর্যের তেজের অনুপ্রবেশহেতু সূর্যও জাতবেদা,—"সায়ংকালে সূর্যস্যাগ্নাবনুপ্রবেশাৎ জাতবেদঃ শব্দেন সূর্যস্য ব্যবহারঃ।"

মহাভারতে-পুরাণে গরুড় সর্পকুলের শত্রু। অথর্ববেদে সুপর্ণ গরুত্মান্ অর্থাৎ পক্ষযুক্ত এবং বিষধ্বংসকারী।

সুপর্ণস্ত্বা গরুত্মান্ বিষ প্রথমমাবয়ৎ।
নামীমদো নারূরুপ উতাস্মা অভবঃ পিতুঃ ॥[১]

—হে সুপর্ণ, তুমি পক্ষযুক্ত, প্রথমে বিষ তোমাকে আচ্ছাদিত করেছিল। অতএব বিষাচ্ছন্ন নির্বীর্য পুরুষকে জ্ঞানহীন মত্ত বিমূঢ় কোরো না।

সায়নাচার্য এখানে সুপর্ণ শব্দের অর্থ করেছেন 'শোভনপত্রযুক্ত' অর্থাৎ সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট; আর গরুত্মান্ শব্দের অর্থ করেছন বৈনতেয় বা বিনতানন্দন। বিনতা অবশ্যই অদিতির নামান্তর।

শুধু সূর্য নন, অগ্নিও সুপর্ণ নামে অভিহিত হয়েছেন বারংবার—

অগ্নিং যুনজ্মি শবসা ঘৃতেন দিব্যং সুপর্ণং বয়সা বৃহন্তং···
ইম্মৌ তে পক্ষাবজরৌ পতত্রিণো যাভ্যাং রক্ষাংস্যপহংস্যগ্নে···।[২]

—রথের সঙ্গে অশ্বের মত উজ্জ্বল সুপর্ণও পক্ষের দ্বারা বৃহৎ প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সঙ্গে বলবান ঘৃতের সংযোগ সাধন করি।

হে অগ্নি, তোমার সেই জরা রহিত পক্ষদ্বয়—যার দ্বারা তুমি রাক্ষসগণকে হত্যা কর।

অগ্নিই হিরণ্যপক্ষ সর্বময় শকুন,—শ্যেন পক্ষী—

শ্যেন ঋতা বা হিরণ্যপক্ষ শকুনো ভরণ্যুঃ।[৩]

১ অথর্ব—৪।২।৬।৩ ২ কৃষ্ণ যজুঃ—৪।৪।৭।১৩, শুক্ল যজুঃ—১৮।৫১-৫২ ৩ তদেব

অগ্নি সর্বব্যাপী বলেই পক্ষযুক্ত সুপর্ণরূপে কল্পিত হয়েছেন—

একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্রমাবিবেশ

স ইদং বিশ্বং ভুবনং বিচষ্টে।[১]

—একই সুপর্ণ, তিনি সমুদ্রে প্রবেশ করেছেন, তিনি বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত করেছেন।

যে অগ্নি যজ্ঞরূপী, যিনি যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু—তিনিই যে গরুত্মান্ সুপর্ণ—

সুপর্ণোঽসি গরুত্মাং স্ত্রিবৃত্তে শিরো গায়ত্রং চক্ষুর্বৃহদ্রথন্তরে পক্ষৌ।

স্তোম আত্মা ছন্দাংস্যঙ্গানি যজুংষি নাম।

সাম তে তনূর্বামদেব্যং যজ্ঞাযজ্ঞিয়ং পুচ্ছং ধিষ্ণ্যাঃ শফাঃ।

সুপর্ণোঽসি গরুত্মান্দিবং গচ্ছ স্বঃপত ॥[২]

—হে অগ্নি, তুমি পক্ষবিশিষ্ট সুপর্ণ (পক্ষীবিশেষ), ত্রিবৃৎ সোম তোমার শির. গায়ত্রী চক্ষু, বৃহৎ রথান্তর নামক সামমন্ত্র তোমার পক্ষ, পঞ্চদশ স্তোম তোমার আত্মা, ছন্দসমূহ তোমার অঙ্গ, যজুর্মন্ত্র তোমার নাম। বামদেব্য নামক সামমন্ত্র তোমার দেহ, যজ্ঞাযজ্ঞিয় নামক সাম তোমার পুচ্ছ, ধিষ্ণ্যস্থিত অগ্নি তোমার ক্ষুর বা নখস্থানীয় (শফা)। হে অগ্নি, পক্ষযুক্ত পক্ষী, তুমি উড়ে যাও এবং আকাশ-চারী হয়ে স্বর্গে উপস্থিত হও।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে যজ্ঞকেই সুস্পষ্টভাষায় সুপর্ণ বলা হয়েছে—"যজ্ঞো বৈ দেবেভ্যোঽপাক্রামৎ স সুপর্ণরূপং কৃত্বাঽচরত্তং দেবা এতৈঃ সামভিরারভন্ত।"[৩]

—দেবকৃত কোন অপরাধের ফলে এক সময় যজ্ঞ দেবতাদের কাছ থেকে পলায়ন করলেন। সেই যজ্ঞ সুপর্ণরূপ ধারণ করে আকাশে বিচরণ করতে লাগলেন। সৌপর্ণ নামক সামমন্ত্রের দ্বারা দেবগণ সেই যজ্ঞকে লাভ করেছিলেন।

এখানে অগ্নির পক্ষীরূপে বিচরণ সূর্যরূপে, অর্থাৎ যজ্ঞই সূর্য বা পক্ষধারী গরুড়;—এই উপাখ্যানের ইহাই নিহিতার্থ। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে হিরণ্ময় শরীর-বিশিষ্ট এই শকুন বা সুপর্ণ বিশ্বভুবনের গোপ বা পালনকর্তা, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ।

"ভুবনস্য গোপা হিরণ্ময়ঃ শকুনো ব্রহ্মনামেতি।"[৪]

সুপর্ণ গরুড় যে একই সঙ্গে সূর্য ও অগ্নি, শুক্লযজুর্বেদের আর একটি মন্ত্র থেকে তা সুপ্রতিপন্ন হয়—

১ ঐতরেয় আরণ্যক—৩।১।৬ ২ শুক্ল যজুঃ—১২।৪ ৩ তাণ্ড্যঃ—১৪।৩।১০
৪ তাণ্ড্যঃ—১৫।১৮।৫

"সুপর্ণোঽসি গরুত্মান্ পৃষ্ঠে পৃথিব্যাঃ সীদ ভাসান্তরিক্ষমাপৃণ জ্যোতিষা দিবমুত্তভান, তেজসা দিশ উদদৃংহ।"[১]

—হে অগ্নি, তুমি গরুত্মান্ সুপর্ণ হও, পৃথিবীতে অধিষ্ঠান কর। আপনার প্রকাশের দ্বারা অন্তরীক্ষ পূর্ণ কর, জ্যোতির দ্বারা দ্যুলোক স্তম্ভিত কর এবং তেজের দ্বারা দিক্‌সমূহকে দীপ্ত কর।

গরুত্মান্ শব্দের অর্থ পক্ষ-সমন্বিত। এখানে মহীধর বলছেন,—যিনি বিষ-ভক্ষণের জন্য প্রাপ্ত হন, তিনিই গরণবান বা গরুৎমান্,—"গরুৎমান্ গরণাৎ গরণং গলনং ভক্ষণমস্যাস্তি ইতি গরুৎমান্ অশনায়বানিত্যর্থঃ।"

সূর্যাগ্নির বিষনাশক শক্তি সুবিদিত। গরুড় বিষধর সর্পের শত্রু—পন্নগাশন। শুক্লযজুর্বেদ অগ্নিকে বিষনাশ করতে অনুরোধ করেছেন,—"অবিষং নঃ পিতুং কুরু।"[২]

—হে অগ্নি আমাদের পানীয় (খাদ্য) বিষশূন্য কর।

সূর্যমণ্ডলের আবর্তনবৃত্তই নাগ—অয়ন পথে গমনাগমনকালে প্রতিটি আবর্তন বৃত্তকে সূর্যরূপী গরুড় গ্রাস করে থাকেন। এইভাবে গরুড় হলেন নাগকুলের শত্রু।

অগ্নি সর্বব্যাপক,—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে অক্লেশে সর্বসময়ে বিচরণ করছেন, সূর্যও প্রতিদিন আকাশ পরিক্রমণ করছেন, উত্তর-দক্ষিণেও গমনাগমন করছেন। সুতরাং দ্রুতগমনশীল শকুনের উপমা ঋষিকবির মনে সঙ্গতভাবেই এসেছিল সূর্যাগ্নি সম্পর্কে। তাই সূর্য ও অগ্নি উভয়েই সুপর্ণ। সূর্যাগ্নির যে শক্তি তাঁদের দ্রুত স্থানান্তরিত করে, পক্ষীর মত একস্থান থেকে আর একস্থানে নিয়ে যায় সেই শক্তিই সুপর্ণ গরুত্মান্ বা গরুড় নামে বিষ্ণুর বাহন কল্পিত হয়েছেন। কিন্তু অরুণের প্রকাশ প্রত্যক্ষীকৃত হয় কেবলমাত্র প্রভাতে—আরক্তিম পূর্বদিগন্তে। সূর্যোদয়ের কিছু পরেই অরুণাভা অদৃশ্য হয়। সেইজন্য অরুণ অসম্পূর্ণাঙ্গ অনূরু। গরুড়ও যে বিষ্ণুই তার প্রমাণ গরুড়ধ্বজ বা গরুড়স্তম্ভ বিষ্ণুর প্রতীকরূপে স্বীকৃত ও পূজিত হয়।

মহাভারতকার বলেছেন যে গরুড়ের জন্মের পর দেবগণ গরুড়কে অগ্নিভ্রমে প্রার্থনা করেছিলেন—

১ শুক্ল যজুঃ—১৭।৭২ ২ শুক্ল যজুঃ—২।২০

অগ্নে মা ত্বং প্রবর্ধিষ্ঠাঃ কচ্চিন্নোন দিধক্ষসি।
অসৌ হি রাশিঃ সুমহান্ সমিদ্ধস্তব সর্পতি ॥[১]

—হে হুতাশন! তুমি আর পরিবর্ধিত হইও না, তুমি কি আমাদিগকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? ঐ দেখ, পর্বতাকার প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি ইতস্ততঃ প্রসৃত হইতেছে।[২]

অগ্নি বললেন, ঐ ব্যক্তি অগ্নি নন, তবে তেজে অগ্নিতুল্য—'বলবানেষ মম তুল্যশ্চ তেজসা'।[৩]

অতঃপর অগ্নি গরুড়ের জন্মবৃত্তান্ত দেবতাদের কাছে ব্যক্ত করলে দেবগণ গরুড়ের স্তবে ব্রতী হলেন। গরুড়ের স্তবে দেবগণ বললেন,—

ত্বমৃষিস্ত্বং মহাভাগস্ত্বং দেবঃ পতগেশ্বরঃ ॥
ত্বং প্রভুস্তপনঃ সূর্যঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ।
ত্বমিন্দ্রস্ত্বং হয়মুখস্ত্বং শরস্ত্বংজগৎপতিঃ ॥
ত্বং মুখং পদ্মজো বিপ্রস্ত্বমগ্নিঃ পবনস্তথা।
ত্বং হি ধাতা বিধাতা চ ত্বং বিষ্ণুঃ সুরসত্তমঃ ॥
ত্বমুত্তমঃ সর্বমিদং চরাচরং গভস্তিভির্ভানুরিবাবভাসসে।

*　　*　　*

দিবাকরঃ পরিকুপিতো যথা দহেৎপ্রজাস্তথা দহসি হুতাশনপ্রভ।
ভয়ংকরঃ প্রলয় ইবাগ্নিরুত্থিতো বিনাশয়ন্ যুগবিবর্তনান্তকৃৎ ॥

*　　*　　*

জগৎপ্রভো তপ্তসুবর্ণবর্চসা ত্বং পাহি সর্বাংশ্চ সুরান্ মহাত্মনঃ।"[৪]

—হে মহাভাগ পতগেশ্বর! তুমি ঋষি, তুমি দেব, তুমি প্রভু, তুমি সূর্য, তুমি প্রজাপতি, তুমি ব্রহ্মা, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি শর, তুমি জগৎপতি, তুমি মুখ, তুমি দুঃখ, তুমি বিপ্র, তুমি অগ্নি, তুমি পবন, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি বিষ্ণু ···।

তুমি উত্তম, তুমি চরাচরস্বরূপ, হে প্রভূতকীর্তে গরুড়! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তোমা হইতেই ঘটিতেছে, তুমি স্বকরমণ্ডলে দিবাকরের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছ ··· তুমি কোপাবিষ্ট দিবাকরের ন্যায় প্রজাসকলকে দগ্ধ করিতেছ, তুমি সর্বসংহারে উদ্যত যুগান্তবায়ুর ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছ ···।

১ মহাঃ, আদিপর্ব—২৩।১০　২ অনুবাদ—কালীপ্রসন্ন সিংহ　৩ মহাঃ, আদিপর্ব—২৩।১১
৪ মহাঃ, আদিপর্ব—২৩।১৫-১৭, ২০-২১, ২৩

হে জগৎপ্রভো! তোমার তপ্তসুবর্ণসম রমণীয় তেজোরাশিদ্বারা এই জগন্মণ্ডল নিরন্তর সন্তপ্ত হইতেছে...তুমি সুরগণকে পরিত্রাণ কর।[১]

গরুড়ের এই স্তুতি গরুড়কে সূর্যাগ্নিরূপে প্রতিপন্ন করছে। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেলও গরুড়কে সূর্যরূপে গ্রহণ করেছেন, "His (Viṣṇu) vehicle is Garuḍa, chief of birds, who is brilliant lustre like Agni, and is also called Garutmat and Suparṇa, the two terms already applied to the Sun-bird in Ṛ.V."[২]

অথর্ববেদে অগ্নি, সূর্য ও সোম বা চন্দ্র এই তিনটি বস্তুকেই সুপর্ণ বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনটি বস্তু ত একই।

অথর্ববেদ বলছেন—

ত্রয়ঃ সুপর্ণা উপরস্য মায়ুঃ নাকস্য পৃষ্ঠে অধি বিষ্টপি শ্রিতাঃ।
স্বর্গলোকা অমৃতেন বিষ্ঠা ইষমূর্জং যজমানায় দুহ্রাম্॥[৩]

—তিন সুপর্ণ (অগ্নি, সূর্য ও সোম অথবা অগ্নি, সূর্য ও বিদ্যুৎ) উপরে শব্দ করেন, স্বর্গের পৃষ্ঠে অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন। এই অগ্ন্যাদির দ্বারা অধিষ্ঠিত স্বর্গ অমৃতের দ্বারা পূর্ণ। আমি যজমানের নিমিত্ত অন্ন দোহন করি।

কদ্রু ও বিনতার উপখ্যান—কদ্রু ও বিনতার উপাখ্যান, যা পুরাণে-মহাভারতে স্থান লাভ করেছে, তা পুরাণকারদের উদ্ভাবিত নয়। এ কাহিনী রয়েছে শতপথ ব্রাহ্মণে।[৪] কাহিনীটি এইরূপ: স্বর্গে ছিল সোম, দেবতারা সোম কামনা করলেন। তাঁরা বললেন, সোম লাভ করলে যজ্ঞ করবো। তাঁরা এই দুই মায়া সুপর্ণী ও কদ্রুকে সৃষ্টি করলেন। বাক্যই সুপর্ণী। কদ্রু তাদের সঙ্গে কলহ করলেন। কলহে নিরতা তাঁরা দুইজন বললেন, যাঁর দূরদৃষ্টি যত বেশী সে-ই জয়লাভ করবে। কদ্রু বললেন, বেশ পরীক্ষা কর। সেই সুপর্ণী বললে এই সাগরের (সলিল) পারে শ্বেত পাথরে অশ্ব শুয়ে আছে, আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি। কদ্রু বললেন, আমি দেখছি, প্রস্তরে স্থাপিত অশ্বপুচ্ছ বায়ু কম্পিত করছে।

তখন সুপর্ণী বললে, এস আমরা দেখি—আমাদের মধ্যে কে জয়লাভ করলো। তুমি উড়ে যাও, তুমিই বলবে, আমাদের মধ্যে কে জয়লাভ করেছে।

১ অনুবাদ—কালীপ্রসন্ন সিংহ ২ Vedic Mythology—page 39
৩ অথর্ব—১৮।৪।৪।৪ ৪ শতপথ—৩।১।৬

সুপর্ণী উড়ে গেলেন। কদ্রু যা বলেছিলেন, তাই হোল, ফিরে এসে কদ্রু বললে, তুমিই জয়লাভ করেছ।

শতপথ ব্রাহ্মণের এই কাহিনীটিকে সৌপর্ণী-কাদ্রব উপাখ্যান বলা হয়।

"দিবি সোম আসীত। অথেহ দেবাস্তে দেবা অকাময়ন্ত। নঃ সোমো গচ্ছেত্তেনাগতেন যজেমহী ত এতে মায়েহস্হজন্ত সুপর্ণীং কদ্রুং চ বাগেব সুপর্ণীয়ং কদ্রুস্তাভ্যাং সমদং চক্রুঃ॥ তে হৃত্তীর্যমানে উচতুঃ। যতরা নৌ দবীয়ঃ পন্নাপশ্যাদাত্মানং নৌ সা জয়াদিতি তথেতি সা হ কদ্রুরুবাচ পরক্ষস্বেতি॥

সা হ সুপর্ণ্যুবাচ। অস্য সলিলস্য পারেহশ্বঃ শ্বেতস্থানৌ সেবতে তমহং পশ্যামীতি তমেব ত্বং পশ্যসীতি তং হীত্যথ হ কদ্রুরুবাচ তস্য বালো ন্যষিক্তি তু মমুং বাতো ধূনোতি তমহং পশ্যামীতি॥

সা হ সুপর্ণ্যুবাচ। এহীদং এতাব বেদিতুং যতরা নৌ জয়তীতি সা হ কদ্রুরুবাচ ত্বমেব পত ত্বং বৈ না আখ্যাস্যসি যতরা নৌ জয়তীতি।

সা হ স সুপর্ণী পপাত। তদ্ধ তথৈবাস যথা কদ্রুরুবাচ। তামাগতামভ্যুবাদ ত্বমজৈষীরহামিতি ত্বমিতি হোবাচৈতদ্ব্যাখ্যানং সৌপর্ণী কাদ্রবমিতি।"[১]

শতপথ ব্রাহ্মণের এই কাহিনীর সঙ্গে গরুড়ের কোন সম্পর্ক নেই। সুপর্ণী যে সুপর্ণ-গরুড়ের জননী বিনতায় পরিণত হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। গরুড় কর্তৃক অমৃত আহরণের যে উপাখ্যান মহাভারতাদিতে পাই, তাও বীজাকারে শতপথ ব্রাহ্মণে বর্তমান। সুপর্ণী জয়লাভ করায় পরে কদ্রু বললেন সুপর্ণীকে, তুমি ত আত্মাকে (নিজেকেই) জয় করেছ। দ্যুলোকে সোম আছে, তাকে দেবতাদের জন্য উৎসর্গ কর। তাই হোক বলে সুপর্ণী ছন্দ সৃষ্টি করলেন, সেই গায়ত্রী দ্যুলোক থেকে সোম আহরণ করেছিলেন।

"সা হ কদ্রুরুবাচ। আত্মানং বৈ ত্বাজৈষং দিব্যসৌ সোমস্তং দেবেভ্য আহর তেন দেবেভ্য আত্মানং নিষ্ক্রীণীষ্বেতি তথেতি সা ছন্দাংসি সসৃজে সা গায়ত্রী দিবঃ সোমমাহরৎ।"[২]

সুপর্ণী যে গায়ত্রী ছন্দ সৃষ্টি করলেন সেই ছন্দই সোম আহরণ করেছিলেন। গায়ত্রী শ্যেনপক্ষীর রূপ ধারণ করে সোম আহরণ করেছিলেন যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর জন্য। এখানেই বিষ্ণুর সঙ্গে শ্যেন পক্ষীর সংযোগের মূল। গরুত্মান্ সুপর্ণ ও শ্যেন পক্ষী অভিন্ন।

১ শতপথ—৩।২।৬।১-৪, ৬-৭ ২ শতপথ—৩।২।৬।৮

শতপথ ব্রাহ্মণ বলেছেন, "শ্যেনায় ত্বা সোমভৃতে বিষ্ণবে ত্বেতি। তদ্ গায়ত্রী-মন্বাভজতি সা যদ্ গায়ত্রী শ্যেনো ভূত্বা দিবঃ সোমমাহরৎ তেন সা শ্যেনঃ সোমমভৃৎ তেনৈবৈনামেতদ্বীর্যেণ দ্বিতীয়মন্বাভজতি।"[১]

—সোমভোজী শ্যেন বিষ্ণুর নিমিত্ত তোমাকে প্রয়োজন, সেইজন্য গায়ত্রীকে ভজনা করলেন। যেহেতু সেই গায়ত্রী শ্যেন হয়ে দ্যুলোক থেকে সোম আহরণ করেছিলেন। সেইজন্য সেই শ্যেনকে সোমভৃৎ বলা হয়। সেইজন্য তাঁকে এই বীর্যের দ্বারা ভজনা করা হয়।

শতপথব্রাহ্মণের এই কাহিনীটি রূপক। সোমযাগ সম্পর্কে এই কাহিনীটির অবতারণা। জলের ওপারে শ্বেতপর্বতে অশ্ব ছিল, এর অর্থ কি? শতপথ ব্রাহ্মণ বলছেন, "অস্য সলিলস্য পার ইতি বেদির্বৈ সলিলং বেদিমেব সা তদুবাচাশ্বঃ শ্বেতস্থাণৌ সেবেত ইত্যগ্নির্বা অশ্বঃ শ্বেতযূপ স্থাণুরথ যৎ কদ্রুরুবাচ তস্য বাল ন্যষক্তি তমমুং বাতো ধূনোতি তমহং পশ্যামীতি রশনা হৈব সা।"[২]

—এই সলিলের ওপার অর্থ বেদি, বেদিই সলিল; তিনি যে বললেন অশ্বের বিষয়, অশ্ব পর্বতে অবস্থান করছে, এর তাৎপর্য অগ্নিই অশ্ব। শ্বেতবর্ণ যূপকাষ্ঠই স্থাণু বা পর্বত; অতঃপর কদ্রু যে বললেন তার পুচ্ছকেশ পর্বতে ন্যস্ত, তাকে বায়ু কম্পিত করছে, আমি তাকে দেখছি, সেই পুচ্ছ রশনা।

অগ্নিরূপী অশ্বের রশনা অবশ্যই অগ্নিশিখা।

কৃষ্ণযজুর্বেদের একটি উপাখ্যানে কসর্ণীর নামে একটি সর্পকে কাদ্রবেয় বা কদ্রুপুত্র বলা হয়েছে। জরাগ্রস্ত সর্পগণ জরামুক্তির কথা চিন্তা করছিল। কসর্ণীর নামে কদ্রুপুত্র ভূমি প্রভৃতি মন্ত্রসমূহ দর্শন করে। এই মন্ত্রবলে সর্পকুল জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর (চর্ম) লাভ করলো। সর্পরাজ্ঞী বা ভূমি প্রভৃতি ঋক্-মন্ত্রের দ্বারা গার্হপত্য যজ্ঞ ধারণ করলো।

"সর্পা বৈ জীর্যন্তোঽমন্যন্তো স এতং কসর্ণীরঃ কাদ্রবেয়ো মন্ত্রমপশ্যত্ততো বৈ তে জীর্ণাস্তনূরপাঘ্নত রাজ্ঞিয়া ঋগ্‌ভির্গার্হপত্যমা দধাতি...।"[৩]

কৃষ্ণযজুর্বেদের আর একস্থলে কদ্রু ও সুপর্ণীর বিবাদ এবং সৌপর্ণেয়া ছন্দ দ্বারা স্বর্গ থেকে সোম আহরণ কাহিনী বিবৃত হয়েছে—"কদ্রুশ্চ বৈ সুপর্ণী চাত্মরূপয়োরস্পর্দ্ধেতাং সা কদ্রুঃ সুপর্ণীমজয়ৎ। সাব্রবীত্তৃতীয় স্যামিতো দিবি সোমস্তমা হর, তেনাত্মানং নিষ্ক্রীণীম্বেতীয়ং বৈ কদ্রুরসৌ। সুপর্ণী ছন্দাংসি

১ শতপথ—৩।২।৪।১ ২ শতপথ—৩।৫।৬।৫ ৩ কৃষ্ণ যজুঃ—১।১।৫।৪।১

সৌপর্ণেয়াঃ সাহব্রবীদস্মৈ বৈ পিতরৌ পুত্রান্ বিভৃতস্তৃতীয়স্যামিতো দিবি সোমস্তমাহর তেনাহত্মানাং নিষ্ক্রীণীষ ইতি মা মা কদ্রূরবোচদিতি জগত্যুদগতচ্চতুর্দশাক্ষরা সতী সাহপ্রাপ্য ন্যবর্তত।"[১]

—কদ্রু ও সুপর্ণী নিজেদের মধ্যে স্পর্ধা সহকারে বিবাদ করলেন। সেই কদ্রু সুপর্ণীকে জয় করলেন। তিনি (কদ্রু) বললেন, তুমি এখান থেকে স্বর্গে সোম আহরণ কর; তার দ্বারা নিজেকে ক্রয় কর;—কদ্রু এই বললে সুপর্ণী সৌপর্ণের ছন্দসমূহ সৃজন করলেন। তিনি তাকে বললেন, পিতৃদ্বয় পুত্রগণকে ধারণ কর, এখান থেকে তৃতীয় স্বর্গে সোম আহরণ কর। তার দ্বারা নিজেকে মুক্ত কর, এই কথা কদ্রু বললেন। জগতী উড়ে গেলেন। চতুর্দশাক্ষরা হয়ে তিনি সোম না পেয়ে ফিরে এলেন।

এরপর গায়ত্রী সোম আহরণ করলেন। এই কাহিনীতে কদ্রু ও বিনতার বিবাদের কোন হেতু বলা হয় নি। সোম আহরণের তাৎপর্য 'সোম' প্রসঙ্গে ১ম পর্বে আলোচিত হয়েছে। সোম অমৃতে পরিণত হয়েছে, গরুড়ের অমৃত আহরণের সঙ্গে কদ্রু ও সুপর্ণী বা বিনতার বিবাদের কাহিনী মিশ্রিত করে পৌরাণিক কাহিনীটি পূর্ণতা লাভ করেছে। গরুড় বা সুপর্ণ সূর্যাগ্নি। তাঁরই স্ত্রীরূপ সুপর্ণী বা বিনতা। সূর্যাগ্নির অনন্ত তেজোরূপা শক্তি অদিতি। অদিতি ও সুপর্ণী-বিনতা অভিন্না। অদিতি ও দিতি—বিনতা ও কদ্রু, একই বস্তুর দুটি রূপ। অদিতি অন্তহীনা আর সীমাবদ্ধতা দিতি। যে অশ্বের বর্ণ নিয়ে কদ্রু ও বিনতার বিবাদ হয়েছিল, সেই অশ্বটি সূর্যেরই অশ্ব বা সূর্যকিরণ। সূর্যকিরণ শুভ্র। স্কন্দপুরাণে উচ্চৈঃশ্রবাকে সূর্যের অশ্বরূপেই বর্ণনা করেছেন। কদ্রু ও বিনতা যে অশ্বটিকে দেখেছিলেন পুরাণকার প্রদত্ত তার বর্ণনা:

উচ্চৈঃশ্রবং হয়ং দৃষ্ট্বা মনোবেগসমন্বিতম্।
পশ্য পশ্য হি তন্বঙ্গী হয়ং সর্বত্র পাণ্ডুরম্॥
ধাবমানমবিশ্রান্তং জবেন মানসোপমম্।
তং দৃষ্ট্বা সহসা চাশ্বমমীর্ষ্যাভাবেন চাব্রবীৎ॥[২]

—মনোগতিসম্পন্ন উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকে দেখে শুভাননা (বিনতা) বললেন, হে তন্বঙ্গী, দেখ দেখ সর্বাঙ্গশুভ্র অশ্ব মনের তুল্য গতিসম্পন্ন তীব্রবেগে অবিশ্রান্তভাবে ধাবিত হচ্ছে। তাকে দেখে সহসা ঈর্ষাভাবে কদ্রু বললেন—

ব্রূহি ভদ্রে সহস্রাংশোরশ্বঃ কিং বর্ণকো ভবেৎ।

---

১ কৃষ্ণ যজুঃ—৬।৬।১।৬ ২ স্কন্দপুঃ, রেবাখণ্ড—৭২।১৩-১৪ ৩ স্কন্দপুঃ, রেবাখণ্ড—৭২।১৫

—হে ভদ্রে, বল সূর্যের অশ্বের কি বর্ণ? বিনতা বললেন, অশ্বের বর্ণ শুভ্র; আর কদ্রু বললেন অশ্বের বর্ণ কৃষ্ণ। তখন নাগকুল কদ্রুর মিথ্যাভাষণে হাহাকার করতে থাকে, কারণ শুভ্রবর্ণ অশ্বকে কৃষ্ণ বলায় কদ্রুর দাসীত্ব অবধারিত।

হাহাকারঃ কৃতঃ সর্পৈঃ শ্রুত্বা মাত্রা পণং কৃতম্।
জাতো দাসী ন সন্দেহঃ শ্বেতো ভাস্করবাহনঃ॥[১]

সূর্যের অশ্ব শ্বেতবর্ণ তাতে সন্দেহ নেই। বেদে সূর্যের অশ্ব হরিদ্বর্ণ। হরিদ্বর্ণ অশ্বের নাম হরি। অবস্থা বিশেষে সূর্যালোক নানা বর্ণ প্রাপ্ত হয়। সকাল সন্ধ্যায় সূর্যালোক হরিদ্বর্ণ বা পাটলবর্ণ, মধ্যাহ্নে সূর্যালোক শুভ্র। সপ্তবর্ণের মিলিত সূর্যকর শুভ্র। কিন্তু মাতার আদেশে সর্পকুল অশ্বকে কৃষ্ণ করেছিল। সপ্তবর্ণের অভাবে সূর্যরশ্মি রাত্রিকালে কৃষ্ণবর্ণ। কেবল সূর্যের অয়নপথ নয় পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমণপথ বা কক্ষপথকেও কুণ্ডলীকৃত নাগরূপে কল্পনা করা যায়। পৃথিবীর রবি-প্রদক্ষিণ দিবারাত্রির হেতু। সেই তেজ বা কিরণময়ী শক্তি সসীম বা খণ্ডিত সেই দিতি বা কদ্রুর আদেশে পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমণরূপী নাগবৃন্দ অশ্বকে রাত্রিকালে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করেছিল। এইভাবে আপাততঃ অসম্ভব ঘটনা সহজ ও স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনামাত্র। পুরাণকার যে কদ্রু-বিনতার কাহিনী সুপর্ণের অমৃত আহরণের উপাখ্যানে সংযোজিত করেছেন তা রূপকাবৃত স্বাভাবিক ঘটনা। আর যদি শতপথ ব্রাহ্মণের বক্তব্য অনুসারে অগ্নিকেই অশ্ব বলি তাহলে কৃষ্ণবর্ণধূম্র-বিজড়িত অগ্নিশিখার জন্যই অশ্বরূপী অগ্নির কৃষ্ণত্ব। পূর্বেই দেখেছি যজ্ঞাগ্নি কৃষ্ণ নামেও অভিহিত হয়েছেন।

গরুড়ের অমৃত আহরণের ঘটনাও দুর্জ্ঞেয় নয়। সোম প্রসঙ্গে বিষয়টি বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে।[২] ঋগ্বেদে সুপর্ণ কর্তৃক সোম-আহরণের ঘটনা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হয়েছে। সুপর্ণ সূর্যকর্তৃক সোম অর্থাৎ সূর্যকিরণ আহরণ অথবা সোম বা চন্দ্র থেকে রশ্মি আহরণ বৈদিক কাহিনীর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব। মহাভারতে-পুরাণে সোম হোল অমৃত,—সুপর্ণ হোল গরুড়। অমৃত শব্দের অর্থান্তর মধুবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। সূর্যদেব এই বিদ্যার প্রবক্তা। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক গীতায় ব্যাখ্যাত ধর্ম ভাগবতধর্ম বা সাত্বতধর্ম—প্রকৃতপক্ষে সূর্যদেব প্রবর্তিত সৌরধর্ম। সূর্যরূপী গরুড় মধুবিদ্যা বা অমৃতবিদ্যা মর্তধামে প্রবর্তিত করে স্বর্গ থেকে অমৃত আনয়ন করে-ছিলেন। বৈদিক কাহিনী এইভাবে পুরাণে নূতনতররূপে প্রতিভাত হয়েছে।

১ স্কন্দপুঃ, রেবাখণ্ড—৭২।২২ ২ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম পর্ব—পৃঃ ৩৫৪-৫৮

বিষ্ণুপূজার প্রাচীনত্ব

বৈষ্ণবধর্ম একটি বিশেষ মতবাদরূপে ও বিষ্ণু-কৃষ্ণ পূজক বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করার বহুপূর্ব থেকেই বিষ্ণু-উপাসনা বা ভাগবত ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল। বৈদিক বিষ্ণু-উপাসনা যজ্ঞানুষ্ঠান মাত্র। পৃথক কোন বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে ছিল না। বৈদিক যুগের অনেক পরে বিষ্ণু ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করতে থাকলেন, ইন্দ্র বিষ্ণুকে তাঁর আসন ছেড়ে দিলেন। কিভাবে কবে ইন্দ্র দেবগোষ্ঠীর সম্মুখভাগ থেকে অন্তরালে চলে গেলেন আর বিষ্ণু এলেন প্রথম সারিতে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। নানা পণ্ডিত এ বিষয়ে নানাবিধ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

হেরাক্লিস ও কৃষ্ণ—কুইন্টাস্ কার্টিয়াস নামে একজন গ্রীক্ ঐতিহাসিক (খ্রীঃ ১ম শতাব্দী) লিখেছেন যে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যুদ্ধকালে পুরুর সৈন্যদল হেরাক্লিসের মূর্তি সামনে রেখে অগ্রসর হয়েছিলেন। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে হেরাক্লিসের মূর্তি প্রকৃতপক্ষে বাসুদেব-কৃষ্ণের মূর্তি। "এ প্রসঙ্গে হেরাক্লিস যে বাসুদেব-কৃষ্ণ সে বিষয়ে অনেকটা নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। পৌরবসৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোভাগে ইঁহার অবস্থান, এবং ইঁহাকে ত্যাগ করিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা যে নিতান্ত অন্যায় এই বিশ্বাস আমাদিগকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত যুদ্ধে অনিচ্ছুক অর্জুনকে উৎসাহ প্রদানকারী পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে পুরু নিজে এবং তাঁহার সৈন্যদলের এক বিশিষ্ট অংশ বাসুদেব-কৃষ্ণোপাসক ছিলেন।"[১]

হেরাক্লিস্ যদি কৃষ্ণ হন, তবে খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে কৃষ্ণ-বাসুদেব পূজার প্রচলন ছিল বলে গ্রহণ করতে হয়, প্রসিদ্ধ গ্রীক্ ঐতিহাসিক টলেমি (Ptolemy) (খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীর প্রথমভাগ) বলেছেন যে Bidaspes বা বিতস্তার তীরে Pandoouoi বা পাণ্ডব জাতি বাস করতো।[২] ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমান, টলেমি এখানে Pandoouoi বলতে বাসুদেব-কৃষ্ণের বিতস্তাতীরে বসবাসের কথা বলেছেন, কারণ পাণ্ডবগণ বিতস্তাতীরবাসী ছিলেন না।[৩]

১ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ৫৫
২ Ancient India, as described by Ptolemy, McCrindle, Ed, S. N. Mazumdar Sastri—page 121
৩ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ৫৬

মেগাস্থিনিস যমুনাতীরে মথুরা অঞ্চলে পাণ্ডবদের বসবাসের কথা উল্লেখ করেছেন, "Megasthenes, as cited by Pliny, mentions a great Pāndava Kingdom in the region of the Jamunā, of which Mathurā was probably the capital."[১]

মেগাস্থিনিস্ও কি পাণ্ডব বলতে যাদব-বৃষ্ণি জাতিকে বুঝিয়েছেন? গ্রীক্ ঐতিহাসিক Arrian কর্তৃক উদ্ধৃত মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে সৌরসেনেয় জাতি হেরাক্লিস দেবতার অনুরাগী ছিলেন, এঁদের জোবারিস নদীর উভয়তীরে মেথোরা ও ক্লিসোবোরা নামে দুটি নগর ছিল। "এই হেরাক্লিসকে সৌরসেনীরা (Sourasenoi) বিশেষভাবে পূজা করে; ইহারা একটি ভারতীয় জাতি; মথুরা (Methora) ও কৃষ্ণপুর (Kliesobra) নামক ইহাদিগের দুইটি নগর আছে, যমুনা (Jobares) নামক নৌচলনোপযোগী নদী ইহাদিগের দেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।"[২]

স্যর্ রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর, ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতদের অনুমান, 'সৌরসেনেয়' সাত্বত জাতিকে, 'হেরাক্লিস' কৃষ্ণকে, মেথোরা মথুরাকে, 'ক্লিসোবোরা' কৃষ্ণপুর বা গোকুলকে এবং 'জোবারিস' যমুনা নদীকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু McCrindle-এর মতে গ্রীক্ দেবতা Heracles শ্রীকৃষ্ণের আদর্শে নির্মিত, "There is unanimity of opinion that the Greek idea of Heracles was derived from that of Kṛishna."[৩]

Heracles গ্রীক্ দেবতা। তিনি Zeus-এর অবৈধ সন্তান। Heracles-এর মাতা Alcmene; Alcmene-র সঙ্গে Zeus এক রাত্রি বাস করেছিলেন। ফলে Heracles-এর জন্ম হয়।[৪] জিউস্ দেবতা হলেও Alcmene ছিলেন মানবী, "Alcmene; sixteenth in descent from the same Niobe, was the last mortal woman with whom Zeus lay."[৫] হেরা যদিও সপত্নীপুত্রটির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণা ছিলেন, তথাপি Zeus জন্মের পূর্বেই পুত্রের নাম করেছিলেন হেরাক্লস্—অর্থাৎ হেরার গৌরব—'Glory of Hera."[৬]

---

১ Ancient India, as described by Ptolemy—page 122

২ মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ—রজনীকান্ত গুহ—পৃঃ ৪৭

৩ Ancient India as described by Megasthenes and Arrian (Revised Edn.)—Page 325

৪ Greek Myths, II, Robert Graves—page 85

৫ ঐ পৃঃ ৮৬

৬ ঐ

গ্রীক্‌পুরাণে Heracles-এর বহু বীরকর্মের বিবরণ আছে। তন্মধ্যে একটি শৈশবে প্রবল শক্তিতে হেরার স্তনদুগ্ধ আকর্ষণ, "Heracles drew with such a force that she flung him down in pain, and a spurt of milk flew across the sky and became the milky way." এই ঘটনাটি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পুতনাবধ আখ্যানের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করে।

Heracles-এর আর একটি কীর্তি Hydra বধ। "The Hydra had a prodigious dog-like body, and eight or nine snaky heads, one of them immortal ; but some credit it with fifty or one hundred, or even ten thousand heads. At all events, it was so venomous that its very breath, or the smell of its tracks, could destroy life,"[২]

হেরাক্লিস্ কর্তৃক হাইড্রাবধ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কালিয়দমনের কাহিনী স্মরণ করায়। হেরাক্লিসের দ্বাদশটি বীরকর্মের মধ্যে দশম কর্ম আথিয়া থেকে গেরিয়নের গোসম্পদ উদ্ধার, "Heracles's Tenth Labour was to fetch the famous cattle of Geryon from Erytheia, an Island near the ocean stream, without either demand or payment."[৩]

হেরাক্লিস্ কর্তৃক গোধন উদ্ধার শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ, ব্রহ্মার অবরোধ থেকে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গাভী উদ্ধার, বলের অবরোধ থেকে ইন্দ্র কর্তৃক গোধন উদ্ধার প্রভৃতি ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। হেরাক্লিস্ গ্রীক্‌দের অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতা। Euthedemus প্রমুখ গ্রীক্ নৃপতিদের মুদ্রায় হেরাক্লিসের যে প্রতিকৃতি পাওয়া যায় তাতে হেরাক্লিস দণ্ডহস্ত পেশীবহুল দেহবিশিষ্ট মহাবীর রূপেই প্রতীয়মান। কিন্তু আকৃতির দিক থেকে হিন্দুদের কৃষ্ণের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য চোখে পড়ে না। জন্ম বা গুণকর্মের দিক থেকেও হেরাক্লিসের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পার্থক্য বিপুল। কিছু কিছু সাদৃশ্যও অবশ্য চোখে পড়ে। Heracles যে শ্রীকৃষ্ণের গ্রীক্ রূপান্তর McCrindle-এর এই অভিমত মোটামুটি স্বীকার করতেই হয়। তা না হলে কার্টিয়াসের বিবরণ অনুসারে পুরুরাজের সৈন্যদের পুরোভাগে হেরাক্লিসের মূর্তিস্থাপন অথবা মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুসারে পাণ্ডব বা সৌরসেনয়ীদের হেরাক্লিস পূজার তাৎপর্য অনুধাবন করা দুষ্কর। যদি কৃষ্ণকে গ্রীকেরা হেরাক্লিস্ নামে উল্লেখ করে থাকেন, তাহলে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ

১ Greek Myths, II—page 90 ২ Greek Myths, II—page 108
৩ Greek Myths, II—132

শতাব্দীতে কৃষ্ণপূজা প্রচলিত ছিল একথা স্বীকার করতে অসুবিধা হয় না। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বাসুদেব-কৃষ্ণ পূজার প্রমাণ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী থেকেও পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বাসুদেব-কৃষ্ণপূজার অস্তিত্বে প্রায় সকল পণ্ডিতই বিশ্বাসী। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন, "ডাক্তার বিউহলারের মতে জৈনধর্মের আবির্ভাবের অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্বে নারায়ণ ও দেবকী-পুত্র কৃষ্ণের উপাসনামূলক ভাগবতধর্ম বর্তমান ছিল। বৌধায়নের গৃহ্যসূত্রে আছে, "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়"—এই দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র জপ করলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। অতএব বৌধায়নের পূর্বে বাসুদেব পূজা সর্বজনমান্য হয়েছিল। কালের মতে বৌধায়নের সময় খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম বা সপ্তম শতাব্দী, আর তিলকের মতে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী। মৈত্র্যপনিষদে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, রুদ্র, বিষ্ণু, অচ্যুত, নারায়ণ—ইহারা ব্রহ্মই। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে রুদ্রের কিম্বা বিষ্ণুর কোন না কোন স্বরূপের উপাসনা ভাগবতধর্ম বাহির হইবার পূর্বেই শুরু হইয়াছিল।"[১]

ভাগবত-ধর্ম বা বিষ্ণুপূজার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তক্ষশীলা-নিবাসী গ্রীকদূত হেলিওডোরাস (Helio odorus) প্রতিষ্ঠিত বেসনগরে গরুড়ধ্বজ স্তম্ভলিপি। গ্রীকদূত হেলিওডোরাস ছিলেন ভাগবতধর্মে বিশ্বাসী,—তিনি বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে বিষ্ণুর প্রতীক গরুড়ধ্বজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই স্তম্ভে লিখিত আছে—

দেবদেবস বাসুদেবস গরুড়ধ্বজে অয়ংকারিতে ইঅ
হেলিওদোরেণ ভাগবতেন দিয়সপুত্রেণ তক্ষসিলাকেন
যোনদূতেন আগতেন···।[২]

—তক্ষশিলানিবাসী সমাগত যবনদূত দিয়ের পুত্র ভাগবতধর্মাবলম্বী হেলিওদোরাসের দ্বারা দেবদেব বাসুদেবের গরুড়ধ্বজ অলংকৃত (প্রতিষ্ঠিত) হোল।

বেসনগর ও তন্নিকটবর্তী স্থানে প্রাপ্ত ভগ্ন প্রস্তরস্তম্ভগুলি থেকে বাসুদেব, সংকর্ষণ এবং প্রদ্যুম্নের মন্দিরের কথা জানা যায়। অর্ধভগ্ন তালধ্বজ ও মকরধ্বজ স্তম্ভদুটি সংকর্ষণ ও প্রদ্যুম্নের প্রতীকরূপে সংকর্ষণ ও প্রদ্যুম্নের পূজার সাক্ষ্য বহন করছে।

পাণিনিকৃত সূত্র 'অল্পাচ্‌তরম্‌' (২।২।৩৪)-এর ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি লিখেছেন,

---

১ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—পৃঃ ৬৬
২ Select Inscriptions, D. C. Sirkar (C. U.), 1942—page 90

"মৃদঙ্গশঙ্খতুণবাঃ পৃথঙ্‌নদন্তি সংসদি প্রাসাদে ধনপতিরামকেশবানাম্।"—ধনপতি (কুবের) রাম (বলরাম) ও কেশব (কৃষ্ণ-বিষ্ণু)-এর মন্দিরে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, তুণব প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদিত হোত।

সুতরাং খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাসুদেব-কৃষ্ণের পূজা এবং ভাগবতধর্ম এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। আর কার্টিয়াস ও মেগাস্থিনিস বর্ণিত হেরাক্লিসের মূর্তি যদি কৃষ্ণ-বাসুদেবের মূর্তি হয় তবে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেও কৃষ্ণ-বাসুদেবের ব্যাপক পূজা প্রচলন সম্ভব হয়েছিল। সেইরূপ ক্ষেত্রে কৃষ্ণ-বাসুদেবের দেবত্ব প্রতিষ্ঠা আরও অনেক পূর্বেই সম্ভব হয়েছিল বলে স্বীকার করতে হবে।

ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে চতুর্ব্যূহ পূজা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতেই প্রচলিত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে বা তাহার পূর্ব হইতেই পঞ্চরাত্র ধর্মমতের বিশিষ্ট অংশ ব্যূহবাদ পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল এবং কয়েকটি প্রামাণ্য পঞ্চরাত্র গ্রন্থও গুপ্তযুগের গোড়ার দিকে রচিত হইয়াছিল।"[১]

কিশোর কৃষ্ণ বা বালকৃষ্ণের উপাসনা নিশ্চয়ই অনেক পরবর্তীকালের, রাধাকৃষ্ণের উপাসনা আরও পরের; সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর।

বিষ্ণু উপাসনা বৌদ্ধ ও জৈনধর্মেও প্রবিষ্ট হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মে বিষ্ণু উচ্চাসন লাভ করতে পারেন নি। ক্রমে ভাগবতধর্ম বা বিষ্ণু-উপাসনা জাভা, বলি প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জেও প্রসারিত হয়ে পড়ে। অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে বিষ্ণুও মন্দিরসমূহে স্থান স্বয় নিয়েছেন। সিংহলের বৌদ্ধ মন্দিরেও বুদ্ধ মূর্তির সঙ্গে বিষ্ণুর মূর্তি আসন দখল করে নিয়েছেন।

---

১ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ৩৮

ব্রহ্মা

পদ্মযোনি ব্রহ্মা—ত্রিমূর্তির অন্যতম সৃষ্টিকর্তা বিধাতা ব্রহ্মা জন্মেছিলেন বিষ্ণুর নাভিপদ্মে। প্রলয়জলে অনন্ত শয্যায় সমাসীন থাকেন ভগবান বিষ্ণু,—আর বিষ্ণুর নাভিপদ্মে উপবিষ্ট থাকেন ব্রহ্মা। বিষ্ণুর নাভিপদ্মে জন্ম বলেই ব্রহ্মা পদ্মযোনি। ব্রহ্মার জন্ম সম্পর্কে পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি বৈচিত্র্যময়। কূর্ম-পুরাণের আখ্যানভাগে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্মে সমাসীন হয়েছিলেন এক আশ্চর্য ঘটনায়। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পরস্পরের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বিবদমান হওয়ায় শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের উদ্দেশ্যে বিষ্ণু ব্রহ্মার উদরমধ্যে প্রবেশ করে ত্রিলোক দর্শন করলেন, ব্রহ্মাও বিষ্ণুর উদরমধ্যে প্রবেশ করে অনন্তলোক দর্শন করলেন। তখন বিষ্ণু তাঁর দেহের সকল দ্বার অবরোধ করায় ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিদ্বার দিয়ে বহির্গত হলেন।

তেতো দ্বারাণি সর্বাণি পিহিতানি মহাত্মনা।
জনার্দনেন ব্রহ্মাসৌ প্রবিশ্য কনকাণ্ডজঃ।
উজ্জহারাত্মনো রূপং পুষ্করাচ্চতুরাননঃ॥[১]

—তারপর মহাত্মা জনার্দনের দ্বারা সকল দেহদ্বার রুদ্ধ হলে ব্রহ্মা তাঁর নাভির দ্বার লাভ করলেন। যোগবলে স্বর্ণাণ্ডজাত ব্রহ্মা সেখানে প্রবেশ করে পদ্ম থেকে নিজের রূপ উদ্ধার করলেন।

সৌরপুরাণে (২৪ অঃ) মহাপ্রলয়ে জলময় বিশ্বে অনন্তশয্যায় শয়ান বিষ্ণুর নাভিতে শতযোজন বিস্তৃত দিব্যগন্ধময় পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হয়েছিল।

নারায়ণো মহাযোগী শেতে তস্মিংস্তমোময়ে।
যোগনিদ্রাং সমাসাদ্য শেষাহিশয়নে দ্বিজাঃ।
উদ্ভূতং পঙ্কজং তস্য নাভৌ ভগবতো হরেঃ।
দিব্যগন্ধসমোপেতং শতযোজনবিস্তৃতম্॥

—সেই তমোময় মহাসমুদ্রে মহাযোগী নারায়ণ শেষনাগকে আশ্রয় করে যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। সেই সময়ে ভগবান হরির নাভিতে পদ্ম উদ্ভূত হয়েছিল,—সেই পদ্ম দিব্যগন্ধময়, শতযোজন বিস্তৃত।

১ কূর্মপুঃ, পূর্বভাগ—৬।২৭-২৮

এইভাবে দিব্যবর্ষশত অতিক্রান্ত হলে ব্রহ্মা সেখানে এলেন এবং হাত দিয়ে বিষ্ণুকে জাগ্রত করে জিজ্ঞাসা করলেন, এই মহাসমুদ্রে তুমি কে হে? পিতামহ এই কথা বললে ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করে তন্মধ্যে লোকসমূহ দর্শন করলেন। ব্রহ্মোদরে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করে বেরিয়ে এসে বিস্মিত বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বললেন, তুমিও আমার দেহে প্রবেশ করে দেখ। ব্রহ্মাও প্রবেশ করে বিষ্ণুর উদরে সকল লোক দেখে বিস্মিত হয়ে বাইরে আসার পথ রুদ্ধ দেখলেন; তখন তিনি নাভিপদ্মের নাল দেখতে পেলেন, সেই পথে নির্গত হয়ে ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ ব্রহ্মা বেরিয়ে এসে পদ্মের উপরে বসে শোভা পেতে লাগলেন।

প্রবিশ্য ভুবনান্ সর্বান্ দৃষ্ট্বাভূদ্বিস্মিতো বিধিঃ।
নাপশ্যন্নির্গমদ্বারং পিহিতানি চ চক্রাণি॥
ততোঽহসৌ নাভিপদ্মস্য নালমার্গমবিন্দত।
তেন মার্গেণ নির্গত্য ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ॥
রেজে পঙ্কজমধ্যস্থো দেবদেব পিতামহঃ॥[১]

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (২৪ অঃ) একই কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। এখানেও বিষ্ণুর উদরস্থ ব্রহ্মা বহির্গমনের সকল পথ রুদ্ধ দেখে সূক্ষ্ম দেহে নাভির দ্বারে পদ্মসূত্রের মার্গে বাইরে এসে পদ্মের উপরে শোভা পেতে লাগলেন।

ততো দ্বারাণি সর্বাণি পিহিতাণ্যুপলক্ষ্য হি।
সূক্ষ্মং কৃত্বাত্মনো রূপং নাভ্যাং দ্বারমবিন্দত॥
পদ্মসূত্রানুমার্গেণ নানুগম্য পিতামহঃ।
উজ্জহারাত্মনো রূপং পুষ্করাচ্চতুরাননঃ।
বিররাজারবিন্দস্থঃ পদ্মগর্ভসমদ্যুতিঃ॥[২]

মৎস্যপুরাণানুসারে ভগবান বিষ্ণু মহাসলিলে যখন তপোনিমগ্ন ছিলেন সেই সময়ে তিনি নাভিদেশে সূর্যতুল্য সহস্রদলসমন্বিত হিরণ্ময় পদ্ম সৃষ্টি করেন—

পদ্মং নাভ্যুদ্ভবঞ্চৈকং সমুৎপাদিতবাংস্তদা।
সহস্রপর্ণং বিরজং ভাস্করাভং হিরণ্ময়ম্॥
হুতাশনজ্বলিতশিখোজ্জ্বলৎপ্রভ-
মুপস্থিতং শরদমলার্কতেজসম্।
বিরাজতে কমলমুদারবর্চসম্।
মহাত্মনস্তনুরুহচারুদর্শনম্॥[৩]

১ সৌরপুঃ—২৪।১৮ ২ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—২৪।৩৩-৩৫ ৩ মৎস্যপুঃ—১৬৮।১৫-১৬

—নাভি থেকে জাত পদ্ম তিনি উৎপাদন করলেন। সেই পদ্ম সহস্রপর্ণ-বিশিষ্ট, বিমল স্বর্ণময় সূর্যতুল্য। সেই মহাত্মার দেহের রোমের মত সুন্দর, অগ্নির জ্বলিত শিখার মত উজ্জ্বল, শরৎকালের সূর্যের মত তেজোময় অতিতেজার সেই কমল শোভা পেতে লাগলো।

তারপর বিষ্ণু প্রচুর তেজ সম্পন্ন সর্বলোকের সৃষ্টিকর্তা সর্বময় মুখবিশিষ্ট ব্রহ্মাকে সৃষ্ট করলেন,—

তস্মিন্ হিরণ্ময়ে পদ্মে বহুযোজনবিস্তৃতে।
সর্বতেজোগুণময়ং পার্থিবৈর্লক্ষণৈর্বৃতম্ ॥[১]

এই পদ্মের উপরে বসেই ব্রহ্মা দেব ঋষি, মানব, প্রভৃতি বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন। সেই সময়ে মধুকৈটভ নামক দৈত্যদ্বয় ব্রহ্মাকে আক্রমণ করায় ব্রহ্মার স্তবে জাগ্রত হয়ে বিষ্ণু সেই দৈত্যদ্বয়কে স্বীয় উরুতে স্থাপন করে হত্যা করেন।

খিল হরিবংশে (ভবিষ্যপর্ব, ১১-১২ অঃ) একই বৃত্তান্ত। মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীর উপাখ্যানে বিষ্ণুর নাভিকমলে স্থিত ব্রহ্মাকে বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে জাত মধু ও কৈটভ দৈত্যদ্বয় আক্রমণ করেছিল।

যোগনিদ্রাং যদাবিষ্ণুর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
আস্তীর্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ ॥
তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ।
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ ॥
স নাভিকমলে বিষ্ণো স্থিতো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ।[২]

—কল্পান্তে যখন জগৎ এক সমুদ্রে পরিণত হয়েছিল, সেই সময়ে বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে জাত ভয়ংকর মধুকৈটভ নামে দুই অসুর ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থান করছিলেন।

হরিবংশে (হরিবংশ পর্ব) স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা নিজেই স্বসৃষ্ট মহাসলিলে অনন্তশয্যায় আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং অণ্ডমধ্যস্থিত হয়ে এক দৈববৎসর হিরণ্যগর্ভরূপে বাস করে অণ্ডকে দ্বিধা বিভক্ত করে আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন—

হিরণ্যবর্ণমভবত্তদণ্ডমুদকেশয়ম্।
তত্র যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূরিতি নঃ শ্রুতম্ ॥

১ মৎস্যপুঃ—১৬৯।২ ২ মার্কণ্ডেয়—৮১ অঃ

হিরণ্যগর্ভো ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
তদণ্ডমকরোদ্বৈধং দিবং ভুবমথাপি চ ॥[১]

বরাহপুরাণ মতে জলশায়ী নারায়ণের নাভিপদ্মেই ব্রহ্মার জন্ম—

এবম্ভূতস্য মে দেবি নাভিপদ্মে চতুর্মুখঃ।
উত্তস্থৌ স ময়া প্রোক্তঃ প্রজাঃ সৃজ মহামতে ॥[২]

—এইরূপ জলশায়ী আমার নাভিপদ্মে, হে দেবি, চতুর্মুখ ব্রহ্মা উত্থিত হলেন, তাঁকে আমি (বিষ্ণু) বললাম, হে মহামতি, প্রজা সৃষ্টি কর।

বিষ্ণুপুরাণ বলছেন, সকল জগতের আদিভূত ঋক্‌সামযজুর্বেদময় ভগবান বিষ্ণুময় ব্রহ্মের মূর্তি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—"সকল জগতামনাদিরাদিভূত ঋগ্‌যজুঃসামাদিময়ো ভগবদ্‌বিষ্ণুময়স্য ব্রহ্মণো মূর্তিরূপং হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মাণ্ডতো ভগবান্ ব্রহ্মা প্রাগ্‌বভূব।"[৩]

অণ্ডমধ্যে ব্রহ্মার জন্ম—মনুসংহিতায় (১ম অধ্যায়) যে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে, তাতে মহাসলিলে ভাসমান হিরণ্ময় অণ্ডের অভ্যন্তরে জগৎস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মার জন্ম হয়।

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ ॥
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ ॥
যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ ॥
সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ॥
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ ॥
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্বং তেন নারায়ণ স্মৃতঃ ॥
যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
তদ্বিষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্যতে ॥

---

১ হরিবংশপর্ব—১।২৯-৩০ ২ বরাহপুঃ—২।১৩ ৩ বিষ্ণুপুঃ, চতুর্থ অংশ—১।৪

তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাত্তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা ॥
তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্মমে।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চষ্টবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্ ॥[১]

—এই দৃশ্যমান বিশ্বসংসার (এক সময়ে) তমসাচ্ছন্ন ছিল, তাহা ছিল জ্ঞানের অতীত এবং তাহা কোন লক্ষণ দ্বারা অনুমেয় ছিল না বা অন্য কোন রূপে জানিবার যোগ্যও ছিল না, যেন সর্বতোভাবে প্রগাঢ় নিদ্রায় মগ্ন ছিল। তৎপরে (এই প্রলয়াবস্থার পর) স্বয়ম্ভূ (স্বেচ্ছায় লীলাবিগ্রহধারী পরমাত্মা) অব্যক্ত (সূক্ষ্মরূপী) ভগবান (ষড়ৈশ্বর্যশালী) (আকাশাদি) মহাভূত প্রভৃতিকে প্রকাশিত করিয়া অপ্রতিহততেজাঃ এবং প্রলয়াবস্থার বিনাশকরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। যিনি বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর (মনোমাত্রগ্রাহ্য), সূক্ষ্ম, অব্যক্ত ও নিত্য, সেই সর্বভূতময় অচিন্ত্যনীয় পুরুষ স্বয়ংই প্রথমে (মহৎ প্রভৃতি রূপে) স্বশরীরে প্রকাশিত হইলেন।

তিনি নিজ শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় ধ্যানযোগে প্রথমে জলের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে আপনার বীজ (শক্তি) নিক্ষেপ করিলেন। সেই বীজ স্বর্ণময় সূর্যের মত প্রভাবিশিষ্ট এক অণ্ডে পরিণত হইল। সেই অণ্ডে পরমাত্মা স্বয়ং সর্বলোকপিতামহ (সমস্ত লোকের জনক) ব্রহ্মারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।

নারা শব্দে অপ্ (জল) সমূহকে বলা হইয়া থাকে, কারণ জলসমূহ নরের অর্থাৎ পরমাত্মার (পরমাত্মাই প্রথম জল সৃষ্টি করেন, নর শব্দের উত্তর অপত্যার্থে প্রত্যয় করিলে 'নারা' এই পদ সিদ্ধ হয়)। এই নারা—জলসমূহ প্রথম অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় ছিল বলিয়া ব্রহ্মাকে নারায়ণ বলা হয়। যিনি আদি কারণ, অব্যক্ত (অতি সূক্ষ্ম), নিত্য ও অসৎ (ভাব ও অভাব উভয়েরই) স্বরূপ, তৎকর্তৃক (সেই পরমাত্মা কর্তৃক) প্রথম উৎপাদিত বলিয়া ঐ পুরুষকে লোকে ব্রহ্মা বলিয়া থাকে। ভগবান ব্রহ্মা সেই অণ্ডে (ব্রহ্মপরিমাণে) সংবৎসরকাল বাস করিয়া নিজ ধ্যান বলে উহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন।

তিনি সেই (দুই ভাগে) বিভক্ত অণ্ডের ঊর্ধ্বখণ্ডে স্বর্গলোক এবং নিম্নখণ্ডে

---

১ মনুঃ—১।৫-১৩

ভূলোক নির্মাণ করিলেন, মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক এবং শাশ্বত জলস্থান (সমুদ্রাদি) সৃজন করিলেন।[১]

ব্রহ্মাই নারায়ণ—স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা এইভাবে নারায়ণরূপে মহাসলিলে সৃষ্টির আদিতে শয়ান ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড শব্দের অর্থ স্পষ্ট। অণ্ড মধ্যে ব্রহ্মা ছিলেন সমাসীন। সেই ব্রহ্মাণ্ডকে দ্বিধা বিভক্ত করে হোল আকাশ ও পৃথিবী। আকাশ ও পৃথিবীর মিলিতরূপে অণ্ডাকারত্বই এই কল্পনার মূলে। অণ্ডাকার আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে সূর্য হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মারূপে ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভে ছিলেন। পরে তিনি প্রজাসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেছিলেন। নারায়ণ বা বিষ্ণুর অনন্তশয্যায় শয়নের তাৎপর্যও এই উপাখ্যান থেকে ধরা পড়ে।

বিষ্ণুপুরাণে প্রজাপতি ব্রহ্মাই নারায়ণ। ব্রহ্মাই নারায়ণরূপে সৃষ্টিকার্য করেছিলেন। মৈত্রেয় বললেন—

ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যোঽসৌ কল্পাদৌ ভগবান্ যথা।
সসর্জ সর্বভূতানি তদাচক্ষ মহামুনে॥[২]

—হে মহামুনে, নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ ভগবান্ ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিতে যে ভাবে সকল জীব সৃষ্টি করেছিলেন, তা বলুন।

ব্রহ্মার সৃষ্টি বর্ণনা করতে গিয়ে পরাশর বললেন :

প্রজাঃ সসর্জ ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ।
প্রজাপতিপতির্দেবো যথা তন্মে নিশাময়॥
অতীত কল্পাবসানে নিশাসুপ্তোত্থিতঃ প্রভুঃ।
সত্ত্বোদ্রিক্তস্তথা ব্রহ্মা শূন্যং লোকমবৈক্ষত॥
নারায়ণ পরোঽচিন্ত্যঃ পরেষামপি স প্রভুঃ।
ব্রহ্মস্বরূপী ভগবাননাদিঃ সর্বসম্ভবঃ॥
ইমং চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি।
ব্রহ্মস্বরূপিণং দেবং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্॥
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥
তোয়ান্তঃ স মহীং জ্ঞাত্বা জগত্যেকার্ণবে প্রভুঃ।
অনুমানাৎ তদুদ্ধারং কর্তুকামঃ প্রজাপতিঃ॥

১ অনুবাদ—শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, আর্যশাস্ত্র সং ২ বিষ্ণুপুঃ, ১ম অংশ—৪।১

অকরোৎ স তনূমন্যাং কল্পাদিষু যথা পুরা।
মৎস্যকূর্মাদিকাং তদ্বৎ বরাহং বপুরাস্থিতঃ॥
বেদযজ্ঞময়ং রূপমশেষজগতঃ স্থিতৌ।
স্থিতঃ স্থিরাত্মা সর্বাত্মা পরমাত্মা প্রজাপতিঃ॥
জনলোকগতৈঃ সিদ্ধৈঃ সনকাদৈরভিষ্টুতঃ।
প্রবিবেশ তদা তোয়মাত্মাধার ধরাধরঃ॥[১]

—প্রজাপতি দেব নারায়ণাত্মক ব্রহ্মা যে প্রকারে প্রজাসৃষ্টি করিলেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। অতীত কল্পের অবসানে নিশাসুপ্তোত্থিত এবং সত্ত্বোদ্রিক্ত প্রভু ব্রহ্মা লোক শূন্য অবলোকন করিলেন। তিনিই নারায়ণ, পর, অচিন্ত্য, শ্রেষ্ঠ, সকল লোকের প্রভু, ব্রহ্মস্বরূপী ভগবান অনাদি এবং সর্বসম্ভব। জগতের প্রভবাপ্যয় (উৎপত্তি ও লয়স্থান) দেব ব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণের প্রতি পণ্ডিতেরা এই শ্লোক উদাহরণ দিয়া থাকেন। অপ্‌কে নার কহা যায়, যেহেতু অপ্ (জল) নর (পুরুষোত্তম) হইতে উৎপন্ন, সেই নার তাঁহার পূর্ব অয়ন (আশ্রয়) এজন্য তিনি নারায়ণ নামে স্মৃত। জগৎ একার্ণব হইলে সেই প্রভু প্রজাপতি পৃথিবীকে তোয়ান্তর্বর্তিনী জানিয়া তদুদ্ধার কামনা করিলেন এবং অশেষ জগতের স্থিতিকার্যে স্থিত স্থিরাত্মা, সর্বাত্মা, পরমাত্মা, আত্মাধার ধরাধর প্রজাপতি পূর্বকল্পাদিতে যেমন মৎস্যকূর্মাদিরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বেদযজ্ঞময় দেহ অবলম্বনপূর্বক জনলোকগত সনকাদি সিদ্ধপুরুষ কর্তৃক অভিষ্টুত (সম্যক্ স্তুত) হইয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন।[২]

অতএব বিষ্ণুপুরাণমতে ব্রহ্মা শুধু নারায়ণের সঙ্গে অভিন্ন নন, তিনিই মৎস্যাদি অবতাররূপ পরিগ্রহ করেছিলেন। বরাহ অবতারও ব্রহ্মার অবতার। রামায়ণেও ব্রহ্মাই বরাহ মূর্তি পরিগ্রহ করেছিলেন এবং প্রাণিবর্গ সহ সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন—

সর্বং সলিলমেবাসীৎ পৃথিবী তত্র নির্মিতা।
ততঃ সমভবৎ ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্দৈবতৈঃ সহ॥
স বরাহস্ততোভূত্বা প্রোজ্জহার বসুন্ধরাম্।
অসৃজচ্চ জগৎ সর্বং সহ পুত্রৈঃ কৃতাত্মভিঃ॥[৩]

১ বিষ্ণুপুঃ, ১ম অংশ—৪।২-১০ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
৩ রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড—১১০।৩-৪

—সবই যখন জলপ্লাবিত ছিল, তখন পৃথিবী নির্মিত হোল। তারপর স্বয়ম্ভূ দেবগণের সঙ্গে জন্মালেন, তিনি বরাহরূপে বসুন্ধরা উদ্ধার করলেন এবং স্বসৃষ্টপুত্রগণের সঙ্গে সকল জগৎ সৃষ্টি করলেন।

মহাভারতে অবশ্য বরাহরূপ ধারণ করেছিলেন বিষ্ণুই।[১]

রামায়ণে আর একস্থলে (উত্তরকাণ্ড, ৭৬ সর্গ) প্রজাপতি ব্রহ্মাই অনন্তশয্যায় শায়িত হয়ে মধুকৈটভ বধ করেছিলেন। শত্রুঘ্ন লবন দৈত্য বধ করার পরে লবনের রাজ্যে শত্রুঘ্নকে অভিষিক্ত করে রামচন্দ্র লবনঘাতক অমোঘ শর সম্পর্কে শত্রুঘ্নকে বলেছিলেন—

সৃষ্টঃ শরোঽয়ং কাকুৎস্থ যদা শেতে মহার্ণবে।
স্বয়ম্ভূরজিতো দিব্যো যন্নাপশ্যন্ সুরাসুরাঃ॥
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং তেনায়ং হি শরোত্তমঃ।
সৃষ্টঃ ক্রোধাভিভূতেন বিনাশার্থং দুরাত্মনোঃ॥
মধুকৈটভয়োবীর বিঘাতে সর্বরক্ষসাম্।
স্রষ্টুকামেন লোকাংস্ত্রীংস্তৌচানেন হতৌ যুধি॥[২]

—হে কাকুৎস্থ। যখন অজিত স্বয়ম্ভূ দিব্যরূপে মহাসমুদ্রে শয়ন করেছিলেন, সেই সময়ে তিনি শর সৃষ্টি করেছিলেন, সুরাসুর তাঁকে দেখতে পায় নি। সকল জীবের অদৃশ্য এই শ্রেষ্ঠ বাণ ক্রোধাভিভূত প্রজাপতি দুরাত্মাদ্বয়ের বিনাশের নিমিত্ত সৃষ্টি করেছিলেন। হে বীর, মধু ও কৈটভের এবং রাক্ষসদের কাছ থেকে বাধা পেয়ে ত্রিলোক সৃষ্টিতে ইচ্ছুক প্রজাপতি এই শর সৃষ্টি করেছিলেন, এর দ্বারাই দানবদ্বয় নিহত হয়েছিল।

প্রজাপতির অনন্ত শয্যায় শয়ন সম্পর্কে রামায়ণের তিলকটীকায় বলা হয়েছে,—"মহার্ণবে শয়নঞ্চ বায়ুরূপেণ। প্রজাপতির্বায়ুর্ভূত্বা চরেদিতি শ্রুতেরিতি কতকঃ।"—বায়ুরূপে মহার্ণবে শয়ন। প্রজাপতি বায়ুরূপে বিচরণ করেন, এরূপ শ্রুতিবাক্য আছে,—এই বক্তব্য কতকের।

এই ব্যাখ্যাতেও মহাসমুদ্র মহাকাশ,—সেখানে বায়ুরূপে প্রজাপতি বিচরণ করেন। সূর্যাগ্নিই বায়ুরূপে মহাশূন্যে বিচরণ করেন। মহাভারতে শান্তিপর্বে (৩৪১ অঃ) বিষ্ণুর কৃপায় তাঁর নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জন্ম আবার ব্রহ্মার ললাট থেকে রুদ্রের উদ্ভব। এখানে পরিষ্কারভাবে কপর্দী, জটিল, মুণ্ড, শ্মশানবাসী,

১ মহাঃ, বনপর্ব—১৪২ অঃ ২ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—৭৭।২০-২২

উগ্রব্রতধর, যোগী, দক্ষযজ্ঞহর, ভগনেত্রহর রুদ্রকে নারায়ণ বলা হয়েছে এবং আরও বলা হয়েছে যে শিবের পূজা হলেই নারায়ণ পূজিত হন। মহাভারতেরই অপর এক স্থানে ব্রহ্মা ধাতা এবং ঈশান—

ধাতৈব খলু ভূতানাং সুখদুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে।
দধাতি সর্বমীশানঃ পুরস্তাৎ শুক্রমুচ্চরন্ ॥[১]

—ধাতা সকল ভূতের সুখ, দুঃখ, প্রিয়, অপ্রিয় ধারণ করে থাকেন পূর্বকল্পিত কর্মবীজ অনুসরণ করে সকলের ঈশানরূপে প্রকটিত।

রামায়ণে প্রজাপতিও স্রষ্টা, শংকরও স্রষ্টা—

প্রজাপতিস্তৎ সসৃজে তপসোঽন্তে মহাতপাঃ
শংকরস্ত্বসৃজত্তাত প্রজাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ ॥
নাস্তি কিঞ্চিৎ পরং ভূতং মহাদেবাদ্বিশাম্পতে ॥

—তপস্যার অন্তে প্রজাপতি জগৎ সৃষ্টি করলেন। শংকর সৃষ্টি করলেন স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রজা। হে রাজন্ মহাদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর নেই।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থিত ব্রহ্মা স্বয়ং আদিত্য,—"আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশস্তস্যোপব্যাখ্যানম্ অসদেবেদমগ্র আসীৎ, তৎ সদাসীৎ, তৎসমভবত্তদাণ্ডং নিরবর্তত তৎ সম্বৎসরস্য মাত্রামশয়ত, তন্নিরভিদ্যত, তে আণ্ডকপালে রজতঞ্চ সুবর্ণঞ্চাভবতাম্। তদ্যদ্রজতং সেয়ং পৃথিবী, যৎ সুবর্ণং সা দ্যৌর্যজ্জরায়ু তে পর্বতা যদুল্বং তৎ সমেঘো নীহারো যা ধমনয়স্তা নদ্যো যদ্বাস্তেয়মুদকং স সমুদ্রঃ।"[৩]

—আদিত্য ব্রহ্ম এই আদেশ ব্যাখ্যাত হচ্ছে—পূর্বে অসৎ (নিরাকার) ছিল, তখন সৎ আবির্ভূত হলেন, সৎ অণ্ড হলেন, সেই অণ্ড সম্বৎসর থাকলো, তারপর দু'ভাগে বিভক্ত হোল। অণ্ডের দুই কপাল ঊর্ধ্ব ও অধোভাগ রজত ও সুবর্ণময় ছিল। রজতময় কপাল হোল পৃথিবী, সুবর্ণময় কপাল দ্যুলোক বা আকাশ, জরায়ু হোল পর্বত, উল্ব (গর্ভের বেষ্টনী) মেঘ বা শিশির, ধমনী হোল নদী, বাস্তেয় জল (মূত্র) হোল সমুদ্র।

এই রূপক কাহিনীতে আকাশ ও পৃথিবী মিলে যে ব্রহ্মের অণ্ড সেই অণ্ডের মধ্যস্থিত সূর্যরূপী ব্রহ্ম পৃথিবীস্থিত সকল পদার্থের সৃষ্টিকর্তারূপে বর্ণিত হয়েছে। উপনিষদের অণ্ডমধ্যস্থিত ব্রহ্ম পুরাণে হলেন ব্রহ্মা।

---

১ মহাঃ, বনপর্ব—৩০।২২ ৩ ছাঃ উঃ—৩।১৯।১-২

মহাভারতে ব্রহ্মা—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক—সর্বদেবময়। সকল দেবসত্তা ব্রহ্মাতেই একাকার হয়ে গেছেন।

দেবাসুরগুরুর্দেবঃ সবভূতনমস্কৃতঃ।
অচিন্ত্যোঽথাপ্যনির্দেশ্যঃ সর্বপ্রাণো হ্যযোনিজঃ ॥
পিতামহো জগন্নাথঃ সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ সতী।
বেদভূরথ কর্তা চ বিষ্ণুর্নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥
উমাপতির্বিরূপাক্ষ স্কন্দ, সেনাপতিস্তথা।[১]

—দেবাসুরের গুরু সকল প্রাণীর দ্বারা নমস্কৃত, অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য, সকলের প্রাণ, অযোনিসম্ভব, পিতামহ, জগন্নাথ, সাবিত্রীপতি, বেদের জনক, বিষ্ণু, নারায়ণ, উমাপতি, বিরূপাক্ষ, স্কন্দ-সেনাপতি।

বৌধায়নকৃত গৃহ্যসূত্রে ব্রহ্মার নাম হিসাবে পাই—ব্রহ্মা, প্রজাপতি, পরমেষ্ঠী, স্থাণু, শিব ও শর্ব।[২] বৌধায়নের ধর্মসূত্রে ব্রহ্মা, চতুর্মুখ, পরমেষ্ঠী, হিরণ্যগর্ভ ও স্বয়ম্ভূ—এই পাঁচটি নাম পাই।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সর্বত্রস্থ একাত্মতা থেকে ব্রহ্মার স্বরূপ সূর্যালোকের মতই ভাস্বর হয়ে ওঠে, পৃথক পর্যালোচনার প্রয়োজন হয় না। যদিও বেদে ব্রহ্মা নামে কোন দেবতার অস্তিত্ব নেই—তথাপি পুরাণে তিনি বিষ্ণু বা শিবের মত প্রাধান্য ও জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেন নি। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা বিধাতা—দেব-মানবের স্রষ্টা, পিতামহ। কিন্তু পৃথক অস্তিত্বে তিনি বিষ্ণু বা শিবের মত সর্বত্র ব্যাপকভাবে পূজালাভ করতে পারেন নি। ব্রহ্মা সম্পূর্ণ পৌরাণিক দেবতা হলেও বিভিন্ন বৈদিক দেবতার গুণক্রিয়া সম্মিলিত হয়ে ব্রহ্মার জন্মসম্ভাবনা ঘটিয়েছে। ভারতীয় দেবতানিচয় স্বরূপতঃ সূর্যাগ্নি বা তেজোময়ী শক্তি হওয়ায় ব্রহ্মাও অবশ্যই সূর্যাগ্নির রূপভেদ। পদ্মপুরাণে বিষ্ণুকৃত ব্রহ্মার স্তবে ব্রহ্মাই সূর্য—

সহস্ররশ্মি প্রভবায় বেধসে।

*　　*　　*

সমস্ত সূর্যানলতিগ্মতেজসে।[৩]

মৎস্যপুরাণ আরও স্পষ্ট করে বলেছেন যে আদিত্যই প্রথমজাত বলে ব্রহ্মা,—

১ মহাঃ, অনুশাসনপর্ব—১৬৫।৮-১০　　২ বৌধাঃ গৃহ্যসূত্র—৩,৩।১৪

৩ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৩৪।৯৫, ৯৬

তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের দুই অংশ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেই অণ্ড থেকেই চরাচর প্রাণিসমূহ জন্মগ্রহণ করেছে। সেই আদিত্যই পিতামহ চতুরানন ব্রহ্মা—তিনিই দেব, অসুর, মানুষ প্রভৃতি সহ সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

আদিত্যশ্চাদিভূতত্বাদ্ ব্রহ্মা ব্রহ্ম পঠন্নভূৎ ॥
দিবং ভূমিং সমকরোৎ তদণ্ডশকলদ্বয়ম্।
স চাকরোদ্দিশঃ সর্বা মধ্যে ব্যোম চ শাশ্বতম্ ॥

*　*　*

চতুর্মুখঃ স ভগবানভূল্লোকপিতামহঃ ॥
যেন সৃষ্টং জগৎ সর্বং সদেবাসুরমানুষম্।[১]

সন্ধ্যা বন্দনায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সবিতৃরূপতা প্রকাশিত। প্রাতঃসন্ধ্যায় গায়ত্রীর ধ্যানে ব্রহ্মরূপা ব্রহ্মাণীর ধ্যানের বিধি। এ থেকে প্রাতঃকালীন সবিতা ব্রহ্মা—এরূপ ধারণা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কিন্তু পরে ব্রহ্মা সরাসরি অগ্নিকেই আশ্রয় করেছেন। অগ্নিকেই ব্রহ্মারূপে এখনও পূজা করা হয়। বিবাহানুষ্ঠানে কুশণ্ডিকায় অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার কালে ব্রহ্মারই উপাসনা করা হয়—

চতুর্বদনসদ্মস্থ চতুর্বেদকুটুম্বিনে।
নমঃ সর্বার্থসাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ ॥

গোভীলীয় গৃহ্যসূত্রের পরিশিষ্টে গার্হপত্য অগ্নির নাম ব্রহ্মা—'ব্রহ্মা বৈ গার্হপত্যো।'[২]

বৈদিক যজ্ঞে ব্রহ্মা নামধেয় ঋত্বিক ছিলেন সমগ্র যাগকর্মের 'সুপারভাইজার'। এখান থেকেই কি ব্রহ্মা প্রথমে যজ্ঞাগ্নি ও পরে যে কোন প্রজ্বলিত পার্থিবাগ্নিতে পর্যবসিত হয়েছেন? বেদে ব্রহ্মন্ শব্দের অর্থ মন্ত্র বা স্তুতি। উপনিষদে মন্ত্রপ্রতিপাদ্য ঈশ্বর হলেন ব্রহ্ম। ঋগ্বেদে এক দেবতা ব্রহ্মণস্পতি—স্তুতি বা মন্ত্রের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মণস্পতিই বৃহস্পতি। বৃহস্পতি সকল বৃহৎ বস্তুর অধিপতি সূর্য।[৩] মন্ত্রাধিষ্ঠাতা বৃহস্পতি ব্রহ্মণস্পতি পুরাণে হলেন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ দেবগুরু। পার্থিব যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক্ ব্রহ্মার সাদৃশ্যে পৌরাণিক ব্রহ্মণস্পতি-বৃহস্পতি হলেন দেবতাদের গুরু ও পুরোহিত।

ব্রহ্মণস্পতি-বৃহস্পতি পৌরাণিক ব্রহ্মার উপরেও ভর করেছেন। ব্রহ্মাও জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ—শুধু বিশ্বস্রষ্টা নন,—চার মুখে চতুর্বেদেরও স্রষ্টা। ম্যাক্‌ডোনেল লিখেছেন,

---

১ মৎস্যপুঃ—২।৩১-৩২, ৩৬-৩৭　২ সামবেদীয় গৃহ্যসংগ্রহ—১।৭, সত্যব্রতসামশ্রমী সম্পাদিত
৩ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম পর্ব, বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি—৪৮৭-৯৫ দ্রষ্টব্য।

"As the divine brahman priest Brhaspati seems to have been the prototype of Brahmā, the chief of Hindu Triad, while the neuter form of the word brahma developed into absolute of the Vedanta philosophy "[১]

ব্রহ্মাকেই ধাতা বা বিধাতা বলা হয়ে থাকে। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে ধাতার নাম পাই: "দেব ধাতঃ সুধাতাহস্যাহস্মিন্ যজ্ঞে যজমানায়ৈধি "।[২]

—হে দেব ধাতা, সুধাতা (সুফলধারণকারী) এই যজ্ঞে যজমানের নিমিত্ত আগমন কর (ফল ধারণ কর)।

সায়নাচার্য এখানে ধাতা শব্দের অর্থে বলেছেন,—ধাতা অর্থাৎ ব্রহ্মণ্—মন্ত্রাধিষ্ঠাতা বৃহস্পতি, বেদে ব্রহ্মই বৃহস্পতি—"হে ধাতঃ এক্ষা, দেব মন্ত্রাভিমানী বৃহস্পতিবিত্যর্থ. ব্রহ্ম বৈ বৃহস্পতিরিতি শ্রুতেঃ।"

ঋগ্বেদের হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি ও ব্রহ্মণস্পতি-বৃহস্পতির সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ব্রহ্মা রূপ পরিগ্রহ করেছেন। মনুসংহিতায় ও পুরাণে পাই যে ব্রহ্মা প্রজাপতি সুবর্ণময় অণ্ডের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন সৃষ্টির পূর্বে। হিরণ্যগর্ভ শব্দের অর্থও হিরণ্ময় অণ্ডের গর্ভে বা অভ্যন্তরে যিনি অবস্থিত। ঋগ্বেদে হিরণ্যগর্ভ স্তুতিতে প্রজাপতি সৃষ্টির পূর্বেই বর্তমান ছিলেন,—তিনিই আদিদেব—জলে তিনিই জন্মেছিলেন।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥[৩]

—সর্বপ্রথমে হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাতমাত্রই সর্বভূতের অধীশ্বর হইলেন। তিনি এই পৃথিবী ও আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করিলেন। কোন দেবতাকে (প্রজাপতিকে) হবি দ্বারা পূজা করিব।

আপো হ যদ্বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্ সর্বং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিং।
ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥[৫]

—ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহারা গর্ভধারণপূর্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল, তাহা হইতে দেবতাদিগের একমাত্র প্রাণস্বরূপ যিনি, তিনি আবির্ভূত হইলেন। কোন্ দেবকে হবি দ্বারা পূজা করিব?[৬]

১ Vedic Mythology—page 104 ২ তাণ্ড্য মহাঃ—২১।১০।১৬
৩ ঋগ্বেদ—১০।১২১।১ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১০।১২১।৭
৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ ।[১]

—যাঁহার মহিমা দ্বারা এই সকল হিমাচ্ছন্ন পর্বত উৎপন্ন হইয়াছে, সসাগরা ধরণী যাঁহারই সৃষ্টি বলিয়া উল্লিখিত হয়…।[২]

এই মহাসলিলে প্রজাপতি পরমেষ্ঠীর আবির্ভাব—

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং ।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্ ॥[৩]

—সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্ন বর্জিত ও চতুর্দিক জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তুর দ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।[৪]

এই ঋক্‌গুলিতে অণ্ডমধ্যে অগ্নি বা সূর্যরূপী ব্রহ্মার জন্ম এবং সবময় জলরাশিতে ব্রহ্মা বা নারায়ণ বিষ্ণুর ভাসমান অবস্থার বীজ নিহিত রয়েছে।

বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতি সকল দেবতাদেরও স্রষ্টা—

ব্রহ্মণস্পতিরেতা সংকর্মার ইবাধমৎ ।
দেবানাং পূর্ব্যে যুগেঽসতঃ সদজায়ত ॥[৫]

—দেবতারা উৎপন্ন হইবার পূর্বকালে ব্রহ্মণস্পতি নামক দেব কর্মকারের ন্যায় দেবতাদিগকে নির্মাণ করিলেন। অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল।[৬]

কৃষ্ণযজুর্বেদে বৃহস্পতিই ব্রহ্মা বা ব্রহ্ম। যজুর্বেদ বলছেন, "ব্রহ্মণা দেবাঃ সমদধুর্বৃহস্পতিস্তন্নুতামিমং ন ইত্যাহ ব্রহ্ম বৈ দেবাণাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈব যজ্ঞং সংদধাতি বিচ্ছিন্নং যজ্ঞং সমিমং দধাত্বিত্যাহ।"[৭]

—দেবগণ ব্রহ্মার দ্বারা পরিবর্ধিত হয়ে বিচ্ছিন্ন যজ্ঞ ভাগের অনুসন্ধান করেছিলেন। বৃহস্পতি এই ক্ষুদ্র অংশ (বিচ্ছিন্ন যজ্ঞাংশ) নয় এই কথা বললেন। ব্রহ্মাই (ব্রহ্মা) দেবতাদের বৃহস্পতি, ব্রহ্মার দ্বারাই যজ্ঞ সম্যক ধৃত হয়। এই বিচ্ছিন্ন যজ্ঞ ভাল ভাবে ধারণ করুন, এই কথা বললেন।

এখানে অবশ্য বৃহস্পতি-ব্রহ্মা যজ্ঞের সঙ্গে অভিন্ন। কৃষ্ণযজুর্বেদ আর একস্থানে বলেছেন,

ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতিঃ।[৮]

---

১ ঋগ্বেদ—১০।১২১।৪ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১০।১২৯।৩
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—১০।৭২।২ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ কৃষ্ণ যজুঃ—১।১।৭।১ ৮ কৃষ্ণ যজুঃ—৫।৫।৬।৫

সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণও একই কথা বলেছেন—

বৃহস্পতির্হ বৈ দেবানাং ব্রহ্মা।

বিশ্বকর্মা ও ব্রহ্মা—প্রজাপতি-ব্রহ্মণস্পতি-বৃহস্পতির মত বিশ্বকর্মাও সৃষ্টি-কর্তা। তিনি ভূমি নির্মাণ করেছেন, আকাশকে বিস্তৃত করেছেন। আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা তিনিই—দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ।[১] বিশ্বকর্মা অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, তাঁরই নাভিতে বিশ্বভুবন বিরাজমান।

অজস্যনাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ।[২]

অজ ব্রহ্মারই নাম। বিশ্বকর্মার নাভিতে বিশ্বভুবনের অবস্থানের ব্যাপারটিই কি বিষ্ণুর নাভিতে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার অবস্থান কল্পনার উৎস? স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মাই বিশ্বকর্মা– পূর্বং সৃষ্টং মহাদেবি ব্রহ্মণা বিশ্বকর্মণা। —পূর্বে বিশ্বকর্মা ব্রহ্মা এই সকল সৃষ্টি করেছিলেন। বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বকর্মা পুরাণে হলেন দেবশিল্পীতে পরিণত, আর তাঁর বিশ্বসৃজনশক্তি প্রজাপতি ব্রহ্মণস্পতির সঙ্গে অন্বিত হয়ে পুরাণে ব্রহ্মার আবির্ভাব সম্ভব করেছে। শতপথ ব্রাহ্মণে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় মুখ থেকে অগ্নিকে সৃষ্টি করেছিলেন—

প্রজাপতির্হ বা ইদমগ্র এক এবাস। স ঐক্ষত কথং নু প্রজায়েয়েতি। সোঽশ্রাম্যৎ স তপোঽতপ্যত, সোঽগ্নিমেব মুখাজ্জনয়াঞ্চক্রে…।[৩]

প্রজাপতি সৃষ্টির পূর্বে একা ছিলেন। তিনি চিন্তা করলেন, আমি কেমন করে সৃষ্টি করবো? তিনি চিন্তা করলেন, তিনি তপস্যা করলেন, মুখ থেকে অগ্নিকে সৃষ্টি করলেন।

শতপথ ব্রাহ্মণ আরও বলেছেন, সৃষ্টির পূর্বে ছিল কেবলমাত্র জল। জলের৷ তপস্যা করায় জলে জন্মাল হিরণ্ময় অণ্ড,—এই হিরন্ময় অণ্ড থেকে জন্মালেন এক পুরুষ।

আপো হ বা ইদমগ্রে সলিলমেবাস। তা অকাময়ন্ত কথং নু প্রজায়েমহীতি তা শ্রাম্যংস্তাস্তপোঽতপ্যত তাসু তপস্তপ্যমানাসু হিরণ্ময়াণ্ডং সম্বভূবাজাতো হি তর্হি সংবৎসর আস…ততঃ সম্বৎসরে পুরুষঃ সমভবৎ।[৪]

—সৃষ্টির প্রথমে জলই ছিলেন জলেরা ইচ্ছা করলেন, কি ভাবে আমরা

১ ঋগ্বেদ—১০।৮১।৩ ২ ঋগ্বেদ—১০।৮২।৬ ৩ শতপথ—১১।৫।১

৪ শতপথ—১১।১।৬

প্রজা সৃষ্টি করবো, তাঁরা চিন্তা করলেন, তাঁরা তপস্যা করলেন, তাঁরা তপস্যা করতে থাকলে সুবর্ণময় অণ্ড জন্মগ্রহণ করলেন। তারপর সম্বৎসর অতীত হোল, এবং সম্বৎসরে পুরুষ জন্মগ্রহণ করলেন।

এইভাবে হিরণ্ময় অণ্ডের জন্ম। জলের তপস্যায় যে সুবর্ণময় অণ্ডের জন্ম হোল, তাতে যে পুরুষ জন্মালেন তিনিই প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং তিনিই সূর্য। জল এখানে অবশ্যই আকাশ। প্রজাপতিই বিশ্বকর্মা -প্রজাপতির্বৈ বিশ্বকর্মা।[১]

আদিত্যরূপী প্রজাপতি বিশ্বজগৎ চরাচর দেব-মানব অসুর প্রভৃতি সকলেরই সৃষ্টিকর্তা—

আদিত্যমন্ত্রমখিলং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
ভবত্যস্মাজ্জগৎ সর্বং সদেবাসুরমানুষম্॥

রুদ্রেন্দ্রোপেন্দ্রাণাং বিপ্রেন্দ্র দিবৌকসাম্।
মহাদ্যুতিমতাং কৃৎস্নং তেজো যৎসর্বলৌকিকম্॥

সর্বাত্মা সর্বলোকেশো দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ।
সূর্য এব ত্রিলোকস্য মূলং পরমদৈবতম্॥

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥

সূর্যাৎ প্রসূয়তে সর্বং তত্র চৈব প্রলীয়তে।
ভাবাভাবৌ হি লোকানামাদিত্যান্নিঃসৃতৌ পুরা॥[২]

—আদিত্যমন্ত্র সমগ্র ত্রিলোক চরাচর ব্যাপ্ত। সমস্ত জগৎ সকল দেব অসুর মানুষ আদিত্য থেকেই জন্মগ্রহণ করেছে। স্বর্গবাসী মহাদ্যুতিসম্পন্ন রুদ্র, ইন্দ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি মহাদ্যুতিমান সর্বলোকময় যে তেজ তাই একমাত্র সর্বাত্মা, সর্বলোকের ঈশ্বর দেবদেব প্রজাপতি, সবই ত্রিলোকের মূল শ্রেষ্ঠদেবরূপী। অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি আদিত্যে উপনীত হয়। আদিত্য থেকে বৃষ্টি, বৃষ্টি থেকে অন্ন, অন্ন থেকে প্রজা উৎপন্ন হয়। সূর্য থেকেই সকলের উদ্ভব, সেখানেই সকলে লীন হয়। ত্রিলোকের ভাব এবং অভাব (জন্ম ও মৃত্যু) আদিত্য থেকে পুরাকালে নিঃসৃত হয়েছে।

নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জন্মের তাৎপর্য—ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যে একই, এ বিষয়ে সংশয়ের কিছু নেই। কিন্তু বিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মার আবির্ভাব কিভাবে সম্ভব? কি-ই বা এর তাৎপর্য? বেদ থেকে ব্রহ্মার পদ্মযোনিত্বের উৎস খুঁজে পাই।

১ শতপথ—৮।২।৩ ২ ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্মপর্ব—৫৩।২-৬

বিশ্বকর্মার নাভিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। বশিষ্ঠের জন্ম প্রসঙ্গে ঋগ্বেদ বলছেন যে মিত্র ও বরুণের স্খলিত রেতঃ দেবগণ পদ্মপত্রে ধারণ করেছিলেন—

দ্রপ্‌সংস্কন্নং ব্রহ্মণা দৈব্যেন বিশ্বে দেবাঃ পুষ্করে ত্বাদদংত ॥[১]

তখন (মিত্র ও বরুণের) রেতঃস্খলন হইয়াছিল, বিশ্বদেবগণ দৈব্যস্তোত্রদ্বারা পুষ্করমধ্যে তোমায় ধারণ করিয়াছিলেন।[২]

অগ্নি ও পুষ্কর বা পদ্ম থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন,—ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যর্থবা নিরমংথত।[৩] —হে অগ্নি, অথবা ঋষি তোমাকে পুষ্কর থেকে মন্থন করে সৃষ্টি করেছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতি হারিয়ে যাওয়া অগ্নিকে পদ্মপত্রে খুঁজে পেয়েছিলেন।[৪] এই ব্রাহ্মণে যজ্ঞবেদীতে অগ্নিযোনি হিসাবে মধ্যস্থলে একটি পদ্মপত্র স্থাপন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং অগ্নির উদ্ভবস্থল পদ্মপত্র। তান্ত্রিক হোমে অষ্টদল পদ্ম এঁকে তার উপরে অগ্নি স্থাপন করার রীতি। তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও অগ্নি পুষ্করজাত।[৫] পুষ্কর বা পদ্ম প্রতীকের নানা প্রকার ব্যাখ্যা বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য এবং মৈত্রায়ণি উপনিষদে আকাশ মহাপদ্ম—আট দিক পদ্মের আটটি দল। যেহেতু চন্দ্র, সূর্য, বিদ্যুৎ, অগ্নি, নক্ষত্র প্রভৃতি আকাশে প্রকাশিত অতএব আকাশকেও ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা হয়।[৬]

নিরুক্তকারের মতে পুষ্কর শব্দে অন্তরীক্ষকে বোঝায়। "পুষ্করমন্তরীক্ষং পোষতি ভূতানি"।[৭] —পুষ্কর শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষ, অন্তরীক্ষ ভূত সমূহকে পোষণ করেন।

পুষ্কর শব্দের অর্থান্তর জল—"উদকং পুষ্করং পূজাকরং পূজয়িতব্যং বা।"[৮] —পুষ্কর শব্দের অর্থ জল, জল পূজার উপকরণ অথবা (দেবতারূপে) সকলের পূজ্য, এইজন্য।

পুষ্কর শব্দের প্রচলিত অর্থ পদ্মফুল—"ইমপীতরৎ পুষ্করমেতস্মাদেব পুষ্করং বপুষ্করং বা।"[৯] —পূজা কর অথবা পূজ্য বলে অর্থান্তরে পুষ্কর নাম। পুষ্কর অর্থাৎ শোভাবিশিষ্ট,—বপুষ্কর শব্দের 'ব' লোপে পুষ্কর শোভাময় পদ্মফুল।

আর এক মতে পদ্ম শব্দে পৃথিবী বোঝায়। পুরাণে ভুবনকোষ অধ্যায়ে পৃথিবীকে অষ্টদল পদ্মরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

---

১ ঋগ্বেদ—৭।৩৩।১১ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৬।১৬।১৩
৪ শতপথ—৭।৩।২।১৪ ৫ তৈঃ সং—৫।১।৩ ৬ ছান্দোগ্য—৭।১২।১-২
৭ নিরুক্ত—৫।১৪।৩ ৮ নিরুক্ত—৫।১৪।৬ ৯ নিরুক্ত—৫।১৪।৭

ভূপদ্মস্যাস্য শৈলেশঃ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ ।[১]

—শৈলরাজ সুমেরু এই ভূপদ্মের কর্ণিকা (বীজকোষ) রূপে অবস্থিত।

জম্বুদ্বীপশ্চতুর্দলঃ কমলাকারঃ ।[২] —জম্বুদ্বীপ চতুর্দল পদ্মের আকৃতিবিশিষ্ট।

তদেবং পার্থিবং পদ্মং চতুষ্পত্রং ময়োদিতম্।
ভদ্রাশ্বভারতাদ্যানি পত্রাণ্যস্য চতুর্দিশম্ ॥[৩]

—মৎকর্তৃক কথিত সেই পার্থিব পদ্ম চতুষ্পত্রবিশিষ্ট—ভদ্রাশ্ববর্ষ, ভারতবর্ষ প্রভৃতি তার চারদিকের চারটি পাপড়ি।

মহাদ্বীপাস্তু বিখ্যাতাশ্চত্বার পত্রসংস্থিতাঃ।
পদ্মকর্ণিকাসংস্থানো মেরুর্নাম মহাবলঃ ॥[৪]

পদ্মপত্রের উপরে অবস্থিত চারটি মহাদ্বীপ,—মেরু নামে মহাপর্বত পদ্মের কর্ণিকায় (বীজকোষে) অবস্থিত।

"It (Earth) is said to be shaped like a lotus with Meru as its Karnikā (pericarp) and the Varshas or Mahādvipa as, Bhadrāsva, Bharata, Ketumala and Uttarakura as its four petals."[৫]

বাজসনেয়ী সংহিতায়, আসমুদ্র প্রসারিত অগ্নির উদ্ভবস্থল পুষ্কর বা পদ্ম খুব সম্ভব পৃথিবী। এখানে বলা হয়েছে,—

অপাং পৃষ্ঠমসি যোনিরগ্নেঃ সমুদ্রমভিতঃ পিন্বমানম্।
বর্ধমানো মহাঁ। আ চ পুষ্করে দিবো মাত্রয়া বরিম্না প্রথস্ব।[৬]

—জলসমূহের পৃষ্ঠ, অগ্নির উদ্ভবস্থল, সমুদ্রের প্রতি প্রসরমান, বিশাল, বর্ধমান পুষ্করে দ্যুলোকের বরণীয় মাত্রায় সহিত প্রথিত হও।

আকাশ, পৃথিবী ও জল ছাড়াও পদ্ম সূর্যের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। পদ্ম-প্রতীকে সূর্য উপাসিত হন। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রায় অষ্টদল পদ্ম সূর্যের প্রতীক হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যজ্ঞবেদীতে মধ্যস্থলে স্থাপিত পদ্মপত্রের চতুর্দিকে গোলাকার সূর্যবিম্ব অঙ্কিত করার রীতি ছিল।[৭]

১ বিষ্ণুপুঃ—২।২।৯ ২ মহাঃ, বনপর্ব—৬।৩-৫ শ্লোকের নীলকণ্ঠকৃত টীকা। ৩ মার্কণ্ডেয়পুঃ—৫৫।২০ ৪ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—৫৫।২০ ৫ Studies in Indian Antiquities, Dr. H. C. Roy Chaudhuri (1932)—page 71

৬ শুক্ল যজুঃ—১৩।২ ৭ শতঃ ব্রাঃ—৭।৪।১।৭-১৩, ৮।৩।১১, ১০।৫।২-৩

"In construction of the Fire Altar, a lotus leaf is laid down centrally as the birth place of Agni (Agni yonitvam). On the lotus leaf is laid a round gold disk, representing the Sun; and thus the lotus leaf becomes in effect the Sun-boat."[১]

সূর্যও পদ্ম, পৃথিবীও পদ্ম। অগ্নির উদ্ভবস্থল অন্তরীক্ষ, পৃথিবী ও জল। সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক কেবল পিতৃত্বের নয়,—সূর্যকরই পৃথিবীর জাগরণের হেতু। সূর্যোদয়ে পদ্মফুলের পাপড়ি বিকাশের মত পৃথিবীরও প্রকাশ ঘটে।

"The world lotus naturally blooms in response to the rising of the Sun in the beginning."[২]

প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রায় অংকিত পদ্ম-প্রতীকগুলি সূর্যের প্রতীকরূপে পণ্ডিতদের স্বীকৃতি পেয়েছে।

"Some of the lotuses, at least those on the early coins, if not all, may be taken to represent the sun"[৩]

সুতরাং সূর্য, পৃথিবী এবং আকাশ তিনই পদ্মরূপে প্রাচীন শাস্ত্রে এবং মুদ্রা প্রভৃতিতে বর্ণিত হয়েছে। সূর্যরূপী বিষ্ণুর আকর্ষণ রজ্জুতে অর্থাৎ পদ্মনাভে স্থিত পৃথিবী-পদ্মে অধিষ্ঠিত পার্থিব অগ্নিই পদ্মযোনি ব্রহ্মা। আবার মহাকাশ পদ্মে সূর্যের অবস্থান ও ব্রহ্মার অস্তিত্ব কল্পনার হেতু হওয়া সম্ভব। যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর সঙ্গে সংযুক্ত মহাকাশ পদ্মে সূর্যরূপী ব্রহ্মা অবস্থিত। যে ভাবেই ব্যাখ্যা করা যাক দ্যুলোকস্থিত এবং পার্থিব লোকে অবস্থিত অগ্নিই ব্রহ্মা। বেদে প্রজাপতি, বিশ্বকর্মা ও বৃহস্পতি-ব্রহ্মণস্পতি পৃথক দেবসত্তারূপে কল্পিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মা ও প্রজাপতি পৃথক ছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, তদ্ধৈতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয় উবাচ প্রজাপতির্মনবে।[৪]—প্রথমে ব্রহ্মা এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রজাপতিকে বললেন, প্রজাপতি বললেন মনুকে। সুতরাং এখানে ব্রহ্মা, প্রজাপতি ও মনুর পৃথক সত্তা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ঋগ্বেদের হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি, মন্ত্রাধিষ্ঠাতা বৃহস্পতি-ব্রহ্মণস্পতি এবং বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বকর্মা মিলিত হয়ে পুরাণের ব্রহ্মার জন্ম হোল। ব্রহ্মা নামধেয় যজ্ঞীয় ঋত্বিকটিও প্রজাপতি ব্রহ্মায় সত্তা বিসর্জন দিলেন। ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টিকর্তা বিধাতা স্বয়ম্ভূ প্রজাপতি।

১ Elements of Buddhist Iconography, A K. Coomaraswami—page 20
২ তদেব ৩ Development of Hindu Iconography (1941)—page 153
৪ ছান্দোগ্য—৮।১৫।১

বিশ্বকর্মা রইলেন শুধু দেবশিল্পী হয়ে। ব্রহ্মা হলেন বিশ্বস্রষ্টা। ব্রহ্মণস্পতির মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃত্ব পেলেন তিনি,—চতুর্মুখে সৃষ্টি করলেন চতুর্বেদ। কিন্তু অন্যান্য অনেক দেবতার মত ব্রহ্মার মূর্তি গড়ে পূজা ব্যাপকতা লাভ করে নি। অগ্নিই ব্রহ্মারূপে পূজিত হন। তবে ব্রহ্মার মূর্তিপূজা ব্যাপক না হলেও দুর্লভ নয়।

ব্রহ্মার মূর্তি চতুরানন ব্রহ্মার মূর্তির বিবরণ বিভিন্ন গ্রন্থে মূর্তিতত্ত্বে পাওয়া যায়। "ব্রহ্মণস্তু চতুর্দিক্ষু মুখানাং বিনিযোজনম্।"[১] —ব্রহ্মার চতুর্দিকে চারটি মুখ সংযোজিত করবে।

ক্রৌঞ্চবধজনিত শোকার্ত বাল্মীকির মুখ থেকে প্রথম শ্লোক নির্গত হলে চতুর্মুখ ব্রহ্মা বাল্মীকির সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন—

আজগাম ততো ব্রহ্মা লোককর্তা স্বয়ং প্রভুঃ।
চতুর্মুখো মহাতেজা দ্রষ্টুং তং মুনিপুঙ্গবম্॥[২]

বৃহৎ সংহিতায় ব্রহ্মা কমণ্ডলুহস্ত চতুরানন পদ্মাসনে উপবিষ্ট -

ব্রহ্মা কমণ্ডলুকরশ্চতুর্মুখঃ পঙ্কজাসনস্থশ্চ।[৩]

মৎস্যপুরাণে ব্রহ্মার বর্ণনা -

ব্রহ্মা কমণ্ডলুধরঃ কর্তব্যঃ স চতুর্মুখঃ।
হংসারূঢ়ঃ ক্বচিৎ কার্যঃ ক্বচিচ্চ কমলাসনঃ॥
বর্ণতঃ পদ্মগর্ভাভশ্চতুর্বাহুঃ শুভেক্ষণঃ।
কমণ্ডলুং বামকরে স্রুবং হস্তে তু দক্ষিণে॥
বামে দণ্ডধরং তদ্বৎ স্রুবঞ্চাপি প্রদর্শয়েৎ।
মুনিভির্দেবগন্ধর্বৈঃ স্তূয়মানং সমন্ততঃ॥
কুর্বাণমিব লোকাং স্ত্রীন্ শুক্লাম্বরধরং বিভুম্।
মৃগচর্মধরঞ্চাপি দিব্যযজ্ঞোপবীতিনম্॥
আজ্যস্থালীং ন্যসেৎ পার্শ্বে বেদাংশ্চ চতুরঃ পুনঃ।
বামপার্শ্বেঽস্য সাবিত্রীং দক্ষিণে চ সরস্বতীম্॥
অগ্রে চ ঋষয়ঃ কার্য্যাঃ পৈতামহে পদে।[৪]

—কমণ্ডলুধারী চতুর্মুখ ব্রহ্মার মূর্তি নির্মাণ করবে। কখনও তাঁকে হংস-

১ শুক্রনীতিসার—৪।৪।১৪১ ২ রামা:, আদিকাণ্ড—২।২৩ ৩ বৃহৎ সং—৫৮।৪১
৪ মৎস্যপু:—১৬০।৪০-৪৫

পৃষ্ঠে আবঢ় কখনও পদ্মাসনে উপবিষ্ট, তাঁব বর্ণ হবে পদ্মগর্ভতুলা, তাঁব চাব বাহু, সুন্দব চক্ষু বাম করে কমণ্ডলু, দক্ষিণ কবে স্রুব অপর হস্তে দণ্ড এবং স্রুব প্রদর্শিত হবে, চতুর্দ্দিকে মুনিগণ ও দেবগণ স্তব কবছেন, তিন লোক যেন নির্মাণ করছেন, শুভ্রবসন ও মৃগচর্ম পবিধানে, দিব্যযজ্ঞোপবীতধারী, তাঁর পাশে ঘৃতপাত্র ও চারিবেদ, বামপার্শ্বে সাবিত্রী ও দক্ষিণে সবস্বতী এবং অগ্রে ঋষিগণকে নির্মাণ করতে হবে।

কালিকাপুবাণ ব্রহ্মার মূর্তি সম্পর্কে লিখেছেন—

ব্রহ্মা কমণ্ডলুধরশ্চতুর্বক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ।
কদাচিদ্রক্তকমলে হংসারূঢ়ঃ কদাচন॥
বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্তুঙ্গাঙ্গ উন্নতঃ।
কমণ্ডলুং বামকবে স্রুচং হস্তে চ দক্ষিণে॥
দক্ষিণাধস্তথা মালাং বামাধশ্চ তথা স্রুবম।
আজ্যস্থালী বামপার্শ্বে দেবাঃ সর্বেঽগ্রতঃ স্থিতাঃ।
সাবিত্রী বামপার্শ্বস্থা দক্ষিণস্থা সবস্বতী॥[১]

—ব্রহ্মা কমণ্ডলুধারী, চতুবানন, চতুর্ভুজ, কদাচিৎ বক্তকমলে আসীন, কখনও হংসারোহী, তাঁব বর্ণ রক্তাভ-গৌর, বিশাল উন্নত অঙ্গ, বামহস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণ-হস্তে স্রুক্, বামপার্শ্বে ঘৃতপাত্র, দেবগণ সম্মুখভাগে অবস্থিত সাবিত্রী বামপার্শ্বে, দক্ষিণপার্শ্বে সরস্বতী থাকবেন।

মহানির্বাণতন্ত্রে ব্রহ্মাব বর্ণ বক্তোৎপলসদৃশ, তিনি চতুরানন, চতুর্ভুজ, হংসারূঢ়, বর অভয় মাল্য ও পুস্তকধারী।[২] কালীবিলাসতন্ত্রে ব্রহ্মা প্রভাতসূর্যতুল্য রক্তবর্ণ চতুর্বক্ত্র চতুর্ভুজ।[৩] ব্রহ্মার এই বিবরণে তাঁকে একই সঙ্গে যাজ্ঞিক অর্থাৎ যজ্ঞকর্তা এবং বেদস্রষ্টারূপে প্রতীত হয়।

ব্রহ্মার বাহন—ব্রহ্মার বাহন হংস। হংস শব্দের অর্থ সূর্য। বেদে উপনিষদে সূর্যকেই হংস বলা হয়েছে। অবশ্য উপনিষদে আত্মা বা ব্রহ্মও হংস। সূর্য নিজেই নিজের বাহন। ইনিই গরুড় বা সুপর্ণ। সূর্য অগ্নি বা আগ্নেয় তেজের বাহন অথবা সূর্যের বাহন আগ্নেয় তেজ। একই দেবতার অংশ বা অবস্থা বিশেষ তাঁর বাহন, এরূপ কল্পনা ভারতীয় দেবকল্পনায় সর্বত্রই আছে।

১ কালিকাপুঃ—৮০।৭৩ ৭৫ ২ মহাঃ নিঃ—১৩।৯৯-১০০ ৩ কালীবিলাসতন্ত্র—২০।১৮

লৌকিক অর্থে হংস উভচর পক্ষী বিশেষ। পৌরাণিক ব্রহ্মার বাহন তাই সূর্য-হংস থেকে পক্ষী-হংসে পরিণত হয়েছে।

চতুরানন ব্রহ্মা—চতুরানন ব্রহ্মার চারটি মুখ পূর্বাদি চতুর্দিকের প্রতীক। শিব পঞ্চানন,—গণেশও সময়মত পঞ্চবদন। ব্রহ্মাও শিবের মত পঞ্চানন ছিলেন। শিব ও ব্রহ্মার অভিন্নতার এও আর একটি প্রমাণ। কিন্তু ব্রহ্মাকে শিব থেকে পৃথক করার জন্য ব্রহ্মার একটি মুণ্ড ছিন্ন করতে হয়েছিল;—ছিন্ন করেছিলেন স্বয়ং শিব। এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান দেখা যায়।

ব্রহ্মা শিবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হলে আকাশে সর্বব্যাপী এক অদ্ভুত জ্যোতি দেখলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। সেই জ্যোতির মধ্যে উজ্জ্বল তেজোময় জ্যোতির্মণ্ডল বিরাজমান।

তদন্তরে মহাজ্যোতির্বিরিঞ্চো বিশ্বভাবনঃ।
প্রাদদর্শাদ্ভুতং দিব্যং পূরয়ন্ গগনান্তরম্॥
তন্মধ্যস্থিতং জ্যোতির্মণ্ডলং তেজসোজ্জ্বলম্।
ব্যোমমধ্যগতং দিব্যং প্রাদুরাসীদ্দ্বিজোত্তমাঃ॥[১]

লোকপিতামহ সেই ভীষণ তেজোময় উর্ধ্বস্থিত দিব্যমুখ দেখে তাকিয়ে থাকলেন, ক্রোধে ব্রহ্মার মুখ প্রজ্বলিত হোল, পরক্ষণেই তিনি দেখলেন নীললোহিত ত্রিশূলীকে। শংকরকে দেখে ব্রহ্মা বললেন, জানি তুমি পূর্বকালে আমার ললাট থেকে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলে, অতএব তুমি আমার শরণ নাও। ব্রহ্মার অহংকৃত বাক্য শুনে মহাদেব লোকদগ্ধকারী কালভৈরবকে প্রেরণ করলেন। কালভৈরব ব্রহ্মার সঙ্গে কঠোর যুদ্ধ করে তাঁর পঞ্চম মুণ্ড ছিন্ন করলেন। মুণ্ড ছিন্ন হওয়ায় ব্রহ্মা মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। কিন্তু শিবের যোগবলে তিনি আবার জীবন লাভ করলেন।

স কৃত্বা সুমহদ্যুদ্ধং ব্রহ্মণা কালভৈরবঃ।
প্রচকর্তাস্য বদনং বিরিঞ্চস্যাথ পঞ্চমম্॥
নিকৃত্তবদনো দেবো ব্রহ্মা দেবেন শম্ভুনা।
মমার চেশো যোগেন জীবিতং প্রাপ বিশ্বকৃৎ॥[২]

পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ড, ৩৪ অঃ) বর্ণিত আর একটি উপাখ্যান অনুসারে ব্রহ্মার পঞ্চম মুণ্ডটি ছিল উর্ধ্বভাগে। ব্রহ্মা অহংকৃত হয়ে মনে করলেন, সব সৃষ্টিই

---

১ কূর্মপুঃ, উপরিভাগ—২০।২৩-২৪ ২ কূর্মপুঃ, উপরিভাগ—২০।৩০-৩১

আমি করেছি, আমি ছাড়া আর কোন দেবতাই নেই। পঞ্চম মুখে তিনি ঊর্ধ্ব নেত্রে সাঙ্গ, উপাঙ্গ, ইতিহাস, বেদ, পাঠ করতেন। তাঁর পঞ্চম মুণ্ডের অত্যধিক তেজে দেবতারা আর প্রকাশ পান না। স্বর্গপুরে দেবগণ উদ্বিগ্ন,—তাঁরা প্রভাহীন হয়ে পড়েছেন, না পারছেন নড়াচড়া করতে, না পারছেন তেজোময় ব্রহ্মার কাছে যেতে। সুতরাং তাঁরা শিবের শরণ গ্রহণ করলেন। শিব দেবগণ সহ ব্রহ্মার নিকট হাজির হলেন। রুদ্র ব্রহ্মার নিকটে গিয়ে অট্টহাস্য করে বললেন, হে দেব, তোমার মুখখানি অত্যন্ত তেজোময় হয়ে উঠেছে। এই কথা বলতে বলতেই নখ দিয়ে মানুষ যেমন কদলীতরুর গর্ভস্থিত কচিপাতাটি ছিন্ন করে, তেমনিভাবে রুদ্র বামাঙ্গুষ্ঠের নখ দিয়ে ছিন্ন করলেন ব্রহ্মার পঞ্চম মুণ্ডটি।

অভিগম্য ততো রুদ্রো ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্।
অহোঽতিতেজসা বক্ত্রমধিকং দেব রাজতে।
এবমুক্ত্বাট্টহাসন্তু মুমোচ শশিশেখরঃ॥
বামাঙ্গুষ্ঠনখাগ্রেণ ব্রহ্মণঃ পঞ্চমং শিরঃ।
চকর্ত কদলীগর্ভং নরঃ কররুহৈরিব॥[১]

বামনপুরাণের উপাখ্যান :

প্রলয়ান্তে সৃষ্টির সূচনায় ভগবান বিষ্ণু রাজসরূপে পঞ্চবদন ব্রহ্মা এবং তমোরূপে শিব হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। অহংকারে মোহিত হয়ে শিব ও ব্রহ্মা পরস্পর বিবাদ সুরু করলেন। মহাদেব পরাজিত হয়ে দীনভাবে অবস্থিতি করতে লাগলেন। তখন ব্রহ্মার পঞ্চম মুখ শিবনিন্দায় মুখর হয়ে বলে উঠলো—

অহং তে প্রতিজানামি তমোমূর্তে ত্রিলোচন।
দিগ্বাসা বৃষভারূঢ়ো লোকক্ষয়করো ভবান্॥[২]

—হে ত্রিলোচন, আমি দিগম্বর, বৃষারূঢ়, জগৎধ্বংসকারী, তমোগুণাত্মক মূর্তি তোমাকে জানি।

ব্রহ্মার মুখে আত্মনিন্দা শুনে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে ভয়ংকর চক্ষু দ্বারা ব্রহ্মাকে যেন দগ্ধ করতে লাগলেন। তখন শিবেরও সাদা, লাল, সুবর্ণবর্ণ, নীল, ভয়ংকর পিঙ্গলবর্ণ পাঁচটি মুখ উদ্ভূত হোল—

ততস্ত্রিনেত্রস্য সমুদ্ভবন্তি বক্ত্রাণি পঞ্চাথ সুদুর্দশানি।
সিতঞ্চ রক্তং কনকাবদাতং নীলং তথা পিঙ্গলকং রৌদ্রম্॥[৩]

---

১ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—১৪।১০৯-১১   ২ বামনপুঃ—২।৩৩   ৩ বামনপুঃ—২।৩৬

রুদ্রের সূর্যসম পঞ্চ বদন দেখে ব্রহ্মা বললেন, জলের বুদ্বুদ জন্মেছে, ঐ মুখে কি কোন শক্তি আছে? এই কথা শুনে শিব ক্রুদ্ধ হয়ে নিষ্ঠুরভাষী ব্রহ্মার মস্তক নখাগ্র দ্বারা ছিন্ন করে ফেললেন, ব্রহ্মার ছিন্ন শির পতিত হোল শিবের বাম হস্তে, আর কদাচ শিবের হাত থেকে ব্রহ্মার শির বিচ্ছিন্ন হোল না।

তচ্ছ্রুত্বা ক্রোধযুক্তেন শঙ্করেণ মহাত্মনা।
নখাগ্রেণ শিরশ্ছিন্নং ব্রাহ্মং পরুষবাদিনম্॥
তচ্ছিন্নং শঙ্করস্যৈব সব্যে করতলেঽপততৎ।
পততি কদাচিচ্চ তদা করতলাচ্ছিরঃ॥[১]

বিষ্ণুর ইচ্ছাক্রমে শিব বারাণসীতে গমন করে শাপমুক্ত হলে ব্রহ্মার কপাল তাঁর হস্তচ্যুত হয়। ব্রাহ্মকপাল ধারণ করেছিলেন বলে শিব হলেন কপালী।

ততঃ কপালী চ লোকে চ খ্যাতো রুদ্র ভবিষ্যসি।[২]

শিবপুরাণ জ্ঞান সংহিতা, ৪৯ অঃ) বলেছেন যে, সরস্বতীর অভিশাপে ব্রহ্মার পঞ্চম বদন পরুষভাষী হয়েছিল; কারণ, ব্রহ্মা ঐ মুখে কন্যা সরস্বতীর প্রতি পাপ-প্রবৃত্তি ব্যক্ত করেছিলেন।

স্কন্দপুরাণে (আবন্ত্যখণ্ড, ২য় অঃ) আর এক রকমের উপাখ্যান পাওয়া যায়। এই উপাখ্যানে ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টিতে ব্যর্থকাম হওয়ায় শিবের আরাধনা করে শিবকে পুত্ররূপে লাভ করার বর প্রর্থনা করলেন। শিব একই সঙ্গে ব্রহ্মাকে বর ও অভিশাপ দিলেন: যেহেতু তুমি আমাকে পুত্ররূপে কামনা করেছ, অতএব আমি কোন কারণে তোমার মাথা কাটবো। যেহেতু অযাচনীয়কে তুমি যাচ্ঞা করেছ, সেইজন্য আমার অংশে নীললোহিত তোমার পুত্র হয়ে তোমার তেজ হরণ করবে। যেহেতু পিতৃভাবে তুমি আমাকে ভক্তিভরে ভজনা করেছ. পরমব্রহ্মরূপে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছ, সেইজন্য তুমি ব্রহ্মা নামে খ্যাত হবে, আর পিতামহ নামেও পরিচিত হবে।

অতঃপর কোন সময়ে যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ব্রহ্মার দেহ থেকে বেদ নির্গত হচ্ছিল, সেই সময়ে ব্রহ্মা সমিধ হাতে নিয়েই নিজের ললাট মার্জনা করলেন, ফলে তাঁর ললাট ছিঁড়ে এক ফোঁটা রক্ত পড়েছিল যজ্ঞাগ্নিতে। সেই রক্ত থেকে শিবের আজ্ঞায় ব্রহ্মার পুত্ররূপে নীললোহিত রুদ্র আবির্ভূত হয়ে ব্রহ্মার নিকট হাজির হলেন।

---

১ বামনপুঃ—২।৩৭-৩৮ ২ বামনপুঃ—২।৪০

সমিদ্‌যুক্তেন হস্তেন ললাটং মার্জতোঽভবৎ।
স্বিন্নভ্রষ্টস্ততো বক্তবিন্দুরেকো বিভাবসৌ॥
স নীললোহিতোঽভূদ্বৈ স রুদ্র ভবাজ্ঞয়া।
তদন্তরমাসাদ্য উত্ততার সুতোঽস্তিকাৎ॥[১]

ব্রহ্মার সৃষ্ট সকল দেব-মনুষ্য নীললোহিত রুদ্রের পূজা করলেন। কিন্তু ব্রহ্মা পূজা না করায় রুদ্র অনুযোগ করে হিমালয় গমনে উদ্যত হলেন। তখন রজোগুণে ব্রহ্মা পঞ্চম মুণ্ড বিকশিত করে স্বমহিমা কীর্তন করতে লাগলেন। পঞ্চম বদনের তেজে সমস্ত জগৎ আবৃত হয়ে গেল, দেবগণের প্রভা বিনষ্ট হলে দেবগণের স্তবে সম্প্রীত মহাদেব অট্টহাসের দ্বারা ব্রহ্মাকে মোহিত করে বামাঙ্গুষ্ঠের নখাগ্র দ্বারা ব্রহ্মার পঞ্চম শির ছিন্ন করলেন।

ততোঽট্টহাসং ভগবান্মুমোচ শশিশেখরঃ॥
পশ্যতাং সর্বদেবানাং শৃণ্বতাং বাচমুক্তবান্।
তেনাট্টহাসশব্দেন মোহয়িত্বা পিতামহম্॥
তেজোরাশি শশাঙ্কাভঃ শশাঙ্কার্কাগ্নিলোচনঃ।
বামাঙ্গুষ্ঠনখাগ্রেণ ব্রহ্মণঃ পঞ্চমং শিরঃ॥[২]

—তারপর ভগবান চন্দ্রশেখর অট্টহাসি মোচন করলেন। সকল দেবতার সামনেই তিনি কথা বললেন। সেই অট্টহাসিতে পিতামহকে মোহিত করে শশাঙ্কবর্ণ শিব—চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি যাঁর নেত্র—বাম অঙ্গুষ্ঠের নখাগ্র দ্বারা ব্রহ্মার পঞ্চম শির ছিন্ন করলেন।

স্কন্দপুরাণের (প্রভাসখণ্ড, ২৪৮ অঃ) আর একস্থানে ব্রহ্মা কামমোহিত হওয়ায় তার পঞ্চম মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হয়েছিল। ব্রহ্মা যখন চতুর্বিধ জীব সৃষ্টি করেছিলেন, সেই সময় দেব-দানব গন্ধর্ব পন্নগদের মধ্যে অদৃষ্টপূর্বা অনিন্দনীয় রূপলাবণ্যযৌবনবতী এক নারী আবির্ভূতা হলেন। ব্রহ্মা এই বিশ্ববিমোহিনী নারীকে দেখে কামমোহিত হয়ে সম্ভোগ কামনা করায় তাঁর পঞ্চম শির বিছিন্ন হয়ে পড়লো।

অথ প্রার্থয়তস্তস্য ন্যপতৎ পঞ্চমং শিরঃ।
স্বর্রূপং মহাদেবি তেন পাপেন তৎক্ষণাৎ॥[৩]

—হে মহাদেবি, সেই কন্যাকে প্রার্থনা করতে থাকলে, সেই পাপে ব্রহ্মার স্বর্গরূপ পঞ্চম শির ভূপতিত হয়।

১ স্কন্দপুঃ আবন্ত্যখণ্ড—২।২৫-২৬ ২ স্কন্দপুঃ আবন্ত্যখণ্ড—২।৩৩-৩৪
৩ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ড—২৪৮।৭

এখানে ব্রহ্মার পঞ্চম মুণ্ডের স্বরূপ পাচ্ছি। এই মুণ্ডটি স্বর্ রূপ অর্থাৎ স্বর্গ বা আকাশরূপী। এই জন্তই পঞ্চম মুণ্ডটি উপরে অবস্থিত ছিল।

শিবপুরাণ (বিদ্যেশ্বর সংহিতা, ৬ অ:) আর এক প্রকার কাহিনীর অবতারণা করেছেন। বিবদমান বিষ্ণু ও ব্রহ্মার মধ্যস্থলে জ্যোতির্ময় শিবলিঙ্গ আবির্ভূত হলে ব্রহ্মা লিঙ্গের উপরিভাগের সীমা ও বিষ্ণু অধোভাগের সীমা নির্ণয়ে অগ্রসর হলেন। কিন্তু ব্রহ্মা লিঙ্গের অন্ত না পেলেও লিঙ্গের সীমা লাভ করেছেন বলে মিথ্যা বলায় মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে ভ্রূমধ্য থেকে ভৈরব সৃষ্টি করলেন ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ করতে।

সসর্জাথ মহাদেবঃ পুরুষং কঞ্চিদদ্ভুতম্।
ভৈরবাখ্যং ভ্রুবোর্মধ্যাদ্ ব্রহ্মদর্প জিঘাংসয়া ॥[১]

শিবের আদেশে ভৈরব এক হাতে ব্রহ্মার চুলের মুঠি ধরে মিথ্যাভাষী পঞ্চম মুণ্ড ছিন্ন করে অবশিষ্ট মুণ্ডগুলি বিকম্পিত খড়্গের দ্বারা ছিন্ন করতে উদ্যত হলেন।

স বৈ গৃহীত্বৈককরেণ কেশং
তৎ পঞ্চমং দৃপ্তমসত্যভাষণম্।
ছিত্ত্বা শিরাংস্যস্য নিহন্তুমুদ্যতঃ
প্রকম্পয়ন্ খড়্গমতিস্ফুটং করৈঃ ॥[২]

ব্রহ্মার স্তবে প্রীত হয়ে শিব তাঁর চারটি মুণ্ড রক্ষা করলেন।

শিবপুরাণের আর একটি শাখায় (জ্ঞান সংহিতা, ৪৯ অ:) ব্রহ্মার মুণ্ডচ্ছেদের কাহিনী স্বতন্ত্র। এই উপাখ্যানে দেবদেব শিব গিরিনন্দিনীর সঙ্গে ব্রহ্মলোকে হাজির হলেন। ব্রহ্মা শিবকে চার মুখে স্তব করলেন, কিন্তু পঞ্চম মুখ 'দুঃ' শব্দ উচ্চারণ করে ফেলে। তখন শিব ব্রহ্মার এই দুর্মুখ মুখটি ছিন্ন করলেন—

অহো দুষ্টং মুখং হেত্যচ্ছিনদ্মি সুবিচারয়ন্।
ইতি বিচার্য্য শিবোহপি শিবকৃন্নাম।
চিচ্ছেদ তচ্ছিরস্তত্র ব্রহ্মণঃ দুর্বিভাষিণঃ ॥[৩]

—অহো, আমি এই দুষ্ট মুখকে ছেদন করবো। এইরূপ বিচার করে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকারী শিব রূঢ়ভাষী পঞ্চম মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করলেন।

সেই সময় ব্রহ্মার কপাল শিবের পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন হোল। শিব সেই কপাল

১ শিবপুঃ, বিদ্যেশ্বর সং—৬।১ ২ তদেব—৬।৪ ৩ শিবপুঃ, জ্ঞানসং—৪৯।৬৯-৭০

সঙ্গে নিয়ে ত্রিলোক ভ্রমণ করলেন। তিনি যেখানেই যান, ব্রহ্মার কপাল পশ্চাদ্ধাবন করে।

ব্রহ্মার কপাল হস্তে ধারণ করে শিব কপালী নাম পেয়েছেন। স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডে শিবের কপালী নাম প্রসঙ্গে ব্রহ্মার কপাল ধারণের কথাই বলা হয়েছে।

ছিত্বা ব্রহ্মশিরো যস্মাৎ কপালঞ্চ বিভর্ষি চ।
তেন দেব কপালী ত্বং স্তুতোঽস্যসি প্রসীদ নঃ॥[১]

—যেহেতু ব্রহ্মার শির ছেদন করে কপাল ধারণ কর, সেইজন্য হে দেব, তুমি কপালী নামে স্তুত হও। তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

পঞ্চানন ব্রহ্মা হলেন চতুরানন। কিন্তু শিব যদিও চতুরানন ছিলেন, তথাপি তিনি হলেন পঞ্চানন। মহাভারতে শিব চতুর্বদন। সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দানবভ্রাতৃদ্বয়কে বধের নিমিত্ত ব্রহ্মার নির্দেশে বিশ্বকর্মা তিল তিল সৌন্দর্যের সমবায়ে তিলোত্তমা প্রতিমা নির্মাণ করলে তিলোত্তমা অন্যান্য দেবগণের সঙ্গে যখন মহাদেবও ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছিলেন তখন অলোকসামান্যরূপদর্শনেচ্ছু মহাদেবের চারিদিকে চারটি মুখমণ্ডল এবং ইন্দ্রের সহস্রলোচন আবির্ভূত হয়েছিল।

দ্রষ্টুকামস্য চাত্যর্থং গতয়া পার্শ্বতস্তয়া।
অন্যদঞ্চিতপদ্মাক্ষং দক্ষিণং নিঃসৃতং মুখম্॥
পৃষ্ঠতঃ পরিবর্তন্ত্যা পশ্চিমং নিঃসৃতং মুখম্।
গতয়া চোত্তরং পার্শ্বমুত্তরং নিঃসৃতং মুখম্॥

* * *

এবং চতুর্মুখঃ স্থাণুর্মহাদেবোঽভবৎ পুরা।[২]

বাণভট্ট কাদম্বরীতে চতুর্মুখ শিবের উল্লেখ করেছেন—অশেষত্রিভুবনবন্দিতচরণং চরাচরগুরুং চতুর্মুখং ভগবন্তং ত্র্যম্বকম্।[৩]

বামনপুরাণে আছে যে ব্রহ্মা সরস্বতীর চতুর্মুখ নামে প্রসিদ্ধ শিবের পূজা করেছিলেন—

চতুর্মুখং স্থাপয়িত্বা যযৌ সিদ্ধিমনুত্তমাম্॥[৪]

মনে হয় শিবও এককালে চতুরানন ছিলেন। রুদ্র ও ব্রহ্মাকে পৃথক করার প্রয়োজনে শিব হলেন পঞ্চানন—পঞ্চভূতের প্রতীক, আর একটি মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করে ব্রহ্মা হলেন চতুরানন—চারিদিকের প্রতীক অথবা চতুর্বেদের প্রতীক।

১ আবন্ত্যখণ্ড—২।৭৪-৭৫ ২ মহাভারত, আদিপর্ব—২১১।২৫-২৬, ২৮
৩ কাদম্বরী, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত—পৃঃ ৪৪৩ ৪ বামনপুঃ—৪৯।৪৯

ব্রহ্মার পত্নী

গায়ত্রী-পরিণয়—ব্রহ্মার দুই পত্নী—সাবিত্রী ও গায়ত্রী। তাঁর প্রথমা পত্নী সাবিত্রী, দ্বিতীয়া গায়ত্রী। গায়ত্রীর সঙ্গে ব্রহ্মার পরিণয়ের একটি মনোজ্ঞ কাহিনী পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ড) বিবৃত হয়েছে। কাহিনীটি নিম্নরূপ:

এক সময়ে ব্রহ্মা যজ্ঞানুষ্ঠান করছিলেন। বিশ্বকর্মা তাঁর মস্তক মুণ্ডিত করলেন। যথাবিধি দীক্ষার পরে ব্রহ্মার যজ্ঞ সুরু হবে। যজ্ঞে পত্নীসহ দীক্ষা গ্রহণ করা বিধি। কিন্তু ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রী গৃহকর্মে বিব্রতা আছেন, তাঁকে বারংবার সংবাদ দেওয়ার পরেও তিনি যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন না। এদিকে যজ্ঞের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। পুরোহিত সাবিত্রীকে যজ্ঞস্থলে আনয়নের চেষ্টায় ব্যর্থ হযে ব্রহ্মার নিকট ইতিকর্তব্য নিবেদন করলেন। ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে অন্য কোন পত্নী সংগ্রহ করতে আদেশ দিলেন।

অধ্বর্যু বললেন—

সাবিত্রী ব্যাকুলা দেব প্রসক্তা গৃহকর্মণি।
সখ্যো নাভ্যাগতা যাবত্তাবন্নাগমনং মম॥
এবমুক্তোঽস্মি বৈ দেব কালশ্চাপ্যতিবর্ততে।
যত্তেঽদ্য রুচিতং তাবত্তৎ তৎকুরুষ্ব পিতামহ॥
এবমুক্তস্তদা ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ কোপসমন্বিতঃ।
পত্নীঞ্চান্যাং মদর্থে বৈ শীঘ্রং শক্র ইহানয়॥
যথা প্রবর্ততে যজ্ঞঃ কালহীনো ন জায়তে।
তথা শীঘ্রং বিধৎস্ব ত্বং কাঞ্চিদুপায়নম্॥[১]

—হে দেব, সাবিত্রী গৃহকর্মে নিযুক্তা আছেন। তিনি বলছেন, সখীরা যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ আমি আসবো না—আমাকে তিনি এইরূপ বললেন। এদিকে যজ্ঞের কালও অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং পিতামহ, আপনার যেমন অভিলাষ, তেমনি করুন। এ কথা বলায় ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ রুষ্ট হয়ে বললেন, হে ইন্দ্র, আমার জন্য শীঘ্র অন্য পত্নী আনয়ন কর। যাতে যজ্ঞ সুরু হয়, যজ্ঞকাল অতিক্রান্ত না হয়, শীঘ্র সেইরূপ কোন উপায় উদ্ভাবন কর, কোন নারীকে আনয়ন কর।

ইন্দ্র পথিমধ্যে গোপকন্যা গায়ত্রীকে দেখে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন,

১ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—১৬।১২৫-১২৯

গায়ত্রী বললেন, আমি গোপকন্যা, দুগ্ধ, দধি, নবনী বিক্রয় করি। তুমি কি চাও? একথা শুনেই ইন্দ্র তাঁকে হাতে ধরে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে এলেন, গায়ত্রী তখন আর্তনাদ করছেন।

এবমুক্তাস্তদা শক্রো গৃহীত্বা তাং করে দৃঢ়ম্ ।
আনয়ত্তাং বিশালাক্ষীং যত্র ব্রহ্মা ব্যবস্থিতঃ ॥
নীয়মানা তু সা তেন ক্রোশন্তী পিতৃমাতরৌ ।
হা তাত মাতর্হা ভ্রাতর্নয়ত্যেষ নরো বলাৎ ॥
যদি বাস্তি ময়া কার্যং পিতরং মে প্রযাচয় ।
স দাস্যতি হি মাং নূনং ভবতঃ সত্যমুচ্যতে ॥[১]

—গায়ত্রী এ কথা বলার পরই ইন্দ্র সেই বিশালাক্ষীকে কঠোরভাবে হস্তে ধারণ করে সেখানে নিয়ে এলেন। যেখানে ব্রহ্মা ছিলেন। ইন্দ্র কর্তৃক নীত হওয়ার সময় তিনি আর্তনাদ করেছিলেন—হা পিতঃ, হা মাতঃ, হা ভ্রাতঃ, এই মনুষ্য আমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে। যদি আমাতে তোমার কোন প্রয়োজন থাকে, তবে আমার পিতার কাছে প্রার্থনা কর, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে দান করবেন, আমি সত্য বলছি।

কিন্তু ইন্দ্র কর্ণপাত করলেন না। তিনি গায়ত্রীকে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে এলেন। গৌরবর্ণা, দ্যুতিময়ী লক্ষ্মীর মত পদ্মপলাশলোচনা, তপ্তকাঞ্চনতুল্যা, মত্তহস্তীর শুণ্ডসদৃশ উরুবিশিষ্টা, রক্তবর্ণনখজ্যোতিসম্পন্না গোপকন্যাকে দেখে ব্রহ্মা মদন-বশীভূত হয়ে আত্মবশ্যতা হারিয়ে তাঁকে লাভ করার জন্য আত্মহারা হলেন। গোপকন্যাও মন্মথবশবর্তী হয়ে আত্মদানে ইচ্ছুক হলেন। ব্রহ্মা তাড়াতাড়ি বিষ্ণুকে বললেন, যজ্ঞ আরম্ভ করতে। বিষ্ণু বললেন, গায়ত্রীদেবীকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করতে, ব্রহ্মাও গান্ধর্বমতে গায়ত্রীকে বিবাহ করলেন।

তদেনামুদ্বহস্বাদ্য বিবাহেন বিকল্পং মা কৃথাশ্চিরম্ ।
অনুগৃহাণ দেবাদ্য অস্যাঃ পাণিমনাকুলম্ ।
গান্ধর্বেণ বিবাহেন উপযেমে পিতামহঃ ॥[২]

—হে জগতের প্রভু, তাঁকে আজই গান্ধর্বমতে বিবাহ করুন, আমি সম্প্রদান করবো। অন্য বিকল্প চিন্তা করবেন না। হে দেব, অনুগ্রহ করুন, নিরুদ্বিগ্ন

১ সৃষ্টিখণ্ড—১৬।১৬০   ২ সৃষ্টিখণ্ড—১৬।১৮৩-১৮৭

মনে এঁর পাণি গ্রহণ করুন। পিতামহ ব্রহ্মাও গান্ধর্বমতে গায়ত্রীকে বিবাহ করলেন।

যজ্ঞ সমাপ্তিকালে দেবীগণ এবং মাতৃগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধা সাবিত্রী যজ্ঞস্থলে আগমন করলেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অগ্নি, লক্ষ্মী, দেবগণকে ও দেবপত্নীকে একাদিক্রমে অভিশাপ দিয়ে গেলেন। ব্রহ্মার প্রতি তাঁর অভিশাপ—

নৈব তে ব্রাহ্মণাঃ পূজাং করিষ্যন্তি কদাচন।
ঋতে তু কার্তিকীমেকাং পূজাং সাম্বৎসরীং তব॥
করিষ্যন্তি দ্বিজাঃ সর্বে মর্ত্যা নান্যত্র ভূতলে।[১]

—কার্তিকমাসে সাম্বৎসরিক পূজা ব্যতীত ব্রাহ্মণগণ কখনও তোমার পূজা করবে না।

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডান্তর্গত প্রভাসমাহাত্ম্য বিভাগের ষোড়শ অধ্যায়েও এই একই কাহিনী বর্তমান। স্কন্দপুরাণের অন্যত্র শিবলিঙ্গের অন্ত খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থকাম ব্রহ্মা মিথ্যা বলার জন্য অভিশপ্ত হয়েছিলেন শিবের দ্বারা—

যস্মাত্ত্বয়া মৃষা প্রোক্তং মম পর্যন্তদর্শনম্।
তস্মাত্ত্বং সর্ববর্ণানাং পূজার্হো ন ভবিষ্যসি॥
যে চ ত্বাং পূজয়িষ্যন্তি মানবা মোহসংযুতাঃ॥
তে কৃচ্ছ্রং পরমং প্রাপ্য নাশং যাস্যন্তি কৃৎস্নশঃ॥

—যেহেতু তুমি আমার অন্তর্দর্শন সম্পর্কে মিথ্যা বলেছ, সেইজন্য তুমি সকল বর্ণেরই পূজার যোগ্য হবে না। যে মানবগণ তোমার পূজা করবে তারা চরম কষ্টভোগ করে বিনষ্ট হয়ে যাবে।

ব্রহ্মার প্রতি এই অভিশাপগুলি থেকে মনে হয় যে পুরাণ রচনাকালেই ব্রহ্মা তাঁর প্রতিপত্তি হারিয়েছেন, বিষ্ণু ও শিব ব্রহ্মাকে অতিক্রম করে প্রধান হয়ে উঠেছেন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের উপাখ্যান অনুসারে স্বর্গবারাঙ্গনা মোহিনী নানা কৌশলে মদনকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মাকে মিলনোৎসুক করতে চেষ্টিত হয়েছিলেন; কিন্তু ব্রহ্মার অত্যদ্ভুত সংযমে রুষ্ট হয়ে মোহিনী অভিশাপ দিয়েছেন—

---

১ পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড

যতো হসসি সর্বেণ অতোঽপূজ্যো ভবাচিরম্।
অচিরাদ্দর্পভঙ্গং তে করিষ্যসি হরিঃ স্বয়ম্॥

* * *

ভবিতা বার্ষিকী পূজা দেবতানাং যুগে যুগে।
তব মাঘ্যাঞ্চ সংক্রান্ত্যাং ন ভবিষ্যতি সা পুনঃ॥[1]

—যেহেতু তুমি হেসেছ, সেই হেতু তুমি অচিরে সকলের অপূজ্য হও। হরি স্বয়ং তোমার দর্প ভঙ্গ করবেন। দেবতাদের বার্ষিকী পূজা যুগে যুগে হবে। তোমার পূজা হবে মাঘী সংক্রান্তিতে, পরে তাও হবে না।

মাঘী সংক্রান্তিতে ব্রহ্মার পূজা হোত মনে হয়, তাও খুব স্বল্প সংখ্যায়। বর্তমানে প্রতিবৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় নদীয়া জেলার শান্তিপুরে সাড়ম্বরে ব্রহ্মা পূজা হয়। এখানে একটি মন্দিরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।[2] হুগলী জেলার শ্রীরামপুর গ্রামে শ্রাবণ মাসে[3], চব্বিশ পরগনা জেলার বাজপুর গ্রামে মাঘী পূর্ণিমায়[4] এবং নদীয়া জেলার নবদ্বীপে ঝুলন পূর্ণিমায় ব্রহ্মা পূজা হয়।

ব্রহ্মার বামে থাকেন গায়ত্রী ও দক্ষিণে থাকেন সাবিত্রী—

ব্রহ্মস্থানেষু সর্বেষু ব্রহ্মণো বামতঃ স্থিতা।
দক্ষিণেন তু সাবিত্রী মধ্যে ব্রহ্মা পিতামহঃ॥[5]

মার্কণ্ডেয়পুরাণে শুম্ভদৈত্যবধকালে দেবী চণ্ডীর সহায়িকারূপে অন্যান্য দেবগণের শক্তির সঙ্গে ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণীও এসেছিলেন। ব্রহ্মাণী ব্রহ্মারই স্ত্রীরূপ।

হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে॥[6]

—হস্তে অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু নিয়ে হংসযুক্তবিমানে ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী আগমন করলেন।

গায়ত্রী ও ব্রহ্মাণী—ব্রাহ্মণের নিত্য সন্ধ্যা বন্দনায় গায়ত্রী দেবী বা ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণীর ধ্যান করার রীতি। সামবেদীয় সন্ধ্যায় ব্রহ্মাণীর ধ্যান—

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্ম—৩৩।৩৭, ৪০
২ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ২য়—পৃঃ ৩৯২ ৩ তদেব—পৃঃ ৫৫৪
৪ তদেব—পৃঃ ১৫২ ৫ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—১৬।৩০৯ ৬ মার্কণ্ডেয়পুঃ—৮৮।১৪

ওঁ কুমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্যমণ্ডলসংস্থিতাম্।[১]

—কুমারী ঋগ্বেদময়ী হংসারূঢ়া কুশধারিণী সূর্যমণ্ডলে অবস্থানকারিণী ব্রহ্মরূপাকে ধ্যান করবে।

যজুর্বেদীয় সন্ধ্যাবন্দনায় ব্রহ্ম-শক্তির ধ্যান—

ওঁ প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলস্থা রক্তবর্ণা দ্বিভুজা অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধরা হংসাসনমারূঢ়া ব্রহ্মাণী ব্রহ্মদৈবত্যা কুমারী ঋগ্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।[২]

—প্রাতঃকালের গায়ত্রী, সূর্যমণ্ডলে বর্তমানা, রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুধারিণী, হংসাসনে উপবিষ্টা, ব্রহ্মসম্পর্কিতা, ঋগ্বেদ-বর্ণিতা, ব্রহ্মাণী কুমারীকে ধ্যান করবে।

ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যা বন্দনায় ব্রহ্মাণার ধ্যান—

ওঁ বালাং বালাদিত্যমণ্ডলস্থাং রক্তাম্বরলেপনস্রগাভরণাং চতুর্মুখীং দণ্ডকমণ্ডল্বক্ষসূত্রাভয়াঙ্কচতুর্ভুজাং হংসারূঢ়াং ব্রহ্মদৈবত্যাং ঋগ্বেদমুদাহরন্তীং ভূর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং গায়ত্রীং নাম তাং ধ্যায়েৎ।[৩]

—কুমারী প্রভাতসূর্যমণ্ডলে অবস্থিতা, রক্তবস্ত্র, রক্তচন্দন, রক্তমাল্য ও রক্ত আভরণ শোভিতা, দণ্ডকমণ্ডলু অক্ষসূত্র ও অভয়মুদ্রাধারিণী চতুর্ভুজা, হংসারূঢ়া ঋগ্বেদ ব্যাখ্যাকারিণী, ভূলোকের অধিষ্ঠাত্রী গায়ত্রী নামে তাঁকে ধ্যান করবে।

এই তিনটি ধ্যানমন্ত্রেই গায়ত্রী ও ব্রহ্মাণী অভিন্না। ব্রহ্মাণী প্রাতঃকালীন সূর্যমণ্ডলে অবস্থিতা, এবং রক্তবর্ণা ও রক্তবসন ইত্যাদিতে শোভিতা। অক্ষসূত্র, বাহন, কমণ্ডলু ইত্যাদি ব্রহ্মারই অনুরূপ। তৃতীয় মন্ত্রটিতে ব্রহ্মাণী ভূলোকাধিষ্ঠাত্রী চতুর্ভুজা,—অপর দুটি মন্ত্রে তিনি দ্বিভুজা। প্রাতঃসূর্যের সঙ্গে ব্রহ্মাণীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং প্রাতঃসূর্যের মত বর্ণ, বসন ও ভূষণ স্পষ্টতঃই বিজ্ঞাপিত করে যে, ব্রহ্মা প্রাতঃকালীন সূর্য এবং ব্রহ্মাণী প্রাতঃসূর্যের শক্তি বা তেজ। গায়ত্রী ও ব্রহ্মাণীর অভিন্নতা ও সুস্পষ্ট। গায়ত্রী গোপকন্যা। বেদে বিষ্ণু বা সূর্যই গোপা বা গোপ (পালনকর্তা)।[৪] বিষ্ণুই ব্রহ্মার হস্তে গায়ত্রীকে দান করেছিলেন।

সাবিত্রী—সবিতার স্ত্রীলিঙ্গ সাবিত্রী। ব্রহ্মা, সূর্য বা প্রাতঃকালীন সূর্য হওয়াতেই সূর্যশক্তি সাবিত্রী ব্রহ্মার পত্নী। পুরাণে সাবিত্রীর বর্ণনা :

---

১ হিন্দুসর্বস্ব—পৃঃ ৩৯ ২ হিন্দুসর্বস্ব—পৃঃ ৪৬ ৩ হিন্দুসর্বস্ব—৫৯
৪ হিন্দুদের দেবদেবী ২য় পর্ব, বিষ্ণুপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

দদর্শ তত্র সাবিত্রীং সূর্যমণ্ডলমধ্যগাম্ ।
পদ্মাসনগতাং দেবীমক্ষমালাধরাং সিতাম্ ॥[১]

—সেখানে সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থিতা পদ্মাসনে আসীনা অক্ষমালাধারিণী শুভ্রা সাবিত্রীকে দেখলেন।

সাবিত্রী স্বাভাবিকভাবেই সূর্যমণ্ডলধ্যস্থিতা এবং গায়ত্রী ও ব্রহ্মাণীর সঙ্গে অভিন্ন। ব্রহ্মাণী গায়ত্রী যেখানে ভূলোকস্থা সেখানে তিনি অগ্নিরূপী ব্রহ্মার শক্তি। এ অগ্নি অবশ্যই যজ্ঞাগ্নি—প্রাতঃকালীন যজ্ঞাগ্নি।

গায়ত্রী ছন্দ—যজ্ঞাগ্নি ব্রহ্মার পত্নী গায়ত্রী হওয়া কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়। ঋগ্বেদে সাতটি ছন্দের মধ্যে প্রধানতমা হলেন গায়ত্রী ছন্দ। আট অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিপাদাত্মিকা গায়ত্রী ছন্দে ঋগ্বেদের প্রথম সূক্ত—অগ্নি সূক্তটিই বিরচিত। অতএব যজ্ঞাগ্নির সঙ্গে গায়ত্রী ছন্দের সংযোগ অচ্ছেদ্য হওয়ায় পরবর্তীকালে গায়ত্রীকে ব্রহ্মার পত্নীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

পুরাণে গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা বৈদিক ছন্দরূপেই স্বীকৃতা। গায়ত্রীর প্রসঙ্গে রুদ্র বলেছেন,—

নমোঽস্তুতে বেদমাতরষ্টাক্ষরবিশোধিতে।
গায়ত্রী দুর্গতারিণী বাণী সপ্তবিধা তথা ॥

* * *

শ্বেতা ত্বং শ্বেতরূপাসি শশাঙ্কেন সমাননা।
বিভ্রতী বিপুলে বাহু কদলীগর্ভকোমলৌ ॥
এণশৃঙ্গং করে গৃহ্য পঙ্কজঞ্চ সুনির্মলম্ ।
বসানা বসনে ক্ষৌমে রক্তেনোত্তরবাসসা ॥[২]

—অষ্টাক্ষরপারশুদ্ধা বেদমাতা গায়ত্রী সপ্তবিধা বাণীস্বরূপা, দুর্গতিনাশিনীকে নমস্কার।

তুমি শ্বেতবর্ণা, চন্দ্রাননা, কদলীতরুর গর্ভস্থ পত্রের ন্যায় কোমল দুই দীর্ঘ বাহু বহন করছ, হরিণের শৃঙ্গ ও শুভ্র পঙ্কজ ধারণ করে শুভ্র বস্ত্র ও রক্তবর্ণ উত্তরীয় ধারণ করেছ।

---

১ কালিকাপুঃ—২৩।১০ ২ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—১৬।৩০৩, ৩০৬-৩০৭

গায়ত্রীর বর্ণনায় পুরাণ আর এক জায়গায় বলেছেন—

এবং সম্পূজ্য গায়ত্রীং বীণাকমলধারিণীম্।
শুক্লপুষ্পাযতৈর্ভক্ত্যা কমণ্ডলুপুস্তকাম্।

গায়ত্রী ও সরস্বতী—এখানে গায়ত্রী বীণা, কমল, কমণ্ডলু ও পুস্তকধারিণী, চতুর্ভুজা শ্বেতপুষ্প ও দূর্বা দ্বারা অর্চিতা। গায়ত্রীর সঙ্গে সরস্বতীর সাদৃশ্য সহজলক্ষ্য। কোন কোন স্থলে সরস্বতী ব্রহ্মার এক পত্নী। মৎস্যপুরাণে ও কালিকাপুরাণে ব্রহ্মার বামে সাবিত্রী ও দক্ষিণে সরস্বতী। সরস্বতী গায়ত্রীর স্থান গ্রহণ করেছেন। বেদকর্তা ব্রহ্মার শক্তি বিদ্যাদেবী সরস্বতীতে পরিণত হয়েছেন। ফলে বৈদিক ছন্দ গায়ত্রী সরস্বতীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। পদ্মপুরাণে বৃহস্পতি (ব্রহ্মা) গিরাংপতি অর্থাৎ সরস্বতীর পতি,—

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং মহেন্দ্রস্য গিরাংপতিঃ।
ইত্যুবাচ মহাভাগো বৃহস্পতিরুদারধীঃ॥[১]

কিন্তু বহুস্থানেই সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যারূপে বর্ণিত হয়েছেন। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে (১৫।৫।১৬) বাক্ বা সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা।

শতরূপা—ব্রহ্মার দেহ থেকে জাতা শতরূপা কোথাও ব্রহ্মার পত্নী কোথাও ব্রহ্মার কন্যা,—ব্রহ্মনন্দন মনুর পত্নী। শতরূপার জন্ম সম্পর্কে পুরাণকার বলেছেন—

স্বাং তনুং স ততো ব্রহ্মা তামপোহদভাস্বরাম্।
দ্বিধা করোৎ স তং দেহমর্ধেন পুরুষোঽভবৎ॥
অর্ধেন নারী সা তস্য শতরূপা ব্যজায়ত।
প্রাকৃতাৎ ভূতধাত্রীং তাং কামান্ বৈ সৃষ্টবান্ বিভুঃ॥
সা দিবং পৃথিবীঞ্চৈব মহিম্না ব্যাপ্যাধিষ্ঠিতা।
ব্রহ্মণঃ সা তনুঃ পূর্বা দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
যা ত্বর্ধাৎ সৃজতে নারী শতরূপা ব্যজায়ত।[২]

—তারপর ব্রহ্মা নিজের উজ্জ্বল দেহকে দুই ভাগ করে অর্ধদেহে পুরুষ হলেন। অপরার্ধে শতরূপা নারী জন্মগ্রহণ করলেন। বিভু কামনাহেতু প্রাকৃতদেহ থেকে জীবধাত্রী শতরূপাকে সৃষ্টি করলেন। তিনি মহিমা দ্বারা আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপ্ত

১ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৩৪।৮৪ ২ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—১০।৭-১০

করে বিরাজ করতে থাকেন। ব্রহ্মার সেই পূর্ব তনু আকাশ আবৃত করে থাকে—অর্ধাংশ থেকে যে নারী সৃষ্টি হোল তিনিই শতরূপা হয়ে জন্মালেন।

দ্যুলোক ও পৃথিবী আবৃত করে বিরাজমানা শতরূপা অবশ্যই সূর্যশক্তি সূর্যের তেজ বা কিরণ। সুতরাং শতরূপা ও সাবিত্রী অভিন্না। কেউ কেউ আবার সাবিত্রীকে বৈদিক মন্ত্র বা গায়ত্রীর সঙ্গেও অভিন্না মনে করেছেন।

"A name of Śatarūpā, the daughter and wife of Brahmā, who is sometimes regarded as personification of the holy verse."[১]

---

১ Classical Dictionary of Hindu Mythology, Dowson—page 291

ব্রহ্মা ও সন্ধ্যার উপাখ্যান

ব্রহ্মা সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় কাহিনী এই যে ব্রহ্মা স্বীয় কন্যাতে উপগত হয়েছিলেন। "As the father of men, he performs the work of pro-creation by incestuous intercourse with his own daughter, variously named Vāch or Saraswati (speech), Sandhya (twi-light), Śatarūpa (the hundred formed) etc."[১]

কালিকাপুরাণে এই উপাখ্যানটি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিশ্ব সৃষ্টির সূচনায় ব্রহ্মা যখন প্রজাপতি ও ঋষি সৃষ্টি করছিলেন, সেই সময়ে সন্ধ্যানাম্নী এক কন্যা ব্রহ্মার মন থেকে আবির্ভূতা হন।

তদা তন্মনসো জাতা চারুরূপা বরাঙ্গনা।
নাম্না সন্ধ্যেতি বিখ্যাতা সায়ং সন্ধ্যাং যজন্তি যাম্॥[২]

—সেই সময়ে তাঁর মন থেকে সুন্দরী, শোভনাঙ্গী সন্ধ্যা নামে বিখ্যাতা এক কন্যা জন্মালেন; সায়ংকালে তাকে সন্ধ্যারূপে উপাসনা করা হয়।

সেই অপরূপা সুন্দরী কন্যা ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্যে কি সাহায্য করবেন এবং কাকেই বা আশ্রয় করবেন, এই কথা চিন্তা করতে করতে ব্রহ্মার মন থেকে মদন দেবের জন্ম হোল। মদন আবির্ভূত হয়ে নিজের কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করলে ব্রহ্মা মদনকে বললেন—

অনেন চারুরূপেণ পুষ্পবাণৈশ্চ পঞ্চভিঃ।
মোহয়ন্ পুরুষাং স্ত্রীংশ্চ কুরু সৃষ্টিং সনাতনীম্।

* * *

অহং বা বাসুদেবো বা স্থাণুর্বা পুরুষোত্তম।
ভবিষ্যামস্তব বশে কিমন্যৈঃ প্রাণধারিভিঃ॥
প্রচ্ছন্নরূপী জন্তুনাং প্রবিশন্ হৃদয়ং সদা।
সুখহেতুঃ স্বয়ং ভূত্বা কুরু সৃষ্টিং সনাতনীম্।[৩]

—এই সুন্দররূপে এবং পাঁচটি পুষ্পবাণের দ্বারা পুরুষ ও নারীগণকে মোহিত করে সনাতনী সৃষ্টি করে যাও। ...আমি, বাসুদেব অথবা পুরুষোত্তম শিব সকলেই

---

১ Classical Dictionary of Hindu Mythology, Dowson—page 57

২ কালিকাপুঃ—১ অঃ   ৩ কালিকাপুঃ—১।৫৩, ৫৭-৫৮

তোমার বশীভূত হবো, অন্য প্রাণীদের কথা কি বলবো ? তুমি প্রাণীদের হৃদয়ে প্রবেশ করে প্রচ্ছন্নরূপে সকলের সুখেরহেতু হয়ে সনাতন সৃষ্টিকর্ম চালিয়ে যাও।

মদন তখন ব্রহ্মা-দত্ত বর ব্রহ্মার উপরেই পরীক্ষা মানসে ব্রহ্মা ও মুনিগণের উপর পুষ্পশর বর্ষণ করতে লাগলেন। মুনিগণ এবং ব্রহ্মা স্বয়ং কামবাণে মোহিত হয়ে বিকারগ্রস্ত মনে সন্ধ্যাকে মুহুর্মুহু দেখতে লাগলেন। এদিকে কামজাত বিকারসমূহ সকলের দেহে প্রকাশিত হতে লাগলো। এমন কি সন্ধ্যার দেহেও ভাবসমূহ প্রকাশিত হতে লাগলো,—ফলে চতুঃষষ্টিকলাও বিকাশলাভ করলো।

সা পি তৈর্বীক্ষ্যমানাথ কন্দর্পশরপাতজান্।
চক্রে মুহুর্মুহুর্ভাবান্ কটাক্ষাবরণাদিকান্॥
নিসর্গসুন্দরী সন্ধ্যা তান্ ভাবান্ মদনোদ্ভবান্।
কুর্বন্ত্যতিতরাং রেজে স্বর্নদীব তনূর্মিভিঃ॥[১]

—সেই সন্ধ্যাও, ব্রহ্মা ও ঋষিগণের দ্বারা দৃষ্ট হয়ে কন্দর্পশরপাতহেতু কটাক্ষাবরণ ভাবসমূহ মুহুর্মুহু প্রকাশ করতে লাগলেন। মদনোদ্ভূত ভাবসমূহ প্রকাশ করতে করতে নিসর্গসুন্দরী সন্ধ্যা উর্মিশোভিত স্বর্গনদীর মত শোভা পেতে লাগলেন।

প্রজাপতি ব্রহ্মাও কামভাবাপন্না সন্ধ্যাকে দেখে ঘর্মাক্ত কলেবরে সন্ধ্যাকে কামনা করতে লাগলেন। অত্রি প্রভৃতি মুনিগণ এবং দক্ষাদি প্রজাপতিগণ বিকারগ্রস্ত হলেন। দেব ও ঋষিদের চিত্তবিকার দেখে মদন আত্মশক্তিতে শ্রদ্ধাবান হলেন। কিন্তু মহাদেব ব্রহ্মাও ঋষিদের এই কামোন্মত্ত অবস্থা দেখে উপহাস এবং তিরস্কার করতে থাকায় ব্রহ্মা নিজেকে সংযত করলেন।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা লোকেশো গিরিশস্য চ।
ব্রীড়য়া দ্বিগুণীভূত স্বেদার্দ্রো হ্যভবৎ ক্ষণাৎ।
ততো নিগৃহ্যেন্দ্রিয়বিকারং চতুরাননঃ।
জিঘৃক্ষুরপি তত্যাজ তাং সন্ধ্যাং কামরূপিণীম্॥[২]

—সেই গিরিশের কথা শুনে লোকপতি ব্রহ্মা লজ্জায় দ্বিগুণ ঘামতে লাগলেন। তারপর ইন্দ্রিয়বিকার নিগৃহীত করে চতুরানন কামরূপিণী সন্ধ্যাকে ধরতে গিয়েও ত্যাগ করলেন।

১ কালিকাপুঃ—১।৩০-৩১ ২ কালিকাপুঃ—২।৪৪-৪৫

অতঃপর ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে হরনেত্রের অগ্নিতে মদনকে দগ্ধ হওয়ার অভিশাপ দিলেন এবং মদনের দ্বারা প্রসাধিত হয়ে পুনর্জীবন লাভের বর দিলেন।

সন্ধ্যা উপাখ্যানের তাৎপর্য—স্বীয় কন্যার প্রতি ব্রহ্মার মোহ ও মিলনাকাঙ্ক্ষা গল্পকথায় পরিণত হলেও এ কাহিনীর তাৎপর্য সহজবোধ্য। সন্ধ্যা তিন প্রকার—প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা। পুরাণকার বলেছেন, সন্ধ্যা নিসর্গসুন্দরী; কামার্তা সন্ধ্যাকে স্বর্গনদীর মত দেখাচ্ছিল। প্রাতঃসন্ধ্যায় ও সায়ংসন্ধ্যায় আকাশে সূর্যরূপী ব্রহ্মার অনুরাগের প্রকাশ,—এই সময়ে আকাশের বিচিত্র বর্ণালী হাবভাবময়ী কামপরবশা সন্ধ্যার কল্পনা মনে জাগায়,—উর্মিমুখর স্বর্গনদীরও বিভ্রম জাগাতে পারে। ত্রিসন্ধ্যার জনক সূর্য। তাই সন্ধ্যা ব্রহ্মার দুহিতা। ব্রহ্মা প্রভাতে পূর্বদিগন্তে উদিত হয়েই প্রাতঃসন্ধ্যার প্রতি আকৃষ্ট হলেন, মোহমুগ্ধও হলেন, মিলনেও উৎসুক হলেন। কিন্তু প্রাতঃসন্ধ্যার রক্তরাগ অল্প পরেই অন্তর্হিত হোল। ব্রহ্মা সন্ধ্যাকে ত্যাগ করলেন। ঋগ্বেদেই দেখি উদিত সূর্য কামার্ত পুরুষের মত সুন্দরী নায়িকা উষার পশ্চাদ্ধাবন করছেন—

সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ।[১]

সায়ংসন্ধ্যাতেও পশ্চিমদিগন্তে সূর্যের সন্ধ্যার পশ্চাৎগামিতা প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রাতঃসবনে অগ্নিরূপী ব্রহ্মার প্রাতঃসন্ধ্যার প্রতি অনুরাগ কল্পনাও অসঙ্গত নয়।

ব্রহ্মা ও সরস্বতী—কোন কোন পুরাণে ব্রহ্মা কন্যা সরস্বতীর সঙ্গে মিলনোৎসুক হয়েছিলেন।

পুরা ব্রহ্মা বিমোহেন সরস্বত্যা রূপমদ্ভুতম্।
দৃষ্ট্বা জগাম তাং পশ্চাৎ তিষ্ঠতি বিহ্বলঃ স্বয়ম্॥
তদ্বচনং তদা পুত্রী শ্রুত্বা কোপসমন্বিতা।
উবাচ কিং ব্রবীষি ত্বং মুখেনাশুভভাষিণা॥
ব্রবীষি চেদ্বিরুদ্ধং বৈ বিভাষী ভব সর্বদা।[২]

—পুরাকালে ব্রহ্মা মোহগ্রস্ত হয়ে সরস্বতীর অদ্ভুতরূপ দেখে বিহ্বল হয়ে তাঁর পশ্চাৎগমন করেছিলেন। ব্রহ্মার কথা শুনে কন্যা সরস্বতী কোপিতা হয়ে বললেন, তুমি অশুভভাষী মুখ দিয়ে বিরুদ্ধ বাক্য বলছ, এইজন্য তুমি ঐ মুখে কটুভাষী হবে।

১ ঋগ্বেদ—১।১১৫।২ ২ শিবপুঃ, জ্ঞানসং—৪৯।৭৭-৭৯

সরস্বতীর শাপে ব্রহ্মার পঞ্চম মুখ সর্বদা কটুবাক্য বলতো এবং কর্কশ শব্দ করতো। অবশেষে শিব ঐ মুণ্ডটি ছেদন করেছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ব্রহ্মা স্বর্গবেশ্যা মোহিনীর সাগ্রহ আহ্বান উপেক্ষা করায় মোহিনীর দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে শাপমুক্তির আশায় নারায়ণের নির্দেশে গোলোকে সর্ববিদ্যাময়ী সরস্বতীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। অবশ্য এখানে সরস্বতী বিষ্ণুর মুখনিঃসৃতা। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে বলেছিলেন—

তদা মমাজ্ঞয়া ব্রহ্মা স্নাত্বা চ জাহ্নবীজলে।
শীঘ্রং জগাম গোলোকং মাং প্রণম্য জগদ্‌গুরুম্ ॥

* * *

বিধিরাগত্য গোলোকং সম্প্রাপ্য ভারতীং সতীং।
সর্ববিদ্যাধিদেবীং তাং মদ্বক্ত্রাদ্বিনির্গতাম্ ॥
বাগীশ্বরীঞ্চ সম্প্রাপ্য ব্রহ্মা প্রমুদিতঃ স্বয়ম্।
কামশাস্ত্রাণাঞ্চ ব্যাপারমনুমেনে স্বয়ং বিধিঃ ॥
তত আগত্য মাং নত্বা প্রাপ্য ত্রৈলোক্যমোহিনীং।
ক্রীড়াং চকার ভগবান্ স্থানেঽতিনির্জনে ॥[১]

—তখন আমার আদেশে ব্রহ্মা গঙ্গাজলে স্নান করে জগদ্‌গুরু আমাকে প্রণাম করে শীঘ্র গোলোকে গমন করলেন; ·· বিধি গোলোকে এসে আমার মুখ থেকে বিনির্গতা সর্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী বাগীশ্বরী সতী ভারতী দেবীকে লাভ করে আনন্দিত হলেন, তিনি স্বয়ং কামশাস্ত্রের ব্যাপার অনুমান করে নিলেন, তারপর এসে আমাকে প্রণাম করে ত্রৈলোক্যমোহিনীকে (ভারতী) প্রাপ্ত হয়ে স্থানে স্থানে ক্রীড়া করলেন।

ব্রহ্মা বেদকর্তা,—সুতরাং বাক্যের পতি; এই হিসাবে তিনি সরস্বতী-পতি। সরস্বতী সম্পর্কে এইরূপ কাহিনীর মূলে ব্রহ্মা ও বিদ্যা বা জ্ঞানের সম্পর্ক। বৈদিক সরস্বতী যজ্ঞাগ্নি বা অগ্নির শক্তি; সুতরাং ব্রহ্মার পত্নী। ব্রহ্মার মুখ থেকে বেদ নির্গত হয়েছে বলেই সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা।

কালীর প্রতি ব্রহ্মার আসক্তি—পুরাণে ব্রহ্মার চিত্তবিকৃতির আর একটি কাহিনী আছে। হরপার্বতীর বিবাহকালে মালিনী নাম্নী অম্বিকার সখী শিবের

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড—৩৪।৭, ৯-১০

চরণ ধারণ করে কালীর শিবগোত্রত্ব প্রার্থনা করলে কালীর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে অপূর্ব শোভার আধার হয়েছিল। ব্রহ্মা কালীর মুখ-সৌন্দর্য দেখে মোহিত হলেন এবং তাঁর শুক্র স্খলিত হোল।

তদা কালীমুখং ব্রহ্মা দদর্শ শশিনোধিকম্।
তং দৃষ্ট্বা মোক্ষমগমচ্ছুক্রচ্যুতিমবাপ চ ॥[১] •

ব্রহ্মার বীর্য থেকে অষ্ট-আশী হাজার বালখিল্য নামক হ্রস্বকায় ঋষির জন্ম হয়েছিল।

কামুকতার উৎস—শিব চরিত্রের মত পিতামহ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার চরিত্রেও এইভাবে কামুকতা আরোপ করা হয়েছে। মনে হয় শিবচরিত্র থেকে কামুকতার কাহিনী ব্রহ্মায় সংযুক্ত হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড) মদনসহায়া মোহিনীর ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রলোভন ব্রহ্মা যেভাবে জয় করেছেন তাতে তাঁকে শ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় না বলে উপায় নেই। পুরাণে যেমন শিবকে সর্বশ্রেষ্ঠ সংযমী যোগী এবং কামুকরূপে অংকিত করা হয়েছে, তেমনি ব্রহ্মার চরিত্রেও দুই বিপরীত গুণ আরোপিত হয়েছে। তবে শিব ও ব্রহ্মার চরিত্রের এই নিন্দনীয় দিকটি বৈদিক সাহিত্য থেকেই উপস্থিত হয়েছে। বৈদিক প্রজাপতির পৌরাণিক সংস্করণ ব্রহ্মা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রজাপতি হংসরূপে হরিণীরূপিণী কন্যার পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন।

"In the Aitareya Brāhmana it is said that Prajāpati was in the form of a buck and his daughter was Rohit, a deer."[২]

প্রকৃতপক্ষে বেদের সূর্য ও উষার সম্পর্ক এবং মহাভারতে অগ্নি ও স্বাহার বিবরণ শিব-ব্রহ্মার চরিত্র সম্পর্কে নির্মিত কাহিনীগুলির উৎস; কারণ শিব ও ব্রহ্মা সূর্যাগ্নিরই রূপান্তর।

১ বামনপু:—৫৩।৫৬-৫৭
২ Classical Dictionary of Hindu Mythology, Dowson—page 57

হিন্দুদের দেবদেবী

উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

তৃতীয় পর্ব

ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

এম.এ. (ট্রিপল) পি-এইচ্.ডি.,

কাব্যপুরাণতীর্থ, সাহিত্যভারতী বিদ্যার্ণব।



ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা

নিবেদন

"হিন্দুদের দেবদেবী" তৃতীয় পর্ব বা অন্তিম পর্ব প্রকাশিত হওয়ায় আমার বহু-বৎসরের চিন্তা-ভাবনা ও বিপুল শ্রমের ফসল লোকচক্ষুর গোচরে উপস্থিত করতে পেরে সকল আয়াসের সফলতা-জনিত আনন্দ উপভোগ করছি। এই পর্বে পৌরাণিক ও আধুনিক যুগে অর্চিত স্ত্রীদেবতাসমূহ এবং কিছু গৌণ পুরুষ দেবতার কথা আলোচিত হয়েছে। এঁদের মধ্যেই অনেকেই বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত কালোচিত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে পূজিত হচ্ছেন, কেউ কেউ অন্যান্য একাধিক দেবতার আকার প্রকার নিয়ে পুরাণোত্তর যুগে নতুন বেশে দেখা দিয়েছেন। দৈবতকুলের বিচিত্র কৌতূহলোদ্দীপক ইতিবৃত্ত ভারতীয় দেবতাদের সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটাবে বলেই আমার বিশ্বাস। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে অনেক দেবতাকেই অনার্যকুলসম্ভূত বা বৈদেশিক দেবকল্পনার প্রভাবসৃষ্ট বলে যে সহজ মন্তব্য, তা যে যথার্থ সত্যোদ্‌ঘাটন নয়, আমার গ্রন্থের তিন পর্বে দৈবতকুলের বিবরণ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও তা প্রতিপাদনে সক্ষম হবে মনে করি। এই পর্বে পূর্ববর্তী পর্বদ্বয় অপেক্ষা বৈদেশিক দেবতা সমূহের আকার প্রকারের বিবরণ অধিকতর বিস্তৃত ভাবে সন্নিবেশিত করেছি সমভাবাপন্ন ভারতীয় দেবতার সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে ভারতীয় দেবকল্পনার স্বাতন্ত্র্যকে প্রস্ফুট করার অভিপ্রায়ে। সাদৃশ্য যেখানে প্রকট বা প্রবলতর সেখানেও ভারতের দেবকল্পনা বৈদেশিক বা আর্যেতর দেবকল্পনার দ্বারা প্রভাবিত, এমন সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে কেন? উপযুক্ত প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও বিপরীত ব্যাপারটাই বা অসম্ভব কেন? যথাযথ একরূপতা স্বাদেশিক বা বৈদেশিক দেবতাবর্গের তুলনামূলক আলোচনাতেও লভ্য নয়। পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে চূড়ান্ত রায় দিতে অবশ্যই থমকে ভাবতে হবে।

লোকমুখে শোনা যায়, হিন্দুর দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। সম্ভবতঃ সংখ্যার বিশালতা বোঝাতেই এইরূপ উক্তি করা হয়ে থাকে। বেদে উল্লিখিত তেত্রিশ সংখ্যক দেবতার ক্রমবর্ধমান রূপ তেত্রিশ কোটি। অবশ্য সমগ্র ভারতবর্ষে নগরে গ্রামে অরণ্যে কান্তারে পর্বতে যে সংখ্যাতীত দেববিগ্রহ বা দেব-প্রতীক বিচিত্র নামে ও রূপে ভক্তি ও পূজার অধিকারী হয়ে রয়েছেন, তাঁদের যদিও তিন পর্বে আলোচিত দৈবতকুলের মধ্যেই অধিকাংশ বা সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করা যাবে বলে আমার বিশ্বাস, তথাপি তাঁদের নাম, ধাম, পরিচয়, বিগ্রহ ও পূজার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ সংগ্রহ আয়াস ও ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ায় তাঁদের প্রসঙ্গ অনালোচিত রয়ে গেল। নূতনতর তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হলে তাঁদের পরবর্তী পর্বে বিন্যস্ত করা যাবে।

নিছক আমোদ প্রমোদ নৃত্যগীত দেবপ্রতিমাকে উপলক্ষ্য করে বর্তমানে যা সচরাচর দৃষ্ট হচ্ছে তা যে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিপোষক নয়, বরঞ্চ বিরোধী —এ সত্য মৎরচিত দেবদেবীর ইতিবৃত্ত ও স্বরূপ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে, আশা করি। ভারতের সনাতন ধর্মে দেবতার সাকার মূর্তি পরিকল্পনা অসীম নিরাকারকে সসীম ইন্দ্রিয়গোচর করে প্রতীকের মধ্য দিয়ে নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনায় ভক্তিনত চিত্তে আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে। তাই সীমার মধ্য দিয়ে অসীমের অনুভূতি ভারতীয় দেবারাধনায় চিরন্তন অভীষ্ট হয়ে রয়েছে। আর সমস্ত দৈব ধারণার মূলে রয়েছেন প্রত্যক্ষ দেবতা চরাচরের আত্মভূত সহস্রাংশু সূর্য যাঁর অনন্ত অসীম রশ্মিসম্পাত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের মূলে।

এই গ্রন্থের প্রথম দুই পর্ব সুধীজন কর্তৃক অভিনন্দিত এবং প্রশংসিত হওয়ায় এবং প্রথম পর্বের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় আমি আনন্দিত পরিতৃপ্ত। আশা করছি তৃতীয় পর্বটি অপর পর্বদ্বয়ের মতই সমাদৃত হবে।

স্বল্পকালের মধ্যে তিনটি পর্বে সমাপ্ত এই বিপুলায়তন গ্রন্থের সুপরিচ্ছন্ন প্রকাশের জন্য ফার্মা কেএলএম্ এর শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক আগ্রহ, কর্মিবৃন্দের সহযোগিতা এবং মর্মবাণী প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ জানার আন্তরিক প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই।

এই পর্বে সন্নিবেশিত চিত্রগুলি আমার কনিষ্ঠ পুত্র কিশোর শিল্পী শ্রীমান কণাদ ভট্টাচার্য অংকন করেছে। দু একটি চিত্র এঁকেছে কণাদের বন্ধু শ্রীমান অমরেশ সাহা। এই দুই কিশোর শিল্পীকে আশীর্বাদ করি তাদের চিত্রাংকন বিদ্যার ক্রমোৎকর্ষ কামনা করে।

শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

রাধাবাজার
নবদ্বীপ
রাসপূর্ণিমা
১৩৮৬

সূচীপত্র

ইড়া-ভারতী-সরস্বতী '

বেদে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য এবং সংখ্যাধিক্য। পুরুষ দেবতার তুলন নারী দেবতার সংখ্যা যেমন স্বল্প, প্রাধান্যও তেমনি কম। স্বল্পসংখ্যক না দেবতার মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য লাভ করেছেন অদিতি, উষা ও সরস্বতী সরস্বতীর সঙ্গে ইড়া ও ভারতী নাম্নী দুই দেবতার নাম অনেকবার সংশ্লি হয়েছে। অনেক সময়েই এই তিন দেবতাকে একত্রে আহ্বান বা স্তুতি ক হয়েছে।

ভারতীড়ে সরস্বতী যাবঃ সর্বা উপক্রুবে।
তা নশ্চোদয়ত শ্রিয়ে।[১]

—হে (অগ্নিরূপ) ভারতী, সরস্বতী ও ইলা! আমি তোমাদিগের সকলে আহ্বান করিতেছি। যাহাতে সম্পত্তিশালী হইতে পারি তাহা কর।[২]

সরস্বতী সাধয়ন্তী ধিয়ং ন ইলা দেবী ভারতী বিশ্বতূর্তিঃ।
তিস্রো দেবীঃ স্বধয়া বর্হিরেদমচ্ছিদ্রং পান্তু শরণং নিষদ্য॥[৩]

—আমাদিগের যজ্ঞনিষ্পাদিকা (অগ্নিরূপ) সরস্বতী, ইলা এবং সর্বব্যাপিন ভারতী দেবী তিনজনে যজ্ঞগৃহ আশ্রয় করতঃ হব্যলাভের জন্য আমাদিগের য পালন করুন।[৪]

আ নো যজ্ঞং ভারতী তূয়মেত্বিলা মনুষ্বদিহ চেতয়ন্তী।
তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং স্যোনং সরস্বতী স্বপসঃ স্বদন্তু॥[৫]

—ভারতীদেবী শীঘ্র আমাদিগের যজ্ঞে আগমন করুন। ইলাদেবী এ যজ্ঞের বিষয় স্মরণপূর্বক মনুষ্যের ন্যায় আগমন করুন। তাঁহারা দুজন এবং সরস্বতী এই তিন চমৎকার কর্মকারিণী দেবী পুরোবর্তী সুখকর কুশাসনে আসিয় উপবেশন করুন।[৬]

আ ভারতী ভারতীভিঃ সজোষা ইড়া দেবৈর্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ।
সরস্বতী সারস্বতেভির্বাক্ তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং সদন্তু॥[৭]

—ভারতীগণের সহিত সংগতা (অগ্নিরূপ) ভারতী আগমন করুন, দেবত ও মনুষ্যগণের সহিত (অগ্নিরূপ) ইলা আগমন করুন। সারস্বতগণের সহিত (অগ্নিরূপ) সরস্বতীও আগমন করুন। দেবীত্রয় আগমন করিয়া সম্মুখে (স্থিত) এই কুশে উপবেশন করুন।[৮]

---

১ ঋগ্বেদ—১।১৮৮।৮ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—২।৩।৮
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—১০।১১০।৮ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—৩।৪।৮ ৮ অনুবাদ—তদেব

এই ভাবে ঋগ্বেদে ৫।৫।৮, ৭।২।৮, ৯।৫।৮ এবং ১০।১০।৮ ঋকে ইলা, ভারতী ও সরস্বতী একত্রে স্তুতা হয়েছেন। এই সূক্তগুলিকে আপ্রী সূক্ত বলা হয়। কোন কোন ঋকে ইড়া, সরস্বতী ও মহী এই তিন দেবতা একত্রে স্তুতা হয়েছেন।

ইড়া সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ।
বর্হিঃ সীদন্ত্বস্রিধঃ।[১]

—ইলা, সরস্বতী ও মহী এই দেবীত্রয় এই কুশে উপবেশন করুন।[২]

আচার্য সায়নের মতে এখানে মহী শব্দ ভারতীর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে—"অত্র মহীশব্দো মহত্ত্বগুণযুক্তাং ভারতীমাচষ্টেঽন্যেম্বাপ্রীসূক্তেষু সদৃশেম্বিড়া সরস্বতী-ভ্যামাম্নাতত্বাৎ।"—অন্যান্য আপ্রীসূক্তের সাদৃশ্যে ইড়া সরস্বতীর সঙ্গে উল্লিখিত হওয়ায় এখানে মহী শব্দে মহত্তর গুণযুক্ত ভারতীকে বোঝানো হয়েছে।

আর একটি ঋকেও মহীর উল্লেখ পাই—

শুচির্দেবেষ্বর্পিতা হোত্রা মরুৎসু ভারতী।
ইলা সরস্বতী মহী বর্হিঃ সীদন্তু যজ্ঞিয়াঃ॥[৩]

—শুচি এবং দেবগণের মধ্যস্থা, হোমনিষ্পাদিকা ভারতী, ইলা এবং মহতী (অগ্নির মূর্তিত্রয়) যজ্ঞের উপযুক্ত হইয়া কুশের উপরে উপবেশন করুন।[৪]

মহীশব্দকে এখানে অনুবাদক রমেশচন্দ্র দত্ত সায়নাচার্যের দৃষ্টান্তে সরস্বতীর বিশেষণরূপে গ্রহণ করেছেন। যজুর্বেদেও এই ত্রয়ী দেবতার একত্র উল্লেখ ও আবাহন দৃষ্ট হয়।

তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং সদন্ত্বিড়া সরস্বতী ভারতী॥[৫]

—ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী এই দিন দেবী যজ্ঞে আগমন করুন।

এই দেবীত্রয় ইন্দ্রেরও সেবা করেন—

তিস্রো দেবীর্হবিষা বর্ধমানা ইন্দ্রং জুষাণা জনয়োন পত্নীঃ।
অচ্ছিন্নং তন্তুং পয়সা সরস্বতীড়া দেবী ভারতী বিশ্বতূর্তি॥[৬]

—ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী—সর্বত্রগামিনী এই তিন দেবী পত্নীর মত ইন্দ্রের সেবা করে আমাদের যজ্ঞ হবিদ্বারা বর্ধমান এবং বিঘ্নরহিত করুন।

শুক্ল যজুর্বেদ আর এক স্থানে ইন্দ্রকে তিনদেবীর পতিরূপে উল্লেখ করেছেন—"দেবীস্তিস্রস্তিস্রো দেবী পতিমিন্দ্রমবর্ধয়ন্"।[৭] অবশ্য ভাষ্যকার মহীধর এখানে পতি শব্দের অর্থ করেছেন পালক। শুক্ল যজুর্বেদেই অন্যত্র ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে পরিশ্রুত সোমদ্বারা ইন্দ্রের সেবা করেন।[৮]

ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী এই দেবীত্রয়কে একত্রে আহ্বান করা হলেও এঁদের কোন গুণকর্মের পরিচয় মন্ত্রে নেই। তবে যজ্ঞে এঁদের আগমন ও অবস্থান এবং এঁদের দ্বারা যজ্ঞরক্ষার বারংবার উল্লেখ থেকে এই তিন দেবীকে যজ্ঞাগ্নিরূপেই

১ ঋগ্বেদ—১।১৩।৯ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১।১৪২।৯
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ কৃষ্ণযজুর্বেদ—৪।৪।১।৮ ৬ শুক্লযজুর্বেদ—২০।৪৩
৭ শুক্লযজুর্বেদ - ১৮।১৮ ৮ শুক্লযজুর্বেদ—২০।৬৩

প্রতীতি জন্মে। রমেশচন্দ্র দত্ত এঁদের যজ্ঞাগ্নিরূপা বলেই অনুবাদে উল্লেখ করেছেন। আচার্য সায়ন, আচার্য মহীধর, আচার্য যাস্ক প্রমুখ বেদের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকারগণ এই দেবীত্রয়কে অগ্নি বা আদিত্যরূপে গ্রহণ করেছেন। সায়নাচার্য ১।১৮৮।৮ ঋকের ভাষ্যে এই দেবীত্রয়কে দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোকস্থিত অগ্নি, অর্থাৎ সূর্য, অগ্নি ও বিদ্যুৎ—অগ্নির এই তিনটি রূপ বলে ব্যাখ্যা করেছেন—"ভরতঃ আদিত্যঃ তস্ত সম্বন্ধিনী ভারতী, তাদৃশি দ্যুলোকদেবতে। হে ইড়ে ভূদেবি! হে সরস্বতি, সরো বা উদকং বা তদ্বত্যন্তরিক্ষদেবতে তাদৃশি দেবি! এতাঃ ক্ষিত্যাদি দেবতাঃ এতা তিস্র আদিত্যপ্রভাববিশেষরূপা ইত্যাহুঃ।"—ভরত আদিত্যের নাম। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কান্বিতা দ্যুলোকস্থিতা দেবতা ভারতী। ইড়া ভূদেবী। সরস্বতী সর বা জলসমন্বিত অন্তরিক্ষ দেবতা। এই তিন ক্ষিতি প্রভৃতি দেবতা আদিত্য প্রভাবিত দেবী—এইরূপ বলা হয়।

সায়নাচার্য ৩।৪।৮ ঋকের ভাষ্যে ইড়া, ভারতী সরস্বতীকে ত্রিস্থানস্থিত সূর্যাগ্নি সম্পর্কিতা বাক্‌রূপেও ব্যাখ্যা করেছেন। ইড়া ভূমিস্থিতা বাক্, আর সরস্বতী মধ্যমস্থানস্থিতা মাধ্যমিকা বাক্।

আচার্য মহীধর শুক্লযজুর্বেদের ২০।৬৩ মন্ত্রের ভাষ্যে লিখেছেন, "সরস্বতী মধ্যস্থানা, ভারতী দ্যুস্থানা, ইড়া পৃথিবীস্থানা।" উক্ত বেদের ২৮।১৮ মন্ত্রের ভাষ্যে মহীধর বলেছেন, ভরত শব্দের অর্থ রবি—রবির কান্তি বা জ্যোতিই ভারতী—"ভরতো রবিস্তৎকান্তির্ভারতী।" কৃষ্ণযজুর্বেদের ৪।৪।১।৮ ভাষ্যে সায়নাচার্য বলেছেন, ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী অগ্নির তিন মূর্তি—"তিস্রঃ দেব্যোহগ্নিমূর্তয়ঃ।" রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ইলা, ভারতী প্রভৃতি যজ্ঞের অংশবিশেষ—"ইলা, ভারতী, মহী, হোত্রা, বরুত্রী, ধিষণা সকলেই ঋগ্বেদের দেবী, কিন্তু ইহাদিগের নামের অর্থ হইতে উপলব্ধি হয় যে ইহারা যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ অংশবাচক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ছিলেন, ক্রমে দেবীরূপে পরিগণিত হইলেন।"[১] উক্ত দেবীত্রয়ের আহ্বান বা স্তুতি আছে যে সূক্তগুলিতে সেই সূক্তগুলি আপ্রীসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। পশুযাগে ব্যবহৃত মন্ত্র আপ্রীসূক্ত নামে পরিচিত।[২]

যাস্ক লিখেছেন: "ভরত আদিত্যস্তস্ত ভা ইলা মনুষ্যবদিহ চেতয়মানা।"[৩] —(অর্থাৎ) ভরত শব্দের অর্থ আদিত্য, তাঁর ভা বা জ্যোতি ভারতী এবং ইলা মনুষ্যতুল্য এখানে চৈতন্যময়ীরূপে বর্ণিতা।

এই প্রসঙ্গে ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন "ভারতী, ইলা এবং সরস্বতী—ইহারা ক্রমান্বয়ে দ্যুস্থান দেবতা সূর্যজ্যোতি, পৃথিবীস্থান দেবতা অগ্নি এবং মধ্যমস্থান দেবতা বিদ্যুৎ। এই তিনই অগ্নি—কাজেই তিস্রো দেবীঃ পৃথিবীস্থানা বলিয়া গঠিত।"[৪]

---

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম, ১।১৩।৯ ঋকের টীকা—পৃঃ ২৭-২৮
২ তদেব—১।১৩ সূক্তের টীকা—পৃঃ ২৬ ৩ নিরুক্ত—৮।১৩।২
৪ নিরুক্ত (ক. বি.)—পৃঃ ১৭৩

ভরত অর্থে সূর্যকে বোঝায়। ভরত অগ্নিরও নাম।[১] আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে তিন দেবী তিন ঋতুর যজ্ঞাগ্নি—"ইড়া বর্ষাঋতুর, ভারতী শরৎ ঋতুর এবং সরস্বতী শীত ঋতুর যজ্ঞরূপা তিন দেবী।"[২] আচার্য রায় মনে করেন যে ভরত রুদ্রের নামান্তর। সুতরাং শরৎ ঋতুর আরম্ভে যে রুদ্র যজ্ঞানুষ্ঠান হোত, "সেই যজ্ঞ, যজ্ঞাগ্নি ও যজ্ঞের দেবীর নাম ভারতী ছিল।"[৩] তাঁর মতে "ইড়া ইন্দ্রযজ্ঞ ও ইন্দ্র যজ্ঞাগ্নি।"[৪]

ইড়া প্রভৃতি তিন দেবী যে যজ্ঞাগ্নির নাম, তাতে সন্দেহ নেই—তা সে যে যজ্ঞই হোক না কেন। সায়নও ১।১৩।৯ ঋকের ভাষ্যে লিখেছেন, "ইড়াদি শব্দাভিধেয়া বহ্নিমূর্তয়স্তিস্রো দেবীঃ।" দুর্গাদাস লাহিড়ীও একই অভিমত পোষণ করেছেন—"ইড়া সরস্বতী মহী জ্ঞানরূপ অগ্নির ত্রিবিধ মূর্তি বলিয়া মনে করিতে পারি।"[৫]

তিন দেবী একাত্ম বলেই অথর্ববেদে তিনজনকেই তিন সরস্বতী বলা হয়েছে—"ত্রিস্রঃ সরস্বতীরদুঃ।"[৬]—তিন সরস্বতী দান করুন। ভাষ্যকার সায়ন বলেছেন, ইড়া, ভারতী ও সরস্বতীর একত্র অবস্থানহেতু তিনজনকে একত্রে তিন সরস্বতী বলা হয়েছে—"ইড়া সরস্বতী ভারতীতি দেব্যঃ সাহচর্য্যাৎ সরস্বত্য উচ্যন্তে।"

যজ্ঞাগ্নিরূপা তিন দেবী যেমন অভিন্না, তেমনি সূর্যাগ্নির অভিন্নতাহেতু এঁরা সূর্যেরও তেজ বা জ্যোতি। সেইজন্যই এঁরা সূর্যরূপী ইন্দ্রের পত্নী। পরবর্তী-কালে পুরাণে সরস্বতী ব্রহ্মা বা সূর্য-বিষ্ণুর পত্নীতে পরিণত হয়েছেন। আচার্য রায় বলেছেন, "ইড়া হইতে পুরাণে লক্ষ্মী, ভারতী হইতে অম্বিকা এবং সরস্বতী হইতে আমাদের পূজনীয়া সরস্বতী আসিয়াছেন।"[৭]

ইলা, ভারতী ও সরস্বতী থেকে লক্ষ্মী, অম্বিকা-দুর্গা ও সরস্বতীতে পরিণতির বিবর্তনধারা স্পষ্ট নয়। বরঞ্চ এই তিন দেবীকে এক অভিন্ন যজ্ঞরূপা বা সূর্যাগ্নির তেজোরূপা বলে গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। পুরাণে সরস্বতীই ভারতী। একালেও সরস্বতীকেই ভারতী বলা হয়।

কিন্তু এই দেবীত্রয়কে ত্রিস্থানস্থিত বাক্‌রূপেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে বাক অর্থে যজ্ঞীয় মন্ত্র হতে পারে। আবার বাক্ সূর্যাগ্নির প্রকাশ বা তেজও হতে পারে। আচার্য শৌনক বলেছেন,—

তিস্রস্তু দেব্যো যাঃ প্রোক্তাস্ত্রিস্থানানিবেহ সা তু বাক্।
ত্রিবিধেনোচ্যতে নাম্না জ্যোতিঃষু ত্রিযুবর্তিনী ॥
অগ্নিমেবান্বাগেড়া তু মধ্যে ত্বৈন্দ্রী সরস্বতী।
অমুং স্থিতাধিলোকস্তু ভারতী ভারতীহসৌ ॥

---

১ ঋগ্বেদ—২।৭।১ ২ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ২১ ৩ তদেব
৪ তদেব ৫ দুর্গাদাস সম্পাদিত ঋগ্বেদ, ১ম, ১।১৩।৯ ঋকের ব্যাখ্যা—পৃঃ ৭২৭
৬ অথর্ব—৬।১০।১০০।১ ৭ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ১১

সৈষা তু ত্রিবিধা বৈ বাগ্ দিবি চ ব্যোম্নি চেহ চ।
ব্যস্তা চৈব সমস্তা চ ভজতেঽগ্নীনিমানপি ॥[১]

—যে তিন দেবতার কথা বলা হয়েছে তাঁরা তিন স্থানে অবস্থিতা—তিন বাক্। তিন প্রকারে তিন নামে তিনি কথিত হন,—তিন জ্যোতিতে বর্তমান থাকেন। ইড়া অগ্নির সম্পর্কান্বিতা, সরস্বতী মধ্যস্থানা ঐন্দ্রী,—ভারতী দ্যুলোকাশ্রিতা,—দ্যুলোকই ভারতী। সেই ত্রিবিধা বাক্ দ্যুলোকে, আকাশে বা অন্তরীক্ষে এবং পৃথিবীতে পৃথকভাবে এবং সমগ্রভাবে এদের অগ্নিরূপে ভজনা করা হয়।

অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্যের উদ্দেশ্যে প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দ বা প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে হবিদানের মন্ত্র হিসাবে ইলা, ভারতী, সরস্বতী বাক্রূপা। তিন দেবতা সাযুজ্য এবং সাধর্ম্যবশতঃ তিন সরস্বতী—পরবর্তীকালে এক বাগাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীতে পরিণত হলেন। একটি ঋকে ভারতী, বরূত্রী এবং ধিষণাকে আহ্বান করা হয়েছে—

আ গ্না অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ঠ ভারতীং
বরূত্রীং ধিষণাং বহ ॥[২]

—হে অগ্নি, আমাদের রক্ষার নিমিত্ত দেবপত্নীগণকে এখানে আনয়ন কর। হে কনিষ্ঠ অগ্নি, হোম নিষ্পাদিকা ভারতী বরূত্রী এবং ধিষণাকে এখানে নিয়ে এস।

সায়নাচার্য এখানে বলেছেন, ভারতী ভরত নামক আদিত্যের পত্নী, বরূত্রী শব্দের অর্থ বরণীয়া এবং ধিষণা অর্থে বাগ্দেবী—"হোমনিষ্পাদকাগ্নিপত্নীং ভারতীং ভরতনামকস্য আদিত্যস্য পত্নীং বরূত্রীং বরণীয়াং ধিষণাং বাগ্দেবীং চাবহ।" সায়ন ধিষণার ব্যাখ্যায় বাজসনেয়ীদের মত উল্লেখ করে বলেছেন—বাক্ই ধিষণা—"বাগ্বৈ ধিষণেতি বাজসনেয়কম্।"[৩]

বরূত্রী ও ধিষণা, ইলা প্রভৃতি দেবীত্রয়ের সঙ্গে অভিন্না। এই সকল বিভিন্ন যজ্ঞাগ্নির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে সরস্বতীতেই লীন হয়েছেন।

এ বিষয়ে পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, "ইড়া, ভারতী, সরস্বতী ক্রমশঃ অভিন্ন হইয়া পড়িলেন। ক্রমে দেবী সরস্বতীতে সকলের গুণ আরোপিত হইল। দেবী সরস্বতী প্রধানা হইলেন।"[৩]

---

১ বৃহদ্দেবতা -৩।১২-১৪ ২ ঋগ্বেদ—১।২২।১০ ৩ সরস্বতী—পৃঃ ৬৫

সরস্বতী

যজ্ঞরূপা সরস্বতী : ইলা, ভারতী ও সরস্বতী প্রসঙ্গ আলোচনায় দেখা গেছে যে সরস্বতী স্বরূপতঃ যজ্ঞাগ্নি। ইলা ও ভারতীর সঙ্গে তিনি অভিন্না। ভারতীর সঙ্গে অভিন্নতা-হেতু সরস্বতী ভরতাদিত্যের পত্নী অর্থাৎ সূর্যের শক্তি বা তেজ। সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের যুগে ভরত নামক সুপ্রসিদ্ধ জাতির (tribe) উপাস্য সূর্য এবং ভরতগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞীয়াগ্নি ভরত নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। সরস্বতী যে যজ্ঞরূপা, ঋগ্বেদ থেকে কয়েকটি ঋক্ উদ্ধার করলেই তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সরস্বতীং দেবয়ন্তো হবন্তে সরস্বতীমধ্বরে তায়মানে।
সরস্বতীং সুকৃতো অহ্বয়ন্ত সরস্বতী দাশুষে বার্যং দাৎ॥
সরস্বতি যা সরথ যযাথ স্বধাভির্দেবি পিতৃভির্মদন্তী।
আসদ্যাস্মিন্বর্হিষি মাদয়স্বানমীবা ইষ আ ধেহ্যস্মে॥
সরস্বতীং যাং পিতরো হবংতে দক্ষিণা যজ্ঞমভিনক্ষমানাঃ।
সহস্রার্ঘমিলো অত্র ভাগং রায়স্পোষং যজমানেষু ধেহি॥[১]

যাহারা দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে তাহারা সরস্বতীকে আরাধনার জন্য আহ্বান করিতেছে, দেবতার যজ্ঞ যখন বিস্তারিতরূপে আরম্ভ হইল, তখন সুকৃতি লোকে সরস্বতীকে আহ্বান করিল। সেই সরস্বতী যেন দাতা ব্যক্তির অভিলাষ পূর্ণ করেন।

হে সরস্বতি! তুমি পিতৃলোকদিগের সহিত একরথে গমন কর, তুমি তাঁহাদিগের সঙ্গে আমোদসহকারে যজ্ঞের দ্রব্য সমস্ত ভোগ কর। এস এই যজ্ঞে আহ্লাদ কর, আমাদিগকে আরোগ্য ও অন্নদান কর।

হে সরস্বতী! পিতৃলোকগণ দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া যজ্ঞস্থান আকীর্ণ করিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছেন। তুমি যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে বহুমূল্য ও চমৎকার অন্নরাশি ও প্রচুর অর্থ উৎপাদন করিয়া দাও।"[২]

পাবকাঃ নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ।
চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং
যজ্ঞং দধে সরস্বতী॥[৩]

—পবিত্রা, অন্নযুক্তবিশিষ্টা ও যজ্ঞফলরূপ ধনদাত্রী সরস্বতী আমাদিগের জন্য অন্নবিশিষ্ট যজ্ঞ কামনা করুন।

---

১ ঋগ্বেদ—১০।১৭।৭-৯ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৩ ঋগ্বেদ—১।৩।১০-১১ ; শুক্লযজুর্বেদ—২০।৮৪-৮৫

সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী, সুমতি লোকদিগের শিক্ষয়িত্রী সরস্বতী আমাদিগের যজ্ঞ গ্রহণ করিয়াছেন।[১]

উতস্যা নঃ সরস্বতী জুষাণোপ শ্রবৎসুভগা যজ্ঞে অস্মিন্।
মিতজ্ঞুভির্নমস্যৈ রিয়ানা রায়া যুজা চিদুত্তরা সখিভ্যঃ॥
ইমা জুহ্বানা যুষ্মদা নমোভিঃ প্রতি স্তোমং সরস্বতী জুষস্ব।
তব শর্মন্ প্রিয়তমে দধানা উপ স্থেয়াম শরণং ন বৃক্ষম্॥
অয়মু তে সরস্বতি বসিষ্ঠো দ্বারাবৃতস্য সুভগে ব্যাবঃ।
বর্ধ শুভ্রে স্তুবতে বাজানূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥[২]

—সুভগা সরস্বতী প্রীতা হইয়া আমাদের এই যজ্ঞে স্তুতি শ্রবণ করুন। অর্চনীয় (দেবগণ) নতজানু হইয়া তাঁহার নিকট গমন করে, তিনি নিত্যধন-বিশিষ্টা এবং সখাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়াবতী।

হে সরস্বতি! আমরা এই (হব্য) হোম করতঃ নমস্কার দ্বারা তোমার নিকট হইতে (ধন প্রাপ্ত হইব) আমাদিগের স্তোম সেবা কর, আমরা তোমার অতি প্রিয়, গৃহে অবস্থিতি করতঃ আশ্রয়ভূত বৃক্ষের ন্যায় তোমার সহিত মিলিত হইব।

হে সুভগে সরস্বতি! এই বশিষ্ঠ তোমার জন্য যজ্ঞের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন। হে শুভ্রবর্ণা দেবী! বর্ধিত হও, স্তুতিকারীকে অন্ন দান কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্তুতি দ্বারা পালন কর।[৩]

যে দেবী যজ্ঞধারণ করেন (যজ্ঞং দধে সরস্বতী), যিনি যজ্ঞে হব্য ও স্তুতি গ্রহণ করেন, বশিষ্ঠ যাঁর জন্য যজ্ঞের দ্বার উন্মুক্ত করেন, যজ্ঞকারীকে যিনি যজ্ঞের ফল দান করেন তিনি অবশ্যই যজ্ঞাগ্নিরূপা।

সূর্যকিরণময়ী সরস্বতী: কিন্তু কোন কোন ঋকে সরস্বতী দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত করে থাকেন; তিনি দীপ্তি দ্বারা স্বর্গ-মর্ত পূর্ণ করেন।

আপপ্রুষী পার্থিবান্যুরু রজো অন্তরীক্ষং
সরস্বতী নিদস্পাতু॥
ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পঞ্চজাতা বর্ধয়ন্তী
বাজে বাজে হব্যা ভূৎ॥[৪]

—পৃথিবী ও স্বর্গের বিস্তীর্ণ প্রদেশসকলকে যিনি নিজ দীপ্তি দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন, সেই সরস্বতী দেবী যেন নিন্দক হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন।

ত্রিলোকব্যাপিনী সপ্তাবয়বা পঞ্চশ্রেণীর (পঞ্চজাতি) সমৃদ্ধি বিধায়িনী সরস্বতী দেবী যেন প্রতি যুদ্ধে লোকের আহ্বানযোগ্যা হন।[৫]

কৃষ্ণযজুর্বেদের একটি মন্ত্রে আছে, "আ নো দিবো বৃহতঃ পর্বতাদা সরস্বতী যজতা গন্তু যজ্ঞম্"।[৬] এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় সায়ন বলেছেন, "যজতা যষ্টব্যা সরস্বতী

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—৭।৯৫।৪-৬ ৩ অনুবাদ—তদেব
৪ ঋগ্বেদ—৬।৬১।১১-১২ ৫ অনুবাদ—তদেব ৬ কৃষ্ণযজুর্বেদ—১।১।৮।২২

নোঽস্মাকং যজ্ঞং প্রতি দিবঃ সকাশাদাগত্যাগচ্ছতু। বৃহতঃ পর্বতাদাগচ্ছতু যদ্যপ্যেষা দ্যুলোকে মেরৌ বা তিষ্ঠতি তথাঽপ্যবশ্যমাগচ্ছত্বিত্যর্থঃ।”—(অস্যার্থঃ) যজ্ঞে যজনীয়া সরস্বতী আমাদের যজ্ঞে আকাশ থেকে আগমন করুন। বৃহৎ পর্বত থেকে আসুন। যদি তিনি দ্যুলোকে বা মেরুতে থাকেন তথাপি অবশ্যই আগমন করুন।

স্বর্গ, মর্ত ও অন্তরীক্ষ—এই ত্রিলোক যিনি দীপ্তি দ্বারা পূর্ণ করেন, তিনি অবশ্যই সূর্য বা সূর্যের কিরণ। সুতরাং সরস্বতী কেবল অগ্নি নন, তিনি সূর্যের তেজই। অতএব বৈদিক সরস্বতী সূর্যাগ্নির তেজ বা শক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। ব্রাহ্মণের একটি উপাখ্যানে সরস্বতীর সঙ্গে আদিত্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—“সরস্বত্যা বৈ দেবা আদিত্যমস্তভ্নুবন্ সা নাঽযচ্ছৎ সাঽভ্যলীয়ত তস্মাৎ সা কুব্জিকামতীব তং বৃহত্যাঽস্তভ্নুবন্…।”[১]

—দেবগণ ভূলোকস্থিত আদিত্যকে দ্যুলোকে স্তম্ভিত করতে ইচ্ছা করেছিলেন সরস্বতীর সাহায্যে। কিন্তু সরস্বতী সক্ষম ছিলেন না। তিনি কুব্জা অর্থাৎ বক্র হয়ে গেলেন। তাঁকে (সূর্যকে) বৃহতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

সরস্বতীর বক্রতা সূর্যরশ্মির সর্বত্রগামিতা প্রকাশিত করে। মর্তের আদিত্য অগ্নিকে স্বর্গে বা দ্যুলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে সরস্বতী হলেন বক্র। এখানে জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীর নদীরূপতা প্রাপ্তির ইঙ্গিতও থাকতে পারে। দেবী ভাগবতে ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে যাজ্ঞবল্ক্য বাগ্‌দেবতা সরস্বতীর স্তব প্রসঙ্গে বলেছিলেন,— ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী।

সর্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ ॥[২]

যাজ্ঞবল্ক্যের স্তবে প্রীতা বাণী জ্যোতিরূপেই আবির্ভূতা হয়ে বর দান করেছিলেন—“জ্যোতীরূপা মহামায়া তেন দৃষ্টাপ্যুবাচ তম্।”[৩]

দেবী ভাগবতে সরস্বতী জ্যোতীরূপা। ভৃগ্বুপনিষদে জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী ও জলময়ী সরস্বতীর সমীকরণ হয়েছে—অপ্‌সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।[৪]—জলে জ্যোতি প্রতিষ্ঠিত, জ্যোতিতে জল প্রতিষ্ঠিত। জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীর আবির্ভাব বর্ণনা করেছেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী সারদামঙ্গল কাব্যে। আদি কবি বাল্মীকি যখন ক্রৌঞ্চহননের শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন সেই সময়ে জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী বাল্মীকির ললাটে বিদ্যুৎরেখার মতো প্রকাশিত হয়েছিলেন—

সহসা ললাটভাগে
জ্যোতির্ময়ী কন্যা জাগে
জাগিল বিজলী যেন নীলনবঘনে।

* * *

১ তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ—২৫।১০।১১ ২ দেবীভাগবত—৯।৫।৯, ব্রহ্মবৈবর্ত, প্রকৃতিখণ্ড—৫।৯-১০
৩ তদেব—৯।৫।৩০ ৪ ভৃগ্বুপনিষৎ—৯

কিরণমণ্ডলে বসি
জ্যোতির্ময়ী স্বরূপসী
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে ॥

স্বামী নির্মলানন্দ সরস্বতী শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে লিখেছেন, " 'সরস্' শব্দের প্রকৃত অর্থই জ্যোতিঃ, তদুত্তরে অস্ত্যর্থে বতু এবং স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে 'সরস্বতী' শব্দটি। আলোকময়ী বলেই তিনি সর্বশুক্লা।"[১]

সরস্বতী ও মরুদ্গণ : সরস্বতী যে সূর্যাগ্নির জ্যোতি তা আর একটি বিষয় থেকেও প্রতীত হয়। সরস্বতীর সঙ্গে যেমন ইন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তেমনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মরুৎ ও অশ্বিদ্বয়ের। একটি ঋকে সরস্বতী মরুদ্গণের সখা—

সা নো বোধ্যবিত্রী মরুৎসখা চোদ রাধো মঘোনাং
ভদ্রামিদ্ ভদ্রা কৃণবৎ সরস্বত্যকবারী চেততি বাজিনীবতী।[২]

—হে শুভ্রবর্ণা সরস্বতি! তোমার মহিমা দ্বারা মনুষ্যগণ উভয়বিধ অন্ন প্রাপ্ত হয়। তুমি রক্ষাকারিণী হইয়া আমাদিগকে অবগত হও, মরুদ্গণের সখা হইয়া তুমি হবিষ্মানদিগের নিকট ধন প্রেরণ কর।[৩]

আর একটি ঋকে সরস্বতীর নামই মরুত্বতী অর্থাৎ মরুৎসমন্বিতা—

সরস্বতি ত্বমস্মাঁ অবিড্ঢি মরুত্বতী ধৃষতী জেষিশত্রূন্।[৪]

—হে সরস্বতি! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, মরুদ্গণের সহিত একত্রিত হইয়া দৃঢ়তা সহকারে শত্রুদিগকে জয় কর।[৫]

অপর একটি ঋকে মরুদ্গণ ও সরস্বতী একত্রে স্তুত হয়েছেন।[৬] ঝঞ্ঝা সৃজনকারী সূর্যাগ্নির কিরণসমূহ মরুদ্গণের সখিত্ব ও সাহচর্য স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

সরস্বতী ও ইন্দ্র : সরস্বতী কি কেবল ঝঞ্ঝার অধিদেবতা মরুদ্গণের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট? তিনি বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রের পত্নী। শুধু তাই নয়। তিনি নিজেও বর্ষণ করে থাকেন।

আ নো দিবো—বৃহতঃ পর্বতাদা সরস্বতী যজতা গন্তু যজ্ঞং
হবং দেবী জুজুষানা ঘৃতাচী শগ্মাং নো বাচমুশতী শৃণোতু॥[৭]

—দেবী সরস্বতী স্বর্গ অথবা সুবিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ হইতে যজ্ঞস্থলে অবতীর্ণ হউন এবং জলবর্ষণ করিয়াও আমাদিগের স্তবে প্রসন্ন হইয়া স্বেচ্ছাপূর্বক আমাদিগের এই সকল সুখকর স্তোত্র শ্রবণ করুন।[৮]

যস্যা অনন্তো অহ্রুতস্ত্বেষশ্চরিষ্ণুরর্ণবঃ।
অমশ্চরতি রোরুবৎ।[৯]

---

১ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—পৃঃ ৪০ ২ ঋগ্বেদ—৭।৯৬।২ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঋগ্বেদ—২।৩০।৮ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৬ হিন্দুদের দেবদেবী ১ম পর্ব, মরুৎগণ দ্রষ্টব্য ৭ ঋগ্বেদ—৫।৪৩।১১
৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৯ ঋগ্বেদ—৬।৬১।৮

—যাঁহার অপরিমিত অকুটিল অপ্রতিহতগতি জলবর্ষী বেগ প্রচণ্ড শব্দ করিয়া বিচরণ করে।[1]

ইন্দ্রের মত সরস্বতীও স্বয়ং বৃত্রহন্ত্রী—তিনি বৃত্রঘ্নী।[2]

সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয় : শুক্ল যজুর্বেদে সরস্বতী স্বয়ং ভিষক্ অর্থাৎ চিকিৎসক এবং দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয়ের পত্নী।

সরস্বতী যোন্যাং গর্ভমন্তরশ্বিভ্যাং পত্নী সুকৃতং বিভর্তি।[3]

—সরস্বতী অশ্বিদ্বয়ের দ্বারা অশ্বিদ্বয়ের পত্নীরূপে গর্ভে ইন্দ্ররূপ শোভন পুত্র ধারণ করেছিলেন।

অশ্বিদ্বয়ের সাহায্যে সরস্বতী নমুচি নামক অসুরের কাছ থেকে ইন্দ্রের জন্য সোম নিয়ে আসেন—

অশ্বিনা নমুচেঃ সুতং সোমং শুক্রং পরিশ্রুতা।
সরস্বতী তমাভরদ্বর্হিষেন্দ্রায় পাতবে ॥[4]

—অশ্বিদ্বয়ের সাহায্যে সরস্বতী নমুচির কাছ থেকে অভিসূত পরিস্রুত সোম ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত আহরণ করুন।

অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতীর কাছে ঋষির প্রার্থনা,—হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমাদের দিনে রক্ষা কর, হে সরস্বতি, তুমি আমাদের রাত্রিতে রক্ষা কর—

পাতং নো অশ্বিনা দিবা পাহি নক্তং সরস্বতী।[5]

শুক্ল যজুর্বেদ আরও বলেছেন,—

সরস্বতী মনসা পেশলং বসু নাসত্যাভ্যাং বয়তি দর্শতং বঃ।[6]

—সরস্বতী অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে (ইন্দ্রের) দেহ এবং সুবর্ণরূপ ধন সৃষ্টি করেছেন।

অশ্বিদ্বয় ত প্রভাতসূর্য ও প্রাতঃকালীন যজ্ঞাগ্নি।[7] সুতরাং সূর্যাগ্নির জ্যোতীরূপা সরস্বতী সূর্যাগ্নিরূপী অশ্বিদ্বয়ের পত্নীরূপে বর্ণিত হলে বিস্ময়ের কিছু নেই। একই রীতিতে সরস্বতী ইন্দ্রপত্নী। কিন্তু এখানে তিনি ইন্দ্রের মাতা অন্যান্য দেবতাদের মত এখানেও সরস্বতী ও ইন্দ্রের বিরুদ্ধ সম্পর্কের তাৎপর্য সহজবোধ্য। এইরূপ বর্ণনা বেদে অত্যন্ত সুলভ। ইন্দ্রের রক্ষাকার্যে বা ইন্দ্রের শক্তি আধানে সরস্বতী অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—

পুত্রমিব পিতরাবশ্বিনোভেন্দ্রাবথুঃ কাব্যৈর্দংশনাদিভিঃ।
যৎ সুরামং ব্যপিবঃ শচীভিঃ সরস্বতী ত্বা মঘবন্নভিষ্ণক্ ॥[8]

—হে অশ্বিদ্বয়, পিতামাতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, তেমনি তোমরা অদ্ভুতকার্যের দ্বারা উৎকৃষ্ট সোমপান করে ইন্দ্রকে রক্ষা করেছিলে। হে শচীবান্ ইন্দ্র, তোমাকে সরস্বতী অভিষিক্ত করুন।

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—৬।৬১।৭ ৩ শুক্লযজুঃ—১৯।৯৪
৪ শুক্লযজুঃ—২০।৫৯ ৫ শুক্লযজুঃ—২০।৬২ ৬ শুক্লযজুঃ—১৯।৮০
৭ হিন্দুদের দেবদেবী—১ম পর্ব, অশ্বিদ্বয় প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ৮ ঋগ্বেদ—১০।১৩১।৫

ঋগ্বেদে সরস্বতী রুদ্র ও অশ্বিদ্বয়ের মত রোগারোগ্যকারিণী। শুক্লযজুর্বেদে সরস্বতী ভিষক্‌রূপে দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে একত্রে ইন্দ্রকে তেজস্বী করেছিলেন, "দেবা যজ্ঞমতন্বত ভেষজং ভিষজাশ্বিনা। বাচা সরস্বতী ভিষগিন্দ্রায়েন্দ্রিয়াণি দধতঃ॥"[১] —দেবগণ ইন্দ্রের ঔষধস্বরূপ সৌত্রামণি নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেখানে অশ্বিদ্বয় বৈদ্যরূপে উপস্থিত ছিলেন। অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী ইন্দ্রকে তেজ বা শক্তি দান করেছিলেন।

আচার্য মহীধর এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করেছেন। ইন্দ্র অনুপহূত সোমপান করে বলহীন হলে নমুচি অসুর তাঁর বীর্য পান করে। সুতরাং দেবগণ ইন্দ্রের চিকিৎসা করালেন; অশ্বিদ্বয় এবং সরস্বতী হলেন চিকিৎসক এবং সৌত্রামণি যজ্ঞ হোল ঔষধ। সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয় যজ্ঞ পূর্ণ করলেন সৌত্রামণি ভেষজের নিমিত্ত। সেই ঔষধের দ্বারা সরস্বতী ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করলেন। ইন্দ্র হলেন দেবতাদের শ্রেষ্ঠতম।

সরস্বতীর রোগনিরাময় শক্তির কথা পরবর্তীকালেও জনস্মৃতিতে বিরাজিত ছিল। কথাসরিৎসাগরে সোমদেব (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী) জানিয়েছেন যে পাটলিপুত্রের নারীরা রুগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য সরস্বতীর ঔষধ ব্যবহার করতেন।[২]

সরস্বান্ ও সরস্বতী: ঋগ্বেদে কয়েকটি ঋকে সরস্বান্ নামে এক পুরুষ দেবতার স্তুতি করা হয়েছে—

স বাবৃধে নর্যো যোষণাসু বৃষা শিশুর্বৃষভো যজ্ঞিয়াসু।[৩]

—মনুষ্যগণের মধ্যে হিতকর সেচনসমর্থ শিশু ও অভীষ্টবর্ষী (সরস্বান্) যজ্ঞার্হ যোষিৎগণের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন।[৪]

জনীয়ন্তো ন্বগ্রবঃ পুত্রীয়ন্তঃ সুদানবঃ।
সরস্বন্তং হবামহে॥
যে তে সরস্ব ঊর্ময়ো মধুমন্তো ঘৃতশ্চুতঃ।
তেভির্নোঽবিতা ভব॥
পাপিবাংসং সরস্বতঃ স্তনং যো বিশ্বদর্শতঃ।
ভক্ষীমহি প্রজামিষম্॥[৫]

—আমরা জয়াভিলাষী, পুত্রাভিলাষী, সুদানযুক্ত স্তোতা, আমরা সরস্বান দেবকে স্তব করি।

হে সরস্বান্! তোমার যে জলসমূহ রসবান্ এবং ঘৃতক্ষারী, সেই জলসমূহদ্বারা আমাদের রক্ষক হও।

প্রবৃদ্ধ সরস্বান্ দেবের স্তব যেন আমরা প্রাপ্ত হই তিনি মেঘসকলের দর্শনীয়। আমরা যেন প্রজা ও অন্ন লাভ করি।[৬]

---

১ শুক্লযজুঃ—১৯।১২ ২ কথাসরিৎসাগর—১০।১৫।৩৩-৩৯ ৩ ঋগ্বেদ—৭।৯৫।৩
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—৭।৯৬।৪-৬ ৬ অনুবাদ—তদেব

দশম মণ্ডলের ৬৬/৫ ঋকে বরুণ, পূষা, বিষ্ণু, বায়ু, অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবগণের সঙ্গে সরস্বান্ দেবও আহূত হয়েছেন।

সরস্বান্ সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন, "সরস্বতী শব্দকে পুংলিঙ্গ করিয়া একটি দেবস্বরূপ কোন কোন স্থানে অর্চনা করা হইয়াছে।"[১] কিন্তু উমেশচন্দ্র বটব্যালের মতে সরস্ শব্দের আদিম অর্থ জ্যোতিঃ, সেইজন্যই সরস্বান্ শব্দে সূর্যকে বোঝায়। সুতরাং সরস্বতী জ্যোতির্ময়ী দেবতা।[২] শ্রীশঙ্করনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "ঋগ্বেদে সরস্বান্ শব্দের অর্থ সূর্য। আর সরস্ শব্দের অর্থ জ্যোতিঃ। সরস+বতী=সরস্বতী। সরস্বতী শব্দের আসল অর্থ জ্যোতির্ময়ী। তাই তাঁর জ্যোতিঃ শুভ্র। সরস্বতী সাধনা জ্যোতিরই সাধনা। এখানে সূর্য স্ত্রী আকারে প্রকাশমান। মাতৃভাব তাঁর।"[৩]

ঋগ্বেদে একটি মন্ত্রে সরস্বান্ সূর্যরূপেই বর্ণিত—

দিব্যং সুপর্ণং বায়সং বৃহন্তমপাং গর্ভং দর্শতমোষধীনাং
অভীপতো বৃষ্টিভিস্তর্পয়ন্তং সরস্বন্তমবসে জোহবীমি ॥[৪]

—(সূর্যদেব) স্বর্গীয়, সুন্দর, গতিবিশিষ্ট, গমনশীল, প্রকাণ্ড জলের গর্ভ সমুৎপাদক এবং ওষধিসমূহের প্রকাশক। তিনি বৃষ্টিদ্বারা জলাশয়কে তৃপ্ত করেন এবং নদীকে পালন করেন। রক্ষার্থ তাঁহাকে আহ্বান করি।[৫]

এই সূক্তটি সম্পূর্ণই সূর্যসূক্ত। এখানে সূর্যই দিব্য সুপর্ণ, তিনিই সরস্বান, তিনিই বৃষ্টিদাতা, ওষধিসমূহের পুষ্টিকর্তা। সুতরাং সরস্বান্ সূর্য। সরস্বান্ পুরুষ এবং স্ত্রীলিঙ্গে সরস্বতী। গত্যর্থক সৃ ধাতুর সঙ্গে অসুন্ প্রত্যয় যোগে সরস্ শব্দ নিষ্পন্ন। সরস্ শব্দের অর্থ গতিশীল সূর্যরশ্মি—গতিশীল ত্রিলোকব্যাপী রশ্মি যার আছে এই অর্থে সরস্ শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় করলে সরস্বান্ শব্দ হয়। সরস্বৎ শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ প্রত্যয় করলে হয় সরস্বতী। সুতরাং গতিশীল তেজোরূপী সূর্যকিরণ সরস্বান্ এবং স্ত্রীরূপ সরস্বতী—সূর্যাগ্নির দীপ্তি বা জ্যোতি। ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দে কাকতীয়রাজ গণপতিদেবের গরবপদু লিপিতে (Garavapadu grant) সরস্বতীকে সারস্বত তেজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে—তেজস্ সারস্বতাখ্যম্।[৬]

সপ্তস্বসা

সরস্বতীকে সপ্তস্বসা বা সপ্তভগিনীযুক্তা[৭] ত্রিলোকস্থিতা সপ্তাবয়বা[৮] বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা জানি যে সূর্যরশ্মি—সূর্যের সপ্ত অশ্ব। এই সাতবর্ণের সূর্যরশ্মিই সপ্তস্বসা। সেই জন্য সপ্তাবয়বা সরস্বতী।

---

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়—পৃঃ ১০০৬ ; ৭।৯৫।৩ ঋকের টীকা
২ সাহিত্য পত্রিকা ৫ম বর্ষ (১৩০১)—পৃঃ ৭০৬ —
৩ সরস্বতী বিভিন্ন ভূমিকায় —দৈনিক বসুমতী, ২৯শে মাঘ, ১৩৮৫ ৪ ঋগ্বেদ —১।১৬৪।৫২
৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ Epigraphia Indica, vol. XVIII—page 350
৭ ঋগ্বেদ—৬।৬১।১০ ৮ ঋগ্বেদ—৬।৬১।১২

দ্বিবিধা সরস্বতী : কিন্তু ঋগ্বেদ থেকে দুই প্রকার সরস্বতীর ধারণা স্পষ্ট হয় : এক সরস্বতী ত্রিলোকব্যাপিনী সূর্যাগ্নির দ্যুতি, আর এক সরস্বতী নদী। দ্যাবাপৃথিবীতে বর্তমানা সরস্বতীর স্তুতি করেছেন ঋগ্বেদের ঋষি—

সরস্বতীমিন্মহয়া সুবৃক্তিভিঃ স্তোমৈর্বশিষ্ঠ রোদসী।[১]

—দ্যাবাপৃথিবীতে বর্তমানা সরস্বতীকেই দোষবর্জিত স্তোত্র দ্বারা পূজা কর।[২]

কিন্তু যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে সরস্ বা জল সমন্বিত মর্তের নদী সরস্বতীর সাদৃশ্যে আকাশের ছায়াপথ বা Milky Way-কে দিব্য সরস্বতী বা জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী কল্পনা করা হয়েছে। এই ছায়াপথই সরস্বতী, স্বর্গগঙ্গা, আকাশগঙ্গা, মন্দাকিনী।[৩] কেবলমাত্র রাত্রিতে দৃশ্য (তাও সকল রাত্রিতে নয়) আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জকে দিব্য সরস্বতী ও স্বর্গগঙ্গা কল্পনা করে স্তুতি করা ও যজ্ঞে হবিঃ অর্পণ করা অস্বাভাবিক নয় কি? ত্রিলোকব্যাপিনী জ্যোতির্ময়ী দিব্য সরস্বতী যে সূর্যাগ্নির ত্রিলোকব্যাপিনী দ্যুতি, পূর্বের আলোচনায় তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত।

ঋগ্বেদে দ্বিতীয় সরস্বতী নদী-সরস্বতী। নদী-সরস্বতী আর্যভূমির অন্যতম প্রধান নদীরূপে বহুবার উল্লিখিত এবং স্তুত হয়েছে। সাতটি সিন্ধু বা নদীবাহিত আর্যভূমি সপ্তসিন্ধু নামে পরিচিত। সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ ঋগ্বেদে বারংবার পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ সরস্বতী, সিন্ধু ও তার পাঁচটি উপনদী নিয়ে সপ্তসিন্ধু। ঋগ্বেদের সুপ্রসিদ্ধ নদীস্তুতিতে বৈদিক আর্যভূমির প্রধান প্রধান নদীগুলির উল্লেখ আছে। নদীস্তুতিটি উদ্ধৃত করছি :

নদী-সরস্বতী

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া॥
তৃষ্টাময়া প্রথমং যাতবে সজূঃ সুসর্ত্বা রসয়া শ্বেত্যাত্যা।
ত্বং সিন্ধো কুভয়া গোমতীং ক্রুমুং মেহত্ন্বা সরথং যাভিরীয়সে॥[৪]

—হে গঙ্গা, হে যমুনা ও সরস্বতী ও শতদ্রু ও পরুষ্ণি! আমার এই স্তবগুলি তোমরা ভাগ করিয়া লও। হে অসিক্লি-সংগত মরুদ্বৃধা নদী! হে বিতস্তা ও সুসোমা-সঙ্গত আর্জীকীয়া নদী! তোমরা শ্রবণ কর। হে সিন্ধু! তুমি প্রথমে তৃষ্টামা নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া চলিলে। পরে সুসর্তু ও রসা ও শ্বেতীর সহিত মিলিলে। তুমি ক্রুমু ও গোমতীকে কুভা ও মেহত্নুর সহিত মিলিত করিলে। এই সকল নদীর সঙ্গে তুমি এক রথে অর্থাৎ একত্র হইয়া যাও।[৫]

সরস্বতী সরযুঃ সিন্ধুরূর্মিভির্মহো মহীরবসা যন্তু রক্ষণী।[৬]

—সরস্বতী, সরযু এবং সিন্ধু এই সকল মহাতরঙ্গশালিনী নদী রক্ষা করিতে আসুন।[৭]

---

১ ঋগ্বেদ—৭।৯৬।১ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ১১
৪ ঋগ্বেদ—১০।৭৫।৫-৬ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋগ্বেদ—১০।৬৪।৯
৭ অনুবাদ—তদেব

ঋগ্বেদের যুগে গঙ্গা ও যমুনা নিতান্তই অপ্রধান নদী ছিল। সেইজন্যই পৌরাণিক ও আধুনিক যুগের এই প্রধান নদীদ্বয়ের উল্লেখ ঋগ্বেদে অত্যন্ত স্বল্প। কিন্তু সরস্বতী ও সিন্ধু নদীর পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থেকে এই দুই নদীর প্রাধান্য অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে। এই দুই নদীর মধ্যেও সরস্বতী সর্বাধিকভাবে স্তুতা। তাই সরস্বতী আর্যভূমি সপ্তসিন্ধুর সর্বপ্রধান নদী ছিল, এ সত্যটি অস্বীকার করার উপায় নেই। সরস্বতী সম্বন্ধে ঋষি বলছেন—

বৃহদু গায়িষে বচোঽসূর্যা নদীনাম্।[১]

—(হে বশিষ্ঠ) তুমি নদীগণের মধ্যে বলবতী সরস্বতীর উদ্দেশ্যে বৃহৎ স্তোত্র গান কর।[২]

সরস্বতী নদীশ্রেষ্ঠা—দেবীশ্রেষ্ঠা—জননীশ্রেষ্ঠা,—অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতী।[৩]

সরস্বতী নদীর তীরে প্রসিদ্ধ রাজারা বাস করতেন।[৪] এখানে প্রসিদ্ধ পঞ্চজাতিও বাস করতেন। সরস্বতী তাঁদের সমৃদ্ধিপ্রধান করেছিলেন।[৫]

একসময়ে নদী সরস্বতী হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে স্বাধীনভাবে সাগরে পতিত হোত—

একা চেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ।[৬]

—নদীগণের মধ্যে শুদ্ধা গিরি অবধি সমুদ্র পর্যন্ত গমনশীলা একা সরস্বতী নদী আগত হইয়াছিলেন।[৭]

যাস্ক বলেছেন, সরস্বতী শব্দের অর্থ, যাতে জল আছে, সৃ ধাতু নিষ্পন্ন সর শব্দের অর্থ জল; জল আছে যাতে তাই সরস্বতী। কিন্তু গতিশীল কেবল জল নয়, সূর্যও গতিশীল। সরস্বতী কেবল জলময়ী প্রবহনশীলা নদী হলে যজ্ঞরূপা বা যজ্ঞাগ্নি হবে কেমন করে?

যাই হোক নদী সরস্বতী কেবল যে বৈদিক যুগে প্রসিদ্ধ ছিল তা নয়, পরবর্তীকালে মহাভারতে, পুরাণে, কাব্যে সরস্বতী পূতসলিলা নদীরূপে কীর্তিতা হয়েছেন। সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থল হিমালয়ের অন্তর্গত সিমুর পর্বতে, এখান থেকে পাঞ্জাবের আম্বালা জেলার আদবদ্রী নামক স্থানে সমভূমিতে অবতরণ করে। যে প্রস্রবণ থেকে এই নদীর উৎপত্তি সেটা ছিল একটা প্লক্ষবৃক্ষের নিকটে—তাই একে বলা হোত—প্লক্ষপ্রস্রবণ বা প্লক্ষাবতরণ। এটি হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

সেকালে সরস্বতী ছিল সর্বপ্রধান এবং সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় নদী। সরস্বতী তীরে তীরে ছিল প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্তী স্থান দেবনির্মিত প্রসিদ্ধ স্থান হিসাবে গণ্য ছিল।

১ ঋগ্বেদ—৭।৯৬।১ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—২।৪১।১৬ ৪ ঋগ্বেদ—৮।২১।১৮
৫ ঋগ্বেদ—৬।৬১।১২ ৬ ঋগ্বেদ—ঐ।৯৫।২৮ ৭ অনুবাদ—তদেব

সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদনন্তরম্।
তদেব নির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ ॥[১]
দক্ষিণেন সরস্বত্যা দৃষদ্বত্যুত্তরেণ চ।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিপিষ্টপে ॥[২]

—সরস্বতীর দক্ষিণে এবং দৃষদ্বতীর উত্তরে যে বাস করে সে স্বর্গে বাস করে। ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে, মহাভারতে সরস্বতী মহিমা ও সরস্বতী তীরে যজ্ঞানুষ্ঠানের উল্লেখ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। সরস্বতীতীরে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের নাম সারস্বত যজ্ঞ।

অত্র সারস্বতৈর্যজ্ঞৈরীজানাঃ পরমর্ষয়ঃ।[৩]
সারস্বতৈর্যজ্ঞৈরিষ্টবন্তঃ সুরর্ষয়ঃ [৪]

সরস্বতী জলে পিতৃতর্পণ বিহিত ছিল—

সরস্বতীং সমাসাদ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।[৫]

মহাভারতে শল্যপর্বে গদাযুদ্ধপর্বের অন্তর্গত বলদেবতীর্থযাত্রা অধ্যায়ে বলদেব তীর্থযাত্রা করে সরস্বতীর উৎপত্তিস্থল প্লক্ষপ্রস্রবণ পর্বতে আরোহণ করেছিলেন এবং পর্বত থেকে অবতরণ করে সরস্বতীর মহিমা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বলদেব তখন বলছেন, সরস্বতীতীরে বাসের মত সুখ কোথাও নেই—সরস্বতীতীরে বাসের মত গুণও কোথাও নেই।

সরস্বতীবাসসমা কুতো রতিঃ।
সরস্বতীবাসসমা কুতো গুণাঃ ॥

কিন্তু মহাভারতের পূর্বেই সরস্বতী অদৃশ্য হয়ে গেছে। মহাভারতে সরস্বতী অদর্শনের উল্লেখ বারংবার পাওয়া যায়। রাজপুতনার মরুভূমিতে সরস্বতী গতি-ধারা হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু সরস্বতীর সমগ্র স্রোতোধারা তখনও বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। অন্ততঃ তিনটি স্থানে সরস্বতীর খাত ছিল। এই তিনটি স্থানের নাম চমসোদ্ভেদ, শিবোদ্ভেদ ও নাগোদ্ভেদ।

গচ্ছত্যন্তর্হিতা যত্র মরুপৃষ্ঠে সরস্বতী।
চমসেহথ শিবোদ্ভেদে নাগোদ্ভেদে চ দৃশ্যতে ॥[৬]
এষ বৈ চমসোদ্ভেদো যত্র দৃশ্যা সরস্বতী[৭]

রাজস্থানের মরুভূমির বালুকার মধ্যে চলুর গ্রামের নিকটে সরস্বতী অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ভবানীপুর নামক স্থানে পুনরায় দৃশ্য হয়, আবার বলিচ্ছপর নামক স্থানে পুনরায় অদৃশ্য হয়ে যায় এবং বরখের নামক স্থানে পুনরায় দৃষ্টিগোচর হয়।[৮] তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে সরস্বতীর উৎপত্তিস্থল প্লক্ষপ্রস্রবণ ও বিনাশস্থল বিনশনের

১ মনুসংহিতা—২।১৭ ২ মহাভারত বনপর্ব—৮৩।৪ ৩ তদেব—১২৮।১৪
৪ তদেব—১২৮।২১ ৫ তদেব—৮৪।৬৬ ৬ মহাঃ, বনপর্ব—৮৩।১১১-১২
৭ তদেব—১৩০।৩
৮ Geographical Dictionary of Ancient & Mediaeval India—Nandalal Dey

উল্লেখ দৃষ্ট হয়—"চতুশ্চত্বারিংশদাশ্বিনানি সরস্বত্যা বিনশনাৎ প্লক্ষপ্রস্রবণঃ।"[১] —সরস্বতীর বিনশন থেকে প্লক্ষপ্রস্রবণ পর্যন্ত চুয়াল্লিশটি আশ্বিন শস্ত্র (অশ্বিদ্বয় সম্পর্কিত যাগ) অনুষ্ঠান করতে হবে।

যে স্থানে সরস্বতী বিলুপ্ত হয়েছে সেই স্থানের নাম বিনশন। মহাভারতে এক স্থানে সরস্বতীর বিনাশের কারণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সরস্বতী শূদ্র ও আভীরদের প্রতি বিদ্বেষবশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

ততো বিনশনং দৃষ্ট্বা রাজন্ জগামাথ হলায়ুধঃ।
শূদ্রাভীরান্ প্রতি দ্বেষাত্তত্র নষ্টা সরস্বতী ॥
যস্মাৎ সা ভরতশ্রেষ্ঠ দ্বেষ্টান্নষ্টা সরস্বতী।
তস্মাত্তদৃষয়ো নিত্যং প্রাহুর্বিনশনেতি হি ॥[২]

মহাভারতেই আর একস্থানে বিনশন নিষাদ রাষ্ট্রের দ্বার, নিষাদদের দোষেই সরস্বতী পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিলেন—

এতদ্বিনশনং নাম সরস্বত্যা বিশাম্পতে।
দ্বারং নিষাদরাষ্ট্রস্য যেষাং দোষাৎ সরস্বতী ॥
প্রবিষ্টা পৃথিবীং ধীর মা নিষাদা হি মাং বিদুঃ।[৩]

বর্তমান উদয়পুর মেবাড় ও রাজপুতনার পশ্চিম প্রান্তে মরু অঞ্চলে সিরসা অতিক্রম করে ভটনোর মরুভূমিতে সরস্বতীর বিলোপ স্থান বিনশন।[৪] এই বিনশন তীর্থই মধ্যদেশ, অন্তর্বেদী ব্রহ্মাবর্ত এবং কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম সীমা।

হিমবদ্ বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্ বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্তিতঃ ॥[৫]
বিনশনপ্রয়াগয়োর্গঙ্গাযমুনয়োশ্চান্তরমন্তর্বেদী।[৬]

কাত্যায়নের শ্রৌতসূত্রে, লাট্যায়নের শ্রৌতসূত্রেও বিনশনের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাত্যায়ন বলেছেন, সরস্বতী বিনশনে শুক্লা সপ্তমীতে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে—'শুক্লপক্ষ সপ্তম্যাং দীক্ষা সরস্বতী বিনশনে'। লাট্যায়নের শ্রৌতসূত্রে সরস্বতী নদীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে—"সরস্বতী নাম নদী প্রত্যক্‌স্রোতা প্রবহতি, তস্যাঃ প্রাগপরভাগৌ সর্বলোক প্রত্যক্ষৌ, মধ্যমস্তু ভাগঃ ভূম্যন্তু নিমগ্নঃ প্রবহতি, নাস্নৌ কেনচিদ্ দৃশ্যতে তদ্‌বিনশনমুচ্যতে।"[৭] —সরস্বতী নামক নদী পশ্চিমমুখে প্রবাহিত, তার প্রথম এবং শেষভাগ সর্বলোকের প্রত্যক্ষগোচর—মধ্যভাগ ভূমিতে নিমগ্ন হয়ে প্রবাহিত, সেই অংশ কেউ দেখতে পায় না, তাকেই বিনশন বলা হয়।

মহাভারতে সরস্বতী সরাসরি সমুদ্রে পতিত হয়েছে—

ততো গত্বা সরস্বত্যাঃ সাগরস্য চ সঙ্গমম্।[৮]

---

১ তাণ্ড্য মহাঃ,—২৫।১০।১৩ ২ মহাঃ, শল্যপর্ব ৩ মহাঃ, বনপর্ব—১৩০।৩-৪
৪ সরস্বতী—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—পৃঃ ৫৪ ৫ মনুসংহিতা—২।২১
৬ কাব্যমীমাংসা—রাজশেখর ১৭ অঃ ৭ শ্রৌত—১০।১৫।১ ৮ মহাঃ, বনপর্ব—৮২।৬০

বৈদিক সরস্বতীর লুপ্তাবশেষ আজও "কচ্ছ ও দ্বারকার নিকটে সমুদ্রের খাড়িতে গিয়া মিলিত হইয়াছে।"[১] সরস্বতী নদীর বিনাশ ঘটেছিল অবশ্যই বৈদিক যুগের শেষ ভাগে—যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে "খৃষ্টের দেড় হাজার বৎসরেরও পূর্বে।"[২] ইরাণেও সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব ছিল বলে পণ্ডিতরা মনে করেন।[৩]

কিন্তু নদী সরস্বতীর মহিমা ভারতবাসীর মনের এত গভীরে যে পরবর্তীকালে গঙ্গা সরস্বতীর স্থান গ্রহণ করলেও সরস্বতীর নব নব আবির্ভাব কল্পনাও অপ্রতিহত ছিল। প্রয়াগে অন্তঃসলিলারূপে গুপ্তভাবে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গে সরস্বতীর সঙ্গম, পশ্চিমবঙ্গে হুগলী জেলায় ত্রিবেণীতে গঙ্গার স্রোতোধারা থেকে সরস্বতীর মুক্তি হিন্দুদের প্রিয় এবং পবিত্র বিশ্বাস। এছাড়া পুষ্কর, গয়া, উত্তরকোশল, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি বিভিন্ন হিন্দুতীর্থে সরস্বতীর আবির্ভাব কল্পনা করা হয়েছে বামন পুরাণে (৪০ অঃ)।

বামন পুরাণে নদী সরস্বতী সর্বময়ী জলরূপাই শুধু নন, তিনিই সর্বময়ী মহাশক্তি রূপা। ঋষি বশিষ্ঠ সরস্বতীর স্তব প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—

পিতামহস্য সরসঃ প্রবৃত্তাসি সরস্বতি।
ব্যাপ্তং ত্বয়া জগৎ সর্বং তবৈবাম্ভোভিরুত্তমৈঃ ॥
ত্বমেব কামগা দেবী মেঘেষু সৃজসে পয়ঃ।
সর্বাস্ত্বাপ ত্বমেবেতি ত্বত্তো বয়ং মহামহে ॥
পুষ্টির্ধৃতিস্তথা কীর্তিঃ সিদ্ধিঃ কান্তিঃ ক্ষমা তথা।
স্বধা স্বাহা তথা বাণী তবায়ত্তমিদং জগৎ ॥
ত্বমেব সর্বভূতেষু বাণীরূপেণ সংস্থিতা।[৪]

—সরস্বতি! তুমি ব্রহ্মার সরোবর থেকে আবির্ভূত হয়েছ। তুমি তোমার উৎকৃষ্ট জলের দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করে আছ। দেবি! তুমি কামচারিণী হয়ে মেঘে জল সৃষ্টি কর। সমস্ত জলেই তুমি। তোমা হতেই আমরা মহিমান্বিত। তুমি পুষ্টি, ধৃতি, কীর্তি, সিদ্ধি, কান্তি, ক্ষমা, স্বধা, স্বাহা ও বাণী, সমস্ত জগৎ তোমার বশীভূত। তুমি সকল জীবে বাণীরূপে অবস্থিতা।

বৈদিক সরস্বতীর দ্বিবিধরূপ অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রতিভাত। সূর্যাগ্নির যে দীপ্তি আকাশ ব্যাপ্ত করে প্রভাতকালে তাকে নদীরূপে অথবা সাগররূপে কল্পনা করা সহজ। তাই সরণবতী গতিশীলা জ্যোতির্ময়ী স্বর্গনদীর সাদৃশ্যে বৈদিক যুগে

---

১ সরস্বতী—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পৃঃ ৫৭ ২ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ১৩

৩ There was in Eastern Iran (Afganistan) a river named after it, and from the inscription of Darius we gather that the province through which the river Sarasvati ran was named accordingly Harxuvatis (rendered as Arachosia in Greek). —The great goddesses in Indic Tradition,—Sukumar Sen, p. 20.

৪ বামন পুরাণ—৪০।১৩-১৬

ভারতীয় মানবগোষ্ঠীর সব থেকে উপকারী নদীটিরও নামকরণ হয়েছিল সরস্বতী। যাস্ক দুই প্রকার সরস্বতীর উল্লেখ করেছেন,—"তত্র সরস্বতীত্যেতস্য নদীবদ্দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি।"[১] —সরস্বতী এই শব্দ নদী অর্থে এবং দেবতা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১।৩।১২ ঋকের ভাষ্য প্রসঙ্গে আচার্য সায়ন লিখেছেন—"দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবদ্দেবতা নদীরূপা চ।"—সরস্বতী দুই প্রকার, মূর্তিমতী দেবতা ও নদীরূপা।

ঋগ্বেদের যুগে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। বিগ্রহবদ্দেবতা বলতে সায়ন সম্ভবতঃ মন্ত্রময় বিগ্রহসম্পন্না জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীকেই বোঝাতে চেয়েছেন। সুতরাং জ্যোতীরূপা সরস্বতী ও নদীরূপা সরস্বতী—এই দুই সরস্বতীর ধারণা বৈদিক যুগে বর্তমান ছিল। এই দুই সরস্বতী মিলে মিশে একাকার হয়ে এক সরস্বতী দেবতার আকার পরিগ্রহ করেছিল।

অন্নদাত্রী সরস্বতী : দেবী সরস্বতীর অন্যতম গুণ, তিনি ধনদাত্রী—অন্নদাত্রী—অন্নময়ী—বাজিনীবতী।

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভিঃ বাজিনীবতী।[২]

ভদ্রমিদ্‌ভদ্রা কৃণবৎ সরস্বত্যকবারী চেততি বাজিনীবতী।[৩]

—কল্যাণী সরস্বতী কেবল কল্যাণই করুন, সুন্দরগমনা ও অন্নবতী হইয়া আমাদের প্রজ্ঞা উৎপাদন করুন।[৪]

প্রণো দেবী সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।
ধীনামবিত্র্যবতু।[৫]

—দানশালিনী অন্নসম্পন্না স্তোতৃবর্গের রক্ষাকারিণী সরস্বতী যেন অন্নদ্বারা সম্যকরূপে আমাদিগের তৃপ্তি সাধন করেন।[৬]

ত্বং দেবী সরস্বত্য বা বাজেষু বাজিনি।
রদা পূষেব নঃ সনিম্‌॥[৭]

—হে অন্নশালিনী দেবি সরস্বতি! তুমি সংগ্রামে আমাদিগকে রক্ষা করিও এবং পূষার ন্যায় আমাদিগকে ভোগযোগ্য ধন দান করিও।[৮]

সরস্বতীর নিকট ঋষির পৌনঃপুনিক প্রার্থনা—দেবি, তুমি আমাদের ধন দাও।

সরস্বত্যভি নো নেষি বস্যো…।[৯]

—হে সরস্বতি! তুমি আমাদের প্রশস্ত ধনে লইয়া যাও।[১০]

এষা ধনস্য মে স্ফাতিমা দধাতু সরস্বতী।[১১]

—সরস্বতী আমার ধনের স্ফীতি বিধান করুন।

---

১ নিরুক্ত—২।২৩।৩ ২ ঋগ্বেদ—১।৩।১০, শুক্ল যজুঃ—২০।৮৪ ৩ ঋগ্বেদ—৭।৯৬।৩
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—৬।৬১।৪ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—৬।৬১।৬ ৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৯ ঋগ্বেদ—৬।৬১।১৪
১০ অনুবাদ—তদেব ১১ অথর্ববেদ—১৯।৪।৩১।৯

আ ম ধনং সরস্বতী পয়স্ফাতিং চ ধান্যম্।[১]

—সরস্বতী আমার ধন, জল (দুধ) এবং ধ্যান্যের স্ফীতি প্রদান করুন।

সরস্বতী প্রেদভব সুভগে বাজিনীবতী।[২]

—অন্নবতি, সৌভাগ্যবতী সরস্বতী! তুমি অনুকূল হও। শতপথ ব্রাহ্মণেও সরস্বতী ধনদাত্রী—তিনি যজ্ঞকর্তাকে ধন দান করেন, যজ্ঞের হবি গ্রহণ করে যজমানকে সম্পদ প্রদান করে থাকেন।[৩]

সরস্বতীর এই ধনদাতৃত্বের হেতু কি? বেদে অগ্নি ধন দান করেন। পূষা ইন্দ্র মরুদ্‌গণ প্রভৃতিও ধনদাতা। এমন কি, প্রভাত-সৌরকরময়ী উষাও বাজিনীবতী অর্থাৎ অন্নময়ী।

উষস্তচ্চিত্রমা ভরাস্মভ্যং বাজিনীবতি
যেন তোকং চ তনয়ং চ ধামহে॥[৪]

—অন্নবতী উষা, আমাদের বিচিত্র ধন প্রদান কর, যাহা দ্বারা আমরা পুত্র পৌত্রকে পালন করতে পারি।

উষা ও সরস্বতী অভিন্ন,—কারণ উভয়েই জ্যোতির্ময়ী। সূর্যাগ্নির দীপ্তিময় কিরণ মেঘরূপে বৃষ্টি প্রদান করে—কৃষি ও পশুবৃদ্ধির সহায়ক হয়। সেইজন্যই উষা ও সরস্বতী অন্নময়ী—অন্নদাত্রী। যজ্ঞরূপা সরস্বতীও মেঘ সৃষ্টির সহায়িকারূপে অন্নপ্রদাত্রী। অপর দিকে নদী সরস্বতী বৈদিক যুগের মানুষের অন্ন ও সম্পদের হেতু হয়েছিল। সরস্বতী নদীর তটবর্তী ভূভাগ সরস্বতীর জলে ও পলিতে প্রচুর শস্যের উৎসরূপে কৃষিবৃদ্ধির দ্বারা আর্যমানবের জীবিকা ও সম্পদের হেতু হওয়ায় নদী সরস্বতী অন্নময়ী—অন্নদাত্রীরূপে স্তুতা হলেন। বৈদিক যুগে সরস্বতীই ধনের দেবতা। অন্য কোন ধনদেব বা ধনদেবীর আবির্ভাব হয় নি। পরবর্তী কালেও সরস্বতীর ধনদাতৃত্বের ধারণা একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। তন্ত্রশাস্ত্রে উদ্ধৃত ধ্যানমন্ত্রে সরস্বতী দেবীর কাছে সকল বিভবসিদ্ধি কামনা করা হয়েছে—সকল-বিভবসিদ্ধৈ পাতু বাগ্দেবতা নঃ।

দানবদলনী সরস্বতী: সরস্বতী কেবল অন্ন, ধন ও সম্পদদায়িনী নন, তিনি সম্পদের রক্ষাকর্ত্রীও। তিনি বৃত্র ও অন্যান্য মায়াবী দানব বধ করেছেন।

উতস্যা নঃ সরস্বতী ঘোরা হিরণ্যবর্তনিঃ।
বৃত্রঘ্নী বষ্টি সুষ্টুতিম্॥[৫]

—ভীষণা হিরণ্ময় রথে আরূঢ়া শত্রুঘাতিনী সেই সরস্বতী যেন আমাদিগের মনোহর স্তোত্র কামনা করেন।[৬]

সরস্বতী দেবনিদো নিবর্হয় প্রজাং বিশস্য বিসয়স্য মায়িনঃ।[৭]

---

১ অথর্ববেদ—১৯।৪।৩১।১০ ২ বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র—১।৪।১, পারস্কর গৃহ্য—৭।২
৩ শতপথ—১১।৪।৩।৭, ১১।৪।৩।১৬ ৪ ঋগ্বেদ—১।৯২।১৩, শুক্ল যজুঃ—৩৪।৩৩
৫ ঋগ্বেদ—৬।৬১।৭ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৭ ঋগ্বেদ—৬।৬১।৩

—হে সরস্বতি! তুমি দেবনিন্দকগণকে বধ করিয়াছ, এবং সর্বব্যাপী মায়াবী বৃষয়ের পুত্রকে সংহার করিয়াছ।[১]

যস্ত্বা দেবি সরস্বত্যুপব্রূতে ধনে হিতে।
ইন্দ্রং ন বৃত্রতূর্যে।[২]

—হে দেবি সরস্বতি! যে ব্যক্তি তোমাকে ইন্দ্রের ন্যায় স্তব করে, সে-ই যখন ধনলাভার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তুমি তখন তাহাকে রক্ষা করিও। সরস্বতী শুধু বীরাঙ্গনা নন, তিনি বীরপত্নীও—সরস্বতী বীরপত্নী ধিয়ং ধাৎ।[৩]

সরস্বতী কর্তৃক বৃত্র বা অন্যান্য দানববধ অবশ্যই সূর্যরূপী ইন্দ্রের দানববধ কাহিনী থেকে সংক্রমিত। বৃত্রবধে মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের সখা। সূর্যাগ্নির তেজোরূপা সরস্বতী সূর্য বা ইন্দ্রের মতই অন্ধকার, বর্ষণ-প্রতিরোধক মেঘ অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুষ্ট শক্তির হন্ত্রী। সুতরাং একই বৃত্র সূর্য, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সরস্বতী প্রভৃতি দেবশক্তির দ্বারা হত বলে বর্ণনা করায় কোন অসঙ্গতি হয় না।

তবে এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে আসে। বিপুলকায়া খরস্রোতা সরস্বতী সপ্তসিন্ধু নামে কথিত আর্যভূমির স্বাভাবিক প্রহরীরূপে বিরাজ করায় সরস্বতী নদী শত্রুঘাতিনীরূপে স্তুতা হতে পারেন, কিন্তু ইন্দ্রের কর্মও কিছুটা সরস্বতীতে সংক্রমিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী ও নদী সরস্বতী অভিন্নারূপে প্রতিপাদিত হওয়ায় ইন্দ্রশক্তি সরস্বতী দানবদলনী সরস্বতীতে পরিণত হয়েছেন।

বাগ্‌দেবী সরস্বতী : পুরাণে ও পুরাণোত্তর আধুনিককালে সরস্বতী বাক্য বা শব্দের অধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবীরূপে প্রসিদ্ধা। পরবর্তীকালে বৈদিক সরস্বতীর অন্য পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় তিনি কেবলমাত্র বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপেই সুপ্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন। বৈদিক সরস্বতী বাগাধিষ্ঠাত্রী বা বাগ্দেবীরূপেও বর্ণিতা হয়েছেন। ঋগ্বেদে সরস্বতীর সঙ্গে বিদ্যাধিষ্ঠাতৃত্বের কোন সম্পর্ক না থাকলেও অথর্ববেদে এবং ব্রাহ্মণে সরস্বতী বাগ্‌রূপা।

ইয়ং যা পরমেষ্ঠিনী বাগ্‌দেবী ব্রহ্মসংশিতা।
যয়ৈব সংসৃজে ঘোরং তয়ৈব শান্তিরস্তু নঃ॥[৪]

—পরমেষ্ঠিনী (পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার পত্নী?) ব্রহ্মা (ঋত্বিক্) দ্বারা প্রশংসিতা বাগ্দেবী—যিনি ভীষণতার (শাপাদিরূপ) স্রষ্ট্রী, তিনি আমাদের শান্তি প্রদান করুন।

সরস্বতী যে পরমেষ্ঠী বা ব্রহ্মার পত্নী তার ইঙ্গিত এখানে পাচ্ছি। অবশ্য সৃষ্টি-কর্তা ব্রহ্মার আবির্ভাব এখনও হয় নি। কিন্তু এখানে বাগ্দেবী ও সরস্বতীর অভিন্নতা স্পষ্ট নয়। ব্রাহ্মণে স্পষ্টভাবেই সরস্বতীকে বাক্ বা বাক্যদেবী বলা হয়েছে—

বাগ্বৈ সরস্বতী বাচমেব তৎ প্রীণাতি।[৫]

—বাকই সরস্বতী, ইহা (যজ্ঞ) বাক্‌কে প্রীত করে।

১ অনুবাদ—তদেব ২ ঋগ্বেদ—৬।৬১।৫ ৩ কৃষ্ণ যজুঃ—৪।৪।১।১১
৪ অথর্ববেদ—১৯।১।৯।৩ ৫ সাংখ্যায়ন ব্রাঃ, ৫ম অঃ

বাগ্বৈ সরস্বতী, বাগ্ যজ্ঞঃ।[১]

বাক্ এখানে সরস্বতী এবং যজ্ঞরূপা।

সরস্বত্যাস্তৃতীয়া ভবতি বাক্ তু সরস্বতী।[২]

বাক্ হি সরস্বতী।[৩]

বাক্ বৈ সরস্বতী।[৪]

রামায়ণে বাণী-সরস্বতীও বাগ্দেবতা; ব্রহ্মা সরস্বতীকে বলেছিলেন,—বাণি ত্বং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভব বাগ্দেবতেপ্সিতা।[৫] বাক্ ও সরস্বতীর অভিন্নতা ব্রাহ্মণগুলিতে পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হয়েছে।

বাগ্বৈ সরস্বতী বাগ্বৈ রূপং বৈরূপমেবাস্মৈ তথা যুনক্তি।[৬]—বাক্যই সরস্বতী বাক্ স্বরূপ এবং বিরূপ তাহাতে সংযুক্ত করেন।

বাক্ বা সরস্বতী এখানে রূপস্রষ্ট্রী। স্বরূপ এবং কুরূপ প্রকাশ পায় সূর্যের আলোকেই।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ অনুসারে বাকই যজ্ঞ—

বাগ্বা এষা প্রততা যদ্দ্বাদশাহঃ…।[৭]

কখনও বাক্ গাভীরূপে বর্ণিতা—

বাগ্বৈ শবলী তস্যা ত্রিরাত্রো বৎস ত্রিরাত্রো বা এতাং প্রদাপয়তি।[৮]—বাক্ কামধেনু, ত্রিরাত্র যাগ তাঁর বৎসস্থানীয়, ত্রিরাত্র তাঁকে (যজ্ঞফলরূপী দুগ্ধ) প্রদান করায়।

প্রজাপতিই বাক্‌কে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিন ভাগেও বিভক্ত করেছিলেন, প্রজাপতির্বা ইদমেকাক্ষরাং সতীং ত্রেধা ব্যকরোত্ত ইমে লোকা অভবন্।[৯]—প্রজাপতি একাক্ষরা বাক্‌কে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন, তার দ্বারা এই লোকসমূহ সৃষ্ট হয়েছিল।

বাগ্বৈ সরস্বতী। তস্মাৎ প্রাণানাং বাগুত্তমা।[১০]

—বাকই সরস্বতী। সেইজন্য তিনি প্রাণিগণের উত্তম বস্তু।

প্রজাপতি বাকের সৃষ্টিকর্তা। তিনি বাক্‌কে পার্থিব, অন্তরীক্ষস্থ এবং দ্যুলোকস্থ অর্থাৎ অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্যরূপে তিনভাগে বিভক্ত করেছিলেন। পরবর্তীকালে পৌরাণিক উপাখ্যানে সরস্বতী প্রজাপতি ব্রহ্মার কন্যা, কখনও পত্নী। শুক্ল যজুর্বেদে ইন্দ্র বা বৃহস্পতি বাক্‌পতি—বৃহস্পতিরিন্দ্রঃ বাগ্বৈ বৃহতী তস্যা এব পতিঃ ব্যাকরণকর্তৃত্বাদিন্দ্রস্য বাক্‌পতিত্বম্।[১১]—ইন্দ্র বৃহস্পতি, বাক্ই বৃহতী (বহুবিস্তৃত, বিশাল), তাঁরই পতি, ব্যাকরণ সৃষ্টির জন্য ইন্দ্রের বাক্‌পতিত্ব।

---

১ শতপথ ব্রাহ্মণ—১।১।৪ ২ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৩।১ ৩ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৩।২
৪ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৩।১৩ ৫ রামাঃ উত্তরখণ্ড—১০।৪৩ ৬ তাণ্ড্য মহাব্রাঃ—১৬।৫।১৬
৭ তাণ্ড্য মহাব্রাঃ—৫।১০ ৮ তাণ্ড্য মহাব্রাঃ—২১।৩।১ ৯ তাণ্ড্য মহাব্রাঃ—২০।১৪।৫
১০ কৃষ্ণ যজুঃ—১।১।৭৭ ১১ শুক্ল যজুঃ—১৭।৩৬

গুণকর্মভেদে সূর্যই ইন্দ্র নামে আখ্যাত হওয়ায় এবং স্বরূপতঃ বৃহস্পতির সঙ্গে অভিন্ন হওয়ায় বৃহস্পতি-ইন্দ্রের বাক্‌পতিত্ব সহজবোধ্য। মহো অর্ণঃ সরস্বতী ইত্যাদি ঋকের (১৷৩৷১২) ভাষ্যে যাস্ক বলেছেন,—বাগর্থেষু বিধীয়তে তস্মান্মাধ্যমিকাং বাচং মন্যন্তে।[১]—(অর্থাৎ) বাগর্থের দেবতা সরস্বতীকে মাধ্যমিকা বাক্ (মধ্যস্থানবর্তিনী—জ্যোতীরূপা) বলা হয়।

জ্যোতীরূপা নদীরূপা সরস্বতী বাগ্দেবী বা বিদ্যাদেবী হলেন কিভাবে? সরস্বতীর বাক্যাধিষ্ঠাতৃত্ব বা বিদ্যাধিষ্ঠাতৃত্ব ঋগ্বেদেই দৃষ্ট হয়।

চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্।[২]

—সূনৃত (সত্য) বাক্যের উৎপাদয়িত্রী, সুমতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জ্ঞানদাত্রী।

ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি।[৩]—(সরস্বতী) সকল জ্ঞান উদ্দীপ্ত করেন।

তিনি জ্ঞানীদের দ্বারা স্তুত হন,—উপস্তুত্যাচিকিতুষা সরস্বতী।[৪]

সরস্বতীর বিবর্তন : বৃহস্পতি জ্ঞানের দেবতা,[৫] তিনিও বাক্‌পতি। ইন্দ্রও বাক্‌পতি। বৃহস্পতি-পত্নী (পরবর্তীকালে ব্রহ্মার পত্নী) সরস্বতীও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী। সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার ত সূর্যাগ্নিরূপী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। তাঁদেরই শক্তি জ্যোতীরূপা সরস্বতী জ্ঞানের দেবী। সরস্বতী-তীরে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল, এখানেই ঋষি লাভ করেছিলেন বেদ,—ঋগ্‌মন্ত্র ঋষির কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়েছিল,—সামমন্ত্র গীত হয়েছিল। সুতরাং সরস্বতী জ্ঞানের বা বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী হয়েছিলেন। সরস্বতী নদীর তীরে প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে হবিঃপ্রদান কালে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ায় সরস্বতী হলেন বিদ্যারূপা বা বাগ্‌রূপা—জ্ঞানের উদ্দীপনকারিণী।

ত্রিলোকে বিচরণশীলা জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী প্রবহমানা জলময়ী মর্তসরস্বতীতে অবতীর্ণা হলেন,—জলময়ী নদী সরস্বতী জ্ঞানের উদ্দীপনকারিণী হওয়ায় তিনি হলেন বাগ্দেবী বা বিদ্যাদেবী। ক্রমে সরস্বতী তাঁর অন্য বৈশিষ্ট্যগুলি বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র বিদ্যাদেবী—জ্ঞানবিদ্যার অধীশ্বরীতে পরিণত হলেন।

পণ্ডিতরা অনেকেই মনে করেন যে সরস্বতী প্রথমে ছিলেন নদী, পরে হলেন দেবতা। রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "আর্য্যাবর্তে সরস্বতী নামে যে নদী আছে, তাহাই প্রথমে দেবী বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে গঙ্গা যেরূপ হিন্দুদিগের উপাস্যদেবী প্রথম হিন্দুদিগের পক্ষে সরস্বতী নদী সেইরূপ ছিলেন। অচিরে সরস্বতী বাগ্দেবীও হইলেন।"[৬]

Muir লিখেছেন, "When once the river had acquired a divine character, it was quite natural that she should be regarded as the patroness of the ceremonies which were celebrated on the

১ নিরুক্ত—১১৷২৷৩ ২ ঋগ্বেদ—১৷৩৷১১ ৩ ঋগ্বেদ—১৷৩৷১২

৪ ঋগ্বেদ—৬৷৬১৷১৩ ৫ হিন্দুদের দেবদেবী ১ম, বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি দ্রষ্টব্য।

৬ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, ১৷৩৷১০ ঋকের টীকা—পৃঃ ৯-১০

margin of her holy waters, and that her direction and blessing should be invoked as essential to their proper performance and success. The connection into which she was thus brought with sacred rites may have led to the further step of imagining her to have an influence on the composition of the hymns which formed also important a part of the proceedings and identifying her with Vāch, the goddess of speech."[১]

কিন্তু সরস্বতীর প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত রয়েছে সূর্যাগ্নির জ্যোতিতে। সূর্যাগ্নির তেজ তাপ ও চৈতন্যরূপে জীবদেহে বিরাজ করায় চেতনা, বোধ বা জ্ঞানের প্রকৃত কর্ত্রী ত দিব্যসরস্বতী। দিব্যসরস্বতীর রূপান্তর হয়েছে মর্তাবতার নদীরূপে এবং দিব্যসরস্বতীই অগ্নি-ইন্দ্র-মরুৎ অশ্বিদ্বয়ের সংস্পর্শে শত্রুঘাতিনী, ধনদাত্রী এবং রোগারোগ্যবিধায়িনীরূপে মন্ত্রাধিষ্ঠাতা। বৃহস্পতি-ব্রহ্মণস্পতির বিদ্যাবত্তার সংযোগে নদী সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্নরূপে সরস্বতী তীরে উচ্চারিত বৈদিক মন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পুরাণে বিদ্যা ও জ্ঞান ভিন্ন অপর গুণগুলি অন্যত্র স্থাপন করে হলেন একেশ্বরী বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী সর্ববিদ্যার অধীশ্বরী দেবী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে গোলোকে বিষ্ণুর তিন পত্নী—লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গার মধ্যে বিবাদের ফলে গঙ্গার শাপে সরস্বতীর মর্তে নদীরূপতাপ্রাপ্তির তাৎপর্যই হচ্ছে দিব্যসরস্বতীর মর্তে সরস্বতী নদী ও সরস্বতী দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হওয়ার তত্ত্ব।[২]

সরস্বতীর মূর্তি কল্পনা : বৈদিক মন্ত্রে সরস্বতীর গুণকর্মের বিবরণ থাকলেও তাঁর আকৃতির কোন স্পষ্ট বর্ণনা পাই না। কেবলমাত্র তাঁর শুভ্র বর্ণের উল্লেখ কয়েকবার পাই ঋগ্বেদে : বর্ধ শুভ্রে···।[৩] —হে শুভ্রে তুমি বর্ধিত হও। উভে যত্তে মহিমা শুভ্রে···।[৪] —হে শুভ্রে তোমার যে দুইপ্রকার মহিমা।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন সত্য ও মিথ্যা বাক্য সরস্বতীর দুটি স্তন—বাচো বাব তৌ স্তনৌ সত্যানৃতে।[৫]

শুক্ল যজুর্বেদে সরস্বতীর স্তন্য দুগ্ধ সুখকর ধনদ ও বিশ্বপালক—

যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্যো রত্নধা বসুবিদ্যঃ সুদত্রঃ।
যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্য্যাণি সরস্বতী তামিহ ধাতবেহকঃ॥[৬]

—হে সরস্বতি! তোমার সেই স্তন আমার পানের জন্য প্রদান কর, যে স্তন গুহাহিত, সুখকর, রত্নধারণকারী, ধনদাতা, উৎকৃষ্ট বস্তুদাতা,—যে স্তনের দ্বারা তুমি বিশ্বভুবন পালন কর।

সর্বসুখসৌভাগ্যদ সরস্বতীর স্তনদুগ্ধ হয় আকাশের বৃষ্টিধারা, নয়ত নদী সরস্বতীর পবিত্র জলপ্রবাহ। কিন্তু সরস্বতীর নারীমূর্তি কল্পনার আভাস মাত্র

১ Classical Dictionary of Hindu Mythology, page—284.

২ প্রকৃতিখণ্ড—৬ অঃ ৩ ঋগ্বেদ – ৭।৯৫।৬ ৪ ঋগ্বেদ – ৭।৯৬।২

৫ ঐত ব্রাঃ – ৪।১।১ ৬ শুক্ল যজুঃ—৩৮।৫

এখানে পাই, রূপকল্পনা পাই না। প্রসিদ্ধ অলংকারশাস্ত্রকার রাজশেখর (খ্রীঃ ৯ম শতাব্দী) তাঁর রচিত কাব্যমীমাংসায় লিখেছেন সরস্বতীর পুত্রলাভ প্রসঙ্গে,— "পুরা পুত্রীয়ন্তী সরস্বতী তুষারগিরৌ তপস্যমাস। প্রীতেন মনসা তাং বিরিঞ্চিঃ প্রোবাচ পুত্রং তে স্বজামীতি। অথৈষা কাব্যপুরুষং সুষুবে।…শব্দার্থৌ তে শরীরং, সংস্কৃতং মুখম্, প্রাকৃতং বাহুঃ জঘনমপভ্রংশঃ, পৈশাচং পাদৌ, উরো মিশ্রম্।…রস আত্মা রোমাণি ছন্দাংসি…অনুপ্রাসোপমাদয়শ্চ ত্বামলংকুর্বন্তি।"[১] —(অস্যার্থঃ) সরস্বতী পুত্র কামনা করে তুষারপর্বতে তপস্যা করেছিলেন। তপস্যায় তুষ্ট ব্রহ্মা তাঁকে বললেন, তোমায় পুত্র দান করবো। তারপর তিনি কাব্যপুরুষকে প্রসব করলেন।…তোমার (কাব্যপুরুষের) শরীর শব্দ ও অর্থ দিয়ে গঠিত, সংস্কৃত ভাষা তাঁর মুখ, প্রাকৃত ভাষা তাঁর বাহু, অপভ্রংশ ভাষা জঘনদেশ, পৈশাচীভাষা তাঁর পদদ্বয় এবং তাঁর উরু মিশ্রভাষা। …রস তাঁর আত্মা, রোম তাঁর ছন্দ… অনুপ্রাসাদি তাঁর অলংকার।

সরস্বতী এবং সরস্বতীনন্দন কাব্যপুরুষ অবশ্যই অভিন্নরূপে কবির কল্পনায় ধরা পড়েছে। রাজশেখর সরস্বতীর কোন রূপ বর্ণনা করেন নি। সরস্বতীর শুভ্রতার বর্ণনা বৈদিক যুগ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত চলে আসছে। আচার্য দণ্ডী (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী) সরস্বতীকে 'সর্বশুক্লা' বলে বন্দনা করেছেন কাব্যাদর্শের সূচনায়। বাঙ্গালী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সরস্বতী বন্দনায় লিখেছেন—বন্দি চরণারবিন্দ, ডাকি আমি আবার তোমায় শ্বেতভুজে ভারতী।[২] সরস্বতীর এই শুভ্রতা বৈদিক সরস্বতী থেকে সমাগত। সূর্যাগ্নির সর্বব্যাপী শুভ্র কিরণ সরস্বতীর গাত্রবর্ণ নিরূপণ করেছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও স্বচ্ছসলিলা শুভ্রতোয়া সরস্বতীর বিমল সলিলের সাদৃশ্য ও বর্ণকল্পনায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে। প্রবন্ধকার পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "মা আমার বর্ণাত্মিকা, সপ্তবর্ণসমন্বয়কারিণী ; তাই মা শ্বেতাম্বরা, শ্বেতবর্ণা, বালেন্দু নিভাননা।"[৩] স্বামীনির্মলানন্দ দুই সরস্বতীর গুণ সমন্বয়ে দেবী সরস্বতীর বর্ণকল্পনার কথাই বলেছেন, "দেবী সরস্বতীর জ্যোতিঃ বিভূতি এবং নদী সরস্বতীর নিষ্কলুষ স্বচ্ছতা—এতদুভয়ের সমন্বয়ে দেবী হন শ্বেতবর্ণা – তাঁর বসন ভূষণ বাহনেও ঐ রঙ্ লেগে যায়, তিনি হন সর্বশুক্লা।"[৪] নির্মল জ্ঞানের দেবতা—অজ্ঞাননাশিনী—মালিন্যমুক্তা—তাই তিনি শুভ্রা—এরূপ ব্যাখ্যাও করা চলে। দিব্য ও মর্ত সরস্বতীর সাদৃশ্যেই বিদ্যা-দেবী সরস্বতীর বর্ণকল্পনা,—এতে সন্দেহ নেই।

মৎস্যপুরাণের প্রতিমাবর্ণনা অধ্যায়ে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী) ও বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় (খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী) প্রতিমালক্ষণ অধ্যায়ে সরস্বতী প্রতিমার অনুল্লেখহেতু যোগেশচন্দ্র রায় মনে করেন, "ষষ্ঠ কিম্বা সপ্তম শতাব্দীর পরে সরস্বতী প্রতিমা কল্পিত হইয়াছিল।"[৫] কিন্তু খ্রীঃ পূঃ প্রথম/

১ কাব্যমীমাংসা—৩ অঃ ২ মেঘনাদবধ কাব্য -১ম সর্গ

৩ শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজো—বাঙ্গালীর পূজাপার্বণ—(ক. বি.) পৃঃ ৮০

৪ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—পৃঃ ৪৬ ৫ পূজাপার্বণ, যোগেশচন্দ্র রায়—পৃঃ ৩৯

দ্বিতীয় শতাব্দীতে শুঙ্গযুগে নির্মিত ভারুত স্তূপে রেলিং স্তম্ভে বীণাবাদনরতা সরস্বতী মূর্তি আছে। এইটি সরস্বতীর প্রাচীনতম মূর্তি।[১] খ্রীঃ পূঃ শতাব্দীতেও সরস্বতীর মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছিল, প্রমাণিত হয়। মথুরায় প্রাপ্ত ৫৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৩২ খ্রীষ্টাব্দে এক জৈন ধর্মাবলম্বী একটি সরস্বতী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মূর্তিটিও সরস্বতীর অন্যতম প্রাচীন মূর্তি।[২] মৎস্যপুরাণ ও বৃহৎ সংহিতায় অনুল্লেখ থেকে মনে হয় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সরস্বতীর মূর্তিপূজা জনপ্রিয়তা লাভ করে নি।

সরস্বতীর মূর্তি বর্ণনা অর্বাচীন পুরাণে, হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রে প্রচুর পাওয়া যায়। তুলনামূলকভাবে লক্ষ্মীর মূর্তির বর্ণনা পুরাণে অনেক বেশী মেলে। প্রাচীনকাল (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) থেকে অনেক পরবর্তীকাল পর্যন্ত লক্ষ্মীর মূর্তি ভাস্কর্যে এবং মুদ্রায় বিপুল পরিমাণে লভ্য। ভারুত স্তূপে সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীর মূর্তিও আছে। সুতরাং মূর্তিতত্ত্বের হিসাবে সরস্বতী ও লক্ষ্মীর মধ্যে কার মূর্তি আগে পরিকল্পিত হয়েছিল এবং কে কার মূর্তিতে প্রভাব সঞ্চার করেছেন বলা কঠিন। তবে সরস্বতী যেহেতু লক্ষ্মীর অগ্রজা—উভয়ের মূর্তিকল্পনাতেও সাদৃশ্য আছে—বীণা ও পুস্তকধারিণী লক্ষ্মী মূর্তি ও লক্ষ্মী মূর্তির বিবরণ প্রচুর লভ্য হওয়ায় সরস্বতীর প্রভাবে লক্ষ্মী প্রতিমার কল্পনা অনুমিত হয়।

সরস্বতী মূর্তির বিবরণ : খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বিখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য সারদাতিলক তন্ত্র থেকে সরস্বতীর যে ধ্যানমন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন, সেটি বহুল প্রচলিত :

তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ।
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিসন্না সিতাব্জে॥
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ।
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্দেবতা নঃ॥[৩]

—যাঁর ললাটে বিরাজিত তরুণ শশিকলা, যিনি শুভ্রবর্ণা, কুচভারাবনতা, শ্বেতপদ্মে আসীনা, যাঁর এক হস্তে উদ্যত লেখনী ও অপর হস্তে পুস্তক শোভা পায়, সেই বাগ্‌দেবতা সকল বিভব সিদ্ধির নিমিত্ত আমাদের রক্ষা করুন।

নবদ্বীপের সুবিখ্যাত তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রসারে সরস্বতীর যে পাঁচ প্রকার ধ্যানমন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন তন্মধ্যে পূর্বোদ্ধৃত মন্ত্রটি অন্যতম। দ্বিতীয় মন্ত্রটি নিম্নরূপ :

শুভ্রাং স্বচ্ছবিলেপমাল্যবসনাং শীতাংশুখণ্ডোজ্জ্বলাং
ব্যাখ্যামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈঃ।

---

১ Age of Imperial Kanauj—page 314.

২ Jainism in Early Ins. of Mathura, K. Bajpayi, Religion and Culture of the Jains Ed. D. C. Sircar—page 41.

৩ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী সং)—পৃঃ ১৯৭

বিভ্রাণাং কমলাসনাং বাগ্দেবতাং সস্মিতাং
বন্দে বাগ্বিভবপ্রদাং ত্রিনয়নাং সৌভাগ্যসম্পৎকরীম্ ॥[১]

—যিনি শ্বেতাঙ্গী, শ্বেতচন্দন, শ্বেতমালা ও শ্বেতবসন পরিধান করিয়া চারিটি হস্তপদ্মে জ্ঞানমুদ্রা, রুদ্রাক্ষমালা, সুধাপূর্ণকলস ও বিদ্যা ধারণ করিতেছেন, যাঁহার ললাটদেশে চন্দ্রকলা শোভা পাইতেছে, কুচভারে অবনতা হইয়া যিনি সহাস্যবদনে শ্বেতকমলে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি ভক্তগণকে বাক্ সম্পত্তি ও সর্বপ্রকার সৌভাগ্য সম্পদ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই ত্রিনয়না বাগ্দেবীকে প্রণাম করি।[২]

তৃতীয় ধ্যানমন্ত্র :

বাণীং পূর্ণনিশাকরোজ্জ্বলমুখীং কর্পূরকুন্দপ্রভাং
অর্ধচন্দ্রাঙ্কিতমস্তকাং নিজকরৈঃ সংবিভ্রতীমাদরাৎ।
বীণামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ তুঙ্গস্তনীং
দিব্যৈরাভরণৈর্বিভূষিততনুং হংসাধিরূঢ়াং ভজে ॥[৩]

—যাঁহার বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল, কর্পূর ও কুন্দপুষ্পের ন্যায় যাঁহার শ্বেতকান্তি, শিরোদেশে অর্ধচন্দ্র বিরাজমান, যিনি চারিহস্তে বীণা, রুদ্রাক্ষমালা, সুধাপূর্ণকলস ও পুস্তক ধারণ করিতেছেন, যিনি দিব্য আভরণে বিভূষিতা হইয়া হংসোপরি সমাসীনা রহিয়াছেন, সেই উন্নতস্তনী বাগ্দেবীকে ভজনা করি।[৪]

চতুর্থ ধ্যানমন্ত্র :

আসীনা কমলে করৈর্জপবটীং পদ্মদ্বয়ং পুস্তকং
বিভ্রাণা তরুণেন্দুবদ্ধমুকুটা মুক্তেন্দুকুন্দপ্রভা।
ভালোন্মীলিতলোচনা কুচভারক্লান্ত্যা ভবদ্ভূতয়ে
ভূয়াদ্বাগধিদেবতা মুনিগণৈরাসেব্যমানানিশম্ ॥[৫]

—যিনি পদ্মের উপর সমাসীনা, চারিহস্তের এক হস্তে জপমালা, দুইটি পদ্ম ও পুস্তক ধারণ করিতেছেন, মস্তকে চন্দ্রকলার মুকুট ধারণ করিয়াছেন; যাঁহার দেহকান্তি মুক্তা, চন্দ্র ও কুন্দ পুষ্পের ন্যায় শুভ্র, যাঁহার ললাটদেশেও অপর একটি লোচন বিরাজিত, মুনিগণ সর্বদা যাঁহার সেবা করিয়া থাকেন, সেই কুচভার-নতা বাগ্দেবী তোমাদের কল্যাণ করুন।[৬]

পঞ্চম ধ্যানমন্ত্র :

মুক্তাহারাবদাতাং শিরসি শশিকলালংকৃতাং বাহুভিঃ
স্বৈর্ব্যাখ্যাং বর্ণাখ্যমালাং মণিময়কলসং পুস্তকঞ্চোদ্বহন্তীম্।
আপীনোত্তুঙ্গবক্ষোরুহভরবিলসন্মধ্যদেশামধীশাং
বাচমীড়ে চিরায় ত্রিভুবননমিতাং পুণ্ডরীকে নিষণ্ণাম্ ॥[৭]

১ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী-সং)—পৃঃ ১৯৮-৯৯ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ৩ তন্ত্রসার—১৯৮-৯৯
৪ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ৫ তন্ত্রসার—পৃঃ ২০১, সাঃ তিঃ—৭।১৮
৬ অনুবাদ—তদেব ৭ তন্ত্রসার—পৃঃ ২০৩, সাঃ তিঃ—৭।১০১

—মুক্তাহারের ন্যায় যাঁহার শুভ্রকান্তি, মস্তকে চন্দ্রকলা বিরাজিত, চারিহস্তে ব্যাখ্যামুদ্রা, মাতৃকাবর্ণমালা, মণিময় কলস ও পুস্তক ধারণ করিতেছেন, পীনোত্তুঙ্গ স্তনভারে যাঁহার মধ্যভাগ অবনত, শ্বেতপদ্মে সমাসীনা ত্রিলোকে পূজিতা সেই বাগ্দেবীকে আমি সর্বদা পূজা করি।[১]

তন্ত্রসারে সরস্বতীর আর একটি ধ্যানমন্ত্র প্রপঞ্চসার তন্ত্র থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। মন্ত্রটি এইরূপ :

হংসারূঢ়া হরহসিতহারেন্দু কুন্দাবদাতা
বাণী মন্দস্মিততরমুখী মৌলিবদ্ধেন্দুলেখা।
বিদ্যা বীণামৃতময়ঘটাক্ষস্রজাদীপ্তহস্তা
শ্বেতাব্জস্থা ভবদভিমত প্রাপ্তয়ে ভারতী স্যাৎ।[২]

—যিনি হংসোপরি উপবিষ্টা, শিবহাস্য, হার, চন্দ্র ও কুন্দপুষ্পের ন্যায় যিনি শ্বেতবর্ণা, যাঁহার বদনে সর্বদা মন্দহাস্য ও কপালে অর্ধচন্দ্র বিরাজমান, হস্তে পুস্তক, বীণা, অমৃতকুম্ভ এবং রুদ্রাক্ষমালা শোভা পাইতেছে, সেই শ্বেতকমলবাসিনী ভারতী তোমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি করুন।[৩]

এই ছয়টি ধ্যানমন্ত্রে সরস্বতীর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় :— ১। দেবী শুভ্রবর্ণা, ২। চতুর্ভুজা, ৩। পর্যায়ক্রমে তাঁর হাতে পদ্ম, বীণা, পুস্তক, অক্ষমালা, সুধাকলস ও ব্যাখ্যানমুদ্রা, ৪। দেবী ত্রিনয়না, ৫। তাঁর ললাটে শশিকলা, ৬। তিনি শ্বেতপদ্মাসীনা, ৭। তৃতীয় এবং ষষ্ঠমন্ত্রে তিনি হংসারূঢ়া, ৮। প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ মন্ত্রে তিনি সৌভাগ্য ও সম্পদ্দাত্রী।

প্রপঞ্চসারতন্ত্রে বাগ্দেবীর স্তবে দেবী শুভ্রদেহা, পুস্তক, জপমালা, বর ও অভয়মুদ্রাসমন্বিতহস্তা।[৪] তন্ত্রশাস্ত্রে সরস্বতীর আরও বহুবিধ মূর্তি দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে সারদা তিলকের একটি মন্ত্রে বাগীশ্বরী সরস্বতী মদ্যপানে বিহ্বলা এবং চতুর্ভুজের একটি ভুজে পানপাত্র নরকপাল—

চন্দ্রার্ধাঙ্কিতমস্তকাং মধুমদাদালোলনেত্রত্রয়াম্।
বিভ্রাণামনিশং বরং জপবটীং বিদ্যাং কপালং করৈঃ···।[৫]

—মস্তকে অর্ধচন্দ্র, মদ্যপানজনিত চঞ্চল ত্রিনয়ন, দিবারাত্র বরমুদ্রা, জপমালা, বিদ্যা ও নরকপাল চতুর্হস্তে ধারণ করেছেন।

কালীবিলাসতন্ত্রে সরস্বতী শুক্লবসনা নারায়ণ প্রিয়া[৬], শঙ্খ ও কুন্দকুসুমতুল্য শুভ্রা, দ্বিভুজা বাক্যরূপা।[৭] তন্ত্রের আর একটি ধ্যানমন্ত্রে দেবীর দেহ পঞ্চাশ বর্ণের দ্বারা নির্মিত, ললাটে চন্দ্র; (বরদ) মুদ্রা, অক্ষমালা, সুধাকলস ও বিদ্যা চারিহস্তে; শুভ্র জ্যোতিসম্পন্না ও ত্রিনয়না।[৮] প্রপঞ্চসারতন্ত্রের আর একটি মন্ত্রে সরস্বতী দ্বিভুজা—লেখনী ও পুস্তকধারিণী, চন্দ্রশেখরা, কুন্দমন্দারগৌরী।

---

১ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
২ তন্ত্রসার—পৃঃ ২০৪-৫, প্রপঞ্চ—৮।৪১
৩ অনুবাদ—তদেব
৪ প্রপঞ্চ—৮।৫৩
৫ সাঃ তিঃ—৬।১৫
৬ কাঃ বিঃ—২০।৩
৭ কাঃ বিঃ—২০।৭-৮
৮ সাঃ তিঃ—৬।৪, মহানির্বাণ—৫।১১২

এখানে সরস্বতীর নাম ভারতী।[১] কিন্তু আর একটি মন্ত্রে ভারতী-সরস্বতীর মুখ, বাহু, পাদ, কুক্ষি ও বক্ষ পঞ্চাশ বর্ণদ্বারা নির্মিত, তিনি চন্দ্রকলাশোভিতা, কুন্দশুভ্রা, অক্ষমালা, কুম্ভ, চিন্তা ও পুস্তকধারিণী।[২]

সরস্বতীর আর এক নাম বর্ণেশ্বরী। বর্ণেশ্বরী চতুর্ভুজা, মৃগশাবক তাঁর একটি হাতে—দেবীর বর্ণ সিন্দুরতুল্য রক্ত।

সিন্দুরকান্তিমমিতাভরণাং ত্রিনেত্রাং
বিদ্যাক্ষসূত্রমৃগপোতবরং দধানম্।[৩]

—সিন্দুরতুল্য বর্ণ বিশিষ্টা, অমিত অলংকারশোভিতা ত্রিনেত্রা বিদ্যা অক্ষসূত্র এবং মৃগশিশুধারিণী।

বর্ণেশ্বরীর আর একটি বর্ণনা:

অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কং
বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্।
অর্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং
বর্ণেশ্বরীং প্রণমতস্তনভারনম্রাম্॥[৪]

—অক্ষমালা, হরিণশিশু, তীক্ষ্ণটংক এবং বিদ্যা অবিরত ধারণকারিণী, ত্রিনেত্রা, মস্তকে অর্ধচন্দ্রশোভিতা পদ্মবাসিনী স্তনভারনম্রা বর্ণেশ্বরীকে প্রণাম কর।

সরস্বতীর আর এক নাম শারদা (বা সারদা)। কলা তাঁর আত্মা, তিনি বর্ণজননী।

কলাত্মা বর্ণজননী দেবতা শারদা স্মৃতা।[৫]

শারদার আকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। তিনি পঞ্চাননী দশভুজা। এখানে পঞ্চানন শিব এবং দশভুজা দুর্গার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত। শারদার হাতে পদ্ম, চক্র, পাশ, হরিণ, পুস্তক, বর্ণমালা, টংক (খড়্গবিশেষ), শুভ্রকপাল, অমৃতনিঃস্যন্দী হেমকুম্ভ। মুক্তা, বিদ্যুৎ, মেঘ, স্ফটিক প্রস্ফুটিত জবা-বর্ণের পঞ্চ বদন, দেবী ত্রিনয়না, স্তনভারনম্রা, খণ্ডচন্দ্রশোভিতা[৬]

শারদা

সরস্বতীর নামান্তর সারদা। সরস্বতীবন্দনামূলক কাব্যের নাম দিয়েছেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী সারদামঙ্গল। আবার দেবী দুর্গাকে বলা হয় শারদা, কারণ তিনি শরৎকালে পূজিতা। কিন্তু সারদা ও শারদা একাত্ম হয়ে গেছেন তন্ত্রের সারদা মূর্তিতে। দ্বিজমাধব রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের (ক. বি. প্রকাশিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত) নাম কবি দিয়েছেন সারদা চরিত। এখানে সারদা দুর্গা-চণ্ডীর নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

১ প্রপঞ্চ – ৮।২৯ ২ প্রপঞ্চ – ৭।৩ ৩ সাঃ তিঃ—৬।৩০
৪ সাঃ তিঃ—৬।৩৩ ৫ সাঃ তিঃ—৬।৩৬ ৬ সাঃ তিঃ—৬।৩৭

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে সরস্বতীর একটি বামহস্তে পদ্মের পরিবর্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণহস্তে ব্যাখ্যানমুদ্রার সঙ্গে বীণা। সরস্বতীর হাতে কমণ্ডলু ব্রহ্মা বা ব্রহ্মা-শক্তি ব্রহ্মাণীর কাছ থেকে আগত। স্কন্দপুরাণের সূতসংহিতায় সরস্বতীর মস্তকে জটা মুকুট, মুকুটে চন্দ্রকলা, তিনি ত্রিনয়না ও নীলগ্রীবা। এখানেও সরস্বতী শিবশক্তি। অগ্নিপুরাণে (৫০ অঃ) সরস্বতী পুস্তক, অক্ষমালিকা ও বীণাহস্তা—চতুর্ভুজা। উক্ত পুরাণেই অন্যত্র (৩১৯ অঃ) বাগীশ্বরীর ধ্যানে সরস্বতী চতুর্ভুজা, ত্রিলোচনা, পুস্তক, অক্ষমালা, বর ও অভয়মুদ্রাধারিণী।

পুরাণে সরস্বতী প্রতিমা

বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেবী শুক্লবর্ণা, ত্রিনেত্রা, শশিশেখরা, চতুর্ভুজা, সুধাকলশ, বিদ্যা (পুস্তক), (বরদ) মুদ্রা এবং অক্ষমালাধারিণী—

ততঃ সরস্বতী জাতা শুক্লাবর্ণাক্ষরাত্মিকা॥
নানালংকারভূষাঢ্যা ত্রিনেত্রা শশিমৌলিনী।
চতুর্ভুজা সুধাবিদ্যামুদ্রাক্ষগুণধারিণী॥[1]

শিবপুরাণে (বায়বীয় সংহিতা) পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা সরস্বতী শিব-শক্তি দুর্গার সদৃশা।

তপ্তচামীকরপ্রখ্যা পীনোন্নত পয়োধরা।
চতুর্ভুজা ত্রিনয়না বালেন্দুকৃতশেখরা॥
পদ্মোৎপলকরী সৌম্যা বরদাভয়পাণিকা।
সর্বলক্ষণ সম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা।
সিতপদ্মাসনাসীনা নীলকুঞ্চিতমূর্ধজা॥[2]

—তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, পীনোন্নতস্তনী, চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না, শিরে চন্দ্রকলা শোভিতা, পদ্ম (শ্বেতপদ্ম), উৎপল (নীলপদ্ম), বর ও অভয়মুদ্রা শোভিতহস্তা, সর্বলক্ষণ সম্পন্না সকল অলংকারে ভূষিতা, শ্বেতপদ্মে উপবিষ্টা নীলকুঞ্চিত কেশ-শোভিতা।

কালিকাপুরাণে সরস্বতী :

সরস্বতী তু যা দেবী বীণাপুস্তকধারিণী।
স্রক্‌কমণ্ডলুহস্তা চ দক্ষিণে শুক্লবর্ণিকা॥
মহাচলস্য পৃষ্ঠস্থা সিতপদ্মোপরিস্থিতা।
শুক্লবর্ণা শুক্লবস্ত্রা শুক্লাভরণভূষিতা॥[3]

—যে দেবী সরস্বতী নামে পরিচিতা, তাঁর বাম হস্তে বীণা ও পুস্তক এবং দক্ষিণে হস্তে মালা ও কমণ্ডলু, শুক্লবর্ণধারিণী, মহাচলের পৃষ্ঠে স্থিতা, শ্বেতপদ্মের উপরে উপবিষ্টা, শুক্লবর্ণা, শুক্লবস্ত্রা ও শুভ্র অলংকারে ভূষিতা।

---

১ বৃহদ্ধর্ম, পূর্বখণ্ড—২৫।৩৯-৪০ ২ শিব বায়ু, উত্তরভাগ—১২।৮৩-৮৪
৩ কালিকাপুরাণ—৭৫।৮১-৮২

এখানে সরস্বতী মহাচলে অবস্থিতা। মহাচল অবশ্যই হিমাচল বা হিমালয়। মহাচলে অবস্থান পার্বতীর সঙ্গে সরস্বতীর সগোত্রতা প্রতিপাদন করে। উক্ত পুরাণেই বাক্‌রূপা সরস্বতী বরদ ও অভয়মুদ্রা, জপমালা ও পুস্তকধারিণী এবং শ্বেতপদ্মে উপবিষ্টা।[১]

বায়ুপুরাণে সরস্বতী চতুর্ভুজা হংসারূঢ়া। দক্ষিণের একটি হাতে জপমালা ও অপর হাতে বরদমুদ্রা, বামের একটি হাতে গ্রন্থ ও অপর হাতে বরদমুদ্রা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে সরস্বতী চতুর্ভুজা, অলংকৃতা, পীতবসনা, বীণাপুস্তক ব্যাখ্যামুদ্রা ও বরদমুদ্রাধারিণী।[২]

অগ্নিপুরাণেই অষ্টভুজা সরস্বতীর বিবরণ আছে, অষ্টভুজার আটহাতে থাকে বাণ, গদা, পাশ, বীণা, চক্র, শঙ্খ, মুষল ও অংকুশ। দেবী প্রতিমালক্ষণম্ গ্রন্থে সরস্বতী স্কন্দপুরাণের মতই নীলকণ্ঠী : "নীলকণ্ঠী শ্বেতভুজা, শ্বেতাঙ্গী, চন্দ্রশেখরা"।[৩] নীলকণ্ঠী চন্দ্রশেখরা সরস্বতী শিবশক্তি শিবানী।

তন্ত্রশাস্ত্রে নীল সরস্বতী ও মহানীল সরস্বতী নামে সরস্বতীর আরও দুটি প্রকার

মহানীল সরস্বতী

দেখা যায়। নীল সরস্বতীর আরাধনায় তর্ক আগমপুরাণ কাব্য প্রভৃতির অধীশ্বর হওয়া যায়।[৪] মহানীল সরস্বতী তারার রূপভেদ কুল্লুকাদেবীর সঙ্গে অভিন্না—"তারয়া কুল্লুকাদেবী মহানীল সরস্বতী।"[৫]

"তারাস্ত্ররহিতা ত্র্যর্ণা মহানীল সরস্বতী।
কুল্লুকেয়ং সমাখ্যাতা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥"[৬]

—অস্ত্র (ফট্ ও প্রণব) রহিত তিন অক্ষর মন্ত্রযুক্তা তারা মহানীল সরস্বতী নামে পরিচিতা,—সকল তন্ত্রে কথিতা এই দেবী কুরুকুল্লা নামেও খ্যাতা।

তারাস্তা তু ভবেদ্দেবী শ্রীমন্নীল সরস্বতী।
উগ্রতারা ত্র্যক্ষরী চ মহানীল সরস্বতী॥[৭]

—প্রণবযুক্তা তারামন্ত্র নীল সরস্বতী হন—ত্র্যক্ষরমন্ত্রযুক্তা উগ্রতারা হন মহানীল সরস্বতী।

নীল সরস্বতী তারা ও সরস্বতীর মিলিত বিগ্রহ। মহানীল সরস্বতী ও নীল সরস্বতী একই দেবসত্তা।

বৌদ্ধ তারা ও সরস্বতী : বৌদ্ধ মহাযান সাধনায় সরস্বতীর অনুরূপ দু-একটি দেবতার সাক্ষাৎ পাই। তন্মধ্যে জাঙ্গুলী তারা ও বজ্রতারা উল্লেখযোগ্য। জাঙ্গুলী সর্বশুক্লা চতুর্ভুজা বীণাপাণি হংসবাহনা, দুই হস্তে বীণাবাদনরতা, একহস্তে

১ কালিকাপুরাণ—৭৫।৮৪
২ ব্রহ্মবৈবর্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড—৩৫।১৭
৩ দেবীপ্রতিমালক্ষণম্ সম্পাদক ডি. এন্. শুক্ল—পৃঃ ২১৭-১৮
৪ অথাৎ এ্যাভলন সম্পাদিত তারোপনিষৎ কৌলোপনিষৎ—পৃ. ৮৩
৫ প্রাণতোষিণীতন্ত্র (বসুমতী সং)—২২৩
৬ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী সং)—পৃঃ ৫০৫
৭ তদেব—পৃঃ ৫০৬

অভয়মুদ্রা ও অপর হস্তে সর্প—"সর্বশুক্লাং শুক্লোত্তরীয়াং সিতরত্নালংকারভূষিতাং বীণাং বাদয়ন্তীম্‌··· ।"

"শুক্লমূর্তিতে জাঙ্গুলী একমুখী ও চতুর্ভুজা, সৌম্যমূর্তি ও শ্বেত সর্পের অলংকারে বিভূষিতা। ইনি দুইটি প্রধান হস্তে বীণা ধারণ করেন, দ্বিতীয় দক্ষিণ করে অভয় মুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং দ্বিতীয় বাম করে একটি শুক্ল সর্প ধারণ করেন।"[১]

"She is represented with four arms, with the normal ones she plays on a lute, with the second right hand she makes the mudrā of protection and with the second left hand she holds a snake. If painted she is white, as well as her clothes, ornaments and the snake she holds."[২]

সিতবর্ণাং সিতকমলোপরি চন্দ্রাসনস্থাং বজ্রপর্যঙ্কিনীং সিতচন্দ্রাশ্রিতাং ষোড়শাব্দবপুষ্মতীং নানাভরণভূষিতাং দক্ষিণহস্তে বরদাং বামেনোৎপলধারিণীং··· ।[৩]

বজ্রতারার বর্ণনা

—শুভ্রবর্ণা শ্বেতপদ্মোপরি চন্দ্রের আসনে বজ্রপর্যঙ্কভঙ্গীতে উপবিষ্টা শুভ্রচন্দ্রভূষিতা, ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী সদৃশ আকৃতিবিশিষ্টা, নানা অলংকারে ভূষিতা, দক্ষিণ হস্তে বরদা, বামে পদ্মধারিণী··· ।

বৌদ্ধদেবী সিতাতারার সঙ্গেও সরস্বতীর সাদৃশ্য আছে। "এই দেবী চতুর্ভুজা, শুক্লবর্ণা ও সৌম্যদর্শনা। মূল হস্তদ্বয়ে উৎপল মুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং দ্বিতীয় হস্তদ্বয়ে অক্ষসূত্র ও বরদমুদ্রা ধারণ করেন।"[৪]

"The white Tara symbolises perfect purity and is believed to represent transcendent wisdom, which seems everlasting bliss to its possessor...Sitātārā is represented seated with legs locked, the soles of the feet turned upward...Her right hand is in Charity Mudra, and her left holding the stem of full-blown lotus in the Argument Mudra."[৫]

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে জাঙ্গুলীতারার গুণাবলী আধুনিক সরস্বতীকে আশ্রয় করেছে—"জাঙ্গুলী দেবীর স্তবোক্ত সমস্ত গুণই অধুনা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া পূজিতা সরস্বতী দেবীর উপরই প্রযোজ্য।"[৬]

বজ্রতারা, সিতাতারা ও জাঙ্গুলীতারা বৌদ্ধ মহাযানের তারার বহুরূপভেদের মধ্যে তিনটি রূপ। এই দেবীত্রয়ের আকৃতিতে সরস্বতীর আংশিক সাদৃশ্য আছে। এঁদের মধ্যে সিতাতারা জ্ঞানদাত্রী।

---

১ বৌদ্ধদের দেবদেবী, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য—পৃঃ ৬৪

২ Gods of Northern Buddhism, Alice Getty—page 108.

৩ সাধনমালা—৯৬ নং সাধন

৪ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ৮৫

৫ Gods of Northern Buddhism—page 108

৬ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—২য় সং, পৃঃ ১০০

বৌদ্ধ বজ্রযান সম্প্রদায়ে সরস্বতীর পাঁচটি রূপ পাওয়া যায় : মহা সরস্বতী, বজ্রবীণা সরস্বতী, বজ্রশারদা; আর্য সরস্বতী ও বজ্র সরস্বতী। সরস্বতীর এই মূর্তিগুলি হিন্দুধর্ম থেকেই গৃহীত। বৌদ্ধ সরস্বতীর কখনও একমুখ দুই হাত, কখনও তিনমুখ ছয় হাত। বৌদ্ধদেরও বিশ্বাস যে, সরস্বতী জ্ঞান বিদ্যা স্মৃতি ও মেধা দান করেন।

বৌদ্ধ সরস্বতী

মহাসরস্বতী শুক্লবর্ণা, দক্ষিণহস্তে বরদমুদ্রা এবং বামহস্তে পদ্মধারিণী। তিনি দ্বাদশ বর্ষীয়া—হাস্যমুখী—করুণাময়ী—নানাবিধ অলংকারে ভূষিতা। তিনি প্রজ্ঞা, মেধা, স্মৃতি ও মতি নামধারিণী চারটি দেবীর দ্বারা পরিবেষ্টিতা।

বজ্রবীণা সরস্বতী শুক্লবর্ণা দ্বিভুজা প্রশান্ত আকৃতিবিশিষ্টা—দুই হস্তে বীণা-বাদনরতা। মহাসরস্বতীর মত তিনিও প্রজ্ঞা প্রভৃতি চার দেবী-পরিবেষ্টিতা। বজ্র-সারদা শ্বেতপদ্মে উপবিষ্টা, কলাচন্দ্রশোভিতমুকুটধারিণী, ত্রিনয়না, দ্বিভুজা,—বাম-হস্তে পুস্তক ও দক্ষিণহস্তে পদ্মধারিণী। আর্যসরস্বতী ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতী—শুভ্রবর্ণা, দ্বিভুজা। তিনি বামহস্তে পদ্ম-মৃণাল ও প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক ধারণ করেন। দক্ষিণহস্তে একটি প্রতীক চিহ্ন থাকে অথবা শূন্য থাকে। বজ্র সরস্বতীর তিনমুখ ছয় হাত, তাঁর বাদামী কেশ ঊর্ধ্বে উত্থিত, একটি রক্ত পদ্মে তিনি প্রত্যা-লীঢ় ভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা। সাধনামালায় বজ্রসরস্বতীর বিবরণ থেকে দেখা যায় যে তাঁর রক্তবর্ণ, দক্ষিণ ও বামের মুখ দুটি যথাক্রমে নীল ও সাদা ; দক্ষিণের তিন হাতে পদ্মের উপরে প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ, তরবারি ও কর্তরি, তিন বামহস্তে ব্রহ্ম-কপাল, রত্ন ও চক্র থাকে। পদ্ম ও গ্রন্থের পরিবর্তে কেবলমাত্র পদ্ম ও ব্রহ্মকপালের পরিবর্তে শুধু কপালও থাকে।[১]

সরস্বতীর মূর্তিকল্পনা বহু প্রাচীন—অন্ততঃ-পক্ষে খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী। বৌদ্ধ-ধর্মে তান্ত্রিকতা ও দেবগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ অবশ্যই অনেক পরের ঘটনা। বৈদিক-যুগ থেকে পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগে উপনীত বিদ্যাদেবী সরস্বতীর প্রভাবে এবং শক্তিদেবতা দুর্গাকালীর প্রভাবে বৌদ্ধতন্ত্রে দেবীত্রয়ের রূপকল্পনা ইতিহাসসম্মত বলেই মনে করি। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক অনেক দেবীর পরিকল্পনাতেই সরস্বতী ও লক্ষ্মীর মূর্তি-কল্পনা প্রভাব সঞ্চার করেছে। সরস্বতীর মূর্তি-কল্পনা খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর পূর্ববর্তী হলেও দেবীর প্রাচীন মূর্তি অত্যন্ত বিরল। তবে গুপ্তযুগ থেকেই সরস্বতীর মূর্তি প্রচুর পাওয়া গেছে। ভাস্কর্যে দেবী হংসবাহনা কখনও দ্বিভুজা কখনও চতুর্ভুজা। দ্বিভুজা মূর্তিতে দেবী বীণা-বাদনরতা ও চতুর্ভুজা মূর্তিতে তিনি পুস্তক ও জপমালা ধারণ করে থাকেন।

জৈন সরস্বতী : জৈনধর্মেও সরস্বতী আপন স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। জৈনধর্মে ষোলজন বিদ্যাদেবী আছেন,—এই ষোলজনের মধ্যে আছেন রোহিণী, প্রজ্ঞপ্তি, বজ্রশৃঙ্খলা, কালী, মহাকালী, গৌরী ও মানবী, আর আছেন কয়েকজন যক্ষিণী। জৈনধর্মে সরস্বতী হলেন শ্রুত দেবতা এবং শ্রুত বা বিদ্যার অধিকারিণী—

১ The Indian Buddhist Iconography—B. Bhattacharyya, pp. 349-50.

তীর্থংকর ও কেবলীদের জ্ঞানের তিনি অধিষ্ঠাত্রী। লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে পুস্তক-ধারিণী জৈন সরস্বতীর ভগ্নমূর্তি আছে। এই মূর্তিটি সরস্বতীর অন্যতম প্রাচীন মূর্তি, ৫৪ শকাব্দে বা ১৩২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জৈনমন্দির-সমূহে বিভিন্ন ধরনের সরস্বতী মূর্তি আছে। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের জৈনরা জ্ঞানপঞ্চমী বা শ্রুতপঞ্চমীতে সারস্বত উৎসব করে থাকেন। জৈনমন্দিরে প্রাপ্ত সরস্বতী মূর্তির মধ্যে দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা, ষড়-ভুজা, অষ্টভুজা এবং ষোড়শভুজা সরস্বতী প্রতিমা দেখা যায়। তন্মধ্যে চতুর্ভুজা মূর্তিই সংখ্যায় অধিক। জৈন সরস্বতীরও বাহন সাধারণতঃ হাঁস, কোন কোন ক্ষেত্রে ময়ূর।[১] ষোলটি বিদ্যা-দেবীর অধিষ্ঠাত্রী শ্রুতিদেবীই প্রকৃত জৈন সরস্বতী। ইনি ব্রহ্মাণীর প্রতিরূপ। কার্তিকী শুক্লা পঞ্চমী জৈনদের জ্ঞানপঞ্চমী। জ্ঞানপঞ্চমীতে সারস্বত উৎসবে জৈনরা বিদ্যাদেবীর পূজা করে থাকেন।[২]

বৌদ্ধ সরস্বতী : হিন্দুতন্ত্রে সরস্বতীর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও রূপবৈচিত্র্য মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধতন্ত্রে তাঁকে স্থায়ী আসন দান করেছে। জাঙ্গুলীতারা, সিতাতারা, বজ্রতারার সঙ্গে সরস্বতীর সাদৃশ্য ত আছেই, তাছাড়াও বৌদ্ধদের মঞ্জুশ্রী বিদ্যার অধিষ্ঠাতা হিসাবে বাগীশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। বাগীশ্বরের শক্তি হিসাবে বাগীশ্বরীর উপাসনা ও বিচিত্র রূপকল্পনা প্রচলিত। বাগীশ্বরী ত্রিলোচনা, চতুর্ভুজা দণ্ড, পুস্তক, জপমালা ও কমণ্ডলুধারিণী। কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্রে সরস্বতী স্বনামেও বিচিত্ররূপে উপাসিতা। সাধনমালায় মহাসরস্বতী, বজ্রবীণাসরস্বতী, বজ্রসারদা ও আর্য্যসরস্বতী ভেদে সরস্বতী চারি প্রকার।

সাধনমালায় মহাসরস্বতীর বর্ণনা—"তেন চ ভগবতীং মহাসরস্বতীমনুচিন্তয়েৎ শরদিন্দুকরাকারাং সিতকমলোপরি চন্দ্রমণ্ডলস্থাং দক্ষিণ-করেণ বরদাং বামেন সনালসিতসরোজধরাং স্মেরমুখীমতিকরুণময়াং শ্বেতচন্দনকুসুমবসনধরাং মুক্তাহারোপশোভিতহৃদয়াং নানালংকারবতীং দ্বাদশবর্ষাকৃতিং মুদিতকুচ-মুকুলদন্তুরোরস্তটীং স্ফুরদনন্তগভস্তিব্যূহাবভাসিতলোকত্রয়াম্। ততস্তৎপুরতো ভগবতীং প্রজ্ঞাং দক্ষিণতো মেধাং পশ্চিমতো মতিং বামতঃ স্মৃতিং এতাঃ স্বনায়িকাসমানবর্ণাদিকাঃ সম্মুখমবস্থিতাশ্চিন্তনীয়াঃ।"[৩] —(অস্যার্থঃ) এই-ভাবে মহাসরস্বতীকে চিন্তা করবে। তিনি শরৎকালীন চন্দ্রকিরণের কান্তিবিশিষ্টা, —চন্দ্রমণ্ডলে স্থিত শ্বেতপদ্মে আসীনা, বরদাত্রী, বামহস্তে মৃণালসহ শ্বেতপদ্মধারিণী হাস্যমুখী, অতিকরুণাময়ী, শ্বেতচন্দন শ্বেতকুসুম শ্বেতবস্ত্রধারিণী, বক্ষঃস্থলে মুক্তা-হারশোভিতা, নানা অলংকারে ভূষিতা, দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার আকৃতিবিশিষ্টা, বক্ষোদেশ মুদিতকুচমুকুলে উদ্ভিন্না, অনন্তকিরণসমূহে ত্রিলোক উদ্ভাসিতকারিণী।

মহাসরস্বতী

১ Age of Imperial Unity—page 430

২ Iconography of the Hindus, Buddhists & Jainas, S. R. Gupta—p. 176

৩ সাধনমালা—১ম, সাধন সংখ্যা—১৬২, পৃঃ ৩২৯

তাঁর সম্মুখে ভগবতী প্রজ্ঞা, দক্ষিণে মেধা, পশ্চিমে মতি, বামে স্মৃতি ; এঁরা তাঁর সমানবর্ণা ও আকারবিশিষ্টা—সম্মুখভঙ্গীতে অবস্থিতা—এইভাবে চিন্তা করবে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীর উপাখ্যানে উত্তরচরিত বা শুম্ভনিশুম্ভবধ উপাখ্যানের দেবতা মহাসরস্বতী। মহাসরস্বতী ও চণ্ডী এখানে অভিন্না। মহাসরস্বতী অষ্টভুজা। তাঁর ধ্যানমন্ত্র :

ঘণ্টাশূলহলানি শঙ্খমুষলে চক্রং ধনুঃ সায়কং
হস্তাব্জৈর্দধতীং ঘনান্তবিলসচ্ছিতাংশুতুল্যপ্রভাম্।
গৌরীদেহ সমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা-
পূর্বমত্র সরস্বতীমনুভজেচ্ছুম্ভাদিদৈত্যার্দিনীম্॥[১]

—পদ্মহস্তে ঘণ্টা, শূল, হল, শঙ্খ, মুষল, চক্র ও ধনুর্বাণ ধারিণী, মেঘের মধ্যে প্রকাশিত চন্দ্রতুল্যপ্রভাসম্পন্না, গৌরী দেহ থেকে জাতা, ত্রিজগতের আধাররূপিণী, শুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যঘাতিনী মহাসরস্বতীকে ভজনা করি।

শুম্ভাদি দৈত্যহন্ত্রী চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্না মহাসরস্বতী বৈদিক বৃত্রহন্ত্রী সরস্বতীকে স্মরণ করায়।

লিঙ্গপুরাণে (১৬ অঃ) মহাসরস্বতী বিশ্বরূপা—বিশ্ব তাঁর মাল্য, বিশ্ব তাঁর যজ্ঞোপবীত, বিশ্ব তাঁর উষ্ণীষ, বিশ্ব তাঁর গন্ধ, তিনি বিশ্বের মাতা। এই মহাসরস্বতী বন্দনা করেছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—

বিশ্বমহাপদ্মলীনা! চিন্তময়ী! অয়ি জ্যোতিষ্মতী!
মহীয়সী মহাসরস্বতী!

* * *

স্বর্গলোকে স্বেচ্ছাসুখে জাগ তুমি গীতে
দেবতার চিতে।
ভূলোকে ভ্রমরগর্ত শুভ্রনীলপদ্মবিভূষণা
হংসারূঢ়া—ময়ূর আসনা![২]

জ্যোতির্ময়ী যে মহাসরস্বতী জ্যোতিদ্বারা ত্রিলোক উদ্ভাসিত করেন তিনি জ্যোতির্ময়ী দিব্য সরস্বতী।

বজ্রবীণা সরস্বতী দ্বিভুজা, শুক্লবর্ণা মহাসরস্বতীসদৃশা,—তিনি দুই হাতে বীণা-বাদনরতা।[৩] বজ্রসারদা ও দ্বিভুজা পদ্ম ও পুস্তকধারিণী

বজ্রসারদা : ত্রিনেত্রা শ্বেতবর্ণা।

শুভ্রাম্বুজোপরি লসত্তনুমাদধানা
নেত্রত্রয়ং মুকুটসংস্থিতমর্ধচন্দ্রম্।
বামেন পুস্তকমম্বুজমন্যহস্তে… ।[৪]

---

১ শ্যামাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত শ্রীশ্রী চণ্ডীর পরিশিষ্টে উদ্ধৃত —পৃঃ ২৫৫
২ কাব্যসঞ্চয়ন—পৃঃ ১০৪ ৩ সাধনমালা, ১ম, সাধন সংখ্যা—১৬৬, পৃঃ ৩৩৭
৪ তদেব ; সাধন সংখ্যা—১৬৮, পৃঃ ৩৪০

—উজ্জ্বলদেহে শ্বেত পদ্মের উপরে আসীনা, তিন নেত্র মুকুটসংলগ্না অর্ধচন্দ্র-ধারিণী, বামহস্তে পুস্তক ও দক্ষিণহস্তে পদ্ম শোভিতা।

আর্য সরস্বতী বা বজ্রসরস্বতীর বর্ণনা :—

[illegible]

> সিতবর্ণাং মনোরমাং দক্ষিণেন রক্তাম্বুজধারিণীং বামেন প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তকধারিণীম্··· ।[1]

আর্য সরস্বতীর বর্ণ শুভ্র, কিন্তু দক্ষিণহস্তে তিনি ধারণ করেন রক্তপদ্ম, বামহস্তে প্রজ্ঞাপারমিতা নামক পুস্তক। বৌদ্ধতন্ত্রে আর্যবজ্রসরস্বতী নামে আর এক সরস্বতী আছেন, ইনি ত্রিবদনা, রক্তবর্ণা, ষড়্‌ভুজা, দক্ষিণহস্তত্রয়ে ধারণ করেন পদ্ম, অসি ও কর্ত্রী, বামহস্তত্রয়ে শোভা পায় নরকপাল, রত্ন ও চক্র, দেবীর দক্ষিণের মুখটি নীল ও বামের মুখটি সাদা। সর্বোপরি বিদ্যাদেবী মঞ্জুশ্রী সকল বিদ্যার অধিকর্ত্রী —এতেষাং সর্ববিদ্যানাং মঞ্জুশ্রীরিব সংস্থিতঃ।[2]

বাঙ্গালা সাহিত্যে সরস্বতী : ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের মত বাঙ্গালা সাহিত্যেও বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী বারংবার বন্দিতা হয়েছেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী সরস্বতীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা পূর্বোক্ত বর্ণনাগুলির অনুসারী। পার্থক্যের মধ্যে চতুর্ভুজা দেবীর দক্ষিণ করদ্বয়ে পুস্তক ও মসীপাত্র এবং বামকরদ্বয়ে মসীপাত্র ও শুকশিশু। মসীপাত্র ও শুকশিশু নূতন সংযোজন। এখানে দেবীর বর্ণ ইন্দুতুষার সদৃশ—

ত্রিলোকতারিণী ত্রয়ী বিষ্ণুমায়া বর্ণময়ী
কবিমুখে অষ্টাদশ ভাষা
শ্বেতপদ্মে অধিষ্ঠান শ্বেতবস্ত্র পরিধান
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কপালে বিজুলি খেলে
রুচিতনু খণ্ডে অন্ধকার।
শিরে শোভে ইন্দুকলা করে শোভে জপমালা
শুকশিশু শোভে বাম করে।
নিরন্তর আছে সঙ্গী মসীপাত্র পুঁথি খুঙ্গি
স্মরণে জড়িমা যায় দূরে।[3]

মধ্যযুগের শেষ কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র-বন্দিতা সরস্বতী—

শ্বেতবর্ণ শ্বেতবাস শ্বেতবীণা শ্বেতহাস
শ্বেত সরসিজ-নিবাসিনি।
বেদবিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র বেণু বীণা আদি যন্ত্র
নৃত্যগীত বাদ্যের ঈশ্বরী।[4]

---

১ সাধনমালা, ১ম, সাধনসংখ্যা—১৬৮ ২ স্বয়ম্ভূপুরাণ, ৬ অঃ, এশিঃ সোঃ সং—পৃঃ ৩৪৫
৩ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, পূর্ণচন্দ্র শীল প্রকাশিত—পৃঃ ২
৪ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (বসুমতী), অন্নদামঙ্গল—পৃঃ ৪

বিহারীলাল চক্রবর্তী-বন্দিতা সারদা সরস্বতী—

ব্রহ্মার মানস সরে
ফুটে ঢল ঢল করে
নীল জলে মনোহর স্বর্ণ-নলিনী
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা যামিনী।[১]

বিহারীলালের সারদা উষারূপিণী দুগ্ধধবলা জ্যোতির্ময়ী মহাসরস্বতী—

বিকচ নয়নে চেয়ে
হাসিছে দুধের মেয়ে—
তামসী তরুণ-উষা কুমারী রতন।
কিরণে ভুবন ভরা,
হাসিয়ে জাগিল ধরা,
হাসিয়ে জাগিল শূন্যে দিগঙ্গনাগণে।[২]

কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার সরস্বতী বন্দনায় লিখেছেন,—

ইন্দুকুন্দবিনিন্দিত বরণ বিমল,
সিতকণ্ঠহার, সিতবাস
সারদে।[৩]

আর এক কবি সর্বশুক্লা সরস্বতীর আবাহন করেছেন নিম্নরূপে—

কুন্দেন্দুতুষার শঙ্খ শুচিশুভ্র সৌন্দর্যের রানী।
মূর্তিমাঝে উর বীণাপাণি ;
সিতবাসা স্মিতহাসা শ্বেতশতদল শোভে পায়ে
হাসে পঞ্চমীর শশী নন্দনের চন্দন ছিটায়ে
ধরিত্রীর গায়ে ;
গুঞ্জরে নিখিল বিদ্যা ভৃঙ্গসম ঘেরি দলে দলে
পাদপদ্মতলে।[৪]

কবিচন্দ্র উপাধিধারী বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গামঙ্গল কাব্যে বাগ্দেবী-বন্দনা করেছেন অনুরূপভাবেই—

নমো নারায়ণি বেদপরায়ণি,
বাণী শ্বেতপদ্মাসনা।
শ্বেত পুষ্পবর শোভে শ্বেতাম্বর
শ্বেতগন্ধানুলেপনা॥

---

১ সারদামঙ্গল—প্রথম সর্গ ২ তদেব ৩ মহিলাকাব্য
৪ শ্রীপঞ্চমী, কাব্যমালঞ্চ, যতীন্দ্রমোহন বাগচী—পৃঃ ১৮৯

শ্বেতাঙ্গে শোভিত আভরণ শ্বেত
শ্বেতবীণা পদ্মকরে।
শ্বেতাম্বুজময় লাবণ্যহৃদয়
লোচন শ্বেতেন্দিবরে ॥[১]

ঊনিশ শতকের অন্যতম মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন,—

উত্তরে ভারতী দেবী রজতবরণা।
মানসসরস পঙ্কজবাসিনী
বেদমাতা, করে শোভে চারুবীণা
সঙ্গীত সাহিত্য শাস্ত্র প্রসবিনী ॥[২]

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পুরস্কার কবিতায় সরস্বতীর বিবরণ দিয়েছেন নিম্নরূপে—

বিমল মানস সরস বাসিনী
শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী
বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী
কমলকুঞ্জাসনা।[৩]

জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীর বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

একী এ, একী এ, স্থির চপলা!
কিরণে কিরণে হল সব দিক উজলা।
কী প্রতিমা দেখি এ—জোছনা মাখিয়ে
কে রেখেছে আঁকিয়ে আ মরি কমল পুতলা ॥[৪]

রবীন্দ্রকাব্যে সরস্বতীর বীণা এসেছে নানাভাবে। দেবীর বরপুত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বীণা নূতন নূতন ব্যঞ্জনা লাভ করেছে,—দেবীর বীণা কখনও হয়েছে অগ্নিবীণা, কখনও রুদ্রবীণা, কখনও কবির ব্যর্থসাধনার প্রতীক ছিন্নতন্ত্রী বীণা।

প্রখ্যাত কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মেঘমল্লার গল্পে প্রদ্যুম্নের সম্মুখে আবির্ভূতা সরস্বতীর আবির্ভাবের অপূর্ব কবিত্বময় বর্ণনা দিয়েছেন—"প্রদ্যুম্ন সবিস্ময়ে দেখলে—মাঠের মাঝখানে শতপূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত অপরূপ আলোর মণ্ডলে কে এক জ্যোৎস্নাবরণী অনিন্দ্যসুন্দরী মহিমাময়ী তরুণী। তাঁর নিবিড়কৃষ্ণ কেশরাজি অযত্নবিন্যস্তভাবে তাঁর অপূর্ব গ্রীবাদেশের পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর আয়ত নয়নের দীর্ঘকৃষ্ণপক্ষ্ম কোন স্বর্গীয় শিল্পীর তুলি দিয়ে, তাঁর তুষারধবল বাহুবল্লী দিব্য পুষ্পাভরণে মণ্ডিত, তাঁর ক্ষীণ কটি নীলবসনের মধ্যে অর্ধলুক্কায়িত মণিমেখলায় দীপ্তিমান, তাঁর রক্তকমলের মত পা দুটিকে বুক পেতে নেবার জন্য মাটিতে বাসন্তী পুষ্পের দল ফুটেছে। ...হ্যাঁ এই ত দেবী বাণী।"[৫]

১ দুর্গামঙ্গল—পৃঃ ২১ ২ অবকাশ রঞ্জিণী—২।১০ ৩ পুরস্কার—সোনার তরী
৪ বাল্মীকি প্রতিভা—রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সং, ৪র্থ খণ্ড—পৃঃ ৪০৭-৮
৫ বিভূতি রচনাবলী, মিত্র ও ঘোষ - ১ম, পৃঃ ২৪৬

সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ : উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি ও আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বৈদিক জ্যোতীরূপা সরস্বতী ও নদী সরস্বতী সম্মিলিতভাবে জ্ঞানের দেবতারূপে পুরাণ তন্ত্র ও সাহিত্যে বিপুল শ্রদ্ধা ও ভক্তির অধিকারিণী হয়েছেন। তিনি হিন্দু সংস্কৃতির বেড়া ডিঙিয়ে জৈন ও বৌদ্ধধর্মেও পূজার আসনে অধিষ্ঠিতা হয়েছেন। সরস্বতীর আরাধনার ক্রমবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রূপকল্পনাও বহুবৈচিত্র্য লাভ করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেবীর বাহুর সংখ্যা অধিকতর হলেও সাধারণতঃ তিনি চতুর্ভুজা, পদ্মাসনা, শুক্লবর্ণা, শুভ্রবর্ণা—বীণা-পুস্তক জপমালা-সুধাকলসধারিণী—চন্দ্রশেখরা, ত্রিলোচনা—কদাচিৎ পদ্ম, লেখনী ও মস্যাধার দেবীর হস্তে স্থান পায়। কদাচিৎ দেবী দ্বিভুজা। তন্ত্রে ইনিই বাগীশ্বরী—বর্ণেশ্বরী—সারদা ও শারদা। একটি মন্ত্রে বাগীশ্বরী মদোন্মত্তা—হস্তে পানপাত্র নরকপাল। বর্ণেশ্বরী সিন্দুরবর্ণা এবং মৃগশাবকধারিণী। কবিকংকনের বর্ণনায় দেবী একহাতে শুকপক্ষী ধারণ করেছেন। কিন্তু তন্ত্রোক্ত কলাময়ী বর্ণজননী শারদা পঞ্চাননী দশভুজা—দেবী দুর্গার সঙ্গে অভিন্না। সারদা তিলকে সারদার হাতে হরিণ, পুস্তক ও বর্ণমালা।[১] বর্ণেশ্বরীর হাতে বিদ্যা অক্ষমালা ও মৃগশাবক।[২] বসুধা দেবীর বামহস্তেও শুকপক্ষী।[৩] পুস্তক, মসী, লেখনী বিদ্যার প্রতীক। পুরাণতন্ত্রের বর্ণনায় যদিও সরস্বতীর হাতে বীণা কম দেখা যায়, তথাপি আধুনিক যুগে বীণা সরস্বতীর সঙ্গে অপরিহার্য। বীণা অবশ্যই সঙ্গীত ও অন্যান্য কলাবিদ্যার প্রতীক। অক্ষমালা বা জপমালাও অধ্যাত্মবিদ্যার প্রতীক। শুকপক্ষীও বিদ্যা বা বাক্যের প্রতীক হিসাবেই সরস্বতীর হস্তের শোভা বর্ধন করেছে। সরস্বতীর বাহন হাঁস এবং পদ্ম—নদী সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর সংশ্লেষের ইঙ্গিত দেয়। অবশ্য পদ্ম সূর্যের প্রতীক হওয়ায় এবং হংসশব্দে সূর্যকে বিজ্ঞাপিত করায় সূর্যের সঙ্গে সরস্বতীর সংযোগও ব্যঞ্জিত করে।

পুরাণতন্ত্রের বর্ণনায় সরস্বতী চতুর্ভুজা। আধুনিক কালে সরস্বতী প্রায় সর্বত্রই দ্বিভুজা। তাঁর হাতে বীণা অপরিহার্য। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে "দ্বিভুজা বীণাপাণি সরস্বতী প্রতিমা গত ১৫০ বৎসরের মধ্যে কল্পিত হইয়াছে।"[৪]

সরস্বতী ও ব্রহ্মা : সরস্বতীর যে বৈচিত্র্যময় মূর্তির বর্ণনা পাওয়া গেল সেগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে সরস্বতীর মূর্তি কল্পনায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন প্রধান পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। সরস্বতীর হংসবাহন, পদ্মাসন, কমণ্ডলু ও অক্ষমালা ব্রহ্মার সম্পত্তি। এমন কি সরস্বতীর রক্তবর্ণ ব্রহ্মার কাছ থেকে পাওয়া বলে অনুমিত হয়। কোন কোন পুরাণে সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা। সরস্বতী ব্রহ্মার মুখ থেকে নির্গত হয়েছিলেন—'আস্যাদ্বাক্'।[৫] স্বকন্যা সরস্বতীর প্রতি ব্রহ্মা আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং ব্রহ্মার পুত্রগণ এ বিষয়ে আপত্তি করায় ব্রহ্মা ক্ষোভে ও লজ্জায় দেহত্যাগ করেছিলেন।

---

১ সাঃ তিঃ—৬।৩৭ ২ সাঃ তিঃ—৬।৩০ ৩ সাঃ তিঃ—১৫।১৩৫
৪ পূজাপার্বণ—পৃঃ ৩৯ ৫ ভাগবত—৩।১২।২৬

বাচং দুহিতরং তন্বীং স্বয়ম্ভূহরতীং মনঃ।
অকামাং চকমে ক্ষত্তঃ সকাম ইতি নঃ শ্রুতম্॥
তমধর্মে কৃতমতিং বিলোক্য পিতরং সুতাঃ।
মরীচিমুখ্যা মুনয়ো বিশ্রম্ভাৎ প্রত্যবোধয়ন্॥
নৈতৎ পূর্বৈঃ কৃতং ত্বদ্ যে ন করিষ্যন্তি চাপরে।
যস্তং দুহিতরং গচ্ছেরনিগৃহ্যাঙ্গজং প্রভুঃ॥

* * *

স ইত্থং গৃণতঃ পুত্রান্ পুরো দৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্।
প্রজাপতিপতিস্তন্বং তত্যাজ ব্রীড়িতস্তদা॥[১]

—হে বিদুর, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা স্বীয় দুহিতা অকামা তন্বী বাক্‌কে কামনা করেছিলেন, আমরা শুনেছি। অধর্মে তাঁর মতি দেখে মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রগণ পিতাকে প্রবোধিত করেছিলেন। পূর্বে কেউ যা করেনি, পরে যা কখনও কেউ করবে না, তুমি কামকে নিগৃহীত না করে দুহিতাগমনরূপ সেই কর্ম করতে উদ্যত হয়েছ। …প্রজাপতিগণের পতি তিরস্কারকারী পুত্রদের সম্মুখে দেখে লজ্জিত হয়ে দেহত্যাগ করলেন।

শিবপুরাণে ব্রহ্মা কামপরবশ হয়ে কন্যা সরস্বতীর পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। সরস্বতী ব্রহ্মার মুখ থেকে কুপ্রস্তাব শ্রবণ করে ব্রহ্মার অশুভভাষী পঞ্চম মুণ্ড ছিন্ন হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন।[২]

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে (১৬।৫।১৬) বাক্ ব্রহ্মার কন্যা। প্রজাপতির দুহিতাগমনের এই সব কাহিনীর উৎস ব্রাহ্মণেই বর্তমান। আর ঋগ্বেদে বর্ণিত সূর্য কর্তৃক কন্যা (বা পত্নী) ঊষার অনুগমন এই সকল কাহিনীর মূল।

পুরাণে আবার অনেক স্থলে সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী। ভাগবতেই ব্রহ্মা গিরাং পতিঃ অর্থাৎ বাক্‌পতি।[৩] ভাগবতে ব্রহ্মাকে বলা হয়েছে 'ইরেশ'।[৪] শ্রীধর স্বামী ভাষ্যে ইরেশ শব্দের অর্থ করেছেন,—"ইরা সরস্বতী, তস্য ঈশ ব্রহ্মা।" ঋগ্বেদে ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী অভিন্ন। সুতরাং ইরেশ সরস্বতীপতি হতে কোন অসুবিধা নেই। ব্রহ্মা গিরাংপতি অর্থাৎ বাক্‌পতি এরূপ প্রয়োগ পুরাণাদিতে অত্যন্ত সুলভ।[৫] স্কন্দপুরাণে বৃহস্পতিকেও বাগীশ বলা হয়েছে।[৬] কিন্তু বৈদিক বৃহস্পতি পুরাণের ব্রহ্মাতেই আপন সত্তা বিসর্জন দিয়েছেন। বাগ্‌দেবীকেই অথর্ববেদ বলেছেন, পরমেষ্ঠিনী অর্থাৎ পরমেষ্ঠির পত্নী।[৭] পরমেষ্ঠী ব্রহ্মারই এক নাম। সাবিত্রী ও গায়ত্রী—ব্রহ্মার দুই পত্নীর উল্লেখ পুরাণে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলেছিলেন,—

---

১ ভাগবত—৩।১২।২৮-৩০, ৩৩ ২ শিবপুঃ, জ্ঞান সং—৪৯।৭৭-৭৯
৩ ভাগবত—৩।১২।২০ ৪ ভাগবত—১০।১৩।৫৭ ৫ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৪২।৮৪
৬ স্কন্দপুঃ, ব্রহ্মখণ্ডান্তর্গত ধর্মারণ্যখণ্ড—১৪ অঃ ৭ অথর্ব—১৯।৯।১৩

শীঘ্রং ত্বং গচ্ছ গোলোকং মমালয়পরাৎপরম্ ।
প্রকৃত্যংশাং মঙ্গলদাং তত্র প্রাপ্স্যসি ভারতীম্ ॥[১]

—শীঘ্র তুমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ নিবাস গোলোকে গমন কর, প্রকৃতির অংশরূপা মঙ্গলদাত্রী ভারতীকে সেখানে পাবে।

তৎপরে ব্রহ্মা গোলোকে এসে ভারতীকে লাভ করে রতিক্রিয়া করেছিলেন। নারায়ণ বলেছিলেন—

বিধিরাগত্য গোলোকং সম্প্রাপ্য ভারতীং সতীম্ ।
সর্ববিদ্যাধিদেবীং তাং মদ্বক্ত্রাব্জবিনির্গতাম্ ॥
বাগীশ্বরীঞ্চ সম্প্রাপ্য ব্রহ্মা প্রমুদিতঃ স্বয়ম্ ।
কামাস্ত্রাণাঞ্চ ব্যাপারমনুমেনে স্বয়ং বিধিঃ ॥
তত আগত্য মাং নত্বা প্রাপ্য ত্রৈলোক্যমোহিনীং ।
ক্রীড়াং চকার ভগবান্ স্থানে স্থানেঽতিনির্জনে ॥[২]

—বিধি গোলোকে এসে আমার মুখপদ্ম বিনির্গতা সর্ববিদ্যার অধীশ্বরী ভারতী সতী বাগীশ্বরীকে প্রাপ্ত হয়ে নিজে আনন্দিত হলেন, তিনি কামের অস্ত্রসমূহের ক্রিয়া অনুভব করলেন, সেখানে এসে আমাকে প্রণাম করে ত্রৈলোক্যমোহিনীকে লাভ করে ভগবান অতি নির্জনে স্থানে স্থানে ক্রীড়া করেছিলেন।

এই উপাখ্যানে সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে জাতা, কিন্তু ব্রহ্মার পত্নী।

ব্রহ্মার ধ্যানমন্ত্রে ব্রহ্মার বামে সাবিত্রী ও দক্ষিণে গায়ত্রী। কোন কোন পুরাণে গায়ত্রীর স্থান নিয়েছেন সরস্বতী। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মার দুই পত্নী—সাবিত্রী ও সরস্বতী।

শৃণ্বংশ্চতুর্মুখস্তস্থৌ মুহূর্তং দ্বিজপুঙ্গবাঃ ।
সাবিত্রীসারদাভ্যাং স বীজ্যমানস্তু পার্শ্বয়োঃ ॥[৩]

—শুনতে শুনতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা মুহূর্তকাল স্থির রইলেন, তাঁর দুই পার্শ্বে সাবিত্রী এবং সারদা (সরস্বতী) ব্যজন করছিলেন।

হংসবাহনা, অক্ষমালা কমণ্ডলুধারিণী গায়ত্রীর সঙ্গে সরস্বতীর আকৃতিগত সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। পুরাণে ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাণীর যে বর্ণনা আছে, তাও গায়ত্রীর সঙ্গে অভিন্ন—

হংসাসনা ভবেৎ ব্রাহ্মী মুঞ্জমেখলাধারিণী ।
চতুর্বক্ত্রা সুরূপাঢ্যা দণ্ডকাষ্ঠং কমণ্ডলুং
অক্ষসূত্রঞ্চ বিভ্রাণা শ্রুবহস্তাজ্যধারিণী ॥[৪]

—ব্রাহ্মী হবেন হংসাসনা, মুঞ্জমেখলাধারিণী, চতুর্বদনা, সুরূপা, দণ্ডকাষ্ঠ, কমণ্ডলু, অক্ষসূত্র, ঘৃতপাত্র ও ঘৃতধারিণী।

১ ব্রহ্মবৈঃ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড—৩৫।৫ ২ তদেব—৩৫।৯-১১
৩ স্কন্দপুঃ, বিষ্ণুখণ্ড, পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য—২৩।৯-১০ ৪ দেবীপুরাণ—৫০।১

ব্রাহ্মী গায়ত্রীরই এক মূর্তি—

প্রাতঃ ব্রাহ্মীং রক্তবর্ণাং দ্বিভুজাঞ্চ কুমারিকাম্।
কমণ্ডলুং তীর্থপূর্ণমক্ষমালাঞ্চ বিভ্রতীম্।
কৃষ্ণাজিনাম্বরধরাং হংসারূঢ়াং শুচিস্মিতাম্॥[১]

—প্রাতঃকালে রক্তবর্ণা দ্বিভুজা কুমারী তীর্থজলপূর্ণ কমণ্ডলু অক্ষমালাধারিণী কৃষ্ণমৃগচর্মের বসন পরিহিতা ও হংসারূঢ়া ব্রাহ্মীকে প্রাতঃকালে ধ্যান করবে।

সামবেদীয় প্রাতঃসন্ধ্যা বন্দনায় গায়ত্রীর ধ্যানমন্ত্র ব্রাহ্মীরই ধ্যান। এই মন্ত্রে বলা হয়—

কুমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্যমণ্ডল সংস্থিতাম্॥

—ঋগ্বেদযুক্তা ব্রহ্মরূপা কুমারী হংসবাহনা কুশহস্তা সূর্যমণ্ডলে অবস্থিতা গায়ত্রীকে ধ্যান করবে।

এই মন্ত্রে গায়ত্রী বা ব্রাহ্মীর স্বরূপ প্রকাশিত, জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীর সঙ্গেও ব্রাহ্মী-গায়ত্রীর অভিন্নতা প্রতিপাদিত। ব্রাহ্মী সাবিত্রী গায়ত্রী ও সরস্বতী একই দেবসত্তার ভিন্ন ভিন্ন নাম। ইড়া ভারতী সরস্বতীর মতই এঁরা এক এবং অভিন্ন।

কোন কোন পুরাণে আবার ব্রহ্মার পত্নী শতরূপা। সূর্যাগ্নির গতিশীল কিরণ মুহুর্মুহু রূপ পরিবর্তন করে—সেই শতরূপময়ী জ্যোতিই শতরূপা। সুতরাং সরস্বতী যেমন সূর্যাগ্নির তেজ বা জ্যোতি, ব্রহ্মাও তেমনি সূর্য এবং অগ্নি—প্রাতঃসূর্য ও প্রাতঃকালীন যজ্ঞাগ্নি।[২] মৎস্যপুরাণ বলেছেন, ব্রহ্মার শক্তি হিসাবে শতরূপা, সাবিত্রী, গায়ত্রী, ব্রহ্মাণী ও সরস্বতী অভিন্না—

স্ত্রীরূপমর্ধমকরোদর্ধং পুরুষমরূপবৎ।
শতরূপা চ সা খ্যাতা সাবিত্রী চ নিগদ্যতে॥
সরস্বত্যথ গায়ত্রী ব্রহ্মাণী চ পরন্তপ।[৩]

—ব্রহ্মা নিজদেহকে অর্ধভাগে স্ত্রীরূপ করলেন। এবং অর্ধদেহে অরূপ পুরুষ করলেন। সেই স্ত্রীরূপ শতরূপা, সাবিত্রী, সরস্বতী, গায়ত্রী ও ব্রহ্মাণী নামে খ্যাতা।

মৎস্যপুরাণে আরও বলা হয়েছে, যেখানে ব্রহ্মা সেখানেই সরস্বতী—যেখানে ভারতী বা সরস্বতী সেখানেই প্রজাপতি ব্রহ্মা—

বিরিঞ্চির্যত্র ভগবাংস্তত্র দেবী সরস্বতী।
ভারতী যত্র যত্রৈব তত্র তত্র প্রজাপতিঃ॥[৪]

আচার্য দণ্ডী কাব্যাদর্শ নামক সুপ্রসিদ্ধ অলংকার গ্রন্থের সূচনায় সরস্বতীকে ব্রহ্মার পত্নীরূপেই উল্লেখ করেছেন—

চতুর্মুখমুখাম্ভোজবনহংসবধূঃ।[৫]

---

১ মহানির্বাণতন্ত্র—৫।৫৬ ২ হিন্দুদের দেবদেবী—২য় পর্ব, ব্রহ্মা প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য
৩ মৎস্যপুরাণ—৩।৩১-৩২ ৪ মৎস্যপুরাণ—৪।৮ ৫ কাব্যাদর্শ—১।১

একজন ইংরাজ পণ্ডিত সরস্বতীকে ব্রহ্মার শক্তিরূপে ব্যাখ্যা করেছেন,—"The energy of Brahmā, personified as a female is in general distinguished by the name Saraswatī, but in, I believe, every Puraṇ, she is called the Sābitrī or Gāyatrī."[১]

ব্রাহ্মণেই প্রজাপতির (পরবর্তীকালের ব্রহ্মা) সঙ্গে সরস্বতীর সংযোগ লক্ষিত হয়। "বাগ্বৈ সরস্বতী, বাচৈব তৎ প্রজাপতিঃ পুনরাত্মানমাপ্যায়য়ত বাগেনমুপসমাবর্তত বাচমনুকাম্যত্মনোঽকুরুত··· ।"[২] —(অস্যার্থঃ) বাক্যই সরস্বতী, বাক্যের দ্বারা প্রজাপতি নিজেকে আকাঙ্ক্ষিত করেছিলেন। তিনি বাক্যই কামনা করেছিলেন।

প্রাচীন ভাস্কর্যেও ব্রহ্মার সঙ্গে সরস্বতীর মূর্তি দেখা যায়। ত্রিচিনোপল্লীতে চোল রাজাদের (খ্রীঃ ১০ম শতাব্দী) নির্মিত কোরঙ্গনাথের মন্দিরে ব্রহ্মার পত্নী হিসাবে সরস্বতীর মূর্তি অংকিত আছে।[৩] প্রজ্ঞা বা বাক্যের অধিপতি হওয়ায় তিনি প্রকৃতই বাক্‌পতি বা সরস্বতীপতি। সূর্যরূপী ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী সাবিত্রী বা জ্যোতীরূপা সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নীরূপে বর্ণিত হওয়াই সুসঙ্গত। কিন্তু কোন কোন স্থানে সরস্বতীকে ব্রহ্মার কন্যারূপে কল্পনা এবং কন্যার প্রতি ব্রহ্মার আসক্তি বর্ণনার হেতু কি ? হিন্দু দেবতাদের স্বরূপ অনুধাবন করলে এই সব বিরুদ্ধ সম্পর্কগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পুরাণকার এই রূপক গল্পগুলি নির্মাণ করেছেন। এই ধরনের বিরুদ্ধ সম্পর্কগুলির উৎস বৈদিক কাহিনী। বেদে এইরূপ বিরুদ্ধ সম্পর্ককল্পনা অত্যন্ত সুলভ। একই বস্তুকে নারী ও পুরুষরূপে কল্পনা করায় সম্পর্ক বর্ণনায় কোথাও বিরোধ ঘটেছে, কোথাও বা মানবিক সম্পর্কের সঙ্গতি রক্ষিত হয়েছে। বৈদিক ঋষিরা তাঁদের কবি কল্পনার তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সূর্য ও উষা সম্পর্কে এইরূপ বিচিত্র কল্পনা ঋষিকবির মনকে উদ্দীপ্ত করেছিল। সূর্য ও উষা অথবা সূর্য ও সূর্যজ্যোতির সম্পর্কই নানা উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। ব্রহ্মা ও সরস্বতী অথবা ব্রহ্মা ও সন্ধ্যা সম্পর্কিত অসামাজিক দেহজ সম্পর্ক হিন্দু দেবচরিত্র সম্পর্কে জুগুপ্সার উদ্রেক করতে পারে ঠিকই, কিন্তু ব্রহ্মার প্রকৃত স্বরূপ এবং সরস্বতীর যথার্থ স্বরূপ অবগত হলেই অসঙ্গত লোকবিরুদ্ধ কাহিনীকে নিছক কাব্যিক কল্পনা বলে উপভোগ করা সম্ভবপর হয়।

স্বীয়কন্যা সরস্বতীকে কামনা করার লজ্জায় ব্রহ্মা দেহত্যাগ করেছিলেন, এ ঘটনা অতি স্বাভাবিক—প্রাত্যহিক ব্যাপার। ত্রিলোকব্যাপিনী সরস্বতীর পশ্চাদ্ধাবন করে ব্রহ্মা পূর্বদিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্তে উপস্থিত হলেন এবং গর্হিত আচরণের লজ্জায় দেহত্যাগ করলেন। সূর্যের দিনান্তে অস্ত গমনকে ব্রহ্মার মৃত্যুরূপে কল্পনা নিতান্তই সঙ্গত।

১ Ancient & Hindu Mythology—Leut. Col. Vans Kennedy—page 317

২ শতপথ ব্রাঃ—৭।২।৯।১

৩ Age of Imperial Kanauj—page 328

সরস্বতী ও বিষ্ণু: পুরাণে বহু স্থলেই সরস্বতী বিষ্ণুপত্নীরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে ব্রহ্মা সমগ্র লোক সৃষ্টি করার পরে ব্যাকরণ ছন্দ প্রভৃতিও সৃষ্টি করলেন। তারপর জন্মালেন শুক্লবর্ণ অক্ষরময়ী সরস্বতী—

ততঃ সরস্বতী জাতা শুক্লবর্ণাক্ষরাত্মিকা ॥
নানালংকারভূষাঢ্যা ত্রিনেত্রা শশিমৌলিনী ।
চতুর্ভুজা সুধাবিদ্যামুদ্রাক্ষগুণধারিণী ॥[১]

—তারপর শুক্লবর্ণাক্ষরাত্মিকা নানালংকারভূষিতা ত্রিনেত্রা চন্দ্রশেখরা চতুর্ভুজা—সুধা, বিদ্যা (বরদ) মুদ্রা ও অক্ষমালাধারিণী সরস্বতী জন্মালেন।

তখন প্রজাপতি সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? কোথা থেকে আসছ? কে তোমার পিতা? কে-ই বা পতি? প্রশ্ন শুনে সরস্বতী বললেন, আকাশে জাত যে শব্দব্রহ্ম তা থেকেই জন্মেছি আমি,—তুমি আমার ভ্রাতা; আমার স্থান, পতি, কর্ম ইত্যাদি তুমি নিরূপণ কর।

ত্বং মে ভ্রাতা পুরো জাতো যদ্ ব্রবীমি শৃণুষ্ব তৎ।
স্থানং মে কল্পয় বিধে পতিং কর্ম চ পুষ্কলম্ ॥[২]

ব্রহ্মা বললেন, তুমি কবিদের মুখে অবস্থান কর, তোমার পতি হবেন নারায়ণ—'পতির্নারায়ণস্তব'।[৩]

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণানুসারে সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ, ব্রহ্মা ও ধর্মকে সৃষ্টি করার পর নিজের মুখ থেকে সরস্বতীকে সৃষ্টি করেন।

আবির্বভূব তৎ পশ্চান্মুখতঃ পরমাত্মনঃ।
একা দেবী শুক্লবর্ণা বাণী পুস্তকধারিণী ॥[৪]

কিন্তু উক্ত পুরাণেই কৃষ্ণের তিন ভার্যা—লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা।

লক্ষ্মীঃ সরস্বতী গঙ্গা তিস্রো ভার্য্যা হরেরপি।[৫]

শ্রীকৃষ্ণের এই সপত্নীত্রয় বিবাদ করে পরস্পর পরস্পরকে শাপ দিতে লাগলেন। একদা লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা স্বামীর নিকটে ছিলেন। সেই সময়ে গঙ্গা সকামা হয়ে হাসিমুখে বিষ্ণুর মুখ নিরীক্ষণ করতে লাগলেন এবং পুনঃ পুনঃ কটাক্ষপাত করতে লাগলেন। এই দেখে লক্ষ্মী নীরব রইলেন, কিন্তু সরস্বতী ক্রুদ্ধা হয়ে কলহ আরম্ভ করলেন, তিনি কৃষ্ণ ও গঙ্গাকে ভৎর্সনা করে গঙ্গার কেশ ধারণে উদ্যতা হলেন। সে-সময়ে লক্ষ্মী বাধা দেওয়ায় সরস্বতী তাঁকে অভিশাপ দিলেন, তুমি বৃক্ষরূপা ও নদীরূপা হও,—বৃক্ষরূপা সরিদ্রূপা ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ।[৬] তখন গঙ্গা ও সরস্বতীকে অভিশাপ দিলেন নদী হতে—

ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী বাণ্যৈ শাপং দদাবিতি।
সরিৎস্বরূপা ভবতু সা যা ত্বাঞ্চ শশাপ হ ॥[৭]

১ বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পূর্বখণ্ড—২৫।৩৯-৪০ ২ তদেব—২৫।৪৩ ৩ তদেব—২৫।৪৬
৪ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড—৩।৫৩ ৫ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড—৬।১৭
৬ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড—৬।৩২ ৭ তদেব—৬।৩৯

জ্যোতির্ময়ী দিব্যসরস্বতীর মর্তাবতরণের এই কাহিনীটি তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। দেবী ভাগবতেও সরস্বতী বিষ্ণুপ্রিয়া—

ব্যাখ্যাবাদকরী শান্তা বীণাপুস্তকধারিণী।
শুদ্ধস্বরূপা চ সুশীলা শ্রীহরিপ্রিয়া ॥[১]

গরুড়পুরাণে সরস্বতী বিষ্ণুশক্তিরূপেই উল্লিখিত—

বিষ্ণুশক্ত্যাঃ সরস্বত্যাঃ পূজা শৃণু শুভপ্রদাম্।[২]

বামনপুরাণে সরস্বতী বিষ্ণুর জিহ্বা—

এবং স্তুতা তদা দেবী বিষ্ণোর্জিহ্বা সরস্বতী।[৩]

রামায়ণে সরস্বতী রাম বা বিষ্ণুর জিহ্বা। দেবগণ রামের স্তুতিপ্রসঙ্গে বলেছিলেন,—"অহংস্তে হৃদয়ং জিহ্বা দেবী সরস্বতী।"[৪] মহাভারতেও ভীষ্মকৃত কৃষ্ণস্তবে সরস্বতী কৃষ্ণের জিহ্বা।[৫]

ওড়িয়া সাহিত্যিক সরলা দাসের চণ্ডীপুরাণে যোগনিদ্রায় নিমগ্ন নারায়ণের শক্তিস্বরূপা দেবী হলেন বাক্যদেবী সরস্বতী।[৬]

ভট্টভবদেব রচিত হরিবর্মাদেবের রাজত্বকালে (১৪১৪ খ্রীঃ) থলবি প্রশস্তিতে সরস্বতী বিষ্ণু বক্ষোবিহারিণী—হারা নারায়ণস্তোরসি রহসি রণৎকঙ্কণা··· ।[৭]

ভট্টভবদেবের প্রশস্তিতে সরস্বতী বিষ্ণুর লক্ষ্মী-প্রীতিতে ঈর্ষান্বিতা স্বামীকে বিদ্রূপ করেছেন—

গাঢ়োপগূঢ় কমলাকুচকুম্ভপত্র—
মুদ্রাঙ্কিতেন বপুষা পরিরিপ্‌সমানঃ।
মা লুপ্যতামভিনবাবনমালিকেতি
বাগ্‌দেবতোপহসিতোঽস্তু হরিঃ শ্রিয়ে বঃ ॥[৮]

—গাঢ় আলিঙ্গনে কমলার কুম্ভসদৃশ কুচদ্বয়ের পত্রলেখায় চিত্রিত দেহের দ্বারা ঈর্ষান্বিতা বাগ্দেবতার দ্বারা এই অভিনব বনমালিকা লুপ্ত কোরো না—এই বলে উপহসিত হরি তোমাদের সৌভাগ্য দান করুন।

শিব ও সরস্বতী : বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে সরস্বতী শিব-দুর্গার কন্যা। দুর্গাপূজার সময়ে দেবীর পুত্রকন্যা বিশ্বাসে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজা পেয়ে থাকেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, 'রুদ্রের দুহিতা তুমি'।[৯] কিন্তু সরস্বতীকে কখনও কখনও শিব-শক্তিরূপেও দেখা যায়। তন্ত্রশাস্ত্রের পঞ্চাননী দশভুজা সারদা অবশ্যই পঞ্চানন শিবের শক্তি শিবানীর প্রতিরূপ। শিবপুরাণে পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা সরস্বতীর তপ্তকাঞ্চনবর্ণা দেবী পার্বতী-গৌরীর প্রভাবে পরিকল্পিত। সরস্বতীর শুভ্রগাত্রবর্ণ রজত গিরিসন্নিভ শিবের

১ দেবীভাগ - ৯।৩৩-৩৪ ২ গরুড়—৩৭।৭ ৩ বামন—৩২।২৩
৪ রামায়ণ, লংকাকাণ্ড—১১৯।২৩ ৫ মহাভারত ভীষ্মপর্ব—৬৪।৬১
৬ ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত—পৃঃ ৩৩২
৭ Epigraphia Indica, vol. II—p. 230 ৮ Epigraphia Indica, vol. VI—p. 205
৯ মহাসরস্বতী—কাব্যসঞ্চয়ন

গাত্রবর্ণের সদৃশ। সরস্বতীর ললাটে অর্ধচন্দ্র, ত্রিনেত্র, সারদা তিলকের বাগীশ্বরীর হাতে নরকপাল (পানপাত্র), বর্ণেশ্বরীর হাতে মৃগশিশু, পরশুমৃগবরাভয়হস্ত সোমনাথ শিবের নিকট থেকে প্রাপ্ত। শিবশক্তি শিবানীকালীর হাতেও নরকপাল থাকে। মৃগ শিবের পশুপতিত্বের নিদর্শন। স্কন্দপুরাণে সরস্বতীর নীলকণ্ঠ শিবের প্রতিরূপ। বামনপুরাণে সরস্বতীকে ত্রিনয়ন বা শিবের মহিষী বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

সর্বদেবার্চিতাং বিদ্যাং সরস্বতীং ত্রিনয়ন-মহিষীং
নমস্যামি মৃড়ানীং শরণ্যাং শরণমুপযাতোঽহং নমো নমস্তে॥[১]

মৃড় শিবের নাম। মৃড়ানী অর্থাৎ শিবানী। উত্তর প্রদেশে হিমালয়তীর্থ সরযূ ও গোমতীর সঙ্গমস্থলে বাগেশ্বর নামক তীর্থে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ বাগেশ্বর বাগনাথ নামে অদ্যাপি পূজিত হচ্ছেন। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, মহীশূরের অন্তর্গত বেলুড় ও হলেবিড্ গ্রামে হৈসল রাজাদের মন্দির গাত্রে সরস্বতীর মূর্তিগুলি শিবশক্তিরূপে নির্মিত। সরস্বতীই ভদ্রকালীরূপে বন্দিতা হন—ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং প্রভৃতি পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্রে।

সমাধানঃ উপরোক্ত বিবরণে সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা, শিবেরও কন্যা। কৃষ্ণের মুখ থেকে তাঁর আবির্ভাব হওয়ায় তিনি কৃষ্ণ-বিষ্ণুরও কন্যা। আবার তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব —এই তিন দেবতারই শক্তি বা পত্নীরূপে বর্ণিতা এবং চিত্রিতা। একটি তাম্রশাসনে (মাইহার লিপি—Maihar inscription—খ্রীঃ দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ) সরস্বতীকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের শক্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে —যা ব্রাহ্মী কমলোদ্ভবস্য কমলা বিষ্ণোশ্চ বক্ষঃস্থলে। দেহার্ধং গিরিশস্য বিশ্বমোহিতা গৌরী জগদ্বিশ্রুতা। প্রত্যগ্রাস্থিত সান্দ্রবিম্ব···পিষ্টাতকস্থানমকং সৈবাস্মিন্ শিখরে গিরের্ভগবতী নিত্যং স্থিতা চারুণি॥[২]—যে দেবী পদ্মযোনি ব্রহ্মার শক্তি ব্রাহ্মী, বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে স্থিতা কমলা, মহাদেবের দেহার্ধভাগিনী বিশ্ববিখ্যাত বিশ্বমোহিনী গৌরী তিনিই পিষ্টাতকস্থানে এই সুন্দর গিরিশিখরে স্নিগ্ধরূপা ভগবতীরূপে নিত্য স্থিতা।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যেমন একই দেবসত্তা, গুণকর্মের ভিন্নতা হেতু ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে উল্লিখিত তেমনি এই ত্রয়ী দেবসত্তার শক্তি ও ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী রৌদ্রী —এঁদেরই বৈচিত্র্যময় রূপ একই শক্তিদেবতার অন্তর্ভুক্ত। একই শক্তিকে সরস্বতী দুর্গা লক্ষ্মী বলে পুরাণকাররা তাঁদের পুরুষ রূপের সম্পর্কে কখনও কন্যা কখনও জায়ারূপে বর্ণনা করেছেন। তাই আপাতঃ বিরোধের অন্তরালে প্রকৃত সত্য উপলব্ধিতে সকল অসঙ্গতির অবসান অবশ্যম্ভাবী। কুরুদ লিপিতে (Kurda inscription—৯৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) শ্রীসরস্বতী ও উমাকে ব্রহ্মাদি ত্রয়ী দেবসত্তার শক্তিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে—শ্রীসরস্বত্যুমাভাস্বদ্বল্লীসংশ্লেষভূষিতম্।
ভূতয়ে ভবতাং ভূয়াদজকল্পতরুত্রয়ম্॥[৩]

---

১ বামনপুঃ—৭০।৯০ ২ Epigraphia Indica, vol. XXXV—p. 174
৩ Indian Antiquary, vol. XII—p. 264

শ্রীসরস্বতী ও উমারূপী উজ্জ্বলতা সংশ্লেষের দ্বারা শোভিত জন্মরহিত তিন কল্পবৃক্ষে তোমাদের উন্নতি বিধান করুন।

গায়ত্রীর ত্রিরূপ ও সরস্বতী : ব্রহ্মা-পত্নী গায়ত্রীর তিনসন্ধ্যায় উপাসনায় তিনটি রূপ ধ্যান করার রীতি :—

তত্তো ধ্যায়েন্মহাদেবীং গায়ত্রীং পরদেবতাম্।
প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে ত্রিরূপাং গুণভেদতঃ ॥[১]

প্রাতঃকালে ব্রাহ্মী, মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবী ও সায়ংকালে শিবা—গায়ত্রীর এই তিন রূপ। মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবীর ধ্যান :—

মধ্যাহ্নে তাং শ্যামবর্ণাং বৈষ্ণবীঞ্চ চতুর্ভুজাম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণীং গরুড়াসনাম্ ॥
পীনোত্তুঙ্গ কুচদ্বন্দ্বাং বনমালাবিভূষণাম্।
যুবতীং সততং ধ্যায়েন্মাত গুমণ্ডলে ॥[২]

—মধ্যাহ্নে গায়ত্রীকে শ্যামবর্ণা, চতুর্ভুজা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী, গরুড়াসনা, পীনোত্তুঙ্গস্তনদ্বয়শোভিতা, বনমালা বিভূষিতা, সূর্যমণ্ডলে স্থিতা যুবতী বৈষ্ণবী-রূপে ধ্যান করবে।

সায়ংসন্ধ্যায় শিবার ধ্যান :—

সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্যতিঃ।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্ ॥
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চনৃকরোটিকাম্।
বিভ্রতীং করপদ্মৈশ্চ বৃদ্ধাং গলিতযৌবনাম্ ॥[৩]

—যতি সন্ধ্যাকালে বরদা গায়ত্রী দেবীকে স্মরণ করবে। তিনি শুক্লবর্ণা, শুক্লবসনধারিণী, বৃষবাহিনী, ত্রিনেত্রা, বরদমুদ্রা, পাশ, শূল এবং নরকপাল করপদ্মে ধারণ করেন, তিনি বৃদ্ধা ও গলিত যৌবনা।

গায়ত্রীর এই তিন রূপ প্রকৃতপক্ষে সরস্বতীরই তিন রূপ। পুরাণকার তাই বলছেন—

পূর্বাহ্নে রক্তবর্ণাস্তু মধ্যাহ্নে শুক্লবর্ণিকাম্।
সায়ং সরস্বতীং কৃষ্ণাং দ্বিজো ধ্যায়েদ্ যথাবিধিঃ ॥[৪]

—পূর্বাহ্নে রক্তবর্ণা, মধ্যাহ্নে শুক্লা এবং সায়াহ্নে কৃষ্ণা সরস্বতীকে দ্বিজ ধ্যান করবেন।

গায়ত্রীর তন্ত্রোক্ত ত্রিরূপের বর্ণনা আর এক স্থান থেকে উদ্ধৃত করছি :—

ধ্যায়েৎ কালত্রয়ে দেবীং ত্রিগুণাং গুণভেদতঃ
প্রাতর্ব্রাহ্মী রক্তবর্ণা দ্বিভুজা চ কুমারিকা।

---

১ মহানির্বাণতন্ত্র—৫।৫৫
২ মহানির্বাণতন্ত্র—৫।৫৭-৫৮
৩ মহানির্বাণতন্ত্র—৫।৫৯-৬০
৪ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৪১।১২১

কমণ্ডলুং তীর্থপূর্ণমক্ষমালাঞ্চ বিভ্রতী
কৃষ্ণাজিনাম্বরধরা হংসারূঢ়া শুচিস্মিতা ॥
মধ্যাহ্নে সা শ্যামবর্ণা বৈষ্ণবী চ চতুর্ভুজা
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী গরুড়াসনা।
পীনোন্নতকুচদ্বন্দ্বা বরমালাবিভূষণা
যুবতী চ সদা ধ্যেয়া মধ্যে মার্তণ্ডমণ্ডলে ॥
সায়ং সরস্বতীরূপা চন্দ্রার্ধকৃতশেখরা।
অস্তমিতমার্তণ্ডে ধ্যেয়া বিগত যৌবনা ॥[১]

এখানে সায়ংসন্ধ্যায় গায়ত্রী দেবী সরস্বতী নামে উল্লিখিতা। প্রাতঃসন্ধ্যার ব্রহ্মশক্তি ব্রাহ্মী ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী ও সরস্বতীরূপা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের শক্তি ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও শিবার সমন্বিত রূপই সরস্বতীর বৈচিত্রময় রূপ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন দেবই সূর্যাগ্নির তিনটি গুণকর্ম অনুসারে পরিকল্পিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলেছেন যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তিনই সূর্য—আর সূর্যেরই তনু বা শক্তি ব্রাহ্মী-বৈষ্ণবী ও শিবানী।

যো ব্রহ্মা যো মহাদেবো যো বিষ্ণুর্যঃ প্রজাপতিঃ।

* * *

ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব বৈষ্ণবী চৈব তে তনুঃ ॥[২]

বরাহপুরাণে (৯০ অঃ) দেবতেজ থেকে মহাশক্তির জন্ম হলে মহাশক্তি ত্রিধা বিভিন্না হয়ে ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী—তিন মূর্তি হয়েছিলেন।

সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থিতা জ্যোতীরূপিণী সরস্বতী হলেন পদ্মাসনা সরস্বতী। পদ্ম সূর্যেরই প্রতীক। কূর্মপুরাণে নবনৃপতিকৃত সরস্বতীর স্তবে ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও শিবানী একত্রীভূতা হয়ে অখণ্ড সত্তায় পরিণত হয়েছেন—

হিরণ্যগর্ভসম্ভূতাং ত্রিনেত্রাং চন্দ্রশেখরাম্ ॥
নমস্তে পরমানন্দাং চিৎকলাং ব্রহ্মরূপিণীম্।
পাহি মাং পরমেশানি ভীতং শরণাগতম্ ॥[৩]

—হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি (ব্রহ্মা) থেকে জাতা, ত্রিনেত্রা, চন্দ্রশেখরা, পরমানন্দা, চিৎরূপিণী, ব্রহ্মরূপিণী (ব্রাহ্মী) সরস্বতীকে প্রণাম করুন। হে পরমেশানি (শিবানী) ভীত শরণাগত আমাকে রক্ষা কর।

সরস্বতীর বাহন : আধুনিককালে সরস্বতী হংসবাহনা। কাশ্মীরী পণ্ডিত কল্হন বলেছেন যে সরস্বতী হংসরূপে ভেড়গিরিশৃঙ্গে দেখা দিয়েছিলেন—

দেবী ভেরগিরেঃ শৃঙ্গে গঙ্গোদ্‌ভেদশুচৌ স্বয়ম্।
সরোহন্তর্দৃশ্যতে যত্র হংসরূপা সরস্বতী ॥[৪]

---

১ প্রাণতোষিণীতন্ত্র, বসুমতী সং—পৃঃ ১৯৬।৩।৪ ২ মার্কণ্ডেয় পুঃ, ১০৯ অঃ
৩ কূর্ম পুঃ, পূর্বভাগ -২০।২০-২১ ৪ রাজতরঙ্গিনী—এ. স্টাইন্ সম্পাদিত - ১।৩৫

হংসরূপা সরস্বতী হংসবাহনা সরস্বতী হয়েছেন, এরূপ ধারণা অত্যন্ত সঙ্গত। হংসবাহনা সরস্বতীর প্রস্তরমূর্তিও প্রচুর পাওয়া যায়। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে দেবীর এই উভচর পক্ষী-বাহনটি তিনি ব্রহ্মার শক্তি হিসাবে ব্রহ্মার কাছ থেকে লাভ করেছেন। কিন্তু ব্রহ্মা বা সরস্বতীর বাহনটি পক্ষীবিশেষ নয়। বেদে এবং উপনিষদে হংস শব্দের অর্থ সূর্য।[১] সূর্যের সৃজনী শক্তির বিগ্রহান্বিত রূপ ব্রহ্মা এবং সূর্যাগ্নির গতিশীল কিরণরূপা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-শক্তি সরস্বতীর বাহন হয়েছেন হংস বা সূর্য অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই। এই জন্যই ব্রহ্মা ও সরস্বতীর বাহন হংস। নামসাদৃশ্যে সূর্য হংস পক্ষিরূপতা প্রাপ্ত হয়েছে। স্বামী নির্মলানন্দের মতে শ্বেতবর্ণ প্রকাশকাত্মক সত্ত্বগুণের দ্যোতক বলে হংস সরস্বতীর বাহন।[২] তিনি আরও লিখেছেন, "তন্ত্র ও উপনিষৎশাস্ত্রে 'হংসঃ' ই পরমাত্মার লিঙ্গ বা প্রতীক; 'হংসঃ' ই তত্ত্বমসি জ্ঞান। কেননা, 'অহং সঃ'—এই আত্মচৈতন্যসূচক মহাবাক্যেরই সংক্ষিপ্ত রূপ 'হংসঃ'।" সূর্যাগ্নির সর্বব্যাপী তেজই ত আত্মারূপে জীবে উদ্ভিদে বিভাসিত।[৩] এই অর্থে জ্যোতিরূপা সরস্বতীর বাহন বা প্রতীক হংস,—এরূপ ব্যাখ্যাও অসঙ্গত নয়।

কিন্তু পুরাণে তন্ত্রে হংসবাহনা সরস্বতীর উল্লেখ অপেক্ষাকৃত কম। সরস্বতী বারংবার বাহন পরিবর্তন করেছেন। মেষ, সিংহ, ময়ূর ও হংস—এই চারটি প্রাণী সরস্বতীর বাহনরূপে কল্পিত হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে মেষবাহনা সরস্বতীর মূর্তি আছে।

সরস্বতীর যজ্ঞে মেষী বলি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল—"সারস্বতী মেষী।"[৪] সারস্বত সত্রে মেষী বলিদানের ব্যবস্থা সাঙ্খায়নের শ্রৌতসূত্রেও বিহিত আছে—"তস্য সৌত্রামনস্যাশ্বিনঃ পশুর্লোহিতেন বর্ণেন বিশিষ্টঃ সরস্বতী চ মেষী ইত্যেতৌ পশূ উপালম্ভৌ।"[৫]

সৌত্রামনী যাগে আশ্বিন সত্রে লাল রঙের পশু এবং সারস্বত সত্রে মেষী এই দুই পশু বলির জন্য নির্দিষ্ট। "বাঙ্গালা দেশের কোথাও কোথাও সরস্বতী পূজার দিনে এখনও ভেড়া বলি ও ভেড়ার লড়াই সুপরিচিত।"[৬] যজ্ঞে বলিপ্রদত্ত পশু দেবতাদের প্রিয় পশুরূপে কল্পিত হওয়ায় অনেক সময় দেবতার প্রিয় পশু দেবতার বাহনরূপে কল্পিত হয়। এজন্যে মেষী সরস্বতীর বাহন। প্রসিদ্ধ গবেষক নলিনী-কান্ত ভট্টশালীও সরস্বতী পূজার সময় মেষ বলিদান ও মেষের লড়াই-এর উল্লেখ করেছেন।[৭]

দক্ষিণভারতে বোম্বাই অঞ্চলে ময়ূর-বাহনা সরস্বতীর প্রাচুর্য দেখা যায়।[৮] প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্ জেনারেল কানিংহাম বলেন যে সরস্বতী নদীর তীরে ময়ূরের প্রাচুর্যহেতু ময়ূর সরস্বতীর বাহনরূপে কল্পিত হয়েছে।[৯]

১ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম পর্ব, সূর্যপ্রসঙ্গ, ২য় সং – পৃঃ ১০৭ দ্রষ্টব্য
২ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—পৃঃ ৫৪ ৩ তদেব—পৃঃ ৫৬ ৪ শুক্ল যজুঃ—২৯।৫৮
৫ সাংখ্য শ্রৌত—১৩।১৩।১ ৬ বাঙালীর ইতিহাস, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়—পৃঃ ৬১৭
৭ Age of Imperial Kanauj—p. 363. ৮ সরস্বতী, অমূল্যচরণ—পৃঃ ৮১
৯ Archeological Survey Rept. IX—p. 70

সিংহবাহনা সরস্বতী মূর্তি দুর্লভ নয়। কলকাতার যাদুঘরে সিংহবাহনা বাগীশ্বরী মূর্তি আছে। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বারাণসীর নিকটে সরস্বতী মন্দিরে সিংহবাহনা বাগীশ্বরী সরস্বতী মূর্তির উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণযজুর্বেদে সরস্বতীকে বারংবার সিংহী বলা হয়েছে—সিংহীরসি সপত্নসাহী স্বাহা, সিংহীরসি সুপ্রজাবনিঃ স্বাহা, সিংহীরসি রায়স্পোষবনিঃ স্বাহা, সিংহীরস্যাদিত্যবনিঃ স্বাহা, সিংহীরস্যাবহ দেবান্দেবয়তে যজমানায় স্বাহা।[১] —(অস্যার্থঃ)—হে সরস্বতি! তুমি সিংহী হও, তুমি আমাদের শত্রুনিপাত কর, তুমি সিংহী, তুমি সুন্দর পুত্রভৃত্যাদি দাও, তুমি সিংহী, পশু প্রভৃতি ধন দান কর, তুমি সিংহী, আদিত্য সম্বন্ধীয় সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা দাও, তুমি সিংহী, দেবতাদের কৃপাকামনাকারী যজমানের হব্য গ্রহণের জন্য দেবতাদের এখানে আনয়ন কর।

এই মন্ত্রের সঙ্গে একটি উপাখ্যান সংশ্লিষ্ট আছে। উপাখ্যান অনুসারে "অসুরগণের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া পুরাকালে বাগ্দেবতা সিংহীরূপ ধারণ করিয়া অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন।"[২] শতপথ ব্রাহ্মণেও (৩।৫।১।১৩) সরস্বতীর সিংহীরূপ ধারণের কাহিনী পাওয়া যায়। অঙ্গিরাদের যজ্ঞে আদিত্যগণ বাক্‌কে দক্ষিণারূপে নির্দিষ্ট করেছিলেন, কিন্তু অঙ্গিরাগণ বাক্‌কে প্রত্যাখ্যান করে সূর্যকে দক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ করায় বাক্ ক্রুদ্ধ হয়ে সিংহীরূপ ধারণ করে দেব ও অসুরদের বিনষ্ট করেছিলেন। জৈমিনীয় ব্রাহ্মণেও (৩।১৮৭) সরস্বতীর সিংহীরূপ ধারণের প্রসঙ্গ আছে। সিংহ সূর্যের প্রতীক্। উপনিষদে সূর্যই সিংহ। ব্রহ্মা যেমন হংসরূপ ধারণ করেছিলেন, সরস্বতীও তেমনি সিংহীরূপ ধারণ করেছিলেন। হংসরূপ ধারণ করায় ব্রহ্মার বাহন হয়েছে ব্রহ্মারই এক মূর্তি হংস—সাদৃশ্যহেতু সরস্বতীরও বাহন হংস। সিংহীরূপধারিণী সরস্বতীর মূর্তান্তর সিংহী সরস্বতীর বাহনত্বে নিযুক্ত হয়েছে। সরস্বতীর সিংহীরূপধারণ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় মনে আসে। সরস্বতী নদীতীরে কোন অরণ্যপ্রদেশে কি সিংহের বাস ছিল? নাকি, বিপুলকায় বিপুল-স্রোতা সরস্বতী নদী সিংহীর মত ভয়ংকরী ও শত্রুর অনধিগম্যা ছিল বলেই সরস্বতী সিংহী হলেন, এবং তাঁর বাহনও হোল সিংহ? স্মরণ করা যেতে পারে যে, পশ্চিম ভারতে গির্ণার অঞ্চলে এখনও সিংহের বাস। আরও একটি সম্ভাবনার কথা মনে আসে। সূর্যাগ্নির জ্যোতীরূপা ঘোরা সিংহতুল্য পরাক্রমশালিনী সরস্বতী অশুভ শক্তি অন্ধকারের দানব দলন করেছেন। বেদে সূর্যকেই সিংহরূপে কল্পনা করা হয়েছে—মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।[৩] গিরিচর ভয়ংকর সিংহের মত সূর্য পরিক্রমণ করেন পৃথিবী, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষলোক। সুতরাং সূর্য-জ্যোতি দিব্যসরস্বতী অনায়াসে সিংহবাহনা দেবীতে পরিণত হতে পারেন।

১ কৃষ্ণ যজুঃ—১।৫।১২।৪ ২ দুর্গাদাস লাহিড়ী
৩ হিন্দুদের দেবী, ২য় পর্ব, ২য় সং—পৃঃ ২৪৯-৫০ দ্রষ্টব্য

সরস্বতীর চতুর্বিধ বাহনের মধ্যে পৌর্বাপর্য্য নির্ণয় করা কঠিন। সিংহী এবং মেষী যে সরস্বতীর আদি বাহন ছিল, বৈদিক সাক্ষ্য থেকে তা প্রমাণিত হয়। পরবর্তীকালে দুর্গা সরস্বতীর কাছ থেকে কেড়ে নিলেন সিংহ, কার্তিকেয় নিলেন ময়ূর। সিংহ ও ময়ূর ছেড়ে দিয়ে সরস্বতী ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী হিসাবে ব্রহ্মার বাহনটিকে চিরস্থায়ী বাহনত্বের মর্যাদা দিলেন।

বহির্ভারতে সরস্বতী : সরস্বতী বিদ্যার ও ললিতকলার অধিষ্ঠাত্রী হিসাবে সমগ্র ভারতে পূজিতা হয়েছেন এবং হচ্ছেন। কিন্তু ভারতের বাইরেও দেশে দেশান্তরে তাঁর পূজা প্রসারিত হয়েছে। যবদ্বীপে প্রাপ্ত পদ্মাসীনা সপ্ততন্ত্রী বীণাহস্তা বীণাবাদিনী সরস্বতী মূর্তি, তিব্বতে বজ্রধারিণী ময়ূর বাহনা বজ্রসরস্বতী ও বীণাপাণি সরস্বতী, জাপানে বেনতেন নামধারিণী সর্পাসনা দ্বিভুজা বীণাপাণি, অষ্টভুজা হপ্পিবেনতেন সরস্বতীর বহির্ভারতে পাড়ি দেওয়ার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে।[১] তিব্বত, জাপান ও অন্যান্য দেশে সরস্বতীর পাড়ি জমানো সম্পর্কে Alice Getty লিখেছেন, "As goddess of music and poetry, she is revered alike by Brahmans and Buddhists and her worship has penetrated as far as China and Japan.

In India and Tibet she is generally represented as seated, holding with her two hands the vinā or Indian lute, but in Tibet she may hold a thunderbolt, in which case she is called Vajra Sarasvati. If painted, her colour is white, and her mount a peacock...

In Japan the goddess Benten is looked upon as a manifestation of Sarasvati, her full name is Dai-ben-Zai-ten or 'Great Divinity of Reasoning Faculty' ; and she is believed to confer power, happiness, riches, long life, fame and reasoning powers...

The goddess is generally represented either sitting or standing on a dragon or huge snake. She has only two arms and biwa or Japanese lute..."[২]

জাপানে সাতটি সৌভাগ্যদেবতার মধ্যে একমাত্র স্ত্রী দেবতা বেনতেন সমুদ্রের দেবতা। তিনি সাহিত্য-সঙ্গীতের প্রেরণাদাত্রী এবং সুখ ও ঐশ্বর্যদায়িনী। তিনি সমুদ্রজা, সাগরনিলয়া—ড্রাগন বাহনা,—ড্রাগন বা সর্প তার পতি,—একটি শ্বেত সর্প তাঁর দূত। বেনতেন অষ্টভুজা—দুই কর প্রার্থনার ভঙ্গীতে যুক্ত। বিউআ (biwa) নামক বাদ্যযন্ত্র (বীণা ?) তাঁর প্রিয়। তাঁকে চিত্রে সমুদ্রগর্ভে পদ্মোপরি

১ সরস্বতী, অমূল্যচরণ—পৃঃ ১২৬-১৩১
২ Gods of Northern Buddhism—pages 113-114.

উপবিষ্টা অথবা সর্পাসনা বিউআ বাদনরতা অবস্থায় দ্বিভুজা ও চতুর্ভুজারূপে অংকিত দেখা যায়।[১]

বেন্-তেন্ বেনজৈ-তেন (Benzai-ten), বেজৈ-তেন (Bezai-ten), বেন্-তেন-সম (Benten-Sama), বেন্‌জমিনি (Benzamini), ম্যোন্-তেন (Myō'on-ten) অর্থাৎ সুকণ্ঠের দেবী, দৈবেন (Daiben), দৈবেন্‌জৈ-তেন (Dai-Benzai-ten) অর্থাৎ প্রতিভার দেবী, তেন্-নিও (Ten-nio) অর্থাৎ মহৎ কর্মের দেবী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত।

জাপানে সরস্বতী

বেন্‌জৈ-তেন বোন্-তেন্ বা ব্রহ্মার পত্নী। তাঁর আকৃতি সুন্দর, তিনি ভক্তদের জ্ঞান, বাগ্মিতা, সঙ্গীত, সম্পদ, রণজয়, এবং নদীর জলপ্রবাহ প্রদান করেন। সমগ্র জাপানে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতা, তিনি প্রেম, সঙ্গীত, সম্পদ, সৌভাগ্য, সৌন্দর্য, সুখ, জ্ঞান, জয়, সন্তান ইত্যাদি সকল প্রার্থনা পূর্ণ করেন।

বেন্-তেন দ্বিবিধরূপে পূজিতা হন। একরূপে তিনি বীণাবাদনরতা সুন্দরী, অপররূপে তিনি ভয়ংকরী—যোদ্ধবেশধারিণী—অসিহস্তা—পদতলে কচ্ছপ ও সর্প। জাপানে বেন্-তেন্ দ্বিভুজা ও অষ্টভুজা—উভয় মূর্তিতেই পূজিতা। বিদ্যা, সৌভাগ্য ইত্যাদি কামনায় দ্বিভুজা বীণাবাদনরতা বেন্-তেনের পূজা করা হয়। অষ্টভুজা মূর্তির পূজা হয় রণজয় কামনায়, তাঁর আট হাতে থাকে ধনু, তরবারি, কুঠার, পাশ, বাণ, বর্শা, দীর্ঘ দণ্ড এবং লৌহচক্র। বিভিন্ন জাপানী গ্রন্থে বেন্-তেনের আট হাতে অস্ত্রের তারতম্য আছে। অববকু-সো (Ababaku-sho) গ্রন্থে বেনজৈতেনের চারি বামহস্তে ত্রিশূল, সূর্যকান্তমণি সহ বর্শা, ধনু ও চক্র, এবং দক্ষিণ চারিহস্তে তরবারি, চন্দ্রকান্তমণি-সহ বর্শা, বাণ ও পাশ থাকে। বেন্‌জৈ-তেন এম্ম (Emma) বা যমের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। জাপানে বিভিন্ন মন্দিরে বেন্‌জৈতেনের বৈচিত্র্যময় মূর্তি পাওয়া যায়। এনোসিম জিঞ্জ নামক মন্দিরে অষ্টভুজা সরস্বতী পদ্মের উপরে উপবিষ্টা। অষ্টভুজা দণ্ডায়মানা বেন্-তেনের মূর্তিও পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেবীর মানুষের মত মুখ এবং সাপের মত দেহ, কোথাও সাপের মুখ, মনুষ্যাকৃতি দেহ।[২] বেন্-তেন সরস্বতী, লক্ষ্মী ও মনসার সম্মিলিত রূপ বলে মনে হয়। ব্রহ্মা ও যমের সঙ্গে বেন-তেনের সম্পর্ক তাঁর স্বরূপটিকেও প্রকাশিত করে।

চৈনিক কুয়ান্‌যিন্ : চীন দেশের শস্য দেবতা কুয়ানযিন্ (Kuanyin)-এর সঙ্গে সরস্বতীর তুলনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। কুয়ান্ যিন্ শস্যদেবতা—দ্বিভুজা—করুণাময়ী। মানুষের দুঃখদুর্দশায় কৃপাপরবশ হয়ে ইনি স্তনদুগ্ধধারায় ধান্য সিঞ্চন করে প্রভূত শস্যের দ্বারা মানবকুলকে রক্ষা করেছিলেন। কুয়ান্ যিন সাগর বক্ষে পদ্মাসনা।[৩] কিন্তু শস্যদেবী কুয়ান্ যিন্ সরস্বতী অপেক্ষা ধন বা শস্যের

---

১ Japanese Mythology, Juliet Piggot—pages 130-32
২ Hindu Divinities in Japanese Buddhist Pantheon—D. N. Bakshi, [pp. 108-117
৩ Chinese Mythology—Anthony Christie—page 93

দেবী লক্ষ্মীরই সুগোত্রা। চীন দেশে সাহিত্যের অধিষ্ঠাতা পুরুষ দেবতা ওয়েন-ছাং (Wen-Chhang), তাঁর সহচর থিয়েন্-লুং (Thien-Lung) এবং সহচরী তি-মু (Timu) বা তি-য়া (Tiya)।[১]

ইস্তার বা ইনান্না : কেউ কেউ মধ্যপ্রাচ্যের মাতৃকা দেবী (mother goddess) ইস্তার বা ইনান্নার (Istar or Inanna) সঙ্গে সরস্বতীর তুলনা করেছেন।[২] মধ্যপ্রাচ্যে ইস্তার একজন প্রধান দেবতা। ইনি ব্যাবিলনীয়, এসিরীয় ও ক্যানানীয় (Cannanite) দের কাছে প্রেম, উর্বরতা ও যুদ্ধের দেবতা, ইনি সিংহবাহনা। জন গ্রে (John Gray) ইস্তার সম্পর্কে লিখেছেন, "The warlike character of Istar is particularly predominant in Assyria from eleventh century B.C., when she is associated with the National god Ashur himself. She is lauded in royal inscriptions as the warrior goddess 'perfect in courage' who nerved the Assyrian soldiers in the field and destroyed their enemies and who directed the conqueror Kings by dream-oracles. Her cult animal is significantly the lion which is depicted regularly in Mesopotamian sculpture and Egyptian cultures from the nineteenth dynasty (1350-1200 B.C.). Her fertility and warlike character are clearly indicated by her association with the fertility god Min and the fierce god Reseph, who slew men by war and plague."[৩]

রণোন্মাদিনী দেবী ইস্তারকে বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীর সঙ্গে তুলনা করা অনুচিত বোধ হয়। অবশ্য বৈদিক সরস্বতী দানবঘাতিনী শত্রুদলনী। বিদ্যাদেবী সরস্বতী অপেক্ষা রুদ্রাণী-অম্বিকা-চণ্ডীর সঙ্গে ইস্তারের সাদৃশ্য বেশী।

গ্রীকদেবী এথেনী বা এথেনা : গ্রীক্ দেবী এথেনীর সঙ্গেও সরস্বতীর সাদৃশ্য অনেকে কল্পনা করে থাকেন। দেবরাজ জিউসের কন্যা এবং নদীদেব ত্রিতনের কন্যা প্যালাস (Pallas) যৌবনকে হত্যা করে প্যালাস এথেনী নামে পরিচিতা হয়েছিলেন। তিনি ছাগচর্মের পোষাক এবং ড্রাগনের মুখোস পরিধান করতেন। গ্রীকদেশীয় অপর কিম্বদন্তী অনুসারে এথেনী ডানাওয়ালা ছাগমুখ দেবতা Pallas-এর কন্যা, অপর কাহিনীতে তিনি Poseidon-এর কন্যা।[৪] ছাগচর্ম পরিহিতা এথেনার মূর্তি থেকে জে. জি. ফ্রেজার অনুমান করেন যে ছাগ পবিত্র জীব এবং এথেনার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হোত; এবং ছাগবলির পরে

১ Chinese Mythology—Anthony Christie—page 56
২ সরস্বতী : বিভিন্নরূপে বিভিন্ন ভূমিকায়—শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য—দৈনিক বসুমতী, [১১শে মাঘ ১৩৮৪
৩ Near Eastern Mythology, John Grey—page 23
৪ Greek Myths, Robert Graves, vol. I—pages 44-45

ছাগচর্ম দেবীর বিগ্রহে উপহার দেওয়া হোত। অলিভ (olive) ছিল এথেনার প্রিয় বৃক্ষ।[১] এথেনী শব্দের অর্থ এথেন্স নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,—এথেনীর সঙ্গে পোসিডনের সংগ্রাম হয়েছিল এথেনস্-এর অধিকার নিয়ে। শেষ পর্যন্ত এথেনী জিউসের সাহায্যে এথেন্স্-এর অধিকার ফিরে পেয়েছিলেন এবং জিউসের মস্তক থেকে জাতা বলে জিউসের পিতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন।[২] এথেনী প্রথম দৈব পাশা আবিষ্কার করেছিলেন।[৩] হরিণের অস্থি থেকে তিনি এক অপূর্ব বাঁশী নির্মাণ করে দেবসভায় বাজিয়েছিলেন।[৪] গ্রীক্ এথেনী ন্যায়বিচারের প্রতীক।[৫] এথেনী চন্দ্রাধিষ্ঠাত্রী,—রাত্রিতে আলোক বিকীর্ণ করেন, চারুশিল্প এবং কারুশিল্পের (Smith craft and mechanical arts) তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন।[৬] এথেনী অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণা ও স্বার্থপরতার প্রতিমূর্তি,—তিনি মেডুসাকে ভয়ংকরী দানবীতে পরিণত করেছিলেন।[৭] তিনি জিউসের সহযোগিনী এবং জিউসের মস্তক থেকে পুনর্জাতা।[৮] এথেনী বিভিন্ন ধরণের পক্ষীর সঙ্গে সংশ্লিষ্টা,—হোমারের কাব্য অনুসারে তিনি সামুদ্রিক ঈগল,[৯] চড়াই পক্ষী,[১০] কিন্তু তাঁর প্রধান ও প্রিয় পক্ষী জ্ঞানী পেচক।[১১] পরবর্তীকালে এথেনীর প্রতীক হিসাবে পেঁচা ব্যবহৃত হয়েছে; এমন কি, ভারতবর্ষে গ্রীক্ রাজাদের (Bactro-Greek Kings) মুদ্রায় এথেনীর পেচক চিত্রিত হয়েছে। এথেনী চিরকুমারী যুদ্ধোন্মাদিনী দেবী—"Athena is the virginal and unmarried warrior daughter as typical of the Indo-European divine family as it may have been the warrior Society, which that reflects."[১২]

এথেনীর যে চরিত্র উপর্যুক্ত বিবরণে প্রকটিত, তাতে প্রতিহিংসাপরায়ণা রণোন্মাদিনী এথেন্সাধিষ্ঠাত্রীর সঙ্গে হিন্দুদের কোন দেবীর চরিত্রগত সাদৃশ্য কল্পনা করা যায় না,—সরস্বতীর ত নয়ই। তবে এথেনীর পেচকের সঙ্গে লক্ষ্মীর পেচকের কোন সংযোগ থাকা সম্ভব কিনা বলা সম্ভব নয়।

রোমীয় মিনার্ভা : রোমীয় দেবী মিনার্ভার সঙ্গেও সরস্বতীর সাদৃশ্য কল্পিত হয়ে থাকে। রোমীয় দেব জুপিটর (গ্রীক্ জিউস্), দেবী জুনো (গ্রীক্ হেরা) এবং মিনার্ভা মিলে রোমে দেবতাত্রয়ী নামে প্রসিদ্ধ। জুনো এবং মিনার্ভা জুপিটারের পত্নী। মিনার্ভার সঙ্গে গ্রীক্ দেবী এথেনী সম্মিলিত হয়ে গেছেন। তিনি সকল বিদ্যাবুদ্ধি ও বিদ্যায়তনের অধিকারিণী।[১৩] মিনার্ভার মূর্তিতে দেখা

১ The Golden Bough—Sir J. G. Frazer—pages 626-27
২ Greek Myths, vol. I—p. 62 ৩ Ibid—p. 67 ৪ Ibid—p. 77
৫ Ibid, vol. II—p. 182 ৬ Ibid—p. 87 ৭ Ibid—p. 127
৮ Ibid—p. 129 ৯ Odyssey—3/371 ১০ Odyssey—22/239
১১ Greek Mythology, vol. I—page 3?6
১২ Greek Mythology—John Pinsent—page 32
১৩ Roman Mythology—S. Perowne—pages 18-19

যায়, মাথায় হেলমেট্ পরিহিতা—পায়ে চপ্পল—বাম হাতে পেচক, ডান হাতে বরদমুদ্রার ভঙ্গী। পেচক জ্ঞানের প্রতীক হিসাবে গ্রীস্ রোমে স্বীকৃত।[১]

বিদ্যা, সূচী ও কারুশিল্পের দেবতা হিসাবে গলিশ (Gaulish) মিনার্ভা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, তিনি রোগারোগ্যকারিণী হিসাবে স্নানের সময়ে স্মৃতা হন।[২]

আইরিশ ব্রিঘিদ্ : আইরিশ দেবতা ব্রিঘিদ্ (Brighid) কাব্য, বিদ্যা, শিল্প ও আরোগ্যের দেবতা হিসাবে মিনার্ভার প্রতিরূপ। তিনি কেল্ট্ জাতির প্রধান দেবতা। ব্রিঘিদ্ শব্দের অর্থ 'মহতী'—বৈদিক বা সংস্কৃত বৃহতীর সমতুল্য।

"The name Brighid was originally an epithet meaning 'the exalted one', just as its cognet 'brihati' was used as a divine epithet in Vedic Sanskrit.

...It had a close correspondent in the British Briganti, latinised as briganita—'the exalted one'—tutelary goddess of the Brigantes."[৩]

রোমান দেবী মিনার্ভা ও কেল্টিক্ দেবী ব্রিঘিদের সঙ্গে প্রকৃতিগত দিক থেকে সরস্বতীর সাদৃশ্য আছে ঠিকই। তবে এই দুই দেবতার সঙ্গে ভারতীয় সরস্বতীর সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কেবল মাত্র জাপানী বিদ্যাদেবী বেন্তেন্ যে ভারতীয় সরস্বতীর বিদেশে আতিথ্য গ্রহণের নিশ্চিত সাক্ষ্য, এটুকুই নিশ্চিত-ভাবে বলা যায়।

---

১ Roman Mythology—page 24

২ Celtic Mythology—Proinbias Mac Cana—pages 34-35

৩ Celtic Mythology—pages 34-35

শ্রী-লক্ষ্মী

লক্ষ্মী পৌরাণিক দেবতা। সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবতা তিনি। তাঁর কৃপায় সম্পদ ও সৌভাগ্য লাভ হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে। তিনি নিজে চঞ্চলা হলে সম্পদ সমৃদ্ধির বিনাশ ঘটে। লক্ষ্মীর আর এক নাম শ্রী;—তিনি বিষ্ণুশক্তি বিষ্ণু-প্রিয়া। সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য কামনায় লক্ষ্মীদেবী হিন্দুদের ঘরে ঘরে পূজিতা হন। টাকা, কড়ি, সোনা এবং ধান্য লক্ষ্মীর প্রতীক হিসাবেও পূজিত হয়ে থাকে।

বেদে শ্রী ও লক্ষ্মী : লক্ষ্মী বা শ্রী নাম্নী কোন দেবীর অস্তিত্ব ঋগ্বেদে স্বীকৃত নয়। লক্ষ্মী শব্দের প্রয়োগ ঋগ্বেদে মাত্র একবার লভ্য—"ভদ্রৈষাং লক্ষ্মী-র্নিহিতাধি বাচি।"[১]—এদের বাক্যে উৎকৃষ্টা লক্ষ্মী আছে। এখানে লক্ষ্মী শব্দে কোন দেবীকে বোঝাচ্ছে না, লক্ষ্মী শব্দ সৌন্দর্য অর্থে ব্যবহৃত। ঋগ্বেদে শ্রী শব্দ কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে।[২] এই প্রয়োগগুলিতেও শ্রী কোন দেবতাকে বোঝায় নি। "এই সমস্ত স্থানে শ্রীধাতুর অর্থ সোমের সহিত দুগ্ধ সংমিশ্রণ করা, বৈদিক পরিভাষায় ইহাকে অভিষবণ বলে।"[৩]

শ্রী শব্দ বৈদিক সাহিত্যে প্রায়শঃই সম্পদ বা সৌন্দর্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে শ্রী শব্দ সম্পদ অর্থে ব্যাখ্যাত হয়েছে—"শ্রীর্বৈ শ্রায়ন্তীয়ং শ্রীরবমহঃ শ্রিয়মেব তচ্ছ্রিয়াং প্রতিষ্ঠায়তি।"[৪] —শ্রয়তিধাতু নিষ্পন্ন শ্রী ঐশ্বর্যরূপ, সেইজন্য শ্রী বা সম্পদে উদ্গাতা প্রতিষ্ঠিত করেন।

গবাদি পশুও শ্রী বা সম্পদরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য—শ্রীর্বৈ পশবঃ।[৫]

মোক্ষমূলর সম্পাদিত ঋগ্বেদে দশটি মণ্ডলের অতিরিক্ত বত্রিশটি খিলসূক্ত বা পরিশিষ্টসূক্ত সংযোজিত হয়েছে। খিলসূক্তের অন্তর্গত একটি সূক্ত শ্রীসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। এই সূক্তে সর্বভূতের ঈশ্বরী শ্রীদেবীকে আহ্বান করা হয়েছে—

গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টকরীষিণীম্।
ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥

—গন্ধলক্ষণা দুরাধর্ষা নিত্যপুষ্টা (শস্যাদি দ্বারা) শুষ্ক গোময়বতী (অর্থাৎ গবাদি পশু সমৃদ্ধা) সর্বভূতের ঈশ্বরী সেই শ্রীকে আমি এখানে আহ্বান করিতেছি।[৬]

খিলসূক্তেই (১৫ অনুবাক্) লক্ষ্মীদেবীর আকৃতির একটি আভাস পাওয়া যেতে পারে—

---

১ ঋগ্বেদ—১০।৭১।২ ২ ঋগ্বেদ—৮।২।১১, ১।৮৪।১১, ৯।৮৪।৫, ৯।৯০।৩, ৮।৮২।৫
৩ লক্ষ্মী ও গণেশ, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—পৃঃ ৩৬ ৪ তাণ্ড্য—১৫।৪।৫
৫ তাণ্ড্য—১৩।২।২ ৬ অনুবাদ—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ ॥

—সুবর্ণবর্ণা সুবর্ণ ও রজতমাল্যধারিণী চন্দ্রা হিরণ্ময়ী হরিণী (হরিণীতুল্যা চঞ্চলা) লক্ষ্মীকে, হে অগ্নি, আমার যজ্ঞে আনয়ন কর।

শ্রীসূক্তে বর্ণিতা লক্ষ্মী পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা। কিন্তু খিলসূক্ত ঋগ্বেদের তুলনায় অর্বাচীনকালের রচনা বলে সকল পণ্ডিতেরই অভিমত। খিল সূক্তের ভাষা ঋগ্বেদের ভাষা থেকে আধুনিকতর। কিন্তু খিলসূক্ত বা শ্রীসূক্তের রচনাকাল ঋগ্বেদের মূল অংশ অপেক্ষা কত পরে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারো কারো মতে এই সূক্তগুলি বুদ্ধদেবের পূর্বে রচিত।[১] বৈদিকযুগের শেষভাগে এই সূক্তগুলি রচিত হয়েছিল বলা অযৌক্তিক বোধ হয় না।

ঋগ্বেদ থেকে শ্রী বা লক্ষ্মী সম্পর্কে কোন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব না হলেও যজুর্বেদ ও অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থাদি থেকে শ্রী সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। শুক্ল যজুর্বেদে শ্রী এবং লক্ষ্মী দুই দেবী,—আদিত্যের দুই পত্নী,—

শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে···।[২]

—শ্রী ও লক্ষ্মী তোমার (আদিত্যের) পত্নী, দিবারাত্র তোমার পার্শ্বে থাকেন।

আচার্য মহীধর এখানে লিখেছেন, "যয়া সর্বজনাশ্রয়ণীয়ো ভবতি সা শ্রীঃ শ্রয়তেঽনয়া শ্রীঃ সম্পদিত্যর্থঃ।" যাঁর দ্বারা সর্বজনের আশ্রয়যোগ্য হয়, তিনিই শ্রী,—যাঁর দ্বারা আশ্রিত হয়, তিনিই শ্রী অর্থাৎ সম্পদ। যাঁর দ্বারা লক্ষিত হয়, তিনিই লক্ষ্মী অর্থাৎ সৌন্দর্য।

এখানে শ্রী অর্থে পার্থিব সম্পদ হতে পারে না, তাহলে আদিত্যপত্নী শ্রী হবেন কি ভাবে? শ্রী এখানে অবশ্যই আদিত্যের সম্পদ অর্থাৎ শোভা বা জ্যোতি। শুক্ল যজুর্বেদে আর এক স্থানে শ্রী শব্দের প্রয়োগ আছে।

রসো যশঃ শ্রীঃ শ্রয়তাং স্বাহা।[৩]

—রস যশ শ্রী আমাকে আশ্রয় করুক।

এখানে শ্রী শব্দের অর্থ সম্পদ বা সৌভাগ্য হওয়াই সম্ভব। কিন্তু মহীধর এখানে শ্রী শব্দে লক্ষ্মী অর্থ গ্রহণ করেছেন। নারায়ণ-উপনিষদে শ্রী শব্দ এবং লক্ষ্মী শব্দ পাশাপাশি বর্তমান :

গা বো হিরণ্যং ধনমন্নপানং সর্বেষাং শ্রিয়ৈ স্বাহা।[৪]

—আমার গাভীসমূহ, স্বর্ণ, ধন, অন্ন, পানীয় সকলেরই শ্রী (বৃদ্ধি) হোক্।

শ্রিয়ং চ লক্ষ্মীং পুষ্টিং কীর্তিং চানৃণ্যতাং বহুপুত্রতাম্।[৫]

—শ্রী, লক্ষ্মী, পুষ্টি, কীর্তি, ঋণমুক্তি এবং বহুপুত্রতা প্রাপ্ত হই।

শ্রী এবং লক্ষ্মী পাশাপাশি বর্তমান থাকায় উপনিষদের যুগেও এই শব্দ দুটি সমার্থক বলে গণ্য হয় নি। সুতরাং শ্রী ও লক্ষ্মী কোন কোন স্থানে দেবীরূপে

---

১ লক্ষ্মী ও গণেশ—অমূল্যচরণ—পৃঃ ৩৮ ২ শুক্ল যজুঃ—৩১।২২
৩ শুক্ল যজুঃ—৩১।৪ ৪ নাঃ উপঃ—৬৩।২ ৫ নাঃ উপঃ—৬৩।৩

স্বীকৃত হলেও দুইজনের একত্ব সম্ভব হয় নি। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও বসন, অন্নপানীয় এবং শ্রী কামনা করে ঋষি শ্রী অর্থে সম্পদ অথবা সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বুঝিয়েছেন।

বাসাংসি মম গাবশ্চ। অন্নপানে চ সর্বদা। ততো মে শ্রিয়মাবহ।[১] —আমার পরিচ্ছদ, গাভী, অন্ন ও পানীয় সর্বদা হোক্। তারপর আমার শ্রী বহন করে নিয়ে এস।

বৌধায়নের ধর্মসূত্রে শ্রী দেবীরূপে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছেন—"শ্রিয়ং দেবীং তর্পয়ামি।"[২] তৈত্তিরীয় আরণ্যকে শ্রী দেবীরূপে প্রতিভাত—"শ্রিয়মাবাহয়ামি গায়ত্র্যা।"[৩] এই মন্ত্রগুলিতে শ্রীর আবাহন থেকে মনে হয়, সৌভাগ্য বা সম্পদের দেবী হিসাবে শ্রী যতটা প্রসিদ্ধা হয়েছিলেন, লক্ষ্মীর ততটা প্রসিদ্ধি ছিল না। শতপথ ব্রাহ্মণেও শ্রীদেবী সম্পর্কে একটি উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানে শ্রী প্রজাপতির দেহ থেকে জন্মেছিলেন,—"প্রজাপতির্বৈ প্রজাঃ সৃজ্যমানোঽতপ্যত। তস্মাচ্ছ্রান্তাত্তেপানাচ্ছ্রীরুদক্রামৎ সা দীপ্যমানা ভ্রাজমানা লেলায়ন্ত্যতিষ্ঠত্তাং দীপ্যমানাং ভ্রাজমানাং লেলায়ন্তীং দেবা অভ্যধ্যায়ন্।"[৪] —(অস্যার্থঃ) প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টিতে রত হয়ে তপস্যা করছিলেন। তপঃক্লান্ত তাঁর দেহ থেকে শ্রী আবির্ভূতা হলেন। অত্যন্ত দীপ্তিমতী ও শোভাময়ী চঞ্চলা শ্রীর প্রতি দেবগণ ঈর্ষান্বিত হলেন।

তখন দেবগণ শ্রীকে বধ করে তাঁর গুণগুলি আত্মসাৎ করতে উদ্যত হন। নারীজাতি অবধ্যা বলে প্রজাপতি দেবতাদের শ্রীর রূপ ও গুণ ভাগ করে নিতে পরামর্শ দিলেন। দেবতারাও শ্রীর রূপগুণ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিলেন। পরে প্রজাপতির উপদেশে শ্রী দেবতাদের যজ্ঞদ্বারা তুষ্ট করে নিজের সমস্ত রূপ ও গুণ ফিরে পেয়েছিলেন।[৫]

সুতরাং শতপথ ব্রাহ্মণে শ্রী প্রজাপতির শক্তি এবং শোভা, সৌন্দর্য ও সম্পদের দেবতারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। রামায়ণে একস্থানে লক্ষ্মী ও শ্রী পৃথক দেবতা রূপে উল্লেখিত হয়েছেন। সীতাকে অরণ্য মধ্যে দেখে রাবণের মনে হয়েছিল পদ্মহীনা শ্রী—পদ্মহীনামিব শ্রিয়ম্।[৬] সীতাকে রাবণ বিভিন্ন দেবীর সঙ্গে তুলনা করে বলেছে—

> হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্তিঃ শুভা লক্ষ্মীরপ্সরা বা শুভাননে।
> ভূতির্বা ত্বং বরারোহে রতির্বাস্বৈরচারিণী॥[৭]

রামায়ণে অন্যত্র রামচন্দ্রকে বিষ্ণু এবং সীতাকে শ্রী বা লক্ষ্মীরূপে বর্ণিত হতে দেখা যায়।

> তস্য পত্নী মহাভাগা লক্ষ্মীঃসীতেতি বিশ্রুতা।[৮]

---

১ তৈঃ উপঃ—১।৪ ২ বৌধাঃ ধর্ম—২।৫।৯।১০ ৩ তৈঃ আঃ—১০।৩৫
৪ শতপথ—১১।৪।৩।১ ৫ শতপথ—১।১৪।৩।৪ ৬ রামাঃ অরণ্যকাণ্ড—৪৬।১৫
৭ রামাঃ অরণ্যকাণ্ড—৪৬।১৭ ৮ রামাঃ উত্তর—৪৫।২৩

অতীব রামঃ শুশুভে মুদান্বিতো
বিভুঃ শ্রিয়া বিষ্ণুরিবামরেশ্বরঃ ॥[১]

—অমরেশ্বর বিভু বিষ্ণু শ্রীলাভ করে যেমন শোভা পান রামও তেমনি সীতাকে লাভ করে সানন্দে শোভা পেতে লাগলেন।

দেবতাভিঃ সমারূপে সীতাশ্রীরিবরূপিণী।[২] —রূপে দেবতাদের সমান সীতা শ্রীর তুল্যা রূপময়ী।

সীতা লক্ষ্মীর্মহাভাগা সম্ভূতা বসুধাতলাৎ।[৩]

এই উদ্ধৃতিগুলিতে সীতার সঙ্গে কখনও লক্ষ্মীর কখনও শ্রীর তুলনা দেওয়া হয়েছে। শ্রী এবং লক্ষ্মী বিষ্ণুপত্নীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন, কিন্তু শ্রী ও লক্ষ্মীর অভিন্নতা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় না। উপরন্তু মনে হয় যে রামায়ণের কালেও শ্রী ও লক্ষ্মী একতা প্রাপ্ত হন নি।

মহাভারতে অর্জুন অস্ত্রলাভার্থে ইন্দ্রের নিকট গমনের প্রাক্কালে দ্রৌপদী অর্জুনের মঙ্গল কামনায় দেবগণের নিকট প্রার্থনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—

হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্তির্ধৃতিঃ পুষ্টিরুমা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী
ইমা বৈ তব পান্থস্য পালয়ন্তু ধনঞ্জয় ॥[৪]

এখানে স্পষ্টতঃই শ্রী ও লক্ষ্মী পৃথক্ দেবতারূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

মহাভারতের অপর একস্থানে লক্ষ্মী দক্ষের কন্যা এবং ধর্মের পত্নী। দক্ষ যে বারোটি কন্যা ধর্মকে দান করেছিলেন তাঁদের অন্যতমা লক্ষ্মী।

নামতো ধর্মপত্ন্যস্তাঃ কীর্ত্যমানা নিবোধ মে।
কীর্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্রিয়া তথা ॥
বুদ্ধির্লজ্জা মতিশ্চৈব পত্ন্যো ধর্মস্য তা দশ।[৫]

সুধাভোজন জাতকে শক্র বা ইন্দ্রের চার কন্যা—আশা, শ্রদ্ধা, শ্রী ও হ্রী। শাস্তা বলেছিলেন,—

আশা, শ্রদ্ধা, শ্রী, হ্রী, কনকবরণী
বাসবনন্দিনী এ চারি ভগিনী।

জাতকের বর্ণনা অনুসারে শ্রী ও লক্ষ্মী একই দেবসত্তা বলে মনে হয়। কৌশিক শ্রীকে বলেছিলেন, শিল্পী, বিদ্বান, পৌরুষসম্পন্ন, বুদ্ধিমান তোমার দয়া পায় না, অথচ নীচ, অলস, কদাকার, উদরসর্বস্ব ব্যক্তিও সুখ ঐশ্বর্য ভোগ করে, তুমি পণ্ডিতজনকে পীড়ন কর, ন্যায়ের মর্যাদা দাও না।[৬]

এই শ্রী যে সৌভাগ্য সম্পদের দেবতা, তাতে সন্দেহ নেই।

শ্রীজাতকে শ্রী সৌভাগ্যরূপে বর্ণিত। এক ব্রাহ্মণের শ্রী কুক্কুটের চূড়ায়,

---

১ রামাঃ আদি—৭৭।২৯ ২ রামাঃ আদি—৭৭।২৮ ৩ রামাঃ উত্তর—৪৬।৫৩
৪ মহাঃ বনপর্ব—৩৩।৩৩ ৫ মহাঃ আদি—৬১।১৪-১৫
৬ জাতক—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৫০-৫১

[illegible] চ, পরে যষ্ঠিতে ও শেষে ব্রাহ্মণপত্নীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই জাতকেই লক্ষ্মী সৌভাগ্যের দেবতা। শাস্তা জাতক-কাহিনীর শেষাংশে বলেছেন:

ভাগ্যহীন সদা ছুটে যে ধনের তরে,
লক্ষ্মীমান্ অনায়াসে লাভ তাহা করে।
শিল্পী বা অশিল্পী, জ্ঞানী কিম্বা মূঢ়জন
লক্ষ্মীর কৃপায় হয় সৌভাগ্যভাজন।[১]

শ্রীকালকর্ণী জাতকে শ্রী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা। তিনি মহাজনদিগের ঐশ্বর্যদায়িনী। শুধু তাই নয়, তিনি মহাপ্রজ্ঞাও। শ্রী বলেছিলেন,

অপার ঐশ্বর্যশালী ধৃতরাষ্ট্র নামে
মহারাজ সুবিখ্যাত এই ধরাধামে।
আমি তাঁর কন্যা এই দিনু পরিচয়,
শ্রী আমি, আমিই লক্ষ্মী জানিও নিশ্চয়।
বহুপ্রজ্ঞা বলি পূজে আমারে সবাই
বাসস্থান মাগিতেছি আসি তব ঠাঁই॥[২]

সুমঙ্গল জাতকের টীকায় লক্ষ্মী পরিবার, সম্পত্তি ও প্রজ্ঞা দান করেন। শালিকেদার জাতকে তিনি প্রজ্ঞা ও সদ্‌গুণ দান করেন। শ্রীজাতকে দেবীর কৃপায় নির্বাণ ও সম্পত্তি লাভ হয়। বৌদ্ধ মহাযান মতে সরস্বতীর বিভিন্ন রূপ কল্পিত হলেও পালি জাতকে শ্রী বা লক্ষ্মী সম্পদ ও জ্ঞানের দেবতা। সুতরাং বৌদ্ধধর্মের প্রথম দিকে সরস্বতী ও লক্ষ্মী একই দেবতা ছিলেন বলে অনুমিত হয়।[৩]

মহাভারত অনুসারে সমুদ্রমন্থনকালে ঘৃত থেকে শ্বেতপদ্মোপরি উপবিষ্টা শ্রী উঠেছিলেন—

শ্রীরনন্তরমুৎপন্না ঘৃতাৎ পাণ্ডুরবাসিনী।[৪]

তারপর মহাভারতকার বলছেন, অমৃত এবং লক্ষ্মীকে নিয়ে দেব ও অসুরের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি হয়েছিল—অমৃতার্থে চ লক্ষ্ম্যর্থে মহান্তং বৈরমাশ্রিতাঃ।[৫] মনে হয়, মহাভারতকার শ্রী ও লক্ষ্মী একই দেবসত্তাকে লক্ষ্য করে বলেছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও সমুদ্রমন্থনে শ্রীর উৎপত্তি কাহিনী বর্তমান।

ততশ্চাবিরভূৎ সাক্ষাচ্ছ্রীরমা ভগবৎপরা।
রঞ্জয়ন্তী দিশঃ কান্ত্যা বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা॥[৬]

—তারপর আবির্ভূতা হলেন মূর্তিধারিণী পরমা ভগবতী শ্রী রমা সৌদামিনী বিদ্যুতের মত চতুর্দিক আলোকিত করে।

লক্ষ্মীর আবির্ভাবের পরে চতুর্দিকে [illegible], দিগ্‌গজগণ পূর্ণকলসের দ্বারা ব্রাহ্মণপঠিত বেদমন্ত্র সহকারে দেবীকে অভিষিক্ত করলেন।

---

১ জাতক—ঈশানচন্দ্র—২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৭ ২ তদেব—৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৭
৩ Hindu Divinities in Japanese Buddhist Pantheon—p. 128
৪ মহাঃ আদি—১৮।৩৫ ৫ তদেব—১৮।৪৫. ৬ ভাগবত—৮।৮।৮

ততোঽভিষিষিচুর্দেবীং শ্রিয়ং পদ্মকরাং সতীম্।
দিগিভাঃ পূর্ণকলসৈঃ সূক্তবাক্যৈর্দ্বিজেরিতৈঃ ॥[১]

শ্রী এখানে হস্তিশুণ্ডস্নাতা গজলক্ষ্মী। অভিষেকের পরে দেবগণ লক্ষ্মীকে দিলেন সাজিয়ে,—সরস্বতী দিলেন হার, ব্রহ্মা দিলেন পদ্ম এবং নাগগণ দিলেন কুণ্ডলদ্বয়—

হারং সরস্বতী পদ্মমজো নাগাশ্চ কুণ্ডলে।[২]

পদ্মপুরাণেও অনুরূপ বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়—

ততঃ স্ফুরৎকান্তিমতী বিকাশিকমলে স্থিতা।
শ্রীদেবী পয়সস্তস্মাদুত্থিতা ধৃতপঙ্কজা।
তাং তুষ্টুবুর্মুদাযুক্তাঃ শ্রীসূক্তেন মহর্ষয়ঃ ॥[৩]

—তারপর বিকশিত পদ্মে আসীনা উদ্‌ভাসিত জ্যোতিতে ভাস্বর শ্রীদেবী পদ্মধারণ করে জল থেকে উত্থিতা হলেন। মহর্ষিগণ তাঁকে সানন্দে শ্রীসূক্ত দ্বারা স্তুতি করলেন। সেই সময়ে গঙ্গা প্রভৃতি নদীকুল তাঁর স্নানের উদ্দেশ্যে সমাগত হলেন এবং দিগ্‌গজসমূহ পূর্ণকলসে নির্মল জল নিয়ে দেবীকে স্নান করালেন।

গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তোয়ৈঃ স্নানার্থমুপতস্থিরে।
দিগ্‌গজা হেম পাত্রস্থমাদায় বিমলং জলম্ ॥
স্নাপয়াঞ্চক্রিরে দেবীং সর্বলোক মহেশ্বরীম্।[৪]

তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রীর পতিরূপে নির্দিষ্ট করলেন বিষ্ণুকে, শ্রীও বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল আশ্রয় করলেন—

সা তু শ্রীর্ব্রহ্মণা প্রোক্তা দেবি গচ্ছস্ব কেশবম্।
ময়া দত্তং পতিং প্রাপ্য মোদস্ব শাশ্বতীঃ সমা ॥
পশ্যতাং সর্বদেবানাং গতা বক্ষঃস্থলং হরেঃ।[৫]

এই শ্রী ও লক্ষ্মী দুই পৃথক দেবতা হয়েও ক্রমে ক্রমে মিশে এক হয়ে গেলেন। এই সমীকরণ সম্ভব হয়েছে পুরাণের যুগে সম্ভবতঃ গুপ্তরাজাদের সময়ে। লক্ষ্মী ও শ্রী আদিতে ছিলেন শোভা ও সৌন্দর্যের দেবতা। ক্রমে তাঁরা মিশে গিয়ে হলেন সৌভাগ্যের দেবতা সুতরাং ধনৈশ্বর্যের দেবতা। ধন ও ঐশ্বর্যের দেবতায় পরিণত হওয়ায় লক্ষ্মী ব্যাপকভাবে পূজা লাভ করতে থাকেন রাজার সৌভাগ্য দেবী রাজলক্ষ্মী, গৃহের সৌভাগ্যদায়িনী হিসাবে গৃহলক্ষ্মী ইত্যাদিরূপে। তিনি সর্বব্যাপিনী মহাশক্তিরূপে সকল বস্তুর শ্রী বা সৌন্দর্যরূপে পরিগণিতা হলেন।

মহালক্ষ্মীশ্চ যোগেন নানারূপা বভূব সা।
বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মীঃ পরিপূর্ণতমা পরা ॥

* * *

---

১ ভাগবত—৮।৮।১৪ ২ ভাগবত—৮।৮।১৬ ৩ পদ্মপুঃ সৃষ্টিখণ্ড—৪।৫৮-৯
৪ পদ্মপুঃ সৃষ্টি—৪।৬১-৬২ ৫ পদ্মপুঃ সৃষ্টিখণ্ড

স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রসম্পৎস্বরূপিণী।
পাতালেষু মর্তেষু রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসু ॥
গৃহলক্ষ্মীর্গৃহেষেব গৃহিণী চ কলাংশয়া।
সম্পৎস্বরূপা গৃহিণাং সর্বমঙ্গলমঙ্গলা ॥
গবাং প্রসূঃ সা সুরভী দক্ষিণা যজ্ঞকামিনী।
ক্ষীরোদসিন্ধু কন্যা সা শ্রীরূপা পদ্মিনীষু চ ॥
শোভারূপা চ চন্দ্রে চ সূর্যমণ্ডলমণ্ডিতা ॥
বিভূষণেষু রত্নেষু ফলেষু চ জলেষু চ ॥
নৃপেষু নৃপপত্নীষু দিব্যস্ত্রীষু গৃহেষু চ।
সর্বশস্যেষু বস্ত্রেষু স্থানেষু সংস্কৃতেষু চ ॥[১]

—মহালক্ষ্মী যোগের দ্বারা নানারূপ গ্রহণ করেছিলেন। বৈকুণ্ঠে তিনি পরিপূর্ণতমা শ্রেষ্ঠা মহালক্ষ্মী।...স্বর্গে তিনি ইন্দ্রের সম্পৎরূপা স্বর্গলক্ষ্মী, পাতালে ও মর্তেও তিনি অধিষ্ঠিতা, রাজাদের মধ্যে তিনি রাজলক্ষ্মী। গৃহে তিনি গৃহলক্ষ্মী, অংশতঃ গৃহিণী, গৃহীদের সর্বমঙ্গলকারিণী মঙ্গলা সম্পৎরূপিণী। তিনি গাভীদের জননী সুরভী, যজ্ঞের পত্নী দক্ষিণা, তিনি ক্ষীরোদ সমুদ্রকন্যা, পদ্মফুলের সৌন্দর্যরূপিণী, চন্দ্রের শোভারূপা, সূর্যমণ্ডলের শোভা। অলংকারে, রত্নে, ফলে, জলে, গৃহে, সকল শস্যে, বস্ত্রে, পরিষ্কৃত স্থানে তিনি অধিষ্ঠিতা।

সংক্ষেপে সকল বস্তুরই শোভা সৌন্দর্য সৌভাগ্য রূপে লক্ষ্মী সর্বত্রই বিরাজ করেন।

লক্ষ্মী ভৃগু ও খ্যাতির কন্যা ঃ পুরাণে লক্ষ্মীদেবী মহর্ষি ভৃগুর কন্যা ভৃগুপত্নী খ্যাতির গর্ভজাতা রূপে বর্ণিতা হয়েছেন।

ভৃগুঃ খ্যাত্যাং মহাভাগঃ পত্ন্যাং পুত্রানজীজনৎ।
ধাতারঞ্চ বিধাতারং শ্রিয়ঞ্চ ভগবৎপরাম্ ॥[২]

—মহাভাগ ভৃগু পত্নী খ্যাতির গর্ভে ধাতা, বিধাতা ও ভগবৎপরায়ণা শ্রী, এই তিন সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণও একই কথা বলেছেন,—

দেবৌ ধাতা বিধাতারৌ ভৃগোঃ খ্যাতিরসূয়ত।
শ্রিয়ঞ্চ দেবদেবস্য পত্নী নারায়ণস্য যা ॥[৩]

—ভৃগুর ঔরসে খ্যাতি ধাতা এবং বিধাতা নামে দেবদ্বয় এবং দেবদেব নারায়ণের পত্নী শ্রীকে প্রসব করেছিলেন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও ভৃগুপত্নী খ্যাতির গর্ভে ধাতা, বিধাতা এবং শ্রী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রী নারায়ণকে পতিরূপে লাভ করে বল এবং উৎসাহ নামে দুই পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন—

১ ব্রহ্মবৈবর্ত—প্রকৃতিখণ্ড—৩৫।১৬, ১৮-২২ ২ ভাগবত—৪।১।৪৪
৩ বিষ্ণু প্রথমাংশ—৮।১৩

ভৃগোঃ খ্যাতির্বিজজ্ঞেহথ ঈশ্বরৌ সুখদুঃখয়োঃ।
শুভাশুভপ্রদাতারৌ সর্বপ্রাণভৃতামিহ ॥
দেবৌ ধাতাবিধাতারৌ মন্বন্তর বিচারিণৌ।
তয়োর্জ্যেষ্ঠা তু ভগিনী দেবীশ্রীর্লোকভাবিনী ॥
সা তু নারায়ণং দেবং পতিমাসাদ্য শোভনম্।
নারায়ণাত্মজৌ সাধ্বী বলোৎসাহৌ ব্যজায়ত।[১]

ভৃগুনন্দিনীর নাম সর্বত্রই শ্রী, লক্ষ্মী নয়। লক্ষ্মী ও শ্রী একাধার হয়ে এক দেবতারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করতে বেশ সময় লেগেছে। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রী বা লক্ষ্মী অজা হয়েও ভৃগুঋষির কন্যা হলেন কেন, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। সম্ভবতঃ পুরাণকাররা দেবতার সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার সম্পর্ক পাতাতে চেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে পুলোমা দৈত্যের কন্যা ইন্দ্রপত্নী শচীর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। দক্ষ-কন্যা সতী হিমালয় দুহিতা পার্বতী, কশ্যপ ঋষির পুত্র বামন বিষ্ণু, বসুদেব-দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির কথাও স্মর্তব্য।

দুই উপাখ্যানের সামঞ্জস্য : শ্রী-লক্ষ্মীর উৎপত্তি সম্পর্কিত দ্বিবিধ কাহিনীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য পুরাণকারগণ ইন্দ্রের প্রতি দুর্বাসার অভিশাপের কাহিনী রচনা করেছেন। মৈত্রেয় এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন পরাশরকে—

ক্ষীরোদ্ধৌ শ্রীঃ সমুৎপন্না শ্রূয়তেঽমৃতমন্থনে।
ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্নেত্যেতদাহ কথং ভবান্ ॥[২]

—ক্ষীর সমুদ্রে অমৃতমন্থনকালে শ্রী উৎপন্না হয়েছিল শুনেছি, আবার আপনি কেমন করে বললেন যে তিনি ভৃগুর ঔরসে খ্যাতির গর্ভে উৎপন্না ?

উত্তরে পরাশর বিবৃত করলেন ইন্দ্রের প্রতি দুর্বাসার অভিশাপের কাহিনী। এ কাহিনী সুপরিচিত—মহাভারতে বিষ্ণুপুরাণে ভাগবতে এবং অন্যান্য পুরাণে বর্ণিত। দুর্বাসা মুনি একদিন একটি পুষ্পমাল্য উপহার দিয়েছিলেন ইন্দ্রকে, ইন্দ্র মালাটি রাখলেন বাহন ঐরাবতের মাথায়। ঐরাবত মালাটিকে পদদলিত করায় অপমানিত ঋষি ইন্দ্রকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—

মদ্দত্তা ভবতা যস্মাৎ ক্ষিপ্তা মালা মহীতলে।
তস্মাৎ প্রনষ্টলক্ষ্মীকং ত্রৈলোক্যং তে ভবিষ্যতি ॥[৩]

—যেহেতু আমার দেওয়া মালা মাটিতে ফেলেছ, সেই জন্য তোমার ত্রিলোক লক্ষ্মীছাড়া হবে।

অপরাধ করলেন ইন্দ্র, কিন্তু লক্ষ্মী নির্বাসিতা হলেন সাগরতলে। পরে দেবগণের স্তবে প্রীত হয়ে বিষ্ণু লক্ষ্মীলাভের জন্য দেবতাদের উপদেশ দিলেন সমুদ্র মন্থন করতে। কিন্তু পদ্মপুরাণে (সৃষ্টি খণ্ড) লক্ষ্মী সমুদ্র থেকে উত্থিতা হওয়ার পর ভৃগুকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

---

১ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—২৯।১-৩ ২ বিষ্ণুপুঃ—১।৮।১৪ ৩ বিষ্ণুপুঃ—১।৯।১৩

এবং লক্ষ্মীর্মহাভাগা উৎপন্না ক্ষীরসাগরাৎ।
পুনঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্না ভৃগোরেষা সনাতনী ॥[১]

পদ্মপুরাণেই অন্যত্র বিষ্ণুপত্নী ভৃগুনন্দিনী লক্ষ্মী ব্রহ্মার যজ্ঞে আমন্ত্রিতা হয়েছিলেন—

ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্না বিষ্ণুপত্নী যশস্বিনী।
আমন্ত্রিতা তদা লক্ষ্মীস্তত্রায়াতা ত্বরান্বিতা ॥[২]

আবার দেবী ভাগবতে ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লক্ষ্মী দেবী কৃষ্ণের বামাংস-সম্ভূতা—

স্বষ্টেরাদৌ পুরা ব্রহ্মন্ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
দেবী বামাংসসম্ভূতা বভূব রাসমণ্ডলে ॥
অতীব সুন্দরী শ্যামা ন্যগ্রোধপরিমণ্ডিতা।
যথা দ্বাদশবর্ষীয়া শশ্বৎসুস্থিরযৌবনা ॥
শ্বেতচম্পকবর্ণাভা সুখদৃশ্যা সুমনোহরা।
শরৎকোটীন্দু প্রভাপ্রচ্ছাদনাননা ॥
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মানাং শোভামোচনলোচনা।
সা দেবী দ্বিবিধা ভূতা সহসৈবেশ্বরেচ্ছয়া ॥

* * *

তদ্বামাংসান্মহালক্ষ্মীর্দক্ষিণাংসাচ্চ রাধিকা ॥[৩]

—হে ব্রহ্মণ, সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মা কৃষ্ণের বাম স্কন্ধ থেকে দেবী রাসমণ্ডলে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। অত্যন্ত সুন্দরী শ্যামবর্ণা ন্যগ্রোধপুষ্পভূষিতা, দ্বাদশ-বর্ষীয়া, সুস্থিরযৌবনা, শ্বেতচম্পকের বর্ণবিশিষ্টা, সুদৃশ্যা শারদকোটিচন্দ্রের প্রভাময়বদনা, শরৎকালীন মধ্যাহ্নের পদ্মশোভাসম্পন্ন লোচনযুক্তা। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই দেবী সহসা দ্বিবিধা হলেন। ...তাঁর বামস্কন্ধ থেকে জন্মালেন মহালক্ষ্মী এবং দক্ষিণস্কন্ধ থেকে রাধিকা।

লক্ষ্মীদেবীর স্বরূপ ঃ সৌভাগ্য ও সম্পদের দেবী লক্ষ্মী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানেই সৌভাগ্য ও সম্পদ অবস্থিত সেখানেই লক্ষ্মীদেবী বিরাজিতা।

স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মী শক্রসম্পৎস্বরূপিণী।
পাতালেষু চ মর্ত্যেষু রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসু ॥
গৃহলক্ষ্মীর্গৃহেষ্বেব গৃহিণী চ কলাংশয়া।
সম্পৎস্বরূপা গৃহিণাং সর্বমঙ্গল মঙ্গলা ॥
গবাং প্রসূঃ সা সুরভী দক্ষিণা যজ্ঞ কামিনী।
ক্ষীরোদসিন্ধুকন্যা সা শ্রীরূপা পদ্মিনীষু ॥

---

১ পদ্মপুঃ সৃষ্টি—৪।৮৭-৮৮ ২ তদেব—১০।১০২
৩ ব্রহ্মবৈঃ প্রকৃতিখণ্ড—৩৫।৪-৭, ৯ ; দেবী ভাঃ—৯।৪০।৪-৭, ৯

শোভারূপা চ চন্দ্রে চ সূর্যমণ্ডলমণ্ডিতা।
বিভূষণেষু রত্নেষু ফলেষু চ জলেষু চ॥
নৃপেষু নৃপপত্নীষু দিব্যস্ত্রীষু গৃহেষু চ।
সর্বশস্যেষু বস্ত্রেষু স্থানেষু সংস্কৃতেষু চ॥[১]

—এই দেবী স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী ইন্দ্রের সম্পৎরূপা, মর্তে এবং পাতালে রাজাদের রাজলক্ষ্মী, গৃহে তিনি গৃহলক্ষ্মী এবং অংশরূপে গৃহিণী, গৃহিগণের সম্পৎস্বরূপ—সর্বপ্রকার মঙ্গলকারিণী, গাভীগণের জননী সুরভি তিনি, তিনিই যজ্ঞপত্নী দক্ষিণা, ক্ষীরোদ-সাগরের কন্যা, পদ্মিনীর শোভা, তিনি চন্দ্রের শোভা, সূর্যমণ্ডলের দ্যুতি; রত্নালংকারে, ফলে, জলে, নৃপে, নৃপপত্নীতে, দেবাঙ্গনায়, গৃহে, সর্বপ্রকার শস্যে, বস্ত্রে, সকল পরিষ্কার স্থানে বর্তমানা।

এক কথায়, লক্ষ্মী হলেন সকল জীবের বা বস্তুর শ্রী-সৌভাগ্য-শোভা-সম্পদ্। সেইজন্যই শ্রী ও লক্ষ্মী একদা পৃথক্‌রূপে আবির্ভূতা হয়েও এক হয়ে গেছেন। সম্পৎ ও সৌভাগ্যের অধিদেবতা হিসাবে শ্রীলক্ষ্মী ব্যাপকভাবে পূজিতা হন। লক্ষ্মীশব্দের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পুরাণকার বলেছেন—

লক্ষ্যতে দৃশ্যতে বিশ্বং স্নিগ্ধদৃষ্ট্যা যয়ানিশম্।
দেবীভূতা চ মহতী মহালক্ষ্মীশ্চ সা স্মৃতা॥[২]

—যিনি দিবারাত্র বিশ্বকে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন, অর্থাৎ দর্শন করেন, সেই মহতী দেবী লক্ষ্মীদেবীরূপে স্মৃতা হন।

লক্ষণীয় এই যে দিবারাত্র যিনি জীবকে স্নেহময় চক্ষু দিয়ে দর্শন করেন—এমন সমদর্শী দেবতা সূর্য ছাড়া আর কে হতে পারেন? ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অন্যান্য বস্তুর শোভার মত তিনি সূর্যমণ্ডলেরও দ্যুতি,—সূর্যমণ্ডলমণ্ডিতা। বৈদিক বিষ্ণু সূর্য,[৩] সেই সূর্য-বিষ্ণুর শক্তি বা পত্নী শ্রী-লক্ষ্মী। বিষ্ণুর বক্ষে লক্ষ্মীর অবস্থান—তিনি বিষ্ণুবক্ষঃস্থলাশ্রয়া। শুক্ল যজুর্বেদের মতে শ্রী ও লক্ষ্মী আদিত্যেরই পত্নী। বৈদিক সূর্যপত্নী শরণ্যু, উষা সূর্যা প্রভৃতির সঙ্গে পরবৈদিক শ্রী ও লক্ষ্মী অভিন্না। সমুদ্রমন্থনের কাহিনী অবশ্যই রূপক কাহিনী। অন্তহীন নীলাকাশকে সমুদ্ররূপে কল্পনা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই সাগর থেকেই উদ্ভূতা হয়েছেন উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত প্রভৃতির সঙ্গে বিশ্বের সকল শোভা সৌন্দর্যের হেতুভূতা দেবী শ্রী বা লক্ষ্মী। সমুদ্রমন্থন সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করেছি।[৪] সূর্যও পদ্ম, আকাশও পদ্ম।[৫] তাই পদ্মাসনা পদ্মালয়া পদ্মা লক্ষ্মী। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রমন্থনকে রূপক-কাহিনী হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত অখণ্ড সৌন্দর্যরূপা লক্ষ্মীকে লাভ করাই তাঁর মতে সমুদ্র থেকে লক্ষ্মীলাভের তাৎপর্য।

১ ব্রহ্মবৈঃ প্রকৃতি—৩৫।১৬-২২; দেবীভাঃ—৯।৪০।১১৭-২২
২ ব্রহ্মবৈবর্ত প্রকৃতি—৩৫।৪-৭, ৯ ৩ হিন্দুদের দেবদেবী—২য় পর্ব বিষ্ণুপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য
৪ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম পর্ব, ২য় সং, পৃঃ ৪১০; ২য় পর্ব, ২য় সং, পৃঃ ২৪৬-৪৮
৫ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য় পর্ব, ২য় সং, পৃঃ ৩৮২-৮৪ দ্রষ্টব্য

একদিন বহুপূর্বে, আছে ইতিহাস,
নিকষে সোনার রেখা সবে যেন দিল দেখা—
আকাশে প্রথম সৃষ্টি পাইল প্রকাশ।
মিলি যত সুরাসুর কৌতূহলে ভরপুর
এসেছিল পা টিপিয়া এই সিন্ধুতীরে।
অতলের পানে চাহি নয়নে নিমেষ নাহি,
নীরবে দাঁড়ায়ে ছিল স্থির নতশিরে।
বহুকাল স্তব্ধ থাকি শুনেছিল মুদে আঁখি
এই মহাসমুদ্রের গীতি চিরন্তন।
তারপর কৌতূহলে ঝাঁপায়ে অগাধ জলে
করেছিল এ অনন্ত রহস্যমন্থন।
বহুকাল দুঃখ সেবি নিরখিল, লক্ষ্মীদেবী
উদিলা জগৎমাঝে অতুল সুন্দর।[১]

কবির বর্ণনায় মহাসমুদ্র মহাকাল কি মহাকাশ বোঝা না গেলেও সৃষ্টির প্রথম উষায় সুরাসুরের মিলিত প্রয়াসে রহস্যসাগর মন্থন করে লক্ষ্মীলাভ বিশ্ব-সৌন্দর্যাধিষ্ঠাত্রী সৌন্দর্যলক্ষ্মীলাভের রূপককাহিনী। আর সকল সৌন্দর্যের আধার সূর্য বা তার দ্যুতি। বাল্মীকির রামায়ণে (আদিকাণ্ড ৪৫ সর্গ) সমুদ্র-মন্থন কাহিনীতে অপ্‌সরা, উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত প্রভৃতি সমুদ্র থেকে উঠলেও লক্ষ্মীর আবির্ভাব-কথা অনুল্লিখিত। সুতরাং মনে হয়, লক্ষ্মীর সঙ্গে সমুদ্রমন্থনের সংযোগ অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের।

লক্ষ্মীকে ভৃগু ও খ্যাতির কন্যারূপে বর্ণনা করা হয়েছে পুরাণে। ভৃগু শব্দের এক অর্থ উচ্চস্থান। মানব সমাজে উচ্চ মর্যাদা ও খ্যাতির সঙ্গে সম্পদের সংযোগ ঘনিষ্ঠতর। উচ্চমর্যাদা ও খ্যাতির মিলন ঘটলে শ্রী বা লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়। এইজন্যই সম্ভবতঃ লক্ষ্মী ভৃগু ও খ্যাতির কন্যা। পুরাণানুসারে ভৃগু মুনি জন্মে-ছিলেন ব্রহ্মার যজ্ঞ থেকে অথবা তিনি ব্রহ্মার মানস-পুত্র, দশ প্রজাপতির অন্যতম। এদিকেও দেখি, ব্রহ্মারূপী সূর্য ও যজ্ঞাগ্নির সঙ্গে ভৃগু সম্পর্কান্বিত। সূর্যতেজোদ্ভবা লক্ষ্মীও সেইজন্যই ভৃগুনন্দিনী।

বিষ্ণু-শক্তি লক্ষ্মী ঃ লক্ষ্মী বিষ্ণুপত্নী—বিষ্ণুশক্তি। তাই তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুবক্ষঃস্থলাশ্রয়া।

রমার আশার বাস হরির উরসে।[২]

স্কন্দগুপ্তের জুনাগড় শিলালিপিতে (৪৫৫-৪৫৮ খ্রীঃ) বিষ্ণুই লক্ষ্মীর বাসস্থান—

কমলনিলয়নায়াঃ শাশ্বতং ধাম লক্ষ্ম্যাঃ
স জয়তি বিজিতার্তির্বিষ্ণুরত্যন্তজিষ্ণুঃ ॥[৩]

১ পরশ পাথর—সোনার তরী ২ মেঘনাদবধ কাব্য—১ম সর্গ
৩ Select Inscriptions, Ed. D. C. Sircar, C.U., p. 300

—যিনি কমলালয়া লক্ষ্মীর শাশ্বত বাসস্থান,—সেই সমস্ত দুঃখজয়ী অত্যন্ত জয়শীল বিষ্ণুর জয় হোক।

লক্ষ্মী বিষ্ণুর আনন্দরূপিণী শক্তি বা হ্লাদিনীশক্তি—

হ্লাদিনী ত্বয়ি শক্তিঃ সা ত্বয্যেকা সহভাবিনী।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥[১]

—তোমারই (বিষ্ণুর) হ্লাদিনী শক্তি, তিনি তোমাতেই সমান ভাবময়ী—তিনি আনন্দদায়িনী,—তিনি তোমাতেই সগুণ এবং নির্গুণ মিশ্রিত রূপ।

কূর্মপুরাণে বিষ্ণু বলেছেন—

ইয়ং স [illegible] ব্রহ্মরূপিণী
মায়া মম প্রিয়া [illegible] ধার্যতে জগৎ ॥

* * *

প্রাগেব মত্তঃ সঞ্জাতা শ্রীঃ কল্পে পদ্মবাসিনী ॥
চতুর্ভুজা শঙ্খচক্রপদ্মহস্তা স্রগান্বিতা।
কোটিসূর্যপ্রতীকাশা মোহিনী সর্বদেহিনাম্ ॥[২]

—ইনি চিন্ময়ী ব্রহ্মরূপিণী, আমার অনন্ত মায়া, যাঁর দ্বারা জগৎ ধৃত হয় …পূর্বকালে পদ্মবাসিনী শ্রী আমা থেকেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন—তিনি চতুর্ভুজা, শঙ্খচক্রপদ্মহস্তা, মাল্যভূষিতা, কোটিসূর্যসমা সকল দেহীর মনোহারিণী।

বিষ্ণুপুরাণে সমুদ্রমন্থনকালে লক্ষ্মী আবির্ভূতা হয়েই বিষ্ণুর বক্ষ আশ্রয় করেছিলেন—

পশ্যতাং সর্বদেবানাং যযৌ বক্ষঃস্থলং হরেঃ ॥
তয়াবলোকিতা দেবা হরিবক্ষঃস্থলস্থয়া।
লক্ষ্ম্যা মৈত্রেয় সহসা পরাং নির্বৃতিমাগতাঃ ॥[৩]

তিনি সকল দেবগণের সম্মুখেই হরির বক্ষঃস্থলে গমন করলেন। লক্ষ্মী হরির বক্ষঃস্থল আশ্রয় করায় দেবগণ, হে মৈত্রেয়, পরম আনন্দ প্রাপ্ত হলেন।

স্কন্দপুরাণে (রেবাখণ্ড) ভৃগু ও খ্যাতির কন্যা লক্ষ্মী কিভাবে বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করলেন, সে সম্বন্ধে একটি গল্প আছে।

ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্না লক্ষ্মীঃ শ্রুত্বা তু বৈ নৃপ।
বৈশ্বরূপং পরং রূপং বিস্মিতাচিন্তয়ত্তদা ॥
কেনোপায়েন স স্যান্মে ভর্তা নারায়ণঃ প্রভুঃ।
ব্রতেন তপসা বাপি দানেন নিয়মেন চ ॥
বৃদ্ধানাং সেবনেনাথ দেবতারাধনেন বা।[৪]

১ পদ্ম সৃষ্টি—৪।১২৪
২ কূর্ম পূর্বভাগ—১।০৪, ৩৮, ৩৯
৩ বিষ্ণু—১।৯।১০৪-৫
৪ স্কন্দ রেবা—১৯৪।৪-৬

—খ্যাতির গর্ভে জাতা ভৃগুকন্যা লক্ষ্মী বিস্মিত হয়ে বিশ্বরূপের শ্রেষ্ঠরূপ চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, কি উপায়ে প্রভু নারায়ণ আমার ভর্তা হবেন—ব্রত, তপস্যা, দান, বৃদ্ধসেবা অথবা দেবারাধনা?

এইরূপ চিন্তা করে লক্ষ্মী তপস্যা করতে মনস্থ করে সমুদ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করলেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ শঙ্খচক্রগদা ধারণ করে বিষ্ণুর ছদ্মবেশে লক্ষ্মীর কাছে গেলে লক্ষ্মী বললেন, তোমরা আমাকে বিশ্বরূপ দেখাও। দেবগণ অসমর্থ হয়ে লজ্জায় বিষ্ণুর নিকট নিজেদের পরাভবদুঃখ নিবেদন করলেন। বিষ্ণু চিন্তা করলেন, ভার্গবী উগ্র তপস্যায় নিজ দেহকেই দগ্ধ করছেন। সুতরাং তাঁর কাছে গিয়ে বর দিয়ে বা বিশ্বরূপ দেখিয়ে আমি আবার তপস্যা করবো। বিষ্ণু সাগরতলে লক্ষ্মীর কাছে গিয়ে বর দিতে উদ্যত হলেন। লক্ষ্মীর একটি মাত্র প্রার্থনা: বিষ্ণুর বিশ্বরূপ দর্শন, আর একটি মাত্র জিজ্ঞাসা বিষ্ণু কি জন্য তপস্যা করছেন গন্ধমাদনে? রমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে বিষ্ণু দেখালেন বিশ্বরূপ—"রূপং পরং যথোক্তং বৈ বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ।"[১] তখন দেবরাজ নারায়ণের মনোভাব জেনে ভৃগুর কাছে নারায়ণের জন্য সেই কন্যা প্রার্থনা করলেন। ধর্মাত্মা ভৃগুও নারায়ণকে কন্যা দান করলেন।

তেতো ভৃগুঃ দেবরাজো নারায়ণ-বিচিন্তিতম্।
বব্রে জ্ঞাত্বা তু তৎকন্যাং ধর্মাত্মা স দদৌ চ তাম্॥[২]

পদ্মপুরাণে সাবিত্রী বিষ্ণুকে বর দিয়েছিলেন—

ইয়ং লক্ষ্মীঃ সদা বৎস হৃদয়ে তে নিবৎস্যতি।
বিনা ত্বয়া ন চান্যত্র রতিং যাস্যতি কর্হিচিৎ॥
ভৃগোঃ পত্ন্যাং সমুৎপন্না পত্নোষা তব সুব্রতা।
দেবদানব যত্নেন সম্ভূতা চোদধৌ পুনঃ॥[৩]

—হে বৎস, এই লক্ষ্মী সর্বদা তোমার হৃদয়ে বাস করবে, তুমি ছাড়া অন্যত্র কোথাও আনন্দ পাবে না। ভৃগুপত্নীর গর্ভজাতা তোমার এই পত্নী দেব ও দানবের চেষ্টায় পুনরায় সমুদ্র থেকে জন্মলাভ করবেন।

বামনপুরাণে বিষ্ণু স্বয়ং লক্ষ্মী, সরস্বতী ও আরও দুই দেবীকে সৃষ্টি করেছিলেন। দৈত্যরাজ বলি স্বীয় প্রতাপে দেবগণকে হীনবল ও ত্রিলোক অভিভূত করলে ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী বলির নিকট আগমন করলেন এবং বলি কর্তৃক জিজ্ঞাসিতা হয়ে স্বীয় পরিচয় এবং আগমনের হেতু বর্ণনা প্রসঙ্গে বিষ্ণুসৃষ্টা ললনা চতুষ্টয়ের বিবরণ দিয়েছিলেন। লক্ষ্মী বলিকে বলেছিলেন—

অপ্রতর্ক্যবলো দেবো যোঽসৌ চক্রগদাধরঃ।
তেন ত্যক্তস্তু মঘবান্ ততোঽহন্ত্বামিহাগতা॥
স নির্মমে যুবত্যস্তু চতস্রো রূপসংযুতাঃ।
শ্বেতাম্বরাধরা চৈব শ্বেতস্রগন্ধলেপনা॥

---

১ স্কন্দ, রেবা—১১৪।২২ ২ তদেব—১১৪।৩৯ ৩ পদ্মপু০ সৃষ্টি খণ্ড—৩৮

শ্বেতবৃন্দারকারূঢ়া সত্ত্বাঢ্যা শ্বেতবিগ্রহা।
রক্তাম্বরধরা চান্যা রক্তস্রগনুলেপনা ॥
রক্তবাজিসমারূঢ়া রক্তাঙ্গী রাজসী হি সা।
পীতাম্বরা পীতবর্ণা পীতস্রগনুলেপনা ॥
সৌবর্ণস্যন্দনারূঢ়া তামসং গুণমাশ্রিতা।
নীলাম্বরা নীলমাল্যা নীলগন্ধালিসপ্রভা ॥
নীলবৃষসমারূঢ়া ত্রিগুণা সা প্রকীর্তিতা।
যা সা শ্বেতাম্বরা শ্বেতা সত্ত্বাঢ্যা কুঞ্জরস্থিতা ॥
সা ব্রহ্মাণং সমায়াতা চন্দ্রচন্দ্রানুগানপি।
যা সা রক্তা রক্তবাসা বাজিস্থা যশসান্বিতা ॥
তাং প্রাদাদ্দেবরাজায় মনবে তৎসুতায় চ।
পীতাম্বরা যা সুভগা রথস্থা কনকপ্রভা ॥
প্রজাপতিভ্যস্তাং প্রাদাচ্ছক্রায় চ বিশৎসু চ।
নীলবস্ত্রালিসদৃশা যা চতুর্থী বৃষস্থিতা ॥
সা দানবান্নৈঋতাংশ্চ শূদ্রান্বিদ্যাধরানপি।
বিপ্রাদ্যাঃ শ্বেতরূপাং তাং কথয়ন্তি সরস্বতীম্ ॥
স্তুবন্তি ব্রহ্মণা সার্ধং মখে মন্ত্রাদিভিঃ সদা।
ক্ষত্রিয়া রক্তবর্ণাস্তাঃ জয়শ্রীমিতি শংসিরে ॥
সা চন্দ্রেণাসুরশ্রেষ্ঠ মনুনা চ যশস্বিনী।
বৈশ্যাস্তাং পীতবসনাং কনকাঙ্গীং সদৈব হি ॥
স্তুবন্তি লক্ষ্মীমিত্যেব প্রজাপালাস্তথৈব হি।
শূদ্রাস্তাং নীলবর্ণাঙ্গীং স্তুবন্তি হি সুভক্তিতঃ ॥
প্রিয়দেবীতি নাম্না তাং সদৈত্যারাক্ষসৈস্তথা।
এবং বিভক্তাস্তা নার্য্যস্তেন দেবেন চক্রিণা ॥[১]

—তর্কাতীত শক্তিসম্পন্ন চক্রগদাধর বিষ্ণু ইন্দ্রকে ত্যাগ করেছেন। সেইজন্য আমি এখানে এসেছি। তিনি চারটি রূপবতী যুবতী সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন শ্বেতবস্ত্রপরিহিতা, শ্বেতমাল্য ও চন্দনলিপ্তা, শ্বেতহস্তীতে আরূঢ়া সত্ত্বগুণান্বিতা শ্বেতবর্ণা। অপর যুবতী রক্তবস্ত্রপরিহিতা, রক্তমাল্য ও চন্দনলিপ্তা, লাল ঘোড়ায় সমারূঢ়া, রক্তবর্ণা ও রজোগুণান্বিতা। অপরা পীতবস্ত্রা, পীতবর্ণা, পীতমাল্য ও পীত অনুলেপনে সজ্জিতা, স্বর্ণরথারূঢ়া তমোগুণাশ্রিতা। আর একজন নীলবস্ত্রপরিহিতা, নীলমাল্যধারিণী, নীলগন্ধলিপ্তা, নীলভ্রমরতুল্য প্রভা-বিশিষ্টা, নীলবৃষারূঢ়া, ত্রিগুণান্বিতা। যিনি শ্বেতা, শ্বেতাম্বরধারিণী, সত্ত্বগুণান্বিতা, কুঞ্জরবাহিনী, তিনি ব্রহ্মাকে চন্দ্র এবং চন্দ্রের অনুগামীদের আশ্রয় করলেন। যিনি রক্তবর্ণা, রক্তবসনপরিহিতা, অশ্বারূঢ়া, যশস্বিনী, তাঁকে দেবরাজকে, মনুকে

১ বামনপুরাণ—৭৫।১৭-৩০

এবং মনুপুত্রকে দান করেছিলেন। যিনি পীতাম্বরা সৌভাগ্যশালিনী রথে স্থিতা স্বর্ণবর্ণা তাঁকে দান করলেন প্রজাপতিগণকে ও ইন্দ্রকে। নীলবস্ত্রাবৃতা এবং ভ্রমরবর্ণা, বৃষারূঢ়া চতুর্থী যুবতী তিনি দানবগণকে নৈঋর্তগণকে, শূদ্র ও বিদ্যাধরগণকে আশ্রয় করেন। বিপ্র প্রভৃতি শ্বেতরূপা দেবীকে সরস্বতী বলে থাকেন এবং ব্রহ্মার সঙ্গে যজ্ঞে মন্ত্রাদির দ্বারা স্তব করে থাকেন। ক্ষত্রিয়গণ রক্তবর্ণাকে জয়শ্রী বলে স্তব করেন। হে অসুরশ্রেষ্ঠ, সেই যশস্বিনী চন্দ্র এবং মনুর দ্বারা গৃহীতা হলেন। বৈশ্যগণ পীতবসনা স্বর্ণাঙ্গী দেবীকে লক্ষ্মী বলে স্তব করেন। রাজারাও অনুরূপভাবে স্তব করেন। শূদ্রগণ, দৈত্য এবং রাক্ষসগণ নীলবর্ণাকে প্রিয়দেবী নামে ভক্তিসহকারে পূজা করে। এইভাবে বিষ্ণু নারীগণকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন।

এই বিবরণে লক্ষ্মী-সরস্বতী দুজনকেই বিষ্ণু সৃষ্টি করেছেন। মনে হয় রক্তবর্ণা দেবী ব্রহ্মাণী ও নীলবর্ণা বৃষারূঢ়া দেবী শিবানী কালী। শক্তি দেবতারা সকলেই যে স্বরূপতঃ এক এই সত্যই বোধ হয় এই বিবরণের প্রতিপাদ্য। বামনপুরাণ প্রাচীনতম পুরাণগুলির অন্যতম। এখানে সরস্বতী গজবাহনা এবং ব্রহ্মার পত্নী। লক্ষ্মী রথারূঢ়া, কিন্তু বিষ্ণুপত্নী নন। বরঞ্চ লক্ষ্মী সরস্বতী উভয়কেই বিষ্ণুর কন্যা বলা যেতে পারে। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বাহন ও পতি এখনও নির্দিষ্ট হয় নি মনে হয়। অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য মনে করেন যে, সমুদ্রমন্থনের পরে লক্ষ্মীর বিষ্ণুলাভের উপাখ্যান লক্ষ্মীর সঙ্গে বিষ্ণুর সংশ্রব পরবর্তীকালে ঘটেছে এরূপ ইঙ্গিত বহন করে।[১] অবশ্য বামন পুরাণের উক্তিটিও বিষ্ণুর লক্ষ্মীপতিত্বের কোন ইঙ্গিত দেয় না। লক্ষ্মী কবে বিষ্ণুর গলায় বরমাল্য দিয়েছিলেন তার কোন হদিস পাওয়া সম্ভব নয়। তবে রামায়ণে রাম-সীতাকে লক্ষ্মী-নারায়ণের সঙ্গে তুলনা করায় লক্ষ্মী নারায়ণের শুভ পরিণয় রামায়ণ রচনার পূর্বেই সম্পন্ন হয়ে গেছে। শ্রী ও লক্ষ্মী আদিত্যের পত্নীরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন যজুর্বেদের কালেই। আদিত্য ও বিষ্ণু অভিন্ন। সুতরাং লক্ষ্মীদেবীর জন্মের পর থেকেই আদিত্য-বিষ্ণু তাঁর পতিরূপে বরমাল্য পেয়েছেন, এ সত্য অস্বীকার্য নয়। আদিত্য থেকে পৃথক সত্তায় বিষ্ণুর লক্ষ্মীলাভে হয়ত কিছু বিলম্ব হয়েছে, তবে খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতেই এ ঘটনা ঘটে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

লক্ষ্মীর অবতার ঃ বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুমায়া শ্রী বা লক্ষ্মী সীতারূপে মর্ত্যে অবতীর্ণা হয়ে রাবণবধের কারণ হয়েছিলেন। দেবী মহাশক্তি মহামায়া বিষ্ণুকে বলেছিলেন—

ত্বয়ি মানুষতাং যাতে তব পত্নীঞ্চ মানুষীম্।
শ্রিয়ং দেবীং মদ্বিভূতিং হরিষ্যতি দুরাত্মবান্॥
সা তু লক্ষ্মীর্যদা তস্য পুরীং যাস্যতি সুন্দরী।
তদা শম্ভোরনুমতে ত্বাং ত্যক্ষ্যামি পুরীং প্রভো॥

১ Age of Imperial Unity—pp. 470-71.

মম প্রতিনিধিভূতাং যদা লক্ষ্মীং তব প্রিয়াম্।
অবমংস্যতি দুষ্টাত্মা তদা স নাশমেষ্যতি ॥[১]

—তুমি (বিষ্ণু) মনুষ্যমূর্তি গ্রহণ করলে তোমার পত্নীও মানুষী হলে আমার বিভূতিরূপা শ্রীদেবীকে দুরাত্মা হরণ করবে। সেই সুন্দরী লক্ষ্মী যখন সেই পুরীতে (লঙ্কা) গমন করবেন, তখন শম্ভুর অনুমতিতে আমিও সেই পুরী ত্যাগ করবো। তোমার প্রিয়া আমার প্রতিনিধিভূতা লক্ষ্মীকে যখন দুরাত্মা অসম্মান করবে তখনই সে বিনষ্ট হবে।

বিষ্ণুপুরাণ বলেছেন, বিষ্ণু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেই লক্ষ্মীও তাঁর সঙ্গে অবতীর্ণা হবেন—

এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দনঃ।
অবতারং করোত্যেষা তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী ॥
পুনশ্চ পদ্মাদুদ্ভূতা আদিত্যোঽভূদ্ যদা হরিঃ।
যদা তু ভার্গবো রামস্তদাভূদ্ধরণী ত্বিয়ম্ ॥
রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি।
অন্যেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী ॥
দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী।[২]

—এইভাবে যখন দেবদেব জগৎস্বামী জনার্দন অবতার করবেন, তখনই শ্রী হবেন তাঁর সহায়। পুনরায় হরি যখন আদিত্য (বামন) হয়েছিলেন তখন শ্রী পদ্ম থেকে উদ্ভূতা হয়েছিলেন। যেমন ভার্গব রাম (পরশুরাম) হয়েছিলেন বিষ্ণু, তখন ইনি হয়েছিলেন ধরণী। যখন বিষ্ণু রাম, তখন শ্রী সীতা, কৃষ্ণজন্মে তিনি রুক্মিণী। অন্য অবতারেও তিনি বিষ্ণুর সহায়িকা। বিষ্ণুর দেবদেহে ইনি দেবী, এবং মনুষ্য দেহে মানুষী।

লক্ষ্মীর মূর্তি : মূলতঃ সৌন্দর্যদেবী হলেও লক্ষ্মী ধনৈশ্বর্যের দেবীরূপে প্রসিদ্ধ হওয়ায় এবং ধনদেবী হিসাবে তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তাবৃদ্ধি হেতু লক্ষ্মী-মূর্তি পরিকল্পনা ও বৈচিত্র্যও ব্যাপকতা লাভ করে। স্মার্তশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য কর্তৃক উদ্ধৃত লক্ষ্মীর ধ্যানমূর্তি :—

পাশাক্ষমালিকাম্ভোজসৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরং
গৌরবর্ণাং স্বরূপাঞ্চ সর্বালংকারভূষিতাম্
রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥[৩]

—পাশ, অক্ষমালা, পদ্ম ও সৃণি (অংকুশ) ধারিণী, পদ্মাসনা, ত্রিলোকের মাতা, গৌরবর্ণা, স্বরূপা, নানালংকারভূষিতা, রৌক্মপদ্মধৃতকরা, দক্ষিণ করে বরদা শ্রীকে ধ্যান করবে।

---

১ বৃহদ্ধর্ম, সৃষ্টি—৩৪।৪৩-৪৪ ২ বিষ্ণু প্রথমাংশ—১।৯৪০-১৪৩
৩ কৃত্যতত্ত্বম্—অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্—বেণীমাধব দে প্রকাশিত পৃঃ ৬২৩

লক্ষ্মীর আর একটি ধ্যানমন্ত্র :

লক্ষ্মীং ষোড়শবর্ষীয়াং দ্বিভুজাং শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাম্।
নানালংকারভূষিতাং রূপযৌবনসম্পন্নামভয়বরদাম্।
বামহস্তে শ্রীফলং দক্ষিণহস্তে পদ্মমৃণালম্ ॥[১]

—ষোড়শবর্ষীয়া দ্বিভুজা শ্বেতপদ্মোপরি উপবিষ্টা, নানালংকারভূষিতা, রূপযৌবনসম্পন্না, অভয় ও বরদাত্রী,—বামহস্তে শ্রীফল ও দক্ষিণহস্তে মৃণালসহ পদ্ম।

লক্ষ্মীর অপর নাম কমলা। কমলার ধ্যানমূর্তি :—

কমলা

আসীনা সরসীরুহে স্মিতমুখী হস্তাম্বুজৈর্বিভ্রতী
দানং পদ্মযুগাভয়ে চ বপুষা সৌদামিনীসন্নিভা।
মুক্তাহার বিরাজমান পৃথুলোত্তুঙ্গস্তনোদ্ভাসিনী
পায়াদ্বঃ কমলা কটাক্ষবিভবৈরানন্দয়ন্তী হরিম্ ॥[২]

—যিনি পদ্মহস্তে বরমুদ্রা, দুইটি পদ্ম ও অভয় মুদ্রা ধারণ করিয়া সহাস্য বদনে পদ্মের উপর উপবেশন করিয়াছেন, সৌদামিনীর ন্যায় যাঁহার দেহকান্তি, যাঁহার পীনোত্তুঙ্গ স্তনে মুক্তাহার শোভা পাইতেছে এবং যিনি কটাক্ষ বিক্ষেপে হরির আনন্দ বর্ধন করিতেছেন, সেই কমলা তোমাদিগকে রক্ষা করুন।[৩]

লক্ষ্মীর অন্যতম [illegible] গজলক্ষ্মী। গজলক্ষ্মীকে চারটি দিগ্ হস্তী কুম্ভোদকের দ্বারা স্নান করাচ্ছে।

গজলক্ষ্মী

কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং হিমগিরিপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈ
র্হস্তোৎক্ষিপ্তহিরণ্ময়ামৃতঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্।
বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মাভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং
ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্ববিম্বললিতাং বন্দেঽরবিন্দস্থিতাম্ ॥[৪]

—সুবর্ণের ন্যায় যাঁহার দেহকান্তি, হিমালয়প্রতিম চারিটি হস্তী শুণ্ডদ্বারা অমৃতপূর্ণ হিরণ্ময় কলস তুলিয়া অমৃতধারা দ্বারা যাঁহার অভিষেক করিতেছে, যিনি দক্ষিণদিকের ঊর্ধ্ব হস্তে পদ্ম ও অধোহস্তে বরমুদ্রা এবং বামদিকের ঊর্ধ্ব হস্তে পদ্ম ও অধোহস্তে অভয়মুদ্রা ধারণ করিতেছেন, যাঁহার মস্তকে রত্নমুকুট, পরিধানে পট্টবস্ত্র এবং যিনি পদ্মোপরি উপবিষ্টা সেই লক্ষ্মীদেবীকে বন্দনা করি।[৫]

গজলক্ষ্মীর আর একটি ধ্যানমূর্তি—

মাণিক্যপ্রতিমপ্রভাং হিমনিভৈস্তুঙ্গৈশ্চতুর্ভির্গজৈ-
র্হস্তাগ্রাহিতরত্নকুম্ভসলিলৈরাসিচ্যমানাং সদা।
হস্তাব্জৈর্বরদানমম্বুযুগাভীতির্দধানাং হরেঃ
কান্তাং কাঙ্ক্ষিতপারিজাতলতিকাং বন্দে সরোজাসনাম্ ॥[৬]

—যাঁহার দেহকান্তি মাণিক্যের ন্যায় উজ্জ্বল, শুভ্রবর্ণ বৃহৎকায় চারিটি হস্তী শুণ্ডধৃত রত্নকুম্ভের [illegible] জলকণা দ্বারা যাঁহার সর্বদা অভিষেক করিতেছে, যাঁহার

১ হিন্দুসর্বস্ব—পৃঃ ১৯৯ ২ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ২২১ ৩ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
৪ তন্ত্রসার—পৃঃ ২১৯ ৫ অনুবাদ—তদেব ৬ তন্ত্রসার—পৃঃ ১২০

চারিহস্তে বরমুদ্রা, সম্পদ, দুইটি পদ্ম ও অভয়মুদ্রা রহিয়াছে, যিনি পারিজাত লতা পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, সেই সরোজবাসিনী বিষ্ণুপ্রিয়াকে বন্দনা করি।[১]

বিষ্ণু-পুরাণানুসারে সমুদ্রমন্থনকালে সমুদ্র থেকে লক্ষ্মীর আবির্ভাবের পরেই গঙ্গা প্রভৃতি নদীসমূহ লক্ষ্মীর স্নানের জন্য সমাগত হলেন, আর দিগ্‌গজগণ স্বর্ণকলসে জল নিয়ে দেবীকে স্নান করিয়েছিলেন—

গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তোয়ৈঃ স্নানার্থমুপতিস্থিরে ॥
দিগ্‌গজাঃ হেমপাত্রস্থমাদায় বিমলং জলম্।
স্নাপয়াঞ্চক্রিরে দেবীং সর্বলোকমহেশ্বরীম্ ॥[২]

লক্ষ্মীদেবীর এই মূর্তিই অভিষেক লক্ষ্মী বা গজলক্ষ্মী। গজলক্ষ্মী মূর্তি বহু প্রাচীনকাল থেকেই জনপ্রিয় হয়েছিল। উড়িষ্যায় অনন্তগুম্ফায় লক্ষ্মীদেবীর অন্যতম প্রাচীন মূর্তি হিসাবে গজলক্ষ্মীর মূর্তি অংকিত দেখা যায়। এখানে দেবী পদ্মবনে দণ্ডায়মানা দুই হস্তে পদ্মধারিণী ; দুটি হস্তী শুণ্ড দ্বারা জলপূর্ণ কলস উপুড় করে দেবীকে স্নান করাচ্ছে। সাঁচী এবং ভারহুতে বৌদ্ধস্তূপে গজলক্ষ্মী অংকিত আছে।[৩] সুতরাং গজলক্ষ্মীমূর্তির পরিকল্পনা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম/দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে নয়। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাতে গজলক্ষ্মী মূর্তির বাহুল্য এই মূর্তির জনপ্রিয়তা সূচিত করে। উড়িষ্যাবাসী রামচন্দ্র কৌলাচার রচিত শিল্প-শাস্ত্রে গজলক্ষ্মী ও শুভলক্ষ্মী—এই দুই প্রকারের লক্ষ্মীর বিবরণ লভ্য। গজলক্ষ্মী মূর্তিতে হস্তিশুণ্ডস্নাতা দেবীর মস্তকের উপরে হস্তিশুণ্ডধৃত কলস ; শুভলক্ষ্মী মূর্তিতে হস্তিদ্বয় থাকে নিম্নে পীঠের উপরে।[৪]

মহালক্ষ্মী

লক্ষ্মীর আর এক প্রকারের রূপকল্পনা মহালক্ষ্মী। মহালক্ষ্মীর জনপ্রিয়তা পুরাণে তন্ত্রে সামান্য নয়। মহালক্ষ্মীর মূর্তিতে অনেক বৈচিত্র্য আছে। কোন কোন বর্ণনা শিব-শক্তির আভাস দেয়। কূর্মপুরাণের একটি বর্ণনায় (পূর্ব—৪৭ অঃ) মহালক্ষ্মী ত্রিশূলধারিণী, ত্রিনেত্রা, শক্তিগণ পরিবৃতা—

মহালক্ষ্মীর্মহাদেবী ত্রিশূলবরধারিণী।
ত্রিনেত্রা শক্তিভির্দেবী সংবৃতা সদসন্ময়ী ॥

তন্ত্রসারেও মহালক্ষ্মীর ধ্যানমূর্তির বিবরণ রয়েছে—

বালার্কদ্যুতিমিন্দুখণ্ডবিলসৎ কোটিরহারোজ্জ্বলাং
রত্নাকল্পভূষিতাং কুচনতাং শালেঃ করৈর্মঞ্জরীম্।

---

১ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন   ২ বিষ্ণুপুরাণ—১।৯।১০১-১০২
৩ Lakshmi in Orissan Literature & Art—K. S. Behara, Foreigners in Anct. India & Lakshmi & Sarasvati in Art & Literature, C. U. pp. 91-92.
৪ Sakti Cult & Coins of N. E. India—Bela Lahiri—Sakti Cult & Tara, pa[illegible]

পদ্মং কৌস্তুভরত্নপ্যবিরতং সংবিভ্রতী সস্মিতাং
ফুল্লাম্ভোজলোচনত্রয়যুক্তাং ধ্যায়েৎ পরামম্বিকাম্ ॥[১]

—উদীয়মান সূর্যের ন্যায় যাঁহার আরক্ত দেহশোভা, যাঁহার মুকুটে চন্দ্রকলা, কণ্ঠদেশ হারে সুশোভিত, সর্বাঙ্গে রত্নাভরণ, হস্ত চতুষ্টয়ে সর্বদা ধান্যমঞ্জরী, পদ্ম ও কৌস্তুভ মণি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় যাঁহার তিনটি নয়ন, স্তনভারে অবনতা, সেই অম্বিকা দেবীকে ধ্যান করিবে।[২]

দেবী ভাগবতে মহালক্ষ্মী :

স্বতেজসা প্রজ্বলন্তীং সুখদৃশ্যাং মনোহরাম্।
প্রতপ্তকাঞ্চননিভশোভাং মূর্তিমতীং সতীম্ ॥
রত্নভূষণভূষাঢ্যাং শোভিতাং পীতবাসসা।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাম্ ॥
সর্বসম্পৎপ্রদাত্রীঞ্চ মহালক্ষ্মীং ভজেচ্ছুভাম্।[৩]

—নিজের তেজে প্রজ্বলিতা, সুদর্শনা, মনোহরা, তপ্তকাঞ্চনতুল্যবর্ণা, মূর্তিমতী সতী, রত্নভূষণে অলংকৃতা, পীতবাসা. ঈষৎহাস্যপ্রসন্নমুখযুক্তা, অনন্তসুস্থিরযৌবনা, সকল সম্পদ্দাত্রী শুভকরী মহালক্ষ্মীকে ভজনা করি।

অগ্নিপুরাণে প্রতিমালক্ষণ অধ্যায়ে মহালক্ষ্মী প্রতিমা :

ইয়মেব মহালক্ষ্মীরুপবিষ্টা চতুর্মুখী
নৃবাজি মহিষেভাংশ্চ খাদন্তী চ করেস্থিতান।
দশবাহুস্ত্রিনেত্রা চ শাস্ত্রাসিডমরুত্রিকম্
বিভ্রতী দক্ষিণে হস্তে বামে ঘণ্টাং চ খেটকং।
খট্বাঙ্গত্রিশূলঞ্চ সিদ্ধচামুণ্ডকাহ্বয়া
সিদ্ধযোগেশ্বরী দেবী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা ॥[৪]

—এই মহালক্ষ্মী চতুর্মুখী উপবিষ্টা হস্তস্থিত মনুষ্য, অশ্ব, মহিষ ও হস্তী ভোজন করছেন, তাঁর দশবাহু, ত্রিনেত্র, দক্ষিণ হস্তে শাস্ত্র, অসি ও ডমরু ; বামহস্তে ঘণ্টা, খেটক, খট্বাঙ্গ, ও ত্রিশূল ধারণকারিণী ; ইনি সিদ্ধচামুণ্ডা নামে খ্যাতা ; সিদ্ধযোগেশ্বরী দেবী সর্বসিদ্ধি প্রদান করেন।

মহালক্ষ্মীর এই ভয়ংকরী মূর্তিটি অবশ্যই ধ্বংসের দেবতা রুদ্রের শক্তিরূপে কল্পিতা। রুদ্রশিব ও রুদ্রাণী-দুর্গার সঙ্গেই সাদৃশ্য প্রকট। মহালক্ষ্মীর নাম সিদ্ধ-চামুণ্ডাও। সিদ্ধিধাত্রী হিসাবে তিনি লক্ষ্মী। শাস্ত্রধারণ করায় তিনি সরস্বতী। কমলে-কামিনীর সঙ্গেও মহালক্ষ্মীর সাদৃশ্য আছে। হয়ত বা কমলে-কামিনীর মূর্তি মহালক্ষ্মীর সাদৃশ্যেই পরিকল্পিতা।

স্বতন্ত্রতন্ত্রে মহালক্ষ্মীর উৎপত্তি সম্পর্কে একটি ছোট্ট উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানে সৃষ্টিকাম ব্রহ্মার তপস্যাকালে মহালক্ষ্মী স্বয়ং আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

---

১ তন্ত্রসার—পৃঃ ২২০ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ৩ দেবীভাগ—৯।৪২।৯-১০
৪ অগ্নি—৫৫।৩২-৩৪

পুরা ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টুং তপোঽতপ্যত দারুণম্।
তপসা তস্য সন্তুষ্টা শক্তিঃ সা পরমেশ্বরী ॥
চৈত্রশুক্লনবম্যাস্তু উৎপন্না তারিণী স্বয়ম।
ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূতা মথনাদুদধেঃ পুরা ॥
বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলস্থা চ পদ্মাসনাগতা রমা।
কৃষ্ণাষ্টম্যাং ভাদ্রপদে কোলাসুরনিকৃন্তিনী ॥
তস্যাং তিথৌ সমুৎপন্না মহামাতঙ্গিনী কলা।
ফাল্গুনৈকাদশীযুক্তা ভৃগৌ ভৌমে চ যা তিথি ॥
জাতা তস্যাং মহাল... ...ভাগ্যদায়িনী ॥[১]

—পুরাকালে ব্রহ্মা জগৎসৃষ্টি করতে ... তপস্যা ... ছিলেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শক্তিরূপা পরমেশ্বরী ত্রাণকর্ত্রী স্বয়ং উৎপন্না হয়েছিলেন চৈত্রশুক্লানবমী তিথিতে। পুরাকালে ইনি সমুদ্রমন্থনকালে ক্ষীরসমুদ্র থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং পদ্মাসনা রমা বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল আশ্রয় করেছিলেন। ভাদ্র মাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে তিনি কোলাসুর বধ করেছিলেন। সেই তিথিতেই মহামাতঙ্গিনী বিদ্যারূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। ফাল্গুন মাসে মঙ্গলবারে ভৃগুতে (নক্ষত্রে) একাদশীযুক্ত তি... সর্বসৌভাগ্যদায়িনী মহালক্ষ্মী জন্মেছিলেন।

এই বর্ণনাটিতে মহালক্ষ্মী মহাশক্তি বা ... । ইনি যেমন কোলাসুরঘাতিনী,—দশমহাবিদ্যার অন্যতমা ... বা ... বিদ্যা, তেমনি আবার ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী অর্থাৎ জন্মাষ্টমীতে যশোদাগর্ভে যোগমায়ারূপে জাতা। উড়িষ্যার জাজপুরে একটি মন্দিরে অষ্টাদশভুজা মহালক্ষ্মীর মূর্তি আছে।[২]

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত চণ্ডীর উপাখ্যানে মধ্যচরিত অর্থাৎ মহিষাসুর বধ উপাখ্যানের দেবী মহালক্ষ্মী নামে সুপ্রসিদ্ধা। শ্যামাচরণ কবিরত্ন তাঁর সম্পাদিত চণ্ডীতে মধ্যচরিতের দেবতা মহালক্ষ্মীর একটি ধ্যানমন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন। এই মন্ত্রে মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভুজা :

অক্ষস্রক্‌পরশূ গদেষুকুলিশং পদ্মং ধনুঃ কুণ্ডিকাং
দণ্ডং শক্তিমসিঞ্চ চর্ম জলজং ঘণ্টাং সুরাভাজনম্।
শূলং পাশসুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রবালপ্রভাং
সেবে সৈরিভমর্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম্ ॥

—অক্ষমালা, পরশু, গদা, বাণ, বজ্র, পদ্ম, ধনু, কমণ্ডলু, দণ্ড, শক্তি, অসি, ঢাল, শঙ্খ, সুরাপাত্র, শূল, পাশ ও সুদর্শনচক্র ধারিণী, প্রবাল বর্ণা, পদ্মোস্থিতা মহিষমর্দিনী মহালক্ষ্মীকে সেবা করি।

এই অষ্টাদশভুজা মহালক্ষ্মী ও মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গাচণ্ডী অভিন্না।

---

১ প্রাণতোষিণীতন্ত্রে উদ্ধৃত (বসুমতী)—পৃঃ ৩৮২
২ Foreigners in Anct. India & Lakshmi & Saraswati.

লক্ষ্মীপ্রতিমার নানাবিধ বৈচিত্র্য দেখা গেলেও দেবী হিসাবে শ্রীর পৃথক সত্তা একেবারে হারিয়ে যায় নি। অগ্নিপুরাণে শ্রীদেবীর প্রতিমা বর্ণিত হয়েছে—

শ্রীদেবী

চতুর্ভুজাং সুবর্ণাভাং সপদ্মোর্ধ্বভুজদ্বয়াং
দক্ষিণাভয়হস্তাভ্যাং বামহস্তবরপ্রদাম্।
শ্বেতগন্ধাংশুকামেকরৌপ্যমালাস্ত্রধারিণীম্॥[1]

—শ্রী চতুর্ভুজা, সুবর্ণবর্ণা, উর্ধ্বহস্তদ্বয়ে পদ্ম, দক্ষিণ (নিম্ন) হস্তে অভয়, বামহস্তে (নিম্নে) বরদমুদ্রা, শ্বেতচন্দনে লিপ্তা, শুভ্রবসনা, রৌপ্যমাল্য ও অস্ত্রধারিণী।

মৎস্যপুরাণেও শ্রীদেবীর প্রতিমা বর্ণিত হয়েছে। এখানে দেবীর বামহস্তে পদ্ম ও দক্ষিণহস্তে শ্রীফল (বিল্ব), দেবী পদ্মাসীনা, হস্তিদ্বয়ের দ্বারা অভিস্নাতা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা।[2] প্রপঞ্চসারতন্ত্রে লক্ষ্মী ও কমলার আরও কয়েকটি ধ্যানমূর্তি আছে। এইগুলি মোটামুটি একই প্রকার। একটি মন্ত্রে লক্ষ্মী পদ্মাসীনা, চতুর্ভুজা, দুই হাতে দুই পদ্ম, অপর দুই হাতে বর ও অভয়মুদ্রা, তাঁর দেহজাত জ্যোতিতে ত্রিভুবন উজ্জ্বল।[3] আর একটি মন্ত্রে তাঁর হাতে ধনপাত্র, দুটি পদ্ম এবং দর্পণ, তাঁর দেহবর্ণ শুভ্র, শুভ্রবসন, পদ্মাসীনা ও পরিচারিকা পরিবৃতা।[4]

মৎস্যপুরাণের শ্রীর মূর্তিতে গজলক্ষ্মী এবং প্রপঞ্চসারতন্ত্রের লক্ষ্মীর মূর্তিতে সরস্বতী মিশে গেছেন।

সিদ্ধলক্ষ্মী নামে আর একপ্রকার লক্ষ্মীর বিবরণ আছে তন্ত্ররাজতন্ত্রে। সিদ্ধলক্ষ্মী প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধলক্ষ্মী—যুদ্ধে বিজয়দাত্রী। তাঁর একশত মুখ, দুইশত বাহু, প্রতিটি মুখ ত্রিনয়ন-বিশিষ্ট ভয়ংকর, সমান আকৃতি বিশিষ্টা শক্তিদ্বারা পরিবৃতা—

সিদ্ধলক্ষ্মী

শতশীর্ষাং ত্রিনয়নাং প্রতিবক্ত্রং ভয়ানকাম্।
হস্তদ্বিশতসংযুক্তাং স্বসমাকারশক্তিভিঃ॥[5]

লক্ষ্মী প্রতিমার বৈশিষ্ট্য : শ্রী, কমলা, লক্ষ্মী, গজলক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী প্রভৃতি লক্ষ্মীর বিভিন্ন মূর্তিগুলি পর্যালোচনায় দেখা যায়, লক্ষ্মী দ্বিভুজা ও চতুর্ভুজা উভয় মূর্তিতেই বিরাজমানা। দেবী সর্বত্রই পদ্মাসনা ও পদ্মহস্তা। সাধারণতঃ তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে চন্দ্রপ্রভাতুল্যশুক্লবর্ণা—শুক্লবাসা—শুক্লমাল্যভূষিতা—

শুক্লাম্বরপরীধানাং সিন্দুরতিলকোজ্জ্বলাম্।
শুক্লপদ্মাসনগতাং ধ্যায়েন্নারায়ণ প্রিয়াম্॥[6]

গজলক্ষ্মী দুই বা চারটি হস্তীর শুণ্ডদ্বারা অভিস্নাতা। কোন কোন ধ্যানমন্ত্রে লক্ষ্মী পাশ, অক্ষমালা, কোন কোন মন্ত্রে অভয় ও বরমুদ্রাধারিণী; একস্থানে তিনি বিল্বফল ধারণ করেন। মহালক্ষ্মীর বৈচিত্র্যময় পরিকল্পনাতেও লক্ষ্মীর উক্ত

---

১ অগ্নিপুঃ—৩০৭।১৩ ২ মৎস্যপুঃ—২৩১।৪০-৪৩ ৩ প্রপঞ্চসার—১২।২১
৪ প্রপঞ্চসার—৮।২৯ ৫ তন্ত্ররাজ—৩৪।৭৯ ৬ কালীবিলাস—২০।২৩

বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান, উপরন্তু দানবদলনী মহাশক্তির সংমিশ্রণ ঘটেছে। সরস্বতী, লক্ষ্মী ও শিবানীর একত্র সম্মিলন কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। গুপ্তযুগের পরবর্তী কালের সুধন্যাদিত্য, পৃথুবীর্য প্রভৃতি কয়েকজন রাজার সম্মুখভাগে ধনুর্ধারী রাজমূর্তি অংকিত (Archer type) মুদ্রার বিপরীত দিকে লক্ষ্মীর মূর্তিতে কিছু বৈচিত্র্য আছে। মুদ্রাগুলিতে দেবী দেহের উপরিভাগের তিন চতুর্থাংশ অঙ্কিত—দেবী সম্মুখভাগে দণ্ডায়মানা—সাধারণতঃ অষ্টভুজা,—কোন কোন মুদ্রায় ষড়ভুজা।[১]

লক্ষ্মী ও সরস্বতী : উপরে উদ্ধৃত লক্ষ্মীদেবীর ধ্যানমূর্তিগুলির সঙ্গে সরস্বতীর বহুল সাদৃশ্য চোখে পড়ে। দ্বিভুজা ও চতুর্ভুজা উভয়বিধ সরস্বতী মূর্তিই পুরাণতন্ত্রে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে চতুর্ভুজা সরস্বতীরই সংখ্যাধিক্য। লক্ষ্মী সম্পর্কেও একই কথা। সরস্বতীও পদ্মাসনা ও পদ্মহস্তা, শুক্লাম্বরা ও শুক্লবর্ণা। লক্ষ্মী কনকবর্ণা হলেও ক্ষেত্রবিশেষে শুভ্রা। সরস্বতীর হাতে জপমালিকা ও পুস্তক, কোন কোন ক্ষেত্রে বীণা। লক্ষ্মীর হাতেও ক্ষেত্রবিশেষে জপমালা ও শাস্ত্র বা পুস্তক থাকে। সারদা তিলকের একটি মন্ত্রে গজলক্ষ্মীর হস্তচতুষ্টয়ের হস্তদ্বয়ে জপমালা ও পুস্তক—"বিভ্রাণাং করপঙ্কজৈর্জপবটীং পদ্মদ্বয়পুস্তকম্"।[২] শিল্পরত্নে লক্ষ্মীর বর্ণ শুভ্র, বামহস্তে পদ্ম ও দক্ষিণহস্তে বিল্বফল, কণ্ঠে মুক্তাহার।[৩] মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর মূর্তিকল্পনায় বিস্ময়কর সাদৃশ্য ; উভয়তঃই শিবশক্তির প্রভাব।

লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর মূর্তিকল্পনার সাদৃশ্য দুই দেবতার অভিন্নতা সূচিত করে না কি ? আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে স্থলবিশেষে লক্ষ্মীও বীণাপাণি। স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে জগন্নাথ বিগ্রহের আবির্ভাবের পূর্বে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের মন্ত্রী বিদ্যাপতি নীলগিরিতে নীলমাধব সন্দর্শনে গিয়ে নীলমাধবের দর্শনলাভ করেছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পরে বিদ্যাপতি নীলমাধবের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে নীলমাধবের (বিষ্ণু) পাশে পদ্মহস্ত বীণাবাদনরতা লক্ষ্মী ছিলেন।

বামপার্শ্বগতা লক্ষ্মীরাশ্লিষ্টা পদ্মধারিণী।
বল্লকীবাদনপরা ভগবন্মুখলোচনা ॥[৪]

এই শ্লোকটি স্কন্দপুরাণের বিষ্ণুখণ্ডে পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে পাওয়া যায়।[৫] এই অংশে আর একস্থানে লক্ষ্মীকে বীণাহস্তা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬] শুক্রনীতিসারে লক্ষ্মী চতুর্ভুজা—হস্তে বীণা, লুঙ্গা, অভয় এবং বরদ মুদ্রা—

বীণালুঙ্গাভয়করা সত্ত্বগুণা শ্রিয়ঃ।[৭]

সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাকার ও গীতাভিনয় প্রণেতা মতিলাল রায় তাঁর শ্রীক্ষেত্রমাহাত্ম্য গীতাভিনয়ে নীলমাধবের পার্শ্বে বীণাধারিণী লক্ষ্মীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে

১ Sakti Cult & Coins of North Eastern India, Sm. Bela Lahiri—Sakti Cult & Tara—p. 35
২ সাঃ তিঃ—৬।৫৩
৩ লক্ষ্মী ও গণেশ—পৃঃ ৫৫
৪ স্কন্দঃ, উৎকল—১০।৩৩-৩৪
৫ স্কন্দপুঃ, বিষ্ণুখণ্ড, পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য—১০।৩৩
৬ তদেব—২।৩২
৭ শুক্রনীতি—৪।৪।১৪১

বলেছেন, নীলমাধব বিষ্ণুর দুই পত্নী লক্ষ্মী ও সরস্বতী ; উভয়েই পতির বামভাগ অধিকার করতে গিয়ে এক দেহে মিশে গেছেন ; তাই লক্ষ্মীর হাতে উঠেছে সরস্বতীর বীণা। সরস্বতী ও লক্ষ্মী যে একই দেবতা এরূপ ইঙ্গিতই মতিলালের বক্তব্যে পাওয়া যায়। পুরাণের বর্ণনায় বিষ্ণুর দুই পার্শ্বে তাঁর দুই পত্নী—লক্ষ্মী ও পুষ্টি অথবা সরস্বতী। উত্তরভারতে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তির দু'পাশে বীণাপদ্মধারিণী লক্ষ্মী ও পুষ্টি অথবা সরস্বতীকে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্মী বসুন্ধরার পদে অভিন্না হয়েছেন। বিষ্ণুমূর্তির দুই পার্শ্বে সরস্বতী, ও মহী বা বসুধাকেও দেখা যায়। "তাঁহার (বিষ্ণুর) দুই পত্নী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, কোথাও কোথাও দেবী বসুমতী।"[১] বসুধা দেবীও পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা—দুই হস্তে পদ্ম, এক হস্তে শালিধান্যমঞ্জরী, অপর হস্তে শুকপক্ষী।[২] কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম-বর্ণিত সরস্বতীর হাতের শুকপক্ষী বসুধা দেবীর নিকট থেকে প্রাপ্ত। স্কন্দপুরাণে বিষ্ণুর দুই পার্শ্বে দুই পত্নী লক্ষ্মী ও ধরণী এবং ব্রহ্মার দুই পার্শ্বে দুই পত্নী সাবিত্রী ও সরস্বতী—

লক্ষ্ম্যা সহ ধরণ্যা চ ভগবান্ মধুসূদনঃ।
সাবিত্র্যা চ সরস্বত্যা সহৈব চতুরাননঃ ॥[৩]

গুজরাটে বীণাহস্ত লক্ষ্মীপূজার প্রচলন আছে।[৪]

অগ্নিপুরাণান্তর্গত শ্রীস্তোত্রে শ্রীলক্ষ্মী ও সরস্বতীকে একই দেবসত্তারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে শ্রী-ই সরস্বতী—তিনিই বিদ্যারূপিণী—সর্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী—

নমস্তে সর্বলোকানাং জননীমব্ধিসম্ভবাম্।
শ্রিয়মুন্নিদ্রপদ্মাক্ষীং বিষ্ণুবক্ষঃস্থলস্থিতাম্ ॥
ত্বং সিদ্ধি ত্বং স্বধা স্বাহা ত্বং লোকপাবনী।
সন্ধ্যারাত্রিঃ প্রভা মূর্তির্মেধা শ্রদ্ধা সরস্বতী ॥
যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনা।
আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী ॥
আন্বিক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিস্ত্বমেব চ।
সৌম্যাসৌম্যৈর্জগদ্রূপৈ স্তয়ৈতদ্দেবি পূরিতম্ ॥[৫]

—সমুদ্রজাতা সর্বলোকের জননী প্রস্ফুটিতপদ্মতুল্য নয়ন বিশিষ্টা বিষ্ণুবক্ষঃস্থিতা শ্রীকে নমস্কার। তুমি সিদ্ধি, তুমি স্বধা, স্বাহা, তুমি লোক-পবিত্রকারিণী, তুমি সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, মূর্তি, মেধা, সরস্বতী। হে দেবি, তুমি যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, শোভন গুহ্যবিদ্যা, আত্মবিদ্যা এবং মুক্তিফলদায়িনী। তুমি আন্বিক্ষিকী (অধ্যাত্মবিদ্যা), ত্রয়ী (তিন বেদ), বার্তা (পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্যবিদ্যা), এবং দণ্ডনীতি। তুমি জগতের সৌম্য ও অসৌম্যরূপের দ্বারা জগৎ পূর্ণ করে থাক।

---

১ বাঙ্গালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়—পৃঃ ৬১৭ ২ সাঃ তিঃ—১৫।১৩৮
৩ স্কন্দঃ বিষ্ণু, বেংকট—১১।৪ ৪ লক্ষ্মী ও গণেশ—পৃঃ ৪৮
৫ স্তবকবচমালা (বসুমতী), ৩য় সং—পৃঃ ৫২০

কালিকাপুরাণে বিষ্ণুর দক্ষিণে শ্রী বামে সরস্বতী—

দধানং দক্ষিণে দেবীং শ্রিয়ং পার্শ্বে তু বিভ্রতম্।
সরস্বতীং বামপার্শ্বে চিন্তয়েদ্বরদং হরিম্॥[১]

অগ্নিপুরাণে শ্রী এবং পুষ্টির হাতে থাকে পদ্ম ও বীণা—

শ্রী পুষ্টি চাপি কর্তব্যে পদ্মবীণাকরান্বিতে।

পুষ্টিদেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে মিশে গেছেন। বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী সম্পর্কে বলা হয়েছে—

অর্থো বিষ্ণুরিয়ং বাণী নীতিরেষা নয়ো হরিঃ।
বোধো বিষ্ণুরিয়ং বুদ্ধির্ধর্মোঽসৌ সৎক্রিয়াত্বিয়ম্॥[২]

—বিষ্ণু অর্থ লক্ষ্মী বাণী, লক্ষ্মী নীতি হরি নয়, বিষ্ণু বোধ লক্ষ্মী বুদ্ধি, বিষ্ণু ধর্ম লক্ষ্মী সৎক্রিয়া।

লক্ষ্মীর স্তুতি করতে গিয়ে ইন্দ্র বলেছেন,—লক্ষ্মীই যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা, আত্মবিদ্যা।[৩]

লক্ষ্মীকে কেবল বীণা পুস্তকধারিণীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে তা নয়, লক্ষ্মীকে বাণী বিদ্যাদায়িনীরূপেও বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। ১১৬১ বিক্রমাব্দের নাগপুর শিলালিপিতে বাগ্দেবী দ্বিবচনাত্মকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ দুই বাগ্দেবীর উল্লেখ করা হয়েছে :

প্রসাদৌদার্যমাধুর্যসমাধিসমতাদয়ঃ।
যুবয়োর্যে গুণাঃ সন্তি বাগ্দেব্যৌ তেঽপি সন্তু নঃ॥[৪]

—হে বাগ্‌দেবীদ্বয়, প্রসাদ, মাধুর্য, সমাধি, সমতা প্রভৃতি তোমাদের যে সকল গুণ আছে, সেইসকল গুণ আমাদেরও থাকুক।

দুই বাগ্দেবীর উল্লেখ অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। Keilhorn-এর মতে দুই বাগ্দেবী দুর্গা এবং সরস্বতী। শ্রীমতি মনীষা মুখোপাধ্যায়ের মতে দুই বাগ্দেবী সরস্বতী এবং গায়ত্রী।[৫] কিন্তু দুই বাগ্দেবী লক্ষ্মী ও সরস্বতী হওয়াই সম্ভব। অবশ্য লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী ও গায়ত্রী একই দেবসত্তা। সকলেই বিদ্যা-রূপা। তবে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সাদৃশ্য ও সংযোগ এত ঘনিষ্ঠ যে লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে একত্রে দুই বাগ্‌দেবী বলা অত্যন্ত সঙ্গত।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে লক্ষ্মী কবচ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে বিদ্যার্থী ব্যক্তি সর্বদা লক্ষ্মীর অর্চনা করবে—'বিদ্যার্থিনা সদা সেব্যা বিশেষে বিষ্ণুবল্লভা'। লক্ষ্মীকবচমন্ত্রের দেবতার নাম বাগ্‌ভবী, কবচের দ্বারা লভ্য হয় কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, সিদ্ধি, সমৃদ্ধি। মন্ত্রটি উদ্ধৃত হল :

---

১ কাঃ পুঃ—৮।১০১ ২ বিঃ পুঃ—১।৮।১৬ ৩ বিঃ পুঃ—১।৯।১১৭-১৯
৪ Epigraphia Indica, Vol. II—page 182
৫ Lakshmi & Saraswati, Foreigners in Ancient India & Lakshmi &
৬ Saraswati in Art & Literature—C. U., p. 108

অস্যাশ্চতুরক্ষরী বিষ্ণু বনিতায়াঃ কবচস্য ভগবান্ শ্রীশিব ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো বাগ্ভবী দেবতা বাগভবং বীজং লজ্জা, শক্তী রমা কীলকং কামবীজাত্মকং কবচং মম সুকবিত্ব-সুপাণ্ডিত্য-সর্বসিদ্ধি সমৃদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ।[১]

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীকুমার রচিত শিল্পরত্ন নামক মূর্তিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে লক্ষ্মী নারায়ণের একীভূত বিগ্রহের বর্ণনায় লক্ষ্মীর হাতে বিদ্যা বা পুস্তক দেবার বিধান দেওয়া হয়েছে।[২] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত লক্ষ্মীদেবীর একটি বিগ্রহে দেবীর বামহস্তে পুঁথি শোভা পাচ্ছে। নেপালে প্রাপ্ত (বর্তমানে সুইজারল্যাণ্ডের বেসেলে ভোকার কুন্দ্ মিউজিয়মে রক্ষিত) ব্রোঞ্জ্ নির্মিত অর্ধলক্ষ্মীনারায়ণ মূর্তিতে এবং নেপাল থেকে প্রাপ্ত কলিকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট্ অব্ কালচারে রক্ষিত পটে অংকিত অর্ধলক্ষ্মী-নারায়ণ চিত্রে লক্ষ্মীর এক হস্তে পুস্তক শোভা পাচ্ছে।[৩] জয়সিংহের করণবেল শিলালিপিতে লক্ষ্মীকে বলা হয়েছে চতুর্বৃত্তি অর্থাৎ নৃত্য, গীত, বাদ্য ও কাব্য এই চতুর্বিধ বিদ্যার অধিকারিণী সুমঙ্গল জাতকের টীকায় লক্ষ্মী দেবী পন্না (প্রজ্ঞা) বা জ্ঞানের দেবী,—শালিকেদার জাতকে তিনি জ্ঞান ও গুণের দেবতা, কালকর্ন্নি-জাতকে সৌভাগ্য ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী। সরভঙ্গ জাতক অনুসারে জ্ঞানী ব্যক্তি লক্ষ্মীর কৃপাপুষ্ট। উক্ত জাতকের টীকায় শ্রী ও লক্ষ্মী ভূরিপন্না (ভূরিপ্রজ্ঞা) বহুজ্ঞানের অধিকারিণী। রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্ব নামক স্মৃতিগ্রন্থে সরস্বতীর আটটি তনু। সরস্বতীর নিকট প্রার্থনা মন্ত্রে অষ্টতনু দ্বারা ভক্তকে রক্ষা করতে অনুরোধ করা হয়েছে—

লক্ষ্মীর্মেধাধরা পুষ্টির্গৌরী তুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ।
এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতী ॥[৪]

রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে লক্ষ্মীপূজায় দোয়াত কলম পূজার এবং লেখাপড়া বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন,—এই বিধিটি তিনি 'সম্বৎসর প্রদীপ' থেকে উদ্ধার করেছেন—

সংবৎসর প্রদীপে পঞ্চম্যাং পূজয়েল্লক্ষ্মীং পুষ্পধূপান্নবারিভিঃ।
মস্যাধারং লেখনী চ পূজয়েন্ন লিখেত্ততঃ ॥[৫]

লক্ষ্মীও বিদ্যাদেবীরূপে পূজিতা হওয়ায় দুই সরস্বতীর অন্যতমা লক্ষ্মী হওয়াই সম্ভব। বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই সূর্যবিষ্ণু বা যজ্ঞবিষ্ণুর শক্তি। সূর্যাগ্নির ব্যাপনশীলা যে জ্যোতি তাই বেদের সরস্বতী,—পুরাণের শ্রী বা লক্ষ্মী! লক্ষ্মীও পুরাণে-তন্ত্রে জ্যোতির্ময়ীরূপে বর্ণিতা। সারদা তিলকের একটি ধ্যানমন্ত্রে লক্ষ্মী উদীয়মান সূর্যের প্রভাসম্পন্না। সূর্যের প্রতীক পদ্ম বলেই উভয়েই পদ্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। লক্ষ্মীর নামই পদ্মা, পদ্মালয়া, কমলা ইত্যাদি। স্বর্গের দিব্য সরস্বতী মর্তের নদীতে অবতীর্ণা আর লক্ষ্মী ক্ষীরসমুদ্র সম্ভবা। মহাকাশরূপী

---

১ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ৭৪০ ২ শিল্প—২০।২৩ ; ২৫।৭৫
৩ Ardhanāri, Nārāyaṇa—D. C. Sircar—Foreigner in India—page 134
৪ অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্—পৃঃ ১৬ ৫ তদেব

ক্ষীরসমুদ্রে জ্যোতীরূপা লক্ষ্মীর প্রকাশ। কূর্মরূপী সূর্য-বিষ্ণুর উপরে সূর্য প্রদক্ষিণ পথের অনন্ত রজ্জুতে বদ্ধ সর্বব্যাপ্ত পর্বে বিন্যস্ত রশ্মি-পর্বতের সাহায্যে আকাশ সাগর মন্থনে যে শ্রী-লক্ষ্মীর আবির্ভাব তাঁকে সূর্যবিষ্ণুর জ্যোতীরূপা বলে চিনতে ভুল হয় না। লক্ষ্মী যখন সাগরতল থেকে উঠলেন তখন তিনি জ্যোতীরূপা—

ততঃ স্ফুরৎকান্তিমতী বিকাসিকমলে স্থিতা।
শ্রীদেবী পয়সস্তস্মাদুত্থিতা ধৃতপঙ্কজা॥[১]

—তারপর উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়ী প্রফুল্ল কমলে স্থিতা, পদ্মধারিণী শ্রীদেবী সেই জল থেকে উত্থিতা হলেন।

বিষ্ণুপুরাণ মতে লক্ষ্মীদেবীর দেহ যজ্ঞময়—কা ত্বন্যা তামৃতে দেবি সর্বযজ্ঞময়ং বপুঃ।[২]

সূর্যরশ্মির শুভ্রতা ও নদী সরস্বতীর স্বচ্ছ সলিলের শুভ্রতায় নির্মল জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী হয়েছিলেন শুভ্রা, লক্ষ্মীও শুভ্রকান্তি পেয়েছিলেন সরস্বতীর কাছ থেকেই। কিন্তু সরস্বতী থেকে স্বতন্ত্র আকারে প্রতিষ্ঠিত হতে গিয়েই লক্ষ্মী সূর্যকিরণের স্বর্ণাভা মেখে হলেন কাঞ্চনবর্ণা। বীণা, পুস্তক, জপমালা প্রভৃতির দাবী ত্যাগ করে ছেড়ে দিলেন সরস্বতীকে। সরস্বতীর মতই দুটি হাত মাত্র নিয়ে তিনি এলেন মর্ত্যের পূজা নিতে,—তাঁর হাতে শোভা পেল শুধুমাত্র সরসিজ।

জ্যোতীরূপা সরস্বতী মর্তে নদী সরস্বতীরূপে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে সরস্বতী লক্ষ্মী ও গঙ্গার বিবাদের ফলে বাণী লক্ষ্মীকে অভিশাপ দিয়েছিলেন,—তুমি বৃক্ষরূপা ও নদীরূপা হবে,—বৃক্ষরূপা সরিদ্রূপা ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ।[৩] নারায়ণ বললেন,—

কলাংশাংশেন ত্বং গচ্ছ ভারতে কমলোদ্ভবে।
পদ্মাবতী সরিদ্রূপা তুলসীবৃক্ষরূপিণী॥[৪]

—কমলজা লক্ষ্মী, তুমি ভারতে অংশে অংশে পদ্মাবতী নদীরূপে ও তুলসী-বৃক্ষরূপে গমন কর।

পদ্মানদীই অংশতঃ লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণা।

গজলক্ষ্মীর শিরোভাগে কুম্ভোদক বর্ষণকারী দুই বা চারি হস্তী ইন্দ্রের ঐরাবতকে স্মরণে আনে। সূর্যাগ্নির তপ্ত-কিরণমালা মেঘের সঞ্চার করে, সেই মেঘ থেকেই ঝরবে বৃষ্টিধারা। শস্যদেবী লক্ষ্মী, ধনদেবী লক্ষ্মী অভিষিক্ত হলেন চারি দিগহস্তীর দ্বারা। ফলে ক্ষেত্র গেল শস্যে ভরে। গজলক্ষ্মী তাই হস্তীশুণ্ডমাতা।

লক্ষ্মীর ধনাধিষ্ঠাতৃত্ব : ঋগ্বেদে পৃথক কোন ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন না। যজ্ঞের দ্বারা ধনলাভ সম্ভব—এই ছিল বিশ্বাস। অগ্নি তাই ধনদাতা।

১ বিষ্ণুপুঃ—১।৯।১১ ২ বিষ্ণুপুঃ—১।৯।১২০
৩ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতি—৬।৩২ ৪ তদেব—৬।৪৮

অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে।
যশসং বীরবত্তমম্ ॥[১]

—অগ্নি দ্বারা আমরা প্রতিদিন বর্ধমান ধন, যশ ও শ্রেষ্ঠ বীরপুত্রভৃত্যাদি লাভ করি।

কৃষ্ণযজুর্বেদ অগ্নিকে বলেছেন,—অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহীত্যাহাগ্নির্বা অন্নপতিঃ স এবাস্মা অন্নং প্রযচ্ছত্যনমীবস্য···।[২]

—হে অন্নপতি, আমাদের অন্ন দাও, অগ্নি অন্নপতি, তিনি আমাদের অন্নদান করেন।

অন্যান্য দেবতারাও ধন দান করতেন। যজ্ঞাগ্নিরূপা সরস্বতীও ধনদাত্রী। সরস্বতী নদীর উর্বরা তটভূমি প্রচুর শস্যদান করার জন্য সরস্বতীর ধনাধিষ্ঠাতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যজুর্বেদেও সরস্বতী ধনাধিশ্বরী। যজুর্বেদে শ্রী ও লক্ষ্মী দেবীরূপে আবির্ভূতা হলেও তাঁরা আদিত্যপত্নী—আদিত্যের শোভা ও সৌন্দর্য,—এ ছাড়া আর কোন পরিচয় ছিল না। ব্রাহ্মণের যুগেই সরস্বতী বাগ্দেবী বা বিদ্যাদেবীরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। কিন্তু ধনদানের অধিকার তিনি অকস্মাৎ ছেড়ে দেন নি। তন্ত্রশাস্ত্রে সরস্বতীর প্রচলিত ধ্যানমন্ত্রে সরস্বতীর কাছে ধন প্রার্থনা করা হয়েছে, বিদ্যা নয়। তেলেগু চোল অন্নদেবের রাজহুন্দ্রি মিউজিয়ম তাম্রশাসনে সরস্বতী যোগিবন্দ্যা এবং সম্পদ্রূপা—

সা যোগিবন্দ্যাবিভবা ভবতাৎ প্রসন্না।[৩]

কিন্তু সরস্বতী বিদ্যাদেবীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিতা হওয়ার পরে পৃথক্ ধনদেবতার প্রয়োজন দেখা দিল। সেই প্রয়োজনে সৌন্দর্য সৌভাগ্যের দেবতা শ্রী বা লক্ষ্মী হলেন ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবী। কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি ধন-ঐশ্বর্যের উৎস। তাই লক্ষ্মী কর্ষণজাত পণ্যের দেবতা। ধান্য প্রধান কৃষিসম্পদ হওয়ায় তিনি হলেন ধান্যাধিষ্ঠাত্রী বা ধান্যরূপা। কড়ি বা শঙ্খ সামুদ্রিক জীব বলেই জলধিজা লক্ষ্মীর সঙ্গে কড়ি বা লক্ষ্মীর সম্পর্ক স্থাপিত হোল। এক সময়ে কড়ি পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবেও বিবেচিত হোত। আজও টাকাকড়ি শব্দটি প্রচলিত। সুতরাং কড়িও লক্ষ্মীর প্রতীক হিসাবে স্বীকৃতি এবং পূজা পেল। এখনও লক্ষ্মীপূজায় কড়ি দেওয়া হয়। শ্রী ও লক্ষ্মী পৃথকরূপে জন্ম নিয়েও একসময় মিশে একাকার হয়ে গেলেন। লক্ষ্মীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হোল ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের কন্যা বা জায়ারূপে। সম্পদ আনন্দের হেতু। সূর্য-বিষ্ণুর সোনার রঙের আলোও ত কম আনন্দের নয়। তাই লক্ষ্মী বিষ্ণুর হ্লাদিনী শক্তি বা পত্নী। সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী বা কন্যা। লক্ষ্মীও জন্মালেন ব্রহ্মার তপশ্চরণ কালে। যিনি লক্ষ্মী, তিনিই সরস্বতী, তিনিই গায়ত্রী বা সাবিত্রী। তাই গায়ত্রী দেবীও সরস্বতীর মত বীণা, কমণ্ডলু, অক্ষমালা বা পুস্তকহস্তা।[৪] অগ্নিপুরাণে মহালক্ষ্মী চতুরাননা ব্রহ্মার শক্তি।

১ ঋগ্বেদ—১।১।৩ ২ কৃষ্ণ যজুঃ—৫।২।২
৩ Epigraphia Indica, vol. XXVI—page 41 ৪ মৎস্যপুঃ—৬০।১০

কিন্তু ত্রিশূলধারিণী মহালক্ষ্মী অথবা হস্তী, অশ্ব, মহিষ ও মনুষ্যভোজনকারিণী মহালক্ষ্মী অবশ্যই রুদ্রশিবের শক্তি। মহালক্ষ্মীর দশবাহু, তাঁর হস্তস্থিত ত্রিশূল, খট্বাঙ্গ, অসি, ডমরু, ত্রিনয়ন প্রভৃতি শিবশক্তির ইঙ্গিত দেয়। শতাননা দ্বিশতভুজা সিদ্ধলক্ষ্মীও রুদ্রের সংহারাত্মিকা শক্তি। সরস্বতীর মতই লক্ষ্মী দেবত্রয়ের শক্তিরূপে প্রকাশিতা হলেও একমাত্র বিষ্ণুপত্নীরূপেই তিনি সুপ্রতিষ্ঠিতা এবং কালের বিচিত্র পরিবর্তনে মানুষের ধ্যানধারণার পরিবর্তনের ফলে তিনি হলেন শিবকন্যা সরস্বতীর মতই।

লক্ষ্মী ও বসুধারা : পুরাণে ও তন্ত্রে কখনও বিষ্ণুর পত্নীদ্বয় লক্ষ্মী ও সরস্বতী—কখনও লক্ষ্মী ও বসুধা বা পৃথিবী।[১] একটি ধ্যানমন্ত্রে বিষ্ণুর একপার্শ্বে বসুমতী ও অপর পার্শ্বে লক্ষ্মী থাকেন—উদ্যৎকোটিদিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজং চক্রং বিভ্রতমিন্দিরা বসুমতী সংশোভিত পার্শ্বদ্বয়ম্।[২] অন্যত্র আছে—বিষ্ণুর 'পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টম্'।[৩]

পুরাণে বসুধা বিষ্ণুর পত্নীরূপে কল্পিতা—বিষ্ণুর ঔরসে বসুন্ধরার গর্ভে নরকাসুরের জন্ম হয়েছিল। নরকাসুর নিধনের পর পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট বলেছিলেন—

যদাহমুদ্ধৃতা নাথ ত্বয়া শূকরমূর্তিনা।
তৎস্পর্শসম্ভবঃ পুত্রস্তদায়ং ময্যজায়ত ॥[৪]

—হে নাথ, যখন বরাহরূপে তুমি আমাকে উদ্ধার করেছিলে, তখন তোমার স্পর্শে আমার গর্ভে এই পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল।

হরিবংশে কৃষ্ণকে পৃথিবী বলেছিলেন—

দত্তস্ত্বয়ৈব গোবিন্দ ত্বয়ৈব বিনিপাতিতঃ।
যথেচ্ছসি তথা ক্রীড় বালঃ ক্রীড়নকৈরিব ॥[৫]

হে গোবিন্দ, এই পুত্রকে তুমিই দিয়েছিলে, তুমিই মেরেছ, বালক খেলনা নিয়ে যেমন খেলে, তুমিও তেমনি যেমন ইচ্ছা খেলা কর।

বসুন্ধরা ও লক্ষ্মী দুই পৃথক দেবতা ছিলেন, কিন্তু ক্রমে লক্ষ্মী ও বসুন্ধরা মিলে গিয়ে এক হয়ে গেলেন। বৌদ্ধতন্ত্রে বসুধারা লক্ষ্মীর মূর্ত্যন্তর হিসাবে একটি উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারিণী। বসুধারা বৌদ্ধদেবতা জম্ভলের শক্তি। ইনি উপাসককে সম্পদ দান করেন। বৌদ্ধমহাবিহারে বসুধারার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হোত। সাধনামালায় বসুধারার বর্ণনা : "বসুধারাং ভগবতীং ধ্যায়াৎ কনকবর্ণাং সকলালংকারবতীং দ্বিরষ্টবর্ষাকৃতিং দক্ষিণকরেণ বরদাং বামকরেণ ধান্যমঞ্জরীধরাম-ক্ষোভ্যধারিণীম্।"[৬]

—ষোড়শবর্ষীয়া কনকবর্ণা সকল অলংকার ভূষিতা দক্ষিণহস্তে বরদা ও বাম-হস্তে ধান্যমঞ্জরী—অক্ষোভ্যধারিণী ভগবতী বসুধারাকে ধ্যান করবে।

১ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব, ২য় সং—পৃঃ ২৫৭-৫৯ দ্রষ্টব্য ২ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ২৪৭
৩ তদেব—পৃঃ ২৩৭ ৪ বিষ্ণুপুঃ—৫।২৯।২৩ ৫ খিল হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—৬৩।১২৫
৬ সাধনমালা—২য়, ২১৩ নং সাধন

আর একটি ধ্যানমন্ত্র—

বসুধারাং পীতবর্ণাং ধান্যমঞ্জরী-নানারত্ন-বর্ষমাণঘটবামহস্তাং
দক্ষিণেন বরদাং সর্বালংকারভূষিতাং সখীজনপরিবৃতাং ভাবয়েৎ।[1]

—পীতবর্ণা বামহস্তে ধান্যমঞ্জরী ও নানারত্নবর্ষিঘটধারিণী দক্ষিণহস্তে বরদা সর্ব অলংকারভূষিতা সখীগণপরিবৃতা বসুধারাকে ভাবনা করবে।

ধান্যমঞ্জরী ও রত্নঘটধারিণী বসুধারা অবশ্যই বসুন্ধরা পৃথিবী। ঋগ্বেদে দ্যাবাপৃথিবী যুগ্মদেবতার কথা থাকলেও তাঁরা নিতান্তই গৌণ দেবতা এবং তাঁদের গুণকর্ম বা আকারও খুব স্পষ্ট নয়। পৌরাণিক যুগেও পৃথক্‌ভাবে বসুধা বা বসুধারার পূজা প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। তবে বসুধা—ভূদেবী লক্ষ্মীর হাতে ধান্যমঞ্জরী তুলে দিয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। বৈদিক বসুগণ মরুদ্‌গণের সমধর্মা স্বরূপতঃ সূর্যাগ্নির অজস্র কিরণ।[2] এই বসুগণকে ধারণ করার জন্যই পৃথিবী হয়েছেন বসুধা বা বসুন্ধরা। সুতরাং স্বরূপবিচারে বসুধা, বসুধারা বা লক্ষ্মী-সরস্বতীতে তেমন কিছু ভেদ নেই। লক্ষ্মীই আবার বৌদ্ধতন্ত্রে বসুধারারূপে পূজিতা হয়েছেন। উড়িষ্যার জাজপুরে মহাবীরচকে একটি মন্দিরগাত্রে ধান্যমঞ্জরীহস্তা গজলক্ষ্মীর মূর্তির সঙ্গে বসুধারার আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়।[3] সাগরসম্ভবা পদ্মহস্তা লক্ষ্মীকে কোন কোন পণ্ডিত পৃথিবীরই মূর্তি বলে সিদ্ধান্ত করেছেন—"These considerations almost compel us to believe that the goddess Lakshmi is the goddess Earth herself who was the begetter of all beings."[4]

ভাস্কর্যে এবং পৌরাণিক বিবরণে বিষ্ণুপ্রতিমার দুই পার্শ্বে পর্যায়ক্রমে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং বসুধা বা পৃথিবীর অবস্থান পৃথিবীই লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণা হয়েছেন এরূপ ধারণাকে সমর্থন করে না। বরঞ্চ সরস্বতীর সাদৃশ্যে সরস্বতীর আংশিক গুণাবলী আরোপ করে শ্রী বা লক্ষ্মীর রূপ কল্পিত হয়েছে এবং পৃথিবী বা বসুমতী ও লক্ষ্মীর সত্তায় আত্মবিসর্জন দিয়েছেন,—এইরূপ ধারণা যুক্তিযুক্ত। পরবর্তীকালে বসুধার স্থানে সরস্বতী ও লক্ষ্মী বিষ্ণু-পত্নীরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং পূজিত হচ্ছেন। লক্ষ্মীই বৌদ্ধ দেবপংক্তিতে বসুধারারূপে উপস্থিত হয়েছেন। বসুধার পূজা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

লক্ষ্মীর শক্তি : বিষ্ণু-শক্তি লক্ষ্মীরও আবার শক্তি বা গণদেবতার পরিকল্পনা হয়েছে। কোথাও লক্ষ্মীর শক্তি আট কোথাও নয়। প্রপঞ্চসার তন্ত্রে (১২ পটল) বিভূতি, উন্নতি, কান্তি, হৃষ্টি, কীর্তি, সন্নতি, ব্যুষ্টি, উৎকৃষ্টি ও ঋদ্ধি রমার নয়টি শক্তি। মৎস্যপুরাণমতে লক্ষ্মী, মেধা, ধরা, পুষ্টি, গৌরী, তুষ্টি, প্রভা

---

১ সাধনমালা—২১৪ নং সাধন ২ এই গ্রন্থের ১ম পর্ব, বসুগণ, ২য় সং—পৃঃ ৪৭৪-৭৬

৩ Lakshmi in Orissan Literature & Art, Foreigners in Ancient India, Lakshmi & Sarasvati—page 93

৪ Antiquities of the Concept of Lakshmi, Foreigners in Ancient India—page 154

ও মতি—এই আটটি সরস্বতীর তনু। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণমতে দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী পঞ্চমূলপ্রকৃতি। বলা বাহুল্য, এই শক্তিগুলি একই দেবসত্তার বিভিন্ন নাম, গুণ—অথবা অবস্থা। লক্ষ্মী যাঁকে আশ্রয় করেন তাঁর যে সব অবস্থা হওয়া সম্ভব বা লভ্য হওয়া সম্ভব সেইগুলিই লক্ষ্মীর শক্তি।

শ্রীপঞ্চমী : লক্ষ্মী ও সরস্বতী যে একসময়ে অপৃথগাত্মা ছিলেন, তার ইঙ্গিত পাই শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজার বিধান থেকে। শ্রী ত লক্ষ্মীরই নামান্তর। মৎস্যপুরাণ বলছেন, প্রতি পক্ষের পঞ্চমীতে ব্রহ্মবাসিনীর পূজা করবে —পঞ্চম্যাং প্রতিপক্ষঞ্চ পূজয়েৎ ব্রহ্মবাসিনীম্।[১] ব্রহ্মবাসিনী সম্ভবতঃ সরস্বতী, কারণ এই ব্রতের নাম সারস্বত ব্রত।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে শুক্লা পঞ্চমী বিদ্যারম্ভের দিন। ভবিষ্যপুরাণ বলছেন শ্রীপঞ্চমীব্রত অনুষ্ঠান করলে লক্ষ্মী অচলা হন—

যেন সম্প্রাপ্যতে লক্ষ্মীর্লব্ধা ন চলতে পুনঃ।
নিশ্চলাপি সুহৃন্মিত্রৈ র্নৈবোপভুজ্যতে ॥
শক্রস্যৈতদ্বচঃ শ্রুত্বা বৃহস্পতিরুদারধীঃ
কথয়ামাস সংচিন্ত্য শুভং শ্রীপঞ্চমীব্রতম্ ॥[২]

—যে ব্রত অনুষ্ঠানের দ্বারা লক্ষ্মী লাভ করার পর আর বিচলিত হন না, বন্ধুবান্ধব ভোগ করলেও লক্ষ্মী অচলা থাকেন, ইন্দ্রের এই জিজ্ঞাসা শুনে উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি শুভ শ্রীপঞ্চমী ব্রত বলেছিলেন।

কালিকাপুরাণের মতে শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মীপূজা করা উচিত—

পূজয়িত্বা শ্রিয়ং দেবীং শ্রীপঞ্চম্যাং নৃপশ্চরেৎ।
শ্রীযজ্ঞং ধনধান্যস্য বৃদ্ধয়ে নৃপসত্তম ॥[৩]

—হে নৃপশ্রেষ্ঠ, শ্রীপঞ্চমীতে শ্রীদেবীকে পূজা করে রাজা ধনধান্য বৃদ্ধির জন্য শ্রীযজ্ঞ করবেন।

শ্রীপঞ্চম্যাং শ্রিয়ং দেবীং কুন্দৈঃ সম্পূজয়েৎ সদা।[৪]

—শ্রী পঞ্চমীতে কুন্দকুসুম দিয়ে দেবীকে পূজা করবে। কুন্দকুসুম সরস্বতীরও প্রিয়। স্কন্দপুরাণে (প্রভাসখণ্ড) মহাপীঠে শ্রীপঞ্চমীতে মহালক্ষ্মী পূজা বিহিত হয়েছে।

তত্র পীঠে স্থিতা দেবী মহালক্ষ্মীতি বিশ্রুতা।
সর্বপাপপ্রশমনী সর্বকার্যশুভপ্রদা ॥
শ্রী পঞ্চম্যাং নরো যস্তু পূজয়েত্তাং বিধানতঃ।
গন্ধপুষ্পাদিভির্ভক্ত্যা তস্যালক্ষ্মীভয়ং কুতঃ ॥[৫]

—সেই পীঠে সকল পাপনাশিনী সকলকার্যে শুভকারিণী দেবী মহালক্ষ্মী অবস্থিতা, এইরূপ খ্যাতি আছে। শ্রীপঞ্চমীতে যে ব্যক্তি তাঁর বিধি অনুসারে

১ মৎস্যপুঃ—৬০।১১ ২ ভবিষ্য, উত্তরপর্ব—৩৮ অঃ ৩ কাঃ পুঃ—৮৫।১০
৪ কাঃ পুঃ—৮৮।২১ ৫ স্কন্দঃ, প্রভাস—১০২।৭।৮

গন্ধপুষ্প প্রভৃতির দ্বারা ভক্তিভরে পূজা করে, তার অলক্ষ্মীভয় আসবে কোথা থেকে ?

পদ্মপুরাণেও সারস্বত ব্রতে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে লক্ষ্মী পূজা করার নির্দেশ আছে।

এতৎ সারস্বতং নাম রূপবিদ্যাপ্রদায়কম্।
লক্ষ্মীমভ্যর্চ্য পঞ্চম্যামুপবাসী ভবেন্নরঃ ॥[১]

—রূপ ও বিদ্যাদায়ক সারস্বত নামে এই ব্রত-পঞ্চমীতে লক্ষ্মীকে অর্চনা করে মানব উপবাসী থাকবে।

পঞ্চমীতে লক্ষ্মীপূজা করলে অতুল সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া যায়। মাঘ-মাসের শুক্লা পঞ্চমী (শ্রীপঞ্চমী) শ্রীর অতি প্রিয় তিথি। রঘুনন্দনের মতে ঐ দিনে পূর্বাহ্নে সারস্বতোৎসব করণীয়।

সৌভাগ্য মতুলং কুর্য্যাৎ পঞ্চম্যাং শ্রীরপি প্রিয়ম্।

* * * *

মাঘে মাসি সিতে পক্ষে যা শ্রিয়ঃ প্রিয়া।
তস্যাঃ পূর্বাহ্ন এবেহ কার্য্যঃ সারস্বতোৎসবঃ ॥[২]

রঘুনন্দন শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই পূজার বিধান দিয়েছেন—"পূর্বাহ্নে শ্রীপঞ্চমীলাভে পূর্বদিনে লক্ষ্মী সরস্বতীপূজনং, যুগ্মাদেকদিনে প্রাপ্তে তদ্দিনে এবং ষড়বর্ষং শুক্লপঞ্চমীব্রতেঽপি…।"[৩] —পূর্বদিনে শ্রীপঞ্চমী লাভ হলেও পূর্বদিনেই লক্ষ্মীসরস্বতী পূজা করবে, যুগ্মভাবে একদিনেই পঞ্চমী-ষষ্ঠী হলে সেইদিনেই লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজা করবে এবং ছয় বৎসরের শুক্ল পঞ্চমী-ব্রত অনুষ্ঠান করবে।

ছয় বৎসরের শুক্লাপঞ্চমী ব্রত ষষ্ঠ্পঞ্চমী ব্রত নামে খ্যাত। স্ত্রীলোকেরা লক্ষ্মীর কৃপা কামনায় পর পর ছয়টি শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মী ও মাধবের পূজা করে থাকেন। রঘুনন্দন শ্রীপঞ্চমীতে লেখনী ও মস্যাধার পূজারও বিধান দিয়েছেন।[৪]

মহাভারতের বনপর্বে (১২৮ অঃ) কার্তিকেয় ও দেবসেনার পরিণয় প্রসঙ্গে শ্রীপঞ্চমী তিথির মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। কুমার কার্তিকেয়ের জন্ম হয়েছিল অমাবস্যার দিনে, তিনি শ্রীপঞ্চমীতে মহাবলশালী হয়ে পূর্ণাঙ্গ যুবক হলেন এবং মূর্তিমতী শ্রী তাঁকে আশ্রয় করলেন।

অভজৎ পদ্মরূপা শ্রীঃ স্বয়মেব শরীরিণী।[৫]

ষষ্ঠী তিথিতে দেবসেনার সঙ্গে কার্তিকেয়ের বিবাহ হয় অর্থাৎ তিনি দেবসেনার পতি যখন হলেন, তখনই শ্রী বা লক্ষ্মী তাঁকে আশ্রয় করেছিলেন।

---

১ পদ্মঃ, সৃষ্টিখণ্ড—২০।১২-১৩
২ তিথিতত্ত্বম্, অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্, বেণীমাধব দে প্রকাশিত—পৃঃ ১৫-১৬
৩ কৃত্যতত্ত্বম্ তদেব—পৃঃ ৬২৩ ৪ অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম—পৃঃ ৬২৩ ৫ মহাঃ, বনঃ—২২৬।৩

যদা স্কন্দঃ পতির্লব্ধঃ শাশ্বতো দেবসেনয়া।
তদা তমাশ্রয়েল্লক্ষ্মীঃ স্বয়ং দেবী শরীরিণী॥
শ্রীজুষ্টঃ পঞ্চমী স্কন্দস্তস্মাচ্ছ্রী পঞ্চমী স্মৃতা॥
ষষ্ঠ্যাং কৃতার্থোঽভূদ্ যস্মাৎ ষষ্ঠী মহাতিথিঃ॥[১]

—যখন স্কন্দকে শাশ্বত পতি লাভ করলেন দেবসেনা, তখন তাঁকে লক্ষ্মীদেবী শরীরিণী হয়ে স্বয়ং আশ্রয় করেছিলেন। পঞ্চমীতে স্কন্দ শ্রীযুক্ত হয়েছিলেন, তাই শ্রীপঞ্চমী বলা হয়,—ষষ্ঠীতে তিনি কৃতার্থ হয়েছিলেন, তাই ষষ্ঠী মহাতিথি।[২]

এখানে দেবসেনা শ্রীর সঙ্গে অভিন্না। মনে হয় এখানে শ্রী সৌভাগ্য বা সৌভাগ্যের দেবী। অতএব মহাভারতের মতে শ্রীপঞ্চমী লক্ষ্মী-পঞ্চমী অর্থাৎ লক্ষ্মীলাভের দিন। এই দিনে লক্ষ্মী কার্তিকেয়কে আশ্রয় করেছিলেন বলে শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মীপূজা বিধেয়। শ্রীপঞ্চমীর পরের দিন শীতলা ষষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধ। ঐ দিনে শীতলা ষষ্ঠী পূজা বিহিত। এইদিনেই কার্তিকেয় হয়েছিলেন দেবসেনার পতি। মহাভারত মতে দেবসেনাই লক্ষ্মী। অতএব শ্রীপঞ্চমীর মত ষষ্ঠীও মহাতিথি। রঘুনন্দনের অভিমত থেকে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও শ্রীপঞ্চমী থেকে শ্রী-লক্ষ্মীর সম্পর্ক মুছে যায় নি। তাই তিনি শ্রীপঞ্চমীতে প্রথমে লক্ষ্মী ও পরে সরস্বতী পূজার বিধান দিয়েছেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অভিন্নতা হেতুই শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মীর পরিবর্তে সরস্বতীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তবে কবে যে শ্রীপঞ্চমী থেকে সরস্বতী শ্রীকে অপসারিত করেছেন, তা বলা সম্ভব নয়। কৃষ্ণ যজুর্বেদে নবমীতে সরস্বতী যাগ এবং শতপথ ব্রাহ্মণে পূর্ণিমায় সরস্বতী যাগের রীতি নির্দিষ্ট হয়েছে। বর্ষক্রিয়াকৌমুদীতে মাঘের শুক্লা চতুর্থীতে গৌরী পূজা এবং শ্রীপঞ্চমীতে শ্রী বা লক্ষ্মীর পূজা নির্দিষ্ট। ব্রহ্মপুরাণেও একই বৃত্তান্ত—

চতুর্থী বরদা নাম তস্যাং গৌরী সুপূজিতা।
সৌভাগ্যং মঙ্গলং কুর্য্যাৎ পঞ্চম্যাং শ্রীরপি॥[৩]

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব থেকেই শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্মীপূজা এবং মনসাপূজা এখনও সকল মাসের শুক্লাপঞ্চমীতেই বিহিত। আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায়ের মতে মহাভারতের শ্রীপঞ্চমী অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা পঞ্চমী; পরদিনের ষষ্ঠীতিথি গুহষষ্ঠী নামে পরিচিত। শরৎ কালে কার্তিকী অমাবস্যার পরদিন কার্তিকেয়ের জন্ম, অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা-পঞ্চমীতে শারদ বিষ্ণুর যোগে তাঁর দেবসেনাপতিত্বলাভ অর্থাৎ শ্রীলাভ। মহাভারতে ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মদেব যে উত্তরায়ণের অপেক্ষায় শরশয্যায় শায়িত ছিলেন, সেই উত্তরায়ণ হয়েছিল ৪৩।৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মাঘ মাসে শুক্লা পঞ্চমী-ষষ্ঠী তিথিতে। ঐ বৎসরের মাঘী শুক্লা পঞ্চমী শ্রীপঞ্চমী নামে খ্যাত হয়। বৈদিক যুগে উত্তরায়ণ আরম্ভের দিনে যজ্ঞানুষ্ঠান হোত। ঐ দিনেই লক্ষ্মী-সরস্বতী পূজা নির্দিষ্ট হয়েছে।[৪]

---

১ ভাদেব—১২৮।৫১-৫২ ২ এই গ্রন্থের ২য় পর্ব, ২য় সং—পৃঃ ১৮৮-৯১ দ্রষ্টব্য
৩ সরস্বতী—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পৃঃ ৪০ ৪ পূজাপার্বণ—পৃঃ ৪২-৪৬

শুধু সরস্বতী লক্ষ্মী পূজা নয়—শ্রীপঞ্চমীতে দুর্গাপূজার বিধানও আছে কালিকাপুরাণে—

রবৌ মকররাশিস্থে যা ভবেৎ সিতপঞ্চমী।
তস্যামনেন মন্ত্রেণ সম্পূজ্য বিধিবচ্ছিবাম্॥[১]

—মকর রাশিতে সূর্য গমন করলে শুক্লপক্ষের যে পঞ্চমী তিথি সেই তিথিতে এই মন্ত্রদ্বারা বিধি অনুসারে শিবাকে (দুর্গাকে) পূজা করবে।

বাংলাদেশের মেয়েরা প্রতি বৃহস্পতিবারই লক্ষ্মী ব্রত করে থাকেন। লক্ষ্মীর পূজা করে পাঁচালী পাঠ করা হয়। প্রতিবারেরই একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকেন। বৃহস্পতিবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কমলা। এই জন্যই বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজার রীতি প্রচলিত হয়েছে।

অর্ধলক্ষ্মী-নারায়ণ: হরগৌরীর অর্ধনারীশ্বর মূর্তির সাদৃশ্যে লক্ষ্মী ও নারায়ণের যুগ্ম মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছিল। কিন্তু ডঃ বি. পি. মজুমদারের মতে শৈবদের অর্ধনারীশ্বর মূর্তিকল্পনা বৈষ্ণবদের কাছ থেকে গৃহীত হয়েছে।[২] ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার, ডঃ কে. এল. ত্রিপাঠী প্রমুখ বিবুধজনের মতে অর্ধনারীশ্বর শিবের কাছেই অর্ধনারীশ্বর বিষ্ণুমূর্তি ঋণী। মহাকবি কালিদাসের সময়েই অর্ধনারীশ্বর শিবের বিগ্রহ প্রচলিত ছিল মনে হয়। কালিদাস রঘুবংশকাব্যের প্রারম্ভে বাগর্থতুল্য সম্পৃক্ত পার্বতী পরমেশ্বরের বন্দনা করেছেন। পুরাণগুলিতে অর্ধনারীশ্বর মূর্তির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।[৩] কুষাণ যুগের একটি মুদ্রায় এবং ৪৯১ খ্রীষ্টাব্দের ছোটি সাদ্রি অনুশাসনে (Chhoti Sadri Inscription) অর্ধনারীশ্বর শিবের মূর্তি পাওয়া যায়। সুতরাং অর্ধনারীশ্বর শিব মূর্তির প্রাচীনতা অস্বীকার করা যায় না।

বিষ্ণু-কৃষ্ণের অর্ধলক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্তিতে একই দেহে অর্ধাংশ বিষ্ণু ও অর্ধাংশ লক্ষ্মী। ডঃ এ. এন্. লাহিড়ী একটি ত্রিপুরা মুদ্রায় অঙ্কিত অর্ধলক্ষ্মী-বিষ্ণু মূর্তির উল্লেখ করেছেন: ঐ মূর্তির একদিকে পাঁচ হাত ও আর একদিকে দুই হাত।[৪] যদিও পুরাণে অর্ধলক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তির কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রাচীন প্রত্নলিপিতে এই মূর্তির বিবরণ প্রচুর পরিমাণে লভ্য। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অর্ধলক্ষ্মীকৃষ্ণ বা অর্ধরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের ইঙ্গিত মেলে।

তদ্বামাংশো মহালক্ষ্মীর্দক্ষিণাংশশ্চ রাধিকা।
রাধাদৌ বরয়ামাস দ্বিভুজঞ্চ পরাৎপরম্॥
মহালক্ষ্মীশ্চ তৎপশ্চাৎ চকমে কমনীয়কম্।
কৃষ্ণস্তদ্গৌরবেণৈব দ্বিধারূপো বভূব হ॥

---

১ কাঃ পুঃ—১৫৯।২৫
২ Foreigners in Ancient India, Lakshmi & Sarasvati in Art & Literature [—page 89
৩ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব, ২য় সং—পৃঃ ৮৪-৮৮
৪ Foreigners in Ancient India—page 89

দক্ষিণাংশশ্চ দ্বিভুজো বামাংশশ্চ চতুর্ভুজঃ।
চতুর্ভুজায় দ্বিভুজো মহালক্ষ্মীং দদৌ পুরা॥
লক্ষ্যতে দৃশ্যতে বিশ্বং স্নিগ্ধদৃষ্ট্যা যয়ানিশম্।
দেবীষু যা চ মহতী মহালক্ষ্মীশ্চ সা স্মৃতা॥
দ্বিভুজো রাধিকাকান্তো লক্ষ্ম্যাঃ কান্তশ্চতুর্ভুজঃ।[১]

—শ্রীকৃষ্ণের বাম অংশ মহালক্ষ্মী ও দক্ষিণ অংশ রাধিকা। রাধা আগেই পরাৎপর কৃষ্ণের দ্বিভুজ মূর্তিকে বরণ করেছিলেন। মহালক্ষ্মী তারপরে তাঁর কমনীয় রূপ কামনা করলেন। কৃষ্ণ তাঁদের গৌরব রক্ষার্থে নিজেকে দু'ভাগ করলেন, তাঁর দক্ষিণ অংশ হোল দ্বিভুজ—বাম অংশ হোল চতুর্ভুজ। দ্বিভুজ মূর্তি পূর্বকালে চতুর্ভুজ মূর্তি দান করেছিলেন মহালক্ষ্মীকে—যিনি স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সর্বদা বিশ্ব দর্শন করে থাকেন। দেবীর মধ্যে মহতী যিনি, তিনিই মহালক্ষ্মী। রাধিকাকান্ত দ্বিভুজ, লক্ষ্মীকান্ত চতুর্ভুজ।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে লক্ষ্মীনারায়ণের অদ্বয় বিগ্রহের ধ্যানমূর্তি বর্ণিত হয়েছে—

বিদ্যুচ্চন্দ্রনিভং বপুঃ কমলজাবৈকুণ্ঠয়োরেকতাং
প্রাপ্তঃ স্নেহরসেন রত্নবিলসদ্ ভূষাভরণং কৃতম্।
বিদ্যাপঙ্কজদর্পণান্ মণিময়ং কুম্ভং সরোজং
গদাং শঙ্খং চক্রমমূনি বিভ্রদমিতাং দিশ্যাচ্ছ্রিয়ংবঃ সদা॥[২]

—বিদ্যুৎ ও চন্দ্রতুল্য লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর স্নেহরসের দ্বারা একতাপ্রাপ্ত দেহ রত্নোজ্জ্বল অলংকারে অলংকৃত, বিদ্যা পঙ্কজ দর্পণ মণিময় কলস (লক্ষ্মীর হস্তে), পদ্ম গদা শঙ্খ চক্র (বিষ্ণুর হস্তে) শোভিত তোমাদের অমিত শ্রী (সৌভাগ্য) দান করুন।

নেপালে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জমূর্তিতে অষ্টভুজ লক্ষ্মীনারায়ণের দক্ষিণাংশ নারায়ণ ও বামাংশ লক্ষ্মী। দক্ষিণের চারি হস্তে চক্র, গদা, শঙ্খ এবং পদ্ম, বামহস্তচতুষ্টয়ে পুস্তক, দর্পণ ও কলস (একটি হস্ত ভগ্ন)। পটে অংকিত চিত্রে ডান দিকের চারহাতে চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্ম এবং বামে চারহাতে পুস্তক, পদ্ম, দর্পণ ও কলস। দক্ষিণ পদের নিম্নে গরুড় ও বামপদের নিম্নে কূর্ম বা কচ্ছপ। পটের নিম্নভাগে লিখিত আছে—

হিমকুন্দেন্দুসদৃশং পদ্মকৌমুদিকী পুনঃ।
শঙ্খচক্রধরদ্বয়ং দক্ষক্ষে (দক্ষে) বামে চ কলসং তথা॥
দর্পণমুৎপলং বিদ্যা বৈষ্ণবং কমলান্বিতং।
পাতুদ্বৈতনিরাকার ত্রাহিমাং পুরুষোত্তমঃ॥[৩]

—তুষার কুন্দকুসুম ও চন্দ্রতুল্য যাঁর বর্ণ, পদ্ম কৌমুদিকী গদা, শঙ্খচক্র দক্ষিণ

১ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতিখণ্ড—৩৫।১০-১৪ ২ তন্ত্রসার—পৃঃ ২১০
৩ Foreigners in Ancient India—page 89

হস্তে, বামে কলস, দর্পণ, উৎপল ও পুস্তক ধারণকারী, নিরাকার দ্বৈতমূর্তি, কমলা সংযুক্ত বিষ্ণু বিগ্রহ পুরুষোত্তম আমাকে রক্ষা করুন।

এই বিবরণে কমলাবিষ্ণুবিগ্রহ শুভ্রকান্তি এবং বিদ্যা বা পুস্তকধারী। সুতরাং এখানে কমলা সরস্বতীরূপা। শিল্পরত্নে উল্লিখিত দুটি অর্ধ-লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহের বিবরণ পাওয়া যায়—

হস্তে বিভ্রৎ সরসিজগদাশঙ্খচক্রাণি বিদ্যাম
পদ্মাদর্শৌ কনককলশসমেঘবিদ্যুৎ বিলাসম্।
বামোত্তুঙ্গস্তনমবিরলকল্পমাশ্লেষলোভাদে-
কীভূতং বপুরবতু বঃ পুণ্ডরীকাক্ষ-লক্ষ্ম্যোঃ॥[১]

—(বাম) হস্তে শোভিত পদ্মগদাশঙ্খচক্র; (দক্ষিণে) বিদ্যা, পদ্ম, দর্পণ ও স্বর্ণকলস—মেঘ ও বিদ্যুতের শোভান্বিত, বামে উত্তুঙ্গ স্তন ও প্রচুর কেশকলাপ—আলিঙ্গনলোভে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর একীভূত দেহ তোমাদের রক্ষা করুন।

চক্রবিদ্যাদরঘটগদাদর্পণপদ্মযুগ্মম্
দোর্ভির্বিভ্রৎ স্বরুচিরতরং মেঘবিদ্যুন্নিভাভম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠবিবশমনিশং পুণ্ডরীকাক্ষ-লক্ষ্ম্যো-
রেকীভূতং বপুরবতু পীতকৌশেয়কান্তম্॥[২]

—চক্রবিদ্যা শঙ্খ ঘট গদা দর্পণ ও যুগলপদ্ম হস্তসমূহে ধৃত, সুন্দরতর মেঘ-বিদ্যুতের শোভাধারণকারী, গভীর উৎকণ্ঠায় সর্বদা বিবশ, পুণ্ডরীকাক্ষ-লক্ষ্মীর পীতকৌশেয় বসন শোভিত একীভূত বিগ্রহ তোমাদের রক্ষা করুন।

এই বিবরণে বিষ্ণুর হস্ত চতুষ্টয়ে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ও লক্ষ্মীর হস্তচতুষ্টয়ে স্বর্ণকলস, দর্পণ, পুস্তক ও পদ্ম—বিষ্ণুর মেঘবর্ণ, লক্ষ্মীর বিদ্যুৎবর্ণ,—বামে লক্ষ্মীর উন্নতস্তন-শোভিত বক্ষ ও বিপুল অলকশোভা, বিষ্ণুর অর্ধাঙ্গে পীতবসন ও লক্ষ্মীর অর্ধাঙ্গে কৌষেয় বসন।

ডঃ এস্. বি. দেও নেপালের সুন্দরীচকের সন্নিকটে ললিতপতন নামক স্থানে নারায়ণ মন্দিরে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নির্মিত বারোটি অর্ধ-লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহের উল্লেখ করেছেন ভারতী পত্রিকায়।[৩] এই বারোটি মূর্তি: কেশব-লক্ষ্মী, নারায়ণ-সরস্বতী, মাধবদাস্তী, গোবিন্দ-কান্তি, বিষ্ণু-দান্তী, মধুসূদন-বিধৃতি, ত্রিবিক্রম-অতীচ্ছা, বামনঅতিপাতী, শ্রীধর-ধৃতি, হৃষীকেশ-মোহিনী, দামোদর-মতিমা ও পদ্মনাভ-ধর্মদা। এই মূর্তিগুলিতে বিষ্ণুর হাতে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম, লক্ষ্মীর হাতেও দর্পণ, কলস, পদ্ম ও পুস্তক। সরস্বতীর দুটি হাত ভগ্ন—অপর দুটি হাতে পদ্মকোরক ও পুঁথি।[৪]

---

১ শিল্প—২৩।২৩—Journal of Oriental Institute, vol. XIV, 1965

২ শিল্প—২৫।৭৫ [—২১২-১৬ পৃঃ উদ্ধৃত

৩ Vols. X-XI, 1966-68, pp. 125-133

৪ Ardha Nari Narayana, D. C. Sircar, Foreigners in Ancient India —pp. 136-37

অর্ধ-লক্ষ্মী-নারায়ণের এই সকল বর্ণনা ও মূর্তি থেকে একদা এই মূর্তির জনপ্রিয়তা ও পূজার ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা জন্মে। তবে পুরাণাদিতে প্রতিমালক্ষণ অধ্যায়ে এই মূর্তির অনুল্লেখহেতু অর্ধনারীশ্বর শিবের প্রভাবে পুরাণোত্তর যুগে অর্ধনারী-নারায়ণ বিগ্রহের আবির্ভাব সম্পর্কে প্রত্যয় জন্মে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, তন্ত্রসার, নেপালে প্রাপ্ত পট ও বিগ্রহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে অর্ধ-লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহ পূর্বভারতে জনপ্রিয় হয়েছিল, তবে শিল্প-রত্ন প্রমাণ করে যে পশ্চিমভারতেও উক্ত বিগ্রহ অজ্ঞাত ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই বিগ্রহের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল।

প্রত্নলিপিতে লক্ষ্মী : প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় প্রত্নলিপিতে লক্ষ্মীর উল্লেখ নানাস্থানে পাওয়া যায়। স্কন্দগুপ্তের জুনাগড় লিপিতে বিষ্ণু লক্ষ্মীর চিরন্তন বাসস্থান—

শ্রিয়মতিভোগ্যাং নৈককালাপনীতাং
ত্রিদশপতিসুখার্থং যো বলেরাজহার।
কমলনিলনায়াঃ শাশ্বতং ধাম লক্ষ্ম্যাঃ
স জয়তি বিজিতার্তির্বিষ্ণুরত্যন্তজিষ্ণুঃ ॥[১]

—যিনি স্বর্গপতি ইন্দ্রের সুখের জন্য অতিভোগ্যা সর্বদাই অদূরস্থা বলির শ্রীকে হরণ করেছিলেন পদ্মালয়া লক্ষ্মীর শাশ্বত বাসস্থান সেই সকল আর্তিজয়ী অত্যন্ত জয়শীল বিষ্ণু জয়লাভ করুন।

প্রকাশাদিত্যের সারনাথ লিপিতে লক্ষ্মী বাসুদেবের পত্নী। আদিত্যসেনের আফ্‌সাদ লিপি অনুসারে লক্ষ্মী বসুদেবনন্দন মাধবের চরণবন্দনায় রতা। আঃ ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কদম্ব লিপিতে শ্রীবক্ষঃস্থলাশ্রয়ী ভগবান নাভিপদ্মে ব্রহ্মা সহ উল্লিখিত হয়েছেন। বাদামীর চালুক্য বংশীয় রাজাদের লিপিতে বিষ্ণুর পাদ-সেবারতা লক্ষ্মীর বিবরণ আছে। দামোদরের চট্টগ্রাম লিপিতে (১২৪৩ খ্রীঃ) দামোদর (বিষ্ণু) বলপূর্বক লক্ষ্মীকে আলিঙ্গন করে চুম্বন করছেন।[২]

প্রাচীনভারতীয় মুদ্রায় লক্ষ্মী : লক্ষ্মীদেবীর ব্যাপক জনপ্রিয়তার নিদর্শন পাই প্রাচীন ভারতীয় রাজন্যবর্গের মুদ্রায় লক্ষ্মীর প্রতিকৃতির ব্যাপক ব্যবহারে। লক্ষ্মীমূর্তি পরিকল্পনার নির্দিষ্ট কাল নিরূপণ সম্ভব না হলেও মুদ্রায় অংকিত প্রতিকৃতির সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে লক্ষ্মীর আকার পরিকল্পিত হয়েছিল অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে। পদ্মাসীনা অথবা পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা পদ্মহস্তা লক্ষ্মীমূর্তি অংকিত দেখা যায় উজ্জয়িনী মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী), শুঙ্গবংশীয় ব্রহ্মমিত্র, দৃঢ়মিত্র, সূর্যমিত্র (খ্রীঃ পূঃ ১০০ অব্দ—১০০ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতির মুদ্রায়, মথুরার শিবদত্ত, হগাংশ, রাজুবুল, সোণ্ডাস (খ্রীঃ ১ম শতাব্দী) প্রভৃতি বিদেশাগত ক্ষত্রপ রাজাদের মুদ্রায়, পাঞ্চালের ভদ্রঘোষের মুদ্রায়, আরও

১ Select Inscriptions (C. U.)—page 300
২ Inscriptions of Bengal, vol. III—Ed. N. G. Mazumder—page 160

বহুতর প্রাচীন ভারতীয় ভূপতিবর্গের মুদ্রায়।[১] এই সকল মুদ্রায় লক্ষ্মী কোথাও একাকিনী পদ্মাসনা পদ্মহস্তা, কোথাও দুই হস্তী তাঁর সহচর, কোথাও হস্তিশুণ্ড স্নাতা গজলক্ষ্মী। কুনিন্দরাজ অমোঘভূতির মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ১৫০—১০০ খ্রীষ্টাব্দ) লক্ষ্মীদেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান একটি হরিণ।[২] মূর্তিটির দক্ষিণহস্তে পদ্ম, বামহস্ত ঊরুদেশে স্থাপিত, সম্মুখে মৃগ। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মূর্তিটিকে লক্ষ্মী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ইন্দো-গ্রীক্ নরপতি প্যান্টালিওন (Pantaleon) ও এ্যাগথোক্লস্-এর মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) অংকিত নারীমূর্তিটিকেও ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীর প্রতিকৃতি বলে গণ্য করেছেন।[৩]

দুই বা এক হস্তীর শুণ্ডদ্বারা ধৃত ঘটবারিতে স্নাপিতা উপবিষ্টা অথবা দণ্ডায়মানা লক্ষ্মীর মূর্তি প্রাচীন ভারতের দেশী-বিদেশী এবং বিভিন্ন জাতির (Tribe) রাজন্য-বর্গের মুদ্রায় ব্যাপকতরভাবে স্থান লাভ করেছিল। লিপিহীন কৌশাম্বীমুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী) অযোধ্যার নরপতি বিশাখদেব, শিবদত্ত এবং বায়ুদেবের মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দী), উত্তর ভারতের শক-পার্থিয় রাজন্যবর্গ এজিলিস (Azilises—২০-৪০ খ্রীষ্টাব্দ), রাজুবুল (Rajuvula) এবং সোণ্ডাসের (Sondasa—খ্রীঃ ১ম শতাব্দী) মুদ্রায় অংকিত গজলক্ষ্মীর মূর্তি এই দেবতার ব্যাপক জনপ্রিয়তা প্রমাণিত করে। অযোধ্যার বিশাখদেবের মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দ), মধ্যপ্রদেশের এরান বা এরকিন প্রদেশে প্রাপ্ত মুদ্রায়, কৌশাম্বীরাজ জ্যেষ্ঠমিত্রের (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) হস্তিশুণ্ডাভিষিক্তা গজলক্ষ্মী মূর্তি প্রতিষ্ঠিতা।[৪]

লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি বহুপরবর্তীকাল পর্যন্ত ভারতীয় মুদ্রায় স্থান পেয়েছে সুখ, সৌভাগ্য ও সম্পদের দেবতা হিসাবে। কুষাণ সম্রাট হুবিষ্কের (খ্রীঃ ১ম শতাব্দী) মুদ্রায় ধনদেবী লক্ষ্মীর (Ardoksho) মূর্তি অংকিত হয়েছে।[৫] কিদার কুষাণ (Kidara Kushana) নামে পরিচিত পরবর্তী কুষাণ রাজগণের মুদ্রাতেও এই প্রাচুর্যের দেবী স্থান পেয়েছেন।[৬] কুষাণ মুদ্রায় লক্ষ্মীদেবী একটি উঁচু বেদী অথবা সিংহাসনে উপবিষ্টা; তাঁর প্রসারিত হস্তদ্বয়ের একটিতে সম্পদের প্রতীক ধনভাণ্ড প্রাচুর্যের শিঙ্গা—Cornucopiae—Horn of plenty এবং অপর হস্তে পাশ (fillet)।

গুপ্তরাজাদের মুদ্রায় লক্ষ্মী : কুষাণ মুদ্রার এই ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে গুপ্তসম্রাটগণ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের স্বর্ণমুদ্রায়। সমুদ্রগুপ্তের গরুড়ধ্বজাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রায় (Standard type) লক্ষ্মীদেবী সিংহাসনে উপবিষ্টা, কিন্তু তাঁর পদদ্বয় পদ্মোপরি স্থাপিত, তাঁর দুই হস্তে ধনভাণ্ড (Cornucopiae) ও পাশ। তাঁর

---

১ Development of Hindu Iconography, J. N. Banerjee (1941), pp. 122-24
২ Sources of Indian History : Coins—E. J. Rapson, Pl. III, fig. 9
৩ Dev. of Hindu Iconography—(1941) pp. 122-23
৪ Ancient Indian Numismatics, S. K. Chakravarti—pp. 164-87
৫ Age of Imperial Unity—page 156
৬ Sources of Indian History : Coins, Rapson—Plate II, fig. 14

ধানুষ্ক মুদ্রায় (Archer type), কাচ-নামাংকিত মুদ্রায় (Kacha type), বীণা-বাদক মুদ্রায় (Lyrist type), একই মূর্তি অংকিত দেখা যায়। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের পরশুহস্ত মূর্তি লাঞ্ছিত (Battle axe type) মুদ্রায় ধনভাণ্ড (Cornucopiae)-এর পরিবর্তে পদ্ম শোভা পেয়েছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত প্রভৃতি গুপ্তসম্রাটদের মুদ্রায় ব্যাপকভাবে লক্ষ্মীদেবীর প্রতিকৃতি অংকিত হয়েছে এবং ক্রমশঃ বৈদেশিক (Cornucopiae)-এর পরিবর্তে পদ্ম হস্তে এবং পদতলে স্থান পেয়ে দেবীর পদ্মা বা কমলা নাম সার্থক করেছে। এই সকল মুদ্রায় দেবী কখনও উপবিষ্টা কখনও দণ্ডায়মানা। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর বিবাহ স্মারক মুদ্রায় (এ্যালানের মতে মুদ্রাটি সমুদ্রগুপ্তের, ডঃ আল্‌তেকারের মতে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের) এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারগুপ্তের সিংহহন্তা মূর্তি খচিত মুদ্রায় (Lion slayer type) দেবী সিংহোপরি উপবিষ্টা—তাঁর এক হাতে পাশ (fillet) বা পদ্ম অথবা দুইই একত্রে, অন্যহাতে প্রাচুর্যের প্রতীক (Cornucopiae)। কুমারগুপ্তের রাজা ও রাণী লাঞ্ছিত মুদ্রায় (King and Queen type) দেবী পদ্মহস্তে ত্রিভঙ্গমূর্তিতে সিংহোপরি উপবিষ্টা। ডঃ এ্যালান (Allan) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর বিবাহস্মারক মুদ্রার বিপরীত দিকে অংকিত সিংহবাহিনী দেবীকে লক্ষ্মী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সিংহহন্তা মূর্তি অংকিত মুদ্রায় সিংহ-বাহিনীকে লক্ষ্মী-অম্বিকা বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

ডঃ আল্‌তেকর সিদ্ধান্ত করেছেন যে সিংহবাহিনী দেবী লক্ষ্মী নন, দুর্গা।[২] কিন্তু সিংহবাহিনী হলেই যে দেবী দুর্গা হবেন, এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না। সিংহবাহিনী সরস্বতীর আদর্শে লক্ষ্মীর সিংহবাহন কল্পনা অসম্ভব কিছু নয়। ডঃ আল্‌তেকর অবশ্য নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারেন নি। তিনি একস্থানে লিখেছেন, "Her identity is not easy to determine. The cornucopiae or the horn of plenty would suggest Lakshmi, the Goddess of Fortune, the Consort of Viṣṇu the tutelary deity of the Guptas. On the other hand the mount lion would suggest Parvati who is usually shown as Simhavahini ; she may have tutelary deity of the Lichhavis, whose name appears on the reverse. The point cannot be settled at present."[৩]

ডঃ আল্‌তেকর কোন সিদ্ধান্তে পৌছাতে না পারলেও বৈষ্ণব গুপ্তরাজাদের মুদ্রায় পদ্ম ও ধনভাণ্ডধারিণী সিংহবাহিনী দেবী যে লক্ষ্মী এ বিষয়ে আমাদের কোন সংশয় নেই। সরস্বতীর প্রভাবেই লক্ষ্মী সিংহবাহনা হয়েছিলেন। কুমার-

১ Catalogue of Gupta Coins, Allan—page 39

২ Catalogue of the Gupta Coins in the Bayana Hoard, Dr. H. S. Altekar, Introduction—pp. XLiv-XLv

৩ —Do—

গুপ্তের কতকগুলি ধানুষ্ক মূর্তি লাঞ্ছিত মুদ্রায় লক্ষ্মীদেবী গোলাকার মুদ্রা নি:রণ করছেন। কোন কোন মুদ্রায় দেবীর হাতে জপমালা। জপমালাটি দেবী সরস্বতীর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। এমন কি লক্ষ্মীর হাতের ধনভাণ্ড—Cornucopiae—যাকে পণ্ডিতরা কুষাণদের কাছ থেকে পাওয়া (Scythian) বলে স্থির করেছেন, তা সরস্বতীর সুধা-কলস বা রত্নকলসের রূপান্তর হওয়া অসম্ভব নয়। বেদে, পুরাণে, সাহিত্যে, তন্ত্রে সরস্বতীর বিচিত্র বর্ণনাই লক্ষ্মীর বৈচিত্রময় রূপ কল্পনার প্রেরণা হয়েছে, সন্দেহ নেই।

জৈন রাজারাও মুদ্রায় লক্ষ্মীর মূর্তি অংকিত করতেন। শ্রীচন্দ্রের শিষ্য হরিভদ্র রচিত নেমিনাহ চরিউ (১১৫৯ খ্রীঃ) নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে গুজরাটের চালুক্য বা সোলাঙ্কি বংশীয় রাজা প্রথম মূলরাজ (৯৬১-৯৬ খ্রীঃ) মুদ্রায় লক্ষ্মীর মূর্তি অংকিত করতেন। কলচুরিরাজ গাঙ্গেয় দেব বিক্রমাদিত্যের (১০১৫-৪১খ্রীঃ) স্বর্ণ মুদ্রায় উপবিষ্টা লক্ষ্মী মূর্তি অংকিত আছে। পরে চন্দেল্ল ও গাড়োয়াল বংশীয় রাজারাও অনুরূপ মুদ্রা নির্মাণ করেছিলেন।[১]

লক্ষ্মীর বাহন ঃ প্রায় সকল দেবতারই কোন একটি জীবজন্তু বাহনরূপে কল্পিত হয়েছে। লক্ষ্মীরও বাহন আছে। তবু যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে লক্ষ্মীর বাহনেরও পরিবর্তন ঘটেছে। কুনিন্দরাজ অমোঘভূতির মুদ্রায় লক্ষ্মীর সম্মুখে হরিণ আছে। কুমারগুপ্তের অশ্বারূঢ় মূর্তি শোভিত মুদ্রায় (Horse-man type) লক্ষ্মী দেবী একটি ময়ূরকে খাদ্য দিচ্ছেন। কুমারগুপ্তের হস্ত্যারূঢ় সিংহহন্তা মূর্তিবিশিষ্ট মুদ্রায় (Elephant-rider lion slayer type) দেবী পদ্মহস্তা, কিন্তু ময়ূরের সম্মুখে দণ্ডায়মানা। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারগুপ্তের কোন কোন স্বর্ণমুদ্রায় লক্ষ্মীদেবী সিংহবাহনা। বৃহৎ স্তোত্র-রত্নাকরে মাধব ব্যাস আথর্বণ রহস্য থেকে যে লক্ষ্মীমন্ত্র উদ্ধার করেছেন, তাতে লক্ষ্মীকে সিংহবাহিনীরূপে দেখা যায়। গুপ্ত মুদ্রায় পদ্ম ও পাশধারিণী সিংহ-বাহিনী মূর্তিগুলিকে ডঃ এস. বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীমূর্তি বলে অনুমান করেছেন।[২] নেপালে প্রাপ্ত পটে অংকিত পূর্বোল্লিখিত অর্ধ-লক্ষ্মী নারায়ণ মূর্তিতে বিষ্ণুর অর্ধদেহের পদতলে গরুড় ও লক্ষ্মীর অর্ধদেহের পদতলে কচ্ছপ। কুমারগুপ্তের অশ্বারূঢ় মূর্তি খচিত (Horse-man type) মুদ্রায় লক্ষ্মীদেবী একটি ময়ূরকে খাওয়াচ্ছেন। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে গুপ্তোত্তর যুগের গৌড়বঙ্গাধিপতি নরেন্দ্রাদিত্যের (শশাংক) স্বর্ণমুদ্রায় দণ্ডায়মানা লক্ষ্মীদেবীর প্রসারিত দক্ষিণহস্তে পদ্ম, পশ্চাতে পদ্মলতা ও পদতলে একটি হাঁস।[৩] সিংহ, ময়ূর এবং হাঁস—এই তিনটি প্রাণীই কোন না কোন সময়ে লক্ষ্মীর বাহনত্বলাভের গৌরব অর্জন

১ A Jain Historical Tradition—D. C. Sircar, Religion and Culture of the Jainas—pp. 97-98

২ Foreigners in Ancient India & Lakshmi & Sarasvati in Art & Literature

৩ Coins of Gupta Dynasty—Rapson, plate XXIV, fig. 5 [—page 92

করেছিল। এই তিনটি প্রাণীকে একদা সরস্বতী বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। লক্ষ্মীর এই বাহন তিনটি সরস্বতীর সাদৃশ্যেই পরিকল্পিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ হরিণকেও লক্ষ্মীদেবী এক সময়ে বাহনরূপে পছন্দ করেছিলেন। ঋগ্বেদের পরিশিষ্টরূপে কথিত খিলসূক্তের অন্তর্গত শ্রীসূক্তে শ্রীকে চন্দ্রতুল্য স্বর্ণবর্ণের স্বর্ণ ও রৌপ্যালংকার ভূষিত একটি মৃগী বলা হয়েছে। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমান, কুনিন্দ মুদ্রায় লক্ষ্মীর মানবীমূর্তি ও পশুমূর্তি অংকিত হয়েছে। লক্ষ্মী-দেবী চঞ্চলা, হরিণও চঞ্চল। স্বভাব-সাদৃশ্য বাহনত্বের হেতু হতে পারে। কচ্ছপ বা কূর্মও কোন কোন সময়ে অঞ্চলবিশেষে লক্ষ্মীর [illegible] কল্পিত হয়েছিল। কচ্ছপ বা কূর্ম বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। সূর্য-বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মীর বাহন বিষ্ণুরূপী কূর্ম হওয়াই সঙ্গত। উক্ত তথ্য থেকে মনে হয় লক্ষ্মীদেবীর আদি বাহন ছিল হরিণ। পরে সরস্বতীর কাছ থেকে তিনি নিলেন সিংহ ও ময়ূর। সরস্বতীর হাঁসটিকে তিনি অধিকার করার চেষ্টা করেছিলেন আরও পরে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে। এই জীবগুলির কোনটিকেই লক্ষ্মী স্থায়ীভাবে দখলে রাখতে পারলেন না। 'সরস্বতী হাঁসকে স্থায়ীভাবে অধিকার করে রইলেন, দুর্গা-দেবী সিংহটিকে কেড়ে নিলেন, ময়ূরটি দখল করলেন কার্তিকেয়, কূর্ম বিষ্ণুর অবতার হয়েই রইলো, লক্ষ্মীকে বহন করতে রাজি হোল না। অগত্যা লক্ষ্মীদেবী আশ্রয় করলেন পেচককে। পেচককে লক্ষ্মীর বাহনত্বে নিয়োগ অত্যন্ত অর্বাচীন কালের। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কোন ভাস্কর্যে বা মুদ্রায় অথবা কোন পৌরাণিক বিবরণে লক্ষ্মীকে পেচকবাহনারূপে দেখা যায় না। আধুনিককালে লক্ষ্মীর একমাত্র বাহন পেচক। পেচককে লক্ষ্মীদেবী কেন পছন্দ করলেন? পেচক কি বিষ্ণু বাহন গরুড়ের রূপান্তর হিসাবে সমাগত? বিষ্ণুর শক্তি হিসাবে লক্ষ্মী এক সময়ে গরুড়কেও বাহন করেছিলেন। কৌশাম্বীতে প্রাপ্ত তোরমানের শীলমোহরে লক্ষ্মীর পদতলে গরুড়ের চিত্র আছে। ইলোরার গুহাচিত্রে লক্ষ্মী গরুড়বাহনা। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী-উপাখ্যানে শুম্ভ-নিশুম্ভবধকালে দেবীর শক্তিগণ দেবীকে সহায়তা করেছিলেন। তন্মধ্যে অন্যতমা বৈষ্ণবী শক্তি। ইনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী গরুড় বাহনা—

তথৈব বৈষ্ণবশক্তিগরুড়োপরি সংস্থিতা।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ॥[১]

বৈষ্ণবীশক্তি ও লক্ষ্মী অভিন্না। তাই মনে হয়, গরুড়ের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ হিসাবে পেচক লক্ষ্মীর পদতলে গরুড়ের পরিবর্তে স্থান পেয়েছে।

লক্ষ্মীর বাহন প্রসঙ্গে আরও একটি সম্ভাবনা মনে জাগে। রোমে শিল্প ও বিদ্যার দেবতা মিনার্ভা। মিনার্ভার হাতে থাকে একটি প্যাঁচা। প্যাঁচা জ্ঞানের প্রতীক হিসাবে রোমে স্বীকৃত হয়েছিল।[২] মিনার্ভা দেবীর প্রতীক বা জ্ঞানের প্রতীক

১ মার্ক—৮৮ অঃ

২ Roman Mythology—S. Perowne—p. 25.

হিসাবে পেচক এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে রোমীয় ও গ্রীক রাজারা তাঁদের রৌপ্য মুদ্রায় (tetradrachms) পেচকের মূর্তি অংকিত করতেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিশেষতঃ পাঞ্জাবে এই ধরণের মুদ্রা পাওয়া গেছে। গ্রীক্ রাজারা উক্ত মুদ্রার অনুকরণে ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মুদ্রা নির্মাণ করাতেন।[১] এই মুদ্রাগুলির সম্মুখভাগে রাজার মুখ ও বিপরীত দিকে একটি পেচক।[২] বিদ্যা-জ্ঞানের প্রতীক হিসাবে পেচককে লক্ষ্মী রোমীয় দেবী মিনার্ভার কাছ থেকে অথবা রোমীয়-গ্রীক মুদ্রা থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন কিনা কে বলবে? বিশেষতঃ লক্ষ্মী যখন জ্ঞানের দেবতারূপেও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

স্বামী নির্মলানন্দ পেচক-বাহনের আরেকটি কারণ নির্দেশ করেছেন। প্রথমতঃ ধান্যের শত্রু মুষিক সংহার করে ধনরক্ষায় সহায়তা করে পেচক। দ্বিতীয়তঃ পেচক রাত্রির অন্ধকারে ঘুমন্ত পক্ষিশাবক, অসাবধান ভেক ও মুষিককে শিকার করে। এই রীতিতে সমাজের বহু মানুষ অসামাজিক পথে নিরীহ মানুষকে শোষণ করে। তৃতীয়তঃ পেচক-বাহনা লক্ষ্মী শিক্ষা দিয়ে থাকেন দিবসে অন্ধ পেচকের মত পরধন, অন্যায় ও পাপের দিকে অন্ধ হতে অর্থাৎ নিবৃত্ত হতে।[৩] এরূপ ব্যাখ্যা নিতান্তই তত্ত্বগত, যুক্তি ও তথ্যসম্মত নয়।

লক্ষ্মীদেবীর জনপ্রিয়তা: মুদ্রায় লক্ষ্মীমূর্তির ব্যাপক ব্যবহার খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত চলেছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের যুগে ও অন্তিম পর্বে গুপ্তবংশীয় রাজন্যবর্গ বুধগুপ্ত, ভানুগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত এমন কি গৌড়রাজ শশাংক নরেন্দ্রাদিত্য পর্যন্ত ব্যাপকভাবে মুদ্রায় লক্ষ্মীদেবীর প্রতিকৃতি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ভাস্কর্যে বিষ্ণুর সঙ্গে লক্ষ্মী ও সরস্বতী অথবা ভূমি স্থান গ্রহণ করেছেন। মুদ্রায় সরস্বতীমূর্তি একান্তই দুর্লভ। ভাস্কর্যে একক লক্ষ্মীমূর্তিও সুলভ নয়। কিন্তু সরস্বতীর মতই ব্যাপক জনপ্রিয়তা হেতু লক্ষ্মী ভারতের সীমা পেরিয়ে চীন, কাম্বোজ, তিব্বত প্রভৃতি দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। আধুনিক ভারতবর্ষেও সম্পদ ও প্রাচুর্যের দেবতা হিসাবে লক্ষ্মীপূজা অত্যন্ত জনপ্রিয়। কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। নববর্ষে ব্যবসায়ীরা অনেকে গণেশের সঙ্গে লক্ষ্মীপূজা করে থাকেন। পৌষ, চৈত্র এবং ভাদ্রমাসে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা ধান্যলক্ষ্মীর পূজা করেন। বৃহস্পতিবারে মেয়েদের লক্ষ্মীব্রত তো আছেই। ধান্যলক্ষ্মীর পূজায় কাঠা বা পালিতে (মাপপাত্র) ধান, কড়ি ও শঙ্খ পূজা করা হয়। দুর্গাপূজার সময় নবপত্রিকার অন্যতম ধান্যলক্ষ্মী পূজিত হন।

আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার পর যে পূর্ণিমা, তাকে কোজাগরী পূর্ণিমা বলা হয়। এই দিন রাত্রে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পূজা হয়। এই দিন রাত্রি জাগরণের রীতি বলে এই পূর্ণিমা কে কোজাগরী পূর্ণিমা বলা হয়,—কৌমুদীও বলে। রঘুনন্দন লিখেছেন,—

১ Cambridge History of India, vol. I, E. J. Rapson (1922) pp. 386-87
২ Do, Plate I, figs. 7-13.
৩ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—পৃঃ ১৬৪-৬৫

আশ্বিনে পৌর্ণমাস্যান্তু চরেজ্জাগরণং নিশি।
কৌমুদী সা সমাখ্যাতা কার্যা লোকবিভূতয়ে॥
কৌমুদ্যাং পুজয়েল্লক্ষ্মীমিন্দ্রমৈরাবতে স্থিতম্।
সুগন্ধির্নিশি সদ্বেশে অক্ষৈর্জাগরণং চরেৎ॥[১]

—আশ্বিনে পূর্ণিমায় রাত্রি জাগরণ করে যাপন করা কর্তব্য, এই পূর্ণিমা কৌমুদী নামে প্রসিদ্ধ, জগতের মঙ্গলের জন্য এই পূর্ণিমা পালনীয়। কৌমুদীতে লক্ষ্মী ও ঐরাবতে স্থিত ইন্দ্রকে পূজা করবে, সুগন্ধি দ্রব্য ও উত্তম বেশ সহযোগে পাশা খেলা করে রাত্রি জাগরণ করবে।

কোজাগরী নাম সম্পর্কে রঘুনন্দন লিখেছেন,—

নিশীথে বরদা লক্ষ্মীঃ কো জগর্তীতি ভাষিণী।
তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়াং করোতি যঃ॥[২]

—রাত্রিকালে লক্ষ্মীদেবী বরদা হয়ে বলেন, কে জেগে আছে? তাকে আমি বিত্ত দান করি যে অক্ষক্রীড়া করে।

স্বামী নির্মলানন্দ অক্ষ শব্দের বিভিন্ন অর্থের উল্লেখ করেছেন, যথাঃ (১) পাশা, (২) ক্রয়বিক্রয়চিন্তা, (৩) আত্মা, রুদ্রাক্ষ, জপমালা প্রভৃতি। তাঁর মতে মূর্খরা পাশা খেলায় রাত্রি জাগরণ করে, বণিক ব্যবসায় চিন্তায় রাত্রি যাপন করে এবং শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান আত্মরতি পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ জপমালা নিয়ে জপ করে থাকেন। 'কো জাগর্তি' অর্থে তিনি বুঝেছেন, আত্মার দিক থেকে যিনি জেগে থাকেন, তিনিই মোক্ষরূপ শ্রেষ্ঠ বর লাভ করেন।[৩]

রঘুনন্দন কোজাগরী পূর্ণিমায় নারিকেল ও চিপিটক সহযোগে দেবতা ও পিতৃগণকে অর্চনা করে, আত্মীয় বন্ধু সহ সকলকেই ভক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজার একটি বিশেষ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে বৈদিক যুগে কোজাগরী পূর্ণিমায় অম্বুবাচী হোত, অর্থাৎ এই সময়ে ছিল বর্ষাকাল। বেদের ইলা বা ইড়া (পুরাণের লক্ষ্মী) অম্বুবাচীর দিন জন্মগ্রহণ করতেন। এই দিনে ইন্দ্র অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। সেইজন্যই কোজাগরী লক্ষ্মীকে চারি দিক্‌হস্তী স্নান করায়। সেদিন অরন্ধন বলেই চিপিটক-নারিকেল ভক্ষণ বিহিত।[৪]

বিদেশী প্রভাব ঃ কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেছেন যে লক্ষ্মীমূর্তি পরিকল্পনায় গ্রীক্ দেবী এথেনীর প্রভাব আছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার লিখেছেন, "The cult of Sri-Lakshmi had probably something to do with the worship of the Greek Goddess, especially Pallas Athene, introduced in the country by Indo-Greek Kings, as

১ তিথিতত্ত্বম্—অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্—বেণীমাধব দে প্রকাশিত পৃঃ ৬৫ ২ তদেব—পৃঃ ৬৫-৬৬
৩ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন, ৩য় সং—পৃঃ ১৬৩ ৪ পূজাপার্বণ—পৃঃ ৬৯

indicated by their coins from the beginning of the 2nd century B. C."[১] কিন্তু গ্রীক্ দেবী প্যালাস এথেনীর আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে লক্ষ্মী-দেবীর কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। হোমারের ইলিয়ড্ কাব্যে প্যালাস এথেনীর স্বার্থপরতা ও ক্রূরতা লক্ষ্মীচরিত্রে কল্পনা করা যায় না। তবে মনে হয়, কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেঘনাদ বধ কাব্যে রমা বা লঙ্কার রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে প্যালাস এথেনীর প্রভাব বরণ করে নিয়েছেন ; সেই জন্যই উক্ত কাব্যের লক্ষ্মী-দেবীর প্রকৃতি ভারতীয় আদর্শ থেকে ভিন্ন হয়ে গেছে। ভারতীয় আদর্শে লক্ষ্মী ভক্তের বশীভূতা—বিশ্বের আনন্দদাত্রী রমা।

লক্ষ্মীপূজায় অনার্য অংশ : শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিয়েছেন যে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার রীতিতে অনেকটা আর্যেতর সংস্কৃতির প্রভাব আছে। "শূয়োরের দাঁত যার উপরে ফলমূল মিষ্টান্নের রচনা পাতিল, কুবেরের মাথা যেটা সব উপরে রয়েছে দেখি ; কিম্বা সবার পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে একটি ঘোমটা দেওয়া মেয়ের মত ভাব হলুদ সিঁদুর মাখানো ; আর পেঁচা ও ধানছড়া—এক লক্ষ্মীর বাহন আর এক লক্ষ্মীর শস্যমূর্তি—এ কয়টিই অহিন্দু ও অনার্য বা অন্যব্রতদের।"[২]

অবনীন্দ্রনাথ অবশ্য বলেছেন যে বরাহাবতারের বরাহের দাঁত, গরুড়ের বংশে পেঁচা, লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে ধান প্রভৃতির দ্বারা উক্ত ব্যাপারগুলিকে বৈদিক বা পৌরাণিক সংস্কার বলে সমর্থন করা যেতে পারে। কিন্তু লক্ষ্মীর অনার্যত্বের সমর্থনে তিনি মেক্সিকোতে ছড়ামাম্মা বা সরামাম্মা পূজার সঙ্গে লক্ষ্মীপূজার সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। ছড়ামাম্মা পূজার রীতিগুলি লেখকের ভাষাতেই উদ্ধৃত করছি : "শস্য সংগ্রহের কালে পেরুতে লোকেরা ভুট্টার ছড়গুলি দিয়ে তাদের মা লক্ষ্মীর মূর্তিটি গড়ে। পূজার পূর্বে তিনরাত্রি জাগরণ করে ছড়ামাম্মা বা সরামাম্মাকে নজরে নজরে রাখার নিয়ম। বলা বাহুল্য একে পূর্ণিমা জাগরণ বা কোজাগর বলা যেতে পারে। পূজোর দিন এরা ভুট্টাছড় বা এদের লক্ষ্মীমূর্তির সামনে রচনার পাতিলে নানারকম খাবার সাজিয়ে একটি সিদ্ধ করা ব্যাঙ্ সকলের উপরে রাখে ; এবং সেই ব্যাঙের পিঠে একটি জনারের শীষের মধ্যে নানা শস্য ভুট্টা, মুগ, মুসুরি ইত্যাদি চূর্ণ করে গুঁজে দেওয়া হয়। এই ব্যাঙ হলেন জলদেবতার স্ত্রী।"[৩] এর পরে একটি কুমারীকে সাজিয়ে পূজা করে বলি দিয়ে তার হৃৎপিণ্ড দিয়ে ছড়ামাম্মার পূজা দ্বারা দেবতাকে তুষ্ট করা হয়।[৪] বলা বাহুল্য, হিন্দুর লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে ছড়ামাম্মার পূজার কোন সম্পর্ক নেই। লক্ষ্মীপূজায় ব্যাঙের প্রয়োজন হয় না। ব্যাঙ্ কোন দেবতারই বাহনরূপে কল্পিত হয় নি। লক্ষ্মী দেবী বৈষ্ণবী শক্তি—লক্ষ্মীপূজায় আমিষ নিষিদ্ধ। লক্ষ্মীর সম্মুখে কোন প্রকার

১ The Classical Age—p. 420
২ বাংলার ব্রত, বিশ্ববিদ্যা সিরিজ, বিশ্বভারতী—পৃঃ ২০-২১ ৩ বাংলার ব্রত—পৃঃ ২১
৪ তদেব

'বলি' চলে না, কুমারীর হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে পূজা দেওয়ার বীভৎস কাণ্ড কল্পনাই করা যায় না। বৈদিক যজ্ঞে পশুবলি অপরিহার্য ছিল বটে, তবে পৌরাণিক যুগে শিব, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিকেয়, গণেশ, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতার সম্মুখে পশুবলির রীতি অপ্রচলিত হয়ে গেছে। লক্ষ্মী দেবীর আকারে ও প্রকারে ছড়ামাম্মার কোন সংযোগ নেই। সৌভাগ্য ও সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে সৌভাগ্যের হেতুভূত ধান্যপূজা বা শস্যপূজা মিশ্রিত হয়ে গেছে বটে, তবে ধান ছাড়া অন্য কোন শস্য বাঙ্গালাদেশে লক্ষ্মীরূপে পূজিত হয় না। সম্পদের দেবী বা শস্যদেবীর পূজা পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল বা আছে। কিন্তু সুদূর মেক্সিকো থেকে বাঙ্গালার লক্ষ্মীপূজায় ছড়ামাম্মার প্রভাব কিভাবে এসে পৌঁছালো তার সদুত্তর মেলা সহজ নয়। তবে পূজার লৌকিক রীতি-নীতিতে আর্যেতর প্রভাব আসা যে অসম্ভব, একথা বলি না। যদি কিছু আর্যেতর প্রভাব লক্ষ্মীপূজার রীতিতে এসে থাকে তদ্দারা বৈদিক-পৌরাণিক দেবকল্পনার অনার্যত্ব প্রমাণিত হয় না। রাত্রি জাগরণের ব্যাপারে সাদৃশ্য নিছকই কাকতালীয়।

অবনীন্দ্রনাথ লক্ষ্মীপূজায় অনার্যপ্রভাবের আর একটি প্রমাণ দিয়েছেন বাঙ্গালাদেশে অলক্ষ্মীপূজা ও বিদায়ের ঘটনায়। অলক্ষ্মী পূজা হয় কার্তিকমাসে দীপান্বিতা অমাবস্যায়। কলার পেটোয় গোবরের পুতুল তৈরী করে অলক্ষ্মীরূপে পূজা করে বাড়ীর বাইরে অলক্ষ্মীকে বিদায় দেওয়া হয়। অবনীন্দ্রনাথ মনে করেন, "এই অলক্ষ্মীই হলেন অন্ত্যব্রতদের লক্ষ্মী বা শস্যদেবতা। শাস্ত্র নিজেদের মা-লক্ষ্মীকে এই প্রাচীনা লক্ষ্মীর স্থানে বসিয়ে অলক্ষ্মী নাম দিয়ে কুরূপা কুৎসিতা বলে এঁকে ছেঁড়া চুলে ও ঘরের আবর্জনার সঙ্গে বিদায় দিতে চাইলেন।"[১] গোবরের অলক্ষ্মীর সঙ্গে পিটুলির তৈরি লক্ষ্মী-নারায়ণ ও কুবেরের পূজা করা হয়। এই তিনটি পুতুলেরও সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ মেক্সিকোর শস্যদেবতার মিল খুঁজে পেয়েছেন। "মেক্সিকোতে পুরাণে দেখা যাচ্ছে, শস্যের রক্ষয়িত্রী তিন বর্ণের তিন দেবতা। একজন অপক্ক হরিৎ শস্যের সবুজ, একজন ফলস্তস্বর্ণশস্যের হলুদ আর একজন আতপ্ত সুপক্ক শস্যের সিন্দুরবর্ণ।"[২]

প্রমাণ স্বরূপ তিনি Myths of Mexico and Peru গ্রন্থ থেকে (৮৫ পৃ:) উদ্ধৃতি দিয়েছেন—"A special group of deities called Centeotl presided over the agriculture of Mexico, each of whom personified one or other of the various aspects of the Maize plant... Xilonen—she typified the xilote or green ear of the Maize."[৩]

বাঙ্গালার লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীর পূজা মেয়েলি ব্রতের সামিল। মেয়েলি ব্রতে লক্ষ্মী, নারায়ণ ও কুবের—এই তিন দেবতার সুলভ উপাদান পিটুলির মূর্তি গড়ে পূজা করা হলে তার মধ্যে মেক্সিকো মিথের প্রভাব কতটা থাকতে পারে, তা

১ বাংলার ব্রত—পৃ: ২০ ২ তদেব—পৃ: ২৪ ৩ তদেব—পৃ: ২৪

ধারণা করা কঠিন। দুর্ভাগ্যের দেবতা অলক্ষ্মীকে পূজা করে বাড়ীর বাইরে রেখে দেওয়া অর্থাৎ দুর্ভাগ্যকে বিতাড়িত করার সাধারণ একটা প্রচেষ্টা—একটি লৌকিক বিশ্বাস মাত্র। বসন্তের দেবতা শীতলাকে ত পূজা করে গ্রামের বাইরে কোন বৃক্ষতলে রেখে আসা হয়। লক্ষ্মীপূজা করলেই দেবীর সঙ্গে তাঁর পুরুষরূপ বা স্বামী বিষ্ণু এবং কোষাধ্যক্ষ কুবেরের পূজা করার রীতি বহুল প্রচলিত। মেক্সিকোতে Centeotl শস্যদেবতা—তিনি আকাশের মত নীল সাগরের জল থেকে জন্মেছেন। তিনি কিরণ দেন সূর্যের মত,—তাঁর জননী Quetzal পক্ষীর মত বিচিত্রবর্ণা—নতুন ফোটা ফুলের মত সুন্দরী—তিনি বাস করেন উষার (Dawn) গৃহে।[১] বুঝতে অসুবিধা হয় না যে Centeotl শস্যদাতা সূর্যেরই প্রতিরূপ। স্বরূপতঃ সমুদ্রজা লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য আছে ঠিকই। কিন্তু ভয়ংকরের দেবতা জীবনের বিঘ্নকর্তা Huitzilopochtli শস্যদেবতা Centeotl-এর সঙ্গে সম্পর্কান্বিত এবং অভিন্নরূপেও বর্ণিত হয়।[২] Quetzleoatl মেক্সিকোর দৈবতকুলের মধ্যে উর্বরতা ও প্রজননের দেবতা এবং Centeotl-এর স্ত্রীরূপ—female counterpart।[৩] কিন্তু লক্ষণীয় এই যে মেক্সিকোর শস্যদেবতাদের আকার ও প্রকারের সঙ্গে ভারতীয় লক্ষ্মী বা নারায়ণের কোথাও কোন সাদৃশ্য নেই। এই উদ্ভট মূর্তিগুলি দেখলেই ভারতীয় দেবতাদের সঙ্গে তুলনা করা কতটা হাস্যকর, তা বোঝা যাবে। নারায়ণ শস্যদেবতা নন, কুবেরও নন, লক্ষ্মী সৌভাগ্য ও ধনসম্পদের দেবতা হয়ে শস্য বিশেষতঃ ধান্যের দেবতারূপে স্বীকৃতা। কিন্তু বিষ্ণু-শক্তিরূপে তাঁর যে রূপকল্পনা তার সঙ্গে মেক্সিকোর দেবতাদের তুলনা অশোভন বোধ হয়। তবে পিটুলি বা গোময়ের পুত্তলিকা প্রতীকে যদি কোন আর্যেতর প্রভাব থাকে তবে তা নিরূপণ করা কষ্টসাধ্যই মনে হয়।

অলক্ষ্মী : লক্ষ্মী যেমন সম্পদ ও সৌভাগ্যের দেবতা, অলক্ষ্মী তেমনি দুর্ভাগ্যের দেবতা। দেবতা হিসাবে অলক্ষ্মীর রোষদৃষ্টি প্রশমনের উদ্দেশ্যে অলক্ষ্মীর পূজা করা হয়। দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রিতে বাড়ীর বাইরে গোবরের পুতুল গড়ে কৃষ্ণপুষ্প দিয়ে অলক্ষ্মীর পূজা করে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করা হয়। অলক্ষ্মীর ধ্যানমন্ত্র : অলক্ষ্মীং দ্বিভুজাং কৃষ্ণবস্ত্র পরিধানাং লৌহাভরণভূষিতাং শর্করাচন্দনচর্চিতাং গৃহসম্মার্জনীহস্তাং গর্দভারূঢ়াং কলহপ্রিয়াং।

—অলক্ষ্মী দ্বিভুজা, কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিতা, লোহার অলংকারে ভূষিতা, শর্করা ও চন্দনে চর্চিতা, সম্মার্জনী হস্তা, গর্দভে আসীনা, কলহপ্রিয়া।

লক্ষণীয় এই যে শীতলাও গর্দভারূঢ়া, সম্মার্জনীহস্তা। অলক্ষ্মীর প্রণাম মন্ত্র :

অলক্ষ্মীত্বং কুরূপাসি কুৎসিৎস্থানবাসিনী।
সুখরাত্রৌ ময়া দত্তাং গৃহ্ন পূজাঞ্চ শাশ্বতীম্॥
দারিদ্র্যকলহপ্রিয়ে দেবি ত্বং ধননাশিনী।
যাহি শত্রোর্গৃহে নিত্যং স্থিরাতত্র ভবিষ্যসি॥

১ Mexican and Central American Mythology—Irene Nicholson—p. 116
২ Ibid—p. 115 ৩ Ibid—p. 110

গচ্ছ ত্বং মন্দিরং শত্রোর্গৃহীত্বা চাশুভং মম।
মদাশ্রয়ং পরিত্যজ্য স্থিতা তত্র ভবিষ্যসি ॥[১]

—অলক্ষ্মী! তুমি কুরূপা, কুৎসিৎস্থানে বাস কর, সুখরাত্রিতে আমার দেওয়া শাশ্বত পূজা গ্রহণ কর। হে দেবি, তুমি দারিদ্র্য ও কলহপ্রিয়া, ধন নাশ কর, তুমি শত্রুর গৃহে যাও, সেখানে স্থির হয়ে অবস্থান কর। তুমি আমার অমঙ্গল নিয়ে শত্রুর মন্দিরে যাও, আমার আশ্রয় পরিত্যাগ করে সেখানে অবস্থান কর।

অবনীন্দ্রনাথ অলক্ষ্মীর যে ধ্যানমন্ত্রটি উদ্ধৃত করেছেন তা নিম্নরূপ : ওঁ অলক্ষ্মীং কৃষ্ণবর্ণাং কৃষ্ণবস্ত্রপরিধানাং কৃষ্ণগন্ধানুলেপনাং তৈলাভ্যক্তশরীরাং মুক্তকেশীং দ্বিভুজাং বামহস্তে গৃহীতভস্মনীং দক্ষিণহস্তে সম্মার্জনীং গর্দভারূঢ়াং লৌহাভরণ-ভূষিতাং বিকৃতদংষ্ট্রাং কলহপ্রিয়াম্।[২]

—অলক্ষ্মী কৃষ্ণবর্ণা, কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিতা, কৃষ্ণগন্ধলিপ্তা, তৈললিপ্তশরীরা, মুক্তকেশী, দ্বিভুজা, বামহস্তে ভস্মাধার ও দক্ষিণহস্তে সম্মার্জনী, গর্দভারূঢ়া, লৌহাভরণ-ভূষিতা, বিকৃতদংষ্ট্রা, কলহপ্রিয়া।

পূজার পর অলক্ষ্মীকে কুলো বাজিয়ে ছেঁড়া চুল দিয়ে বিদায় করা হয়। পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির রাত্রিতে অলক্ষ্মীকে বিদায় দেওয়ার রীতি প্রচলিত। বালকেরা কুলো বাজিয়ে বলে, "দূর যা, দূর যা, এ বাড়ীর অলক্ষ্মী ও বাড়ী যা।"[৩]

বৌদ্ধজাতকে দেবলোকে মহারাজ বিরূপাক্ষের কন্যা কালকর্ণী অলক্ষ্মীরূপিণী। কালকর্ণী বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠীর আশ্রয় প্রার্থনা করায় শ্রেষ্ঠী প্রশ্ন করেছিলেন—

কৃষ্ণবর্ণা কুরূপা কে বসিয়া ওখানে ?

উত্তরে কালকর্ণী বলেছিলেন—

বিরূপাক্ষসুতা আমি, কালকর্ণী নাম,
অলক্ষ্মী, প্রচণ্ডা বড়, শুন শ্রেষ্ঠি বর ;

বোধিসত্ত্বের অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে কালকর্ণী বলেছিলেন—

ভণ্ড, ধূর্ত, ঈর্ষী, ক্রোধন, মৎসরী, ইন্দ্রিয়ের যারা দাস,
এরা প্রিয় মম, হয় ইহাদের প্রলব্ধ অর্থের নাশ।[৪]

জাতকের কালকর্ণী অবশ্যই অলক্ষ্মী ; লক্ষ্মীর কৃপা বঞ্চিত ব্যক্তি অলক্ষ্মীর আশ্রয়।

তেসকুন জাতকে বলা হয়েছে, যে রাজা মিথ্যা, ক্রোধ, ঘৃণা, ঈর্ষা এবং কামের বশীভূত, রাজকর্মে অমনোযোগী ও অধার্মিক তাঁকে অলক্ষ্মী আশ্রয় করেন। অলক্ষ্মী ভণ্ড, ভয়ংকর, ভীষণ, দ্বিষণ্ণু, ঈর্ষাপরায়ণ, লোভী ও বিশ্বাসঘাতককে

১ জাতক—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪১, পাদটীকা
২ বাংলার ব্রত—পৃঃ ১২৩ ৩ জাতক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ—১৪৯
৪ শ্রীকালকর্ণী জাতক (জাতক', ৩য় খণ্ড—পৃঃ ১৫০

ভালবাসেন। নিন্দিত ও মূর্খ ব্যক্তিকে পেয়ে তিনি আনন্দিত হন।[১] ঋগ্বেদে অলক্ষ্মীর উল্লেখ আছে।

স্মৃতিশাস্ত্রকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য দীপান্বিতায় লক্ষ্মীপূজার বিধান দিয়েছেন, অলক্ষ্মীপূজার বিধান দেন নি। তাঁর মতে দিবাভাগে যদি চতুর্দশী ও রাত্রিতে অমাবস্যা থাকে, সে রাত্রিকে বলা হয় সুখরাত্রি। সেই সুখরাত্রিতে লক্ষ্মীপূজা বিধেয়।

অমাবস্যা যদি রাত্রৌ দিবাভাগে চতুর্দশী।
পূজনীয়া তদা লক্ষ্মীর্বিজ্ঞেয়া সুখরাত্রিকা॥
ততো গৃহমধ্যে উত্তরাভিমুখো লক্ষ্মীং পূজয়েৎ।

রঘুনন্দনের সময়ে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে দীপান্বিতায় অলক্ষ্মীপূজা বিহিত ছিল না বলেই মনে হয়।[২]

লক্ষ্মীর বিপরীত শক্তি হিসাবে অলক্ষ্মীর ধারণা খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতেই এদেশের মানুষের মনে জন্মেছিল। বৌধায়নের ধর্মসূত্রে অলক্ষ্মীপূজার বিবরণ আছে। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে অলক্ষ্মীর আটপ্রকার আকৃতির উল্লেখ আছে। তামিল প্রদেশে লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীরূপে অলক্ষ্মীর পূজা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তামিলভাষায় জ্যেষ্ঠার আটটি নাম প্রচলিত : মুগডি, তৌবৈ, কালতি, মূদেবী, কাক্কৈক্কোডিয়াল, কলুদৈ, বাহিনী, শেট্টে ও কেড়লনঙ্গু। কাঞ্চীপুরমে কৈলাশনাথ মন্দিরে জ্যেষ্ঠার মূর্তি আছে। জ্যেষ্ঠা চোল রাজাদের পরিবার-দেবতা ছিলেন। এই দেবী অমঙ্গল নাশ করেন।[৩]

খ্রীষ্টপূর্বশতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত লৌকিক বিশ্বাসে জীবিতা অমঙ্গলনাশিনী বা অমঙ্গলদায়িনী দেবীর পরিকল্পনায় বা পূজার রীতিতে অনার্যপ্রভাব যদি এসে থাকে তবে আজ তার পরিমাপ করা দুঃসাধ্য নিশ্চয়ই।

লক্ষ্মীপূজার প্রাচীনতা : মুদ্রা, ভারুতস্তূপ প্রভৃতির সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে লক্ষ্মীদেবীর মূর্তিকল্পনা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতেই। সম্পদ ও জ্ঞানের দেবতা সরস্বতী থেকে লক্ষ্মী যে কখন পৃথক সত্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তার ইতিবৃত্ত নির্ণয় করা সম্ভব নয়। শ্রী ও লক্ষ্মীর আবির্ভাব বৈদিকযুগের অন্তিমপর্বে। সরস্বতী ঋগ্বেদে প্রাধান্য লাভ করলেও বিদ্যাদেবীরূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা অনেক পরে। খ্রীষ্টপূর্ব ২য়/৩য় শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে বিদ্যাদেবী সরস্বতী ও ধনসম্পদ সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মীর পৃথক পৃথক সত্তায় আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছে, মনে হয়। কেউ কেউ আবার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সঙ্গে তুলনা করে মোহেন্-জো-দারোতে

১ জাতক—vol. XI, p. 349
২ কৃত্যতত্ত্ব—অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্—বেণীমাধব দে প্রকাশিত, পৃঃ ৬২৩
৩ Cult of Sakti in Tamilnad—T. V. Mahalingam, Sakti Cult & Tara—pp. 29-30

প্রাপ্ত গর্ভস্থ বৃক্ষসহ নারীমূর্তিকে (মাতৃকামূর্তি নামে পরিচিতা) লক্ষ্মী বলে মনে করে লক্ষ্মীর উপাসনাকে প্রাগৈতিহাসিকযুগে নিয়ে যেতে চান।[১]

ডঃ বি. চ্যাটার্জি সুমেরীয় পুরাণের নিন্‌হুর সাগা (Ninhur Saga) এবং এন্‌কি (Enki), মিশরীয় পুরাণের ইসিস্ (Isis) ও হ্যাথর (Hathor) প্রভৃতির উল্লেখ করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে আর্যদের লক্ষ্মীদেবীর পরিকল্পনা অন্-আর্য সভ্যতা থেকে গৃহীত হয়েছে।[২]

লক্ষ্মীদেবীর পরিকল্পনা প্রাগার্য জাতির কাছ থেকে গৃহীত, এরূপ অনুমান গ্রাহ্য হওয়ার স্বপক্ষে তেমন কোন শক্তিশালী যুক্তি নেই। মোহেন্-জো-দারো হরপ্পা সভ্যতা প্রাগার্য আর্যেতর সভ্যতা—আর্যেতর আক্রমণকারীদের দ্বারা বিধ্বস্ত হচ্ছিল, এরূপ সহজ প্রচলিত মতবাদ কোন দৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। হরপ্পার অধিবাসীরা আর্যদের দাসত্বে নিযুক্ত হয়েছিল, এরূপ অনুমান নিছক কল্পনা। হরপ্পায় প্রাপ্ত মূর্তিটি সম্পর্কেও কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। সাধারণতঃ মূর্তিটি মাতৃকামূর্তি বা পৃথিবী মাতা রূপে গৃহীত হয়ে থাকে। ঋগ্বেদের দ্যৌ ও পৃথিবীর (দ্যাবা পৃথিবী) গুণকর্মের বা আকৃতির সুস্পষ্ট বিবরণ অনুপস্থিত। পরবর্তীকালে বসুধা বা পৃথিবীদেবী বিষ্ণুর পত্নী হিসাবে লক্ষ্মীর সঙ্গে মিশে গেছেন সত্য, কিন্তু বসুধা বা পৃথিবী হিন্দু দেবগোষ্ঠীতে কোন উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে পারেন নি। বৈদিক সরস্বতীর প্রভাবে সরস্বতীরই অংশরূপে লক্ষ্মীর আবির্ভাব—এ সত্য যথাযথভাবে আলোচিত হয়েছে। বিদেশী পুরাণের শস্যদেবী বা ভূমিদেবীর সঙ্গে ভারতীয় লক্ষ্মীর সাদৃশ্য অকিঞ্চিৎকর।

গ্রীক্ তাইচি ও ডেমেটর এবং ভারতের লক্ষ্মী : গ্রীক্ পুরাণের দেবতা তাইচি (Tyche) জিউস প্রদত্ত ক্ষমতায় মানুষের ভাগ্য নির্ণয় করেন, ভাগ্যবানকে একটি প্রাচুর্যের শিং (Horn of plenty) থেকে ধনসম্পদ ঢেলে দেন এবং ভাগ্যহীনের সকল সম্পদ কেড়ে নেন। তিনি একটি বল গড়িয়ে দিয়ে ভাগ্যের অনিশ্চয়তা প্রতিপাদন করেন।[৩]

---

১ The goddess of Fortune, Demeter or Tychee in Greece, Fortune or Abandantia in Rome Ardochsho in Persia or Lakshmi in India, was a local development of the Mother goddess of the chalcolithic period, who was the dominant figure in the ancient East as well as the Indus Valley.''—Antiquity of the Concept of Lakshmi—Dr. B. Chatterjee, Foreigners in Ancient India, C. U.—p. 154

২ "Most probably, the Aryans borrowed the concept of the mother goddess or Earth-goddess, the presiding deity of fortune based on agriculture from pre-Aryan Indians. The Harappa element in Aryan culture is probably due to survival of the Harappa people as slaves and serfs of the Aryan invadors."—Ibid, p. 157

৩ "Tyche is a daughter of Zeus, to whom he has given power to decide what the fortune of this and that mortal shall be. On some she heaps gifts from a horn of plenty, others she deprives of all that they have. Tyche is all together irresponsible in her awards and runs about juggling with a ball to exemplify the uncertainty of chance : sometimes up, sometimes down." —Greek Myths, Robert Graves, vol. I—p. 125

তাইচির সঙ্গে লক্ষ্মীর কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্য অনেক। হিন্দুদের লক্ষ্মীদেবীর পরিকল্পনা অনেক উচ্চাঙ্গের। লক্ষ্মী সম্পৎ সৌভাগ্যদায়িনী—বিষ্ণুর আনন্দস্বরূপিণী শক্তি—আনন্দদাত্রী রমা। গ্রীক দেবতা ডেমেটর শস্যের দেবতা। কিন্তু ডেমেটরের সঙ্গে লক্ষ্মীর আকার বা চরিত্রের কোন মিল নেই। ডেমেটর কেবলমাত্র শস্যেরই দেবতা, তাঁর অন্য কোন পরিচয় নেই।[১]

মিশরীয় হ্যাথর-ইসিস ও লক্ষ্মী : মিশরীয় দেবী Hathor ধেনুরূপিণী এবং বিশ্বজননী।[২] ভারতীয় পুরাণে পৃথিবীকে বারংবার ধেনুরূপে কল্পনা করা হয়েছে। বেনরাজার পুত্র পৃথু ধেনুরূপিণী পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন—

স কল্পয়িত্বা বৎসং তু মনুং স্বায়ম্ভুবং প্রভুঃ।
স্বে পাণৌ পৃথিবীনাথো দুদোহ পৃথিবীং পৃথুঃ॥[৩]

—পৃথিবীপতি পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করে নিজের হাতে পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন।

পদ্মপুরাণেও পৃথু কর্তৃক ধেনুরূপিণী পৃথিবী দোহনের উপাখ্যান আছে—

স্বায়ম্ভুবো মনুর্বৎসঃ কল্পিতস্তেনভূভুজা।
স্বপাণিঃ কল্পিতস্তেন পাত্রমেবং মহামতে॥
স পৃথুঃ পুরুষব্যাঘ্রো দুদোহ বসুধাং তদা।
সর্বশস্যময়ং ক্ষীরং সসর্বান্নং গুণান্বিতাম্॥[৪]

—হে মহামতে, সেই রাজাদ্বারা স্বায়ম্ভুব মনু বৎস এবং নিজের হাত পাত্ররূপে কল্পিত হয়েছিল। সেই পুরুষব্যাঘ্র পৃথু সকল শস্যময় সকলগুণান্বিত অন্নসহ দুগ্ধ দোহন করেছিলেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় পৃথিবীকে ধেনুরূপে কল্পনা করেছেন—

দাঁড়ায়েরয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু
তোমারে সহস্ররূপে করিছে দোহন
তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন
তৃষিত পরাণী যত।[৫]

কেবল পুরাণ কাব্য কেন অথর্ববেদেও পৃথিবী ধেনুরূপে কল্পিতা—

অস্মৈ দ্যাবাপৃথিবী ভূরিবামং
দুহাথাং ঘর্মদুঘে বৈ ধেনু।[৬]

---

১ "Demeter is viewed rather as a deity of the corn rather than as a spirit immanent in it."—Golden Bough, J. G. Frazer, p. 556

২ "Hathor was a great Sky-goddess who was represented as a cow and became known as a universal mother goddess, sometimes being called creator of the universe."—Egyptian Mythology, Veronica Ions, p. 78

৩ বিষ্ণুপুঃ—১।১৩।৮৬ ৪ পদ্মঃ, ভূমিখণ্ড—২৯।৩৩-৩৪ ৫ বসুন্ধরা—সোনারতরী

৬ অথর্ব—৬।৫।২৯।৫

—হে দ্যাবাপৃথিবী বহুক্ষীরা ধেনু যেমন প্রভূত দুগ্ধ দান করে, সেইভাবে তোমরাও রাজাকে প্রভূত ধন দান কর।

পৃথু যখন দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পৃথিবীকে তাড়না করেছিলেন পৃথিবী তখন গোরূপ ধারণ করেছিলেন।[১] পৃথিবীকে ধেনু বা কামধেনুরূপে কল্পনা ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন। গো শব্দের একটি অর্থ পৃথিবী, অন্য অর্থ গাভী। সুতরাং মিশরীয় মাতৃকাদেবী ধেনুরূপিণী Hathor পৃথিবী হতে পারেন। ভারতীয় লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর সংযোগ কষ্টকল্পনা।

মিশরীয় দেবতা ইসিসের সঙ্গেও লক্ষ্মীর সাদৃশ্য স্বল্প,—আকারগত ত বটেই প্রকারগত সাদৃশ্যও কম। ইসিস্ শিশুপালিকা—ক্রোড়ে শিশু হোরাস্। তাঁর মাথায় কখনও সিংহাসন, কখনও চন্দ্রকলা, কখনও পদ্ম, কখনও ময়ূরপুচ্ছ—কিন্তু হাতে থাকে প্রাচুর্যের শিঙা Cornucopiae। Veronica Ions ইসিসের বিবরণে লিখেছেন, "Most often Isis was represented as a woman with the throne on her head... At other times her head dress was disk flanked by feathers and cow's horns... Sometimes Isis was shown as a woman with crescent moon on her head or crowned with lotus flowers and ears of corn, or bearing a Cornucopiae. In statues she was often shown suckling the infant Horus and she was revered as protectress of children especially from disease."[২]

বলা বাহুল্য ইসিসও ভূদেবী। তবে মনে হয় যেন লক্ষ্মী, ষষ্ঠী ও পৃথিবী একত্রে মিশে গেছেন ইসিসের মধ্যে। এমন কি রোগারোগ্যকারিণী হিসাবে শীতলাও এঁর মধ্যে রয়েছেন।

রোমীয় ফরচুনা ও লক্ষ্মী : রোমীয় সৌভাগ্যদেবতা Fortune লক্ষ্মী অপেক্ষা ষষ্ঠীর নিকটবর্তী। "Even Fortune could be regarded as a goddess. She was the first born of Jupiter, she helped women in child-birth."[৩]

রোমীয় Fortune সম্পর্কে Stewart Perowne লিখেছেন, "She was identified with Greek Tyche. She is represented with a horn of plenty and a rudder...because it is Fortune who steers men's lives."[৪] ভাগ্যদেবী ফরচুনা সন্তানজন্মের সহায়িকা হলেও প্রাচুর্যের বা সম্পদের প্রতীক horn of plenty ধারণ করায় লক্ষ্মীর কার্যও করে থাকেন। সুতরাং ফরচুনাকে লক্ষ্মী ও ষষ্ঠীর মিলিত বিগ্রহ বলা চলে।

সুমেরীয় নিন্হুর সাগা, এন্‌কি ও লক্ষ্মী : সুমেরীয় ভূদেবী নিন্হুর সাগা ও জলদেব এন্‌কির মিলনে কৃষি ও কৃষিজদ্রব্য উৎপন্ন হয়। এন্‌কি শস্যেরও

১ বিষ্ণুপু, প্রথমাংশ—১৩ অ
২ Egyptian Mythology—p. 78
৩ Roman Mythology, Stewart Perowne—p. 126
৪ Ibid—p. 131

দেবতা, জ্ঞানেরও দেবতা। এঁদের সম্পর্কে জন গ্রে লিখেছেন, "The earth was regarded as a living deity (Lady mountain) expressive of the building up of slit above the marshes and flood waters of lower Mesopotamia. An ancient myth explains the origin of vegetation from the union of Ninhursag with Enki, also called Ea, the god of the waters. The myth, describing the generation of agriculture and its by-products, from the initial union of Enki and Ninhursag and consequent infidelities of Enki with his own daughter."[১]

Enki জলের দেবতা, জ্ঞান এবং যাদুরও দেবতা—"The god Enki or Ea, the god of water was also considered the supreme god of wisdom and magic, doubtless owing to the subtle pervasiveness of water both above and below the earth and to the vital part it plays in engendering life and thus making possible development of vegetation and communications by the skill of man."[২]

এন্‌কি ও নিন্‌হুর সাগ কতকটা বৈদিক দ্যাবা পৃথিবীর মত। এন্‌কি জলের দেবতা—জল দান করে জীবনসৃজন ও কৃষি সম্পাদনে সহায়তা করেন। এন্‌কির সঙ্গে ভারতীয় পুরাণের ও বেদের বরুণ ও পর্জন্যের তুলনা করা যায়। এন্‌কি ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক থেকে শ্রদ্ধার্হ নন। এন্‌কি পুরুষ দেবতা—লক্ষ্মীর সঙ্গে কোন দিক থেকেই তুলনীয় হতে পারেন না। নিন্‌হুর সাগ কেবলমাত্র পৃথিবী দেবী—সম্পদ ও সৌভাগ্যের দেবী নন। লক্ষ্মীদেবী সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবী —কৃষিদেবীও নন, জলদেবীও নন। এই দেবদম্পতিকে লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রতিরূপ বলা কোনপ্রকারেই সম্ভব নয়।

ফ্রিগ্‌ ও ফ্রেয়জ ঃ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় মাতৃদেবতা হিসাবে ওডিন (Odin)-এর পত্নী ফ্রিগ্‌ (Frigg) এবং ফ্রেয়জ (Freyja) অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ। সন্তান জন্মের এবং নামকরণের পূর্বে এই দুই দেবীর পূজা করা হয়। ফ্রেয়জের আকার ছিল ঈগল পক্ষীর (falcon)। ফ্রেয়জ অন্যান্য প্রাচুর্যের দেবীদের সঙ্গে ভক্তদের সম্পদ দান করেন। তাঁরা গৃহে গৃহে গমন করে সৌভাগ্য দান করেন এবং নবজাতকের ভবিষ্যৎ ব্যক্ত করেন। ফ্রেয়জ কৃষি বর্ধিত করেন, ভূমির উর্বরতা সম্পাদন করেন। ফ্রিগ্‌ এবং ফ্রেয়জ শূকর ও অশ্ব পছন্দ করেন। সেইজন্য সৌভাগ্যবান্‌ রাজারা শুকরমুখ খচিত টুপি বা মুখোস পরিধান করতেন।[৩] সৌভাগ্যদাত্রী, শস্যদাত্রী এবং শিশুপালিকা দেবী হিসাবে ফ্রেয়জ ষষ্ঠী ও লক্ষ্মীর সম্মিলিত মূর্তির আভাস আনলেও লক্ষ্মীর সঙ্গে এর আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য প্রচুর।

১ Near Eastern Mythology, John Grey—p. 17 ২ Ibid—pp. 19-20
৩ Scandanevian Mythology, H. R. Ellis Davidson—pp. 90-92

অর্‌দ্বি সুর অনহিতা : পারশ্যদেশের অরৃদ্বি সুর অনহিতা জলের দেবতা —সুতরাং উর্বরতারও দেবতা। সন্তান জন্মের সকল আয়োজনই তিনি করেন।[১]

জলদেবী অনহিতার সঙ্গে লক্ষ্মীর কোন সম্পর্ক নেই। তবে শত তারকা ও অষ্টকিরণ খচিত মুকুটধারিণী অনহিতার সঙ্গে সূর্যাগ্নির সম্পর্ক অনুভব করা যায়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর একটি রৌপ্যাধারে অঙ্কিত অনহিতার মূর্তিতে দেবীর ডানহাতে একটি তোতাপাখী ও বামহাতে একটি শস্যসহ শস্যাধার। তোতাপাখী সরস্বতী ও বসুধার হাতের শুকপাখী এবং শস্যাধার সৌভাগ্যের দেবতার ইঙ্গিত বহন করে। কাপ্পাডোসিয়াতে সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েরা বিবাহের আগে অনহিতার পূজা করে।[২] মনে হয়, দেবী অনহিতা কুমারী মেয়েদের মনোমত পতি দান করে থাকেন, এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। আরমেনিয়াতে অনহিতা মানবজাতির হিতকারিণী, সর্বপ্রকার জ্ঞানের জননী—প্রাণদাত্রী অরমজ্‌দর (অহুর মজ্‌দ) কন্যা।[৩]

অর্‌দক্সো : কুষাণ মুদ্রায় অঙ্কিত সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্যের দেবতা Ardoxho-এর চিত্রে অনহিতা, গ্রীক্ তাইচি ও ভারতীয় লক্ষ্মীর সমন্বয় হয়েছে, মনে হয়। Ardoxho দণ্ডায়মানা বা সিংহাসনে উপবিষ্টা—দ্বিভুজা, দক্ষিণ হস্তে পাশ ও বামহস্তে প্রাচুর্যের প্রতীক Cornucopiae বা Horn of plenty। Ardoxhoর মূর্তি কুষাণ রাজাদের মুদ্রায় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। জন্ হিনেল্‌স্ Ardoxho সম্পর্কে লিখেছেন, "Ardoxho, a Kushana figure who has been identified as either Ashi-oxsho, the genious of fate or Recompense, the daughter of Ahura Mazda and sister of Mithra, Sraosha and Rashnu, or as Ardvi-Vaxha, a local eastern Persian goddess of water and moisture related to the great Ardvi Sura Anahita."[৪]

অরৃদক্‌সো ভাগ্যের দেবী, জলদেবীও। কিন্তু কুষাণ মুদ্রায় অরৃদক্‌সোর মূর্তি পুরোপুরি ভারতীয় লক্ষ্মীর মূর্তি। তফাৎ আছে সামান্য—লক্ষ্মীর হাতে প্রাচুর্যের শিঙ্গা, আসন বা পীঠোপরি আসীনা। এদেশের লক্ষ্মীর হাতে ধনভাণ্ড বা চুপ্‌ড়ি দেওয়া হয়। অন্যান্য বহু দেবদেবীর মূর্তির মত কুষাণ রাজগণ ভারতীয় লক্ষ্মীকেও গ্রহণ করেছেন, অবশ্য পারসিক অরৃদক্‌সোও কিছু ছাপ রেখেছেন কুষাণদের সৌভাগ্যদেবীতে।

১ "In Persia the goddess Ardvi Sura Anahita, the strong undefiled waters is the source of all fertility, purifying the seed of all males sanctifying the womb of all females and purifyi[illegible]ers' breast. From her heavenly home, she is the so[illegible]c ocean. She is described as strong and bright, tall a[illegible]tiful, pure and nobly born. As befits her noble birth she wears a golden crown with eight rays and a hundred stars, a golden mantle and a golden necklace around her beautiful neck." Persian Mythology, John Rhinnels—p. 32

২ Ibid—p. 33 ৩ Ibid—p. 32 ৪ Persian Mythology—p. 52

জাপানী কিচিজো-তেন বা কিচিসো-তেন: জাপানে লক্ষ্মী বা সৌভাগ্য সম্পদের দেবী কিচিজো-তেন (Kichigo-ten), কিচিসো-তেন (Kichisho-ten) বা কিস্সো-তেন নামে পরিচিতা। জাপানে নর রাজ বংশের রাজত্ব কালে (৬৪৫-৭৯৪ খ্রীঃ) প্রথম স্ত্রী দেবতা কিচিজো-তেনের মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। জাপানী কিচিজো-তেন বিশামোন-তেন বা কুবেরের পত্নী। হেয়ান রাজবংশের রাজত্বকালে (Heian Period, ৭৯৪-১১৮৫ খ্রীঃ) বিশামোন-তেন (Bishamon-ten) বা কুবেরের সঙ্গে কিচিজো-তেনের যুগ্ম মূর্তি নির্মিত ও পূজিত হয়েছে।

দরনি-সু-ক্যো (Darani-shu-kyo) নামক গ্রন্থ অনুসারে কিচিজো-তেন রক্তাভ শুভ্রবর্ণা, দ্বিভুজা, রত্নমুকুটভূষিতা, কণ্ঠহার ও কর্ণাভরণধারিণী, দক্ষিণ-হস্তে বরদমুদ্রা ও বামহস্তে কামনা-পূরণের প্রতীক একটি রঙীন বল। পশ্চাতে পাঁচ রঙের মেঘের মধ্যে ছয় দন্তবিশিষ্ট হস্তী একটি পাত্র থেকে মাথায় জলবর্ষণ করছে। সংস্কৃত কুবের সূত্রের চীনাভাষায় অনুবাদ বিসমোনতে-ক্যো অনুসারে দেবী দ্বিভুজা, প্রসন্নবদনা, বামহস্তে প্রফুল্ল পদ্ম ও দক্ষিণহস্তে বরদমুদ্রা ধারিণী। কিচিজো-তেনের অপরমূর্তি হোজো-তেন-ন্যো (Hozo ten' nyo)-র ডান হাতে পদ্ম ও বামহাতে মূল্যবান রত্ন থাকে। জাপানে বিভিন্ন মন্দিরে বিভিন্ন-যুগের কিচিজো-তেন বা লক্ষ্মীর দেবীমূর্তি বিপুল জনপ্রিয়তার পরিচায়ক।[১]

লক্ষ্মীদেবীর মৌলিকতা: ভারতে সৌভাগ্য সমৃদ্ধির দেবতা শ্রী-লক্ষ্মী পৃথিবীর অন্য কোন দেশের ভাগ্যদেবী, জলদেবী বা ভূদেবীর প্রভাবে পরিকল্পিতা —এমন সিদ্ধান্ত নিতান্তই অসার। পৃথিবীর সকল দেশেই জলের দেবতা, পৃথিবী দেবতা, শস্য বা উর্বরতার দেবতা, সৌভাগ্য সম্পদের দেবতা প্রভৃতির পরিকল্পনা দেখা যায়। কিন্তু কোন দেবতার সঙ্গেই লক্ষ্মীদেবীর আকার প্রকারগত গভীর সাদৃশ্য দেখা যায় না। হিন্দুদের লক্ষ্মী ভারতীয় ভাবুক সাধকেরই পরিকল্পনা। হরপ্পা মোহেন্-জো-দারোর মাতৃকামূর্তি যদি উর্বরতার দেবী, পৃথিবী দেবী, বা শক্তিদেবীর মূর্তিই হয়, তাহলেও উক্ত দেবীমূর্তির সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর কোন সংযোগ কল্পনা কষ্টকল্পনা ছাড়া কিছু নয়। বিশ্বের আনন্দদাত্রী রমা-লক্ষ্মী বিষ্ণুর হ্লাদিনীশক্তি সম্পদ ও জ্ঞানের দেবতা সরস্বতীরই বিবর্তিত রূপ—আদিত্য-বিষ্ণুর শক্তি। এঁকে প্রাগৈতিহাসিক কোন আর্যেতর জাতির দেবতা বলার যৌক্তিকতা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন দেশের মাতৃকাদেবী বা শস্যদেবীর পরিকল্পনা তদ্ তদ্দেশীয় মানবের চিন্তাধারাপ্রসূত হওয়াই সম্ভব। তবে একদেশের সভ্যতা অন্যদেশে প্রসারিত হওয়ার ফলে এক দেশের দেবতা রূপান্তরিত হয়ে অন্যদেশেও গৃহীত হয়ে থাকে। বৈদিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। এখানে স্বাধীনভাবেই ধর্মসাধনার বৈচিত্র্যময় রীতিপ্রকৃতি গড়ে উঠেছে। ভিন্ন সংস্কৃতি কখনও কোন ছাপ ফেলে নি তা নয়, তবে মূল দেবদেবীর কল্পনা বৈদিক

১ Hindu Divinities in Japanese Buddhist Pantheon, D. N. Baksi —pp.127-34

যুগ থেকেই চলে আসছে। ভারতীয় সভ্যতা যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুগে যুগে প্রসারিত হয়েছিল, এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। অন্ততঃ একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত স্বীকার করেছেন যে ভারতবর্ষের সংস্কৃত ভাষা এবং পুরাণ গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে প্রসারিত হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি: "But it must be remembered that the derivation of the Greek Etruscan Latin and Thracian religious systems from the mythology which prevails in India, depends not solely on the remarks contained in the preceeding pages, but also that it is intimately connected with the philological arguments contained in my former work : for, I have in that work rendered it highly probable that Greek, Latin and Teutonic languages were derived from Sanskrit, through the medium of pelasgic, it will, no doubt be admitted that a less degree of evidence than would otherwise be requisite, may suffice to evince that the pelasgic was received their religion from that people who originally spoke Sanskrit ; and that they subsequently, in course of their migrations, introduced it into Thracia, Greece, Etruria and Latium."[১]

লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ কেনেডির বক্তব্যকে স্বীকার যদি আমরা করতে সাহস পাই, তাহলে কোন দেবতারই কুলজি অনুসন্ধানের নিমিত্ত অনার্য সংস্কৃতি বা বিদেশী সংস্কৃতির দ্বারে করাঘাত করা নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

লক্ষ্মীর পদ্ম : লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে পদ্মফুলের সংস্রব অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দেবী পদ্মালয়া পদ্মাসনা—পদ্মা—পদ্মধারিণী। পদ্ম লক্ষ্মীর প্রতীকরূপেও ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে পদ্ম সৃষ্টি ও প্রজনন বা কৃষির প্রতীক।[২] পদ্মফুলের তাৎপর্য পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে।[৩] আমরা জানি, পদ্ম সূর্যের প্রতীক, পৃথিবীরও প্রতীক—আকাশও পদ্মরূপে কল্পিত হয়েছে। সূর্য-বিষ্ণুর হাতে তাই পদ্ম অপরিহার্য। পদ্মের সঙ্গে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও সরস্বতীর সংযোগও অচ্ছেদ্য। ব্রহ্মা লক্ষ্মীর মতই পদ্ম-সম্ভব। সরস্বতীও পদ্মহস্তা—পদ্ম বিষ্ণুরও হাতে শোভা .. করে। বিষ্ণুর হাত থেকেই বিষ্ণু-শক্তি লক্ষ্মী পদ্মটিকে আপন করে নিয়েছেন।

১ Ancient & Hindu Mythology, Leut. Col. Vans Kennedy—p. 402

২ "The lotus plant itself symbolises the vegitation of India proper on the one hand and the first creative principle on the other."—Antiquity of the Concept of Lakshmi, Dr. B. Chatterjee, Foreigners in Ancient India (C. U.)—p. 154

৩ এই গ্রন্থের ২য় পর্ব, ২য় সং. পৃঃ ৩৮২-৮৪ দ্রষ্টব্য

উড়িষ্যায় লক্ষ্মীপূজা: উড়িষ্যাতেও আশ্বিন-পূর্ণিমায় বা কৌমুদকী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি গড়ে পূজা করা হয়। উড়িষ্যার মহিলারা অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি বৃহস্পতিবারে মানবসা বা লক্ষ্মীব্রত পালন করে থাকেন। নতুন শস্য (ধান্য) একটি মান অর্থাৎ মাপপাত্রে রেখে লক্ষ্মীদেবীর প্রতীক হিসাবে পূজা করার রীতি। বলরাম দাসের লক্ষ্মীপুরাণে লক্ষ্মীদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। জগন্নাথ ও বলরামের মধ্যস্থিতা সুভদ্রা লক্ষ্মীরূপে কথিতা এবং পূজিতা হয়ে থাকেন। রথযাত্রার সময়ে জগন্নাথ ও বলরাম গুণ্ডিচা গৃহে গমন করেন। হোরা পঞ্চমীতে (আষাঢ়ের শুক্লাপঞ্চমী) সুভদ্রাকে পৃথক শোভাযাত্রা সহকারে গুণ্ডিচায় নিয়ে যাওয়া হয়। লক্ষ্মীকে সঙ্গে না নিয়ে যাওয়ায় কুপিতা লক্ষ্মী হোরাপঞ্চমীতে গুণ্ডিচায় গমন করে রথ ভেঙ্গে দিয়ে মন্দিরে ফিরে আসেন। দশমীর দিন জগন্নাথ স্বালয়ে ফিরে এলে পতিব্রতা লক্ষ্মী স্বামীকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসেন। এইভাবে লক্ষ্মীকে ঘিরে উড়িষ্যায় বিচিত্র উৎসবের সৃষ্টি হয়েছে।[১]

---

১ Lakshmi in Orissan Literature & Art, K. S. Bhera, Foreigners in Ancient India—pp. 104-105.

গঙ্গা

গঙ্গার মর্ত্যাবতরণ : গঙ্গা নদী দেবতা। সরস্বতীর সঙ্গে গঙ্গার সাদৃশ্য গভীর। সরস্বতী থাকেন দ্যুলোকে কিরণরূপে, মর্তে নদীরূপে। গঙ্গার তিনরূপ— স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্তে গঙ্গা ও পাতালে ভোগবতী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে গঙ্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী বিষ্ণুর পত্নী। কিন্তু পরস্পর একে অপরকে অভিশাপ দিলেন। গঙ্গা সরস্বতীকে শাপ দিলেন নদী হতে; আর সরস্বতীও গঙ্গাকে অভিসম্পাত করলেন, তুমি মর্তে যাও, পাপীর পাপভাগ লাভ কর,—

ত্বমেব যাস্যসি মহীং পাপিভাগং লভিষ্যসি।[১]

তখন ভগবান কৃষ্ণ গঙ্গাকে বললেন—

গঙ্গে যাস্যসি পশ্চাত্ত্বমংশেন বিশ্বপাবনী।
ভারতং ভারতীশাপাৎ পাপদাহায় দেহিনাম্॥
ভগীরথস্য তপসা তেন নীতা সুদুষ্করাৎ।
নাম্না ভাগীরথী পূতা ভবিষ্যসি মহীতলে॥
মদংশস্য সমুদ্রস্য জায়া জায়ে মমাজ্ঞয়া।
মৎকলাংশস্য ভূপস্য শান্তনোশ্চ সুরেশ্বরী॥[২]

—হে গঙ্গে, বিশ্বের পবিত্রতাবিধায়িকা তুমি সরস্বতীর পশ্চাৎ অংশরূপে পৃথিবীতে যাবে, পাপিগণের পাপদগ্ধ করার নিমিত্ত এবং ভারতীর শাপে ভারতে গমন করবে। ভগীরথের দুষ্কর তপস্যায় নীত হয়ে পৃথিবীতে ভাগীরথী নামে পবিত্র নদী হবে এবং হে সুরেশ্বরি, আমার অংশভূত রাজা শান্তনুরও পত্নী হবে।

এই একই বিবরণ দেবীভাগবতেও (৯ অঃ) বিদ্যমান। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতিতে গঙ্গার মর্তাবতরণ কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রের মুক্তির জন্য গঙ্গা ভগীরথের তপস্যায় প্রীত হয়ে মর্তে অবতরণ করেন। শিব তাঁকে জটায় ধারণ করলেন, তৎপরে শিবজটা থেকে গঙ্গা মর্তে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু গঙ্গার উদ্ভব হয়েছিল বিষ্ণুর পদনির্গত জল থেকে। ব্রহ্মা গঙ্গাকে রেখেছিলেন কমণ্ডলুতে ধরে। পরে তিনি ভগীরথের অত্যাশ্চর্য তপস্যায় প্রীত হয়ে গঙ্গাকে মুক্ত করে দিলেন কমণ্ডলু থেকে। বিষ্ণুপুরাণ মতে বিষ্ণুপদাঙ্গুষ্ঠ বিনির্গত জলই গঙ্গা—

বামপাদাম্বুজাঙ্গুষ্ঠ নখস্রোতো বিনির্গতা।
বিষ্ণোর্বিভর্তি যাং ভক্ত্যা শিরসাহর্নিশং ধ্রুবঃ॥[৩]

---

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, প্রকৃতিখণ্ড—৬।৪১ ২ তদেব—৬।৪৯-৫১ ৩ বিষ্ণুপুঃ—২।৮।১০৫

—বিষ্ণুর বামপদাঙ্গুষ্ঠ নখ থেকে স্রোতরূপে নির্গতা গঙ্গাকে ধ্রুব ভক্তিদ্বারা দিবারাত্র মস্তকে ধারণ করেন।

এখানে ধ্রুব (নক্ষত্র) গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করেন। ভাগবত অনুসারে শিব বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করেছিলেন—

তথেতি রাজ্ঞাভিহিতং সর্বলোকহিতঃ শিবঃ।
দধারাবহিতো গঙ্গাং পাদপূতজলাং হরেঃ॥[১]

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আর একটি উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানে কৃষ্ণ-প্রেমাভিলাষিণী গঙ্গার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ অনুরক্ত হওয়ায় শ্রীরাধা গণ্ডূষে গঙ্গাপান করতে উদ্যতা হলে গঙ্গা কৃষ্ণপদে প্রবেশ করেন।

পানং কর্তুং সমারেভে গণ্ডূষাৎ সিদ্ধযোগিনী।
গঙ্গারহস্যং বিজ্ঞায় যোগেন সিদ্ধযোগিনী।
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজে বিবেশ শরণং যযৌ॥[২]

গঙ্গা অন্তর্হিতা হওয়ায় জগৎ জলশূন্য হয়ে পড়ে। দেবগণ স্তবস্তুতির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করলে শ্রীকৃষ্ণ পাদনখ থেকে গঙ্গাকে নির্গত করলেন। সেইজন্যই গঙ্গা হলেন বিষ্ণুপদী।

তত্রৈব সা গতা গঙ্গা চাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ।
নির্গতা বিষ্ণুপাদাব্জাৎ তেন বিষ্ণুপদী স্মৃতা॥[৩]

অতঃপর ব্রহ্মার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করলেন—

ইত্যেবমুক্ত্বা ধাতা চ তাং সমর্প্য জগাম সঃ।
গান্ধর্বেণ বিবাহেন তাং জগ্রাহ হরিঃ স্বয়ম্॥[৪]

মার্কণ্ডেয়পুরাণেও গঙ্গার বিষ্ণুপদ থেকে উৎপত্তি-কথা স্বীকৃত হয়েছে—

ধ্রুবাধারং জগদ্‌যোনেঃ পদং নারায়ণস্য যৎ।
ততঃ প্রবৃত্তা যা দেবী গঙ্গা ত্রিপথগামিনী॥[৫]

—জগদুৎপত্তির যে স্থির আধার নারায়ণের পদ, সেখান থেকে ত্রিপথগামিনী গঙ্গা নির্গতা হয়েছেন।

বিষ্ণুপদ থেকে গঙ্গা গেলেন চন্দ্রে, চন্দ্র থেকে সূর্যকিরণের সঙ্গে তিনি মেরু-পৃষ্ঠে পতিত হন। সেখান থেকে দ্বিবিধ পথ অতিক্রম করে তিনি হিমালয়ে উপনীতা হন। হিমালয়ে শিব ধারণ করলেন গঙ্গাকে, আবার ভগীরথের তপস্যায় প্রীত হয়ে বৃষধ্বজ গঙ্গাকে মুক্তি দিলে গঙ্গা সপ্তধা বিভক্ত হয়ে দক্ষিণ দিকে চললেন।

তানপ্লাবয়িত্বা সম্প্রাপ্তা হিমবন্তং মহাগিরিম্।
দধার তত্র তাং শম্ভুর্ন মুমোচ বৃষধ্বজঃ।

---

১ ভাগঃ—৯।৯।৯ ২ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, প্রকৃতিখণ্ড—১১।৮১-৮২
৩ তদেব—১১।১৪০ ৪ তদেব—১২।১৮ ৫ মার্কণ্ডেয়পুঃ—৫৭।৯

ভগীরথেনোপবাসৈঃ স্তুত্যা চারাধিতো বিভুঃ।
তত্র মুক্তা চ শর্বেণ সপ্তধা দক্ষিণোদধিম্॥
প্রবিবেশ ত্রিধা প্রাচ্যাং প্লাবয়ন্তী মহানদী।[১]

—দক্ষিণদিকস্থ পর্বতসকলকে প্লাবিত করে পর্বতরাজ হিমগিরি গঙ্গা প্রাপ্ত হলেন। সেখানে বৃষধ্বজ শম্ভু তাঁকে ধারণ করলেন, আর ছাড়লেন না। ভগীরথ উপবাস ও স্তুতি দ্বারা মহাদেবকে আরাধনা করলেন, তখন মহাদেবের দ্বারা মুক্ত হয়ে সপ্তধারায় বিভক্ত হয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে প্রবেশ করলেন, এই মহানদী ত্রিধারায় পূর্বদেশ প্লাবিত করলেন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণের এই বিবরণে গঙ্গা বহুভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দিকে সমুদ্রে পতিত হয়েছে। মেরুশৃঙ্গে যে চতুর্ধারার সৃষ্টি হয়েছিল তন্মধ্যে একটি ধারা বিখ্যাত সীতা (oxus ?) নামে, তৃতীয় ধারা অলকানন্দা নামে পরিচিত। তারপরে গঙ্গা সপ্তধারায় বিভক্ত হয়েছে,—পূর্বদিকে প্রবাহিত তিনধারা।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে শিব-জায়া দক্ষ-সুতা সতী জন্মান্তরে নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করে হিমবান্ ও মেনার দুই কন্যা গঙ্গা ও উমারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেবগণ গঙ্গাকে হিমবানের কাছ থেকে প্রার্থনা করে স্বর্গে নিয়ে এলে গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন এবং শিবের আকুলতায় চতুর্ভুজা মূর্তিতে শিবের কাছে এবং সলিলরূপে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বিরাজ করতে স্বীকৃতি জানালেন।[২] তারপর এক সময়ে নারদের ও শিবের গান শুনে বিষ্ণু হলেন দ্রবীভূত—বৈকুণ্ঠ হোল সলিলময়। সেই সলিল ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে স্থান পেল, গঙ্গার সঙ্গে দ্রবীভূত বিষ্ণুর সম্মিলন হওয়ায় গঙ্গা পুণ্যতোয়া।

এবং গায়তি দেবেশে দেবো নারায়ণস্তদা
আলিঙ্গিতেব তাদাত্ম্যাদ্ধরির্নিরলম্বনঃ॥
রসোঽভূদ্রসতাদাত্ম্যাদপতচ্চাসনাৎ ততঃ।
তৈজসং তচ্ছরীরন্তু দ্রবীভূতং লসত্তরম্॥
সংপ্লাবয়িতুমারেভে বৈকুণ্ঠং পুরমুত্তমম্।

* * *

ব্রহ্মা তদবধার্য্যাথ শিবগানফলং তদা।
গঙ্গাধিকরণং তত্র কমণ্ডলুমদর্শয়ৎ॥
গানব্রহ্মভবং ব্রহ্ম হরিদেহদ্রবাখ্যকম্।
গঙ্গাব্রহ্ম সংবৃণুয়াদিতি ব্রহ্মা হ্যুপায়য়ৎ॥[৩]

—মহাদেব এইরূপ গান করলে নিরলম্বন হরি নারায়ণ তাঁকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে রসাত্মকত্বহেতু রস হয়ে আসন থেকে পতিত হলেন। তাঁর তেজোময় শরীর দ্রবীভূত হয়ে সমগ্র বৈকুণ্ঠপুর প্লাবিত করতে আরম্ভ করে। …ব্রহ্মা শিবসঙ্গীতের

১ মার্কণ্ডেয়পুঃ—৫৭।১০-১১ ২ বৃহদ্ধর্মপুঃ, মধ্যখণ্ড—১৩-১৪ অঃ
৩ বৃহদ্ধর্মপুঃ, মধ্যখণ্ড—১৪।১৬-১৭, ১০০-১০১

ক্ষণ চিন্তা করে গঙ্গার আধার কমণ্ডলু দেখালেন। পান ব্রহ্মরূপ, দ্রবীভূত হরিদেহও ব্রহ্মরূপী, সুতরাং গঙ্গাব্রহ্ম নিজেকে সংবৃত করুন,—এই বলে ব্রহ্মা কমণ্ডলু পাতলেন, আর গঙ্গা সেই কমণ্ডলুতে প্রবেশ করলেন।

মহাভারতে গঙ্গা ভগীরথের তপস্যায় আকাশ থেকে শিবের মস্তকে পতিত হলেন এবং মুক্তামালার মত শোভা পেতে লাগলেন—

ততঃ পপাত গগনাদ্ গঙ্গা হিমবতঃ সুতা।

*　*　*

তাং দধার হরো রাজন্ গঙ্গাং গগনমেখলাম্।
ললাটদেশে পতিতাং মালাং মুক্তাময়ীমিব।[১]

শিবের মস্তকে গঙ্গার অবস্থানহেতু গঙ্গা শিবের পত্নীরূপে বর্ণিতা হয়েছেন। গঙ্গাগর্ভে শিববীর্য নিক্ষেপের ফলে কার্তিকেয়ের জন্ম হয়েছিল, সেইজন্যও গঙ্গা শিব-জায়া। গঙ্গা সতীর অংশরূপে হিমবান কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করায় শিবকর্তৃক পত্নীরূপে পরিগৃহীতা হয়েছিলেন,—এ কাহিনী বৃহদ্ধর্মপুরাণের। ভারতচন্দ্রের অন্নদা ঈশ্বরী পাটনীর কাছে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে গঙ্গাকে সপত্নী বলে উল্লেখ করেছেন—

গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি।[২]

সৌরপুরাণেও গঙ্গাকে হিমবান ও মেনার কন্যারূপে অভিহিত করা হয়েছে—

মেনাহিমবতঃ সুতে মৈনাকং ক্রৌঞ্চমেব চ।
গৌরীঞ্চ গঙ্গাঞ্চ ততঃ কন্যে দ্বে লোকমাতরঃ।[৩]

—মেনা ও হিমবানের দুই পুত্র মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ। তারপর গৌরী ও গঙ্গা দুই কন্যা লোকমাতা।

বামনপুরাণে (৫১ অঃ) মেনকার তিন কন্যা—রাগিণী, কুটিলা এবং কালী। শিবতেজ ধারণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় ব্রহ্মার শাপে কুটিলা হোল নদী। এই কুটিলা নদীই শিবতেজ অগ্নির কাছ থেকে ধারণ করে শরবনে নিক্ষেপ করেছিলেন। অতএব কুটিলা গঙ্গারই নামান্তর।

বাল্মীকি-রামায়ণে গঙ্গা হিমবানের কন্যা মেনার গর্ভজাতা—উমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী—

নাম্না মেনা মনোজ্ঞা বৈ পত্নী হিমবতঃ প্রিয়া।
তস্যাং গঙ্গেয়মভবজ্জ্যেষ্ঠা হিমবতঃ সুতা।[৪]

কালিকাপুরাণেও গঙ্গা শৈলরাজকন্যা—উমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী—কার্তিকেয়-জননী।[৫]

---

১ মহা,বনপর্ব—১০৯।৮-১০　২ অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা—অন্নদামঙ্গল কাব্য
৩ সৌর—২৬।৩৩　৪ রামা, আদি—৩৭।১৪　৫ কাল. পু.—৪৭।৭১-৭২

এই বিবরণে গঙ্গা কখনও কৃষ্ণ-পত্নী কখনও শিব-পত্নী। কখনও তিনি হিমালয়ের কন্যা,—কখনও বিষ্ণু পাদোদ্ভবা ব্রহ্মার কমণ্ডলু থেকে মর্তে অবতীর্ণা।

ঋগ্বেদে গঙ্গা : ঋগ্বেদে একবার মাত্র গঙ্গার উল্লেখ আছে দশম মণ্ডলের সুপ্রসিদ্ধ নদীস্তুতিতে। সরস্বতী বা সিন্ধুর মত পৃথক স্তুতি না থাকায় সে যুগে গঙ্গা নদীর অপ্রাধান্যই সূচিত হয়। বৈদিক মানবকুলের বাসভূমি সপ্তসিন্ধু যে সাতটি নদীর নামানুসারে হয়েছিল, গঙ্গা তাদের অন্যতমা নয়। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, ঋগ্বেদের যুগে আর্যগণ সরস্বতীর পশ্চিমতীরে বসবাস করতেন। গঙ্গার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল যৎসামান্য। সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের যুগের শেষভাগে আর্যগণ পূর্বদিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাই গঙ্গার উল্লেখ ঋগ্বেদের শেষপর্বে দশম মণ্ডলে মাত্র একবার। ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাসের মতে সে যুগে গঙ্গা ও যমুনার দৈর্ঘাল্পতাহেতু প্রাধান্য লাভ সম্ভব ছিল না। ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় বহু সহস্র বৎসর পূর্বে রাজস্থানের আরাবল্লী পর্বতমালার দক্ষিণপূর্বে হিমালয়াশ্রিত উত্তর ভারত এবং বিন্ধ্যাশ্রিত দক্ষিণ ভারতের মধ্যবর্তী পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত সমুদ্রের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। এই সমুদ্র রাজপুতনা সাগর **(Rajputana Sea)** নামে অভিহিত। এই সমুদ্রের দ্বারা সপ্তসিন্ধুপ্রদেশ অর্থাৎ পাঞ্জাব, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (বর্তমানে পাকিস্তান) ও বিন্ধ্যপর্বতও দক্ষিণাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এই সমুদ্র সপ্তসিন্ধুর পূর্বাঞ্চল থেকে পূর্বভারত অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশ ও আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে পূর্ব-ভারতের স্থলভাগের জন্ম হয় নি। এই সমুদ্রের পূর্বাংশকে পূর্বসাগর নাম দেওয়া হয়েছে। এইরূপ সাগরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ভূতাত্ত্বিকদের অভিমত যদি যথার্থ হয়, তাহলে সেকালে সরস্বতীর স্রোতোধারা এই সমুদ্রের পশ্চিম অংশে মিলিত হোত। গঙ্গা ও যমুনা পূর্বসাগরে মিলিত হওয়ায় এদের দৈর্ঘ্য ছিল স্বল্প। সেইজন্যই হয়ত ঋগ্বেদের যুগে গঙ্গা ও যমুনার প্রাধান্য ছিল না বৈদিকযুগের মানুষের কাছে।[১]

কালক্রমে রাজপুতনা সাগর লুপ্ত হয়ে সৃষ্টি হোল মরুভূমির,—সরস্বতীর বিপুল স্রোতোধারা গেল হারিয়ে মরুভূমির মধ্যে কেবল স্মৃতি রেখে গেল বিনশন নামের মধ্যে। অগস্ত্য মুনি কর্তৃক সমুদ্রপানের আখ্যায়িকায় কি এই সমুদ্র

১ "......The Rigvedic Aryans were not acquainted with the eastern provinces for no other reason than because they did not really exist during Rigvedic times—a long stretch of sea having been in the Miocene Epoch from the Eastern shores of Sapta Sindhu up to the confines of Assam, into which, the Ganges and the Yamuna, after turning their short courses poured their waters ; and the Deccan, having been completely separated from Sapta Sindhu by Rajaputana sea and sea lying between the central and the Eastern Himalayas and the Vindha Ranges." Rigvedic India, Dr. A. C. Das—p. 10

শোষণের কাহিনী নিহিত? যাই হোক, সমুদ্রের স্থানে নবতন ভূভাগ আবির্ভূত হওয়ায় যমুনার জলধারা-সমন্বিত গঙ্গার জলপ্রবাহ পূর্বে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণে সাগরে মিলিত হতে লাগলো। এইসময়ই কি ভগীরথ গঙ্গার রুদ্ধ প্রবাহকে পথ করে দিয়েছিলেন পূর্ব-দক্ষিণে সমুদ্রে মিলিত হতে?

সরস্বতীর বিলোপের ফলে ভারতবর্ষের প্রধান নদী হিসাবে গঙ্গার মহিমা বর্ধিত হোল এবং গঙ্গা সর্বতোভাবে সরস্বতীর স্থান দখল করে নিলেন। আর্যসভ্যতাও পূর্বভারতে বিস্তৃত হোল। নদী গঙ্গা সরস্বতীর স্থান নিয়ে হলেন দেবী গঙ্গা। সরস্বতী রইলেন বিদ্যাদেবী হয়ে, আর গঙ্গা বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব—এই দেবত্রয়ের কৃপাপুষ্ট হয়ে ভারতখণ্ডের প্রধান জলপ্রবাহ হিসাবে পবিত্রতোয়া, পুণ্যময়ী মুক্তিদাত্রী দেবতায় পরিণত হলেন।

দুই গঙ্গাঃ সরস্বতীর দুইটি রূপের মত গঙ্গারও দুই রূপ। সরস্বতীর সাদৃশ্যেই গড়ে উঠলো গঙ্গার আকার ও প্রকার। দিব্য ও মর্ত্ত সরস্বতীর মতই স্বর্গগঙ্গা ও মর্তগঙ্গা—দুই গঙ্গার অস্তিত্ব স্বীকৃত হোল। এমন কি গঙ্গা পাতালেও পাতালগঙ্গা বা ভোগবতী নামে অবস্থান করলেন। গঙ্গা হলেন ত্রিপথগা। দুই গঙ্গা সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন, "গঙ্গা দুইটি। একটি স্বর্গে স্বর্গগঙ্গা, অপরটি পৃথিবীতে—ভাগীরথী। স্বর্গগঙ্গা ছায়াপথ। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষাশেষি সন্ধ্যার পর পূর্ব-আকাশে স্বর্গগঙ্গার উদয় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় উত্তর বিন্দু হইতে দক্ষিণ বিন্দু পর্যন্ত একটি দুগ্ধবর্ণ বলয়ার্ধ উঠিতে দেখা যায়। ইহা বিষ্ণুগঙ্গা। অপরার্ধ অগ্রহায়ণ মাসে, ইহা শিবগঙ্গা। এই বলয়ার্ধের উত্তর সীমার একটু দূরে ধ্রুব মৎস্য নক্ষত্র। ইহার চারিদিকে সর্বোচ্চ স্বর্গে বিষ্ণুলোক। এইহেতু গঙ্গা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা।"[১]

বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে দিব্য সরস্বতী ও স্বর্গগঙ্গা একই বস্তু। প্রকৃতই তাই। তবে ছায়াপথ নয়। দিব্য সরস্বতী বা জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী এবং স্বর্গ-গঙ্গা সূর্যাগ্নির কিরণধারা। তাই আকাশগঙ্গা জন্মেছে বিষ্ণুসূর্যের পদ থেকে। শিবের গানে বিষ্ণু দ্রবীভূত হয়ে বৈকুণ্ঠলোক প্লাবিত করলেন। দ্রবীভূত বিষ্ণু সূর্যের সর্বব্যাপী রশ্মি নয় ত কি? ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব একাত্ম ও অভিন্ন। সেই-জন্য বিষ্ণু পাদোদ্ভবা গঙ্গার অবতরণের জন্য শিব এবং ব্রহ্মার সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন হয়েছিল। 'সূর্যরূপধরো হরি'-র যে সর্বব্যাপ্ত কিরণ তাই ত দিব্য সরস্বতী, আকাশগঙ্গাও তাই। মহাদেবও বলেছেন যে গঙ্গা তাঁরও অপরমূর্তি—"মমৈব সা পরামূর্তি স্তোয়রূপা শিবাত্মিকা। ব্রহ্মাণ্ডানামনেকানামাধারঃ প্রকৃতিঃ পরা।"[২] —গঙ্গা আমারই শিবরূপিণী জলময়ী মূর্তি। পরমা প্রকৃতি গঙ্গা বহু ব্রহ্মাণ্ডের আধার।

স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে (পূর্বার্ধ ২৯ অঃ) গঙ্গার সহস্র নাম কীর্তিত হয়েছে। এই সহস্র নামের মধ্যে কয়েকটি নাম উল্লেখযোগ্য—অদ্রিরাজসুতা, উষ্ণরশ্মিসু

১ পূজাপার্বণ—পৃঃ ৬৬-৬৭ ২ স্কন্দপুঃ, কাশী পূর্বার্ধ—২৭।৭

প্রিয়া, খেচরী, গৌরী, গণনাথাম্বিকা, গুহবিদ্যা, গৌঃ, গায়ত্রী, গিরিশপ্রিয়া, গুহ্যাম্বিকা, বল্লবীবাদ্যকুশলা, ডমরুহস্তা, ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী, দ্যুনদী, দূর্বত্তঘ্নী, দুর্গা, দুর্গারণ্যপ্রচারিণী, ধূর্জটিজটাসংস্থা, পার্বতী, প্রজ্ঞা, প্রাজ্ঞা, প্রত্যক্ষলক্ষ্মী, পদ্মাক্ষী, পদ্মনাভপদার্ঘেণ প্রসূতা, প্রভাবতী, বিশ্বেশ্বরপ্রিয়া, ব্রাহ্মী, ব্রহ্মিষ্ঠা, বিষ্ণুপদী, বৈষ্ণবী, বিরূপাক্ষপ্রিয়করী, বিদ্যা, বাণী, বেদবতী, ব্রহ্মবিদ্যাতরঙ্গিণী, ব্রহ্মেশবিষ্ণুরূপা, বুদ্ধি, বিভববর্ধিণী, বর্চস্করী, বৃষ্টিকর্ত্রী, বসুধারা, বসুমতী, বিভাবসু, বিষঘ্নী, মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা, মহৌষধ, মার্তণ্ডমণ্ডলচরী, মহালক্ষ্মী, যজ্ঞেশী, যোগজ্ঞানপ্রদা, রমা, রোষহারিণী, লক্ষ্মী, বৈশ্বানরী, বন্ধ্যত্বহারিণী, শিবা, শক্তি, শিতিকণ্ঠমহাপ্রিয়া, শ্রী, শুদ্ধবিদ্যা, সর্বব্যাধিমহৌষধ, সরস্বতী, সীতা, হরপ্রিয়া, হৃষীকেশী, হংসরূপা, হিরণ্ময়ী প্রভৃতি।

এই নামগুলি থেকে দেখি গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ব্রাহ্মী, দুর্গা প্রভৃতি অভিন্না। এক কথায় গঙ্গা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের শক্তিরূপা। শুধু তাই নয়, তিনি সূর্যমণ্ডল-বিহারিণী, তেজোরূপা, যজ্ঞরূপা—হংসরূপা বা সূর্যরূপা। আকাশগঙ্গার এই-ই স্বরূপ। স্কন্দপুরাণেই গঙ্গাস্তবে বলা হয়েছে—

নমঃ শিবায়ৈ গঙ্গায়ৈ শিবদায়ৈ নমো নমঃ।
নমস্তে বিষ্ণুরূপিণ্যৈ ব্রহ্মমূর্ত্যৈ নমোঽস্তুতে॥
নমস্তে রুদ্ররূপিণ্যৈ শাঙ্কর্যৈ তে নমো নমঃ।[১]

এখানেও গঙ্গা শিবরূপিণী, বিষ্ণুরূপিণী ও ব্রহ্মরূপিণী। এখানে আরও বলা হয়েছে গঙ্গা ও গৌরী অভিন্না—গঙ্গাপূজা ও গৌরীপূজার বিধি একই—

যথা গৌরী তথা গঙ্গা তস্মাদ্গৌর্য্যাস্তু পূজনে।
যো বিধির্বিহিতঃ সম্যক্ সোঽপি গঙ্গা প্রপূজনে॥[২]

মহাদেব বলছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব যেমন অভিন্ন, গঙ্গা ও গৌরী তেমনি অভিন্না—

যথাহং ত্বং তথা বিষ্ণো যথা ত্বন্তু তথা হ্যজঃ।
উমা যথা তথা গঙ্গা চতুরূপং ন ভিদ্যতে॥
বিষ্ণুরুদ্রান্তরঞ্চৈব শ্রীগৌর্য্যোরন্তরং তথা।
গঙ্গাগৌর্য্যন্তরঞ্চৈব যো ব্রূতে মূঢ়ধীস্তু সঃ॥[৩]

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা যে গঙ্গা—তিনি সূর্যের তেজোরূপা তাতে আর সংশয় কি? ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের সূর্যস্বরূপতা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে আলোচিত হয়েছে। এবং ত্রয়ীদেবতার শক্তিরূপা বলেই গঙ্গা ত্রিপথগা। এই ত্রিপথগা গঙ্গা নদীগঙ্গা নয়—আকাশগঙ্গা। আকাশগঙ্গা বিষ্ণুর দ্রবীভূত কায়ারূপে রাত্রিকালে বদ্ধ থাকেন ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে, উদয়রবি ব্রহ্মার কমণ্ডলুর উৎসমুখ থেকে তিনি হন সর্বব্যাপ্ত, তারপর শিবশক্তি হিসাবে শিবের জটাজালে ভর করে নেমে

১ স্কন্দপুঃ, কাশীঃ, পূর্বার্ধ—২৭।১৬৭-৬৮ ২ তদেব—২৭।১৮১ ৩ তদেব—২৭।১৮০-৮৪

থাকেন মর্তে কল্যাণের মূর্তিরূপে। মর্তগঙ্গার সঙ্গে স্বর্গগঙ্গাকে এক করে ফেলতে প্রয়োজন হোল অভিশাপের। তাই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কৃষ্ণপত্নীগণের বিবাদও পরস্পর অভিশাপের বৃত্তান্ত ফলাও করে বর্ণনা করা হোল। বৃহদ্ধর্মপুরাণের কাহিনীতে দুই গঙ্গার মিলনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। হিমালয় কন্যা গঙ্গা সলিলরূপে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে প্রবেশ করলেন, দ্রবীভূত বিষ্ণুও প্রবেশ করলেন ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে। দুয়ের মিলন হোল ব্রহ্মার কমণ্ডলু মধ্যে। তারপর বিষ্ণুপাদোদ্ভবা সলিল এবং হিমালয়শিখরস্থিত তুষারসম্ভবা সলিল মিলিত হয়ে মর্তে অবতীর্ণা হলেন পুণ্যতোয়া গঙ্গারূপে।

বিষ্ণুপদ : বিষ্ণুপুরাণ বিষ্ণুপদ সম্পর্কে যে দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা থেকে বিষ্ণুপদের স্বরূপটি সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। বিষ্ণুপুরাণ বলছেন,—

ঊর্ধ্বোত্তরমৃষিভ্যস্তু ধ্রুবো যত্র ব্যবস্থিতঃ।
এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোম্নি ভাস্বরম্॥
নির্ধূতদোষপঙ্কানাং যতীনাং সংযতাত্মনাম্।
তৎস্থানপরমং বিপ্র পুণ্যপাপপরিক্ষয়ে॥

* * *

যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ যদ্ভূতং সচরাচরম্।
ভব্যঞ্চ বিশ্বং মৈত্রেয় তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
দিদীব চক্ষুরাততম্ যোগিনাং তন্ময়াত্মনাম্।
বিবেকজ্ঞানদৃষ্টঞ্চ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

* * *

এবমেতৎ পদং বিষ্ণোস্তৃতীয়মমলাত্মকম্।
আধারভূতং লোকানাং ত্রয়াণাং বৃদ্ধিকারকম্॥[১]

—সপ্তর্ষির ঊর্ধ্বে উত্তরে যেখানে ধ্রুব অবস্থান করেন, আকাশে উজ্জ্বল সেই তৃতীয় বিষ্ণুপদ। জিতেন্দ্রিয় যোগিগণের পাপ বিনষ্ট হলে পাপ ও পুণ্যক্ষয়ের পরে যে স্থানলাভ হয়, তাই বিষ্ণুর পরম পদ।...

অতীত ও ভবিষ্যৎ চরাচর বিশ্ব যেখানে ওতঃপ্রোত, হে মৈত্রেয়, তাই বিষ্ণুর পরম পদ। যা আকাশে চক্ষুর (সূর্য) ন্যায় প্রকাশমান, আত্মজ্ঞানী যোগীদের বিবেক ও জ্ঞানের দ্বারা দৃষ্ট, তাই বিষ্ণুর পরম পদ।...

এইরূপে শুদ্ধাত্মা বিষ্ণুর তৃতীয় পদ লোকত্রয়ের আধার ও বৃদ্ধিকারক।

বিষ্ণুপদের এই ব্যাখ্যা থেকে বেদের ত্রিবিক্রম সূর্য-বিষ্ণুর তৃতীয় পদক্ষেপ—যা মধু বা অমৃতের উৎস—সমস্ত চরাচর জগতের আধার সেই পদকেই বোঝানো হয়েছে।[২] এতে অস্পষ্টতা নেই কোথাও। এই বিষ্ণুপদ থেকেই গঙ্গার আবির্ভাব—

১ বিষ্ণুপুরাণ, ২য় অংশ—৮।১৩-১৪, ১৭-১৮, ১০২
২ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য় পর্ব, ২য় সং—পৃঃ ২০৬-১২

ততঃ প্রবর্ততে ব্রহ্মন্ সর্বপাপহরা সরিৎ।
গঙ্গা দেবাঙ্গনানামনুলেপনপিঞ্জরা ॥[১]

—হে ব্রহ্মন্, দেবাঙ্গনাদের অঙ্গের অনুলেপনে (প্রসাধন দ্রব্য) পিশঙ্গবর্ণ সর্বপাপহারিণী নদী গঙ্গা সেই বিষ্ণুপদ থেকে প্রবর্তিত হয়েছেন।

রামায়ণও বলেছেন যে আকাশগঙ্গা আদিত্যের পথে বিদ্যমানা—আকাশগঙ্গা বিখ্যাতা আদিত্যপথ সংস্থিতা।[২] অতএব বিষ্ণুপদবিনির্গতা গঙ্গা যে জ্যোতীরূপা স্বর্গগঙ্গা হিমবৎপাদনিঃসৃতা জলধারা গঙ্গা নয়, এতে সংশয় থাকতে পারে না। মার্কণ্ডেয়পুরাণে (৫৭ অঃ) হিমবৎপাদনিঃসৃতা নদীগণের মধ্যে অন্যতমা গঙ্গা। দিব্যসরস্বতী ও মর্তের নদী সরস্বতী যেমন এক হয়ে শেষে দেবী সরস্বতী ও নদী সরস্বতীতে পরিণত হয়েছে, তেমনি সরস্বতীর সাদৃশ্যেই হিমবৎপাদনিঃসৃতা মর্তগঙ্গা ও বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা একত্র মিশে দেবী ও নদী-গঙ্গারূপে প্রকাশিতা। অবশ্য নদী-সরস্বতী ও দেবী-সরস্বতী প্রকৃতিগত দিক থেকে যেমন ভিন্ন হয়ে গেছেন, নদীগঙ্গা ও দিব্যগঙ্গা সেরূপ ভিন্নতা লাভ করে নি। দেবীগঙ্গা নদীগঙ্গারই মানবাকৃতি বিগ্রহ। নদী সরস্বতী বিলুপ্ত হওয়াতেই দেবী সরস্বতীর সঙ্গে নদীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে নামক প্রবন্ধে হরজটাবিনির্গতা গঙ্গার উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন, তুষারমৌলি হিমালয় শৃঙ্গের চতুর্দিকে সংশ্লিষ্ট ধূমপুঞ্জসদৃশ জলকণা সমষ্টিই হরজটা। সেখান থেকেই গঙ্গার মর্তাবতরণ। দেবতাত্মা হিমালয় শুধু হরজায়া পার্বতীর জনক নন, তাঁর তুষারাচ্ছন্ন কৈলাশশৃঙ্গ দেবাদিদেবের লীলাস্থল। এ ব্যাখ্যা মর্তগঙ্গা সম্পর্কে প্রযোজ্য হলেও স্বর্গগঙ্গা সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। বিগলিত বিষ্ণু বা বিষ্ণুপদ থেকে গঙ্গার উদ্ভব, ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে প্রবেশ প্রভৃতি ঘটনার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা উক্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যায় না।

গঙ্গার মহিমা: ভারতীয় জনজীবনে ও সংস্কৃতিতে গঙ্গার প্রভাব ক্রমবর্ধিত হওয়ায় গঙ্গা কেবল প্রধান নদী নয়—পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত হয়েছে। গঙ্গার জল সর্বপাপহারীরূপে গণ্য হওয়ায় গঙ্গা দর্শন, স্পর্শন, গঙ্গাস্নান, গঙ্গাজল পান, গঙ্গাজলে মৃত্যু, মৃত্যুকালে গঙ্গাজল পান, গঙ্গাতীরে শ্মশানে শব সৎকার, গঙ্গাজলে দেবপূজা প্রভৃতি পুণ্য ও মুক্তির উপায়রূপে পরিগণিত হয়েছে। গঙ্গার মহিমা কীর্তন করেছেন বাল্মীকি, শঙ্করাচার্য থেকে আরম্ভ করে কত কত ভক্ত কবি। স্কন্দপুরাণে গঙ্গা কলিযুগের একমাত্র তীর্থ—কলৌ গঙ্গৈব কেবলম্।[৩] রামায়ণে জাহ্নবী সরিৎশ্রেষ্ঠা—জাহ্নবীং সরিতাং শ্রেষ্ঠাং দদৃশুর্মুনিসেবিতাম্।[৪] সগর রাজার পুত্রগণের দেহাবশেষ ভস্ম গঙ্গাজলের স্পর্শ লাভ করায় সগরপুত্রগণের অনন্তকাল স্বর্গবাস হয়েছিল।

১ বিষ্ণুপুঃ—২।৮।১০৩ ২ রামায়ণ
৩ স্কন্দপুঃ, কাশীঃ, পূর্বার্ধ—২৭।১৭ ৪ রামাঃ, আদি—৩৫।৬

সাগরস্থ জলং লোকে যাবৎ স্থাস্থতি পার্থিব।
সগরস্থাত্মজাঃ সর্বে দিবি স্থাস্থন্তি দেববৎ ॥[১]

গঙ্গাতীরবর্তী তির্যকপ্রাণী হওয়াও ভাল—কিন্তু গঙ্গা থেকে দূরে সার্বভৌম নরপতি হওয়াও কাম্য নয়—

তব তট নিকটে যস্ত নিবাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তস্ত নিবাসঃ ॥
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ।
অথবা গব্যূতি শ্বপচো দীনস্তব নহি দূরে নৃপতিঃ কুলীনঃ ॥[২]

—দেবি! তোমার নিকট যার বাস, তার বাস বৈকুণ্ঠলোকে। তোমার জলে কচ্ছপ বা মাছ হয়ে থাকা শ্রেয়ঃ, তোমার তীরে ক্ষীণ গিরগিটি হওয়া ভাল, ক্রোশ-ঘর মধ্যে দীন চণ্ডাল হওয়াও ভাল, কিন্তু দূরে কুলীন নৃপতি হওয়া ভাল নয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখলেন—

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!
শ্যামবিটপিঘনতটবিপ্লাবিনি,
ধূসরতরঙ্গভঙ্গে।
কত নগনগরী তীর্থ হইল তব,
চুম্বি চরণ-যুগ মাই,
কত নরনারী ধন্য হইল মা
তব সলিলে অবগাহি,
বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে—
কতশত যুগ যুগ বাহি,
করি সুশ্যামল কত মরু প্রান্তর
শীতল পুণ্যতরঙ্গে।[৩]

কবিশেখর কালিদাস রায় গঙ্গা বন্দনায় লিখেছেন,—

তুমি হরহরি-মিলন-মাধুরী, ধারারূপধরি মধুস্রবা,
সুরলোক হ'তে পরিবহ-পথে কল্লোলময়ী ক্ষণপ্রভা।
নারদ-বীণার রণনে ক্ষরিতপূত প্রেমাশ্রু-ধারায় পীনা,
হরের অট্টহাস্যে ফেনিলা কভু বা পিঙ্গজটায় লীনা।
উমামুখ আর ললাটশশীর বিম্বশতকে গাঁথিয়া মালা
শম্ভুর গলে দুলালে তরলা জুড়ালে তাহার গরল-জ্বালা।
শুষ্কবিশাল হরজটাজাল সরস করেছ রস-স্রোতে,
বিনিময়ে নব তপোগৌরব লভেছ শিবের মৌলি হতে।
শৈলরাজের পাতাল-হর্ম্যে ভোগবতীরূপে লালিতা হয়ে;
মর্ত্যে আসিলে ত্যাগের সঙ্গে ভোগের মিলন-মাধুরী বয়ে।

১ ব্রহ্ম, আদি—৪৪।৪ ২ গঙ্গাস্তোত্র, ১০-১১, শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা (বসুমতী)—পৃঃ ১০০
৩ দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী ২য় (সাহিত্য সংসদ)—পৃঃ ৬৮০

* * *

শ্রুতি ও স্মৃতির শ্রদ্ধা পেয়েছে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী,
পুরাণে, তন্ত্রে, ভক্তিতত্ত্বে ত্রিধারা তোমার ঋদ্ধিমতী।
শিবশক্তির মন্ত্রবাহিনি, প্রেমভক্তির মধুর বাণী
প্রয়াগের মহা সঙ্গমধামে যমুনা তোমারে দিয়াছে আনি।[১]

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বিষ্ণুপদ থেকে গঙ্গার উৎপত্তি কাহিনীকে দুঃখক্লিষ্ট বিশ্বের ক্রন্দনে ব্যথিত নারায়ণের অশ্রু বলে বর্ণনা করেছেন—

বিশ্বের ক্রন্দন বিচলিত নারায়ণ
আঁখি তাঁর অশ্রুতে ভরিল ;
গোলোকে হোল না ঠাঁই শিবজটা বাহি তাই
শতধারা ধরণীতে ঝরিল ॥[২]

এককালে নদী সরস্বতী যে মহিমা লাভ করেছিল, পরে গঙ্গা সেই মহিমা অর্জন করেছে এবং ভারতীয় জীবনধারার মর্মমূলে প্রবেশ করেছে। অন্যতম প্রাচীন পুরাণ বামনপুরাণে সরস্বতী নদীর মহিমা যেভাবে কীর্তিত হয়েছে, গঙ্গা ঠিক সেই স্থান লাভ করতে পারে নি। এখানে সরস্বতী উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রবাহিত—

হিতার্থং সর্ববিপ্রাণাং কৃত্বা কুণ্ডানি সা নদী।
প্রযাতা পশ্চিমং মার্গং সর্বভূতহিতে স্থিতা ॥
পূর্বপ্রবাহে যঃ স্নাতি গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ।
প্রবাহে দক্ষিণে তস্যা নর্মদা সরিতাম্বরা ॥
পশ্চিমে তু দিশাভাগে যমুনা চাশ্রিতা নদী।
যদা হ্যুত্তরতো যাতি সিন্ধুর্ভবতি সা নদী ॥
এবং দিশা প্রবাহেন যাতিপুণ্যা সরস্বতী।
তস্যাং স্নাতঃ সর্বতীর্থে স্নাতো ভবতি মানবঃ ॥[৩]

—সেই নদী (সরস্বতী) সকল ব্রাহ্মণের হিতের নিমিত্ত কুণ্ড নির্মাণ করে পশ্চিম দিকে গমন করে সকল জীবের হিতে নিরতা আছেন। পূর্বপ্রবাহে যে স্নান করে সে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করে। সরস্বতীর দক্ষিণ প্রবাহে সরিৎশ্রেষ্ঠা নর্মদা, পশ্চিম দিকে সে যমুনাকে আশ্রয় করেছে, যখন উত্তরে যায়, তখন সেই নদী হয় সিন্ধু। এইভাবে অতিপুণ্যা সরস্বতী দিকে দিকে প্রবাহিতা। সেই নদীতে স্নান করে মানুষ সর্বতীর্থে স্নানের ফল লাভ করে।

পুরাণ রচনার কালে সরস্বতী বিলুপ্ত হয়েছে। তাই গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা ও সিন্ধুতে সরস্বতীর প্রবাহ ব্যাপ্ত হয়েছে। গঙ্গা সরস্বতীর স্থান গ্রহণ করায় গঙ্গারও বহুধারা কল্পিত হয়েছে এবং বহুমুখী গঙ্গাধারার কথা পুরাণে বিবৃত হয়েছে।

---

১ গঙ্গা, আহরণ—পৃঃ ১৭৫, ১৭৮ ২ গঙ্গাস্তোত্র, অনুপূর্বা—পৃঃ ১০০
৩ বামনপুঃ—৪২।৬-৯

গঙ্গার মূর্তি ঃ ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে পুণ্যতোয়া সর্বতীর্থময়ী গঙ্গার স্রোতোধারা একাত্মতা লাভ করায় নদী-গঙ্গা দেবীগঙ্গা রূপে পূজিতা হয়েছেন এবং গঙ্গাদেবীর মূর্তিও পরিকল্পিত হয়েছে। বলা বাহুলা, দেবী সরস্বতীর মূর্তিকল্পনা গঙ্গার মূর্তিকল্পনাকে প্রভাবিত করেছে। পদ্মপুরাণের অন্তর্গত ক্রিয়াযোগসারে গঙ্গার মূর্তির বিবরণ আছে—

দদর্শ পুরতো গঙ্গাং দ্বিভুজাং মকরাসনাম্।
কুন্দেন্দু শঙ্খধবলাং সর্বাভরণভূষিতাম্॥
রত্নকুম্ভাসিতাম্ভোজ সংস্থিতামভয়প্রদাম্।
শ্বেতবস্ত্রপরীধানাং মুক্তামালাবিভূষিতাম্॥
সুরূপাং সুদতীঞ্চৈব চন্দ্রাযুতশশিপ্রভাম্।
চামরৈর্বীজ্যমানাঞ্চ শ্বেতছত্রোপশোভিতাম্॥
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্র নিজান্তরাম্।
ত্রৈলোক্যনমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাম্॥[১]

—সম্মুখে গঙ্গাকে দেখলেন, তিনি দ্বিভুজা, মকর-বাহনা, কুন্দপুষ্প, চন্দ্র ও শঙ্খের মত শুভ্রবর্ণা, সকল অলংকার শোভিতা, রত্নকুম্ভ, শ্বেতপদ্ম ও অভয়মুদ্রা-ধারিণী, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, মুক্তাহার বিভূষিতা, সুরূপা, সুন্দর দন্তযুক্তা, অযুত-চন্দ্রের প্রভাসমন্বিতা, চামরের দ্বারা ব্যজিতা, শ্বেতছত্র শোভিতা, সুপ্রসন্না, সুবদনা, করুণার্দ্রহৃদয়া, ত্রিলোকপূজিতা, দেবপ্রভৃতির দ্বারা স্তুতা।

স্কন্দপুরাণে (কাশীখণ্ডে) গঙ্গার বিবরণ—

চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ নদীনদনিষেবিতাম্॥
লাবণ্যামৃতনিষ্যন্দ-সংশীলদ্‌গাত্রযষ্টিকাম্।
পূর্ণকুম্ভসিতাম্ভোজ বরদাভয়সৎকরাম্॥
ততো ধ্যায়েৎ সুসৌম্যাঞ্চ চন্দ্রাযুতসমপ্রভাম্।
চামরৈর্বীজ্যমানাঞ্চ শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাম্॥
সুধাপ্লাবিতভূপৃষ্ঠাং দিব্যগন্ধানুলেপনাম্।
ত্রৈলোক্যপূজিতপদাং দেবর্ষিভিরভিষ্টুতাম্॥[২]

—চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, নদনদীসেবিতা, বিনির্গত লাবণ্যামৃতে উজ্জ্বলদেহযষ্টি, পূর্ণকুম্ভ, শ্বেতপদ্ম, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা চারহস্তে শোভিত, অযুতচন্দ্রতুল্যা সৌম্যা, চামরের দ্বারা বীজিতা, শ্বেতছত্র শোভিতা, সুধাদ্বারা ভূপৃষ্ঠকে প্লাবিতকারিণী দেবর্ষি দ্বারা স্তুতা গঙ্গাকে ধ্যান করবে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে গঙ্গা—

শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং গঙ্গাং পাপনাশিনীম্।
কৃষ্ণবিগ্রহসম্ভূতাং কৃষ্ণতুল্যাং পরাং সতীম্॥

১ পদ্মপু, ক্রিয়াযোগসার—৮।১১৩-১২১ ২ স্কন্দঃ, কাশী, পূর্বার্ধ

বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং রত্নভূষণভূষিতাম্।
শরৎপূর্ণেন্দু শতকপ্রভামুষ্টকরাং বরাম্॥
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাম্।
নারায়ণপ্রিয়াং শান্তাং সৎসৌভাগ্যসমন্বিতাম্॥[১]

—শ্বেতচম্পকবর্ণা, পাপনাশিনী, কৃষ্ণদেহজাতা, রত্নালংকারভূষিতা, শতসংখ্যক শরৎচন্দ্রের প্রভা-নির্মিত শ্রেষ্ঠবাহু সমন্বিতা, ঈষদ্ধাস্যে প্রসন্নমুখী, অনন্তস্থিরযৌবনা, নারায়ণ প্রিয়া, শান্তা উৎকৃষ্ট সৌভাগ্যসমন্বিতা।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে গঙ্গার বর্ণনা—

শুক্লা চতুর্ভুজা চারুনেত্রত্রয়বিরাজিতা।
আসীনা মকরে শুক্লে প্রফুল্লবদনাম্বুজা॥[২]

—শুক্লাবর্ণা, চতুর্ভুজা, তিনটি সুন্দরনেত্র শোভিতা, শুভ্র মকরে আসীনা, প্রফুল্লমুখপদ্মসমন্বিতা।

অগ্নিপুরাণে প্রতিমালক্ষণ বর্ণনাকালে জাহ্নবী প্রতিমা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

'কুম্ভাজহস্তা শ্বেতাভা মকরোপরি জাহ্নবী।'[৩]

তন্ত্রশাস্ত্রে গঙ্গার ধ্যানমন্ত্রে গঙ্গাদেবীর যে বিবরণ আছে তাও পৌরাণিক বর্ণনার অনুরূপ :

শুদ্ধস্ফটিকসংকাশাং শুক্লাম্বরভূষিতাম্।
শুক্লমুক্তাবলীমালাং হৃদয়োপরিসংস্থিতাম্॥
শ্বেতমালাধরাং দেবীং শ্বেতাভরণভূষিতাম্।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং ব্রহ্মাদিপরিসেবিতাম্॥[৪]

—বিশুদ্ধ স্ফটিকসদৃশবর্ণা, শুক্লবসনপরিহিতা, বক্ষোপরি শুভ্রমুক্তামালাশোভিতা, শ্বেতমালাধারিণী, শ্বেত অলংকার ভূষিতা, সর্বদা ষোড়শবর্ষীয়া, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সেবিতা।

শুভ্রবর্ণা, শুভ্রবসন পরিহিতা, শ্বেতপদ্মধারিণী, মুক্তাহারবিভূষিতা, শ্বেতছত্র-শোভিতা, শ্বেতমাল্যভূষিতা, শুভ্রমকরবাহনা ত্রিনেত্রা দ্বিভুজা অথবা চতুর্ভুজা গঙ্গার মূর্তি সর্বশুক্লা সরস্বতীর আদর্শে পরিকল্পিত। কিন্তু গঙ্গার হাতের রত্নকুম্ভ লক্ষ্মীর নিকট থেকে প্রাপ্ত। সরস্বতী নদীরূপতা বর্জন করে হয়েছেন বিদ্যাদেবী, কিন্তু নদীরূপেই গঙ্গা ভক্তের হৃদয়ে আসন পেতেছেন। গঙ্গার বাহন মকর। মকর একপ্রকার সামুদ্রিক জীব। "মকরকে কেহ মীন, কেহ বা হাঙ্গর বলে থাকেন।"[৫] বিষ্ণুর দ্রবীভূত দেহ বা পাদনির্গত জল যে গঙ্গা সেই গঙ্গার বাহন বিষ্ণুর প্রথম অবতার মীন বা মৎস্যের রূপান্তর মকর হওয়াই সঙ্গত। জেনারেল কানিংহামের মতে গঙ্গার জলে প্রচুর মকর বাস করতো বলেই গঙ্গা মকর-বাহনা।[৬]

১ ব্রহ্মঃ, প্রকৃতিখণ্ড ১০।১৬-১৮ ২ বৃহদ্ধর্মঃ মধ্যঃ—১২।৭৫ ৩ অগ্নিঃ—৫০।১৬
৪ প্রাণতোষিণী তন্ত্র - ৩।২ ৫ পৌরাণিক অভিধান, সুধীর সরকার - পৃঃ ৩১৫
৬ Archaeological Survey Report, vol. IX—p. 70

গঙ্গাপূজার প্রাচীনতা ঃ গঙ্গা কোন্ সময় থেকে দেবীত্বে উন্নীত হয়েছেন, বলা সহজ নয়। পরবৈদিক রামায়ণ মহাভারতেই গঙ্গা সরিৎশ্রেষ্ঠা এবং স্বর্গাগঙ্গা দেবীরূপে কল্পিতা। অমরকোষ অভিধানে (খ্রীঃ ৫ম শতাব্দী) গঙ্গার নাম বিষ্ণুপদী। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ গঙ্গার পবিত্রতার কথা উল্লেখ করেছেন। সমুদ্রগুপ্তের (খ্রীঃ ৪র্থ শতাব্দী) ব্যাঘ্রহস্তা রাজার ছাপ আঁকা (Tiger slayer type) সুবর্ণমুদ্রার বিপরীত দিকে এবং কুমারগুপ্তের (খ্রীঃ ৫ম শতাব্দী) খড়্গহস্তা রাজমূর্তিলাঞ্ছিত (Rhinoceros type) সুবর্ণমুদ্রার বিপরীত দিকে মকরের উপরে দণ্ডায়মানা দীর্ঘমৃণালবিশিষ্ট পদ্মহস্তা গঙ্গার মূর্তি অংকিত আছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় গুপ্ত রাজাদের সময়ে (খ্রীষ্টীয় ৪র্থ/৫ম শতাব্দীতে) গঙ্গার মূর্তি পূজিত হোত। গুপ্তপূর্বযুগে গঙ্গাপ্রতিমার নিদর্শন না পাওয়ায় এই যুগের বেশী পূর্বে গঙ্গার মূর্তি কল্পিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

গঙ্গার মূর্তিপূজা সরস্বতী বা লক্ষ্মীর মত ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি। আষাঢ়মাসে শুক্লা দশমীতে অর্থাৎ দশহরার দিনে অনেক জায়গাতেই গঙ্গার মূর্তি গড়ে পূজা করা হয়। নবদ্বীপে শক্তি-রাসে ছোট বড় গঙ্গা প্রতিমা শক্তি-দেবতার পংক্তিতে শোভা পেতে থাকে।

যমুনা

গঙ্গার সঙ্গে তুলনায় যমুনার জনপ্রিয়তা অনেক কম। হয়ত বা যমুনানদীর দৈর্ঘ্যস্বল্পতাই এর কারণ। তবে পুরাণে যমুনা সূর্য ও সংজ্ঞার কন্যা—যমের ভগিনী। স্বর্গগঙ্গা বা দিব্যসরস্বতীর মত যমুনারও নদীরূপে মর্তাবতার হয়েছে। সূর্য-কন্যা হিসাবে যমুনা দিব্যসরস্বতী ও স্বর্গগঙ্গার সঙ্গে অভিন্না। যম ও যমুনার পারস্পরিক স্নেহ প্রীতি সুপ্রসিদ্ধ; যম ও যমুনার স্নেহসম্পর্ক স্মরণ করেই বাংলাদেশে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সূর্যপুত্র যম সূর্যেরই অংশ।[১] সুতরাং স্বর্গীয়া যমুনা সূর্যেরই জ্যোতিঃ বা তেজ। ঋগ্বেদের যম-যমী সংবাদের যম-ভগিনী যমীর সঙ্গে পৌরাণিক যমুনা একাত্মীভূতা হয়ে পড়েছেন। সূর্য-নন্দিনী যমীর সঙ্গে নদী যমুনা মিশে গেছেন,—ঋগ্বেদের যম-ভগিনী যমী ও নদীস্তুতির নদী যমুনা একাত্ম হয়ে পৌরাণিক সূর্য-নন্দিনী যমুনা বা কালিন্দীতে পরিণতা হয়েছেন। ঋগ্বেদে যমুনা নদীও গঙ্গার মতই অপ্রধান নদী ছিল। গঙ্গার অপ্রাধান্য ও যমুনার অপ্রাধান্য একই কারণে। পরবর্তী কালে গঙ্গা যতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, যতটা শ্রদ্ধা-ভক্তির আধার হয়ে পূজা পেয়েছে এবং পাচ্ছে, যমুনা সেই পর্যায়ে উঠতে পারে নি। সেইজন্যই গঙ্গার মত যমুনার সম্পর্কে বহুতর কাহিনী গড়ে উঠতে পারে নি। তবে পুরাণে সাতটি প্রধান পবিত্র নদীর তালিকায় গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গে যমুনার নামটিও যুক্ত হয়েছে। গঙ্গা যমুনার মিলন ক্ষেত্র প্রয়াগ হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত। যমুনা দেবী হিসাবে আধুনিক হিন্দু সমাজে নিতান্তই গৌণ। একমাত্র ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতেই যম যমুনা পূজা স্মৃতিশাস্ত্রে বিহিত হয়েছে। স্মার্ত রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় যমুনা পূজার পর প্রণাম মন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন। মন্ত্রটি এই -

যমস্বসর্নমস্তেহস্তু যমুনে লোকপূজিতে।
বরদা ভব মে নিত্যং সূর্যপুত্রি নমোঽস্তুতে॥[২]

যমুনার পূজা কোন এক সময়ে অন্ততঃ প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। কাগিয়াবারে মধ্যযুগে নির্মিত কদবার মন্দিরে, মধ্যভারতে বিলাসপুরে জাঞ্জগিরের মন্দিরে এবং ইলোরা, বাদামী, আইহোল প্রভৃতি গুহা মন্দিরে অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে যমুনার মূর্তিও অংকিত আছে।[৩]

---

১ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম পর্ব, ২য় সং যম প্রসঙ্গ - পৃঃ ২৯৬-৩০১ দ্রষ্টব্য
২ অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্, বেণীমাধব দে প্রকাশিত—পৃঃ ১০
৩ Age of Imperial Kanauj—p. 329

যমুনার বাহন কচ্ছপ। মৎস্যাবতারের রূপান্তর যদি হয় গঙ্গার মকর, তাহলে বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার কূর্ম বা কচ্ছপ যমুনার বাহনত্বে পরিণত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। সূর্য-বিষ্ণুর কন্যা হিসাবে স্বর্গগঙ্গা বা দিব্যসরস্বতীর নামান্তর যমাত্মজা যমুনার বাহন হিসাবে কূর্ম-কচ্ছপের কল্পনা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। অবশ্য একথা স্মরণে রাখতে হবে যে যমুনার জলে প্রচুর কচ্ছপ বাস করে। নদী যমুনার কচ্ছপ বাহন এই কারণেও হতে পারে।

মনসা

ধ্যানমন্ত্রে মনসা বিগ্রহ : সরস্বতীর প্রভাবে অন্তত: আরও দু'টি দেবী-মূর্তির পরিকল্পনা হয়েছিল—একজন সর্পবিষনাশিনী মনসা, অন্যজন শিব-শক্তি দুর্গা-পার্বতী। বীণা অক্ষমালাধারিণী ব্রহ্মাপত্নী সাবিত্রী ও সরস্বতীর প্রভাবে কল্পিতা। জন্মকোষ্ঠীর বিচারে মনসার জন্ম দুর্গা-পার্বতীর অনেক পরে হলেও সরস্বতীর সঙ্গে মূর্তিকল্পনায় গভীর সাদৃশ্য হেতু মনসার ইতিবৃত্ত আগেই আলোচনা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। দেবীরূপে মনসার স্থান বিশাল বৈদিক সাহিত্যে ত নেই-ই, প্রাচীন ও প্রধান পুরাণগুলিতেও তাঁর জন্য একটু স্থান ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। কেবলমাত্র ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও দেবীভাগবতের মত দুখানি অর্বাচীন পুরাণে মনসা স্থান করে নিয়েছেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও দেবীভাগবতে মনসার ধ্যান—

শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥
মহাজ্ঞানযুতাঞ্চৈব প্রবরাং জ্ঞানিনাং সতীম্।
সিদ্ধাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ সিদ্ধাং সিদ্ধিপ্রদাং ভজে॥[১]

—শ্বেতচম্পকের বর্ণবিশিষ্টা, রত্নালংকারভূষিতা, অগ্নিশুদ্ধবসন পরিহিতা, নাগযজ্ঞোপবীতধারিণী, মহাজ্ঞানযুক্তা, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠা, সিদ্ধাধিষ্ঠাত্রী সিদ্ধিদাত্রীকে ভজনা করি।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য পদ্মপুরাণোক্ত একটি মনসার ধ্যানমন্ত্র তিথিতত্ত্বে উদ্ধৃত করেছেন। ধ্যানমন্ত্রটি এই :

দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্যাং
হংসারূঢ়ামুদারামরুণিতবসনাং সর্বদাং সর্বদৈব।
স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কণকমণিগণৈর্নাগরত্নৈ-
র্বন্দেহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাম্॥[২]

—সর্পকুলের জননী চন্দ্রবদনা, সুন্দরকান্তিযুক্তা, বদান্যতাগুণসম্পন্না, হংসোপরি উপবিষ্টা, রক্তবসন পরিহিতা, সকল সময়েই সকল কাম্যদাত্রী, হাস্যমুখী, স্বর্ণমণি-মাণিক্য ও নাগশ্রেষ্ঠগণের দ্বারা ভূষিতাঙ্গী, অষ্টনাগ সমন্বিতা, স্থূলকুচযুগলশোভিতা কামরূপা ভোগিনী (সর্পিণী) দেবীকে বন্দনা করি।

এই মন্ত্রে মনসা সর্পমাতা, সর্পিণী, সর্পভূষিতা, অষ্টনাগ সহিত বিরাজিতা। মনসা সর্পভয় দূর করেন, বিষনাশ করেন, তাই তাঁর নাম বিষহরী। রামাই

১ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতিখণ্ড –৪৬।২০ ; দেবীভাগ –৯।৪৮।২০ ২ অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্ –পৃঃ ১৫

পণ্ডিতের নামে প্রচলিত ধর্মপূজা বিধানে বিষহরীর দু'টি ধ্যানমন্ত্র আছে। তন্মধ্যে একটি মন্ত্র :

ফণিফণমণিগণভূষিতমস্তে
খরতরবিষধর কঙ্কণহস্তে
বহুজনজনিত জয়ধ্বনিতুষ্টে
ভগবতি বিষহরি দেবি নমস্তে।[১]

এই মন্ত্রে বিষহরীর মস্তক মণিময়ফণাযুক্তসর্পভূষিত এবং তীব্র বিষধর সর্পের কঙ্কণ তাঁর হাতে।

ধর্মপূজাবিধানে অপর মন্ত্রটি :

কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং সুবদনাং পদ্মাসনাং শোভনাং
নাগেন্দ্রৈঃকৃতশেখরামহিময়ীং দিব্যাঙ্গরাগান্বিতাম্।
চার্বঙ্গী দধতীং প্রসাদমধিপং নিত্যং করাভ্যাং মুদা
বন্দে শংকরপুত্রিকাং বিষহরীং পদ্মোদ্ভবাং জাঙ্গুলীম্॥[২]

—দেহকান্তিতে স্বর্ণতুল্যা, সুন্দরবদনযুক্তা, পদ্মাসনা, সর্পগণের দ্বারা নির্মিত মুকুটবিশিষ্টা, সর্পময়ী, দিব্য অঙ্গরাগ সমন্বিতা, শোভনাবয়বা, হস্তদ্বয়ের দ্বারা সানন্দে প্রসাদ ধারণকারিণী, শিবতনয়া, পদ্মজাতা বিষহরী জাঙ্গুলীকে বন্দনা করি।

উদ্ধৃত বিবরণে দেখা যায় যে মনসা শুক্লবর্ণা, শুক্লবসনা, মহাজ্ঞানযুক্তা, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠা, সিদ্ধিদাত্রী, হংসবাহনা, পদ্মোদ্ভবা, পদ্মাসনা, শিবকন্যা, সর্পভূষিতা। কোন মন্ত্রে তিনি কাঞ্চনবর্ণা, রক্তবসনা। ইনি শিবকন্যা। পুরাণকার বলেছেন, মনসা বিষহরণ করেন বলেই বিষহরী নামে প্রসিদ্ধা। তিনি শিবের কাছ থেকে সিদ্ধি ও যোগ পেয়েছেন, তাই তিনি সিদ্ধযোগিনী। মহাজ্ঞান, গুপ্তবিদ্যা ও মৃতসঞ্জীবনী তাঁর আয়ত্তে, তাই তিনি মহাজ্ঞানযুতা।

বিষং সংহর্তুমীশা সা তেন বিষহরীতি সা।
সিদ্ধিং যোগং হরাৎ প্রাপ তেনাতি সিদ্ধযোগিনী॥
মহাজ্ঞানঞ্চ গোপ্যঞ্চ মৃতসঞ্জীবনীং পরাং।
মহাজ্ঞানযুতাং তাঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥[৩]

মনসার প্রস্তরমূর্তি : বাঙ্গালা দেশে মনসার যে সকল প্রস্তর মূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলিতে দেখা যায়, মনসা পদ্মাসনা, মস্তকে সপ্তনাগের ছত্র, বামহস্তে একটি সর্প ও দক্ষিণহস্তে বরদমুদ্রা ও একটি ফল (ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত মূর্তি)। রাজশাহী প্রত্নশালায় রক্ষিত একটি মনসামূর্তি চতুর্ভুজা, দ্বিদল পদ্মোপরি বদ্ধ-পদ্মাসনভঙ্গীতে উপবিষ্টা, হস্তে জপমালা ও সর্প। রাজশাহীতে প্রাপ্ত কলকাতা প্রত্নশালায় রক্ষিত একটি মূর্তি সর্পফণার উপরে ললিতাসনভঙ্গীতে উপবিষ্টা—বামক্রোড়ে শিশু ও দক্ষিণহস্তে সপত্রবৃক্ষশাখা। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত রংপুর

১ ধর্মপূজা, সাঃ পঃ ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত—পৃঃ ৩০
২ তদেব—পৃঃ ৯৭ ৩ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতি - ৪৫।১০-১১ দেবীভাগ—৯।৪৭।৪৭-৪৮

সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত শিশুক্রোড়ে চতুর্ভুজা মনসামূর্তিটিও উল্লেখযোগ্য।[১] চব্বিশ পরগণা জেলায় উচিলদহ গ্রামে হংসবাহিনী ও সর্পবিভূষিতা মনসা দেবী পূজিতা হন।[২] ডঃ প্রদ্যোতকুমার মাইতি অনেকগুলি সর্পফণাছত্রবিশিষ্টা চতুর্ভুজা ও দ্বিভুজা মূর্তির উল্লেখ করেছেন। এই মূর্তিগুলি বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিত আছে। একটি মূর্তি বদ্ধপদ্মাসনভঙ্গীতে পদ্মের উপরে উপবিষ্টা, নানা অলংকারে ভূষিতা, দুই দক্ষিণ হস্তে সর্প ও জপমালা এবং দুই বামহস্তে পাত্র ও পুস্তক—মস্তকোপরি সাতটি ফণার ছত্র। অপর মূর্তিটি বজ্রপর্যঙ্কাসনভঙ্গীতে উপবিষ্টা, তাঁর ঊর্ধ্ব দক্ষিণহস্তে পুস্তক, নিম্ন দক্ষিণহস্তে জপমালা, ঊর্ধ্ব বামহস্তে পাত্র ও নিম্ন বামহস্তে বরদমুদ্রা। নিম্নে বেদীতে বামে শিবলিঙ্গ ও দক্ষিণে গণেশ। সম্মুখে একটি পাত্র থেকে দুটি সাপ বিপরীতমুখে নির্গত হচ্ছে। অনুরূপ একটি মূর্তি পাওয়া গেছে বগুড়া জেলার শেরপুর গ্রামে। অন্য একটি মূর্তি পদ্মাসনে উপবিষ্টা, মস্তকে ফণাছত্র, উপরের বাম ও দক্ষিণ হস্তে সপল্লব বৃক্ষশাখা, নিম্নের বাম হস্তে একটি ফল ও দক্ষিণ হস্তে ক্রোড়ে শিশু। অন্য একটি মূর্তি পদ্মের উপরে উপবিষ্টা, দক্ষিণ পদ নিম্নে স্থাপিত, উপরের দুই হাতে বৃক্ষশাখা, নীচের ডান হাতে সাপ ও বাম ক্রোড়ে শিশু। দ্বিভুজা মূর্তিগুলিরও মাথায় সাপের ফণা। অধিকাংই পদ্মাসনা। কোন কোন মূর্তির হাতে সপল্লব শাখা, কোন কোন মূর্তিতে ডান হাতে সাপ ও বাম ক্রোড়ে শিশু। বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত একটি ব্রোঞ্জমূর্তির প্রসারিত বামহস্তে লড্ডুক ও দক্ষিণহস্তে গদা। এইটি দণ্ডায়মান বিগ্রহ হস্তিবাহনা—দুই পার্শ্বে দুই পূজারিনী। দুইটি বিগ্রহে দেবী ত্রিনয়না।[৩] অধিকাংশ পণ্ডিতই এই মূর্তিগুলি মনসার বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। মনসার মূর্তি সম্পর্কে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "বাংলাদেশে যে সব মনসাদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই মনসাদেবীর সঙ্গে একাধিক সর্পের ক্রোড়াসীন একটি মানবশিশুর, একটি ফলের এবং কোথাও কোথাও একটি পূর্ণঘটের প্রতিকৃতি বিদ্যমান।"[৪]

মনসা ও সরস্বতী-লক্ষ্মী : মনসাদেবীর বর্ণনা ও প্রাপ্ত মূর্তির সঙ্গে সরস্বতীর মূর্তিকল্পনার আশ্চর্য সাদৃশ্য বর্তমান। মনসার পদ্মাসন, হাতে জপমালা, শুভ্রবর্ণ এবং নাগহার সরস্বতীরও বৈশিষ্ট্য। মনসার বাহন হাঁসটি সরস্বতীর নিকট থেকে গৃহীত।[৫] কিন্তু যেখানে মনসা কাঞ্চনবর্ণা, সেখানে অবশ্যই লক্ষ্মীর প্রভাব পড়েছে। লক্ষ্মীর হাতের পাশ (fillet) নাগ বা সর্পের রূপান্তর। সর্প বা নাগ

১ History of Bengal, D. U., vol. I—pages 460-61

২ পশ্চিমবঙ্গে পূজাপার্বণ ও মেলা, ৩য়—পৃঃ ৫১

৩ Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa—pp. 207-11.

৪ বাঙালীর ইতিহাস—পৃঃ ৫৮৮

৫ "কোনো ধ্যানে তাঁহার বাহন হইতেছেন হংস এবং তিনি পুস্তক ও অম্বুতকুম্ভধারিণী। বলা বাহুল্য এই সব উপকরণ সরস্বতীর এবং আশ্চর্যের বিষয় যে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের একটি ধ্যানে মনসাকে সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্না বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।" বাঙালীর ইতিহাস-পৃঃ ৫৫৮

শিব, বিষ্ণু, দুর্গা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং বিষ্ণু ও শিবের মত লক্ষ্মী, সরস্বতী ও মনসার নাগভূষণ নিছক আদিম অনার্যজাতির টোটেম (Totem) রূপে গণ্য না করে সূর্য-বিষ্ণুর অনন্ত পরিক্রমণ-পথ সংশ্লিষ্ট অনন্তনাগের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত বলে গণ্য করা উচিত। অবশ্য মনসা দেবীর পরিকল্পনা সর্পমাতা ও বিষহারিণীরূপেই সম্ভব হয়েছে। সুতরাং মনসা পূজার সঙ্গে বা মনসামূর্তির সঙ্গে সর্পের সংযোগ অনিবার্য।

বেদের সরস্বতী বিবিধ গুণে গুণান্বিতা। তিনি যেমন জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী তেমনি ধনদা এবং রোগবিষহারিণী। সরস্বতী যখন কেবলমাত্র বিদ্যাটুকু নিজের অধিকারে রেখে বাকী গুণগুলি বিভাগ বণ্টন করে দিলেন, তখন বিষনাশের অধিকার লাভ করলেন মনসা। লক্ষ্মী যদিও ধনাধিকার লাভ করেছিলেন তবু মনসার বিষহরী দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা লক্ষ্মী সরস্বতীর অনেক পরে। কিন্তু সরস্বতীর সঙ্গে মনসার একাত্মতার চিরস্থায়ী স্বীকৃতি রইলো মনসার মহাজ্ঞান অধিকারে। মনসা হলেন বিষবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী।

সরস্বতী ও লক্ষ্মীর প্রিয় তিথি পঞ্চমী মনসারও প্রিয় তিথিরূপে গণ্য হোল। সরস্বতী পূজার তিথি শ্রীপঞ্চমী, মনসা পূজার তিথি হোল নাগ-পঞ্চমী।

পঞ্চমী দয়িতা রাজন্নাগানাং, নন্দিবর্ধিনী।
পঞ্চম্যাং কিল নাগানাং ভবতীত্যুসবো মহান্।[১]

—হে রাজন্, নাগগণের আনন্দবর্ধনকারিণী দয়িতা পঞ্চমী তিথি। পঞ্চমী তিথিতে নাগগণের মহৎ উৎসব হয়।

পঞ্চম্যাং মনসাখ্যায়াং দেব্যৈ দদ্যাচ্চ যো বলিম্।
ধনবান্ পুত্রবাংশ্চৈব কীর্তিমান্ স ভবেদ্ ধ্রুবম্।[২]

—পঞ্চমী তিথিতে মনসা নাম্নী দেবীকে যে ব্যক্তি পূজোপহার (বলি) প্রদান করে, সে ধনবান্, কীর্তিমান্ ও পুত্রবান্ হয়। স্মৃতিশাস্ত্রকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তিথিতত্ত্বে পঞ্চমীতে মনসা পূজার বিধি নির্দিষ্ট করেছেন—

সুপ্তে জনার্দনে কৃষ্ণে পঞ্চম্যাং ভবনাঙ্গনে।
পূজয়েন্মনসাদেবীং স্নুহীবিটপসংস্থিতাম্॥
পদ্মনাভে গতে শয্যাং দেবৈঃ সর্বৈরনন্তরম্।
পঞ্চম্যামসিতে পক্ষে সমুত্তিষ্ঠতি পন্নগী॥
দেবীং সংপূজ্য নত্বা চ ন সর্পভয়মাপ্নুয়াৎ।
পঞ্চম্যাং পূজয়েন্নাগাননন্তাদ্যান্মহোরগান্॥
ক্ষীরং স সর্পিস্তু নৈবেদ্যং দেয়ং সর্পবিষাপহম্।[৩]

—জনার্দন কৃষ্ণ নিদ্রিত হলে (অর্থাৎ দক্ষিণায়ণে—আষাঢ় মাসের শয়নৈকাদশীর পরে) পঞ্চমী তিথিতে গৃহের প্রাঙ্গণে সিজবৃক্ষের নিকটে মনসাদেবীকে পূজা

১ ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্মপর্ব—৩২।১ ২ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতি ৪৬।৯
৩ অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্—পৃঃ ১৫

করবে। বিষ্ণু শয্যাশ্রয় করলে সকল দেবতাদের দ্বারা কৃষ্ণ[illegible] পঞ্চমী তিথিতে পন্নগী (মনসা) জাগ্রতা হন। দেবীকে পূজা করলে [illegible] সর্পভয় থাকে না। পঞ্চমীতে অনন্ত প্রভৃতি [illegible] নাশক ক্ষীর (জল অথবা দুধ ?) এবং ঘৃত নৈবেদ্যরূপে [illegible]।

সরস্বতীর সঙ্গে মনসার সম্পর্ক সম্পর্কে ডঃ সু[illegible] 'সরস্বতী অবিবাহিত (মতান্তরে বিষ্ণুপত্নী), [illegible] তাহার বিবাহ দেবসমাজে মুখরক্ষা মাত্র [illegible] করিয়াছিল মনসাকে পিতা (শিব) কামনা করিয়াছিল। [illegible] মনসা প্রথমে বাক্, পরে বিষবিদ্যা মূর্তিমতী। সরস্বতী গীতবাদ্যে [illegible] গীতবাদ্যপ্রিয়, —গান-বাজনা না হইলে (মঙ্গল) তাহার পূজা [illegible] গীতবাদ্য করিয়াই বেহুলা তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়াছিল।'[1]

এই তালিকায় সরস্বতী ও মনসা[illegible] কী গুণসাদৃশ্যগুলি নিতান্তই গৌণ। সরস্বতী ও ব্র[illegible] পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। জরৎকারু প্রসঙ্গ পরে [illegible] তী ও লক্ষ্মীর অনেক পরে মনসার জন্ম [illegible] রূপগুণ মনসায় বর্তেছে। সেইজন্য মনসা কোথাও [illegible] ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের উদ্ধৃত ধ্যানমন্ত্রটিতে মনসা [illegible] ন। ডঃ সেন লিখেছেন, "সরস্বতী-শ্রী যখন পৃথক [illegible] ও লক্ষ্মী তাহার আগেই নাগপূজার সঙ্গে যোগা[illegible] ইল, তখন মনসার ভাগে পড়িল সর্পনাগ [illegible] পড়িল হস্তীনাগ। এই ভাগা-ভাগি মুসলমান আমলের আগে [illegible] কি হয় নাই। (হাতিচড়া মনসার প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।) মনসা-লক্ষ্মীর একতার অনেক প্রমাণ আছে। দুই জনেরই নামান্তর কমলা ও পদ্মা। পদ্মদলে মনসার উৎপত্তি, কমলার পদ্মে আসন।···লক্ষ্মীর উৎপত্তি সাগরে, মনসার উৎপত্তি হ্রদে।"[2] ডঃ সেন সরস্বতী, লক্ষ্মী ও মনসার একাত্মতা স্বীকার করেছেন। হস্তীনাগ ও সর্পনাগের যোগসূত্র থাকা অসম্ভব নয়। তবে হাতিচড়া মনসা মূর্তি প্রমাণ করে গজলক্ষ্মীর সঙ্গে মনসার ঘনিষ্ঠ সংযোগ। লক্ষ্মী সরস্বতী যেমন বাহন বদল করেছেন, মনসাও তেমনি হয়ত বাহন পরিবর্তন করেছেন। কোন সময়ে হয়ত হস্তী মনসার বাহন-রূপে কল্পিত হয়েছিল; পদ্মা নাম সাদৃশ্য, কাঞ্চন বর্ণ এবং ধনদাতৃত্ব লক্ষ্মী ও মনসার একাত্মতার প্রমাণ। [illegible] লক্ষ্মী-সরস্বতী বাঙ্গালাদেশে শিবের কন্যা-রূপে প্রসিদ্ধ। মনসাও শিবের [illegible]। লক্ষ্মী-সরস্বতীর প্রিয় তিথি পঞ্চমী— মনসারও প্রিয় তিথি। শ্রাবণ[illegible] শুক্লা পঞ্চমী [illegible] নামে প্রসিদ্ধ। ঐ দিনে মনসাপূজার বিধি—

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম পূর্বার্ধ—পৃঃ ১৪৩ ২ তদেব—পৃঃ ১৪২

শ্রাবণে শুক্লপক্ষে যা পঞ্চমী তত্র মানবঃ।
যঃ পূজয়তি নাগান্ বৈ তস্য নাগাভয়ং ভবেৎ।[১]

—শ্রাবণ মাসে শুক্লপক্ষে যে পঞ্চমী তিথি, সেই তিথিতে যে মনুষ্য নাগপূজা করে, তার নাগভয় থাকে না।

আষাঢ় মাসের দশহরা ও পঞ্চমীতে, শ্রাবণমাসের প্রতি পঞ্চমীতেই মনসাপূজা করা হয়, ভাদ্রমাসের শুক্লাপঞ্চমীতেও নাগদেবতার পূজা বিধেয়—

পঞ্চম্যাঞ্চ ততঃ কুর্য্যাৎ সর্পাণাং দেবতার্চ্চনম্।[২]

পঞ্চমীতে নাগপূজার বিধান থেকে মনে হয় প্রথম থেকেই মনসার সঙ্গে সর্পের যোগ ছিল না। মনসা যখন সর্পাধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন তখন নাগপূজার স্থলে মনসাপূজার রীতি প্রবর্তিত হোল। এখন মনসাপূজার সঙ্গে অষ্টনাগের পূজা প্রচলিত। অষ্টনাগের সঙ্গে অষ্টদিগ্‌গজের সম্পর্ক থাকা সম্ভব।

মনসা ও পার্বতী-কালীঃ মনসার সঙ্গে দুর্গা-পার্বতীরও গভীর সংযোগ আছে। দুর্গা-পার্বতীও সরস্বতী থেকেই উদ্ভূতা। মনসার বর্ণ এবং শিশু-ক্রোড়া মূর্তি গণেশ জননী গৌরীর আদর্শে কল্পিত। মনসার এক নাম জগৎ গৌরী—

জরৎকারুর্জগৎ গৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী।[৩]

জগদ্‌গৌরীতি বিখ্যাতা তেন সা পূজিতা সতী।[৪]

বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তঃপাতী বৈদ্যপুর গ্রামের নিকটবর্তী নারিকেলডাঙ্গা গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ মনসা-জগৎগৌরী বিগ্রহটি অত্যন্ত সুন্দর। কোষ্ঠী পাথরে নির্মিত জগৎগৌরী সিংহপৃষ্ঠে পদ্মোপরি উপবিষ্টা—বামক্রোড়ে একটি শিশু (গণেশ নামে কথিত)—মস্তকোপরি অষ্টনাগের বিস্তারিত ফণাছত্র। এই দেবীমূর্তি সিংহবাহিনী গণেশজননীর সঙ্গে মনসার মিশ্রিত বিগ্রহ। এই দেবীর পূজায় মনসা ও দুর্গার ধ্যানমন্ত্র পাঠ করা হয়। এই বিগ্রহ অন্ততঃ সাত আটশত বৎসরের পুরাতন। এই মূর্তিটি থেকে এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অন্ততঃপক্ষে দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মনসা ও গৌরীর সংমিশ্রণ ঘটেছিল অথবা সরস্বতী, লক্ষ্মী ও গৌরী-দুর্গার সংমিশ্রণে মনসার বিগ্রহ নির্মিত হয়েছিল। মনসামঙ্গল কাব্যে শিবানী চণ্ডী ও মনসার বিরোধিতা থেকে একই দেবসত্তার পৃথকীকরণের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।

চব্বিশ পরগনা জেলার উচিলদহ গ্রামে মনসাকালী পূজিত হন। হংসবাহনা মনসার বিগ্রহ ও কালীর ঘটে মনসা-কালীর পূজা হয়। ধ্যানমন্ত্রটি বঙ্গভাষায়—

নমস্তে মনসাদেবী, মনস্তে জগতারিণী
সূক্ষ্মমোক্ষদায়ী—তুমি গো জননী।
তন্ত্রদায়ী মাতা তুমি মন্ত্রজ্ঞানরূপিণী

---

১ বৃহদ্ধর্মপুঃ, উত্তরখণ্ড—৯।৫২ ২ তদেব—১৬।৪৯
৩ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতি—৪৫।১৪ ; দেবীভাগঃ—৯।৪৮।৫১ ৪ বৃহদ্ধর্ম, ১ম খণ্ড—৪৫।৭

দয়াধর্মজ্ঞান, তুমি বিদ্যাদায়িনী।
তোমারই মা মন্ত্রগুণে প্রচারিলাম জগজ্জনে
ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর
মা কালী মনসাদেবী।[১]

দুর্গার মূর্তিভেদ হিসাবে কালী ও মনসা সংপৃক্তা। লক্ষণীয় এই যে ধ্যানমন্ত্রে মনসাকালী বিদ্যাদায়িনী ও জ্ঞানরূপা।

মনসা ও ষষ্ঠী : মনসার সঙ্গে ষষ্ঠীদেবীর সংযোগ উপেক্ষণীয় নয়। সন্তান পালিকা ষষ্ঠী দেবী,—সন্তানক্রোড়া মনসামূর্তিও প্রচুর পাওয়া গেছে। প্রাচীন ভাস্কর্যে মনসা ও ষষ্ঠীর মূর্তি অনেক সময় একই প্রকার। মীরপুরে প্রাপ্ত রাজশাহী প্রত্নশালায় রক্ষিত ষষ্ঠীর মূর্তিটি মনসার মূর্তির সঙ্গে অভিন্ন। কেবলমাত্র ঊর্ধ্বদৃষ্টি মার্জারের পৃষ্ঠে দেবীর দক্ষিণ চরণ স্থাপিত থাকায় বিগ্রহটিকে ষষ্ঠীদেবীরূপে চিহ্নিত করেছে।[২]

মনসা ও গঙ্গা : মূর্তিকল্পনার দিক থেকে গঙ্গার সঙ্গে মনসার সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। গঙ্গা মনসার মত বিষহন্ত্রী,—শীতলার মত রোগনাশিনী। গঙ্গার স্তুতি প্রসংগে স্কন্দপুরাণ বলেছেন—

সর্বদেবস্বরূপিণ্যৈ নমো ভেষজমূর্তয়ে॥
সর্বস্য সর্বব্যাধীনাং ভিষকৃশ্রেষ্ঠ্যৈ নমোঽস্তুতে।
স্থাণুজঙ্গমসম্ভূত বিষহন্ত্রে নমোঽস্তুতে॥
সংসারবিষনাশিন্যৈ জীবনায়ৈ নমোঽস্তুতে।[৩]

—সর্বদেবস্বরূপিণী ঔষধ মূর্তিকে নমস্কার, সকল রোগের চিকিৎসকশ্রেষ্ঠাকে নমস্কার, স্থাবর জঙ্গমজাত বিষনাশিনীকে নমস্কার, সংসারবিষনাশিনী জীবনরূপিণীকে নমস্কার।

একই দেবসত্তা থেকে উদ্ভূত হওয়ায় এবং একের সাদৃশ্যে অন্যের রূপগুণ পরিকল্পিত হওয়ায় সরস্বতী, লক্ষ্মী, গৌরী, মনসা প্রভৃতির মধ্যে আকৃতি-প্রকৃতিগত সাদৃশ্য স্বাভাবিকভাবেই ফুটে উঠেছে।

শিব ও মনসা : মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে মনসা শিবের কন্যা। এক অলৌকিক উপায়ে শিব-বীর্যে মনসার জন্ম। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে 'জালুয়া ডোমের নারী গৌরী তার নাম' শিবকে খেয়া পার করছিল। তাকে দেখে শিবের মনে জাগলো চাঞ্চল্য, মকরকেতনের পুষ্পশরে শিবের অন্তঃকরণ বিদ্ধ হোল। বৃষ শিবকে নিয়ে গেল পুষ্পবনে। তখন—

কামেতে হইল ভোল শ্রীফল গাছে দিল কোল
আচম্বিতে খসে মহারস।[৪]

---

১ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ৩য়—পৃঃ ৫১-৫২
২ History of Bengal, vol. I. (D. U.)—page 461
৩ স্কন্দঃ, কাশীঃ, পূর্বার্ধ—২৭।১৫৮-৬০
৪ পদ্মাপুরাণ, জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত (কঃ বিঃ)—পৃঃ ১৮-১৯

শিব স্বীয় তেজ রাখলেন পদ্মপত্রে, এক পক্ষিণী সেই তেজ গলাধঃকরণ করলো। কিন্তু অনলসম তেজ ধারণ করতে না পেরে পদ্মবনে পরিত্যাগ করলো। শিবতেজ পদ্মের মৃণাল বেয়ে চলে গেল পাতালে—

প্রবেশিল পাতালপুরী জন্মিল নাগিনী নারী
দেবকন্যা সোন্দর দেখিল।[১]

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে চণ্ডীই ডুমনী বেশ ধারণ করে মদনরসে মত্তা হয়েছিলেন। পরে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করে অন্তর্হিতা হয়েছিলেন। আবার কালিদহের তীরে চণ্ডীই বিল্ববৃক্ষ হয়েছিলেন। বিল্বফলযুগল দেখে শিব হলেন কামাতুর। পরে মনসার জন্মকাহিনী প্রায় একই প্রকার। কেবল পাতালে শিববীর্য প্রবেশ করলে নাগরাজ বাসুকি নির্মালি (মূর্তি নির্মাতা কারিগর) ডেকে তাকে দিয়ে মনসা বা পদ্মাবতীর কায়া নির্মাণ করিয়েছিলেন।

বাসুকি বোলে নির্মালি সুনহে উত্তর।
মহাদেবের বির্জ্যে কন্যা গোটা নির্মাণ কর॥
চারিখানি হস্ত দেহ তিন নঞান।
শিবের লক্ষণ করি করহ নির্মাণ॥
এত সুনি নির্মালি হুঙ্কার মারিল।
ততক্ষণে পদ্মাবতি নির্মাণ হইল॥[২]

বিপ্রদাস পিপ্পলাই রচিত মনসা বিজয়ের কাহিনীও প্রায় অনুরূপ। নারায়ণ দেবের বর্ণনা অনুসারে মনসার আকৃতি শিবের আকার অনুসারে কল্পিত। মনসা চতুর্ভুজা ত্রিনয়না। মনসার এই জন্ম বিবরণের সঙ্গে মহাভারতে-পুরাণে শিববীর্যে কার্তিকেয়ের জন্মকাহিনীর সাদৃশ্য সহজেই লক্ষিত হয়।[৩] পার্বতী যেমন গাত্রমল থেকে গণেশকে নির্মাণ করেছিলেন, বিশ্বকর্মাও তেমনি বাসুকির আদেশে মনসার আকৃতি নির্মাণ করেছিলেন। মনসার জন্ম কাহিনীতে স্কন্দ ও গণেশের জন্ম কাহিনী মিলিত হয়েছে। নারায়ণ দেবও বলেছেন যে মনসা শিবের আকৃতিসম্পন্না—

ধবল আপন মূর্তি রক্ত গৌর হেন কান্তি
হইলেক সিবের লক্ষণ।[৪]

কিন্তু কবিগণ শুধু মনসাকে শিবের কন্যা করেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁরা মনসার প্রতি শিবের অন্যায় আসক্তিরও বর্ণনা দিয়েছেন—

সিবে বোলে মোর বাক্য সুনহ সুন্দরী।
কথা হইতে কথা জাও কাহার কুমারি॥

---

১ পদ্মাপুরাণ, জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত (কঃ বিঃ) পৃঃ ১৮-১৯
২ পদ্মাপুরাণ, তমোনাশ দাশগুপ্ত সম্পাঃ (কঃ বিঃ), ২য় সং—পৃঃ ১৭
৩ পৌরাণিক দেবদেবী, দ্বিতীয় পর্বে স্কন্দ কার্তিকেয় দ্রঃ। ৪ পদ্মাপুঃ—পৃঃ ১৭

তব রূপ দেখি মোর দহে কলেবর।
আলিঙ্গন দিয়া মোর প্রাণ রক্ষা কর ॥[১]
কন্যার রূপ দেখি জুড়াইল হিয়া।
সুন্দরী লক্ষণ দেখি না হইয়াছে বিয়া ॥
সোফল নারদ মুনি কহিল গোপ্ত কথা।
পুষ্পবনে হে কন্যা মিলাইল বিধাতা ॥
কন্যার রূপ দেখি অদ্ভুত হেন বাসি।
করিব গন্ধর্ব বিভা লইয়া যাব কাশী ॥[২]

মনসা ও শিবের বিরুদ্ধ সম্পর্ক অবশ্যই ব্রহ্মা ও সরস্বতী, ব্রহ্মা ও সন্ধ্যা, দক্ষ ও অদিতি, অগ্নি ও স্বাহা, সূর্য ও উষা প্রভৃতি বৈদিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর কাহিনীর মত একটি পুরাতন রূপক কাহিনীকে নবতর পাত্রে পরিবেশন মাত্র। বৈদিক রুদ্রশিব ত সূর্যই, তাঁরই কন্যা ব্রহ্মানন্দিনী বিষ্ণুপত্নী সরস্বতী ও লক্ষ্মীর মতই সূর্যাগ্নির দীপ্তি বা তেজ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণানুসারে মনসা শিবের শিষ্যা—

শিবশিষ্যা চ সা দেবী তেন শৈবীতি কীর্তিতা।[৩]

কশ্যপতনয়া মনসা : বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্য অনুসারে মনসা শিব-নন্দিনী হলেও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মনসা ইন্দ্রাদিদেবগণের জনক কশ্যপের কন্যা। তিনি কশ্যপের মানস কন্যা, সেইজন্য নাম মনসা।

কন্যা সা চ ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী।
তেনেয়ং মনসা দেবী মনসা যা চ দিব্যতি ॥
মনসা ধ্যায়তে যা বা পরমাত্মানমীশ্বরম্।
তেন সা মনসা দেবী যোগেন তেন দিব্যতি ॥[৪]

—সেই ভগবতী কশ্যপের মানসী কন্যা,—সেইজন্য তিনি মনসা দেবী। তিনি মনের দ্বারা ক্রীড়া করেন, অথবা তিনি মনে মনে পরমাত্মা ঈশ্বরকে ধ্যান করেন, সেইজন্য তিনি মনসা, তিনি যোগের দ্বারা দীপ্ত হন।

এখানে মনসা নামের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাখ্যায় মনসা কশ্যপের মন থেকে জাতা, মানব মনের উপরে তাঁর ক্রিয়া, মনের দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে ধ্যানে যুক্তা। সর্পের সঙ্গে এই ব্যাখ্যার কোন সংযোগ নেই। মনসা মনের অধীশ্বরী। আমরা পূর্বেই দেখেছি কশ্যপ বা কচ্ছপ (অথবা কূর্ম বা কূর্মাবতার) আসলে সূর্যই।[৫] সুতরাং কশ্যপ-কন্যা আর রুদ্রশিব-কন্যা বা রুদ্রতেজ একই কথা। অতএব বৈদিক সূর্যাগ্নির শুভ্র জ্যোতিঃপুঞ্জরূপা দিব্য সরস্বতী নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মনসায় রূপান্তরিতা হয়েছেন এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন বোধ হয়।

১ পদ্মাপুঃ—পৃঃ ১৯ ২ পদ্মাপুঃ, বিজয়গুপ্ত (কঃ বিঃ)—পৃঃ ২১
৩ ব্রহ্মবৈবর্ত, প্রকৃতিঃ—৪৫।৮ ৪ তদেব—৪৫।২-৩
৫ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম পর্ব, ২য় সং, কশ্যপ—পৃঃ ৪৪৪-৪৪৫ দ্রষ্টব্য

রুদ্রতেজ মনা ঃ ঋগ্বেদে রুদ্রের ক্রোধকে মনা বলা হয়েছে। মনসার স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ সুকুমার সেন মনসাকে রুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে রুদ্রের ক্রোধ মনা পরবর্তীকালে মনসাতে পরিণত হয়েছে।[১] শিবকন্যা মনসা রুদ্র-[illegible] তেজ রূপে আবির্ভূতা হতে [illegible] রুদ্র[illegible] তেজ [illegible] দীপ্তি [illegible] রুদ্রের ক্রোধ একই কথা। [illegible] মনসা।

বিষহন্ত্রী দেবী ঃ [illegible] বিষ [illegible] [illegible]ন, তাই তাঁর নাম বিষহরী— বিষং সংহর্তুমীশা সা তেন বিষহরীতি [illegible]।[২] বেদে অগ্নি ও সূর্য বিষনাশক,— [illegible] ও পানীয় [illegible] বিষমুক্ত করেন। [illegible] অমৃতে পরিণত করেছিলেন।[৩] [illegible] জগৎ [illegible] [illegible] কে রক্ষা পায়, তা স্বতঃসিদ্ধ। [illegible]ভারত-পুরাণে মহাদেব কালকূট [illegible] করে ত্রিলোক রক্ষা করেছিলেন। [illegible], রুদ্র ও অশ্বিদ্বয় রো[illegible] করেন। অথর্ববেদে সরস্বতী সর্পবিষ নাশ করেন। পুরাণে গঙ্গাও [illegible] এবং আরোগ্যদায়িনী।[৪] গঙ্গার জলে রোগবিষ নাশ হয় বলে প্রসিদ্ধি আছে। এইভাবে দেখা যায় যে বিষ-নাশকতা অনেক দেবতাতেই ছিল। [illegible] সকল দেবতার কাছ থেকে বিষনাশ করার শক্তি এসে পুঞ্জীভূত হোল মনসাতে। শিশুপালিকা মনসার সঙ্গে নাগপূজা সংযুক্ত হওয়ায় মনসা হলেন সর্পবিষনাশিনী বিষহরী।

মনসা ও জরৎকারু ঃ মনসাদেবীর সঙ্গে ক্রমে সম্মিলিত হলেন মহাভারতে বর্ণিত জরৎকারু মুনির পত্নী বাসুকি নাগের ভগিনী জরৎকারু। মনসার একটি প্রচলিত প্রণাম মন্ত্র—

আস্তিকস্য মুনের্মা[illegible] [illegible] বাসুকেস্তথা।
জরৎকারু মুনেঃ [illegible] দেবী নমোঽস্তুতে॥

মহাভারতে পরীক্ষিতের তক্ষক[illegible] মৃত্যুর প্রতিশোধকল্পে আয়োজিত জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ থেকে নাগকুলের পরিত্রাতা আস্তিকের জননী জরৎকারু। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মনসার পরিচয় [illegible] বলা হয়েছে—

আস্তীকস্য মুনীন্দ্রস্য মাতা সা চ তপস্বিনঃ।
আস্তীকমাতা বিখ্যাতা জগৎসু সুপ্রতিষ্ঠিতা॥
প্রিয়ামুনের্জরৎকোরার্মুনীন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
যোগিনঃ বিশ্বপূজ্যস্য জরৎকারুপ্রিয়া ততঃ॥[৫]

—তপশ্চারী মুনিশ্রেষ্ঠ আস্তিকের তিনি মাতা, সেইজন্য জগতে আস্তিক মাতা নামে প্রসিদ্ধা। মহাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বপূজ্য যোগীর পত্নী, সেইজন্য জরৎকারু প্রিয়া নামে প্রসিদ্ধা।

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড
২ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতিঃ—৪৫।১০
৩ [illegible]দের দেবদেবী, ২য় [illegible]
৪ এই পর্বের গঙ্গা দ্রষ্টব্য
৫ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতিঃ—৪৫।[illegible] ১৩, [illegible]

পুরাণকার আরও বলেছেন—

জরুৎকারু মুনীন্দ্রায় কশ্যপস্তাং দদৌপুরা।
অযাচিতো মুনিশ্রেষ্ঠো জগ্রাহ ব্রহ্মণাজ্ঞয়া॥[১]

—মুনিশ্রেষ্ঠ জরৎকারুকে পুরাকালে কশ্যপ মনসাকে দান করেছিলেন, মুনি-শ্রেষ্ঠ ও ব্রহ্মার আজ্ঞায় অযাচিতভাবে তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন।

বিপ্রদাস পিপ্পলাই রচিত মনসাবিজয় কাব্যে শিব ধ্যানযোগে জরৎকারু মুনিকে মনসার নির্দিষ্ট পতি জেনে জরৎকারুর সঙ্গে মনসার বিয়ে দিয়েছিলেন—

ধেয়ানে জানিয়া হর হরিষ অন্তর।
জরৎকারু মুনি আছে মনসার বর॥[২]

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে জিতেন্দ্রিয় তপস্বী জরৎকারুকে কন্যার পতি নির্বাচন করে শিব জরৎকারুর মনকে কামাসক্ত করার জন্য মদনদেবকে নিয়োগ করলেন। মদনদেবের পুষ্পবাণে কামচঞ্চল হয়ে যখন বিচরণ করছিলেন সেই সময় ঋষির পূর্বপুরুষগণ তাঁকে বিয়ে করতে বললেন—

জগতগৌরী নামে কন্যা কর গিয়া বিয়া।[৩]

জরৎকারু স্বনামে চিহ্নিতা কোন নারীকে বিয়ে করতে স্বীকৃত হলেন, এদিকে মহাদেব কর্তৃক নিযুক্ত ঘটকালি-নিপুণ নারদমুনি পদ্মাবতী বিবাহে ঋষি জরৎ-কারুকে সম্মত করালেন। এইভাবে শিবদুহিতা পদ্মার সঙ্গে জরৎকারু মুনির বিবাহ সম্পন্ন হয়।

মহাভারতের আদিপর্বে (৪৫-৪৭ অঃ) অমিততেজা তপস্বী জরৎকারুর সঙ্গে বাসুকিনাগের ভগিনী জরৎকারুর বিবাহের কৌতুকপ্রদ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এই বিবরণে লুপ্তপিণ্ডোদক পরিক্ষীণপুণ্য পিতৃকুলের মুক্তির জন্য পিতৃকুলের অনুরোধে মহাতপাঃ জরৎকারু সমনামধারিণী প্রার্থনা ব্যতিরেকে লব্ধা স্বয়মাগতা কোন রমণীকে বিবাহ করতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করেও যখন তিনি প্রতিজ্ঞানুরূপা কন্যা লাভ করতে অসমর্থ হলেন তখন তিনি পথে পথে স্বীয় অভিলষিত কন্যার কথা ঘোষণা করে ঘুরতে লাগলেন। জরৎকারু মুনির কথা জ্ঞাত হয়ে নাগরাজ বাসুকি স্বয়ং উপযাচক হয়ে সালংকারা ভগিনী জরৎকারুকে ঋষির হাতে দান করলেন। বাসুকি ভগিনীর ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করায় এবং পত্নী জরৎকারু পতির অপ্রিয় সাধন করবেন না, এই আশ্বাস পেয়ে ঋষি বাসুকির গৃহে জরৎকারুর পাণিগ্রহণ করে বাস করতে থাকেন। একদিন সন্ধ্যা সমাগমে ঋষি নিদ্রিত থাকায় সন্ধ্যাবন্দনার কাল উত্তীর্ণ হওয়ার আশংকায় জরৎকারু স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করায় ঋষি পত্নী কে ত্যাগ করে চলে গেলেন তপস্যায়। যাবার সময় তিনি পত্নীকে বর দিয়ে গেলেন যে তিনি সূর্যাগ্নি-সম প্রভাসম্পন্ন পুত্র লাভ করবেন—"উৎপৎস্যতে হি তে পুত্রো জ্বলনর্কসম-

১ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতিঃ—৪৫।২৫ ২ মনসা বিজয়, এ সোঃ সং—পৃঃ ৪০
৩ পদ্মাপুঃ, বিজয়গুপ্ত—পৃ, ৭২

প্রভঃ।"[১] জরৎকারু দম্পতির এই পুত্রের নাম আস্তীক। তক্ষকের দংশনে নিহত পাণ্ডবপৌত্র পরীক্ষিতের মৃত্যুর প্রতিশোধকল্পে পরীক্ষিৎনন্দন জনমেজয় যে সর্পসত্র অনুষ্ঠান করেছিলেন তা থেকে নাগকুলকে আস্তীক সুকৌশলে রক্ষা করেছিলেন। মহাভারত অনুসারে বাসুকিভগিনী জরৎকারু ভুজঙ্গম অর্থাৎ সর্প বা নাগ জাতীয়। ঋষি জরৎকারু পত্নীকে ভুজঙ্গমা অর্থাৎ সর্পিণী বলে সম্বোধন করেছেন—"অবমানপ্রযুক্তোঽহং ত্বয়া মম ভুজঙ্গমে।"[২] —হে ভুজঙ্গমে (সর্পিণী), তোমার দ্বারা আমি অপমানিত হয়েছি। "ন মে বাগনৃতং প্রাহ গমিষ্যেঽহং ভুজঙ্গমে।"[৩] —হে ভুজঙ্গমে, আমায় উক্ত বাক্য মিথ্যা হবে না, আমি যাব।

মহাভারতের জরৎকারু বাসুকি নাগের ভগিনী,—আস্তীকের জননী ঠিকই, তাঁর নাম মনসাও নয়, তিনি নাগগণের মাতাও নন। তাঁর পুত্র আস্তীক মুনি-রূপেই প্রসিদ্ধ, নাগ রূপে নয়। নাগগণের পিতা দেবতাদেরও জনক কশ্যপ, মাতা কদ্রু। পুরাণে মনসার সঙ্গে জরৎকারুর কোন সংযোগই নেই। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করে রূপক অর্থে গ্রহণ করাই উচিত। জনমেজয়ের যজ্ঞে নিহত সর্প বা নাগ কোন সরীসৃপ নয়। কোন শক্তিশালী নাগ-বীর কর্তৃক পরীক্ষিতের হত্যার প্রতিশোধের নিমিত্ত জনমেজয় নাগজাতির নিধন যজ্ঞে মত্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং কোন নাগ কন্যার গর্ভজাত তপস্বী আস্তীকের চেষ্টায় জনমেজয় নাগ হত্যায় বিরত হয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতে নর্মদাতীরে নাগ জাতি বাস করতো। পুরাণানুসারে নাগেরা মাহিষ্মতীপুরীর হৈহয়দের উৎখাত করেছিল।[৪] কুষাণ সম্রাট বাসুদেবের পরে ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে যৌধেয় এবং নাগ জাতি কুষাণ সাম্রাজ্য (মথুরার নিকটবর্তী অঞ্চল) অধিকার করেছিল।[৫] সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা বিজিত রাজন্যবর্গের তালিকায় গণপতি নাগ, নাগসেন এবং নন্দীর নাম আছে। ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে এই নরপতিত্রয়ই নাগবংশীয়।[৬] গণপতি নাগ নাগবংশীয় ছিলেন, তাঁর মুদ্রা পাওয়া গেছে মথুরায়, নরওয়ারের নিকট এবং বেসনগরে। বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিতে নাগকুলে জাত নাগসেনের উল্লেখ আছে। স্কন্দগুপ্তের সময়ে বিষয়পতি সর্বনাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নাগ জাতির বাস ছিল। নাগ-জাতির অধিপতি বাসুকির ভগিনী নাগকন্যা জরৎকারুর সঙ্গে ঋষি জরৎকারুর বিবাহ হওয়াই সম্ভব। নচেৎ জরৎকারু মুনির পক্ষে বংশরক্ষার জন্য একটি সর্পিণীকে বিবাহ করা ও সর্পিণীর গর্ভে আস্তীক মুনির জন্মদান করা অসম্ভব ব্যাপার। হর্ষচরিত অনুসারে পদ্মাবতী ছিল নাগদের রাজধানী।

মহাকবি নবীনচন্দ্র সেনের ত্রয়ী মহাকাব্যে অনার্য নাগজাতি ও আর্য কুরু-

---

১ মহাঃ, আদি—৪৭।১২ ২ তদেব—৪৭।২৪ ৩ তদেব - ৪৭।৩০
৪ Political History of Ancient India—H. C. R. C., 1950—page 145
৫ Ibid—page 468 ৬ Ibid—page 535

পাণ্ডবের সংগ্রাম কাহিনী বিবৃত হয়েছে। অনার্য নাগরাজ বাসুকি ও তাঁর ভগিনী জরৎকারু বিজেতা আর্যদের হাত একে অনার্য রাজ্য উদ্ধারের স্বপ্ন দেখেছেন। নবীনচন্দ্রের জরৎকা -পত্নী কারু নিজের পরিচয় ও ব্রত সম্পর্কে বলেছেন,—

জরৎকারু-পত্নী আমি ;
নাগকুলে জন্ম, প্রতিজ্ঞা
পরশি পতির পদ,—অ
সাধিব অনার্য রাজ্য কি ।[1]

মহাভারতের যুগে আর্য-অনার্য সং িকতা নিরূপণ দুরূহ ব্যাপার। নাগজাতির অনার্যত্ব প্রমাণও অসম্ভব। ঐতিহাসিক নাগজাতির রাজা বাসুকির ভগিনী হোন, আর অনা তাঁর সঙ্গে মনসার সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মহাভারতে জরৎকারুর নাম মনসাও নয়,—তিনি নাগগণের মাতাও নন। নাগগণের পিতা কশ্যপ এবং মাতা কদ্রু। মনসার পরিকল্পনায় যেমন আস্তীক-জননী জরৎকারু মিশেছেন, তেমনি মিশে গেছেন নাগ-জননী কদ্রু। মহাভারতের নাগ-ভগিনী জরৎকারুর সঙ্গে মনসার সংশ্রব ঘটেছে পৌরাণিক যুগের শেষভাগে সম্ভবতঃ বাঙ্গালাদেশে সেন রাজাদের অভ্যুদয়ের পরে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এবং দেবী াবতে জরৎকারু ও মনসা একাত্মতা প্রাপ্ত হয়েছেন।

মনসাপূজার প্রাচীনতা : যখন বিষনাশিনী সরস্বতীর নূতন মূর্তিরূপে আবির্ভূতা হলেন, তখ প্রাচীন মহিমা প্রতিষ্ঠিত করতে মহাভারতের আস্তীক ী বা জরৎকারুর সঙ্গে তাঁর অভিন্নতা প্রতিপাদিত হোল। সুতরাং অ েছে যে পৌরাণিক যুগের শেষভাগে বিষহরী মনসার আবি হয়েছে। সেনবংশীয় রাজা বিজয়সেনের নামাঙ্কিত একটি ভগ্ন মনসামূর্তি পাওয়া গেছে। এটি মনসার অদ্যাবধি আবিষ্কৃত মূর্তির মধ্যে প্রাচীনতম। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে বৌদ্ধ পালরাজাদের রাজত্বের অবসানের পরে সেনরাজাদের রাজত্বকালে (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী) অন্যান্য লৌকিক দেবতার মত মনসারও আবির্ভাব হয়েছিল।[2] ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের অভিমত অনুসারে মনসার পূজা অন্য আকারে প্রচলিত থাকলেও মনসার মূর্তি-পূজার প্রচলন হয়েছিল খ্রীষ্টীয় একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। "এই পূজা এখন যেভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা ঠিক প্রতিমা-পূজা নয়, ঘটমনসা বা পটমনসার পূজা এবং মধ্যযুগীয় বাংলার মনসা ের সঙ্গে এই ঘটমনসা বা পটমনসার সম্বন্ধই ঘনিষ্ঠ। ধান্যপূর্ণ মাটির ঘটের সর্পধারিণী বা সর্পালংকারা মনসার ছবি আঁকিয়া তাহার পূজা, অথবা কাপড়ের পটের উপর সর্পময়ী বা সর্পধারিণী বা সর্পালংকারা মনসা িয়া টাঙ্গানো পটের সম্মুখ পূজাই

১ রৈবতক—১৮ সর্গ
২ লোককাব্যের ইতিহাস, ২য় পৃঃ ১৪৫

সাধারণ রীতি। কিন্তু একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকপূর্ব বাংলাদেশে মনসার প্রতিমা পূজা হইত।"[১]

মনসা কি অনার্য দেবতা? পণ্ডিতসমাজে মনসা অবৈদিক অপৌরাণিক লৌকিক দেবতারূপে স্বীকৃতা। দক্ষিণ ভারতে কানাড়া অঞ্চলে নাগপঞ্চমীর দিনে বৎসরান্তে পূজিতা মঞ্চাম্মা নামক স্ত্রী-সর্পকে মনসার উৎসরূপে নির্দিষ্ট করেছেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন।[২] এই সিদ্ধান্তই মেনে নিয়েছেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "তেলেগু ও কানাড়ী ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে মঞ্চাম্মা নামে এক সর্পদেবীর পূজা আজও প্রচলিত এবং আমাদের দেশে মধ্যযুগে মনসা দেবীর যে যে ধরনের কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে, সেখানেও আম্বাবরু নামীয় এক সর্পদেবী সম্বন্ধে অনুরূপ কাহিনী সুপ্রচলিত। অসম্ভব নয় যে, দক্ষিণী মঞ্চাম্মাই আমাদের মনসা এবং অম্বাবরুর কাহিনীই আমাদের মনসাকে আশ্রয় করিয়াছে। ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে বলিতে হয়, বাংলাদেশে মনসাপূজার বহুল প্রচলন হয় দক্ষিণী সেনবর্মন রাজাদের আমলেই।"[৩] ডঃ রায় আর একবার লিখেছেন "সাপ প্রজননশক্তির প্রতীক এবং মূলতঃ কৌমসমাজের প্রজনন শক্তির পূজা হইতেই মনসা পূজার উদ্ভব, এ তথ্য নিঃসন্দেহ।"[৪] ডঃ প্রদ্যোত কুমার মাইতি লিখেছেন, "Thus Manasa was originally a local goddess worshipped by the non-Aryans as represented by the cow-herds, the farmers and the fishermen, but by and by she came to gain popularity, first among the women fock of the upper classes and then among the upper class men, including the brahmanas."[৫] মনসা দেবীর পরিকল্পনায় অনার্য প্রভাব এসেছে একথা গ্রাহ্য নয়। ঋগ্বেদে এবং অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে মনসা শব্দটি দুর্লভ নয়। সংস্কৃত মনস্ শব্দ থেকে মনসা শব্দ এসেছে। এর মধ্যে মঞ্চাম্মার সংস্কৃত রূপ-কল্পনা করার প্রয়োজন কি? ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "There is not the slightest reason to take it as a borrowing from Dravidian. The Masculine name Manasa occurs in RV. 5. 44. 10 (according to Sāyaṇa), and Manasā-devi, the full form of the name of the goddess, is cited by chandragomin as the illustration of an aphorism of his grammar. Manasā as the name of the poison-removing deity, occurs together with allied names, in the following incantation occurring in a Buddhist text the manuscript copy of which belongs to the sixth century.

১ বাঙ্গালীর ইতিহাস—পৃঃ ৫৮৮ ২ বাংলায় মনসাপূজা, প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২৯—পৃঃ ৩৯১
৩ বাঙ্গালীর ইতিহাস—পৃঃ ৫৮৯ ৪ তদেব—পৃঃ ৫৮৮
৫ Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa—page 185

অমলে বিমলে নির্মলে মনসে মহামনসে অচ্যুতে অদ্ভুতে মুক্তে, জীবতে, রক্ষ স্বাতিং সর্বোপদ্রবেভ্যঃ স্বাহা।

Mahāmanas as an epithet of the victorious gods occurs in RV. 10. 103. 9. Manasā as the name of a celestial nymph is not unknown in Sanskrit literature. The name is obviously connected with manas 'mind', and it does not exclude other connotations of the verb man 'think".[১]

মঞ্চাম্মা সর্পদেবতা, কিন্তু মনসা বিষনাশিনী মানবাকৃতি দেবতা, সর্পী নয়। মনসা শব্দটি অনার্য শব্দ বলার পক্ষে যুক্তি কিছু নেই। বরঞ্চ তামিল-কানাড়ী ভাষার মঞ্চাম্মা শব্দটি সংস্কৃত মনসা শব্দের অপভ্রংশ হওয়াই সম্ভব। মনসা শব্দটিও ঋগ্বেদে লভ্য—

অতিস্পৃধঃ সমর্যতা মনসা সূর্যঃ কবিঃ।[২] —কবি সূর্য অতিস্পর্ধাশীল মনের সঙ্গে (পত্নীর সঙ্গে) অগ্রসর হচ্ছেন।

এখানে মনসা সূর্যের মন এরূপ অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে না। সুতরাং মনসা অর্থে সূর্যপত্নী বা সূর্যজ্যোতি গ্রহণ করলেই মন্ত্রটির অর্থ পরিস্ফুট হয়। পরবর্তী-কালে উদ্ভূতা মনসাদেবীর স্বরূপও প্রকটিত হয়। আচার্য সুকুমার সেন অন্যত্র লিখেছেন, "মনসা প্রাক্-পৌরাণিক দেবতা। ইনি পুরাণে স্থান পান নাই অথচ লোক-ব্যবহারে এবং লোক-সাহিত্যে অর্বাচীন বৈদিককাল হইতে রূপ পাল্টাইয়া চলিয়া আসিয়াছেন।···দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্গত কানাড়ী ভাষার 'মংচা অম্মা' বা 'মনে মাঞ্চী' হইতে 'মনসা মা' উৎপন্ন হয় নাই। 'মনসা' হইতে 'মন্‌চা' আসিয়াছে। নামটি সিদ্ধ করিবার জন্য পাণিনিকে একটি বিশেষ সূত্র করিতে হইয়াছিল, 'মনসো নাম্নি'। পাণিনি হইতে চান্দ্র ব্যাকরণে গৃহীত এই সূত্রের উদাহরণ ধর্মদাস তাঁহার বৃত্তিতে দিয়াছেন, 'মনসা দেবী'।"[৩] আচার্য সেনের মতে বৈদিক ইলা, সরস্বতী ও শ্রী, বৈদিক বাক্, বৈদিক রুদ্রের মনা, বৈদিক সর্পরাজ্ঞী বা বসুন্ধরা, বৈদিক নির্ঋতি ও অরায়ী অর্থাৎ অপঘাতিনী ও অলক্ষ্মী, পরবৈদিক কমলাসনা দেবী, নাগলাঞ্ছন দেবী, বিষনাশিনী মায়ূরী প্রভৃতির মিশ্রণে মনসার উৎপত্তি।[৪] আমাদের বিশ্বাস সরস্বতীরই রূপান্তর মনসা। ইলা-ভারতী ও সরস্বতী একই দেবসত্তা। পরবৈদিক সরস্বতীর একটি বিশেষ গুণ অবলম্বনে মনসার আকার ও প্রকৃতি কল্পিত। পদ্মা লক্ষ্মী এবং গৌরী ও মনসার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছেন।

চেঙ্গমুড়ী কাণী : কোন কোন মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সওদাগর মনসাকে চেঙ্গমুড়ী কাণী বলে গালাগালি দিয়েছেন।

---

১ Vipradāsa's Manasā Vijaya, Asiatic Society—Intro. p. XXX

২ ঋগ্বেদ—৫।৪৪।৭ ৩ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পূর্বার্ধ ৪র্থ সং—পৃঃ ২১৮

৪ তদেব—পৃঃ ২২০

মনস্তাপ পায় তবু না নোঙায় মাথা।
বলে চেঙ্গমুড়ী বেটী কিসের দেবতা ॥[১]

মনসা বলছেন—নিরন্তর বলে মোরে কাণী চেঙ্গমুড়ী।[২]
কথনও চাঁদ বলছেন—হেন ধান্য নিল মোর চেঙ্গমুড়ী কাণী॥
লক্ষীন্দরের মৃত্যুর পর চাঁদ—

নির্ভয় হইল মনে চেঙ্গমুড়ী কাণীর সনে
এত দিনে বিবাদ ঘুচিল।[৩]

চেঙ্গমুড়ী শব্দে বোঝায় চ্যাঙ্ মাছের মত মাথা, আর কাণী শব্দে এক চক্ষুহীনা নারী। মনসামঙ্গল কাব্য অনুসারে চণ্ডীর সঙ্গে বিবাদের ফলে বিমাতার প্রহারে মনসার একটি চক্ষু নষ্ট হয়েছিল। কোন দেবতার এরূপ উদ্ভট-আকৃতি কল্পনা অনার্য প্রভাবিত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মনসার প্রস্তরমূর্তিতে তিনি কোথাও চ্যাঙ্ মাছের মস্তক বিশিষ্টা নন—কাণীও নন। ধ্যান মন্ত্রেও তিনি এক-চক্ষু নন—তিনি শশধরবদনা। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন দেখিয়েছেন যে প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ ভাবপ্রকাশে সিজবৃক্ষের এক নাম 'চেংমুড়', তেলেগু ভাষায় চেমুড় বা জেমুড়।[৪] সুতরাং চেংমুড়ী শব্দ দ্রাবিড় ভাষা থেকে আগত বলে মনে করা হয়। সিজবৃক্ষ মনসার প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়—সিজবৃক্ষকে মনসা গাছও বলা হয়। সম্ভবতঃ সিজবৃক্ষের পাতার সঙ্গে সাপের ফণার সাদৃশ্য আছে বলেই সিজবৃক্ষে মনসা পূজার রীতি প্রচলিত হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে চেঙ্গমুড়ী শব্দ দ্রাবিড় ভাষা থেকে আসে নি, দক্ষিণভারতে সিজবৃক্ষ পূজার রীতি নেই। ডঃ সেনের মতে চেঙ্ শব্দটি বাঙ্গালা—অর্থ বাঁশ (চেঙ্গারি, চোঙ্গা প্রভৃতি শব্দে চেঙ্ শব্দটি আছে), কাণী শব্দের অর্থ ছেঁড়া কাপড়ের টুক্রো। সুতরাং চেঙ্গমুড়ী কাণী শব্দে বোঝায় কাপড় জড়ানো বাঁশ। ডঃ সেনের মতে সিজবৃক্ষে মনসার পূজা হয় বলেই মনসার নাম হয়েছে চেঙ্গমুড়ী কাণী। তাঁর মতে সিজ পূজা এসেছে উত্তর থেকে—হিমালয় অঞ্চল থেকে।[৫] ডঃ সেনের মতে চেঙ্গ শব্দের আর এক অর্থ যুবক বা তরুণ (তুলনীয় চ্যাঙ্‌রা), মুর শব্দের অর্থান্তর দূর করা, খেদানো, এইভাবে চেঙ্গমুড়ী শব্দে যুবকদের বিনষ্টকারিণী হতে পারে। মনসা যুবক চাঁদকে বিপর্যস্ত করেছেন।[৬] সিজবৃক্ষ অর্থে চেঙ্গমুড়ী শব্দই মনসা সম্পর্কে লাগসই মনে হয়।

ধর্মঠাকুর ও মনসা: কোন কোন মনসামঙ্গলের কবি মনসার সঙ্গে ধর্মরাজের গভীর সংযোগের বিবরণ দিয়েছেন। উত্তর বঙ্গের কবি জগজ্জীবন ঘোষাল সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে মনসাকে ধর্মের কন্যা এবং পত্নীরূপে বর্ণনা করেছেন। মহাশূন্যে ধর্ম প্রথমে সৃষ্টি করলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিবকে। তিন

১ মনসার ভাসান—ক্ষমানন্দ কেতকা দাস ২ তদেব ৩ তদেব
৪ প্রবাসী, আষাঢ়—১৩২৯ ৫ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পূর্বার্ধ—পৃঃ ২২৩
৬ Vipradāsa's Manasā Vijaya, Intro.—page XXXIV

ভ্রাতাই তপস্যায় গমন করলে ধর্মের নিঃশ্বাস থেকে সুন্দরী বালিকা মনসা জন্মগ্রহণ করলেন। মনসা যুবতী হলে ধর্ম তিন পুত্রের অনুমতি নিয়ে মনসাকে বিয়ে করলেন। কিন্তু নিজের কন্যাকে উপভোগ করার অনুতাপে তিনি আত্মহননের আকাঙ্ক্ষায় বহির্গত হলেন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা শিবকে শ্রেষ্ঠ জেনে শিবের মুখের মধ্যে প্রবেশ করলেন মনসা শিবের পত্নী হবেন এই বর দিয়ে। মনসা চিতায় আরোহণ করে তিন দিনের শিশু কন্যায় পরিণত হলেন। তিন ভ্রাতা একটি লৌহপেটিকায় বালিকাকে রেখে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। ঋষি হেমন্ত বালিকাকে দুর্গা নাম দিয়ে লালন পালন করেছিলেন। পরে এই দুর্গাই হয়েছিলেন শিবগৃহিনী।..

এই কাহিনীতে দুর্গা ও মনসার একাত্মতা প্রতিপাদিত হয়েছে। বিপ্রদাস পিপ্পলাই-এর মনসা বিজয় কাব্যে মনসা ধর্ম নিরঞ্জনের অবতার—

মহেশের চন্দ্রে জন্ম হইল ইঁহার।
নাম মনসা নিরঞ্জন অবতার ॥[১]

ধর্মরাজের নিঃশ্বাসে মনসার জন্ম ও ধর্মের সঙ্গে বিবাহের কাহিনী বৈদিক সূর্য-উষা প্রভৃতির কাহিনীর আধারে নির্মিত। ধর্মরাজ ত প্রকৃতপক্ষে সূর্য-বিষ্ণুর রূপান্তর। সুতরাং সূর্য বিষ্ণুর সঙ্গে তেজোরূপা মন্য বা মনসার কন্যা বা পত্নী সম্পর্ক কবিদৃষ্টিতে অসম্ভব নয়। শিব ও সূর্য বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্ম। এই উপাখ্যানেও তার ইঙ্গিত রয়েছে।

জাঙ্গুলী-মনসা : পূর্বেই দেখেছি, রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজা বিধানে মনসার এক নাম জাগুনি বা জাগুলি। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলেও মনসার নাম জাগুলী—"জাগিয়া জাগুলী নাম সিজবৃক্ষে স্থিতি।"[২] জাঙ্গুলী শব্দের অর্থ বিষবিদ্যা,—সুতরাং বিষবিদ্যাবিশেষজ্ঞ বা সর্পবিষের ওঝাকে বলা হয় জাঙ্গুলিক। জাঙ্গুলী শব্দ যে জঙ্গল থেকে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। জঙ্গলে জাত—জাঙ্গুল—স্ত্রীলিঙ্গে জাঙ্গলী বা জাঙ্গুলী।

বৌদ্ধ মহাযান বা তান্ত্রিক দেবদেবীগণের মধ্যে জাঙ্গুলীতারা নামে এক প্রসিদ্ধ দেবী আছেন। সাধনামালায় জাঙ্গুলীতারার ধ্যানমন্ত্র আছে। এই জাঙ্গুলী চতুর্ভুজা, সর্বশুক্লা, শুক্লসর্পভূষিতা ও বীণাপাণি—তাঁর মুখ একটি, দুই হস্তে সর্প, একহস্তে বীণা ও অপরহস্তে বরমুদ্রা। জাঙ্গুলীর অপর একটি ধ্যানমন্ত্রে দেবীর হাতে ত্রিশূল, ময়ূরপুচ্ছ (লেখনী?) সর্প ও অভয়মুদ্রা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "বৌদ্ধযুগের পরে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনকালে জাঙ্গুলীতারা মনসায় রূপান্তরিত হয়েছেন।"[৩] ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও মনে করেন, "সাধনামালার জাঙ্গুলী যে বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যে জাগুলিতে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"[৪]

---

১ বিপ্রদাসের মনসা বিজয়, ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত—পৃঃ ১৩

২ মনসা বিজয়, বিপ্রদাস—১ম পালা, এসিঃ সোঃ—পৃঃ ৩

৩ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ২য় সং—পৃঃ ১৩৬ ৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় পৃঃ ৭৮

ডঃ নলিনী কান্ত ভট্টশালীর মতে জাঙ্গুলী জঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি শবরকুমারী অর্থাৎ অরণ্যবাসী আদিম জাতির কন্যা। তিনি সাপ বশীভূত করেন এবং সর্পদংশনের বিষ থেকে রক্ষার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত [illegible] যে জাঙ্গুলী কোন আদিম অরণ্যবাসী বর্বর জাতির দেবতা [illegible] [illegible] দেব [illegible]ষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন।[১]

অথ[illegible]বেদে [illegible] কিরাত কন্যার উল্লেখ আছে, তিনি সুবর্ণময় খনিত্রদ্বারা পর্বতে[illegible] [illegible] বিষনাশ[illegible] ভেষজ সংগ্রহ করেন—

কৈরাতি[illegible] কু[illegible]রিকা সকা খনতে ভেষজম্।
হিরণ্য[illegible] [illegible]গিরি[illegible]সানুষু॥[২]

[illegible]র অপ[illegible] [illegible]তৌদী বা ঘৃতাচী নাম্নী কন্যার কথা জানা যায়, এই [illegible] চরণে শ[illegible] [illegible] তিনি বিষদূষণ থেকে পরিত্রাণ করেন।

তৌদী নামাসি কন্যা ঘৃতাচী নাম বা অসি।
অধস্পদেন তে পদমা দদে বিষদূষণম্॥[৩]

[illegible] ভট্টশালী কৈরাতিকা কুমারী ও তৌদী বা ঘৃতাচীকে অভিন্ন বলে সিদ্ধান্ত [illegible]ছেন। তিনি আবার ঘৃতাচী ও সরস্বতীকেও অভিন্ন মনে করেছেন। বিষ-[illegible]শিনী সরস্বতীর ধারণা পরবর্তী হিন্দু পুরাণাদিতে স্বীকৃতি না পাওয়ায় মহাযানী বৌদ্ধরা তাঁকে জাঙ্গুলী নামে বরণ করে নিয়েছেন।[৪]

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও এই মতের সমর্থক। তিনি লিখেছেন, "...it was in the age of Yajurveda that Serpent lore was considered to be a special branch of study like the study of music. Naturally, therefore, the presiding deity of the Serpent lore came to be identified with a form of the goddess of learning and Jāṅguli and Sarasvatī came to be identified in that way. In the subsequent conception of Vedic Sarasvati, this non-Aryan element in her having any connection with the serpent was, however, discarded. ......Thus though Jāṅguli and Sarasvatī were originally one, Jāṅguli resorted to the Buddhist Tantric School and Sarasvatī to the Vedic Hindu Society and thus became gradually estranged from each other."[৫]

উভয় পণ্ডিতই স্বীকার করেছেন যে জাঙ্গুলী সরস্বতী থেকে উদ্ভূতা। অথর্ব-বেদের বিষনাশিনী কিরাতকন্যার সঙ্গে সরস্বতী ও জাঙ্গুলীর সংযোগ স্থাপন কষ্টকর।

---

১ Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in Dacca Meseum —Dacca—1929, pp. 221-22

২ অথর্ব—১০।২।২।১৪ ৩ অথর্ব—১০।২।২।২৪

৪ Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures—pp. 222-23

৫ Folk-lore, vol. I. No. 3. pp. 175-76

কিন্তু জাঙ্গুলী ও মনসায় সরস্বতীর প্রভাব অনস্বীকার্য। ডঃ ভট্টশালীও মনসা ও সরস্বতী বা ব্রহ্মাণীকে একই দেবতা বলে স্বীকার করেছেন।[১] সুধীভূষণ ভট্টাচার্যও সরস্বতীর প্রভাবে জাঙ্গুলীতারার উৎপত্তি স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, "সর্পায়ুধা চতুর্ভুজা জাঙ্গুলী দেবী যে মূলতঃ উগ্র প্রকৃতির দেবতা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনি সর্প-বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া বাগ্‌দেবীর সহিত ইঁহাকে যুক্ত করিয়া জাঙ্গুলীতারা সৃষ্টি করা হয়।[২] সুধীভূষণ মনসাকেও মূলত: বিদ্যাদেবী বলে মনে করেছেন।[৩]

মনসা ও কালী : জনপ্রিয় শক্তিদেবতা কালীর সঙ্গেও মনসার কিছুটা সম্পর্ক লক্ষিত হয়। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য তন্ত্রের নীলসরস্বতীর সঙ্গে কালীর সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "তন্ত্রে নীলসরস্বতী কালীমূর্তির প্রকার বিশেষ। নীল সরস্বতীর আর একনাম ভদ্রকালী।·········কালীকে তন্ত্রে নাগ-হস্তা ও নাগযজ্ঞোপবীতিনী বলা হইয়াছে। বৌদ্ধ নীলতারা কালীর ন্যায় শবাসনা এবং জাঙ্গুলী তারা কালীর ন্যায় সর্পহস্তা। কালিকাপুরাণ বর্ণিত উগ্রতারাও মহাকালীর ন্যায় শবাসনা, নৃমুণ্ডমালিনী ও সর্পভূষণা দেবী। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, সরস্বতীর সহিত তান্ত্রিক মহাকালীর সমন্বয়ে গঠিত তান্ত্রিক দেবীই নীলসরস্বতীর এবং জাঙ্গুলীতারার আদর্শ।"[৪] সুধীভূষণ বলেছেন যে, নীলসরস্বতী, নীলতারা, জাঙ্গুলীতারা প্রভৃতি সমগোত্রীয় দেবীর মধ্যেই মঙ্গলচণ্ডী ও মনসা অঙ্গীভূত ছিলেন। পরে মঙ্গলচণ্ডী ও মনসা পৃথক হয়ে গেছেন।[৫]

দিগম্বর জৈনদের বজ্রশৃঙ্খলা নামে এক দেবী আছেন। বজ্রশৃঙ্খলা হংসারূঢ়া, চতুর্ভুজা, চারিহস্তে সর্প, পাশ, জপমালা এবং ফল। একই দেবতাকে শ্বেতাম্বর জৈনরা কালী বলে থাকেন। শ্বেতাম্বরদের যক্ষিণী কালী পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা,—চারিহস্তে পাশ, সর্প, অংকুশ ও বরদমুদ্রা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত জীবনকৃষ্ণ মৈত্রের পদ্মাপুরাণে ধন্বন্তরি সর্পদংশনে মৃত চাঁদ সদাগরের পুত্রের চিকিৎসায় গমনের পূর্বে কালীপূজা করেছিলেন।[৬] জৈন বজ্রশৃঙ্খলা বা কালীর সঙ্গে মনসার সংযোগ ও সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বজ্রশৃঙ্খলা বা যক্ষিণী কালীর সঙ্গে সরস্বতীর সাদৃশ্যই গভীরতর। শ্বেতাম্বর জৈনদের দেবী কন্দর্পা এবং দিগম্বর জৈনদের মানসী বা পন্নগার প্রভাবও মনসার উপরে পতিত হয়েছে বলে মনে করা হয়।[৭] মনসার উপরে সরস্বতীর গভীর প্রভাবের সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন দেবীদের প্রভাব আপতিত হওয়া অসম্ভব নয়। বঙ্গদেশ থেকে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম ক্রমশঃ বিলীন হওয়ার ফলে বৌদ্ধ ও জৈনরা অনেকেই হিন্দুধর্মে ফিরে এসেছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈনদের

বজ্রশৃঙ্খলা

১ Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures, pp. 218-19.
২ সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত, ২য় সং, ভূমিকা—পৃঃ ১৮৵
৩ তদেব—পৃঃ ২।০ ৪ তদেব—পৃঃ ২৵০ ৫ তদেব—পৃঃ ২৵০-২।০
৬ তদেব—পৃঃ ২।৶০ ৭ তদেব—পৃঃ ২॥০

দেবসত্তা হিন্দুদেবসত্তার সঙ্গে মিশ্রিত হওয়া স্বাভাবিক। তবে একথাও স্মর্তব্য যে হিন্দু দেবতারাই রূপান্তর গ্রহণ করে মহাযান বৌদ্ধধর্মে ও জৈনধর্মে প্রবেশ করেছিলেন। হিন্দুপ্রাধান্যের যুগে বৌদ্ধজাঙ্গুলী মনসাতে আত্মবিলীন করে মনসার অন্যতম নাম জাগুলীরূপে আপন অস্তিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন,—এ ঘটনাও সত্য। ডঃ সুকুমার সেনও অনুরূপ ইঙ্গিত প্রদান করেছেন, "এই নাম পরে মনসাতে বর্তিয়াছে—জাগুলী।"[১] ডঃ সেন অথর্ববেদের বিষনাশন ও রোগ-হর 'জঙ্গিড়' এবং জাঙ্গুলীর মধ্যে সম্পর্ক অনুমান করেছেন।[২] অথর্ববেদের জঙ্গিড় শব্দ থেকে যদি জাঙ্গুলী শব্দ এসে থাকে, তাহলে জাঙ্গুলীকে অনার্য শব্দ বলে মনে করার হেতু নেই। শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ বলেছেন, "পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে বর্ধমানের এই অঞ্চলের কোথাও আদিম সর্পদেবতা জাগুলী ও বিষহরির পূজা মনসা পূজার রূপ নিয়েছিল।"[৩]

এই মন্তব্য যে প্রমাণনির্ভর নয়, উপরোক্ত আলোচনাই তা প্রতিপাদন করে।

বৌদ্ধ জাঙ্গুলী ও জৈন পদ্মাবতী: বৌদ্ধতন্ত্রে জাঙ্গুলীতারা অন্যতম প্রধান দেবতা। বৌদ্ধসাধনায় তারা ও জাঙ্গুলীর অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়েছে। তারা আট প্রকার ভয় দূর করেন বলেই তারা নামে অভিহিতা। এই অষ্টভীতির মধ্যে সর্পভীতি অন্যতম। বৌদ্ধজাঙ্গুলী তারার প্রতিরূপ হিসাবে জৈনধর্মে পদ্মাবতী বিষনাশিনী দেবীরূপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। পদ্মাবতীও সর্পভয়নাশিনী সর্পবিষারোগ্যকারিণী তারা—

তারা ত্বং সুগতাগমে ভগবতী গৌরীতি শৈবাগমে।
বজ্রা কৌলিকশাসনে জিনমতে পদ্মাবতী বিশ্রুতা॥
গায়ত্রী শ্রুতশালিনাং প্রকৃতিরিত্যুক্তাসি সাংখ্যযানে।
মাতর্ভারতি কিং প্রভূতভণিতৈর্ব্যাপ্তং সমস্তং ত্বয়া॥[৪]

—সুগতাগমে তুমি তারা, শৈব আগমে তুমি ভগবতী গৌরী, কৌলিক শাসনে তুমি বজ্রা, জৈনমতে তুমি পদ্মাবতী নামে খ্যাতা, বেদবিদ্‌দের কাছে তুমি গায়ত্রী, —সাংখ্যদর্শনে তুমি প্রকৃতি নামে কথিতা; হে মাতঃ ভারতি, বেশী বলে কি হবে, সমস্তই তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত।

এই স্তুতিতে পদ্মাবতী তারা, গৌরী, গায়ত্রী, ভারতী প্রভৃতি দেবীবর্গের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছেন। পদ্মাবতী, তারা, গৌরী প্রভৃতি ভারতী বা সরস্বতীর নাম বা রূপান্তর হিসাবে উল্লিখিত হয়েছেন।

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পূর্বার্ধ—পৃঃ ২২১

২ "The words may have connection also with Jangida, one of the most potent remedies against poison and other ills, eulogized in some hymns in AV". Vipradasa's Manasā Vijaya—Intro. p. xxxiv

৩ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১৯৫৭)—পৃঃ ১৯৫

৪ পদ্মাবতীস্তোত্রম্—১৯

জৈন পদ্মাবতী ও বৌদ্ধ জাঙ্গুলীতারা অভিন্না। জাঙ্গুলী দ্বিতীয় ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্য থেকে জাতা। সাধনামালায় চতুর্থ ধ্যানীবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধির মাথায় সাপের সাতটি ফণা ছত্ররূপে শোভা পায়। জৈন পার্শ্বনাথের সঙ্গে অমোঘসিদ্ধির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। পার্শ্বনাথের মাথার উপরে তিন, সাত বা এগারটি সাপের ফণা ছত্ররূপে থাকে। জাঙ্গুলীতারা স্বনামেও জৈনধর্মে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন। ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি পাণ্ডুলিপিতে জাঙ্গুলীতারা সর্পদেবীরূপে উল্লিখিত হয়েছেন—

দুর্দান্ত শাব্দিকম্মন্যদর্পসর্পিকজাঙ্গুলী
নিত্যং জাগর্তি জিহ্বাগ্রে বিশেষবিদুষামিয়ম্ ॥

—দুর্দান্ত শাব্দিকম্মন্যদের দর্পরূপসর্পের জাঙ্গুলী (বিষনাশিনী) বিশেষভাবে বিদ্বানবর্গের জিহ্বাগ্রে নিত্যই জাগ্রত থাকেন।

জিনপ্রভসূরী ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধ জাঙ্গুলী ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগেই জৈনধর্মে প্রবেশ লাভ করেছেন বলে অনুমান হয়।[১]

মল্লিসেন রচিত শ্বেতাম্বর জৈনশাস্ত্র ভৈরব পদ্মাবতীকল্পগ্রন্থে পদ্মাবতীর বর্ণনা :

পন্নগাধিপশেখরাং বিপুলারুণাম্বুজবিস্তরাং
কুরকুটোরগবাহনামরুণপ্রভাং কমলাননাং
ত্র্যম্বকাং বরদাঙ্কুশায়তপাশদিব্যফলাঙ্কিতাং
চিন্তয়েৎ কমলাবতীং জপতাং সতাং ফলদায়িনীম্ ॥

—সর্পরাজ যাঁর মুকুট, অরুণবর্ণের বিপুল বিস্তৃত যাঁর বাহু, কুরকুটসর্প যাঁর বাহন, অরুণ বর্ণ যাঁর দেহজ্যোতি, পদ্মাননা, ত্র্যম্বকা, বর, অংকুশ, দীর্ঘ পাশ ও দিব্যফল যাঁর হস্তে শোভিত, জপকারী সৎব্যক্তির ফলদায়িনী কমলাবতীকে (পদ্মাবতী) চিন্তা করবে।

এখানে পদ্মাবতীকে ত্র্যম্বকা বলা হয়েছে। ত্র্যম্বক শিবের নাম। ত্র্যম্বকা দুর্গা-পার্বতী। ভবিষ্যপুরাণে পদ্মা বা মনসার ধ্যানে দেবী মহেশা—"দেবীং পদ্মাং মহেশাং শশধর বদনাং···।" জৈন পদ্মাবতী স্তোত্রে পদ্মাবতী মহাভৈরবী। শিব বা শিবের মূর্ত্যন্তর ভৈরব। পদ্মা বা কমলা লক্ষ্মীর নাম। সরস্বতীও পদ্মাসনা এবং পদ্মহস্তা। মনসা ও পদ্মা পদ্মপত্রে জাতা। লক্ষ্মীর হাতেও শ্রীফল থাকে। নিধি বা রত্নের আকর সমুদ্র। লক্ষ্মী-দেবী অষ্টনিধি বা রত্নের অধিকারিণী। এই আটটি নিধি হল : পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নীল, নন্দ এবং শঙ্খ। বিষহরি পদ্মারও প্রিয় অষ্টনাগ : অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ ও কুলিক। এ. কে. ভট্টাচার্য মনে করেন যে,

১ Tara as a Serpent Deity and its Jain Counterpart Padmavati, A. K. Bhattacharya, Sakti Cult & Tara, Ed. D. C. Sircar, C. U. —pp. 158-159

যেহেতু বিষধর সাপের মাথায় মূল্যবান নিধি বা রত্ন থাকে বলে বিশ্বাস সেইহেতু পদ্মা বা লক্ষ্মীর অষ্ট নিধি পদ্মা-বিষহরী-মনসার অষ্টনাগে পরিণত হয়েছে।[১]

শ্বেতাম্বর জৈনদের দ্বারা পূজিত পদ্মাবতীর বর্ণনা :

তথা পদ্মাবতী দেবী কুর্কুটোরগবাহনা।
স্বর্ণবর্ণা পদ্মপাশভৃদ্দক্ষিণকরদ্বয়া।
ফলাং কুশধরাভ্যাঞ্চ বামদোর্ভ্যাং বিরাজিতা॥

দেবী পদ্মাবতী কুক্কুট ও সর্পবাহনা, স্বর্ণবর্ণ বিশিষ্টা, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে পদ্ম ও নাগপাশধারিণী, বামহস্তদ্বয়ে ফল ও অংকুশ ধারণ করে বিরাজ করছেন।

এই বিবরণ আছে হেমচন্দ্রের পার্শ্বনাথ চরিতে। দিগম্বর জৈনদের দ্বারাও পদ্মাবতী পূজিতা হয়েছেন। দিগম্বরদের পদ্মাবতী রক্তবর্ণা, চতুর্ভুজা, পদ্মাসনা,—অংকুশ, অক্ষসূত্র ও পদ্মধারিণী। দেবী ষড়ভুজা, অষ্টভুজা ও চতুর্বিংশতিভুজাও হতে পারেন। এই সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র দেবীর হাতে শোভা পায়।[১]

বি. সি. ভট্টাচার্যের মতে পদ্মাবতী বঙ্গ দেশে মনসারূপে পূজিতা হচ্ছেন : "In Bengal Padmāvatī with the snake symbols is worshipped as Manasā, the goddess of the snakes and the wife of Jaratkāru."[২]

ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই মতের সমর্থক। তিনি লিখেছেন, "Padmāvatī, the Śāsnadevatā of the twenty-third Jaina Parś-vanātha, is like him associated with snakes, and there is little doubt that her Hindu Counterpart is the folk-goddess Manasā, one of whose names is also Padmāvatī or Padmā."[৩]

জৈন পদ্মাবতী যক্ষিণী, তাঁর সর্পদেবতারূপে পূজার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে জৈন প্রভাব ক্ষীণতর হয়েছে। মনসার আবির্ভাব অনেক পরে। পদ্মাবতীর সঙ্গে মনসার অভিন্নতা প্রতিপাদনের উপযোগী গভীরতর সাদৃশ্যও নেই। এই যুক্তিতে ডঃ প্রদ্যোত কুমার মাইতি পদ্মাবতীর মনসায় রূপান্তরের ঘটনাকে গ্রহণ যোগ্য বিবেচনা করেন নি।[৪]

পঞ্চবিংশতিপ্রজ্ঞাপারমিতার একটি পাণ্ডুলিপিতে খদিরবাহিনী তারার সঙ্গে জাঙ্গুলির চিত্র অংকিত আছে। এই চিত্রে জাঙ্গুলী দ্বিভুজা, বামহস্তে সর্প ও দক্ষিণে বজ্র—, মাথার উপরে পাঁচটি ফণাধারী সর্পের চন্দ্রাতপ,—পশ্চাতে জ্যোতির্মণ্ডল—দেবীর আসন একটি কুণ্ডলীকৃত সর্প।[৫] চিত্রাঙ্কিত জাঙ্গুলী মনসা-পদ্মাবতীর সমপর্যায়ভুক্ত। লক্ষ্মী-সরস্বতী ও শিবানী-দুর্গা মিলিত হয়ে মনসা, জাঙ্গুলী ও পদ্মাবতীতে পরিণত হয়েছেন। জৈনগ্রন্থে শিরোপরি সপ্তফণার

১ Jaina Iconography—B. C. Bhattacharya, p. 144
২ ibid—p. 145
৩ Development of Hindu Iconography
৪ Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa, p. 233
৫ Tara as a Serpent Deity ; Sakti Cult & Tara—p. 161.

ছত্রধারিণী পার্শ্বনাথের এক যক্ষিণীর উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ কুরুকুল্লার সঙ্গেও জৈন পদ্মাবতীর বেশ মিল আছে। বৌদ্ধদেবী মহামায়ূরী বিষনাশিনী ও বিদ্যার দেবী ত্রিমুখী ও ষড়ভুজা হলেও বরমুদ্রা ও কলশ ধারণ করে থাকেন।[১] ইলোরার গুহাচিত্রে (৬নং গুহা) অংকিত মহামায়ূরী বিদ্যাধারিণী, পেখমধরা ময়ূরও আছে। মহামায়ূরীতেও লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রভাব কিছুটা পড়েছে। বৌদ্ধ-তন্ত্রের শুভ্রবর্ণা দ্বিভুজা শ্বেতপদ্মাসনা রক্তপদ্ম ও পুস্তকধারিণী প্রজ্ঞাপারমিতাও সরস্বতীর প্রভাবে সৃষ্টা।

মনসার দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা : ঋগ্বেদের সূক্তের মন বা সূর্যশক্তির সঙ্গে বিষহরী-মনসার সম্পর্ক পাওয়া না গেলেও অথর্ববেদের বিষনাশিনী সরস্বতীর সঙ্গে বিষহরী মনসার সম্পর্ক অস্বীকার করার উপায় নেই। ঋগ্বেদে বিষনাশ করেন সূর্য ও অগ্নি। স্কন্দপুরাণে সূর্য কখনও কখনও বিষবিদ্যা বিশারদ জাঙ্গুলিক হয়ে থাকেন—"স কদাচিজ্জাঙ্গলিকো বিষবিদ্যা বিশারদ"।[২] সুতরাং সূর্য ও অগ্নির সঙ্গে মনসার সম্পর্ক অস্বীকার করার উপায় নেই। আবার তন্ত্ররাজতন্ত্রে দ্বাদশাক্ষরী বিদ্যা আরোগ্যদাত্রী বিষদুঃখ প্রশমিনী।[৩] অতএব সূর্যাগ্নির জ্যোতীরূপা সরস্বতী ও নদী সরস্বতী—পরে বিদ্যারূপা সরস্বতী মহাভারতের সর্পমাতা কদ্রু ও আস্তীকমাতা জরৎকারুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে মূর্তিমতী বিষবিদ্যা সর্পবিষনাশিনী মনসাতে পরিণত হয়েছেন আনুমানিক খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে—এ সিদ্ধান্ত নিশ্চিন্ত মনে গ্রহণ করা চলে। বৌদ্ধ জাঙ্গুলী ও জৈন পদ্মাবতীও মনসাতে আপনসত্তা বিসর্জন দিলেন। সর্পসংকুল বাঙ্গালাদেশে, আসামে বা নিকটবর্তী অঞ্চলে সর্পাধিষ্ঠাত্রী সর্পবিষনাশিনী দেবী হিসাবে মনসা পেলেন পূজা ও প্রতিষ্ঠা। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনসাকে পৌরাণিক দেবতা, আস্তীক মাতা এবং চণ্ডীর অংশরূপে গণ্য করেছেন,—"অবশ্য মনসা ঠিক নূতন দেবতা নহেন, পৌরাণিক যুগ হইতেই তাঁহার দেবমহিমা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। মহাভারতে নাগমাতা নিজ আত্মবিসর্জনের দ্বারা পিতৃকুল রক্ষা করিয়া দেবত্ব অর্জন করিয়াছেন,…মনসা দেবী যেমন লৌকিক সম্পর্কে চণ্ডীর আত্মীয়া, তেমনি অধ্যাত্ম তাৎপর্যের দিক দিয়াও চণ্ডী প্রকৃতির ক্রূর অংশেরই একটা সমগ্র রূপায়ণ।"[৪]

বৈদিক দেবসত্তার পৌরাণিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নানা পরিবর্তনে ও মিশ্রণে মনসার দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা হলেও উচ্চ অভিজাত বর্ণের মধ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা হতে অনেক বিলম্ব হয়েছে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে 'দম্ভ করি বিষহরী' পূজাকে একটু অবজ্ঞামিশ্রিত চক্ষে দেখা হয়েছে। নিম্নস্তরের মানুষেরাই মনসাকে

---

১ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ—৮৫-৮৬
২ স্কন্দঃ, কাশীঃ, পূর্বার্ধ—৪৬।১৭
৩ তন্ত্ররাজ—৩।৫০
৪ সাহিত্য সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে—পৃঃ ৫৩

আপন করে নিয়েছিল মনে হয়। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে চাঁদ সওদাগর মনসাকে বলেছে—

কষ্ট করহ জে জদি সত্য কহিতে উচিত।
হও তোমি শিবের কন্যা হইয়াছে পতিত॥
জাতিহিন জাতি তোমি না কর বিচার।
জেই পূজা পূজে তোমি জাও খাইবার॥
পঞ্চ কোলিন মধ্যে আমি যে কোলিন।
কোন কালে কোন কর্ম না করিচি হিন॥
লোভ ভাবে পদ্মা তোমি ছার দেব ভাও।
দেবতার ভোগ এরি বেঙ্গ চেঙ্গ খাও॥[১]

নারায়ণদেবের কাব্যের এই উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে, মনসাদেবী কোন সময়ে উচ্চস্তরের মানুষের পূজা আদায় করতে পারেন নি। চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে মনসার বিবাদ থেকেও জানা যায় যে, উচ্চ সম্প্রদায়ের পূজা পেতে মনসাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

বাঙ্গালাদেশে সেন রাজাদের অভ্যুদয়সময়ে মনসা উচ্চবর্ণের মধ্যেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। বিজয় সেনের নাম খোদিত মনসামূর্তি এবং সেনযুগে নির্মিত বহুসংখ্যক মনসার পাষাণী প্রতিমা প্রমাণ করে যে খ্রীষ্টিয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে মনসা উচ্চবর্ণের পূজার অধিকারিণী হয়েছিলেন। যে অর্বাচীন পুরাণগুলিতে মনসার বিবরণ আছে, সেগুলিও পণ্ডিতদের মতে খ্রীষ্টীয় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত। তাই সকল পণ্ডিতের মতেই মনসাদেবীর আবির্ভাব খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে। এই সময়ের পূর্বে দেবীরূপে মনসার আবির্ভাব বা প্রতিষ্ঠার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। তবে মথুরায় প্রাপ্ত কণিক-শিল্প নাকের দ্বারা নির্মিত একটি মূর্তিকে অনেকে মনসামূর্তি বলে স্থির করেছেন। এই মূর্তিটি মৌর্য বা শুঙ্গযুগের বলে বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত। কোন কোন পণ্ডিতের মতে মূর্তিটি যক্ষী লায়াবের। মূর্তিটি যদি মনসার হয়, তবে মনসা পূজার ইতিহাস খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতে গিয়ে পৌঁছায়।[২] কিন্তু মূর্তিটি সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত না হলে বিষয়টি অমীমাংসিতই থেকে যায়।

---

১ পদ্মাপুরাণ, কঃ বিঃ (১৯৪৭ —পৃঃ ২৮.

২ Development of Hindu Iconography (1941), C. U. pp. 108-109

শীতলা

সরস্বতী-লক্ষ্মী-মনসার সঙ্গে সংশ্লিষ্টা মনসার প্রভাবে উৎপন্না বসন্তরোগের দেবী শীতলা। মনসা যেমন হলেন সর্পবিষহারিণী, তেমনি বসন্তরোগহারিণী শীতলা, আবার ওলাউঠা বা কলেরার দেবী হলেন ওলাদেবী বা ওলাবিবি। স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডে মর্কটেশ্বর তীর্থমহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে শীতলার মহিমা কীর্তিত হয়েছে। পুরাণকার বলেছেন, শিশুদের বিস্ফোটক নিবারণের জন্য মর্কটেশ্বর তীর্থে স্নান করতে হয়, এখানে স্নান করলে শীতলার প্রভাবে শিশুগণ নীরোগ হয়। শীতলা দর্শন করলে দারিদ্র্য থাকে না, দুষ্কৃত থাকে না।

তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোশতস্য ফলং লভেৎ।
বিস্ফোটানাং প্রশান্ত্যর্থং বালানাং চৈব কারণে॥

*　　　*　　　*

শীতলায়াঃ প্রভাবেন বালাঃ সন্তু নিরাময়াঃ।
যে পশ্যন্তি নরাঃ ভক্ত্যা শীতলাং দুরিতাপহাম্।
ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্ন দারিদ্র্যং দ্বিজোত্তম॥[১]

দারিদ্র্য দূর করেন লক্ষ্মী, শীতলাও দারিদ্র্য দূর করেন। বালাধিষ্ঠাত্রী দেবী ষষ্ঠী, ষষ্ঠীই বালরোগনাশিনী। ষষ্ঠীরও এক নাম শীতলা। শ্রীপঞ্চমীর পরের দিন শীতলাষষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধ। শীতল অর্থাৎ বাসি নৈবেদ্যাদি দিয়ে শীতলা ষষ্ঠীর পূজা করার রীতি। শীতলাও বালরোগনাশিনী। মর্কটেশ্বর তীর্থে স্নান করলে শীতলার কৃপায় বিস্ফোটক ভাল হয়। এই জন্যই শীতলা বিস্ফোটকের দেবী বা বসন্তের দেবীতে পরিণত হলেন। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে গঙ্গাকে বলা হয়েছে, 'শীতলামৃতবাহিনী'। শীতলাও অমৃতবর্ষিণী—'ত্বমেকামৃত বর্ষিণীম্'। আবার মার্কণ্ডেয়পুরাণের চণ্ডীর উপাখ্যানে বলা হয়েছে যে দেবীর চরিত শ্রবণ করলে বালগ্রহ দূর হয়, বালকদের শান্তি হয়—

বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্।[২]

স্কন্দপুরাণ অনুসারে দেবীর স্তব করলে ও স্নানজল পান করলে বালকগণের শান্তি হয়—

বালানাং পরমাশান্তিরেতৎ স্তোত্রাম্বুপানতঃ।

স্কন্দপুরাণে ও পিচ্ছিলাতন্ত্রে শীতলা শ্বেতবর্ণা, গর্দভবাহিনী, দুই হস্তে পূর্ণকুম্ভ ও সম্মার্জনী,—সম্মার্জনীর দ্বারা অমৃতময় জল ছিটিয়ে রোগ তাপ শান্তি করছেন, তিনি দিগম্বরী, মস্তকে কুলা, সুবর্ণমণিভূষিতা, ত্রিনেত্রা এবং বিস্ফোটকের কঠিন তাপ প্রশমনকারিণী। শীতলার ধ্যান—

---

১ স্কন্দঃ আবন্ত্যঃ—১২।২।৪　২ মাঃ পুঃ ৯২ অঃ　৩ স্কন্দঃ কাশী উত্তরার্ধ—৭২।৭৯

শ্বেতাঙ্গীং রাসভস্থাং করযুগলবিলসম্মার্জনীপূর্ণকুম্ভাং
মার্জন্যা পূর্ণকুম্ভাদমৃতময়ং জলং তাপশান্তৈ ক্ষিপন্তীম্।
দিগ্বস্ত্রাং মূর্ধ্নিস্থূর্পাং কনকমণিগণৈর্ভূষিতাঙ্গীং ত্রিনেত্রাং
বিস্ফোটাদ্যুগ্রতাপ প্রশমনকারী শীতলা ত্বাং ভজামি।

বাহন গর্দভ, কুলা ও ঝাঁটা বাদ দিলে শীতলার সঙ্গে সরস্বতী, গঙ্গা, লক্ষ্মী, দুর্গা, ষষ্ঠী প্রভৃতির সাদৃশ্য স্পষ্ট। এই দেবীদের রূপগুণের আংশিক সংমিশ্রণে শীতলার সৃষ্টি। ঝাঁটা ও কুলা রোগ দূর করার জন্য দেওয়া হয়েছে। কুলার বাতাস অবাঞ্ছিত বা অমঙ্গল দূর করে।

শীতলার আর একটি ধ্যানমন্ত্র :—

শূর্পালংকৃতমস্তকাং সুরগণৈঃ সংস্তূয়মানাং মুদা।
বামে কুম্ভধরাং পয়োদবদনাং বন্দে খরস্থাং সদা॥
দিগ্বাসামৃক্ষহাসসুন্দরমুখীং সম্মার্জনীং দক্ষিণে।
পাণৌ তাং দধতীং ভবার্তিশমনীং সংসারবিদ্রাবিণীম্।[১]

—মাথায় শূর্প (কুলা) দেবগণের দ্বারা স্তুতা, বামহাতে কুম্ভ, মুখ মেঘসদৃশ, গর্দভে আসীনা, দিগ্বাসা, হাস্যমুখী ভবদুঃখবিলাসিনী দক্ষিণহস্তে সম্মার্জনীধারিণী, সংসারদুঃখনাশিনীকে বন্দনা করি।

শীতলার প্রণাম মন্ত্রেও একই বর্ণনা :

নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীং।
মার্জনীকলশোপেতাং শূর্পালংকৃতমস্তকাম্॥[২]

স্কন্দপুরাণোক্ত শীতলার স্তোত্রেও শীতলার রূপ ও কর্মের বিবরণ আছে :—

বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জনীকলসোপেতাং শূর্পালংকৃতমস্তকাম্॥
বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং সর্বরোগভয়াপহাম্।
যামাসাদ্য নিবর্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ॥
শীতলে শীতলে চেতি যো ব্রূয়াদ্দাহপীড়িতঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং ক্ষিপ্রং তস্য প্রণশ্যতি॥
যস্ত্বামুদকমধ্যে তু ধ্যাত্বা সম্পূজয়েন্নরঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে॥[৩]

এই স্তবমন্ত্রে শীতলা দেবী শুধু বিস্ফোটক ভয় দূর করেন তা নয়, তিনি সর্ব-রোগহারিণী। বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, জলমধ্যে শীতলাপূজার বিধান দেওয়া হয়েছে। সরস্বতী-গঙ্গা-যমুনার মত শীতলার জলরূপতা বা নদীরূপতাই কি জলমধ্যে শীতলার পূজার ইঙ্গিত? অথবা গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্নতারই ইঙ্গিত? গঙ্গাও সর্বরোগহারিণী ভিষকশ্রেষ্ঠা বিষহন্ত্রী।[৪] অতএব ষষ্ঠী ও শীতলার উপরে

১ ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি—পৃঃ ৭৭০ ২ তদেব
৩ স্তবকবচমালা, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; বসুমতী—পৃঃ ৬৮৩ ৪ গঙ্গা প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

গঙ্গার প্রভাব স্বল্প নয়। সম্ভবতঃ শীতলাও ষষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিতা। শীতলা নামে শীতলামৃতবাহিনী গঙ্গার শৈত্যের ইঙ্গিত বহন করে। সরস্বতী শুভ্রা, গঙ্গা শুভ্রা, ষষ্ঠী শুভ্রা—শীতলাও শুভ্রবর্ণা। সরস্বতীর হাতে রত্নকুম্ভ বা পয়ঃকুম্ভ, লক্ষ্মীরও রত্নঘট থাকে; শীতলার হাতে অমৃতকুম্ভ। লক্ষ্মী ও ষষ্ঠীর মতই শীতলাও সরস্বতীর অংশরূপে আবির্ভূতা। দশমহাবিদ্যার অন্যতমা ধূমাবতীর হাতে থাকে শূর্প বা কুলো, শীতলার মস্তকে শূর্প।

নগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষে বৈদিক 'তক্মন্' এর সঙ্গে শীতলার অভিন্নতার উল্লেখ করেছেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈদিক অপ্ ও শীতলার অভিন্নতা প্রতিপাদনে প্রয়াসী হয়েছিলেন।[১] অপ্ বা জল অমৃতময়, মাতৃরূপা, সকল রোগের ঔষধ, রোগ নিরাময়ের হেতু।[২] বৈদিক অপ্ দেবতার সঙ্গে সরস্বতী ও শীতলার সম্পর্ক অনস্বীকার্য।

অনেকে মনে করেন বৈদিক অপ্ দেবতার পৌরাণিক সংস্করণ শীতলা, স্বামী নির্মলানন্দের মতে শীতলা জলাভিমানিনী দেবতা। শীতলার হাতে জলপূর্ণ কুম্ভ অপ্ দেবতার বৈশিষ্ট্য বাহক। জলমধ্যে শীতলার ধ্যান করার বিধি আছে।[৩] বৈদিক অপ্ দেবতার ত কোন আকার নেই। তিনি বসন্ত রোগের দেবতাও নন। অপ্-এর সঙ্গে গঙ্গা ও সরস্বতীর সমন্বয়ে শীতলার পরিকল্পনা সম্ভব।

বৌদ্ধদেবী হারীতী ও শীতলা : কিন্তু অনেক পণ্ডিতই সিদ্ধান্ত করেছেন যে বৌদ্ধ তন্ত্রের হারীতী দেবী শীতলায় পরিণত হয়েছেন। "বৌদ্ধগণের হারীতী দেবীও স্কন্দপুরাণ ও পিচ্ছিলাতন্ত্রোক্ত কয়েকটি শ্লোক হইতে নবশক্তি লাভ করিয়া এই বিস্ফোটক জ্বর পীড়িত বঙ্গদেশে সহজেই পূজামণ্ডপে স্থান পাইলেন। ডোমাচার্যগণ পূজিত সিন্দুরমণ্ডিত ব্রণচিহ্নাঙ্কিত ধাতুময় মুখবিশিষ্ট অবয়ব ত্যাগ করিয়া ইনি হিন্দু ব্রাহ্মণের হস্তে মৃণালতন্তুসদৃশী মার্জনী কলসোপেতা সূর্পালংকৃতমস্তকা শীতলা দেবী হইয়া দাঁড়াইলেন।"[৪] মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হারীতী ও শীতলার মধ্যে কে কার কাছে ঋণী সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেও শীতলাকে হারীতীর নিকট ঋণী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন—"It is difficult to ascertain whether, Hindus have taken Sitala from the Buddhistic Hariti or the Buddhists from the Hindu Sitala. I am inclined to think that the Hindus are the borrowers."[৫] চীনদেশের বিশ্বাস অনুযায়ী হারীতী শিশুহরণকারিণী যক্ষিণী। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে হারীতী শিশুর রক্ষয়িত্রী ও পালিকা এবং সন্তানদাত্রী।[৬] কিন্তু হারীতী ছিলেন প্রথমতঃ শিশু-

১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৫—পৃঃ ২৯
২ হিন্দুদের দেবদেবী, প্রথম পর্ব—পৃঃ ৪৭৬-৮২ দ্রঃ
৩ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—পৃঃ ১৬৭-৬৯
৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশ চন্দ্র সেন, ৮ম—পৃঃ ১০৪
৫ Discovery of Living Buddhism in Bengal—page 20
৬ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ৫ম সং—পৃঃ ৬৫৬

ঘাতিনী যক্ষিণী,—পরে তিনি হলেন শিশুপালিকা—অবশ্যই ষষ্ঠীদেবীর প্রভাবে।

"The Hindu goddess Hāriti, Protectress of children, worshipped in Northern India by bereaved parents and believed in Nepal to prevent small pox, originally a yakṣini, an orgress, a cannibal demon, who made vow to devour all children in Rājgṛha."[১]

ষষ্ঠী ত শিশুঘাতিনী নন, শীতলাও নন। উভয়েরই শিশুপালিকা এবং রোগ নাশিনী। ষষ্ঠী ও শীতলা একসময়ে একই ছিলেন এবং ষষ্ঠী-শীতলা-মনসা প্রভৃতির প্রভাবেই হারীতীর সৃষ্টি,—এতে সংশয়ের কিছু নেই। সরস্বতী থেকে বিভিন্ন নারী দেবতার বিবর্তন ধারায় শীতলার আবির্ভাব ও বিবর্তন স্পষ্ট। সরস্বতী হলেন বিদ্যাদেবী, গঙ্গা সর্বপাপহারিণী, ষষ্ঠী শিশুপালিকা, মনসা বিষহরি। সুতরাং বালাধিষ্ঠাত্রী হয়েও শীতলা হলেন বালরোগনাশিনী—সর্বরোগ বিনাশিনী, —পরে বিস্ফোটকনাশিনী,—সুতরাং বসন্তরোগনাশিনী। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন যে বসন্তরোগ শিশু বয়স্ক সকল মানুষকেই আক্রমণ করে সকলের কাছে ভীতিপ্রদ। শিশুর সঙ্গে সম্পর্কান্বিতা হারীতীর সঙ্গে শীতলার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা তাই কঠিন। বৌদ্ধ হারীতী যক্ষিণী ও কুবের পত্নী। প্রাচীন ভাস্কর্যে হারীতী কুবেরের পাশে আসীনা। শিশু পরিবৃতা দণ্ডায়মানা একক হারীতীর মূর্তিও দুর্লভ নয়। সুতরাং "পৌরাণিক ষষ্ঠীদেবী কিংবা পৌরাণিক জাতাপহারিণীর সহিতই হারীতীর সম্পর্ক, শীতলার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।···অতএব মনে হয়, বৌদ্ধ হারীতী হইতেই পরবর্তী হিন্দু-পুরাণে জাতাপহারিণীর পরিকল্পনা হইয়া থাকিলেও লৌকিক শীতলার সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই।"[২] শীতলার সঙ্গে হারীতীর সম্পর্ক নেই, এ কথা বলা যায় না। হারীতীও বালরোগনাশিনী বালাধিষ্ঠাত্রী। তবে এই গুণটি ষষ্ঠীর একক বৈশিষ্ট্য হওয়ায় শীতলা হয়েছেন বসন্তরোগের দেবতা। হারীতী ষষ্ঠী শীতলা প্রভৃতির প্রভাবে পরিকল্পিতা।

শীতলা ও পর্ণশবরী : ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, শীতলা বৌদ্ধ পর্ণশবরীর পরিবর্তিত রূপ। বিক্রমপুর থেকে প্রাপ্ত পর্ণশবরীর পদতলে বসন্তগুটিতে সমাচ্ছন্ন একটি মনুষ্যমূর্তি দেখা যায়। (সাধনমালা—২য় Plate XVII[৩] দুই পার্শ্বে গর্দভ ও অশ্ববাহিত দুটি মূর্তিও উক্ত পর্ণশবরীর মূর্তির সঙ্গে বিরাজিত।[৪] সুতরাং "পর্ণশবরী শুধু নাম পাল্টাইয়া বাঙলাদেশে শীতলায়

১ Gods of Northern Buddhism—page 75

২ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—পৃঃ ৬৫৭

৩ "Under the legs in this image are shown human beings apparently suffering from deadly deseases, as is evident from circular marks of small pox on one of the persons." Sadhanamala, vol. II Introduction —page clxxi

৪ ibid

পরিণত হইয়াছেন ; এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত।"[১] কিন্তু পর্ণশবরীর সঙ্গে শীতলার সংযোগসূত্রটি মোটেই স্পষ্ট নয়। ত্রিমুখা, ত্রিনেত্রা, ষড়্‌ভুজা, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, বজ্র পরশু ধনুর্বাণধারিণী পর্ণশবরীর সঙ্গে দুর্গা, চণ্ডীর সাদৃশ্য যদিও মেলে শীতলার সাদৃশ্য অণুমাত্রও দেখা যায় না।

ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী কর্তৃক আবিষ্কৃত দুটি ক্রোধপরায়ণা তিন মুখ বিশিষ্টা পর্ণশবরী মূর্তির দক্ষিণে জ্বরের অধীশ্বর হয়গ্রীব ও বামে বসন্তরোগের দেবী শীতলা পলায়নের ভঙ্গীতে স্থাপিত। তাঁর দক্ষিণ পদতলে, একটি বসন্ত রোগাক্রান্ত মনুষ্যমূর্তি।[২] এখানে শীতলা পর্ণশবরীর ভয়ে পলায়ন করছেন। এই মূর্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে শীতলা ও পর্ণশবরী অভিন্না নন।

শীতলা ও মনসা

সরস্বতী, গঙ্গা ও ষষ্ঠীর সঙ্গে যেমন শীতলার সংযোগ ঘনিষ্ঠ, মনসার সঙ্গেও তেমনি শীতলার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। শীতলার বাহন গর্দভ। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বহু গ্রামে গর্দভারূঢ়া মনসার মূর্তি দেখা যায়। গর্দভবাহনা মনসার পার্শ্বে সাপ থাকে। বীরভূম জেলায় মনসা শীতলা নামেই পূজিতা হন।[৩] কলেরা ও বসন্ত উভয় রোগের দেবতা হিসাবে মনসা পূজিতা হন বীরভূম, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায়। কলেরা ও বসন্ত নিবারণ করে শীতলতা আনয়ন করেন বলেই মনসাও শীতলা নামে পরিচিতা হয়েছেন।[৪]

শীতলার সঙ্গে অপ্‌ বা জলের সম্পর্ক গভীর। মনসার সঙ্গেও বৃষ্টির সংযোগ রয়েছে। বৃষ্টিপাতের জন্যও কোন কোন স্থানে মনসার পূজা করা হয়। স্বামী শংকরানন্দ মনে করেন যে মনসা আদিতে ছিলেন বৃষ্টির দেবতা, পরে তিনি সর্পকুলের নিয়ন্ত্রী হয়েছেন।

সরস্বতী, গঙ্গা, মনসা প্রভৃতির সঙ্গে শীতলার ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রমাণ করে, এই সকল দেবী মূলতঃ একই সত্তা থেকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। এককালে সম্ভবতঃ মনসা ও শীতলা একই দেবতা ছিলেন। পরে বসন্তরোগনাশিনীরূপে শীতলার পৃথক অস্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণ ভারতীয় বসন্তরোগনাশিনী দেবী ও শীতলা : ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন যে, দক্ষিণ ভারতের বসন্তরোগের দেবী মরীয়ম্মা, মরম্মা বা মরম্মা হেথনা, শীতলম্মা, মহীশূর জেলার গ্রাম্যদেবী সুখজম্মা, আরকট জেলার কন্নিয়ম্মা প্রভৃতির প্রভাবে বাঙ্গালার শীতলার আবির্ভাব। শীতলা পৌরাণিক দেবী ; সরস্বতী, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, দুর্গা-পার্বতী, গঙ্গা প্রভৃতি দেবসত্তার মিশ্রণে পৌরাণিক যুগের শেষের দিকে আবির্ভূতা। অপ্‌ ও সরস্বতীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

---

১ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড—পৃঃ ১৬১

২ The Indian Buddhist Iconography—B. Bhattacharyya, 2nd Edn., p. 233.

৩ Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa, pp. 261-62.

৪ Ibid., p. 271.

হওয়ায় শীতলাকে বৈদিক দেবতা বলেও গ্রহণ করা চলে। শীতলাম্মা থেকে শীতলার উদ্ভব নয়, বরং বিপরীত ব্যাপারটিই সম্ভব। তামিলনাদে মারি-অম্মন এবং অন্ধ্রপ্রদেশে পোলেরম্মা বসন্ত রোগের দেবতা। তামিল ভাষায় মারি শব্দের অর্থ বৃষ্টি। মারি অম্মন বৃষ্টি দানও করেন। এই দুই দেবী গবাদি পশুর রোগ, অনাবৃষ্টি প্রভৃতিরও হেতুরূপে পরিচিতা।[১] শীতলা, শীতলাম্মা, ষষ্ঠী, হারীতী, মনসা প্রভৃতি একই সূত্র থেকেই উদ্ভূত। সেই সূত্রটির মূল বেদ ও পুরাণের জ্যোতির্ময়ী দিব্যসরস্বতী ও জলময়ী মর্ত্য সরস্বতী। সেইজন্য এইসব বিভিন্ন দেবীর মূর্তি পরিকল্পনায় এত গভীর সাদৃশ্য।

শীতলার বাহন: স্বামী নির্মলানন্দের মত গর্ধভের সহিষ্ণুতা এবং সেবা পরায়ণতার জন্যই রোগারোগ্যকারিণী দেবী শীতলার বাহনরূপে গর্ধভের পরিকল্পনা। এ ছাড়া গর্দভীর দুধের সঙ্গে বসন্ত রোগারোগ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। গর্দভীর দুগ্ধপানে বসন্তের গুটি প্রকাশিত হয় না, এমন কি বসন্ত রোগাক্রান্ত হওয়ার পরও গর্দভীর দুগ্ধপান রোগের পক্ষে হিতকারী। বিভিন্ন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে।[২] হয়ত এই কারণেই গর্দভ শীতলার বাহনরূপে কল্পিত হয়েছে। সরস্বতী ও দুর্গার বাহন সিংহ। গর্দভ সিংহের বিকল্প কিনা, তাও বিবেচ্য।

---

১ The Cult of Sakti in Timilnad, T. V. Mahalingam, Sakti Cult ও Tara (C. U.) page 3

২ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—পৃঃ ১৭৩

শক্তিদেবতা

সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রী যে মহাশক্তি—যে মহাশক্তির প্রকাশ জড়ে জীবে সর্বত্র পরিদৃশ্যমান—সেই মহাশক্তিকে ভারতীয় মনীষা ভিন্ন ভিন্ন রূপে কল্পনা করেছে, ব্যাপৃত হয়েছে সেই মহাশক্তির আরাধনায়। এই শক্তিই আদ্যাশক্তি (Primordial force) মহামায়ারূপে বিভিন্ন আধারে বন্দিতা হয়েছেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শক্তিদেবতা কথাটির তাৎপর্য সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন : "দেবতা আপন ক্ষমতার দ্বারা আপনার করণীয় কাজ নির্বাহ করেন, সেই ক্ষমতার নাম শক্তি। অগ্নির দাহ করিবার ক্ষমতাই তাঁর শক্তি। তাহার নাম স্বাহা। ইন্দ্র বৃষ্টি করেন, বৃষ্টিকারিণী শক্তির নাম ইন্দ্রাণী। পবন বায়ুর দেবতা, বহন-শক্তির নাম পবনানী। রুদ্র সংহারকারী দেবতা, তাঁহার সংহার শক্তির নাম রুদ্রাণী।"[১]

সুতরাং মানুষের কর্মদক্ষতা বা কর্মক্ষমতা যেমন শক্তি, জড়েরও কর্মক্ষমতা শক্তি (energy), তেমনি দেবগণেরও কর্মক্ষমতা বা তেজ শক্তি নামে কথিত হয়। ভারতীয়গণ যেমন বহুদেবতায় বিশ্বাস সত্ত্বেও সকল দেবসত্তার মধ্যে একেশ্বরের অস্তিত্বে গভীর বিশ্বাসী, তেমনি সকল দেবতার সম্মিলিত শক্তি এক মহাশক্তি ; জলস্থল চরাচরে সর্বব্যাপী ব্রহ্মের মত সর্বত্র বিরাজমানা। এই মহাশক্তিই সাংখ্য-দর্শনের প্রকৃতি।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত চণ্ডী-উপাখ্যানে মহাশক্তি চণ্ডীর সঙ্গে শুম্ভদৈত্যের যুদ্ধের সময় চণ্ডীর দেহ থেকে দেব-শক্তিগণের আবির্ভাব হয়েছিল। যে দেবতার যে আকার তাঁর শক্তিও তদনুরূপা।

যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণ বাহনম্।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ ॥[২]

ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী হংসবাহনা, অক্ষমালা কমণ্ডলুধারিণী ; মহেশ্বর-শক্তি মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া, ত্রিশূলধারিণী, সর্পবলয় ও চন্দ্রকলাবিভূষিতা ; কুমার কার্তি-কেয়ের শক্তি কৌমারী শক্তিহস্তা ময়ূরবাহনা ; বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী গরুড় বাহনা শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গ-হস্তা ; ইন্দ্রশক্তি ঐন্দ্রী ঐরাবতাসীনা বজ্রহস্তা সহস্রনয়না।

হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে ॥
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখা বিভূষণা ॥

---

১ গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (সাক্ষরতা প্রকাশন) ২য়—পৃঃ ৩০৭

২ মার্কপুঃ—৮৮।১৪

কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবরবাহনা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকাগুহরূপিণী ॥
তথৈব বৈষ্ণবী শক্তির্গরুড়োপরিসংস্থিতাম্।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ খড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ ॥

* * *

বজ্রহস্তা তথৈবৈন্দ্রী গজরাজোপরিস্থিতা।
প্রাপ্তা সহস্রনয়না যথা শক্রস্তথৈব সা ॥[১]

যে পুরুষ দেবতার যে আকৃতি যে প্রকৃতি, তাঁর শক্তিও একই আকৃতির একই প্রকৃতির—পুরুষদেবতার স্ত্রীরূপ মাত্র। অতএব শক্তি ও শক্তির অধিকারীতে কোন ভেদ নেই। কেবলমাত্র লৌকিক দৃষ্টিতে দেব ও দেবশক্তিতে পতি-পত্নী সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে। কিন্তু সকল দেবসত্তা যেমন এক ও অদ্বয়, তেমনি তাঁদের শক্তিও এক ও অদ্বয়। তাই শুম্ভাসুর যখন দেবী চণ্ডিকাকে বলেছিল, তুমি অন্যের শক্তি নিয়ে যুদ্ধ করছ, এজন্য গর্ব করার কিছু নেই, দেবী তখন বলেছিলেন, আমি জগতে এক অদ্বিতীয়া, দেখ সব শক্তি আমাতেই লীন হয়ে যাচ্ছে। তখনই ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তিবর্গ দেবীর স্তনে প্রবেশ র মিলিয়ে গেল।

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ ॥
ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীৎ তদাম্বিকা ॥[২]

তখন দেবী বললেন,—

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদা স্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব ॥[৩]

—আমি বিভূতিদ্বারা যে বহুরূপে বর্তমান ছিলাম, তা ফিরিয়ে নিয়েছি, আমি একা, তুমি যুদ্ধে স্থির হও।

পুরাণকার অংশুই মহাশক্তিরূপা একমাত্র দেবতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই ইঙ্গিতই পাই, দেবগণের রোষজাত তেজ থেকে মহাশক্তি চণ্ডীর উদ্ভবের কাহিনীতে।

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা ॥[৪]

—সকল দেবের শরীর জাত অতুলনীয় সেই তেজ একত্রিত হয়ে নারীরূপ পরিগ্রহ করে ত্রিলোক ব্যাপ্ত করেছিল।

বামন পুরাণেও (৫৬অঃ) রক্তবীজবধকালে দেবীর মুখ থেকে জাতা ব্রহ্মাণী, কৌমারী মাহেশ্বরী প্রভৃতি দেবীর শক্তিবৃন্দ দেবীকে সাহায্য করেছিলেন।

---

১ মার্কপুঃ—৮৮।১৫-১৮, ২১ ২ মার্কপুঃ—৯০।৫-৬ ৩ মার্কপুঃ—৯০।৮
৪ মার্কপুঃ—৮২।১৩

স্কন্দপুরাণে কাশীতে অধিষ্ঠিতা দেবীর শক্তিবৃন্দের বিবরণ আছে। এঁদের মধ্যে আছেন বারাহী, শিবদূতী, ঐন্দ্রী, কৌমারী, মাহেশ্বরী, নারসিংহী, ব্রাহ্মী, নারায়ণী, গৌরী, ভদ্রকালী, বিশালাক্ষী, হরসিদ্ধি প্রভৃতি। তন্মধ্যে ইন্দ্রাণী—

বজ্রহস্তা তথা চৈন্দ্রী গজরাজরথাস্থিতা।[১]—বজ্রহস্তা গজরাজরূপী রথে স্থিতা ঐন্দ্রী।

কৌমারী—স্কন্দেশ্বর সমীপে তু কৌমারী বর্হিযানগা—স্কন্দেশ্বরের নিকটে ময়ূরবাহনা কৌমারী।[২]

মাহেশ্বরী—বৃষযানবতী পূজ্যা মহাবৃষসমৃদ্ধিদা।[৩]—বৃষারূঢ়া মহৎধর্ম ও সমৃদ্ধি-দাত্রী মাহেশ্বরী পূজনীয়া।

ব্রাহ্মী—হংসযানবতী ব্রাহ্মী ব্রহ্মেশাৎ পশ্চিমে স্থিতা।
গলৎকমণ্ডলুজলচুলুকাতাড়িতাহিতা॥[৪]

—ব্রহ্মেশের পশ্চিমে অবস্থিতা হংসযানে আরূঢ়া কমণ্ডলুক্ষরিতজলে অমঙ্গল-কারী বিপক্ষগণকে তাড়নাকারী ব্রাহ্মী।

বিভিন্ন দেবসত্তার নারীরূপই শক্তি। ব্যাপক অর্থে তাই সরস্বতী, লক্ষ্মী, মনসা, শীতলা, দুর্গা, কালী প্রভৃতি সকল স্ত্রীদেবতাই শক্তিদেবতা। কিন্তু প্রচলিত রীতিতে শিবশক্তি শিবানী এবং তাঁর রূপভেদ দুর্গা, কালী, চণ্ডী, চামুণ্ডা প্রভৃতি মহাশক্তি মহামায়ারূপে সুপ্রসিদ্ধা। এই মহাশক্তিই পৃথক্ সত্তায় বিকশিত হ'য়ে অন্যান্য স্ত্রীদেবতার মধ্যে প্রধান স্থান গ্রহণ করেছেন। একই মহাশক্তির বহুবিচিত্ররূপ সাধকের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছে এবং স্থানীয় গ্রাম্য পৌরাণিক অপৌরাণিক সকল স্ত্রী দেবতাই এক শক্তিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছেন।

শক্তিতত্ত্বের উদ্ভব পুরাণতন্ত্রের যুগে। শিব বা রুদ্রের শক্তি উমা-পার্বতী-দুর্গা-চণ্ডীর কোন অস্তিত্ব বৈদিক যুগে প্রত্যক্ষ হয় না। বেদে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য। সংখ্যায় ও প্রাধান্যে নারী-দেবতা পুংদেবতাদের অপেক্ষা অনেক নিম্নে। তথাপি স্ত্রীদেবতার সংখ্যা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। ঋগ্বেদে ইন্দ্রপত্নী ইন্দ্রাণী, উষা, অদিতি বাক্, রাত্রি (১০।১২৭), অরণ্যানী (১০।১৪৬), বৃহস্পতি-পত্নী জুহু (১০।১০৯), সরমা (১০।১০৮), শ্রদ্ধা (১০।১৫১), সরস্বতী, সূর্যপত্নী সরণ্যু, সূর্যকন্যা সূর্যা, যম ভগিনী যমী, অপ্সরা উর্বশী প্রভৃতি স্ত্রী-দেবতার সাক্ষাৎ পাই। এঁদের মধ্যে অদিতি, সরস্বতী এবং উষা বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করেছিলেন। যজুর্বেদে রুদ্রভগিনী উমা রুদ্রের ধ্বংসকার্যের সহায়িকা। কিন্তু শিব-শক্তি উমা দুর্গা পার্বতীরূপে মহাশক্তির আবির্ভাব বৈদিকযুগে ঘটে নি। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে বাক্নাম্নী অম্ভৃণ ঋষির কন্যা যে সূক্তটির দ্রষ্ট্রী সেই সূক্তটি দেবীসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। এই সূক্তে বাক্ সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন : আমিই রুদ্র ও বসুগণ, আদিত্যগণও বিশ্বদেবগণের মাধ্যমে বিচরণ করি, আমিই মিত্র, বরুণ, ত্বষ্টা, পূষা ও ভগকে

১ স্কন্দ, কাশী, উত্তরার্ধ—৭০।২৮ ২ তদেব—৭০।২৯
৩ তদেব—৭০।৩০ ৪ তদেব—৭০।৩২

ধারণ করি, আমি যজমানকে ধন দিই, আমিই বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত করে থাকি ইত্যাদি।

পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ বাক্‌কে সর্বব্যাপিনী মহাশক্তির প্রথম আত্মঘোষণারূপে গণ্য করে থাকেন। সেইজন্য মহাশক্তির পূজায় চণ্ডীপাঠের পূর্বে দেবীসূক্ত পাঠ করার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। ঋগ্বেদের রাত্রিদেবতাকেও মহাশক্তির প্রকাশরূপে গণ্য করে রাত্রিসূক্ত পাঠ করা হয় চণ্ডীপাঠের পূর্বে। পণ্ডিতদের মতে শক্তি পূজার উৎস দেবীসূক্তে নিহিত। কেউ কেউ আবার ঋষি বাক্‌কে বাগ্দেবী সরস্বতীরূপেও গণ্য করে থাকেন। কিন্তু অম্ভৃণকন্যা বাক্‌নাম্নী ঋষি কবির এই আত্মানুভূতি ব্রহ্মানুভূতির সমতুল্য। ঋগ্বেদে পুরুকুৎস রাজা, ঋষি বামদেব প্রভৃতি অনুরূপ ঘোষণা প্রচার করেছেন বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে।[১] উপনিষদের ঋষির কণ্ঠে অনুরূপ আত্মানুভূতির ঘোষণা বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। অতএব ঋগ্বেদের বাক্‌কে সর্বশক্তিময়ী মহাশক্তি বা বাগ্দেবীরূপে গ্রহণ করার যুক্তি তেমন সারবান্ নয়। শক্তিতত্ত্বের ধারণা যদিও বৈদিক যুগে স্পষ্ট নয়, তথাপি শক্তি-পূজার উৎস যদি বৈদিক যুগে খুঁজতে হয় তবে অগ্নির শক্তি (পত্নী) অগ্নায়ী, সরস্বান্-শক্তি সরস্বতী, সূর্য প্রণয়িনী ঊষা, আদিত্য-জননী বা দেবমাতা অদিতি প্রভৃতির মধ্যেই খুঁজতে হবে। প্রকৃত পক্ষে ঊষা, সরস্বতী ও অদিতির মধ্যে পরবর্তী শক্তি দেবতা কল্পনার বীজ নিহিত রয়েছে। যজুর্বেদে রুদ্র ভগিনী অম্বিকা এবং অথর্ববেদে অপ্ এবং পৃথিবী স্ত্রী-দেবতা হিসাবে প্রাধান্য লাভ করেছেন। অথর্ববেদে পৃথিবী বিশ্বের জননী, সুখদা এবং শিবা।[২] শুক্ল-যজুর্বেদেও পৃথিবী সকলের উপাস্যা জননী।[৩] পরবর্তীকালের শক্তিদেবতার কল্পনায় অম্বিকা ও পৃথিবী মিশে গেছেন। উপনিষদেও শক্তিতত্ত্বের মূল খুঁজে পাওয়া যায়। উপনিষদের ব্রহ্ম সৃষ্টির আদিতে একা থেকে সুখ পাচ্ছিলেন না, তিনি কামনা করলেন, আমার জায়া হোক—"আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাৎ।[৪] ব্রহ্ম নিজেকে দুই ভাগ করে জায়া ও পতি হলেন—"স আত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ, জায়া চ পতি চাভবতাম্।" শিবশক্তিতত্ত্বের মূল এখানেই বর্তমান।

বিশ্বের জননী শক্তিশ্বরী দেবীর রূপায়ণে অদিতি, ঊষা, সরস্বতী, পৃথিবী প্রভৃতি বৈদিক দেবীদের গুণাবলী সম্মিলিত হয়েছে। ঋগ্বেদের ঊষা সম্পর্কে বি. পি. সিংহ বলেছেন, "So the Ṛgvedic Uṣa had all the ingredients of becoming an all-creative, all-preserving and evil-destroying power."[৫] কেবল ঊষা সম্পর্কে কেন এই কথা সরস্বতী সম্পর্কে আরও যথার্থভাবে প্রযোজ্য।

---

১ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম পর্ব দ্রষ্টব্য

২ অথর্ব—১২।১।১৭ ৩ শুক্লঃ যজু.—২।১০।১০ ৪ বৃহদারণ্যক—১।৪।১৭

৫ Evolution of Sakti Worship in India, Sakti Cult & Tara—p. 48

ডঃ নীহার রঞ্জন রায় লিখেছেন, "শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, ষষ্ঠী, নানা প্রকারের চণ্ডী, নরমুণ্ডমালিনী শ্মশানচারী কালী, শ্মশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী প্রভৃতি অনার্য গ্রাম্য দেবদেবীরা এই ভাবেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মকর্মে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; দুই চারি ক্ষেত্রে তাহার কিছু কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়।"[১]

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকারও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন।[২]

কিন্তু পণ্ডিতদের মতে হিন্দুদের শক্তি উপাসনা এসেছে অনার্যদের কাছ থেকে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে শক্তি বা মাতৃকা উপাসনা প্রস্তর যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। ইয়োরোপে সুপ্রাচীন যুগে (Palaeolithic and Neolithic ages) ভেনাসের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। দুইটি সন্তান ও স্বামী সহ মাতৃকামূর্তির আবিষ্কারও ঐযুগে শক্তিপূজার প্রমাণ দেয়। সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, প্যালেস্টাইন, সাইপ্রাস, ক্রীট্ ও মিশরে মাতৃকা মূর্তি পাওয়া গেছে। মার্শাল সাহেবের মতে নীলনদ থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ মাতৃকা পূজার ক্ষেত্র ছিল।[৩] এই নিদর্শনগুলি থেকে এবং মোহেন্-জো-দারো হরপ্পায় প্রাপ্ত নারীমূর্তিগুলি থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগে শক্তি-উপাসনার ব্যাপকতা অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করেছেন।[৪]

ভারতীয় শক্তিদেবতা সম্বন্ধে এই মন্তব্য খাটে না। মহাশক্তি উর্বরতার দেবী (fertility goddess) নন,—তিনি সকল দেবতার শক্তি বা তেজোরূপা। তিনি রুদ্র শক্তি হিসাবে দানবঘাতিনী অশুভনাশিনী, শিবের প্রতিরূপ হিসাবে মঙ্গলদাত্রী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যেমন একই দেবতা, পৃথকসত্তায় সৃষ্টি স্থিতি লয়-

১ বাঙ্গালীর ইতিহাস—১ম সং পৃঃ ৭৫১

২ Prof. D. C. Sircar pointed out that it was due to the gradual absorption of Nonaryan ideas and blood by the Aryans that the Mother-goddess became more and more important in the Socio-religious life of the Composite people of post-Vedic India,—The Sakti Cult and Tara—p. 9.

৩ তদেব পৃঃ ৪৬

৪ "Among ancient men in all societies, particularly in the Neolithic Society, the domination of the feminine principle in the process of the creation was most obvious. It is held by eminent scholars like Gordon Childe that most of the advances in the Neolithic civilization such as food production, pottery making and domestication and milking of milch animal were started by women. It was, therefore, natural that the mother, the most important aspect of womanhood, was tc be regarded as comparable to the Mother Earth in view of possessing similar power of fertility. Besides this obvious empirical consideration, the speculative aspects also came to play, and the power of creation, preservation, and destruction by gods was represented or conceived as the feminine Principle Sakti."—Evolution of Sakti Worship, Sakti Cult & Tara—page 43.

কারী,—মহাশক্তিকেও তেমনি কখনও কখনও পৃথক্ সত্তায় ব্রহ্মাণী শিবানী বৈষ্ণবী শক্তিরূপে সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্রী বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥[১]

—হে দেবি, তুমি সবই ধারণ কর, তুমিই জগৎ পালন কর, তুমি সর্বদা ধ্বংস করে থাক, সৃষ্টিকালে তুমি সৃষ্টিরূপা, পালনকালে তুমি স্থিতিরূপা, তেমনি হে জগন্ময়ী, তুমি এই জগতের ধ্বংসরূপা।

সমস্ত চরাচরব্যাপিনী সর্বশক্তিস্বরূপা জড়ে জীবে বর্তমানা মহাশক্তিরূপিণী সর্বজীবের মাতৃস্বরূপা মহাশক্তি উষা সরস্বতী অদিতি অম্বিকা প্রভৃতির সমবায়ে কল্পিতা। পৃথিবী বা বসুধা বিষ্ণুপত্নী হিসাবে লক্ষ্মীর সঙ্গে মিশে গেছেন আর লক্ষ্মী সরস্বতী অম্বিকা মিলে মিশে হলেন মহাশক্তি দুর্গা পার্বতী কালী।

---

১ চণ্ডী—১।৬৮-৭১

পার্বতী-উমা-দুর্গা-চণ্ডী

সরস্বতী ও দুর্গা : মহাশক্তি দুর্গা-চণ্ডী-কালী প্রভৃতির আবির্ভাব যেমন ঋগ্বেদের পরে বৈদিকযুগের শেষে তেমনি মহাশক্তির বিচিত্র বিকাশ পূর্ণতা পেয়েছে তন্ত্রের মধ্যে। ঋগ্বেদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দেবতা সরস্বতী দেবীদের মধ্যে অন্যতম প্রধানা। দেবীসূক্তের বাকের সঙ্গে এঁর কোন সম্পর্ক নেই। সরস্বতী ধনদাত্রী, শস্যদায়িনী, শত্রুঘাতিনী। ইনিই পরে জ্ঞানের অধীশ্বরী বাগ্দেবী। সরস্বতী যখন পূর্ণভাবে বিদ্যাধিষ্ঠাতৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিতা হলেন, তখন লক্ষ্মী পেলেন সৌভাগ্য সম্পদের মালিকানা, আর সরস্বতীর শত্রুবিমর্দিনী শক্তি নিয়ে পৃথক শত্রুঘাতিনী দানবদলনী দেবীর পরিকল্পনা হোল। ইনিই হলেন দুর্গা মহিষাসুর-মর্দিনী। সরস্বতীরই একটি বিশেষ গুণ পৃথক কায়া নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো দানব-দলনীরূপে। লক্ষ্মী বিষ্ণুর, সরস্বতী ব্রহ্মা বা বিষ্ণুর অংশে পড়লেন ; দানব-দলনী দুর্গা পড়লেন রুদ্র-শিবের ভাগে। বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মীর মত তিনিও হলেন শিবশক্তি।

সরস্বতীর ত্রিবিধ রূপ বেদে পুরাণে সুস্পষ্ট,—এক, জ্যোতীরূপা দিব্য সরস্বতী ; দুই, যজ্ঞাগ্নিরূপা সরস্বতী—ইলা ও ভারতীর সঙ্গে অভিন্না ; তিন, নদীরূপা—স্বচ্ছতোয়া পবিত্রসলিলা মর্তে বিরাজমানা। জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী ও যজ্ঞাগ্নিরূপা সরস্বতী অভিন্না। ইনিই হলেন দেবতেজোনির্গতা জ্যোতির্ময়ী চণ্ডী। দেবতাদের তেজ থেকে যে দেবী কায়া পরিগ্রহ করলেন, তিনি সূর্যাগ্নির বিশ্ব-ব্যাপিনী তেজোময়ী শক্তি ছাড়া আর কি ! পুরাণকার বলেছেন, দেবীর সমস্ত রোমকূপে দিবাকর নিজরশ্মি প্রদান করেছিলেন।[১] সুতরাং জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীও জ্যোতির্ময়ী চণ্ডী একই সত্তার নামান্তর।

দেবতেজঃসম্ভবা চণ্ডী : মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর সঙ্গে শিবেরও সম্পর্ক নেই, হিমালয়েরও নেই। এক এক দেবতার তেজে তাঁর এক একটি অঙ্গ গঠিত হয়েছিল। মহিষাসুরের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ দেবগণ রুষ্ট হলে তাঁদের বদন থেকে তেজ নির্গত হতে থাকে। প্রথমে রুষ্ট হলেন বিষ্ণু,—তাঁরই ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ থেকে প্রথম তেজ নির্গত হতে লাগলো। তারপরে অপর দেবগণের মুখ থেকে তেজ নির্গত হয়েছিল।

ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভৃকুটী কুটিলাননৌ॥
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত ॥[২]

---

১ চণ্ডী ২।২৪

১ চণ্ডী—২।৯-১০

—দেবতার এই কথা শুনে মধুসূদন কোপ প্রকাশ করলেন, ভ্রূকুটী-কুটিল মুখ শম্ভুও কুপিত হলেন। তখন অতিকোপপূর্ণ বিষ্ণুর ব্রহ্মার এবং শঙ্করের মুখ থেকে, ইন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণের শরীর থেকে মহৎ তেজ নির্গত হয়ে একত্র প্রাপ্ত হোল।

শিবের তেজে দেবীর মুখ, যমের তেজে কেশ, বিষ্ণুর তেজে বাহু সমূহ, চন্দ্রতেজে স্তনদ্বয়, ইন্দ্রের তেজে মধ্যভাগ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও উরু, পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পদযুগল, বসুগণের তেজে করাঙ্গুলি, কুবেরের তেজে নাসিকা, প্রজাপতির তেজে দন্ত, সন্ধ্যার তেজে ভ্রূদ্বয় এবং পবনের তেজে কর্ণদ্বয় গঠিত হয়েছিল। অন্যান্য দেবতাদেরও তেজ দেবীর অবয়ব গঠনে সহায়ক হয়েছিল। তখন দেবগণ নিজ নিজ অস্ত্র, ভূষণ ও বাহনের দ্বারা দেবীকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। মহাদেব দিলেন শূল, কৃষ্ণ দিলেন চক্র, শঙ্খ দিলেন বরুণ, অগ্নি দিলেন শক্তি, মরুদ্‌গণ ধনু ও বাণপূর্ণ তূণ, ইন্দ্র বজ্র ও ঘণ্টা, যম দিলেন দণ্ড, সমুদ্র দিলেন নাগপাশ, প্রজাপতি ব্রহ্মা অক্ষমালা ও কমণ্ডলু, সূর্য সমস্ত রোমকূপে নিজ রশ্মি ছড়িয়ে দিলেন, কাল দিলেন খড়্গ ও চর্ম (ঢাল)।[১] এইভাবে দেবগণ সকলেই দেবীর আবির্ভাবে সহয়তা করেছিলেন। মহাশক্তির আবির্ভাব সকল দেবতার শক্তি বা তেজের সমবায়ে।

অন্যান্য দেবতার সঙ্গে চণ্ডীর যে সম্পর্ক, শিবের সঙ্গেও সেই একই সম্পর্ক। হিমালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক কেবলমাত্র এই যে অন্যান্য দেবগণ দেবীকে অস্ত্রশস্ত্র ভূষণ প্রভৃতি দ্বারা যখন সাজিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন হিমালয় দিলেন দেবীর বাহন সিংহ এবং বিবিধ রত্ন—হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ।[২] মার্কণ্ডেয় পুরাণে হিমালয়ের সঙ্গে দেবীর আর একটি সংযোগ সূত্র আছে। শুম্ভ নিশুম্ভবধের পূর্বে দেবগণের স্তবে প্রীতা হয়ে দেবী আবির্ভূতা হলে তাঁর দেহ-কোষ থেকে কৌশিকী দেবী বিনির্গতা হলেন। কৌশিকী নির্গতা হলে দেবী পার্বতী হলেন কৃষ্ণবর্ণা, তিনি কালিকা নামে প্রসিদ্ধা হলেন এবং হিমালয় আশ্রয় করলেন।

তস্যাং বিনির্গতায়াস্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া॥[৩]

শুম্ভপ্রেরিত দৈত্যসেনাপতি ধূম্রলোচন দেবীকে তুহিনাচলে অবস্থিতা দেখেছিল—সিংহস্যোপরি শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে।[৪] স দৃষ্ট্বা তাং ততো দেবীং তুহিনাচলসংস্থিতাম্।[৫]

দেবী ভাগবতে মহিষাসুরবধের জন্য ব্রহ্মা যখন মহাদেবের কাছে এসেছিলেন তখন শিব বলেছিলেন, আপনিই তাকে বর দিয়ে বাড়িয়েছেন। তাকে বধ করার মত নারী কোথায়? আপনার বা আমার স্ত্রী যুদ্ধে যেতে পারেন না।

কা সমর্থা বরা নারী তং হন্তুং মদদর্পিতম্।
ন মে ভার্য্যা ন তে ভার্য্যা সংগ্রামং গন্তুমর্হতি॥[৬]

১ চণ্ডী—২।১৪-৩১ ২ চণ্ডী—২।৩০ ৩ চণ্ডী—৫।৮৮
৪ চণ্ডী—৭।৩ ৫ চণ্ডী—৬।৮ ৬ দেবীভাগ—৫।৭।৫০-৫১

ব্রহ্মার বরে কোন পুরুষের দ্বারা মহিষাসুর নিহত হবে না দেবগণ বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বললেন,—

ধাত্রা তস্মৈ বরো দত্তো হ্যবধ্যোঽসি নরৈঃ কিল।
কা স্ত্রী ত্বেবংবিধা বালা যা হন্যাত্তং শঠং রণে॥
উমা মা বা শচী বিদ্যা কা সমর্থাস্য ঘাতনে।[১]

—ব্রহ্মা তাকে বর দিয়েছেন যে পুরুষদের অবধ্য হও। এই শঠকে যুদ্ধে হত্যা করবে এমন স্ত্রীলোক কোথায় ? উমা, লক্ষ্মী, শচী, সরস্বতী কে তাকে বধ করতে সমর্থ ?

বিষ্ণু তখন বললেন,—

অদ্য সর্বপুরাণাং বৈ তেজোভী রূপসম্পদা।
উৎপন্না চেদ্বরারোহা সা হন্যাত্তং রণে বলাৎ॥
হয়ারিং বলদৃপ্তঞ্চ মায়াশতবিশারদম্।
হন্তুং যোগ্যা ভবেন্নারী শক্ত্যংশৈস্তেজোরাশির্ভবেদ্ যথা॥[২]

—আজ সকল দেবতার তেজ ও রূপসম্পদের দ্বারা উৎপন্না সুন্দরীনারী তাকে বধ করবেন। বলদৃপ্ত মায়াশতবিশারদ ইন্দ্রশত্রুকে বধের যোগ্যা দেবতাদের তেজের অংশে তেজোরাশিরূপিণী নারী আবির্ভূতা হবেন।

তারপর দেবতাদের মুখ থেকে তেজ নির্গত হতে লাগলো এবং সেই তেজ বিশাল আকার ধারণ করে নারীরূপ পরিগ্রহ করলো।

ইত্যুক্তবতি দেবেশে ব্রহ্মণো বদনাত্ততঃ।
স্বয়মেবোদ্‌ভবৌ তেজোরাশিশ্চাতীব দুঃসহঃ॥
রক্তবর্ণং শুভাকারং পদ্মরাগমণিপ্রভম্।
কিঞ্চিচ্ছীতং তথাচোষ্ণং মরীচিজালমণ্ডিতম্॥
নিঃসৃতং হরিণা দৃষ্টং হরেণ চ মহাত্মনা।
বিস্মিতৌ তৌ মহারাজ বভূবতুরুরুক্রমৌ॥
শঙ্করস্য শরীরাত্তু নিঃসৃতং মহদদ্ভুতম্।
রৌপ্যবর্ণমভূত্তীব্রং দুর্দর্শং দারুণং মহৎ॥
ভয়ঙ্করঞ্চ দৈত্যানাং দেবানাং বিস্ময়প্রদম্।
ঘোররূপং গিরিপ্রখ্যং তমোগুণমিবাপরম্॥
ততো বিষ্ণুশরীরাত্তু তেজোরাশিমিবাপরম্।
নীলং সত্ত্বগুণোপেতং প্রাদুরাস মহাদ্যুতি॥
ততশ্চেন্দ্রশরীরাত্তু চিত্ররূপং দুরাসদম্।
আবিরাসীৎ সুসংবৃত্তং তেজঃ সর্বগুণাত্মকম্॥
কুবের যমবহ্নীনাং শরীরেভ্যঃ সমন্ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো বরুণস্য তথৈব চ॥

১ দেবীভাগ—৫।৮।২৪ ২ দেবীভাগ—৫।৮।৩০

অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শরীরেভ্যোঽতিভাস্বরম্।
নির্গতং তন্মহাতেজোরাশিরাসীন্মহোজ্জ্বলঃ॥
তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতাঃ সর্বে দেবা বিষ্ণুপুরোগমাঃ।
তেজোরাশিং মহাদিব্যং হিমাচলমিবাপরম্॥
পশ্যতাং তত্র দেবানাং তেজঃপুঞ্জসমুদ্ভবা।
বভূবাতিবরা নারী সুন্দরী বিস্ময়প্রদা॥[১]

—দেবেশ বিষ্ণু এই কথা বললে ব্রহ্মার বদন থেকে অতীব দুঃসহ তেজোরাশি স্বয়ং প্রকাশিত হয়েছিল, পদ্মরাগমণিতুল্য রক্তবর্ণ শুভাকার, ঈষৎ শীতল, ঈষৎ উষ্ণ কিরণজালমণ্ডিত সেই নির্গত তেজ ভূরিগতিসম্পন্ন হরি এবং হর বিস্মিত হয়ে দেখলেন। শঙ্করের শরীর থেকেও মহৎ অদ্ভুত, রৌপ্যবর্ণ, দুর্দর্শ, ভয়ংকর, দেব ও দানবদের পক্ষে ভয়ংকর তমোগুণসদৃশ, পর্বততুল্য বিশাল ঘোর তেজ নির্গত হোল। তারপর বিষ্ণুর শরীর থেকে অপর তেজোরাশির মত সত্ত্বগুণান্বিত নীলবর্ণ মহৎ জ্যোতি প্রকাশিত হোল। তারপর চন্দ্রের শরীর থেকে বিচিত্ররূপী সর্বগুণান্বিত সুসংহত তেজ আবির্ভূত হয়। কুবের, বরুণ, অগ্নি ও বরুণের দেহ থেকেও সেইভাবে চতুর্দিকে তেজ নির্গত হতে লাগলো। অন্য দেবতাদেরও শরীর থেকে অত্যুজ্জ্বল মহাতেজোরাশি নির্গত হোল। হিমালয়ের মত মহাদিব্য বিশাল তেজোরাশি দেখে বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবতা বিস্মিত হলেন। দেবগণের সম্মুখেই তেজঃপুঞ্জসম্ভবা বিস্ময়করী শ্রেষ্ঠা নারী আবির্ভূতা হলেন।

এই বিবরণে সকল দেবতাদের পর্বতোপম তেজ দেবী মহামায়ার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ব্রহ্মার তেজ রক্তবর্ণ, বিষ্ণুর তেজ নীলবর্ণ এবং শিবের তেজ শুভ্রবর্ণ। যে দেবতার যে রূপ তাঁর তেজও তদনুরূপ। এখান থেকে দেবশক্তির সমন্বিতরূপ মহাশক্তির স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়। এই মহাশক্তি উমা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও শচী থেকে ভিন্না রূপে বর্ণিতা হলেও স্বরূপতঃ অভিন্না।

কাত্যায়নী: দেবীভাগবতে দেবতেজঃসম্ভূতা মহাশক্তির নাম মহালক্ষ্মী; বামনপুরাণে দেবীর নাম কাত্যায়নী। মহিষাসুর নিধনের জন্যই দেবতাদের কোপ থেকে কাত্যায়নীর জন্ম। দেবতেজ ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে উপস্থিত হলে ঋষি কাত্যায়নের তেজ দেবতেজের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ায় এই সম্মিলিত তেজ থেকে দেবতেজঃসম্ভূতা কাত্যায়নীর জন্ম হয়।

ইত্থং মুরারিঃ সহ শঙ্করেণ শ্রুত্বা বচো বিপ্লুতচেতসাং হি।
দৃষ্ট্বাত্র চক্রে সহসৈব কোপং কালাগ্নিকল্পো হরিরব্যয়াত্মা॥
ততোঽনুকোপান্মধুসূদনস্য শঙ্করস্যাপি পিতামহস্য।
তথৈব শক্রাদিষু দৈবতেষু মহদ্ধিতেজো বদনাদ্বিনিঃসৃতম্॥

১ দেবীভাগ—৮।৮।৩৩-৪৩

তচ্চৈকতাং পর্বতকূটসন্নিভং জগাম তেজঃ প্রবরাশ্রমে মুনে।
কাত্যায়নস্যাপ্রতিমেন তেজসা মহার্ষিণা তেজ উপাকৃতঞ্চ ॥
তেনর্ষিসৃষ্টেন চ তেজসাবৃতং জ্বলৎপ্রকাশার্কসহস্রতুল্যং।
তস্মাচ্চজাতা তরলায়তাক্ষী কাত্যায়নী যোগবিশুদ্ধদেহা ॥[১]

—এইভাবে বিষ্ণু শংকরের সঙ্গে দেবতাদের কথা শুনে এবং তাঁদের অবস্থা দেখে বিহ্বলচিত্ত হয়ে অব্যয়াত্মা হরিহর সহসা কালাগ্নিসদৃশ কোপ প্রকাশ করলেন। তারপর মধুসূদন শংকর ও পিতামহ ব্রহ্মার অনুরূপভাবে ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণের বদন থেকে মহৎ তেজ নির্গত হোল। হে মুনে, সেই পর্বতশৃঙ্গসদৃশ একতাপ্রাপ্ত তেজ কাত্যায়নের শ্রেষ্ঠ আশ্রমে গমন করে। কাত্যায়নের অতুলনীয় তেজের দ্বারা মহর্ষি ঐ তেজকে বর্ধিত করলেন। ঋষিসৃষ্ট তেজের দ্বারা আবৃত হওয়ায় ঐ তেজ সহস্র সূর্যতুল্য প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো, সেই তেজ থেকে চঞ্চল ও দীর্ঘনয়না যোগবিশুদ্ধদেহা কাত্যায়নী জন্মালেন।

শিবের তেজে হোল দেবীর মুখ, অগ্নির তেজে জন্মাল ত্রিনয়ন, যমের তেজে কেশ, বিষ্ণুর তেজে অষ্টাদশ বাহু, চন্দ্রের তেজে স্তনযুগল, ইন্দ্রের তেজে মধ্যভাগ, বরুণের তেজে উরু, জঙ্ঘাদ্বয় ও নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পাদযুগল সৃষ্টি হোল। এইভাবে সকল দেবতার তেজে দেবী কাত্যায়নীর অবয়ব গঠিত হোল। এখানেও কাত্যায়নীর সঙ্গে অন্যান্য দেবতার সম্পর্ক যতটুকু, শিবের সঙ্গে তার বেশী নয়। মহিষাসুর বধের পর কাত্যায়নী শিবের পাদমূলে প্রবেশ করেছিলেন—

সংস্তূয়মানা সুরসিদ্ধসঙ্ঘৈঃ কাত্যায়নী সা হরপাদমূলে।
ভূয়োভবিষ্যাম্যমরার্থমেবমুক্ত্বা সুরাংস্তান্ প্রাবিবেশ দুর্গা।[২]

—দেবগণ এবং সিদ্ধগণের দ্বারা স্তুতা হয়ে সেই কাত্যায়নী দুর্গা দেবগণকে আবার আমি আবির্ভূতা হব বলে শিবের পাদমূলে প্রবেশ করেছিলেন।

বামনপুরাণের এই উপাখ্যানটি অপর দুটি উপাখ্যান অপেক্ষা প্রাচীনতর বোধ হয়। কালিকাপুরাণের অনুরূপ এখানেও দেবতেজ বিনির্গতা মহাশক্তি ঋষি কাত্যায়নের দ্বারা কায়াবতী হয়েছিলেন এবং কাত্যায়নী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন—

ইতি প্রকুপ্যতাং তেষাং শরীরেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্।
নিশ্চক্রমুশ্চ তেজাংসি শক্তিরূপাণি তৎক্ষণাৎ ॥
তত্তেজোভির্ধৃতবপুর্দেবী কাত্যায়নেন বৈ।
পশ্চাজ্জঘান মহিষং জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী ॥[৩]

—এইভাবে প্রকুপিত দেবগণের শরীর থেকে শক্তিরূপী তেজ তৎক্ষণাৎ নির্গত হয়েছিল। সেই তেজ কাত্যায়নের দ্বারা কায়া লাভ করেছিল। পরে জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী দেবী মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন।

---

১ বাঃ পুঃ—১৮।৫-৮ ২ বাঃ পুঃ—২০।৫১
৩ কাঃ পুঃ—৬০।৭৬-৭৭

দেবগণের রোষসম্ভূতা চণ্ডী ও কাত্যায়নী একই দেবতার নামান্তর মাত্র। এই দেবী মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। তন্ত্রসারে কাত্যায়নীর ধ্যানমন্ত্রে কাত্যায়নীকে দশভুজা মহিষাসুর মর্দিনী চণ্ডীরূপেই বর্ণনা করা হয়েছে।

সব্যপাদসরোজেনালঙ্কৃতোরুমৃগাধিপাম্।
বামপাদাগ্রদলিতমহিষাসুরনির্ভরাম্॥
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং চারুনেত্রত্রয়াম্বিতাম্।
হারনূপুরকেয়ূরজটামুকুটমণ্ডিতাম্।
বিচিত্রপট্টবাসামর্ধচন্দ্রবিভূষিতাম্॥
খড়্গখেটকবজ্রাণি ত্রিশূলং বিশিখং তথা।
ধারয়ন্তীং ধনুঃ পাশং শঙ্খং ঘণ্টাং সরোরুহাম্।
বাহুভির্ললিতৈর্দেবীং কোটিচন্দ্রসমপ্রভাম্॥[১]

—যিনি দক্ষিণ পাদপদ্ম দ্বারা বিশাল মৃগরাজকে অলংকৃত করিয়া বামপদের অগ্রদ্বারা মহীষাসুরকে বিদলিত করিতেছেন, যাঁহার সুন্দর বদন সর্বদা সুপ্রসন্ন, মনোহর তিনটি নেত্র, হার, নূপুর, কেয়ুর, জটামুকুট প্রভৃতি অলঙ্কারে যিনি বিভূষিতা, যাঁহার পরিধানে বিচিত্র পট্টবস্ত্র ও কপালে অর্ধচন্দ্র, সুকোমল দশবাহু দ্বারা যিনি খড়্গ, খেটক, বজ্র, ত্রিশূল, বাণ, ধনুঃ, পাশ, শঙ্খ, ঘণ্টা ও পদ্ম এই দশবিধ অস্ত্র ধারণ করিতেছেন, কোটি চন্দ্রের ন্যায় যাঁহার দেহপ্রভা···সেই দেবীকে ধ্যান করিবে।[২]

বলা বাহুল্য, এই মূর্তি মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার। হরিবংশে দেবী কাত্যায়নী অষ্টাদশভুজা—

অষ্টাদশভুজা দেবী দিব্যাভরণভূষিতা।
হারশোভিতসর্বাঙ্গী মুকুটোজ্জলভূষণা॥
কাত্যায়নী স্তূয়সে ত্বং বরমগ্রে প্রযচ্ছসি।[৩]

চণ্ডীর উপাখ্যানে চণ্ডী ও কাত্যায়নী একই দেবতার দুই নাম। ডঃ আর জি. ভাণ্ডারকরের মতে কাত্যজাতির দ্বারা পূজিতা হয়েছেন বলেই দেবীর নাম হয়েছে কাত্যায়নী।[৪] কাত্যায়নী পূজা অনেক প্রাচীন। বাণভট্ট কাদম্বরীতে কাত্যায়নীর উল্লেখ করেছেন—কাত্যায়ন্যা ত্রিশূলেনেবাঙ্কিতম্।[৫] ভাগবতে কুমারীরা মনোমত পতিলাভের কামনায় কাত্যায়নী পূজা করতেন।[৬] চণ্ডীতে কাত্যায়নী চণ্ডীরই নাম। শুম্ভনিশুম্ভ বধের পর দেবগণ কাত্যায়নীর স্তুতি করেছিলেন।[৭] গোপাল চক্রবর্তী চণ্ডীর টীকায় কাত্যায়নী শব্দের অর্থ প্রসংগে লিখেছেন, "কাত্যায়নাশ্রমে প্রাদুর্ভূতত্বাৎ কাত্যায়নী।"[৮] মনে হয়, কাত্যায়ন ঋষি বা কাত্যায়ন বংশীয়দের দ্বারা দেবী পূজিতা হতেন।

১ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ৬০৪ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
৩ হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব—১২০।০২ ৪ Sakti Cult and Tara—Page 4
৫ কাদম্বরী—জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত (১৮৮৯)—পৃঃ ১০৩
৬ ভাগবত—১০।১২ ৭ চণ্ডী ১১।১—টীকা ৮ মার্কণ্ড পুঃ—১২।২২

দেবীর বিবিধ নাম : যিনি দেবতেজ:সম্ভবা চণ্ডী, তিনিই কাত্যায়নী, তিনিই কালী, দুর্গা, চামুণ্ডা, পার্বতী প্রভৃতি বিচিত্র নামে অভিহিতা। দেবী চামুণ্ডারূপে চণ্ডমুণ্ড বধ করেছেন, দুর্গারূপে বধ করেছেন দুর্গাসুর, কালীরূপে পান করেছেন রক্তবীজের রক্ত। একই মহাশক্তির যেমন বিচিত্র নাম, তেমনি বিচিত্র তাঁর রূপ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডী, কালী, চামুণ্ডা, পার্বতী, দুর্গা, কৌশিকী, বিন্ধ্যবাসিনী, রক্তদন্তিকা, শতাক্ষী, শাকম্ভরী, ভীমা, ভ্রামরী প্রভৃতি বিচিত্র নাম-রূপের সমন্বয় ঘটেছে। এই দেবী মহিষাসুর বধ করার জন্যই মহিষাসুরমর্দিনী বা মহিষমর্দিনী নামে খ্যাত হয়েছিলেন। সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য দেবীর মৃণ্ময়ী প্রতিমা গড়ে পূজা করেছিলেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণের এই বিবরণ অনুসারেই মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার মূর্তি নির্মিত ও পূজিত হয়। মার্কণ্ডেয়পুরাণেই শরৎ-কালে চণ্ডীর পূজার উল্লেখ রয়েছে—

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।

চণ্ডীর স্বরূপ : চণ্ডী কাত্যায়নীর সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে শিব বা হিমালয়ের স্বতন্ত্র আত্মীয়তা গড়ে ওঠে নি। চণ্ডী রুদ্রাণী শিবানীও নন—হিমালয় দুহিতাও নন। তিনি কোন অনার্যজাতি সেবিতা উর্বরতাদেবী বা মাতৃকামূর্তিও নন। তিনি দেবতাদের তেজ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। এখানে সকল দেবতারই তেজ বা শক্তি সমানভাবে সম্মিলিত হয়ে পর্বতের মত বিশালাকার লাভ করে দেবীমূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। সৌরশক্তির গুণকর্মভেদে পরিকল্পিত বিভিন্ন দেবসত্তার শক্তি বা তেজ একত্রিত হয়ে হলেন মহাশক্তি। সূর্য ও অগ্নির অশুভ-নাশিনী শক্তি দানবদলনী মহাশক্তিতে পরিণত হলেন। সুতরাং দিব্যসরস্বতী, আকাশগঙ্গা ও দেবতেজ:সম্ভবা চণ্ডী এক এবং অভিন্না।

মহিষাসুর বধ : মহিষাসুর অবশ্যই কোন শরীরী জীব নয়। বৈদিক বৃত্রের মতই কোন নৈসর্গিক আলোক আবরণকারী অশুভশক্তি মহিষাসুর বা দুর্গমাসুর। দেবীভাগবত ও বামনপুরাণ অনুসারে মহিষাসুর রম্ভাসুরের পুত্র, অগ্নি-উপাসক ও অগ্নির বরে বলদৃপ্ত। বামনপুরাণ বলেন যে এক মহিষী ও রম্ভাসুরের মিলনে মহিষাকৃতি মহিষাসুরের জন্ম হয়েছিল। কালো মেঘ বা কালো অন্ধকারকে মহিষ কল্পনা করা সহজ। ঋগ্বেদে মহিষ শব্দটি পাই।[১] সেখানে মহিষ শব্দের অর্থ বিরাট—প্রভূত বলশালী। অতএব মহিষাসুর বৃত্রের মতই সূর্যাগ্নির জ্যোতি-আবরক কোন শক্তি। ঋগ্বেদে সরস্বতী বৃত্রঘ্নী—ঘোররূপা; পুরাণে বৃত্রাসুর ত্বষ্টার যজ্ঞাগ্নি থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল। বৃত্রঘ্নী সরস্বতী পরে হলেন মহিষঘ্নী চণ্ডী। মহিষাসুরকে বধ করে দেবী কাত্যায়নী শিবের পায়ে প্রবেশ করেছিলেন অর্থাৎ সূর্যতেজ অশুভ শক্তি নাশের পর সূর্যরূপী রুদ্রশিবের পায়ে মিশে গেলেন একাত্ম হয়ে।

---

১ ঋগ্বেদ—৮।১২।৮

মহিষমর্দিনী সম্পর্কে একরকম ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাও বর্তমান। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের সমরপ্রিয়া ব্যাইর্‌গো (Virgo) দেবীই দুর্গা। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসিগণ মন্‌থ্‌মের জাতিকে জয় করেছিল। মন্‌থ্‌মের জাতির কাছে মহিষ ছিল মূল্যবান্ এবং পবিত্র পশু। মন্‌থ্‌মের জাতিকে জয় করাই হোল মহিষমর্দন।[১] কিন্তু মন্‌থ্‌মের বিজয় ও মহিষ বিজয়কে সমার্থক শব্দ রূপে গণ্য করা এবং মন্‌থ্‌মের বিজয়ের সঙ্গে মহিষমর্দিনী দেবীর সংযোগ স্থাপন করা নিতান্তই কষ্টকল্পনার ব্যাপার। কিভাবে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের মন্‌থ্‌মের বিজয় ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে এসে মহিষাসুরমর্দিনী দেবীতে পরিণত হলেন তার কোন যুক্তিসঙ্গত হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না, তাই এরূপ কষ্টকল্পনা নিরর্থক। মহিষাসুর বধের কাহিনী-কল্পনা যে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের (সরস্বতীসহ) বৃত্রবিজয়ের কাহিনীর রূপান্তর তাতে সন্দেহ নেই। মহাভারতে মহিষাসুর বধ করেছেন অগ্নিপুত্র কার্তিকেয়,—দুর্গা মহিষমর্দিনী নন। মহাভারতে কার্তিকেয়ের জন্ম হয়েছিল মহিষাসুর বধের উদ্দেশ্যেই জন্মের ষষ্ঠদিনে দেবসেনার অধিপতি হয়ে কুমার কার্তিকেয় মহিষাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন।[২] মহিষাসুরের পরাক্রমে দেবগণ ও দেবসৈন্য নির্জিত হলে কার্তিকেয় শক্তির দ্বারা মহিষাসুরকে বধ করেন।

স চাপি তাং প্রজ্বলিতাং মহিষস্য বিদারিণীম্।
মুমোচ শক্তিং রাজেন্দ্র মহাসেনো মহাবলঃ॥
সা মুক্তাভ্যহরত্তস্য মহিষস্য শিরো মহৎ।
পপাত ভিন্নে শিরসি মহিষস্ত্যক্তজীবিতঃ॥
পততা শিরসা তেন দ্বারং ষোড়শ যোজনম্।
পর্বতাভেন পিহিতং তদাগম্যং ততোঽভবৎ।[৩]

—হে রাজেন্দ্র; মহিষঘাতিকা প্রজ্বলিতা শক্তি সেই মহাবলী মহাসেন কার্তিকেয় ত্যাগ করেছিলেন। সেই শক্তি নিক্ষিপ্ত হয়ে মহিষের বিশাল শির ছিন্ন করলো। শির ছিন্ন হওয়ায় মহিষ প্রাণত্যাগ করে পতিত হোল। বিচ্ছিন্ন পর্বততুল্য শিরের দ্বারা ষোড়শশত যোজন দ্বার রুদ্ধ হয়েছিল, সুতরাং গমনের অযোগ্য হয়েছিল।

ষোড়শ যোজন বিস্তৃত মহিষাসুরের পর্বতাকৃতি ছিন্নমুণ্ড পর্বতাকৃতি পর্বে পর্বে স্তূপীকৃত মেঘ ছাড়া আর কি হতে পারে? পর্বত শব্দের এক অর্থ মেঘ। কার্তিকেয়ের শক্তি দ্বারা নিহত মহিষাসুর পুরাণে দেবগণের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা হত হয়েছে।

স্কন্দপুরাণে (আবন্ত্যখণ্ড) মহিষাসুর বধ করেছেন শিবগণ। মহিষাসুরের নাম ছিল অমরকণ্টক। অমরকণ্টক বা দেবকণ্টক দৈত্য রুদ্রগণের সঙ্গে যুদ্ধকালে

১ ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ১ম সং—পৃঃ ৫৪
২ হিন্দুদের দেবদেবী ২য় পর্ব, ২য় সং—পৃঃ ১১০ ৩ মহাঃ, বনপর্ব—পৃঃ ১৩১।১৫-১৭

মহিষের আকৃতি ধারণ করেছিল। শিবের আদেশে দেবগণ (অথবা শিবগণ) শূল, মুষল ও শরজালের আঘাতে মহিষবেশী দেবকণ্টককে বধ করেছিলেন।

ততো দেবগণা দৃষ্ট্বা তমায়ান্তং মহাসুরম্।
গর্জমানং মহানাদং ভ্রমমাণং মহাভুজম্॥
বিভিদুঃ শূলসঙ্ঘাতৈরসিভিঃ মুষলৈস্তথা।
সন্নহ্য শরজালেন ভূমৌ ন্যপাতয়ন্॥[১]

রুদ্রগণ ও মরুদ্‌গণ একাত্ম।[২] সুতরাং মহামেঘরূপী মহিষাসুরকে হত্যা করা ঝঞ্ঝার অধিদেবতা সৌরতেজোরূপী রুদ্রগণ, ষড়হযাগরূপী দেবসেনাপতি কার্তিকেয় এবং দেবতেজোরূপা কাত্যায়নী চণ্ডীর পক্ষে সমানভাবেই সম্ভব।

বিষ্ণুমায়া যোগনিদ্রা চণ্ডী : আরও একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মার্কণ্ডেয়াদিপুরাণে শিবের সঙ্গে চণ্ডীর সম্পর্ক তেমন ঘনিষ্ঠ নয়,—পরন্তু শিব অপেক্ষা বিষ্ণুর সঙ্গেই চণ্ডীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। মার্কণ্ডেয়পুরাণে মধুকৈটভবধ উপাখ্যানে দেবী বিষ্ণুর যোগনিদ্রা। প্রলয়পয়োধিজলে অনন্তশয্যায় যোগনিদ্রামগ্ন বিষ্ণুর নাভিকমলস্থিত ব্রহ্মাকে বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূত মধু ও কৈটভ নামক দানবদ্বয় আক্রমণ করলে ব্রহ্মা বিষ্ণুর যোগনিদ্রাকে স্তবের দ্বারা প্রসন্ন করেছিলেন।

তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ।
বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্রকৃতালয়াম্॥
বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহার কারিণীম্।
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ॥[৩]

—হরির জাগরণের নিমিত্ত হরিনেত্রবাসিনী যোগনিদ্রা বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী স্থিতিসংহারকারিণী ভগবতী অতুলনীয়া তেজঃসম্পন্না বিষ্ণুর নিদ্রাকে বিষ্ণুর হৃদয়স্থিত প্রভু স্তব করেছিলেন।

ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হয়ে যোগনিদ্রা বিষ্ণুর চক্ষু, মুখ, নাসিকা, বাহু, উদর ও বক্ষঃস্থল থেকে বহির্গত হয়ে ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর হলেন।

নেত্রাস্যনাসিকাবাহুহৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ।
নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ॥[৪]

মধুকৈটভবধাখ্যানে দেবী বিষ্ণুর যোগনিদ্রা,—শুম্ভনিশুম্ভ বধকালে তিনি বিষ্ণুমায়া। শুম্ভ ও নিশুম্ভবধের প্রাক্কালে দেবগণ হিমালয়ে গিয়ে দেবী বিষ্ণুমায়ার স্তব করেছিলেন—

ইতিকৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্।
জগ্মু স্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ॥[৫]

---

১ স্কন্দঃ, আবন্ত্য—৯।১২-১৩
২ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য়পর্ব—২য় পর্ব—২য় সং, পৃঃ ১১৫-১৬
৩ মার্কণ্ডেয়পুঃ—৮১।৬২-৬৪ ৪ মার্কণ্ডেয়পুঃ—৮১।৮৬ ৫ মার্কণ্ডেয়পুঃ—৮৫।১৪

এই দেবী সর্বভূতে বিষ্ণুমায়ারূপে বিরাজিতা—যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।[১] ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অম্বিকা বৈষ্ণবী গৌরী ও পার্বতী একই দেবতার নাম।[২] দেবীর বৈষ্ণবী নামের হেতু প্রসঙ্গে উক্ত পুরাণে বলা হয়েছে—

বিষ্ণুভক্তা বিষ্ণুরূপা বিষ্ণোঃ শক্তিস্বরূপিণী।
সৃষ্টৌ চ বিষ্ণুনা সৃষ্টা বৈষ্ণবী তেন কীর্তিতা ॥[৩]

—দেবী বিষ্ণুভক্তা, বিষ্ণুরূপা, বিষ্ণুর শক্তিরূপিণী, সৃষ্টিকালে তিনি বিষ্ণুর দ্বারা সৃষ্টা হয়েছেন, সেইজন্য তিনি বৈষ্ণবী নামে প্রসিদ্ধা।

স্কন্দপুরাণে দুর্গাসুর-হন্ত্রী দেবী দুর্গা শঙ্খচক্রগদাধারিণী বিষ্ণুস্বরূপিণী—

ত্রৈলোক্যব্যাপিনি শিবে শঙ্খচক্রগদাধরি।
স্বশার্ঙ্গ ব্যগ্রহস্তাগ্রে নমো বিষ্ণুস্বরূপিণি ॥[৪]

দেবী চণ্ডী নারায়ণী; বামনপুরাণে কাত্যায়নী ও নারায়ণী—নারায়ণীং সর্বজগৎ প্রতিষ্ঠাং কাত্যায়নীং ঘোরমুখীং স্বরূপাম্॥[৫] এই দেবী নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা যোগমায়া।[৬] কালিকাপুরাণেও দেবী যোগনিদ্রা মহামায়া—

যোগনিদ্রা মহামায়া জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী।[৭] ইনিই সুকৃত ব্যক্তির সৌভাগ্য-লক্ষ্মী—শ্রী— বিষ্ণুবক্ষোবিহারিণী—

শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা।[৮]

কালিকাপুরাণে বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়ার স্তব করেছিলেন ব্রহ্মা—

ত্রৈলোক্যং তোয়সম্পূর্ণং শয়ানং পুরুষোত্তমম্।
নিরীক্ষ্য বৈষ্ণবীং মায়াং মহামায়াং জগন্ময়ীম্ ॥
যোগনিদ্রাং স তুষ্টাব হরেরঙ্গেষু সংস্থিতাম্।[৯]

—সমস্ত ত্রিলোক জলপূর্ণ, নিদ্রামগ্ন, শায়িত পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে দেখে হরির অঙ্গসমূহে স্থিতা যোগনিদ্রা বিষ্ণুমায়া মহামায়া জগন্ময়ী বৈষ্ণবীকে স্তব করলেন।

ইনি ব্রাহ্মণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, কৌমারী প্রভৃতি বিচিত্র রূপে প্রকাশিতা হলেও প্রধানতঃ নারায়ণী। দেবীকে নারায়ণীরূপে বারংবার স্তুতিনুতি জ্ঞাপন করা হয়েছে চণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত দেবী স্তবে।[১০] স্কন্দপুরাণে বিষ্ণুমায়া দ্বাপরযুগে মহিষাসুর বধকালে বিষ্ণুর সঙ্গে উৎপন্না হয়েছিলেন।

ইদং চতুর্গুণং প্রাপ্য দ্বাপরে বিষ্ণুণা সহ।
মহিষস্য বধার্থায় উৎপন্না কৃষ্ণপিঙ্গলা ॥[১১]

---

১ মার্কণ্ডেয় পুঃ—৮৫।১৪ ২ ব্রহ্মবৈঃ. প্রকৃতিখণ্ড—৫৭।৩
৩ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতিখণ্ড—৫৭।২১ ৪ স্কন্দঃ কাশীখণ্ড উত্তরার্ধ—৭২।৩৮
৫ বাঃ পুঃ—২০।৫০ ৬ মার্ক পুঃ ৯২ অঃ ৭ কাঃপুঃ—৬০।৫৭
৮ মার্কপুঃ—৪।১১ ৯ কাঃ পুঃ—২৭।৩২ ১০ মার্কপুঃ—১১ অঃ
১১ স্কন্দপ্রভাস - ৭।৩৭

বরাহপুরাণে বৈষ্ণবী শক্তি বিষ্ণুমায়া বহু কুমারী সৃষ্টি করে কৌমার ব্রত পালন করেছিলেন। দেবর্ষি নারদ বিষ্ণুমায়ার আশ্চর্য রূপের কথা মাহিষ্মতীপুরীর অধীশ্বর মহিষাসুরের কাছে ব্যক্ত করায় মহিষাসুর দেবতাদের মথিত ও নির্জিত করে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। দেবী বিংশভুজা হয়ে সিংহে আরোহণ করে রুদ্রকে সহায় নিয়ে দশসহস্র বৎসর যুদ্ধ করে মহিষাসুরকে হত্যা করেছিলেন।[১]

দেবতেজ থেকে জাতা বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপিণী বৈষ্ণবী বিষ্ণুমায়াই লক্ষ্মী—বিষ্ণুর শক্তি—দেবীভাগবত অনুসারে মহালক্ষ্মী।[২] হরিবংশে আর্যাস্তবে (৩ অঃ) দেবী দুর্গা বলদেবের ভগিনী এবং নন্দগোপসুতা—

ভগিনী বলদেবস্য রজনী কলহপ্রিয়া...
নন্দগোপসুতা চৈব দেবানাং বিজয়াবহা।[৩]

মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গাস্তবে দেবী নারায়ণপ্রিয়া, কিন্তু যশোদাগর্ভসম্ভূতা—

যশোদাগর্ভসম্ভূতাং নারায়ণবরপ্রিয়াম্।
নন্দগোপকুলে জাতাং মঙ্গল্যাং কুলবর্ধিনীম্॥[৪]

মহাভারতে অর্জুনকৃত দুর্গাস্তবেও দেবী শ্রীকৃষ্ণের অনুজা—নন্দবংশোদ্ভবা—গোপেন্দ্রস্যানুজে জ্যেষ্ঠে নন্দকুলোদ্ভবে।[৫]

মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবী বৈবস্বত মন্বন্তরে নন্দগোপকুলে জাতা যশোদা-গর্ভা-সম্ভবা হয়ে শুম্ভনিশুম্ভ দৈত্য বধ করার আশ্বাস দিয়েছেন।[৬] বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতায় একানংশা দেবী (চণ্ডীর রূপভেদ) কৃষ্ণ ও বলরামের মধ্যস্থলে স্থাপিতা।[৭] পুরীর জগন্নাথ বিগ্রহে জগন্নাথ ও বলরামের মধ্যভাগে লক্ষ্মীরূপিণী সুভদ্রা এবং ভুবনেশ্বরে অনন্তবাসুদেবের মন্দিরের গর্ভগৃহে কৃষ্ণ ও বলরামের মধ্যস্থিতা দেবীমূর্তির কথা স্মর্তব্য। বিষ্ণুমায়া চণ্ডী বিষ্ণুশক্তি এবং নন্দগোপকন্যা বিষ্ণু কৃষ্ণের ভগিনী। লৌকিক সম্পর্কে বিরোধ হলেও অলৌকিক দেবলীলায় রুদ্র, অম্বিকা, উষা, সূর্য, ব্রহ্মা, সরস্বতী প্রভৃতির মত বিরোধ স্বীকার্য নয়।[৮] বিষ্ণু, শক্তি বিষ্ণুমায়াই আবার শিবশক্তি চণ্ডী, সতী বা পার্বতীর সঙ্গে অভিন্না হয়ে গেলেন। যিনি বিষ্ণু, তিনিই ত শিব। সুতরাং জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী, লক্ষ্মী, স্বর্গগঙ্গা ও চণ্ডীতে তফাৎ কোথায়? তাত্ত্বিক বিচারে স্বরূপতঃ সকলেই এক। তাই বৈষ্ণবী নারায়ণী হয়েও দেবী শিবানী।

সতী ও পার্বতী : পুরাণের বিষ্ণুমায়া চণ্ডী কাত্যায়নীর সঙ্গে শিবগৃহিণী উমা-পার্বতীর (তত্ত্বের দিক বাদে) কাহিনীগত সংযোগ আবিষ্কার করা কঠিন। হিমালয় নন্দিনী শিবজায়া পার্বতী উমা ছিলেন পূর্বজন্মে দক্ষ-দুহিতা সতী; দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করার পরে জন্মান্তরে তিনি গিরিরাজকন্যা উমারূপে পুনর্বার

১ বরাহপুঃ ৯৫ অঃ ২ দেবীভাগ—৫।৮।৪৪ ৩ হরিবংশ—৩।১০-১১
৪ মহাঃ, বিরাটপর্ব—৬।২ ৫ মহাঃ, ভীষ্ম পর্ব—২৩।৭ ৬ মার্ক পুঃ—৯১।৪২
৭ বৃহৎ সং—৫৮।৩৭ ৮ এই গ্রন্থের ২য় পর্ব জগন্নাথ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

মহাদেবকে আশ্রয় করেছিলেন। এই উপাখ্যানে উমা-পার্বতী দৈত্যঘাতিনীও নন,—সিংহবাহিনীও নন। তিনি হরজায়া হিমবান-নন্দিনী গণেশ ও কার্তিকেয়-জননী। কার্তিকেয় তাঁর গর্ভে উৎপন্ন না হলেও তিনিই প্রকৃতপক্ষে কার্তিকেয়ের মাতা। মহাসুরতলিপ্ত শিবের তেজ অগ্নির মাধ্যমে গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হওয়ায় গঙ্গা থেকে শরস্তম্বে নিক্ষিপ্ত তেজ থেকে কার্তিকেয়ের জন্ম হয়েছিল।[১] নিজের গাত্রমল থেকে উমা গণেশকে নির্মাণ করেছিলেন।[২] এই জন্য গণেশ ও কার্তিকেয় দুই পুত্রের তিনি জননী।

যিনি পরের জন্মে পার্বতী, তিনিই পূর্বজন্মে সতী—দক্ষের কন্যা। দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করে তিনি গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

মূঢ়দক্ষদোষে যবে দেহে ছাড়ি, সতি,
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম লভিলা আপনি।[৩]

এইমতে দক্ষযজ্ঞ বিনাশি অভয়া।
পুণ্যবান দেখি হিমালয়ে কৈলা দয়া॥
লোক শুভহেতু সেই হৈল শুভদিন।
হিমালয়ে জন্ম মাতা হইলা যে দিন॥[৪]

অথাবমানেন পিতুঃ প্রযুক্তা
দক্ষস্য কন্যা ভবপূর্বপত্নী।
সতী সতী যোগবিসৃষ্টদেহা
তাং জন্মনে শৈলবধূং প্রপেদে॥[৫]

—অনন্তর পিতৃকৃত অপমানে দক্ষের কন্যা ভবের পূর্বপত্নী সতী যোগের দ্বারা দেহত্যাগ করে পরজন্মে পর্বতরাজবধূকে প্রাপ্ত হলেন।

মৎস্যপুরাণেও দক্ষসুতার পার্বতীরূপে পুনর্জন্মের উল্লেখ রয়েছে—

শঙ্করস্যাভবৎ পত্নী সতী দক্ষসুতা তু যা॥
সা মৃতা কুপিতা দেবী কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে।
ভবিতা হিমশৈলস্য দুহিতা লোকভাবনী॥[৬]

পদ্মপুরাণে দক্ষযজ্ঞের পরে পত্নী বিরহিত শিবকে নারদ সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—

সা তে সতী যা দেবেশভার্য্যা প্রাণসমা স্মৃতা
হিমবদ্দুহিতা সা চ মেনাগর্ভসমুদ্ভবা।
জগ্রাহ দেহমন্তং সা বেদবেদার্থবেদিনী।[৭]

---

১ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য় পর্ব, স্কন্দ-কার্তিকেয় প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য
২ ঐ রুদ্রাণী ও গণেশ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ৩ মেঘনাদবধ কাব্য—২য় সর্গ
৪ কবিকঙ্কণ চণ্ডী ৫ কুমারসম্ভব কাব্য—১।২১
৬ মৎস্যপুরাণ—১৫৪।৬০-৬১ ৭ পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড—৫।১৩-১৪

—হে দেবেশ, তোমার প্রাণসমা ভার্যা সতী, তাঁর কথা স্মরণ করছ, তিনি বেদ ও বেদার্থজ্ঞা, মেনাগর্ভে হিমবানের কন্যারূপে অন্যদেহ গ্রহণ করেছেন।

বায়ুপুরাণের উল্লেখ :

অথ দেবী সতী যা তু প্রাপ্ত বৈবস্বতেঽন্তরে।
মেনায়াং তন্মাং দেবীং জনয়ামাস শৈলরাট্ ॥[১]

স্কন্দপুরাণেও সতীর জন্মান্তরের উল্লেখ পাই :

দক্ষাপমানাৎ সঞ্জাতা তদা পর্বতপুত্রিকা।[২]

দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের তাৎপর্য পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে।[৩] আদিত্যগণের অন্যতম দক্ষ সূর্য এবং দক্ষ যজ্ঞবিশেষের নাম। সুতরাং দেবতেজঃসম্ভূতা এবং বিষ্ণুশক্তি। সতীর উদ্ভবের গল্পটি পদ্মপুরাণে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে,—

পূর্বকালে মহাপ্রলয়ে ত্রিলোক দগ্ধীভূত হলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৌভাগ্যশ্রী বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল আশ্রয় করলেন। তৎপরে পুনঃ সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বিবাদ সুরু করলেন। সেইসময়ে ভীষণ বহ্নিজ্বালা তপ্ত হয়ে অন্তরীক্ষে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং ব্রহ্মপুত্র দক্ষ তা পান করেন, ফলে দক্ষের বল ও তেজ বৃদ্ধি পেতে থাকে। দক্ষ যে বিষ্ণুতেজ পান করেছিলেন, তাই সতীরূপে আবির্ভূতা হলেন, মহাদেব সেই ত্রৈলোক্যসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করলেন—

স্পর্ধায়াঞ্চ প্রবৃদ্ধায়াং কমলাসনকৃষ্ণয়োঃ
পিঙ্গাকারা সমুদ্ভূতা বহ্নিজ্বালাতিভীষণা ॥
ভয়াভিতপ্তস্য হরের্বক্ষসস্তদ্বিনিঃসৃতম্।
যদ্বক্ষস্থলমাশ্রিত্য বিষ্ণোঃ সৌভাগ্যমাস্থিতম্।

* * *

উৎক্ষিপ্তমন্তরীক্ষাত্তু ব্রহ্মপুত্রেণ ধীমতা ॥
দক্ষেণ পীতমাত্রং তদ্রূপলাবণ্যকারকম্।
বলং তেজো মহজ্জাতং দক্ষস্য পরমেষ্ঠিনঃ ॥

* * *

পীতং যদ্ব্রহ্মপুত্রেণ যোগজ্ঞানবিদাপুরা।
দুহিতা সাভবত্তস্মাৎ যা সতীরিত্যভিধীয়তে ॥[৪]

—ব্রহ্মা এবং কৃষ্ণের স্পর্ধা বর্ধিত হলে অতি ভীষণ পিঙ্গলবর্ণ বহ্নিজ্বালা প্রাদুর্ভূত হোল। হরির বক্ষঃস্থল থেকে তা নির্গত হোল, যে বক্ষঃস্থল আশ্রয় করে বিষ্ণুর সৌভাগ্য অবস্থান করে।…সেই উৎক্ষিপ্ত তেজ অন্তরীক্ষ থেকে ধীমান্ ব্রহ্মপুত্র দক্ষ পান করা মাত্রই পরমেষ্ঠি দক্ষের প্রভূত বল এবং তেজ জন্মেছিল।…পুরাকালে, যোগজ্ঞানবিদ ব্রহ্মপুত্র যেহেতু পান করেছিলেন, সেইজন্য তিনি দক্ষের কন্যা সতী নামে কথিতা হলেন।

---

১ বায়ুপুঃ—৩০।৭০, ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—৩১।৭০
২ স্কন্দঃ, প্রভাসখণ্ড, প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্য—১৬৭।৯
৩ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম, দক্ষপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য
৪ পদ্মসৃষ্টি—১১।৪-৭৯

স্কন্দপুরাণে বিষ্ণু রুদ্রের পত্নীত্বের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুমায়া গৌরীকে নিজ দেহ থেকে সৃষ্টি করেছিলেন। বিষ্ণু বলেছেন—

উগ্রেণ তপসা পূর্বমহং রুদ্রেণ ভাবিতা।
পত্ন্যর্থং সা ময়াসৃষ্টা গৌরী তস্যাস্তি কামিনী॥
সর্বসৌন্দর্যবসতির্বপুষো মে বিনির্গতা।[১]

—রুদ্রের দ্বারা ভাবিত হয়ে আমি পূর্বে উগ্র তপস্যার দ্বারা রুদ্রের পত্নীর নিমিত্ত তাঁকে সৃষ্টি করেছি। সর্বসৌন্দর্যের আধার আমার দেহ থেকে তাঁর কামিনী গৌরী নির্গতা হয়েছেন।

এইভাবে বিষ্ণুশক্তি বিষ্ণুমায়া ও শিবশক্তি শিবানী গৌরীর মধ্যে সাম ঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা হয়েছে। বিষ্ণুর দেহ থেকে জাতা দেবী লৌকিক দৃষ্টিতে অবশ্যই বিষ্ণু-কন্যা; আবার যশোদা-গর্ভসম্ভবা কৃষ্ণ ও বলদেবের ভগিনী তিনি, বিষ্ণুশক্তি বিষ্ণুমায়া নারায়ণী বিষ্ণুপত্নী। লৌকিক সম্পর্কের চিরন্তন বিরোধ এখানেও প্রকটিত। কালিকাপুরাণে দেবী নিজেকে বিষ্ণুমায়া অথচ শঙ্করী বলে উল্লেখ করেছেন—

উৎপন্না দক্ষজায়ায়ং চারুরূপেণ শঙ্করম্।
অহং সম্ভজিষ্যামি প্রতিসর্গং পিতামহ॥
ততস্তু যোগনিদ্রাং মাং বিষ্ণুমায়াং জগন্ময়ীম্।
শঙ্করীতি বদিষ্যন্তি রুদ্রানীতি দিবৌকসঃ॥[২]

—হে পিতামহ, আমি দক্ষপত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে প্রতি সৃষ্টিতেই শঙ্করকে ভজনা করবো। তারপর দেবগণ জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়া আমাকে শঙ্করী এবং রুদ্রাণী বলবেন।

ব্রহ্মাও বিষ্ণুমায়াকে অনুরোধ করেছিলেন, তুমি যেমনভাবে লক্ষ্মীরূপে শরীর ধারণ করে বিষ্ণুকে আনন্দিত কর, তেমনিভাবে বিশ্বের হিতের নিমিত্ত শিবকে মোহিত কর,—

যয়া ধৃতশরীরা ত্বং লক্ষ্মীরূপেণ কেশবম্।
আমোদয়সি বিশ্বস্য হিতায়ৈতং তথা কুরু॥[৩]

এখানে বিষ্ণুশক্তি ও শিবশক্তির অভিন্নতা খুবই স্পষ্ট। একই দেবসত্তা যে বৈষ্ণবীশক্তি লক্ষ্মী ও শিবশক্তি পার্বতীরূপে প্রকাশিত এই তত্ত্বই পুরাণকার ব্যাখ্যা করেছেন। কালিকাপুরাণে যোগনিদ্রা বিষ্ণুমায়া ষোড়শভুজা ভদ্রকালী—

যোগনিদ্রা মহামায়া জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী।
ভুজৈঃ ষোড়শভির্যুক্তা ভদ্রকালীতি বিশ্রুতা॥[৪]

দেবীভাগবতে দেবতেজঃ সম্ভূতা মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভুজা ত্রিবর্ণা—শ্বেতাননা, কৃষ্ণনেত্রা রক্তাধরা,—কখনও সহস্রভুজা—

১ স্কন্দঃ, বিষ্ণুখণ্ড পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য—৪।৪৪-৪৫
২ কাঃ পুঃ—৬।৮৯ ৩ কাঃ পুঃ—৫।৬৪ ৪ দেবীভাগ—৫।৮।৪৪-৪৬

ত্রিগুণা সা মহালক্ষ্মীঃ সর্বদেবশরীরজা।
অষ্টাদশভুজা রম্যা ত্রিবর্ণা বিশ্ববিমোহিনী॥
শ্বেতাননা কৃষ্ণনেত্রা সংরক্তাধরপল্লবা।
তাম্রপাণিতলা কান্তা দিব্যভূষণভূষিতা॥
অষ্টাদশভুজা দেবী সহস্রভুজমণ্ডিতা।
সম্ভূতাসুরনাশায় তেজোরাশি সমুদ্ভবা॥[১]

দেবী মাহাত্ম্য বা শ্রীশ্রীচণ্ডী উপাখ্যানে যে তিনটি বিভাগ আছে মধুকৈটভবধ, মহিষাসুরবধ ও শুম্ভনিশুম্ভবধ—সেই তিনটি চরিতের মধ্যে মধ্যম চরিত অর্থাৎ মহিষাসুরবধ আখ্যানের দেবতা মহালক্ষ্মী। পুরাণে-তন্ত্রে মহালক্ষ্মীর যে মূর্তির বিবরণ আছে ধ্যানমন্ত্রে সেই মূর্তি শিবশক্তি শিবানীর।[২] বৈষ্ণবীশক্তি ও শিবশক্তির অভিন্নতার আর একটি দৃষ্টান্ত মহালক্ষ্মী।

অন্ধকাসুরবধ : দেবী বিষ্ণুমায়া কর্তৃক অন্যান্য দানববধের উল্লেখও পুরাণে রয়েছে। সে সকল ক্ষেত্রেও দেবী দেবতেজঃসঞ্জাতা। বরাহপুরাণে অন্ধকাসুর বধকালে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের দৃষ্টি একত্রিত হওয়ায় এক কন্যার আবির্ভাব হয়েছিল,—

ততস্তেষাং ত্রিধা দৃষ্টিভূর্তৈকা সমজায়ত।
তস্যাং দৃষ্ট্যাং সমুৎপন্না কুমারী দিব্যরূপিণী॥[৩]

তিন দেবতার শক্তি একত্রিত হয়ে তিন বর্ণ হোল দেবীর,—এক অঙ্গে তিন দেবসত্তার সমন্বয় হোল।

সিতাং রক্তাং তথা কৃষ্ণাং ত্রিমূর্তিত্বং জগাম্ সা।
যা সা রক্তেন বর্ণেন স্বরূপা তনুমধ্যমা॥
শঙ্খচক্রধরা দেবী বৈষ্ণবী সা কলা স্মৃতা।
সা পাতি সকলং বিশ্বং বিষ্ণুমায়েতি কীর্ত্যতে॥
যা সা কৃষ্ণেন বর্ণেন রৌদ্রামূর্তি ত্রিশূলিনী।
দংষ্ট্রা-করালিনী দেবী সা সংহরতি বৈ জগৎ।
যা সৃষ্টির্ব্রহ্মণো দেবী শ্বেতবর্ণা বিভাবরী।
সদ্যো ব্রহ্মাণমামন্ত্র্য তত্রৈবান্তরধীয়ত॥[৪]

—যে দেবী রক্তবর্ণা, স্বরূপা, মধ্যে ক্ষীণা, শঙ্খচক্রধরা, অংশতঃ বৈষ্ণবী, সকল বিশ্বপালন করেন, তিনি বিষ্ণুমায়া নামে কীর্তিতা হন। যিনি কৃষ্ণবর্ণা, ত্রিশূলধারিণী দংষ্ট্রাকরালিনী জগৎসংহারকারিণী, তিনি রুদ্রের শক্তি রৌদ্রা। যিনি শ্বেতবর্ণা রাত্রি ব্রহ্মার সৃষ্টি, ব্রহ্মাকে আহ্বান করে সেখানেই অন্তর্হিতা হলেন।

এই দেবী অন্ধকাসুরকে হত্যা করেছিলেন। হরিহরব্রহ্মার মত লক্ষ্মী সরস্বতী ও দুর্গা-কালীর একত্র সমন্বয় এই দেবীমূর্তিতে দৃশ্যমান।

---

১ দেবীভাগ—৫।৮।৪৪ ২ এই গ্রন্থের লক্ষ্মীর প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ৩ বরাহ—৯০।১৮-১৯
৪ বরাহ—৯০।২৬-৩০

বেত্রাসুর বধ ঃ বরাহপুরাণে (২৮ অঃ) বিষ্ণুমায়া দুর্গা কর্তৃক বেত্রাসুরবধের কাহিনী বর্তমান। প্রাগজ্যোতিষপুরের অধীশ্বর বেত্রাসুরের উপদ্রবে সন্ত্রস্ত দেবগণের দুঃখে বিচলিত ব্রহ্মা যখন গঙ্গার জলে বিষ্ণুপত্নী সাবিত্রীর উপাসনা করছিলেন, তখন চিন্তাকুল ব্রহ্মার সম্মুখে আবির্ভূতা হলেন দেবী সিংহবাহিনী যোগমায়া মহামায়া। তিনিই বেত্রাসুরকে নিহত করেছিলেন। বেত্রাসুর বধের পরে মহাদেব দেবীর স্থান নির্দেশ করলেন হিমাচলে,—ইয়ং দেবী বরারোহা যাতু শৈলং হিমাচলম্।[1] মহাদেব এই সময় দেবীর কাছে ভাবীকালে মহিষাসুর বধের প্রার্থনা করেছিলেন—

ত্বয়া দেবী মহাকার্যং কর্তব্যঞ্চান্যদস্তি নঃ।
ভবিষ্যৎ মহিষাখ্যস্য অসুরস্য বিনাশনম্॥

এখানেও দেবী মহামায়ার সঙ্গে শিবের অথবা হিমালয়ের সংযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ।

কলিঙ্গদৈত্য বধ ঃ কলিঙ্গদৈত্য বধকালেও দেবগণের প্রার্থনায় ধূম ও অগ্নিজ্বালারূপে শুক্লবসনা দেবীর আবির্ভাব হয়েছিল।

পূর্বং জাতা মহারাজ ধূমমূর্তির্ভয়াবহা।
ততো জাতা জ্বালা ততঃ কন্যা শুক্লবাসানুলেপনা।[2]

অন্যান্য দানববধ ঃ মার্কণ্ডেয়পুরাণের চণ্ডী উপাখ্যান অনুসারে দেবী চণ্ডী শুম্ভ ও নিশুম্ভনামক দানবদ্বয়কে বধ করেছিলেন। এ ছাড়াও শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ আরও অনেক দেবশত্রুকে তিনি নাশ করেছেন। দেবী দুর্গাসুর নামে আর একটি ভয়ংকর দৈত্যকে বধ করেছিলেন। বিভিন্ন পুরাণে দুর্গাসুর বধের কাহিনী বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিজমাধবের চণ্ডীমঙ্গলকাব্য অনুসারে দেবী মঙ্গলদৈত্যকে বধ করেছিলেন। এইভাবে মহিষাসুরমর্দিনী দেবী চণ্ডী যুগে যুগে দেবতাদের শত্রু দানবগণকে স্বরূপে বা বিভিন্নরূপে বধ করে ত্রিলোকের অশুভশক্তিকে বিনষ্ট করেছেন। তাই দেবী দানবদলনী মহাশক্তিরূপে পরিচিতা ও পূজিতা।

দুই কাহিনীর সমন্বয় ঃ দেবী আদ্যাশক্তি মহামায়া সম্পর্কে পুরাণে দুই শ্রেণীর কাহিনী প্রচলিত। এক শ্রেণীর কাহিনীতে দেবী দেব-তেজঃসম্ভূতা—জ্যোতির্ময়ী তেজোরূপা—অসুরঘাতিনী। এক্ষেত্রে তিনি বৈদিক দিব্য সরস্বতীর সগোত্রা। কলিঙ্গ দৈত্যবধকালে দেবী অগ্নিরূপা। সন্দেহ নেই, সরস্বতীর দানব-দলন মহাশক্তিতে সংক্রমিত হয়েছে। আর এক শ্রেণীর কাহিনীতে দেবী দক্ষতনয়া, জন্মান্তরে হিমালয়-নন্দিনী উমা-পার্বতী। উভয় জন্মেই তিনি শিবশক্তি শিব-জায়া। উমা-পার্বতী গজানন-কার্তিকেয়ের জননী। ইনি দৈত্যনাশিনী নন। দেবতেজঃসমুদ্ভূতা যে মহাশক্তি চণ্ডী, তিনিই বিষ্ণুমায়া বিষ্ণুর যোগনিদ্রা—শিবজায়া বা হিমালয় কন্যা নন। ইনি সকল দেবতার শক্তিরূপা—সুতরাং

১ বরাহপুঃ—২৮।৪৩ ২ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ডান্ত অর্বুদখণ্ড—২২।১৫

প্রকৃতই মহাশক্তি। পরে ক্রমে ক্রমে দেবীর এই দুই রূপ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। দুর্গা-পার্বতী-চণ্ডী মিলেমিশে একই দেবসত্তায়, একই মহাশক্তি শিবশক্তি শিবানীতে পরিণত হয়েছেন।

কমলে কামিনী ঃ বিষ্ণুমায়া—বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী। বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী ও বিষ্ণুমায়া চণ্ডীর একত্ব পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। চণ্ডী ও লক্ষ্মীর একত্র মেশামেশির সবচেয়ে বড় নিদর্শন কমলে কামিনী মূর্তিতে। কমলে কামিনী চণ্ডীরই মূর্তিভেদ। বাঙ্গালা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতি সদাগর ও তৎপুত্র শ্রীমন্ত সিংহলের উপকূলে কমলে কামিনী দর্শন করেছিলেন। কমলে কামিনী পদ্মাসীনা—হস্তী গলাধঃকরণে ও উদ্গীরণে নিরতা—

পুনঃ সাধু মিলে আঁখি শতদলে শশিমুখী
উগারি গিলয়ে করিবরে।[১]
* * *
অপরূপ দেখি আর হের ভাই কর্ণধার
কমলে কামিনী অবতার।
ধরি রামা বাম করে উগরয়ে করিবরে
পুনরপি করয়ে সংহার॥[২]
* * *
কমলেতে কমলিনী বসি নারী একাকিনী
গজরাজে ধরে বাম করে।
ক্ষণে ধরে অবহেলে ক্ষণেকে উঘাইয়া পেলে
ক্ষণেকে আননে নিয়া ভরে॥

অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের বৃহদ্ধর্মপুরাণে কমলেকামিনী মূর্তির বিবরণ পাই মঙ্গলচণ্ডীর স্তুতিসূচক একটি শ্লোকে—

ত্বং কালকেতুবরদাচ্ছল গোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকা।
শ্রীশালবাহননৃপাদ্ বণিজঃ সসূনো
রক্ষেঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী॥[৩]

—আপনি কালকেতু ব্যাধকে বরদান করিয়াছেন, আপনি ছলে স্বর্ণ গোধিকামূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, আপনিই শুভা মঙ্গলচণ্ডিকা, আপনি মাতঙ্গ ভোজন ও উদ্গীরণ করতঃ শ্রীমন্ত সদাগর ও তৎপিতাকে শ্রীশালবাহন রাজার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।[৪]

এই শ্লোকে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের দু'টি কাহিনীতে গোধারূপিণী চণ্ডী ও কমলে কামিনীর উল্লেখমাত্র পাচ্ছি। কালকেতু ও ধনপতির কাহিনীদ্বয়ের উল্লেখ থেকে

১ কবিকঙ্কণ চণ্ডী—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ২ তদেব
৩ বৃহদ্ধর্ম, উত্তরখণ্ড—১৬।৪৫ ৪ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

এই শ্লোকটিকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উদ্ভবের পরবর্তীকালে রচিত বলে গণ্য করা যায়। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের মহালক্ষ্মী এবং তন্ত্র ও পুরাণের গজলক্ষ্মী যে কমলেকামিনীতে পরিণত হয়েছেন, এতে সন্দেহ নেই। বঙ্গদেশের বিখ্যাত স্মার্তপণ্ডিত জীমূত-বাহনের (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী) কাল বিবেক গ্রন্থে কোজাগরী লক্ষ্মীর যে বিবরণ আছে, তাতে লক্ষ্মী হস্তিবাহিনী—কৌমুদ্যাং পূজয়েল্লক্ষ্মীমৈরাবতস্থিতাম্।[১] দেবী-পুরাণে দেবী দুর্গাও দিগ্‌গজমত্তারিপৃষ্ঠগা। হস্তিশুণ্ডস্নাতা ও হস্তিবাহনা লক্ষ্মী এবং মনুষ্য, অশ্ব, মহিষ ও গজ ভক্ষণকারিণী মহালক্ষ্মী চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়ে হস্তি-ভোজন ও উদ্গীরণরতা কমলে কামিনী চণ্ডীরূপে এক নূতন দেবসত্তায় পরিণত হলেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে নির্মিত চণ্ডী-মূর্তিতে সিংহের সঙ্গে দু'টি হস্তীও আছে। আরও স্মর্তব্য যে দেবীর দশরূপ বা দশমহাবিদ্যার অন্যতমা কমলা।

চণ্ডী ও সরস্বতী ঃ পূর্বেই বলেছি, লক্ষ্মী ও দুর্গা চণ্ডীর উৎস বৈদিক দিব্য সরস্বতী। পার্বতী দুর্গা-চণ্ডী যে সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্না তা মার্কণ্ডেয়পুরাণের তিনটি অংশ—মধুকৈটভবধ, মহিষাসুরবধ ও শুম্ভনিশুম্ভবধ থেকে প্রমাণিত হয়। প্রথম অংশের দেবতা মহাকালী, দ্বিতীয় অংশের দেবতা মহালক্ষ্মী এবং তৃতীয় অংশের দেবতা মহাসরস্বতী। চণ্ডীপাঠের পূর্বে পাঠ্য বিনিয়োগ-মন্ত্র : "প্রথম চরিতস্য ব্রহ্ম ঋষির্মহাকালী দেবতা…অগ্নিস্তত্ত্বং মহাকালী প্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। মধ্যম চরিতস্য বিষ্ণুঋষির্মহালক্ষ্মীর্দেবতা…বায়ুস্তত্ত্বং মহালক্ষ্মীপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। উত্তর চরিতস্য রুদ্রঋষিঃ সরস্বতী দেবতা…সূর্যস্তত্ত্বং মহাসরস্বতী প্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।"[২]

একই দেবতার তিনটি চরিতের দেবতা মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে তিন দেবীই অভিন্না। এই তিন চরিতের তত্ত্ব অগ্নি, বায়ু ও সূর্য—তিনই এক অভিন্ন অর্থাৎ তিনই সূর্যাগ্নিরূপী। চণ্ডীর টীকাকার গোপাল চক্রবর্তী লিখেছেন, "সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুম্ভাসুরনিসূদিনী ইতি যামলে।" —অর্থাৎ যামলতন্ত্রে সরস্বতীকেই শুম্ভাসুরহন্ত্রী বলা হয়েছে। আবার ডামরতন্ত্রে শুম্ভাসুরবিনাশিনী অষ্টভুজা মহাসরস্বতীর বর্ণনা আছে। এখানে মহাসরস্বতী গৌরীদেহসমুদ্ভবা। দেবীভাগবতে মহামায়াই বিদ্যারূপিণী বাগ্‌দেবী —বিদ্যা ত্বমেব সুখদাসুখদাপ্যবিদ্যা।[৩] —হে দেবি তুমি সুখকরী বিদ্যা এবং দুঃখকরী অবিদ্যা।

বাগ্দেবতা ত্বমসি দেবি সুরাসুরাণাম্।[৪]

দেবীপুরাণ বলেন যে দেবী মহামায়া বিদ্যা বিশুদ্ধজ্ঞানকে নিয়মিত করেন—বিদ্যাশুদ্ধজ্ঞানং নিয়ামসে।[৫] দেবীর স্তুতি পাঠ করলে বিদ্যার্থী বিদ্যালাভ করে,—

১ কালবিবেক, প্রমথনাথ তর্কভূষণ সম্পাদিত—পৃঃ ৪০৩
২ শ্রীশ্রীচণ্ডী, শ্যামাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত—পৃঃ ৪১-৪২ ৩ দেবীভাগ—৫।১১।৫৪
৪ দেবীভাগ—৫।১১।১৭ ৫ দেবীপুঃ—৩৬।১০

বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাম্।[১] স্কন্দপুরাণে দেবী স্বয়ং গৌরী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী—ত্বং গৌরী, ত্বঞ্চ সাবিত্রী, ত্বং গায়ত্রী সরস্বতী।[২] চণ্ডী স্তুতিতে দেবী চণ্ডী বেদরূপা বেদ জননী—

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্‌যজুষাং নিধান-
মুদ্‌গীথরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্তা চ সর্বজগতাং পরমার্তিহন্ত্রী ॥[৩]

—তুমি শব্দরূপা, সুনির্মল ঋক্‌ ও যজুর্বেদের আধারভূতা, উদাত্তাদিস্বরের দ্বারা রমণীয় পদপাঠযুক্ত সামবেদেরও তুমি আধার, তুমিই ত্রয়ী অর্থাৎ ঋক্‌, সাম ও যজুর্বেদ, তুমি ভগবতী জগৎপালনের নিমিত্ত বার্তা (কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ও কুসীদ বিদ্যা)-রূপা।

দেবী চণ্ডী স্বয়ং বিদ্যারূপিণী—বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবী।[৪]

সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্নরূপে দেবী পার্বতী-দুর্গার সংযোগের আরও একটি নিদর্শন পাই দক্ষদুহিতা সতীর দক্ষযজ্ঞে গমনের পূর্বে শিবের নিকট দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণে। পুরাণে এবং তন্ত্রে দেবীর দশবিধ রূপ দশমহাবিদ্যা নামে খ্যাত। কালিকাপুরাণে দেবীর এক নাম সারদা।[৫] দ্বিজমাধব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীকে বারংবার সারদা নামে অভিহিত করেছেন এবং তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছেন সারদা মঙ্গল বা সারদা চরিত—'দ্বিজমাধবে গায়ে সারদা মঙ্গল'। প্রসিদ্ধ শক্তিতন্ত্র সারদাতিলক। অথচ সারদা সরস্বতীকেই বোঝায়। বরাহপুরাণ মতে ব্রহ্মা নিজের দেহ থেকে জাতা কন্যাকে রুদ্রের হস্তে সমর্পণ করেছিলেন। এই কন্যার দু'টি নাম গৌরী ও ভারতী,—ভারতী ও গৌরী অভিন্না।

তস্য ব্রহ্ম শুভাং কন্যাং ভার্যায়ৈ মূর্তিসম্ভবাম্।
গৌরীনাম্নীং স্বয়ং দেবীং ভারতীং তাং দদৌ পতিঃ ॥[৬]

ব্রহ্মার কন্যা (মতান্তরে পত্নী) সরস্বতী বা ভারতী সর্বজন প্রসিদ্ধা। সুতরাং রুদ্রপত্নী গৌরী ও ভারতী এখানে অভিন্নতা প্রাপ্তা। কালীবিলাস তন্ত্রে দশমহাবিদ্যার অন্যতমা বগলার শতনামের মধ্যে কয়েকটি নাম—বাগ্‌বাদিনী, বিদ্যা বেদরূপা, বেদজ্ঞা, বেদমাতা।[৭] ভৈরবীর শতনামের অন্যতমা—বেদাগ্রী, বেদসারা, বেদান্তরূপিণী, বিদ্যা, বেদরূপা। দেবীর রূপভেদ তারার এক নাম মহানীল সরস্বতী, তিনি বাক্‌ অর্থাৎ বিদ্যাদায়িনী।

তারকত্বাৎ সদা তারা লীলয়া বাক্‌প্রদা যতঃ।
মহানীল সরস্বতী প্রোক্তা উগ্রত্বাদুগ্রতারিণী ॥[৮]

* * *

১ দেবীপুঃ—৩৬।৩৫ ২ স্কন্দ, কাশীঃ, উত্তরার্ধ—৭২।৪২ ৩ চণ্ডী—৪।১০
৪ চণ্ডী—৪।৯ ৫ কাঃ পুঃ—৬৪।৮৩ ৬ বরাহপুঃ—২১।৪০
৭ কালীবিলাসতন্ত্র—১৬ পটল ৮ প্রাণতোষিণীতন্ত্র—৫।৬

তত্র যজ্ঞে স্বয়ং দেবী মাতা নীল সরস্বতী।[১]

* * *

এষৈব হি মহাবিদ্যা মায়াখ্যা সকলেষ্টদা।
বাগ্‌ভবাখ্যা যদা বিদ্যা বাগীশত্বপ্রদায়িনী।[২]

—ইনিই মহবিদ্যা মায়া প্রভৃতি সকল ইষ্টদায়িনী। বাগ্‌ভবা প্রভৃতি বাগীশত্ব-প্রদায়িনী বিদ্যা।

পুরাণে সরস্বতীর অষ্টমূর্তির অন্যতমা গৌরী—

লক্ষ্মীর্মেধা ধরা পুষ্টিঃ গৌরী তুষ্টির্জয়া মতিঃ।
এতাভিঃ পাহি অষ্টাভির্মাং সরস্বতি।[৩]

—হে সরস্বতী, লক্ষ্মী, মেধা; ধরা; পুষ্টি, গৌরী, তুষ্টি, জয়া ও মতি—এই আটটি মূর্তির দ্বারা আমাকে রক্ষা কর।

লক্ষ্মীর্মেধা ধরা পুষ্টির্গৌরী তুষ্টি প্রভা মতিঃ।
এতাভিঃ পাহি অষ্টাভির্মাং সরস্বতি।[৪]

মার্কণ্ডেয়পুরাণে চণ্ডীর বিভিন্ন তনুর অন্তর্গত লজ্জা, লক্ষ্মী, মহাবিদ্যা, শ্রদ্ধা, পুষ্টি, মহারাত্রি, সরস্বতী প্রভৃতি।[৫] বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেবীর পঞ্চপ্রকৃতি—

গঙ্গা দুর্গা চ সাবিত্রী লক্ষ্মীশ্চৈব সরস্বতী।
এতা প্রকৃতয়ঃ পঞ্চ ভবিষ্যামি সুরোত্তমাঃ॥[৬]

প্রপঞ্চসারতন্ত্রে ভারতীর নয় শক্তি—

মেধা প্রজ্ঞা প্রভা বিদ্যা ধীর্ধৃতি স্মৃতিবুদ্ধয়ঃ।
বিদ্যেশ্বরীতি সংপ্রোক্তা ভারত্যা নব শক্তয়ঃ॥[৭]

মহাসরস্বতীর ষোড়শ শক্তিঃ সরস্বতী, শ্রী, দুর্গা, উষা, লক্ষ্মী, শ্রুতি, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, মতি, শান্তি ও আর্যা।

শুধু কি লক্ষ্মী, সরস্বতী, গৌরী বা দুর্গা একই দেবসত্তার ভিন্ন তনু? তন্ত্রে-পুরাণে শক্তিদেবতার বিভিন্ন রূপকল্পনাতেও সরস্বতীর প্রভাব সুস্পষ্ট। দেবীপুরাণে দেবীর যে চৌষট্টিরূপের বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে রয়েছেন শ্রী, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, উমা, মহালক্ষ্মী; শিবা প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে মাহেশ্বরীর বর্ণনা—

মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিনেত্রা শূলধারিণী।
বীণাবাদনশীলা তু হারকেয়ূরভূষিতা॥[৮]

এখানে মাহেশ্বরী বীণাবাদনশীলা॥ রসকল্যাণী ব্রতে দুর্গা প্রতিমার বর্ণনাতেও সরস্বতীর প্রভাব লক্ষণীয়—

---

১ প্রাণতোষিণীস্থ ৫।৬ ২ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ৫০৫ ৩ পদ্ম, সৃষ্টিখণ্ড—১২।৪
৪ মৎস্যপুঃ—৬৬।৯ ৫ মার্কণ্ডেয়পুঃ, ৯১ অঃ ৬ বৃহদ্ধর্মঃ, মধ্যঃ—১।৫৬-৫৭
৭ প্রপঞ্চসার—৭।৯ ৮ দেবীপুঃ—৫০।১৫

দুর্গা চতুর্ভুজা অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধারিণী। চন্দ্রশেখর শ্বেতসূক্ষ্মবস্ত্রাবৃতা।[১] শুভ্রবস্ত্রপরিহিতা চন্দ্রশেখরা ত সরস্বতীরই মূর্তি। মৎস্যপুরাণেও রসকল্যাণী ব্রতে কমণ্ডলু অক্ষমালাহস্তা চতুর্ভুজা চন্দ্রশেখরা শুভ্রবস্ত্রপরিহিতা দুর্গার পূজা বিহিত।[২]

দেবীর আর এক মূর্তি কামেশ্বরী। কামেশ্বরী নিষ্কাশিতশ্রুতিসাররূপিণী, চতুর্হস্তে অভয়, বর এবং অক্ষমালাধারিণী।[৩] দেবীর অপর মূর্তি ত্রিপুরাভৈরবী চতুর্ভুজা, শুক্লবর্ণা, বর অভয় পুস্তক ও অক্ষমালাহস্তা।[৪] ত্রিপুরাদেবী জপমালা, পুস্তক ও বরমুদ্রাহস্তা।[৫] কালিকাপুরাণে অস্ত্রপুর ভৈরবীর অপর নাম সরস্বতী,—অস্ত্রপুরভৈরবীর মন্ত্র সারস্বত মন্ত্র :

অস্ত্রপুরভৈরব্যাঃ শুক্লরূপাণি যানি তু।
তানি সারস্বতাখ্যানি মন্ত্রাঃ সম্যগুদীরিতাঃ ॥
সরস্বতী তু যা দেবী বীণাপুস্তকধারিণী।
স্রক্-কমণ্ডলুহস্তা চ দক্ষিণে শুক্লবর্ণিকা ॥
মহাচলস্য পৃষ্ঠস্থা সিতপদ্মোপরিস্থিতা।
শুক্লবর্ণা শুক্লবস্ত্রা শুক্লাভরণভূষিতা ॥

* * *

বরদাভয়হস্তা চ মালাপুস্তকধারিণী।
শুক্লপদ্মাসনাগতা সা পরা বাক্ সরস্বতী ॥

* * *

জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী বিদ্যা বিদ্যাপরাত্মিকা।
তস্যা এব মহাভাগ ত্রিপুরাদ্যা বিভূতয়ঃ ॥[৬]

—অস্ত্রপুরভৈরবীর যে শুভ্ররূপ, সেগুলি সম্পর্কে সারস্বত নামক মন্ত্র পূর্বে বলা হয়েছে। সরস্বতী দেবী (বামহস্তে) বীণাপুস্তক ধারণ করেন ; দক্ষিণহস্তে স্রুক (কালি) ও কমণ্ডলু গ্রহণ করেছেন। তিনি শুক্লবর্ণা, মহাচলের (হিমাচল) পৃষ্ঠে শ্বেতপদ্মে আসীনা, শুভ্র বসনা, শুভ্র আভরণে ভূষিতা। ···বরদ ও অভয়হস্তা, মালাপুস্তকধারিণী, শুক্ল পদ্মাসনে উপবিষ্টা পরাবাক্ সরস্বতী। ···এই যিনি রক্তবর্ণা মুণ্ডমালাবিভূষিতা, তাঁর মন্ত্র পূর্বে বলা হয়েছে, তিনি বৃদ্ধা সরস্বতী। ···বিদ্যা ও পরাবিদ্যা যাঁর আত্মা সেই জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী, হে মহাভাগ ত্রিপুরা প্রভৃতি তাঁরই বিভূতি।

এখানে জগন্মাতা মহাশক্তি সরস্বতীরূপিণী—তাঁরই বিভূতি অস্ত্রপুরভৈরবী, পরাবাক্ সরস্বতী ও বৃদ্ধা সরস্বতী। বৃদ্ধা রক্তবর্ণা মুণ্ডমালিনী সরস্বতী অবশ্যই ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী ও কালীর মিশ্রিত রূপ। সরস্বতীকে হিমালয়ের পৃষ্ঠে সমাসীনা দেখে সরস্বতীর সঙ্গে হিমাচলের সম্পর্কটিও অনুধাবন করা যায়।

---

১ পদ্মঃ, সৃষ্টিঃ—২২।১৩০ ২ মৎস্য—৬৩।২৪-২৫ ৩ কাঃ পুঃ—৬২।১৪০-১৪৩
৪ কা প—৭৪।১০৫ ৫ প্রপঞ্চ—৯।৮ ৬ কা পু ৭৫।৬৮-৭০,৭১ ৭৪

তন্ত্রে ত্রিপুরা 'বাঙ্ময় মাতৃভূতা'। তিনি 'বিদ্যাক্ষসূত্র বরদাভয়চিহ্নহস্তা'।[১]

চন্দ্রাবতংসকলিতাং শরদিন্দুশুভ্রাং
পঞ্চদশাক্ষরময়ীং হৃদি ভাবয়ন্তি।
তাং পুস্তকং জপবটীমমৃতাঢ্যকুম্ভং
ব্যাখ্যাং চ হস্তকমলৈর্দধতীং ত্রিনেত্রাম্।

—চন্দ্রকলাভূষিতা, শরৎচন্দ্রের ন্যায় শুভ্র, পঞ্চাশটি অক্ষরময়ী, পদ্মহস্তে পুস্তক, জপমালা ও অমৃতকুম্ভধারিণী, ত্রিনেত্রা ত্রিপুরাকে হৃদয়ে চিন্তা করবে।

ত্রিপুরা মহামায়া আদ্যাশক্তি হওয়া সত্ত্বেও সরস্বতীমূর্তি। কুলচূড়ামণিতন্ত্রে দেবীর তিন মূর্তি—মহিষমর্দিনী, কালী, ত্রিপুরাভৈরবী।[৩] দেবীর ত্রিমূর্তির ব্যাখ্যা পাই প্রপঞ্চসারতন্ত্রে। এখানে ত্রিমূর্তির মধ্যে ব্রাহ্মীর বর্ণনা—

চতুর্বক্ত্র যুক্তালসহংসবাহা রজঃ সংশ্রিতা ব্রহ্মসংজ্ঞাদধানা।[৪]

—চতুর্মুখযুক্তা, চঞ্চলহংসবাহনা, রজঃ গুণান্বিতা, ব্রহ্মসংজ্ঞাধারিণী।

বৈষ্ণবী কিরীটধারিণী শঙ্খচক্রহস্তা বিশ্বের স্থিতিকারিণী; আর রৌদ্রী জটায় সর্প ও গঙ্গাধারিণী, ত্রিনেত্রা পরশু অক্ষমালাহস্তা।[৫] সারদা তিলকেও এক দেবীই ত্রিমূর্তিতে বিভাসিতা—

শম্ভুস্ত্বমদ্রিতনয়াকলিতার্ধভাগো
বিষ্ণুস্ত্বমম্ব কমলাপরিবদ্ধদেহঃ।
পদ্মোদ্ভবস্ত্বমসি বাগধিবাসভূমি-
স্তেষাং ক্রিয়াঞ্চ জগতি ত্রিপুরে ত্বমেব॥[৬]

—তুমি শম্ভু, গিরিতনয়ার অর্ধভাগহারিণী,—তুমি বিষ্ণু লক্ষ্মী-আলিঙ্গিত মূর্তি—তুমি পদ্মজ ব্রহ্মা, বাকের বাসস্থল। হে ত্রিপুরে, জগতে তুমিই তাঁদের ক্রিয়ারূপ।

ত্রিপুরা দেবীর ভিন্ন ভিন্ন নাম: নারায়ণী, গৌরী, সরস্বতী ও জ্ঞানপ্রদা।[৭] কালিকাপুরাণে ত্রিপুরভৈরবী চতুর্ভুজা, শুক্লবর্ণা, বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা, পুস্তক ও অক্ষমালাধারিণী—

চতুর্ভুজাং শুক্লবর্ণাং বরদাভয় পুস্তকাম্।
অক্ষমালাঞ্চ ক্রমতো ধত্তে বামে চ দক্ষিণে॥[৮]

স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, মহাশক্তির প্রাথমিক রূপকল্পনা সরস্বতীর মূর্তি কল্পনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই মহাদেবী মহাশক্তিরই এক নাম সরস্বতী। ইনি বাক্যের অধিশ্বরী—অক্ষমালা, চিন্তামুদ্রা, সুধাকলস ও লেখনী ধারিণী ত্রিনয়না, জটায় অর্ধচন্দ্র, শুক্লবসনা ও শুক্লবর্ণা,—ইনি ব্রহ্মাশক্তি ব্রাহ্মীর সঙ্গে অভিন্না—বাগেশ্বরী:

১ সা তি—১১।৮২ ২ সা তি—১২।৮৫ ৩ কুলচূড়া—৭।৩৭
৪ প্রপঞ্চসার—১১।১৫ ৫ প্রপঞ্চসার—১১।৫৭-৫৮ ৬ সা তি—১২।৮৬
৭ সা তি—১২।১৪ ৮ কা পু—৭৪।১০৫

সচিন্তাক্ষমালাসুধাকুম্ভলেখাধরা ত্রীক্ষণার্ধেন্দু রাজৎকপর্দা।
সুশুক্লাংশুকাকল্পদেহা সরস্বত্যপি তথৈব দেবেশি বাচামধীশা॥[১]

—চিন্তামুদ্রা, অক্ষমালা, সুধাকুম্ভ ও লেখনীধারিণী। ত্রিনয়না অর্ধেন্দু সহ জটা শোভিতা শুভ্রবসন পরিহিত শুভ্র দেহা, সরস্বতীর মতই দেবী বাক্যের অধীশ্বরী।

কালিকাপুরাণ কামাখ্যা দেবীকে বিষ্ণুবক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী, সরস্বতী ও শিবা বলেছেন—

কামাখ্যা নিত্যরূপাখ্যা মহামায়া সরস্বতি।
যা লক্ষ্মীর্বিষ্ণুবক্ষঃস্থা নমাবো হ্যচ্যুতাং শিবাম্॥[২]

—নিত্যরূপা নামে খ্যাতা কামাখ্যা মহামায়া সরস্বতী, যিনি বিষ্ণুবক্ষঃস্থিতা শিবা সেই বিষ্ণুপত্নী শিবাকে প্রণাম করি।

মুণ্ডমালাতন্ত্র (২য় পটল) থেকে প্রাণতোষিণী তন্ত্রে উদ্ধৃত দুর্গার শতনাম স্তোত্রে দুর্গার শতনামের অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত নামগুলি : নারায়ণী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, বাণী, রমা, পদ্মা, গঙ্গা, শ্রী, কমলা, দক্ষজা, চণ্ডী, উমা, গৌরী, মহিষাসুর-মর্দিনী প্রভৃতি।[৩] এই স্তোত্রে বাণী-সরস্বতী, দুর্গা-চণ্ডী, লক্ষ্মী-শ্রী একীভূতা হয়েছেন। মুণ্ডমালাতন্ত্রে দুর্গাগীতায় দেবী নিজেকে রাধা, কমলা, সাবিত্রী, বাক্যরূপা ভারতী প্রভৃতি নামে আখ্যাত করেছেন,—

গোলোকে চৈব রাধাহং বৈকুণ্ঠে কমলাত্মিকা
ব্রহ্মলোকে চ সাবিত্রী ভারতী বাক্ স্বরূপিণী॥

—আমি গোলোকে রাধা, বৈকুণ্ঠে কমলা, ব্রহ্মলোকে সাবিত্রী ও বাক্যরূপা ভারতী।

লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দুর্গা-চণ্ডীর অভিন্নতার প্রমাণ পুরাণে তন্ত্রে অজস্র ছড়িয়ে রয়েছে। সরস্বতীর দানবহন্তৃত্ব দানব-দলনী দুর্গা-চণ্ডীতে আরোপিত হওয়ায় সরস্বতীর প্রাধান্যের অনেক পরে চণ্ডী-দুর্গার রূপকল্পনা ও মহাশক্তির তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত ও পূর্ণ বিকশিত হওয়ায় সরস্বতীর অংশরূপা দুর্গা-পার্বতীর বৈচিত্র্যময়ী রূপ কল্পনা সরস্বতীর প্রভাবে প্রভাবিত—এ সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। মহিষমর্দিনী-চণ্ডী ও সরস্বতীর পশুরাজ বাহনও এ বিষয়ে ইঙ্গিত দেয়।

দেবীর বিবর্তন : মহাশক্তির যে বহু বিচিত্ররূপ পুরাণে-তন্ত্রে সুলভ, সেগুলির সমন্বয় কিভাবে এবং কখন হয়েছে, তা বলা সহজ নয়, হয়ত বা সম্ভবও নয়। ঋগ্বেদে উষা, অদিতি ও সরস্বতী স্ত্রীদেবতা হিসাবে প্রসিদ্ধা। দেবমাতা অদিতি, সূর্যপত্নী উষা, জ্যোতীরূপা সরস্বতী (মূলতঃ এবং স্বরূপতঃ সকলেই এক) এবং পরে শ্রী-লক্ষ্মী একীভূতা হয়ে দানবদলনী জগদ্ধাত্রী জগন্মাতা রুদ্রশিবজায়া শিবানী চণ্ডীতে পরিণত হয়েছেন। কিছু কিছু আর্যেতর সংস্কৃতির ছাপও পড়েছে দেবীর চরিত্রে এবং পূজার রীতিতে। দেবীর চরিত্রের ও রূপের পরিণতি ঋগ্বেদ

১ প্রপঞ্চ—১১।৫৮ ২ কা পু—৭৬।১০৫
৩ প্রাণতোষিণীতন্ত্র (বসুমতী)—পৃ ২৮২

থেকে ধীরে ধীরে যজুর্বেদ ব্রাহ্মণ উপনিষদ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ক্রমবিকাশের প: পৌরাণিক যুগে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগেই দেবী শিবজায়া রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। দেবী চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন গুণের সমীকর ও দেবীর বিবর্তনের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক।

ঋগ্বেদে দেবপত্নী শব্দটির সাক্ষাৎ পাই। ইন্দ্রাণী, অগ্নায়ী, সূর্যা প্রভৃ কয়েকটি দেবপত্নীর নামও আছে। বৃহদ্দেবতায় আচার্য শৌনক বলেছেন, এ অগ্নির দুই পত্নী ; অন্যান্য দেবতাদের পত্নী মিলিয়ে দ্বাদশ দেবপত্নী।

একাগ্নের্দ্বে তু দেবানাং দ্বাদশ্যো দেবপত্নয়ঃ।
ইন্দ্রাণী বরুণানী চ আগ্নেয়ী চ পৃথক্‌স্ততাঃ।
দ্যাবাপৃথিব্যৌ দ্বে চ স্যাৎ শ্যোনাদিবস্ত্বেব পার্থিবী ॥[১]

অথর্ববেদে পাপ মোচনের জন্য পত্নীসহ সকল দেবতার আহ্বান আছে :

সর্বাভিঃ পত্নীভিঃ সহ তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥[২]

কিন্তু এই সকল দেবপত্নী যে দেবশক্তির বা এক মহাশক্তির বিকাশ—এমন ধারণা যেমন সে যুগের মানুষের ছিল না, তেমনি দেবপত্নীদের নাম ছাড়া আকার প্রকারের কোন বিবরণও মেলে না।

রুদ্র ও অম্বিকা ঃ কিন্তু রুদ্রপত্নী রুদ্রাণী অম্বিকা সর্বপ্রথম আমাদের দর্শন দিলেন যজুর্বেদে, তবে অম্বিকা এখানে রুদ্রপত্নী নন, রুদ্রভগিনী। যজুর্বেদ রুদ্রকে আহ্বান করে বলেছেন,—

এষ তে রুদ্র ভাগ সহ স্বস্রাম্বিকয়া তং জুষস্ব স্বাহা।[৩]

—হে রুদ্র, এই তোমার যজ্ঞভাগ ভগিনী অম্বিকার সঙ্গে গ্রহণ কর।

এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু আখুস্তে রুদ্র পশুস্তং
জুষস্বৈষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাঽম্বিকয়া তং জুষস্ব।[৪]

—রুদ্র এক দ্বিতীয় নেই; হে রুদ্র, তোমার পশু মুষিক, তাকে ভক্ষণ কর হে রুদ্র, এই তোমার যজ্ঞভাগ, ভগিনী অম্বিকার সঙ্গে তাকে ভোজন কর।

যজুর্বেদের এই মন্ত্রগুলিতে অম্বিকা রুদ্রের পত্নী নন, রুদ্রের ভগিনী। পরবর্তী কালে অম্বিকা দুর্গা-পার্বতীর নাম। শুক্লযজুর্বেদের ভাষ্যে আচার্য মহীধর লিখেছেন, "অম্বিকায়া রুদ্রভগিনীত্বং শ্রুত্যোক্তম্। অম্বিকা হ বৈ নামাস্য স্বস ত্বয়াস্যৈষ সহ ভাগ ইতি যোঽয়ং রুদ্রাখ্যঃ ক্রূরো দেবস্তস্য বিরোধিনং হন্তুমিচ্ছ ভবতি। তদানয়া ভগিন্যা ক্রূরদেবতয়া সাধনভূতয়া তং হিনস্তি।"—(অস্যার্থঃ অম্বিকার রুদ্রভগিনীত্ব শ্রুতিতে উক্ত হয়েছে। অম্বিকা তাঁর ভগিনীর নাম এই তাঁর ভাগ। রুদ্র নামে এই যে নিষ্ঠুর দেব তাঁর বিরোধীকে হত্যা করার ইচ্ছা হয়। সুতরাং এই ক্রুর দেবতা ভগিনীর সহায়তায় তাকে ধ্বংস করেন।

---

১ বৃহদ্দেবতা—৩।৯০-৯১ ২ অথর্ব—১১।৩।৮।২০
৩ শুক্ল যজুঃ—৩।৫৩ ৪ কৃষ্ণ যজুঃ—১।১।৮।৬

শতপথ ব্রাহ্মণেও আম্বকা রুদ্রের ভগিনী, রুদ্র ত্র্যম্বক, সেইজন্য রুদ্রভগিনী ত্র্যম্বকা নামে অভিহিতা—

"এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়া তং জুষস্ব স্বাহেত্যম্বিকা হ বৈ নামাস্য স্বসা, তয়া সৈব সহ ভাগস্তদ্ যদস্যৈষস্ত্রিয়া সহ ভাগস্তস্মাৎ ত্র্যম্বকা নাম।"[১]

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও এই মন্ত্রটি বর্তমান।[২] লক্ষণীয় এই যে, অম্বিকা রুদ্রের স্বসা হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ত্র্যম্বকা বলা হয়েছে। ত্র্যম্বকের স্ত্রীলিঙ্গে ত্র্যম্বকা শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায় রুদ্রপত্নী অর্থেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

রুদ্রের নাম ত্র্যম্বক। এই নামের হেতু প্রসঙ্গে সাধারণতঃ বলা হয় যে, তিন অম্বক বা চক্ষু আছে বলেই রুদ্রের নাম ত্র্যম্বক।[৩] যে সকল দেবতার তিন চক্ষু তাঁরা সকলেই রুদ্রের কাছে ঋণী। সায়নাচার্য কৃষ্ণযজুর্বেদের উদ্ধৃত মন্ত্রটির ভাষ্যে লিখেছেন,—"অম্বিকয়া পার্বত্যা সহ অংশং জুষস্ব সেবস্ব।" —অর্থাৎ সায়নের মতে অম্বিকার অপর নাম পার্বতী। কিন্তু যজুর্বেদের কালে অম্বিকা পার্বতী ছিলেন না। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে রুদ্র হয়েছেন অম্বিকাপতি। সায়নাচার্য এখানে বলেছেন, অম্বিকা রুদ্রপত্নী জগন্মাতা পার্বতী—"অম্বিকা জগন্মাতা পার্বতী তস্যা ভর্ত্রে।" অম্বিকা আদিতে ছিলেন রুদ্রভগিনী, এখন হলেন রুদ্রপত্নী। রুদ্র ও অম্বিকার সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক কাল পর্যন্ত অম্বিকা পার্বতী-দুর্গা-চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্না হয়ে রুদ্রপত্নীরূপেই প্রতিষ্ঠিতা।

সতীর আবির্ভাব : অথর্ববেদে রুদ্রবধূ সতীর নাম প্রথম উচ্চারিত হতে দেখি—

সর্বে দেবা উপাশিক্ষন্ তদজানাৎ বধূঃ সতী।
ঈশা বশস্য যা জায়া সাস্মিন্ বর্ণমাভবৎ।[৪]

—সকল দেবতা শিক্ষালাভ করলেন, ঈশ্বরের বধূ সতী তা জেনেছিলেন। যিনি জিতেন্দ্রিয় ঈশের (শিবের) জায়া তিনি এখানে (জগতে) বর্ণ (বৈচিত্র্য) সৃষ্টি করেন।

সায়ন এখানে বলেছেন, "বধূঃ সতী পরমেশ্বরেণ কৃতোদ্বাহা ভগবতী আদ্যা পরচিদ্রূপিণী শক্তিঃ···ঈশা ঈশানা নিয়ন্ত্রী মায়াশক্তিঃ···।" অর্থাৎ সতী পরমেশ্বরের বধূ—পরমেশ্বর তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। ভগবতী শ্রেষ্ঠা চৈতন্য-রূপিণী আদ্যা শক্তি, সকল বিশ্বের অধীশ্বরী নিয়ন্ত্রী শক্তি।

চিদ্রূপিণী আদ্যাশক্তির ধারণা অথর্ববেদের যুগেও স্পষ্ট হয় নি কোথাও। উক্ত ব্যাখ্যা সায়নাচার্যের স্বকৃত—বৈদিক প্রমাণে দৃঢ়ীকৃত নয়। তবে এখানে ঈশ-পত্নী ঈশা সতী শিব-পত্নী সতীরূপেই প্রতিভাত হয়, যদিচ সুস্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই। ঈশ শব্দের অর্থ প্রভু বা ঈশ্বর। কিন্তু পরবর্তীকালে ঈশ, ঈশান, ভবেশ প্রভৃতি শব্দগুলি শিবের নাম হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। বৌধায়নের

---

১ শতপথ—২।৫।৩ ২ তৈঃ ব্রাঃ—১।৬।১০।৪-৫

৩ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য় খঃ, ২য় সং,—পৃঃ ৩৯-৪১ দ্রষ্টব্য ৪ অথর্ব—১১।৪।১০।১৭

ধর্মসূত্রে রুদ্র-শিবের ঈশান নাম উল্লিখিত হয়েছে।[১] সুতরাং ঈশপত্নী ঈশা সতী রুদ্রবধূ হতে পারেন। কিন্তু সতীর সঙ্গে দক্ষ বা দক্ষযজ্ঞের কোন সম্পর্ক এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

উমা-হৈমবতী : শুক্ল যজুর্বেদে শতরুদ্রীয় স্তোত্রে রুদ্রের এক নাম সোম। আচার্য মহীধর সোম শব্দের ব্যাখ্যায় উমার সহিত বর্তমান, এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু উমার সাক্ষাৎকার বৈদিক সংহিতায় মেলে না। কোনোপনিষদে প্রথম সাক্ষাৎ পাই উমা হৈমবতীর। যক্ষরূপী ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধিতে অগ্নি ও বায়ু ব্যর্থ হলে ইন্দ্র যখন যাচ্ছিলেন যক্ষের স্বরূপ অবগত হতে তখন মহাশূন্যে ইন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোল উমা হৈমবতীর। উমা হৈমবতী ইন্দ্রকে বললেন, ঐ যক্ষই ব্রহ্ম—"স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহু শোভমানামুমাং হৈমবতীম্। তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি।[২]

উমার সঙ্গে এখানে রুদ্র-শিবের সম্পর্কও নেই, রুদ্রাণী অম্বিকা বা ঈশা সতীর সংযোগও নেই। আচার্য শংকর উমা হৈববতীকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: এক, বহুশোভমানা হৈমবতী অর্থাৎ স্বর্ণালংকার ভূষিতা সর্বাপেক্ষা সৌন্দর্যময়ী উমা পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। উমা ব্রহ্মবিদ্যা হলে স্বর্ণালংকার ভূষিতা অর্থে জ্যোতির্ময়ী বুঝতে হবে। দুই, উমা হিমালয় কন্যা, যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সঙ্গে বর্তমানা, সেইজন্য তিনি ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণে সমর্থা। তাই ইন্দ্র তাঁর কাছ থেকে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেছিলেন।

শংকরাচার্যকৃত দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি পুরাণানুসারী। কোনোপনিষদের উমা হৈমবতীর সঙ্গে হিমালয়ের সম্পর্কের কোন ইঙ্গিতই নেই। ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন যে উমা হৈমবতী, তিনি জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মবিদ্যা। এই উমা হৈমবতীর সঙ্গে শিবেরই বা সম্পর্ক কোথায়? ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য মনে করেন যে, হিমবান্‌তনয়া উমা এবং তৎসম্পর্কিত যাবতীয় কাহিনী পুরাণাদিতে স্থান পেয়েছে, সে সকলের উৎস উমা-হৈমবতী।[৩] কিন্তু এ অনুমান মাত্র। Alain Daniolou-এর মতে উমা শব্দের অর্থ আলোক।[৪] উ—মা—ক্বিপ্ =উমা। মা শব্দের এক অর্থ দীপ্তি। গমনার্থক অৎ ধাতুতে ডু (উ) প্রত্যয়ে উ শব্দ নিষ্পন্ন হয়।[৫] অতএব ইন্দ্র যে উমার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, তিনি গতিশীল আলোক—তিনিই জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মবিদ্যা। এই হিসাবে তিনি চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্না। 'উ' শব্দের আর এক অর্থ শিব, মা শব্দের অর্থান্তর লক্ষ্মী। শিবের লক্ষ্মী বা শিবের পত্নী ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে উমা শিবানী। ভারতচন্দ্র উমা শব্দেয় নিম্নোক্ত ব্যাখ্যাই করেছেন—

---

১ হিন্দুদের দেবদেবী ২য়, ২য় সং,—পৃঃ ৩২ দ্রঃ

২ কেন—৩।১২ ৩ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ২২৭ ৪ Hindu Polytheism—p. 285

৫ সরল প্রকৃতিবাদ অভিধান, রামকমল বিদ্যালংকার, ১ম—পৃঃ ৩৮৬

উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী তার।
বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈল সার ॥[১]

এই অর্থ গ্রহণ করলে শিব ও শ্রী বা লক্ষ্মী একত্রিত হয়ে বিষ্ণুমায়া শিবানী চণ্ডীর সঙ্গে উমার অভিন্নতা প্রতিপাদিত করে। পুরাণমতে 'উ' শব্দ সম্বোধনার্থক এবং 'মা' শব্দ নিষেধার্থক—এই দুই শব্দ একত্রিত হয়ে উমা শব্দনিষ্পন্ন। কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্তা পার্বতীকে মা মেনকা 'উ অর্থাৎ হে কন্যা, মা অর্থাৎ তপস্যা কোরো না, বলে নিষেধ করায় পার্বতীর নাম হয়েছিল উমা—

যতো নিরস্তা তপসে বনং গন্তুঞ্চ মেনয়া।
উমেতি তেন সোমেতি নাম প্রাপ তদা সতী ॥[২]

—যেহেতু তপস্যা থেকে এবং বনগমন থেকে মেনার দ্বারা নিরস্তা হয়েছিলেন, সেই জন্যই সতী উমা, সোমা নাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

মহাকবি কালিদাসও অবিকল একই কথা বলেছেন—

উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা।
পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম ॥[৩]

—উ, ওহে পার্বতী মা অর্থাৎ তপস্যা কোরো না, এই বলে মায়ের দ্বারা তপস্যা থেকে নিষিদ্ধা হয়ে পরে সুমুখী উমা নাম পেয়েছিলেন।

এইভাবে উপনিষদের উমা হৈমবতীর সঙ্গে পুরাণের পর্বতনন্দিনী উমার সম্মিলন ঘটেছে। যজুর্বেদের অম্বিকাও উমা-পার্বতীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গেছেন। নারায়ণোপনিষদে অম্বিকা-উমার সঙ্গে রুদ্র-শিবের পতি-পত্নীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—

হিরণ্যপতয়েঽম্বিকাপতয়ে উমাপতয়ে পশুপতয়ে নমঃ।[৪]

দেবীপুরাণে উমার একটি মূর্তিরও বর্ণনা আছে—

বৃষে উমা প্রকর্তব্যা পদ্মোপরি ব্যবস্থিতা।
যোগপট্টোত্তরাসঙ্গমৃগসিংহপরিবৃতা ॥[৫]

বৃষোপরি পদ্মাসনা মৃগসিংহপরিবেষ্টিতা যোগপট্টধারিণী উমাকে লক্ষ্মী সরস্বতী-শিবানীর সমন্বয় বলে মনে হয়। কালিকাপুরাণে উমার দু'টি বিবরণ পাওয়া যায়। একটি বিবরণে উমা শিবের সঙ্গে বিরাজমানা আর একটি বিবরণে দেবী একাকিনী। মহেশ্বর সহ উমার বিবরণ—

সুবর্ণসদৃশীং গৌরীং ভুজদ্বয় সমন্বিতাম্।
নীলারবিন্দং বামেন পাণিনা বিভ্রতীং সদা ॥
শুক্লঞ্চ চামরং ধৃত্বা ভর্গস্যাঙ্গেঽথ দক্ষিণে।
বিন্যস্য দক্ষিণং হস্তং তিষ্ঠন্তীং পরিচিন্তয়েৎ ॥[৬]

---

১ অন্নদামঙ্গল কাব্য ২ কাঃ পুঃ—৪৩।২৩ ৩ কুমারসম্ভব—১।২৬
৪ নারাঃ উপঃ, ২২ অনুবাক ৫ দেবীঃ—৫০।১২৮ ৬ কাঃ পুঃ—৬১।৪৩-৪৪

—সুবর্ণসদৃশ গৌরাঙ্গী দ্বিভুজযুক্তা, বামহস্তে সর্বদা নীলপদ্মধারিণী শুভ্রচামর ধারণ করে দক্ষিণ দিকে শিবের অঙ্গে দক্ষিণহস্ত বিন্যাস করে অবস্থিতা উমাকে চিন্তা করবে।

উমার একক মূর্তি—

দ্বিভুজাং স্বর্ণগ�ৌরাঙ্গীং পদ্মচামরধারিণীম্।
ব্যাঘ্রচর্মস্থিতে পদ্মে পদ্মাসনগতা সদা॥[১]

—দ্বিভুজা স্বর্ণতুল্য গৌরবর্ণা পদ্ম ও চামরধারিণী ব্যাঘ্রচর্মস্থিত পদ্মের উপরে পদ্মাসনে উপবিষ্টা।

এই তিনটি বিবরণেই দেবী দ্বিভুজা এবং পদ্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। দেবীপুরাণের বিবরণটিতে কেবল উমাকে পশুপরিবেষ্টিত পশুপতির শক্তিরূপে দেখা যায়।

দুর্গা ঃ দেবী আদ্যাশক্তি মহামায়া দুর্গা নামেই সমধিক পরিচিতা। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গা গায়ত্রীতে দুর্গি বা দুর্গার প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া গেল—

কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারিং ধীমহি। তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।

—কাত্যায়নকে জানি, কন্যাকুমারীকে ধ্যান করি, সুতরাং দুর্গি আমাদের প্রেরণ করুন। এখানে দুর্গি কাত্যায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ঋষি কাত্যায়নের কন্যা হিসাবে দুর্গার নাম হয়েছিল কাত্যায়নী। এ কাহিনীরও উৎস এখানে। কৃষ্ণ যজুর্বেদের মৈত্রায়নী সংহিতায় গৌরী গায়ত্রী—তদ্ গাঙ্গৌচ্যায় গিরিসুতায় ধীমহি। তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ।[২] গৌরীর নাম এখানে পাচ্ছি, কিন্তু তিনি দুর্গি বা দুর্গা কি-না জানা গেল না। গিরিসুতায় ধীমহি—বলায় গিরি বা গিরিসুতের সঙ্গে গৌরীর সংযোগের ইঙ্গিতও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দুর্গি বা গৌরীর সঙ্গে শিবের সংযোগের কোন ইঙ্গিত এখানে লভ্য নয়। রুদ্রভগিনী অথবা রুদ্রপত্নী অম্বিকাই দুর্গা বা গৌরী কি-না তাও এখানে অনুল্লিখিত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গাদেবীকে অগ্নিরূপা তপঃপ্রজ্বলিতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মন্ত্রটি তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত নারায়ণ উপনিষদেও বর্তমান।

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাদেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ॥[৩]

—অগ্নিবর্ণা, তপস্যায় প্রজ্বলিতা বিরোচনের (সূর্য বা অগ্নির) কন্যা, কর্মফলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা দুর্গাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করি। হে শোভনভাবে রক্ষয়িত্রী, রক্ষার নিমিত্ত তোমাকে প্রণাম করি।

শ্লোকটি দেবীভাগবতেও উদ্ধৃত হয়েছে।[৪] দুর্গাদেবীর সঙ্গে সূর্যাগ্নির সম্পর্ক এখানে স্পষ্ট, কিন্তু রুদ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনুল্লিখিত সূর্য বা অগ্নির (বৈরোচন)

---

১ কাঃ পুঃ—৬১।৪৫-৪৬ ২ মৈত্রায়ণি সং—১।৩৪
৩ নারাঃ উপঃ—২।২ ৪ দেবীভাগ—৭।৩১।৪৫

কন্যা প্রজ্বলিত অগ্নিরূপা দুর্গাদেবী সূর্যাগ্নির শক্তিরূপেই প্রতিভাত। তপঃপ্রজ্বলিতা দুর্গা পরবর্তীকালে তপস্বিনী পার্বতী সম্পর্কিত কাহিনীগুলির উৎস।

মনে হয়, দেবতেজঃসম্ভূতা চণ্ডীর মতই উমা-হৈমবতী বা দুর্গা শিবের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা ছিলেন না। পরে রুদ্রাণী-অম্বিকার সঙ্গে দুর্গা মিশে যাওয়ায় উমা-দুর্গা-অম্বিকা এক দেবসত্তায় পরিণত হয়ে শিব গৃহিণী ।শবানী হয়েছেন।

দুর্গা শব্দের নানাবিধ অর্থ করা যায়। দুর্গ শব্দের এক অর্থ দুঃখ বা দুর্গতি। যিনি নানাবিধ দুর্গতি নাশ করেন, তিনিই দুর্গা—"দুর্গাসি • দুর্গভবসাগর-নৌরসঙ্গা।[১] —তুমি দুর্গা, দুর্গম ভবসাগরপারের একমাত্র তরণী।

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ।[২]

—হে দুর্গে, তুমি স্মরণ মাত্রেই প্রাণিবর্গের অশেষ ভয় হরণ কর।

মহাভারতে দেবী দুর্গা কর্তৃক দুর্গতিনাশের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে—

দুর্গাত্তারয়সে দুর্গে তস্মাৎ দুর্গা স্মৃতাজনৈঃ
কান্তারেষবসন্নানাং মগ্নানাঞ্চ মহার্ণবে॥
দস্যুভির্বা নিরুদ্ধানাং ত্বং গতিঃ পরমা নৃণাম্।
জলপ্রতরণে চৈব কান্তারেষটবীযু চ॥
যে স্মরন্তি মহাদেবি ন চ সীদন্তি তে নরাঃ।[৩]

—হে দুর্গে, তুমি দুর্গতি নাশ কর বলেই লোকে তোমায় দুর্গা বলে থাকে। কান্তার মধ্যে যারা অবসন্ন হয়ে পড়ে, মহাসমুদ্রে যারা মগ্ন হয়, দস্যুর দ্বারা যারা বন্দী হয়, সেই মনুষ্যগণের তুমিই পরমা গতি। জল (নদী বা সমুদ্র) পার হওয়ার সময়ে কান্তারে এবং অরণ্যে, হে মহাদেবি! যারা তোমাকে স্মরণ করেন তাঁরা কখনও বিপন্ন হন না।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে দেবী দুর্গতিনাশিনী নারায়ণী, স্মরণ মাত্রেই মানবকুলের দুর্গতি নাশ করেন।

নারায়ণি মহাভাগে দুর্গে দুর্গতিনাশিনি।
দুর্গে স্মৃতি মাত্রেণ যাতি দুর্গং নৃণামিহ॥[৪]

চণ্ডীর উপাখ্যানে দেবী বলেছেন যে দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ করলে কোন দুর্গতি অর্থাৎ বিপদ আপদ থাকবে না।

ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিদ্ দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ।
ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্॥
শত্রুতো ন ভয়ং তস্য দস্যুতো বা ন রাজতঃ।
ন শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি॥[৫]

---

১ মাঃ পুঃ—৮৪।১০ ২• মাঃ পুঃ—৮৫
৩ বিরাটপর্ব—৬।২০-২২ ৪ প্রকৃতিখণ্ড—৬৪।৫২ ৫ চণ্ডী—১২।৫-৬

—যারা চণ্ডীমাহাত্ম্য শোনে তাদের কোন পাপ থাকবে না, পাপজাত কোন বিপদ থাকবে না, দারিদ্র্য থাকবে না, শত্রুর ভয়, দস্যু বা রাজার ভয় তাদের থাকে না, অস্ত্র, অগ্নি বা জলোচ্ছ্বাস কখনও দেখা দেবে না।

দেবী আরও বলেছেন—

অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নি পরিবারিতঃ।
দস্যুভির্বাবৃতঃ শূন্যে গৃহীতো বাপি শত্রুভিঃ॥
সিংহব্যাঘ্রানুযাতো বা বনে বা বনহস্তিভিঃ।
রাজ্ঞা ক্রুদ্ধেন বাজ্ঞপ্তো বধ্যো বন্ধগতোঽপি বা॥
আঘুর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ প্রোতে মহার্ণবে।
পতৎসু বাপি শস্ত্রেষু সংগ্রামে ভৃশদারুণে॥
সর্ববাধাসু ঘোরাসু বেদনাভ্যোর্দিতোঽপি বা।
স্মরন্ মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ॥[1]

—অরণ্যে, প্রান্তরে বা দাবাগ্নি বেষ্টিত অথবা, দস্যুর দ্বারা পরিবৃত অথবা শত্রুদের দ্বারা শূন্যে উৎক্ষিপ্ত, সিংহ ব্যাঘ্র বা বনহস্তীর দ্বারা আক্রান্ত, ক্রুদ্ধ রাজার দ্বারা বধাজ্ঞাপ্রাপ্ত অথবা বন্ধনপ্রাপ্ত, মহাসমুদ্রে পোতে অবস্থানকালে ঝড়ে ঘূর্ণিত অথবা ভীষণ সংগ্রামে অস্ত্রমুখে পতিত হলে, সকল ভয়ংকর বাধায় অথবা বেদনায় কাতর হলেও আমার চরিত শ্রবণে মানুষ বিপদ থেকে মুক্তি পায়।

দেবী চণ্ডী দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করেন, সকল দুর্গতি বিনষ্ট করেন, সেই জন্যই তিনি দুর্গতিহারিণী দুর্গা। দুর্গতিহারিণী হলেও অন্যান্য দেবতারাও দুর্গতি হরণ করে থাকেন। দুর্গার মত অগ্নি দুর্গতি নাশ করেন—"বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ সিন্ধুং ন নাবা দুরিতাতিপর্ষি॥"[2]

—হে অগ্নি, তুমি আমাদের সমস্ত দুর্গতি নাশক হয়ে নৌকার সাহায্যে সমুদ্র পার হওয়ার মত সমস্ত পাপ নাশ কর।

"জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ।"[3] —আমরা অগ্নির নিমিত্ত সোম অভিষব করি। সর্বজ্ঞ অগ্নি আমাদের শত্রুদের দগ্ধ করেন। সেই অগ্নি নৌকা দ্বারা সিন্ধু অতিক্রমণের ন্যায় আমাদের সকল দুর্গতি নাশ করেন, পাপ ধ্বংস করেন।

"স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা ক্ষামদ্দেবো অতিদুরিতাত্যগ্নিঃ।"[4] —সেই অগ্নি আমাদের সকল দুর্গতি দূর করেছেন, সেই অগ্নিদেব আমাদের গুরুতর পাপ বিনষ্ট করেছেন।

অগ্নির মতই যজ্ঞাগ্নিরূপিণী দুর্গাও দুর্গতি বিনাশ করে দুর্গা নামে পরিচিতা হলেন। গীতা প্রবক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণও কৃষ্ণগতচিত্ত ব্যক্তির দুর্গতিনাশক—

---

১ চণ্ডী—১২।২৬-২৯ ২ নারাঃ উপা—২।৪ ৩ নারায়ণ উপা—২।১
৪ নারায়ণ ২।৫

"মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।"[১] —আমাতে সমর্পিত চিত্ত আমার কৃপায় সকল দুর্গতি অতিক্রম করবে।

দুর্গা শব্দের অর্থান্তর দুর্গাসুরহন্ত্রী। শব্দকল্পদ্রুমে দুর্গা শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি॥
মহাভয়েঽতি রোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্তিতা॥

দুর্গা শব্দে দুর্গ নামক দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধন, কুকর্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড পুনর্জন্ম, মহাভয়, অতিরোগ বোঝায়। আ শব্দের অর্থ হন্তা, অর্থাৎ নাশ করেন। যিনি এই সকল নাশ করেন, তিনি দুর্গা নামে কীর্তিতা।

এই শ্লোক দুটি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ থেকে উদ্ধৃত।[২] স্কন্দপুরাণে (কাশীখণ্ডে) দুর্গাসুরের নিধনের পরে দেবী দুর্গা নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন,—

অদ্য প্রভৃতি মে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেষ্যতি।
দুর্গদৈত্যস্য সমরে পাতনাদতিদুর্গমাৎ॥
যে মাং দুর্গাং শরণগা ন তেষাং দুর্গতিঃ ক্বচিৎ॥[৩]

—আজ থেকে অতি দুর্গম দুর্গদৈত্যকে সমরে বধ করার জন্য আমার খ্যাতি হবে দুর্গা নামে। যে আমার বা দুর্গার শরণ গ্রহণ করবে, তার কখনও দুর্গতি হবে না।

দুর্গ দৈত্য বধ এবং দুর্গতিনাশ—এই দুই কারণে দেবীর নাম হয়েছিল দুর্গা।

দুর্গাসুর বধ ও শাকম্ভরী দেবী : মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবী চণ্ডী বলেছেন যে, ভবিষ্যৎকালে তিনি দুর্গ নামক অসুরকে বধ করবেন।

তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গা দেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥[৪]

দেবী ভাগবতে হিরণ্যাক্ষবংশজাত ব্রহ্মার বরে বলদৃপ্ত দুর্গাসুরের দেবী কর্তৃক নিধন কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে,[৫] দেবী বলেছেন, দুর্গাসুর বধের জন্যই আমার নাম হয়েছে দুর্গা—

দুর্গমাসুরহন্তৃত্বাদ্দুর্গেতি মম নাম যঃ।[৬]

স্কন্দপুরাণেও (কাশীখণ্ড, উত্তরার্ধ ৮১-৮২ অঃ) রুরুদৈত্যের পুত্র দুর্গাসুরের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধ ও দুর্গাসুরবধবৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত আছে। দুর্গ দৈত্য বধের

---

১ গীতা—১৮।৫৮ ২ ব্রহ্মবৈ পুঃ, প্রকৃতি – ৫৭।৭-৮
৩ স্কন্দ, কাশী উত্তরার্ধ – ৭২।৭১-৭২ ৪ মার্কণ্ডেয় পুঃ—৯১।৫০
৫ দেবীভাগ—৭।২৮ অঃ ৬ দেবীভাগ—৭।২৮।৭৯

জন্যই দেবীর নাম হয়েছে দুর্গা। দুর্গ দৈত্য বধ করে দেবী বললেন, আজ থেকে আমার নাম হবে দুর্গা—

অদ্য প্রভৃতি মে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেষ্যতি।
দুর্গদৈত্যস্য সমরে পাতনাদতিদুর্গমাৎ॥[১]

কিন্তু লক্ষণীয় এই যে মহিষাসুরমর্দিনী ও দুর্গাসুর-হন্ত্রীর মূর্তি একই প্রকার নয়। দুর্গাসুরের কাহিনীও ভিন্নপ্রকার। ব্রহ্মার বরে দুর্গমাসুর বেদ ও অনন্ত শক্তির অধিকারী হলে ব্রাহ্মণগণ বেদ বিস্মৃত হলেন। ফলে যাগযজ্ঞ বিলুপ্ত হয়ে গেল। যজ্ঞীয় হবির অভাবে দেবগণ দুর্বল হয়ে পড়লেন। দুর্গমাসুর অমরাবতী অধিকার করলো। যাগযজ্ঞ রহিত হওয়ায় পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি হোল। শতবর্ষের অনাবৃষ্টিতে প্রজা বিনষ্ট হোল,—পৃথিবী ধ্বংস হবার উপক্রম। তখন দেবগণের সকাতর স্তুতিতে দেবী প্রসন্না হয়ে জীবের দুঃখে শতসহস্র নয়ন দিয়ে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। নবরাত্র ব্যাপী অশ্রুবৃষ্টিতে পৃথিবী জলে পূর্ণ হোল। দেবগণ তখন শতনয়নবিশিষ্টা দেবীকে শতাক্ষী নামে অভিহিতা করলেন। ক্ষুধার্ত দেবতাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য দেবী শাকফলমূল প্রভৃতি প্রদান করায় দেবীর নাম হয় শাকম্ভরী—শাকম্ভরীতি নামাপি তদ্দিনাৎ সমভূন্নৃপ।[২] এর পর দুর্গমাসুর বধ করে দেবী দুর্গা নামে পরিচিতা হলেন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে চণ্ডী উপাখ্যানেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে। ভবিষ্যৎ কর্ম সম্বন্ধে দেবী বলেছেন—

পুনশ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা॥
ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্।
কীর্তয়িষ্যন্তিমনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ॥
ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহ সমুদ্ভবৈঃ
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ॥
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।
তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্॥[৩]

—পুনরায় শতবর্ষ অনাবৃষ্টি হলে জলহীন পৃথিবীতে মুনিগণের দ্বারা স্তুতা হয়ে অযোনিসম্ভবা আমি আবির্ভূতা হব। তারপর শতনেত্রে মুনিদের দর্শন করব বলে মানবগণ সেই সময় থেকে আমাকে শতাক্ষী বলবে। তারপর আমি নিজদেহ থেকে জাত প্রাণধারণের উপযোগী শাকদ্বারা বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবী পূর্ণ করব। তখন আমি শাকম্ভরী নামে খ্যাত হব।

শতাক্ষী শাকম্ভরীর সঙ্গে কৃষিকর্মের সংযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই শতাক্ষী শাকম্ভরীই দুর্গাসুর বা দুর্গামাসুরহন্ত্রী। কালিকা পুরাণ অনুসারে দেবী উগ্রচণ্ডার

১ স্কন্দঃ, কাশীঃ, উত্তরখণ্ড ২ দেবীভাগ—৭।২৮।৪৭ ৩ চণ্ডী—১১।৪৬-৫০

সপ্তযোগিনীর অন্যতমা।[১] দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনীর সঙ্গে শাকম্ভরী দেবীর আকারগত পার্থক্য প্রচুর। দেবীভাগবত অনুসারে শাকম্ভরী শতাক্ষী দুর্গার মূর্তি—

নীলাঞ্জনসমপ্রখ্যং নীলপদ্মায়তেক্ষণম্।
সুকর্কশসমোত্তুঙ্গবৃত্তঘনপীনস্তনম্॥
বাণমুষ্টিঞ্চ কমলং পুষ্পপল্লবমূলকান্।
শাকাদীন্ ফলসংযুক্তাননন্তরসসংযুতান্॥
ক্ষুত্তৃড়্জরাপহান্ হস্তৈর্বিভ্রতী মহাধনুঃ।
সর্বসৌন্দর্যসারাং তদ্রূপং লাবণ্যশোভিতম্॥[২]

—নীল অঞ্জনের তুল্য বর্ণা, নীলপদ্মের মত চক্ষু বিশিষ্টা, সুকঠিন সমান উন্নত বৃত্তাকার ঘন স্থূল স্তন শোভিতা, বাণমুষ্টি পদ্ম, অনন্তরস সংযুক্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা ও জরাহরণকারী পুষ্প, পল্লব মূলফলশাক প্রভৃতি হস্তে ধারণকারিণী সর্বসৌন্দর্যের সারভূতা এবং অনুরূপ লাবণ্যশোভিত দেহবিশিষ্টা।

এই শাকম্ভরী দেবী হয় কৃষিদেবী, নয়ত শস্যশালিনী বসুন্ধরার সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। দেবীপুরাণ অনুসারে বিন্ধ্যপর্বত ও মলয়পর্বতের মধ্যস্থলে যে ভূভাগ আছে, যেখানে মঙ্গলা দেবী আছেন, সেখানে দুর্গা পূজিতা হন।

তদা দক্ষিণবিন্ধ্যাদ্রের্মলয়াচ্চ যদন্তরম্।
মঙ্গলা সা স্থিতা দেবী দুর্গা তত্র প্রপূজ্যতে॥[৩]

তবে কি শাকম্ভরী দুর্গা দক্ষিণাঞ্চলের স্থানীয় দেবতা? তবে দুর্গাসুরহন্ত্রী ও মহিষাসুরহন্ত্রী যে একই দেবতা সেকথা পুরাণকারেরা কখনই বলতে ভোলেন নি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বলছেন,—

দুর্গাদয়শ্চ দৈত্যাশ্চ নিহতা দুর্গয়া তয়া।
দত্তং স্বরাজ্যং দেবেভ্যো বরঞ্চ যদভীপ্সিতম্॥
কল্পান্তরে পূজিতা সা সুরথেন মহাত্মনা।
রাজ্ঞা মেধস-শিষ্যেণ মৃণ্ময্যাঞ্চ সরিত্তটে॥[৪]

—দুর্গ প্রভৃতি দৈত্যগণ সেই দুর্গাদ্বারা নিহত হয়েছিল। তিনি দেবতাদের অভিলাষ অনুসারে তাঁদের রাজ্য ও অভিলষিত বর দান করেছিলেন। কল্পান্তরে তিনিই মৃণ্ময়ী রূপে নদীতীরে মেধসমুনির শিষ্য মহাত্মা সুরথ রাজার দ্বারা পূজিতা হয়েছিলেন।

স্কন্দপুরাণে দুর্গাসুরকে বধ করেছিলেন দেবী বিন্ধ্যবাসিনী। এই পুরাণে রুরু দৈত্যের পুত্র দুর্গাসুর কঠোর তপোবলে পুরুষদের অজেয় বর লাভ করে স্বর্গ অধিকারপূর্বক ত্রিলোকে অত্যাচার করতে থাকলে মহাদেব দেবী ভগবতীকে

---

১ কাম পু:—৬১।৪১
২ দেবীভাগ—২৮।৩৪-৩৬
৩ দেবীপুরাণ—৩৮।৩
৪ ব্রহ্মবৈ, প্রকৃতি খণ্ড—৫৭।৩৪-৪৫

আদেশ করলেন দুর্গাসুরকে বধ করতে। দেবী রুদ্রাণী কালরাত্রিকে দূতীরূপে নিযুক্ত করে দুর্গাসুরকে যুদ্ধে আহ্বান করায় দুর্গাসুর অনুচরদের আদেশ করে সুন্দরী কালরাত্রিকে অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে। কিন্তু দেবীকে অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে দুর্গাসুরের অনুচরবর্গ ব্যর্থ হওয়ায় শতকোটি দৈত্য দেবী কালরাত্রিকে আক্রমণ করে। কালরাত্রির কাছে দুর্গাসুরের আগমনবার্তা জেনে দেবী অস্ত্রসজ্জিতা হয়ে যুদ্ধার্থ অবতীর্ণা হলে মদন-বশীভূত দুর্গাসুরের আদেশে দৈত্যগণ দেবীকে বলপূর্বক গ্রহণ করতে উদ্যত হওয়ায় দেবীর সঙ্গে দৈত্যসৈন্যের তুমুল সংগ্রাম সুরু হয়। দুর্গাসুর প্রথমে এক ভয়ংকর হস্তিরূপ ধারণ করে, তৎপরে মহামহিষ রূপ ধারণ করে ক্ষুরাঘাতে বসুন্ধরাকে কম্পিত ও শৈলাঘাতে পর্বতসমূহকে পাতিত করতে থাকলে ত্রিলোক কম্পিত হতে থাকে।

অচলাং সচলাং সর্বাং স চক্রে ক্ষুরঘাততঃ।
শিলোচ্চয়াংশ্চ বহুশঃ শৃঙ্গাভ্যাং সোঽক্ষিপদ্বলী॥

* * *

মহামহিষরূপেন তেন ত্রৈলোক্যমণ্ডপঃ।
আন্দোলিতোঽতিবলিনা যুগান্তে বাত্যয়া যথা॥[১]

দেবীর শূলাঘাতে আহত হয়ে দুর্গাসুর সহস্রবাহু যোদ্ধার রূপে যুদ্ধ করতে করতে দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর দ্বারা নিহত হয়।

শুম্ভ নিশুম্ভ বধকালে দেবী চণ্ডী যেমন নিজ দেহ থেকে শক্তি বা গণ সৃষ্টি করেছিলেন, দুর্গাসুরবধকালেও তেমনি দেবী বিন্ধ্যবাসিনী ছিন্নমস্তা, শাকম্ভরী, জ্বালামুখী প্রভৃতি শক্তি সৃষ্টি করেছিলেন দেবীকে সাহায্য করার জন্য। চণ্ডীতে দেবী দেবগণকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিযুগে শুম্ভ ও নিশুম্ভ পুনর্বার প্রবল হয়ে উঠলে তিনি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনীরূপে তাদের বধ করবেন। এইভাবে মহিষাসুরমর্দিনী, বিন্ধ্যবাসিনী, ছিন্নমস্তা, শাকম্ভরী, দুর্গা প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তিদেবতার সমীকরণ হয়েছে। দুর্গাসুরবধের কাহিনীতেও মহিষাসুর শুম্ভ-নিশুম্ভ ও দুর্গাসুরের সমন্বয় হয়েছে। মনে হয়, শাকম্ভরী, শতাক্ষী, বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি স্থানীয় দেবতা এক শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে সম্মিলিত হয়ে এক মহাশক্তি রুদ্রাণীতে একাত্মতা প্রাপ্ত হয়েছেন। বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী কৈচর গ্রামে অদ্যাপি দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী শাকম্ভরী নামে পূজিতা হচ্ছেন।

দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দুর্গা: কেউ কেউ মনে করেন যে দুর্গা শব্দে দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বোঝায়। দেবীপুরাণে দেবীকে দুর্গে বিরাজমানা দুর্গেশ্বরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

১ স্কন্দ, কাশী, উত্তরার্ধ—৭২।২৩, ২৫

নমস্তে দেবি দুর্গেষু দুর্গেশ্বরি নমোঽস্তু তে।[১]
দুর্গেষু কারয়েৎ দুর্গাং মহিষাসুরঘাতিনীম্।[২]

দেবীভাগবতে দেবী নগরপালিকা—

নগরেঽত্র ত্বয়া মাতঃ স্থাতব্যং মম সর্বদা।
দুর্গা দেবীতি নাম্না বৈ ত্বং শক্তিরিহ সংস্থিতা॥[৩]

স্কন্দপুরাণে মহাদেব কাশী রক্ষার নিমিত্ত নন্দীকে প্রতি দুর্গে দুর্গাপ্রতিমা সন্নিবেশ করতে আদেশ দিয়েছিলেন—

প্রতিদুর্গং দুর্গারূপাঃ পরিতঃ পরিবাসয়।[৪]

আদেশ পেয়ে নন্দী কাশীর সর্বত্র প্রতি দুর্গে দুর্গামূর্তি স্থাপন করেছিলেন—আহূয় সর্বতো দুর্গাঃ প্রতিদুর্গং ন্যবেশয়ৎ॥[৫]

কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে দুর্গ মধ্যে যে সকল দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁদের অন্যতমা অপরাজিতা।[৬] পণ্ডিতরা মনে করেন, অপরাজিতা দুর্গা। দুর্গা পূজার অন্তে অপরাজিতা পূজার রীতি একালেও বর্তমান। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের প্রশ্ন, দুর্গা কি প্রাথমিকরূপে দুর্গরক্ষিণী দেবী ছিলেন?[৭] দানবদলনী দেবী দুর্গ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? দুর্গে প্রতিষ্ঠিতা হতেন বলেই দেবীকে প্রাথমিক অবস্থায় দুর্গাধিষ্ঠাত্রী বলে সিদ্ধান্ত করা চলে না। তবে দেবীর দুর্গা নামকরণের অন্যতম হেতু দুর্গাধিষ্ঠাতৃত্ব হতে পারে। কিন্তু দুর্গরক্ষিণী দেবী দুর্গার নাম না করে কৌটিল্য অপরাজিতার নাম করলেন কেন? নিশ্চয়ই দুর্গা নাম তখনও প্রসিদ্ধ হয় নি।

পার্বতী : দেবী দুর্গার এক নাম পার্বতী, কারণ দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করে শিবানী সতী জন্মান্তরে পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে পার্বতী নামের কয়েকটি ব্যাখ্যা আছে—

তিথিভেদে কল্পভেদে পর্বভেদে প্রভেদতঃ।
খ্যাতৌ তেষু চ বিখ্যাতা পার্বতী তেন কীর্তিতা।
মহোৎসববিশেষশ্চ পর্বন্নিতি প্রকীর্তিতা॥
পর্বতস্য সুতা দেবী সাবির্ভূতা চ পর্বতে।
পর্বতাধিষ্ঠাত্রী দেবী পার্বতী তেন-কীর্তিতা॥[৮]

—তিথিভেদে পর্বভেদে কল্পভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূজিতা হন, সেইজন্যই তিনি পার্বতী নামে খ্যাতা। মহোৎসবের শেষাংশ পর্ব নামে পরিচিত, সেই পর্বের অধিষ্ঠাত্রী বলে দেবীকে পার্বতী বলা হয়। দেবী পর্বতের কন্যা, পর্বতে আবির্ভূতা, পর্বতের অধিষ্ঠাত্রী—সেইজন্যও তিনি পার্বতী নামে পরিচিতা।

---

১ দেবীপুঃ—৮৩।৬২-৬৩ ২ দেবীপুঃ—৭২।১২৪ ৩ দেবীভাগ—৩।২৪।৫-৬
৪ স্কন্দঃ, কাশীঃ, উত্তরার্ধ—৬৯।১৭৮ ৫ তদেব—৬৯।১৮০ ৬ অর্থশাস্ত্র—২।৪।২২
৭ ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য—পৃঃ ৪৮ ৮ ব্রহ্মবৈঃ' প্রকৃতিখণ্ড—৫৭।২৪-২৬

প্রধানতঃ পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা বলেই উমা বা গৌরী পুরাণে কাব্যে পার্বতী নামে প্রসিদ্ধা।

তাং পার্বতীত্যভিজনেন নাম্না বন্ধুপ্রিয়াং বন্ধুজনো জুহাব।[১]

—আত্মীয়জনের প্রিয় সেই কন্যাকে আত্মীয়স্বজন বংশানুসারী (পর্বতরাজ-কন্যা হিসাবে) পার্বতী এই নামে ডাকতেন।

পুরাণানুসারে হিমালয়ের দুই পুত্র মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ এবং দুই কন্যা গৌরী ও গঙ্গা—

মেনা হিমবতঃ সুতে মৈনাকং ক্রৌঞ্চমেব চ।
গৌরীঞ্চ গঙ্গাঞ্চ ততঃ কন্যে দ্বে লোকমাতরৌ॥[২]
অসূত মেনা মৈনাকং ক্রৌঞ্চস্তস্যানুজামুমাম্।
গঙ্গাং হৈমবতীং যজ্ঞে ভবাঙ্গাশ্লেষপাবনীম্॥[৩]

—মেনা মৈনাক, ক্রৌঞ্চ এবং ক্রৌঞ্চের ভগিনী উমা এবং শিবের আলিঙ্গনে পবিত্রা হৈমবতী গঙ্গাকে প্রসব করেছিলেন।

এখানে গঙ্গা হৈমবতী এবং শিবের আলিঙ্গনে পবিত্রা। বামনপুরাণ বলেন, মেনকার তিন কন্যা—রাগিনী, কুটিলা ও কালী। শিবতেজ ধারণের জন্য এঁদের তিনজনকেই স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কুটিলা ও রাগিণী ব্রহ্মার শাপে হলেন যথাক্রমে নদী ও সন্ধ্যারাগ। আর কালী মায়ের দ্বারা তপস্যায় নিষিদ্ধা হয়ে উমা নাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[৪] কুটিলা ও গঙ্গা সম্ভবতঃ অভিন্না। কেননা, কুটিলা কর্তিকেয়জন্মের হেতুভূত শিববীর্য ধারণ করেছিলেন। রাগিণী, কুটিলা ও কালী যখন স্বর্গে ছিলেন এবং রাগিণী অভিশপ্তা হয়ে হলেন সন্ধ্যারাগ, তখন তিন ভগিনীই দিব্যসরস্বতী ও দিব্যগঙ্গা বা আকাশগঙ্গার মত প্রাথমিক অবস্থায় ছিলেন সূর্য-জ্যোতি এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়। কালীই হলেন পর্বতরাজকন্যা পার্বতী।

গঙ্গা ও পার্বতী : উমা ও গঙ্গা দুই সহোদরা—হিমবান্ ও মেনার কন্যা। উভয়েই শিব-জায়া এবং হৈমবতী বা পার্বতী। গঙ্গা প্রথমে ছিলেন স্বর্গগঙ্গা, পরে হলেন নদী। সেই জন্যই দেবী চণ্ডীর মত, দিব্যসরস্বতীর মত গঙ্গা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের শক্তি বা মূর্তি। তিনি শিবরূপা, বিষ্ণুরূপা সর্বদেবময়ী-ভেষজ-রূপিণী অর্থাৎ আরোগ্য বিধায়িনী।

ওঁ নমঃ শিবায়ৈ গঙ্গায়ৈ শিবদায়ৈ নমো নমঃ।
নমস্তে বিষ্ণুরূপিণ্যৈ ব্রহ্মমূর্ত্যৈ নমোঽস্তুতে॥
নমস্তে রুদ্ররূপিণ্যৈ শঙ্কর্যৈ তে নমো নমঃ॥
সর্বদেবস্বরূপিণ্যৈ নমো ভেষজমূর্তয়ে॥[৫]

১ কুমারসম্ভব—১।২৬ ২ সৌরপুঃ—২৬।৩৪ ৩ লিঙ্গপুঃ—৬।৭
৪ বামনপুঃ—৫১ অঃ ৫ স্কন্দঃ, কাশী, পূর্বার্ধ—২৭।১৫৭।৫৮

গঙ্গা সকল দেবতারই মূর্তি। শিব বলেছেন, গঙ্গা তাঁরই জলরূপা শ্রেষ্ঠ মূর্তি—মমৈব সা পরা মূর্তিস্তোয়রূপা শিবাত্মিকা।[১] এই ভাবে স্বর্গগঙ্গা ও চণ্ডী-পার্বতীর অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়। গঙ্গার মত উমা বা গৌরী কি হিমালয় নিঃসৃতা কোন নদীর নাম ছিল? বৃহদ্ধর্মপুরাণে দক্ষদুহিতা সতী গঙ্গার সঙ্গে অভিন্না। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করে দ্বিধাবিভক্ত হলেও হিমালয়কন্যা মেনা-গর্ভজাতা গঙ্গা ও উমারূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

পুনঃ সা জন্মনে শৈলং যযৌ দেবী হিমালয়ম্
পুত্রী সুমেরোঃ সুভাগা মেনা নাম মনোরমা।
তস্যা গর্ভে জনুর্লেভে সতী গঙ্গেতি যোচ্যতে ॥[২]

এদিকে দেবর্ষি নারদ দেবতাদের বললেন, সতীহারা শিবের সঙ্গে পুনর্জাতা সতীর মিলন ঘটাতে। গঙ্গা হিমালয়কে স্বপ্নে চতুর্ভুজা ত্রিনয়না মকরাসনা মূর্তি দেখিয়ে বলছিলেন, দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করে অর্ধাংশে আমি তোমার কন্যা গঙ্গা হয়েছি, বাকি অর্ধাংশে উমারূপে জন্ম নেব। হিমালয়ের কাছ থেকে গঙ্গাকে নিয়ে দেবগণ স্বর্গে গেলেন; গঙ্গা আকাশে শোভা পেতে লাগলেন। নারদ শিবকে সন্ধান দিলেন গঙ্গারূপিণী সতীর—

সতী হিমেবতঃ ক্ষেত্রে লব্ধদেহা ময়েক্ষিতা ॥
শুক্লা চতুর্ভুজা চারুনেত্রত্রয়বিরাজিতা
আসীনা মকরে শুক্লে প্রফুল্লবদনাম্বুজা ॥[৩]

শিব ও নারদের কথামত পার্বতী গঙ্গাকে দর্শন করতে গেলেন বৃষে আরোহণ করে—

ইত্যুক্ত্বা বৃষমারুহ্য নন্দিনা সহ শঙ্করঃ।
যযৌ স্বর্গং পুরং যত্র গঙ্গা বসতি পার্বতী ॥[৪]

অতএব বৃহদ্ধর্মপুরাণানুসারে যিনি পূর্বজন্মে সতী, তিনিই পরজন্মে পার্বতী-গঙ্গা। স্কন্দপুরাণ বলেন, গঙ্গা গৌরী ও উমা এক অভিন্না—

যথা গৌরী তথা গঙ্গা তস্মাদ্ গৌর্য্যাস্তু পূজনে।
যো বিধিবিহিতঃ সম্যক্ সোঽপি গঙ্গা প্রপূজনে ॥
যথাহং ত্বং তথা বিষ্ণো যথা ত্বন্তু তথা হ্যুমা।
উমা যথা তথা গঙ্গা চতুরূপং ন ভিদ্যতে ॥[৫]

—যিনি গঙ্গা, তিনিই গৌরী, সুতরাং গৌরী পূজায় যে বিধি গঙ্গাপূজাতেও সেই বিধি। হে বিষ্ণু, যেমন আমি (শিব) তেমনি তুমি, যেমন তুমি তেমনি উমা, যেমন উমা তেমনি গঙ্গা,—চারিরূপে কোন ভেদ নেই।

গঙ্গাই দুর্গাসুরঘাতিনী—দক্ষকন্যা, আবার নারায়ণী—সুতরাং চণ্ডীস্বরূপা। স্কন্দপুরাণে গঙ্গাস্তুতি—

---

১ তদেব—২৬।৭ ২ বৃহদ্ধর্মঃ মধ্য—১২।২-৩ ৩ তদেব—১২।৭৪-৭৫
৪ বৃহদ্ধর্ম, মধ্য—১২।৮০ ৫ স্কন্দঃ, কাশীঃ, পূর্বার্ধ—২৭।১৮২-৮৩

শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবী নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
নির্লেপায়ৈ দুর্গহন্ত্র্যৈ দক্ষায়ৈ তে নমো নমঃ॥
পরাপরায়ৈ চ গঙ্গে নির্বাণদায়িনি॥[১]

—আশ্রিত, দীন, ও আর্তের ত্রাণকারিণী, সকলের দুঃখহারিণী, দেবী নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার। নির্লিপ্তা, দুর্গাসুরহন্ত্রী, দক্ষকন্যাকে নমস্কার। পরা এবং অপরা নির্বাণদাত্রী গঙ্গা।

দুর্গাচণ্ডীর সঙ্গে গঙ্গা হয়ে গেছেন অভিন্না। জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী আকাশ-গঙ্গা জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মবিদ্যা উমা হৈমবতী, দেবতেজঃ সম্ভূতা চণ্ডী, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরূপা দুর্গা—সবই এক অভিন্ন দেবসত্তা। মর্তগঙ্গা ও পার্বতী অভিন্নরূপে বর্ণিতা হয়েছেন। হিমালয় দুহিতা গঙ্গা নদী ও পার্বতী একই নদীর নাম হওয়াও অসম্ভব নয়। মার্কণ্ডেয়পুরাণে বিন্ধ্যপর্বতনির্গত নদীগুলির মধ্যে মহাগৌরী ও দুর্গা নামে দুটি নদী আছে।[২] হিমালয় নির্গতা গঙ্গা পার্বতীর সঙ্গে এই দুটি নদীর একাত্মতা সম্ভবপর নয়।

কৌষিকী ও পার্বতী: দেবীর আর একটি রূপ কৌষিকী। তিনি চণ্ডীর দেহকোষ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শুম্ভ ও নিশুম্ভের অত্যাচারে ক্লিষ্ট দেবগণ দেবী চণ্ডীর স্তব করেছিলেন। সেই সময়ে দেবী প্রশ্ন করলেন, তোমরা কাকে স্তব করছ? সেই সময়ে দেবীর দেহকোষ থেকে আবির্ভূতা এক দেবী বললেন, শুম্ভের দ্বারা বিতাড়িত এবং নিশুম্ভের দ্বারা পরাজিত দেবগণ আমার স্তুতি করেছেন। দেবীর কোষ থেকে জন্মেছিলেন বলেই অম্বিকা সমস্ত জগতে কৌষিকী নামে গীত হয়েছিলেন।

শরীর কোষাদ্ যত্তস্যাঃ পার্বত্যাঃ নিঃসৃতাম্বিকা।
কৌষিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে॥[৩]

কালিকাপুরাণেও দেবীর কোষ থেকে জাতা কৌশিকী দেবীর উল্লেখ আছে—

যা কায়কোষান্নিঃসৃতা কালিকায়াস্তু ভৈরব।
সা কৌশিকীতি বিখ্যাতা চারুরূপা মনোহরা॥
নিঃসৃতা হৃদয়াদ্দেব্যা রসনাগ্রেণ চণ্ডিকা।
নৈতস্যাঃ সদৃশী মূর্ত্যা চারুরূপেণ বিদ্যতে॥[৪]

—হে ভৈরব, কালিকার দেহকোষ থেকে যে দেবী নিঃসৃতা হয়েছিলেন, সেই সুন্দররূপসম্পন্না মনোরমা দেবী কৌশিকী নামে বিখ্যাতা। চণ্ডিকা কালিকা দেবীর হৃদয় থেকে রসনাগ্র দ্বারা নিঃসৃতা হয়েছিলেন—তাঁর সদৃশ সুন্দর মূর্তি আর কোথাও নেই।

---

১ তদেব—২৭।১৭১-৭২ ২ মার্কপুঃ—৫৭ অঃ
৩ চণ্ডী—৫।৮ ৪ কাঃ পুঃ—৬১।৬৯-৭০

কৌশিকীর মূর্তির বিবরণও কালিকাপুরাণে পাওয়া যায়—

ধম্মিল্লসংযতকচাং বিধোশ্চাধোমুখীং কলাম্।
কেশান্তে তিলকস্তোর্ধ্বে দধতী সুমনোহরা।
মণিকুণ্ডলসংঘৃষ্টগণ্ডা মুকুটমণ্ডিতা ॥
সজ্জ্যোতিঃ কর্ণপুরাভ্যাং কর্ণমাপূর্য্য সঙ্গতা।
সুবর্ণ মণিমাণিক্য নাগহার বিরাজিতা ॥
সদা সুগন্ধিভিঃ পদ্মৈরম্লানৈরতি সুন্দরী।
মালাং বিভর্তি গ্রীবায়াং রত্নকেয়ূরধারিণী ॥
মৃণালয়াতবৃত্তৈস্তু বাহুভিঃ কোমলৈ শুভৈঃ।
রাজন্তী কঞ্চুকোপেতপীনোন্নতপয়োধরা ॥
ক্ষীণমধ্যা পীতবস্ত্রা ত্রিবলীপ্রথ্যভূষিতা।
শূলং বজ্রঞ্চ বাণঞ্চ খড়্গং শক্তিং তথৈব চ ॥
দক্ষিণৈঃ পাণিভির্দেবী গৃহীত্বা তু বিরাজিতা।
গদাং ঘণ্টাঞ্চ চাপঞ্চ চর্ম শঙ্খং তথৈব চ ॥
উর্ধ্বাদিক্রমতো দেবী দধতী বামপাণিভিঃ।
সিংহস্তোপরি তিষ্ঠন্তী ব্যাঘ্রচর্মণি কৌশিকী ॥
বিভ্রতী রূপমতুলং সমুরাসুর মোহনম্ ॥[১]

—মাথায় কবরীবন্ধন, অধোমুখী চন্দ্রকলা ললাটে, কেশের অন্তভাগে একটি উর্ধ্বমুখ তিলকধারণে মনোহরা। গণ্ডদেশ মণিকুণ্ডলে সংঘৃষ্ট, মাথায় মুকুট, কর্ণদ্বয় জ্যোতির্ময় কর্ণপূরদ্বয়ের দ্বারা শোভিত, সুবর্ণ মণিমাণিক্য এবং নাগহারে ভূষিতা, সদা সুগন্ধি পদ্মফুলের মালা ধারণ করায় সৌন্দর্য বর্ধিত, গ্রীবায় রত্নকেয়ূর, মৃণাল-তুল্য কোমল দীর্ঘ এবং সুগোল বাহুসমূহের দ্বারা শোভিতা, কঞ্চুক (কাঁচুলি) দ্বারা আবৃত পীন ও উন্নত পয়োধর সম্পন্না, মধ্যভাগ ক্ষীণ, পীতবর্ণের বস্ত্র পরি-হিতা, ত্রিবলিভূষিতা, দক্ষিণদিকের হস্তে উর্ধ্ব থেকে নিম্নে শূল, বজ্র, বাণ, খড়্গ ও শক্তি, ঐরূপ বামহস্তসমূহে গদা, ঘণ্টা, ধনু, ঢাল ও শঙ্খ ধারণকারিণী, সিংহের উপরে ব্যাঘ্রচর্মে অবস্থিতা কৌশিকী সুর ও অসুরগণের মুগ্ধকর রূপ ধারণ করে আছেন।

এই দেবী কৌশিকী সিংহবাহিনী দশভুজা হলেও মহিষমর্দিনী দুর্গা মূর্তি থেকে পৃথক।

কিন্তু মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেখা যায় যে গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, যমুনা ও কৌশিকী প্রভৃতি নদী হিমালয় থেকে বিনির্গতা।[২] মৎস্যপুরাণে হব্যবাহনকারী ষোড়শ সংখ্যক নদীর মধ্যে অন্যতমা কৌশিকী।[৩] বামনপুরাণে সাতটি পুণ্যতোয়া নদীর অন্যতমা কৌশিকী।[৪] কৌশিকী হিমবৎ পাদনিঃসৃতা।[৫] মনে হয় কৌশিকীর

১ কাঃ পুঃ—৬১।৭৫-৮২ ২ মার্কপুঃ ৫৭ অঃ ৩ মৎস্যপুঃ—৫১।১৬
৪ বাঃ পুঃ—৩৪।৭ ৫ বাঃ পুঃ—১৩।২২

মত গৌরীও এককালে হিমবৎনির্ঝরস্থা কোন নদী ছিলেন। পুরাণপাঠে মনে হয়, গৌরী ও গঙ্গা—দুই হিমালয় নির্গতা নির্ঝরিণী মিলিত হয়ে এক স্রোতোধারায় পরিণত হয়েছিল, নয়ত গৌরী গঙ্গারই এক নাম। গৈরিক বর্ণ পর্বত-দুহিতার নাম গৌরী হলে আশ্চর্য কি? হয়ত বা সরস্বতীর মতই গঙ্গার দুই সত্তা দুই দেবকায়া ধারণ করেছিলেন। জ্যোতীরূপা গৌরী-পার্বতী চণ্ডী-দুর্গার সঙ্গে মিশে গেলেন আর রইলেন তাঁর নদীসত্তা নিয়ে পতিতপাবনীরূপে।

শিব পর্বতবাসী—গিরিশ। হিমালয়ে শিবস্থান হিসাবে কৈলাশ শৃঙ্গ প্রসিদ্ধ। কৈলাশের অদূরে ত্রিশূল শৃঙ্গ শিবের অস্ত্র,—নন্দাদেবী ও গৌরীশৃঙ্গ গৌরীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অগ্নির বাস পর্বতেও। এইজন্যই কি অগ্নিরূপা দুর্গা-গৌরী পর্বত-নন্দিনী পার্বতী? দেবীর অপরা মূর্তি নন্দাদেবী হিমালয়ে জাগ্রত দেবতা হিসাবে পূজিতা হন। আলমোড়া শহরের উপকণ্ঠে নন্দাদেবীর মন্দির আছে।

পার্বতী ও দক্ষপার্বতি: আর একদিক থেকেও পার্বতী নামটি বিচার্য। শতপথ ব্রাহ্মণে দক্ষের নাম পার্বতি,—কারণ তিনি পর্বত পুত্র। "দক্ষ পার্বতিস্তু ইমেঽপ্যেতর্হি দাক্ষায়ণা রাজ্যমিবৈব প্রাপ্তা রাজ্যমিব হ বৈ প্রাপ্নোতি য এবং বিদ্বানেতেন যজ্ঞেন যজতে..."[১] —পর্বতপুত্র দক্ষ এই যাগের দ্বারা রাজ্যলাভ করেছিলেন। সুতরাং দাক্ষায়ণ যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা রাজ্যলাভ হয়। আচার্য সায়ন ভাষ্যে লিখেছেন, "অত্র হি দাক্ষায়ণ যজ্ঞ সম্পদ্‌ভূতে দ্বে পৌর্ণমাসে দ্বেঽমাবস্যে যজেতোত।" —সম্পদ-দায়ক দাক্ষায়ণ যজ্ঞ দুটি পূর্ণিমায় ও দুটি অমাবস্যায় অনুষ্ঠান করতে হবে।

"দক্ষ হ বৈ পার্বতেয়েন যজ্ঞেনেষ্ট্বা সর্বান্ কামনাততৎ।"[২]
—পার্বেতেয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে দক্ষ সকল কাম্য লাভ করেছিলেন।

দক্ষের নাম পার্বতি। পার্বতি দক্ষের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের নাম পার্বতেয়। পার্বতি দক্ষের সঙ্গে পার্বতী দুর্গার সম্পর্ক স্পষ্ট না হলেও অনুমান গ্রাহ্য। সতী (জন্মান্তরে পার্বতী) দক্ষের কন্যা। সুতরাং পার্বতী দুর্গা ও পার্বতি দক্ষের কন্যা। কৃষ্ণ যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে আছে—"ধিষণাসি পার্বতেয়ী অতিত্যা পর্বতির্বেত্তু।"

পার্বতেয়ী পার্বতি দক্ষের কন্যারূপে গৃহীত হতে পারে। কিন্তু সায়নাচার্যের মতে পার্বতেয়ী পর্বতসম্বন্ধিনী দৃষৎ (একপ্রকার জাঁতাসদৃশ পেষণযন্ত্র) অথবা পর্বততুল্য দৃঢ়। কিন্তু পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ীর মতে পার্বতেয়ী শব্দের অর্থ অনন্তশক্তিশালিনী পরা প্রকৃতি অর্থাৎ আদ্যাশক্তি দুর্গা। দুর্গাদাস-কৃত মন্ত্রটির বঙ্গানুবাদ :—"অনন্ত শক্তিশালিনী পরা প্রকৃতি তোমাকে পর্বতের ন্যায় দৃঢ় বলিয়া জানুন।"

দক্ষ পার্বতির কন্যা পার্বতেয়ী দাক্ষায়ণ যজ্ঞের অগ্নি। ঋগ্বেদের ৩।২৮।১০ ঋকে ইলাকে দক্ষের কন্যা বলা হয়েছে। সায়নের মতে, দক্ষের কন্যা ইলা

১ শতপথ—২।৪।১ ২ সাংখ্যায়ণ ব্রাঃ ৪ অঃ

যজ্ঞবেদী বা যজ্ঞভূমি। কিন্তু আমরা পূর্বে দেখেছি, ইলা, ভারতী ও সরস্বতী তিনই যজ্ঞাগ্নি।[১] এই তিন যজ্ঞাগ্নির সম্মিলনে স্রষ্টা দাক্ষায়ণী পার্বতেয়ী বা পার্বতী। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের (নারায়ণোপনিষৎ) অগ্নিরূপা দুর্গা আর পার্বতি দক্ষের কন্যা পার্বতেয়ী বা পার্বতী তাই মিশে এক হয়ে এক দেবসত্তায় পরিণত হয়েছে।

গঙ্গা-পার্বতীর মত হিমগিরি দুহিতা সরস্বতীও পার্বতী। পুরাণে তন্ত্রে সরস্বতী ও দুর্গা-পার্বতী অভিন্না। স্কন্দপুরাণে দুর্গাসুরহন্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনীই গৌরী সাবিত্রী এবং সরস্বতী—

ত্বং গৌরী ত্বঞ্চ সাবিত্রী ত্বং গায়ত্রী সরস্বতী।[২]

কালিকাপুরাণে দেবীর মূর্ত্যন্তর দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা মাতঙ্গীই সরস্বতী—মাতঙ্গী তু সরস্বতী।[৩] দেবীভাগবতে মূল প্রকৃতি আদ্যাশক্তি সৃষ্টিকালে পাঁচভাগে বিভক্ত হন,—এই পঞ্চপ্রকৃতি—

গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা ॥[৪]

গৌরী-পার্বতীর সঙ্গে অভিন্না যে পার্বতী সরস্বতী তাঁর গুণকর্মের অংশ নিয়ে দেবী চণ্ডীদুর্গার আবির্ভাব, সেই পার্বতী সরস্বতী পার্বতী গৌরীতে রূপান্তরিত হওয়াও অসম্ভব নয়। জ্যোতির্ময়ী দিব্যসরস্বতী, পার্বতী, নদী সরস্বতী, পার্বতী গঙ্গা, দাক্ষায়ণী পার্বতী সম্মিলিতা হয়ে ব্রহ্মবিদ্যা উমা হৈমবতী, দেবতেজোরূপা চণ্ডী, বৈদিক আদিত্য জননী ও পৌরাণিক দেবমাতা অদিতি, বৈদিক রুদ্রভগিনী অথবা রুদ্রপত্নী অম্বিকা এবং বৈদিক ব্রহ্মবাদিনী বাক্ সব একাকার হয়ে হলেন শিবভার্যা দুর্গা-চণ্ডী-পার্বতী। যজুর্বেদে সরস্বতী হিমগিরি নিঃসৃতা,[৫] পুরাণে কৌশিকী হিমবৎ-পাদনিঃসৃতা। পার্বতী কৌশিকীও দুর্গাপার্বতীতে মিশে দেবীর কোষজাতা কোষিকী হলেন।

দেবীর রূপবৈচিত্র্য : দুর্গাচণ্ডীর বৈচিত্র্যময় বহুবিধ মূর্তি তন্ত্র-পুরাণে কল্পিত হয়েছে। কখনও দেবীমূর্তি লক্ষ্মী-সরস্বতীর অনুরূপ,—চতুর্ভুজা অক্ষমালা, কমণ্ডলু, রত্নকলস, পুস্তক প্রভৃতি ধারিণী—

বালার্কসদৃশাকারে পূর্ণচন্দ্র নিভাননে।
চতুর্ভুজে চতুর্বক্ত্র পীণশ্রোণি পয়োধরে ॥[৬]

চব্বিশ পরগনা জেলার বড়িশায় অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা অষ্টমী নবমীতে চণ্ডী দেবীর মৃণ্ময়ী প্রতিমার পূজা হয়। এই দেবী চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না, রক্তবর্ণা, রক্তবসনা, মুণ্ডমালা ভূষিতা, চন্দ্রশেখরা, পঞ্চমুণ্ডের আসনে উপবিষ্টা, জপমালা, পুস্তক, বর ও অভয়মুদ্রাধারিণী।[৭]

---

১ ইলা, ভারতী ও সরস্বতী প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ২ স্কন্দঃ, কাশীঃ, উত্তরার্ধ—৭২-৪২
৩ কাঃপুঃ—৬২।৯৯ ৪ দেবীভাগ—৯।১।১ ৫ কৃষ্ণযজুঃ—১১।৮।২২
৬ মহাঃ, বিরাটপর্ব—৬।৮ ৭ পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৩য় খণ্ড—পৃঃ—১২৫

কালিকাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ইক্ষুসাগরের মধ্যস্থলে সুবর্ণপর্যঙ্কে প্রস্ফুটিত কাঞ্চন পদ্মে অবস্থিতা দেবী মহামায়া চতুর্ভুজা। মহামায়ার ধ্যানমন্ত্র—

শোনপদ্ম প্রতীকাশাং মুক্তমূর্ধজলম্বিনীম্।
চলৎকাঞ্চনসম্বন্ধ-কুণ্ডলোজ্জ্বলশালিনীম্॥
সুবর্ণরত্নসম্বন্ধ-কিরীটদ্বয়ধারিণীম্।
শুক্লকৃষ্ণারুণৈর্নেত্রৈস্ত্রিভিশ্চারু বিভূষিতাম্॥
সন্ধ্যাচন্দ্রসমপ্রখ্যকপোলাং লোললোচনাম্।
বিপক্কদাড়িমীবীজদন্তাং সুভ্রূযুগোজ্জ্বলাম্॥
বন্ধুকদন্তবসনাং শিরীষপ্রভনাসিকম্।
কম্বুগ্রীবাং বিশালাক্ষীং সূর্যকোটিসমপ্রভাম্॥
বন্ধুকদন্তবসনাং শিরীষপ্রভনাসিকম্।
কম্বুগ্রীবাং বিশালাক্ষীং সূর্যকোটিপ্রভাম্।
চতুর্ভুজাং বিবসনাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥
দক্ষিণেনোর্ধ্বেণ নিস্ত্রিংশৎ পরেণ সিদ্ধসূত্রকম্।
বিভ্রতীং বামহস্তাভ্যামভীতি বরদায়িনীম্॥[১]

—শোণ ও পদ্মের মত বর্ণযুক্তা, আলুলায়িত দীর্ঘকুন্তলবিশিষ্টা, কর্ণদ্বয়ে চঞ্চল রত্নখচিত সুবর্ণকুণ্ডলভূষিতা, রত্নখচিত সুবর্ণময় মুকুটদ্বয়ধারিণী, শুক্লকৃষ্ণ রক্তবর্ণ-মিশ্রিত লোচনত্রয়শোভিতা, সন্ধ্যাকালীন চন্দ্রতুল্য গণ্ডদ্বয়যুক্ত, চঞ্চললোচনা, পুষ্টদাড়িমবীজ সদৃশ দন্তবিশিষ্টা, সুন্দর ভ্রূযুগলে উজ্জ্বলা, বন্ধুকপুষ্পসদৃশ দন্তকান্তি-বিশিষ্টা, শিরিশ পুষ্পের ন্যায় নাসিকা, শঙ্খতুল্যগ্রীবা, বিশালাক্ষী, কোটিসূর্যের সদৃশ প্রভাসম্পন্না, চতুর্ভুজা, বিবস্ত্রা, পীন ও উন্নত পয়োধরশোভিতা, দক্ষিণের উর্ধ্বহস্তে খড়্গ, নিম্নহস্তে সিদ্ধসূত্রধারণকারিণী, বামহস্তদ্বয়ে বর ও অভয়-মুদ্রাধারিণী।

কখনও দেবী অষ্টভুজা, কখনও তিনি দ্বিভুজা। মেনার গর্ভে যখন তিনি জন্মগ্রহণ করলেন, তখন তিনি চতুর্বক্ত্রা, জটাধারিণী, প্রভাতসূর্যতুল্যাশোভাময়ী, ত্রিনেত্রা অষ্টভুজা।[২] হিমালয়কে তুষ্ট করতে যখন তিনি বিশ্বরূপ ধারণ করলেন তখন তিনি হলেন তেজোময়ী জ্বালামালাপরিপূর্ণা কালানলসমা। কিন্তু গিরিরাজের অনুরোধে দেবী পরিগ্রহ করলেন মানবীর মূর্তি। তখন তাঁর বর্ণ নীলোৎপলসদৃশ, তিনি দ্বিভুজা ত্রিনয়না।[৩] কূর্মপুরাণেও দেবী যখন বিশ্বরূপ সংহরণ করলেন তখন তিনি—

নীলোৎপলদলপ্রখ্যং নীলোৎপলসুগন্ধি চ।
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং সৌম্যং নীলালকবিভূষিতম্॥[৪]

---

১ কাঃ পুঃ– ৫৩।২৬-৩১ ২ স্কন্দঃ প্রভাসখণ্ডান্তর্গত বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্য – ৯।৪৭
৩ তদেব ৪ কূর্মঃ, পূর্বভাগ – ১২।১৯

বেত্রাসুরবধের নিমিত্ত দেবী যখন আবির্ভূতা হয়েছিলেন, তখন তিনি শুক্লাম্বরধরা, অষ্টবাহুযুক্তা, চক্রশঙ্খগদাপাশ খড়্গ-ঘণ্টা-ধনুধারিণী ও সিংহবাহিনী।[১] উমা দ্বিভুজা[২], রুদ্রাণীও দ্বিভুজা—

দ্বিভুজাং স্বর্ণগৌরাঙ্গীং পদ্মচামরধারিণীম্।
ব্যাঘ্রচর্মাস্থিতে পদ্মে পদ্মাসনাগতা সদা ॥[৩]

অগ্নিপুরাণানুসারে দেবী বিংশতিভুজা, অষ্টাদশভুজা এবং ষোড়শবাহুকা।[৪] কালিকাপুরাণে অষ্টাদশভুজা দুর্গাপূজার বিধি উল্লিখিত হয়েছে।[৫] গরুড়পুরাণে চতুর্ভুজা, দ্বাদশভুজা, অষ্টাদশভুজা ও অষ্টাবিংশতিভুজা দেবীর বিবরণ আছে—

অষ্টাবিংশভুজা ধ্যেয়া অষ্টাদশভুজাথবা।
দ্বাদশভুজা বাপি ধ্যেয়া বাপি চতুর্ভুজা ॥[৬]

অষ্টাদশভুজা দুর্গার অষ্টাদশ হস্তে খেটক, দর্পণ, তর্জনীমুদ্রা, ধনু, ধ্বজ, ডমরু, পরশু, পাশ, শক্তি, মুদ্গর, শূল, নরকপাল, বজ্র, অংকুশ, শর, চক্র, ও শলাকা থাকবে।[৭]

স্মর্তব্য যে, মহাসরস্বতী অষ্টভুজা ও মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভুজা।

বিন্ধ্যবাসিনী : মহাশক্তি অম্বিকা-দুর্গার আর এক মূর্তি বিন্ধ্যবাসিনী। মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবী চণ্ডী দেবতাদের অভয় দিয়ে বলেছেন যে বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি যুগে শুম্ভ নিশুম্ভ পুনরায় জন্মগ্রহণ করলে বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা হয়ে তিনি দৈত্যদ্বয়কে বধ করবেন।

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতি মে যুগে ॥
শুম্ভ নিশুম্ভশ্চৈবান্যা ব্যুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ ॥
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী ॥[৮]

স্কন্দপুরাণে দুর্গাসুরবধ করেছিলেন বিন্ধ্যাচলবাসিনী দুর্গা। দুর্গাসুরবধকালে বিন্ধ্যবাসিনীর বর্ণনা :

মহাভুজ সহস্রাঢ্যাং মহাতেজোঽভিবৃংহিতাম্।
তত্তদ্ঘোর প্রহরণাং রণকৌতুকসাদরাম্ ॥
প্রোত্তচ্চন্দ্রসহস্রাংশুনির্মার্জিত শুভাননাম্।
লাবণ্যাব্ধিনির্গচ্ছচ্চঞ্চচ্চন্দ্রৈকচন্দ্রিকাম্ ॥[৯]

—দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর সহস্র মহাবাহু, মহাতেজে পরিপূর্ণা, প্রতিহস্তে ভীষণ অস্ত্র সজ্জিত, সুন্দর মুখমণ্ডল ললাটস্থিত চন্দ্রের কিরণে সমুজ্জ্বল, মনে হয় তাঁর লাবণ্যসাগর থেকে চঞ্চল চন্দ্রকিরণ নির্গত হচ্ছে।

---

১ বরাহ—২৮।২৩-২৫ ২ কাঃ পুঃ - ৬১।৪৩ ৩ কাঃ পুঃ—৬১।৪৫-৪৬
৪ অগ্নিপুঃ—৬০।১৭ ৫ কাঃ পুঃ—৬০।১৭ ৬ গরুড় পূর্ব—৩৮।১২
৭ গরুড় পূর্ব—৩৮।৩-৪ ৮ চণ্ডী—১১.৪১-৪২
৯ স্কন্দঃ, কাশীঃ, উত্তরার্ধ—৭১।৬২-৬৩

দেবী পুরাণে দেবী মহামেঘের ন্যায় যমের মহিষ সদৃশ দুন্দুভি নামক দৈত্য বধ করেছিলেন।[১] পরে দেবী সিংহারূঢ়া হয়ে বিন্ধ্য পর্বতে সহচরী পরিবৃতা হয়ে ক্রীড়া করেছিলেন,—

যা সা আদ্যা পরাশক্তি যোগনিদ্রা মহাত্মনাম্।
সা তু সিংহং সমারুহ্য বিন্ধ্যে ক্রীড়মতাং যযৌ ॥[২]

বিন্ধ্যবাসিনী দেবী ঘোরাসুর ও তার পুত্র বজ্রাসুরকে বধ করেছিলেন। নারদের পরামর্শে বিন্ধ্য পর্বতে গমন পূর্বক দেবীর সঙ্গে সসৈন্যে যুদ্ধ আরম্ভ করে ছিল ঘোরাসুর। দৈত্য সৈন্যগণ নিহত হওয়ার পর ঘোরাসুর দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ কালে বর্ষার ঘোর নীল মেঘের মত যমের কোটি কোটি বাহন দ্বারা নির্মিত এক ভয়ংকর মহিষের আকৃতি ধারণ করেছিল।

ঘোরাসুর বধ

প্রাবৃট্‌কালে সমারম্ভী কালনীলালিসপ্রভঃ।
রক্তাক্ষো ভৈরবীকারঃ সুরাসুরভয়ঙ্করঃ।
যম বাহন কোটি নাং স হ্যেবেকো বিনির্মিতঃ ॥[৩]

দেবী মহিষরূপী ঘোরাসুরকে গ্রীবা ছিন্ন করে ভূপাতিত করেছিলেন।

তং দৃষ্টমাত্রং সহসা তু দেবী
পাশেন সংপাশ্য মুমোচনেন।
শূলেন মূর্ধ্নি সহসা বিভিন্নং
তং মুক্তধারং অপতদ্‌গৃহীতম্ ॥[৪]

—দেবী তাকে দেখামাত্রই সহসা পাশদ্বারা বদ্ধ করে সেই মুক্ত বীরকে ধারণ করে মস্তকে শূল দ্বারা আঘাত করে ভূপাতিত করেছিলেন।

দেবী পুরাণোক্ত বিন্ধ্যবাসিনী কর্তৃক ঘোরাসুর বধের কাহিনী মার্কণ্ডেয় পুরাণ কথিত চণ্ডী কর্তৃক মহিষাসুর বধের উপাখ্যানের সাদৃশ্যে নির্মিত হয়েছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। ঘোরাসুরও মহিষরূপ ধারণ করেছিল এবং মাইষাসুর নামেই কথিত হয়েছে। মহামেঘ সদৃশ যমের কোটি বাহন সদৃশ ঘোরাসুর বা মহিষাসুর যে ইন্দ্র কর্তৃক নিহত বৈদিক বৃত্রেরই রূপান্তর, তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। যাই হোক, ঘোরাসুর বধ করার পরও দেবী বিন্ধ্যপর্বতে বাস করায় বিন্ধ্যবাসিনী নামে প্রসিদ্ধা হয়েছেন—

বিন্ধ্যেঽবতীর্য দেবার্থং হতো ঘোরো মহাভটঃ।
অদ্যাপি তত্র সাবাসা তেন সা বিন্ধ্যবাসিনী।[৫]

কালিকাপুরাণ মতে কামাখ্যা দেবীর অন্যতমা যোগিনী বিন্ধ্যবাসিনী।[৬] মহাভারতে বিরাটপর্বে দেবী দুর্গাই বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী—বিন্ধ্যে চৈব নগশ্রেষ্ঠে তব স্থানং হি শাশ্বতম্।[৭]

---

১ দেবী পুরাণ—৫ অঃ ২ দেবী পুরাণ—৭।২০ ৩ দেবী পুরাণ—২১।২২
৪ দেবী পুরাণ—২১।৩৫ ৫ দেবী পুরাণ—৩৭।১১
৬ কাঃ পুঃ—৬২।৯৫ ৭ মহাঃ বিরাটপর্ব—৬।১৬

খিল হরিবংশে দেবীর অন্যতম নাম বিন্ধ্যবাসিনী—বিন্ধ্যবাসিন্তভিশ্রুতা।[১] পুরাণানুসারে কংসবধের উদ্দেশ্যে নন্দগোপের ঔরসে যশোদার গর্ভে যোগমায়া-রূপিণী দেবী আবির্ভূতা হয়েছিলেন এবং বসুদেব কর্তৃক সদ্যোজাত শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তে উক্ত কন্যা মথুরায় নীত হলে কংসের আদেশে দূতকর্তৃক শিলাতটে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কালে দেবী আকাশে উড্ডীন হয়ে কংসের নিধনবার্তা ঘোষণা করেন। ইনিই বিন্ধ্যপর্বতে অবস্থান করে বিন্ধ্যবাসিনী নাম প্রাপ্ত হন। এইভাবে বিষ্ণুমায়া ও দুর্গার সমন্বয় সাধিত হয়েছে। বিন্ধ্যপর্বতনির্গতা দুর্গা ও মহাগৌরী নামে দুই নদীর কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মনে হয় অন্যান্য পীঠস্থ শক্তিদেবতার মত বিন্ধ্যাঞ্চলে বিশ্রুতা দেবী ছিলেন বিন্ধ্যবাসিনী। কালে মহাভারতের দুর্গা স্তুতি রচনাকাল থেকেই দেবী বিষ্ণুমায়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্টা হয়ে মহাশক্তির অন্তর্ভুক্তা হয়ে পড়েছিলেন। বিন্ধ্যস্থিত দুর্গা ও গৌরী নদীর সঙ্গেও দেবীর সংযোগ থাকা সম্ভব। বিন্ধ্যবাসিনী অষ্টভুজা। বিষ্ণুপুরাণে কংস কর্তৃক শিলাপটে নিক্ষিপ্তা যোগমায়া অষ্টভুজযুক্ত মহৎরূপ ধারণ করেছিলেন —অবাপরূপঞ্চ মহৎ সায়ুধাষ্টমহাভুজম্।[২]

বিন্ধ্যবাসিনী মূর্তি বাঙ্গালাদেশে অনেক জায়গাতেই পূজিত হয়। হাওড়া জেলায় আমতার সন্নিকটে রসপুর গ্রামে প্রতিবৎসর শুক্লা সপ্তমী থেকে তিনদিন বিন্ধ্যবাসিনী পূজা হয়। দেবীমূর্তি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, ত্রিনয়না, অষ্টভুজা, যুগল-সিংহোপরি অবস্থিত সিংহাসনে উপবিষ্টা।[৩] বর্ধমান জেলায় কালনা থানার অন্তর্গত উপলতি গ্রামে আষাঢ় মাসে শুক্লাসপ্তমী থেকে তিনদিন সাড়ম্বরে বিন্ধ্যবাসিনীর পূজা হয়। নবদ্বীপে রাসোৎসবে অন্যান্য শক্তিদেবতার সঙ্গে বিন্ধ্যবাসিনীর পূজাও হয়। এখানে দেবী ঘননীলবর্ণা, অষ্টভুজা—সম্মুখের দুই হস্ত ঢাল ও তরবারিধারিণী—যুগল সিংহোপরি দণ্ডায়মানা।

ভদ্রকালী, উগ্রচণ্ডা ও দুর্গা : দেবী চণ্ডীর এক নাম অথবা অপর এক মূর্তি ভদ্রকালী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী ও ভদ্রকালী অভিন্না। মহিষাসুরবধের পর দেবতাদের স্তুতিতে প্রসন্না দেবী দেবতাদের শত্রুনিধনের জন্য পুনরাবির্ভাবের আশ্বাস দিয়ে যখন অন্তর্হিতা হলেন—তখন পুরাণকার বলেছেন 'তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভূবান্তর্হিতা নৃপ।[৪] মহাভারতেও ভদ্রকালী দুর্গার এক নাম।[৫] স্কন্দপুরাণে ভদ্রকালী শক্তিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এক পৃথক দেবতা। কাশীতে ভদ্রবাপীতে স্নান করে ভদ্রনাগের সম্মুখবর্তিনী ভদ্রকালী দর্শন করলে অভদ্র বা অমঙ্গলের মুখ দেখতে হয় না—

ভদ্রকালীং নরো দৃষ্ট্বা নাভদ্রং পশ্যতি কচিৎ।
ভদ্রনাগস্য পুরতো ভদ্রব্যাপাং কৃতোদকঃ॥[৬]

---

১ হরি বিষ্ণুপর্ব—৩।৮ ২ বিঃ পুঃ—৫।৩।২৬
৩ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা ২য়—পৃঃ ৪৯৭
৪ চণ্ডী—৪।৩৯ ৫ মহা ভীষ্ম পর্ব—২৩।৬ ৬ স্কন্দঃ, কাশী উত্তরার্ধ—৭০।৪৪

মনুসংহিতায় বাস্তু পুরুষের পাদদেশে ভদ্রকালী পূজার বিধান আছে।[১]

কালিকাপুরাণে মহিষাসুরঘাতিনী কাত্যায়নী অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা মূর্তি ধারণ করেছিলেন,—উগ্রচণ্ডা চ যা মূর্তি অষ্টাদশভুজাঽভবৎ[২] কালিকাপুরাণ ও মৎস্যপুরাণোক্ত মহিষাসুরঘাতিনী দুর্গার ধ্যানে উগ্রচণ্ডা দুর্গার অষ্টনায়িকার অন্যতমা। উগ্রচণ্ডা ও ভদ্রকালী দুর্গার দুই মূর্তি। দেবী মহিষাসুরকে বলেছিলেন—

উগ্রচণ্ডেতি বা মূর্তির্ভদ্রকালী হ্যহংপুনঃ।
যয়া মূর্ত্যা তাং হনিষ্যে সা দুর্গেতি প্রকীর্তিতা॥
এতাসু মূর্তিষু সদা পাদলগ্নো নৃণাং ভবান্।
পূজ্যো ভবিষ্যতি স্বর্গে দেবানামপি রক্ষসাম্॥[৩]

—আমার যে মূর্তি উগ্রচণ্ডা, আমিই আবার ভদ্রকালী, যে মূর্তিতে তোমাকে বধ করবো, সে মূর্তি দুর্গা নামে কীর্তিতা। এই মূর্তিগুলিতে তুমি আমার পাদলগ্ন হয়ে মানুষের, স্বর্গের দেবতাদের এবং রাক্ষসদের পূজ্য হবে।

দেবী পুরাণে দেবীদুর্গা-চণ্ডীর বহু নামের অন্যতম ভদ্রকালী। নামটির ব্যাখ্যা প্রসংগে দেবী পুরাণ বলেছেন,—

ক্রট্যাদি উচ্যতে কালঃ কালশ্চান্তে বিনাশনে।
ভদ্রং করোতি সা ধাতা ভদ্রকালী মতা ততঃ॥[৪]

—কাল শব্দে বোঝায় ক্রটি প্রভৃতি সময় পরিমাণ, শেষ এবং মৃত্যু। সকল সময়ে, মৃত্যু কালে এবং শেষে ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল করেন বলে তিনি ভদ্রকালী নামে পরিচিতা।

কালিকাপুরাণ অনুসারে দেবী তিনটি সৃষ্টিতে তিনরূপে তিনবার মহিষাসুর বধ করেছেন। প্রথম সৃষ্টিতে তিনি উগ্রচণ্ডারূপে, দ্বিতীয় সৃষ্টিতে ভদ্রকালীরূপে এবং তৃতীয় সৃষ্টিতে দুর্গারূপে তিনি মহিষাসুরহন্ত্রী।[৫] সুতরাং উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী ও দুর্গার মধ্যে পার্থক্য কেবল বাহুসংখ্যার তারতম্যে। উগ্রচণ্ডা অষ্টাদশভুজা, ভদ্রকালী ষোড়শভুজা ও দুর্গা দশভুজা। মৎস্যপুরাণে ও কালিকাপুরাণে কথিত এবং মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি রচিত দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত দুর্গা মহিষমর্দিনীর ধ্যানে দেবী জটাজুটমণ্ডিতা, অর্ধচন্দ্রশেখরা, ত্রিনয়না, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, নবযুবতী, দশভুজা। দেবীর দক্ষিণ বাহুসমূহে উর্ধ্ব থেকে নিম্নে যথাক্রমে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ এবং শক্তি, বাম বাহুপঞ্চকে উক্তক্রমে খেটক, ধনু, পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, বা পরশু থাকে। দেবীর দক্ষিণ পদ সিংহের উপর এবং বামপদের অঙ্গুষ্ঠ মহিষাসুরের উপর। দেবী বামহস্তে নাগপাশ দ্বারা মহিষাসুরকে বদ্ধ করে শূলের দ্বারা তার বক্ষ বিদ্ধ করছেন।[৬] দেবীপুরাণে মহিষমর্দিনী দুর্গা মত্ত দিগগ্‌গজের পৃষ্ঠে আসীনা।[৭] এক্ষেত্রে গজলক্ষ্মীর প্রভাব অবশ্যস্বীকার্য।

---

১ মনু—৩।৮৯ ২ কাঃ পুঃ—৬১।১ ৩ কাঃ পুঃ—৬০।১১৬-১৭
৪ দেবী পুরাণ—৩৭।৮০ ৫ কাঃ পুঃ—৬০।১১৮-২০
৬ কাঃ পুঃ—৫৯।১১-২২, মৎস্যপুঃ—২৬০।৫৫-৬৬ ৭ দেবীপুঃ—৫০।৫২

ভদ্রকালীর মূর্তি প্রায় অনুরূপ। কেবল দেবী ষোড়শভুজা। ভদ্রকালীর বর্ণ অতসী পুষ্পের মত, মাথায় জটাজুট ও কলাচন্দ্র, গলায় নাগহার ও স্বর্ণহার। দক্ষিণ হস্তসমূহে থাকে শূল, চক্র, খড়্গ, শঙ্খ, বাণ, শক্তি, বজ্র, দণ্ড; বামহস্ত-সমূহে শোভা পায় খেটক, ঢাল, ধনু, পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, পরশু ও মুষল। দেবী সিংহের উপর দণ্ডায়মানা হয়ে বামপদে মহিষাসুরকে আক্রমণ করে শূলের দ্বারা বিদ্ধ করেছেন।[১] উগ্রচণ্ডার মূর্তি কিছুটা ভিন্ন প্রকার।

যা মূর্তি ষোড়শভুজা ভদ্রকালীতি বিশ্রুতা।
তথৈব মূর্তিং বাহুভ্যামপরাভ্যাস্তু বিভ্রতী॥
দক্ষিণাধো গদাং বামপাণিনা পানপাত্রকম্।
সুরাপূর্ণঞ্চ শিরসা মুণ্ডমালাং বিলেশয়ম্॥
ভিন্নাঞ্জন-চয়প্রখ্যা প্রচণ্ডা সিংহবাহিনী।
রক্তনেত্রা মহাকায়া যুক্তাষ্টাদশ বাহুভিঃ॥

* * *

ততো যথা পদাক্রম্য নিহতো মহিষাসুরঃ।
তথৈব জগৃহে পাদতলে দেবীদ্বয়স্তু তম্॥
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং মাহিষং বিশিরস্ককম্।[২]

—ষোড়শভুজা যে মূর্তি ভদ্রকালী নামে বিখ্যাত, সেইরূপ অপর দুটি বাহু সংযুক্তা—নিম্ন দক্ষিণহস্তে গদা, বামহস্তে সুরাপূর্ণ পানপাত্র, মস্তকে মুণ্ডমালা বিজড়িতা, দলিত অঞ্জনসদৃশপ্রভাবিশিষ্টা, রক্তনেত্রা, ভীষণা, সিংহবাহিনী, বিশালদেহবিশিষ্টা, অষ্টাদশবাহুসমন্বিতা উগ্রচণ্ডা মূর্তি। পূর্বে যেমন পদ দ্বারা আক্রমণ করে মহিষাসুরকে নিহত করেছিলেন, এখনও তেমনি এই দুই দেবী তাকে পদতলে গ্রহণ করে তার বক্ষ শূলের দ্বারা বিদীর্ণ করে মহিষাসুরের শির ছিন্ন করেছেন।

উগ্রচণ্ডার এই মূর্তিতে দুর্গা ও কালী সমন্বিত হয়েছেন। তন্ত্রসারে ভদ্রকালী অত্যন্ত ভয়ংকরী। এই মূর্তির বিবরণ :

মহামেঘপ্রভাং দেবং কৃষ্ণবস্ত্রপিধায়িনীম্।
ললজ্জিহ্বাং ঘোরদংষ্ট্রাং কোটরাক্ষীং হসন্মুখীম্॥
নাগহারলতোপেতাং চন্দ্রার্ধকৃতশেখরাম্।
দ্যাং লিখন্তী জটামেকাং লেলিহানাং শবং স্বয়ম্॥
নাগযজ্ঞোপবীতাঙ্গীং নাগশয্যানিবেদুষীম্।
পঞ্চাশ মুণ্ডসংযুক্তাং নরমালাং মহোদরীম্॥
সহস্রফণসংযুক্তমনন্তং শিরসোপরি।
চতুর্দিক্ষু নাগফণাবেষ্টিতাং গুহ্যকালিকাম্॥

১ কাঃ পুঃ—৬০।৫৯-৬৫ ২ কাঃ পুঃ—৬০।১২২-২৪, ১২৬-২৭

তক্ষকসর্পরাজেণ বামকঙ্কণভূষণাম্।
অনন্তনাগরাজেন কৃতদক্ষিণকঙ্কণাম্॥
নাগেন রসনাহারকল্পিতাং রত্ননূপুরাম্।
বামে শিবস্বরূপস্তং কল্পিতং বৎসরূপকম্॥
দ্বিভুজাং চিন্তয়েদ্দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম।
নরদেহসমাবদ্ধ কুণ্ডলশ্রুতিমণ্ডিতাম্।
প্রসন্নবদনাং সৌম্যাং নবরত্ন বিভূষিতাম্।
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং শিবগেহিনীম্॥
অট্টহাসাং মহাভীমাং সাধকাভীষ্টদায়িনীম্।[১]

—মহামেঘতুল্যবর্ণা, কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিতা, লোলজিহ্বা, ভয়ংকরদন্তপংক্তি-বিশিষ্টা, কোটরগতচক্ষুবিশিষ্টা, হাস্যমুখী, গলায় সাপের হার, কপালে অর্ধচন্দ্র, গগনস্পর্শিজটাধারিণী, স্বয়ং শবলেহনে রতা, সর্পশয্যায় উপবিষ্টা, পঞ্চাশটি মুণ্ডবিশিষ্ট নরমুণ্ডমালা পরিহিতা, বিশাল উদরযুক্তা, মাথার উপরে সহস্রফণাযুক্ত অনন্তনাগ শোভিতা, চতুর্দিকে সাপের ফণায় বেষ্টিতা, গুহ্যকালিকা, সর্পরাজ তক্ষক যাঁর বামহস্তের ও নাগরাজ অনন্ত দক্ষিণ হস্তের কঙ্কণ, কটিদেশে তাঁর সর্পমেখলা, পায়ে রত্ননূপুর, বামে বালক শিব, দ্বিভুজা নাগযজ্ঞোপবীতধারিণী, কর্ণদ্বয়ে নরদেহের কুণ্ডলে ভূষিতা, প্রসন্ন বদনা, সৌম্যা, নবরত্ন ভূষিতা, নারদ প্রভৃতি মুনিগণের দ্বারা সেবিতা, শিবপত্নী, অট্টহাস্যকারিণী, মহাভয়ংকরী, সাধকের অভীষ্টদাত্রী দেবীকে ধ্যান করি।

এই ভয়ংকরী মূর্তি কালীমূর্তির রূপান্তর—দুর্গামূর্তির সঙ্গে কোন সাদৃশ্য নেই। এই মূর্তিকে গুহ্যকালী বলা হয়েছে। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ লিখেছেন যে মন্ত্রে গুহ্যকালী শব্দ উপলক্ষণে ব্যবহৃত[২] অর্থাৎ এই মন্ত্রে গুহ্যকালী ভদ্রকালী প্রভৃতির ধ্যান করা চলবে। এ থেকেই বোঝা যায় যে তন্ত্রশাস্ত্রের ভদ্রকালী ও পুরাণের ভদ্রকালীর মধ্যে আকার প্রকারগত সাদৃশ্য নেই। পুরাণের ভদ্রকালী দুর্গার সগোত্রা, তন্ত্রের ভদ্রকালী কালীর সগোত্রা। পুরাণে ভদ্রকালী দুর্গা বা উমার দেহ থেকে জাতা। কূর্মপুরাণে দক্ষযজ্ঞকালে উমা ক্রোধে স্বশরীর থেকে ভদ্রকালীকে সৃষ্টি করে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের জন্য গণের সঙ্গে ভদ্রকালীকে প্রেরণ করেছিলেন—

মন্যুনা চোময়া সৃষ্টা ভদ্রকালী মহেশ্বরী।
তয়া চ সার্ধং বৃষভং সমারুহ্য যযৌ গণঃ॥[৩]

শিবপুরাণেও পার্বতী স্বীয় মন্যু থেকে সৃষ্টি করলেন ভদ্রকালীকে দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করতে—মন্যুনা চাসৃজদ্ ভদ্রাং ভদ্রকালীং মহেশ্বরীম্।[৪] দেবী বীরভদ্রের সঙ্গে ভদ্রকালীকেও দক্ষযজ্ঞে প্রেরণ করেছিলেন।

---

১ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ৫০২-৩
২ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী ১৩৩৪)—পৃঃ ৫০৩ ৩ কূর্মঃ, পূর্বভাগে—১৪।৪০
৪ শিবপুঃ, বায়বীয় সং, পূর্বভাগ—১৬।৩৬

সারদা তিলকে ভদ্রকালী চতুর্ভুজা—টংক, নরকপাল, ডমরু, ত্রিশূলধারিণী, পিঙ্গোর্ধ্বকেশী (জটামণ্ডিতা), ভীষণ শুভ্র দন্তবিশিষ্টা।[১] প্রপঞ্চসার তন্ত্রেও ভদ্রকালীর মূর্তি অনুরূপ—হাতে টংকস্থলে পরশু, দেবী ত্রিনয়না, ঘন মেঘের বর্ণ বিশিষ্টা।[২] এই দুই মূর্তিও কালীমূর্তির সদৃশ। তন্ত্রসারে ভদ্রকালীর আরও একটি মূর্তি আছে। দেবী অতি ভীষণা, ক্ষুধায় শীর্ণা কোটরগতচক্ষুবিশিষ্টা, তাঁর মলিন মুখ, তিনি মুক্তকেশী, ক্রন্দনরতা, দুই হস্তে জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য পাশ, পক্কজম্বু-ফলের মত কৃষ্ণবর্ণদন্তশোভিতা,—আমি জগৎগ্রাস করবো বলে চীৎকার করছেন—

ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী মসিমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তী
নাহং তৃপ্তা বদন্তী জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি।
হস্তাভ্যাং ধারয়ন্তী জ্বলদনলশিখা সন্নিভং পাশমুগ্রম্
দন্তৈর্জম্বুফলাভৈঃ পরিহরতু ভয়ং পাতু পাং ভদ্রকালী॥[৩]

কিন্তু কোথাও কোথাও দুর্গামূর্তিই ভদ্রকালী নামে পূজিতা হন। নবদ্বীপে রাসোৎসবে হনুমানের মাথার উপরে স্থিতা—লক্ষ্মী সরস্বতী ও নীচে কার্তিক গণেশের স্থানে রাম লক্ষ্মণ সহ দশভূজা মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা ভদ্রকালী নামে পূজিতা হন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে 'পাতালে মহীরাবণ ও অহিরাবণ বধের পর দেবী মহামায়া হনুমানকে বলেছিলেন—

সাধিয়া রামের কার্য চলিলা সত্বর।
সেবা কে করিবে মম পাতাল ভিতর॥

দেবী মহামায়ার পূজা করতো মহীরাবণ। দেবীর আদেশে হনুমান দেবীকে মাথায় করে পাতাল থেকে উদ্ধার করেছিলেন—

এত শুনি হনুমান করি নমস্কার।
দেবীরে পাতাল হৈতে করিল উদ্ধার॥[৪]

ভদ্রকালী নামে শক্তিদেবতার যে রূপ কল্পিত হয়েছে, তার মধ্যেও তিন প্রকার ভেদ সুস্পষ্ট। ভদ্রকালী কখনও মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা, কখনও দক্ষযজ্ঞ-বিনাশিনী ও ভয়ংকরী চামুণ্ডারূপিণী। আবার সরস্বতীকেও ভদ্রকালী বলা হয়।

গৌরী : মহাদেবী দুর্গা-পার্বতীর এক নাম গৌরী। পুরাণানুসারে হিমালয়-দুহিতা দেবী পার্বতী কৃষ্ণবর্ণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর নাম হয়েছিল কালী। পরে তপস্যার দ্বারা গৌরবর্ণ লাভ করায় তাঁর নাম হয় গৌরী। দেবীপুরাণানুসারে তিনি সূর্য চন্দ্রের জ্যোতি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে গৌরী নামে প্রসিদ্ধা হয়েছিলেন—পূর্ণ সূর্যেন্দু বর্ণাভা অতো গৌরীতি সা স্মৃতা।[৫] এখানে দেবী গৌরাঙ্গী হয়েই জন্মেছিলেন। চণ্ডীর

১ সাঃ তিঃ—১০৫।২২ . ২ প্রপঞ্চসার—৩৪৯ ৩ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫৬০
৪ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, লংকাকাণ্ড, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাঃ—পৃঃ ৩৭৪-৭৫
৫ দেবীপুরাণ—৩৭।৪৭

উপাখ্যানে মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী গৌরী—গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা।[১] আবার শুম্ভ নিশুম্ভ বধ কালেও তিনি গৌরবর্ণা হয়েছিলেন—,

পুনশ্চ গৌরীদেহা সা সমুদ্ভূতা যথাঽভবৎ।
বধায় দুষ্টদৈত্যানাং তথা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥[২]

দুর্গার ধ্যানমন্ত্রে দেবী তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা অথবা অতসীপুষ্প বর্ণাভা। দেবতাদের তথা সূর্যাগ্নির তেজে যাঁর কায়া গঠিত, তিনি ত গৌরী বা গৌরাঙ্গী হবেনই। দেবীর গাত্রবর্ণেই তাঁর স্বরূপ প্রকাশিত।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মহাভারতে কয়েকস্থানে গৌরীকে বরুণের পত্নী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্‌যোগপর্বে দিবোদাস ও মাধবীর মিলন প্রসঙ্গে অগ্নি ও স্বাহা, শচী ও ইন্দ্র, চন্দ্র ও রোহিনী, নারায়ণ ও লক্ষ্মী, রুদ্র ও রুদ্রাণী প্রভৃতি দেব দম্পতির সঙ্গে গৌরী ও বরুণের উল্লেখ করা হয়েছে—বরুণশ্চ যথা গৌর্য্যাং।[৩] অনুশাসনপর্বে বিভিন্ন পুরুষ দেবতার পত্নীর উল্লেখ প্রসঙ্গে বরুণপত্নী গৌরীর উল্লেখ আছে—বরুণস্য তথা গৌরী সূর্যস্য চ সুবর্চলা।[৪] উক্ত পর্বেই অপর একস্থানে উমাপতি বিরূপাক্ষ ও অন্যান্য দেবপত্নী সহ দেবগণের সঙ্গে বরুণ ও গৌরীর নাম উল্লিখিত—বরুণঃ সহ গৌর্য্যা সহর্দ্ধ্যা চ ধনেশ্বরঃ।[৫] বনপর্বে শিব যখন পার্বতীর সঙ্গে সিংহবাহিত রথে গমন করেছিলেন সেই সময়ে গৌরী, বিদ্যা, গান্ধারী, কেশিনী, সাবিত্রী প্রভৃতি পার্বতীর অনুগমন করেছিলেন।[৬] এই উল্লেখগুলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে পার্বতী ও গৌরী আদিতে পৃথক দেবতা ছিলেন, পরে তাঁরা স্বতন্ত্র সত্তা বিসর্জন দিয়ে এক মহাশক্তির মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। স্বরূপতঃ রুদ্র, শিব ও বরুণ অভিন্ন হওয়ায় গৌরী বরুণপত্নী হওয়াতেও বিরোধ হয় না।

শিবদূতী : দেবী চণ্ডীর দেহ থেকে জাতা শিবদূতী চণ্ডীর অপরা মূর্তি। শুম্ভ নিশুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধকালে ঈশান (শিব) দেবশক্তির দ্বারা পরিবৃত হয়ে দেবী চণ্ডিকাকে বলেছিলেন, আমার প্রীতির নিমিত্ত শীঘ্র অসুরগণকে বধ কর। সেই সময়ে দেবীর শরীর থেকে শত শিবাতুল্য গর্জনকারিণী ভয়ংকরী শক্তি বিনিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন—

ততো দেবী শরীরাত্তু বিনিষ্ক্রান্তাতিভীষণা।
চণ্ডিকা শক্তিরত্যুগ্রা শিবাশত নিনাদিনী॥[৭]

সেই শক্তি ধূম্রজটিল ঈশানকে শুম্ভ নিশুম্ভের নিকট দূতরূপে প্রেরণ করে বলেছিলেন, দানবদ্বয়কে বল, তোমরা পাতালে চলে যাও, ইন্দ্র ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করুন, দেবতারা যজ্ঞভাগ ভোজন করুন, আর যদি শক্তির অহংকারে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা কর; তবে তোমাদের মাংসে আমার শিবাগণ তৃপ্ত

---

১ চণ্ডী—৪।১১ ২ চণ্ডী—৪।৪১ ৩ মহা উদ্‌যোগ—১১৭।১
৪ মহা অনু—১৪৬।৫ ৫ মহা অনু—১৬৫।১১ ৬ মহা বনপর্ব—১০০।৪৮-৪১
৭ চণ্ডী—৮।২৩

হবে। এইভাবে দেবী স্বয়ং শিবকে দৌত্যে নিয়োগ করেছিলেন বলে তিনি শিবদূতী নামে খ্যাতা হয়েছিলেন—

যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্।
শিবদূতীতি লোকেঽস্মিংস্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা ॥[১]

চণ্ডীর দেহ থেকে উৎপন্ন হলেও মার্কণ্ডেয়পুরাণে শিবদূতীর আকারের কোন বিবরণ নেই। শিবদূতী শুম্ভ নিশুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কালিকাপুরাণে শিবদূতীর বিবরণ আছে। এই বিবরণ কালীমূর্তির আদর্শে পরিকল্পিত। শিবদূতীর বর্ণনা :

চতুর্ভুজং মহাকায়ং সিন্দুরসদৃশদ্যুতি।
রক্তদন্তং মুণ্ডমালা জটাজূটার্ধচন্দ্রধৃক্ ॥
নাগকুণ্ডলহারাভ্যাং শোভিতং নখরোজ্জ্বলম্।
ব্যাঘ্রচর্মপরিধানং দক্ষিণে শূলখড়্গধৃক্ ॥
বামে পাশং তথা চর্ম বিভ্রদূর্ধ্বাপরাক্রমাৎ।
স্থূলবক্ত্রং পীনোষ্ঠং তুঙ্গমূর্তিং ভয়ংকরম্ ॥
নিক্ষিপ্য দক্ষিণং পাদং সন্তিষ্ঠৎ কুণকোপরি।
বামপাদং শৃগালস্য পৃষ্ঠে ফেরুশতৈর্বৃতম্।
ঈদৃশীং শিবদূত্যাস্তু মূর্তিং ধ্যায়েদ্ বিভূতয়ে।

—চতুর্ভুজ, বিরাটদেহ, সিন্দূরতুল্য বর্ণ, রক্তবর্ণদন্ত, মুণ্ডমালা শোভিত, উজ্জ্বল নখ সমন্বিত, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত, দক্ষিণে ঊর্ধ্বে ও নিম্নহস্তে শূল ও খড়্গ, বামে পাশ ও ঢাল ধারণকারী, স্থূল মুখ, স্থূল ওষ্ঠ, দীর্ঘমূর্তি ভয়ংকর, দক্ষিণ পদ শবের উপরে এবং বামপদ শৃগালের পৃষ্ঠে স্থাপন করে দণ্ডায়মান, শতশৃগাল বেষ্টিত—বিভূতি লাভের জন্য শিবদূতীর এইরূপ মূর্তির ধ্যান করবে।

কালিকাপুরাণে শিবদূতী কৌশিকীর হৃদয় থেকে নির্গতা হয়েছেন।[৩]

চণ্ডী কি অনার্য দেবতা? বাঙ্গালাদেশে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও পূজিত মহাশক্তির মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী দুর্গার মূর্তি। পণ্ডিতগণ বলে থাকেন যে চণ্ডী শব্দটি অনার্য শব্দ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবতেজোদ্ভবা মহিষাসুর-ঘাতিনী দেবীর নাম চণ্ডী, কারণ তিনি ক্রোধময়ী (চণ্ডাত্মিকা) এবং চণ্ড নামক দৈত্যহন্ত্রী—"দেবী চণ্ডাত্মিকা চণ্ডী চণ্ডবিগ্রহ-কারিণী।"[৪] মহাভারতেও দেবীর চণ্ডা নামটি পাই। অর্জুন-কৃত দুর্গাস্তবে আছে—"চণ্ডী চণ্ডে নমস্তুভ্যং তারিণি-বরবর্ণিনি।[৫] হরিবংশে অনিরুদ্ধকৃত দুর্গাস্তবে চণ্ডী নামের উল্লেখ আছে।[৬] কালিকাপুরাণে চণ্ডিকার ধ্যান আছে।

মহাভারতের দুর্গাস্তব দুটিকে অনেকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। কিন্তু নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা ত সম্ভব নয়। আর প্রক্ষেপ হলেও কতকাল আগের

১ চণ্ডী ৮।২৮ — ২ কাঃ পুঃ—৬১।১০০-১০৪ — ৩ কাঃ পুঃ ৬১।১৪
৪ চণ্ডী — ৫ মহাঃ ভীষ্মপর্ব—২৩।৫ — ৬ হরিবংশে—১২০।৪

প্রক্ষেপ তাই বা কে বলবে? আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বলেছেন, যদি প্রক্ষিপ্ত হয় তবে "দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন।"[১] মার্কণ্ডেয়পুরাণটিকে খ্রীষ্টীয় ২য়/৩য় শতাব্দীর রচনা বলে পুরাণ বিশেষজ্ঞ পার্জিটার সিদ্ধান্ত করেছেন। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে "পঞ্চম খ্রীষ্ট শতাব্দে মার্কণ্ডেয়পুরাণের রচনাকাল"। মার্কণ্ডেয়পুরাণ ছাড়া অন্যান্য বহু পুরাণে এবং তন্ত্রে চণ্ডীর নাম আছে।

কোন কোন আদিম জাতি, মধ্যপ্রদেশ, নাগপুরের ওরাওঁ উপজাতির মধ্যে চাণ্ডীনাম্নী দেবীর পূজা প্রচলিত আছে। নাগপুরের ওরাওঁ উপজাতি চাণ্ডী বা চাণ্ডীবোঙ্গার এবং পালামৌ জেলার করোয়া উপজাতির মধ্যে চাণ্ডী দেবীর পূজা প্রচলিত আছে।[৩] চণ্ডী শব্দটি অনার্য দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক শব্দ চাণ্ডী থেকে এসেছে।[৪]

যদিও বেদে চণ্ডী শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না, তথাপি মহাভরত পুরাণ প্রভৃতিতে চণ্ডী নামের ব্যাপক উল্লেখে চণ্ডীকে অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্বকালের দেবতা বলে গ্রহণ করতে হবে। চণ্ডীর উদ্ভব ও স্বরূপ বিশ্লেষণে চণ্ডী বৈদিক সরস্বতী, উষা, অদিতি প্রভৃতির সঙ্গে অভিন্ন রূপে প্রতিপাদিত হওয়ায় তিনি বৈদিক দেবতামণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। গোল হয়েছে স্বরূপ নিয়ে নয়, চণ্ডী শব্দটি নিয়ে। চণ্ডী শব্দের অপভ্রংশ অনার্য চাণ্ডী হতে পারেনা, এমন সিদ্ধান্তই বা অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করা যাবে কি ভাবে? বেদে চণ্ডীনাম না পাওয়া গেলেও অথর্ববেদে অপদেবতা চণ্ডকন্যাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] চণ্ড-কন্যা থেকে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ চণ্ডী আসা অত্যন্ত স্বাভাবিক। চণ্ডী শব্দ যদি অনার্য শব্দই হয়, তবে তা সংস্কৃত ভাষায় এসেছে খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতেই অম্বিকা দুর্গা পার্বতীর সমার্থক শব্দ হিসাবে। অথর্ববেদের চণ্ডকন্যার সঙ্গে যদি চণ্ডী শব্দের কোন সংযোগ থাকে, তবে চণ্ডী শব্দকে আর্যেতর জাতির পূজিত দেবীনাম থেকে আগত বলা কতটা সমীচীন তা বিবেচ্য। অন্-আর্য চাণ্ডীর সঙ্গে মহিষমর্দিনী চণ্ডীর সম্পর্ক কি জানি না তবে পুরাণের চণ্ডী-দুর্গা যে বেদ থেকে আগত এবং পুরাণ-তন্ত্র বাহিত হয়ে আধুনিক কাল পর্যন্ত হিন্দুর উপাস্যা হয়ে রয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে যথার্থই বলেছেন, "চণ্ডী দেবীর চরম পরিণতিতে যদি বা কোন অনার্য উপাদান মিশ্রিত থাকে, তথাপি মোটের উপর ইহার পৌরাণিক রূপটিই আর্যধর্মের যুগ যুগান্তরব্যাপী সহজ ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল।[৬]

গোধারূপিণী চণ্ডী : বাঙ্গালা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবীকে দেখি গোধিকা রূপে। পশুকুলের দুঃখ বিবরণ শুনে তাদের আশ্বাস দিয়ে দেবী গোধিকার রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন।

---

১ পূজাপার্বণ পৃঃ ৮১ ২ পূজাপার্বণ – পৃঃ ১৪১
৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ১২৮
৪ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ২য় সং—পৃঃ ২৯১ ৫ অথর্ব—২।১৪।১
৬ সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসংগমে—পৃঃ ৫১

তৎক্ষণে সুবর্ণ গোধিকারূপ হৈলা।
গোধিকা হইয়া মাতা রহিলা অম্বরে।
* * *
পশুগণে দিয়া বর শঙ্কর গৃহিণী।
সুবর্ণ গোধিকা মাতা হইলা আপনি।[১]
* * *
পশুগণে বর দিয়া জগতের মা।
পন্থেতে রহিল হইয়া স্বর্ণ-গোধিকা।[২]

পরে কালকেতুর গৃহে গোধিকারূপিণী চণ্ডী প্রথমে হলেন ষোড়শী বামা, তারপরে হলেন মহিষমর্দিনী।

মহিষমর্দিনীরূপ ধরিলা চণ্ডিকা।
অষ্ট দিকে শোভা করে সে অষ্টনায়িকা॥
সিংহপৃষ্ঠে আরোপিয়া দক্ষিণ চরণ।
মহিষের পৃষ্ঠে বামপদ আরোপণ॥
বামকরে মহিষের ধরিলেন চুল।
ডানি করে বুকে তার আঘাতিল শূল॥
* * *
বামে শিখিবাহন দক্ষিণে লম্বোদর।
বৃষে আরোহণ শিব মস্তক উপর॥
দক্ষিণে জলধিসুতা বামে সরস্বতী।[৩]

বৃহদ্ধর্মপুরাণে একটি শ্লোকে মঙ্গলচণ্ডীর দুটি মূর্তির এবং বাঙ্গালা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুটি কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে :

ত্বং কালকেতুবরদাচ্ছলগোধিকাসি।
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা॥
শ্রীশালবাহননৃপাদ্‌বণিজঃ সসূনো।
রক্ষেঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী॥[৪]

—তুমি কালকেতুকে বরদানের জন্য কপট গোধিকা হয়েছিলে, সেই তুমিই কল্যাণময়ী মঙ্গলচণ্ডী নামে পরিচিতা, শ্রীশালবাহন রাজার হাত থেকে সপুত্র বণিককে (ধনপতি) রক্ষা করতে পদ্মে বসে হস্তিসমূহ গ্রাস ও বমন করেছ।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ "চতুর্দশ খ্রীঃ শতাব্দের প্রথম দিকে রচিত হইয়াছিল।"[৫] মণ্ডণ সূত্রধার রচিত রূপমণ্ডণ গ্রন্থে দেবী গোধাসনা এবং হংসবাহনা—'গোধাসনা

১ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অবিনাশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত—পৃঃ ৬৮
২ দ্বিজমাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত (কঃ বিঃ)—পৃ ৪৯
৩ কবিকঙ্কণ চণ্ডী—পৃঃ ৬৮ ৪ বৃহদ্ধর্ম, উত্তরখণ্ড—১৬।৪৫
৫ পূজাপার্বণ, যোগেশচন্দ্র রায়—পৃঃ ১৫৯

ভবেৎ গৌরী লীলয়া হংস বাহনা।[১] গোধাসনা দুর্গা-চণ্ডীর মূর্তি বহু প্রাচীন। মধ্য প্রদেশে গোয়ালিয়র জেলায় ভিলসার (প্রাচীন বিদিশা) অদূরে উদয়গিরির গুহাগাত্রে অষ্টাদশভুজা দুর্গার মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। পণ্ডিতদের মতে এই গুহা-চিত্র সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালে (খ্রীঃ ৫ম শতাব্দী) ক্ষোদিত। দেবী উপরের দুই হাতে গোধা ধারণ করে আছেন। এইটিই দুর্গার প্রাচীনতম মূর্তি।[২] কলিকাতা যাদুঘরে দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত গোধাসনা চণ্ডীমূর্তি রক্ষিত আছে। একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ দেবীমূর্তিতে গোধা দেবীর পাদপীঠরূপে অংকিত আছে। অভয়া-দুর্গার মূর্তিতেও পাদপীঠে গোধিকা অংকিত দেখা যায়।[৩] সুতরাং চণ্ডীর প্রতীক বা বাহনরূপে গোধার অবস্থান বেশ প্রাচীন, অন্ততঃ পক্ষে খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে। গোধার অবস্থান খ্রীষ্টীয় ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতেও ছিল।

মঙ্গলচণ্ডী : বাঙ্গলাদেশে মেয়েরা জ্যৈষ্ঠমাসের প্রতি মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করে থাকে। ঘটে দেবীর পূজা করে ব্রতকথা শোনা এবং চিঁড়ের ফলার আহার করা এই ব্রতের রীতি।

চণ্ডীমঙ্গলে দেবী চণ্ডীর দুই রূপ—(১) প্রথমে গোধারূপিণী ও পরে মহিষ-মর্দিনী (২) কমলে-কামিনী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ও দেবী ভাগবতে মঙ্গলচণ্ডী নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে নিম্নরূপে—

মঙ্গলেষু চ যা দক্ষা সা চ মঙ্গলচণ্ডিকা॥
পূজ্যায়াং বিদ্যতে চণ্ডী মঙ্গলোঽপি মহীসুতঃ।
মঙ্গলাভীষ্ট দেবী যা সা বা মঙ্গলচণ্ডিকা॥
মঙ্গলো মনুবংশশ্চ সপ্তদ্বীপাবনীপতিঃ।
তস্য পূজাভীষ্টদেবী তেন মঙ্গলচণ্ডিকা॥
মূর্তিভেদেন সা দুর্গা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
কৃপারূপাতিপ্রত্যক্ষা যোষিতামিষ্টদেবতা॥[৪]

—যিনি মঙ্গলে নিপুণা, তিনিই মঙ্গলচণ্ডিকা। ভূমিপুত্র মঙ্গলেরও যিনি পূজ্যা, মঙ্গলরূপ অভীষ্টদাত্রী দেবী বলেই তিনি মঙ্গলচণ্ডিকা। সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরার অধিপতির মনুষ্যজাতির অভীষ্ট দেবী বলেই তিনি মঙ্গলচণ্ডিকা। তিনি মূল-প্রকৃতি ঈশ্বরী, মূর্তিভেদে দুর্গা, কৃপাবশতঃ প্রত্যক্ষা হন,—তিনি নারীগণের ইষ্টদেবতা।

মঙ্গলচণ্ডিকা নারীদের ইষ্টদেবী এবং পূজ্যা মূলপ্রকৃতি—আদ্যাশক্তি দুর্গা। দ্বিজমাধব ও দ্বিজ রামদেবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সারদাচরিতে দেবী মঙ্গলদৈত্য বধ করে মঙ্গলচণ্ডী হয়েছিলেন—

---

১ Elements of Hindu Iconography—Rao., vol. I
২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম পূর্বার্ধ—পৃঃ ৪১২
৩ চণ্ডীমঙ্গল, ডাঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত—ভূমিকা পৃঃ ১৩
৪ ব্রহ্মবৈ, প্রকৃতিখণ্ড—৪৪।৩-৬ দেবীভাগ—৯।৪৭।৩-৬

জয় জয় জয় দুর্গা সর্ববিঘ্ন খণ্ডি।
মঙ্গল দৈত্য বধি মাতা হইলা মঙ্গলচণ্ডী ॥[১]

* * *

পূজয়ে মঙ্গলচণ্ডী মঙ্গল বাসরে ॥
যে কারণে কৈলা দৈত্য মঙ্গল নিধন।
মঙ্গলচণ্ডিকা নাম করিয়া প্রকাশ।
স্বসৈন্য সহিতে মাতা গেলেন কৈলাশ ॥[২]

মঙ্গল দৈত্যবধ অবশ্যই মহিষাসুর বধের আদর্শে পরিকল্পিত। এ কাহিনী পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত বলে মনে হয়। মুকুন্দরাম এ কাহিনী লেখেন নি।

গোধারূপিণী চণ্ডীর মহিষমর্দিনীরূপ গ্রহণের দ্বারা মঙ্গলচণ্ডী ও পৌরাণিক চণ্ডীর অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়েছে। কিন্তু মঙ্গলচণ্ডীর রূপকল্পনা মহিষমর্দিনী মূর্তি থেকে পৃথক। এই দেবী ষোড়শবর্ষীয়া শরৎকালীন পদ্মতুল্য আনন বিশিষ্টা, শ্বেতচম্পকবর্ণা = বহ্নিশুদ্ধাংশুক পরিহিতা—

শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং চন্দ্রকোটিসমপ্রভাম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং রত্নভূষণভূষিতাম্ ॥
বিভ্রতীং কবরীভারং মল্লিকামাল্যভূষিতাম্।
বিম্বোষ্ঠীং সুদতীং শুদ্ধাং শরৎপদ্মনিভাননাম্ ॥
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং সুনীলোৎপললোচনাম্।
জগদ্ধাত্রীঞ্চ দাত্রীঞ্চ সর্বেভ্যঃ সর্বসম্পদাম্ ॥[৩]

দেবীর এই শুভ্রকান্তি এবং ধনদাতৃত্ব সরস্বতী ও লক্ষ্মীর সংমিশ্রণে কল্পিত। কালিকাপুরাণে মঙ্গল চণ্ডিকা দ্বিভুজা, গৌরবর্ণা, দুই হস্তে বর ও অভয়দাত্রী, রক্তপদ্মাসনা এবং রক্তকৌশেয়বসনা—

যৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।
বরদাভয়হস্তা সা দ্বিভুজা গৌরদেহিকা।
রক্তপদ্মাসনস্থা চ মুকুটোজ্জ্বলমণ্ডিতা।
রক্তকৌশেয়বসনা স্মিতবক্ত্র শুভাননা ॥
নবযৌবনসম্পন্না চার্বঙ্গী ললিতপ্রভা।[৪]

মঙ্গলচণ্ডীর এই মূর্তি লক্ষ্মীর প্রভাবে পরিকল্পিত। মঙ্গলচণ্ডীরই অপর নাম ললিতকান্তা। যিনি ললিতকান্তা, তিনিই তীক্ষ্ণকান্তা—

পরা ললিতকান্তাখ্যা যা শ্রীমঙ্গলচণ্ডিকা।
তস্যাস্তু সততং রূপং তীক্ষ্ণকান্তাহ্বয়ং নৃপ।

---

১ মঙ্গলচণ্ডীর গীত (ক বি)—পৃঃ ২০
২ অভয়ামঙ্গল, দ্বিজরামদেব (ক. বি)—পৃ: ২০
৩ ব্রহ্মবৈ, প্রকৃতি—৪৪।২০-২৪ দেবীভাগ—৯।৪৭।২০-২৫
৪ কাঃ পুঃ—৮০।৫২-৫৪

কিন্তু তীক্ষ্ণকান্তা বা ললিতকান্তার সঙ্গে মঙ্গলচণ্ডীর মূর্তিদ্বয়ের কোন মিল নেই। তীক্ষ্ণকান্তা কৃষ্ণবর্ণা, লম্বোদরী, একজটা—

কৃষ্ণা লম্বোদরী যা তু সা স্যাদেকজটা শিবা।
তেন রূপেণ তাং দেবীং সততং পরিপূজয়েৎ ॥[১]

মদ্য, নরবলি, মোদক, নারিকেল, মাংস, ব্যঞ্জন ও ইক্ষু তীক্ষ্ণকান্তার প্রিয়।[২]

মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর পূজার বিধান কালিকাপুরাণেই প্রদত্ত হয়েছে—লোহিতাঙ্গস্য দিবসঃ প্রিয়োঽস্যাঃ পরিকীর্তিতঃ॥[৩] আসলে মঙ্গলচণ্ডিকা নাম বলেই মঙ্গলরাজা, মঙ্গলদৈত্য, মঙ্গলবার প্রভৃতির সঙ্গে দেবীর সংযোগ। মঙ্গল শব্দের অর্থ কল্যাণ। ভক্তের মঙ্গল করেন বলেই দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা। চণ্ডীর দানবদলনী মূর্তি ভক্তের মঙ্গলও বিধান করেন রুদ্রের শিবাত্মিকা দক্ষিণামূর্তির মত—দক্ষিণাকালিকার মত। গৃহস্থের মঙ্গলদাত্রী চণ্ডী বলেই দেবী মঙ্গলচণ্ডী।

মঙ্গলচণ্ডীর স্বরূপ ঃ চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে কালকেতুর উপাখ্যানে দেবী চণ্ডী ব্যাধ ও পশুকুলের রক্ষয়িত্রী। ডঃ সুকুমার সেনের মতে ঋগ্বেদের অরণ্যানী নানাবিধ কৃষ্টির সংমিশ্রণে হয়েছেন মঙ্গলচণ্ডী।[৪] কিন্তু অরণ্যানীকে অরণ্যের অধিদেবতা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। ঋগ্বেদের সূক্তটিতে (১০।১৪৬) অরণ্যানীর কোন প্রকার দৈবী প্রকৃতি বা দৈবী আকৃতি সুস্পষ্ট হয় নি। এই সূক্তে অরণ্যের একটি মনোরম বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্ণনাটি সংক্ষেপে এই রকম ঃ অরণ্যানীর সীমা পাওয়া যায় না, অরণ্য মধ্যে জীবজন্তু বিচিত্র শব্দ করে অরণ্যানীর বর্ণনা করে, অরণ্যানী মধ্যে আলো অন্ধকারে কখনও গাভী, কখনও অট্টালিকা, কখনও শকটসমূহ দৃষ্ট হয়, অরণ্যানীর মধ্যে কেউ কাঠ কাটে, এখানে রাত্রিকালে নানা প্রকার শব্দ শোনা যায়, অরণ্যানী কারো হিংসা করে না, সুস্বাদু ফল দান করে, কৃষকহীন অরণ্যে আহার্য আছে, মৃগনাভির সৌরভ আছে। অরণ্যানী মৃগদের জননী।

এই বিবরণে অরণ্যানীর দেবসত্তা প্রকটিত হয় নি। একবার মাত্র অরণ্যানীকে বলা হয়েছে, "মৃগাণাং মাতরম্"[৫]—পশুকুলের জননী। চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডী পশুকুলের মাতা অর্থাৎ বরাভয়দাত্রী ঠিকই, কিন্তু তিনি গোধারূপিণী এবং মহিষমর্দিনী। কেবলমাত্র মঙ্গলচণ্ডীতে বৈদিক অরণ্যানীর পশুমাতৃত্ব সংক্রমিত হয়েছে, মনে করা যেতে পারে। অরণ্যানীর সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী এবং মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডীর সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছেন বাঙ্গালার মঙ্গলচণ্ডী। চণ্ড শব্দ ভীষণতা-বাচক। যেমন রুদ্র হলেন শিব, তেমনি ভীষণা রণরঙ্গিণী চণ্ডী অভয়দাত্রী বরদা মঙ্গলচণ্ডী হলেন। দেবতাকে কল্যাণময়ী কল্পনা করাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। দেবী চণ্ডী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যখন কলিঙ্গরাজকে এবং সিংহলরাজকে শাসন করেছেন তখন তিনি রণরঙ্গিণী, আবার কালকেতু, ধনপতি ও শ্রীমন্তকে

---

১ কাঃ পুঃ—৮০।৪০ ২ কাঃ পুঃ—৮০।৫১ ৩ কাঃ পুঃ—৮০।৫৭
৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পূর্বার্ধ—পৃঃ ৪১১ ৫ ঋগ্বেদ—১০।১৪৬।৬

যখন অনুগ্রহ করেছেন, পশুদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেছেন, তখন তিনি অভয়া—বরাভয়দাত্রী। রুদ্র-শিবের দ্বৈতরূপ এখানে প্রত্যক্ষগম্য। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দুর্গা মহিষমর্দিনীর মিশ্রিতরূপ মঙ্গলচণ্ডী,—এরূপ সিদ্ধান্ত কোন কোন পণ্ডিত করেছেন,—"মঙ্গলচণ্ডীও দুর্গার ন্যায় মিশ্র মাতৃমূর্তি। শান্তমূর্তি বাগ্দেবীর সহিত উগ্রমূর্তি মহিষমর্দিনী এবং শান্তমূর্তি লক্ষ্মী ও উমার রূপগুণ মিশাইয়া মঙ্গলচণ্ডীর পরিপূর্ণ রূপ প্রস্তুত হইয়াছিল।"[১] লক্ষ্মী, সরস্বতী ও উমা-চণ্ডীর মিশ্রমূর্তির সঙ্গে পশুপতি-শিবের শক্তি ও বৈদিক পশুমাতা অরণ্যানী আপন আপন সত্তা মিশ্রিত করেছেন। আচার্য ডঃ সুকুমার সেনের মতে, "চণ্ডীমঙ্গলের অধিদেবতা দুর্গা বিন্ধ্যবাসিনী, তবে তিনি চণ্ডমুণ্ড, মহিষাসুর বিনাশিনী নহেন, তিনি অভয়া।"[২] ডঃসেন আরও বলেছেন যে, দুর্গার দুই রূপ— এক, পর্বত-দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী যোদ্ধ্রী দুর্গা, দুই মরুকান্তার বাসিনী পালয়িত্রী। প্রথমা দুর্গা চণ্ড বিনাসিনী চণ্ডী, দ্বিতীয়া দুর্গা অভয়া ও জীবধাত্রী বলে মঙ্গলচণ্ডী।[৩] তিনিই অন্যত্র অভয়া চণ্ডী, বৈদিক অরণ্যানী ও পুরাণের বিন্ধ্যবাসিনীর অভিন্নতা স্বীকার করেছেন,—"মুকুন্দের কাব্যে বন্দিতা দেবী দশভুজা নহেন, দ্বিভুজা। তিনি 'অভয়া চণ্ডী (দুর্গা)' পদ্মাসনস্থা,—প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে তিনি অরণ্যানী, সংস্কৃত সাহিত্যে বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গা। অভয়া দুর্গার মূর্তিতে পাদপীঠে গোধিকা অঙ্কিত দেখা যায়।"[৪] কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনী দ্বিভুজা নন, অষ্টভুজা,—গোধাবাহনাও নন। তবে বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গা চণ্ডীরই একটি রূপ হওয়ায় মঙ্গলচণ্ডী বিন্ধ্যবাসিনী হতে কোন বাধা নেই। ডঃ সেনের মতে বিন্ধ্য শব্দের অর্থ 'বিজু' বন অর্থাৎ 'যে অরণ্যে পথ-ঘাট নাই, দিশাহারা'।[৫] গহন অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলে বিন্ধ্যবাসিনী বৈদিক অরণ্যানীর সগোত্রা ও কালকেতু-উপাখ্যানের চণ্ডীর সঙ্গে সম্পর্কান্বিতা। রাঁচি অঞ্চলের ওরাওঁরা মৃগয়াযাত্রার পূর্বে চাণ্ডীর পূজা করে থাকে, এই অঞ্চলের আদিবাসী মুণ্ডারাও মৃগয়ার পূর্বে আথেটিক চাণ্ডীর পূজা করে। প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ্ হফ্‌মান-এর মতে হিন্দু-পুরাণের চণ্ডীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আকুটি চাণ্ডীর সৃষ্টি হয়েছে।[৬] সুতরাং অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী অরণ্যানী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দুর্গা বিন্ধ্যবাসিনীর সমন্বিত রূপ বাঙ্গালা মঙ্গল চণ্ডী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চণ্ডীর দুইরূপকে ডঃ সেন বিষ্ণুমাধবের শক্তি একানংসা দেবী বলেও মন্তব্য করেছেন।[৭] একানংসা দেবীর সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। বিষ্ণুশক্তি একানংসা বিষ্ণুমায়া চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্না। তাই মঙ্গলচণ্ডীরও একানংসার সঙ্গে অভিন্নতায় কোন বাধা নেই।

---

১ মঙ্গলচণ্ডীর গীত, সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ভূমিকা—পৃঃ—৸৶০
২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পূর্বার্ধ— পৃঃ ৪৯১
৩ তদেব—পৃঃ ৪৯২-৯৩
৪ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ভূমিকা—পৃ, ১৩
৫ তদেব
৬ মঙ্গলচণ্ডীর গীত, ভূমিকা—পৃঃ ২৴-২৸৶০
৭ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী ভূমিকা—পৃঃ ১১

মঙ্গলচণ্ডীর গোধা বাহন : গোধাবাহনা চণ্ডীর প্রাচীন মূর্তির অপ্রতুলতা নেই। বিভিন্ন যাদুঘরে বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত গোধাবাহনা চণ্ডীর মূর্তি রক্ষিত আছে। কালকেতুর উপাখ্যানে চণ্ডী স্বর্ণগোধা হয়েছিলেন। জৈন মূর্তি শিল্পে গোধাবাহন গৌরী মূর্তির বিবরণ আছে : গৌরীং দেবীং গোধাবাহনাং চতুর্ভুজাং বরদ-মুষল-যুতদক্ষিণকরাং অক্ষমালাকুবলয়ালঙ্কৃত বামহস্তাম্।"[১]—গৌরীদেবী গোধাবাহনা চতুর্ভুজা দক্ষিণহস্তদ্বয়ে বরদমুদ্রা ও মুষল, বামহস্তদ্বয়ে অক্ষমালা ও পদ্ম।

মণ্ডণ সূত্রধার উল্লিখিত গোধাবাহনা গৌরীর বর্ণনা :

অক্ষসূত্র তথা পদ্মমভয়ং চ বরং তথা।
গোধাসনাশ্রিতা, মূর্তির্গৃহে পূজ্যা শ্রিয়ে তদা॥[২]

—অক্ষসূত্র, পদ্ম, অভয় ও বরহস্তা গোধাসনা দেবীকে শ্রী (সমৃদ্ধি) লাভের জন্য গৃহে পূজা করা উচিত।

এই দুটি বর্ণনাতেই গৌরীর মূর্তি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর দ্বারা প্রভাবিত। কালিকাপুরাণে দেবী মহামায়া চণ্ডিকার তুষ্টির জন্য নির্দিষ্ট বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে গোধা অন্যতম।

চণ্ডিকাং বলিদানেন তোষয়েৎ সাধকঃ সদা॥
পক্ষিণঃ কচ্ছপা গ্রাহাস্থগলাশ্চ বরাহকাঃ।
মহিষো গোধিকাশোষা তথা নববিধা মৃগাঃ॥[৩]

চণ্ডিকাকে সাধক সর্বদা বলিদানের দ্বারা তুষ্ট করবে। পক্ষী, কচ্ছপ, কুমীর, ছাগল, বন্যশূকর, মহিষ, গোধিকা, শশক ও আরও নয় প্রকার প্রাণী বলির জন্য নির্দিষ্ট।

বৌদ্ধ শাস্ত্র মহাবস্তুতে গোধা-জাতক আছে। আচার্য সুকুমার সেন গোধা-জাতকের কাহিনীর সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর সাদৃশ্য দেখিয়েছেন।[৪] চণ্ডীর সঙ্গে গোধা বা গোসাপের ব্যাপক সংশ্লেষের কারণ সম্পর্কেও পণ্ডিত-বর্গ অভিমত প্রদান করেছেন। ডঃ সেন এক জায়গায় লিখেছেন,—"প্রথমে গোধা-গোধিকা ছিল দেবীর এক অস্ত্র—দুর্গম শিখরে গমন পথের দিশারী অথবা সর্পহন্তা।"[৫] সর্পহন্তা ও দুর্গম পথের দিশারী বলেই কি অরণ্যাধিষ্ঠাত্রী চণ্ডীর বাহন বা প্রতীক হয়েছে গোধা? ডঃ সেন অন্যত্র বলেছেন, চণ্ডীর গোধা বাহনের কারণ 'বোধ করি জলদেবী গঙ্গার মকর বাহনের ও যমুনার কূর্ম বাহনের নজিরে।'[৬] তিনিই আবার বলেছেন, "গোধা বিন্ধ্য ভূভাগের কোন জাতির টোটেম হওয়া অসম্ভব নয়।"[৭] সাধারণতঃ গোধাকে আদিম জাতির প্রতীক

১ মঙ্গলচণ্ডীর গীত ভূমিকা—পৃঃ ২॥৵০ ২ মঙ্গলচণ্ডীর গীত, ভূমিকা—পৃঃ ২॥৵০
৩ কাঃ পুঃ—৫৫।২-৩ ৪ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ভূমিকা—পৃঃ ১২-১৩
৫ কবিকঙ্কণ চণ্ডী ভূমিকা—পৃঃ ১৩
৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পূর্বার্ধ—পৃঃ ৩৯২ ৭ তদেব

(totem) রূপেই গণ্য করা হয়। রাসেল ও হীরালাল (Tribes and Castes of C.P. গ্রন্থে) বলেছেন যে মধ্য প্রদেশের কোন কোন আদিম জাতি এখনও গোধাকে টোটেম হিসাবে পূজা করে।[১] মহাভারতে ভীষ্মপর্বে গোধাজনপদের উল্লেখ আছে।[২] কিন্তু গোধা বাহনের প্রকৃত তাৎপর্য এখন মানুষ বিস্মৃত হয়েছে। দেবতার প্রিয় পশু দেবতার বাহনরূপে অনেক সময় কল্পিত হয়ে থাকে। এ ধরনের নজিরের অভাব নেই। আবার এক দেবতার সাদৃশ্যে অন্য দেবতার আকার যেমন গঠিত হয়, তেমনি বাহনের সাদৃশ্যে বাহন কল্পনাও হয়ে থাকে। গো শব্দে পৃথিবী এবং সূর্যরশ্মি বোঝায়। সুতরাং গোধা শব্দের অর্থ যিনি পৃথিবী বা কিরণ ধারণ করেন। পৃথিবী বা রশ্মিধারণকারিণী শক্তি সূর্যেরই শক্তি। দেবতেজঃ-সম্ভবা সূর্যাগ্নির তেজোরূপা চণ্ডী দুর্গা উমার বাহন সকল শক্ত্যাধার সৌর শক্তি হওয়াই ত সঙ্গত। সকল কিছুকেই অনার্যকৃষ্টি থেকে আগত বলে প্রতিপন্ন করার প্রবণতা থেকেই গোধাকে আদিম জাতির টোটেম থেকে আগত এবং চণ্ডীকে আদিম জাতির শিকারের দেবতা চাণ্ডী বলে ব্যাখ্যা করা হয়। উত্তর প্রদেশে আলমোড়া শহরের অদূরে কাসার পর্বতশৃঙ্গে শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত দ্বিভুজা দেবী (দুর্গার প্রকারভেদ) কাসারদেবী নামে পরিচিতা গাভী-বাহনা। বাগেশ্বর বাগ্‌নাথে সরযূ-গোমতীর সঙ্গমস্থলে এক দেহে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ত্রিমূর্তি গাভীর উপরে উপবিষ্ট। এই সকল ক্ষেত্রে গাভী অবশ্যই গো বা সূর্যরশ্মির প্রতীক হিসাবে কল্পিত। গোধাও একই রীতিতে দেবীর বাহন হয়েছিল।

কমলে কামিনী : চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে চণ্ডীর দ্বিতীয় মূর্তি কমলে কামিনী। ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগর সিংহলের উপকূলে কালিদহে কমলে কামিনী মূর্তি দর্শন করেছিলেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ভাষায় কমলে কামিনী—

অপরূপ দেখি আর শুন ভাই কর্ণধার
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে সংহারয়ে করিবরে
উগারিয়া করয়ে সংহার।[৩]

ধনপতি কমলে কামিনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন—

নিবসে পদ্মিনী তথি ধরিয়া কুঞ্জর
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর।
হেলায় কামিনী উগারয়ে গজনাথে
পলাইতে চায় গজ ধরে বাম হাতে।
পুনরপি আনি তারে করয়ে গরাস
দেখিয়া আমার হৃদে লাগিল তরাস ॥[৪]

---

১ Tribes & Castes of C. P., vol. I., p, 395 ; vol. III, p. 441.

২ মহাঃ, ভীষ্ম—৯।৪২

৩ চণ্ডীমঙ্গল, ডাঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত—পৃঃ ২০০ ৪ তদেব—পৃঃ ২০১

দ্বিজ মাধবের বর্ণনা :—

কমলেতে কমলিনী বসি রামা একাকিনী
গজরাজ ধরে বাম করে।
ক্ষণেকে উঠাইয়া পেলে ক্ষণে ধরে অবহেলে
ক্ষণেকে আননে নিয়া ভরে ॥[১]

এই মূর্তির উল্লেখ পাওয়া যায় বৃহদ্ধর্মপুরাণে। বলা বাহুল্য, কমলে কামিনী গজলক্ষ্মী মূর্তির আদর্শে পরিকল্পিত। ইনি লক্ষ্মীর মত সমুদ্রজা ও পদ্মাসীনা। সরস্বতীও পদ্মাসনা। গজলক্ষ্মীকে হস্তী স্নান করায়, কমলে কামিনী হস্তী গলাধঃকরণ করেন ও উদ্‌গার করেন। কিন্তু গজলক্ষ্মীর সদৃশ চণ্ডীমূর্তিও দুর্লভ নয়। লক্ষ্মণ সেনের তৃতীয় বর্ষে নির্মিত চণ্ডীমূর্তিতে চণ্ডীর মাথার উপরে দুই হাতী জল ঢালছে। দেবীর পায়ের কাছে একটি সিংহ ক্ষোদিত আছে। এই মূর্তিটি লক্ষ্মী ও চণ্ডীর মিশ্রিত মূর্তি। সারদা তিলক তন্ত্রে চতুর্ভুজা—জপমালা, দুই হস্তে পদ্ম ও পুস্তকধারিণী জগৎস্বামিনী দেবীর বিবরণ আছে। ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগরের উপাখ্যানের যেমন প্রভাব আছে তেমনি কমলে কামিনীর আকৃতিতে বিশেষতঃ প্রকৃতিতে পদ্মাবতী-মনসার ছাপ সুমুদ্রিত। আচার্য সুকুমার সেন বলেছেন, "তিনি দেবীর (চণ্ডীর) প্রাচীনতর রূপভেদ কেতকা-মনসা-কমলারই রূপান্তর।"[২] ডঃ সেন মনে করেন, কমলে কামিনী চণ্ডীর হস্তী গেলা ও উদ্‌গার করার ব্যাপারে আদিতে হস্তিনাগের পরিবর্তে দেবীর হাতে সর্পনাগ ছিল। "আসলে এখানে নাগ ছিল এবং সে নাগ হাতি নয়, সাপ। মনসা-কমলার মুখ হইতে সাপ বাহির হওয়া ও পুনরায় মুখের ভিতর চলিয়া যাওয়া অসম্ভব বা অশ্রুত ব্যাপার নয়।"[৩] তাঁর মতে গজলক্ষ্মীমূর্তি বণিকদের জাতিবৃত্তির লাঞ্ছন ছিল, পরে বণিকদের উপাস্য দেবতায় পরিণত হন। বণিকদের লাঞ্ছন গজলক্ষ্মীর গজকে বিপরীতভাবে অর্থাৎ দেবীর মুখে প্রবেশ ও নির্গমন প্রদর্শন দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দেবী ধনপতিকে অশুভ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।[৩] মোট কথা ডঃ সেনের অভিমত অনুসারে কমলে কামিনী গজলক্ষ্মী ও মনসার মিশ্রিত মূর্তি। আমাদের মতে এই দুই দেবতার সঙ্গে সরস্বতী ও চণ্ডীর মিশ্রণও ঘটেছে। জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী থেকে লক্ষ্মী ও চণ্ডীর আবির্ভাব সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত। মনসাও সরস্বতীরই একটি অংশ। সুতরাং কমলে কামিনী লক্ষ্মী-সরস্বতী-চণ্ডী-মনসার মিশ্রণ হলেও একই দেবসত্তার রূপান্তর মাত্র।

বৃহদ্ধর্মপুরাণের অনেক পূর্বে অভিনন্দের রামচরিতে (খ্রীঃ ৯ম শতাব্দী) কমলেকামিনীর আভাস পাওয়া যায়। এখানে হনুমান সুরসা দেবীর স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন,—

---

১ মঙ্গলচণ্ডীর গীত—পৃঃ ২২৮
২ বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পূর্বার্ধ—পৃঃ ৪১৩ ৩ তদেব—পৃঃ ৪১৪
৪ চণ্ডীমঙ্গল (সাঃ এঃ), ভূমিকা—পৃঃ ১৩-১৪

জাগ্রসে গজতনুর্দনুস্নুম্-
গার্হনতবপুষা বপুষা তে
অজকোশমৃদুন মহিষৈঃ প্রাক্
চক্ষুধে চ রণে চরণেন।[১]

—তুমি দেহ নত করে গজ দেহধারী দানবকে গ্রাস করেছিলে। তৎপূর্বে তোমার পদ্মকোশতুল্য চরণের দ্বারা মহিষকে যুদ্ধে দলিত করেছিলে।

এখানে সুরসা দেবী অবশ্যই মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী। দেবী চণ্ডী কর্তৃক গজাসুর গলাধঃকরণ করার কাহিনী খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে অবশ্যই প্রচলিত ছিল। পরে গজলক্ষ্মীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে কমলে কামিনী মূর্তি কল্পিত হয়েছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণের সাক্ষ্যে জানা যায় যে এই মিশ্রিত দেবীমূর্তি খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতেই প্রচলিত ছিল।

জয়চণ্ডী: চণ্ডীদেবী বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে বিচিত্র নামে ও প্রতীকে পূজিতা হন। ওলাইচণ্ডী, কুলুইচণ্ডী, ঢেলাইচণ্ডী, জয়চণ্ডী প্রভৃতি দেবীর বিচিত্র নাম। চব্বিশ পরগণা জেলার মজিলপুর গ্রামে দারুময়ী জয়চণ্ডীর বিগ্রহ পূজিত হয়। দেবী দ্বিভুজা, ত্রিনয়না, গৌরবর্ণা বর ও অভয়হস্তা—পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা।[২] এই মূর্তি অবশ্যই লক্ষ্মী-সরস্বতী ও দুর্গা-চণ্ডীর সম্মিলিত রূপ। হাওড়া জেলার আমতার নিকটবর্তী রসপুর গ্রামের গ্রাম্য দেবতা গড়চণ্ডী। গড়চণ্ডীর মূর্তি দ্বিভুজা গৌরী মূর্তি।[৩]

দুর্গাপূজা: বাঙ্গালী হিন্দুর বৃহত্তম উৎসব শরৎকালীন দুর্গোৎসব। আশ্বিনের শুক্লা ষষ্ঠী থেকে শুক্লানবমী পর্যন্ত দেবী দশভুজা মহিষমর্দিনীর পূজা হয়। দেবী প্রতিমার সঙ্গে সংযুক্ত হয় লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিকেয় গণেশের মূর্তি। দশমী তিথিতে হয় দেবী প্রতিমার বিসর্জন। এই দশমী তিথি বিজয়াদশমী নামে খ্যাত। এই দিনটি দশেরা উৎসব নামে সারা ভারতে পালিত হয়। এই দিনে উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র রাবণের পুত্তলিকা দাহ করা হয় ও রামলীলা গান করা হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে এই দিনে রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ নিহত হয়েছিল। ষষ্ঠীতে দেবীর ষষ্ঠ্যাদিকল্প অর্থাৎ আবাহন, বোধন, আমন্ত্রণ, অধিবাস প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ষষ্ঠীতে সন্ধ্যাকালে দেবীর বোধন হয়। শাস্ত্র মতে দেবীর বোধন হয় বিল্ববৃক্ষে বা বিল্বশাখায়। কোন কোন স্থলে কৃষ্ণানবমীতে কোথাও কোথাও শুক্ল প্রতিপদে দেবীর বোধনের রীতি প্রচলিত। কৃষ্ণা নবমী বা শুক্ল প্রতিপদ থেকে প্রত্যহই ঘটে দেবীর পূজা হয়। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত প্রতিমায় দেবীর অর্চনা করা হয়ে থাকে। সপ্তমীতে অন্যতম অনুষ্ঠান নবপত্রিকা প্রবেশ—কদলী বৃক্ষসহ আটটি উদ্ভিদ এবং জোড়া বেল

১ অভিনন্দের রামচরিত—১৬।৬৯
২ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ৩য়—পৃঃ ১৭৭
৩ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ, ১ম সং পৃঃ ৫১৪

একত্র বেঁধে শাড়ী পরিয়ে একটি বধূর আকৃতি বিশিষ্ট করে দেবীর পাশে স্থাপন করা হয়, এই উদ্ভিদ সমন্বয়কে নবপত্রিকা—প্রচলিত ভাষায় কলাবৌ—বলা হয়ে থাকে। দশমীতে দেবীর বিসর্জনের দিনে অপরাজিতা পূজা, সিদ্ধিপান ও পারস্পরিক প্রীতি সম্ভাষণ, আলিঙ্গন, প্রণাম প্রভৃতি দ্বারা মনোমালিন্য দূর করে সৌহার্দ্য ও আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠার রীতি। নূতন বস্ত্র পরিধান পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ষষ্ঠী তিথিতেই সাধারণতঃ অধিকাংশ স্থলে দেবীর বোধন হয়, এর দ্বারা ষষ্ঠী দেবী ও দুর্গার একাত্মতা সুপ্রতিষ্ঠিত। এই দিনকে দুর্গা-ষষ্ঠীও বলা হয়। অষ্টমীতে বিশেষ অনুষ্ঠান—অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিতে আটচল্লিশ মিনিটে দেবীর বিশেষ পূজা সন্ধিপূজা। অর্ধরাত্রি পূজাও কোন কোন স্থলে প্রচলিত। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিন দিন কোন কুমারী বালিকাকে অভ্যর্থনা করে এনে পূজা করা হয়। অনেক জায়গাতেই দশমী তিথিতে অশ্লীল বাদ্যগীত শবরোৎসব নামে অনুষ্ঠিত হয়। নবমীতে হোমযাগের দ্বারা পূজার পূর্ণাহুতি দেওয়ার রীতি। তিন দিনই এবং সন্ধি ও অর্ধরাত্রি পূজায় মহিষ, মেষ ও ছাগ বলি দেওয়ার রীতি। আজকাল অনেক জায়গাতেই বৈষ্ণবীয় প্রভাবে বলি রহিত হয়েছে। এই ভাবে বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, লৌকিক বিচিত্র রীতি-পদ্ধতি দুর্গাপূজায় সম্মিলিত হয়ে দুর্গা পূজাকে বাঙ্গালীর সার্বজনীন উৎসবে পরিণত করেছে।

অকাল বোধন : শরৎকালে দুর্গাদেবীর বোধন ও পূজাকে অকাল বোধন বলা হয়ে থাকে। প্রসিদ্ধি আছে যে রামচন্দ্র রাবণ বধের নিমিত্ত দেবীর কৃপা-লাভের উদ্দেশ্যে অকালে (শরৎকালে) দেবীর পূজা করেছিলেন। দেবীর বর লাভ করে রামচন্দ্র দশমী তিথিতে রাবণ বধ করে বিজয়ী হয়েছিলেন। তাই দশমী তিথি বিজয়া দশমী। দশেরা উৎসব রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ-বিজয়ের উৎসব। কৃত্তিবাস লিখেছেন,—"অকালে শরতে কৈল চণ্ডীর বোধন।"[১] মহাকবি কৃত্তিবাস রামচন্দ্র কর্তৃক অষ্টোত্তরশত নীলপদ্মদ্বারা দুর্গা পূজার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।[২] কালিকাপুরাণে এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণে অকাল বোধনের উল্লেখ আছে—

রামস্যানুগ্রহার্থায় রাবণস্য বধায় চ
রাত্রাবেব মহাদেবী ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা॥
ততস্তু ত্যক্তনিদ্রা সা নন্দায়ামাশ্বিনে সিতে
জগাম নগরীং লঙ্কাং যত্রাসীৎ রাঘবঃ পুরা॥

* * *

নিহতে রাবণে বীরে নবম্যাং সকলৈঃ সুরৈঃ।
বিশেষপূজাং দুর্গায়াশ্চক্রে লোকপিতামহঃ॥

---

১ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত পৃঃ ৩৮০
২ তদেব—পৃঃ ৩৮২-৩৮৯ ৩ কাঃ পুঃ ৬০।২৬-২৭,৩২

—পুরাকালে রামের অনুগ্রহের এবং রাবণের বধের নিমিত্ত মহাদেবী রাত্রিতে ব্রহ্মার দ্বারা বোধিতা হয়েছিলেন। তারপর নিদ্রা ত্যাগ করে তিনি আশ্বিনের শুক্লপক্ষে যেখানে পূর্বে রাম ছিলেন, সেই লঙ্কা নগরীতে গমন করেছিলেন। ···বীর রাবণ নিহত হলে সকল দেবতার সঙ্গে পিতামহ ব্রহ্মা দুর্গার বিশেষ পূজা করেছিলেন।

এখানে দেবীর পূজা রামচন্দ্র করেন নি, করেছিলেন ব্রহ্মা। বৃহদ্ধর্মপুরাণেও দেবীর বোধন করেছিলেন ব্রহ্মা স্বয়ং। ব্রহ্মা পুরোহিতরূপে প্রার্থনা করেছিলেন—

ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে তু শিবে বোধস্তব দেব্যাঃ কৃতো ময়া॥
তস্মাদস্যাদ্রয়াযুক্ত নবম্যামাশ্বিনে শুভে।
রাবণস্য বধং যাবদর্চয়িষ্যামহে বয়ম্॥[১]

—রাবণের বধ এবং রামের অনুগ্রহের নিমিত্ত হে শিবে তোমার বোধ আমি করেছি। সুতরাং শুভ আশ্বিন মাসে আর্দ্রা নক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে রাবণের বধ পর্যন্ত আমরা তোমার অর্চনা করবো।

দেবী বলেছিলেন, আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা নবমী থেকে শুক্লাষ্টমী পর্যন্ত বিল্ববৃক্ষে তাঁর পূজা বিধেয় এবং সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত তাঁর পূজাকাল।

এবং পঞ্চদশাহনি মম পূজা মহোৎসবঃ।
অথ ত্রয়োদশাহনি বিল্বে মাং পূজয়েৎ কৃতী॥
সপ্তম্যাং গৃহমানীয় পূজয়েন্মাং দিনদ্বয়ম্।[২]

—এইভাবে পনেরো দিন আমার পূজা মহোৎসব। অনন্তর তেরো দিন বিল্ববৃক্ষে কৃতী আমাকে পূজা করবে, সপ্তমীতে গৃহে এনে দু'দিন আমাকে পূজা করবে।

কৃত্তিবাস লিখেছেন,—

সায়াহ্ন কালেতে রাম করিল বোধন।
আমন্ত্রণ অভয়ার বিল্বাধিবাসন॥

কোন প্রাচীন পুরাণে অকাল বোধনের উল্লেখ না থাকলেও অকাল বোধনের স্মৃতি হিসাবেই বাঙ্গালাদেশে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে অকালবোধনের কোন উল্লেখ নেই। রামচন্দ্র রাবণ বধের পূর্বে দুর্গা পূজা করেন নি, ব্রহ্মাও করেন নি। রামচন্দ্র করেছিলেন আদিত্য হৃদয় স্তব অর্থাৎ সূর্যস্তব পাঠ। বাল্মীকির রামায়ণ রচনাকালে পৃথক দেবসত্তা হিসাবে দুর্গা-চণ্ডীর আবির্ভাব হয়নি। দেবী দুর্গা-চণ্ডী সূর্য ও অগ্নির তেজোরূপা বলেই সম্ভবতঃ সূর্যপূজার স্থলে দুর্গা পূজার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে।

---

১ বৃহদ্ধর্ম, পূর্ব খণ্ড—২২।১৪।১৫ ২ তদেব—২২।২৬।২৭

অকালবোধনের তাৎপর্য ঃ শরৎকালে দেবীর বোধনকে অকালবোধন বলা হয় কেন ? কালিকা পুরাণানুসারে ব্রহ্মা রাত্রিতে দেবীর বোধন করেছিলেন। দেবতার অর্চনার পক্ষে রাত্রি নিশ্চয় অকাল। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, দেবী পূজার প্রকৃষ্ট সময় বসন্তকাল—চৈত্রমাসের শুক্লা ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত দেবীর বাসন্তী পূজার রীতি প্রচলিত আছে। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে দুর্গা পূজা বৈদিক রুদ্রযজ্ঞের আধুনিক সংস্করণ, রুদ্রযজ্ঞের অগ্নিই দুর্গা।[১] শাস্ত্রানুসারে ছয়মাস উত্তরায়ণ দেবতাদের একদিন ও ছয় মাস দক্ষিণায়ণ দেবতাদের এক রাত্রি। দক্ষিণায়ণ শুরু হলে বিষ্ণু শয়ন করেন ; তখন শয়ন একাদশী হয়। দক্ষিণায়ণান্তে বিষ্ণুর উত্থান,—সে সময়ে উত্থান একাদশী হয়। দেবগণ রাত্রিতে নিদ্রিত থাকেন, দিনে অর্থাৎ উত্তরায়ণে জাগ্রত হন। উত্তরায়ণ তাই যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের প্রকৃষ্ট কাল। বিষ্ণুশক্তি বিষ্ণুমায়া দুর্গাও রাত্রিতে শায়িতা বা নিদ্রিতা থাকেন। তাই দক্ষিণায়ণকালে শরতে দেবীর উদ্বোধন বা বা জাগরণ বা অকালবোধন।

বৈদিক যুগে এক সময়ে শরৎকালে বৎসর আরম্ভ হোত। সেইজন্য বৎসর অর্থে 'শরৎ'শব্দের প্রয়োগ বহুবার পাওয়া যায়।[২] অনুমান হয়, শরৎ প্রবেশে নববর্ষের সূচনায় রুদ্রযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতো। পূর্বেই দেখেছি, ধ্বংসের দেবতা রুদ্রের ধ্বংস কার্যের সহায়িকা ছিলেন অম্বিকা। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে শরৎকেই অম্বিকা বলা হয়েছে—"শরদ্বাস্যাম্বিকা স্বসা। তয়া বা এষ হিনস্তি। যং হিনস্তি তয়ৈবৈনং সহ শময়তি"।[৩] —শরৎ তাঁর (রুদ্রের) ভগিনী অম্বিকা। তাঁর সাহায্যে ইনি (রুদ্র) ধ্বংস করেন। তাঁর সাহায্যে যাঁকে ধ্বংস করেন, (যজ্ঞীয় পুরোডাশাদির দ্বারা) তুষ্টা হয়ে তিনিই তাঁকে (রুদ্রকে) শান্ত করেন।

কৃষ্ণযজুর্বেদের (১।১।৮।৬) ভাষ্যে সায়নাচার্য বলেছেন, "শরৎকালো হি পীন-সজ্বরাদ্যুৎপাদনেন হিংসক স্তদ্ববদিয়মম্বিকা হিংসিকা। ততঃ শরদিত্যুচ্যতে।এষ রুদ্র স্তয়ৈব সহায়ভূতয়া প্রাণিনং হিনস্তি। অতস্তয়া সহ পুরোডাশ সেবয়া তুষ্টা তয়ৈব সহৈবেনং রুদ্রং শাময়তি হিংসারহিতং করোতি।"

—(অস্যার্থ) শরৎকালে পীনসজ্বর উৎপাদনের দ্বারা হিংসা করে সেইজন্য অম্বিকাও হিংসিকা। সেইজন্য অম্বিকাকে শরৎ বলা হয়। এই রুদ্র তাঁর সাহায্যে প্রাণিগণকে হিংসা করেন। অতঃপর তাঁর সহায়তায় তাঁর সঙ্গে পুরোডাশ সেবায় তুষ্ট হয়ে এই রুদ্রকে প্রশমিত করা হয় অর্থাৎ হিংসারহিত করা হয়।

শুক্লযজুর্বেদের পূর্বোক্ত মন্ত্রটির (৩।৫৩) ব্যাখ্যায় আচার্য মহীধর লিখেছেন, "যোঽয়ং রুদ্রাখ্যো ক্রূরো দেবস্তস্য বিরোধিনং হন্তুমিচ্ছা ভবতি। তদানয়া ভগিন্যা ক্রূরদেবতয়া সাধনভূতয়া তং হিনস্তি সা চাম্বিকা শরদ্রূপং প্রাপ্য জ্বরাদিকমুৎপাদ্য তং বিরোধিনং হন্তি।" —(অস্যার্থ) এই যিনি রুদ্র নামক নিষ্ঠুর দেবতা, তাঁর

১ পূজাপার্বণ - পৃঃ ১৭ ২ ঋগেদ—২।১৭।১০, ১০।১৬১।৪, অথর্ব—১১।৬৭।২-৪
৩ তৈঃ ব্রাঃ—১।১।৬-১০

বিরোধীকে হত্যা করতে ইচ্ছা করেন, তিনি এই রুদ্রা দেবী ভগিনীর সহায়তায় তাঁকে হত্যা করেন। সেই অম্বিকা শরদ্রূপ গ্রহণ করে জ্বর প্রভৃতি উৎপাদন করে বিরোধীকে হত্যা করেন।

শরৎকালে নানা রোগের প্রাদুর্ভাবে দেশে মড়ক দেখা দিত। নববর্ষের সূচনায় নানা রোগের আবির্ভাবে বিব্রত আর্যমানব রুদ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন সর্বজীবের কল্যাণ কামনায়। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, রুদ্রভগিনী-অম্বিকাই শরদ্রূপ ধারণ করে রুদ্রের ধ্বংসকার্যে রোগ সৃষ্টির দ্বারা সাহায্য করে থাকেন। তাই রুদ্রযজ্ঞে সূর্যাগ্নিরূপী রুদ্রের সঙ্গে রুদ্রতেজোরূপা অম্বিকাকেও পশু পুরোডাশ ইত্যাদির দ্বারা প্রসন্ন করার আয়োজন করা হোত। বর্ষগণনা রীতি পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু রুদ্রযজ্ঞের স্মৃতি রয়ে গেল। শরতে বর্ষারম্ভ না হওয়ায় হয়ে গেল অকাল। রুদ্রযজ্ঞের স্থলাভিষিক্ত হোল রুদ্রশক্তি রুদ্রাণীর পূজার্চনা। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে দুর্গোৎসব প্রকৃতপক্ষে নববর্ষের উৎসব। গৃহসজ্জা, নববস্ত্র পরিধান, উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন, আত্মীয়-বন্ধুদের প্রতি প্রীতিসম্ভাষণ, আলিঙ্গন, গুরুজনদের আশীর্বাদ গ্রহণ প্রভৃতি নববর্ষের অঙ্গীভূত।[১]

বৈদিক যুগে আর একপ্রকার বর্ষগণনার রীতি প্রচলিত ছিল। এই বৎসর হিমবৎসর নামে পরিচিত। "ইন্ধানাস্ত্বা শতং হিমা দ্যুমন্তঃ সমিধীমহি।"[২]—হে অগ্নি, আমরা শত হিম বৎসর তোমাকে ইন্ধন দ্বারা প্রজ্বলিত করবো।

হিমবর্ষ গণনা প্রাচীনতর। সম্ভবতঃ বর্ষার অন্তে শরতে যেমন নববর্ষের আরম্ভ, তেমনি হিমান্তে বসন্তের সূচনায় হিমবৎসর শুরু হোত। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে হিমবৎসর উত্তরায়ণ থেকে আরম্ভ হোত। "ঋগ্বেদের ঋষিগণ রবির উত্তরায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ করিতেন। হিম অর্থাৎ শীত ঋতুতে আরম্ভ, এই কারণে তাঁহারা 'হিম' শব্দে বৎসর বুঝিতেন। শত হিম বলিলে শত বৎসর বুঝাইত। ...কতকাল পরে কে জানে, তাঁহারা শরৎ ঋতু হইতেও এক বৎসর গণিতে আরম্ভ করেন। এই বৎসরের নাম শরৎ।"[৩] হিমবর্ষে রুদ্রযজ্ঞানুষ্ঠানও হোত। তাঁরই স্মৃতি বাসন্তী রুদ্রাণীর পূজা। শরতে বর্ষগণনার সূত্রপাত হলে শরতে রুদ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান হতে থাকে। এমনও হতে পারে যে, শরতে বিভিন্ন মারাত্মক রোগজনিত মড়ক নিবারণের উদ্দেশ্যে রুদ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান থেকেই বর্ষগণনার রীতি প্রবর্তিত হয়। যোগেশচন্দ্রও এইরূপ অনুমান করেছেন।[৪] শরতে বর্ষারম্ভ হওয়ার জন্যই রুদ্রযজ্ঞ বা রুদ্রাণী পূজা প্রাধান্য পেয়েছে এবং বাঙ্গালীর প্রধান উৎসব রূপে পরিগণিত হয়েছে। রুদ্রযজ্ঞের অগ্নিই রুদ্রাণী দুর্গা,—ইনিই যজুর্বেদের রুদ্রভগিনী অম্বিকা, পরে রুদ্রপত্নী উমা। "অতএব রুদ্র যজ্ঞাগ্নিকে দুর্গারূপে পূজা করিতে পারি।...মহেশ্বরের যজ্ঞাগ্নি, মহেশ্বরের শক্তি বা মহেশ্বরী। এই অগ্নি রুদ্রের রুদ্রাণী।...অতএব রুদ্রের যে গুণ ও কর্ম রুদ্রাণীরও তাহাই। দেব ও তাঁহার

১ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১৮, ১০৭
২ শুক্ল যজুঃ—৩।১৮
৩ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১৭
৪ পূজাপার্বণ—১৪

অগ্নিকে পতি-পত্নী কিম্বা ভ্রাতা-ভগিনী, দুইই কল্পনা করা যাইতে পারে।"[১] আমরা জানি একই দেবসত্তা ও দেবশক্তির মধ্যে ভ্রাতা-ভগিনী, পতি-পত্নী, মাতা পুত্র প্রভৃতি বিরুদ্ধ সম্বন্ধ কল্পনা বৈদিক ঋষিকবিদের কাছে নূতন নয়। অকালে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় ব্যতিরেকে অন্যসময়ে অনুষ্ঠিত রুদ্রযজ্ঞের অগ্নি বা রুদ্রশক্তির আবাহন অকালবোধন নামে অদ্যাপি দুর্গা পূজা অনুষ্ঠানের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে আছে।

রামচন্দ্র কর্তৃক অকালে দেবীপূজার কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। রাম-রাবণের যুদ্ধ কোন্ ঋতুতে হয়েছিল, তা বাল্মীকি উল্লেখ করেন নি। যোগেশচন্দ্রের মতে এই যুদ্ধ শরৎ ঋতুতে হয় নি।[২] সুতরাং অকালবোধন শরতে বৈদিক যজ্ঞের আধুনিক রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিল্ববৃক্ষে বোধনের তাৎপর্য : দেবীর বোধন ও আমন্ত্রণাধিবাস হয় বিল্ববৃক্ষে। নবম্যাদি কল্পে এবং প্রতিপদাদি কল্পে কৃষ্ণানবমী থেকে ষষ্ঠী অথবা প্রতিপদ থেকে ষষ্ঠী পর্যন্ত তেরো দিন অথবা ছয় দিন বিল্ববৃক্ষে দেবীর পূজা হয়। দেবীর আমন্ত্রণ কালে বিল্ববৃক্ষ পূজার পরে প্রার্থনা মন্ত্র :

মেরুমন্দার কৈলাশহিমবচ্ছিখরে গিরৌ।
জাতঃ শ্রীফলবৃক্ষস্তমম্বিকায়াঃ সদা প্রিয়ঃ॥
শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ।
নেতব্যোঽসি ময়া গচ্ছ পূজ্যো দুর্গা স্বরূপতঃ॥

—মেরু, মন্দার, কৈলাশ এবং হিমালয় শিখরে জাত শ্রী (ফল) বৃক্ষ, তুমি সর্বদাই অম্বিকার প্রিয়। শ্রী পর্বতের শৃঙ্গে জাত, শ্রী ফল বৃক্ষ শ্রী-র (লক্ষ্মীর) আবাসস্থল। তুমি আমার দ্বারা নীত হয়ে দুর্গাস্বরূপে পূজিত হও।

বিল্ববৃক্ষের প্রণাম মন্ত্র :

[illegible]ব প্রিয়করো বাসুদেবপ্রিয়ঃ সদা।
উমাপ্রীতিকরো যস্মাদ্বিল্ববৃক্ষ নমোঽস্তুতে॥

বিল্বফল, বিল্ববৃক্ষ, বিল্বপত্র শিব-শিবানীর অতি প্রিয়। বিল্বপত্র ছাড়া শিব-শিবানীর পূজা হয় না। দেবীপূজায় দন্তমার্জন কাষ্ঠরূপে বিল্বশাখা ব্যবহৃত হয়। অষ্টাবিংশতি বা অষ্টোত্তরশত সংখ্যক ঘৃতসিক্ত বিল্বপত্র দ্বারা দেবীর হোমকর্ম বিধেয়। দেবীপূজায় একান্ত প্রয়োজনীয় নবপত্রিকার নয় প্রকার উদ্ভিদের অন্যতম বিল্বশাখা। যুগল বিল্বফল নবপত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। "বিল্বাধিষ্ঠাত্রৈ শিবায়ৈ নমঃ"—মন্ত্রে নব পত্রিকাস্থিত বিল্বের পূজা করা হয়।

বিল্ব ও শ্রী

বিল্ববৃক্ষ শ্রীবৃক্ষ এবং বিল্বফল শ্রীফল নামে প্রসিদ্ধ। শ্রী শব্দের অর্থ লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর সঙ্গে বিল্বের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। তন্ত্র ও পুরাণের বর্ণনায় অনেক স্থলে লক্ষ্মী দেবীর এক হস্তে পদ্ম ও অপর হস্তে শ্রীফল বর্তমান—

---

১ পূজাপার্বণ—১০ ২ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১৯

শ্রীফলং দক্ষিণে পাণৌ বামে পদ্মঞ্চ বিভ্রতী ।[১]
পদ্মং হস্তে প্রদাতব্যং শ্রীফলং দক্ষিণে ভুজে ।[২]
পদ্মশ্রীফলধারিণী চ করিণ্যোঃ কমলান্বিতৈঃ ।
স্নাপ্যমানা মহাদেবী সর্বাভরণ ভূষিতা ॥[৩]

ঘৃত ও শ্রীফল দ্বারা হোম করলে আয়ু, আরোগ্য এবং রাজ্যলাভ হয়—ঘৃতশ্রীফলহোমেন আয়ুরারোগ্যরাজ্যদা ।[৪]

বিল্বপত্র চয়নের মন্ত্র :

বিল্ববৃক্ষ মহাভাগ মহেশস্য সদা প্রিয়ঃ ।
শিবদর্শনকৃজ্জ্যোতিঃ প্রসীদাব্ধিসুতাস্তন ॥[৫]

—হে বিল্ববৃক্ষ, হে মহাভাগ, তুমি সর্বদাই মহাদেবের প্রিয়। শিবদর্শনের জ্যোতি, হে লক্ষ্মীর স্তন, তুমি প্রসন্ন হও ।

বিল্বপ্রণামের মন্ত্র :

ওঁ নমো বিল্বতরবে সদা শঙ্কররূপিণে ।
সফলানি মমাঙ্গানি কুরুষ শিবহর্ষদ ॥[৬]

—শিবরূপী বিল্ববৃক্ষকে সদাই নমস্কার। হে শিবের আনন্দপ্রদ, আমার অঙ্গসমূহ সফল কর ।

পুরাণতন্ত্রাদি মতে লক্ষ্মী দেবী বিল্ববৃক্ষরূপে মহামায়ার আরাধনা করেছিলেন। সেইজন্য লক্ষ্মীরূপী বিল্ববৃক্ষ ব্রহ্মা বিষ্ণু-শিবময় ।

কল্পবৃক্ষসমো বিল্বব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকঃ ।
মহালক্ষ্মীবিল্ববৃক্ষো জাতঃ শ্রীশৈলপর্বতে ॥[৭]

স্কন্দপুরাণে (আবন্ত্যখণ্ড) বিল্ববৃক্ষ, কল্পবৃক্ষ ও শ্রীবৃক্ষরূপে উল্লিখিত হয়েছে—

কল্পবৃক্ষস্ততো জাতা ব্রহ্মণা ধ্যায়তো পুরা ।
তেষাং মধ্যে বিল্ববৃক্ষ শ্রীবৃক্ষ ইতি গীয়তে ॥[৮]

যোগিনীতন্ত্রে (পূর্বখণ্ড ৫ম, পটল) বিল্ববৃক্ষে লক্ষ্মী দেবীর অধিষ্ঠানের হেতু সম্পর্কে একটি উপাখ্যানের অবতারণা আছে। উপাখ্যানটি এই : বিষ্ণুর নিকট সপত্নী সরস্বতী অত্যধিক প্রিয় হওয়ায় লক্ষ্মী দেবী কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হলেন। তিনি শ্রীশৈল মন্দিরে শিবলিঙ্গের নিকট তপস্যা করে শিবের কৃপালাভে অসমর্থা হওয়ায় বিল্ববৃক্ষরূপে পত্র, পুষ্প এবং ফলের দ্বারা শিবলিঙ্গের অর্চনা করতে লাগলেন। কোটি বর্ষ তপস্যার পরে মহাদেবের কৃপায় লক্ষ্মী বিষ্ণুর প্রিয়তমা হয়ে বিষ্ণুর বক্ষে স্থান লাভ করলেন। এই কারণেই বিল্ববৃক্ষ শিব-শিবানীর আবাসস্থল এবং পরম পবিত্র। শিব বলেছেন পার্বতীকে—

---

১ প্রাণতোষিণীতন্ত্র—৪।৭ ২ মৎস্যপুরাণ—২৬১।৪৪ ৩ দেবীপুরাণ—৫০।১১-১৭
৪ দেবীপুরাণ—৫০।১১০ ৫ বৃহদ্ধর্ম, পূর্বখণ্ড—১১।১২
৬ বৃহদ্ধর্মঃ, পূর্বখণ্ড—১১।১৪ ৭ যোগিনীতন্ত্র—পূর্বখণ্ড, ৫ম পটল
৮ স্কন্দপুঃ, আবন্ত্যঃ—৮৩।২৩

অতস্তং বৃক্ষমাশ্রিত্য তিষ্ঠামি চ দিবানিশম্।
সর্বতীর্থময়ো দেবী সর্বদেবময়ঃ সদা।
শ্রীবৃক্ষঃ পরমেশানি অতএব ন সংশয়ঃ॥

—অতএব সেই বৃক্ষকে আশ্রয় করে আমি দিবানিশি অবস্থান করবো। হে দেবী পরমেশানি! শ্রীবৃক্ষ সর্বতীর্থময় ও সর্বদেবময়—এ বিষয়ে সংশয় নেই॥

শিব বিল্ববৃক্ষে দিবারাত্র অধিষ্ঠান করতে স্বীকৃত হলেন। বিল্ব শিব-শিবানীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, আবার লক্ষ্মীরও বাসস্থান। সেইজন্য বোধনের সময়ে মন্ত্র—"শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পূজাং করোম্যহম্।"[১] কিন্তু বাসুদেব ও বিষ্ণুরও প্রিয় বিল্ব। বিল্বপত্রের তিনটি দলের ঊর্ধ্বপত্রে শিব, বামপত্রে ব্রহ্মা এবং দক্ষিণপত্রে বিষ্ণু অবস্থান করেন।[২] শিব ও বিষ্ণু অভিন্ন বলেই লক্ষ্মী ও দুর্গা অভিন্না। সেইজন্যই শ্রীবৃক্ষে বা বিল্ববৃক্ষে দেবীর অধিষ্ঠান।

বিল্বযূপ

বিল্ব, লক্ষ্মী, শিব ও দুর্গার বিল্বপ্রিয়তার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। কৃষ্ণযজুর্বেদে স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত আছে যে, বিল্ববৃক্ষ থেকে যূপকাষ্ঠ নির্মিত হোত,—বৈল্বো যূপো ভবত্যসৌ বা আদিত্যো যতোঽজায়ত ততো বিল্ব উদতিষ্ঠৎ।"[৩]—বিল্বকাষ্ঠে যূপ তৈরী হয়, আদিত্য যেখানে জন্মেছেন, সেখান থেকেই বিল্ব উঠেছেন।

যজ্ঞে যূপকাষ্ঠের প্রয়োজনে বিল্ব ব্যবহৃত হওয়ায় দ্যুলোকস্থ অগ্নি আদিত্যের সঙ্গেও বিল্বের সংশ্লেষ। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে আছে, খদির, বিল্ব অথবা পার্ণ কাষ্ঠ যজ্ঞে প্রয়োজন হয়—খদিরো বা বৈল্বো বা পার্ণো বাহন্যেষাং যজ্ঞানাং ভবতি…।"[৪] ভাষ্যকার সায়ন বলেছেন, অশ্বমেধ যজ্ঞে একুশটি যূপের প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে খদির, বিল্ব এবং পলাশ বৃক্ষের বা অন্য কোন বৃক্ষের যূপ নির্মাণ করা কর্তব্য।

বৈদিক যজ্ঞে পশুবলি অপরিহার্য ছিল। বিষ্ণু যজ্ঞরূপী—রুদ্রও যজ্ঞ। ইড়া-ভারতী-সরস্বতী যজ্ঞাগ্নি। ইড়া-ভারতী-সরস্বতী লক্ষ্মী-দুর্গা-সরস্বতীতে পরিণত হয়েছেন। সরস্বতীর যজ্ঞে মেষী বলি দেওয়ার রীতি ছিল। মনুসংহিতায় (৩।৮৯) লক্ষ্মীর নিকটে এবং সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে (২।১৪।১০) শ্রী-র নিকট বলির ব্যবস্থা আছে। দুর্গা ও অন্যান্য শক্তিদেবতার পূজায় ছাগ, মেষ, মহিষ, কুষ্মাণ্ড, ইক্ষু প্রভৃতি বলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত। দেবী পূজায় পশুবলি অবশ্যই বৈদিক যজ্ঞের অনুস্মৃতি। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে কুষ্মাণ্ডবলি নরবলির প্রতীক, ইক্ষু সুরার প্রতীক।[৫] যজ্ঞে পশুবলির অপরিহার্যতার জন্যই রুদ্রযজ্ঞাগ্নিরূপা দুর্গার বিল্বযূপে তথা বিল্ববৃক্ষে অধিষ্ঠান। শ্রীসূক্তে লক্ষ্মীর সঙ্গে বিল্বের সম্পর্ক

১ কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতি, নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—পৃঃ ২৩

২ বৃহদ্ধর্ম—১১।৯ ৩ তৈত্তিরীয় সংহিতা—২।১।১৮ ৪ তাণ্ড্য—২১।৪।১৩

৫ পূজাপার্বণ—পৃঃ ৭৯

উল্লিখিত হয়েছে,—"আদিত্যবর্ণে তপসোঽধিজাতো বনস্পতি স্তব বৃক্ষোঽথ বিল্বঃ।"—হে আদিত্যবর্ণা শ্রী, তোমার তপস্যায় জাত বিল্ববৃক্ষ তোমারই।

শ্রী-লক্ষ্মীর সঙ্গেই বিল্বের সংযোগ প্রথমাবধি ছিল। পরে বিল্ববৃক্ষে শিব শিবানীর অধিষ্ঠান হয়েছে। মনে হয় বিল্ববৃক্ষ শ্রী বা সৌভাগ্যের হেতু এরূপ বিশ্বাসও প্রচলিত ছিল। সুস্বাদু ফল ও যজ্ঞীয় কাষ্ঠের জন্যই হয়ত বিল্ব সৌভাগ্যের হেতু বিবেচিত হয়েছিল।

বিল্বের অরণি

যোগেশচন্দ্র রায় লিখেছেন যে বিল্বকাষ্ঠের অরণি-দ্বারা যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করা হোত বলেই যজ্ঞাগ্নিরূপা দুর্গা বিল্বে বাস করেন। সেকালে দিয়াশলাই জ্বেলে আগুন জ্বালার ব্যবস্থা ছিল না। কাঠে কাঠে ঘষে আগুন জ্বালা হোত। যে দু'টি কাষ্ঠ ঘর্ষণ করে অগ্নি প্রজ্বলিত হোত সেই কাষ্ঠখণ্ডকে মন্থন কাষ্ঠ বা অরণি বলা হোত। সাধারণতঃ একটি শমী কাঠ ও একটি অশ্বত্থ কাঠ ঘষে আগুন জ্বালানো হোত। তাই অরণি বলতে ঘর্ষণোপযোগী অশ্বত্থ ও শমী কাষ্ঠ বোঝায়। কিন্তু আচার্য রায় মনে করেন যে বাঙ্গালা দেশে শমীবৃক্ষ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় শমীকাষ্ঠের পরিবর্তে বিল্বকাষ্ঠের অরণি দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। অমরকোষ অভিধানে বিল্বের নাম শাণ্ডিল্য হওয়ায় আচার্য রায়ের অনুমান, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কোন ব্রাহ্মণ বিল্বকাষ্ঠের অরণি প্রবর্তন করেছিলেন।[১] যে অগ্নি কাষ্ঠে সুপ্ত ছিল অরণি মন্থনের (কাষ্ঠ ঘর্ষণের) ফলে সেই অগ্নির জাগরণই দুর্গার বোধন। অরণির দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের নাম বোধন। বিল্বকাষ্ঠের অরণি, এই হেতু দেবী বিল্ববাসিনী। দুর্গা অগ্নিস্বরূপা…। কাষ্ঠে যে অগ্নি সুপ্ত থাকে মন্থন দ্বারা তাহার আবির্ভাব হয়, যেন নিদ্রিত অগ্নি জাগ্রত হয়।"[২] জার্মাণ পণ্ডিত ওয়েবার (Weber) দুর্গাকে যজ্ঞাগ্নির সঙ্গে সংযুক্ত মনে করেছেন।[৩] পদ্মপুরাণে পার্বতী যজ্ঞের অরণি—

হিমালয়স্য দুহিতা যা চ দেবী ভবিষ্যতি।
তস্যাঃ সকাশাদ্ যঃ সূনুররণ্যা পাবকো যথা॥[৪]

—হিমালয়ের কন্যা যে দেবী জন্মাবেন, অরণি থেকে অগ্নি জন্মের মত তাঁর পুত্র জন্মাবে।

মৎস্যপুরাণে উমা বিশ্বের অরণি।

পার্বতী-পুত্র কার্তিকেয় অগ্নিপুত্র। যূপকাষ্ঠের প্রয়োজনেই হোক আর অরণির প্রয়োজনেই হোক বিল্ববৃক্ষের যাগযজ্ঞের সম্পর্ক হয়েছিল অচ্ছেদ্য। তাই বিল্বে যজ্ঞ বিষ্ণু ও বিষ্ণুশক্তি শ্রীলক্ষ্মী এবং রুদ্রযজ্ঞ ও রুদ্রশক্তি দুর্গার অধিষ্ঠানক্ষেত্র। বিল্বাধিষ্ঠাত্রী শিবার বোধন তাই বিল্বে। বিল্ব তাই নবপত্রিকার অন্যতম।

---

১ পূজাপার্বণ—১৩০ ২ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১২৯ ৩ পঞ্চোপসনা—পৃঃ ২২৯
৪ পদ্মঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৪২।৪৯

প্রভাতে সূর্যোদয়কালে অরণি মন্থনের দ্বারা যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হোত। আচার্য রায় মনে করেন যে সায়ংকালে দেবীর বোধন হয় বলেই অকাল বোধন।[১]

দুর্গা-চণ্ডী-উমা-অম্বিকার একাত্মতা : রুদ্র যজ্ঞাগ্নি দুর্গা আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেববর্গের তেজে গঠিতা চণ্ডী স্বরূপতঃ অভিন্না। সর্বদেবময় সূর্য ও অগ্নির তেজে নির্মিত বিভিন্ন দেবসত্তার সম্মিলনে দেবী চণ্ডীর উদ্ভব। "অগ্নি তেজোময়। দুর্গা যাবতীয় দেবতার সম্মিলিত তেজঃ। ঋষিগণ যজ্ঞীয় অগ্নিতে সম্মিলিত তেজঃ অনুভব করিয়াছিলেন।"[২] যজুর্বেদের অম্বিকা দুর্গা-চণ্ডীর সঙ্গে মিশে গেলেন। অম্বিকা রুদ্রের ধ্বংসকার্যের সহায়িকারূপে প্রথমে অম্বিকা রুদ্রশক্তি রূপে পরিকল্পিতা হয়েছিলেন রুদ্রের ভগিনী হিসাবে। কিন্তু পরে রুদ্রযজ্ঞের অগ্নি আর রুদ্রযজ্ঞ অভিন্ন বিবেচনায় যজ্ঞাগ্নি রুদ্রের শক্তিরূপে কল্পিতা হলেন অম্বিকা,—তিনি হলেন রুদ্রপত্নী—রুদ্রাণী—শিবানী। সূর্য-উষা, ব্রহ্মা-সরস্বতী প্রভৃতি দেবযুগলের মত রুদ্র ও অম্বিকার যে আপাতঃ বিরোধিতা ছিল, তা লুপ্ত হয়ে রুদ্রাণী-অম্বিকা, চণ্ডী, দুর্গা, পার্বতী, উমা-হৈমবতী মিলেমিশে একাকার হয়ে রুদ্র-শিবের গৃহিণীরূপেই সুপ্রতিষ্ঠিতা হলেন। এই মহাশক্তির আরও বহু বিচিত্র মূর্তি বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক মহাশক্তিতে আত্মবিসর্জন করেছেন।

ভদ্রকালীর স্বরূপ : দেবীর অন্যতর মূর্তি ভদ্রকালীকেও যোগেশচন্দ্র রায় যজ্ঞাগ্নিরূপেই ব্যাখ্যা করেছেন: "ভদ্রকালী ইন্দ্রযজ্ঞরূপা। ধূম-অগ্নির পতাকা। ঋগ্বেদে আছে, যেখানে ধূম আছে সেখানে অগ্নিও আছে। এই ন্যায়ে ভদ্রকালীর বর্ণ নীল। গাঢ় নীল নয়, আ-নীল, যেমন নীলোৎপলের ফুল, কিম্বা অতসীর ফুল। বস্তুতঃ তিনি যজ্ঞীয় অগ্নি।"[৩] ভদ্রকালী ও দুর্গা একই শক্তি। কাত্যায়নী ও চণ্ডী একই দেবসত্তা। ঠিক তেমনি দেবীর ভিন্ন মূর্তি বিন্ধ্যবাসিনী ও কৌশিকী। ভদ্রকালী, কাত্যায়নী প্রভৃতি পৃথক সত্তা বজায় রেখেছেন। কিন্তু দেবতেজঃসম্ভবা চণ্ডী, রুদ্রের ধ্বংসকার্যের সহায়িকা শরৎরূপিণী অম্বিকা, ব্রহ্মবিদ্যা উমা, পর্বতনন্দিনী গৌরী অথবা পর্বতবাসিনী পার্বতী পৃথক সত্তা হারিয়ে একটি মাত্র সত্তায় পর্যবসিত হলেন। ঘোররূপা বৃত্রঘাতিনী শত্রুনাশিনী দিব্য সরস্বতী তাঁর ভীষণতা—তাঁর শত্রুহননকার্য দিলেন চণ্ডী দুর্গাকে। সরস্বতী ও দুর্গার অভিন্নতার প্রমাণ হিসাবে আরও উল্লেখ্য যে, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, ও তামিলনাদে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত সরস্বতীর পূজা হয়। সরস্বতীর শত্রুঘাতনশক্তি নিয়ে রুদ্রানী হলেন মহিষাসুর-নাশিনী—শুম্ভ নিশুম্ভ, চণ্ড মুণ্ড, রক্তবীজ, বেত্রাসুর, দুর্গমাসুর, ঘোরাসুর (দেবীপুরাণ অনুসারে), মঙ্গল দৈত্য প্রভৃতি অশুভ শক্তির নিহন্ত্রী। দেবীর অসুরবধ কাহিনীগুলি অবশ্যই ইন্দ্র, রুদ্র, বিষ্ণু, সরস্বতী প্রভৃতির বৃত্রাদি দানব বধের আদর্শে কল্পিত। শত্রুঘাতিনী দেবী অরণ্যে কান্তারে নগরে দুর্গে পর্বতে সর্বত্রই নিজের রাজ্যপাট বসিয়ে বিভিন্ন নামে পূজিতা হতে লাগলেন, দেবী

১ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১৩০ ২ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১২ ৩ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১১৭

কান্তারে অবস্থান করায় কান্তারবাসিনী,—স্কন্দমাতর্ভগবতি দুর্গে কান্তার বাসিনী।[১] সরস্বতীর কল্যাণাত্মিকা মূর্তি লক্ষ্মীর মধ্য দিয়ে দুর্গা-চণ্ডীতেও ভর করলেন, দেবী হলেন শস্যের দেবী অন্নপূর্ণা—অন্নদা। ভক্ত তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালেন—"রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি, দ্বিষো জহি।" রুদ্র রুদ্রত্ব হারিয়ে হলেন শিব,—রুদ্রাণীও ধ্বংসকার্য বিস্মৃত হয়ে হলেন কল্যাণী মাতৃরূপা উমা-পার্বতী—অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা,—মহিলাদের উপাস্যা মঙ্গলচণ্ডী। বাঙ্গালাদেশে উমাই হলেন স্নেহময়ী কন্যা—বৈষ্ণবীয় প্রভাবে বাৎসল্য রসের আধার।

নবপত্রিকা : অনেকে মনে করেন যে দুর্গাদেবী আসলে শস্যদেবী। নবপত্রিকা পূজাই তার প্রমাণ। নবপত্রিকা অর্থে বোঝায় নয়টি গাছের পাতা। নবপত্রিকা নয়টি গাছের পাতা নয়, নয়টি উদ্ভিদ। এই নয়টি উদ্ভিদ—কদলী, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম্ব, অশোক, মান ও ধান। একটি সপত্র কদলী বৃক্ষে বাকী আটটি সমূল সপত্র উদ্ভিদ অথবা সপত্র শাখা একত্র করে একজোড়া বেলসহ শ্বেত অপরাজিতা লতা দ্বারা বেঁধে লালপাড় সাদা শাড়ী জড়িয়ে ঘোমটা দেওয়া বধূর আকার দিয়ে সিঁদুর মাখিয়ে দেবীর দক্ষিণে গণেশের পাশে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। প্রচলিত ভাষায় নবপত্রিকাকে কলা-বৌ বা গণেশের বধূ বলা হয়। কিন্তু নবপত্রিকা নবদুর্গা নামে পূজিতা হন—উদ্ভিদগুলি দেবীর প্রতিরূপ হিসাবে গণ্য হয়। এই নয় দেবী—রম্ভাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণী, কচ্বাধিষ্ঠাত্রী কালিকা, হরিদ্রাধিষ্ঠাত্রী উমা, জয়ন্ত্যাধিষ্ঠাত্রী কার্তিকী, বিল্বাধিষ্ঠাত্রী শিবা, দাড়িম্বাধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকা, অশোকাধিষ্ঠাত্রী শোকরহিতা, মানাধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডা ও ধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। নয়টি উদ্ভিদের একত্র অবস্থান নবপত্রিকা নবদুর্গা নামে "নবপত্রিকাবাসিন্যৈ নবদুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজিতা হয়। নবপত্রিকা সম্পর্কে পণ্ডিতগণ প্রায় সমস্বরে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে নবপত্রিকা শস্যদেবীর পূজা। রমাপ্রসাদ চন্দ লিখেছেন—"An important aspect of Durgā-worship called navapatrikā or the worship of the nine plants (lit-leaves) also clearly shows that the goddess was conceived as the personification of the vegetation spirit."[২]

ড: শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন' "এই শস্যবধূকেই দেবীর প্রতীক গ্রহণ করিয়া প্রথমে পূজা করিতে হয়, তাহার কারণ শারদীয়া পূজা মূলে বোধহয় এই শস্য-দেবীরই পূজা। পরবর্তীকালের বিভিন্ন দুর্গাপূজার বিধিতে এই নবপত্রিকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।···বলা বাহুল্য এই সবই হইল পৌরাণিক দুর্গাদেবীর সহিত এই শস্যদেবীকে সর্বাংশে মিলাইয়া লইবার একটা সচেতন চেষ্টা। এই শস্য-দেবী মাতা পৃথিবীরই রূপভেদ, সুতরাং আমাদের

১ মহাভারত, আদি—২৩।১১
২ The Indo-Aryan Races, 1916—page 131

জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমাদের দুর্গাপূজার ভিতরে এখনও সেই আদিমাতা পৃথিবীর পূজা অনেকখানি মিশিয়া আছে।"[১]

ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "Another important aspect of the Devi is her concept as the personification of vegetation spirit, which is emphasised by her name Sākambharí already noted. This finds a clear corroboration in the present day Nava-patrikāpraveśa ceremony in the autumnal worship of Durgā in Bengal."[২]

আরও একজন পণ্ডিত অনুরূপ মন্তব্য করেছেন: "The worship of Nabapatirikā, which is an important aspect of Durgā worship clearly shows that the goddess is connected with vegetation."[৩]

মহাকবি কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণে নবপত্রিকা পূজার উল্লেখ আছে,—বাঁধিলা পত্রিকা নব বৃক্ষের বিলাস।[৩]

শস্যদেবী শাকম্ভরী ঃ শস্যদেবী বা ভূদেবীর সঙ্গে দুর্গা পূজার সংশ্লেষ অসম্ভব নয়, কিন্তু দুর্গা পূজাকে কোন মতেই শস্যদেবীর পূজা বলা চলে না। দেবীর অপর এক মূর্তি শাকম্ভরীকেও শস্যদেবী বা পৃথিবী দেবী বলে ব্যাখ্যা করা হয়। যে দেবী স্বদেহোদ্ভব শাকের দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ করে সকল জীবের প্রাণধারণের আয়োজন করেন তাঁকে শস্যদেবী, পৃথিবীদেবী বা কৃষিদেবী মনে করা চলে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে, এই শাকম্ভরী দেবী পৃথিবী বা বসুন্ধরা ইনিই পরে হয়েছেন অন্নদা অন্নপূর্ণা। "শাক শব্দে এখানে সর্বপ্রকার শস্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে মনে হয়। শস্য দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিপালন করিবেন যে দেবী, তিনি কে? তিনি দেবী বসুন্ধরা। এই শাকম্ভরী দেবীই ত আবার দেখা দিয়াছেন 'অন্নদা' বা অন্নপূর্ণারূপে।"[৪] শাকম্ভরীকে শস্যদেবীরূপে স্বীকার করলেও দুর্গা পূজার প্রাথমিক রূপ শস্যদেবী বা পৃথিবীদেবী পূজা, একথা স্বীকার করা চলে না। এদেশে লক্ষ্মী শস্যদেবীরূপে পূজিতা হন। সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মী শেষপর্যন্ত ধান্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীতে পর্যবসিত হয়েছেন। লক্ষ্মীদেবী অবশ্যই দুর্গার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গেছেন। নবপত্রিকায় ধানগাছ তথা ধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী নবদুর্গার অন্যতমা রূপে দুর্গার সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার ইতিবৃত্ত বিজ্ঞাপিত করে। বর্ধমান জেলার কালনায় শ্রাবণী পূর্ণিমা থেকে তিনদিন মহিষমর্দিনী পূজা হয় সাড়ম্বরে। শ্রাবণী পূর্ণিমায় মহিষমর্দিনীর পূজা কৃষিদেবীর সঙ্গে দুর্গার সংযোগ ব্যঞ্জিত করে। কিন্তু মহিষাসুরমর্দিনীর পূজা বিশেষতঃ শারদীয়া বা বাসন্তী

১ ভারতীয় শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য—পৃঃ ২৫-২৬
২ Pauranice and Tantric Religion(C.U)—page 125-126,
৩ Indian mother goddess, N.N. Bhattacharya—page 12
৪ ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য—পৃঃ ২৪

পূজা যে কোন মতেই শস্যদেবীর পূজা নয়, তা পূর্ববর্তী আলোচনায় স্পষ্টীকৃত হয়েছে। হিন্দু দেবতাগোষ্ঠীর মধ্যে শস্যদেবী বা পৃথিবী দেবী তেমন কোন উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে পারেন নি। তাই বসুধা বা ভূদেবী বিষ্ণুপত্নী হিসাবে লক্ষ্মীতেই বিলীন হয়ে গেছেন। সরস্বতী, লক্ষ্মী ও দুর্গার অভিন্নতা এবং বৈদিক সরস্বতীর গুণকর্মের অংশরূপে লক্ষ্মী ও দুর্গার উদ্ভবতত্ত্ব পূর্বেই প্রতিপাদিত হয়েছে। বিষ্ণুমায়া লক্ষ্মীরূপিণী দুর্গা যে সৌভাগ্য ও শস্যের সঙ্গে সংযুক্ত হবেন, তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? লক্ষ্মী সরস্বতীকে সঙ্গে নিয়েই তাই দুর্গা দেবীর আবির্ভাব। নবপত্রিকা ছাড়াও দুর্গা পূজার সময়ে দুর্গা প্রতিমার পাশে ধান্যলক্ষ্মী(শস্য)পূজাও করা হয়ে থাকে। শস্যদেবী অন্নপূর্ণা হয়েছেন' এ মতই বা গ্রহণ করা চলে কি ভাবে? দেবীর মূর্ত্যন্তর হিসাবে শাকম্ভরীর উল্লেখ ছাড়া তাঁর পূজার প্রচলন দেখা যায় না, শাকম্ভরীর বিশিষ্ট কোন আকার বা মূর্তিরও সন্ধান মেলে না। দুর্গা অন্নপূর্ণা হয়েছেন লক্ষ্মীর প্রভাবেই।

নবপত্রিকায় যে নয়টি উদ্ভিদ থাকে তার সবগুলিকে শস্য বলা চলে না। মান, কচু, বিল্ব ও দাড়িম শস্য হিসাবে উল্লেখযোগ্য নয়। শস্যপূজা হলে ধানের সঙ্গে যব, গোধূম (গম), মাষ (কলাই), ইক্ষু, তিল (তৈলবীজ) প্রভৃতি প্রধান প্রধান শস্য থাকা উচিত ছিল। বিল্বের সঙ্গে দেবীর মত দেবীর অচ্ছেদ্য সম্পর্কের জন্যই নবপত্রিকাতেও বিল্ব স্থান পেয়েছে। হরিদ্রা, মান, কচু প্রভৃতিকে যদি কৃষি সম্পদরূপে গণ্য করাও যায়, তাহলেও জয়ন্তী ও অশোক ত কৃষিসম্পদ নয়। জয়ন্তী দেবী দুর্গার এক নাম। স্মরণীয়, জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী ইত্যাদি। অগ্নিমন্থের নামও জয়ন্তী।[১] দেবীর জয়ন্তী নামের সঙ্গে অগ্নিমন্থনের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। জয়ন্তী নামক উদ্ভিদ নামসাদৃশ্যে দেবীর জয়ন্তী নামের অথবা অগ্নিমন্থনের প্রতীক হিসাবে কি নবপত্রিকাতে স্থান পেয়েছে? দেবী অশোকা—শোক নাশ করেন। সেই জন্যই কি অশোকে দেবীর অধিষ্ঠান? চৈত্রমাসের শুক্লা ষষ্ঠী অশোকা ষষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধ। ঐদিনে অশোকা হওয়ার কামনায় বাঙ্গালী মায়েরা অশোকা ষষ্ঠীর পূজা করেন অশোক ফুল দিয়ে এবং অশোক ফুলের কুঁড়ি ভক্ষণ করেন। অশোকা ষষ্ঠীর সঙ্গে দেবী দুর্গার সম্মিলন ঘটেছে নবদুর্গার অন্যতমা অশোকবৃক্ষাধিষ্ঠাত্রীর সম্মিলনে। মার্কণ্ডেয়পুরাণ অনুসারে দুর্গমাসুর বধকালে দেবীর দন্ত দাড়িম্ব কুসুমের মত রক্তবর্ণ হওয়ায় তিনি রক্তদন্তিকা নামে পরিচিতা হয়েছিলেন। সেইজন্যই কি দাড়িমবৃক্ষ দেবীর প্রতীক হয়েছে? দেবীর বর্ণ হরিদ্রা বলেই কি হরিদ্রা তাঁর প্রতীক? কিন্তু কচু ও মান? এ দুটির তাৎপর্য বোধগম্য হচ্ছে না। দেবীর অপর নাম অপরাজিতা। দশমীতে পূজান্তে অপরাজিতা পূজার বিধি। সেই জন্যই অপরাজিতা লতায় নবপত্রিকা বাঁধা হয়। যোগেশচন্দ্র রায় অনুমান করেছেন, "বোধ হয় কোনও প্রদেশে শবরাদি জাতি নয়টি গাছের পাতা সম্মুখে রাখিয়া নবরাত্রি উৎসব করিত।

---

১ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১০২

তাহাদের নবপত্রী দুর্গা প্রতিমার পার্শ্বে স্থাপিত হইতেছে। মানুষের স্বভাব—যেটা কোথাও হয়, সেটা অন্যত্র প্রচারিত হয়।[১]

নবপত্রিকার সঙ্গে দুর্গার সংযোগের হেতু যাই হোক,—নবপত্রিকার সঙ্গে দুর্গার সংযোগ যে অর্বাচীন কালের তাতে সন্দেহ নেই। মার্কণ্ডেয়পুরাণে বা কালিকাপুরাণে নবপত্রিকার উল্লেখ নেই। দেবীপুরাণে নবদুর্গার উল্লেখ থাকলেও নবপত্রিকা অনুল্লিখিত। উত্তর বঙ্গে দিনাজপুর জেলায় পোর্শা গ্রামে একটি দুর্লভ নবদুর্গার মূর্তি পাওয়া গেছে। নবদুর্গার নয়টি মূর্তি মহিষাসুরমর্দিনী। মধ্যেরটি আকারে বড়—অষ্টাদশভুজা। বাকী আটটি আকারে ছোট—ষোড়শভুজা। ডঃ জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মধ্যস্থিত মূর্তিটি উগ্রচণ্ডা। বাকী আটটি রুদ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা ও অতিচণ্ডিকা।[২] কালিকাপুরাণে দেবী দুর্গার ধ্যানে উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা প্রভৃতি দেবীর অষ্টনায়িকা।[৩] এই নবদুর্গার মূর্তিতে নবপত্রিকার কোন সংযোগ নেই। তাই মনে হয় নবপত্রিকা পূজার রীতি পরবর্তীকালে সংযোজিত। তবে কালিকাপুরাণে সপ্তমী তিথিতে পত্রিকা-পূজার নির্দেশ আছে।[৪] যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে "কালিকাপুরাণ অষ্টম হইতে একাদশ খ্রীষ্ট শতাব্দে রচিত হইয়াছিল।"[৫]

নবরাত্র ব্রত : দুর্গাপূজাকে নবরাত্র ব্রত বলা হয়। দেবী ভাগবতে রাম কর্তৃক রাবণবধের উপায় জিজ্ঞাসিত হয়ে রাবণ রামকে নবরাত্র ব্রত অনুষ্ঠান করতে বলেছিলেন—

ব্রতং কুরুষ শ্রদ্ধাবানাশ্বিনে মাসি সাম্প্রতম্॥
নবরাত্রোপবাসঞ্চ ভগবত্যাঃ প্রপূজনম্।
সর্বসিদ্ধিকরং রাম জপহোমবিধানতঃ॥
মেধ্যৈশ্চ পশুভির্দেব্যা বলিং দত্ত্বা বিশংসিতৈঃ।
দশাংসং হবনং কৃত্বা সুশক্তস্ত্বং ভবিষ্যসি॥[৬]

—শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে এখন আশ্বিন মাসে নবরাত্র ব্রত [illegible] নবরাত্র উপবাস ও ভগবতীর পূজা কর। জপহোম করে বলিযোগ্য পশু দিয়ে রাবণকে আহুতি দিলে তুমি শক্তিমান হবে।

নারদ বলেছিলেন, এই ব্রত পূর্বে বিষ্ণু, মহাদেব ও ব্রহ্মা আচরণ করেছিলেন। পরে ইন্দ্র নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। এরও পরে বিশ্বামিত্র, ভৃগু, বৃহস্পতি প্রভৃতি নবরাত্র ব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন। এই ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে ইন্দ্র বৃত্রকে, শিব ত্রিপুরাসুরকে এবং হরি মধুদৈত্যকে বধ করেছিলেন।

---

১ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১৩২
২ Pauranic and Tantric Religion—pp, 126-27
৩ কাঃ পুঃ—৫৯।২১-২২ ৪ কাঃ পুঃ—৬০।২০
৫ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১৫৪ ৬ দেবীভাগ—৩।৩০।১৮-২০

ইন্দ্রেণ বৃত্রনাশায় কৃতং ব্রতমনুত্তমম্ ।
ত্রিপুরস্য বিনাশায় শিবেনাপি পুরা কৃতম্ ।
হরিনা মধুনাশায় কৃতং মেরৌ মহামতে ॥

রামকর্তৃক এ নিয়ম পৃষ্ট হয়ে নারদ বলেছিলেন—

পীঠং কৃত্বা সমে স্থানে সংস্থাপ্য জগদম্বিকাম্ ।
উপবাসান্নবৈব ত্বং কুরু রাম বিধানতঃ ॥
আচার্যোঽহং ভবিষ্যামি কর্মণ্যস্মিন্মহীপতে ।
দেবকার্যবিধানার্থমুৎসাহং প্রকরোম্যহম্ ॥[২]

—সমতল স্থানে বেদী নির্মাণ করে, জগদম্বিকাকে স্থাপন করে, হে রাম, বিধি অনুসারে নয় দিন উপবাস কর। হে মহীপতে, আমি এই কর্মে আচার্য হব, দেবকার্য সমাপনের জন্য উৎসাহ প্রকাশ করবো।

সুতরাং দেবীভাগবতমতে রামচন্দ্র নারদের পৌরোহিত্যে নবরাত্র ব্রত আচরণ করেছিলেন। নবরাত্র ব্রত নয়দিন উপবাস করে পূজার অনুষ্ঠান। অষ্টমীর মধ্যরাত্রে দেবী তুষ্ট হয়ে আবির্ভূতা হয়ে রামকে বরদান করেছিলেন। এই আখ্যায়িকায় অকালবোধনের বিবরণ নেই। ব্রহ্মা কর্তৃক দুর্গার পূজারও উল্লেখ নেই।

কালিকাপুরাণে বিল্বশাখায় শুক্লা ষষ্ঠীতে, কৃষ্ণাচতুর্দশীতে এবং কৃষ্ণানবমীতে দেবীর বোধন করতে বলা হয়েছে।[৩] দেবতেজ থেকে জাত কাত্যায়নী মহিষাসুরবধের নিমিত্ত আশ্বিনের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে বোধিতা হয়ে আবির্ভূতা হন, সপ্তমীতে দেবতেজ আকার গ্রহণ করেন, অষ্টমীতে অলংকৃতা হন এবং নবমীতে মহিষাসুর বধ করেছিলেন—

যদা স্তুতা মহাদেবী বোধিতা চাশ্বিনস্য চ ।
চতুর্দশী কৃষ্ণপক্ষে প্রাদুর্ভূতা জগন্ময়ী ॥
দেবানাং তেজসাং মূর্তিঃ শুক্লপক্ষে সুশোভনে ।
সপ্তম্যাং সাকরোদ্দেবী অষ্টম্যাং তৈরলংকৃতা ॥
নবম্যামুপহারৈস্তু পূজিতা মহিষাসুরম্ ।
নিজঘান দশম্যাস্তু বিসৃষ্টান্তর্হিতা শিবা ॥[৪]

সুতরাং কালিকাপুরাণ মতে দেবীপূজা কৃষ্ণা চতুর্দশী থেকে শুক্লা নবমী পর্যন্ত মোট এগার দিন। কিন্তু বঙ্গদেশ ছাড়া প্রায় সমগ্র ভারতে আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত নবরাত্র ব্রত পালন করা হয়। নবরাত্রের পরে দশমরাত্রি দশেরা নামে খ্যাত। আচার্য যোগেশচন্দ্রের মতে দশেরা নববর্ষের উৎসব। গুজরাট ও কাথিয়াবারের মেয়েরা দশেরাতে ছিদ্রপূর্ণ সাদা হাঁড়ির মধ্যে

---

১ দেবীভাগ—৩।৩০।২৪-২৬ ২ দেবীভাগ—৩।৩০।৩১-৪০
৩ কাঃ পুঃ—৬০।৮, ৯৪, ১৮ ৪ কাঃ পুঃ—৬০।৭৯-৮১

প্রজ্বলিত প্রদীপ রেখে নৃত্যগীত করে। ছিদ্র দিয়ে দীপের রশ্মি নির্গত হয়। এই দীপশিখা নব বৎসরের নব সূর্যোদয়ের প্রতীক।[১]

সন্ধিপূজা: দুর্গাপূজায় অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিস্থলে দেবীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠান হয়। এই বিশেষ পূজা সন্ধিপূজা নামে প্রসিদ্ধ। সন্ধিপূজার বিশেষ মাহাত্ম্য জনমনে মুদ্রিত আছে। লৌকিক বিশ্বাস, দেবী এই সময়ে প্রতিমায় আবির্ভূতা হন। সন্ধিপূজার বিশেষ মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে বৃহদ্ধর্মপুরাণে। এই পুরাণানুসারে ব্রহ্মা রাবণ বধের নিমিত্ত দেবীর বোধন করেছিলেন আশ্বিনের কৃষ্ণা নবমীতে। দেবী চণ্ডিকা জাগ্রতা হয়ে রাক্ষস নিধনের বর দিয়েছিলেন। তাঁর বরে কৃষ্ণানবমীতে কুম্ভকর্ণ, ত্রয়োদশীতে লক্ষ্মণের অস্ত্রে অতিকায়, অমাবস্যার রাত্রিতে লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ, প্রতিপদে মকরাক্ষ ও দ্বিতীয়াতে দেবান্তক প্রভৃতি রাক্ষস নিহত হবে। সপ্তমীতে দেবী শ্রীরামের অস্ত্রে প্রবেশ করবেন, অষ্টমীতে রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রবল রূপ ধারণ করবে। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণের শিরসমূহ ছিন্ন হবে, আর সেই শির পুনর্যোজিত হলে নবমীতে রাবণ নিহত হবে।[২]

দেবীদত্ত বর অনুসারে রামচন্দ্র অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণের দশমুণ্ড ছিন্ন করেছিলেন—

পাতয়ামাস দশ বৈ মস্তকান্ কালসন্ধিকে ॥[৩]

সেইজন্যই দেবী বলেছেন যে অষ্টমী-নবমী সন্ধিক্ষণের পূজার মহিমা খুব বেশী—

অষ্টমীনবমীসন্ধিকালোঽয়ং বৎসরাত্মকঃ।
তত্রৈব নবমীভাগঃ কালঃ কল্পাত্মকো মম ॥[৪]

—অষ্টমী-নবমী সন্ধিক্ষণের পূজা এক বৎসরের পূজার তুল্য,—তার মধ্যে নবমীভাগে পূজা কল্পকাল পূজার তুল্য।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে শরৎঋতুর সূচনা লগ্ন ছিল বৈদিক যুগে অষ্টমী নবমীর সন্ধিতে। "হিম বৎসরের আট চান্দ্রমাস গতে অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে শরৎ ঋতুর আরম্ভ। এই কারণে দুর্গাপূজায় সন্ধিক্ষণের মাহাত্ম্য হইয়াছে।"[৫]

কুমারী পূজা: দুর্গাপূজার আর একটি বৈশিষ্ট্য কুমারী পূজা। সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী—এই তিনদিনই দেবী পূজার অন্তে কোন কুমারী বালিকাকে নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়ে দেবীজ্ঞানে পূজা করার রীতি। কুমারী পূজায় কুমারীর ধ্যানমন্ত্র—

বালরূপাঞ্চ ত্রৈলোক্যসুন্দরীং বরবর্ণিনীম্।
নানালংকার নম্রাঙ্গীং ভদ্রবিদ্যাপ্রকাশিনীম্ ॥

---

১ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১৯ ২ বৃহদ্ধর্মপুরাণ—পূর্বখণ্ড ২২।২০-২৫
৩ বৃহদ্ধর্মপুঃ—২২।৪৮ ৪ বৃহদ্ধর্মপুরাণ—২২।২৯ ৫ পূজাপার্বণ-পৃঃ১৪

চারুহাস্যাং মহানন্দহৃদয়াং শুভদাং শুভাম্।
ধ্যায়েৎ কুমারীং জননীং পরমানন্দরূপিণীম্ ॥[১]

এই মন্ত্রে কুমারীরূপিণী দেবীর পূজা করা হয়, দেবী দুর্গা কুমারী নামে প্রসিদ্ধা। বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেবতাদের স্তবে প্রীতা হয়ে দেবী চণ্ডিকা কুমারী কন্যারূপে দেবতাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হয়ে বিল্ববৃক্ষে দেবীর বোধন করতে বলেছিলেন।

কন্যারূপেণ দেবানামগ্রতো দর্শনং দদৌ।[২]

দেবীপুরাণ মতে দেবীর পূজার পর উপযুক্ত উপচারে কুমারীদের ভোজনে তৃপ্ত করাতে হবে—'নৈবেদ্যং শালিজং ভক্তং শর্করা কন্যকাস্বপি।'[৩] —শালিচালের ভাত, শর্করা (মিষ্টান্ন) প্রভৃতির নৈবেদ্য দ্বারা কুমারীদের ভোজন করাবে। দুর্গাপূজায় কুমারীপূজা সংযুক্ত হয়েছে নিঃসন্দেহে তান্ত্রিক সাধনা থেকে। তান্ত্রিক মতে কুমারী দেবীর প্রতীক। যে কোন প্রসিদ্ধ শক্তিপীঠে কুমারীপূজার রীতি। কামরূপ কামাখ্যার মন্দিরে কুমারীপূজা করা হয়ে থাকে। কুমারীপূজার প্রাধান্য থেকেই বাঙ্গালা দেশে 'গৌরীদান' প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। আগমবাগীশ তন্ত্রসারে জ্ঞানার্ণবতন্ত্রের বচন উদ্ধার করেছেন কুমারীপূজার স্বপক্ষে—

হোমাদিকং হি সকলং কুমারী পূজনং বিনা।
পরিপূর্ণফলং ন স্যাৎ পূজয়া তদ্ ভবেদ্ ধ্রুবম্।
কুমারীপূজয়া দেবী ফলং কোটিগুণং ভবেৎ।
পুষ্পং কুমার্যৈ যদ্দত্তং তন্মেরুসদৃশং ফলম্।
কুমারী ভোজিতা যেন ত্রৈলোক্যং তেন ভোজিতম্।[৪]

—কুমারী পূজা ছাড়া হোম প্রভৃতি সকল কর্ম পরিপূর্ণ ফললাভ করে না। কুমারীপূজায় সেই ফল অবশ্যই লাভ হয়। কুমারীকে পুষ্প দিলে তার ফল হয় মেরুপর্বত সমান, কুমারীকে ভোজন করালে ত্রিলোককে ভোজন করান হয়। দেবী শিবকে বলছেন "কুমারিকা হ্যহং নাথ সদা ত্বং কুমারিকা।"[৫]

—হে নাথ, আমিও কুমারী তুমিও কুমারী অর্থাৎ সকল কুমারীই শিব-পার্বতীর অংশ।

কুমারী সাক্ষাৎ যোগিনী, কুমারী পরদেবতা—"কুমারী যোগিনী সাক্ষাৎকুমারী পরদেবতা।"[৬] মহানবমীতে কুমারী পূজার বিধান তন্ত্রসারেই আছে—মহানবম্যাং দেবেশি কুমারীং চ প্রপূজয়েৎ।[৭] এক বৎসর থেকে ষোল বৎসর পর্যন্ত বালিকারা ঋতুমতী না হওয়া পর্যন্ত কুমারীরূপে পূজিত হওয়ার যোগ্য। এক এক বর্ষীয়া কুমারীদের এক এক নাম আছে। একবৎসরের কন্যার নাম সন্ধ্যা, দ্বিবর্ষা কন্যা সরস্বতী, তিনবৎসরের ত্রিধামূর্তি, চতুর্বর্ষা কালিকা, পঞ্চবর্ষা সুভগা, ষড়্‌বর্ষা উমা,

১ কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতি, নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যারত্ন—পৃঃ ১২
২ বৃহদ্ধর্ম পুঃ, পূর্বখণ্ড—২১।৬২ ৩ দেবীপুরাণ—৩৩।১১
৪ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ১৭২ ৫ তন্ত্রসার পৃঃ—১৭৩ ৬ তদেব ৭ তদেব

[illegible] ...শিনী, অষ্টবর্ষা কুব্জিকা, নববর্ষীয়া কন্যার নাম কালসন্দর্ভা, দশমবর্ষীয়া [illegible] ...া, একাদশবর্ষীয়া কন্যা রুদ্রাণী, দ্বাদশবর্ষা ভৈরবী, ত্রয়োদশবর্ষীয়া মহা-[illegible] ...তুর্দশবর্ষীয়া পীঠনায়িকা, পঞ্চদশবৎসরের-কন্যার নাম ক্ষেত্রজ্ঞা ও ষোড়শ-বর্ষীয়া কুমারী অম্বিকা।[1]

...বীর কুমারী নাম বহু প্রাচীন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেবীকে কন্যা কুমারী ...া হয়েছে—"ক্যাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারি ধীমহি। তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ।[2] —হে দুর্গে, তুমি কন্যা ও কুমারী, ক্যাত্যায়নকে জানি, তোমাকে ধ্যান করি, তুমি আমাদের প্রেরণ কর।

মহাভারতে দুর্গাস্তোত্রে কুমারী, কৌমার্য-ব্রত ধারিণী—

নমোঽস্তু বরদে কৃষ্ণে কুমারি ব্রহ্মচারিণি।[3]
কৌমারং ব্রতমাস্থায় ত্রিদিবং পালিতং ত্বয়া।[4]
কুমারি কালি কাপালি কপিলে কৃষ্ণ পিঙ্গলে।[5]

দেবী চণ্ডী ও কুমারী—

কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।[6]

দেবী পুরাণ দেবীর কৌমারী নামের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন,—

কুমার-রূপধারী চ কুমার-জননী তথা।
কুমার-রিপুহন্ত্রী চ কৌমারী তেন সা স্মৃতা।[7]

—কুমার রূপ ধারণ করেন, কুমারের জননী, কুমার রিপুনাশিনী বলেই তিনি কৌমারী না...

উপনিষদে [illegible] কুমার এবং কুমারী দুইই বলা হয়েছে—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।[8]

ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে কন্যাকুমারী নামক বিখ্যাত পীঠে দেবীর কন্যা কুমারী বিগ্রহ দেবীর কুমারী নামের সার্থকতা প্রতিপাদন করে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিত Periplus of the Erythraean Sea গ্রন্থে কুমারিকা অন্তরীপে কন্যা কুমারী দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়: Beyond this there is another place called comari at which are the cape of the comari and a harbour ; hither come those men who wish to consecrate themselves for the rest of their lives, and bathe and dwel in celibacy and women also do the same ; for it is told that a goddess once dwelt here and bathed.[9]

এখানে শুধু যে কন্যা কুমারী দেবীর ইঙ্গিত পাই তা নয়, দেবীর উপাসক উপাসিকারও উল্লেখ পাওয়া যায়। ছত্রিশগড় অঞ্চলে কুমারী মেয়েরা ভাদ্রের

১ তন্ত্রসার—পৃঃ ৯৭২ ২ তৈঃ আঃ—১০।২, নারাঃ, উপঃ—২।১।৩৪
৩ মহা, বিরাট পর্ব—৬।৭ ৪ তদেব ৬।১৪ ৫ মহা, ভীষ্ম পর্ব—২১।৪
৬ চণ্ডী—১১।১৫ ৭ দেবী পুরাণ—৩৭।৮৫ ৮ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৪।৩
৯ The Periplus of the Erythraean Sea, Schoff—page 46

কৃষ্ণাষ্টমী থেকে আশ্বিনের শুক্লানবমী পর্যন্ত সতেরো দিন ব্যাপী একবেলা উপবাস করে 'কুমারী ওষা' নামক ব্রত পালন করে। বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মতে এই ব্রত অনার্যসংস্কৃতি থেকে আগত।[১]

দেবী মহাশক্তিকে কুমারী বলার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। যোগেশচন্দ্র লিখেছেন, "দুর্গা কুমারী। তাঁহার পুত্রকন্যা নাই। এই কারণে দুর্গা পূজায় কুমারী-পূজা বিহিত হইয়াছে।"[২] দেবতেজঃসম্ভূতা চণ্ডী অবশ্যই কুমারী। তিনি শিব-ভার্যাও নন, গণেশ কার্তিকেয়ের জননীও নন। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে উমা-পার্বতী শিব-জায়া হলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে পুত্রকন্যার জননী নন। কার্তিকেয়ও তাঁর গর্ভজাত পুত্র নন।[৩] তথাপি প্রচলিত অর্থে শিবের বিবাহিতা হিসাবে তাঁকে কুমারী বলা যায় না। বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেবগণ সহ ব্রহ্মা পৃথিবীতে আগমন করে এক নির্জন স্থানে বিল্ববৃক্ষের পত্রে একটি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা সুন্দরী নগ্না নবজাতা নিদ্রিতা বালিকাকে দেখেছিলেন।

তস্যৈকপত্রে রুচিরে সুচারুবনমালিকাম্।
নিদ্রিতাং তপ্তহেমাভাং বিম্বোষ্ঠীং তনুমধ্যমাম্।
অনাবৃতাঙ্গাং নিশ্চেষ্টাং রুচিরাং নববালিকাম্॥[৪]

দেবগণের স্তবে প্রীতা হয়ে বালিকা জাগ্রতা হন, বাল্যভাব ত্যাগ করে উত্থিতা হয়ে উগ্রচণ্ডা নাম্নী যুবতীতে রূপান্তরিতা হলেন।

এবং স্তোত্রৈঃ সা প্রবুদ্ধা মহেশী
বাল্যং ত্যক্ত্বা সা যুবত্যাস্তে সদ্যঃ।
নিদ্রাং ত্যক্ত্বা চোত্থিতা দৈবতানাং
দৃষ্টিং প্রাপ্তা চোগ্রচণ্ডেতি নাম্না।[৫]

এই কুমারী বালিকাই দেবী চণ্ডিকা। ইনি প্রবুদ্ধা হয়ে সবংশ রাবণ নিধনের বর দিয়েছিলেন। দেবী কুমারী চণ্ডিকার বিল্বশাখায় আবির্ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এখানে। বিল্বকাষ্ঠের অরণিতে জাতা অগ্নিশিখারূপিণী চণ্ডিকার আবির্ভাবের ইঙ্গিত কি এই উপাখ্যানের তাৎপর্য ?

বেদে অগ্নি কুমার, যুবা এবং যবিষ্ঠ। প্রভাতে সূর্যোদয়কালে অরণিতে অগ্নির আবির্ভাব হয় বলে অগ্নি কুমার যুবা, যবিষ্ঠ। অগ্নি কুমার বলেই রুদ্র-যজ্ঞাগ্নি বা অগ্নিশিখারূপিণী দুর্গাও কুমারী। অগ্নিপুত্র কার্তিকেয়ের নামও কুমার। সেই জন্যই দুর্গাপূজায় কুমারী পূজা অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃত হয়েছে। কুমারী পূজার সুস্পষ্ট বিধান দেওয়া হয়েছে দেবীপুরাণে—পূজয়েৎ ব্রাহ্মণাঙ্কক্র কন্যাং বালাং তথৈব চ।[১] বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্মোপাসনার রীতি একত্র সম্মিলিত হয়েছে দুর্গা পূজায়।

---

১ প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২৯ ২ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১১৫
৩ হিন্দুদের দেবদেবী : ২য় পর্ব—স্কন্দকার্তিকেয় প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য
৪ বৃহদ্ধর্ম, পূর্বখণ্ড—২২।২ ৫ বৃহদ্ধর্ম, পূর্বখণ্ড—২২।১২ ১ দেবীপুঃ—৩২।৪৪

দেবীর প্রিয় তিথি : দেবী পুরাণ (৩৩ অঃ) অনুসারে দেবী দুর্গার প্রিয় তিথি অষ্টমী। সাম্বৎসরিক দুর্গাব্রতের বিবরণ এখানে প্রদত্ত হয়েছে। শ্রাবণ-মাসের শুক্লা অষ্টমীতে উপবাসী থেকে দুর্গাব্রত আরম্ভ করতে হয়। তারপর প্রতি মাসের শুক্লাষ্টমীতে দেবীর পূজা বিধেয়। প্রতি মাসেই এক একটি পৃথক দ্রব্যদ্বারা দেবীকে স্নান করাতে হয় এবং প্রতি মাসেই শুক্লাষ্টমীতে ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন করিয়ে দক্ষিণান্ত করে পূজা শেষ করতে হয়। আষাঢ়ে শুক্লাষ্টমীতে ব্রত সমাপ্ত হয়।

অপরাজিতা পূজা : দেবীপুরাণ অনুসারে (৩৩ অঃ) সাম্বৎসরিক দুর্গা-ব্রতে বৈশাখ মাসের শুক্লাষ্টমীতে দুর্গাপূজা, ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজনের পর অপরাজিতা ভবানীর নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করতে হয়—

অপরাজিতাভবানীং স্বস্তিনামেন বাচয়েৎ ॥[1]

দুর্গাপূজাতেও দশমীর দিন পূজা অন্তে ঘট বিসর্জনের পর ঈশানকোণে অষ্ট-দল পদ্ম এঁকে তার উপর অপরাজিতা লতা রেখে অপরাজিতা পূজার রীতি প্রচলিত। এই পূজায় অপরাজিতার ধ্যানমন্ত্র :

নীলোৎপলদলশ্যামাং ভুজগাভরণোজ্জ্বলাং।
বালেন্দুমৌলিনীং দেবীং নয়নত্রিতয়ান্বিতাম্।
শঙ্খচক্রধরাং দেবীং বরদাং ভয়নাশিনীম্।
পীনোত্তুঙ্গস্তনাং শ্যামাং বরপদ্মস্রমালিনীম্ ॥[2]

—নীলপদ্মের পাপড়ির তুল্য শ্যামবর্ণা, সর্পের অলংকারে উজ্জ্বলা, মস্তকে কলাচন্দ্রশোভিতা, ত্রিনয়নসমন্বিতা, শঙ্খচক্রধারিণী বরদা ও অভয়দাত্রী, পীনোন্নতস্তনী, শ্যামা শ্রেষ্ঠপদ্মমালাভূষিতা।

চতুর্ভুজা এই অপরাজিতা বৈষ্ণবী শক্তি বিষ্ণুমায়া লক্ষ্মী ও শিবশক্তি শিবানীর মিশ্রণে কল্পিতা। দুর্গার এক নাম অপরাজিতা। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দুর্গে নিবেশিতা দেবীর নাম অপরাজিতা। সম্ভবতঃ নামসাদৃশ্যেই অশোক প্রভৃতির মত অপরাজিতা লতা পূজার রীতি প্রচলিত হয়েছে।

দেবীর বাহন : চণ্ডী বা দুর্গার বাহন সিংহ, কোন কোন প্রাচীন মূর্তিতে গোধা বা গোধিকা—প্রচলিত ভাষায় গোসাপ। কালিকাপুরাণ বলেছেন,—

কদাচিৎ সা সিতপ্রেতে কদাচিদ্রক্তপঙ্কজে।
কদাচিৎ কেশরীপৃষ্ঠে রমতে কামরূপিণী ॥[3]

দেবী সিতপ্রেত অর্থাৎ সাদা শব বা শিবের উপরে দণ্ডায়মানা—তখন তিনি কালিকার সদৃশা। যখন তিনি রক্তপদ্মে তখন তিনি লক্ষ্মীর প্রতিরূপা, আর যখন তিনি সিংহপৃষ্ঠে তখন তিনি মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা। পদ্ম ও গোধার তাৎপর্য পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। দেবীর সিংহবাহন সম্পর্কে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বিন্ধ্য মন্দর

---

১ দেবীপুঃ—৩৩।৯৬ ২ কালিকা পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতি—পৃঃ ৯৭
৩ কাঃ পুঃ—৫৮।৫৯

ও কৈলাসপর্বতবাসিনী পার্বতীর সঙ্গে পার্বত্য অরণ্যে বিরাজমান পশুরাজ সিংহের সংযোগের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[১] মার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেবী চণ্ডীকে সিংহবাহন দান করেছিলেন গিরিরাজ হিমালয়। সিংহ দেবীর সঙ্গে অসুর নিধন করেছিল। শিবপুরাণ অনুসারে ব্রহ্মা সিংহকে দেবীর বাহনরূপে প্রদান করেছিলেন শুম্ভ নিশুম্ভ বধের নিমিত্ত।[২] ডঃ দাশগুপ্ত ভারতেতর দেশের সিংহ-সংশ্লিষ্টা মাতৃমূর্তির কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে এককালে সিংহ সরস্বতীর বাহন ছিল। সিংহের সঙ্গে লক্ষ্মীরও সংযোগ ছিল। গুপ্তমুদ্রায় সিংহবাহনা দেবী লক্ষ্মী হলে অবশ্যই লক্ষ্মী সরস্বতীর কাছ থেকে সিংহটি অধিকার করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহিষমর্দিনী দুর্গা সরস্বতী-লক্ষ্মীর কাছ থেকে বাহনটি স্থায়ীভাবে অধিকার করে নিলেন। সংহারের দেবতা রুদ্রের শক্তির বাহন পশুরাজ সিংহ হওয়াই ত সঙ্গত। কিন্তু দেবীর সিংহবাহনকে কেবল বলবান্ হিংস্র পশুরূপে দেখলেই চলবে না। ঋগ্বেদে সূর্য-বিষ্ণুই গিরিচর সিংহ—মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠা।[৩] দেবী সিংহবাহিনী দুর্গা ও গিরিচারিণী—গিরিরাজকন্যা। সূর্যাগ্নির তেজোরূপা যে মহাশক্তি তাঁর বাহন সূর্যরূপী সিংহ ত হবেই। সরস্বতী নিজেই সিংহী হয়েছিলেন।[৪] কালী বিলাসতন্ত্রে সিংহকে বলা হয়েছে হরিরূপী বিষ্ণু—

সিংহত্বং হরিরূপোঽসি স্বয়ং বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ।
পার্বত্যা বাহনং ত্বং হি অত ত্বাং পূজয়াম্যহম্॥[৫]

বিষ্ণু স্বয়ং নৃসিংহমূর্তি ধারণ করেছিলেন। কালিকাপুরাণে দেবীর তিনটি বাহন ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব রূপে অবস্থিত—

বিষ্ণুব্রহ্মাশিবৈর্দেবৈর্ধ্রিয়তে সা জগন্ময়ী।
সিতপ্রেতো মহাদেবো ব্রহ্মা লোহিতপঙ্কজম্॥
হরির্হরিস্তু বিজ্ঞেয়ো বাহনানি মহৌজসঃ।
স্বমূর্ত্যা বাহনত্বস্তু তেষাং যস্মান্ন যুজ্যতে॥
তস্মান্মূর্ত্যন্তরং কৃত্বা বাহনত্বং গতাস্ত্রয়ঃ।[৬]

—বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব এই তিন দেবের দ্বারা জগন্ময়ীদেবী ধৃতা হন। শুভ্র-শবদেহ মহাদেব, ব্রহ্মা রক্তপঙ্কজ, এবং হরি হরিরূপে (সিংহরূপে) দেবীর মহা-শক্তিশালী বাহন। যেহেতু নিজ নিজ মূর্তিতে বাহন হওয়া উপযুক্ত নয়, সেইজন্য এই তিনদেব ভিন্নমূর্তি গ্রহণ করে দেবীর বাহনত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন।

সিংহও হরি, বিষ্ণুও হরি। দেবী যেহেতু দেবতাদের তেজ, দেবীর বাহনও সেইজন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। দেবীর ও দেবীর বাহনের প্রকৃত তত্ত্ব বিস্মৃত হওয়াতেই নামসাদৃশ্যে দেবীর বাহন হয়েছে সিংহ। সিংহ হরিরূপী স্বয়ং বিষ্ণু বা

১ ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য, ১ম সং—পৃঃ—৩১
২ শিব, বায়বীয় সংহিতা—২১।১০ ৩ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।২
৪ এই গ্রন্থের সরস্বতী প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ৫ কাঃ বিঃ তন্ত্র—১৮।৩০ ৬ কাঃ পুঃ ৫৮।৬৫-৬৭

সূর্য। সিংহরূপী বিষ্ণু মহামায়ার যথার্থ বাহন। পদ্মপুরাণে দেবীর ক্রোধ থেকে সিংহের জন্ম হয়েছে—

এবমুৎসৃষ্টশাপায়াং গিরিপুত্র্যামনন্তরম্।
নির্জগাম মুখাৎ ক্রোধাৎ সিংহরূপী মহাবলঃ ॥[১]

রুদ্র ও রুদ্রশক্তি যেমন অভিন্ন—তেমনি দেবী ও দেবীর বাহনও অভিন্নরূপে এখানে প্রতীয়মান।

দেবী পুরাণানুসারে বিষ্ণু দেবীর বাহন নির্মাণ করেছিলেন, এই বাহনে সর্বদেবের অধিষ্ঠান হয়েছিল। ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলেছিলেন,—

সর্বদেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সর্বদেব্যস্তয়া সহ।
সর্বদেবময়ঃ কৃত্বা বাহনো হরিদর্পহা ॥
তথা তং কেশবো দেব বয়ং কেশরমূলতঃ।
বিষ্ণুঃ স্থাস্যতি গ্রীবায়াং সর্বলোকশ্চ তদ্বপুঃ ॥
শিরোমধ্যে মহাদেবো দ্বিতীয়ঃ কালরূপিণঃ।
ললাটাগ্রে মহাদেবী নাসাবংশে সরস্বতী ॥
ষন্মুখো মণিবন্ধেষু নাগাশ্চ পার্শ্বতঃ স্থিতাঃ।
কর্ণয়োরশ্বিনৌ দেবৌ চক্ষুষো শশিভাস্করৌ ॥
দন্তেষু বসবঃ সর্বে জিহ্বায়াং বরুণঃ স্থিতঃ।
হুঙ্কারে চর্চিকা দেবী যমযক্ষৌ চ গণ্ডয়োঃ।
সন্ধ্যাদ্বয়ং তথৌষ্ঠাভ্যাং গ্রীবায়ামিন্দ্র আশ্রিতঃ ॥
গ্রীবাসন্ধিষু ঋক্ষাণি সাধ্যাশ্চোরসি সং স্থিতাঃ।[২]

—গন্ধর্বগণ সহ সকল দেব, তোমার (বিষ্ণুর) সঙ্গে সকল দেব দেবীর বাহনে অধিষ্ঠিত থাকবে, শত্রুদর্পনাশী করে সর্বদেবময় বাহন নির্মিত হবে। কেশব থাকবেন কেশরমূলে, বিষ্ণু গ্রীবায়, দেহে অবস্থান করবেন সর্বলোক। দ্বিতীয় কালরূপী বাহনের মস্তক মধ্যে মহাদেব, ললাটের অগ্রভাগে মহাদেবী, নাসাদণ্ডে সরস্বতী, মণিবন্ধে কার্তিকেয়, দুই পার্শ্বে নাগগণ, কর্ণদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দুই চক্ষুতে চন্দ্র ও সূর্য, দন্তসমূহে বসুগণ, জিহ্বায় বরুণ, হুংকারে চর্চিকা দেবী, দুই গণ্ডে যম ও যক্ষ, অধরোষ্ঠে দুই সন্ধ্যা, গ্রীবায় ইন্দ্র, গ্রীবাসন্ধিতে ঋক্ষগণ, বক্ষঃস্থলে সাধ্যদেবগণ অবস্থিত।

দেবী চণ্ডী যেমন দেবতেজঃ সম্ভূতা বা সর্বদেবময় তাঁর বাহনও তেমনি সর্বদেবময়। এরূপ হওয়াই সঙ্গত এবং দেবীর তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

স্বামী নির্মলানন্দ দেবীর সিংহবাহনত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, দেবী নিখিল বিশ্বের অধিশ্বরী, সিংহও পশুরাজ, সিংহের অস্ত্র নখদন্ত, দেবী দশপ্রহরণধারিণী, মহিষবধের যোগ্য পশু সিংহ, মহাশক্তির বাহন মহাশক্তিধর সিংহ, সিংহ

১ পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড—৪৪।৭৮ ২ দেবী পুরাণ—৭।৪৫-৫০

রজোগুণের প্রতীক, সত্ত্বগুণের প্রতীক দেবীর শরণাগত বাহন সিংহ জাতির রক্ষা ও কল্যাণের নিমিত্ত শরণাগতি ও রজোগুণাত্মিকা শক্তি সাধনার প্রয়োজনে কল্পিত।[১] স্বামীজীর এই ব্যাখ্যা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু দেবীর স্বরূপের সঙ্গে অন্বিত নয়, দেবীর ও দেবীর বাহনের বিবর্তনের সঙ্গেও সম্পর্কান্বিত নয়।

দুর্গা পূজার প্রাচীনতা ও রূপান্তর : শক্তিপূজা যে কত প্রাচীন তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অনেকে মনে করেন যে মোহেন্-জো-দাড়োয় প্রাপ্ত ক্ষুদ্রকায় নগ্ন নারীমূর্তিগুলি এবং উদ্ভিদ-গর্ভা নারীমূর্তিটি মাতৃ-পূজার নিদর্শন। কিন্তু এ অনুমান নিশ্চিত সত্যের পরিচয়বাহী নয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দুর্গমধ্যে অপরাজিতা মূর্তি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ থেকে দুর্গাপূজার ইঙ্গিত খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পাই। কিন্তু অপরাজিতার আকার প্রকারের কোন বিবরণ না পাওয়ায় অপরাজিতা সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না কেবলমাত্র অনুমান করা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে শক্তিপূজা প্রচলিত হয়েছিল। কুষাণসম্রাট হুবিষ্কের (খ্রীঃ ১ম শতাব্দী) পাঞ্জাব মিউজিয়ামে রক্ষিত মুদ্রায় নারী ও পুরুষ মূর্তি OESO এবং NANA নামে চিহ্নিত। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে পুরুষমূর্তিটি ভবেশ এবং নারীমূর্তিটি উমা বা পার্বতী।[২] পাঞ্জাব মিউজিয়মমুদ্রা তালিকায় (Coin Catalogue Vol. 1) একটি পদ্ম ও রত্নভাণ্ডহস্তা (Cornu-copia) দেবীমূর্তির নিম্নে খোদিত এবং কানিংহামের মুদ্রা তালিকায় (Numismatic Chronicle, Ser. III vol. XII pl XIII & Coins of the Indo-Scythians and Kushans pl XXIII, fig 1) অনুরূপ মূর্তির নীচে খোদিত এবং Rapson কর্তৃক পঠিত OMMO বা উমা নাম লক্ষ্মীমূর্তির আকারে উমামূর্তি পরিকল্পনার সাক্ষ্য বহন করে এবং খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে উমা-পার্বতীর জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত দেয়।[৩] কুষাণমুদ্রায় উমা মূর্তির সাক্ষ্যে জানা যায় যে সিংহবাহিনী দশভুজা দুর্গা হয় তখনও আবির্ভূতা হননি, নয় ত জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেন নি। আরও লক্ষণীয় যে ভারহুত স্তূপে লক্ষ্মী-সরস্বতীর মূর্তি থাকলেও দুর্গার মূর্তি নেই। সিংহবাহিনী দেবমূর্তির পরিকল্পনা কুষাণযুগে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই হয়েছিল। কনিষ্ক এবং হুবিষ্কের কয়েকটি মুদ্রায় দেবী সিংহবাহনা।[৪] গুপ্ত সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের এবং সমুদ্রগুপ্তের সিংহহন্তা রাজমূর্তি অংকিত (Lion slayer type) স্বর্ণমুদ্রায় সিংহবাহিনী লক্ষ্মীমূর্তি আছেন। এই মূর্তিগুলিকে ডঃ এ, এস, অলতেকর সিংহবাহিনী দুর্গা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।[৫] তিনি মনে করেন গুপ্ত-রাজারা কুষাণ মুদ্রা থেকে দেবীমূর্তিটি গ্রহণ করেছেন, এবং সম্ভবতঃ সিংহবাহিনী দুর্গা লিচ্ছবিদের উপাস্য দেবতা ছিলেন।[৬] কুষাণমুদ্রায় সিংহবাহিনী

---

১ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন— ২৩৩-৩৪ ২ কাঃ পুঃ— ৫৮।৬৫-৬৭

৩ Development of Hindu Iconography (1941)—p, 139 ৪ ibid.

৫ Catalogue of the Gupta Gold Coins in Bayana Hoard—Intro.—p,ii

৬ ibid=pp. xlvii-xlvix

OMMO অবশ্যই উমা হবেন। কিন্তু গুপ্তমুদ্রাতেও অনুরূপ মূর্তি যদি উমাই হন, তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে গুপ্তরাজত্বের প্রথমভাগেও উমা-দুর্গার মূর্তি লক্ষ্মীর আদর্শেই নির্মিত হয়েছিল।

রুদ্রাণী অম্বিকার ধারণা অনেক পূর্বেই হয়েছে, বৈদিক যুগেই। উমা হৈমবতী এবং দুর্গার আবির্ভাবও হয়েছে বৈদিক যুগের শেষভাগে। বৌধায়নের ধর্মসূত্রে ভব, শর্ব, ঈশান, পশুপতি রুদ্রের পত্নীর উল্লেখ পাই তর্পণের মন্ত্রে—

ভবস্য দেবস্য পত্নীং তর্পয়ামি। শর্বস্য দেবস্য পত্নীং তর্পয়ামি। ঈশানস্য দেবস্য পত্নীং তর্পয়ামি। পশুপতের্দেবস্য পত্নীং তর্পয়ামি। রুদ্রস্য দেবস্য পত্নীং তর্পয়ামি।[১]

মহাভারতে অনুশাসন পর্বে উমা-মহেশ্বর সংবাদে শিবজায়া উমা শৈলসুতা। তিনি তপোনিরত শংকরের নিকট ব্রতচারিণীরূপে গিরিস্থিতা নারীদের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে কৌতুকবশে শংকরের চোখ দুটি চেপে ধরেছিলেন, ফলে শিবের তৃতীয় নয়ন আবির্ভূত হয় এবং বহ্নিনির্গত হতে থাকে। এ সময়ে ব্রতচারিণী উমার বর্ণনা—

তমভ্যযচ্ছৈলসুতা ভূতস্ত্রীগণসংবৃতা।
হরতুল্যাম্বরধরা সমানব্রতচারিণী॥
বিভ্রতী কলসং রৌক্মং সর্বতীর্থজলোদ্ভবম্।
গিরিব্রজাভিঃ সর্বাভিঃ পৃষ্ঠতোঽনুগতা শুভা॥[২]

—ভূতস্ত্রীগণের দ্বারা পরিবৃতা হয়ে শৈলসুতা উমা তাঁর (শিবের) নিকট গেলেন। তিনি শিবের মত বস্ত্র পরিহিতা, শিবের মত ব্রতচারিণী সর্বতীর্থের জলপূর্ণ স্বর্ণকলসধারণকারিণী, গিরিব্রজা নারীগণের দ্বারা পশ্চাতে অনুসৃতা।

মহাভারতের কালেও উমা পর্বতনন্দিনী এবং শিবপত্নী রূপে পরিচিতা হলেও দ্বিভুজা মানবীরূপেই তাঁকে দেখা যায়। মহিষমর্দিনী দুর্গার পরিকল্পনা তখনও হয় নি। কুষাণযুগে (খ্রীঃ ১ম শতাব্দী) লক্ষ্মীমূর্তির সাদৃশ্যে চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী উমার মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছিল। গুপ্তযুগে (খ্রীঃ ৪র্থ-৫ম শতাব্দীতে) মহিষাসুর-মর্দিনী মূর্তির প্রচলন হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশে ভিল্সার নিকটবর্তী উদয়গিরির অন্যতম গুহা বরাহগুহায় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম অথবা দ্বিতীয় বৎসরে নির্মিত দ্বাদশভুজা দুর্গামূর্তি এ পর্যন্ত প্রাপ্ত মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তির মধ্যে প্রাচীনতম। দেবী শূলের দ্বারা মহিষাকৃতি একটি দানবকে বধ করছেন। দেবীর প্রসারিত দুই হস্তে একটি গোধা। গোধাবাহনা চতুর্ভুজা মূর্তি প্রচুর পাওয়া গেছে। আদি-মধ্যযুগের গোধাবাহনা চতুর্ভুজা ব্রোঞ্জের মূর্তি নালন্দা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।[৩] মালদহে প্রাপ্ত গোধাসনা দেবীমূর্তি খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নির্মিত।[৪] গৌড়রাজ শশাংকের মুদ্রায় দণ্ডায়মানা অষ্টভুজা মূর্তি অষ্টভুজা দুর্গার মূর্তি বলে মনে হয়।[৫]

---

১ বৌধাঃ ধর্মঃ -২।৫।২০ ২ মহাঃ অনুশাসন—১৪০।২২-২৩
৩ পঞ্চোপসনা—পৃঃ ২৪৫ ৪ মঙ্গলচণ্ডীর গীত (ভূমিকা),—পৃঃ ২৮৵
৫ Catalogue of Gupta gold Coins, Intro,—p. cxvii

মহিষমর্দিনী দুর্গাপূজার সূত্রপাত গুপ্তযুগেই হয়েছিল। দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডীর উপাখ্যান সহ মার্কণ্ডেয়পুরাণ এই সময়েই রচিত হয়েছিল। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে মার্কণ্ডেয়পুরাণ রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে।[১]

প্রখ্যাত পুরাণবিদ্ এফ. ই. পার্জিটারের মতে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী-মাহাত্ম্য রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্বে, সম্ভবতঃ ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে।[২]

মুদ্রায় চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী মূর্তি দুর্গা হলে দুর্গার দুই প্রকার মূর্তিই এই সময়ে প্রচলিত ছিল। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে চণ্ডী উপাখ্যানে কথিত প্রথম মৃন্ময়ী দুর্গাপূজার প্রবর্তক সুরথ রাজা কোল দেশের রাজা ছিলেন। ছোটনাগপুরে বিন্ধ্যাপর্বতের পূর্বাঞ্চলে মার্কণ্ডেয়পুরাণ রচিত হয়েছিল। জব্বলপুর অঞ্চলে হিন্দীভাষীদের মধ্যে এখনও মৃন্ময়ী দুর্গাপূজার প্রচলন আছে। সুতরাং বিন্ধ্য-অঞ্চলে দুর্গাপূজার প্রবর্তন হয়ে থাকতে পারে।[৩]

কিন্তু দুর্গাপূজার জনপ্রিয়তা অর্জন করতে আরও সময় লেগেছিল। প্রচলিত কিম্বদন্তী এই যে, উত্তরবঙ্গে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ (খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী) সর্বপ্রথম আধুনিক রীতিতে বিরাট জাঁকজমক সহকারে দুর্গোৎসব করেছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বিখ্যাত মৈথিল কবি ও পণ্ডিত বিদ্যাপতি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামক দুর্গাপূজা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ সহ দুর্গাপূজার বিবরণ আছে। জীমূতবাহন (খ্রীঃ ১২ শতাব্দী) ও শূলপাণি (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী) দুর্গাপূজা সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শূলপাণি দুর্গোৎসববিবেক, বাসন্তীবিবেক এবং দুর্গোৎসব প্রয়োগ তিনখানি দুর্গাপূজা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পূর্ববঙ্গের রাজা হরিবর্মা দেবের (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীতে) প্রধানমন্ত্রী ভবদেব ভট্ট দুর্গাপূজা পদ্ধতি রচনা করেছিলেন। শূলপাণি তাঁর পূর্ববর্তী স্মৃতিকার জীকন ও বালক এবং ভবদেব ভট্ট জীকন, বালক ও শ্রীকরের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নব্যস্মৃতিকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য দুর্গোৎসব তত্ত্ব রচনা করেছেন। সুতরাং অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে বাঙ্গালা দেশে দুর্গাপূজা প্রচলিত হয়েছে। লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রতিমার আদর্শে দুর্গা মূর্তি কল্পিত হয়েছে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে, হয়ত আরও কিছু পূর্বে এবং আধুনিক রীতির দুর্গাপূজার প্রচলন খুবসম্ভব একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি। বৌদ্ধ পাল সম্রাটগণের পরে সেনারাজগণের অভ্যুত্থানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকালে অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে দুর্গা পূজাও ব্যাপকতা লাভ করেছিল। পালবংশের রাজত্বের শেষভাগেও বঙ্গদেশে দুর্গোৎসব হোত। রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিতে লিখেছেন যে উমা বা দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে বরেন্দ্রভূমিতে বিপুল উৎসব হোত—সদ্রুচিরোমা বলি মহিতাম্…।"[৪]

---

১ পূজাপার্বণ – পৃঃ ১৪৯

২ The Markandeya Purana—Introduction p. xx. পূজাপার্বণ—পৃঃ ১৪৯

৩ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১৪০ ৪ রামচরিত—৩।২৫

—সেই (বরেন্দ্রী) উমাদেবীর প্রতি দীয়মান অতি মনোজ্ঞ উপহার দ্বারা উৎসবযুক্ত ছিল।[১] বৃহদ্ধর্মপুরাণ, কলিকাপুরাণ এবং কোন কোন তন্ত্রে আশ্বিনে দুর্গা পূজার নির্দেশ আছে—

যদি নো পূজয়েদ্দেবীং শারদীং সিংহবাহিনীম্।
সংবৎসরকৃতা পূজা সর্বা সা বিফলা ভবেৎ।[২]

কালীবিলাসতন্ত্রে জয়া বিজয়া ও কার্তিক-গণেশ সহ দুর্গা পূজার বিধান পাই—

জয়া বামে স্থিতা নিত্যং বিজয়া দক্ষিণে তথা।
বামে চ কার্তিকো দেবো দক্ষে গণপতিস্তথা॥[৩]

কালীবিলাসতন্ত্রেই (২০ পটল) জয়াকে লক্ষ্মী ও বিজয়াকে সরস্বতীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে—

যা নিত্যা প্রকৃতির্লক্ষ্মী দুর্গায়া দক্ষিণে স্থিতা।
সারদা সরস্বতী নিত্যা বাম ভাগে সদা স্থিতা।

রামচরিতে উমা পূজার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান আকারে দশভুজা মহিষমর্দিনীর পূজা হোত কিনা বোঝা যায় না। কিন্তু স্মৃতি শাস্ত্র-কারদের গ্রন্থ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে দুর্গা পূজার প্রচলনের বিষয় জানা যায়। ষোড়শ শতকে দুর্গাপূজা বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। খ্রীষ্টাব্দের সূচনা থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে উমা-পার্বতী রুদ্রাণী-অম্বিকা দুর্গা-চণ্ডীর সঙ্গে মিশে এক দেবসত্তারূপে বঙ্গদেশে সুপ্রতিষ্ঠিতা হলেন এবং আশ্বিনে পূজা পেতে লাগলেন।

এককালে লক্ষ্মী ও সরস্বতী ছিলেন পৃথক দেবতা। আদি মাতা সরস্বতী (বেদের অম্বিতমা)-র পরে এলেন শ্রী-লক্ষ্মী এবং রুদ্রাণী অম্বিকা। সরস্বতীর কোন কোন গুণ আত্মসাৎ করে এঁরা পৃথক্ দেবতারূপে আবির্ভূতা হলেন। ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্তের মতে বেদে কখনও কখনও দক্ষের কন্যারূপে বর্ণিতা অদিতি দক্ষকন্যা সতীতে পরিণত হয়েছেন।[৪] সতীই হলেন উমা। ক্রমে শৈব ও শাক্ত ধর্মের প্রাধান্যের ফলে পার্বতী-দুর্গা-উমা হলেন এক সর্বময়ী সর্বব্যাপী মহাশক্তি—জগন্মাতা। পার্বতীর দুই সখী জয়া বিজয়া সম্ভবতঃ দেবীর দুপাশে স্থান নিয়ে ছিলেন। জয়া বিজয়ার স্থানে এলেন লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীর কন্যারূপে। শারদীয়া দুর্গাপূজায় শারদোৎসব এসে মিশে গেল। জগজ্জননী মহাশক্তি দুর্গা হলেন বাঙ্গালীর আদরিণী কন্যা—তিনি পুত্রকন্যা লক্ষ্মী, সরস্বতী কার্তিক গণেশকে সঙ্গে নিয়ে পতিগৃহ কৈলাস থেকে আসেন তিন দিনের জন্য পিতৃগৃহ বঙ্গভূমিতে প্রতি শরতে। এইভাবে জগদম্বার অর্চনা হয়ে গেল বাঙ্গালীর প্রাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি, যাঁরা কেউই দেবীর সন্তান নয়—

---

১ অনুবাদ—রাধাগোবিন্দ বসাক ২ কালীবিলাসতন্ত্র—২০।৩৫-৩৬
৩ তদেব—১৯।৬ ৪ ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য – পৃঃ ৪৩

সকলেই পুত্রকন্যারূপে দেবীর সঙ্গে এলেন। লিঙ্গপুরাণ মতে মহাদেব নিজ দেহের অর্ধাংশ থেকে সৃষ্টি করলেন উমাকে, উমা সৃষ্টি করলেন লক্ষ্মী, দুর্গা, সরস্বতী মহামায়া, বৈষ্ণবী কালী প্রভৃতিকে—

অর্ধাংশেন সর্বাত্মা সসর্জাদৌ শিবামুমাম্।
সা চাসৃজত্তদা লক্ষ্মীং দুর্গাং শ্রেষ্ঠাং সরস্বতীম্ ॥[১]

শক্তিপূজায় অনার্য প্রভাব : রুদ্র-শিবের চরিত্রে যেমন বহুতর সংস্কৃতির প্রভাব এসে সম্মিলিত হয়েছে বলে অনুমিত হয়, তেমনি দুর্গা-চণ্ডীর বৈচিত্র্যময় রূপ বিবর্তনেও অনার্যকৃষ্টির প্রভাব পণ্ডিতবর্গ লক্ষ্য করে থাকেন। নানা স্থানে দেবীকে কিরাতিনী, শবরী প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হতে দেখা যায়। হরিবংশে দেবীর এক নাম কিরাতী—কিরাতীং চীরবসনাং চৌরসেনানমস্কৃতাম্।[২] দেবী চণ্ডী এখানে চৌরসেনাদের দ্বারা পূজিতা। তিনি বনে উপবনে শবর পুলিন্দ প্রভৃতি আর্যেতর জাতির দ্বারা পূজিত হন—

বাসস্তব মহাদেবি বনেষু প্রবনেষু চ।
শবরৈর্ব্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা ॥[৩]

সারদা তিলকে দেবী পুলিন্দকন্যা—

পত্রাংশুকমসিতকান্তিমনঙ্গতন্দ্রা-
মাদ্যাং পুলিন্দতরুণীমসকৃৎ স্মরামি ॥[৪]

—পত্র যাঁর বসন, যিনি কৃষ্ণবর্ণা, অনঙ্গপরবশা সেই আদ্যা পুলিন্দকন্যাকে বারংবার স্মরণ করি।

সারদা তিলকে ত্বরিতাদেবী কিরাত-কন্যা কৈরাতী ॥[৫]

নারদ পঞ্চ রাত্রে (১০ অঃ) দেবী কিরাতিনীর বেশ ধারণ করেছিলেন,—

কিরাতবেশমাস্থায় সখিভিঃ পরিবারিতঃ।[৬]

উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনী : দেবীর আর এক নাম উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনী। নারদ পঞ্চ রাত্রে (১০ অঃ) উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনীর উৎপত্তি সম্পর্কে একটি উপাখ্যান আছে। পিতৃগৃহে স্থিতা গৌরীকে শঙ্খকার-বেশে মহাদেব শাঁখা পরিয়ে মূল্য স্বরূপ তাঁকেই কামনা করেছিলেন—

পীড়িতঃ কামবাণেন ত্বয়াসার্ধং বরাননে।
শীঘ্রং বরয় মাং ভদ্রে নান্যৎ পণ্যং মমেপ্সিতম্ ॥

দেবী শিবকে চিনতে পেরে তাঁর আকাঙ্খা যথাসময়ে পূর্ণ করতে স্বীকৃতা হয়েছিলেন। পরে কোন সময়ে মানস সরোবরের তীরে শিব যখন সন্ধ্যা উপাসনা করছিলেন, তখন সখীদের সঙ্গে কিরাতিনীর বেশে দেবী হাজির হলেন। শিব দেখলেন চণ্ডালীর আশ্চর্য রূপ—

---

১ লিঙ্গপুরাণ—৪১।৪৪ ২ হরিবংশ—১২০।১৩ ৩ হরিবংশ—৩।৭
৪ সাঃ তিঃ—২৪।১০০ ৫ সাঃ তিঃ—১০।৭ ৬ প্রাণতোষিণী তন্ত্র, ৫।৬—পৃঃ ৩৭৮

দদর্শ তাং সখীভিশ্চ কামবেশোজ্জ্বলাং পরাম্।
রক্তবর্ণাং রক্তবস্ত্রপরিধানাং সুনির্মলাম্।
তন্বীং বিশালনয়নাং পীনোন্নতঘটস্তনীম্॥

শিব চণ্ডালীর রূপে মুগ্ধ হলেন। চণ্ডালী বললেন, তিনি এসেছেন তপশ্চরণ করতে। মহাদেব তখন চণ্ডালীকে তপঃফল প্রদানের অঙ্গীকার করে দেবীর সঙ্গে মিলিত হলেন চণ্ডালবেশ ধারণ করে। সতী শিবকে ছলনা করতে অসমর্থা হওয়ায় শিব দেবীকে চণ্ডালিনীর ছদ্মবেশে চিনতে পেরে বরদান করলেন,—তুমি চণ্ডালিনীর বেশে যখন এসেছ তখন তুমি উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালী নামে খ্যাতা হবে এবং তোমার মূর্তি পূজিত হবে।

যস্মাচ্চণ্ডালবেশেন মামেবং সমুপাগতা।
তস্মান্মূর্তিরিয়ং ভদ্রে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালীতি খ্যাতা সর্বশাস্ত্রেষু গোপিতা॥

উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনীর একটি ধ্যানমূর্তিও পাওয়া যায়—

শবোপরি সমাসীনাং রক্তাম্বরপরিচ্ছদাম্।
রক্তালংকারসংযুক্তাং গুঞ্জাহারবিভূষিতাম্॥
ষোড়শাব্দাঞ্চ যুবতীং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
কপালকর্তৃকাহস্তাং পরংজ্যোতিঃ স্বরূপিণীম্॥
বামদক্ষিণযোগেন ধ্যায়েন্মন্ত্রবিদুত্তমঃ।[1]

—শবের উপরে উপবিষ্টা, রক্তবস্ত্রপরিহিতা, রক্তবর্ণালংকারভূষিতা, গুঞ্জাফলের মালা পরিহিতা, ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী, পীন ও উন্নত পয়োধর সম্পন্না নরকপাল ও কর্তৃকা (খড়্গ) ধারিণী, পরমজ্যোতিঃস্বরূপা দেবীকে উত্তম মন্ত্রবিদ্ বাম ও দক্ষিণযোগে ধ্যান করবে।

দেবী যদিও জ্যোতিঃস্বরূপিণী চণ্ডী-দুর্গার সঙ্গে অভিন্না তথাপি তাঁর এই মূর্তি কালীমূর্তির আদর্শে কল্পিতা। দেবীকে কিরাতী, চণ্ডালী, শবরী ইত্যাদি নামে অভিহিত হতে দেখে রুদ্রশিবের মত শিবানী রুদ্রাণীও আর্যেতর জাতিদের দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন এবং পূজিতাও হয়েছিলেন বোঝা যায়। দেবীর গলায় গুঞ্জাফলের মালা ও শবরী নাম প্রসঙ্গে মনে পড়ে চর্যাপদে নৈরাত্মারূপিণী শবরীর বর্ণনা :—

উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পিচ্ছ পরহিন সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥[2]

শবরী বালিকা উচ্চ পর্বতে অবস্থান করছেন, তিনি মাথায় পরেছেন ময়ূরের পালক, গলায় পরেছেন গুঞ্জার মালা।

---

১ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ১৬৪

২ চর্যাপদ, মণীন্দ্র বসু সম্পাদিত, ২৮ সংখ্যক পদ—পৃঃ ৫৬৮

কিন্তু দেবী দুর্গার সঙ্গে ময়ূর পুচ্ছের সংযোগ নতুন নয়। মহাভারতে বিরাট পর্বে যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গাস্তবে দেবী ময়ূরপুচ্ছের বলয় পরিধান করেছেন—ময়ূর পিচ্ছ-বলয়া। তাঁর ধ্বজে ময়ূরপুচ্ছ শোভা পায়,—ধ্বজেন শিখিপিচ্ছানামুচ্ছ্রিতেন বিরাজসে।[১] ভীষ্ম পর্বে অর্জুন কৃত দুর্গাস্তবেও তিনি ময়ূরপুচ্ছ ধ্বজধারিণী—শিখিপিচ্ছধ্বজধরে নানাভরণ ভূষিতে।[২] হরি বংশে আর্যাস্তবেও দেবী ময়ূর-পিচ্ছধ্বজিনী।[৩] ময়ূরপুচ্ছ শোভিত ধ্বজা ও ময়ূরপুচ্ছের বলয় শবর জাতির কাছ থেকে এসেছে বলে মনে করার কোন যুক্তি নেই। বৌদ্ধ সহজ যানের নৈরাত্মা বা মুক্তিরূপিণী শবরীর যেমন ময়ূরপুচ্ছের অলংকার স্বাভাবিক বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গারও তেমনি ময়ূরপুচ্ছ ধারণ অস্বাভাবিক নয়। স্মরণীয় এই যে বালক কৃষ্ণের মাথায় ময়ূরপুচ্ছের চূড়া ছিল। এখনও প্রতিমা সজ্জায় দেবতাদের মুকুটে ময়ূরের পালক ব্যবহার করা হয়। ময়ূরের পালক ও গুঞ্জমালায় দেবীর অনার্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না বটে, তবে উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনী নামে চণ্ডালদের দ্বারা পুজিতা ও তন্ত্র শাস্ত্রে স্বীকৃতা বলে অনুমিত হয়।

বিন্ধ্যবাসিনীতে অনার্য প্রভাব : বিন্ধ্যবাসিনী ও অন্যান্য শক্তি দেবতার পুজাতেও কোন কোন পণ্ডিত অনার্য উপাদান লক্ষ্য করেছেন। খিল হরিবংশে আর্যাস্তবে বিন্ধ্যবাসিনী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, দেবী পর্বত, নদী, গুহা প্রভৃতিতে বাস করেন এবং বিভিন্ন অনার্য জাতির দ্বারা পূজিতা হন—

পর্বতাগ্রেষু ঘোরেষু নদীষু চ গুহাসু চ।
বাসস্তব মহাদেবি বনেষু পবনেষু চ॥
শবরৈর্বর্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা।
ময়ূরপিচ্ছধ্বজিনী লোকান্ ক্রমসি সর্বশঃ॥
কুক্কুটৈশ্ছাগলৈর্মেষৈঃ সিংহব্যাঘ্রৈঃ সমাকুলা।
ঘণ্টানিনাদবহুলা বিন্ধ্যবাসিন্যভিশ্রুতা॥[৪]

—ভয়ংকর পর্বতশৃঙ্গে, নদীতে, গুহাতে, বনে ও উপবনে হে মহাদেবি, তোমার বাস, তুমি শবর, পুলিন্দদের দ্বারা পূজিতা, ময়ূরপুচ্ছের ধ্বজযুক্তা, তুমি সকল লোক অতিক্রম কর। কুক্কুট, ছাগল, মেষ, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির দ্বারা আকীর্ণ ঘণ্টাধ্বনিতে মুখরিত বিন্ধ্যবাসিনী নামে প্রসিদ্ধা।

মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকৃত স্তবে দেবী কান্তারে, ভয়ংকর দুর্গম স্থানে এবং ভক্তদের গৃহে বাস কারণ—"কান্তারভয়দুর্গেষু ভক্তানাং চালয়েনু চ।"[৫] মহাশক্তি-রূপিণী দেবী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পূজিতা হচ্ছেন—Kali in the Kalanjara mountain, Chandika in the Makaranda and Vindhya vasini in the Vindhya Mountain are mentioned as different manifestation of the Devi."[৬] বিন্ধ্যাচলে মার্কণ্ডেয়পুরাণ-বর্ণিত কৌশিকী

---

১ বিরাট পর্ব—৩৭।১৪ ২ ভীষ্ম পর্ব—২৩।৬ ৩ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—৩।৭
৪ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—৩।৬-৮ ৫ মহাঃ, ভীষ্মপর্ব—২৩।১৪
৬ A non-Aryan aspect of the Devi-Sakti Cult & Tara—page 85

বা বিন্ধ্যবাসিনী সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন,—সেখানে (বিন্ধ্যাচল ই. আই. রেল স্টেশন) এক পাহাড়ের গুহায় দেবীমূর্তি আছে। বস্ত্রাবৃত থাকে, কেহ দেখিতে পায় না—সম্ভবতঃ অষ্টভুজা ভদ্রকালী, যিনি যশোদার কন্যা হইয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণ ইহাকে বিন্ধ্যাচলবাসিনী লিখিয়াছেন (৯১।৩৮)।"[১] বাণভট্ট রচিত কাদম্বরীতে (খ্রীঃ ৭ম শতাব্দী) শবরদের দ্বারা দেবী পূজায় বলির উল্লেখ আছে—চণ্ডিকারুধিরবলিপ্রদানার্থ-মসকৃন্নিশিত শস্ত্রোল্লেখবিষমিত শিখরেণ।"[২] বাক্‌পতিরাজ (খ্রীঃ ৮ম শতাব্দী) গৌড়বহো নামক প্রাকৃতকাব্যে লিখেছেন যে, রাজা যশোবর্মণ বিন্ধ্যপর্বতে বিন্ধ্য-বাসিনীর পূজা করেছিলেন। বিন্ধ্যপর্বতবাসী শবরগণ এই দেবীর কাছে নিত্য নরবলি দিয়ে পূজা করতো।[৩] সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী) একদল শবর জীমূতবাহনকে ধরে শবরদের উপাসিতা দেবী চণ্ডীর কাছে বলি দিতে নিয়ে গিয়েছিল, তখন শবরপতি পুলিন্দ জীমূতবাহনকে রক্ষা করেন।[৪] এই গ্রন্থেই শ্রীদত্ত এবং মৃগাঙ্কবতীর উপাখ্যানে অনুরূপ কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে।[৫] কথাসরিৎসাগর থেকে জানা যায় যে বিন্ধ্য অঞ্চলে শবর, পুলিন্দ, ভীল প্রভৃতি আর্যেতর জাতির বাস ছিল; এইসব জাতি বিন্ধ্যবাসিনী, কালী, দুর্গা, চণ্ডিকা প্রভৃতি দেবীর বিচিত্র নাম ও রূপের উপাসক ছিল। রাজতরঙ্গিণীতে বিন্ধ্য অঞ্চলে পূজিতা ভ্রামরী দেবীর উল্লেখ আছে। কল্‌হন (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী) বলেছেন যে কাশ্মীররাজ রণাদিত্য পূর্বজন্মে বিন্ধ্য-পর্বতে ভ্রমরবাসিনী দেবীকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন।

অবন্ধ্যাদর্শনাং বিন্ধ্যে দেবীং ভ্রমরবাসিনীম্।
দ্রষ্টুং হৃদয়াকাঙ্ক্ষী-নির্ব্যপেক্ষঃ স্বজীবিতে ॥[৬]

ভ্রমরবাসিনী দেবী ও বিন্ধ্যবাসিনী কি একই দেবতা? কল্‌হন প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে ভ্রমরবাসিনী হিংস্র ভ্রমর সমূহের দ্বারা বেষ্টিতা থাকতেন। এই বিবরণ কিম্বদন্তীমূলক বলে মনে হয়। চণ্ডীতে দেবী বলেছেন যে, তিনি ভবিষ্যতে ভ্রামরীরূপে অরুণ নামক দানবকে বধ করবেন।[৭]

এই সকল প্রমাণের সাহায্যে এ. কে. ভট্টাচার্য সিদ্ধান্ত করেছেন যে দেবী দুর্গা-চণ্ডিকা-বিন্ধ্যবাসিনী মূলতঃ অনার্য দেবতা আর্য দেবতার পংক্তিতে গৃহীতা এবং পূজিতা হয়েছেন,—"It may be presumed from the data furnished above that some of the forms representing the terrific aspects of the goddess evolved out of the Non-Aryan deity, discussed above. It seems that only after definite modification she became acceptable to all sections of the Indian population."[৮]

১ পূজাপার্বণ পৃঃ ২ কাদম্বরী' কথামুখম্, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, ১৮৮৯ পাঃ ১০
৩ গৌড়বহো-২৮৫-৩৩৮ ৪ কথাসরিৎ, ২য়, অঃ ২২ ৫ কথাসরিৎ, ১ম খণ্ড ১০ অঃ
৬ রাজ-৩।৩৯৪ ৭ চণ্ডী-১২।৫৩-৫৪
৮ A non-Aryan aspect of Debi, Sakti Cult & Tara—pp. 59-60

বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যগুলিতে দেবী দুর্গা কোচনী, ডুম্‌নী, বাগ্দিনী প্রভৃতি নিম্নজাতীয়া নারীদের কবল থেকে শিবকে উদ্ধার করার জন্য নিজে কোচ্‌নী-ডুমনী-বাগ্দিনী সেজেছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় নওপুকুরিয়া গ্রামে চতুর্ভুজা প্রস্তরময়ী ডুম্‌নী মা (চণ্ডী, মতান্তরে বৌদ্ধ তারা) এখনও পূজিতা হন। বৈশাখ মাসে প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে ডুম্‌নী মায়ের বিশেষ পূজা ও বার্ষিক উৎসব হয়।[১] শক্তিকাগমসর্বস্ব তন্ত্রে শিবের অন্যতম শক্তি কোচ বধূ। স্কন্দপুরাণে (মাহেশ্বর—৩৫ অ:) শিবানীকে শবরী বলা হয়েছে।[২]

ডুম্‌নী

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে উমা শব্দটিও সংস্কৃত শব্দ নয়। এটি সম্ভবতঃ প্রাক্‌-আর্য কোন উৎস থেকে সংস্কৃতে এসেছে। ব্যাবিলোনীয়, আক্কাদীয়, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষায় উম্মো বা উম্মি বা উম্মু শব্দ উমা শব্দের প্রতিরূপ। "The Babylonian word for 'Mother' is ummu or umma, the Accadian ummi, and the Dravidian umma. These words can be connected with each other, and with uma, the mother-goddess."[৩]

উম্মো

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত উমাকে আদিম জাতির মাতৃদেবী অম্ম বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। E. W. Hopkins লিখেছেন, "All these forms of Umā (=A m m a, the great mother-goddess) go back to primitive and universal Cult of the mother-goddess (cf. Aditi), who in popular mythology appears as Kālamma and as Ellamma, that is as destructive or as Kind."[৪]

Opppertও অম্মা থেকে উমা এসেছেন বলে মনে করেন[৫]

বৌদ্ধ মহাযান ধর্মে পর্ণশবরী ও নগ্নশবরী নামে দুই দেবী আছেন। পর্ণশবরী পর্ণভূষণা ও পর্ণবসন পরিহিতা।[৬] সাধনামালায় পর্ণশবরী ত্রিমুখী ষড়ভুজা, বামহস্তত্রয়ে ধনু, পত্রচ্ছটা পাশ ও তর্জনীমুদ্রা, দক্ষিণহস্তত্রয়ে বজ্র, কুঠার ও শর-ধারিণী—"পর্ণশবরীং হরিতাং ত্রিমুখাং ত্রিনেত্রাং ষড়্‌ভূজাং কৃষ্ণশুক্লদক্ষিণবামাননাং বজ্রপরশুশরদক্ষিণকরত্রয়াং কার্মুকপত্রচ্ছটাসপাশ-তর্জনী বামকরত্রয়াং সক্রোধহসিতাননাং নবযৌবনবতীং সপত্রমালাব্যাঘ্রচর্ম নিবসনামীষল্লম্বোদরীং ঊর্ধ্বসংযতকেশীং অধোঽশেষরোগমারীপদাক্রান্তাং অমোঘসিদ্ধিমুকুটীম...।"[৭] —পর্ণশবরী হরিদ্বর্ণা, ত্রিমুখা, ত্রিনেত্রা, ষড়্‌ভুজা, দক্ষিণ ও বাম মুখের বর্ণ শুভ্র ও কৃষ্ণ, দক্ষিণের তিন হস্তে বজ্র, পরশু ও শর, বামহস্তত্রয়ে ধনু, পত্রচ্ছটা ও পাশ সহিত তর্জনীমুদ্রা, মুখে ক্রোধ এবং হাস্য, নবযৌবনবতী,

পর্ণশবরী

---

১ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ২য়-পৃঃ ১০১ ২ বাংলাকাব্যে শিব-পৃঃ ১৪৮
৩ Mother Goddess—S.K. Diksit ৪ Great Epic of India _p. 226
৫ ibid—Foot Note. ৬ বৌদ্ধ দেবদেবী-পৃঃ ৬৬
৭ সাধনমালা—২য়, ভূমিকা—পৃঃ CLXXii

পত্রমালা সহিত ব্যাঘ্রচর্ম-পরিহিতা, ঈষৎ স্থূল উদরবিশিষ্টা, কেশ উর্ধ্বে বদ্ধ, নিম্নে অশেষরোগমারী পদের দ্বারা দলিত, মুকুটে অমোঘ সিদ্ধি।

ব্যাঘ্রচর্ম ও পত্রমাল্য পরিহিতা পত্রধারিণীপর্ণশবরী বসন্তরোগারোগ্যকারিণী দেবতা। তিনি মহামারীকে পদতলে দলিত করছেন। আকৃতির দিক থেকে কোন হিন্দুদেবীর সঙ্গেই পর্ণশবরীর সাদৃশ্য নেই কিন্তু প্রকৃতগত দিক থেকে পর্ণশবরী শীতলার সগোত্রা। পণ্ডিতরা শবরপূজিতা বিন্ধ্যবাসিনীর সঙ্গে পর্ণশবরীর তুলনা করে থাকেন এবং পর্ণশবরীকে মূলতঃ জাঙুলি বা মনসার মত অনার্য দেবতা বলে সিদ্ধান্ত করেন।

"May we regard parṇaśabari as tribal goddess of antiquity who was likewise absorbed into Buddhist fold for her alleged power of destroying all diseases and epidemics ?"[১]

কেবল পর্ণশবরী নন, অনুরূপভাবে সকল মাতৃদেবতাই অনার্যসংস্কৃতি থেকে আগত বলে পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত।

"In this connection Prof. Sirker stressed on the names Gouri (fair-complexioned), Aparnā (without leaf cloth) and Kāli (dark-skinned) applied to Indian Mother-goddess and said that the deities may have been originally worshipped respectfully by Mongoloid Xanthoderms of the Himalayas, the nacked aboroginals like Nagna-Sabaras and the dark complexioned proto-Austroloids."[২]

এঁদের মতে আর্য ও অনার্য রক্তের মিশ্রণের ফলেই শক্তিদেবতার উপাসনা ব্যাপকতা লাভ করেছে—"It is due to the gradual absorption of Non-Aryan ideas and blood by the Aryans that the mother-goddess became more and more important in the Socio-religious life of the composite people of the post-vedic India."[৩]

অপর্ণা

দেবী পার্বতীর এক নাম অপর্ণা। অপর্ণা শব্দের এক অর্থ অপর্ণ-ভোজনকারিণী অর্থাৎ যিনি পর্ণও ভোজন করেন না। কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে পঞ্চতপা পার্বতী দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করার জন্য কঠোর তপস্যায় নিমগ্না হয়ে প্রথমে গাছ থেকে ঝরে পড়া পাতা মাত্র আহার করে জীবন রক্ষা করতেন, পরে যখন তিনি পর্ণ ভোজনও পরিত্যাগ করলেন তখন অপর্ণা নামে খ্যাতা হয়েছিলেন।

স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপত্রবৃত্তিতা
পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।

---

১ Iconography of Tara, K. K, Dasgupta, Sakti Cult & Tara—p. 127
২ Sakti Cult & Tara—p. 8
৩ Sakti Cult & Tara—p. 9

তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং
বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ ॥[১]

—আপনা হতে ঝরে পড়া বৃক্ষের পত্র জীবনের বৃত্তি করে তিনি তপস্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন, পুনরায় তাও তিনি পরিত্যাগ করলেন। সেই জন্য পুরাবিদ্‌গণ তাঁকে অপর্ণা বলতেন।

কালিকাপুরাণেও এইভাবেই অপর্ণা নামের ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

আহারে ত্যক্তপর্ণাভূদ্‌ যস্মাদ্ধিমবতঃ সুতা।
তেন দেবৈরপর্ণেতি কথিতা পৃথিবীতলে ॥[২]

কিন্তু অপর্ণা শব্দকে পর্ণশবরীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে অপর্ণা অর্থে নগ্না করা হয়। যিনি পাতার কাপড় পরেন লজ্জা নিবারণের জন্য তিনি পর্ণশবরী, আর যিনি পাতার বসনও পরিধান করেন না, তিনি অপর্ণা। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অপর্ণা ও পর্ণশবরীকে একই দেবতা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, "প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক যে অন্যত্র তিনি অপর্ণা নামে বিখ্যাত ; অপর্ণার অপর অর্থ যিনি এমন কি পত্রবল্কলাদি পর্যন্ত পরিধেয় বিহীন, অর্থাৎ বিবসনা। তাঁহার অন্যত্র প্রদত্ত নামত্রয়, শবরী, পর্ণশবরী ও নগ্নশবরী তাঁহাকে অনার্য শবর জাতির ইষ্টদেবীরূপে চিহ্নিত করে।"[৩]

ডোম শবর পুলিন্দ প্রভৃতি জাতিদের সংগে সংশ্লেষের জন্য দেশী বিদেশী পণ্ডিতগণ শক্তিদেবতার বিভিন্ন রূপকেই অনার্যকৃষ্টি থেকে আগত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাভারতের আর্যাস্তব থেকে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে লিখেছেন, "In the following few couplets (6-10) her association with hills, particularly the Vindhyas, rivers, caves, forests and gardens, her connection with various domestic and wild animals, the fact of her being worshipped with great veneration by non-Aryan tribes like the Śabaras, the Barbaras and Pulindas are highlighted. This non-Aryan aspect of Devi is further emphasised by such names as Aparṇā. Nagna-Sabarī (cf. its Mahāyāna counterpart Parna-Śabari, meaning the leaf-clad Sabara woman), etc. attributed to her in other contexts."[৪]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ নীহার রঞ্জন রায় শিব ও বিভিন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীদের অনার্য গ্রাম্য দেবতা বলে রায় দিয়েছেন,—"শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, ষষ্ঠী, নানা প্রকারের চণ্ডী, নরমুণ্ডমালিনী শ্মশানচারী কালী, শ্মশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী প্রভৃতি অনার্য গ্রাম্য দেবদেবীরা এইভাবেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মে

---

১ কুমারসম্ভব—৫।২৮ ২ কাঃ পুঃ—৪৩।৩৮ ৩ পঞ্চোপাসনা – পৃঃ ২৩৬
৪ Pauranic and Tantric Religion—pp. 119-20

স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, দুই চারি ক্ষেত্রে তাহার কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়।"[১]

আবার এক পণ্ডিতের মতে চামুণ্ডা, বাশুলী, তারা, কালী, ক্ষেত্রপাল, ভদ্রকালী, মনসা, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের দেবগোষ্ঠী থেকে আগত।[২]

অনার্যত্ব সমীক্ষা : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই মাতৃকা দেবী (Mother goddess) শস্যদেবী বা সৌভাগ্যের দেবতার পরিকল্পনা দেখা যায়। এই বিষয়ে লক্ষ্মী প্রসংগে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। মাতৃকা দেবীর সাধারণ পরিকল্পনা থেকে কোন কোন পণ্ডিত ভারতীয় শক্তিদেবীর কল্পনাকে প্রাগার্য এবং বহুতর অতীতের স্মৃতিবাহী বলে সিদ্ধান্ত করে থাকেন। Hogarth লিখেছেন, "In Punic Africa, she is Tanit with her son; in Egypt Isis with Horus; in Phonecia Ashtaroth with Tammuj; in Asia Minor Cybele with Attis; in Greece (and specially in the Greek Crete itself) Rhea with young Zeus."[৩]

এইরূপ যুগ্ম সৃষ্টিদেবতার পরিকল্পনা পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখা যায়। এইরূপ সৃষ্টিদেবতার পরিকল্পনা থেকে এন, এন, ভট্টাচার্য লিখেছেন যে, যে সমাজে পিতার কোন গুরুত্ব ছিল না, মাতাই ছিল সর্বেসর্বা সেই সমাজেরই সৃষ্টি মাতৃদেবতা—"Such tales of virgin mothers are relics of an age when the father had no significance at all and of a society in which a man's contribution to the matter of procreation was hardly recognised."[৪]

এসিয়া মাইনরে সিবিলি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ দেবতা। ক্রীটেও সিবিলির অনুরূপ মাতৃদেবতার পূজা প্রচলিত ছিল—ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও মাতৃদেবীর পূজা হোত। "...as early as Early Minoan I they (cretans) worshipped the Great Mother, their chief deity of later times. This goddess seems to have been a concept very similar to that of Cybele, worshipped in Asia Minor, and we shall find traces of like beliefs elsewhere in the Mediterranean region. Figures

---

১ বাঙালীর ইতিহাস—আদিপর্ব ১ম সং পৃঃ ৫৭৯

২ On the other hand the Hindus also borrowed Buddhist deties, such as Chāmuṇḍā, Vāśulī, Tārā, Kālī, Kshetrapāla, BhadraKālī and Mañju ghosha......Buddhist goddesses Jāngulī, Mahā Chīnatārā and Vajrayoginī were prototypes of those known in the Hindu pantheon as Manasā Tārā and Chhinnamastā respectively."—Historical studies in the Cult of the Goddess Manasā—P. K. Maity,—pp. 75-76.

৩ Encyclopedia of Religion and Ethics, vol. 1—page 147

৪ Saktism and Mother Right, Sakti Cult & Tara—p. 73

of this goddess were not often made, though representations of her occur on Seals."[১]

ক্রীটে ও নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত শীল প্রভৃতিতে অংকিত মাতৃদেবতারূপে কথিত নারীমূর্তিগুলি চারশ্রেণীতে বিভক্ত : (১) সর্পমাল্যভূষিতা, হস্তদ্বয়ে সর্পালংকারশোভিতা মুকুটধারিণী দণ্ডায়মানা নারীমূর্তি। (২) ইসোদপেতায় প্রাপ্ত একটি সোনার আংটিতে অংকিত একটি নৃত্যরতা নারীমূর্তি, সম্মুখে একটি পাত্র থেকে দুগ্ধপানরত একটি সর্প (৩) মাইসিনে (Mycene)-এ প্রাপ্ত একটি স্বর্ণাঙ্গুরীয়তে একটি বৃক্ষমূলে উপবিষ্টা নগ্না নারীমূর্তি, পাশে দ্বিমুখী কুঠার ও নগ্না পুষ্পহস্তা পূজারিণীবৃন্দ। (৪) ক্নোসোস্ (Knossos)-এ প্রাপ্ত শীলে আলুলায়িত-কুন্তলা ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃতা পর্বতোপরি উপবিষ্টা দুই পাশে দুই সিংহ দ্বারা রক্ষিতা দেবীমূর্তি পশ্চাতে পতনোন্মুখ একটি মনুষ্যকে শূল দ্বারা আঘাত করছেন।[২]

স্বামী শংকরানন্দ প্রথম মূর্তিটিকে সর্পদেবতা বলেছেন এবং চতুর্থ মূর্তিটি অন্ধকারের দানব বধকারিণী দেবী বলেছেন। তাঁর মতে সিংহ সূর্যের প্রতীক।[৩] সুতরাং প্রথম মূর্তিটি মনসা এবং চতুর্থ মূর্তিটি দুর্গার প্রতিরূপ হতে পারে।

ম্যাকয় সাহেব মোহেন্-জো-দারো এবং হরপ্পায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির ক্ষুদ্র নগ্ন নারীমূর্তিগুলিকে আর্যপূর্বযুগের মাতৃমূর্তি বলে গ্রহণ করেছেন এবং মূর্তিগুলি গৃহস্থদের বাড়ীতে পূজা হোত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু ক্ষুদ্র নারী মূর্তিগুলি শক্তিদেবতার মূর্তি, খেলনা পুতুল নয়, বা গৃহসজ্জার উপকরণ নয়, একথা বলার মত কোন প্রমাণ নেই, হিন্দুদের দেব ভাবনায় শক্তিপূজা বৈদিক যুগের নয়; পৌরাণিক যুগের। মোহেন্-জো-দারো হরপ্পায় নগ্ন পুত্তলিকাগুলি মাতৃপূজার নিদর্শন হলে বিশাল বৈদিক সাহিত্যে তার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী মনে হয়।[৪]

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সকল মাতৃদেবতার বা সৌভাগ্য-শস্য-উর্বরতার দেবতার পরিকল্পনা হয়েছিল, সেগুলি স্বাধীন ভাবে উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব নয়। ভারতীয় শক্তিদেবতার পরিকল্পনায় অনার্য বা দেশান্তরীয় দেবতার প্রভাব স্বীকার করা যায় না। আকারে ও প্রকারে দেশান্তরীয় মাতৃদেবতার সঙ্গে ভারতীয় শক্তি-দেবতার আকাশ পাতাল তফাৎ। ভারতীয় শক্তিদেবতা কুমারী মাতা (Virgin mother) নন—তিনি শিব-শক্তি, লক্ষ্মী-নারায়ণ, শক্তি-গণেশ প্রভৃতি বিচিত্ররূপে দ্বিধা হয়েও এক অদ্বয়রূপে প্রতিভাত। উপনিষদের ব্রহ্ম যে নিজেকে দ্বিধা

১ Priests and Kings, Harold Peake & Herbert John Fleure—pp. 109-10

২ Decipherment of an Ins. on Phaito's Disc of Crete Sankaranada—pp. 13-14

৩ Decipherment of an Inscription on phaito's Disc of Crete—Swami Sankarananda—pp. 13-14

৪ Early Indus Civilisation—E. Makay 2nd Edn. p. 54

করে নারীপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন; ভারতীয় শক্তিতত্ত্বের মূলেও সেই তত্ত্ব। সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব উপনিষদের দর্শনের উপরে প্রতিষ্ঠিত; শক্তিদেবতার পরিকল্পনায় বিশেষতঃ কালীমূর্তির পরিকল্পনায় সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব প্রভাবিত করতে পারে।

তন্ত্রের প্রধান দেবতা কালী বা শ্যামাকে সাধারণতঃ অনার্যকৃষ্টি থেকে আগতা বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। কালীর অনার্যত্ব খণ্ডন করেছেন ডি. এন. বসু এবং হীরালাল হালদার। তাঁদের যুক্তিগুলি নিম্নরূপ: (১) শিবশক্তি উচ্চতর দার্শনিক চিন্তার ফল, (২) কোন আদিম অনার্য জাতির মধ্যে শিব ও কালীপূজার প্রচলন দেখা যায় না, (৩) কোন তান্ত্রিক মতবাদ বা ধর্মাচরণ আদিম জাতিদের মধ্যে প্রচলিত নেই।[১] এই যুক্তিগুলি অগ্রাহ্য করার নয়। কিন্তু উপনিষদ থেকে তন্ত্র পর্যন্ত কালীর যে বিবর্তন পরে আলোচিত হয়েছে, তাতে কালীকে অনার্য দেবতা বলার কোন হেতু পাওয়া যায় না।

শক্তিদেবতার বিচিত্র বিকাশ ও বহুবিচিত্র রূপকল্পনা অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। শক্তিতত্ত্বের মূলে যে এক সর্বব্যাপিনী মহাশক্তি জগতে বিচিত্ররূপে বিচিত্রভাবে প্রকাশিত, রূপে-রূপে জড়ে-জীবে স্পন্দমান; তারই সাকার রূপায়ণ মহাশক্তিরূপিণী দুর্গা কালী ইত্যাদি। ভারতে সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তা কোন নারী দেবতা নন—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, অথচ এঁদেরই শক্তি ব্রহ্মাণী-শিবানী-বৈষ্ণবীলক্ষ্মী—এঁদের সঙ্গে অভিন্নরূপে কল্পিত। তাই রুদ্রশক্তি শিবানী একাই সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কর্ত্রী—

ত্বয়ৈতৎ ধার্য্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবী ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা চ স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥[২]

—হে দেবি, তুমি সবকিছুই ধারণ কর, তুমিই জগৎ সৃষ্টি কর, তুমি এই সমস্ত পালন কর, তুমি সর্বদা সব কিছু ভক্ষণ কর। হে জগন্ময়ি! সৃষ্টিকালে তুমি, জগতের সৃষ্টিরূপা, পালনকালে স্থিতিরূপা, তেমনি সংহারকালে সংহৃতিরূপা।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়—একই বস্তু। সুতরাং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা মহাশক্তি অনার্যপূজিতা উর্বরতার প্রতীক মাতৃকা দেবী নন। দেবী শবর পুলিন্দ প্রভৃতি জাতিদের দ্বারা পূজিতা হয়েছেন এবং কিরাতী চণ্ডালী প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা বিশেষিত হয়েছেন, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। দেবীর পূজা যে আর্যগোষ্ঠীর বাইরে বহু জাতি উপজাতির দ্বারা গৃহীত এবং স্বীকৃত হয়েছিল, উপর্যুক্ত বিবরণ থেকেই তা প্রমাণিত হয়। স্বামী শংকরানন্দ দেখিয়েছেন যে বৈদিক এবং পরবৈদিক যুগের ভারতীয় বণিকগণ ক্রীট ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে

১ Tantras: Their philosophy and occult secrets—p. 72
২ চণ্ডী—১।৬৪-৭১

বাণিজ্য ব্যপদেশে গিয়ে তৎ তদঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতি ধর্ম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছিল। ব্যাবিলন, সিরিয়া প্যালেস্টাইন, মিশর, লিবিয়া ও ক্রীটে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিতে ভারতবর্ষীয় প্রভাব তিনি প্রতিপাদন করেছেন।[১]

পর্ণশবরী ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা। পৌরাণিক শিবও কৃত্তিবাস। শিব ও শিবানীর ত্রিনয়নের সঙ্গে পর্ণশবরীর তিন মুখের সংযোগ থাকা অসম্ভব নয়। পর্ণশবরী কেবলমাত্র পত্রাবৃতা দেবী নন। সুতরাং নাম ও ব্যাঘ্রচর্মের সঙ্গে পত্রের আবরণ থাকাতেই পর্ণশবরীকে অনার্য দেবতা বলা সম্ভব কি? তবে আকৃতিগত সাদৃশ্য পর্ণশবরীর সঙ্গে কোন ভারতীয় শক্তিদেবতার না থাকলেও প্রকৃতিগত দিক থেকে পর্ণশবরী বসন্তমারীরোগের দেবতা শীতলার সগোত্রা। পার্বতীর অপর্ণা নামের কালিদাস এবং পুরাণকৃত ব্যাখ্যা ত্যাগ করে নগ্না অর্থ করে দেবীকে অনার্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা যে যথার্থ তা কে বলবে? বিদেশীয় উম্ম শব্দের সঙ্গে অথবা আদিম জাতির অম্ম বা অম্মা শব্দের সঙ্গে উমা শব্দের সাদৃশ্য থাকলেই উমাকে বিদেশাগতা বা আর্যেতর দেবতা প্রতিপন্ন করার যৌক্তিকতা কি অনস্বীকার্য? সংস্কৃত শব্দ বা ভারতীয় দেবতা অন্য ভাষায় বা অন্যদেশে গ্রহণ করা কি একান্তই অসম্ভব?

অম্বিকা বা অম্বা শব্দ বৈদিক সংহিতাতেই পাওয়া যায়। উমা দেখা দিয়েছেন উপনিষদে। রামায়ণে উমা শৈলদুহিতা রুদ্রপত্নী। পর্বতরাজ কঠোর তপোনিরতা উমাকে রুদ্রকে দান করেছিলেন,—

যা চান্যা শৈলদুহিতা কন্যাসীদ্রঘুনন্দন।
উগ্রং সুব্রতমাস্থায় তপস্তেপে তপোধনা॥
উগ্রেণ তপসা যুক্তাং দদৌ শৈলবরঃ সুতাম্।
রুদ্রায়াপ্রতিরূপায় উমাং লোকনমস্কৃতাম্॥[২]

মহাভারতেও উমা শিবজায়া। শিবের নামান্তর উমাপতি, উমাকান্ত এবং উমাধব— উমাপতিরুমাকান্তো জাহ্নবীধৃগুমাধবঃ।[৩] রামায়ণে[৪] এবং মহাভারতে[৫] বিবাহের পরে মিলনকালে দেবগণের অনুরোধে শিব ঊর্ধ্বরেতা হয়েছিলেন বলে উমা দেবগণকে নিঃসন্তান হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন। অনুশাসন পর্বে (১৪০ অঃ) উমা শৈলসুতা। বনপর্বে চৈত্রমাসে মানস সরোবরে যজ্ঞ করলে সপার্ষদ শিব উমার সঙ্গে দর্শন দিয়ে থাকেন—

সহোময়া চ ভবতি দর্শনং কামরূপিণঃ।
অস্মিন্ সরসি সত্রৈর্বৈ চৈত্রমাসি পিণাকিনম্॥[৬]

---

১ Decipherment of an Inscriptions on Phaisto's Disc of Crete —pp. 18-46

২ বাল্মীকি রামায়ণ—আদি কাণ্ড— ৩৬।১৯-২০

৩ মহাভারত, অনুশাসন পর্ব ১৭।১৩৫

৪ রামায়ণ, আদি, ৩৭ সর্গ

৫ মহা, অনুশাসন পর্ব ৮৪ অঃ।

৬ মহা বনপর্ব—১৩০।১৫

শান্তিপর্বে (২৮৩-৮৪ অ:) উমা মহাদেবকে দক্ষযজ্ঞবিনাশে প্ররোচিত করেছিলেন। পুরাণে কাব্যে দেবী দুর্গা-পার্বতীর উমা নাম অত্যন্ত জনপ্রিয়। সুতরাং উমা নামটিকে বিদেশাগত বা অনার্যশব্দ বলা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। উমা শব্দের বিকৃতরূপ হিসাবে অম্ম, অম্মা, উম্মো ইত্যাদি শব্দগুলি আসা কি অসম্ভব?

চণ্ডী শব্দ থেকে চাণ্ডী এসেছে অথবা চাণ্ডী থেকে চণ্ডীশব্দ এসেছে, এ বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় দুর্গা-চণ্ডী অনার্য দেবতা নন। বৈদিক দেবভাবনা থেকে ক্রমবিবর্তনের ফলে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে। এমন কি দুর্গার যে দশহাত তাও এসেছে ঋগ্বেদের উষা ও পৃথিবীর কাছ থেকে। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে পৃথিবী দশভূজা—যদিন্নিন্দ্র পৃথিবী দশভুজিরহানি বিশ্বা ততনন্ত কৃষ্টয়ঃ।[১]

—হে ইন্দ্র যদি পৃথিবী দশভূজা হয়ে দিন দিন সকল কৃষ্টি প্রকাশ করতো।

একটি মন্ত্রে উষাও দশবাহুসমন্বিতা—

চিত্রের প্রত্যদর্শ্যায়ত্যং তর্দশসু বাহুষু।[২]

—উষা দশ বাহু বিস্তার করে (দশ দিকে) বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হচ্ছেন।

ভারতের শক্তি-উপাসনা প্রাগৈতিহাসিক অনার্যদের কাছ থেকে এসেছে, এ সিদ্ধান্ত নিতান্তই কাল্পনিক। বেদে পুরুষদেবতার প্রাধান্য স্বীকার করলেও উষা, ঈড়া, ভারতী, সরস্বতী, বাক্, রাত্রি, ইন্দ্রাণী, উর্বশী, শরণ্যু, যমী, অরণ্যানী, পৃথিবী, অদিতি প্রভৃতি নারী-দেবতা একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। বিশেষতঃ উষা, সরস্বতী ও অদিতির প্রাধান্য ঋগ্বেদেও অস্বীকার করার উপায় নেই। এই তিন নারী দেবতাতেই পরবর্তী শক্তিদেবতার সকল গুণকর্মই প্রকটিত। যজুর্বেদে অম্বিকা রুদ্রের ধ্বংসকার্যের সহায়িকারূপে আবির্ভূতা হয়েছেন। অদিতি আদিত্য-গণের মাতা,—পরে সকল দেবতারই মাতা। অথর্ববেদে পৃথ্বী বা পৃথিবীর প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে, পৃথ্বী সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কর্ত্রীরূপে বর্ণিতা হয়েছেন। বৈদিক যুগের শেষভাগেই শক্তিদেবতার প্রাধান্য ক্রমবর্ধিত হয়েছে, শ্রী-লক্ষ্মী, উমা-হৈমবতীর আবির্ভাব ঘটেছে। ক্রমে পৌরাণিক যুগে পুরুষ দেবতার সঙ্গে শক্তি দেবতার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাতৃতান্ত্রিক অনার্যরক্ত আর্যরক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার ফলে মাতৃদেবতা বা শক্তিদেবতার প্রাধান্য বর্ধিত হয়েছে, এরূপ মতবাদে কিছু সত্য থাকতেও পারে, তবে শক্তি দেবতার উদ্ভব যে বৈদিক যজ্ঞাগ্নি থেকেই এবং শক্তিতত্ত্বের বিকাশ ও পরিণতি যে বৈদিক দেবসত্তার ক্রমবিবর্তনের ফলে তাতে সন্দেহ নেই। শক্তিদেবতার প্রাধান্যের যুগেও বিষ্ণু, শিব, সূর্য ও গণপতির পূজা এবং উপাসক সম্প্রদায় সমানভাবেই বিরাজ করেছে; শিব ও বিষ্ণুর প্রাধান্য আজও দুর্গা কালীর থেকে কোন অংশে কম নয়। তবে একথাও স্বীকার্য যে বিভিন্ন আর্যেতর জাতি পূজিত স্থানীয় দেবতাও ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্মের আত্মীকরণ শক্তির গুণে হিন্দু দেবতাদের পংক্তিতে আসন করে নিয়েছেন এবং আর্য-অনার্যত্বের ব্যবধান বিলুপ্ত করে দিয়ে এক মহান্ সমীকরণে একাকার হয়ে গেছেন। হিন্দুর

১ ঋগ্বেদ—১।৫২।১১ ২ ঋগ্বেদ—৮।১০১।১৩

ধর্মাচরণে ও দেবার্চনায় তাই বিভিন্ন সংস্কৃতির অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। শক্তি দেবতার ভয়ংকরত্ব দেখেই অনার্য ছাপ মেরে দেওয়া সমীচীন নয়। বৈদিক রুদ্র ছিলেন ভয়ংকরের দেবতা—ধ্বংসের দেবতা। কিন্তু তিনি যখন ভীষণতা ত্যাগ করে সৌম্যবপু শিব হলেন,[১] তখন রুদ্রের শক্তি রুদ্রাণী হলেন সমস্ত ভীষণতার আধার। শিব এবং রুদ্র যেমন একই দেবতার এপিঠ ওপিঠ, তেমনি রুদ্রাণী শিবানীর মূর্তি কল্পনাতেও সৌম্যভাব ও ভয়ংকরতা সমানভাবে বিরাজ করতে থাকে। সাধকের মানস প্রবণতা অনুসারে মাতৃমূর্তি বিচিত্রতা লাভ করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লোকক্ষয়কারী যে ভীষণ মূর্তি বিশ্বরূপ দর্শনকালে অর্জুন দেখেছিলেন, তা কি কালী বা চামুণ্ডার চেয়ে কম ভয়ংকর? সেই ভয়ংকর রূপের বর্ণনায় অর্জুন বলছেন,—

বক্ত্রাণি তে ত্বরমানা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥

—দংষ্ট্রাকরাল ভয়ানক তোমার মুখসমূহে তারা দ্রুত প্রবেশ করছে, কেউ বা তোমার দাঁতের ফাঁকে লগ্ন চর্বণের ফলে উর্ধ্বাঙ্গ চূর্ণিত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

দেবীপূজায় পশুবলি কিম্বা নরবলি বৈদিক যজ্ঞ থেকেই সমাগত—অনার্যদের কাছ থেকে নয়। সুতরাং ভীষণা ভয়ংকরী কালী, তারা, চামুণ্ডা প্রভৃতির মূর্তিকল্পনায় কতটা অনার্যত্ব তা অতি সাবধানে নিরূপণ করা প্রয়োজন। দেবতার মূর্তিকল্পনায় যেমন তেমনি দেবতার উপাসনায় এবং ধর্মাচরণে সমাজের অনেক অলিখিত ইতিহাস আত্মগোপন করে থাকে ঠিকই, কিন্তু যথার্থ সত্য নিরূপণ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। অঞ্চল বিশেষে দেবদেবীর পূজার্চনায় আর্যেতর রীতি পদ্ধতি প্রচলিত দেখা যায়। অনেক জায়গায় দেবতার কাছে শূকর, মোরগ, পারাবত প্রভৃতি বলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত। কোথাও দেবতার কাছে মাছ-ভাত উৎসর্গ করার রীতি, কোথাও ঘোল মাছ, কলাই-এর ডাল না হলে দেবতার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। অনেক স্থলে আবার বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে দুর্গা কালীপূজায় পশুবলি হয় না। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে এক কায়স্থ জমিদার বাড়িতে বস্ত্রাবৃত নবপত্রিকার উপরে মৃন্ময় নারীমুণ্ড বেঁধে দেওয়া হয়, দেবীকে মাগুর মাছের ঝোল ও ভাত ভোগ দেওয়া হয়। বিষ্ণুপুরের এক ভট্টাচার্য-বাড়িতে পূজার সময় ধাতু নির্মিত দশভুজা মূর্তির উপরে মৃন্ময় নারীমুণ্ড বসিয়ে পূজা করা হয়, বিসর্জনের সময় পান্তা ভাত, পোড়া চেং মাছ, লবণমাখা জামিরের (গোঁড়া লেবু)-ও ভোগ দেওয়া হয়।[২] যে কোন দেবতার মৃন্ময়ী প্রতিমা পূজার পর বিসর্জনের পূর্বে চিঁড়া-দই (দৈ কর্মা)

---

১ হিন্দুদের দেবদেবী ২য় পর্ব, রুদ্র-শিব প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। গীতা—১১।২৭
২ পূজাপার্বণ, যোগেশচন্দ্র রায়—পৃঃ ৮৩

ভোগ দেওয়ার রীতি। কন্যা পতিগৃহে যাওয়ার পূর্বে দই চিঁড়া মুড়কির ফলার করে যাওয়ার রীতি থেকেই পূজায় এই রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। সুতরাং পূজার রীতিতেও কুলাচার লোকাচার ইত্যাদি স্থান করে নিয়েছে। আধুনিক কালে যে কোন দেবতার প্রতিমা নির্মাণের কালে শিল্পীরা শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসরণ না করে শিল্পদক্ষতা প্রদর্শনে উৎসাহী হন। ফলে শিল্পীদের উদ্ভাবনী প্রতিভা প্রতিমা নির্মাণে অভিনবত্ব সৃষ্টি করে। নবদ্বীপে রাসপূর্ণিমায় বহুবিধ প্রতিমা নির্মাণে যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তা থেকে নূতন নূতন দেবমূর্তি কল্পনার একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে।

কুক্কুটী ব্রত ঃ হিন্দু ললনাদের বহু বারব্রত অনুষ্ঠান করতে হয়। এই সকল ব্রতাচারণে যেমন সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সৌভাগ্যের কামনা আছে তেমনি দেখা যায় আর্য ও আর্যেতর সংস্কৃতির সংমিশ্রণ। এমনি একটি ব্রত কুক্কুটীব্রত। কুক্কুটীব্রত ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমীতে আচরণীয়। এই ব্রতের নামান্তর ললিতা সপ্তমী ব্রত। এই ব্রতে মণ্ডলমধ্যে শিবদুর্গার মূর্তি এঁকে পূজা করার রীতি।[১] দেবী দুর্গার বহু নামের মধ্যে কুক্কুটী নামটি প্রচলিত নয়। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন যে এই ব্রতটি ছোটনাগপুরের পার্বত্য জাতির। "কুক্কুটী ব্রতটি নামে অহিন্দু এবং বাস্তবিকই ছোটনাগপুরের পার্বত্য জাতির এ ব্রতটি ; কুক্কুটী হলেন তাদের দেবী ; এবং যেমন নানা অহিন্দু দেবতাকে তেমনি কুক্কুটী দেবীকেও এককালে লোকে পূজা দিতে আরম্ভ করেছিল। মৃতবৎসা-দোষ-নিবারণ এবং তেজস্বী বহু সন্তান লাভ কুক্কুটী ব্রতের ফল।"[২]

কুক্কুটী নাম আর্যেতর জাতির দেবতার নাম হওয়াই সম্ভব। কিন্তু শিব দুর্গা পূজা নিশ্চয়ই অনার্য নয়। অনার্য কুক্কুটী দেবী আর আর্য শিব দুর্গা মিলে কুক্কুটী ব্রতের সৃষ্টি হয়েছে।

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে অর্জুনকৃত দুর্গা স্তবে দেবীকে 'কোকমুখে' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। দেবীর নাম কোকমুখা। কোক শব্দের অর্থ বন্যকুক্কুর।[৩] দেবীর মুখ কুকুরের মত। এরকম মূর্তি দেখা যায় না। সম্ভবতঃ দেবী অরণ্যকান্তার বাসিনী বলেই দেবীর এরূপ নামকরণ। কোকমুখা নামটিও কি আর্যেতর জাতির কাছ থেকে এসেছে ?

রালদুর্গা ঃ বঙ্গললনাদের মধ্যে প্রচলিত আর একটি ব্রতের নাম রালদুর্গা। এই ব্রতের ব্রতকথায় শিবের অভিশাপে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত এক ব্রাহ্মণ দেবী দুর্গার নির্দেশে রালদুর্গা ব্রত অনুষ্ঠান করে রোগমুক্ত হয়েছিলেন। ব্রতের ছড়া—

নমঃ নমঃ সদাশিব তুমি প্রাণেশ্বর ॥
ভক্তিবাহনে প্রভু দেব দিবাকর ॥

---

১ ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি—পৃঃ ৫৮৭ ২ বাংলার ব্রত (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ)—পৃঃ ১৭
৩ পূজাপার্বণ—পৃঃ ৮১

হরগৌরীর চরণে করিয়া নমস্কার ॥
যাহার প্রচারে হল দেবীর প্রচার ॥
শুন সবে সর্বলোক হয়ে হরষিত ।
বড়ই আশ্চর্য কথা সূর্যের চরিত ॥[১]

ব্রতের ছড়া থেকে বোঝা যায় রালদুর্গা ব্রত অসলে সূর্যপূজা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, "এখানে সূর্যও রইলেন দুর্গাও রইলেন সূর্যের প্রাচীন নাম রা বা রাল বোঝালে এটি সূর্যপূজা, কিন্তু রালদুর্গা বোঝালে এটি দুর্গার ব্রত।"[২]

প্রাচীনকালে মিশরে রা বা সূর্যের উপাসনা প্রচলিত ছিল। "Ra (or Re or. phra) was the god personifying the Sun in its strength, his name meaning simply sun. He was early identified with Atum the creator of Heliopolis, his chief cult centre. Thus though sometimes Atum was considered to have created Ra, more often Ra was said to have emerged from Nun by the effort of his own will. It was thought that he rose from the primival waters enclosed within the petals of a lotus blossom, which enfolded him once more when he returned to it each night .."[৩]

এই বিবরণে রা বা সূর্যের পদ্ম প্রতীকটিও ব্যাথাত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ মনে করেন যে, রালদুর্গা ব্রত আর্য ও অনার্য দেবতার মিশ্রণের ফল—"প্রাচীন দেবতা আর হিন্দুর দেবতায় একটা মিটমাটের চেষ্টা এই রালদুর্গা ব্রতটি।"[৪] রা বা রাল শব্দটি সংস্কৃত শব্দ—অর্থ দান বা গ্রহণ—"রাল দানে গ্রহণে ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ।"[৫] পৃথিবীতে রস গ্রহণ করে বলেই সূর্যকিরণের নাম রশ্মি। সূর্য পৃথিবী থেকে রস গ্রহণ করেন এবং মেঘ সৃজনের দ্বারা পৃথিবীকে রস দানও করে থাকেন। সূর্য রস গ্রহণ ও দান করায় রাল শব্দের দ্বারা সূর্যকে বোঝাতে পারে। রাল দুর্গা শব্দে সূর্য ও দুর্গার অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়। সূর্যের তেজোরূপা দুর্গা এই মেয়েলি ব্রতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যরূপে বিরাজিত। কবে কিভাবে মেয়েলি লৌকিক ব্রতে রালদুর্গা স্ব স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছেন কে জানে? স্মরণ করা যেতে পারে যে পুরাণে সূর্যের পুত্র বা অপর মূর্তি রেবন্ত। মিশরীয় ভাষায় বা অন্য কোন ভাষায় রা শব্দে সূর্যকে বোঝালেই রালদুর্গায় অনার্য ছাপ বসিয়ে দেওয়া কি সমীচীন?

শবরোৎসব : দুর্গাপূজায় পূজার অন্তে দশমীর দিন শবরোৎসব নামে একটি অনুষ্ঠান বহুকালাবধি বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। এই অনুষ্ঠান শবরাদি আর্যেতর জাতির অশ্লীল আমোদ প্রমোদ থেকে আগত বলে মনে করা হয়। এই উৎসবে

---

১ বাংলার ব্রত—পৃঃ—১৮ ২ বাংলার ব্রত—পৃঃ—১৮
৩ Egyptian Mythology, Veronica Ions—p. 41
৪ বাংলার ব্রত—পৃঃ ১৮ ৫ শব্দকল্পদ্রুমঃ, ৬ষ্ঠ কাণ্ড—পৃঃ ৩৭৬৭

পথে খৈ, ফুল, ধুলি, কর্দম প্রভৃতি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বাদ্যাদি সহকারে অশ্লীল গান ও ক্রীড়া প্রদর্শনের রীতি। প্রতিমা বিসর্জনের পর অশ্লীল নৃত্য-গীতের প্রচলন ছিল। কালিকাপুরাণে শবরোৎসবের নির্দেশ ও বিবরণ আছে ঃ

বিসর্জয়েৎ দশম্যান্তু শ্রবণে শাবরোৎসবৈঃ।
তদা সম্প্রেষণং দেব্যা দশম্যাং কারয়েৎ বুধঃ ॥
সুবাসিনীভিঃ কুমারীভিঃ বেশ্যাভির্নর্তকৈস্তথা।
ধ্বজৈর্বস্ত্রৈর্বহুবিধৈর্লাজপুষ্পপ্রকীর্ণকৈঃ।
ধূলিকর্দমবিক্ষেপৈঃ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ ॥
ভগলিঙ্গাভিধানৈশ্চ ভগলিঙ্গ প্রগীতকৈঃ।
ভগলিঙ্গাদিশব্দৈশ্চ ক্রীড়য়েয়ুরলং জনাঃ ॥
পরৈর্নাক্ষিপ্যতে যস্তু য পরান্নাক্ষিপেদ্ যদি।
ক্রুদ্ধা ভগবতী তস্য শাপং দদ্যাং সুদারুণম্ ॥[১]

—দশমী তিথিতে শ্রবণা নক্ষত্রে শাবরোৎসবের সঙ্গে দেবীকে বিসর্জন করবে, জ্ঞানীব্যক্তি দশমীতে শ্রবণা নক্ষত্রে দেবীকে জলে প্রেরণ করবেন। সুবেশা কুমারী, বেশ্যা ও নর্তকদের সঙ্গে নানাবিধ ধ্বজা ও বস্ত্র উড়িয়ে খৈ ও ফুল ছড়াতে ছড়াতে ধুলি ও কাদা ছড়াতে ছড়াতে ক্রীড়া কৌতুক ও মঙ্গলাচরণের সঙ্গে ভঙ্গলিঙ্গ বাচক (গ্রাম্য) শব্দ উচ্চারণ করতে করতে ভগলিঙ্গ শব্দপূর্ণ গানের সঙ্গে এবং ভগ-লিঙ্গাদি অশ্লীল শব্দ বলতে বলতে জনগণ ক্রীড়া করবে। যে ব্যক্তি পরের দ্বারা অশ্লীল আচরণ পছন্দ না করবে, অথবা যদি পরকে অশ্লীল ব্যবহারের দ্বারা আক্ষিপ্ত না করে, তাহলে ভগবতী ক্রুদ্ধা হয়ে তাকে অভিশাপ প্রদান করেন।

শূলপাণি দুর্গোৎসব বিবেকে কালিকাপুরাণোক্ত শ্লোক উদ্ধার করে শবরোৎসব অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দিয়েছেন। স্মৃতিশাস্ত্রকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য দশমীতে শাবরোৎসব অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিয়েছেন—"সংপূজ্য প্রেষণং কুর্যাৎ দশম্যাং শাব-রোৎসবৈঃ।"[২] শোনা যায় নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সাড়ম্বরে দুর্গোৎসব সমা-পনান্তে আত্মীয়স্বজন নিয়ে শাবরোৎসব করতেন। শাবরোৎসব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন রাজাদের আমলেও প্রচলিত ছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "শারদীয় দুর্গাপূজায় বিজয়াদশমীর দিন শাবরোৎসব নামে এক প্রকার নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হইত। শবর জাতির ন্যায় কেবলমাত্র বৃক্ষপত্র পরিধান করিয়া এবং সারা গায়ে কাদা মাখিয়া ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা অশ্লীল গান গাহিত।"[৩] ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মেরুতন্ত্রের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে বামাচারী তন্ত্রসাধনার পাঁচটি শাখার অন্যতম শাবর-মার্গ।[৪] বৃহদ্ধর্মপুরাণেরও অশ্লীল সঙ্গীতের দ্বারা শাবরোৎসবের বিধান আছে—

১ কাঃ পুঃ—৬১।১৭-২০ ২ তিথিতত্ত্ব—অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্—বেণীমাধব দে প্রকাঃ—পৃঃ ৪১
৩ বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস (১৩৫৬)—পৃঃ ১৮৯ ৪ পঞ্চোপাসনা—২৮৪

"ভগলিঙ্গাভিধানৈশ্চ শৃঙ্গার বচনৈস্তথা গানং কার্য্যম্।[1] অতএব দুর্গাপূজাতেই হোক আর তন্ত্রসাধনাতেই হোক শবরাদি জাতির রীতিপ্রকরণ কিছুটা সংযুক্ত হয়েছে। আধুনিক কালে এই ধরনের অশ্লীল নৃত্যগীত দুর্গোৎসবের অঙ্গ হিসাবে অপ্রচলিত হয়ে গেছে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি শবরোৎসবকে লৌকিক বিশ্বাসজাত এবং বৈদিক যুগ থেকে আগত বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, "লোকের বিশ্বাস ছিল, নববর্ষের প্রথম দিন চক্ষু কর্ণ কিম্বা দেহ অশুচি করিলে সে বৎসর যমদূত স্পর্শ করিতে পারে না। মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণ অন্ত্যজ স্পর্শ দ্বারা দেহ অশুচি করে, পরে স্নান করে। এই বিশ্বাস অল্পকালের নয়, অন্ততঃ সাড়ে চারি সহস্র বৎসর হইতে আছে। ইহার প্রমাণ আছে। বৈদিক কালে সম্বৎসর ব্যাপী সত্রের পর এইরূপ অশ্লীল ক্রীড়া কৌতুক হইত। আমার বিশ্বাস, বৈদিক কালের সোমরস বর্তমান ভাং (সিদ্ধি)। আমরা বিজয়া দশমীতে সিদ্ধি পান করি।"[2]

যোগেশচন্দ্রের বক্তব্য যথার্থ হলে এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে অশ্লীল ক্রীড়া কৌতুক যদি শবরাদি অনার্য জাতির কাছ থেকে এসে থাকে, ত তা এসেছে বৈদিক যুগেই। বৈদিক যজ্ঞরূপা দুর্গার অর্চনায় বৈদিক যুগের উৎসব সংযুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। হয়ত বা তার সঙ্গে শবর জাতির উৎসবও সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে।

---

১ বৃহদ্ধর্মপুঃ—২২।৩৩ ২ পূজাপার্বণ—পৃঃ ৮

দশমহাবিদ্যা

শক্তিদেবতার বহুবিধ মূর্তির মধ্যে দশমহাবিদ্যা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। কোন কোন অর্বাচীন পুরাণে ও তন্ত্রে দশমহাবিদ্যার রূপ বর্ণিত হয়েছে। দশমহাবিদ্যার উদ্ভব সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় কাহিনীও আছে। দক্ষযজ্ঞে শিব-সতী নিমন্ত্রিত না হওয়া সত্ত্বেও পিতার যজ্ঞে উপস্থিত হওয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছায় পতির নিকট বাধা প্রাপ্ত হলে শিবের অনুমতি আদায়ের উদ্দেশ্যে সতী শিবকে দশটি ভয়ংকরী মূর্তি দেখিয়েছিলেন। দেবীর এই দশটি রূপ দশমহাবিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ। দশমহাবিদ্যার নাম ঃ

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতে দশমহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্তিতা॥[১]

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ সুন্দরী বগলামুখী।
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী মহাবিদ্যা দশৈব তাঃ॥[২]

বৃহদ্ধর্ম পুরাণানুসারে দক্ষালয়ে গমনের পূর্বে দেবীর তৃতীয় নয়ন থেকে বহ্নি নির্গত হোল। দেবীর রূপ পরিবর্তিত হয়ে হোল কালী বা শ্যামা। এই মূর্তি দেখে ভীত ত্রস্ত মহাদেব পলায়নপর হয়ে দেখলেন দশ দিকে দশটি মূর্তি—দশমহাবিদ্যা। দক্ষযজ্ঞে সতীর গমনের প্রাক্কালে দশমহাবিদ্যার মূর্তি পরিগ্রহের কাহিনী অবশ্যই অর্বাচীন কালের—বিষ্ণুর দশাবতার গ্রহণের কাহিনীর আদর্শে কল্পিত। হয়ত ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর দেবতা অথবা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের দেবতাকে এক শাক্ত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করার জন্যই এই কাহিনীর উদ্ভাবনা।

কালী ঃ দশমহাবিদ্যার মধ্যে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে অবস্থিতা আছেন কালী বা শ্যামা। বৃহদ্ধর্মপুরাণে শিবের সম্মুখে সতী কর্তৃক কালীমূর্তি গ্রহণের বিবরণ ঃ—

এবং শিবেক্ষ্যমানা সা ত্যক্ত্বা হৈমীং রুচিং সতী।
বভূব তৎক্ষণাদেব ধ্বান্তাঞ্জনচয়প্রভা।
লোমাঞ্চিত সমগ্রাঙ্গী পীনোন্নত পয়োধরা॥

---

১ চামুণ্ডাতন্ত্র থেকে প্রাণতোষিণী তন্ত্রে উদ্ধৃত (৫।৬)—পৃঃ ৩৭৪
২ বৃহদ্ধর্ম (মধ্য)—৬।১২

তীব্র যৌবনমদেনাগণয়ন্তী মহেশ্বরম্ ।
মুক্তকেশা বিবস্ত্রা চ বীরবাহুচতুষ্টয়ী ॥
দেহভারেণ তং শৈলং কম্পয়ন্তীব সর্বতঃ ।
এবং ভূত্বা সতী দেবী শ্যামা কমললোচনা ॥[১]

—এইরূপে তাকাতে তাকাতে সেই শিবা সতী সোনার বর্ণ ত্যাগ করে তখনই অন্ধকার এবং কজ্জলের সদৃশ বর্ণ ধারণ করলেন। তাঁর সমস্ত দেহ হয়েছিল রোমাঞ্চিত। তিনি পীনোন্নত পয়োধরা, তীব্র যৌবনমদে মহেশ্বরকে অগ্রাহ্য করতঃ মুক্তকেশা, বিবস্ত্রা ও বীরত্বব্যঞ্জক বাহুচতুষ্টয়যুক্তা, দেহভারের দ্বারা পর্বতকেই যেন কম্পিত করে সতী দেবী পদ্মলোচনা শ্যামা হয়েছিলেন।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর লিখেছেন—

ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ংকর বেশ ॥
মুক্তকেশী মেঘবরণা দন্তুরা।
শবারূঢ়া করকাঞ্চী শবকর্ণপূরা ॥
গলিত রুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে
গলিত রুধির মুণ্ড বাম করতলে ॥
আর বাম করেতে কৃপাণ খরসান।
দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বরদান ॥
লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে
ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাটবিলাসে ॥[২]

কালীর আবির্ভাবের বৈচিত্র্যময় কাহিনী পুরাণতন্ত্রে বর্তমান। শিবের বক্ষঃস্থলে দণ্ডায়মানা কালীর যে মূর্তি পূজিতা হতে দেখা যায়, বৃহদ্ধর্মপুরাণের বর্ণনায় অথবা ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় তার পূর্ণরূপ পাই না। উক্ত বর্ণনায় কালীর পদতলে শিব বা শব—কিছুরই অস্তিত্ব নেই। মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডী কাহিনীতে যে দুবার কালীর আবির্ভাব বর্ণনা করা হয়েছে, তার কোনটিতেই কালীর সঙ্গে শিবের সম্পর্ক নেই,—শবের ত নয়ই। শুম্ভনিশুম্ভের সেনাপতি চণ্ড-মুণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধকালে দেবীর কোপ-কলুষিত ভ্রূকুটিকুটিল মুখ থেকে বিনির্গতা হলেন অতি ভয়ংকরী কালী।

ভ্রূকুটীকুটিলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতম্ ।
কালীকরালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী ॥
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা ।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা ॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা ॥[৩]

---

১ বৃহদ্ধর্মঃ, মধ্য—৬ ২ অন্নদামঙ্গল ৩ মার্কপুঃ—৮৭।৬-৮

—তাঁর ভ্রূকুটিকুটিল ললাট থেকে দ্রুত নির্গত হলেন করালবদনা, খট্বাঙ্গ ধারিণী (লৌহময় যষ্টিধারিণী), নরমালাভূষিতা—ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, শুষ্ক যাঁর দেহের মাংস, অতি ভয়ংকরী—বিশাল বিস্তৃত মুখসম্বিতা—লক্‌লকে জিহ্বার দ্বারা ভীষণা, কোটরগতচক্ষুবিশিষ্টা কালী—গর্জনের দ্বারা সমস্ত দিক পূর্ণ করতে করতে আবির্ভূতা হলেন।

এই বর্ণনাতে দেবী কালী নগ্নাও নন, শিব বা শবারূঢ়াও নন। উপরন্তু তিনি নির্মাংসা, কোটরগত চক্ষু। তন্ত্রসারে কালীর যে ধ্যানমন্ত্রগুলি উদ্ধৃত হয়েছে, তন্মধ্যে কালীতন্ত্রোক্ত মন্ত্রটি সর্বাপেক্ষা প্রচলিত। এই মন্ত্রে দেবী চতুর্ভুজা, মুক্তকেশী, করালবদনা, ঘনমেঘতুল্য শ্যামবর্ণা, মুণ্ডমালাভূষিতা, দিগম্বরী, সদ্যছিন্ন মুণ্ড ও খড়্গ দুই বামহস্তে, দুই দক্ষিণ হস্তে অভয় ও বরদমুদ্রা, মুণ্ডমালা নির্গত রক্তে দেহ রঞ্জিত,দুই শব দুই কর্ণের কুণ্ডল, শবদেহের ছিন্ন হস্তদ্বারা নির্মিত কটি দেশের মেখলা, দুই কস দিয়ে ঝরছে রক্ত, মুখে হাসি, প্রভাতসূর্যের মত রক্তবর্ণ তিন চক্ষু, উঁচু দাঁত, শবরূপী মহাদেবের হৃদয়ে দণ্ডায়মানা মহাকালের সঙ্গে বিপরীত বিহারে রতা।[১]

এই দেবীর নাম দক্ষিণাকালী। সাধারণতঃ এই ধ্যানেই দেবীর পূজা হয়। কিন্তু কালীর মূর্তিতে কর্ণে শব কুণ্ডল ও মহাকালের সঙ্গে বিপরীত বিহাররতা দেখা যায় না। নবদ্বীপের শক্তিরাসে কোন কোন স্থানে শবরূপী শায়িত শিবের উপরে উত্তানভাবে শায়িত মহাকালের সঙ্গে কালীকে বিপরীতবিহারে রতা অবস্থায় নির্মাণ করা হয়। স্থানীয় লোকেরা এই মূর্তিকে শবশিবা বলে। স্বতন্ত্রতন্ত্রোক্ত তন্ত্রসারে উদ্ধৃত দ্বিতীয় ধ্যানমন্ত্রে দেবী ঘোরদংষ্ট্রা, শিবের সঙ্গে বিপরীত রতিতে আসক্তা, নাগযজ্ঞোপবীতিনী, অর্ধচন্দ্রশেখরা, মদ্যপানে মত্তা, শ্মশানাগ্নির মধ্যে অবস্থিতা, সূর্য, চন্দ্র, ও অগ্নিময় তিন নেত্র শোভিতা। দেবীর অন্যান্য বিবরণ পূর্ববৎ।[২]

সিদ্ধেশ্বর তন্ত্র থেকে তন্ত্রসারে উদ্ধৃত ধ্যানমন্ত্রটিতে কালী শবারূঢ়া, হাতে নর-কপাল ও কর্তৃকা, অপর দুই হাতে বর ও অভয় মুদ্রা, দেবী মুহুর্মুহু রক্তপানে নিরতা।

শবারূঢ়াং মহীভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্তৃকাকরাম্।
মুক্তকেশীং ললজ্জিহবাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ।
চতুর্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ॥[৩]

তন্ত্রসারে চামুণ্ডাতন্ত্রোক্ত কালী মূর্তির বিবরণে চন্দ্রমণ্ডল থেকে নির্গত খড়্গ দ্বারা নির্গলিত সুধার ধারায় দেবীর সর্বাঙ্গ সিঞ্চিত, তিনি ত্রিনেত্রা, বামহস্তে স্থিত

---

১ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ৪৭৯ ২ তদেব– পৃঃ ৪৮০-৮১
৩ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী) পৃঃ ৪৯০

নরকপাল থেকে নির্গলিত রক্তধারা পানে নিরতা, মুক্তকেশী, দিগম্বরী, কটিতে কাঞ্চী, মস্তকে মণি মুকুট, প্রজ্জ্বলিত জিহ্বাবিশিষ্টা, নীলপদ্মের বর্ণবিশিষ্টা, আলীঢ় পদা। চন্দ্র ও সূর্য তাঁর দুই কর্ণের কুণ্ডল।[১]

বিশ্বসার তন্ত্র থেকে তন্ত্রসারে উদ্ধৃত ধ্যানমন্ত্রে দেবী চতুর্ভুজা, কৃষ্ণবর্ণা, মুণ্ডমালাভূষিতা। তাঁর দক্ষিণহস্তদ্বয়ে খড়্গ ও নীলপদ্ম, বামহস্তদ্বয়ে কর্তরি ও খর্পর, মাথার একটি জটা গগণ স্পর্শ করছে, মাথায় ও গ্রীবায় মুণ্ডমালা, বক্ষে নাগহার, কটিদেশে ব্যাঘ্র চর্ম যুক্ত কৃষ্ণবস্ত্র, চক্ষু রক্তবর্ণ, বামপদ শিবের উপরে ও দক্ষিণ পদ সিংহের উপরে স্থাপিত, অট্টহাস্য ও ঘোর গর্জনকারিণী। দেবী স্বয়ং শব লেহন করছেন।[২]

অদ্ভূত রামায়ণে সীতাদেবী শতস্কন্ধ রাবণবধকালে কালীমূর্তি ধারণ করেছিলেন। শতস্কন্ধ রাবণবধের পরে রামচন্দ্রের দৃষ্টিতে কালীরূপিণী সীতা—

চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং খড়্গখর্পরধারিণীম্।
শবরূপমহাদেব হৃৎসংস্থাঞ্চ দিগম্বরীম্॥
পিবন্তীং রুধিরং ভীমাং কোটরাক্ষীং সুচতুরাম্।
জগদ্গ্রাসে কৃতোৎসাহাং মুণ্ডমালাতিভূষণাম্॥[৩]

কালী এখানে চতুর্ভুজা, লোলজিহ্বা, শবরূপী মহাদেবের হৃদয়ে দণ্ডায়মানা, নগ্না, রক্তপানে রতা, কোটরে প্রবিষ্ট চক্ষু, মুণ্ডমালাভূষিতা, জগৎগ্রাসে উদ্যতা।

শেষ দুটি বিবরণে মহাকালের সঙ্গে রতিক্রীড়া ও কর্ণে শবের কুণ্ডল অনুল্লিখিত। পরন্তু দেবী রক্তপানে নিরতা। শবারূঢ়া বা শবরূপী শিববক্ষে দণ্ডায়মানা অথবা শিবেরই ভিন্ন নাম বা মূর্তি মহাকালের সঙ্গে বিপরীতবিহারে রতা কালীমূর্তির পরিকল্পনা অবশ্যই পরবর্তী কালের। কালীমূর্তির বৈচিত্র্যও দেখা যায়। নবদ্বীপে পোড়ামাতলায় শিবের বক্ষে উপবিষ্টা কালী ভবতারিণী নামে পরিচিতা।

পার্বতী কালী ঃ কিন্তু অধিকাংশ পুরাণে হিমালয়দুহিতা মেনাগর্ভসম্ভূতা উমা পার্বতীর নামই কালী। দেবী কৃষ্ণবর্ণ নিয়েই জন্মেছিলেন, তাই তাঁর নাম হয়েছিল কালী।

তাস্তু নীলোৎপলদলশ্যামাং হিমবতঃ সুতান্।
কালীতি নাম্না হিমবানাজুহাব কৃতে দিনে॥
বান্ধবৈস্তু সমস্তৈস্তন্নাম্না সা পার্বতী।
কালীতি চ তথা নাম্না কীর্তিতা গিরিনন্দিনী॥[৪]

—জন্মদিনে নীলপদ্মসদৃশ শ্যামবর্ণা কন্যার নাম হিমবান রাখলেন কালী,

---

১ তন্ত্রসার বঙ্গবাসী—পৃঃ ৪৯২ ২ তন্ত্রসার বঙ্গবাসী—পৃঃ ৪৯৪
৩ অদ্ভুতরামা—২৫।৩০-৩১ ৪ কাঃ পুঃ—৪১।৪৭-৪৮

বান্ধবগণ পার্বতী নামে এবং কালী নামে অভিহিতা করায় গিরিনন্দিনী এই দুই নামেই খ্যাতা হলেন।

কূর্মপুরাণে নীলপদ্মবর্ণা দেবী ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই হিমালয়কে দেখিয়েছিলেন বিশ্বরূপ। হিমবান বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত হলে পিতার অনুরোধে দেবী নিজরূপ ধারণ করলেন। সেই সময়ে দেবীর বর্ণনা—

নীলোৎপলদলপ্রখ্যং নীলোৎপলসুগন্ধি চ।
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং সৌম্যং নীলালকবিভূষিতম্ ॥[১]

—নীলপদ্মের বর্ণ, নীলপদ্মের গন্ধবিশিষ্টা, দ্বিনেত্রা, দ্বিভুজা, সৌম্য দেহ, নীলকেশ শোভিত।

বরাহপুরাণে দক্ষসুতা অগ্নিতে দেহত্যাগ করে জন্মান্তরে গিরিরাজকন্যারূপে উমা এবং কৃষ্ণা নামে পরিচিতা হয়েছিলেন—

স্বশরীরাগ্নিনা দগ্ধা ততঃ শৈলসুতাভবৎ।
উমা নামেতি মহতী কৃষ্ণা চেত্যভিধানতঃ ॥[২]

এখানে অগ্নিদগ্ধ হওয়ার জন্যই দেবীর বর্ণ কাল হয়েছিল এরূপ ইঙ্গিত আছে মনে হয়। কৃষ্ণা ও কালী সমার্থক। সৌরপুরাণে বলা হয়েছে যে দক্ষবালা দেহত্যাগ করে হিমালয়কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করার পর তাঁর নাম হবে কালী—

ত্যক্ত্বা দাক্ষং শরীরঞ্চ বভূবাচলকন্যকা।
নাম্না কালীতি বিখ্যাতা বিশ্বরূপা মহেশ্বরী ॥[৩]

বামনপুরাণে মেনার তিন কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠা কালী—নীল অঞ্জনের বর্ণবিশিষ্টা—

নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যা নীলেন্দীবরলোচনা।
রূপেণানুপমা কালী জঘন্যা মেনকাসুতা ॥[৪]

কালীবিলাসতন্ত্রে গৌরীদেহ থেকে কৃষ্ণাঙ্গী কালিকার জন্ম হয়েছিল—

গৌরীদেহাৎ সমাসন্না কৃষ্ণাঙ্গী কালিকা পরা।

পর্বতনন্দিনীর কৃষ্ণবর্ণ হওয়া সম্পর্কে পুরাণে একটি মনোজ্ঞ উপাখ্যান আছে: তারকাসুরবধের নিমিত্ত শিববীর্যে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের জন্ম প্রয়োজন হয়েছিল। শিবতেজ ধারণের একমাত্র ক্ষমতা আছে মহাশক্তির।

কিন্তু কঠোর তপস্যার দ্বারা অমিত শক্তি অর্জন করতে না পারলে মহা-শক্তিধর কার্তিকেয়ের জন্মের বীজ গর্ভে ধারণ করা মহাশক্তির পক্ষেও সম্ভব নয়। তাই বিধাতা পূর্ব থেকেই আয়োজন করে রাখলেন। ভবিষ্যতে হরপার্বতী পরিণয়ের পরে মহাশক্তিরূপিণী মহাদেবীর গাত্রবর্ণ নিয়ে কোন সময়ে মহাদেব পরিহাস করবেন। সেই পরিহাসে কুপিতা হয়ে দেবী গাত্রবর্ণ পরিবর্তনের মানসে

---

১ কূর্ম পুঃ পূর্বভাগ—১২।১৯৮ ২ বরাহ—২২।৫
৩ সৌরপুঃ—৫৩।১৫-১৬ ৪ বামন—৫১।৪ ৫ কাঃ বিঃ তঃ—২৩।৬

তপস্যায় নিমগ্ন হবেন। সুতরাং ব্রহ্মা রাত্রিদেবীকে, আদেশ করলেন মেনাগর্ভে পর্বতনন্দিনীর গাত্রবর্ণকে স্বীয় কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করতে—

গর্ভস্থমেব তন্মাতুঃ স্বেনরূপেণ রঞ্জণ।[১]

* * *

গর্ভস্থানেহথ তাং মাতঃ স্বেন রূপেণ রঞ্জয়।
ততো রহসি শর্বস্তাং বিভ্রদানন্দপূর্বকম্॥
হাসয়িষ্যতি কালীতি ততঃ সা কুপিতা সতী।
প্রযাস্যসি তপঃ কর্তুং ততঃ সা তপসা যুতা॥
জনয়িষ্যতি যং শর্বাদিন্দুবজ্জ্যোতি মণ্ডলম্।
স ভবিষ্যতি হন্তা বৈ সুরারীণাং ন সংশয়ঃ॥[২]

—হে মাতঃ রাত্রি, গর্ভস্থিতা পার্বতীকে নিজের বর্ণ দিয়ে রঞ্জিত কর। তারপর মহাদেব তাঁকে নির্জনে পেয়ে আনন্দে কালী বলে উপহাস করবেন। তখন সেই সতী কুপিতা হয়ে তপস্যা করতে যাবেন। তিনি মহাদেবের ঔরসে চন্দ্রতুল্য জ্যোতির্মণ্ডলের জন্ম দেবেন। তিনিই হবেন দানবদের হন্তা, এতে সন্দেহ নেই।

পরে কালী তপস্যা দ্বারা গাত্রবর্ণ পরিবর্তিত করে হলেন গৌরাঙ্গী—গৌরী। এ বিষয়ে বিভিন্ন পুরাণে বৈচিত্র্যময় উপাখ্যান পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ পুরাণেই হরপার্বতী পরিণয়ের পরে কোন সময়ে পত্নীর গাত্রবর্ণের প্রতি ইঙ্গিত করে মহাদেব উপহাস বা ভৎর্সনা করলে কালী কুপিতা হয়ে গাত্রবর্ণ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। পদ্মপুরাণে শিব পরিহাস করে বলেছিলেন—

শরীরে মম তন্বঙ্গি সিতে ভাস্যসিতদ্যুতিঃ।
ভুজঙ্গবাসিতা শুভ্রে সংশ্লিষ্টা চন্দনে তরৌ॥[৩]

—হে তন্বী, আমার শুভ্র শরীরে আলিঙ্গিত তোমার কৃষ্ণবর্ণ দেহ শুভ্র চন্দন-বৃক্ষে লগ্না কৃষ্ণসর্পিণীর মত শোভা পাচ্ছে।

দেবী কালী ত শিবের পরিহাসে হলেন ক্রুদ্ধ, তিনি নিমগ্না হলেন কঠোর তপস্যায়। ব্রহ্মা কালীর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বর দিলেন গৌরাঙ্গী হবার, দেবী তাঁর নীলোৎপলতুল্য কৃষ্ণত্বক্ পরিত্যাগ করে হলেন গৌরী,—কৃষ্ণত্বক্ থেকে জন্ম নিলেন একানংশা বা কৌশিকী। ইনি দেবীদত্ত বাহন সিংহকে নিয়ে চলে গেলেন বিন্ধ্যপর্বতে।

স্কন্দপুরাণ মতে কালীর কৃষ্ণরূপের অংশ থেকে জাতা দেবী উমা বা একানংশা নামে পরিচিতা।

রূপাংশেন চ সংযুক্তা ত্বমুমাখ্যা ভবিষ্যসি।
একানংশেতি লোকস্তাং বরদে পূজয়িষ্যতি॥[৪]

---

১ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৪১৬২৫ ২ স্কন্দ, আবন্ত্যখণ্ড—১৮।১৮-২০
৩ পদ্ম, সৃষ্টিখণ্ড—৪৪।১ ৪ স্কন্দ, আবন্ত্য—১৮।২৪-২৫

স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে (১৮ অঃ) একই কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। কালিকাপুরাণের আখ্যানে শিব কৈলাশে উর্বশী প্রভৃতি অপ্‌সরাগণের সম্মুখে পার্বতী-কালীকে বলেছিলেন, দলিত-অঞ্জনতুল্য শ্যামবর্ণা কালি, তুমি উর্বশী প্রভৃতিদের সঙ্গে আলাপ কর—

কালি ভিন্নাঞ্জনশ্যামে উর্বশ্যাদ্যপ্‌সরগণৈঃ।
ত্বয়েহ স্ত্রীস্বভাবেন সংলাপঃ ক্রিয়তামিতি ॥[১]

এই অপমানজনক কথা শুনে কালী ক্রুদ্ধা হয়ে মহাকৌশী প্রপাত নামক হিমালয়ের সানুদেশে তপস্যায় রতা হলেন। তপস্যায় প্রীত হয়ে মহাদেবই এলেন কালীকে বর দিতে। কালী প্রার্থনা করলেন স্বর্ণতুল্য গৌর বরণ— জাম্বুনদাভগৌরো মে দেহো ভবতু সাম্প্রতম্।[২] মহাদেব কালীকে আকাশ গঙ্গায় স্নান করিয়ে গৌরাঙ্গী করে তুললেন—

এবমুক্তো মহাদেবঃ পার্বত্যা পার্বতীং ততঃ।
আকাশগঙ্গাতোয়ৌঘে মজ্জয়ামাস ভামিনীম্ ॥

* * *

সা নিমজ্য সমুত্তীর্ণা বিদ্যুদ্‌গৌরী ব্যজায়ত।[৩]

পদ্মপুরাণ, বামনপুরাণ ও মৎস্যপুরাণে পার্বতীকে বর দিয়েছিলেন ব্রহ্মা। বামনপুরাণে রমণকালে মহাদেব কালীকে উপহাস করেছিলেন কালী বলে—

রমতঃ সহ পার্বত্যা ধর্মাপেক্ষী জগৎপতিঃ।
ততঃ কদাচিৎ কালীত্যুক্তা ভবেন হি ॥[৪]

তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে ব্রহ্মার বরে কালী হলেন কাঞ্চনবরণী॥ তখন দেবী কৃষ্ণবর্ণ কোষ পরিত্যাগ করলেন। সেই কোষ থেকে জন্ম নিলেন কাত্যায়নী, এই দেবীর নামই কৌশিকী।

কোশং কৃষ্ণং পরিত্যজ্য পদ্মকিঞ্জল্কসন্নিভা।
তস্মাৎ কোশাচ্চ সা জাতা ভূয়ঃ কাত্যায়নী মুনে ॥[৫]

ইন্দ্র কৌশিকীকে বিন্ধ্যপর্বতে বাসের ব্যবস্থা করলেন এবং উপহার দিলেন বাহন সিংহ। এই কৌশিকী দেবীই মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন।[৬]

শিবপুরানের (বায়বীয় সংহিতা, পূর্বভাগ) বৃত্তান্ত ঈষৎ ভিন্ন প্রকার। এই উপাখ্যানে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ প্রসংগে কালীর গৌরীত্ব অর্জনের কাহিনী কথিত হয়েছে। শুম্ভ নিশুম্ভ ব্রহ্মার কাছ থেকে বর চেয়ে নিয়েছিল যে ব্রহ্মার অংশ থেকে জাত-অযোনিজা অম্বিকার অংশস্বরূপা পুরুষসংস্পর্শবর্জিতা কন্যার প্রতি

---

১ কাং পুঃ—৪৫।৫৫ ২ কাঃ পুঃ— ৪৫।১০৬ ৩ কাঃ পুঃ—৪৫।১০৭-১০৮
৪ বামনপুঃ -- ৫৪।৬ ৫ বামনপুঃ— ৫৪।২৩-২৪ ৬ বামনপুঃ— ৫৫ অঃ
৭ শিব বায়ু, পূর্বখণ্ড - ২১।৩১

অনুরক্ত হলে তাদের মৃত্যু হবে, নচেৎ নয়। দৈত্যদ্বয়ের অত্যাচারে দেবগণ নির্জিত হলে ব্রহ্মার অনুরোধে দেবাদিদেব ভগবান নীললোহিত পত্নীকে কালী বলে পরিহাস করলেন।

এমনভ্যর্থিতো ধাত্রা ভগবান্ নীললোহিতঃ।
কালীত্যাহ রহস্যম্বাং নিন্দয়ন্নিব সস্মিতঃ॥

দেবী এই পরিহাসে ক্রুদ্ধ হয়ে স্বামীকে বললেন, এই গাত্রবর্ণে যদি তোমার প্রীতি না থাকে, তবে তুমি এতদিন সহ্য করেছো কি করে? যাতে তোমার অরুচি সেই আমাতে তুমি কেমন করে আনন্দ পাচ্ছ? হে জগদীশ্বর! এ ত তোমার পক্ষে উচিত হচ্ছে না ···সুতরাং হয় আমি গৌরবর্ণ অর্জন করবো, নয়ত আমি আর থাকবো না।

ঈদৃশে মম বর্ণেঽস্মিন্ ন রতির্ভবতোঽস্তি চেৎ।
এতাবন্তং চিরং কালং কথমেষা নিয়ম্যতে॥
অরুচ্যা বর্তমানোঽপি কথঞ্চ রমসে ময়া।
ন হ্যশক্যং জগত্যস্মিন্নীশ্বরস্য তব প্রভো॥

* * *

তস্মাদ্ বর্ণমিমং ত্যক্ত্বা ত্বয়া রহসি নিন্দিতম্।
বর্ণান্তরং ভজিষ্যে বা ন ভবিষ্যামি বা স্বয়ম্।[১]

শিব তখন স্বয়ং পত্নী কালীকে গৌরবর্ণ দান করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু দেবী তপশ্চর্যার দ্বারা ব্রহ্মার কাছ থেকে গৌরীত্ব অর্জনে স্থির সংকল্প নিলেন। ব্রহ্মা দেবীর নিকট প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপন করলেন। দেবী তখন ত্বক্‌কোশ পরিত্যাগ করে গৌরী হলেন। কোশ থেকে জন্মগ্রহণ করলেন কৃষ্ণবর্ণা কন্যা—কৌশিকী কালী।

ব্রহ্মণাভ্যর্থিতা চৈবং দেবী গিরিবরাত্মজা॥
ত্বক্‌কোশং সহসোৎসৃজ্য গৌরী সা সমজায়ত।
সা ত্বক্‌কোশাত্মনোৎসৃষ্টা কৌশিকী নাম নামতঃ।
কালী কালাম্বুদপ্রখ্যা কন্যকা সমপদ্যত॥[২]

এই দেবী কৌশিকী অষ্টভুজা—ত্রিশূল, শঙ্খ, চক্র প্রভৃতি অষ্ট আয়ুধধারিণী সৌম্যা এবং ভয়ংকরী, ত্রিনেত্রা ও চন্দ্রশেখরা। এই দেবীই শুম্ভ নিশুম্ভহন্ত্রী। ব্রহ্মা এঁকে প্রদান করলেন বাহন সিংহ, এবং বাসস্থান নির্দেশ করলেন বিন্ধ্যপর্বতে।

শিবপুরাণের ধর্মসংহিতাতেও (১০ম অঃ) কালী তপঃপ্রভাবে গৌরবর্ণ অর্জন করেছিলেন কৃষ্ণত্বক্ পরিত্যাগ করে। বামনপুরাণের উপাখ্যান কতকটা মার্কণ্ডেয়পুরাণের চণ্ডী উপখ্যানের সমধর্মী। ইন্দ্র কর্তৃক নমুচি নিহত হওয়ার পর নমুচির দুই ভ্রাতা শুম্ভ ও নিশুম্ভ ত্রিলোক অধিকার করার পরে শুম্ভ ও নিশুম্ভের সেনানী ধূম্রলোচন ধ্বংস হলে চণ্ড ও মুণ্ডকে যুদ্ধে সমাগত দেখে ক্রুদ্ধা দেবীর ভ্রূকুটিকুটিল বদন থেকে কালীর আবির্ভাব হয়েছিল—

---

১ শিব মহা; পূর্বভাগ—২১।৩৩-৩৫, ৩৮ ২ তদেব—২১।৯৫-৯৬

ভৃকুটীকুটিলাদ্দেব্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতম্।
কালীকরালবদনা নিঃসৃতা যোগিনী শুভা॥
খট্বাঙ্গমাদায় করেণ রৌদ্রমসিঞ্চ কালোগ্রমকোশমুগ্রং
সংশুষ্কগাত্রী রুধিরপ্লুতাঙ্গী নরেন্দ্রমূর্ধ্নাংস্রজমুদ্বহন্তী॥[১]

—তখন ভ্রূকুটিকুটিল দেবীর ললাটফলক থেকে করালবদনা মঙ্গলময়ী যোগিনী কালী নির্গতা হলেন। তাঁর হাতে ভয়ংকর খট্বাঙ্গ, মৃত্যুর মত ভয়ংকর কোশ-মুক্ত অসি, মাংসহীন রক্তমাখা দেহ—নরমুণ্ডমালা ভূষিতা।

বামনপুরাণের মত কালিকাপুরাণেও কালীর আবির্ভাব সম্পর্কে দুই রকমের কাহিনী বিদ্যমান। একপ্রকার কাহিনীতে কালীর গাত্রবর্ণের প্রতি ইঙ্গিত করে শিব উপহাস করার ফলে দেবী গাত্রবর্ণ পরিত্যাগ করে কৌশিকীর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন।

আর একটি উপাখ্যানে মাতঙ্গাশ্রমে দেবগণ শুম্ভ-নিশুম্ভবধের উদ্দেশ্যে দেবীর স্তব করতে থাকায় মাতঙ্গীর দেহকোশ থেকে কালিকার আবির্ভাব হোল। কালিকা হিমাচল আশ্রয় করলেন, তাঁরই নাম হোল উগ্রতারা।

বিনিঃসৃতায়াং দেব্যাস্তু মাতঙ্গ্যাঃ কায়কোশতঃ।
ভিন্নাঞ্জননিভা কৃষ্ণা সাভূদ্ গৌরী ক্ষণাদপি॥
কালিকাখ্যাভবৎ সাপি হিমাচলকৃতাশ্রয়া।
তামুগ্রতারামৃষয়ো বদন্তীহ মনীষিণঃ॥[২]

কালীবিলাসতন্ত্রে আবার কৃষ্ণমাতা কালিকা গৌরীদেহ থেকেই উৎপন্না হয়েছিলেন—গৌরীদেহাৎ সমাসন্না কৃষ্ণাঙ্গী কালিকাপরা।[৩] সৌরপুরাণে কালী স্বেচ্ছায় শিবকে পতিরূপে লাভ করার জন্য পিতার অনুমতি নিয়ে তপস্যায় নিরতা হয়েছিলেন—

শিবং ভর্তারমিচ্ছন্তী তস্মিন্ গিরিবরোত্তমে।
তপস্তপ্তুং গতা কালী শিবা পিত্রোরনুজ্ঞয়া॥[৪]

এই কাহিনীগুলিতে দেবতেজঃসম্ভূতা চণ্ডী মহিষমর্দিনী, পর্বতনন্দিনী পার্বতী উমা, কালী ও কৌশিকী-বিন্ধ্যবাসিনীর সমীকরণ হয়েছে। চণ্ডীর কোষজাতা কালী আর পার্বতীর কোষজাতা কৌষিকী পার্বতী চণ্ডীর মত একত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। কালী, পার্বতী, চণ্ডী, উমা প্রভৃতি পৃথকরূপে জাতা হয়েও এক দেবসত্তায় মিশে গেছেন। একই মহাশক্তির বহুধা প্রকাশ পার্বতী, কালী, চণ্ডী, মাতঙ্গী, গৌরী, কৌষিকী—এই তত্ত্বই বৈচিত্র্যময় কাহিনীগুলির প্রতি-পাদ্য।

কালীর স্বরূপ : কালী ও তেজোরূপা চণ্ডী যে অভিন্না এই সত্য প্রতি-পাদিত হয় মণ্ডুকোপনিষদের একটি মন্ত্রে। অগ্নির সপ্ত জিহ্বার উল্লেখ ঋগ্বেদ

১ বামন—৫৫।৫৪-৫৫ ২ কাঃ পুঃ—৬২।৫৭-৫৮ ৩ কাঃ বিঃ তঃ—২৩।৬
৪ সৌর—৫৩।১৯

থেকে আরম্ভ করে সর্বত্র পাই। মণ্ডুকোপনিষদে এই সাতটি জিহ্বার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কালী এই সপ্ত জিহ্বার অন্যতমা। অগ্নির সাতটি জিহ্বা—

কালী করালী মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ॥

মহানির্বাণতন্ত্রেও (৯।২৫) অগ্নির সপ্ত জিহ্বার উল্লেখ পাই। কালী, করালী, সুধূম্রবর্ণা ও লেলায়মানা নামগুলি কালীমূর্তিতেই সম্মিলিত হয়েছে। সুধূম্রবর্ণা ধূমাবতীতেও পরিণত হওয়া সম্ভব। গোভীলীয় গৃহ্যসূত্রের পরিশিষ্টে অগ্নির বহু বিচিত্র নামের সঙ্গে উক্ত সপ্তজিহ্বার নামগুলিও লভ্য। সারদা তিলকে অগ্নির সপ্ত মূর্তির অন্যতম সপ্তজিহ্ব।[১] অগ্নির নয়টি শক্তিরও উল্লেখ আছে—

পীতা শ্বেতাঽরুণা কৃষ্ণা ধূম্রা তীব্রা স্ফুলিঙ্গিনী।
রুচিরা জ্বালিনী প্রোক্তা কৃশানোর্ণব শক্তয়ঃ॥[২]

অগ্নির এই শক্তিগুলিই ত শক্তিদেবতার বিভিন্ন রূপ। কৃষ্ণাই কালী, ধূম্রা ধূমাবতী। অগ্নি সপ্তার্চি অর্থাৎ সপ্ত শিখাবিশিষ্ট। সপ্ত সংখ্যাটি ভারতীয় ঋষিদের অত্যন্ত প্রিয়। সপ্ত সিন্ধু, সপ্তসাগর, সপ্ত-ঋষি, সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা, সপ্ত ভুবন, সপ্ত পাতাল প্রভৃতি স্মর্তব্য। অগ্নির বহুতর শিখা এবং বহুতর শক্তি সপ্তজিহ্বা নামে পরিচিত হয়েছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে কালী অগ্নিরই জিহ্বা—যা জিহ্বা ভবতঃ কালী কালনিষ্ঠা করী প্রভো।[৩] অগ্নি ও কৃষ্ণবর্ণ পিঙ্গাক্ষ, লোহিত গ্রীব।[৪] এখানে কালী, করালী, সধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী প্রভৃতি অগ্নির সপ্তজিহ্বার কাছে পাপ ও ঐহিক ভয় থেকে রক্ষা প্রার্থনা করা হয়েছে।[৫]

অনেকে মনে করেন যে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের রাত্রিসূক্ত (১০।১২৭) এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থের কৃষ্ণবর্ণা নিঋ্‌তির সমন্বয়ে কালীমূর্তি কল্পিত। ঋগ্বেদের রাত্রি সূক্ত রাত্রিরই প্রতিরূপ বর্ণনা। বর্ণনাটি নিম্নরূপ : রাত্রিদেবী আগমনপূর্বক চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি নক্ষত্র সমূহের দ্বারা অশেষ প্রকার শোভা সম্পাদন করিয়াছেন।

দেবরূপিণী রাত্রিদেবী দীপ্তিবিস্তার লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা নীচে থাকেন, কি যাঁহারা উর্ধ্বে থাকেন, সকলকেই তিনি আচ্ছন্ন করিলেন। তিনি আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে নষ্ট করিয়াছেন। রাত্রিদেবী উষাকে আপন ভগিনীর ন্যায় পরিগ্রহ করিলেন, তিনি অন্ধকার দূরীভূত করিলেন। পক্ষীরা যেমন বৃক্ষে বাস গ্রহণ করে, তদ্রূপ যাঁহার আগমনে আমরা শয়ন করিয়াছি, সেই রাত্রি আমাদিগের শুভকরী হউন। হে রাত্রি! বৃকীকে ও বৃককে আমাদিগের নিকট হইতে দূর হইতে দূরে লইয়া যাও, চৌরকে দূরে লইয়া যাও। আমাদিগের পক্ষে বিশিষ্টরূপে শুভকরী হও। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার স্পষ্ট লক্ষ্য হইয়া দেখা দিয়াছে,

১ সাঃ তিঃ—২১।৪৭ ২ সাঃ তিঃ—২২।২০২, প্রপঞ্চসার—১৩।৩০
৩ মার্কণ্ডেয় পুঃ—৯৯ অঃ ৪ তত্রৈব ৫ তদেব

আমার নিকট পর্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে। হে উষা দেবী! আমার ঋণকে যেমন পরিশোধপূর্বক নষ্ট কর, তদ্রূপ অন্ধকারকে নষ্ট কর। হে অন্ধকারের কন্যা রাত্রি! তুমি যাইতেছ, তোমাকে গাভীর ন্যায় এই সমস্ত স্তব অর্পণ করিলাম, তুমি গ্রহণ কর।[১]

রাত্রি দেবীর এই বর্ণনার সঙ্গে কালীর আকৃতিপ্রকৃতির কোন সাদৃশ্য নেই। তথাপি চণ্ডীপাঠের পূর্বে রাত্রিদেবীর সঙ্গে চণ্ডীর অভিন্নতাবোধে রাত্রিসূক্ত পাঠের রীতি প্রচলিত। ধ্বংসের দেবতা মহাকালী রাত্রির মত কৃষ্ণবর্ণা, কালীর মতই রাত্রিদেবী অশিবনাশিনী। পুরাণানুসারে নিশাদেবী মেনাগর্ভে পার্বতীর গাত্রত্বক্ কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করেছিলেন। চণ্ডীতে দেবীকে কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রি বলে স্তুতি করা হয়েছে—কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা।[২] টীকাকার গোপাল চক্রবর্তীর মতে কালরাত্রির অর্থ মরণরূপা রাত্রি, মহারাত্রির অর্থ ব্রহ্মার রাত্রি, মোহরাত্রির অর্থ বুদ্ধির মোহকারী শক্তি, সেই শক্তি রাত্রিরূপা। সুতরাং রাত্রি শব্দ এখানে ধ্বংসাত্মিকা শক্তির রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। রাত্রিদেবীই যে কালীতে রূপান্তরিতা হয়েছেন এমন কোন ইঙ্গিত রাত্রিসূক্তে পাওয়া যায় না। রাত্রির সঙ্গে কালীর সংযোগ অবশ্য অস্বীকার্য নয়। কারণ রাত্রিই গৌরীকে কালী করেছিলেন, আবার কালো কোষ ত্যাগ করে কালী গৌরী হয়েছিলেন। দেবতেজঃসম্ভবা চণ্ডী, দিব্য সরস্বতী আর আকাশগঙ্গা একই দেবতা—সূর্যাগ্নির তেজসাত্মিকা মহাশক্তি। মাতৃগর্ভস্থিতা গৌরীকে রাত্রি দেবীর দ্বারা কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করা আর গৌরীর কৃষ্ণত্বক পরিত্যাগ করে গৌরবর্ণ লাভ করার কাহিনী অবশ্যই রূপক কাহিনী। নিশাভাগে স্বর্ণাভ সূর্যজ্যোতি নিশাদেবীর প্রভাবে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হয়, আর নিশাবসানে সূর্যের সর্বময় তেজ কৃষ্ণত্বক ত্যাগ করে লাভ করে সোনার মত গাত্রবর্ণ। সারারাত্রির তপস্যার ফলেই ত মহাশক্তির গৌরাঙ্গ অর্জিত হয়। এ বিষয়ে স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডের কাহিনীটি ইঙ্গিতময়। সূর্যরূপী রুদ্রশিব স্বীয় শক্তিকে আকাশগঙ্গায় অর্থাৎ অনন্ত জ্যোতির স্রোতোধারায় নিমজ্জিত করে সুবর্ণবর্ণ ফিরিয়ে দেন। সুতরাং গৌরীর কৃষ্ণত্বক সূর্যালোকের অভাবজনিত নৈশ তিমির। তাই কালীর সঙ্গে রাত্রির সম্পর্ক গভীর।

উপনিষদে কালী অগ্নিজিহ্বা। অগ্নি ও সূর্য অভিন্ন বলেই দেবতেজোজাতা চণ্ডী ও রুদ্রযজ্ঞাগ্নি দুর্গা যেমন অভিন্নতাপ্রাপ্তা, তেমনি অগ্নিজিহ্বা সূর্যজ্যোতির অদর্শনজনিত কৃষ্ণবর্ণাত্মিকা তেজঃশক্তিও একাত্মিকা। দুর্গা-চণ্ডী তাঁর সংহারাত্মিকা শক্তি বিসর্জন দিয়ে হলেন বাঙ্গালীর জননী জগদম্বিকা অথবা আদরিণী কন্যা উমা। তাই বোধ হয় রুদ্রের ধ্বংসাত্মিকা শক্তি নিয়ে আবির্ভূতা হলেন মহাকাল-রূপী রুদ্র-শক্তি মহাকালী। দুর্গার মত কালীও যজ্ঞাগ্নি। অগ্নিজিহ্বা কালীর লেলায়মান শিখা। কালীর লোলজিহ্বায় অগ্নিজিহ্বার ইঙ্গিত বর্তমান। পুরাণে সরস্বতীও অগ্নিজিহ্বা।[৩] দাক্ষায়ণ যজ্ঞ দর্শ-পৌর্ণমাসী যজ্ঞ অর্থাৎ

১ রমেশ দত্ত কৃত রাত্রিসূক্তের অনুবাদ ২ চণ্ডী—১।৭৩ ৩ বামনপুরাণ—৩২।২৩

পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায় অনুষ্ঠিত হয়। দাক্ষায়ণী পার্বতীর দেহজাতা কালীপূজা দর্শযাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। সধূম যজ্ঞাগ্নি কালী, যজ্ঞাগ্নির উপরিভাগের সধূমাগ্নি ধূমাবতী, আর ধূমহীন স্বর্ণবর্ণ অগ্নিশিখা গৌরী—দুর্গা। ধ্বংসের প্রতীক মহাকালের সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হলেন ধ্বংসের দেবতা রুদ্র; তাই মহাকালীও হলেন মহাকাল-শক্তি—মহাকালের সঙ্গে বিপরীত রতিতে নিরতা। এইভাবে সৃষ্টি ও ধ্বংস—একই মহাশক্তির এপিঠ ওপিঠ একত্রিত প্রকটিত কালী-মূর্তিতে। সূর্যকিরণের অভাবাত্মিকা অবস্থাই সৃষ্টিধ্বংসের হেতু। অগ্নির ধূমপুঞ্জ মহামেঘ ও সূর্যকিরণের অভাবজাত কালো অন্ধকার মিলে হোল মহাকালীর বর্ণ। যদিও শিবের বুকে পা দেওয়ার বিবরণ পুরাণে সুলভ নয়, তন্ত্রোক্ত ধ্যানমন্ত্রে শবরূপী মহাদেবের বক্ষে দেবীর অবস্থানের কথা উল্লিখিত, তথাপি কালীর পদতলে শিব চিরকালই বুক পেতে রইলেন। ধ্বংসাত্মিকা মহাশক্তির পদতলে শবের অবস্থানই স্বাভাবিক। কিন্তু শব হলেন শিবরূপে বর্ণিত। অশিব ধ্বংসের মধ্য দিয়েই ত শিব বা মঙ্গলের আবির্ভাবের তত্ত্ব শবের শিবরূপতা প্রাপ্তিতে ব্যঞ্জিত। যজ্ঞবেদী মহাদেবরূপে বর্ণিত হয়েছে ব্রাহ্মণে। যজ্ঞবেদীর উপরে ধূম্রময়ী নর্তনশীলা অগ্নিশিখা শিববক্ষে দণ্ডায়মানা মহাকালীর আভাস আনয়ন করে। রুদ্র চিতাগ্নিরূপে শ্মশানচারী, মহাকালীও তাই রুদ্রশক্তিরূপে শ্মশানকালী। খড়্গ ও নরমুণ্ডহস্তা নরমুণ্ডমালিনী নরকরমেখলাধারিণী সৃষ্টিনাশিনী রুদ্রাণী কালী ভক্তের নিকট বরাভয়দাত্রী শিবা; তাই তিনি রক্ষাকালী।

মহাকালীর রূপকল্পনায় দার্শনিক চিন্তা, বিশেষতঃ পুরুষপ্রকৃতিতত্ত্বও কার্যকরী হয়েছে। সাংখ্যদর্শনের পুরুষ চৈতন্যময় হয়েও নিষ্ক্রিয় অথচ প্রকৃতি অচেতনা হয়েও পুরুষের চেতনাসহযোগে সচেতনা হয়ে ক্রিয়াশীলা—চৈতন্যরূপ পুরুষের সংসর্গে সৃষ্টিক্রিয়ায় রতা।

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ ॥[১]

—অন্ধের স্কন্ধে পঙ্গু বসলে যেমন দেখা ও চলা দুইই চলে, তেমনি প্রধান বা প্রকৃতি পুরুষ কর্তৃক দৃষ্ট হওয়ার জন্যই উভয়ের মিলনে হয় সৃষ্টি।

মহাকালীও চৈতন্যময় মহাকাল শিবের সংযোগে সৃষ্টিকর্মে নিরতা। বৈদিক দর্শযাগের সধূম অগ্নিশিখা, সূর্যতেজের অভাবরূপিণী তিমিরময়ী নিশা, শিবাণী পার্বতী ও সাংখ্যতত্ত্বের সংমিশ্রণে হয়েছে শিববক্ষোবিহারিণী মহাকালীর রূপ-কল্পনা। কিন্তু কালীর ধ্যানমন্ত্রে তাঁকে শিববক্ষে আরূঢ়া দেখলেও তাঁকে সৃষ্টির দেবতা বলে গণ্য করা হয় নি। তিনি রুদ্রের প্রতিরূপা রুদ্রাণী, ধ্বংসের তাণ্ডবলীলায় মত্তা। তিনি রক্তবীজের রক্ত পান করেছেন—মুখেন কালী জগৃহে

---

১ সাংখ্যকারিকা।—২১

রক্তবীজস্য শোণিতম্।[১] তিনি আরও অশুভশক্তি নাশ করেছেন, গলায় পরেছেন বহুতর অশুভশক্তি নাশের প্রতীক হিসাবে দানবের মুণ্ডমালা,—ছিন্নমুণ্ড ও খড়্গও অশুভ শক্তি নাশের প্রতীক, করালবদন, লোলজিহ্বা ও দুই কষে রক্তধারা বিশ্বনাশিনী ধ্বংসশক্তির ভয়াবহতা প্রকাশক। এই ধ্বংসরূপিণী দেবী পুরাকালে রাবণ বধ করেছিলেন—

যয়া মূর্ত্যা করালাস্যং রাবণং নাশিতা পুরা।
বরাভয়করা দেবী খড়্গামুণ্ডধরা তথা।
ললজ্জিহ্বা চোগ্ররূপা কালী সর্বৈঃ সুপূজিতা॥[২]

মহাকালের সহযোগে ইনিই ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করেন—লয়ং লয়তি ব্রহ্মাণ্ডং মহাকালেন লালিতা।[৩] স্কন্দপুরাণেয় রেবাখণ্ডে (১৪ অঃ) ভয়াবহ ধ্বংসাত্মিকা মূর্তির বিবরণ ও আবির্ভাবের নূতন কাহিনী আছে। এই কাহিনীতে শিব প্রলয়কালে কালীকে জগৎ সংহার করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু স্ত্রীজনোচিত স্নেহবশে দেবী সংহারে লিপ্ত না হওয়ায় শিব হুংকারের দ্বারা কালীকে তিরস্কার করেছিলেন। দেবী তখন সংহারলীলায় মত্ত হয়ে মহাকালীর বিধ্বংসী রূপ পরিগ্রহ করলেন। দেবী মহারুদ্ররূপে বজ্র বিদ্যুতের মত বর্ধিত হতে লাগলেন—বজ্রপাতের মত দুর্দর্শনীয়া হয়ে উঠলেন, বিদ্যুতাগ্নিতে অগ্নিময়ী দেবী ভয়ংকর বিদ্যুতের মত জ্বলন্ত চক্ষুসম্পন্না—

ব্যবর্ধত মহারৌদ্রা বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা॥
বিদ্যুৎ সম্পাতদুষ্প্রেক্ষ্যা বিদ্যুৎ সঙ্ঘাতচঞ্চলা।
বিদ্যুজ্জ্বালাকুলা রৌদ্রা বিদ্যুদগ্নিনিভেক্ষণা॥[৪]

দেবী এইরূপ বিদ্যুতাগ্নিময়ী কালানলতুল্যা। বিদ্যুতাগ্নি ও সূর্যাগ্নির সমতা বা একাত্মতা হওয়ায় বিদ্যুন্ময়ী দেবী অগ্নিস্বরূপতা প্রাপ্তা। দেবী ব্যাঘ্রচর্ম ও সর্পের যজ্ঞোপবীত পরিধান করলেন,—তাঁর বিশাল আকৃতিতে ত্রিলোক পরিপূর্ণ করলেন, তাঁর সৃক্কিনী (দুই কস) লক্‌লক্ করতে লাগলো, তিনি ভয়ংকর গর্জন করতে লাগলেন, ঝড়ের মত প্রচণ্ড নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো, মুখে তাঁর অট্টহাস্য, চক্ষুত্রয় অগ্নিকুণ্ডতুল্য। এই ভয়ংকর মূর্তিতে তিনি সকল জগৎ ধ্বংস করে ফেললেন।

বিদ্যুন্ময় কায়াবিশিষ্টা কালী অবশ্যই সূর্যতেজ ও অগ্নিশিখাময়ী কালী একই দেবসত্তা। অগ্নির ত্রিবিধ রূপেই গঠিত কালীর মূর্তি। দানবদলনী চণ্ডী জননী ও দুহিতারূপে ভক্তহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা হওয়ায় কালীই হলেন রুদ্রের ধ্বংসাত্মিকা শক্তির যথার্থ প্রতিরূপ। কিন্তু রুদ্র ত শুধু ধ্বংসের দেবতা নন, তিনি শিবও। শিব কল্যাণময়, তাঁর দক্ষিণ হস্তে আরোগ্যের ঔষধ, রুদ্র দক্ষিণ মূর্তিতে ভক্তকে

---

১ মার্কপুঃ—৯০ ২ তারারহস্যম্, ব্রহ্মানন্দ গিরিতীর্থবধূত—পৃঃ ৩
৩ তদেব ৪ স্কন্দপুঃ, রেবাখণ্ড—১৪।৩৩-৩৪

রক্ষা করেন।[১] তাই রুদ্রশক্তি কালী ঘোররূপা হয়েও দক্ষিণা কালী ; এক হস্তে তিনি বর দান করেন, অপর হস্তে তিনি দেন অভয়, তিনি করালবদনা কিন্তু মুখে স্নিগ্ধ হাসি ; এ এক আশ্চর্য রূপকল্পনা।

আর এদিকে উমা-গৌরী স্বর্ণগৌরাঙ্গী দ্বিভুজা বামহস্তে লীলাকমল ও উৎচামর, দক্ষিণ হস্তটি শিবের অঙ্গে ন্যস্ত ; অথবা তিনি একাকিনী পদ্মাসনা স্বর্ণগৌরাঙ্গী পদ্ম ও চামরধারিণী।[২]

চামুণ্ডা : কালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্টা চামুণ্ডা। মার্কণ্ডেয়পুরাণের চণ্ডী উপাখ্যানে কালী চণ্ড ও মুণ্ড নামক দানবদ্বয়কে বধ করেছিলেন এবং চণ্ড ও মুণ্ডের ছিন্ন মুণ্ড হাতে নিয়ে অট্টহাস্য করেছিলেন। তখন চণ্ডী কালীকে বলেছিলেন—

যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি ॥[৩]

—যেহেতু চণ্ড ও মুণ্ডের মুণ্ড নিয়ে তুমি এসেছ, অতএব হে দেবি, তুমি চামুণ্ডা নামে খ্যাতা হবে।

বামনপুরাণে রুরু দানবের চর্ম (ঢাল) ও মুণ্ড ছেদন করে দেবী চামুণ্ডা নামে পরিচিতা হয়েছিলেন—

রুরোস্তু দানবেন্দ্রস্য চর্মমুণ্ডে ক্ষণাদ্ যতঃ।
অপহৃত্যাহরদ্দেবী চামুণ্ডা তেন সাভবৎ ॥[৪]

কিন্তু প্রচলিত কালীমূর্তির সঙ্গে চামুণ্ডার সাদৃশ্য কম। চামুণ্ডার দেহ মাংসবর্জিত, অস্থিচর্মসার—শুষ্ক মাংসাতিভৈরবা।[৫] অগ্নিপুরাণে চামুণ্ডার মূর্তি—

চামুণ্ডা কোটরাক্ষী স্যান্নির্মাংসা তু ত্রিলোচনা ॥
নির্মাংসা অস্থিসারা বা ঊর্ধ্বকেশা কৃশোদরী।
দ্বীপিচর্মধরা বামে কপালং পট্টিশং করে।
শূলং কর্ত্রী দক্ষিণেঽস্যাঃ শবারূঢ়াস্থিভূষণা ॥[৬]

—চামুণ্ডার চক্ষু কোটরগত, মাংসহীন মুখ, ত্রিনয়ন, মাংসহীন দেহ অস্থিসার, ঊর্ধ্বকেশ, ক্ষীণ উদর, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, বামহস্তদ্বয়ে নরকপাল ও পট্টীশ, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে কর্তরিকা (কাটারি, খাঁড়া) ও শূল, শবারূঢ়া এবং অস্থি-নির্মিত অলংকার পরিহিতা।

স্কন্দপুরাণে চামুণ্ডা—

আরাধয়ামাস তদা চামুণ্ডাং মুণ্ডমণ্ডিতাম্।
শ্মশানবাসিনীং দেবীং বহুভূতসমন্বিতাম্ ॥
যোগিনীং যোগসংসিদ্ধাং বসামাংসাসবপ্রিয়াম্ ॥[৭]

---

১ এই গ্রন্থের ২য় পর্ব ২য় সং, রুদ্র ও শিব প্রঃ ৯-১১ ২ কাঃ পুঃ—৬১।৪৩-৪৬
৩ চণ্ডী—৭।২৭ ৪ বামন—১৭।৩২ ৫ চণ্ডী—৭।৭
৬ অগ্নি পুঃ—৫০।২১-২৩ ৭ স্কন্দঃ, রেবাখণ্ড—১৮৬।১১-১২

—মুণ্ডভূষিতা, শ্মশানবাসিনী, [illegible] সমন্বিতা, যোগিনী, যোগসিদ্ধা বসা (মেদ), মাংস ও মদ্যপ্রিয়া চামুণ্ডাকে আরাধনা করেছিলেন।

চামুণ্ডার আর একটি ধ্যান—

গর্ভাক্ষী ক্ষামদেহা চ ক্ষামকুক্ষী ভয়ঙ্করী।
ললিতাস্থর রক্তেশ্চ চামুণ্ডা মুণ্ডমালিনী।[১]

—কোটরগতচক্ষু, ক্ষীণদেহ ও ক্ষীণউদর বিশিষ্টা, ললিতাস্থরের রক্তে ভয়ংকরী মুণ্ডমালিনী চামুণ্ডা।

মহাভারতে দুটি দুর্গাস্তোত্রে দেবীকে মহাকালী, ভদ্রকালী, চণ্ডা, চণ্ডী, কালী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু চামুণ্ডা নামটি এখানে অনুপস্থিত। মহাকবি ভবভূতি (খ্রী: ৭ম শতাব্দী) রচিত মালতি-মাধব নাটকের পঞ্চম অংকে পদ্মাবতী নগরে চামুণ্ডার মন্দিরে নরবলিদ্বারা চামুণ্ডাকে প্রীত করার ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। স্থতরাং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চামুণ্ডা জনপ্রিয় দেবতা ছিলেন ডঃ স্থকুমার সেনের মতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চর্চা বা চর্চিকা নামে পরিচিতা ছিলেন।[২] মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মেও চামুণ্ডা স্থান পেয়েছিলেন। নিষ্পন্ন যোগাবলীতে চামুণ্ডা—"প্রেতোপরি চামুণ্ডা রক্তা চতুর্ভুজা কর্তৃকপালভৃৎ সব্যেতর কৃতাঞ্জলি"। অর্থাৎ চামুণ্ডা প্রেতের উপরে অবস্থিতা রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কর্তৃকা ও কপালধারিণী এবং নিম্নের দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ।[৩]

নর্মদাতীরবর্তী মান্ধাতা নগরে কালী অধিষ্ঠিতা ছিলেন। এখানে কাল ভৈরব এবং তাঁর শক্তি কালী দেবীকে নরমাংস দ্বারা পূজা করা হোত। হান্টারের গেজেটিয়ার অনুসারে ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দর্বাও নামে এক গোস্বামী তপস্যার দ্বারা কালীকে একটি গুহায় আবদ্ধ করে তীর্থযাত্রীদের তীর্থ দর্শনের স্থযোগ করে দিয়েছিলেন।[৪] নরমাংসপ্রিয়া কালী অবশ্যই চামুণ্ডা।

চামুণ্ডা সপ্তমাতৃকার অন্যতমা।[৫] রাজস্থানে শক্তিদেবীর রূপভেদ হিসাবে চামুণ্ডা পূজিতা হন।[৬] বীরভূম জেলার শ্রীরামপুর গ্রামে ভৈরব ক্রোড়ে চতুর্ভুজা চামুণ্ডা মূর্তি এখনও পূজা পাচ্ছেন।[৭] বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মন্তেশ্বর গ্রামে চামুণ্ডার বিগ্রহ পূজিতা হয়ে থাকেন। বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষের সপ্তমী অষ্টমীতে চামুণ্ডার বিশেষ উৎসব হয়। এই দেবীর ধ্যানমন্ত্রে দেবী মেঘের মত শ্যামবর্ণা, ত্রিনয়না, নগ্না, মুণ্ডমালা ভূষিতা, নতস্তনী, চণ্ডমুণ্ডকে সংহার করে নৃত্য করছেন, পদতলে শব ও মহাকাল। বর্ধমান জেলার অট্টহাসে চামুণ্ডার একটি দস্তুরা

---

১ ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি—পৃঃ ৭৬৩ ২ ibid.—page 92 ৩ নিষ্পন্ন—পৃঃ ৬২

৪ Markandeya Purāna—F.E. Pargiter (1981) Introduction pp. xii—xiii, ৫ Sakti Cult & Tara—page 28

৬ Towards the end of the first millennium A.D, Chamunda came to be known as Carcā or carcika (skeleton goddess),—The great Goddesses in India tradition—p. 53.

৭ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা—প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩১৫

মূর্তি পাওয়া গেছে। বর্ধমান জেলার কাঞ্চন নগরে ও মন্তেশ্বরে চামুণ্ডামূর্তি রুদ্রচর্চিকা, রুদ্রচামুণ্ডা বা সিদ্ধচামুণ্ডার মূর্তি।[১] রুদ্রচর্চিকা বা রুদ্রচামুণ্ডা, সিদ্ধচামুণ্ডা বা সিদ্ধযোগেশ্বরী, রূপবিদ্যা ভৈরবী, ক্ষমা প্রভৃতি চামুণ্ডার বিভিন্ন মূর্তি আছে।

গজচর্মভৃদূর্ধ্বাস্যপাদা স্যাদ্রুদ্রচর্চিকা।
সৈব চাষ্টভুজা দেবী শিরোডমরুকান্বিতা॥
তেন সা রুদ্রচামুণ্ডা নাটেশ্বর্য্যথ নৃত্যতী।
ইয়মেব মহালক্ষ্মীরূপবিষ্টা চতুর্মুখী॥
নৃবাজিমহিষেভাংশ্চ খাদন্তী চ করে স্থিতান্।
দশবাহুস্ত্রিনেত্রা চ শস্ত্রাসিডমরুত্রিকম্॥
বিভ্রতী দক্ষিণে হস্তে বামে ঘণ্টাঞ্চ খেটকম্।
খট্বাঙ্গঞ্চ ত্রিশূলঞ্চ সিদ্ধচামুণ্ডকাহ্বয়া॥
সিদ্ধযোগেশ্বরী দেবী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা।
এতদ্রূপা ভবেদন্যা পাশাঙ্কুশযুতারুণা॥
ভৈরবী রূপবিদ্যা তু ভুজৈর্দ্বাদশভির্যুতা।
এতাঃ শ্মশানজা রৌদ্রা অম্বাষ্টকমিদং স্মৃতম্॥
ক্ষমা শিববৃতা বৃদ্ধা দ্বিভুজা বিবৃতাননা।
দন্তুরা ক্ষেমকারী স্যাদ্ভূমৌজান্বুকরা স্থিতা॥

—রুদ্রচর্চিকা গজচর্মধারিণী, মুখ ও পদ ঊর্ধ্বভাগে। তিনি অষ্টভুজ নরমুণ্ড ও ডমরুহস্তা; সেইজন্যই তিনি নৃত্যেশ্বরী নৃত্যরতা রুদ্রচামুণ্ডা। ইনিং চতুর্মুখী উপবিষ্টা মহালক্ষ্মী—হস্তস্থিতা নর অশ্ব মহিষ ও হস্তীভক্ষণরতা। দশভুজ ত্রিনেত্রা দক্ষিণহস্তে শস্ত্র, অসি ও ডমরু, বাম হস্তে ঘণ্টা, খেটক, খট্বাঙ্গ ও ত্রিশূল, ইনি সিদ্ধচামুণ্ডা নামে সর্বসিদ্ধিদায়িনী দেবী সিদ্ধযোগেশ্বরী। অনুরূপভাবে অরুণবর্ণা পাশ ও অংকুশহস্তা দ্বাদশভুজা অন্যমূর্তি ভৈরবী রূপবিদ্যা। এঁরা শ্মশানজাতা ভয়ংকরী অষ্ট অম্বারূপে পরিচিতা। ক্ষমা শৃগালবেষ্টিতা বৃদ্ধা দ্বিভুজা, বিস্তৃত আনন বিশিষ্টা। দন্তুরা মঙ্গলকারিণী ভূমিতে জানু ও হস্ত স্থাপিত।

চামুণ্ডা এককালে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। বাঙ্গালাদেশে উড়িষ্যায় দক্ষিণ ভারতে চোল ভাস্কর্যে এমন কি নেপাল, তিব্বত, চীন পর্যন্ত চামুণ্ডা নিজ অধিকার ক্ষেত্র বিস্তার করেছিলেন। চীনের রাজধানী পিকিং সহরে চামুণ্ডার মূর্তি পাওয়া গেছে। বজ্রযানী বৌদ্ধদের মধ্যে চর্চিকা-চামুণ্ডা রূপে চামুণ্ডা আসন করে নিয়েছিলেন। চামুণ্ডা ও কালীকে কেউ কেউ অনার্য দেবতা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন—"কালী বা চামুণ্ডা কোন কালেই আর্যদেবতা ছিলেন না, পরে তাঁদের যখন হিন্দুদেবতামণ্ডলীর মধ্যে সসম্মানে গ্রহণ করা হয়েছে তখন এই সব

---

১ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, বিনয় ঘোষ, ১ম সং—২৫৭-২৬০

পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে।"[১] কিন্তু এ বিষয়ে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। আমরা দেখেছি, বৈদিক দর্শযাগ অমাবস্যায় কালীপূজায় পরিণত হয়েছে। সূর্যতেজ ও যজ্ঞাগ্নিশিখা কালী পরে বিগ্রহ ধারণ করেছেন সাংখ্যদর্শনের প্রভাবে। কালী ও চামুণ্ডা যদি একই দেবতা হন, তবে চামুণ্ডাতে অনার্যত্ব এল কি ভাবে? দানববধ ত চামুণ্ডা একা করেন নি। চামুণ্ডা পূজার ব্যাপ্তি থেকে অনার্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। চামুণ্ডা বসা, মাংস ও মদ্য প্রিয়া। বৈদিক যজ্ঞ পশুর বপা (চর্বি), মাংস এবং সোমরস অগ্নিতে অর্পণ করা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। সুতরাং দেবীর মদ্যমাংসপ্রিয়ত্ব অনার্যত্ব প্রতিপাদক হতে পারে না। চামুণ্ডা চণ্ডীর অষ্টশক্তির অন্যতমা। চণ্ডীও মদ্যপ্রিয়া। মহিষাসুরবধকালে দেবী চণ্ডী প্রচুর মদ্যপান করে চক্ষু রক্তবর্ণ করেছিলেন।

ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্।
পপৌ পুনঃপুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা ॥[২]

চামুণ্ডা ও কালী—উভয়েই নৃমুণ্ডমালিনী। কিন্তু স্কন্দপুরাণের উৎকল খণ্ডে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যে চণ্ডীমূর্তি দর্শন করেছিলেন, সেই চণ্ডীও মুণ্ডমালা ভূষিতা—মার্গস্থাং চণ্ডিকাং প্রাপ চর্চিতাং মুণ্ডমালয়া।[৩] চামুণ্ডার অপরমূর্তি উগ্রচণ্ডাও দেবী চণ্ডীর অষ্টশক্তির অন্যতমা। উগ্রচণ্ডা অষ্টাদশভুজা,—দক্ষিণহস্তে গদা, বামহস্তে সুরাপূর্ণ পাত্র, গলে মুণ্ডমালা।[৪]

চামুণ্ডা ও কালী : যদিও কোন কোন পুরাণে কালী শুষ্কমাংসা কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষু, তথাপি কালী প্রতিমায় প্রায় সর্বত্রই দেবী পীনোন্নত পয়োধরা, তিনি যৌবনমত্তা—যৌবনাভরণোজ্জ্বলা।[৫] তিনি একই সঙ্গে সৃষ্টি ও ধ্বংসকার্যে নিরতা। অপরদিকে চামুণ্ডা প্রকৃতই ভয়ংকরী—মাংসবর্জিতদেহা।

পুরাণে তন্ত্রে চামুণ্ডা সর্বত্রই বিকটদর্শনা—অস্থিচর্মসার দেহ ও কোটরগত চক্ষুবিশিষ্টা। মৎস্যপুরাণে প্রতিমালক্ষণ অধ্যায়ে (১৬১ অঃ) যোগেশ্বরী প্রতিমার বর্ণনা আছে। যোগেশ্বরী দীর্ঘ জিহ্বা ঊর্ধ্বকেশী। অস্থিখণ্ড দ্বারা ভূষিতা

যোগেশ্বরী

দীর্ঘদন্ত বিশিষ্টা,—করালবদনা, কৃশোদরী, নরকপালমাল্য ও মুণ্ডমালা বিভূষিতা, বামহস্তে মাংস ও শোণিতপূর্ণ নরকপাল ও দক্ষিণহস্তে শক্তিধারিণী। ইনি বায়সস্থা অর্থাৎ গৃধ্র বা গরুড়বাহিনী, নির্মাংসা নিম্নোদরী, ত্রিলোচনা। চামুণ্ডা রূপে ইনি ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা ও ঘণ্টাধারিণী এবং কালিকারূপে ইনি গর্দভ বাহিনী ও দিগ্বসনা।[৬] এই যোগেশ্বরী অবশ্যই চামুণ্ডা। একই দেবতার বাহন ও পরিধেয়র পার্থক্য হেতু ভিন্ন নাম—চামুণ্ডা ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, কালী নগ্না, চামুণ্ডা গরুড়বাহনা আর কালী রাসভস্থা। সুতরাং কালী ও চামুণ্ডা একই দেবতা, বাহন ও পরিধেয়র জন্য ভিন্ন নাম। কালিকার রাসভ বাহন পরে শীতলা গ্রহণ করেছেন।

---

১ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১ম সং—২৫৯ ২ চণ্ডী—৩।৩৪ ৩ স্কন্দ, উৎকল—১১।৮৮
৪ কাঃ পুঃ—৬০।১২২-২৩ ৫ বৃহদ্ধর্ম পুঃ—৭।১১ ৬ মাৎস্যপুরাণ—১৬১।৬৬

শ্রীধরদাস সংকলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' কালীর বর্ণনা মূলক কয়েকটি শ্লোক আছে। কোন অনামা কবি রচিত ১২৮ সংখ্যক শ্লোকে, কালী 'নির্মাংসা প্রকটাস্থিজালবিকটাং পাতালনিম্নোদরীম্'—মাংসহীনা, প্রকট অস্থিজালের দ্বারা বীভৎসা, উদর যাঁর শীর্ণ চক্ষুকোটরগত, ঊর্ধ্বগজটামণ্ডিতা—এই দেবীকে বলা হয়েছে চণ্ডী। উক্ত সংকলনে উমাপতি ধর রচিত একটি শ্লোক :

তারান্তর্জ্বলদগ্নি লক্ষ নয়নশ্বভ্রান্ত কূপান্তরাং
ক্রুদ্ধাগস্ত্যনিরস্ত বারিধিপয়ঃ পাতাল নিম্নোদরীম্।
বন্দে তামজিনাবৃতোৎকটশিরাপৃষ্ঠাস্থিসারাকৃতিং
দংষ্ট্রাকটিতটোৎপতিষ্ণু দিতিজাসৃক চর্চিতাং চর্চিকাম্।[১]

—তারার অভ্যন্তরে জ্বলন্ত অগ্নির দ্বারা লক্ষিত গর্তে প্রবিষ্ট উদ্‌ভ্রান্ত চক্ষু বিশিষ্টা ক্রুদ্ধ অগস্ত্যমুনির দ্বারা বারিহীন সমুদ্রের মত পাতালগত নিম্ন উদরবিশিষ্টা, মৃগচর্ম পরিহিতা উৎকট অস্থিশিরা বিশিষ্ট পৃষ্ঠদেশ সম্পন্না, অস্থিসার আকৃতিবিশিষ্টা দণ্ড থেকে কটিতটে পতিত দৈত্যদের রক্তে শোভিতা চর্চিকাকে বন্দনা করি।

বলা বাহুল্য এই মূর্তি চামুণ্ডার। এখানে চামুণ্ডাই কালী, তাঁর অপর নাম চর্চিকা। উমাপতি ধর খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। উদ্ধৃত শ্লোক দুটি থেকে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মাংসা মৃগচর্ম-পরিহিতা কোটরগত চক্ষুবিশিষ্টা দৈত্যরক্তপায়িনী চামুণ্ডাই কালী নামে পুজিতা হয়েছেন। চণ্ডীর উপাখ্যানে শুষ্কমাংসাতিভৈরব—চণ্ডমুণ্ডহন্ত্রী ব্যাঘ্রচর্মপরিহিত করালবদনা রক্তবীজের রক্ত পানকারিণী কালীও একই দেবতা। সেখানেও কালীকে চামুণ্ডা বলা হয়েছে। দেবী চণ্ডী তাঁর ললাটজাত কালীকে বলেছিলেন, চামুণ্ডে তুমি বদন বিস্তার কর,—উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তরং বদনং কুরু।[২]

ডঃ সুকুমার সেন বলেন যে, চামুণ্ডাই চর্চা বা চর্চিকা নামে পরিচিতা হয়েছিলেন। চর্চিকাই পরে কালী হয়েছিলেন।[৩] বৌদ্ধমহাযান সাধনায়

চর্চিকা

মহাকালের চারদিকে চার দেবী ও চার কোনে চার দেবী। মহাকালের পূর্বদক্ষিণ কোনে থাকেন কালিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে চর্চিকা, পশ্চিমোত্তর কোনে চণ্ডেশ্বরী এবং উত্তরপূর্ব কোনে অবস্থান করেন কুলিশেশ্বরী। কালিকা কৃষ্ণবর্ণা দ্বিভুজা কর্ত্রিকপাল হস্তা প্রত্যালীঢ়পদা এবং শবারূঢ়া, চর্চিকা রক্তবর্ণা, চণ্ডেশ্বরী পীতবর্ণা চণ্ডমুগহস্তা; কুলিশেশ্বরী শুক্লবর্ণা বজ্রদণ্ডহস্তা। এই চারিদেবীই শবারূঢ়া প্রত্যালীঢ়পদা, নগ্না, বিকটদন্তা, ত্রিলোচনা, মুক্তকেশী। এই চারি দেবী একই দেবসত্তার ঈষৎ ভিন্নরূপ। কেবল মাত্র গাত্রবর্ণে এবং হস্তধৃত দ্রব্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। চণ্ডেশ্বরী অবশ্যই চণ্ডী। কালিকা চণ্ডেশ্বরী বা চণ্ডী চর্চিকা বা চর্চা একই দেবসত্তার ভিন্নরূপ হওয়া সত্ত্বেও

১ সদুক্তি কর্ণামৃতম – সম্পা ; সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি (১৯৬৫)—পৃঃ ৬৭
২ চণ্ডী—৮।৫৩
৩ The great goddesses in Indic Tradition p. 53

একেবারেই যে এক ছিলেন না, পৃথক অস্তিত্ব নিয়েই বিরাজিতা ছিলেন, এই বিবরণ থেকে তা প্রমাণিত হয়। অধ্যাপক অচিন্ত্যকুমার গোস্বামী কর্তৃক আবিষ্কৃত [illegible] বাণগড় থেকে আবিষ্কৃত ও বালুরঘাট কলেজ মিউজিয়মে রক্ষিত শ্রীঃ [illegible] পালবংশীয় সম্রাট নয়পালের সময়ে উৎকীর্ণ একটি তাম্র শাসনে [illegible] হয়েছে। এই [illegible] বলা হয়েছে—

[illegible] বিস্মিতাকুলতয়া [illegible] বিভ্রতী।
[illegible] পালমণ্ডনবিধিঃ পায়াজ্জগচ্চর্চিকা ॥[১]

—[illegible] আকুল হয়ে শুষ্কদেহধারণ করে, কল্পান্তে [illegible] করে চর্চিকা জগৎ রক্ষা করুন।

এখানে [illegible] চামুণ্ডা অভিন্না। এই অনুশাসনে চর্চিকার পরেই আছে শিবের স্তুতি। ডঃ সুকুমার সেন বলেন যে এই তাম্রশাসনে চর্চিকা শিবপত্নী। তাঁর মতে [illegible]কাই কালী হয়েছেন।[২] চর্চিকা চামুণ্ডার অভিন্নতা সহজেই লক্ষিত হয়। কালী ও চামুণ্ডা একই দেবতার নামান্তর হওয়ায় চর্চিকা ও কালী একই দেবীর [illegible] ছিল।

বৌদ্ধ মহাযানী সাধনায় রক্ত চর্চিকা ও বজ্রচর্চিকা নামে দুই দেবী আছেন। বজ্রচর্চিকার ধ্যানমন্ত্র : [illegible]চর্চিকাং ত্রিনেত্রাং একমুখীং অর্ধপর্যঙ্কতাণ্ডবাং কৃশাঙ্গীং [illegible] অস্থ্যাভরণবিভূষিতাং পঞ্চমুণ্ড-[illegible] মুক্তকেশীং ষড়ভুজাং দক্ষিণে [illegible] কর্মানুরূপতঃ শুক্লাদি-বর্ণ [illegible] ধ্যাত্বা ॥[৩]

—ত্রিনেত্রা, একমুখী। অর্ধপর্যঙ্কভঙ্গী[illegible]নৃত্যরতা, কৃশাঙ্গী, উৎকট দন্তের দ্বারা ভয়ংকরী, নরমুণ্ডমালায় বিভূষিতকণ্ঠা, পঞ্চমুণ্ডধারিণী, অক্ষোভ্যশোভিত মুকুটভূষিতা, অস্থির অলংকারে ভূষিতা, [illegible]পরিহিতা, মুক্তকেশী, ষড়্ভুজা দক্ষিণহস্তত্রয়ে বজ্র, খড়্গ ও চক্রধারিণী, বামহস্ত[illegible] নরকপাল, মণি ও কমলধারিণী রক্তবর্ণা, [illegible] বর্ণসমন্বিতা, [illegible] ধ্যান করবে।

চামুণ্ডার পূজোপাসনা বহু প্রাচীন। চর্চিকা চামুণ্ডারই পরবর্তী রূপান্তর দিগ্বসনা চতুর্ভুজা শবরূপী শিবারূঢ়া কালী। বৌদ্ধ বজ্রযানী সম্প্রদায়ে চামুণ্ডা গৃহীতা [illegible]। [illegible] গ্রন্থে চামুণ্ডার উল্লেখ আছে। [illegible]এ চামুণ্ডার মূর্তি পাওয়া গেছে। দক্ষিণভারতে পল্লব ও চোল ভাস্কর্যে সপ্তমাতৃকার অন্যতম চামুণ্ডা [illegible] নাগকুচবন্ধ ও কপাল যজ্ঞোপবীত [illegible] হয়েছেন।[৪] বাঙ্গালাদেশে ও উড়িষ্যার চামুণ্ডা নির্মাংসা কোটরাক্ষী। [illegible] নগরে মন্তেশ্বরে [illegible] বা রুদ্র চামুণ্ডার মূর্তি পূজিত

[illegible], p. [illegible]
২ The great goddess in Indic Tradition, p, 53
[illegible] সংস্করণ [illegible] পৃঃ ৩৯৫
[illegible] ঘোষ. ১ম সং পৃঃ ২৩২

হয়। সমগ্র ভারতে এবং বহির্ভারতে চামুণ্ডা পূজা পেয়েছেন, এই বিবরণ তা প্রমাণিত করে। চামুণ্ডা চণ্ডী প্রভৃতি শিবের মত কৃত্তিবাসা অর্থাৎ ব্যাঘ্রচর্ম-পরিহিতা। কিন্তু শিব ব্যাঘ্রচর্ম বসন ত্যাগ করে দিগ্বসন—নগ্ন হওয়ায় সম্ভবতঃ শিবেরই প্রভাবে কালীও হলেন দিগম্বরী। চামুণ্ডা-কালী ছিলেন শবাসনা, কিন্তু পরে শব হলেন শিব। সাংখ্যদর্শন এখানে কার্যকরী হয়েছে। শিব-শব অর্থাৎ শবরূপী শিব কালীর পদতলে। এই ব্যাপারের তাৎপর্য সম্ভবতঃ শিব নিষ্ক্রিয় চৈতন্যময় বলেই শবরূপী। কিন্তু শিব ত মঙ্গল। জীবনই মঙ্গল। যতক্ষণ জীবন ততক্ষণই শিব। মহাকালীর তাণ্ডবনৃত্যে জীবন যখন লয় হয়, তখনই আসে মৃত্যু আসে ধ্বংস, তখনই শিব হয় শব,—জগৎ শবময়।

কালী মূর্তীর ব্যাখ্যা

এই ধরনের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন Alain Danielon—"Kali is represented as the Supreme night, which swallows all that exist, She therefore stands upon Non-existence upon the corpse of the ruined universe. So long as the power that gives life to the universe remains predominant, it is favourable (Śiva), but when it is without strength, it becomes a corpse (Śava)...Her dread appearance is symbol of her boundless power of destruction."[১]

প্রখ্যাত গীতাভিনয় রচয়িতা যাত্রাকার মতিলাল রায় শিব-শবের কালীর পদতলে অবস্থানের অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন—"শিব শব্দে মঙ্গল, তাই তোমার চরণে পতিত, ও পদ ব্যতীত মঙ্গল আর কোথায় থাকবে? শিব শবাকারে আছেন, তার তাৎপর্য জীবিতকালে চঞ্চল হবার সম্ভাবনা। শব অচল তাই শিবকে শবাকারে দেখছি···।"[২]

কালীর চতুর্বাহু তাঁর চতুর্দিক ব্যাপ্ত করার ইঙ্গিত বহন করে, হস্তে ছিন্নমুণ্ড ও গলে মুণ্ডমালা ধ্বংসযজ্ঞের প্রতীক—"The severed head in the hand of the goddess reminds all livings that there is no escape from Omnipotence of Time (Kali).[৩] চতুর্বাহু অবশ্য লক্ষ্মী সরস্বতী, উমা-পার্বতী, বিষ্ণু, শিব, গণেশ প্রভৃতি অনেক দেবতারই আছে।

আর এক রকমের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ডি. এন্. বসু এবং হীরালাল হালদার। তাঁদের ব্যাখ্যা অনুসারে কালী সৃষ্টি স্থিতিলয়ের প্রতিরূপ ব্রহ্মস্বরূপা। তাঁর কৃষ্ণবর্ণ অনন্তত্বজ্ঞাপক। আদি অন্তহীন আকাশ কালো, অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম ও কৃষ্ণবর্ণ। তাঁর আলুলায়িত ঘন কুণ্ডল শিবজটার মত আকাশের ঘন কালো মেঘ। দেবীর গলদেশে নরমুণ্ডমালা মৃত্যু, ধ্বংস ও প্রলয়ের প্রতীক। তাঁর হস্তের

১ Hindu Polytheism—p, 271
২ গ্রন্থকারের যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়—পৃঃ ৩০৯
৩ Hindu Polytheism—p. 271

বরাভয়মুদ্রা জীবকুলকে ভয় ও বিপদ থেকে রক্ষার আশ্বাস এবং আশীর্বাদ প্রদানের জন্য কল্পিত। পদতলে মহাকাল শিব অনন্ত কাল প্রবাহ। ব্রহ্ম ছাড়া কালের কোন অস্তিত্ব নেই। স্থান ও কাল (Time and Space) ব্রহ্মেই লীন হয়। তাই কালীর পদতলে মহাকাল। দেবীর ললাটস্থিত তৃতীয় নয়ন জ্ঞানের প্রতীক। জ্ঞান অজ্ঞতা এবং সংশয় দূর করে। অজ্ঞতা ও সংশয় দূর হলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।[১]

কালীরই আর এক মূর্তি ভদ্রকালী। ভদ্রকালীর মূর্তি চামুণ্ডার অনুরূপ। তন্ত্রসারে গুহ্যকালী নামে আর এক কালীমূর্তির বিবরণ আছে।[২] গুহ্যকালী ও ভদ্রকালী একই। তবে গুহ্যকালী কালী চামুণ্ডার মিশ্রিত রূপ। মাঘ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীতে (রটন্তী চতুর্দশী) রটন্তী কালীর পূজা হয়। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মনে করেন যে, আদিতে কালী ও চামুণ্ডা দুই পৃথক দেবতা ছিলেন, কালক্রমে আকারসাদৃশ্যে এবং সাধর্ম্যে এঁরা মিলে এক হয়ে গেছেন।[৩]

কালীপূজার প্রাচীনতাঃ দুর্গাপূজার ইতিহাস কালীপূজার অনেক পূর্ববর্তী। পৃথক্ আকারে কালীর প্রতিমা নির্মাণ করে পূজার ব্যবস্থা হয়েছে অনেক পরে। যদিও ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্ত এবং অগ্নিজিহ্বা কালী সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে অন্বিত হয়ে কালীমূর্তির আবির্ভাব তথাপি কালীপূজার প্রবর্তন ও জনপ্রিয়তা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে।

কেউ কেউ মনে করেন যে বৈদিক নির্ঋতি দেবীর সঙ্গে ও কালীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে নির্ঋতি দেবী কৃষ্ণবর্ণা এবং ঘোরা।[৪] ঐতরেয় ব্রাহ্মণে নির্ঋতি পাশহস্তা।[৫] কিন্তু নির্ঋতির কোন অস্তিত্ব পরবৈদিক শাস্ত্রে ও সাহিত্যে পাওয়া যায় না। নির্ঋতির সঙ্গে কালীর সংযোগেরও কোন সূত্র পাওয়া যায় না। মহাভারতে সৌপ্তিকপর্বে ভয়ংকরী কালীর উল্লেখ থাকলেও কালীর রূপকল্পনা দীর্ঘবিলম্বিত হয়েছে। পুরাণাদিতে কালী হয় উমা-পার্বতী নয়ত চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্না। কিম্বদন্তী এই যে নবদ্বীপের প্রথিতযশা তান্ত্রিক তন্ত্রসার প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সর্বপ্রথম কালীমূর্তির পরিকল্পনা করেন এবং কালীর মৃন্ময়ী মূর্তি গড়ে পূজা করেন। তৎপূর্বে তাম্রটাটে ইষ্টদেবীর যন্ত্র এঁকে বা খোদাই করে পূজা করা হোত। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কালীপূজাকে ব্যাপক ও জনপ্রিয় করে তোলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বে কালীপূজা ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি। তিনি লিখেছেন, "কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ স্বয়ং কালীমূর্তি গড়িয়া স্বয়ং পূজা করিতেন। আগমবাগীশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালার সাধক সমাজ অনেকদিন চলেন নাই; লোকে 'আগমবাগিশী' কাণ্ড বলিয়া তাঁহার পদ্ধতিকে উপেক্ষা করিত।

১ Tantras ; Their Philosophy and occult Secrets, pp. 92-96
২ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ৫৬৩ ৩ ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য—পৃঃ ৬৬
৪ শতপথ—৭।২।৭, ৭।২।১১ ৫ ঐতরেয়—৪।১৭

…মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের পর হইতে বাঙ্গালায় কালীপূজা সাধারণভাবে অবলম্বিত হয়।"[১] কিন্তু আগমবাগীশের সময় সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত থাকায় আগমবাগীশ পরিকল্পিত কালীর উদ্ভবের সময় নিরূপণ করা কঠিন। অনেকের মতে বৃন্দাবন দাস কথিত গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে পাঠরত শ্রীগৌরাঙ্গের সহপাঠী কৃষ্ণানন্দই কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের জন্ম ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে।[২] কিন্তু ডাঃ কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে কৃষ্ণানন্দের জন্মসাল ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দ।[৩] এখনও অনেকে বিশ্বাস করেন যে আগমবাগীশ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু ছিলেন। আগমবাগীশ ষোড়শ শতাব্দীর লোক হলে কালীর মূর্তি গঠন ও পূজা প্রবর্তন এই সময়েই হয়েছিল।

দীপান্বিতা অমাবস্যা কালীপূজার তিথি হিসাবে নির্দিষ্ট। স্মার্ত শিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তিথিতত্ত্বে অমাবস্যায় শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন। অমাবস্যার রাত্রিতে ষষ্ঠীপূজার বিধানও তিনি দিয়েছেন। কৃত্যতত্ত্বে তিনি দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রিতেও লক্ষ্মী ও কুবেরের পূজা নির্দিষ্ট করেছেন—

অমাবস্যা যদা রাত্রৌ দিবাভাগে চতুর্দশী।
পূজনীয়া তদা লক্ষ্মী বিজ্ঞেয়া সুখরাত্রিকা ॥[৪]

—দিনে যদি চতুর্দশী থাকে, অমাবস্যা হয় রাত্রিতে তবে সেই রাত্রিকে বলে সুখরাত্রি, সেই সুখরাত্রিতে লক্ষ্মীপূজা কর্তব্য।

নবদ্বীপের স্মার্ত পণ্ডিত নব্যস্মৃতির স্রষ্টা রঘুনন্দন দীপান্বিতা অমাবস্যায় লক্ষ্মী পূজার বিধান দিলেন, অথচ কালীপূজার উল্লেখ করলেন না, সেকালে কালীপূজা প্রচলিত থাকলে নিশ্চয়ই তা সম্ভব হোত না। নিশ্চয়ই সে সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীপূজা হোত না। সম্ভবতঃ সেকালে কালীপূজা প্রচলিত ছিল না, অথবা জনপ্রিয় ছিল না। দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীপূজার বিধান পাওয়া যায় ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কাশীনাথের কালী সপর্যাসবিধি গ্রন্থে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "কাশীনাথ এই গ্রন্থে কালীপূজার পক্ষে যে ভাবে যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই মনে হয়, কালীপূজা তখন পর্যন্ত বাঙলা দেশে সুগৃহীত ছিল না।"[৫] আগমবাগীশ কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু হলে কাশীনাথ আগমবাগীশের সমসাময়িক। কৃষ্ণানন্দ প্রবর্তিত কালীপূজাকে তিনিও সম্ভবতঃ জনপ্রিয় করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

কিন্তু খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে কালীপূজা প্রচলিত ছিল, এরূপ কিছু নিদর্শন

---

১ শ্রীশ্রীকালীপূজা, বাঙ্গালীর পূজাপার্বণ, ক. বি.—পৃঃ ৫৭
২ F. K. Gode Commemoration Volume—32
৩ নদীয়ার মহাজীবন—পৃঃ, ৩৮
৪ কৃত্যতত্ত্বম—অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্,—বেনীমাধব দে প্রকাশিত পৃঃ ৬২৩
৫ ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য-১ম সং পৃঃ ৭৫

পাওয়া যায়। মৈমনসিংহনিবাসী মনসামঙ্গল রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসকে যখন দস্যুদল আক্রমণ করেছিল, তখন তারা কালী নামে জয়ধ্বনি করেছিল—

দূরেতে উঠিল ধ্বনি 'জয়কালী' নাম।
সম্মুখে দাঁড়াইল আসি দস্যু কেনারাম॥[১]

বংশীদাসের কাব্যে কালী চামুণ্ডাকালীও হতে পারেন। চামুণ্ডাচর্চিকা-কালীর পূজা বহু প্রাচীন। বর্তমান আকারে কালীপূজা আধুনিক কালের। মনে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে ও প্রেরণায় কালীপূজা ব্যাপকতা লাভ করে। এই সময়েই ভক্ত রামপ্রসাদ আগমবাগীশের পদ্ধতি অনুসারে নিজেই কালীপূজা করতেন।[২] শক্তিসাধকের নিকট কালীর প্রতিষ্ঠা যত ব্যাপক, শক্তি দেবতার অন্যকোন রূপ তেমন নয়। যদিও একালে কালীপূজা সার্বজনীন উৎসবের অঙ্গ হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি শারদোৎসব হিসাবে দুর্গাপূজায় যে সার্বজনীন আনন্দোৎসব, আর কোন দেবতার উৎসব এত স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের আবেগে স্পন্দিত নয়।

তারা ঃ কালীর রূপান্তর তারা। তারা দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয়া বিদ্যা—

তারারূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ॥
নীলবরণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্পবান্ধা ঊর্ধ্ব একজটাবিভূষণা॥
অর্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল॥
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ডখর্পর।
চারিহাতে শোভে আরোহণ শিবোপর॥[৩]

তন্ত্রশাস্ত্রে তারার রূপ—

প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং
খর্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্মাবৃতাং কটৌ।
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাং
চতুর্ভুজাং ললজ্জিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্॥
খড়্গ কর্তৃসমাযুক্তসব্যেতরভুজদ্বয়াং
কপালোৎপলসংযুক্ত সব্যপাণিযুগান্বিতাম্।
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাং
বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রয়ভূষিতাং।
বিশ্বব্যাপকতোয়ান্তঃ শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাম্॥[৪]

---

১ দস্যু কেনারামের পালা-মৈমনসিংহগীতিকা
২ শ্রীশ্রীকালীপূজা, বাঙ্গালীর পূজাপার্বণ-পৃঃ ৫৭ ৩ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল
৪ দশমহাবিদ্যা, মহেশচন্দ্র পাল সংকলিত—পৃঃ ৩৪

—তারা প্রত্যালীঢ়পদা অর্থাৎ শববক্ষে দক্ষিণপদ স্থাপিতা। ভয়ংকরী, মুণ্ডমালাভূষিতা, খর্বা, লম্বোদরী, ভীষণা, কটিতে ব্যাঘ্রচর্মাবৃতা, নবযৌবনা, পঞ্চমুদ্রা শোভিতা, চতুর্ভুজা, লোলজিহ্বা, মহাভীমা, বরদা, খড়্গ কাতরি দক্ষিণহস্তে ধৃতা, বামহস্তদ্বয়ে কপাল ও নীলপদ্ম, পিঙ্গলবর্ণ একজটাধারিণী, ললাটে অক্ষোভ্য প্রভাতসূর্যের মত গোলাকার তিন নয়নশোভা, প্রজ্জ্বলিত চিতামধ্যে অবস্থিতা ভীষণদন্তা, করালবদনা, নিজের আবেশে হাস্যমুখী, বিশ্বব্যাপ্ত জলের মধ্যে শ্বেতপদ্মের উপরে অবস্থিতা।

তন্ত্রসারে তারাই মহানীল সরস্বতী। মহানীল সরস্বতী বা তারার ধ্যান-মন্ত্ররূপে উক্ত মন্ত্রটি তন্ত্রসারেও উদ্ধৃত হয়েছে।[১] তন্ত্রসারে তারার আর একটি ধ্যানমন্ত্র—

শ্যামবর্ণাং ত্রিনয়নাং দ্বিভুজাং বরপঙ্কজে।
দধানাং বহুবর্ণাভির্বহুরূপাভিরাবৃতাম্ ॥
শক্তিভিঃ স্মেরবদনাং স্মেরমৌক্তিক ভূষণাম্।
রত্ন পাদুকয়োর্ণ্যস্তপাদাম্বুজযুগাং স্মরেৎ ॥[২]

—শ্যামবর্ণা ত্রিনয়না দ্বিভুজা, বরমুদ্রা ও পদ্মধারিণী, চতুর্দিকে বহুবর্ণা ও বহুরূপা শক্তির দ্বারা বেষ্টিতা, হাস্যমুখী মুক্তাভূষিতা, রত্নপাদুকায় পাদদ্বয় স্থাপন-কারিণী তারাকে ধ্যান করবে।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে তারাকে কেবলমাত্র শ্যামবর্ণা বলা হয়েছে—যান্তরীক্ষে শ্যামবর্ণা সা তারা কালরূপিণী।[৩] বীরভূম জেলায় তারাপীঠে ব্রহ্মশিলায় ক্ষোদিত তারা মূর্তি দ্বিভুজা সর্পযজ্ঞোপবীতে ভূষিতা—তাঁর বামক্রোড়ে পুত্ররূপী শিব।[৪]

উগ্রতারা : তারার ঈষৎ পরিবর্তিত মূর্তি উগ্রতারা। তন্ত্রসারে উদ্ধৃত উগ্রতারার ধ্যান—

প্রত্যালীঢ় পদার্পিতাঙ্ঘ্রি শবহৃদ্ ঘোরাট্টহাসাপরা
খড়্গেন্দীবরকর্তৃখর্পরভুজা হুঙ্কারবীজোদ্ভবা।
খর্বা বিশাল পিঙ্গল জটাজুটোগ্রনাগৈর্যুতা
জাড্যং ন্যস্য কপালকে ত্রিজগতাং হন্ত্যুগ্রতারা স্বয়ম্ ॥[৫]

—যিনি শবরূপী শিবের হৃদয়ে দক্ষিণপদ প্রসারণপূর্বক তাঁহার পদদ্বয়োপরি বামপদ আকুঞ্চিতভাবে রাখিয়া দণ্ডায়মান আছেন এবং অতি ভয়ংকরভাবে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছেন ; যাঁহার দক্ষিণদিকের উর্ধ্বহস্তে খড়্গ, বামদিকের উর্ধ্বহস্তে নীলোৎপল, দক্ষিণ দিকের অধোহস্তে কর্তৃকা ও বামদিকের অধোহস্তে খর্পর রহিয়াছে ; হুঙ্কার বীজের উপরে যিনি আবির্ভূতা হইয়াছেন, যিনি খর্বাকৃতি ; যাঁহার মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ বিশাল একটি জটা ও উগ্রনাস রহিয়াছে, যিনি নীলবর্ণা ; সেই উগ্রতারা দেবী ত্রিজগতের জড়তা বিনাশ করেন।[৬]

---

১ তন্ত্রসার পৃঃ—৫১৪-১৫ ২ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫০৫-০৬
৩ বৃহদ্ধর্ম, মধ্য—৬।১২৮ ৪ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ৪র্থ—পৃঃ ৩২৭
৫ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫২৬ ৬ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

উগ্রতারার আর একটি ধ্যানমন্ত্র :—

শবোপরি মহাদেবীং শবেশহাস্যসংযুতাম্।
বিপরীতরতাশক্তাং উগ্রতারাং পরাৎপরাম্॥
কর্তৃকাং খড়্গসংযুক্তাং দক্ষিণে তারিণীং পরাম্।
বামভাগে নীলপদ্মং চসকং দধতঃ স্মৃতম্॥
মুণ্ডমালাবলীরম্যাং রক্তধারাবিভূষিতাম্।
ঘোরহাস্যাং ত্রিনেত্রাঞ্চ সর্বদা জ্ঞানদায়িনীম্॥
একবেণীং মহাবেণীং ফণিরাজবিভূষিতাম্।
স্বর্ণমুকুটৈঃ শোভাং রাজতে দন্তকুন্দকাম্॥[১]

উগ্রতারা শবের উপরে দণ্ডায়মানা, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে কাতরি ও খড়্গ, বাম-হস্তদ্বয়ে নীলপদ্ম ও চসক(পানপাত্র) বিপরীত রতিতে আসক্তা, মুণ্ডমালা শোভিতা, রক্তধারায় ভূষিতা, ভয়ংকরহাস্যমুখী ত্রিনেত্রা, সর্বদা জ্ঞানদাত্রী, একবেণী ও মহা-বেণী-ধারিণী, সর্পরাজভূষিতা মস্তকে স্বর্ণমুকুটধারিণী, কুন্দপুষ্পসদৃশ দন্তবিশিষ্টা।

নীল সরস্বতী

উগ্রতারার আর একটি বর্ণনায় উগ্রতারা শবের উপরে পদদ্বয় স্থাপিত করে দণ্ডায়মানা এবং ঘোরহাস্যময়ী—চারহাতে খড়্গ, কাতরি, পদ্ম ও খর্পর, খর্বকায়া, নীলবিশাল পিঙ্গল জটাজুটমণ্ডিতা, জটায় সর্প।[২] রূপকল্পনায় পার্থক্য কিছু থাকলেও তন্ত্রশাস্ত্রে তারা ও উগ্রতারা অভিন্না। যিনি তারা, তিনিই উগ্রতারা, আবার তিনিই নীল সরস্বতী।

নীলয়া বাক্‌প্রদা চেতি তেন নীল সরস্বতী।
তারকত্বাৎ সদা তারা সুখমোক্ষপ্রদায়িনী।
উগ্রাপত্তারিণী যস্মাদুগ্রতারা প্রকীর্তিতা॥[৩]

—অবলীলাক্রমে বাক্ প্রদান করেন বলে দেবী নীল সরস্বতী, রক্ষা করেন সর্বদা বলে তিনি তারা, সুখমোক্ষদায়িনী, উগ্র অর্থাৎ তীব্র দুঃখ থেকে ত্রাণ করেন বলে ইনি উগ্রতারা নামে কীর্তিত হন।

নীলরূপিণী সারদার ধ্যানমন্ত্রও আছে, ইনি তারা বা উগ্রতারার অনুরূপা—

প্রত্যালীঢ়পদাং দেবীং ব্যাঘ্রচর্মাবৃতাং কটৌ।
হাস্যবক্ত্রাং মহাঘোরাং যজেন্নীলসরস্বতীম্।
বিপরীতরতাসক্তাং বাগীশত্বপ্রদায়িনীম্।[৪]

—শবে স্থাপিত পদ, কটিতে ব্যাঘ্রচর্ম, হাস্যমুখী মহাঘোরা বিপরীতরতিতে আসক্তা বাগীশত্ব দায়িনী দেবী নীল সরস্বতীকে ভজনা করবে।

---

১ তারারহস্যম্, ব্রহ্মানন্দ গিরি—পৃঃ ১২১-২ ২ দশমহাবিদ্যা—পৃঃ ৩৪
৩ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫০৪ ৪ তারারহস্যম্—৫৯

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে তারা ও মহানীল সরস্বতী একই দেবসত্তা। তারা উগ্রতারা কালী। নীল সরস্বতী বা মহানীল সরস্বতী প্রভৃতি যে সরস্বতীর রূপভেদ তা নীল সরস্বতী বা মহানীল সরস্বতী নাম থেকেই প্রমাণিত হয়।

বৌদ্ধতারা : বৌদ্ধতন্ত্রে তারা একজন প্রধান দেবতা। তিনি আদ্যাশক্তি অবলোকিতেশ্বরের শক্তি শিবশক্তি দুর্গার সমতুল্যা। তারার বহুবিধ মূর্তি। আর্যতারভট্টারিকানামাষ্টোত্তরশতকস্তোত্র নামক স্তোত্র থেকে জানা যায় যে তাহার ১০৮ মূর্তি বা নাম ছিল। অবশ্য হিন্দু দেবতাদের অনেকেরই অষ্টোত্তর শতনাম পাওয়া যায়। একই দেবতার বহুবিধ মূর্তি অথবা বহুবিধ নাম কিম্বা সমার্থক শব্দদ্বারা অষ্টোত্তর শতনামের মালা নির্মাণ করা হয়েছে। ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তারার চব্বিশটি আকৃতির উল্লেখ করেছেন। সাধারণ মূর্তিতে তারা দ্বিভুজা, বজ্রপর্যঙ্কাসনে বা ললিতাসনে উপবিষ্টা, দক্ষিণহস্তে বরদ মুদ্রা, কখনও অভয়মুদ্রা,—বামহস্তে পদ্ম। মধ্যযুগের তারা মূর্তি দণ্ডায়মানা।[১]

সাধনামালায় তারার একটি স্তবমন্ত্র উদ্ধৃত হয়েছে। মন্ত্রটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি—

দেবী ত্বমেব গিরিজা কুশলা ত্বমেব
পদ্মাবতী ত্বমসি তারিণী দেবমাতা।
ব্যাপ্তং ত্বয়া ত্রিভুবনে জগতৈকরূপা
তুভ্যং নমোঽস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ॥[২]

লক্ষণীয় এই যে তারাকে এখানে গিরিজা এবং পদ্মাবতী বলা হয়েছে। পরের শ্লোকেই দেবীকে বলা হয়েছে অমৃতপূর্ণধাত্রী অর্থাৎ অমৃতকলসধারিণী সুতরাং পার্বতী ও লক্ষ্মীর সমন্বয় এখানে সুস্পষ্ট।

তারার আর এক মূর্তি কুরুকুল্লা তারা। কুরুকুল্লা শুভ্রবর্ণা ও দ্বিভুজা।[৩] এই মূর্তিতে সরস্বতীর প্রভাব থাকা সম্ভব। সাধনামালায় ১৭১, ১৭২ ও ১৭৭নং সাধনায় কুরুকুল্লা চতুর্ভুজা, রক্তবর্ণা, রক্তপদ্মে বজ্রপর্যঙ্কাসনে আসীনা, রক্তবস্ত্রদ্বয় পরিহিতা,—দক্ষিণহস্তদ্বয়ে অভয়মুদ্রা ও শর, বামহস্তদ্বয়ে ধনু এবং রক্তপদ্ম।[৪] এখানে দেবী সর্বচিত্রকলাবতী। আর একটি সাধনায় (১৭৩নং) কুরুকুল্লা ষড়্ভুজা। এখানেও দেবী রক্তবর্ণা, রক্তবর্ণ অষ্টদল পদ্ম-সূর্যাসনে বজ্রপর্যঙ্কাসনে উপবিষ্টা, উপরের দুই হাতে ত্রৈলোক্যবিজয়মুদ্রা, মধ্যের দুই হাতে অংকুশ ও রক্তপদ্ম, নিম্নের দুই হাতে আকর্ণ সংযোজিত ধনুঃশর, দেবী রক্তবসন পরিহিতা।[৫] আর একটি সাধনায় (১৭৪নং) দেবী অষ্টভুজা, প্রথম

১ Iconography of Tara, K. K. Dasgupta ; The Sakti Cult & Tara Ed. D. C. Sirkar, C. U.—p, 125

২ সাধনমালা, ২য়, ৩০৯নং সাধন—পৃঃ ৫৯৪

৩ ঐ ১ম, পৃঃ ৫৯৪ ৪ ঐ ১ম ২য় পৃঃ ৪৮, ১৬৫, ৩৪৫

৫ সাধনামালা, ২য়—পৃঃ ২৪৮

করদ্বয়ে ত্রৈলোক্য বিজয়মুদ্রা, অবশিষ্ট দক্ষিণ করে অংকুশ, আকর্ণপূরিত শর ও বরদমুদ্রা, এবং অবশিষ্ট বাম করে পাশ ধনু ও পদ্ম। কুরুকুল্লা তারার বহু বৈচিত্র্য। একটি সাধনায় (১৭৯নং) দেবী ষোড়শ বর্ষীয়া, পিঙ্গলবর্ণা ও জ্বলন্ত উর্ধ্বকেশ বিশিষ্টা, মস্তকে পঞ্চ-নরকপাল শবের উপরে অর্ধপর্যঙ্কাসনে উপবিষ্টা উন্নত দন্তবিশিষ্টা করালবদনা মুণ্ডমালা পরিহিতা, লোলজিহ্বা, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা, চতুর্ভুজা, চঞ্চল রক্তবর্ণ ত্রিনেত্র-যুক্তা, আকর্ণপুরিত রক্তপদ্ম-কলিকার শর ও রক্ত কুসুমের অংকুশ ও পদ্মধারিণী। চতুর্ভুজা গৌরীতারা নামেও তারার এক রূপ সাধনামালায় বর্ণিত হয়েছে।[১]

কুরুকুল্লা তারা

খদির বাহিনী তারা নামে তারার আর একটি মূর্তি বৌদ্ধ তন্ত্রে পাওয়া যায়। এঁকে শ্যামাতারাও বলা হয়। এই দেবী শ্যামবর্ণা, দ্বিভুজা, বামহস্তে নীলোৎপল ধারিণী, দক্ষিণ হস্তে বরদ মুদ্রা, কখনও দণ্ডায়মানা, কখনও উপবিষ্টা। তাঁর সঙ্গে আছেন অশোককান্তা, মারীচি ও একজটা। পূর্বভারতে রচিত অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা নামক গ্রন্থে (১০১৫ খ্রীঃ) চন্দ্রদ্বীপে ভগবতী তারার উল্লেখ আছে। পূর্ববঙ্গে বাখরগঞ্জ জেলায় বাকলা-চন্দ্রদ্বীপে খদিরবাহিনী তারা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ দেবতা ছিলেন। ত্রিকাণ্ড শেষ নামে একটি পাণ্ডুলিপিতে খদিরবাহিনী তারার নামে পাওয়া যায়।[২]

খদির বাহিনী তারা

তারার বহুপ্রকার মূর্তির অন্যতম মহাশ্রী তারা। তিনি ধ্যানী বুদ্ধ অমোঘ সিদ্ধির শক্তি। একজটা, অশোককান্তা, মারীচি, আর্যা-জাঙ্গুলী এবং মহামায়ুরী তাঁর সহচরী। মহাশ্রী তারা শ্যামবর্ণা, দ্বিভুজা, হস্তদ্বয়ে ব্যাখ্যানমুদ্রাধারিণী, একাননা, পার্শ্বদ্বয়ে উৎপল শোভিতা স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্টা। বহুবিধ অলংকারে ভূষিতা।[৩]

মহাশ্রী তারা

তারার অপর মূর্তি বশ্যতারা। বশ্যতারার অপর নাম আর্যতারা। তিনি শ্যাম (সবুজ) বর্ণা, অমোঘসিদ্ধি-শোভিত মুকুটধারিণী, তাঁর ডান হাতে বরদমুদ্রা ও বাম হাতে উৎপল, তিনি ভদ্রাসন ভঙ্গীতে (অর্থাৎ দুই পা ঝুলিয়ে) উপবিষ্টা। বশ্যতারার সঙ্গে খদিরবাহিনী তারার সাদৃশ্য গভীর।

বশ্যতারা

তারার রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে সিতাতারা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। সিতাতারার একমুখ। তিনি চতুর্ভুজ শুক্লবর্ণ। সাধনামালায় সিতাতারার ধ্যানমূর্তি : তারাভগবতীং শুক্লাং ত্রিনেত্রাং চতুর্ভুজাং পঞ্চতথাগতমুকুটীং নানালংকারাং ভুজদ্বয়েন উৎপলমুদ্রাং দধানাং দক্ষিণভুজেন চিন্তামণি রত্নসংযুক্ত বরদাং সর্বসত্ত্বানাং আশাং পরিপূরয়ন্তীং বামেনোৎপলমঞ্জরীং বিভ্রাণাং ধ্যায়াৎ।[৪]—শুক্লবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা পঞ্চতথাগতশোভিতমুকুটধারিণী।

সিতাতারা

১ সাধনামালা, ২য়, সাধন নঃ ১৭৪—পৃঃ ৩৫২

২ The Tara of Chandradipa, D. C. Sirkar—Sakti Cult & Tara page—128 ৩ সাধনমালা—পৃ, ২৪৪-৪৫ ৪সাধনমালা—পৃ, ২১৫

নানালংকারভূষিতা। সম্মুখস্থ হস্তদ্বয়ে উৎপলমুদ্রাধারিণী, অপর দক্ষিণহস্তে চিন্তামণিরত্ন সহ বরদমুদ্রা এবং অপর বামহস্তে পদ্মকোরকধারিণী সর্বজীবের আশা-পূরণকারিণী তারা ভগবতীকে ধ্যান করবে।

সিতাতারার আর একরূপ ষড়ভুজা সিতাতারা। এই দেবীর তিন মুখ ছয় হাত। দেবী শুক্লবর্ণা। কিন্তু তাঁর দক্ষিণ দিকের মুখটি হলদে, বাঁ দিকের মুখটি নীল। দেবীর প্রত্যেকটি মুখ ত্রিনয়ন শোভিত। তাঁর দক্ষিণের তিনটি হাতে বরদমুদ্রা, জপমালা ও তীর, বামের তিনটি হাতে উৎপল পদ্ম ও ধনু। দেবী ষোড়শবর্ষীয়া, অর্ধপর্যঙ্কভঙ্গীতে উপবিষ্টা অমোঘসিদ্ধিশোভিত. অর্ধচন্দ্রাঙ্কিত জটামুকুটধারিণী। তাঁর মস্তকে পাঁচটি ছিন্ন-মুণ্ডের অলংকার।[১]

ষড়ভুজ সিতাতারা

সিতাতারার সঙ্গে সরস্বতীর সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। প্রকৃত পক্ষে সরস্বতীর প্রভাবেই সিতাতারার কল্পনা। সরস্বতীর দ্বারা প্রভাবিত অপর বৌদ্ধ তারা ধনদতারা। এই দেবী কোন জন্তুর উপরে উপবিষ্টা, সবুজ গাত্রবর্ণ (হরিত শ্যামা) বিশিষ্টা একাননা, দ্বিনেত্রা চতুর্ভুজা জপমালা বরদমুদ্রা উৎপল ও পুস্তকধারিণী।[২] চীন ও তিব্বতে সিতাতারা ও ধনদতারার মূর্তি পাওয়া গেছে।[৩]

সর্পবিষনাশিনী জাঙ্গুলীতারা, প্রজ্ঞাপারমিতা, মহাচীন তারা প্রভৃতি বৌদ্ধ বজ্রযানী সম্প্রদায়ের দেবতা তারার বহু বিচিত্র রূপ বর্ণিত আছে। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভটাচার্য তারার আর একটি অভিনব মূর্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই মূর্তিটির নাম মহামায়া বিজয়বাহিনী। নেপালে প্রাপ্ত কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত ধারণী সংগ্রহ এবং নারায়ণ পরিপৃচ্ছা নামক দুটি তান্ত্রিক বৌদ্ধ গ্রন্থের পাণ্ডু-লিপিতে এই দেবীর বিবরণ আছে। ধারণী সংগ্রহের বিবরণ—

মহামায়া বিজয়-বাহিনী তারা

সহস্রমুখি সহস্রশিরে সহস্রভুজে জ্বলিতনেত্রে সর্বতথাগতহৃদয়গর্ভে অসিধনু পরশু-পশু পাশতোমলকনয়শক্তিমুসরমুদ্গলচক্রহস্তে এহ্যেহি ভগবতি সর্বতথা-গতসত্যেন দেবর্ষিসত্যেন মহামায়াবিজয়বাহিনী…।[৪] এই দেবীর সহস্র ভুজ, সহস্রমুখ, সহস্র শির, প্রজ্বালিত নেত্র। এলিস গেটি জানিয়েছেন যে তিব্বতীয় মন্দিরে অঙ্কিত চিত্রে সহস্রভুজা ও সহস্রশিরা তারার প্রতিকৃতি আছে।[৫] গর্ডন সাহেব তিব্বতে সহস্র মস্তক ও বাহু বিশিষ্টা দণ্ডায়মানা উষ্ণীষ সিতাতপত্রপরাজিতা নামে এক তারামূর্তির বিবরণ দিয়েছেন।[৬] দীনেশচন্দ্র

---

১ সাধনমালা—পৃ. ২১৬ ২ সাধনমালা—পৃঃ ২১৯

৩ The Indian Buddhist Igonography—pp. 227, 231-32

৪ An unknown form of Tara—D. U. Bhattachrya, Sakti Cult & Tara—page 135

৫ Gods of Northern Buddhism (1962)—page 121

৬ Tibetan Religious Art.—A. K. Gordon—page 62

ভট্টাচার্যের মতে সহস্রশিরোভুজা তারার মূর্তি নেপাল থেকে তিব্বতে গিয়েছিল। তারার উপাসনা মঙ্গোলিয়া ও জাপানেও প্রসারিত হয়েছিল। জাপানে এক ধরণের তারা মূর্তি পাওয়া গেছে,—এই মূর্তি দ্বিভুজা, বরদমুদ্রা ও পদ্মধারিণী। তিব্বতী ভাষায় তারার নাম স্গ্রোল্‌মা বা দোল্‌মা (Sgrolma or Dolma)—অর্থ মুক্তিদাত্রী রক্ষাকর্ত্রী, মঙ্গোলীয় ভাষায় দর একে (Dara-eke) অর্থাৎ তারা মা।[১]

তারা উপাসনার প্রাচীনতা ঃ কালী অপেক্ষা তারার উপাসনা এবং মূর্তি কল্পনা প্রাচীনতর। তারার ইতিহাস বহু প্রাচীন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে তিব্বত ও চীনে তারার উদ্ভব। নেপালের মধ্য দিয়ে তারা ভারতে প্রবেশ করে হিন্দুদেবগোষ্ঠীর মধ্যে আসন করে নিয়েছেন। ডঃ সুকুমার সেনও তারাকে বৌদ্ধ দেবী এবং বৌদ্ধদেবগোষ্ঠী থেকে হিন্দুদের দেবতাদের সারিতে প্রবিষ্টা বলে মন্তব্য করেছেন, "The great goddess in Tantric Buddhism as Tara. Several centuries later the name and the goddess was adopted in Brahmamism as another identity of kali"[২] খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ববর্তীকালে কোন বৌদ্ধ তারামূর্তি পাওয়া যায় নি। ইলোরার গুহাচিত্রে (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) কয়েকটি তারামূর্তি ক্ষোদিত দেখা যায়। তিব্বতে তারা উপাসনা খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল বলে কে. কে. দাশগুপ্ত সিদ্ধান্ত করেছেন।[৩] খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ্ মগধের তিলঢাকায় বৌদ্ধ বিহারে তো-লো বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ বোধিসত্ত্বের তারারূপের উল্লেখ করেছেন। চৈনিক পরিব্রাজক এদেশে তারা উপাসনার ব্যাপকতা লক্ষ্য করেছেন। সুতরাং হিউয়েন সাঙের পূর্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৫ম/৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এদেশে তারা উপাসনার প্রচলন হয়েছিল, এমন সিদ্ধান্ত করা যায়। নাগার্জুনিকুণ্ডের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি তারামূর্তি পাওয়া গেছে। নাগার্জুনিকুণ্ড খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর। সুতরাং তারার উপাসনা খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল। ডাঃ কে. কে. দাশগুপ্তের মতে বৌদ্ধগণ হিন্দুদেবী তারাকে গ্রহণ করেছেন খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে। ডঃ দাশগুপ্তের মতে তারা ভারতেই উদ্ভূতা।[৪] ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে তারাবাদের উদ্ভব পূর্ব-ভারতে।[৫] রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের নেস্‌রি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে বঙ্গদেশের পাল সম্রাট ধর্মপাল (আঃ ৭৬৯-৮০১ খ্রীঃ) তাঁর পতাকায় অথবা দণ্ডে তারামূর্তি অঙ্কিত করিতেন।

ডঃ সুকুমার সেনের মতে বৌদ্ধ তারা কয়েক শতাব্দী পরে কালীতে

---

১ Iconography of Tara = K. K. Dasgupta, Sakti Cult & Tara—p. 124
২ The Godess in Indic Tradition—p. 43
৩ Sakti Cult and Tara—p. 123
৪ Sakti Cult & Tara—page 108 ৫ Ibid—page 109

রূপান্তরিত হয়েছেন। তারা আদিতে বৌদ্ধ দেবী ছিলেন অথবা হিন্দুদেবী ছিলেন এই বিতর্কের মীমাংসা সহজসাধ্য নয়। তারা তারিণী দুর্গা সমার্থক শব্দ। তারার পৃথক দেবসত্তারূপে আবির্ভাব অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতব্দীর পূর্বে। রুদ্রাণী অম্বিকা উমার আবির্ভাব অনেক পূর্বে হলেও মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডীর আবির্ভাব অনেক পরে সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মহাভরতে দুর্গাকে যেমন বলা হয়েছে তারিণী[১] তেমনি বলা হয়েছে চণ্ডী, মহিষাসুরসৃক্ প্রিয়া[২]। সুতরাং মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী ও তারার মূল মহাভারতেই আছে। কিন্তু তঁদের পৃথক মূর্তি কল্পনা হয়েছে পরে। চর্চিকা চামুণ্ডা ও তারার মিশ্রণেই কালীর রূপকল্পনা হয়েছে আরও পরে সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলিকাতায় ভারতীয় যাদুঘরে একটি প্রাচীন তারামূর্তি আছে। দেবীর পদতলে একটি সিংহ আছে। তারা যে মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডীর প্রভাবে কল্পিত এই মূর্তিটি তা প্রতিপাদান করে।

হিন্দুদের দেবভাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য মহাশক্তির কল্পনা। একই মহাশক্তি যুগে যুগে সাধকের ভাবনায় নব নব রূপে প্রত্যক্ষীভূতা হয়েছেন। সাধারণতঃ ধারণা করা হয় যে তান্ত্রিকতার প্রভাব মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হয় খ্রীষ্টীয় ৪র্থ/৫ম শতাব্দীতে এবং হিন্দুদের শিব-শক্তি উপাসনা থেকে মহাযান সম্প্রদায়ে পুরুষদেবতার সঙ্গে শক্তিদেবতার উপাসনা অনুপ্রবিষ্ট হয়। হিন্দুদের শক্তির উপাসনার রীতি প্রবর্তিত হয় তার অনেক আগে বৈদিক যুগেরই শেষভাগে। তারা অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূতা হয়েছেন।

তারা ও দুর্গা : কিন্তু তারা যে চণ্ডী-দুর্গা-কালীরই রূপভেদ, এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। ডঃ কে. কে. দাশগুপ্ত বলেছেন, "Thus on the basis of late evidence Sastri and Bhattacharya seem to have made a wrong approach to the question of the Origin of the cult Tara and further did lose sight of the fact that the essential concept underlying the Buddhist Tara is almost exactly similar to that of Brahmanical Durga, hoary antiquity of which is now an established fact."[৩]

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন যে তারা হিন্দুদেবী দুর্গা বা চণ্ডীরই রূপান্তর মাত্র। মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীমাহাত্ম্যে দেবী চণ্ডীর তিন রূপ—মধুকৈটভবধের দেবতা মহাকালী, মহিষাসুর উপাখ্যানের দেবতা মহালক্ষ্মী এবং শুম্ভ নিশুম্ভবধের দেবতা মহাসরস্বতী। অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেছেন যে চণ্ডীর মতই তারারও তিন রূপ—উগ্রতারা বা মহাচীনতারা, বসুধারা ও প্রজ্ঞাপারমিতা চণ্ডীর তিনটি রূপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—"Buddhist goddess Tara has also

১ মহা-ভীষ্মপর্ব ২৩।৫ ২ মহা-ভীষ্ম পর্ব ২৩।৮

৩ Iconography of Tara, Ibid—page 119

three principal aspects known generally as Ugratara or Maha-chinatara, Vasudhara and Prajnaparamita respectively, Ugratara or Mahachinatara corresponds to the Mahakali aspect, Vasud-hara to the Mahalaksmi aspect and Prajnaparamita to the Maha Sarasvati aspect।"[১]

মহাবিজয়বাহিনী চণ্ডীর মতই রণোন্মাদিনী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী-মাহাত্ম্যে দেবীর সহস্রভুজের উল্লেখ আছে। মহিষাসুর দেবীকে দেখেছিল বিরাট বিশ্বব্যাপী।

স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা।
পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্॥
ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধনুর্জ্যা নিঃস্বনেন তাম্।
দ্বিষোভুজ সহস্রেন সমন্তাদ্ ব্যাপ্য সংস্থিতাম্॥[২]

—তখন সে দেবীকে জ্যোতিদ্বারা ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করে, পাদদ্বয়ের চাপে ভূপৃষ্ঠ নত করে, মুকুটের দ্বারা আকাশ স্পর্শ করে অবস্থান করতে দেখেছিল। ধনুর্জ্যার শব্দের দ্বারা তিনি সমস্ত পাতাল বিক্ষুব্ধ করে তুলেছেন। বাহু সহস্রের দ্বারা শত্রুগণের চতুর্দিক ব্যাপ্ত করে বিরাজ করছেন।

দেবী-গীতায় দেবীর বিরাট মূর্তির বিবরণ আছে। এখানেও মহাশক্তি সহস্র-শীর্ষ সহস্র নয়ন ও সহস্র পদবিশিষ্টা—

সহস্রশীর্ষনয়নং সহস্রচরণং তথা।
কোটিসূর্যপ্রতীকাশং বিদ্যুৎকোটি সমপ্রভম্॥[৩]

দেবী ভাগবতেও দেবীর অনুরূপ মূর্তির বর্ণনা পাওয়া যায়—

সহস্রনয়না বামা সহস্রকরসংযুতা।
সহস্রবদনা রম্যা ভাতি দূরাদসংশয়ম্॥[৪]

স্কন্দপুরাণে বিন্ধ্যবাসিনী সহস্রভুজান্বিতা—

মহাসহস্রভুজাঢ্যাং মহাতেজোঽভিবৃংহিতাম্।[৫]

এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ বিশ্বব্যাপী বিরাট পুরুষের কথাও স্মর্তব্য—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥[৬]

---

১ An unknown from of Tara, Sakti Cult & Tara—page 135
২ চন্ডী—২।৩।৩৮।৩৯
৩ পঞ্চবিংশতি গীতা, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (বসুমতী)—পৃ, ৫১২
৪ দেবীভাগ—৩।৩।৪৮
৫ স্কন্দ, কাশী, উত্তরার্ধ—৭১।৬২ ৬ ঋগ্বেদ—১০।৯০।১

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ বর্ণনেও অনুরূপ বিরাট মূর্তির সাক্ষাৎ পাই। অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করতে করতে বলেছেন—

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥[১]

—বহু মুখ, বহু নেত্র, বহু বাহু উরু ও পাদসমন্বিত বহু উদর বহু দন্তের দ্বারা ভয়ংকর তোমার বিরাট রূপ দেখে সমস্ত লোক এবং আমি ব্যথিত হয়েছি। সহস্রশীর্ষ সহস্র বাহু ও পদ বিশিষ্ট বিরাট মূর্তির কল্পনা ঋগ্বেদ থেকেই চলে আসছে। সুতরাং চণ্ডীর বিরাটরূপ থেকেই মহাবিজয় বাহিনীর মূর্তি পরিকল্পিত হওয়া সম্ভব। দেবী দুর্গা দশভুজা, অষ্টাদশভুজা প্রভৃতি ভিন্নভিন্ন রূপে পূজিত হন। অনুরূপভাবে শিব সরস্বতী প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার ও রূপ বৈচিত্র্য দেখা যায়। চণ্ডীর বৈকৃতিকরহস্য গ্রন্থে দেবী সহস্রবাহু হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অষ্টাদশভুজা মূর্তি পূজার নির্দেশ আছে—অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্রভুজা সতী।[২]

দুর্গা ও তারা শব্দ দুটি সমার্থক। দুর্গা শব্দের অন্যতম অর্থ—যে দেবী সমস্ত দুর্গ অর্থাৎ দুঃখ দুর্গতি থেকে রক্ষা করেন।[৩]

তারা শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে কে. কে. দাশগুপ্ত লিখেছেন,—

"Derived from the root tar (tr+nic) Tara is the goddess who makes others, i. e., the devotees cross the sea or ocean, Figuratively, she helps her devotees to cross the sea of trouble or broadly speaking, the very ocean of existence".[৪]

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে (২৩ অঃ) অর্জুনকৃত দুর্গাস্তবে দেবীকে তারিণী অর্থাৎ তারা বলা হয়েছে। বিরাট পর্বে (৬অঃ) যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গাস্তবে দেবী পঙ্কমগ্না গাভীর মত পাপমগ্ন মানুষকে পাপ থেকে ভববন্ধন থেকে মুক্ত করেন—

ভবতারণে পুণ্যে যে স্মরন্তি সদাশিবাম্।
তান্ বৈ তারয়সে পাপাৎ পঙ্কে গামিব দুর্বলাম্॥[৫]

সুতরাং তারা দুর্গারই প্রকারভেদ এবং দুর্গা সরস্বতী লক্ষ্মীর রূপকল্পনার প্রভাবে তারার বিচিত্র রূপের উদ্ভব হয়েছে, এ সিদ্ধান্ত অমূলক নয়। কে. কে. দাশগুপ্ত যথার্থই বলেছেন—

"The concept of the Brahmanical Devi Durga or Durgatara as we may call her, being earlier than the concept of the

১ গীতা—৯।২৩ ২ বৈকৃতিক রহস্য—১৭, সুবোধ মজুমদার সম্পাদিত, পৃ. ২৩৫
৩ এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী অধ্যায়ের 'দুর্গা' অংশ দ্রষ্টব্য
৪ Iconography of Tara, Sakti Cult & Tara—p. 115
৫ মহাঃ, বিরাট—৬।৪

Buddhist deity, it appears to our mind that, for the concept of their mother-goddess the Buddhists were indebted to their Hindu Brithren."[১]

পরে কালীমূর্তি কল্পনায় দুর্গা-তারা মার্কণ্ডেয় পুরাণের কালী একত্র মিশ্রিত হয়েছেন, এবং তন্ত্রের বা বৌদ্ধতন্ত্রের তারা কালীর সত্তায় আত্মসত্তা বিসর্জন দিয়েছেন।

ত্রৈলোক্য বিজয়া : ত্রৈলোক্যবিজয়া শক্তি দেবতার রূপভেদ হলেও হিন্দু বা বৌদ্ধদের মধ্যে তেমন প্রসারলাভ করতে পারেন নি। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার ত্রৈলোক্যবিজয়ার নামটি পেয়েছেন চান্দিল প্রস্তরলিপিতে। অগ্নিপুরাণে ত্রৈলোক্য-বিজয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। দেবী অত্যন্ত ভয়ংকরী। ভয়ংকর তার মুখ, করাল-দংষ্ট্রা, রক্তনেত্রা, মুণ্ডমালাধারিণী, নির্মাংসা, বিদ্যুজ্জিহ্বা, মুখে ভ্রূকুটি, বসামাংস-লিপ্তা, অসি ও বজ্রধারিণী, ক্রোধরূপিণী। তিনি বিংশতিভুজা ত্রিনয়না মেঘবর্ণা।[২] কালী ও চামুণ্ডারই মূর্ত্যন্তর ত্রৈলোক্যবিজয়া। সাধনামালায় ত্রৈলোক্যবিজয় সাধনা বর্ণিত হয়েছে।

ত্রৈলোক্যবিজয় চতুর্মুখ, অষ্টভুজ,—ঘণ্টা বজ্র খট্টাঙ্গ, অঙ্কুশ বাণ চাপ পাশ ও বজ্র তাঁর হাতে—বামপদে শিবের মস্তক ও দক্ষিণ পদের দ্বারা গৌরীর স্তনযুগল দলিত করছেন।[৩] ত্রৈলোক্যবিজয় বৌদ্ধধর্মে গৃহীত ত্রৈলোক্যবিজয়ার পুরুষ-রূপ। হিন্দুধর্ম থেকে ত্রৈলোক্যবিজয়া বৌদ্ধ মহাযানধর্মে পুরুষরূপে উপস্থিত হয়েছেন। সেইজন্য আদি পিতামাতা পার্বতী পরমেশ্বরের মস্তকে ও বক্ষে পা দিয়ে দলিত করছেন ত্রৈলোক্যবিজয়।

মাতঙ্গী : দশমহাবিদ্যার অন্যতমা মাতঙ্গী। তন্ত্রশাস্ত্রে মাতঙ্গী বা মাতঙ্গিনী বিদ্যাদেবী সরস্বতীরূপা।

স্তুত্যানয়া শংকরধর্মপত্নীং
মাতঙ্গিনীং বাগধিদেবতাম্॥[৪]

মাতঙ্গিনীর উপাসনায় বাক্‌সিদ্ধি ঘটে।[৫] মাতঙ্গী বিদ্যা সর্বপাপহারিণী মহাবিদ্যা।[৬] তন্ত্ররাজতন্ত্রে মাতঙ্গেশ্বরী বা মাতঙ্গিনী বিদ্যা বীণাবাদনরতা—বাদয়ন্তীং মহাবীণাং স্বসমাঙ্গনাজনৈঃ।[৭] কালিকাপুরাণে মাতঙ্গীই সরস্বতী—মাতঙ্গী তু সরস্বতী।[৮]

শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রত্নসিংহাসনস্থিতাম্।
বেদৈর্বাহুদণ্ডৈরসিখেটকপাশাংকুশধরাম্॥[৯]

---

১ Sakti Cult & Tara—page 118

২ অগ্নি—১৩৪ অঃ ৩ সাধনামালা,—পৃঃ ৫১১

৪ সাঃ তিঃ—১৬৬ ৫ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫৫৫ ৬ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫৫৭

৭ তন্ত্ররাজতন্ত্র—৩৪।৬৫ ৮ কাঃ, পুঃ - ৬২।৯৯ ৯ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫৫৫

—শ্যামবর্ণা, চন্দ্রশেখরা, ত্রিনয়না, রত্নসিংহাসনে উপবিষ্টা বেদরূপী বাহুদণ্ডের দ্বারা অসি খেটক পাশ ও অংকুশধারিণী।

মাতঙ্গীর ধ্যানমূর্তি

মাতঙ্গীর চতুর্বাহু চতুর্বেদ। বিদ্যাদেবী সরস্বতীই অন্যতমা মহাবিদ্যা মাতঙ্গীতে পরিণত হয়েছেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে মাতঙ্গীর বর্ণনা—

রক্তপদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি।
চতুর্ভুজা খড়্গচর্মপাশাংকুশ ধরি॥
ত্রিলোচনা অর্ধচন্দ্রকপালফলকে।

কালিকাপুরাণে মাতঙ্গী উমার অষ্টযোগিনীর অন্যতমা।[১] শুম্ভনিশুম্ভবধের নিমিত্ত দেবগণ হিমালয়ে মহামায়ার স্তব করলে দেবী মহামায়া মাতঙ্গমুনির পত্নী-রূপে দেবতাদের নিকট আবির্ভূতা হয়ে দেবতাদের নিকট প্রশ্ন করেছিলেন—মাতঙ্গবর্ণিতামূর্তির্ভূত্বা দেবানপৃচ্ছৎ।[২] মাতঙ্গমুনির পত্নীর বেশ আকার ধারণ করায় তিনি মাতঙ্গী নামে পরিচিতা। স্বতন্ত্রতন্ত্রে মাতঙ্গিনীর উৎপত্তি সম্পর্কিত উপাখ্যানে মাতঙ্গমুনি শতসহস্র (এক লক্ষ) বৎসর তপস্যা করলে তাঁর তেজোরাশি মাতঙ্গিনীরূপ ধারণ করে।[৩] দেবতেজোরূপা চণ্ডী, ক্যাতায়ন ঋষির তেজে পরিবর্ধিতা ক্যাতায়নী, মাতঙ্গমুনির তেজোজাতা মাতঙ্গী এবং দিব্য সরস্বতী একতা প্রাপ্ত হলেন মাতঙ্গী মহাবিদ্যায়। মাতঙ্গী দেবী ও উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনী অভিন্না।[৪] সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী, শিবারূঢ়া কালী ও রক্তপঙ্কজস্থা মাতঙ্গী একই মহাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ, একই দেবসত্তা—

শিবোপরি স্থিতা দেবী সিংহপৃষ্ঠে কদাচন।
মহিষেষু তথাপুত্র কদাচিদ্রক্তপঙ্কজে॥[৫]

উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনীর মত দশমহাবিদ্যার অন্যতমা মাতঙ্গীর মূর্ত্যন্তর উচ্ছিষ্ট মাতঙ্গিনীর বিবরণ আছে কুলার্ণবতন্ত্রে। তন্ত্রোক্ত বর্ণনা—

বীণাবাদ্যবিনোদগীতনিরতাং নীলাংশুকোদ্ভাসিনীং
বিম্বোষ্ঠীং নবযাবকার্দ্রচরণামাকীর্ণকেশাননাম্।
মৃদ্বঙ্গীং সিতশঙ্খকুণ্ডলধরাং মাণিক্যভূষোজ্জ্বলাং
মাতঙ্গীং প্রণতোঽস্মি সুস্মিতমুখীং দেবীং শুকশ্যামলাম্॥[৬]

—বীণাবাদ্য ও বিনোদগীতনিরতা নীলবস্ত্রে সমুজ্জ্বলা, বিম্বোষ্ঠী, নবযাবকের দ্বারা আর্দ্র যাঁর চরণ, যাঁর আলুলায়িত কেশ মুখের উপর আকীর্ণ, যিনি কোমলাঙ্গী, শুভ্র শঙ্খনির্মিত কুণ্ডলধারিণী, রত্নালংকারে উজ্জ্বলা, শুকপক্ষীর মত শ্যামলবর্ণা, হাস্যমুখী মাতঙ্গীকে আমি প্রণাম করি।

বীণাবাদ্যগীতনিরতা উচ্ছিষ্ট মাতঙ্গী সরস্বতীর রূপান্তর ছাড়া আর কি?

---

১ কাঃ, পুঃ—৬১।৪৭ ২ কাঃ, পুঃ—৬১।৫৪
৩ প্রাণতোষিণী তন্ত্র (বসুমতী)—পৃঃ ৩৮২ ৪ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫৫৭
৫ কালীবিলাসতন্ত্র—২৮।২৭-২৮ ৬ কুলার্ণব—৭।৬১

ধূমাবতী : ধূমাবতী দশমহাবিদ্যার অন্যতমা। আকৃতির দিক থেকে ধূমাবতীর সঙ্গে চামুণ্ডার সাদৃশ্য আছে। ধূমাবতী অতিকৃশা বৃদ্ধা সূর্পহস্তা। ধূমাবতীর বিবরণ—

অতিবৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন।
কাকধ্বজ রথারূঢ় ধূম্রের বরণ ॥
বিস্তার বদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা ॥
এক হস্ত কম্পমান আর হস্তে কুলা ॥[1]

* * *

বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।
বিবর্ণকুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা।
কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিত পয়োধরা
শূর্পহস্তাতিরুক্ষাক্ষী ধৃতহস্তা বরান্বিতা ॥[2]

—বিবর্ণা চঞ্চলা ক্রুদ্ধা মলিনবসনা, বিবর্ণকেশা, রুক্ষা, বিধবা, বিরলদন্তা, কাকধ্বজ চিহ্নিত রথে আরূঢ়া লম্বিতস্তনী, হাতে কুলা, অতিরুক্ষ চক্ষু, এক হস্ত কম্পমান ও অন্যহস্তে বরদমুদ্রা।

নারদ পঞ্চরাত্রে (১৩ অঃ) ধূমাবতীর উৎপত্তি সম্পর্কিত একটি উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। এই উপাখ্যানে কৈলাশে পার্বতী একদিন ক্ষুধায় কাতরা হয়ে শিবের কাছে বারংবার খাদ্য প্রার্থনা করতে থাকেন। শিব খাদ্য দিতে বিলম্ব করায় দেবী স্বামীকে মুখে ফেলে গলাধঃকরণ করেন। শিবকে মুখে পুরে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে দেবীর দেহ ধূমময় হয়ে যায়। শিব নিজ মায়ায় শরীর পরিগ্রহ করেন। এই কারণেই দেবী হলেন বিধবা। শিব বললেন, তুমি বিধবা হয়েছ, শাঁখা সিঁদুর ত্যাগ কর। তোমার এই মূর্তি বগলামুখী নামে খ্যাতা হবে এবং শরীর ধূমব্যাপ্ত হওয়ায় তোমার নাম হবে ধূমাবতী।

এষা মূর্তিস্তব পরা বিখ্যাতা বগলামুখী।
ধূমব্যাপ্ত শরীরত্বাৎ তু ততো ধূমাবতী স্মৃতা ॥

স্বতন্ত্রতন্ত্রের কাহিনী অনুযায়ী দক্ষযজ্ঞে দেবী দেহ নিপাতিত করায় প্রচুর ধূমের উদ্‌গম হয়েছিল। সেই ধূম থেকে ধূমাবতী জন্মালেন। ইনিই কালী কালবক্ত্রা। অক্ষয় তৃতীয়ায় ধূমাবতী শিখা জন্মেছিলেন—প্রাপ্তেঽক্ষয়তৃতীয়ায়াং জাতা ধূমাবতী শিখা।[3] সায়ং সন্ধ্যার বৃদ্ধা গলিতযৌবনা গায়ত্রী বা সরস্বতীর সঙ্গে ধূমাবতীর তুলনা করা চলে।

ধূমাবতী যে সধূম যজ্ঞাগ্নি এই উপাখ্যানযুগল থেকে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। রুদ্রযজ্ঞে যে বিপুল ধূমপুঞ্জ যজ্ঞাগ্নিকে আবৃত করেছিল সেই সধূম শিখাই ত ধূমাবতী। রুদ্রযজ্ঞাগ্নিকে আবৃত বা গলাধঃকরণ করেই তাই ধূমাবতীর

---

১ অন্নদামঙ্গল ২ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫৬০
৩ প্রাণতোষিণী তন্ত্র—৫।৬, পৃঃ ৩৮১-৮২

উৎপত্তি। ধূমাবতী তাই বিধবা। Alain Danielou বলেন যে, ধূমাবতী ধ্বংসের প্রতীক। জগৎ ধ্বংস হলে থাকে ধূম—তাই ধ্বংসাত্মিকা শক্তি ধূমাবতী। বৃদ্ধ শিবের প্রতিরূপ হিসাবেই ধূমাবতী বৃদ্ধা। শূর্প বা কুলার বাতাস অশুভ বা অমঙ্গল দূর করে। তাই ধূমাবতীর হস্তে কুলা। শিবশক্তি ধূমাবতী ভয়ংকরী হয়েও অমঙ্গলনাশিনী। ধূমাবতীতে চামুণ্ডার প্রভাব উপেক্ষনীয় নয়। ধূমাবতীর হাতের কুলা কি শীতলার মাথায় চেপেছে ?

বগলামুখী : নারদ পঞ্চরাত্রের বিবরণে ধূমাবতী ও বগলামুখী অভিন্ন। কিন্তু দশমহাবিদ্যার অন্যতমা বগলামুখীর ভিন্ন মূর্তি তন্ত্রে-পুরাণে কল্পিত হয়েছে। বগলা এক হাতে অসুরের জিব টেনে ধরে অন্য হাতে মুদ্গর ধারণ করে আছেন।

রত্নগৃহে রত্নসিংহাসনমধ্যস্থিতা।
পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণভূষিতা।
এক হস্তে অসুরের জিহ্বা ধরি।
আর হস্তে মুদ্গর ধরিয়া ঊর্ধ্ব করি॥
চন্দ্র সূর্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন।
ললাটমণ্ডলে চন্দ্রখণ্ড সুশোভন॥[১]
গম্ভীরাঞ্চ মদোন্মত্তাং স্বর্ণকান্তিসমপ্রভাম্।
চতুর্ভুজাং ত্রিনয়নাং কমলাসনসংস্থিতাম্॥
মুদ্গরং দক্ষিণে পাশং বামে জিহ্বাঞ্চ বজ্রকম্।
পীতাম্বরধরাং দেবীং দৃঢ়পীনপয়োধরাম্।
হেমকুণ্ডলভূষাঞ্চ স্বর্ণসিংহাসনস্থিতাম্॥[২]

এই বর্ণনায় দেবী স্বর্ণসিংহাসনে পদ্মাসনে উপবিষ্টা স্বর্ণবর্ণা চতুর্ভুজা পাশ মুদ্গর অসুরের জিহ্বা এবং বজ্রধারিণী। ভারতচন্দ্রের বিবরণে দেবী দ্বিভুজা। তন্ত্রের আর একটি মন্ত্রেও দেবী দ্বিভুজা। অন্যান্য বর্ণনা প্রায় অনুরূপ।[৩] বগলা ভয়ংকরী —শত্রুঘাতিনী বা দানবঘাতিনী চণ্ডীর আর একটি রূপ।

ভুবনেশ্বরী : দশমহাবিদ্যার অন্যতমা ভুবনেশ্বরী ও ষোড়শী। ভুবনেশ্বরী জবা ও দাড়িম্বতুল্য রক্তবর্ণা। চন্দ্রশেখরা, জটাজুটমণ্ডিতা, ত্রিনেত্রা—পাশ, অংকুশ বর ও অভয়মুদ্রা ধারিণী।[৪]

ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় ভুবনেশ্বরী—

রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ।
পাশাংকুশ-বরাভয়ে শোভে চারিভুজ॥
ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল।
মণিময় নানা অলংকার ঝলমল॥[৫]

---

১ অন্নদামঙ্গল ২ তন্ত্রসার—পৃ: ৫৭৮ ৩ তন্ত্রসার—পৃ: ৫৭৫
৪ তন্ত্রসার—পৃ: ৩৫৯ ৫ সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ—অন্নদামঙ্গল

ভৈরবী : ভৈরবী চতুর্ভুজা পদ্মাসনা—মুণ্ডমালিনী। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় ভৈরবী —

রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কমল আসনা।
মুণ্ডমালী গলে নানা ভূষণাভূষণা॥
অক্ষমালা পুথি বরাভয় চারি কর।
ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাট উপর।[১]

লক্ষ্মী সরস্বতী কালী ও ব্রহ্মাণীর মিশ্রিত রূপ ভৈরবী। সরস্বতীর প্রভাবই পড়েছে বেশী। ভৈরবীর চার হাতে অক্ষমালা পুঁথি বর ও অভয় মুদ্রা। তন্ত্রসার অনুসারে ভৈরবীর আরাধনায় সাধক লক্ষ্মীর আধার হয়, পলাশকুসুম দ্বারা ভৈরবীর হোম করলে সাধক বাক্‌সিদ্ধিলাভ করেন, চন্দনাক্ত বকুল ও মালতীফুল দিয়ে ভৈরবীর হোম করলে সাধক এক বৎসরের মধ্যে কবিত্ব শক্তি লাভ করেন ঘৃতাক্ত অন্ন দ্বারা হোম করলে অন্নলাভ হয়। দেখা যাচ্ছে ভৈরবীর উপাসনায় বিদ্যা ও ধন সম্পদ লাভ হয়।[২]

যোড়শী : যোড়শীর নামান্তর রাজরাজেশ্বরী। রাজরাজেশ্বরী রক্তবর্ণা, ত্রিনয়না চন্দ্রশেখরা চতুর্ভুজা পাশাংকুশ ধনুঃশরধারিণী। তাঁর আসন ধারণ করে আছেন বিধি, বিষ্ণু, ঈশ্বর, মহেশ ও রুদ্র। যোড়শী বা রাজরাজেশ্বরী মহাদেবের নাভিপদ্মে উপবিষ্টা, প্রভাতসূর্য জবাকুসুম দাড়িমফুলের বর্ণবিশিষ্টা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, সর্বাভরণভূষিতা, সর্বসৌভাগ্যসুন্দরী সর্বলক্ষ্মীময়ী।[৩] ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় যোড়শী—

রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর।
চারিহাতে শোভে পাশাংকুশ ধনুঃশর।
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্র পঞ্চ
পঞ্চপ্রেত নিবসিত বসিবার মঞ্চ॥[৪]

যোড়শীর রূপ কল্পনায় ব্রহ্মাশক্তি ব্রাহ্মী ও লক্ষ্মীর প্রভাব আছে। ত্রিনয়ন ও ললাটস্থিত চন্দ্র অবশ্যই শিবের সম্পত্তি। কিন্তু যোড়শীর গাত্রবর্ণ প্রভাতসূর্য তথা ব্রহ্মার কাছ থেকে গৃহীত। দেবীর হস্তস্থিত পাশ ও অংকুশ লক্ষ্মীর হাতের শোভা বর্ধন করে। শিবের নাভিপদ্মে দেবীর অবস্থান অবশ্যই বিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মার অবস্থানের অনুসরণে কল্পিত। তন্ত্রসারে যোড়শী বিদ্যা এবং মহাযোড়শী বিদ্যা শ্রীবিদ্যার অন্তর্গত—শ্রীবিদ্যা যোড়শী পরা।[৫] শ্রীবিদ্যারও ধ্যানমূর্তি আছে—সেই মূর্তি যোড়শীর সমতুল্য—

বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্বাহাং ত্রিলোচনাম্।
পাশাঙ্কুশশরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে॥[৬]

---

১ সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ—অন্নদামঙ্গল ২ তন্ত্রসার—পৃঃ ৯১০
৩ দশমহাবিদ্যা—মহেশচন্দ্র পাল সংকলিত—পৃঃ ৬৯-৭০ ৪ অন্নদামঙ্গল
৫ তন্ত্রসার—পৃঃ ৩৭৭ ৬ তন্ত্রসার—পৃঃ ৪০৬

—প্রভাতসূর্যমণ্ডলের বর্ণবিশিষ্টা চতুর্বাহুযুক্তা ত্রিনয়না পাশ, অংকুশ, শর ও ধনুর্ধারিণী শিবাকে আশ্রয় করি।

তন্ত্রসারে ষোড়শীর সুদীর্ঘ ধ্যানমন্ত্রে ষোড়শীর মূর্তি পূর্বোক্ত বর্ণনারই অনুরূপ।[১] ষোড়শী বা রাজরাজেশ্বরী যেমন প্রভাত সূর্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা তেমনি ব্রহ্মাণী সরস্বতী ও লক্ষ্মীর সম্মিলনে পরিকল্পিতা। Alain Danielou মনে করেন যে ষোড়শীর সঙ্গে ষোড়শ দিনের চন্দ্রকলার পরিণত রূপ পূর্ণিমা-চন্দ্রের সংযোগ আছে।[২] পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠেয় যজ্ঞের সঙ্গেই ষোড়শীর সংযোগ থাকা সম্ভব।

ছিন্নমস্তা : দশমহাবিদ্যার সর্বাপেক্ষা ভয়ংকরী মূর্তি ছিন্নমস্তা। দেবী স্বয়ং নিজমুণ্ড ছিন্ন করে ছিন্ন মুণ্ডে নিজ রুধির পান করছেন। ছিন্নমস্তার বিবরণ—

মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সূর্যকোটিসমপ্রভাং
ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকম্॥
প্রসারিতমুখীং ভীমাং লেলিহানাগ্রজিহ্বিকাম্।
পিবন্তীং রৌধিরীং ধারাং নিজকণ্ঠবিনির্গতাম্॥
বিকীর্ণকেশপাশাঞ্চ নানা পুষ্পসমন্বিতাম্।
দক্ষিণে চ করে কর্ত্রীং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥
দিগম্বরীং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢ়পদস্থিতাম্।
অস্থিমালাধরাং দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥
রতিকামোপবিষ্টাঞ্চ সদা ধ্যায়ন্তি মন্ত্রিণঃ।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥
বিপরীতরতাশক্তৌ ধ্যায়েদ্রতিমনোভবৌ।
ডাকিনী বর্ণিনীযুক্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ।
দেবীগলোচ্ছলদ্রক্তধারাপানং প্রকুর্বতীম্॥[৩]

—কোটিসূর্যপ্রভাতুল্যা, বামহাতে নিজের মস্তক ধারণ করে লোল জিহ্বা সহ মুখব্যাদান করে নিজের কণ্ঠনির্গত রক্তধারা পানে রতা, কেশপাশ চতুর্দিকে বিকীর্ণ, নানা পুষ্পশোভিতা, ডানহাতে কাতরি, মুণ্ডমালাভূষিতা, নগ্না, মহাঘোরা, বামপদ অগ্রে ও দক্ষিণ পদ পশ্চাতে স্থাপন করে দণ্ডায়মানা, অস্থিমালাধারিণী, সর্পের যজ্ঞোপবীত পরিহিতা, রতি আকাঙ্ক্ষায় স্থিতা, সদা ষোড়শবর্ষীয়া পীনোন্নত স্তনী, বিপরীত রতিতে আসক্তা, বামে ডাকিনী ও দক্ষিণে বর্ণিনী দেবীর গল-দেশ নির্গত রক্তপানে রতা।

তন্ত্রসার এবং ছিন্নমস্তাকল্পতে এই বিবরণ আছে।

---

১ তন্ত্রসার—পৃঃ ৪০৬-৩৭ ২ Hindu Polytheism—p. 278
৩ দশমহাবিদ্যা—পৃঃ ১০৯

ভারতচন্দ্র প্রদত্ত ছিন্নমস্তার বর্ণনা—

বিপরীত রতে রত রতিকামোপরি।
কোকনদবরণা দ্বিভুজা দিগম্বরী॥
নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে।
খড়্গে কাটি নিজমুণ্ড ধরি করতলে॥
কণ্ঠ হৈতে রুধির উঠিছে তিন ধার।
একধারা নিজমুখে করেন আহার॥
দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী।
দুইধারা পিয়ে তারা শব-আরোহিণী॥[১]

বিপরীতরতাতুরা শবারূঢ়া দিগম্বরী ছিন্নমস্তা কালীরই রূপান্তর। ছিন্নমস্তা মূর্তি কল্পনার একটি তাৎপর্য আছে। দুর্গা বা কালী ত যজ্ঞরূপা। ছিন্নমস্তাও তাই। দক্ষযজ্ঞে রুদ্রানুচর বীরভদ্র যজ্ঞের মুণ্ড ছিন্ন করেছিলেন। সুতরাং অসম্পূর্ণ রুদ্রযজ্ঞই ছিন্নমস্তা। বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ং যখন রুদ্ররূপে সৃষ্টিনাশ করছেন, তখন রুদ্রশক্তি ছিন্নমস্তাই হয়ে থাকেন।

ছিন্নমস্তার উৎপত্তি সম্পর্কে নারদ পঞ্চরাত্রের উপাখ্যান এই : কোন সময়ে পার্বতী স্নানার্থে মন্দাকিনীর জলে সহচরীদের সঙ্গে অবগাহন কালে কামার্তা হওয়ায় কৃষ্ণবর্ণা হয়েছিলেন। সেই সময়ে দেবীর সহচরীবৃন্দ ক্ষুধার্তা হয়ে বারংবার খাদ্য প্রার্থনা করলে দেবী বামহস্তের নখাগ্রে স্বীয় মস্তক ছিন্ন করলেন। ছিন্ন শির তাঁর বাম হস্তে পতিত হোল।[২]

ছিন্নমস্তার বিবরণের সঙ্গে বৌদ্ধদেবী বজ্রযোগিনীর আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। সাধনামালায় বজ্রযোগিনীর ধ্যান মন্ত্র : পীতবর্ণাং স্বয়মেব স্বকর্ত্রিকর্তিত স্বমস্তকবামহস্তস্থিতাং দক্ষিণহস্তকর্ত্রিসহিতাং ঊর্ধ্ববিস্তৃতবামবাহুং অধোনমিত দক্ষিণবাহুং বাসঃশূন্যাং প্রসারিতদক্ষিণপাদাং সংকুচিত বামপাদাং ভাবয়েৎ। কবন্ধান্নিঃসৃত্যাসৃগ্‌ধারা স্বমুখে প্রবিশতি ইতি ভাবয়েৎ। বামদক্ষিণপার্শ্বয়োঃ শ্যামবর্ণ বজ্রবর্ণনী পীতবর্ণ বজ্র বৈরোচন্যো বামদক্ষিণহস্ত কর্ত্রিসহিতে দক্ষিণ বামহস্ত কর্পরসহিতে প্রসারিত বামপাদ প্রসারিত দক্ষিণপাদে সংকুচিতেতরপাদে মুক্তকেশ্যৌ ভাবয়েৎ। উভয়োঃ পার্শ্বয়োরুভয়োর্যোগিনোর্মধ্যে অন্তরীক্ষে অতিভয়াকুলং শ্মশানং ভাবয়েৎ।[৩]—(অস্যার্থঃ) দেবী পীতবর্ণা, স্বয়ং নিজহস্তস্থিত খড়্গ দ্বারা স্বমস্তক ছিন্ন করে বাম হস্তে ধারণ করেছেন, দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ধারণ করেছেন, বামবাহু ঊর্ধ্বে উত্তোলিত, দক্ষিণবাহু নিম্নে অবনমিত, নগ্না, দক্ষিণপদ সম্মুখে প্রসারিত, বামপদ পশ্চাতে সংকুচিত এইরূপ চিন্তা করবে। চিন্তা করবে, কবন্ধ থেকে রক্তধারা নির্গত হয়ে দেবীর মুখে প্রবেশ করছে। তাঁর বাম পাশে শ্যামবর্ণা বজ্রবর্ণনী এবং দক্ষিণ পাশে পীতবর্ণ বজ্রবৈরোচনী। এঁরা

১ অন্নদামঙ্গল ২ প্রাণতোষিণী তন্ত্র—৫।৬, পৃঃ ৩৭৮
৩ সাধনামালা, ২য়, সাধন সংখ্যা ২৩২, পৃঃ ৪৫২-৫৩

বামহস্তে কর্ত্রি ও দক্ষিণহস্তে নরকপাল ধারণ করেন। বজ্রবর্ণনী বামপদ প্রসারিত ও অপরপদ সংকুচিত এবং বজ্রবৈরোচনী দক্ষিণ পদ প্রসারিত ও বামপদ সংকুচিত করে দণ্ডায়মান। উভয়েই মুক্তকেশী। উভয়ের পার্শ্বে এবং উভয় যোগিনীর মধ্যে ভয়ংকর শ্মশান চিন্তা করবে।

হিন্দুতন্ত্রে ছিন্নমস্তা ও বৌদ্ধ বজ্রযানী সাধনায় বজ্রযোগিনীর মধ্যে সাদৃশ্য এত প্রবল যে একজন অপরের কাছে ঋণী, একথা স্বীকার করতেই হয়। তন্ত্রসার প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের পূর্ববর্তী হতে পারেন না। কিন্তু সাধনামালা রচিত হয়েছে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বে। সাধনামালায় ২৩৫ সংখ্যক বজ্রযোগিনী সাধনার শেষে বলা হয়েছে,—এবং নন্দ্যাবর্তেন সিদ্ধ শবর পাদীয়মত বজ্রযোগিন্যারাধন বিধিঃ।[১] অর্থাৎ সিদ্ধ শবরপাদের মতানুযায়ী বজ্রযোগিনীর আরাধনার এই নিয়ম। সুতরাং বজ্র যোগিনীর এই আরাধনার রীতি প্রবর্তন করেছিলেন সাধক সিদ্ধ শবরপাদ। ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে সিদ্ধ শবরপাদের আবির্ভাবকাল আঃ ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দ।[২] বজ্রযোগিনীদেবীর কল্পনা আরও পূর্ববর্তীকালের হওয়াই সম্ভব। তন্ত্রে দেবীর দুই পাশে ডাকিনী ও বর্নিনী। বৌদ্ধ সাধনায় প্রধানা দেবী ডাকিনী ও দুপাশে বজ্রবর্ণিনী ও বজ্রবৈরোচনী। ডঃ ভট্টাচার্য সুস্পষ্টভাবে রায় না দিলেও হিন্দুতন্ত্রে বৌদ্ধদেবীকে স্থান দেওয়া হয়েছে, এমন একটি তাঁর বক্তব্য থেকে পাওয়া যায়।[৩] বাস্তবিক ছিন্নমস্তা কল্পনার প্রাচীন কোন সূত্র পাওয়া না গেলে দেবীকে বৌদ্ধ তন্ত্র থেকে আগত বলে গ্রহণ না করে উপায় নেই।

কমলা ঃ দেবীর আর এক মূর্তি কমলা। কমলারই অপর নাম মহালক্ষ্মী। কমলার ধ্যানে গজলক্ষ্মীর বর্ণনা পাই। ভারতচন্দ্রও গজলক্ষ্মীর বর্ণনা দিয়েছেন—

সুবর্ণবর্ণ আসন অম্বুজ।
দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারিভুজ॥
চতুর্দন্ত চারিশ্বেতবারণ হরিষে।
রত্নঘটে অভিষেকে অমৃত বরিষে॥[৪]

কমলা যিনি তিনিই গজলক্ষ্মী বা কমলে কামিনী লক্ষ্মী। সরস্বতী ও শিবশক্তি শিবানীর অভিন্নতা দশমহাবিদ্যা নামে মাতঙ্গী, ষোড়শী, কমলা এবং তারার মূর্ত্যন্তর নীল সরস্বতীর কল্পনাতেই প্রতিভাত। শিবশক্তি, বিষ্ণুশক্তি ও ব্রহ্মশক্তির মিলন ঘটেছে দশমহাবিদ্যায়। কমলা শিবশক্তি ও বিষ্ণুশক্তির সমন্বয়—"The lotus girl (Kamalā) is the consort of the ever-lasting Siva (Sadāsiva) who protects the world and can be identified with an aspect of Viṣṇu. She is the embodiment of all that

১ সাধনামালা - ২য়, পৃঃ ৪৫২-৫৩, সাধন সংখ্যা—২৩২ ২ তদেব পৃঃ ৪৫৬
৩ তদেব ভূমিকা পৃঃ—lvi ৪ তদেব পৃঃ C—I. iv—C lv ৫ অন্নদামঙ্গল

is desirable, the exact counterpart of the smokey one (Dhumavatī)"[১]

উগ্রতারা-সন্ধ্যায় ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী ও শিবা ত্রিমূর্তির ধ্যানের বিধান আছে। প্রাতঃকালীন ধ্যানে ব্রাহ্মী প্রাতঃসূর্যের বর্ণসমন্বিতা কৃষ্ণাজিনধারিণী পুস্তক ধারিণী, মধ্যাহ্নকালীন ধ্যানে দেবী শ্যামবর্ণা চতুর্ভুজা শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী সূর্যাসনে অধিষ্ঠিতা, সায়াহ্নে দেবী শুক্লবর্ণা শুক্লবস্ত্র পরিহিতা বৃষারূঢ়া ও ত্রিনেত্রা পাশ শূলবরমুদ্রা ও নরকপালধারিণী।[২] নীলসরস্বতীর সন্ধ্যাতেও ত্রিমূর্তির ধ্যান বিধেয়।[৩] তারা বা উগ্রতারা অথবা নীলসরস্বতীর সন্ধ্যাবন্দনার মন্ত্রে দেবীকে সূর্যজ্যোতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেবতেজঃসম্ভবা চণ্ডী ও যজ্ঞাগ্নি দুর্গা কালীর সঙ্গে একাত্মতা প্রতিপাদন করেছে।

১ Hindu Polytheism ২ তাররহস্যম্—পৃঃ ২২-২৩ ৩ তাররহস্যম্—পৃঃ ২৪-২৫

অন্যান্য শক্তি দেবতা

ত্রিপুরা ঃ দশমহাবিদ্যা ছাড়াও শক্তিদেবতার আরও অসংখ্য রূপ রয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শক্তি দেবতার বৈচিত্র্যময় রূপের আলোচনা হয়েছে। মহাশক্তির শক্তি, গণ, যোগিনী প্রভৃতি নামে বহুবিধ রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তন্ত্র-পুরাণোক্ত শক্তিদেবতার অনেক মূর্তি একালে কেবলমাত্র পুঁথিতেই নিবদ্ধ। কিছু কিছু মূর্তি একালেও পূজিতা হন। আবার গ্রামে জনপদে পর্বতে তীর্থক্ষেত্রে কত শক্তিদেবতার মূর্তি রয়েছে, যাঁরা পুরাণে উল্লিখিত মহাশক্তির সঙ্গে অভিন্নরূপে পূজিতা হন, অথচ পুরাণে-তন্ত্রে এঁদের স্থান হয় নি। এঁরা স্থানীয় দেবতারূপেই পূজিতা। দুর্গা কালী প্রভৃতি থেকে পৃথক ত্রিপুরা নামে এক দেবীমূর্তির বিবরণ রয়েছে কালিকাপুরাণে। ত্রিপুরা দেবী সিঁদুরের মত রক্তবর্ণ, তিনি ত্রিনেত্রা, চতুর্ভুজা, উপরের বামহস্তে পুষ্পধনু ও নিম্নের বামহস্তে পুস্তক, দক্ষিণের ঊর্ধ্বহস্তে পাঁচটি বাণ এবং নিম্নে অক্ষমালা ধারণ করেন, দেবীর মাথায় জটাজুট ও অর্ধচন্দ্র, তিনি নগ্না এবং ধন বিতরণ করেন। তিনি কুণকের উপরে সমপাদে দণ্ডায়মানা।[১] আর একটি ধ্যান মন্ত্রে ত্রিপুরা বন্ধুকপুষ্পের বর্ণবিশিষ্টা, জটাজুট ও চন্দ্রভূষিতা, প্রাতঃসূর্যতুল্য রক্তবসন পরিহিতা পদ্মপর্যঙ্ক আসনে উপবিষ্টা। নবযৌবনা, চতুর্ভুজা, ঊর্ধ্ব বামহস্তে পুস্তক ও ঊর্ধ দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা, অধো বামে অভয় মুদ্রা ও অধো দক্ষিণ হস্তে মুদ্রা ধারণ-কারিণী, আপাদ মুণ্ডমালা ভূষিতা।[২] ত্রিপুরার তৃতীয় মূর্তিটিতে দেবীর বর্ণ জবাকুসুমসদৃশ, দেবী নগ্না মুক্তকেশী, প্রেততুল্য সদাশিবের হৃদয়ে অর্ধপদ্মাসনে উপবিষ্টা, পা পর্যন্ত রক্তপদ্ম মিশ্রিত মুণ্ডমালাশোভিতা, চতুর্ভুজা, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে অক্ষমালা ও বর মুদ্রা বামে ঊর্ধ্বহস্তে বর ও অধোহস্তে অভয়-মুদ্রা।[৩] তন্ত্রসারে উদ্ধৃত মন্ত্রে দেবী রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা, পাশ ও অংকুশ ধারিণী, রক্তবসনা, ললাটে অর্ধচন্দ্র শোভিতা।[৪] ত্রিপুরা দেবীর এই বিবরণগুলিতে যে ব্রহ্মাণী সরস্বতী ও কালীর মিশ্রণ ঘটেছে, তা বলাই বাহুল্য। তন্ত্রশাস্ত্রে ত্রিপুরা ভৈরবী ও মহাবিদ্যা—অথ বক্ষ্যে মহাবিদ্যাং ত্রিপুরামতিগোপিতাম্।[৫] ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের শক্তি অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতিলয়াত্মিকা বলেই ত্রিপুরার তিনমূর্তি এবং তাঁর নাম ত্রিপুরা—যা সৃষ্টিপালনলয়ং কুরুতে ত্রিমূর্তা।[৬] ত্রিমূর্তিতে সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন, তিন বেদরূপা এবং প্রলয়ে ত্রিলোক পূরণ করেন বলে দেবীর নাম ত্রিপুরা।[৭] যাই হোক দেবতেজোজাতা চণ্ডী ও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের শক্তিরূপা ত্রিপুরা একই দেবতায় পরিণত হয়েছেন। তন্ত্রসাধনায় ত্রিপুরা দেবীর স্থান

---

১ কাঃ পুঃ—৬৩।৮৫-৮৯ ২ কাঃ পুঃ—৬৩-১৫৬-৬২ ৩ কাঃ পুঃ—৬৩।১৬৪-৬৮
৪ তন্ত্রসার—পৃঃ ৪০৬-০৭ ৫ তন্ত্রসার—পৃঃ ৩০৭
৬ তন্ত্রসার—পৃঃ ৩০৬ ৭ তন্ত্রসার—৩০৭

অতি উচ্চে। এমন কি কামাখ্যা দেবীও ত্রিপুরা নামে পরিচিতা—ত্রিপুরেতি ততঃ খ্যাতা কামাখ্যা কামরূপিণী।[১]

কামেশ্বরী : কলিকাপুরাণে কামেশ্বরী দেবীর মূর্তির কয়েকটি বিবরণ পাই। কামেশ্বরী দেবী ত্রিনেত্রা, চতুর্ভুজা, বরাভয় মুদ্রা ও অক্ষসূত্রধারিণী রক্তপদ্মে উপবিষ্টা, নবযুবতী, মুক্তকেশী, শবের হৃদয়ে উপবিষ্টা, অর্ধচন্দ্রভূষিতা। দেবীর বর্ণ রক্ত ও ঈষৎ পীত।[২] কামেশ্বরীর অপর একটি বিবরণে দেবীর বর্ণ দলিত অঞ্জন সদৃশ, ছয় মুখ, বারো হাত, প্রতি মস্তকেই অর্ধচন্দ্র, দক্ষিণ হস্তে তিনি পুস্তক সিদ্ধসূত্র, পঞ্চবাণ, খড়্গ, শক্তি ও শূল ধারণ করেন, বাম হস্ত সমূহে তিনি ধারণ করেন অক্ষমালা, মহাপদ্ম, ধনু, অভয় চর্ম (ঢাল) এবং পিণাক। তাঁর ছ'টিমুখ যথাক্রমে সাদা, লাল, পীত, হরিত, কালো এবং বিচিত্র বর্ণের। সিংহের উপরে সাদা প্রেত, তার ওপরে রক্তপদ্ম, তার উপরে কামেশ্বরী উপবিষ্টা। দেবী ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা।[৩] দেবী কামেশ্বরী যিনি তিনিই কামাখ্যা। কামাখ্যাপীঠ কামেশ্বরী স্থান নামে কালিকাপুরাণে উল্লিখিত। সতীর যোনিমণ্ডল কামরূপ কামাখ্যায় পতিত হয়েছিল।

সত্যাস্তু পতিতং তত্র বিশীর্ণং যোনিমণ্ডলম্।
শিলাত্বমগমচ্ছেলে কামাখ্যা তত্র সংস্থিতা॥[৪]

—পর্বতে সতীর বিশীর্ণ যোনিমণ্ডল পতিত হয়ে প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, যেখানে কামাখ্যা অবস্থান করেন।

সেই যোনি শিলাতেই কামেশ্বরী অবস্থান করেন—তস্যাঃ শিলায়াঃ মাহাত্ম্যং যত্র কামেশ্বরী স্থিতা।[৫]

ভীমা দেবী : ভীমা দেবী চণ্ডীর এক নাম। দেবী চণ্ডী বলেছেন,

পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ॥
তদা মাং মুনয়ঃ সর্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্তয়ঃ।
ভীমা দেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥[৬]

—পুনরায় আমি হিমালয়ে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে মুনিদের রক্ষার জন্য রাক্ষস ধ্বংস করবো। তখন মুনিগণ সকলে মিলে নত হয়ে আমার স্তব করবেন। তখন আমার ভীমা দেবী নাম বিখ্যাত হবে।

মহাভারতে পঞ্চনদের পরে ভীমাদেবীর স্থান। সেখানে যোনিতীর্থে স্নান করলে মানুষ রত্নকুণ্ডল ধারণ করে দেবীর পুত্ররূপে শোভা পাবে, এবং শতসহস্র গোদানের ফললাভ করবে।

---

১ কাঃ পুঃ—৬৩।৫০ ২ কাঃ পুঃ—৬২।১৪৩-৪৫ ৩ কাঃ পুঃ—৬৪।১৮-২৭
৪ ঐ—৬২।৭৬ ৫ কাঃ পুঃ—৬২।৭৮ ৬ চণ্ডী—১১।৫১-৫২

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ভীমায়াঃ স্থানমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা তু যোন্যাং বৈ নরো ভরতসত্তম।
দেব্যাঃ পুত্রো ভবেদ্রাজন্ রত্ন কুণ্ডলবিগ্রহঃ ॥
গবাংশতসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥[১]

বিভিন্ন গ্রন্থাদি থেকে জানা যায় গান্ধার দেশের মধ্যস্থলে (বর্তমান পেশোয়ার) সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে ভীমা-দেবীর অবস্থান ছিল। হিউয়েন সাঙ্ এর বিবরণে পাওয়া যায় যে গান্ধার রাজ্যের কেন্দ্রে একটি উচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নাম ছিল ভীমা দেবী পর্বত। এখানে কালো কষ্টিপাথরে নির্মিত ভীমা-দেবীর মূর্তি ছিল।[২] পর্বতের পাদদেশে ছিল মহেশ্বর দেবের মন্দির।

মনে হয় ভীমা-দেবী ছিলেন স্থানীয় দেবতা। তিনি ক্রমে মহাশক্তির বহু বিচিত্র মূর্তির অন্যতমারূপে দুর্গা চণ্ডীর সঙ্গে একাত্মতা প্রাপ্ত হয়েছেন।

জগদ্ধাত্রী : মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার একটি প্রসিদ্ধ মূর্ত্যন্তর জগদ্ধাত্রী। কিংবদন্তী অনুসারে নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় জগদ্ধাত্রী পূজার প্রবর্তন করেছিলেন। বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দি খাঁর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নৌকা যোগে মুর্শিদাবাদ থেকে নদীয়ায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন, সেই সময় দুর্গা-পূজার কাল উত্তীর্ণ। নৌকা থেকেই ঢাকের বাদ্য শুনে মহারাজ জানতে পারেন যে সেদিন বিজয়া দশমী। সেই বৎসর দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করতে না পারায় মহারাজ দুঃখে কাতর হওয়ায় দেবী দুর্গা তাঁকে জগদ্ধাত্রী মূর্তিতে দেখা দিয়ে একমাস পরে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে জগদ্ধাত্রী পূজার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তদনুসারে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নদৃষ্ট দেবীপ্রতিমা নির্মাণ করিয়ে ধুমধাম সহকারে কার্তিকের শুক্লা নবমীতে পূজা করেছিলেন। এই কিম্বদন্তী সত্য হলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জগদ্ধাত্রী পূজার সূচনা হয়েছিল। কিন্তু যদিও রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে জগদ্ধাত্রী পূজার উল্লেখ করেন নি, তথাপি রঘুনন্দনের আনুমানিক দুইশত বৎসর পূর্বে শূলপাণি কালবিবেক গ্রন্থে কার্তিকমাসে জগদ্ধাত্রী পূজার উল্লেখ করেছেন—

কার্তিকেঽমলপক্ষস্য ত্রেতাদৌ নবমেঽহনি।
পূজয়েত্তাং জগদ্ধাত্রীং সিংহপৃষ্ঠে নিষেদুষীম্ ॥

শূলপাণির পূর্ববর্তীকালে রচিত স্মৃতিসাগরে কার্তিক মাসে উমা পূজার উল্লেখ আছে—কার্তিকস্য যুগাদ্যায়ামৃদ্ধিকামোঽর্চয়েদুমাম্। মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মনে করেন যে জগদ্ধাত্রীপূজা শূলপাণিরও পূর্ববর্তী—কেনোপনিষদের উমা হৈমবতীই জগদ্ধাত্রী।[৩] প্রমাণ স্বরূপ তিনি কাত্যায়নী তন্ত্রের বিবরণ উদ্ধৃত

১ মহাবনপর্ব—৮২।৮৪-৮৫
২ Watters, on yuan chowany's Travel in India—vol. I—pp. 221-22
৩ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা প্রবন্ধ, বাঙ্গালীর পূজাপার্বণ (ক, বি)—পৃ, ৬৭

করেছেন। কাত্যায়নী তন্ত্রের ৭৭ পটলে কেনোপনিষদের উমা হৈমবতী সম্পর্কে লিখিত আছে—অথ দুর্গা জগন্মাতা নিত্যা চৈতন্যরূপিণী।…করিষ্যামীতি নিশ্চিত্য জ্যোতীরূপং দধাত্যলম্।…তেষামাবিরভূদ্দুর্গা জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী। কোটি সূর্য প্রতীকাশং চন্দ্রাযুতসমপ্রভম্। জলন্তং পর্বতমিব সর্বলোকভয়ংকরম্ তদ্দৃষ্টঃ সুরাঃসর্বে ভয়মাপুর্মহৌজসঃ।—অনন্তর জগন্মাতা নিত্যা চৈতন্যরূপিণী দুর্গা… করবো বলে স্থির করে জ্যোতীরূপ ধারণ করলেন।……তাঁদের কাছে জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী দুর্গা আবির্ভূত হলেন। কোটি সূর্যের তেজসদৃশ অযুত চন্দ্রতুল্য প্রভাবিশিষ্ট প্রজ্বলিত পর্বতের মত ভয়ংকর সেই তেজ মহাতেজাঃ দেবগণ দেখে ভয় পেয়েছিলেন।

কেনোপনিষদের উমা জগদ্ধাত্রী মূর্তি নন। ক্যাতায়নীতন্ত্রের এই বর্ণনাতেও জগদ্ধাত্রী মূর্তির আভাস নেই। এখানে দেবতেজঃসম্ভবা চণ্ডীর অনুরূপ সূর্যাগ্নির তেজোরূপা জগন্ময়ী জগদ্ধাত্রী দুর্গার আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে। এই বিবরণটি যে মার্কণ্ডেয়পুরাণের চণ্ডীর আবির্ভাবের অনুসরণে রচিত তাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। স্মৃতিসাগরে কার্তিক মাসে উমাপূজার নির্দেশেও জগদ্ধাত্রীপূজার সুস্পষ্ট প্রমাণ বা ইঙ্গিত নেই। শূলপাণি কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে সিংহবাহনা জগদ্ধাত্রী পূজার উল্লেখ করায় অন্ততঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে জগদ্ধাত্রী পূজার নিদর্শন মেলে। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রসারে জগদ্ধাত্রীর ধ্যান মূর্তির বিবরণ দিয়েছেন—

সিংহস্কন্দাধিরূঢ়াং নানালংকারভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥
শঙ্খশার্ঙ্গ সমাযুক্ত বামপাণিদ্বয়ান্বিতাম্।
চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ ধারয়ন্তীঞ্চ দক্ষিণে॥
রক্তবস্ত্রপরিধানাং বালার্কসদৃশীতনুম্।
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্॥
ত্রিবলীবলয়োপেত নাভিনাল মৃণালিনীম্।
রত্নদীপময়দ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে।
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীম্॥[১]

—সিংহপৃষ্ঠে আসীনা নানালংকারভূষিতা, চতুর্ভুজা মহাদেবী, নাগযজ্ঞোপবীতধারিণী, দুই বাম হস্তে শঙ্খ ও শার্ঙ্গ (ধনু) ও দক্ষিণহস্তদ্বয়ে চক্র ও পঞ্চবাণ ধারিণী, রক্তবস্ত্রপরিহিতা প্রভাতসূর্যসদৃশরক্তবর্ণা, নারদ প্রভৃতি মুনিগণের দ্বারা পূজিতা, নাভিপদ্মের নালরূপ মৃণাল যাঁর ত্রিবলীবলয়যুক্ত হয়ে শোভা পায়, যিনি রত্নদীপময় দ্বীপে সিংহ আসনে প্রস্ফুটিত পদ্মে আসীনা সেই শিব-গৃহিণীকে ধ্যান করবে।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ যদি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর লোক হন, তাহলে খ্রীষ্টীয়

১ তন্ত্রসার—পৃঃ ৪০৯-১০

যোড়শ এবং আরও পূর্বে শূলপাণির আমলে জগদ্ধাত্রীপূজার নিদর্শন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক পূর্ব থেকেই প্রচলিত থাকার প্রমাণ উপস্থাপিত করে। আগমবাগীশ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক হলে শূলপাণির উল্লেখ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে নিশ্চয়ই। কারণ রঘুনন্দনের অনুল্লেখ যোড়শ শতাব্দীতে জগদ্ধাত্রী পূজার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগ্রত করে। পুরাণে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার নাম জগদ্ধাত্রী। শূলপাণি কি কার্তিকমাসের শুক্লানবমীতে সিংহবাহিনী দুর্গা পূজার কথা বলেছেন? চণ্ডীর উপাখ্যানে বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপিণী বিষ্ণুমায়া চণ্ডীই জগদ্ধাত্রী—

বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহার কারিণীম্
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ ॥[১]

মহিষাসুর বধের পর শক্রাদি দেবগণ চণ্ডীর স্তব করেছিলেন এবং দিব্য কুসুমের দ্বারা অর্চনা করেছিলেন, সে সময়ে দেবী জগতের ধাত্রী—অর্চিতা জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধানুলেপনৈঃ।[২]

জগদ্ধাত্রীর প্রণাম মন্ত্রেও তিনি দুর্গতিনাশিনী দুর্গা—

দয়ারূপে দয়াদৃষ্টি দয়ার্দ্রে দুঃখমোচনি।
সর্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রী নমোঽস্তু তে॥
জয়দে জগদানন্দে জগদেক প্রপূজিতে।
জয় সর্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে॥

জগদ্ধাত্রী দুর্গায় নমঃ মন্ত্রে জগদ্ধাত্রী পূজা করা হয়। কার্তিকমাসে শুক্লা নবমী জগদ্ধাত্রী পূজার তিথি। ঐ তিথি দুর্গা নবমী তিথি নামে পরিচিত—

কার্তিকে শুক্লপক্ষে চ যা দুর্গা নবমী তিথিঃ।
সা প্রশস্তা মহাদেব মহাদুর্গা প্রপূজনে॥[৩]

জগদ্ধাত্রী পূজা দুর্গাপূজারই সংক্ষিপ্ত রূপ। দেবীমূর্তি দুর্গা প্রতিমার আদর্শে নির্মিত, পার্থক্য কেবল দেবীর দশ বাহুর স্থলে চতুর্বাহু মহিষাসুরের অন্তর্ধান, দেবী উপবিষ্টা, লক্ষ্মী সরস্বতীর স্থলে জয়া ও বিজয়া—কার্তিক গণেশের অনুপস্থিতি। পূজার রীতি দুর্গাপূজার মতই, কেবল ষষ্ঠ্যাদিকল্প, নবপত্রিকাস্থাপন ও বোধন হয় না। নবমী তিথিতে একই দিনে দুর্গাপূজার রীতি অনুসারে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পুরাণাদিতে জগদ্ধাত্রীর পৃথক সত্তার অনুল্লেখ জগদ্ধাত্রীপূজার অর্বাচীনতা প্রমাণ করে। দেবীর বাহন সিংহের পদতলে একটি হস্তিমুণ্ড থাকে। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে দেবী করীন্দ্রাসুরকে বধ করেছিলেন।

করীন্দ্রাসুরবধের লোক প্রচলিত কাহিনী মহিষাসুরবধের কাহিনী থেকেই উদ্ভূত। স্বামী নির্মলানন্দ করীন্দ্রাসুর ও মহিষাসুরকে অভিন্ন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। চণ্ডীর উপাখ্যানে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধকালে মহিষাসুর মহাগজের

---

১ চণ্ডী—১।৬৩ ২ চণ্ডী—৪।২৯
৩ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—পৃঃ ৩০৩

আকার ধারণ করেছিল। গজরূপী মহিলাসুর শুঁড় দিয়ে দেবীর বাহন সিংহকে আকর্ষণ করতে করতে গর্জন করতে থাকে। দেবী খড়্গের দ্বারা গজের শুঁড় ছিন্ন করেছিলেন।[১]

জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন পূর্বেই হোক বা না হোক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সাড়ম্বরে জগদ্ধাত্রী পূজা করে এই দেবীর অর্চনাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তাঁকে অনুসরণ করে কৃষ্ণচন্দ্রের সুহৃদ্ চন্দননগরের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী চন্দননগরে জাঁকজমক সহকারে জগদ্ধাত্রী পুজা করেছিলেন—এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এখনও কৃষ্ণনগরে এবং চন্দননগরে সাড়ম্বরে সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তর্গত বৈদ্যপুর-মীরহাট গ্রামেও প্রায় দু'শ বৎসর ধরে বারোয়ারী জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার অন্তর্গত কোগ্রামে ধুমধামের সঙ্গে প্রতি বৎসর জগদ্ধাত্রী পূজা হয়। এই সার্বজনীন উৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।[২] সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গামূর্তিকে স্বদেশ জননীর তিনটি অবস্থা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় জগদ্ধাত্রী প্রাচীন ভারতবর্ষের মূর্তি —দুর্গা শত্রুদলনকারিণী ভবিষ্যৎকালের ভারতমাতা—আর কালী ইংরেজ শাসনে সর্বরিক্তা ভারতমাতা।[৩]

গন্ধেশ্বরী ঃ দেবী দুর্গা চণ্ডীর আর এক মূর্তি গন্ধেশ্বরী। গন্ধেশ্বরী গন্ধবণিকদের উপাস্যা। বৈশাখী পূর্ণিমায় গন্ধেশ্বরীর পূজা হয়। গন্ধবণিকদের ধনসম্পদদাত্রী এবং বিপদে রক্ষয়িত্রী হিসাবে গন্ধেশ্বরী পূজিতা হয়ে থাকেন। গন্ধেশ্বরী সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা দুর্গা। দেবীর ধ্যানমন্ত্র ঃ

সিংহস্থা শশিশেখরা মরকত প্রেক্ষা চতুর্ভির্ভুজৈঃ।
শঙ্খং চক্রধনুঃশরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা॥
আমুক্তাঙ্গদহার-কঙ্কণরণৎকাঞ্চী-কণন্নূপুরা।
দুর্গা দুর্গতিহারিনী ভবতু নো রত্নোল্লসৎ কুণ্ডলা॥

—সিংহস্থিতা, চন্দ্রশেখরা, মরকততুল্য প্রভাযুক্তা, চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, ধনু ও শর ধারিণী, ত্রিনেত্রশোভিতা, মুক্তাখচিত অঙ্গদ, হার, কঙ্কণ, শব্দায়মান মেখলা ও ঝংকৃত নূপুর ভূষিতা, রত্নোজ্জ্বল কুণ্ডল শোভিতা দুর্গা আমাদের দুর্গতিহারিণী হোন।

এই বর্ণনা দুর্গা-চণ্ডী ও লক্ষ্মীর মিশ্রিত রূপ। বণিকদের নিকট দুর্গতিনাশিনী দুর্গা এবং ধনদাত্রী লক্ষ্মী উভয়েরই প্রয়োজন। তাই দুই দেবীর মিশ্রিত রূপ বণিকদের উপাস্যা গন্ধেশ্বরী।

---

১ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন পৃঃ ৩০৩
২ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বন ও মেলা, ২য়—পৃঃ ২১১
৩ আনন্দমঠ—১ম খণ্ড, ১১ পরিচ্ছেদ

অন্নপূর্ণা : মহাশক্তি শিবানীর আর এক রূপ অন্নপূর্ণা অন্নদা। "এই মূর্তি দ্বিভুজা, বামহস্তে স্বর্ণময় অন্নপাত্র, দক্ষিণ হস্তে দর্বী অর্থাৎ হাতা, মহাদেবকে অন্ন পরিবেশন করিতেছেন। দক্ষিণামূর্তি সংহিতায় অন্নপূর্ণা চতুর্ভুজা। ঐ চারিহস্তে পদ্ম অভয় অংকুশ ও দান। কাশীতে ঐ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।"[১]

তন্ত্রসারে অন্নপূর্ণার ধ্যান :

রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়ামন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাম্।
নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্॥[২]

—রক্তবর্ণা, বিচিত্র বস্ত্রপরিহিতা, মস্তকে অর্ধচন্দ্রভূষিতা, অন্নপ্রদানরতা স্তনভারনম্রা, নৃত্যকারী চন্দ্রশেখরকে (শিব) দেখে আনন্দিতা দুঃখনাশিনী ভগবতীকে ভজনা করি।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল কাব্যে অন্নদা অন্নপূর্ণার আবির্ভাব সম্পর্কিত উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে : ভিখারী শিবের গৃহে গিরিরাজদুহিতা পার্বতীর কষ্টের সীমা নেই। তিনি ক্ষোভে দুঃখে পিতৃসমীপে হিমালয়ে উপস্থিত হলেন। সখী জয়া দেবীকে পরামর্শ দিলেন অন্নপূর্ণা মূর্তি ধরে ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক শিবকে অন্নদান করতে।

যা বলি তা কর নিজ মূর্তি ধর
ব'স অন্নপূর্ণা হয়ে।
কৈলাস শিখর অন্নে পূর্ণ কর
জগতের অন্ন লয়ে।[৩]

দেবী পার্বতী অন্নপূর্ণা মূর্তি পরিগ্রহ করলেন। তিনি বিশ্বের সকল অন্ন হরণ করলেন। এদিকে মহাদেব কোথাও ভিক্ষা না পেয়ে ক্ষুধায় কাতর হওয়ায় লক্ষ্মীদেবী উপদেশ দিলেন কৈলাসে অন্নপূর্ণার কাছে যেতে—

গৌরী অন্নপূর্ণা হয়ে জগতের অন্ন লয়ে
কৈলাসে পাতিয়াছে খেলা।
যতেক ব্রহ্মাণ্ড আছে সকলি তাঁহার কাছে
তাঁকে কেন করিয়াছ হেলা।
আমার যুকতি ধর কৈলাসে গমন কর
আমি আদি সকলে সেখানে।[৪]

লক্ষ্মীদেবীর পরামর্শ শুনে মহাদেব কৈলাসে এলেন ভিক্ষাপাত্র হাতে। মহানন্দে অন্নপূর্ণা পতি দেবাদিদেবকে দিলেন অন্ন। মহাদেব তৃপ্ত হয়ে শিবধাম কাশীধামে অন্নপূর্ণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হলেন। তাঁর আদেশে বিশ্বকর্মা নির্মাণ করলেন অন্নপূর্ণার মন্দির ও বিগ্রহ। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিনে দেবগণ উপস্থিত

---

১ সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধান, ১ম—পৃ: ১১ ২ তন্ত্রসার—পৃ: ১৭০
৩ হরগৌরীর কোন্দল—অন্নদামঙ্গল ৪ শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ—অন্নদামঙ্গল

হলেন কাশীতে। শিব করলেন অন্নপূর্ণার স্তব, দেবগণ করলেন আরাধনা। চৈত্রমাসে শুক্লাষ্টমীতে অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠিতা হলেন কাশীতে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন মুর্শিদাবাদের কারাগারে সেই সময়ে অন্নপূর্ণা স্বপ্নে দর্শন দিয়ে তাঁর মূর্তি পূজা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

অন্নপূর্ণা ভগবতী মূরতি ধরিয়া।
স্বপন কহিল মাতা শিয়রে বসিয়া॥
শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।
এই মূর্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়।
* * *
চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়।
করিহ আমার পূজা বিধিব্যবস্থায়॥[১]

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নাদেশ অনুসারে অন্নপূর্ণা পূজা ক'রে বঙ্গদেশে অন্নপূর্ণা পূজার সূত্রপাত করলেন—

সেই আজ্ঞামত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিলা সে দায়।[২]

আগমবাগীশের তন্ত্রসারে অন্নপূর্ণা ভৈরবী বিদ্যা, বিংশতি অক্ষরে অন্নপূর্ণা ভৈরবী মন্ত্র জপে ধনধান্যসমৃদ্ধি লাভ হয়।[৩] অন্নপূর্ণা ভৈরবীর ধ্যানমন্ত্র—

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বালেন্দুকৃতশেখরাম্।
নবরত্নপ্রভাদীপ্তমুকুটাং কুঙ্কুমারুণাম্।
চিত্রবস্ত্রপরিধানাং সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্।
সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নত পয়োধরাম্।
* * *
অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমি শ্রীভ্যামলংকৃতাম্॥[৪]

—তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা চন্দ্রকলাশোভিতমস্তকা, নানা রত্নের প্রভায় উজ্জ্বল মুকুটধারিণী কুঙ্কুমের মত অরুণবর্ণাভা, বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র পরিহিতা, পুঁটি মাছের মত তিন চক্ষুবিশিষ্টা, সুবর্ণকলসাকৃতি পীন ও উন্নতস্তনী···অন্নদানে নিযুক্তা, নিত্যা, ভূমি ও শ্রীর দ্বারা দুইপার্শ্বে অলংকৃতা।

অন্নপূর্ণা ভৈরবী ও অন্নপূর্ণা একই দেবতা। সন্দেহ নেই যে দুর্গা ও লক্ষ্মীর সমন্বয়ে অন্নপূর্ণা মূর্তি কল্পিত হয়েছে। ভূমি এবং শ্রী অন্নপূর্ণার দুই পাশে বিরাজ করায় ভূমি বা পৃথিবী দেবীও অন্নপূর্ণার কল্পনায় মিশ্রিত হয়েছেন বলে মনে হয়। তবে অন্নপূর্ণার যে মূর্তি পূজিতা হয়, তাতে শিবকে অন্নদানরতা অন্নপূর্ণার পাশে দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ ধনপতি কুবেরও করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকেন—লক্ষ্মী বা ভূমিদেবী থাকেন না।

---

১ গ্রন্থসূচনা—অন্নদামঙ্গল ২ তদেব ৩ তন্ত্রসার—পৃঃ ৩৬৫
৪ তন্ত্রসার—পৃঃ ৩৬৭

ডঃ সুকুমার সেনের মতে অন্নপূর্ণা গ্রীক ও রোমান দেবী অন্নোনার রূপান্তর। তিনি লিখেছেন, "The name Annapurṇā is strongly reminscent of Annona the name of roman goddess. The latin name perhaps sounded in Indian ears like Annaunnā which could be readily rendered into sanskrit as Annapurṇā.[১] অন্নোনা অন্নপূর্ণা হয়েছে এই কথাটা মেনে নিতে রীতিমত কষ্টবোধ হয়। অন্ন এবং পূর্ণ সংস্কৃত শব্দ দুটি ত নেহাৎ অর্বাচীন কালের নয়। অন্নপূর্ণার মূর্তি কল্পনাও খুব প্রাচীন নয়। রোমীয় অন্নোনা প্রকৃত পক্ষে লক্ষ্মী দেবী। রোম সম্রাট টিটাসের (Titus)-এর রাজত্বকালের (৭৯-৮১ খ্রীঃ) একটি মুদ্রায় অন্নোনার চিত্র অংকিত আছে। এই চিত্রে দেবী দণ্ডায়মানা, তাঁর বামহস্তে আছে প্রাচুর্যের শিঙা (cornu Copia) এবং দক্ষিণ হস্তে আছে তুলাদণ্ড। দেবী যে সমভাবে শস্য বিতরণ করছেন তুলাদণ্ড তারই প্রতীক। দেবীর সম্মুখে একটি শস্যপূর্ণ ঝুড়ি এবং তাঁর পশ্চাতে বাহন ময়ূর।[২] বলা বাহুল্য এই মূর্তি লক্ষ্মীর। কুষাণমুদ্রায় প্রাচুর্যের শিঙা হাতে Ardoxo বা লক্ষ্মীর কথা স্মরণীয়।

অন্নোনা

একানংশা : একানংশা দেবী দুর্গার আর একটি রূপ। একানংশা দেবীর পরিকল্পনায় শাক্ত ও বৈষ্ণবের মিলনসেতু রচিত হয়েছে। জগন্নাথ বিগ্রহে জগন্নাথ ও বলরামের মধ্যবর্তিনী সাধারণতঃ কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রা নামে পরিচিতা দেবীই একানংশা নামে অভিহিতা—"attempt has been made to identify Ekānamśa with Subhadrā as a manifestation of Durgā."[৩]

হরিবংশ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সময়ে নন্দ গোপ ও যশোদার যে সদ্যোজাতা কন্যাকে বসুদেব কংসকারাগারে নিয়ে এসেছিলেন কৃষ্ণকে যশোদার কাছে রেখে সেই কন্যাই একানংশা। কংস সদ্যোজাতা শিশুকন্যাকে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করলে কন্যা আকাশে উঠে পূর্ণাবয়বা দেবীমূর্তি পরিগ্রহ করেছিলেন।

সাবধূতা শিলাপৃষ্ঠেঽনিষ্পিষ্টা দিবমুপত্যৎ ॥
হিত্বা গর্ভতনুং সা তু সহসা মুক্তমূর্ধজা।
জগাম কংসমাদিশ্য দিব্যস্রগনুলেপনা ॥
হারশোভিতসর্বাঙ্গী মুকুটোজ্জ্বলভূষিতা।
কন্যৈব সাভবন্নিত্যং দিব্যা দেবৈরভিষ্টুতা ॥
নীলপীতাম্বরধরা গজকুম্ভোপমস্তনী।
রথবিস্তীর্ণ জঘনা চন্দ্রবক্ত্রা চতুর্ভুজা ॥
বিদ্যুদ্বিস্পষ্টবর্ণাভা বালার্ক সদৃশেক্ষণা।[৪]

১ The great goddess in India Tradition—p. 30

২ Roman Mythology S. Perewne. P. 37

৩ Evolution of Sakti Cult of Jaipur, Bhubaneswer and Puri S'aktialt Cult and Tara—p 84

৪ খিল হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—৪।৩৬-৪০

—তিনি শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্তা হয়ে ও পিষ্ট না হয়ে আকাশে উঠলেন, গর্ভস্থিত দেহ ত্যাগ করে সহসা আলুলায়িত কুন্তলা দিব্যমাল্য গন্ধলিপ্তা, সর্বাঙ্গ হার-শোভিত উজ্জ্বল মুকুটে ভূষিতা সেই দেবী দেবতাদের দ্বারা স্তুতা হয়ে, নীলপীত বস্ত্র পরিহিতা, হাতীর কুঁজের মত স্তনদ্বয়, রথের মত বিশাল বক্ষ, চন্দ্রতুল্য বদন, চতুর্ভূজা, বিদ্যুতোজ্জ্বল গাত্রবর্ণের আভাযুক্তা, প্রাতঃ সূর্যের মত চক্ষুবিশিষ্টা।

দেবী আকাশে স্বরূপ বিস্তার করে কংসকে বলেছিলেন,—

বিদ্ধি চৈনামথোৎ পন্নামংশাদ্দেবীং প্রজাপতেঃ।
একানংশাং যোগকন্যাং রক্ষার্থং কেশবস্য তু॥[১]

—প্রজাপতির অংশ থেকে এই দেবীকে কৃষ্ণের রক্ষার জন্য উৎপন্না যোগকন্যা একানংশা বলে জানবে।

এই দেবীই শুম্ভ নিশুম্ভ ঘাতিনী বিন্ধ্যবাসিনী—
সা তু কন্যা যশোদায়া বিন্ধ্যে পর্বতসত্তমে।
হত্বা শুম্ভ নিশুম্ভৌ দ্বৌ দানবৌ নগচারিনৌ॥

* * * * * *

স্থানং তস্যা নগে বিন্ধ্যে নির্মিতং স্বেন তেজসা।
রিপূণাং ত্রাসজননী নিত্যং তত্র মনোরমে॥[২]

—যশোদার সেই কন্যা পর্বত বিহারী শুম্ভ নিশুম্ভ নামে দানবদ্বয়কে বধ করে পর্বত শ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যে বাস করেছিলেন।.........শত্রুদের ভীতি উৎপাদনকারিণী দেবী সেই মনোরম বিন্ধ্যপর্বতে নিজের তেজের দ্বারা নিজের নিত্যবাসের স্থান করে নিয়েছিলেন।

দেবী পুরাণে একানংশা নামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

এতে অসতে চ লোকা ন একা ন চ সা স্মৃতা।
একা চ নাংশতো লোকা একানংশা চ সা স্মৃতা॥[৩]

—তিনি এই সমুদয় লোক ব্যাপ্ত করে আছেন একা নয়, অংশরূপেও নয়,—পূর্ণরূপে এইজন্য তাঁর নাম একানংশা।

ডঃ সুকুমার সেনের মতে একানংশা শব্দটির প্রকৃত বানান হওয়া উচিত একানংসা। শব্দটির অর্থ অবিবাহিতা কুমারী দেবী। তিনি বলেন যে, একানংশা নাম বিলুপ্ত হয়ে দেবীর বিশেষণ ভদ্রা বা সুভদ্রা প্রচলিত হয়েছে।[৪] অন্যত্র তিনি বলেছেন যে উমা-হৈমবতী ও একানংশা বৈদিক উষা ও অদিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টা।[৫] দুর্গা-চণ্ডী ও উষা অদিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। যিনি বিন্ধ্যবাসিনী, তিনিই একানংশা,

১ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব ৪।৪৭   ২ তদেব ২২।৫৮   ৩ দেবীপুরাণ ৩৭।৪৯

৪ The name as it is means Single (ekā) and unshared (an-amśā, ie, un-married), The Correct reading of the name seems to be Ekanamsa (Lone. and virgin goddess),...The archaic name Ekānamsā, Ekanamśa, disappeared from the Purana texts, being replaced by better known adjectives Bhadrā or Subhadrā"—The Great goddess in Indie tradition, P. 30.

৫ ibid—p 57

তিনিই সুভদ্রা। দেবী দুর্গারও এক নাম কুমারী। আরও স্মরণীয় এই যে বলদেব ও জগন্নাথের মধ্যবর্তিনী সুভদ্রা লক্ষ্মীরূপে পরিচিতা। বিন্ধ্যবাসিনী একানংশা দুর্গা পার্বতী লক্ষ্মী একই দেবসত্তা, সর্বময়ী মহাশক্তি হিসাবে অভিন্না, এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ছাড়া দেবলোকের এই জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

মহাভারতে বিরাটপর্বে যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গাস্তবে স্পষ্টভাবেই এই সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। স্তবে বলা হয়েছে,—

যশোদা গর্ভ সম্ভূতাং নারায়ণবরপ্রিয়াম্।
নন্দগোপকুলে জাতাং মঙ্গল্যাং কুলবর্ধিনীম্॥
কংস বিদ্রাবণ করীমসুরাণাং ক্ষয়ংকরীং।
বাসুদেবস্য ভগিনীং দিব্যমাল্য বিভূষিতাম্॥
দিব্যাম্বরধরাং দেবীং খড়্গ খেটকধারিণীম্॥[১]

—যশোদার গর্ভে জাতা, নারায়ণের প্রিয়তমা, নন্দগোপের কুলে জাতা, মঙ্গলকারিণী, কুলবর্ধনকারিণী, কংসের ধ্বংসকারিণী, অসুরদের ক্ষয়কারিণী, বাসুদেবের ভগিনী, দিব্যমাল্যে ভূষিতা, দিব্য বস্ত্রপরিহিতা, খড়্গ ও খেটকধারিণী দেবীকে স্তব করেছিলেন।

এখানে দুর্গা নন্দগোপের বংশে যশোদার গর্ভে জাতা নারায়ণী। দেবী চণ্ডীও বিষ্ণুমায়া নারায়ণী। আরও আশ্চর্য এই যে দেবী নারায়ণের প্রিয়তমা এবং বাসুদেবের ভগিনী। স্বরূপতঃ শিব ও বিষ্ণু এবং শিবশক্তি দুর্গা ও বিষ্ণুশক্তি নারায়ণী বা লক্ষ্মী এক ও অভিন্ন। তাই এইরূপ বিরুদ্ধ সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে। বেদের সূর্য ও উষা বিরুদ্ধ সম্পর্কে সংযুক্ত হয়েছে মাতা-পুত্র, পতি-পত্নী, প্রেমিক-প্রেমিকা, ভ্রাতা-ভগিনী ইত্যাদি রূপে। অলৌকিক দেবসত্তার সম্পর্কে বাস্তবিক কোন বিরোধ নেই। অংশরহিতা সর্বব্যাপিনী মহাশক্তি একানংশা বিষ্ণুর পত্নী, বাসুদেবের ভগিনী, শিবপত্নী সবই হতে পারেন।

উড়িষ্যায় এককালে শাক্ত প্রভাব ছিল ব্যাপক। সুভদ্রা বৈষ্ণবী শক্তি লক্ষ্মীরূপে বর্ণিত হলেও তাঁকে দুর্গার মূর্ত্যন্তর একানংশা বলেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বি. সি. রায় চৌধুরী লিখেছেন,—"In the conception of Subhadrā, in her ritual as well as hymns, there is an distinct note of Śaktism. It is therefore suggested that the cult of Subhadrā was superimposed on that of Durgā."[২]

বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় একানংশার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেবীর দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা এবং অষ্টভুজা মূর্তির বর্ণনা আছে।

একানংশা কার্য্যা দেবী বলদেবকৃষ্ণয়োর্মধ্যে।
কটিসংস্থিতবামকরা সরোজমিতরেণ চোদ্বহতী॥

১ মহাভারত-বিরাট ৬।২-৪
২ Links between Vaisnavism & Saktism; Sakti Cult & Tara—page 31

কার্য্যা চতুর্ভুজা যা বামকরাভ্যাং সপুস্তকং কমলম্।
দ্বাভ্যাং দক্ষিণপার্শ্বে বরমর্থিষ্বক্ষসূত্রঞ্চ ॥
বামেঽষ্টভুজায়াঃ কমণ্ডলুশ্চাপমম্বুজং শাস্ত্রম্।
বরশরদর্পণযুক্তাঃ সব্যভুজাঃ সাক্ষসূত্রাশ্চ ॥[১]

—কৃষ্ণ ও বলরামের মধ্যস্থলে একানংশা দেবীকে নির্মাণ করবে। তাঁর বাম হাত থাকবে কটীতে, ডান হাতে বহন করবেন পদ্ম। তাঁর চতুর্ভুজা মূর্তি নির্মাণ করলে বামহস্তদ্বয়ে পুস্তক ও পদ্ম এবং দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে প্রার্থীকে বরদান (বরদমুদ্রা) এবং অক্ষসূত্র থাকবে। অষ্টভুজা মূর্তির বামে কমণ্ডলু, ধনু, পদ্ম ও শাস্ত্র গ্রন্থ এবং দক্ষিণ হস্তগুলিতে বরদমুদ্রা, বাণ, দর্পণ ও অক্ষসূত্র থাকে।

একানংশার হাতে পদ্ম অবশ্যই থাকবে, তাছাড়া থাকে পুস্তক, অক্ষসূত্র, কমণ্ডলু, দর্পণ, ধনুর্বাণ ও বরদমুদ্রা। পুস্তক, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু ব্রহ্মাণী সরস্বতীর সম্পত্তি, পদ্ম লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই। তাই মনে হয় ব্রহ্মাণী, সরস্বতী ও লক্ষ্মীর সংমিশ্রণে একানংশার কল্পনা সম্ভব হয়েছে। সেইজন্য একানংশা যথার্থই বৈষ্ণবী শক্তি।

স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডে (১৮ অঃ) একানংশা কালী, তাঁর উৎপত্তি কালী-পার্বতীর অংশরূপে। এই বিবরণে পিতামহ ব্রহ্মা নিশা দেবীকে আহ্বান করে মেনার গর্ভস্থিতা কন্যা পার্বতীর গাত্রবর্ণ কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করতে আদেশ দিলেন। তারপর ব্রহ্মা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, পার্বতী যখন তপঃপ্রভাবে গৌরী হবেন, তখন তিনি নিশাদেবীর সারূপ্য প্রদান করবেন, তখন নিশার সহজাতা সেই দেবী একানংশা হবেন। রূপাংশের দ্বারা সংযুক্তা তুমি (নিশা) হবে উমা, আর লোকে তোমাকে (নিশাকে) একানংশা বলে পূজা করবে।

রূপাংশেন চ সংযুক্তা ত্বমুমাখ্যা ভবিষ্যসি।
একানংশেতি লোকস্ত্বাং বরদে পূজয়িষ্যতি।[২]

কালী-পার্বতীর অংশভূতা একানংশা সুরা ও মদ্যপ্রিয়া।

সুরামাংসোপহারৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ পূজিতা।
সর্বান্ কামান্নৃণাং দেবী তুষ্টা দদ্যাচ্চ সর্বদা ॥
মহানবম্যাং যো দেবীং মহিষেণ প্রপূজয়েৎ।
মেষেণ বা যথালাভং সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥[৩]

—মদ্য ও মাংস উপহারের দ্বারা, ভক্ষ্য ভোজ্যের দ্বারা পূজিতা দেবী তুষ্টা হয়ে মানুষের সকল কামনা সর্বদা দান করে থাকেন। মহানবমীতে দেবীকে মহিষ বা মেষ বলিদান দিয়ে যথাসম্ভব সকল কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হন।

মহানবমীতে সুরা ও মাংসের দ্বারা পূজিতা একানংশা দেবী দুর্গা-পার্বতী বা কালী ছাড়া আর কেউ নন। কালী-পার্বতীর কৃষ্ণবর্ণ কোশ বা ত্বক থেকে জাতা

---

১ বৃহৎ সং—৫৮।৩৭-৩৯ ২ স্কন্দ আবন্ত্য—১৮।২৪-২৫
৩ স্কন্দ আবন্ত্য—১৮।৩-৪

কৌশিকী ও একানংশা অভিন্না। কিন্তু একানংশা নামে কোন দেবীর পূজা প্রচলিত দেখা যায় না। মহানবমীতে কালীপূজারও রীতি নেই। একমাত্র কৃষ্ণ বলরামের মধ্যবর্তী একানংশা সুভদ্রারূপে পূজিতা হন এখনও। কিন্তু পুরাণের একানংশা ও বরাহমিহিরের একানংশার মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই। আবার বরাহমিহির কথিত দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা বা অষ্টভুজা একানংশার বিগ্রহ অপুর্ণাঙ্গ হস্তপদহীন সুভদ্রার মধ্যে অনুপস্থিত। তাত্ত্বিক দিক্ থেকে বৈষ্ণবী শক্তি একানংশা ও পার্বতী-কালীর অংশভূতা একানংশা অভিন্ন হলেও, আকৃতিগত দিক্ থেকে দুই একানংশার সামঞ্জস্য বিধান করা দুঃসাধ্য। আরও লক্ষণীয় এই যে পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে (৪৪ অঃ) পার্বতী কালীর কৃষ্ণত্বকজাতা একানংশা ব্রহ্মার আদেশে বিন্ধ্যাচলে বাস করে বিন্ধ্যবাসিনী নামে খ্যাতা হয়েছিলেন। সুতরাং কৌশিকী কালী ও বিন্ধ্যবাসিনী একই দেবতা। শাক্তবৈষ্ণবের সম্মিলনের ফলে শক্তিদেবী একানংশা কৃষ্ণ ও বলরামের মধ্যবর্তী বিষ্ণু শক্তি লক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন।

নিশুম্ভ-নিসূদিনী ঃ দেবী চণ্ডী শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্য ভ্রাতৃদ্বয়কে বধ করেছিলেন। সেইজন্য তিনি শুম্ভাসুর নিসূদিনী বা নিশুম্ভ নিসূদিনী। এই দেবীর বিশিষ্ট কোন মূর্তি বা আকৃতির বিবরণ পাওয়া যায় না। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ইনিই মহিষাসুরঘাতিনী চণ্ডী। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে চোলবংশীয় রাজেন্দ্র চোল তিরুবলঙ্গডু অনুশাসনে (Tiruvalangadu Plates) বলেছেন যে বিজয়ালয় (৮৫০-৮৭০ খ্রীঃ) তাঞ্জোরে নিশুম্ভ নিসূদিনীর মন্দির তৈরী করে দিয়েছিলেন। এই মূর্তিটি এখনও বর্তমান। এই দেবী চতুর্ভুজা—উর্ধ্বদক্ষিণ হস্তস্থিত ত্রিশূল দ্বারা নিম্নে অসুরকে বিদ্ধ করেছেন,—দেবীর মাথায় জটাভার, তিনি যজ্ঞোপবীতের মত মুণ্ডমালা পরিহিতা এবং সর্পের কুচবন্ধ বা কাঁচুলি। চোল রাজত্বে এই মূর্তি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল এবং বিভিন্ন মন্দির গাত্রে তাঞ্জোর জেলায় এই দেবীর মূর্তি অংকিত দেখা যায়।[১]

সিদ্ধেশ্বরী ও কামতারা ঃ কালীর আর একটি সুপ্রসিদ্ধ মূর্তি সিদ্ধেশ্বরী। সিদ্ধেশ্বরী সিন্দুরবর্ণা, পীনোন্নত পয়োধরা, মাথায় জটা, রক্তপদ্মোপরিস্থিতা, চতুর্ভুজা, বামহস্তদ্বয়ে কর্ত্রী ও খর্পর, দক্ষিণহস্তদ্বয়ে বর ও অভয় মুদ্রাধারিণী।[২] কিন্তু বাঙ্গালাদেশে বহুস্থানেই কালীমূর্তি সিদ্ধেশ্বরী নামে পূজিতা হন। কালনায় সিদ্ধেশ্বরী ভীষণা কালীমূর্তি—এতদঞ্চলে জাগ্রত দেবী হিসাবে সুপ্রসিদ্ধা। তারার আর এক মূর্তি কামতারা। কামতারা ঘোরহাসিনী, চতুর্ভুজা,—চসক, পদ্ম, খড়্গ ও বরমুদ্রাধারিণী, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা ও নাগহারশোভিতা।[৩]

---

১ The Cult of Sakti in Tamilnad, T. V. Mahalingam, Sakti Cult & Tara—pp. 25-26

২ কাঃ পুঃ—৭৮।২৭-২৮ ৩ তারা রহস্যম্—পৃঃ ১২

কমলাচণ্ডী : উত্তরবঙ্গে রায়গঞ্জ থানার কমলাচণ্ডী গ্রামে প্রতিবৎসর আশ্বিন মাসে কমলাচণ্ডীর মৃন্ময়ী মূর্তির পূজা হয়। প্রায় দুইশতাধিক বৎসরের প্রাচীন এই পূজায় পাঁঠা হাঁস পায়রা প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। কমলাচণ্ডীর নামে লক্ষ্মী ও চণ্ডীর একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত।[১]

রাজবল্লভী : রাজবল্লভী নামে এক শক্তিদেবী বঙ্গদেশের কোন কোন গ্রামে প্রতিষ্ঠিতা আছেন এবং পূজিতা হন। হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া গ্রামে ছয়ফুট উচ্চ রাজবল্লভী দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তির পূজা হয়। দেবীর "বামহস্তে রুধিরপাত্র, দক্ষিণ হস্তে অসি এবং কণ্ঠে মুণ্ডমালা দেখিতে পাওয়া যায়। বস্ত্র পরিহিতা দেবী মহাকাল ভৈরবের বক্ষে দক্ষিণপদ এবং বিরূপাক্ষ শিবের মস্তকে বামপদ স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মানা। শরৎকালের জোৎস্না প্রভার ন্যায় দেবীর বর্ণ।"[২] অনুরূপ রাজবল্লভী মূর্তির পূজা হয় হুগলী জেলার রাজবল্লভ হাট গ্রামে। এখানেও দেবী দীর্ঘাঙ্গী ও বলিষ্ঠ আকৃতির। দেবীর একটি বর্ণনা :—

মুণ্ডমালা বিভূষিতা ডান হস্তে ছুরি ধৃতা।
বাম করে স্বপাত্রের শোভা—
পদ দৈত্য শিরে, শিব বক্ষে…।[৩]

"আঞ্চলিক বিশ্বাস, রাজবল্লভী হলেন দেবী দুর্গার বা শাস্ত্রীয় চণ্ডীর আকৃতি ভেদ বা শ্বেত কালী।" জাঙ্গিপাড়ার শারদীয়া সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত দেবীর বার্ষিক পূজা ও উৎসব হয়। নবমীতে ছাগ ও মহিষ বলি হয়। আদি দেব বিশ্বেশ্বরের বল্লভা রাজরাজেশ্বরীর মতই রাজবল্লভী দুর্গা কালী সরস্বতীর মিশ্রিত মূর্তি। রাজবলহাটে দেবীকে কুচো চিংড়ির ভোগ দেওয়া হয়, আরও বিচিত্র অনুষ্ঠান আছে। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু অনুমান করেন, "এই দেবী আদিতে লৌকিক বা আর্যেতর জাতির উপাস্যা ছিলেন; পরে স্থানীয় ভূরিশ্রেষ্ঠের রাজা এঁকে স্বীকার করলে আর্য অনার্য মিশ্রিত কৃষ্টির এক অভিনব দেবী হয়ে যান—নাম হয় রাজবল্লভী।"[৪] তিনি এই দেবীকে আদিবাসীদের চণ্ডী (চাণ্ডী), এবং বৌদ্ধ পর্ণশবরী ও প্রজ্ঞাপারমিতার দ্বারা প্রভাবিতা বলে অনুমান করেছেন।[৫] কিন্তু এ বিষয়ে সতর্ক অনুসন্ধান ছাড়া সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন বোধ হয় না।

মহুলা : মুর্শিদাবাদ জেলার গোলহাট গ্রামে মহুলাদেবীর শিলামূর্তি বর্তমান। দেবীর পূজার ধ্যান মন্ত্র—

সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রেক্ষা চতুর্ভুজৈঃ।
শঙ্খং চক্রং ধনুঃ শরাংশ্চ দধতি নেত্রৈঃ ত্রিভিঃ শোভিতা ॥[৬]

---

১ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ১ম—পৃঃ ১০৩ ২ ঐ ২য়—পৃঃ ৬৩৮
৩ বাংলার লৌকিক দেবতা - গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু—পৃঃ ৭৮
৪ তদেব—পৃঃ ৭৭ ৫ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ৭৮-৭৯
৬ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ২য়—পৃঃ ১৮৮

সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা শঙ্খচক্রধারিণী মহুলা দেবী বৈষ্ণবী শক্তি লক্ষ্মী ও দুর্গার মিশ্রিত মূর্তি।

যুগাদ্যা : বর্ধমান জেলার নানা স্থানে যুগাদ্যার পূজা করা হয়। কাটোয়ার নিকটবর্তী ক্ষীরগ্রামের যুগাদ্যা বা যোগাদ্যা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ক্ষীরগ্রামের পরই থাঁপুরের যোগাদ্যার প্রসিদ্ধি আছে। "এখানে দেবীর শিলা প্রতীক পূজা হয়, শিলাখণ্ডটি বেশ বড়, কতকটা গোলাকার তবে একটা দিক একটু চ্যাপ্টা। উন্মুক্ত স্থানে বিরাট গাছের তলায়, বাঁধানো উঁচু বেদীতে দেবী বিরাজ করেন। এই থাঁপুর ও এর নিকটস্থ দু'একটি পল্লীতে প্রাচীন গাছের তলায় যোগাদ্যার এই রকম শিলা প্রতীকের পূজা হয়। এক মাইলের মধ্যে অন্তত দশটি যোগাদ্যার পূজার স্থান এই অঞ্চলে দেখা যায়। কোন কোন স্থানে শিলাখণ্ড প্রতীকটিকে মুণ্ডাকৃতি করা হয়েছে এমনও দেখা যায়।"[১] ক্ষীর গ্রামের যোগাদ্যা কোষ্টিপাথরে নির্মিত একটি ক্ষুদ্র দশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি। কিম্বদন্তী অনুসারে মহীরাবণের পূজিতা ভদ্রকালীকে মহীরাবণ বধের পর হনুমান মাথায় করে এনে ক্ষীরগ্রামে স্থাপন করেছিলেন।[২] ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা ক্ষীর দীঘি নামে একটি পুষ্করিণীতে বারোমাস নিমজ্জিতা থাকেন। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে মহাপূজা হয়। ঐ দিন ছাড়াও ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ অভিষেকের সময়, আষাঢ়ী শুক্লা নবমীর রাত্রিতে, বিজয়া দশমীর রাত্রিতে, ১৫ই পৌষ রাত্রিতে এবং মাকরী সপ্তমীর রাত্রিতে গভীর রাত্রে দেবীমূর্তি ক্ষীরদীঘির জল থেকে তুলে বিশেষ বিশেষ উপচারে পূজা করা হয়।[৩] যুগাদ্যার বিশেষ পূজায় (৩০ শে বৈশাখ থেকে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত) বহুতর আর্যেতর প্রক্রিয়া আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়।[৪] গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বলেন, "এই দেবী আদিতে আর্যেতর সমাজের কোন উপাস্যা ছিলেন পরে আর্যীকৃত হয়েছেন বা ব্রাহ্মণ সমাজে আর্য অনার্য সমন্বয়ের ফলে প্রবেশ করেছেন। এই যোগাদ্যার উপর বৌদ্ধ প্রভাবও দেখা যায়।"[৫] অধ্যাপক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ও যোগাদ্যার উৎসবের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে দ্রাবিড় জাতির অন্তর্গত খন্দ্ জাতির ধর্মার্চনার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। যোগাদ্যার পূজায় ও উৎসবে আর্য এবং অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণের প্রতি তিনিও অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।[৬] যোগাদ্যার উৎপত্তির ইতিহাস যাই থাক, তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্যতম প্রধান দেবতা মহাশক্তি মহিষমর্দিনী দুর্গারূপেই পূজিতা হচ্ছেন।

ভাণ্ডালী বা বনদুর্গা : ভাণ্ডালী বা বনদুর্গা উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক দেবতা। কুচবিহার জেলার সিতাই থানার অন্তর্গত পাটছাড়া গোপালপুর গ্রামে, জলপাই-

১ বাংলার লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু—পৃঃ ৬৬
২ বর্ধমান পরিচিতি, অনুকূলচন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী—পৃঃ ৩০৩
৩ শ্রী যোগাদ্যা বাণীপীঠ পত্রিকা, ক্ষীরগ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্য প্রবন্ধ, ৭ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য
৪ তদেব, ২য়—৫ম বর্ষ দ্রষ্টব্য ৫ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ৬৮
৬ শ্রী যোগাদ্যা বাণীপীঠ পত্রিকা ৪র্থ বর্ষ—৪র্থ সং দ্রষ্টব্য

গুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত পদমতী গ্রামে, ধূপগুড়ি থানার ভাণ্ডালী গ্রামে ভাণ্ডালী পূজা হয়। ভাণ্ডালী পূজা হয় বিজয়াদশমীর পর দিন অর্থাৎ একাদশীর দিন। দেবী ব্যাঘ্রোপরি আসীনা, ত্রিলোচনা, চতুর্ভুজা, চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, দেবীর দুপাশে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ ও কার্তিক স্ব স্ব বাহনসহ উপস্থিত থাকেন। ভাণ্ডালীর ধ্যানমন্ত্র—

দেবীং দানবমাতরং নিজসদাঘূর্ণন্মহালোচনাম্।
দংষ্ট্রাভীমমুখী জটাত্রিবিলসন্মৌলীং কপালস্রজম্।
বন্দে লোকভয়ংকরীং ঘনরুচিং নাগেন্দ্রহারোজ্জলাম্।
সর্পাবদ্ধনিতম্ববিম্ববিপুলাং বাণান্ধনুকিপ্রতীম্॥

ভয়ংকরদন্তযুক্তমুখ, মাথায় জটা, নরমুণ্ডের মালা পরিহিতা, মেঘের বর্ণবিশিষ্ট, ভয়ংকরী, সাপের হার, সাপের কোমরবন্ধ ব্যাঘ্রবাহিনী, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী ভাণ্ডালী বা বনদুর্গা দুর্গাকালীও বৈষ্ণবী শক্তির সম্মিলিত রূপ। কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার গ্রামে গ্রামে ভাণ্ডালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কারো কারো মতে ভাণ্ডালী বা বনদুর্গা জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার বনানী অঞ্চলের আদিবাসীদের উপাস্যা দেবী।[১] আদিবাসীদের দেবতা যদি হন ভাণ্ডালী তথাপি তিনি দুর্গা ও বৈষ্ণবীর মিলিত বিগ্রহ হিসাবে আদিবাসীদের দ্বারা গৃহীত ও পূজিত হচ্ছেন। কিম্বদন্তী এই যে, রাজা নহুষ ভাণ্ডালী পূজার প্রবর্তন করেছিলেন। কালিকা পুরাণ অনুসারে রুদ্রাণী দ্বিভুজা স্বর্ণগৌরাঙ্গী পদ্মচামরধারিণী ব্যাঘ্রচর্মাবৃতা পদ্মে উপবিষ্টা।[২]

জয়দুর্গা : দেবী দুর্গার আর এক রূপ জয়দুর্গা। তন্ত্রসারে জয়দুর্গা দশাক্ষরী বিদ্যা। জয়দুর্গার ধ্যান—

কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খংচক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥[৩]

—প্রলয়কালীন মেঘের মত বর্ণ, কটাক্ষের দ্বারা শত্রুকুলের ভীতি উৎপাদনকারিণী, মস্তকে চন্দ্রকলাভূষিতা, হস্তে শঙ্খচক্র খড়্গ ত্রিশূলধারিণী ত্রিনয়না, সিংহস্কন্ধে আসীনা, দেবগণপরিবেষ্টিতা, সিদ্ধিকামী ব্যক্তিদের দ্বারা সেবিতা জয়দুর্গার ধ্যান করবে।

জয়দুর্গার গাত্রবর্ণ ঘনমেঘের মত, দেবী চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না ও সিংহারূঢ়া। সিংহবাহিনী দুর্গা ও মহামেঘপ্রভা শ্যামা কালীর সংমিশ্রণে জয়দুর্গার মূর্তি কল্পিত হয়েছে।

---

১ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বন ও মেলা, ১ম—পৃঃ ১৯২, ২২১, ২২৪, ২২৮
২ কাঃ পুঃ – ৬১।৪৫-৪৬ ৩ তন্ত্রসার—পৃঃ ১৯২

ওলা দেবী : সর্পবিষের দেবী মনসা, বসন্ত রোগের দেবী শীতলার সাদৃশ্যে ওলাউঠা বা কলেরার দেবী হিসাবে ওলা দেবীর পরিকল্পনা। ওলা দেবীকে ওলাই চণ্ডীও বলা হয়। মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাবে তিনি হয়েছেন ওলা বিবি, গ্রাম্য নাম বিবি মা। স্থান বিশেষে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ নারী পুরুষ এমন কি মুসলমান ফকিররাও ওলা দেবী বা ওলা বিবির পূজা করে থাকেন। ওলা দেবীকে সাধারণতঃ লৌকিক দেবী হিসাবে গ্রহণ করা হয়। দক্ষিণ ভারতের মারাম্মা, আনকাম্মা ও উড়িষ্যার যোগিনী দেবী (কলেরা দেবী) হিসাবে পূজিতা হন। এঁদের পূজা পদ্ধতি ও ওলা দেবীর পূজা পদ্ধতির সাদৃশ্য আছে। বাঙ্গলার পল্লীতেবৃক্ষতলে ছয় ভগিনীর সঙ্গে ওলা বিবির অবস্থান। এই সাত ভগিনীকে একত্রে সাতবিবি বলা হয়। এই সাতবিবির নাম ওলা বিবি, আসান বিবি, ঝোলা বিবি, আজগৈ বিবি, চাঁদ বিবি, বাহড় বিবি ও ঝেটুনে বিবি।[১] যেহেতু কলেরা রোগের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য লৌকিক বিশ্বাস থেকে জন্ম সেইজন্য ওলা দেবী অবশ্যই লৌকিক দেবী। ওলা দেবীর কোথাও মূর্তি পূজা হয়, কোথাও প্রস্তরখণ্ড তাঁর প্রতীকরূপে পূজিত হয়। কলিকাতার বেলগাছিয়ায় প্রসিদ্ধ ওলাই চণ্ডীর মন্দিরে দেবী প্রস্তরখণ্ডের প্রতীকে পূজিতা হন।[২] চব্বিশ পরগণার কাকদ্বীপের নিকটবর্তী করগুলি গ্রামে খড়ের চালাঘরে সাতটি ছোট ছোট মাটির ঢিবির (সমাধি চিহ্ন) সামনে তিনটি মাতৃমূর্তি, রঙিন পুতুল ওলাদেবীরূপে পূজিতা হন।[৩] কিন্তু ওলাদেবীর পূর্ণাবয়ব মূর্তিও পূজিত হয়। ওলাই চণ্ডীর মূর্তি লক্ষ্মী সরস্বতীর আদর্শে নির্মিত—ঘন হলুদের রঙ, টানা টানা চোখ, কখনও কখনও তিন চোখ, নানা অলংকারে ভূষিতা, মাথায় মুকুট, কখনও কখনও আলুলায়িত কুন্তলা, কখনও দণ্ডায়মানা কখনও শিশু ক্রোড়ে উপবিষ্টা। মুসলমান অঞ্চলে ওলা দেবী মুসলমান কিশোরীর আকৃতি বিশিষ্টা—মুসলমানী পোষাক পরিহিতা।[৪] নবদ্বীপে প্রসিদ্ধ ওলাদেবীতলায় ওলাদেবীরূপে পূজিতা হন দক্ষিণাকালী।

ওলাদেবী লৌকিক বিশ্বাস থেকে জাতা লৌকিক দেবতা হলেও এঁকে অন্-আর্য দেবতা বলা কতটা সঙ্গত তা বিচার্য। প্রস্তর প্রতীকে পূজা করলেই অনার্য দেবতা বলা চলে না, ওলাদেবীর পরিকল্পনায় যে চণ্ডী-মনসা-শীতলার প্রভাব আছে তা অস্বীকার করা যায় না। ওলাই চণ্ডী নামেই চণ্ডীর সঙ্গে এঁর অভিন্নতা প্রতিপাদিত। দেবীর গাত্রবর্ণ চণ্ডী-দুর্গাও লক্ষ্মীর সদৃশ। চণ্ডীর সঙ্গে কালীর অভিন্নতা হেতুই কালী ওলাদেবী নামে পূজিতা। অনেকের মতে সপ্তভগিনীর পরিকল্পনা পুরাণের সপ্তমাতৃকার রূপান্তর। চণ্ডীর উপাখ্যানে শুম্ভাসুরের সঙ্গে যুদ্ধকালে ব্রহ্মা শিব কার্তিকের বিষ্ণু ও ইন্দ্রের শক্তি দেবী

---

১ বাংলার লৌকিক দেবতা—গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু. ১ম সং পৃঃ ১৮৫-১৮৬
২ তদেব পৃ. ১৮৭
৩ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ. ১ম সং পৃঃ ৬৩৫
৪ বাংলার লৌকিক দেবতা - পৃঃ ২৫

চণ্ডীকে সহায়তা করেছিলেন। ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী, শিব-শক্তি মাহেশ্বরী, কুমার কার্তিকের শক্তি কৌমারী, বিষ্ণুর শক্তি বৈষ্ণবী, বারাহী ও নারসিংহী এবং ইন্দ্রের শক্তি ঐন্দ্রী চণ্ডীকে সহায়তা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।[১] দেবগণের শক্তিগণ সপ্তমাতৃকা নামে প্রসিদ্ধা। যদিও কোন কোন পণ্ডিতের মতে সাত বনবিবি[২] হলেও ওলাদেবী ও ছয় ভগিনী সপ্তমাতৃকার রূপান্তর কি অসম্ভব? ওলাদেবীর উপবিষ্ট মূর্তির কোলে শিশু গণেশজননী পার্বতী, শিশু ক্রোড়া ষষ্ঠী ও মনসার প্রভাব নিশ্চয়ই।

গণেশ জননী ঃ গণেশজননী পার্বতীর মূর্তি গড়ে পূজাও কোথাও কোথাও দেখা যায়। নদীয়া জেলার চাকদহে প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমায় গণেশ জননীর সার্বজনীন পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দুই শত বৎসর এই পূজা প্রচলিত রয়েছে। দেবী গৌরবর্ণা, ত্রিনয়না এবং ত্রিভুজা। ডান হাতে কার্তিক, কোলে গণেশ, বামে সরস্বতী, দক্ষিণে লক্ষ্মী। দেবীর বাহন একজোড়া সিংহ।[২] নবদ্বীপে রাসের সময়ে গণেশ জননীর পূজা হয়। এখানে বৃষপৃষ্ঠে শিব ও সিংহপৃষ্ঠে পার্বতী উপবিষ্টা থাকেন। দেবীর কোলে গণেশ থাকেন, অথবা গণেশ মাতৃক্রোড়ে আরোহণোদ্যত অবস্থায় নির্মিত।

দেবী গোষ্ঠ ঃ নবদ্বীপে রাসের সময় দেবী গোষ্ঠ দুটি মাত্র নির্মিত ও পূজিত হয়। দশভুজা দুর্গা অথবা কালী কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে স্বয়ং গোচারণ করছেন। সঙ্গে থাকেন ব্রজের গোপ বালকগণ ও ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ। কৃষ্ণের গোচারণ-লীলার অনুকরণে শাক্ত ও বৈষ্ণবের মিলনসেতুরূপে প্রতিমাটি নির্মিত হয়।

দেবীর আরও বিচিত্ররূপ ঃ শক্তিদেবতার আরও কত বৈচিত্র্যময় মূর্তি কল্পিত ও পূজিত হয়ে থাকে তার যথার্থ হিসাব দেওয়া দুঃসাধ্য। শূলিনী দুর্গা, বিশ্বজননী, সমস্তজননী, নবদুর্গা প্রভৃতি দুর্গারই কত রূপভেদ! বিশ্বজননী ও সমস্তজননী সরস্বতী ও শিবানীর মিলিত মূর্তি। বিশ্বজননী ত্রিনয়না চতুর্ভুজা জপমালা পাশ অংকুশ ও অক্ষমালা ধরিণী।[৩] আর সমস্তজননী স্ফটিকের অক্ষমালা, ধনু, স্মরের পঞ্চবাণ ও বিদ্যাহস্তা চতুর্ভুজা।[৪] গৌরী প্রভাতসূর্যের বর্ণময়ী দ্বিভুজা, দ্বিনেত্রা, পদ্মহস্তা, অথবা পার্শ, অংকুশ, অভয় ও বরমুদ্রা-ধারিণী চতুর্ভুজা। তন্ত্রে দেবীর আরও বহুবিচিত্র মূর্তি আছে। ত্বরিতা, ত্রিকণ্টকী, বজ্রপ্রস্তারিণী, ত্রিপুটা, অশ্বারূঢ়া, পদ্মাবতী, যামবতী, আনন্দভৈরবী প্রভৃতি কত কত রূপবৈচিত্র্য! তন্ত্রশাস্ত্রে ষোড়শ নিত্যবিদ্যা আছেন—কামেশ্বরী, নিত্যক্লিন্না বহ্নিবাসিনী, মেরুদণ্ডা, ত্বরিতা, কুলসুন্দরী অচিন্ত্যবৈভবা, নিত্যানিত্যা, নীলপতাকা, বিজয়া, ভগমালিনী, ললিতা, সর্বমঙ্গলা, জ্বালামালিনী, চিত্রা ও তারা[৫] আরও আছেন ষড়্বিদ্যার অন্তর্গত অমৃতেশ্বরী, ত্রিপুটবিদ্যা, মাতঙ্গেশ্বরী

১ চণ্ডী—৮।১২·২১ ২ বংলার লৌকিক দেবতা পৃ. ১৮৬
৩ সাঃ তিঃ—৪।৪৯ ৪ সাঃ তিঃ—৬।৫৭ ৫ তন্ত্ররাজতন্ত্র

প্রভৃতি।[১] বাহুল্যভয়ে এই সব মূর্তির বিবরণ দিলাম না। এই সব শক্তি দেবী লক্ষ্মী-সরস্বতী ও দুর্গা-কালীর মিশ্রিত রূপ। বগলা ও কালিকার স্তোত্রে এই মিশ্রণের আভাস সুস্পষ্ট। বগলার শতনাম স্তোত্রে বগলা বাগ্‌বাদিনী, বিদ্যা, বেদরূপা, বেদজ্ঞ, বেদমাতা।[২] কালিকার শতনাম স্তোত্রে কালিকা মহাবিদ্যা মন্ত্রবিদ্যা, উপবিদ্যা স্বরূপিণী।[৩] ভৈরবীর শতনাম স্তোত্রে ভৈরবী বেদান্তরূপিণী বিদ্যা বেদরূপা।[৪] তারার নাম কৃষ্ণানীল সরস্বতী।[৫] তারার স্তোত্রপাঠে বিদ্যার্থী বিদ্যা লাভ করে—বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং তর্কব্যাকরণাদিকাম্।[৬] দেবীর দুই সখী জয়া ও বিজয়া দেবীর অংশভূতা—এঁদেরও রূপ কল্পনা একই পদ্ধতিতে। জয়া তপ্তকাঞ্চনবর্ণা দ্বিভূজা, বিজয়া দলিতাঞ্জনবর্ণা দ্বিভূজা, গানযন্ত্রধারিণী। একজন গৌরীর সগোত্রা, আর একজন কালীর সগোত্রা।

আরও কত শক্তি দেবতা রয়েছেন বিচিত্রভাবে, বিচিত্র রূপে! মহাশক্তির অষ্টযোগিনী, চতুঃষষ্টিযোগিনী এবং কোটিযোগিনীর উল্লেখ ও নাম পুরাণে তন্ত্রে পাওয়া যায়। তাছাড়া আছেন পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি দেবতা। অর্বাচীন পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগের পরে সতীদেহ বিষ্ণুচক্রে খণ্ড খণ্ড হয়ে বহুসংখ্যক শক্তিপীঠের সৃষ্টি হয়েছিল।

শক্তিপীঠের উদ্ভব

সতীদেহং মহাদেবশিরঃস্থং ভীতভীতবৎ।
সুদর্শনেন চক্রেণ চিচ্ছেদ খণ্ডশঃশনৈঃ ॥
যদা নিক্ষিপ্যতে পাদং ধরণৌ স মহেশ্বরঃ।
তস্যৈব যৌগপদ্যেন ক্ষিপ্রং চক্রং চকর্ত সঃ ॥
চক্রেণ বিষ্ণুনা ছিন্না দেব্যা অবয়বাস্ততে।
নিপেতুর্ধরণৌ বিপ্র সা পুণ্যতরা ক্ষিতিঃ ॥
ক্বচিৎ পাদৌ ক্বচিজ্জঙ্ঘে ক্বচিজ্জিহ্বা ক্বচিন্মুখম্।
ক্বচিৎ স্তনৌ ক্বচিদ্বক্ষঃ ক্বচিদ্বাহু ক্বচিৎ করৌ।
ক্বচিৎ পার্শ্বে ক্বচিদ্ যোনিঃ পপাত শিবমস্তকাৎ ॥
যত্র যত্র সতীদেহভাগাঃ পেতুঃ সুদর্শনাৎ।
তে তু দেশা ধরাভাগা মহাভাগাঃ কিলাভবন্ ॥
তে তু পুণ্যতমা দেশা নিত্যং দেব্যা হ্যধিষ্ঠিতাঃ।
সিদ্ধপীঠাঃ সমাখ্যাতা দেবানামপি দুর্লভাঃ ॥
মহাতীর্থানি তান্যাসন্ মুক্তিক্ষেত্রাণি ভূতলে।[৭]

---

১ তন্ত্ররাজতন্ত্র ২০-২১ পটল ২ কালীবিলাস তন্ত্র—১৬ পটল
৩ কালীবিলাস তন্ত্র—৫ম পটল ৪ কালীবিলাস তন্ত্র—১৩ পটল
৫ প্রাণতোষিণীতন্ত্র (বসুমতী) ৭।৩—পৃঃ ৫২২-২৩
৬ প্রাণতোষিণী তন্ত্র (বসুমতী)—পৃ. ৫২৩ ৭ বৃহদ্ধর্মপুঃ, মধ্য—১০।২৯-৩৪

—বিষ্ণু কিঞ্চিৎ ভীত হয়ে মহাদেবের মস্তকস্থিত সতীদেহ ধীরে ধীরে খণ্ড খণ্ড করে ছিন্ন করলেন। যখন মহেশ্বর ভূমিতে পাদনিক্ষেপ করতে লাগলেন, বিষ্ণুও তৎক্ষণাৎ চক্র নিক্ষেপ করে ছেদন করতে লাগলেন। বিষ্ণুর চক্রের দ্বারা ছিন্ন দেবীর অঙ্গ সমূহ ধরণীতে পতিত হতে লাগলো। হে বিপ্র, সেই স্থান পুণ্যতর হয়েছিল। কোথাও পদদ্বয়, কোথাও জঙ্ঘাদ্বয়, কোথাও জিহ্বা, কোথাও মুখ, কোথাও স্তনদ্বয়, কোথাও বক্ষ, কোথাও বাহুদ্বয়, কোথাও করদ্বয়, কোথাও যোনি শিবমস্তক থেকে পতিত হয়েছে। যেখানে যেখানে সতীর দেহের অংশ সুদর্শন চক্র থেকে পতিত হয়েছিল, পৃথিবীর সেই সেই স্থান মহাপুণ্যস্থান হয়েছিল। সেই সেই পুণ্যতম স্থানে দেবী নিত্য অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই সেই স্থানে দেবতাদেরও দুর্লভ সিদ্ধপীঠ নামে খ্যাত হয়ে পৃথিবীতে মুক্তিক্ষেত্ররূপে মহাতীর্থ হয়েছিল।

কালিকাপুরাণে দেবীর অঙ্গ ছিন্ন হয়েছিল বিষ্ণুচক্রে নয়, যোগমায়ার প্রভাবে। মহাদেব বলছেন—

তস্যাস্বঙ্গানি পর্য্যায়াৎ পতিতানি যতো যতঃ।
তত্তৎ পুণ্যতমং জাতং যোগনিদ্রাপ্রভাবতঃ॥[১]

—তাঁর অঙ্গসমূহ পর্যায়ক্রমে যোগমায়ার প্রভাবে যেখানে যেখানে পতিত হয়েছিল সেই সেই স্থান পুণ্যতম হয়েছিল।

কালিকাপুরাণ রচনার সময়েও বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ ছিন্ন হওয়ার কাহিনীর উদ্ভব হয়নি। যাই হোক সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক শক্তিপীঠ রয়েছে। কতকগুলি মহাপীঠ কতকগুলি উপপীঠ নামে পরিচিত। প্রতিটি পীঠের অধিষ্ঠাত্রী এক একজন শক্তিদেবী রয়েছেন। কোথাও কোথাও বিভিন্ন আকারের প্রস্তরখণ্ড, কোথাও প্রস্তরময়ী বিগ্রহ পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবতা হিসাবে পূজিতা হন। পশ্চিমবঙ্গেই অনেকগুলি পীঠস্থান অবস্থিত। বীরভূম জেলার লাভপুরে (দেবীর অধরোষ্ঠ পতন স্থান) কচ্ছপাকৃতি সিন্দুরলিপ্ত বৃহৎ শিলাখণ্ড-রূপে বিরাজ করছেন দেবী ফুল্লরা বা অট্টহাস।[২] বীরভূমেই তারাপীঠে দ্বিভুজা সর্পযজ্ঞোপবীতিনী পুত্ররূপী শিবকে ক্রোড়ে নিয়ে দণ্ডায়মানা তারা,[৩] নলহাটিতে সম্পূর্ণ সিন্দুরলিপ্ত অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে নাসিকা সহ তিনটি স্বর্ণ-নির্মিত চক্ষু সংযোজিতা ললাটেশ্বরী অবস্থান করেন।[৪] হাওড়া জেলার আমতায় দেবীর পায়ের মালাই চাকি (হাঁটুর উপরের অংশ) পতনস্থানে স্বর্ণনির্মিত মুখ-মণ্ডল মালাইচণ্ডী নামে খ্যাতা।[৫] মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার অন্তর্গত দেবীর কিরীটের পতনস্থান কিরীটেশ্বরী মহাপীঠে একটি উচ্চ বেদীর উপর আর একটি ক্ষুদ্র বেদী কিরীটেশ্বরী রূপে পূজিতা হন।[৬] বাঁকুড়া জেলার উত্তর বাড় গ্রামে শিলায় ক্ষোদিত দশভুজা মূর্তি ঝগড়াভঞ্জিনী দেবী নামে পূজিতা হন।[৭]

---

১ কাঃ পু—৬২।৫৬ ২ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ৪র্থ—পৃঃ ২৯৬
৩ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ৪র্থ—পৃঃ ৩২৭ ৪ তদেব, ৪র্থ—পৃঃ ৩০২
৫ তদেব, ২য়—পৃঃ ৪৯৫ ৬ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা; ২য়—পৃঃ ৮৭
৭ তদেব, ৪র্থ—পৃঃ ১৮৭

কলিকাতায় মহাপীঠ কালিঘাটে মহাকালী, কামরূপে যোনিপীঠে প্রস্তরখণ্ডরূপিণী কামাখ্যা দেবী, বেলুচিস্তানে হিঙ্গুলাপীঠে হিঙ্গুলা, হিমাচল প্রদেশে দেবীর জিহ্বা পতনস্থানে অগ্নিময়ী জ্বালামুখী, উত্তরপ্রদেশে নৈনিতালে দেবীর নয়ন পতনস্থানে নয়না দেবী প্রভৃতি আজও মহাশক্তির প্রকাশ হিসাবে ভক্ততীর্থযাত্রীর ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছেন। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ীতে মহামারীর অধিষ্ঠাত্রী, দেবী খচ্চরবাহিনী নামে দুর্গার মৃন্ময়ী মূর্তি অধিষ্ঠিতা, শারদীয়া মহানবমীতে এঁর বিশেষ পূজা হয়।[১] হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশে সিহাই দেবী, নন্দা দেবী, কাসার দেবী, কাশ্মীরে ক্ষীরভবানী, সারদা দেবী, জম্মুর বৈষ্ণো দেবী থেকে সুরু করে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিচিত্র নামে শক্তিদেবতার প্রতীক শিলা বা বৈচিত্র্যময় বিগ্রহ সারা ভারতবর্ষে পূজিতা হচ্ছেন যুগ যুগ ধরে। এই সকল দেবীর কোন কোনটি সম্ভবতঃ স্থানীয় গ্রাম্য দেবতা শক্তিদেবতার মহাসাগরে সম্মিলিতা, নয়ত পৌরাণিক দুর্গাকালীর রূপভেদ হিসাবে স্থানীয় ভাবুক সাধক শিল্পীর দ্বারা পরিকল্পিতা হয়ে একই মহাশক্তির সঙ্গে একীভূতা হয়ে পৌরাণিক দেবতার মর্যাদা লাভ করেছেন। কোন কোন দেবতা হয়ত আর্যেতর কৃষ্টির অন্তর্গত ছিলেন, কেউ হয়ত বা জৈন বা বৌদ্ধ দেবতা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু আজ আর এদের আদিম অবস্থা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। জৈনধর্মে অজ্জা এবং কোট্টকিরিয়া নামে দুই শক্তি দেবী আছেন। এঁদের দেবী দুর্গার ভিন্নমূর্তি বলা হয়। জৈন আচারাঙ্গ চূর্ণী গ্রন্থে চণ্ডিয়া বা চণ্ডিকার জাগ বা পূজার উল্লেখ আছে।[২]

দেবী ভাগবতে বহু শক্তিপীঠ ও পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবতার উল্লেখ রয়েছে। যেমন বারাণসীতে বিশালাক্ষী, ক্ষেত্রে গৌরীমুখবাসিনী, নৈমিষারণ্যে লিঙ্গধারিণী, প্রয়াগে ললিতা, কান্যকুব্জে গৌরী, মলয়পর্বতে রম্ভা, হিমালয়ে নন্দা, গোকর্ণে ভদ্রকর্ণিকা, স্থানেশ্বরে ভবানী, রুদ্রকোটিতে রুদ্রাণী, গঙ্গাদ্বারে রতিপ্রিয়া, দ্বারাবতীতে রুক্মিণী, বৃন্দাবনে রাধা, বিন্ধ্যে বিন্ধ্যবাসিনী, মথুরায় দেবকী, বৈদ্যনাথে আরোগ্যা, সোমেশ্বরে বরারোহা; প্রভাসে পুষ্করাবতী, জলন্ধরে বিধুমুখী, কাশ্মীর মণ্ডলে মেধা প্রভৃতি। উড়িষ্যায় জগন্নাথ ক্ষেত্রে বিমলা দেবী পীঠদেবী রূপে পূজিত হন। প্রাণতোষিণী তন্ত্রে দেখা যায় যে উৎকলে সতীর নাভিদেশ পতিত হয়েছিল—

উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরাজক্ষেত্রমুচ্যতে।
বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ॥

মৎস্যপুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বহু পীঠ পীঠস্থ শক্তিদেবতার উল্লেখ রয়েছে। সমগ্র ভারতে শক্তিদেবতার বৈচিত্র্য ও সংখ্যার অন্ত নেই।

---

১ পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা ৪র্থ—পৃঃ ১৭৮

২ শারদীয়া বর্ধমান, ১৩৮৪—পৃঃ ১০৪, জৈনগণের লৌকিক দেবদেবী প্রবন্ধ, ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল

বাশুলী

বাঙ্গালা দেশে বাশুলী বা বিশালাক্ষী নামে এক প্রসিদ্ধ শক্তি দেবী আছেন। কবি মুকুন্দ মিশ্র প্রণীত বাশুলীমঙ্গল কাব্যে (১৫০৭ অথবা ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) বাশুলী বা বিশাললোচনীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে।[১] এই কাব্যে বাশুলী বা বিশাললোচনী হিমালয়নন্দিনী উমাপার্বতী এবং মার্কণ্ডেয়পুরাণের দেবতেজঃ-সম্ভূতা চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্না। দেবী বাশুলী যখন ধূসদত্তের কাছে স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন তখনকার দেবীর বর্ণনা—

চামুণ্ডা নৃমুণ্ডমালা ধৃত রুধিরাম্বরধরা
সরক্ত কর্পর কাতি হাথে।
শোণিত সিন্ধুর জলে কল্পবৃক্ষের মূলে
নরপ্রেতাসনে ভগবতী।[২]

গুণদত্ত বাশুলীর স্তুতি প্রসংগে বলেছে—

রণমুখী রুচি দুর্গা রুধিরাকাঙ্ক্ষিণী।
শরদিন্দুমুখী জয়া চকোরনয়ানী॥
হরের ডমরু মাঝা মৃগত্রিলোকিনী।
আতঙ্করহিতমনা কঙ্কালমালিনী॥[৩]

রুক্মিণী চণ্ডী বাশুলীর স্তুতি করতে গিয়ে বলেছে—

দ্রুহিণ-গৃহিণী তুমি বচন দেবতা।
কমলানিলয় তুমি হরের বনিতা॥
পর্বতনন্দিনী তুমি হর সহচরী।
কি বলিতে পারি আমি তোমার কিঙ্করী॥[৪]

বাশুলীমঙ্গল কাব্যে কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর উপাখ্যান এবং ধনপতি সদাগরের কাহিনীর আদর্শে রচিত ধূসদত্তের লৌকিক কাহিনী একত্র সন্নিবেশিত করেছেন। এই কাব্যে দেবী বাশুলী বা বিশাললোচনা চণ্ডী চামুণ্ডা কালীর সঙ্গে অভিন্না। ইনিই তন্ত্রের বিশালাক্ষী। তন্ত্রসারে বিশালাক্ষীর ধ্যানমন্ত্র—

ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বূনদপ্রভাম্।
দ্বিভুজামম্বিকাং চণ্ডাং খড়্গখেটকধারিণীম্॥
নানালংকারসুভগাং রক্তাম্বরধরাং শুভাং।
সদাষোড়শবর্ষীয়াং প্রসন্নাস্যাং ত্রিলোচনাম্॥

---

১ বাশুলীমঙ্গল, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)—পৃঃ ১৫৮
২ তদেব—পৃঃ ১৫৭ ৩ তদেব—পৃঃ ১০০ ৪ তদেব

মুণ্ডমালাবলী রম্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
শবোপরি মহাদেবীং জটামুকুটমণ্ডিতাম্॥
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং সাধকাভীষ্টদায়িকাম্।
সর্বসৌভাগ্যজননীং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেৎ॥[১]

এই বর্ণনায় বিশালাক্ষী দেবী তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, দ্বিভুজা, উগ্রা, খড়্গ ও খেটক-হস্তা রক্তবসনা, ষোড়শবর্ষীয়া, মুণ্ডমালাভূষিতা, জটামুকুটশোভিতা, শবোপরি অবস্থিতা, সর্বসৌভাগ্য ও সম্পদদাত্রী। ধর্মপূজাবিধানে বিশালাক্ষীর তিন রূপ—প্রাতঃকালে কুমারী, মধ্যাহ্নে প্রৌঢ়া এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধা।[২] সন্ধ্যাবন্দনায় গায়ত্রীর ত্রিপেরক্ষ সদৃশ বিশালাক্ষীর তিন রূপ। বিশালাক্ষীর প্রণাম মন্ত্র—

বিশালবদনা দেবী বিশালনয়নোজ্জ্বলে।
দৈত্যমাংসস্পৃহে দেবী বিশালাক্ষী নমোঽস্তুতে॥[৩]

কিন্তু ধর্মপূজা বিধানে বাশুলীর পৃথক মন্ত্র উল্লিখিত হয়েছে। এখানে বাশুলী ও বাগেশ্বরী দুইই ধর্ম ঠাকুরের আবরণ দেবতা এবং বাশুলী মঙ্গলচণ্ডীর সঙ্গে অভিন্না। ধর্মপূজাবিধানে বাশুলীর ধ্যান—

আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে
সিন্দুরাভাব প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গং পিব পিব রুধিরং বাশুলী পাতু সা নঃ।
আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাং
সরিত্তীরে সমুৎপন্নাং সূর্যকোটিসমপ্রভাম্॥
রক্তবস্ত্রপরীধানাং নানালংকারভূষিতাম্।
অষ্টতণ্ডুলদূর্বাক্তাং অর্চেন্মঙ্গলকারিণীম্॥
অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং কালীং কিল্বিষনাশিনীম্।
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সান্নিধ্যমিহ কল্পয়॥[৪]

—হে দেবী কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডলসহ স্বর্গলোক থেকে পৃথিবীতে এস, তোমার গাত্রবর্ণ সিন্দুরতুল্য, বিকটদন্ত, গলায় মুণ্ডমালা, ক্রীড়ার নিমিত্ত হাস্যমুখ, পদদ্বয়ে নূপুর বাদনরতা, হাতে খড়্গ নিয়ে রক্ত পান কর, আমাদের রক্ষা কর। শুভকরী মঙ্গলচণ্ডীকা দেবীকে আহ্বান করি, নদীতীরে জাতা, কোটি সূর্যতুল্য প্রভাযুক্তা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, নানা অলংকারভুষিতা অষ্টতণ্ডুলদূর্বাসহ, অসিদ্ধসাধনকারিণী পাপনাশিনী মঙ্গলকারিণীকে অর্চনা করবে। হে দেবি চণ্ডীকে এস, নিকটে অবস্থান কর।

১ তন্ত্রসার—পৃঃ ৬১২ ২ ধর্মপূজা বিধান (সাঃ পঃ)—পৃঃ ৪৭
৩ ধর্মপূজা বিধান (সাঃ পঃ)—পৃঃ ৯৭ ৪ ধর্মপূজা বিধান (সাঃ পঃ)—পৃঃ ১০২-৩

এই মন্ত্রে কালী, মঙ্গলচণ্ডী ও বাশুলীর একত্ব প্রতিপাদিত। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস বাশুলীর উপাসক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস যে বাশুলীপূজক ছিলেন, তা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বারংবার উল্লেখ থেকে জানা যায়—

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী।[১]
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস।[২]
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস।[৩]

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত একটি পদে নান্নুরে বাসলী বা বাশুলী দেবীর উপাসক সহজিয়া সাধক চণ্ডীদাসের পরিচয় মেলে—

নিত্যের আদেশে বাশুলী চলিল
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্নুর গ্রামেতে
প্রবেশ যাইয়া করে॥
বাশুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।

কিন্তু বীরভূম জেলার নান্নুরে অবস্থিত চণ্ডীদাসের দ্বারা পূজিত বলে প্রসিদ্ধ বাশুলীর মূর্তি পূর্বোল্লিখিত ধ্যানমূর্তির অনুরূপ নয়। নান্নুরের "বিশালাক্ষী মূর্তিটি কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত, বাগ্দেবীর মূর্তির অনুরূপ। মূর্তির একহস্তে জপমালা, এক হস্তে গ্রন্থ এবং অপর দুই হস্ত দ্বারা ধৃত বীণা…।"

দেবীর ধ্যান—

ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং শরদিন্দুসুবদনাং
চতুর্বাহুযুক্তাং বীণাং ধারয়ন্তী দ্বিভুজৈঃ॥
একহস্তেনাক্ষমালামেকহস্তেন পুস্তকম্
বামং পদ্মাসনে পশ্যেৎ পাদং দক্ষং ব্রহ্মোপরি।"

আশ্বিনের শুক্লা সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত তিন দিন সাড়ম্বরে বিশালাক্ষীর উৎসব হয়।[৪] বীণাপুস্তক জপমালাধারিণী বিশালাক্ষী অবশ্যই সরস্বতী।

বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে চণ্ডীদাস পূজিত বলে প্রসিদ্ধ বাশুলী মূর্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই মূর্তি দ্বিভুজা দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ও বামে খর্পর মুখে প্রশান্ত হাসি, কর্ণে কুণ্ডল, গলায় মুণ্ডমালা, নূপুর শোভিত দুই পদের একটি এক শায়িত অসুরের জঙ্ঘায় অপরটি অসুরের মস্তকে স্থাপিত। দুই পাশে দুই সখী।[৫] হুগলী জেলায় চণ্ডীতলা গ্রামে উত্তরবাহিনী বা উত্তরাস্যা বিশালাক্ষীর পাষাণ-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শবরূপে শায়িত মহাকালের বক্ষঃস্থলে দক্ষিণ পা এবং পার্শ্বে জোড়হস্তে উপবিষ্ট নীলবর্ণের বটুক ভৈরবের মস্তকে বাম পা স্থাপন

---

১ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, তাম্বূলখণ্ড, বঙ্গীয় সাঃ পঃ সং—পৃঃ ১৪ ২ তদেব—পৃঃ ১১, ১২
৩ তদেব—পৃঃ ৯ ৪ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা. ৪র্থ—পৃঃ ৩০৬
৫ ছাতনায় চণ্ডীদাস, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৩ পৃঃ ২১-২২

করিয়া ত্রিনয়না দ্বিভুজা দেবী দণ্ডায়মানা। দেবীর দক্ষিণহস্তে খড়্গ ও বামহস্তে খর্পর এবং দুই পায়ের মধ্যস্থলে শিবের নাভিদেশে একটি বৃহদাকার অসুর মুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। দেবী হরিদ্রাবর্ণ, এলোকেশী, বস্ত্রপরিহিতা এবং নানালংকার ও মুণ্ডমালায় বিভূষিতা। মূর্তির উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট।[১] এই দেবীর পূজা হয় তন্ত্রসারোক্ত ধ্যানমন্ত্রে, ছাতনায় বাশুলীর পূজা হয় ধর্মপূজা বিধানে উল্লিখিত ধ্যানমন্ত্রে। মেদিনীপুর জেলার বরদাপল্লীর বিশালাক্ষী পঞ্চমুণ্ডির আসনের উপর প্রতিষ্ঠিতা—মৃন্ময়ী, পীতবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, গজদন্তশোভিতা, নিম্ন ওষ্ঠ (অধর) দন্ত দ্বারা দংশিত, দেবীর দক্ষিণে গণেশ, বামে কার্তিক, সম্মুখে জয়া বিজয়া, পিছনে যোগিনী। গণেশের পাশে এক দেবী ও কার্তিকেয়ের পাশে মনসা।[২] হুগলী জেলার কলাছড়া পল্লীর বিশালাক্ষী বিশালাকৃতি পীতবর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা পদতলে শিব শায়িত, শিবের পাশে নীলবর্ণের মহাকাল বা কালভৈরব উপবিষ্ট, দেবীর পদতলে একটি ব্যাঘ্র।[৩]

বাশুলীদেবীর মূর্তিগুলি বৈচিত্র্যময়—এক এক স্থানে এক এক প্রকার, তিনটির ধ্যানমূর্তিও তিন প্রকার। তথাপি মূর্তি ও ধ্যানমন্ত্রে বাশুলীকে মোটামুটি দুই রূপে প্রত্যক্ষ করি—একদিকে তিনি চণ্ডীকালীর ঈষৎ ভিন্নরূপে প্রকাশিত, অপর দিকে তিনি সরস্বতীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপে বিভাসিত। কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্রের কাব্যে বাশুলী বা বিশাললোচনী চণ্ডীর এক নাম। রামেশ্বরের শিবায়নে পার্বতীর নামই বিশাললোচনী—ইনিই বাসলী বা বাশুলী।

বসাইল বৃষধ্বজে বিচিত্র আসনে।
বাসুলি বাতাস করে বিচিত্র ব্যজনে॥[৪]

দুর্গা-পার্বতী চণ্ডী-কালীর সঙ্গে বাশুলীর অভিন্নতা সর্বত্র প্রতিপাদিত। তন্ত্রসারের ধ্যানমন্ত্রে বাশুলী সর্বসৌভাগ্যসম্পদদায়িনী। মুকুন্দমিশ্রও বাশুলীকে কমলনিলয় বলেছেন। ধর্মপূজা বিধানে তিনি সরিত্তীরে উৎপন্না। সরিৎ নদী সরস্বতীকেও বোঝাতে পারে সমুদ্রকেও বোঝাতে পারে। সুতরাং বাশুলীকে লক্ষ্মীরূপিণী মনে হয়। বাশুলী শব্দটি বিশালাক্ষী শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবেই গৃহীত হয়। আবার অনেকে মনে করেন যে বাসলী বা বাশুলী বাগীশ্বরী শব্দের রূপান্তর—বাগীশ্বরী>বাইসরী>বাসরী>বাসলী।[৫] বাগীশ্বরী সরস্বতী। গয়ার বিষ্ণুপাদ-মন্দির-সংলগ্ন চত্বরের প্রাচীরগাত্রে বীণাপুস্তকহস্তা চতুর্ভুজা সরস্বতীর প্রস্তরময়ী মূর্তি বাসিরী নামে পরিচিতা।[৬] তপগচ্ছীয়-শ্রাবক-প্রতিক্রমণ সূত্রান্তর্গত কল্যাণকন্দ স্তোত্রে বাগীশ্বরীকে বাএসিরীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

১ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ২য়—পৃঃ ৬২৮
২ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ৬২-৬৩ ৩ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ৬৩
৪ শিব সংকীর্তন পালা (কঃ বিঃ)—পৃঃ ১০২
৫ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকা, বসন্তরঞ্জন রায়, (সাঃ পঃ সং)—পৃঃ ১৫/০
৬ সরস্বতী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—পৃঃ ৯৯

কুন্দিন্দুগোক্‌খীরতুষারবণ্ণা সরোজহত্থা কমলে নিসন্না।
বা এ সিরী পুত্থয়বগ্‌গহত্থা সুহায় সা অম্‌হসয়া পসন্বা ॥

শ্লোকটির সংস্কৃতরূপান্তর—

কুন্দেন্দুগোক্ষীরতুষারবর্ণা সরোজহস্তা কমলে নিষণ্ণা।
বাগীশ্বরী পুস্তকবর্গহস্তা সুখায় সা নঃ সদা প্রপন্না ॥[১]

অভিনব গুপ্তের শিষ্য ক্ষেমরাজধৃত মালিনীবিজয়তন্ত্রে মহাবিদ্যার মধ্যে বাগ্‌-বাদিনী ও বাসলীর নাম উল্লিখিত আছে—

অথ বক্ষ্যাম্যহং যা যা মহাবিদ্যা মহীতলে।
দোষজালৈরসংস্পৃষ্টাস্তাঃ সর্বা হি ফলৈঃ সহ ॥
কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা।
বাগ্‌বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ
কামাখ্যা বাসলী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।
ইত্যাদ্যাঃ সকলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ ॥[২]

সুতরাং বাশুলী শুধু চণ্ডী নন,—তিনি সরস্বতীও। প্রকৃতপক্ষে সরস্বতী, পার্বতী-চণ্ডী এবং লক্ষ্মীর মিশ্রণের ফলে বাগীশ্বরী বিশালাক্ষী বাশুলীর উদ্ভব। দেবীর রূপ ও গুণে এই মিশ্রণের সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। তবে অঞ্চল বিশেষে দেবীর পূজা পদ্ধতিতে কিছু কিছু আর্যেতর প্রথা-পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অধিকাংশ স্ত্রীদেবতার পরিকল্পনায় সরস্বতী-লক্ষ্মী-চণ্ডীর আংশিক মিশ্রণ চোখে পড়ে এবং পড়াটাই স্বাভাবিক। এই মিশ্রণ বা প্রভাব সকল স্ত্রী-দেবতার একত্ব প্রতিপাদক এবং উৎস হিসাবে দিব্য সরস্বতী বা জ্যোতীরূপা চণ্ডীর অর্থাৎ সর্বব্যাপিনী তেজাত্মিকা মহাশক্তির কথাই স্মরণ করায়। কিন্তু অন্যান্য দেবতার মত বাশুলীকেও লৌকিক আখ্যা দিয়ে অনার্য বা বৌদ্ধ দেবতা বলে ব্যাখ্যা করার সহজ প্রবণতা দেখা যায়। ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন "দাক্ষিণাত্যে মহীশূর ও কর্ণাট অঞ্চলে বিসলময়ী বা বিসলমরী অম্মা নামে এক অতি প্রতাপশালী গ্রাম্য দেবতা আছেন। ...দাক্ষিণাত্যের এই বিসলমরীই যে বাংলার বাশুলী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"[৩] বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মতেও বিশালাক্ষী দ্রাবিড়দেশাগতা, পৌরাণিক প্রভাবে এঁর আকৃতির ও পূজা পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে।[৪] হরিদাস পালিতের মতে দক্ষিণ-ভারতে পূজিতা সাত ভগিনীর অন্যতমা গ্রাম্য দেবতা বসু আলী দেবাই (বৃষবাহনা দেবী) বাসলীতে পরিণত হয়েছেন।[৫] আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে ষষ্ঠ ধ্যানীবুদ্ধের শক্তি বজ্র-ধাতেশ্বরী বা বজ্রেশ্বরী থেকে বাসলী এসেছে—বজ্রেশ্বরী > বজ্জসরী > বার্জসলী > বাসলী বা বাসুলী।[৬]

১ সরস্বতী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—পৃঃ ১০৯ ২ তদেব—পৃঃ ৯৮
৩ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ২য় সং—পৃঃ ৩১১-১২
৪ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ৫৭
৫ দেশ পত্রিকা, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯—পৃঃ ৫৩ ৬ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকা—পৃঃ ৶০

কেবল নাম সাদৃশ্যে বিসলমরীর রূপান্তর বাসলী বা বাশুলী—একথা বলা চলে না। বজ্রধাত্বীশ্বরীর সঙ্গে বাসলীর সাদৃশ্যও উল্লেখযোগ্য নয়। রত্নসম্ভবের শক্তি বজ্রধাত্বীশ্বর মস্তকে থাকেন ক্ষুদ্র রত্নসম্ভবের মূর্তি—ইনি পীতবর্ণা—দুই পাশে দুটি পদ্মের উপরে কুলচিহ্নস্বরূপ রত্নচ্ছটা প্রদর্শন করেন।[১] বাসুলী বিশালাক্ষী বাগীশ্বরীরই রূপান্তর—অনার্য বা বৌদ্ধ দেবী নন। তবে এককালে বাশুলীপূজাকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখা হোত না বলেই মনে হয়। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে বাশুলীপূজার উল্লেখ করেছেন—বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপচারে।[২] বৃন্দাবনের সাক্ষ্য থেকে বাশুলীপূজার ব্যাপকতার কথা জানা যায়। বড়ুচণ্ডীদাসের সময়ে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে বাশুলী পূজা ব্যাপকভাবে হোত। সুতরাং আরও পূর্বে সম্ভবতঃ দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাশুলী পূজা প্রচলিত হয়েছিল।

রংকিণী : কবি মুকুন্দ মিশ্র বাশুলীকে রংকিণী বলে উল্লেখ করেছেন—

শঙ্খিনী শূলিনী রঙ্কিণী রঙ্গিনী
মানবমস্তকমালা।[৩]

অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার 'ভৈরব রংকিণী মাহাত্ম্য' কাব্যে লিখেছেন—আদ্যাশক্তি শ্রীরঙ্কিণী দেবী মহামায়া।[৪] ঘাটশিলার রংকিণী জটামণ্ডিতা, দ্বিনেত্রা অষ্টভুজা, উপরের দুই হস্তে হস্তিধারিণী, আর হস্তসমূহে বিবিধ অস্ত্র,—দেবী শববাহনা।[৫] টাটানগরের কাছে গালুড়ি স্টেশনের সন্নিকটে রংকিণী দেবী কালীর মন্ত্রে পূজিতা হন। ঘাটশিলার রংকিণী মূর্তিতে দুর্গা কালী ও গজলক্ষ্মী (কমলে কমিনী)-র সমন্বয় ঘটেছে। হস্তীর উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষার জন্য অনার্য দেবী রংকিণীর পরিকল্পনা এরূপ কষ্টকল্পনা নিষ্প্রয়োজন। হুগলী জেলার মহুলা গ্রামের রংকিণী মৃন্ময়ী ত্রিনয়না, মুণ্ডমালিনী, শিবোপরি দণ্ডায়মানা।[৬] এ মূর্তি কালীর মূর্তি। রণরঙ্গিনী চণ্ডী বা কালীর মূর্ত্যন্তর রূপে রণরঙ্গিণীর রঙ্গিণী শব্দের পরিবর্তিত রূপ রংকিণী হওয়াটা আশ্চর্য কি? ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যে রংকিণীই ভদ্রকালী—

তার রক্তে পূজিব রংকিণী ভদ্রকালী।[৭]

ভদ্রকালী বাশুলী ও রংকিণী একই দেবতা—সুতরাং সরস্বতী-লক্ষ্মী-চণ্ডীর আর এক রূপ।

১ বৌদ্ধদের দেবদেবী—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য—পৃঃ ২৯ ২ চৈঃ ভাঃ—আদি, ২ অঃ
৩ বাশুলী মঙ্গল—পৃঃ ৩ ৪ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১১৮
৫ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১১৬ ৬ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১১৮-১৯
৭ শ্রীধর্মমঙ্গল (কাঃ বিঃ)—পৃঃ ৬১৭

ষষ্ঠী দেবী

ষষ্ঠীদেবী সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে স্কন্দ-কার্তিকেয় প্রসঙ্গে।[১] ষষ্ঠীদেবী সন্তান-দায়িনী এবং সন্তান-পালিকা। দেবী ভাগবতে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে রাজা প্রিয়ব্রত ষষ্ঠীদেবীর কৃপায় মৃতপুত্রের জীবন ফিরে পেয়ে মহাসমারোহে ষষ্ঠীপূজা করেছিলেন।[২] তৎপরে প্রতিমাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে ষষ্ঠীপূজা হতে থাকে। ধ্যানমন্ত্রে ষষ্ঠীদেবীর বর্ণনা :

ষষ্ঠীং বিম্বাধরোষ্ঠীং সুচিরবসনাং কৃষ্ণমার্জার সংস্থাং
কর্ণান্তাক্রান্তনেত্রাং রুচিরভুজযুগাং ক্রোড়বিন্যস্তপুত্রাম্।
তারুণ্যোদ্‌ভিন্নপীনস্তনঘনযুগলাং চিন্তয়েদিন্দুবক্ত্রাম্॥[৩]

—বিম্বফলের মত অধরোষ্ঠযুক্তা, সুন্দর বসন পরিহিতা কৃষ্ণমার্জারে উপবিষ্টা, কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃতনেত্র সম্পন্না, সুন্দর বাহুযুগল শোভিতা, ক্রোড়ে অবস্থিত পুত্র সমন্বিতা, তরুণী কালে উদ্‌ভিন্ন ঘন স্থূল স্তন শোভিতা, চন্দ্রাননা ষষ্ঠী দেবীকে চিন্তা করবে।

সূতিকা ষষ্ঠীর ধ্যান :

দ্বিভুজাং হেম গৌরাঙ্গীং রত্নালংকার ভূষিতাং
বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্র নিভাননাম্।
পট্টবস্ত্রপরীধানাং পীনোন্নতপয়োধরাং
অঙ্কার্পিতসুতামম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ।[৪]

—দ্বিভুজা সুবর্ণতুল্য গৌরাঙ্গী, রত্নালংকারে ভূষিতা, বরদ ও অভয়হস্তসম্পন্না, শরৎকালের চন্দ্রতুল্যমুখ বিশিষ্টা, পট্টবস্ত্রপরিহিতা, পীনোন্নতপয়োধরসম্পন্না, ক্রোড়ে স্থিত পুত্রসহ পদ্মোপরি উপবিষ্টা ষষ্ঠীদেবীকে চিন্তা করবে।

অরণ্যষষ্ঠীর ধ্যান :

দ্বিভুজাং যুবতীং ষষ্ঠীং বরাভয়যুতাং স্মরেৎ।
গৌরবর্ণাং মহাদেবীং নানালংকারভূষিতাম্।
দিব্যবস্ত্র পরিধানাং বামক্রোড়ে সপুত্রিকাম্।
প্রসন্নবদনাং নিত্যাং জগদ্ধাত্রীং সুতপ্রদাম্॥
সর্বলক্ষণ সম্পন্নাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥[৫]

দ্বিভুজা, যুবতী, বর ও অভয়মুদ্রাধারিণী, গৌরবর্ণা, নানা অলংকারে ভূষিতা, দিব্যবস্ত্রপরিহিতা, বামক্রোড়ে স্থিত পুত্রসহিতা, প্রসন্নবদনা, নিত্যা, জগদ্ধাত্রী,

---

১ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য় সং, পৃঃ ১৮৮-১৯৬ দ্রষ্টব্য।
২ ব্রহ্মবৈবর্ত প্রকৃতি খণ্ড ৪৩ অ., দেবী ভা. ৯।৪৬ ৩-৫ হিন্দুসর্বস্ব—পৃঃ ২০১

পুত্রদায়িনী, সর্বলক্ষণাযুক্তা, স্থূল ও উন্নত পয়োধর বিশিষ্টা ষষ্ঠীদেবীকে চিন্তা করবে।

নিত্যষষ্ঠীর ধ্যান :

ষষ্ঠাংশাং প্রকৃতেঃ শুদ্ধাং সুপ্রতিষ্ঠাঞ্চ সুব্রতাম্।
সুপুত্রদাঞ্চ শুভদাং দয়ারূপাং জগৎপ্রসূম্॥
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাম্।
পবিত্ররূপাং পরমাং দেবসেনাং পরাং ভজে॥[১]

—প্রকৃতির ষষ্ঠ অংশ স্বরূপা, শুদ্ধা, সুপ্রতিষ্ঠা, সুব্রতা, সুপুত্রদায়িনী, মঙ্গলদায়িনী, দয়ারূপা, জগৎসৃষ্টিকারিণী, শ্বেতচম্পকের তুল্য বর্ণবিশিষ্টা, রত্নালংকারে শোভিতা, পবিত্ররূপা, পরমা, শ্রেষ্ঠা দেবসেনাকে ভজনা করি।

চারটি ধ্যানমন্ত্রের তিনটিতে ষষ্ঠীদেবী গৌরবর্ণা, চতুর্থ ধ্যানমন্ত্রে দেবী শ্বেতচম্পকের বর্ণবিশিষ্টা। প্রথম তিনটি মন্ত্রে দেবী শিশুক্রোড়া। কেবলমাত্র প্রথম ধ্যানে দেবীর বাহন কৃষ্ণমার্জার। দ্বিতীয় ধ্যানে দেবী পদ্মস্থিতা। তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যানে দেবীর বাহনের উল্লেখ নেই। কেবলমাত্র একটি ধ্যানমন্ত্রে ষষ্ঠীকে দেবসেনা বলা হয়েছে। এই ধ্যানমন্ত্র থেকে অনুমিত হয় যে ষষ্ঠীর রূপ কল্পনা লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দুর্গা জগদ্ধাত্রীর দ্বারা প্রভাবিত। মনে হয়, লক্ষ্মী সরস্বতীর মত ষষ্ঠী ও পদ্মাসনা ছিলেন, পরে তাঁর মার্জার বাহন কল্পিত হয়। শ্রী-পঞ্চমীর সঙ্গে দেবসেনাপতি কার্তিকেয় এবং দেবসেনা ষষ্ঠীর সংযোগ[২] ষষ্ঠীর সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতীর সংযোগ সুস্পষ্ট করে তোলে। স্বামী নির্মলানন্দ বলেছেন যে প্রজনন শক্তির প্রতীক হিসাবে এবং বিড়ালীর দুগ্ধ স্ত্রীরোগ আরোগ্য করার জন্য বিড়াল ষষ্ঠীদেবীর বাহন হয়েছে,[৩] দুর্গা-জগদ্ধাত্রীর বাহন সিংহের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসাবে 'বাঘের মাসী' নামে প্রসিদ্ধ বিড়াল ষষ্ঠীদেবীর বাহন হতে পারে।

ষষ্ঠীদেবীকে লৌকিক দেবী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কারো মতে ষষ্ঠী অনার্য দেবী, কারো মতে বৌদ্ধ মহাযানীদের হারীতী হিন্দুধর্মে ষষ্ঠীতে রূপান্তরিত। কিন্তু ষষ্ঠী যে অনার্য দেবতা নন, মহাভারতের রুদ্রশিব বা অগ্নিপুত্র স্কন্দ-কার্তিকেয়ের পত্নী দেবসেনা ষষ্ঠী সে তথ্য দ্বিতীয় পর্বে প্রতিপাদিত হয়েছে।[৪]

ষষ্ঠী ও শ্রী

ষষ্ঠী অবশ্যই পৌরাণিক দেবতা। ষষ্ঠীর সঙ্গে শ্রী বা লক্ষ্মীর সংযোগ কেবলমাত্র আকৃতিতে নয়, দেবসেনা-ষষ্ঠীর জন্ম থেকেই। স্কন্দ-কার্তিকেয় জন্মগ্রহণের পরই পদ্মরূপা শ্রী স্বয়ং শরীরিণী হয়ে তাঁকে ভজনা করেছিলেন,—অভজৎ পদ্মরূপা শ্রীঃস্বয়মেব শরীরিণী।[৫] স্কন্দ দেবসেনাপতিরূপে ইন্দ্রের দ্বারা অভিষিক্ত হলে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা—নির্দিষ্ট কন্যা দেবসেনাকে ইন্দ্রের কথায় তিনি যথাবিধি পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। দেবসেনা

১ হিন্দু সর্বস্ব পৃঃ ২০২ ২ হিন্দুদের দেবদেবী—২য় পর্ব, ২য় সং, পৃঃ ১৯০
৩ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—৩য় সং, পৃঃ ২৭২-৭৩
৪ হিন্দুদের দেবদেবী—২য় পর্ব পৃঃ ১৮৮-৯২ ৫ মহাভারত বনপর্ব—২২৮।৩

শ্রীরূপে পঞ্চমী তিথিতে স্কন্দকে আশ্রয় করেছিলেন এবং পরদিন ষষ্ঠীতে মহিষাসুর-বধ করে স্কন্দ কৃতার্থ হয়েছিলেন।

এবং স্কন্দস্য মহিষীং দেবসেনাং বিদুর্জনাঃ॥
ষষ্ঠীং যাং ব্রাহ্মণাঃ প্রাহুর্লক্ষ্মীমাসাং সুখপ্রদাম্।

* * *

যদা স্কন্দঃ পতির্লব্ধঃ শাশ্বতো দেবসেনয়া।
তদা তমাশ্রয়ল্লক্ষ্মীঃ স্বয়ং দেবী শরীরিণী॥
শ্রীজুষ্টঃ পঞ্চমী স্কন্দস্তস্মাচ্ছ্রী পঞ্চমী স্মৃতা।
ষষ্ঠ্যাং কৃতার্থোঽভূদ্ যস্মাৎ তস্মাৎ ষষ্ঠী মহাতিথিঃ॥[১]

—এইরূপে লোকে স্কন্দের মহিষীকে দেবসেনা বলে। তাঁকে ব্রাহ্মণগণ ষষ্ঠী, সকলের সুখপ্রদা লক্ষ্মী বলে থাকেন। দেবসেনা যখন স্কন্দকে শাশ্বত পতি লাভ করলেন, তখন লক্ষ্মী ও শরীরিণী হয়ে তাঁকে আশ্রয় করেছিলেন। শ্রীযুক্ত স্কন্দ পঞ্চমী বলে শ্রীপঞ্চমী বলা হয়, যেহেতু ষষ্ঠীতে স্কন্দ কৃতার্থ হয়েছিলেন, সেইজন্য ষষ্ঠী মহাতিথি।

শ্রী বা লক্ষ্মী এবং দেবসেনা এখানে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছেন। স্কন্দকে দেবসেনা বা শ্রী আশ্রয় করায় শ্রীপঞ্চমী এবং পরদিন ষষ্ঠীতে স্কন্দ বিজয় লাভ করায় ষষ্ঠী মহাতিথি। স্মরণীয় এই যে শ্রীপঞ্চমী লক্ষ্মী এবং সরস্বতী পূজার তিথি। ষষ্ঠীর গাত্রবর্ণ এবং পদ্মাসন লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কাছ থেকে প্রাপ্ত। অনেকে মনে করেন যে বৌদ্ধ দেবী হারীতী ষষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। হারীতী

হারীতী ও ষষ্ঠী

শিশু অপহরণকারিণী, তিনি শিশুমৃত্যুর হেতু, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ষষ্ঠী ও হারীতীর পার্থক্য সুস্পষ্ট ভাবেই দেখিয়েছেন। হারীতীর পূজার দ্বারা নবজাত শিশুর প্রাণরক্ষা পায়। "কিন্তু ষষ্ঠী শিশুর রক্ষয়িত্রী, তাঁহার চরিত্রের মধ্যে কল্যাণ-গুণই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—অতএব বৌদ্ধ হারীতী ও পৌরাণিক ষষ্ঠী দুই স্বতন্ত্র ক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন।"[২] মহাভারতের বনপর্বে যে ছয় ঋষিপত্নীর বেশ ধরে স্বাহা অগ্নির সঙ্গে মিলিত হওয়ায় স্কন্দের জন্ম হয়েছিল, ঋষিদের পরিত্যক্তা সেই ছয় ঋষিপত্নী স্কন্দমাতা নামে পরিচিতা। স্কন্দ তাঁদের ও স্কন্দের দেহ থেকে জাত স্কন্দগ্রহ নামক কুমারদের গর্ভস্থ সন্তান ভক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এঁরা গর্ভস্থ সন্তান ভোজন করে থাকেন। তাঁদের তুষ্ট করলে সন্তান রক্ষা পায়। কিন্তু দেবসেনা ষষ্ঠী শিশুঘাতিনী নন, শিশুপালিকা। হারীতী মহাযক্ষিণী।[৩] ষষ্ঠী যক্ষিণীত ননই, তিনি প্রজাপতির কন্যা, শিশুপালিকা দেবী। সুতরাং হারীতী ও ষষ্ঠী সম্পূর্ণ ভিন্ন দেবী। সাদৃশ্য থেকে বৈসাদৃশ্যই বেশী।

---

১ তদেব—২২৮।৪১-৫২ ২ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—২য় সং, পৃঃ ৬৭৩-৭৪, ৪০১
৩ সাধনমালা—পৃঃ ৩৬৭

ষষ্ঠীদেবীর পূজা সাধারণতঃ মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বহু পূর্বে নয়। ষষ্ঠীর পূজা প্রচারের জন্য কৃষ্ণরাম দাস ষষ্ঠী মঙ্গল কাব্য লিখেছেন ১৬০১ শকে অর্থাৎ ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। ষষ্ঠীপূজার প্রচলন অবশ্যই আরো আগে থেকে, ষষ্ঠীদেবীর প্রাচীন মূর্তি বিশেষ পাওয়া যায় নি। শিশু আস্তিকক্রোড়া মনসার মূর্তিকেই ষষ্ঠী বলে বলে অনেক জায়গায় পূজা করা হয়।[১] উড়িষ্যায় বালেশ্বর জেলায় ষষ্ঠীদেবীর একটি মূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তিতে দেবী বাম উরুতে একটি শিশুকে বসিয়ে বাঁ হাতে তাঁকে ধরে আছেন।[২] রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে জ্যৈষ্ঠ মাসে অগ্রহায়ণ মাসে ও চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে ষষ্ঠীপূজার বিধান দিয়েছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে বিন্ধ্যবাসিনী স্কন্দ ষষ্ঠীর পূজা নির্দিষ্ট। এই দিনে নারীরা অরণ্যে পাখা হাতে ভ্রমণ করে ও বিন্ধ্যবাসিনী স্কন্দষষ্ঠীর আরাধনা করে—

ব্যজনৈক করাস্তস্যামটন্তি বিপিনে স্ত্রিয়ঃ।
তাং বিন্ধ্যবাসিনীং স্কন্দষষ্ঠীমারাধয়ন্তি চ ॥[৩]

চৈত্রমাসে পঞ্চমীযুক্ত ষষ্ঠী তিথিতে স্কন্দষষ্ঠী পূজনীয়া।[৪] আরণ্য ষষ্ঠীতে বিন্ধ্যবাসিনী ও ষষ্ঠী অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছেন। কৃত্যতত্ত্বে রঘুনন্দন সন্তান জন্মের ষষ্ঠ দিনে সূতিকা ষষ্ঠীপূজার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি এখানে যে দুটি ধ্যানমন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন, তার একটিতে দেবী কৃষ্ণমার্জারস্থিতা এবং বটবিটপবিলাসা অর্থাৎ বটবৃক্ষবাসিনী। অপরটিতে দেবী পদ্মস্থিতা। রঘুনন্দন কর্তৃক উল্লিখিত ষষ্ঠীর স্তব ও প্রার্থনা মন্ত্রে আছে: ওঁ ধাত্রী ত্বং কার্তিকেয়স্য ষষ্ঠীষষ্ঠীতি বিশ্রুতা। এই মন্ত্রেই আর এক জায়গায় আছে: নারায়ণস্বরূপেণ মৎপুত্রং রক্ষ সর্বতঃ।[৫] নারায়ণ স্বরূপ বলায় লক্ষ্মীর সঙ্গে ষষ্ঠীর অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ষষ্ঠীকে কার্তিকেয়ের ধাত্রী বলায় অসঙ্গতি সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবতঃ এখানে দুর্গা-চণ্ডী-বিন্ধ্যবাসিনীর সঙ্গে ষষ্ঠীর অভিন্নতা প্রতিপাদিত। অবশ্য বেদে পুরাণে দক্ষ-অদিতি, উষা-সূর্য প্রভৃতির মত বিরুদ্ধ সম্পর্ক অনেক জায়গাতেই আছে। দেবতাদের সত্তা মূলতঃ এক হওয়ায় একই স্থান থেকে তাঁদের উদ্ভব হওয়ায় একই দেবদেবী যুগল সম্পর্কে বিরুদ্ধ সম্পর্কের বিবরণ দোষাবহ নয়।

কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে যেমন ষষ্ঠীর ধ্যান আছে, রঘুনন্দনও তেমনি ষষ্ঠী পূজার বিবরণ দিয়েছেন। অতএব খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ষষ্ঠী পূজার প্রচলন সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এবং দেবী ভাগবতে ষষ্ঠী পূজা মর্তে প্রচলিত হওয়ার বিবরণ থেকে অনুমিত হয় যে এই সময়েই

১ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—২য় সং, পৃঃ ৬৭৫
২ কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা —ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য—পৃঃ ৩৩/০
৩-৪ তিথিতত্ত্বম্—অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্—বেণীমাধব দে প্রকাশিত, পৃঃ ১৬
৫ কৃত্যতত্ত্বম্— ঐ বেণীমাধব দে প্রকাশিত, পৃঃ ৬৩২

ষষ্ঠী পূজা প্রচলিত হয়েছে এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে নি। উক্ত পুরাণ দুটি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত বলে পণ্ডিতবর্গের অনুমান। সেন রাজাদের আমলে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের কালে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে বহু নূতন নূতন দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ ও পূজা প্রচলিত হতে থাকে। মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবদেবীরা এই সময়েই পূজা পেতে আরম্ভ করেছিলেন বলে মনে হয়। মহাভারতের দেবসেনা ষষ্ঠী দেবতাদের সৈন্যবাহিনী। তাঁর বিশেষ কোন আকার ছিল না। স্কন্দ কার্তিকেয় দেব সেনাদের পতি অর্থাৎ দেব সেনাপতি। কিন্তু মহাভারতেই কার্তিকেয় শিশু রক্ষক। পরে দেবসেনা ষষ্ঠী হলেন শিশুপালিকা। তিনি বনভূমিতে পূজা পেতে লাগলেন নূতন রূপে খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী থেকে।

সুবচনী

বাঙ্গালাদেশের মেয়েরা সুবচনী নামে এক দেবীর পূজা ও ব্রত অনুষ্ঠান করে থাকেন। ব্রতকথা অনুসারে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালক রাজার খোঁড়া হাঁস মেরে খেয়ে রাজরোষে কারারুদ্ধ হলে দেবী সুবচনীর কৃপায় মুক্তিলাভ করে এবং রাজ-জামাতায় পরিণত হয়। সুবচনী পূজায় একুশটি হাঁস আঁকা হয় ও তার উপর পান সুপারি ও কলা দেওয়া হয়। পূজার অন্তে কোন এক বালক একটি কলা কেটে খেয়ে খোঁড়া হাঁস খাওয়ার অভিনয় করে।

সুবচনী পূজার সময় "সুবচনী দুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করা হয়। সুতরাং মনে হয়, দেবী দুর্গাই লৌকিক মেয়েলী ব্রতে সুবচনীতে রূপায়িত হয়েছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতি সওদাগরের উপাখ্যানের সঙ্গে সুবচনীর উপাখ্যানের আংশিক সাদৃশ্য আছে। দেবীর নাম সুবচনী বা শুবুচুনী অথবা শুভবাচনী। সুবচনী বা শুভবাচনী সরস্বতীর রূপান্তর হওয়াই সম্ভব। সুবচনীর সঙ্গে হাঁসের সংশ্রব সরস্বতীর কথাই মনে পড়ায়। সুবচনীর ধ্যানমন্ত্রে দেবীকে ব্রহ্মাণী-সরস্বতী ও দুর্গার মিশ্রিত রূপ বলেই প্রতীয়মান হয়—

রক্তা পদ্মচতুর্মুখী ত্রিনয়না বস্ত্রার্ধকারাঙ্কিতা
পীনোত্তুঙ্গকুচা দুকূলবসনা হংসাধিরূঢ়া পরা।
ব্রহ্মানন্দময়ী কমণ্ডলুকরা যা ভীতিহস্তা শিবা
ধ্যেয়া সা শুভবাচনী ত্রিজগতাং সর্বাপদুদ্ধারিণী॥[১]

—রক্তবর্ণা, পদ্মতুল্য চতুর্মুখবিশিষ্টা, ত্রিনয়না, অর্ধচন্দ্র-শোভিতা, পীনো-ত্তুঙ্গকুচশোভিতা, দুকূলবাস পরিহিতা, হাঁসের উপরে উপবিষ্টা, ব্রহ্মানন্দ সম্পন্না, কমণ্ডলু ও অভয়হস্তা, শিবা (শিবানী অথবা কল্যাণকারিণী), ত্রিজগতের সকল দুঃখের উদ্ধারকারিণী সেই শুভবাচনীকে ধ্যান করবে।

ব্রহ্মা রক্তবর্ণ, চতুর্মুখ হংসারূঢ় এবং কমণ্ডলু ও অভয়হস্ত। ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী ব্রহ্মারই স্ত্রীমূর্তিবিশেষ। সরস্বতী ও ব্রাহ্মী শক্তি হংসারূঢ়া। দেবী দুর্গা ত্রিনয়না, অর্ধচন্দ্রাঙ্কিতা শিবা। যদিও তত্ত্বগত দিক থেকে ব্রহ্মাণী সরস্বতী এবং শিবানী একই দেবতা, তথাপি সুবচনী বা শুভবাচনী যে এই তিন দেবতার সংমিশ্রিত রূপ, তাতেও সন্দেহ নেই। সুন্দর বা শুভ কার্যের দেবতা হিসাবেও শুভবাচনী বা সুবচনী সরস্বতী। সুবচনীর কোন মূর্তি গড়া হয় না, ঘটে পূজা হয়। সাধারণত বিবাহের পরে বর-কন্যার মঙ্গল কামনায় সুবচনী পূজা করা হয়।

---

১ ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি—পৃঃ ৭৭০

বিপত্তারিণী

সম্প্রতি কয়েক বৎসর বঙ্গললনাদের মধ্যে বিপত্তারিণী ব্রতের ধূম পড়ে গেছে। আষাঢ়ের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়ার পর অর্থাৎ রথযাত্রার পর দশমীর মধ্যে অর্থাৎ পুনর্যাত্রার মধ্যে শনি ও মঙ্গলবারে বিপত্তারণী ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। তেরো রকমের ফল, ফুল ও পূজার উপকরণ দিয়ে বিপত্তারিণী দুর্গার পূজা করা হয় এবং ১৩টি গ্রন্থিযুক্ত রক্তবর্ণ ডোর (সুতা) হাতে বাঁধা হয়, সর্বপ্রকার বিপদ থেকে মুক্তি কামনায়। দেবীর কোন মূর্তি নেই, ঘটে পূজা করা হয়। বিপত্তারিণী দুর্গা রূপেই পূজিতা হন। দুর্গা সকল দুর্গতি নাশ করেন, তারা সকল দুঃখ থেকে ত্রাণ করেন। এই বিশ্বাসেই বিপত্তারিণীর সন্তুষ্টি বিধান।

চব্বিশ পরগণার রাজপুরে বিপত্তারিণী চণ্ডী আছেন। দেবী করালবদনা, সিংহ বাহিনী, বসন পরিহিতা, আলুলায়িত কুন্তলা, কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা— নীচের বামহাতে ত্রিশূল, উপরের বামহাতে খড়্গ, নীচের ডানহাতে বর এবং উপরের ডানহাতে অভয়মুদ্রা। দেবীর হাতে নরমুণ্ড বা গলায় মুণ্ডমালা থাকে না।[1] এই দেবী কালী ও দুর্গার মিশ্রিতরূপ।

---

১ দৈনিক বসুমতী—২৪শে আষাঢ় ১৩৮৫

সন্তোষীমাতা

সন্তোষীমাতা নামে এক নূতন দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে সাম্প্রতিক কালে। এই দেবীর পূজা অকস্মাৎ যত্র তত্র অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একটি হিন্দী সিনেমার জনপ্রিয়তা থেকেই পশ্চিমবঙ্গে সন্তোষীমাতার পূজা প্রচলিত হয়েছে, মনে হয়। সন্তোষীমাতার পূজা অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবারে, ছোলা গুড় ও ফলমূল পূজারণ উপকরণ,—ছোলা ও গুড় হাতে নিয়ে ব্রতকথা শুনতে হয়। ব্রতের দিন টক ভক্ষ নিষিদ্ধ। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমায় রাখী বন্ধনের দিন গণেশের পুত্রদ্বয়ের হাতে রাখী পরানোর জন্য গণেশের কন্যারূপে গণেশের হাত থেকে সন্তোষী মাতার আবির্ভাবের কাহিনী প্রচলিত আছে। সন্তোষীমাতা গৌরাঙ্গী, চতুর্ভুজা, পীঠোপরি যোগাসনে সমাসন্না, উপরের দক্ষিণ ও বামহস্তে—যথাক্রমে তরবারি ও ত্রিশূল, নিম্নে দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্রা ও বাম হস্তে খাদ্যদ্রব্যের একটি পাত্র।

স্বর্ণপদ্মে অধিষ্ঠিত হয়ে তুমি রাজ।
সোনার পালঙ্কে তুমি সদাই বিরাজ ॥
চার হস্ত তব মাগো অদ্ভুত গঠন।
অতি সুন্দর নিখুঁত তোমার বদন ॥
এক হস্তে ত্রিশূল অন্যহস্তে তরবারি।
তোমার মাথায় সোনার মুকুটরাজি ॥
এক হস্তে সাহস ভক্তদের দাও।
এক হস্তে খাদ্য দাও তোমারই সন্তানে ॥

বলা বাহুল্য সন্তোষী মাতার পরিকল্পনা ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী ও মহাশক্তি দুর্গা বা জগদ্ধাত্রীর সংমিশ্রণে। ব্রত কথাতেও সন্তোষী মাতাকে শিবানী মহাশক্তি ও লক্ষ্মীর রূপভেদরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

তুমি অম্বিকা মাগো জগন্মাতা তুমি।
তুমি জগৎ-ঈশ্বরী মা তুমিই ভবানী ॥
বিন্ধ্যাচলে তব নাম বিন্ধ্যবাসিনী হয়।
কালীনামে খ্যাত তুমি যে বাঙালীরা কয় ॥

বহুস্থানে তব নাম উমারূপে জানে।
ভদ্রকালী নামে বহু ভক্ত তোমা মানে ॥
বোম্বাইতে মহালক্ষ্মী নাম ধর তুমি।
মাদুরায় মীনাক্ষী নামে সর্বলোকে জানি ॥[1]

---

১ শ্রীশ্রীসন্তোষীমাতার ব্রতকথা—ভোলানাথ চক্রবর্তী

সন্তোষীমাতার পূজা করা হয় সম্পৎকামনায়—
সন্তোষীমাতার পূজা হয় যে ঘরে।
সম্পদে ভরিয়া ওঠে লক্ষ্মীর বরে।।[১]

ভারতমাতা

সম্প্রতি নবদ্বীপে শক্তিরাসের উৎসবে ভারত মাতার পূজার জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ভারতমাতার মূর্তি নির্মিত হচ্ছে জগদ্ধাত্রী দুর্গার আদর্শে। পশ্চাতে থাকে একটি ভারতবর্ষের মানচিত্র। মানচিত্রের সম্মুখে সিংহের উপরে উপবিষ্টা থাকেন চতুর্ভুজা গৌরাঙ্গী ভারতমাতা। নিম্নের দুই হস্তে একটি তরবারি তিনি কোন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বীর অথবা স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীকে দান করছেন। ঊর্ধ্ব হস্তে ত্রিবর্ণরঞ্জিত ভারতীয় পতাকা। দেবী দুর্গার ধ্যানমন্ত্রে ভারতমাতার পূজা করা হয়। শক্তিসাধকের দেশে বৈচিত্র্যময় বহুসংখ্যক শক্তিদেবতার পংক্তিতে ভারতমাতা স্থায়ী আসন করে নেবেন কিনা কে জানে?

---

১ তদেব

দেবীর গণ

মরুদ্‌গণ ও রুদ্রগণের সঙ্গে আমরা ঋগ্বেদেই পরিচিত হয়েছি। রুদ্রের আছেন বিচিত্র অনুচর, তাঁরা রুদ্রগণ নামে খ্যাত। শক্তিরূপিণী মহাদেবী দুর্গা-চণ্ডীরও বহুসংখ্যক গণ আছে। শিবানুচরদের যেমন ভূত প্রেত ইত্যাদি বলা হয়েছে তেমনি দেবীর সাঙ্গোপাঙ্গদের ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতি বলা হয়। এরা শক্তিদেহসমুৎপন্না। তন্ত্রশাস্ত্রে এদের বিচিত্র রূপের বিবরণ আছে। ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী, হাকিনী প্রভৃতি শক্তিদেবতার সহচরী। ডাকিনীর বর্ণনা—

ডাকিনী সর্পবদনা বিত্তজা জ্বলনপ্রভা।
কমণ্ডলুং কর্তৃকাঞ্চ ধারয়ন্তী বরপ্রদা ॥[১]

—ডাকিনী সর্পবদনা ধনসম্পদ থেকে জাতা, অগ্নিপ্রভাবিশিষ্টা, কমণ্ডলু এবং কর্তৃকা-(কাটারি) ধারিণী বরদাত্রী।

রাকিনীর বর্ণনা :

উলূকবদনা দেবী রাকিনী নীলসন্নিভা।
খড়্গাখেটকসংযুক্তা সর্বালংকারবিভূষিতা ॥[২]

—রাকিনী দেবী পেঁচার মত মুখবিশিষ্টা, নীলবর্ণা, খড়্গ ও খেটকধারিণী, সকল অলংকারে ভূষিতা।

লাকিনীর বিবরণ—

লাকিনী ত্রিকপালাঢ্যা পাশাঙ্কুশধরা সতী।
পাটলীপুষ্পসঙ্কাশা সর্বাভরণভূষিতা ॥[৩]

—সতী লাকিনী উঁচু ললাটবিশিষ্টা, পাশ ও অংকুশধারিণী। পাটলীপুষ্পের বর্ণবিশিষ্টা এবং সকল অলংকারে অলংকৃতা।

কাকিনীর বর্ণনা—

কাকিনী হয়বক্ত্রাচ মাণিক্যসদৃশপ্রভা।
ত্রিমুখী মুণ্ডসংযুক্তা সিদ্ধিদা সর্বশোভনা ॥[৪]

—কাকিনীর মুখ ঘোড়ার মত, তিনি মাণিক্যের মত দ্যুতিসম্পন্না, ত্রিমুখী, মুণ্ডধারিণী, সিদ্ধিদাত্রী এবং সর্বসৌন্দর্যসম্পন্না।

শাকিনী :

শাকিনী ত্বঞ্জনপ্রখ্যা মার্জারাস্যা সুশোভনা।
কুলিশঞ্চ তথা দণ্ডং ধারয়ন্তী শুচিস্মিতা ॥[৫]

---

১ কুলার্ণবতন্ত্র—১০।১৩৮ ২ কুলার্ণবতন্ত্র—১০।১৩৯ ৩ কুলার্ণবতন্ত্র—১০।১৪০
৪ তদেব—১০।১৪১ ৫ কুলার্ণবতন্ত্র—১০।১৪২

—শাকিনীর বর্ণ কাজলের মত, বিড়ালের মত তাঁর মুখ, তিনি সুন্দরাঙ্গী, বজ্র ও দণ্ডধারিণী, শুচিহাস্যময়ী।

হাকিনী :

হাকিনী ঋক্ষবদনা নীলনীরদসন্নিভা।
কপালশূলহস্তা চ খেটকৈরূপশোভিতা।
এক দ্বি ত্রি চতুঃ পঞ্চষন্মুখী সরভাভয়া॥[১]

—হাকিনী, ভল্লুকমুখী, নীলমেঘের বর্ণবিশিষ্টা, নরকপাল ও শূলহস্তা, খেটকশোভিতা ; এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ বা ছয় মুখবিশিষ্টা ; সরভা (গতির দ্বারা দীপ্তিমতী) এবং অভয়া।

রুদ্রগণ যেমন বিচিত্র আকারের,[২] তেমনি বিচিত্র আকারের দেবীর গণ বা শক্তি। পুরাণে দেবীর অসংখ্য গণের উল্লেখ আছে, বিবরণও আছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে শুম্ভ নিশুম্ভবধ উপাখ্যানে চণ্ডমুণ্ডবধের পর দৈত্যপতি শুম্ভের সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধে দেবীকে সাহায্যের জন্য ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী ও ঐন্দ্রী এই সপ্তমাতৃকা বা ব্রহ্মা, মহেশ্বর, কুমার কার্তিকেয়, বিষ্ণুর বরাহাবতার, ও নৃসিংহাবতারের শক্তি দেবীকে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।[৩] শুম্ভ-নিশুম্ভের কাছে দৌত্য করার জন্যে দেবীর দেহ-নিষ্ক্রান্তা শক্তি শিবদূতী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে (উত্তরার্ধ ৭২ অঃ) দেবীর শক্তির বিবরণ আছে। এই বিবরণে দেবীর শরীর-সম্ভূতা ত্রৈলোক্য বিজয়া, তারা, ক্ষমা, ত্রৈলোক্যসুন্দরী, ত্রিপুরা, ভামা, ত্রিপুর-ভৈরবী, কামাখ্যা, গজবক্ত্রা, মহিষঘ্নী, কোটরাক্ষী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, শিবারবা, শুকী, মায়া, মহামায়া, ছিন্নমস্তা, শাকম্ভরী, মহোল্কাস্যা, জ্বালামুখী প্রভৃতি নবকোটি শক্তির উল্লেখ আছে—জ্বালামুখী প্রভৃতয়ো নবকোট্যো মহাবলাঃ।[৪] তামিল সাহিত্যে অমরী, কুমারী, গৌরী, শমরী, শূলী, নীলী, আর্যা, শেয্যবল, ক্রোর্‌রবৈ, নল্লাল, কন্নি, শংকরী প্রভৃতি দেবীর বহু শক্তির উল্লেখ পাই।[৫]

দেবীর নবকোটি শক্তির কল্পনা সূর্যাগ্নির অসংখ্য কিরণরূপী মরুদ্‌গণ বা রুদ্রগণের অনুসরণে কল্পিত। কতকগুলি নাম একই মহাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ, কতকগুলি হয়ত স্থানীয় দেবতা হয়ত বা অন্য কৃষ্টি থেকে আগত—কিন্তু একই মহাশক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে মিলে মিশে সব একাকার হয়ে গেছেন।

যোগিনী : দেবীর এই শক্তিগুলি ছাড়াও আছেন বহুসংখ্যক যোগিনী। যোগিনীরা কোথাও সংখ্যায় আট, কোথাও চৌষট্টি, কোথাও কোটিসংখ্যক।

---

১ কুলার্ণবতন্ত্র—১০।১৪৩
২ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য় পর্ব, রুদ্রগণ ও গণেশ—পৃঃ ১১৮-২২ দ্রঃ
৩ চণ্ডী—৮অঃ ৪ স্কন্দঃ, কাশীঃ উত্তর—৭২।১৩
৫ The Cult of Sakti in Tamilnad, T. V. Mahalingam, Sakti Cult & Tara—page 18

উগ্রচণ্ডাদিকাঃ পূজ্যাস্তথাষ্টৌ যোগিনীঃ শুভাঃ।
যোগিন্যশ্চ চতুঃষষ্টিস্তথাবৈ কোটিযোগিনীঃ।[১]

যোগিনীগণ দেবীর সখী সহচরী—

চণ্ডিকায়াস্তু যোগিন্যঃ সখ্যোঽত্র চ প্রকীর্তিতাঃ।[২] দেবীর শক্তি, গণ ও যোগিনী একই বস্তু। দেবী দুর্গার অষ্টশক্তির নাম: উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা।[৩] কৌশিকীর অষ্টযোগিনী—ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী প্রভৃতি।[৪] কালীর অষ্টযোগিনী :

ত্রিপুরা ভীষণা চণ্ডী কর্ত্রী হর্ত্রী বিধায়িনী॥
করালা শূলিনী চেতি অষ্টৌ তাঃ পরিকীর্তিতাঃ।[৫]

শিবদূতীর দ্বাদশ যোগিনীর নাম : ক্ষেমঙ্করী, শান্তা, বেদমাতা, মহোদরী, করালা, কামদা, ভগাস্যা, ভগমালিনী, ভগোদরী, ভগারোহা, ভগজিহ্বা ও ভগা।[৬]

ভদ্রকালীর অষ্টযোগিনী—

কৌশিকী শিবদূতী চ উমা হৈমবতীশ্বরী।
শাকম্ভরী চ দুর্গা চ সপ্তমী চ মহোদরী॥[৭]

উমার অষ্টযোগিনী—জয়া, বিজয়া, মাতঙ্গী, ললিতা, নারায়ণী, সাবিত্রী, স্বধা ও স্বাহা।[৮] উগ্রতারার অষ্টযোগিনীর নাম : মহাকালী, রুদ্রাণী, উগ্রা, ভীমা, ঘোরা, ভ্রামরী, মহারাত্রি ও ভৈরবী।[৯] কামেশ্বরীর যোগিনীদের নাম : গুপ্ত-কামা, শ্রীকামা, বিন্ধ্যবাসিনী, কোটীশ্বরী, পাদচণ্ডিকা, দীর্ঘেশ্বরী, প্রকটা ও ভুবনেশী।[১০] কামেশ্বরী বা কামাখ্যার যোগিনীর সংখ্যা চৌষট্টি। চতুঃষষ্টি যোগিনীর নাম : ব্রহ্মাণী, চণ্ডিকা, রৌদ্রী, গৌরী, ইন্দ্রাণী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, দুর্গা, নারসিংহী, কালিকা, চামুণ্ডা, শিবদূতী, বারাহী, কৌশিকী, মাহেশ্বরী, শাঙ্করী, জয়ন্তী, সর্বমঙ্গলা, কালী, কপালিনী, মেধা, শিবা, শাকম্ভরী, ভীমা, শান্তা, ভ্রামরী, রুদ্রাণী, অম্বিকা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা, স্বধা, অপর্ণা, মহোদরী, মহাকালী, ভদ্রকালী, উমা, তারা, বিজয়া, জয়া প্রভৃতি।[১১] ভূতডামরতন্ত্র থেকে কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে অষ্টযোগিনী পূজার ও যোগিনী সাধনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই অষ্ট-যোগিনী হলেন : সুরসুন্দরী, মনোহরা, কনকাবতী, কামেশ্বরী, রতিসুন্দরী, পদ্মিনী, নটিনী ও মধুমতী।

বিভিন্ন তালিকায় যোগিনীর নামগুলির দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে মহাশক্তির সুপরিচিত নাম বা মূর্তিগুলি পরস্পরের যোগিনী বা সখীরূপে উল্লিখিত হয়েছে। তন্ত্রসারে অষ্টযোগিনীর ধ্যানমন্ত্র উদ্ধৃত হয়েছে।[১২] সুরসুন্দরীর ধ্যান—

---

১ কালিকাপুরাণ—৬০।৫২-৫৩ ২ কালিকাপুরাণ—৬১।১১১ ৩
৪ কাঃ পুঃ—৬১।৮৪ ৫ কাঃ পুঃ—৬১।৯২-৯৩ ৬ কাঃ পুঃ—৬১।১০৮-৯
৭ কাঃ পুঃ—৬১।৪১ ৮ কাঃ পুঃ—৬১।৪৭
৯ কাঃ পুঃ ৬১।৬৮ ১০ কাঃ পুঃ—৬৫।৭৮ ১১ কাঃ পুঃ—৬৩।৩৫-৪২।
১২ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ৬৪০-৪৮

পূর্ণচন্দ্রনিভাং গৌরীং বিচিত্রাম্বরধারিণীম্।
পীনোত্তুঙ্গকুচাং রামাং সর্বেষামভয়প্রদাম্॥

—পূর্ণচন্দ্র সদৃশবদনা, গৌরবর্ণা, বিচিত্রবর্ণের বস্ত্র পরিহিতা, পীন ও উত্তুঙ্গ কুচান্বিতা, সুন্দরী, সকলের অভয়দাত্রী।

মনোহরার ধ্যান—

কুরঙ্গনেত্রাং শরদিন্দুবক্ত্রাং বিম্বাধরাং চন্দনগন্ধলিপ্তাম্।
চীনাংশুকাং পীনকুচাং মনোজ্ঞাং শ্যামাং সদাকামদুঘাং বিচিত্রাম্॥

—যাঁর হরিণের ন্যায় নেত্র, শরচ্চন্দ্রের ন্যায় বদন, বিম্বফলের মত অধর, চন্দন ও গন্ধদ্রব্যবিলিপ্ত দেহ, চীনাংশুক পরিধেয়, স্তনদ্বয় স্থূল, যিনি মনোহারিণী, শ্যামবর্ণা, সদাকামনাপূরণকারিণী, বিচিত্ররূপা।

কনকাবতীর ধ্যান :

প্রচণ্ডবদনাং দেবীং পক্কবিম্বাধরাং প্রিয়াম্।
রক্তাম্বরধরাং বালাং সর্বকামপ্রদাম্॥

—ভয়ংকর যাঁর মুখ, অধর পক্কবিম্বের মত, রক্তাম্বরধারিণী, বালিকা, প্রিয়া, সর্বকামপ্রদা।

কামেশ্বরীর মূর্তি :

কামেশ্বরীং শশাঙ্কাস্যাং খেলৎখঞ্জনলোচনাম্
সদালোলগতিং কান্তাং কুসুমাস্ত্রশিলীমুখাম্॥

—চন্দ্রাননা, খঞ্জনপক্ষীর ন্যায় চঞ্চললোচনা, সদা চঞ্চলগতিবিশিষ্টা, মনোরমা কুসুমের অস্ত্র ও বাণধারিণী কামেশ্বরী।

রতিসুন্দরীর বর্ণনা :

সুবর্ণবর্ণাং গৌরাঙ্গীং সর্বালংকারভূষিতাম্।
নূপুরাঙ্গদহারাঢ্যাং রম্যাঞ্চ পুষ্করেক্ষণাম্॥

—সোনার মত গৌরাঙ্গী, নূপুর অঙ্গদ হার প্রভৃতি সকল অলংকারে ভূষিতা, রম্যা, পদ্মলোচনা।

পদ্মিনীর ধ্যান :

পদ্মাননাং শ্যামবর্ণাং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্।
কোমলাঙ্গীং স্মেরমুখীং রক্তোৎপলদলেক্ষণাম্॥

—পদ্মতুল্যবদনবিশিষ্টা, শ্যামবর্ণা, পীনোত্তুঙ্গস্তনী, কোমলাঙ্গী, হাস্যময় মুখবিশিষ্টা, রক্তপদ্মের পাপড়ির মত চক্ষুযুক্তা।

নটিনীর বিবরণ :

ত্রৈলোক্যমোহিনীং গৌরীং বিচিত্রাম্বর ধারিণীম্।
বিচিত্রালংকৃতাং রম্যাং নর্তকীবেশধারিণীম্॥

—ত্রিলোকের মোহনকারিণী, গৌরবর্ণা, বিচিত্রবস্ত্রপরিহিতা, বিচিত্র অলংকার ভূষিতা, রমণীয়া, নর্তকীবেশধারিণী।

মধুমতীর বর্ণনা :

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং নানারত্নবিভূষিতাম্।
মঞ্জরীহারকেয়ূর রত্নকুণ্ডলমণ্ডিতাম্ ॥

—বিশুদ্ধ স্ফটিকের মত শুভ্রবর্ণা, নানালংকারে ভূষিতা, নূপুর হার কেয়ূর ও রত্নকুণ্ডলে ভূষিতা।

—কালিকাপুরাণে মহোৎসাহা যোগিনীর পূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দেবী পূজার পূর্বেই :

মহোৎসাহাং যোগিনীস্তু মহামায়াস্বরূপিণীম্।
ধ্যানতো রূপতস্তাস্তু দেব্যা' অগ্রে প্রপূজয়েৎ ॥[১]

স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে চৌষট্টি যোগিনীদের বিচিত্র নামের তালিকা প্রদত্ত হয়েছে—

গজাননা সিংহগৃধ্রাস্যা কাকতুণ্ডিকা।
হয়গ্রীবা উষ্ট্রগ্রীবা বারাহী শরভাননা।
উলূকিকা শিবারবা ময়ূরী বিকটাননা।
অষ্টবক্রা কোটরাক্ষী কুব্জা বিকটলোচনা ॥
শুষ্কোদরী ললজ্জিহ্বা শ্বদংষ্ট্রা বানরাননা।
ঋক্ষাক্ষী কেকরাক্ষী চ বৃহত্তুণ্ডা সুরাপ্রিয়া ॥
কপালহস্তা রক্তাক্ষী শুকী শ্যেনী কপোতিকা।
পাশহস্তা দণ্ডহস্তা প্রচণ্ডা চণ্ডবিক্রমা ॥
শিশুঘ্নী পাপহন্ত্রী চ কালী রুধিরপায়িনী।
বসাধয়া গর্ভভক্ষা শবহস্তান্ত্রমালিনী ॥
স্থূলকেশী বৃহৎকুক্ষিঃ সর্পাস্যা প্রেতবাহনা।
দন্দশূকরা ক্রৌঞ্চী মৃগশীর্ষা বৃষাননা ॥
ব্যাত্তাস্যা ধূমনিঃশ্বাসা ব্যোমৈকচরণোর্ধ্বদৃক্।
তাপিনী শোষণীদৃষ্টিঃ কোটরী স্থূলনাসিকা ॥
বিদ্যুৎপ্রভা বলাকাস্যা মার্জারী কটপূতনা।
অট্টহাসা কামাক্ষী মৃগাক্ষী মৃগলোচনা ॥[২]

স্কন্দপুরাণের মতে এই যোগিনীদের নাম জপ করলে সব রোগ দূর হয়, সকল বাধা বিদূরিত হয়, শিশুদের রোগারোগ্য হয়, গর্ভিনীর গর্ভবেদনার উপশম হয়, রাজসভা ও বিচারে জয়লাভ হয়। তন্ত্রসাধনায় যোগিনী উপাসনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। কালীপূজায় চৌষট্টি যোগিনী এবং কোটি যোগিনী পূজার

১ কাঃ পুঃ—৬৩।১৩৫ ২ স্কন্দঃ, কাশীঃ, পূর্বার্ধ—৪৫।৩৪-৪১

রীতি প্রচলিত আছে। উড়িষ্যার হীরাপুরে চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরে চৌষট্টি যোগিনীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। যোগিনীদের বাহন হিসাবে পাদপীঠে ষাঁড়, শূকর, মহিষ, কাক, মোরগ, হাঁস, হরিণ, হাতী, মাছ, ব্যাঙ, প্রস্ফুটিতপদ্ম, গরুড়, ঘোড়া, সিংহ, ময়ূর, প্রভৃতি নির্মিত আছে। চৌষট্টি যোগিনীর মধ্যে একটি দশভুজা, উনিশটি চতুর্ভুজা এবং অবশিষ্ট চুয়াল্লিশটি দ্বিভুজা। দশভুজা মূর্তিটি মহামায়া রূপে পুজিতা হয়। কতকগুলি মূর্তির মুখ কুমীর, বানর, সিংহ, সর্প, ভল্লুক, হস্তী প্রভৃতির, কতকগুলি মূর্তি সাপের হার ও মুণ্ডমালা পরিহিতা।[১] এই সকল যোগিনী ও দেবীর শক্তি বৈদিক মরুদ্‌গণ ও রুদ্রগণ, পুরাণের শিবগণের আদর্শে যে কল্পিত হয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

১ Evolution of Sakti Cult at Jaipur, Bhubaneswar & Puri
—S. K. Bhera, Sakti Cult & Tara—page 82

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তিপূজার ব্যাপকতা

পূর্বোক্ত আলোচনায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তি-উপাসনার ব্যাপকতার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে। বর্তমান অধ্যায়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তি-পূজার আরও কিছু নিদর্শনের উল্লেখ করছি। শক্তি উপাসনা কেবল পূর্ব ভারতেরই সম্পদ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেরই সম্পদ। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত একদা শক্তি উপাসনা প্রসারিত ছিল, এখনও শক্তিপূজার ব্যাপকতা হ্রাস পায় নি। যুগে যুগে শক্তিপূজার ব্যাপকতা যত বৃদ্ধি পেয়েছে শক্তিদেবীর রূপেরও তেমনি অসংখ্য বৈচিত্র্য কল্পিত হয়েছে এবং বৈচিত্র্যময় দেবমূর্তিও নির্মিত হয়েছে। একই নামে কত প্রকারের মূর্তি প্রচলিত আছে বা পূজিত হচ্ছেন, উপরের আলোচনায় তা সুস্পষ্ট হয়েছে।

তামিলদেশে শক্তিদেবতা: প্রাচীন তামিল ব্যাকরণগ্রন্থ তোলক্কাপ্পিয়ম এবং শিলপ্পদিকারম্ অনুসারে কোর্‌রবৈ দেবী তামিলনাদে পালৈ অঞ্চলে পূজিতা হন। কোর্‌রবৈ জটাধারিণী সর্পবদ্ধব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, হরিণবাহনা, ললাটে শূকরদন্তনির্মিত কলাচন্দ্র। এই ভয়ংকরী দেবী রণে বিজয়দান করেন। তামিল কোর্‌রবৈ জন্ম দিয়েছিলেন সেয়নকে। সেয়নকে স্কন্দ-কার্তিকেয়ের প্রতিরূপ বলে মনে করা হয়। তামিলদেশে যুদ্ধ ও বিজয়ের দেবতা হিসাবে প্রসিদ্ধা কোর্‌রবৈকে দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন বলে গ্রহণ করা হয়েছে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত শিলপ্‌পদিকারম্ নামে মহাকাব্যে কোর্‌রবৈ ত্রিনয়না, চন্দ্রলাঞ্ছিতমুকুটভূষিতা, সর্পের কটিবন্ধভূষিতা, ত্রিশূলধারিণী, মহিষাসুরের ছিন্নমুণ্ডের উপরে স্থাপিতচরণা কৃষ্ণবর্ণা।[১] তামিলনাদে কানমরশেল্বি কাডুরৈকডবুল, কাডমরশেল্বি প্রভৃতি দেবী অরণ্যবাসিনী বনদুর্গার সমতুল্যা—বাঙ্গালার মঙ্গলচণ্ডী ও ঋগ্বেদের অরণ্যানীর সগোত্রা। শিলপ্পদিকারম্ গ্রন্থে দারুকাসুর ও মহিষাসুর-ঘাতিনী দুর্গার বিবরণ পাওয়া যায়। দেবীর নাম বেট্টুববরি। দেবীর বর্ণ কেয়া ফুলের মত ঘননীল, প্রবালের মত রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর, শুভ্রদন্তপংক্তি, ঘনকৃষ্ণগ্রীবা, চক্রশঙ্খ অসি শূল বাসুকি নির্মিত জ্যাবিশিষ্ট ধনু এবং সিংহধ্বজ তিনি হস্তে ধারণ করেন, তিনি ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, তাঁর কোমরবন্ধ সিংহচর্ম-নির্মিত, মস্তকে সর্পের দ্বারা বদ্ধ জটা, সর্পনির্মিত স্তনবন্ধ এবং হস্তিচর্মের উত্তরীয়। মহিষের ছিন্নমুণ্ডের উপরে দণ্ডায়মানা দুর্গার মূর্তি দক্ষিণভারতে প্রচুর পাওয়া যায়। শিলপ্পদিকারম্ গ্রন্থে অনুরূপ মূর্তির বিবরণ আছে। দেবীকে শিবের অর্ধাঙ্গরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাবলিপুরমে আদিবরাহ গুহামন্দিরে এবং সিঙ্গবরমে রঙ্গনাথ গুহায় অষ্টভুজা দুর্গা ত্রিভঙ্গমূর্তিতে বিরাজমানা। আদি-

---

১ Cultural Heritage of India—Vol. IV, p. 252

বরাহ মন্দিরে দেবীর সম্মুখের দক্ষিণহস্তে একটি পানপাত্র এবং বামহস্তে একটি শুকপক্ষী। কাঞ্চীর পল্লবরাজগণ (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ-৮ম শতাব্দী) ব্যাপকভাবে দুর্গার মূর্তি ক্ষোদিত বা নির্মাণ করিয়েছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেবী ছিন্ন মহিষমুণ্ডের উপর, কোথাও পদ্মের উপর দণ্ডায়মানা। পল্লবরাজাদের দুর্গা প্রতিমার বৈশিষ্ট্য এই যে, দেবীর সঙ্গে বিষ্ণুমূর্তি সংশ্লিষ্ট। পল্লবরাজদের পরে চোলরাজ বিজয়ালয় (৮৫০-৮৭০ খ্রীঃ) তাঞ্জোরে নিশুম্ভসূদনী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চোল রাজাদের দুর্গা অষ্টভুজা—ত্রিভঙ্গমূর্তিতে দণ্ডায়মানা। কুম্ভকোনমে নাগেশ্বরস্বামী মন্দিরে দেবী চতুর্ভুজা। মহিষের ছিন্নমুণ্ডের উপরে এঁরা সকলেই দণ্ডায়মানা। দেবীর হাতে চক্র, শঙ্খ, খড়্গ, ধনু ও খেটক থাকে। তামিল প্রদেশে দুর্গার সঙ্গে থাকে একটি হরিণ; কোন কোন ক্ষেত্রে হরিণ ও সিংহ দুইই থাকে। চালুক্য রাজাদের আমলে ব্রহ্মাণী কৌমারী প্রভৃতি সপ্তমাতৃকা পূজাও জনপ্রিয় হয়েছিল। পল্লব রাজাদের মন্দিরে শিব এবং স্কন্দের সঙ্গে পার্বতীর পূজাও প্রচলিত হয়েছিল। বর্তমান কালেও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে কালী ভদ্রকালী-মহাকালী শেলাণ্ডি-অম্মন, দ্রৌপদী-আম্মন, মারি-আম্মন, পেশিয়াম্মন, অকম্মা, মুথ্যালম্মা; বঙ্গারম্মা, মাতঙ্গী প্রভৃতি বিচিত্র নামে পূজিতা হচ্ছেন। তামিল প্রদেশে শক্তিদেবতার এক রূপ জ্যেষ্ঠা—লক্ষ্মীর ভগিনী অলক্ষ্মী—অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতা। জ্যেষ্ঠাও বিভিন্ন নামে এখানে পূজিতা হন।[১]

রাজস্থানে শক্তিপূজা: বহু প্রাচীন কাল থেকেই রাজস্থানে শক্তিপূজার ব্যাপকতা দেখা যায়। কালী বা কালিকা, দুর্গা, চামুণ্ডা, অষ্টভুজা ও অম্বা—এই কয় প্রকার মূর্তিতে শক্তিদেবতার পূজা রাজস্থানে প্রচলিত। এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক নামে শক্তিপূজা হয়। করণিমাতা, মোকলমাতা, পিপ্‌লাদমাতা শচিয়ামাতা, খোরিমাতা, শাকম্ভরী, আশাপূরী দেবী, কিন্‌সরিয়া বা কৈবসমাতা, খিমলমাতা, কৈলাদেবী, সক্রাইমাতা, জিনমাতা, সুসানিমাতা, দধিমাতা, সীল-মাতা, চৌথমাতা প্রভৃতি বিচিত্র নামে শক্তিদেবী পূজিতা হন।[২] রাজস্থানে মহিষমর্দিনী দুর্গা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম অথবা খ্রীষ্টপর শতাব্দীতে পূজা পেয়েছেন। এই সময়ের মহিষমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গেছে। নগরে (Nagar) প্রাপ্ত এবং অম্বর যাদুঘরে রক্ষিত পোড়ামাটির ফলকে (terracotta plaques) অংকিত কয়েকটি দুর্গামূর্তির মধ্যে অন্ততঃ একটিকে এই সময়ের বলে নির্ধারিত করা হয়েছে। রাজ-স্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রস্তর নির্মিত মহিষমর্দিনীর প্রতিমাও প্রচুর পাওয়া গেছে। ছোট সাদ্রির নিকটে ভ্রমর মাতা মন্দিরে উৎকীর্ণ একটি লিপিতে (৪৯১ খ্রীঃ)

---

১ Cult of Sakti in Tamilnad, T, V, Mahalidgam=Sakti Cult & Tara —pp. 19-33

২ Sakti Worship in Rajasth an, P.K. Majumdar, Ibid—pp. 22-93

দেবীর বিবরণে দেবীকে "অসুরদারণতীক্ষ্ণশূলা" এবং "সিংহোগ্রযুক্ত রথমাস্থিত-চণ্ডবেগা" বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[১]

পরবর্তী কুষাণ রাজাদের আমলে অথবা প্রাথমিক গুপ্ত রাজাদের কালে নির্মিত গঙ্গানগর জেলায় ভদ্রকালী মন্দিরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি (বিকানীর মিউজিয়মে রক্ষিত) প্রমাণ করে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রাজস্থানে শক্তি-উপাসনার ব্যাপকতা। গোথ্‌মাঙ্গ্‌লোদে দধিমাতার মন্দিরে উৎকীর্ণ (খ্রীঃ ৬০৮) শক্তিপূজার উল্লেখ, বর্মলাত লিপিতে ক্ষেমঙ্করী মাতার উল্লেখ, দৌলতপুর তাম্রশাসনে নাগভট, ভোজ ও অন্যান্যদের ভগবতীর পূজকরূপে বর্ণনা এবং উক্ত তাম্রশাসনে চতুর্ভুজাদেবী ও পার্শ্বে উপবিষ্ট সিংহের মূর্তি, কিনসুরিয়া-মাতা বা কেবায়মাতা লিপিতে কালী ও কাত্যায়নীর উল্লেখ, বটযক্ষিনী মন্দির লিপিতে বটযক্ষিণী দেবীর উল্লেখ, আবনেরি, পারানগর ও ওসিয়ানে মহিষা-সুরমর্দিনীর, জিনমাতা ও সকরাইমাতার মন্দির, আসিয়ান-এ সচিয়ামাতার মন্দির, উদয়পুর থেকে ৪৫ মাইল দূরে জগতে অম্বিকার মন্দির (খ্রীঃ দশম শতাব্দী) প্রভৃতি রাজস্থানে শক্তিপূজার ব্যাপকতার নিদর্শন। মারবারের জৈনগণও মহিষ-মর্দিনীর পূজা করতেন, তার প্রমাণ এখান থেকে পাওয়া যায়। অম্বিকা মন্দির-গাত্রে বিভিন্ন ভঙ্গীর মহিষমর্দিনী দুর্গার মূর্তি আছে। পূর্বরাজস্থানে চন্দ্রভগ-পতনে বহুসংখ্যক মহিষমর্দিনীর মূর্তি পাওয়া গেছে। এই অঞ্চল শক্তিপূজার কেন্দ্র ছিল। রাজস্থানে প্রাপ্ত মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তিগুলি নিখুঁত ভাস্কর্যে ও বৈচিত্র্যে চিত্ত হরণ করে। দেবী কোথাও অষ্টভুজা (ঘণ্টালি দেবী—বিকানীর মিউজিয়াম্‌), আবার কোথাও দশভুজা (আবানেরি মন্দির)। অমঝরতে চারটি মূর্তিতে দেবী মহিষাসুরের ঘাড় মুচ্‌ড়ে ধরেছেন।

কেবল মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা নন, কালী এবং অষ্টমাতৃকা মূর্তিও রাজস্থানে পূজিতা হতেন। অমঝর দুনগড়পুরে কয়েকটি নির্মাংসা চামুণ্ডার মূর্তিও পাওয়া গেছে। অজমীর মিউজিয়মে রক্ষিত কালীমূর্তিটি দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। কালো মার্বেল পাথরের মূর্তিটিতে দশটি মাথা ও চুয়াল্লিশটি হাত—প্রধান মুণ্ডটি লোলরসনা করালবদনা,—একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরে শায়িত শিবের উপরে দেবী দণ্ডায়মানা,—তাঁর গলায় মুণ্ডমালা। ডানদিকের পাঁচটি মাথা অশ্ব, হস্তী, ভল্লুক ও শূকরের; বামের চারটি মাথা সিংহ, কুকুর, বানর ও শৃগালের। যজ্ঞোপবীত, হার ও সর্প দেবীর গলার ভূষণ। এই মিউজিয়মেই তিনটি কোটরগতচক্ষু ও কপোল-বিশিষ্টা চামুণ্ডা মূর্তি আছে। সমগ্র রাজস্থানেই শতাব্দীর পর শতাব্দী শক্তিপূজা জনপ্রিয় হয়েছিল।[২]

---

১ Sakti Cult in Western India, D. C. Sirkar, Sakti Cult & Tara —pp. 87-88

২ Sakti Worship in Rajasthan, P. K. Majumdar, Sakti Cult & Tara —pp. 92-100

উড়িষ্যায় শক্তিপূজা ঃ উড়িষ্যাতেও শক্তিপূজার ব্যাপকতা কম ছিল না। রাজা তুষ্টিকরের (খ্রীঃ ৫ম/৬ষ্ঠ শতাব্দী) কালাহাণ্ডি তাম্রশাসনে রাজা তুষ্টিকর স্তম্ভেশ্বরী দেবীর উপাসকরূপে বর্ণিত হয়েছেন। ভঞ্জ ও তুঙ্গরাজাদের (খ্রীঃ ৮ম-১১শ শতাব্দী) অনুশাসনে স্তম্ভেশ্বরী দেবীর উল্লেখ বারংবার পাওয়া যায়। শোনপুরে স্তম্ভেশ্বরীর একটি স্তম্ভ এবং গঞ্জামের আসকায় স্তম্ভেশ্বরীর একটি মন্দির আছে। কাঠের থামপূজার রীতি উড়িষ্যার অনেক স্থনে পার্বত্য জাতিদের মধ্যে প্রচলিত। বৈতরণী নদীর তীরে যাজপুরে শক্তিপূজা ও তন্ত্রসাধনার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। কুব্জিকাতন্ত্র, জ্ঞানার্ণবতন্ত্র, বৃহন্নীলতন্ত্র প্রভৃতিতে বিরজা একটি সিদ্ধপীঠরূপে কীর্তিত হয়েছে। বিরজা একটি প্রসিদ্ধ স্থান এবং দীর্ঘকাল উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। যাজপুরে একটি চামুণ্ডা বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাত্রী বৎসদেবী সম্ভবতঃ কোন প্রাচীন ভৌমকর রাজার পত্নী। বিরজা যাজপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। বিরজা দেবী দ্বিভুজা সিংহবাহিনী—শূলের দ্বারা মহিষাসুর বধ করছেন।[১] পুরাতত্ত্ববিদ্ রমাপ্রসাদ চন্দ এই দ্বিভুজা মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিকে প্রাক্-গুপ্তযুগের দুর্গামূর্তির প্রাচীনতম নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন।[২] সপ্ত মাতৃকার পূজাও যাজপুরে প্রচলিত ছিল। যাজপুরে ও নিকটবর্তী অঞ্চলে সপ্তমাতৃকা মূর্তি এবং যাজপুরের চামুণ্ডা মূর্তি এবং বৌদ্ধতান্ত্রিক বজ্রযানী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন তারামূর্তি, হেরুক, কুরুকুল্লা ও অপরাজিতা যাজপুরের শক্তি-উপাসনার ব্যাপকতার নিদর্শন।

ভুবনেশ্বর বা একাম্রকানন শক্তিপূজার কেন্দ্র ছিল। পরশুরামের মন্দিরে সপ্তমাতৃকার মূর্তি (খৃঃ ৮ম | ৯ম শতাব্দী), বৈতাল মন্দিরে ভয়ংকরী চামুণ্ডা মন্দিরগাত্রে অর্ধনারীশ্বর ও মহিষমর্দিনী মূর্তি এবং বারাহী মূর্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৈতালমন্দিরে চামুণ্ডার পাদপীঠে একটি শৃগাল শব ভক্ষণে রত। মুক্তেশ্বর মন্দিরের জগমোহনে অষ্টাদশ পদ্মে স্থিতা সপ্তমাতৃকার মূর্তিতে মাতৃকাগণ শিশুক্রোড়া। ভুবনেশ্বরে গৌরীমন্দিরে শক্তিমূর্তি অধিষ্ঠিতা; অনন্তবাসুদেব মন্দিরে (খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দী) কৃষ্ণবলরামের সঙ্গে আছেন একানংশা, বিন্দুসরোবরের নিকটবর্তী বৈতাল, শিশিরেশ্বর ও মার্কণ্ডেশ্বর মন্দিরে মহিষাসুরমর্দিনী বিগ্রহ বিরাজমানা। একাম্রক্ষেত্রের চার মাইল পূর্বে হীরাপুর গ্রামে যোগিনী উপাসনার কেন্দ্র ছিল। এই গ্রামে চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির আছে (খ্রীঃ ৯ম শতাব্দী)। এই মন্দিরের বাহিরের প্রাচীরে ছিন্নমুণ্ডের উপরে দণ্ডায়মানা নয়টি কাত্যায়নীর মূর্তি আছে। বলঙ্গির জেলায় রাণীপুর ঝরিয়ালে আর একটি চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির আছে।

---

১ Evolution of Sakti Cult at Jaipur, Bhubaneswar and Puri
K. S. Bhera, Ibid.—pp. 74-77

২ Memoirs of Archaeological Survey of India, No. 44—page 5

পুরীতে জগন্নাথের ভৈরবী রূপে খ্যাতা বিমলা দেবী আছেন। জগন্নাথ ও বলরাম বিগ্রহের মধ্যবর্তী সুভদ্রাকে অনেকে একানংশা দেবী বলে মনে করেন। কোনারক সূর্যমন্দিরে জগন্নাথ, শিব ও দুর্গা পূজিত হতেন। মার্কণ্ডেশ্বর সরোবরের নিকটে সপ্তমাতৃকা পূজিতা হন। বলরাম দাস (খ্রীঃ ১৬ শতাব্দী) বত অবকাশ গ্রন্থে সপ্তমাতৃকা চৌষট্টি যোগিনী, বিমলা ও বিরজাকে জগন্নাথের সেবিকারূপে উল্লেখ করেছেন! এছাড়াও শাকম্ভরী, দুর্গেশ্বরী কালী, রামচণ্ডী, কোঠেশ্বরী, ভগবতী, ব্রহ্মাণী, সাবিত্রী, সরলাচণ্ডী, বাসেলী, অপরাজিতা, পিঙ্গলা, জাগুলি, মঙ্গলা, তারেণি কনকেশ্বরী প্রভৃতি ছিয়াত্তরটি শক্তিদেবতার উল্লেখ করেছেন। আরও অনেক অনেক শক্তিদেবতার মন্দির উড়িষ্যার এখানে ওখানে রয়েছে। অনেকগুলি তন্ত্রগ্রন্থও উড়িষ্যায় রচিত হয়েছে। সুতরাং উড়িষ্যায় শক্তি-উপাসনার প্রাবল্য ভারতের অন্য কোন অঞ্চল অপেক্ষা কম ছিল না![১]

পূর্বভারতে শক্তি-পূজা : বাঙ্গালাদেশে শক্তি-উপাসনার প্রাধান্যের বিষয় ইতঃপূর্বে অল্পবিস্তর আলোচিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামে নগরে শক্তিপূজার ব্যাপকতা একালেও প্রত্যক্ষ করা যায়। কালীমন্দির এদেশে পথে প্রান্তরে সর্বত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বর, বামাক্ষেপার সাধনপীঠ তারাপীঠ ও রামপ্রসাদের সাধনপীঠ হালিসহর বাঙ্গালীর তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। রামপ্রসাদ কমলাকান্তের মত কত শক্তিসাধক ও শাক্ত কবি এখানে আবির্ভূত হয়েছেন তার কোন হিসাব নেই। নবদ্বীপের পোড়া মা, অম্বিকা কালনার সিদ্ধেশ্বরী, হুগলী বাঁশবেড়িয়ায় হংসেশ্বরী, বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা, বর্ধমানজেলার কেতুগ্রামে অট্টহাস, তমলুকে বর্গভীমা প্রভৃতি শক্তিদেবতার নাম ও মূর্তির বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা ও তন্ত্রশাস্ত্র রচনা বঙ্গদেশে কম হয়নি। নবদ্বীপ-নিবাসী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসার, রামতোষণ বিদ্যালংকারের প্রাণতোষণী তন্ত্র বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত।

উত্তর বঙ্গে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে চর্চিকা চামুণ্ডা পূজার বিবরণ মেলে।[১] পাল সম্রাট নয় পালের সময়ের (১০৪৩-৭০ খ্রীঃ) একটি বীরভূমের সিয়ান গ্রাম থেকে প্রাপ্ত শিলালিপিতে পাষাণ মন্দিরে নয়টি চণ্ডিকা মূর্তি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে।[২]

কৃষ্ণনগরের মহারাজা শাক্ত ছিলেন। তিনি অন্নপূর্ণার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, কিম্বদন্তী অনুসারে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করেছিলেন এবং নবদ্বীপে

---

১ Evolution of Sakti Cult at Jaypur, Bhubaneswar & Puri, Sakti Cult & Tara—pp. 74-86

২ শিলালেখ তাম্র শাসনাদির প্রসঙ্গ—ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার পৃঃ ৮৯

৩ তদেব পৃঃ ১১১, ১২১

বৈষ্ণবের রাসোৎসবে শক্তিপূজার প্রবর্তন করেছিলেন। যশোরের প্রতাপাদিত্য ছিলেন যশোরেশ্বরী কালীর উপাসক। ভারতচন্দ্র লিখেছেন-

বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যাঁর ঢালী।
ষোড়শ হাল্কা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাথী।
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।[১]

বিভিন্ন মঙ্গল কাব্য ও শক্তিগীতি জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাঙ্গালীর আদরের সামগ্রী।

ত্রিপুরার মহারাজা দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য ও দুর্গামাণিক্য কালীভক্ত ছিলেন। ত্রিপুরা রাজাদের মুদ্রায় শিব-দুর্গার প্রতীক হিসাবে ত্রিশূল ও সিংহ অংকিত হয়েছে। আহোম রাজারা শিব শক্তির উপাসক ছিলেন। তাঁরা মুদ্রায় হরগৌরীর সেবক রূপে নিজেদের উল্লেখ করেছেন। কাছাড়ের রাজারাও হরগৌরীর উপাসক ছিলেন, কিন্তু শেষরাজা গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন চণ্ডীর উপাসক। ১৭৩৬ শকাব্দের অর্থাৎ ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের একটি মুদ্রায় লিখিত আছে—হিড়িম্ব পুরধীশ শ্রীরণচণ্ডী পদাজুষঃ।

উত্তর ভারতে শক্তি পূজা ঃ অন্যান্য অঞ্চলের মত ভারতের উত্তরাঞ্চলেও শক্তিপূজার ব্যাপকতা কম ছিল না। হরিদ্বারে চণ্ডী পাহাড়ে চণ্ডীর মন্দিরে চণ্ডীদেবীর বিগ্রহ—প্রস্তরনির্মিত সিন্দুর লিপ্ত বিগ্রহ বিরাজমানা ; মনসা পাহাড়ের চূড়ায় পঞ্চমুখী মনসাদেবীর বিগ্রহ পূজিত হয়। পাঞ্জাবে অমৃতসরে দুর্গামাতার মন্দির সুপ্রসিদ্ধ। হরিদ্বারের নিকট কনখল দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ স্থান-রূপে প্রসিদ্ধ। এখানে মন্দিরের ভিতর গাত্রে সতীর জন্ম থেকে দেহত্যাগ পর্যন্ত পৌরাণিক কাহিনী শ্বেত পাথরে ক্ষোদিত আছে। নিকটবর্তী ললিতস্বামী আশ্রমে দশমহাবিদ্যা মূর্তি পূজিতা হন। হরিদ্বারের অদূরে সপ্তঋষি আশ্রমের নিকটবর্তী সরস্বতী মন্দিরে শ্বেতপাথরের সরস্বতী মূর্তি অবস্থিত। সন্নিকটে পরমার্থ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন দুর্গাদেবী। হিমাচল প্রদেশে জ্বালামুখী দেবীর জিহ্বাপতনস্থান হিসাবে মহাপীঠ। কাংড়া উপত্যকায় আছেন বজ্রেশ্বরী। কাশ্মীরে ক্ষীরভবানীতে দেবী ভবানীর বিগ্রহ অত্যন্ত জাগ্রত দেবতারূপে পূজিতা হন। শ্রীনগর থেকে সাত মাইল দূরে পর্বতগাত্রে সারদাগ্রামে সারদা মহাপীঠ—একান্ন মহাপীঠের অন্যতম। কাশ্মীররাজ গোপাদিত্যের আমলে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে সারদা দেবীর মন্দির নির্মিত হয়েছিল। সারদাপীঠ হিন্দুদের শক্তিসাধনার অন্যতম প্রাচীনতম পীঠস্থান।[২]

শক্তি উপাসনা ভারতের কোন অঞ্চল বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না, এখনও নেই। সমগ্র ভারতেই অসংখ্য বৈচিত্র্যময় নামে এবং রূপে মহাশক্তির উপাসনা

---

১ বিদ্যাসুন্দর কাব্য ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (বসুমতী)—পৃঃ ৬

২ কাশ্মীর, সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ৪৮

খৃষ্টপূর্ব যুগ থেকেই প্রচলিত। উত্তর-প্রান্তে কাশ্মীরে সারদাপীঠ যেমন খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ হয়েছে, তেমনি দক্ষিণ-প্রান্তে কন্যাকুমারী টলেমির (Ptolemy) সময়ে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ হয়েছিল। দেবীর নব নব মূর্তিকল্পনা শক্তি উপাসনা জনপ্রিয় হওয়ার ফলে বিশাল ভারতবর্ষের অঞ্চলে অঞ্চলে দুই সহস্রাধিক বৎসর ধরে সাধক ভক্ত শিল্পীর ধ্যানে কল্পনায় রূপ পাচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে সন্তোষীমাতার জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ।

চোরের দেবতা মহাশক্তি ঃ এককালে রুদ্র, স্কন্দ-কার্তিকেয় ও গণেশ ছিলেন চোর-ডাকাতের উপাস্য।[১] পরে কোন সময়ে মহাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি চোর ডাকাতের উপাস্য হয়েছে। হরিবংশে যশোদাগর্ভসম্ভবা শুম্ভনিশুম্ভহন্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যপর্বতে ভয়ংকর দস্যুদের দ্বারা বলি উপহারে পূজিতা হতেন, অর্থাৎ দস্যুভির্ঘোরৈর্মহাবলি পশুপ্রিয়া।[২] শ্রীমদ্‌ভাগবতে জড়ভরতের উপাখ্যানে এক চৌররাজ পুত্রকামনায় ভদ্রকালীর নিকটে নরবলি দিতে উদ্যত হয়েছিল ; কিন্তু বলির নর পশু পলায়ন করায় চোরেরা জড়ভরতকে বেঁধে নিয়ে আসে ভদ্রকালীর নিকটে বলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে। জড়ভরতকে বেঁধে নিয়ে আসে ভদ্রকালীর নিকটে বলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে। জড়ভরতকে স্নান করিয়ে নূতন বস্ত্র পরিয়ে যখন ভদ্রকালীর সম্মুখে বলি দেওয়ার জন্য খড়্গ উত্তোলন করেছিল এক চোর চোর-পুরোহিতের নির্দেশে, তখন রুষ্টা ভদ্রকালী প্রতিমা ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।[৩] দেবী চণ্ডীও কোন সময়ে স্বমূর্তিতে দস্যুদলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে দস্যুদল চণ্ডীর ভক্ত ছিল। বহুমূল্য অলংকারে ভূষিত নিত্যানন্দকে দেখে দস্যুদল চণ্ডীমায়ের কৃপা ভেবে মনে মনে উৎফুল্ল হয়েছিল।

আরে আরে ভাইসভে কেনে দুঃখ পাই।
চণ্ডীমায়ে নিধি মিলাইল এক ঠাঁই ॥
এই অবধূতের অঙ্গেতে অলংকার।
সোনা মুক্তাহীরা কসা বই নাই আর ॥
কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি।
চণ্ডীমায়ে এক ঠাঞি মিলাইলা আনি ॥[৪]

প্রথম দিন ডাকাতদলের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় তারা পরামর্শ করে চণ্ডীর পূজা করেছিল সাড়ম্বরে।

যে হইল সে হইল চণ্ডীর ইচ্ছায়।
একদিন গেলে কি সকল দিক যায় ॥
বুঝিলাঙ চণ্ডী আসি মোহিলা আপনে।
বিনি চণ্ডীপূজিয়া গেলাঙ যে কারণে ॥

---

১ হিন্দুদের দেবদেবী—২য় পর্ব দ্রষ্টব্য ২ হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব—২২।৫৩
৩ ভাগবত ৫ম স্কন্দ—৯ম অঃ ৪ চৈ ভাঃ অন্ত্য—৫ম অঃ

ভাল করি আজি সভে মদ্যমাংস দিয়া।
চল সবে এক ঠাঞি চণ্ডী পুজি গিয়া॥[১]

করালবদনা লোলরসনা কালীও চোর ডাকাতের উপাস্য হয়েছিলেন। বাঙ্গালাদেশের গ্রামে প্রান্তরে 'ডাকাতে কালী' এখনও বর্তমান আছেন। মনসা-মঙ্গল কাব্য রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসকে (খৃঃ ১৭শ শতাব্দী) যখন দস্যু কেনারাম সদলে আক্রমণ করেছিল তখন তারা কালীনামে জয়ধ্বনি দিয়েছিল।

দূরেতে উঠিল ধ্বনি 'জয়কালী' নাম।
সম্মুখে দাঁড়াইল আসি দস্যু কেনারাম॥[২]

কালী শুধু ডাকাতচোরের উপাস্যা নন, তিনি প্রেমিক চোরেরও উপাস্যা। বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানে বিদ্যার গোপন প্রেমে নিমগ্ন সুন্দর ধরা পড়ে শূলে মৃত্যুদণ্ডাদেশ অনুসারে বধ্যভূমিতে নীত হলে কালীর স্তব করে মুক্তি লাভ করেন এবং গুপ্ত প্রণয়িণী বিদ্যাকে লাভ করেন পত্নীরূপে। ভারতচন্দ্র লিখেছেন,—

বরপুত্র চোর হৈল কোটাল মশানে লৈল
কালীর অন্তরে হৈল রোষ।
সাজ বলি কৈলা রব ধাইল যোগিনী সব
অট্টহাস ঘর্ঘর নির্ঘোষ॥[৩]

মহাশক্তি বহুরূপে বহুজনের বরদাত্রী হয়েছেন, চোর ডাকাতেরও তিনি বরদাত্রী উপাস্যা হয়েছেন বিভিন্ন মূর্তিতে বিভিন্ন কালে অথবা বিভিন্ন অঞ্চলে।

জৈন ধর্মে শক্তি দেবতা: ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবদেবীরা জৈন ধর্মেও প্রবেশ করেছিলেন। জৈনরা বিদ্যাদেবীর উপাসনাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। জৈনদের বিদ্যাদেবী ছিলেন ষোল জন। তাঁদের মধ্যে প্রধানা ছিলেন সরস্বতী। অন্যান্য বিদ্যাদেবীদের মধ্যে আছেন কালী, মহাকালী ও গৌরী।[৪] এখানে কালী, মহাকালী, গৌরী প্রভৃতি সরস্বতীরই মূর্ত্যন্তর। জৈনধর্মে অম্বিকা বা অম্বা, বক্রেশ্বরী এবং পদ্মাবতী স্থানলাভ করেছেন। অম্বিকা দুর্গা অভিন্না। কতকগুলি প্রাচীন মন্দিরে বাসুদেবের সঙ্গে অম্বিকাও পূজিতা হন। অম্বিকার মন্দির বা গুহা পর্বতশীর্ষে নির্মিত হয়। তিনি সিংহবাহনা। চক্রেশ্বরী কৃষ্ণবর্ণা—ভয়ংকরী, কালীর প্রতিরূপ। অম্বিকার স্বামী কপর্দী যক্ষ। স্পষ্টতঃই তিনি শিবের প্রতিরূপ। পদ্মাবতী নিম্ন হিমালয়ে পদ্মফুলে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর সহচর নাগরাজ বা শেষ নাগ। স্বভাবতঃই তিনি মনসার প্রতিরূপ।[৫]

---

১ চৈঃ ভাঃ অন্তঃ—৫ম অঃ

২ দস্যু কেনারামের পালা—মৈমনসিংহগীতিকা ৩ অন্নদামঙ্গল

৪ The age of Imperial Unity—2nd Edn. p. 430

৫ The great Goddesses in India Tradition

দেশান্তরে চণ্ডী-দুর্গা : জাপানী বৌদ্ধ ধর্মে জুনতেই কয়োল (Juntei kanuon) অপ্রধান দেবতা। তিনি বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের রূপান্তর এবং অসংখ্য বুদ্ধের জননী। জুনতেই অষ্টভুজা অথবা অষ্টাদশ-ভুজা,···ত্রিনয়না, পীতবর্ণা, নানা আভরণে অলংকৃতা। জুনতেই কে অনেকে দুর্গার প্রতিরূপ বলে মনে করেন।[১]

জুনতেই কয়োন

মেসোপটেমিয়া ও প্যালেষ্টাইনে প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাচিত্রে নগ্ন গর্ভবতী নারীমূর্তিগুলিকে মাতৃদেবতা পূজা বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু ব্যাবিলন ও আসেরিয়ায় ইস্‌তার যুদ্ধের দেবী, ক্যাননে তিনি আনত (Anat)। খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীতে অ্যাসোরিয়াতে ইস্‌তার (Ishtar) ছিলেন যুদ্ধের দেবতা হিসাবে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি অ্যাসেরিয়ার জাতীয় দেবতা অসুরের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। তিনি আসিরীয় রাজকীয় অনুশাসনে যুদ্ধ দেবী হিসাবে স্তুতা হয়েছেন। তিনি আসিরীয় সৈন্যদের সাহস যোগান— তাদের শত্রুদের বিনাশ করেন, এবং রাজার দুঃস্বপ্ন মোচন করেন। তাঁর প্রতীক পশু সিংহ। মেসাপটেমিয়া এবং (১৯ তম রাজবংশ খ্রীঃ পূঃ ১৩৫০-১২০০ থেকে বিভিন্ন ভাস্কর্যে তিনি সিংহ সহ চিত্রিত হয়েছেন। ইসতার যেমন যুদ্ধের দেবতা, তেমনি তিনি উর্বতার দেবীও।[২]

ইস্‌তার বা আনত

ভারতীয় দুর্গা চণ্ডীর সঙ্গে ইস্‌তার বা আনতের কিছু সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তবে এই সাদৃশ্য নিতান্তই আকস্মিক। ভারতীয় চণ্ডী-দুর্গা কেবল যুদ্ধ দেবী বা শস্য দেবী নন, তিনি দেবতেজঃসম্ভূতা—মহাশক্তি ; বিশ্বের অশুভনাশিনী—দানব হন্ত্রী,—মহাশক্তি রূপে সৃষ্টিস্থিতি লয়কারিণী—সমগ্র জগতের জননী। এমন অপূর্ব ভাবকল্পনা আসিরীয়া ক্যানন কেন, পৃথিবী কোন জাতির কোন দেব-দেবীর মধ্যেই পাওয়া যায় না।

রোমীয় মাতৃদেবী (Great mother) সাইবেল (Cybele) ভারতীয় মহাশক্তি দুর্গা-চণ্ডীর সঙ্গে তুলনীয়া। নেপ্‌ল্‌স্‌-এর জাতীয় যাদুঘরে সাইবেলের যে মূর্তিটি রক্ষিত আছে, তাতে তাঁকে দ্বিভুজা মুকুট পরিহিতা সিংহবাহিনী রূপে দেখা যায়। দেবীর দুই পাশে দুটি সিংহ অবস্থান করছে। এই দেবী এশিয়া থেকে রোমে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি আংকারার নিকটবর্তী গালাসিয়ার অন্তর্গত পেশিনাসে (Pessinus) পূজিতা হতেন। রোম সম্রাট হানিবল এই মাতৃ মূর্তিকে রোমে নিয়ে গিয়েছিলেন। দেবী ২০৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দে রোমে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন।[৩] খ্রীঃ পূঃ ২য়/৩য় অব্দে মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী-দুর্গার রূপকল্পনা সম্পূর্ণ হয় নি। লক্ষ্মীমূর্তির আদর্শে সিংহ বাহিনী উমা-পার্বতীর আদর্শে সাইবেলের মূর্তি কল্পিত।

সাইবেল

১ Hindu Divinities in Japanese Buddhist Pauthen—pp.—139-40

২ Near East Mythology—John Gray—pp 22-23

৩ Roman Mythology—Stewart perowne pp. 63-65

মিশরীয় দেবী নেইথের সঙ্গে দুর্গার তুলনা করা চলে। নেইথ (Neith) প্রাচীন মিশরের শিকারের দেবী। তাঁর প্রতীক ঢাল ও বাণ। এ থেকেই তাঁকে যুদ্ধ দেবী বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। প্রাচীন কাল থেকেই তিনি মহাদেবী। দেবতাদের মাতা, সূর্যদেব 'রা' এর কন্যারূপে পরিচিতা। তিনি সমগ্র বিশ্বের মাতা এবং দেব-মানবের রক্ষয়িত্রী। জ্ঞানে তিনি গরীয়সী। নেইথের আকৃতি নারীর মত—তিনি মাথায় নিম্ন মিশরের লাল মুকুট পরিহিতা, তাঁর হাতে ধনু ও শর।[১]

নেইথ

নেইথের সঙ্গে আকৃতিতে না হলেও প্রকৃতির দিক থেকে দুর্গা চণ্ডীর কিছু মিল আছে। কিন্তু সৃষ্টিস্থিতি লয় কর্ত্রী বিশ্বজননী অশুভ নাশিনী মহাশক্তি দশভূজা দুর্গার পরিকল্পনার তুলনা নেইথের সঙ্গে হয় না।

---

১ Egyption Mythology—Veronila Jons—pp. 103-105

অপ্রধান দেবতা

মদন

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে অক্ষ, অরণ্যানী, যক্ষ্মঘ্নং, দুঃস্বপ্নঘ্নং, কেশী, যমী প্রভৃতি কয়েকটি নিতান্ত অপ্রধান দেবতা আছেন; মন্যু, দয়া, জ্ঞান, দান, শ্রদ্ধা প্রভৃতি কয়েকটি ভাবাত্মক দেবতা (abstract deity) ও আছেন। তেমনি পুরাণেও মদন, বসন্ত প্রভৃতি কয়েকজন নিতান্তই অপ্রধান দেবতার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ভাবাত্মক দেবতা এবং গ্রহ দেবতারাও পুরাণে অল্পস্বল্প স্থান অধিকার করেছেন। এই সকল দেবতার সঙ্গে ভারতীয় দেবকল্পনার উৎস সূর্যাগ্নির সম্পর্ক নির্ণয় করা সহজ নয়। সূর্যাগ্নির গুণকর্মভিত্তিক দেবকল্পনার ব্যাপকতায় মানবিক গুণাবলী, প্রকৃতি, মানবীয় প্রবৃত্তি প্রভৃতিও স্থান করে নিয়েছে। এদেশের মানুষ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুতেই দেবত্বের আরোপ করে থাকে। তাই এদেশে নদীও দেবতা, হিমালয়-বিন্ধ্যও দেবতা আবার বসন্ত কাম রতিও দেবতা।

ভারতবর্ষের অপ্রধান দৈবতকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মদন। মদন সম্পূর্ণ পৌরাণিক দেবতা—প্রাণিকুলের সর্বপ্রধান জৈব প্রবৃত্তি কামের দেবতা। নরনারীর মনে তাঁর উদ্ভব তাই তিনি মনোজ মনসিজ। কামপ্রবৃত্তির দ্বারা তিনি নরনারীর চিত্তকে মথিত করেন, তাই তিনি মন্মথ। রতি তাঁর প্রিয়া—প্রিয়তমা পত্নী। বসন্তে কামের প্রভাবে স্ত্রীপুরুষের রতিভাব জাগ্রত হয় বলে বসন্ত মদনের সখা। পুষ্প রতিভাবের উদ্দীপক, সেইজন্য মদন পুষ্পধনু ফুলশর; তাঁর ধনু ফুলের তৈরী, পাঁচটি ফুল তাঁর পাঁচটি বাণ। অরবিন্দ, অশোক, চূত (বা আম্র-মঞ্জরী), নবমল্লিকা ও রক্তোৎপল—মদনের পঞ্চবাণ। মদনকে পঞ্চশর, ফুলশর, ফুলধনু প্রভৃতিও বলা হয়। কালিকা পুরাণে ঋষিগণ বলেছেন যে সকলের চিত্ত মথিত করে কামদেবের জন্ম বলেই তিনি মন্মথ, মনোভব এবং কাম। মদন বা আনন্দ হেতু তাঁর নাম মদন; শম্ভুর দর্পবর্ধক হিসাবে তিনি দর্পক এবং কন্দর্প নামে খ্যাত।

> যস্মাৎ প্রমথ্য চেতস্ত্বং জাতোহস্মাকং তথাবিধেঃ॥
> তস্মান্মন্মথ নাম্না ত্বং লোকে খ্যাতো ভবিষ্যসি।
> অতস্ত্বং কামনাম্নাপি খ্যাতো ভব মনোভব॥
> মদনান্মদনাখ্যস্ত্বং শম্ভোর্দর্পাচ্চ দর্পকঃ।
> তথা কন্দর্পনাম্নাসি লোকে খ্যাতো ভবিষ্যসি।[১]

---

১ কাঃ পুঃ—২৪।৩-৪৬

কন্দর্প বা কামদেব যোগমগ্ন মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করতে গিয়ে হরকোপানলে দগ্ধ হয়েছিলেন। কালিদাস এই ঘটনার অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন :

মদন ভস্ম

ক্রোধং প্রভো! সংহর সংহরেতি
যাবদ্‌গিরঃ মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার॥[১]

—হে প্রভু, ক্রোধ সংবরণ করুন, সংবরণ করুন,—এই বাক্য যখন বায়ুতে ভেসে বেড়াচ্ছিল, তখনই শিবের নেত্রজাত অগ্নি মদনকে ভস্মীভূত করেছিল।

ভারতচন্দ্র প্রদত্ত বর্ণনা :—

মদন পলায় পিছে অগ্নি ধায়
ত্রিভুবন পরকাশি।
চৌদিকে বেড়িয়া মদনে পুড়িয়া
করিল ভস্মের রাশি॥[২]

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কৃত মদনভস্মের বর্ণনা :

যথা সিংহ সহসা আক্রমে
গজরাজে, পূরি বন ভীষণ গর্জনে,
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু
বাস যাঁর ভবেশ্বরি ভবেশ্বর ভালে॥[৩]

স্কন্দ পুরাণে—সতীর দেহত্যাগের পর কামদেব মহাদেবকে বিব্রত করতে থাকায় মহাদেব মদনকে ভস্মীভূত করেছিলেন—

তস্য কোপাভিভূতস্য তৃতীয়ান্নয়নান্নৃপ।
নিশ্চক্রাম মহাজ্বালা যয়াসৌ ভস্মসাৎ কৃতঃ॥[৪]

শিব পুরাণের বর্ণনা :—

তৃতীয়াত্তস্য নেত্রাদ্বৈ নিঃসসারাগ্নিরুচ্ছিখঃ।
ভস্মসাৎ কৃতবাংস্তেন মদনং তাবদেব হি॥[৫]

সৌর পুরাণ বলেছেন—

জ্ঞাত্বা বিলোক্য প্রবিকৃষ্টচাপং
নেত্রাগ্নিনাসৌ মদনোঽপি দগ্ধঃ॥[৬]

মদন ভস্মীভূত হওয়ার পর শিবপার্বতীকে বরদানে উদ্যত হলে পার্বতী মদনের পুনর্জীবন কামনা করেন। মহাদেব তখন বর দিলেন, মদন অঙ্গহীন অবস্থাতেই ত্রিলোক ক্ষুভিত করতে সমর্থ হবেন—

---

১ কুমারসম্ভব—৩।৭২ ২ অন্নদামঙ্গল ৩ মেঘনাদবধ কাব্য—২য় সর্গ
৪ স্কন্দঃ প্রভাসখণ্ডান্তর্গত অর্বুদখণ্ড—৪৩।১২ ৫ জ্ঞানসংহিতা—১০।৬
৬ সৌরপুঃ—৫৩।৭৩

ভবত্বনঙ্গো মদনস্তৎপ্রিয়ার্থং সুলোচনে।
তেন রূপেণ লোকস্য ক্ষোভনায় ভবত্যলম্॥[১]

অতঃপর অনঙ্গ মদন বায়ুর মত অপ্রতিহত গতিতে ধনুর্বাণ ধরে সর্বত্র বিচরণ করতে লাগলেন।[২]

মদনের অনঙ্গতা

পদ্মপুরাণেও মদনভস্মের কাহিনী বর্তমান। মদনভস্মের পরে ভর্তৃহীনা রতির বিলাপে দুঃখিত দেবগণ মহাদেবকে তুষ্ট করে মদনের পুনর্জীবনের জন্য বর প্রার্থনা করলেন। মহাদেবও অনঙ্গরূপে মদনের পুনরুজ্জীবনের বর প্রদান করেছিলেন।

তচ্ছ্রুত্বা তু বচঃ প্রাহ জীবয়ামি মনোভবম্।
কায়েনাপি বিহীনোঽয়ং পঞ্চবাণো মনোভবঃ॥
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মাধবস্য সখা পুনঃ।
দিব্যেনাপি শরীরেণ বর্তয়িষ্যতি নান্যথা॥[৩]

—দেবতাদের বাক্য শুনে মহাদেব বললেন, জীবিত করবো। শরীরবিহীন পঞ্চশর মদন পুনরায় মাধবের (বসন্ত) সখা হবেন, দিব্য শরীরে থাকবেন। এর অন্যথা হবে না।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ মদনভস্মের পূর্বের ও মদন ভস্মের পরের অবস্থা দুটি কবিতায় বর্ণনা করেছেন—

একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে
মরি মরি অনঙ্গ দেবতা।
কুসুমরথে মকরকেতু উড়িত মধু পবনে
পথিকবধূ চরণে প্রণতা।[৪]
পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বসি
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে॥[৫]

স্কন্দপুরাণে কিন্তু মদন অঙ্গসহ পুনর্জীবন লাভ করেছিলেন। মদনভস্মের পর মদনপত্নী রতি বিলাপ করতে করতে চিতারোহণে উদ্যত হওয়ায় আকাশ-বাণী রতিকে দুঃসাহস থেকে নিবৃত্ত করে। পরে মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করে রতি স্বামীর পুনর্জীবন বর লাভ করেন—

এবমুক্তে তয়া বাক্যে তৎক্ষণাৎ সমুপস্থিতঃ।
যথাসুপ্তো মহারাজ তদ্বদ্রূপঃ স হর্ষিতঃ॥[৬]

---

১ সৌরপুঃ—৫৫।১৮ ২ সৌরপুঃ—৫৫।১৯
৩ পদ্মঃ, ভূমিখণ্ড—৭৭।৬০-৬২ ৪ মদন ভস্মের পূর্বে—কল্পনা
৫ মদন ভস্মের পরে—কল্পনা ৬ স্কন্দ প্রভাসখণ্ডান্তর্গত অর্বুদখণ্ড—৪০।২০

—রতির দ্বারা এইরূপ বাক্য উক্ত হলে, হে মহারাজ, সুপ্ত ব্যক্তি যেমন জাগ্রত হয়, সেইরূপ মদন আনন্দে উত্থিত হলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যে কন্দর্প হরকোপানলে ভস্মীভূত হওয়ার পর পুনরায় জীবন লাভ করে মেঘনাদবধের জন্য রুদ্রাস্ত্র লাভের উদ্দেশ্যে পার্বতীর ইচ্ছানুসারে দ্বিতীয়বার শিবের ধ্যান ভাঙ্গাতে গিয়ে সফল হয়েছিলেন।

দেবীর আদেশে
হাঁটু পাড়ি মীনধ্বজ, শিঞ্জিনী টঙ্কারি,
সম্মোহন শরে শূর বিঁধিলা উমেশে।[১]

মদন ও প্রদ্যুম্ন : কিন্তু কোন কোন পুরাণে মদনদেব ভস্মীভূত হওয়ার পরে জন্মান্তরে শম্বরাসুর বধের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং মায়ারূপিণী রতির দ্বারা পালিত হয়েছিলেন।

ততঃ কৃষ্ণস্তু রুক্মিণ্যাং কামমুৎপাদয়িষ্যতি।
প্রদ্যুম্নো নাম তস্যৈব ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
জাতমাত্রস্তু তং দেবাঃ শম্বরঃ সংহরিষ্যতি।
হৃত্বা প্রাপ্য সমুদ্রে বৈ নগরং স গমিষ্যতি॥
তাবচ্চ নগরে তস্য রত্যা স্থেয়ং যথাসুখম্।
তত্র কামং মিলিত্বা তু হত্বা শম্বরমাহবে॥
তদীয়ঞ্চৈব যদ্দ্রব্যং নীত্বা স্বনগরং পুনঃ।
গমিষ্যতি স্বয়ং সা বৈ দেবা সত্যং বচো মম॥[২]

—তারপর কৃষ্ণ রুক্মিণীর গর্ভে কামের জন্ম দেবেন। তাঁর নাম হবে প্রদ্যুম্ন। হে দেবগণ, জন্মমাত্রেই শম্বর তাঁকে হরণ করবে, হরণ করে সমুদ্রমধ্যে নিজের নগরে গমন করবে। সেই নগরে অবস্থানরতা রতির সঙ্গে কাম মহাসুখে মিলিত হয়ে যুদ্ধে শম্বরকে হত্যা করে তার সমস্ত দ্রব্য নিয়ে মহাসুখে ফিরে আসবেন। হে দেবগণ, এই আমার সত্যবচন॥

শ্রীমদ্ভাগবতে এই প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে :—

কামস্তু বাসুদেবাংশো দগ্ধঃ প্রাগরুদ্রমন্যুনা।
দেহোপপত্তয়ে ভূয়স্তমেব প্রতিপদ্যত॥
স এব জাতো বৈদর্ভ্যাং কৃষ্ণবীর্যসমুদ্ভবঃ।
প্রদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতঃ সর্বতোঽনবমঃ পিতুঃ॥
তং শম্বরঃ কামরূপী হৃত্বা তোকমনির্দিশম্।
স বিদিতাত্মনঃ শত্রুং প্রাস্যোদন্বত্যগাদ্ গৃহম্॥
তং নির্জগার বলবান্ মীনঃ সোঽপ্যপরৈঃ সহ।
বৃতো জালেন মহতা গৃহীতো মৎস্যজীবিভিঃ॥

১ মেঘনাদবধ কাব্য—২য় সর্গ ২ শিবপুঃ জ্ঞানসং—১০।২৫-২৮

তং শম্বরায় কৈবর্তা উপজহ্রুরুপায়নম্।
সূদা মহানসং নীত্বাবদ্যন্ স্বধিতিনাদ্ভুতম্।
দৃষ্ট্বা তদুদরে বালঃ মায়াবত্যৈ ন্যবেদয়ন্।

* * *

সা চ কামস্য বৈ পত্নী রতির্নাম যশস্বিনী।
পত্যুর্নিদগ্ধদেহস্য দেহোৎপত্তিং প্রতীক্ষতী॥
নিরূপিতা শম্বরেণ সা সূদৌদন সাধনে।
কামদেবং শিশুং বুদ্ধা চক্রে স্নেহং তদার্ভকে।[১]

—কাম পূর্বে রুদ্রের ক্রোধে দগ্ধ হয়ে বাসুদেবের অংশরূপে দেহপ্রাপ্তির নিমিত্ত পুনরায় তাঁকেই আশ্রয় করেছিলেন। তিনি কৃষ্ণবীর্যে বৈদর্ভী রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে প্রদ্যুম্ন নামে পিতার সমতুল্য হবেন। তারপর মায়াবী শম্বর সেই বালককে নিজের শত্রু জেনে হরণ করে জলে নিক্ষেপ করে গৃহে প্রত্যাগমন করে। কোন বলবান মৎস্য অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁকে গিলে ফেলেছিল এবং জেলেদের দ্বারা বিশাল জাল ধৃত হয়েছিল। সেই মৎস্যটিকে কৈবর্তগণ শম্বরকে উপহার দিয়েছিল। পাচক সেই মৎস্যটিকে পাকশালায় নিয়ে গিয়ে অস্ত্রদ্বারা খণ্ডিত করে, তার উদরে অদ্ভুত বালককে দেখে মায়াবতীর কাছে নিবেদন করলো।......... সেই কামপত্নী যশস্বিনী দগ্ধদেহ পতির দেহোৎপত্তি প্রতীক্ষা করছিলেন, শম্বরের দ্বারা নিযুক্তা হয়ে ব্যাপৃতা ছিলেন। শিশু কামদেবকে চিনতে পেরে বালককে তিনি স্নেহে পালন করলেন।

তারপর কৃষ্ণনন্দন যুবক হয়ে শম্বরের তাম্রবর্ণ শ্মশ্রুমণ্ডিত সকুণ্ডল কিরীট-ভূষিত মুণ্ড দেহ থেকে ছিন্ন করেছিলেন।

নিশীতমসিমুদ্যম্য সকিরীটং সকুণ্ডলম্।
শম্বরস্য শিরঃ কায়াৎ তাম্রশ্মশ্রোজসাহরৎ॥[২]

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ভাগবত অনুসরণে মদনের পুনর্জন্মের বিবরণ দিয়েছেন : মহাদেব রতিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—

দ্বাপরে হবেন হরি কৃষ্ণ অবতার।
কংস বধি করিবেন দ্বারকা বিহার॥
রুক্মিণীরে লইবেন বিবাহ করিয়া।
তাঁর ঘরে এই কাম জনমিবে গিয়া॥
শম্বরদানব বড় হইবে দুর্জন।
মদনের হাতে তার মৃত্যু নিয়োজন॥
দাসী হয়ে তুমি গিয়া থাক তার ধামে।
লুকাইয়া এইরূপ মায়াবতী নামে।
কহিবেন শম্বরে নারদ তপোবন॥

১ ভাগবত—১০।৫৫।১-৭ ২ ভাগবত—১০।৫৫।২৪

জন্মিল তোমার শত্রু কৃষ্ণের নন্দন।
শুনিয়া শম্বর বড় মনে পাবে ভয়।
মায়া করি দ্বারকায় যাবে দুরাশয়॥
মোহিনী বিদ্যায় সবে মোহিত করিবে।
হরিয়া লইয়া কামে সমুদ্রে ফেলিবে॥
মৎস্য গিলিবেক তারে আহার বলিয়া।
না মরিবে কাম ভবিতব্যের লাগিয়া॥
সেই মৎস্য জালিয়া ধরিয়া লবে জালে।
ভেট লয়ে দিবেক শম্বর মহীপালে॥
কুটিবারে সেই মৎস্য দিবেক তোমারে।
তাহাতে পাইবে তুমি কৃষ্ণের কুমারে॥
* * *
শম্বরে বাধিয়া কাম দ্বারকায় যাবে।
কহিনু উপায় এইরূপে পতি পাবে।[১]

হরিবংশের কাহিনী প্রায় সমরূপ হলেও উক্ত কাহিনী থেকে কিছুটা পার্থক্য লক্ষিত হয়। হরিবংশে শম্বর রুক্মিণীসুত প্রদ্যুম্নকে অপহরণ করে সমুদ্রে ফেলেনি, বরঞ্চ পত্নী মায়াবতীর হাতে প্রদ্যুম্নকে পালন করার জন্য অর্পণ করেছিল।

তং সপ্ত রাত্রে সম্পূর্ণে নিশীথে সূতিকাগৃহাৎ।
জহার কৃষ্ণস্য সুতং শিশুং বৈ কলিশম্বরঃ॥
বিদিতং তস্য কৃষ্ণস্য দেবমায়ানুবর্তিনঃ।
ততো ন নিগৃহীতঃ স দানবো যুদ্ধদুর্মদঃ॥
স মৃত্যুনাপরীতায়ুর্মায়য়া প্রজহার তম্।
দোর্ভ্যামুৎক্ষিপ্য নগরং স্বং নিনায় মহাসুরঃ॥
অনপত্যা তু তস্যাসীদ্ভার্যা রূপগুণান্বিতা।
নাম্না মায়াবতী নাম মায়েব শুভদর্শনা॥
দদৌ তং বাসুদেবস্য পুত্রং পুত্রমিবাত্মজম্॥[২]

—জন্মের পরে সপ্তরাত্রি সম্পূর্ণ হলে নিশীথকালে সেই কৃষ্ণের শিশুপুত্রকে কালরূপী শম্বর অপহরণ করলো। কৃষ্ণের পুত্র জেনে দেবমায়ার অনুবর্তী হয়েছিল বলেই সেই যুদ্ধদুর্মদ দানব তাঁকে নিগৃহীত করলো না, সে মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত আয়ু হয়েই মায়ার দ্বারা তাঁকে অপহরণ করলো, বাহুদ্বয় দ্বারা তুলে মহাসুর নিজের নগরে নিয়ে এল। তার রূপগুণবতী মায়ার ন্যায় সুদর্শনা মায়াবতী নাম্নী পুত্রহীনা ভার্যা ছিল। নিজের পুত্রতুল্য বাসুদেবের পুত্রকে তাকে দান করেছিল।

---

১ রতির প্রতি দৈববাণী—অন্নদামঙ্গল ২ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—১০৪।৩-৭

মায়াবতী সেই পুত্রকে দেখে আনন্দিত হোল। বারবার দেখতে দেখতে তার মনে পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হোল। ইনি আমারই কান্ত, এঁর জন্যই আমি চিন্তাশোকসাগরে নিমগ্না, কখনও আনন্দ পাইনা, মহাদেব পূর্বে এঁকেই ভস্মীভূত করে অনঙ্গ করেছিলেন। আমি তাঁর পত্নী, কিরূপেই বা স্তন্যদান করবো, কি ভাবেই বা পুত্র বলে ডাকবো?—এই ভেবে মায়াবতী ধাত্রীকে দিয়েছিল বালকের পালনের ভার। এই বালক রূপবান যুবকে পরিণত হলে মায়াবতী হাবভাব ও ইঙ্গিতের দ্বারা তাঁকে কামনা করতে থাকে। প্রদ্যুম্ন বিস্মিত হয়ে মায়াবতীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। মায়াবতী নিজের এবং প্রদ্যুম্নের পরিচয় ও স্বীয় ভর্তা শম্বর কর্তৃক প্রদ্যুম্নের অপহরণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে প্রদ্যুম্ন শতপুত্র সহ শম্বরকে বধ করেন। এই সুদারুণ যুদ্ধ দর্শনার্থ সমাগত অপ্সরা ও গন্ধর্বগণকে দেবরাজ ইন্দ্র বলেছিলেন—

কামোঽয়ং পূর্বদেহে তু হরক্রোধাগ্নিনা হতঃ।
রত্যা প্রসাদিতো দেবঃ কামপত্ন্যা ত্রিলোচনঃ।
পরিতুষ্টেন দেবেন বরমস্যাঃ প্রদীয়তে॥
বিষ্ণুর্মানুষদেহস্থ দ্বারকায়াং ভবিষ্যতি॥
তস্য পুত্রত্বমস্যৈব ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
অনঙ্গইতি বিখ্যাতস্ত্রৈলোক্যে তু মহাযশাঃ।
তত্রোৎপন্নো মহাতেজা শম্বরং ঘাতয়িষ্যতি।
সপ্তাহে জাতমাত্রে তু রুক্মিণ্যাঃ ক্রোড়সংস্থিতম্।
আস্থায় শম্বরো মায়াং প্রদ্যুম্নমপনেষ্যতি॥
তদ্গচ্ছ শম্বরগৃহং ভার্য্যা মায়াবতী ভব।
মায়ারূপ প্রতিচ্ছন্না শম্বরং মোহয়িষ্যসি॥
তত্র তম্মাত্মনঃ কান্তং বালরূপং বিবর্ধয়।
প্রাপ্তযৌবনদেহস্তু শম্বরং নিহনিষ্যতি॥[১]

—পূর্বদেহে ইনি কাম, হরকোপাগ্নি দ্বারা নিহত হয়েছিলেন। কামপত্নী রতির দ্বারা প্রসাদিত দেব ত্রিলোচন তাঁকে (রতিকে) বর দিয়েছিলেনঃ মানুষ দেহধারী বিষ্ণু দ্বারকায় জন্মাবেন, ত্রিলোকে মহাযশস্বী মদন তাঁর পুত্রত্ব স্বীকার করে শম্বরকে হত্যা করবেন। জন্মের এক সপ্তাহ পরেই রুক্মিণীর কোলে স্থিত প্রদ্যুম্নকে মায়া আশ্রয় করে শম্বর দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। সুতরাং শম্বরের গৃহে তার ভার্যা মায়াবতী হও। তুমি মায়ারূপের ছদ্মবেশে শম্বরকে মোহিত করবে। সেখানে তুমি বালকরূপী নিজের কান্তকে বর্ধিত কর। তিনি যৌবনান্বিত দেহ প্রাপ্ত হয়ে শম্বরকে নিহত করবেন।

এই ভাবে পুনর্জাত মদনদেবের দ্বারা শম্বরাসুর নিহত হয়েছিল। মদন রতিকে সঙ্গে নিয়ে দ্বারকায় ফিরে এসেছিলেন। মদন সম্পর্কিত কাহিনী মোটামুটি

১ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব ১০৪

এই। এ ছাড়াও মদনের অসীম শক্তির ছোটখাট কাহিনী পুরাণান্তরে বিবৃত হয়েছে। কামদেবের অপ্রতিহত প্রভাবে ব্রহ্মা কন্যা সন্ধ্যার প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন।[১] বিষ্ণুর মোহিনী রূপ দর্শনে কামশরে মহাদেবও জর্জরিত হয়েছিলেন।[২]

মদন ও সূর্যাগ্নি : মদন বা কামদেব প্রাণিকুলের সর্বপ্রধান জৈব প্রবৃত্তি কামের অধিষ্ঠাতারূপে কল্পিত। তথাপি সূর্যাগ্নির সঙ্গে মদনের সংযোগ বর্তমান। মদন কৃষ্ণ-বিষ্ণুর পুত্র প্রদ্যুম্ন। তাঁর আকৃতি কৃষ্ণসদৃশ জলদতুল্য কৃষ্ণবর্ণ—পীত কৌশেয়বসনধারী। তাঁকে দেখে নারীগণ কৃষ্ণ মনে করে হরণ করেছিল—কৃষ্ণং মত্বা স্ত্রিয়ো হ্রীতা নিলিল্যুস্তত্র তত্র হ।[৩] তিনি বাসুদেবের অংশ।

প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণ বিষ্ণুর অপরমূর্তি চতুর্ব্যূহের অন্যতম। কাম বা মদন ব্রহ্মারও সন্তান।

এবং চিন্তয়তস্তস্য ব্রহ্মণো মুনিসত্তম।
মনসঃ পুরুষো বল্গুরাবির্ভূতো বিনিঃসৃতঃ।[৪]

সুতরাং কামদেব ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ না থাকায় সূর্যাগ্নিরূপী ব্রহ্মার পুত্র মদন এবং সূর্যাগ্নির কৃষ্ণ-বিষ্ণুর পুত্র প্রদ্যুম্ন মদনের মূর্ত্যন্তর। এই হিসাবে মদন কামদেব হয়েও ব্রহ্মা-বিষ্ণুর তথা সূর্যাগ্নির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

বেদে শম্বর দৈত্যকে বধ করেছিলেন ইন্দ্র। ইন্দ্রের শম্বর হনন মদনে আরোপিত হয়েছে পুরাণে। এখানেও সূর্যাগ্নিরূপী ইন্দ্রের কর্ম মদনে সংক্রমিত হওয়ায় মদন বৈদিক দেবতাদের পংক্তিতেই স্থান পেয়ে গেলেন। মদনের চরিত্রে ইন্দ্র এসে ভর করলেন।

মদনের বা প্রদ্যুম্নের প্রতীক মীন বা মকর। প্রদ্যুম্নের জন্ম হয়েছিল মৎস্যের উদরে। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতিই মীন। পরে মীন বা মৎস্য বিষ্ণুর প্রথম অবতার। আরও পরে মীনের সঙ্গে মদনেরও সংযোগ হোল ঘনিষ্ঠতর। আকাশে ভাসমান সূর্যকেই ত বিষ্ণুর মৎস্যাবতাররূপে কল্পনা।[৫] এখানেও সূর্যবিষ্ণুর সঙ্গে মদনের সংশ্লেষ।

রুদ্রের সঙ্গেও মদন সংশ্লিষ্ট। রুদ্রের কোপবহ্নিতে মদন হলেন ভস্মীভূত। যোগীর আদর্শ মহাদেব যেমন কাম ধ্বংস করে হলেন যোগিরাজ, তেমনি সূর্যাগ্নির ধ্বংসাত্মক রূপ রুদ্র মদন অর্থাৎ আনন্দের দেবতা—সূর্যাগ্নির আহ্লাদকর মৃদু আলোককে বিনাশ করলেন। প্রভাত সূর্য হলেন দ্বিপ্রহরের খরতর সূর্য—অথবা গৃহের আহ্লাদকরী মঙ্গল দীপশিখা পরিণত হোল বিধ্বংসী লেলিহান অগ্নিতে, —এরকম ব্যাখ্যাও করা চলে।

---

১ কালিকাপুরাণ—১ অঃ ২ ভাগবত, ৮ স্কন্ধ, ১২ অঃ
৩ ভাগবত—১০।৫৫।২৮ ৪ কাম, পদ্ম—১।৪১
৫ এই গ্রন্থের ২য় পর্ব—২য় সং, পৃঃ ২৪৪ -৪৬

মদন পূজা ও মদনের মূর্তি : যদিও মদন ও বসন্তকে পৃথক্ দেবতা রূপে কল্পনা করা হয়েছে, তথাপি মদনপূজা বসন্তোৎসবের অঙ্গ হিসাবে প্রচলিত হয়েছিল। সংস্কৃত নাটকে বসন্তোৎসবে ভগবান মকরকেতুর পূজার বিবরণ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এককালে রাজারাজরাও সম্ভ্রান্ত মহলে মদন পূজা বসন্তোৎসবের অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল। রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের কৃত্যতত্ত্বে মদন ত্রয়োদশী ও মদন চতুর্দশীতে মদনপূজার বিধান আছে। রঘুনন্দন লিখেছেন, "চৈত্রশুক্লত্রয়োদশ্যাং দমনকবৃক্ষে শালগ্রামে জলে বা কামদেবং পূজয়েৎ।"[১]—দমনকবৃক্ষে শালগ্রামে বা জলে চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে মদনের পূজা করবে। চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্দশীতেও মদনপূজা নির্দিষ্ট হয়েছে।[২] বলা বাহুল্য চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী বা চতুর্দশীতে মদনপূজা বসন্তোৎসবের সামিল। শালগ্রামে মদনপূজা বিষ্ণুর সঙ্গে মদনের অভিন্নতা সূচিত করে। মদনের একটি প্রচলিত ধ্যানমন্ত্র :—

চাপেষুধৃক্ কামদেবো রূপবান্ বিশ্বমোহনঃ।
ধ্যেয়ো বসন্তসহিতো রত্যালিঙ্গিতবিগ্রহঃ ॥[৩]

—ধনুর্বাণধারী রূপবান্ বিশ্বমোহিতকারী রতিদ্বারা আলিঙ্গিত দেহ বসন্ত সহ কামদেবকে ধ্যান করবে।

মৎস্যপুরাণে মদনের মূর্তির বিবরণ থেকে কামদেবের বিগ্রহের সুস্পষ্ট রূপটি পাওয়া যায়।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি দ্বিভুজং কুসুমায়ুধম্।
পার্শ্বে চাশ্বমুখং তস্য মকরধ্বজসংযুতম্ ॥
দক্ষিণে পুষ্পবাণঞ্চ বামে পুষ্পময়ং ধনুঃ।
প্রীতিঃ স্যাদ্দক্ষিণে ভোজনোপস্করান্বিতম্ ॥
রতিশ্চ বামপার্শ্বে তু শয়নং সারসান্বিতম্।
পটশ্চ পটহশ্চ খরঃ কামাতুরস্তথা ॥
পার্শ্বতো জলবাপী চ বনং নন্দনমেব চ।
সুশোভনশ্চ কর্তব্যো ভগবান কুসুমায়ুধঃ ॥
সংস্থানমীষদ্বক্রং স্যাদ্বিস্ময় স্মিতবক্ত্রকম্।[৪]

—কুসুমায়ুধের রূপ বর্ণনা করছি। তিনি দ্বিভুজ। তাঁর পার্শ্বে মকরধ্বজ সংযুক্ত অশ্বমুখ, দক্ষিণ হস্তে পুষ্পবাণ ও বামহস্তে পুষ্পময় ধনু। তাঁর দক্ষিণে ভোজনের উপকরণ সহ প্রীতি ও বামপার্শ্বে রতি। তাঁর দুই পাশে থাকবে সারস যুক্ত শয্যা, পট, পটহ, খর, জলবাপী ও নন্দন কানন ভগবান কুসুমায়ুধের মূর্তিটি সুশোভিত করতে হবে। তাঁর সংস্থান ঈষৎ বক্র ভাবে বিস্ময়ে স্মিতহাস্যময় তাঁর মুখ।

১ অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্, বেণীমাধব দে প্রকাশিত (১৩১৪)—পৃঃ ৬২১ ২ তদেব
৩ পুরোহিত দর্পণ, সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য, ২৭ সং—পৃঃ ৩৫০
৪ মৎস্য পুরাণ – ২৬১।৫৩-৫৭

প্রপঞ্চসার তন্ত্রে মন্মথর একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এই মন্ত্রে মদনের বসন, মাল্য এবং দেহকান্তি প্রভাত সূর্যের মত,—তাঁহার হাতে অংকুশ, অস্ত্র, ধনু ও বাণ—

তরুণমরুণবাসোমাল্যদামাঙ্গরাগং
স্বকরকলিত সাঙ্কশাস্ত্রেষুচাপম্ ॥[১]

এখানে মদন চতুর্ভুজ। এই মূর্তি সূর্যের সাদৃশ্যে পরিকল্পিত। তন্ত্ররাজ তন্ত্রে পঞ্চকামের বিবরণ আছে। কামরাজ মন্মথ, কন্দর্প, মকরকেতন এবং মনোভব—এই পঞ্চকাম। প্রথম তিনটি মূর্তি পীত, শ্বেত ও অরুণবর্ণ, শেষ দুইজন ধূম্র...—সকলেই দ্বিনেত্র, দ্বিভুজ, হাস্যোদ্ভাসিত মুখ, পুষ্পধনু ও পুষ্পশরধারী।[২]

মদনপূজা একালে যে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে, তা নয়। উত্তরবঙ্গে কোচবিহার জেলায় উনিশ বিঘা গ্রামে চৈত্র মাসে মদন চতুর্দশী থেকে সাতদিন ধরে কামদেবের পূজা হয়। একটি লম্বা বাঁশ পুঁতে তার গোড়ায় একটি ছোট বাঁশ পুঁতে পূজা করা হয়। ঐ জেলায় শুখানদীঘি গ্রামে মদন ত্রয়োদশী থেকে তিনদিন কামদেবের পূজা উৎসব হয়। একটি লম্বা বাঁশ পুঁতে, সেই বাঁশের মাথায় একটি পিতলের আরসী ও একজোড়া গুয়াপান বেঁধে, বাঁশটিকে লাল শালু জড়িয়ে মদমের প্রতীক হিসাবে পূজা করা হয়।[৩] উক্ত জেলায় কোচবিহার থানার অন্তর্গত বাঁশদহনতি বাড়ী গ্রামে মদন ত্রয়োদশীর দিন অনুরূপভাবে শালু জড়ানো বাঁশে নানা রঙের ফিতে জড়িয়ে মদনকামের পূজা হয়। চতুর্দশীর দিন হোম ও পূর্ণিমায় পূজা শেষ হয়।[৪] মদনের প্রতীক পূজা ইন্দ্রধ্বজ পূজার সাদৃশ্যে কল্পিত।

মদনের শক্তি ও রতি : কামদেবের নয়টি শক্তির উল্লেখ পাই তন্ত্র শাস্ত্রে। এই নয়টি শক্তি :—মোহনী, ক্ষোভনী, ত্রাসী, স্তম্ভনী, আকর্ষণী, দ্রাবিণী, আহ্লাদিনী, ক্লিন্না ও ক্লেদিনী, এছাড়াও মদনের ষোড়শ শক্তির নামও উল্লিখিত হয়েছে। ষোড়শ শক্তির নাম : যুবতী, বিপ্রলম্ভা, জোৎস্না, সুভ্রা, মদদ্রবা, সুরতা, বারুণী, লোলা, কান্তি, সৌদামিনী, কামচ্ছত্রা, চন্দ্রলেখা, শুকী, মদনাহ্বয়া, যোনি ও মায়াবতী।[৫]

মদনের পত্নীর নাম রতি। রতি দক্ষদুহিতা। দক্ষের ঘর্ম থেকে জাতা রতিকে দক্ষ মদনের হাতে সম্প্রদান করেছিলেন।

ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ দক্ষো দেহস্বেদাম্বুসম্ভবাম্।
কন্দর্পায়াগ্রতঃ কৃত্বা নাম কৃত্বা রতীতি তাম্ ॥[৬]

—এই বলে দক্ষ নিজের দেহের ঘর্ম থেকে জাতা কন্যাকে রতি এই নাম করণ করে কন্দর্পের সম্মুখে তাঁকে দান করেছিলেন।

---

১ প্রপঞ্চ—১৮।৪ ২ তন্ত্ররাজ—৭।৩০-৩৩
৩ পশ্চিমবঙ্গের পূজোপার্বণ ও মেলা, ১ম—পৃঃ ১১১ ৪ তদেব—পৃঃ ১৫৪
৫ তন্ত্ররাজতন্ত্র—১০।১৯-২০ ৬ কাঃ পুঃ ৩।২১

কন্দর্প ব্রহ্মার পুত্র আর রতি দক্ষের কন্যা। যিনি ব্রহ্মা, তিনিই দক্ষ—উভয়েই সূর্যরূপী। দক্ষকন্যা তাই যথার্থই কন্দর্পশক্তি। কন্দর্পশক্তি রতির একটি বর্ণনা পাই দেবী পুরাণে—

বীণাবাদ্যেন পদ্মস্থা রতিঃ কার্যা সুশোভনা।
শঙ্খপুস্তকহস্তা চ স্রঙ্‌মালাভরণোজ্জ্বলা॥

বীণাবাদ্যসমন্বিতা, পদ্মাসনা, শঙ্খ ও পুস্তকহস্তা রতির এই রূপ কল্পনা অবশ্যই সরস্বতীর দ্বারা প্রভাবিত। মদন সূর্যাগ্নির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেই মদন-পত্নী রতিও জ্যোতীরূপা সরস্বতীর সগোত্রা।

বসন্ত

মদনের বন্ধু বসন্তেরও জন্ম হয়েছিল বিধাতা বা ব্রহ্মার নিঃশ্বাস থেকে—

চিন্তাবিষ্টস্ত তস্যাথ নিঃশ্বাসো যো বিনিঃসৃতঃ।
তস্মাদ্বসন্তঃ সঞ্জাতঃ পুষ্পব্রাতবিভূষিতঃ ॥[১]

—চিন্তাবিষ্ট ব্রহ্মার যে নিঃশ্বাস নির্গত হোল, তা থেকে পুষ্পমালা বিভূষিত বসন্ত জন্মগ্রহণ করলেন।

বসন্ত প্রিয় মিলনের ঋতু। সুতরাং কামোদ্দীপক বলেই বসন্ত মদনের সখা এবং সহচর। কলিকাপুরাণে বসন্তের আকৃতির একটি বর্ণনা আছে। বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

সন্ধ্যোদিতাখণ্ডশশিপ্রতিমাস্যঃ সুনাসিকঃ ॥
শঙ্খবচ্ছ্রবণাবর্তঃ শ্যামকুঞ্চিতমূর্ধজঃ।
সন্ধ্যাংশুমালসদৃশ কুণ্ডলদ্বয় মণ্ডিতঃ ॥
পীনস্থূলায়তভুজঃ কঠোরকরযুগ্মকঃ।
সুবৃত্তোরুকটিজঙ্ঘঃ কম্বুগ্রীবোন্নতাংসকঃ।
গূঢ়জত্রু: পীনবক্ষাঃ সম্পূর্ণসর্বলক্ষণৈঃ ॥[২]

সন্ধ্যাকালে উদিত পূর্ণচন্দ্রের মত মুখ, সুন্দর নাসিকা, শাঁখের মত কর্ণবিবর, শ্যামবর্ণ কুঞ্চিত কেশ, সন্ধ্যার কিরণমালা সদৃশ কুণ্ডলদ্বয় শোভিত, পীন, স্থূল ও দীর্ঘ ভুজদ্বয়, কঠোর দুটি হস্ত, সুগোল উরু, কটি ও জঙ্ঘা, উন্নত গ্রীবা এবং স্কন্ধদেশ, গুপ্ত কণ্ঠাস্থি, স্থূল বক্ষ এবং সকল প্রকার লক্ষণের দ্বারা সুগঠিত সকল অঙ্গবিশিষ্ট বসন্তের আকৃতি।

ব্রহ্মা বসন্তকে মদনের সখা হিসাবে নির্দিষ্ট করেছিলেন। বসন্তর সহায়তায় মদন মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গাতে গিয়েছিলেন। কালিকাপুরাণে বসন্ত নাম করণের তাৎপর্য হিসাবে ব্রহ্মা বলেছেন—বসতেরন্তহেতুত্বাদ্ বসন্তাখ্যো ভবত্বয়ম্।[৩]—প্রণয়ীকে তার বাসস্থানের অন্ত বা শেষে উপনীত করে অর্থাৎ দূরস্থিত বা প্রবাসস্থিত ব্যক্তিকে তার বাস উঠিয়ে প্রিয় মিলনের জন্ত যাত্রা করায় বলে এর নাম হোক বসন্ত।

১ কাঃ পুঃ ৪।২৫ ২ কাঃ, পুঃ—৪-২৭-৩০ ৩ কাঃ পুঃ ৪।৩৬

ক্ষেত্রপাল

মৎস্য পুরাণে ক্ষেত্রপালের মূর্তির বিবরণ আছে। বর্ণনাটি উদ্ধৃত করছি :—

ক্ষেত্রপালশ্চ কর্তব্যো জটিলো বিকৃতাননঃ।
দিগ্বাসা জটিলাস্তদ্বচ্ছ্বগোমায়ুনিষেবিতঃ॥
কপালং বামহস্তে তু শিরঃ কেশসমাবৃতম্।
দক্ষিণে শক্তিকাং দদ্যাদসুরক্ষয়কারিণী॥[১]

—ক্ষেত্রপালকে জটামণ্ডিত ও বিকৃতানন করে নির্মাণ করবে। ক্ষেত্রপাল দিগম্বর, জটিল, কুকুর ও শৃগাল বেষ্টিত, তাঁর মস্তক কেশসমাবৃত, বাম হস্তে কপাল দক্ষিণ হস্তে অসুরনাশিনী শক্তি প্রদান করবে।

ক্ষেত্রপালের একটি ধ্যানমন্ত্রও পাওয়া যায় :—

ভ্রাজচ্চণ্ডজটাধরং ত্রিনয়নং নীলাঞ্জনাদ্রিপ্রভং
দোর্দণ্ডাত্তগদাকপালমরুণস্রগ্ গন্ধবস্ত্রোজ্জ্বলম্।
ঘণ্টামেখলঘর্ঘরধ্বনিমিলজ্ঝংকারভীমং বিভুং
বন্দেঽহং সিতসর্পকুণ্ডলধরং শ্রীক্ষেত্রপালং সদা॥[২]

—উজ্জ্বল ভয়ংকরজটাধারী, ত্রিনয়ন, নীল কজ্জল ও পর্বত সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট, হস্তদ্বয়ে গৃহীত গদা ও কপাল, রক্তবর্ণমাল্য ও গন্ধ ও বস্ত্রে উজ্জ্বল, কটিতে বদ্ধ ঘণ্টার ঘর্ঘরশব্দের ভীষণ ঝংকারে ভয়ংকর, সাদা সর্পের কুণ্ডলধারী ভগবান ক্ষেত্রপালকে আমি বন্দনা করি।

এই দুটি বিবরণ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে ক্ষেত্রপালকে শিবের রূপান্তর বলে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। ক্ষেত্রপাল জটামণ্ডিত, ত্রিনয়ন, দিগম্বর। প্রথম বিবরণে বাম হস্তে কপাল ও দক্ষিণহস্তে শক্তি, দ্বিতীয় বিবরণে তাঁর এক হাতে গদা ও অপর হাতে কপাল। দ্বিতীয় বিবরণে ক্ষেত্রপালের কর্ণে সাদা সাপের কুণ্ডল। এই বর্ণনার সঙ্গে শিবের সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। মৎস্য পুরাণের প্রতিমা বর্ণনায় ক্ষেত্রপাল কুকুর শৃগালের দ্বারা সেবিত। শিবের পশুপতিত্বের ইঙ্গিত এখানে লভ্য। শিবের সঙ্গে এই গভীর সাদৃশ্য ক্ষেত্রপালকে শিবের মূর্তিভেদ বলে বিজ্ঞাপিত করে। চব্বিশ পরগণা জেলার খড়দহে ক্ষেত্রপাল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গের উপরিভাগে সংযুক্ত একটি অংশকে ক্ষেত্রপালের প্রতীক বলা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে গদাধারী ক্ষেত্রপালের প্রস্তর মূর্তি আছে। ক্ষেত্রপালের গদা বিষ্ণুর কাছ থেকে গৃহীত। কিন্তু কপাল বা পানপাত্র (অথবা ভিক্ষাপাত্র) শিব ও কালীর সম্পত্তি।

---

১ মৎস্য—২৬১।৫১-৫২ ২ হিন্দুসর্বস্ব—পৃঃ ১৬৫

মঙ্গল কাব্যগুলিতে শিব স্বয়ং কৃষিকার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। যজুর্বেদের শতরুদ্রীয় স্তোত্রে রুদ্রকে ক্ষেত্রপতি বলা হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রের শিবের একটি নাম ক্ষেত্রপাল বা ক্ষেত্রেশ।[১] সুতরাং ক্ষেত্রপাল যে শিবেরই রূপান্তর তাতে সংশয় নেই। তথাপি কেউ কেউ ক্ষেত্রপালকে অনার্য দেবতা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।[২]

ক্ষেত্রপাল একসময়ে বিশেষ জনপ্রিয় দেবতা হিসাবে সম্ভবতঃ কৃষককুলের দ্বারা পূজিত হতেন। তারকেশ্বর শিবতত্ত্ব নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে দু'শ আড়াই শ বৎসর পূর্বে ক্ষেত্রপালের পূজা প্রচলিত ছিল। সদুক্তিকর্ণামৃত নামক সংস্কৃত কোষগ্রন্থে এবং কোন কোন মঙ্গলকাব্যে ক্ষেত্রপালের উল্লেখ দেখা যায়। কোন কোন স্থানে ধর্মরাজের পূজায় চতুর্দিকের অধিপতি হিসাবে ক্ষেত্রপালের বন্দনা করা হয়।[৩] বৌদ্ধ মহাযানীদের মধ্যেও ক্ষেত্রপালের পূজা প্রচলিত ছিল।[৪] কিন্তু আধুনিক কালে ক্ষেত্রপালের পূজা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

---

১ হিন্দুদের দেবদেবী—৩য় পর্ব, ২য় সং পৃঃ ৬৭-৭০ দ্রষ্টব্য

২ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১৮০ ৩ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১৭৭-৭৮

৪ পৌরাণিক উপাখ্যান, যোগেশ চন্দ্র রায়—পৃঃ ১১৯

ধন্বন্তরি

চিকিৎসাশাস্ত্রের অধীশ্বর ধন্বন্তরি। ইনি সমুদ্রমন্থন কালে অমৃতভাণ্ড হস্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ধন্বন্তরিস্ততো দেবো বপুষ্মানুদতিষ্ঠত।
শ্বেতং কমণ্ডলুং বিভ্রদমৃতং যত্র তিষ্ঠতি ॥[১]

—তারপর দেহধারী ধন্বন্তরিদেব শ্বেত কমণ্ডলু হস্তে উত্থিত হয়েছিলেন, যে কমণ্ডলুতে অমৃত ছিল।

মথ্যমানে পুনস্তস্মিন্ জলধৌ সমদৃশ্যত।
ধন্বন্তরিঃ স ভগবানায়ুর্বেদঃ প্রজাপতি ॥[২]

—সমুদ্রমথিত হতে থাকলে সমুদ্রে ভগবান্ আয়ুর্বেদ প্রজাপতি ধন্বন্তরি দেখা দিলেন।

ততো ধন্বন্তরির্দেবঃ শ্বেতাম্বরধরঃ স্বয়ম্।
বিভ্রৎ কমণ্ডলুং পূর্ণমমৃতস্য সমুত্থিতঃ ॥[৩]

শ্রীমদ্ভাগবতে ধন্বন্তরির আকৃতির বর্ণনা আছে

অথোদধের্মথ্যমানাৎ কাশ্যপৈরমৃতার্থিভিঃ।
উদতিষ্ঠন্মহারাজ পুরুষঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥
দীর্ঘপীবরদোর্দণ্ডঃ কম্বুগ্রীবোঽরুণেক্ষণঃ।
শ্যামলস্তরুণঃ স্রগ্বী সর্বাভরণভূষিতঃ ॥
পীতবাসা মহোরস্কঃমণিকুণ্ডলঃ।
স্নিগ্ধকুঞ্চিতকেশান্তসুভগঃ সিংহবিক্রমঃ ॥
অমৃতপূর্ণকলসং বিভ্রদ্বলয়ভূষিতঃ।[৪]

—অমৃতপ্রার্থী দেবতাদের দ্বারা মথ্যমান সমুদ্র থেকে, হে মহারাজ, পরমাদ্ভুত পুরুষ উঠেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ স্থূল বাহু, কম্বু গ্রীবা, অরুণবর্ণ লোচন, দেহের বর্ণ শ্যাম, তিনি যুবাপুরুষ, মাল্যভূষিত, সকল অলংকারে ভূষিত, পীত বসন পরিহিত, বিশালবক্ষঃ সম্পন্ন, মণিময় কুণ্ডলধারী, স্নিগ্ধ কুঞ্চিত কেশশোভিত, সৌভাগ্যবান, সিংহতুল্য পরাক্রমশালী বলয়ভূষিত, অমৃতপূর্ণকলসধারী।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণানুসারে ধন্বন্তরির নাম ব্যাধিনাশক[৫]। ধন্বন্তরি প্রথমে চিকিৎসাতত্ত্বদর্শন নামক তন্ত্র রচনা করেছিলেন—

চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞানং নাম তন্ত্রং মনোহরম্।
ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ চকার প্রথমে সতি ॥[৬]

---

১ মহাঃ আদি—১৯।২৯ ২ মৎস্যপুঃ—২৫১।১ ৩ বিষ্ণু, পুঃ—১।৯।৯৭
৪ ভাগবত—৮।৮।৩১-৩৪ ৫ ব্রহ্মবৈবর্ত, ব্রহ্মখণ্ড—১৬।১৩ ৬ তদেব—১৬।১৫

হরিবংশ অনুসারে ধন্বন্তরি সমুদ্রমন্থনকালে সমুদ্র থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পূর্ব থেকেই তিনি সিদ্ধির নিমিত্ত তপশ্চরণ অভ্যাস করছিলেন। বিষ্ণু তাঁকে দেখে বললেন, তুমি অব্জ। সেই জন্য তাঁর নাম হোল অব্জ। ধন্বন্তরি বিষ্ণুকে বললেন, আমি তোমার, সুতরাং আমার স্থান এবং যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট কর। বিষ্ণু বললেন, যজ্ঞার্হ দেবগণ পূর্বে যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। তুমি দেবগণের পশ্চাতে জন্মগ্রহণ করেছ, তুমি দেবগণের পুত্র, ঈশ্বর নও। সেই জন্য তোমাকে যজ্ঞভাগ দিতে আমি সক্ষম নয়। তবে দ্বিতীয় জন্মে তুমি খ্যাতি লাভ করবে। গর্ভে অবস্থান কালেই অণিমা প্রভৃতি সিদ্ধি তুমি লাভ করবে, সেই শরীরেই তুমি দেবত্ব লাভ করবে।

তেনৈব শরীরেরণ দেবত্বং প্রাপ্স্যসে প্রভো।
চরুমন্ত্রৈর্ব্রতৈর্জাপৈর্যক্ষ্যন্তি ত্বাং দ্বিজাতয়ঃ।
অষ্টধাত্বং পুনশ্চৈবমায়ুর্বেদং বিধাস্যসি।[১]

—সেই শরীরেই তুমি দেবত্ব লাভ করবে। চরু ব্রত জপমন্ত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ তোমার যাগ করবেন, তুমি আয়ুর্বেদকে অষ্টভাগে বিভক্ত করবে।

সুনহোত্রবংশীয় কাশীরাজ পুত্রকামনায় তপস্যা করেছিলেন দীর্ঘকাল। তিনি অব্জদেবকে পুত্ররূপে লাভের জন্য অব্জদেবের আরাধনা করেছিলেন। অব্জদেব তুষ্ট হয়ে বর দিতে উদ্যত হলে কাশীরাজ প্রার্থনা করলেন, তুমি আমার খ্যাতিমান পুত্র হও। ধন্বন্তরি কাশীরাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি ভরদ্বাজের কাছ থেকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করে তাকে আটভাগে বিভক্ত করে শিষ্যদের প্রদান করেছিলেন।

আয়ুর্বেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপ্যেহ ভিষজাং ক্রিয়াম্।
তমষ্টধা পুনর্বস্য শিষ্যেভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ॥[২]

ধন্বন্তরির সঙ্গে রুদ্র বিষ্ণু ও অশ্বিদ্বয়ের সংযোগ লক্ষিত হয়। বেদে রুদ্র দেবতাদের ভিষক্ অর্থাৎ বৈদ্য, তাঁর হাতে ঔষধ থাকে।[৩] বেদে এবং পুরাণে অশ্বিদ্বয়ও দেবতাদের বৈদ্য।[৪] রুদ্র ও অশ্বিদ্বয়ের এককালে যজ্ঞভাগ ছিল না, পরে তাঁরা যজ্ঞভাগ আদায় করেছিলেন। ধন্বন্তরিরও যজ্ঞভাগ ছিল না, পরে তিনিও যজ্ঞভাগ লাভ করেছিলেন। ভাগবতে ধন্বন্তরির আকৃতির সঙ্গে বিষ্ণুর সাদৃশ্য আছে। ভাগবত অনুসারে ধন্বন্তরি বিষ্ণুর অংশে জাত।

স বৈ ভগবতঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণোরংশাংশসম্ভবঃ।
ধন্বন্তরিরিতি খ্যাত আয়ুর্বেদদৃগিজ্যভাক্॥[৫]

ধন্বন্তরি অব্জ বা জলজাত—বিষ্ণু অনন্ত সাগরে ভাসমান। বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মীও অব্জা। অতএব রুদ্রশিব অশিদ্বয় ও বিষ্ণুর সমন্বয়ে ধন্বন্তরি আয়ুর্বেদের দেবতা

১ হরিবংশ, হরিবংশপর্ব—২৯।১৯-২০ ২ হরিবংশ, হরিবংশপর্ব—২৯।২৭
৩ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য় পর্ব, ২য় সং—পৃঃ ৯-১০ দ্রষ্টব্য
৪ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম পর্ব, ২য় সং পৃঃ ৪১২-২০ ৫ ভাগবত—৮।৮।৩৪-৩৫

তথা রোগ নিরাময়ের দেবতা হিসাবে কল্পিত হয়েছেন। মনে হয়, রোগারোগ্যের দেবতা হিসাবে মহাদেব ও অশ্বিদ্বয়ের প্রাধান্য কমে গেলে ধন্বন্তরির পরিকল্পনা হয়েছিল। কিন্তু ধন্বন্তরি কোনদিনই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন নি, তাঁর মূর্তিও কখনও পূজিত হয়েছে বলে জানা যায় না।

মহর্ষি চরকের সংহিতা অনুসারে ভরদ্বাজ ঋষি দীর্ঘজীবন কামনায় ইন্দ্রের কাছে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেছিলেন। ব্রহ্মা প্রথমে আয়ুর্বেদ সৃষ্টি করেছিলেন, ব্রহ্মা আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিলেন প্রজাপতি দক্ষকে। দক্ষের নিকট থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন, ইন্দ্র শেখেন অশ্বিদ্বয়ের কাছ থেকে। আবার ইন্দ্রের কাছ থেকে ভরদ্বাজমুনি আয়ুর্বেদের জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

দীর্ঘজীবিতমন্বিচ্ছন্ ভরদ্বাজ উপাগমৎ।
ইন্দ্রমুগ্রতপা বুদ্ধা শরণ্যমমরেশ্বরম্॥
ব্রহ্মণা হি যথা প্রোক্তমায়ুর্বেদং প্রজাপতিঃ।
জগ্রাহ নিখিলেনাদাবশ্বিনৌ তু পুনস্ততঃ॥
অশ্বিভ্যাং ভগবান্ শক্রঃ প্রতিপেদে হ কেবলম্।
ঋষিপ্রোক্তো ভরদ্বাজস্তস্মাচ্ছক্রমুপাগমৎ॥[১]

চরকসংহিতায় কিন্তু ধন্বন্তরির উল্লেখ নেই। হরিবংশে ধন্বন্তরি আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেছিলেন ভরদ্বাজের কাছ থেকে। সুতরাং ধন্বন্তরির আবির্ভাব যে অশ্বিদ্বয়ের পরে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পরে আবির্ভূত হয়েও ধন্বন্তরি জনপ্রিয় হতে পারেন নি। তবে এখনও অনেকে ঔষধগ্রহণের পূর্বে ধন্বন্তরিকে স্মরণ করে থাকেন।

---

১ চরক সংহিতা, সূত্রস্থানম্ - ১।১-২

গ্রহদেবতা

পুরাণে-তন্ত্রে গ্রহগণ দেবতারূপে স্বীকৃত ও পূজিত হন। যে কোন নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মে নবগ্রহের অর্চনা করার রীতি আছে। নবগ্রহের পাষাণনির্মিত মূর্তিও প্রচুর পাওয়া গেছে যত্র তত্র। এই নবগ্রহের মধ্যে আছেন সূর্য, সোম বা চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু। পুরাণে নয়টি গ্রহের রূপ কল্পনা করা হয়েছে। মনে হয়, সূর্যেরই রূপকল্পনা অনুসারে গ্রহদেবতাদের রূপ কল্পিত হয়েছিল। রবি বা সূর্য সকল গ্রহের উৎস। সোম সূর্যের আহ্লাদক রশ্মি —চন্দ্রে প্রতিফলিত। হিন্দুজ্যোতিষে সোম চন্দ্ররূপে গ্রহস্থানীয়, পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানে চন্দ্র উপগ্রহ। সকল বৃহৎবস্তুর অধিপতিরূপে বেদে সূর্যই বৃহস্পতি, পরে তিনি গ্রহ। শনৈশ্চর সূর্যপুত্র হিসাবে সূর্যেরই প্রতিরূপ। শনৈশ্চর শব্দের অর্থ যিনি ধীরে চলেন। সূর্য যেমন তীব্রগতিসম্পন্ন, তেমনি আপাতঃদৃষ্টিতে ধীরগতিও। শনৈশ্চরের মূর্তি :—

শনি ইন্দ্রনীলনিভঃ শূলী বরদো গৃধ্রবাহনঃ।
পাশবাণাসনধরো ধ্যাতব্যোঽর্কসুতঃ ॥[১]

ইন্দ্রনীলমণির মত বর্ণ, শূলধারী ও বরদহস্ত, পাশ ও ধনুর্বাণধারী, শকুনিবাহন সূর্যপুত্র শনৈশ্চরকে ধ্যান করবে।

শনৈশ্চরের প্রণামমন্ত্র:—

নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহম্।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্ ॥[২]

মহানির্বাণতন্ত্রে শনি কানা ও খোঁড়া।[৩]

মহাভারতে কলিযুগের অধীশ্বর মূর্তিমান কলি অমঙ্গল ও অশুভের প্রতিমূর্তি। কলি ও শনি সমন্বিত হয়ে অমঙ্গলকর গ্রহরূপে পরিগণিত হয়েছেন। সাম্প্রতিক কালে শকুনিবাহন নীলবর্ণ শনির পূজা বেশ প্রসারিত। শনির বাহন শকুনি বিষ্ণু-বাহন গরুড়ের আদর্শে পরিকল্পিত। শকুনি অমঙ্গলের প্রতীক হিসাবে শনির বাহন। বেদের সুপর্ণ বা শকুন সূর্য, তিনি হয়েছেন বিষ্ণুবাহন গরুড়।[৪] গরুড়ের রূপান্তর শকুনি। বৌদ্ধ তন্ত্রে শনির বাহন কচ্ছপ। শনি কৃষ্ণবর্ণ দ্বিভুজ ও দণ্ডধারী।[৫] শনির নীলবর্ণ বিষ্ণুর গাত্রবর্ণের সাদৃশ্যে কল্পিত। শনিপূজায় সিন্নির ব্যবস্থা সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পূজার উপকরণ থেকে গৃহীত হয়েছে। পুরাণে সূর্যপুত্র শনি ছায়ার গর্ভজাত—যমের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। আধুনিক জ্যোতি-র্বিজ্ঞানে শনি Saturn নামক গ্রহ।

---

১ কাঃ পুঃ—৭৯।১০০ ২ ধর্মপূজা বিধান—পৃঃ ১১৩ ৩ মহাঃ, নিঃ ত—১৩।৮৮
৪ হিন্দুদের দেবদেবী—২য়, ২য় সং, পৃঃ ৩৫২—৫৮ ৫ বৌদ্ধদের দেবী—পৃঃ ১১৮

মঙ্গল রক্তবসন, মেষবাহন, চতুর্ভুজ,—শূল ও গদাধারী।

মঙ্গল রক্তাম্বরধরঃ শূলী শক্তিমাংশ্চ গদাধরঃ।
চতুর্ভুজঃ মেষরথো বরদো মঙ্গলো মতঃ।[১]

—রক্তবস্ত্রপরিহিত, ত্রিশূলধারী, শক্তিমান, গদাধর চতুর্ভুজ, মেষবাহিত রথে আসীন, বরদানকারী মঙ্গলকে জানবে।

মঙ্গল ভূমিপুত্র, সুতরাং তাঁর অপর নাম কুজ।

ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভং।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্॥[২]

বৌদ্ধ তন্ত্রে ভূমিপুত্র মঙ্গল দ্বিভুজ, রক্তবর্ণ, ছাগবাহন, দক্ষিণহস্তে মাংসছেদনের কুঠার এবং বামহস্তে ছিন্ন নরমুণ্ড ভক্ষণে উদ্যত, মঙ্গল যুদ্ধবিগ্রহ সৃজনের দ্বারা নরকুল ধ্বংস করেন।[৩] মঙ্গলের রক্তবর্ণ প্রভাত সূর্য ও ব্রহ্মার সদৃশ, তাঁর হস্তস্থিত গদা বিষ্ণুর আয়ুধ। যজ্ঞরূপা সরস্বতীর বাহন ছিল মেষ, অগ্নি ছাগবাহন মঙ্গলের আকৃতি সূর্যাগ্নির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। তন্ত্রশাস্ত্রে মঙ্গল দ্বিভুজ, ঈষ কুব্জদেহ—কুজমীষৎ কুব্জতনুং হস্তাভ্যাং দণ্ডধারিণম্।

দেবতাদের গুরু যেমন বৃহস্পতি, অসুরদের গুরু তেমনি শুক্র। পুরাণে শুক্রে বর্ণনা :—

সর্বৈর্দেবগণৈর্নিত্যং তপ্যমানং মনোহরম্।
শুক্র শুক্লবস্ত্রং শুক্লবর্ণং শঙ্খনাগোপরিস্থিতম্॥
চতুর্ভুজং পাশমালাং পুস্তকঞ্চ বরাভয়ে।
ক্রমাদ্দক্ষিণবামাগ্র্যাং ধত্তে দৈত্যগুরুঃ সদা॥[৪]

—সকল দেবগণের দ্বারা নিত্যতাপিত, মনোহর, শুভ্রবস্ত্রপরিহিত, শুভ্রব শঙ্খনাগের উপরে অবস্থিত, চতুর্ভুজ, দক্ষিণ ও বামের হস্তচতুষ্টয়ে যথাক্রমে পা ও অক্ষমালা, পুস্তক, বর ও অভয়মুদ্রা ধারণ করে আছেন দৈত্যগুরু।

শুক্রের প্রণামমন্ত্র :—

হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্।
সর্বশাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্॥[৫]

বৌদ্ধ মহাযান তন্ত্রে শুক্র পদ্মোপরি উপবিষ্ট শুভ্রাঙ্গ দ্বিভুজঅক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু-ধারী।[৬] শুক্র বা শুক্রাচার্যের বিগ্রহ কল্পনা ব্রহ্মার মূর্তির দ্বারা প্রভাবিত।

বৃহস্পতি দেবতাদের গুরু। তিনি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ। বেদে বৃহস্পতি ছিলেন সূর্য, পরে বৃহস্পতি হলেন বৃহত্তম গ্রহ।[৭]

বৃহস্পতির মূর্তি :

স্বর্ণগৌরঃ পীতবাসা ঃ স্বর্ণপর্যঙ্কসংস্থিতঃ।
বৃহস্পতি মালাং কমণ্ডলুং দণ্ডং বামেন বরদায়কম্॥
চতুর্ভুজঞ্চ সর্বজ্ঞং চিন্তয়েদ্দেবতীর্থকম্।[৮]

---

১ কাঃ পুঃ—৭৯।১২৪ ২ ধর্মপূজা—পৃঃ ১১২ ৩ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ১১৭
৪ কাঃ, পুঃ—৭৯।১২৮-২৯ ৫ ধর্মপূজা বিধান—পৃ ১১৩ ৬ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ১১৮
৭ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম—২য় সং, পৃঃ ৪৯৬—৫০৬ ৮ কাঃ পুঃ—৭৯।১২৬-২৭

—সোনার মত গৌরবর্ণ, পীতবসনধারী, স্বর্ণপালঙ্কে উপবিষ্ট, চার হাতে জপমালা, কমণ্ডলু, দণ্ড ও বরদমুদ্রাধারী, চতুর্ভুজ সর্বজ্ঞ বৃহস্পতিদেবকে ধ্যান করবে।

বৌদ্ধতন্ত্রের বৃহস্পতি ভেক অথবা নরকপালের উপরে উপবিষ্ট গৌরবর্ণ, দ্বিভুজ, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুধারী।[১]

পুরাণের কাহিনী অনুসারে বৃহস্পতিপত্নী তারার গর্ভে জাত সোমের পুত্র বুধ। বুধ মনুপুত্র ইলার গর্ভে এক পুত্র সৃষ্টি করেন। মনুপুত্র ইল পুন্নামক বনে হরপার্বতীর বিহারস্থলে গমন করায় নারীতে পরিণত হন। বুধ সেই সময় ইলার রূপে মুগ্ধ হন। ইলা ও বুধের পুত্র ইল[২]

বুধের আকৃতি :—

বিশিষ্টাকারবন্মুণ্ডী সকমণ্ডলুপুস্তকঃ।
বুধ　বেণুদণ্ডকৃতাবেশঃ পবিত্রখনিত্রকঃ॥
দ্বিজরূপঃ শিখী ব্রহ্ম নিগদন্ কর্ণকুণ্ডলী।
বটুভিক্ষার্থিভির্যুক্তঃ সমিৎপুষ্পকুশোদকৈঃ॥[৩]

—বিশিষ্ট আকারযুক্ত, মুণ্ডিতমস্তক, কমণ্ডলু-পুস্তকধারী, বেণুদণ্ড আবিষ্ট পবিত্র ও খনিত্রসমন্বিত, ব্রাহ্মণরূপী, শিখাধারী, বেদবক্তা, কর্ণকুণ্ডলধারী, বটু ও প্রাণিগণের দ্বারা সমিৎ পুষ্প কুশ ও জলদ্বারা অর্চিত।

বুধের আর একটি বর্ণনা :—

পীতাম্বরধরঃ শূলী পীতমাল্যানুলেপনঃ।
খড়গচর্মগদাপাণিঃ সিংহস্থো বরদো বুধঃ॥[৪]

—পীতবসন পরিহিত, পীতমাল্যধারী ও পীতবর্ণের লেপনের দ্বারা লিপ্ত দেহ, খড়্গ চর্মগদাধারী, সিংহারূঢ় বরদাতা বুধ। বুধ শ্যামবর্ণ চতুর্ভুজ—ব্রাহ্মণবটু সদৃশ। বুধের প্রণাম মন্ত্র,—

প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধং
সৌম্যং সর্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্॥[৫]

বৃহস্পতির মতই বুধ পণ্ডিত, বেদবক্তা। কমণ্ডলু ও পুস্তক বুধ ব্রহ্মা-বৃহস্পতির নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন। বৌদ্ধতন্ত্রে বুধ পদ্মাসীন, পীতবর্ণ, দ্বিভুজ, ধনুঃ-শরধারী।[৬]

রাহু ও কেতু　রাহু ও কেতু নবগ্রহের দুটি গ্রহ। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে রাহু ও কেতু নামক কোন গ্রহের অস্তিত্ব নেই। মহাভারতে রাহু একটি অসুর। সে সমুদ্র-মন্থনে উদ্ভূত অমৃত দেবতার ছদ্মবেশে দেবগণের সঙ্গে ভোজন করতে আরম্ভ করেছিল। অমৃত যখন তার কণ্ঠে পৌঁছেছে

১ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ১১৮　২ পদ্মপুঃ সৃষ্টি—অঃ।
৩ পদ্মপুঃ সৃষ্টি—৮১৯৫-৯৬　৪ কাঃ পুঃ—৭৯।১২৫
৫ ধর্মপূজা—পৃঃ ১১৩　৬ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ১১৮

ঠিক সেই সময় সূর্য ও চন্দ্র ছদ্মবেশী দানব রাহুর দিকে দেবগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বিষ্ণু চক্রদ্বারা রাহুর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। রাহুর ছিন্নমুণ্ড অমৃত স্পর্শে অমরত্ব লাভ করায় মহা-গর্জনে আকাশ কম্পিত করে আকাশে বিচরণ করতে থাকে এবং সুযোগ পেলেই সূর্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করে। কিন্তু ধরহীন মুণ্ডের গলদেশ দিয়ে সূর্য ও চন্দ্র নির্গত হয়ে যান।[১] এইভাবে সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ হয়। প্রসিদ্ধি আছে যে রাহুর মুণ্ডহীন দেহই কেতু। কিন্তু গ্রহণের সময় সূর্যচন্দ্রগ্রাসকারী রাহু ছায়ামাত্র। ঋগ্বেদে এই ছায়ার নাম স্বর্ভানু।[২] অমৃতহারী দানব রাহুর সঙ্গে ছায়ারূপী স্বর্ভানুর একীকরণ হয়েছে। রাহু ও কেতুর স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। তিনি লিখেছেন, "রবিপথকে চন্দ্রপথ দুই স্থানে ছেদ করিয়াছে। চন্দ্রপথের এক অর্ধাংশ রবিপথের উত্তরে, অপরার্ধ দক্ষিণে। জ্যোতির্গণিতে দুই ছেদবিন্দুর একটির নাম রাহু, অপরটির নাম কেতু।"[৩]

সুতরাং সূর্যের গমনপথের দুটি স্থান রাহু ও কেতু নামে প্রসিদ্ধ। রাহুর দ্বিখণ্ডিত দেহের দুটি অংশ রাহু ও কেতু নামক দুটি গ্রহরূপে পরিগণিত হয়েছে কেন, তা স্পষ্ট ভাবেই বোঝা যায়। এখানে গ্রহ অর্থে ইংরাজী planet নয়। গ্রহ সূর্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সূর্য চন্দ্রও গ্রহ। পুরাণে রাহু ও কেতুর আকার কল্পনা করা হয়েছে।

রাহুর বর্ণনা :—

বরদাভয়হস্তশ্চ খড়্গচর্মধরস্তথা।
সিংহাসনগতঃ কৃষ্ণো রাহু র্ধীরঃ প্রচক্ষ্যতে॥[৪]

—বিবেকী ব্যক্তি রাহুকে বরদ, অভয়, খড়্গ ও চর্ম (ঢাল) ধারী কৃষ্ণবর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট বলে থাকেন।

রাহুর প্রণাম মন্ত্র :—

অর্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যপ্রমর্দকং
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্॥[৫]

বৌদ্ধ মহাযানধর্মে মৃত্যুদেবতা রাহু রক্তমিশ্রিত কৃষ্ণ বর্ণ, দুই হস্তে সূর্য ও চন্দ্র।[৬]

পুরাণে কেতুর বর্ণনা :—

ধূম্রবর্ণো বিশালাক্ষঃ পুচ্ছরূপী চতুর্ভুজঃ।
খড়্গচর্মগদাবাণপাণিঃ কেতুঃ শরাসনঃ॥[৭]

—কেতুর বর্ণ ধূমের মত, চক্ষুদ্বয় বিশাল, তিনি পুচ্ছরূপী, চতুর্ভুজ, খড়্গ চর্ম গদা ও বাণহস্ত শরাসনে উপবিষ্ট।

---

১ মহাঃ আদি ১৯ অঃ ২ ঋগ্বেদ—৫।৪০ ৩ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ৬১
৪ অঃ পুঃ—৫৯।১৩৯ ৫ ধর্মপূজা বিধান—পৃঃ১১৩
৬ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ১২৮ ৭ [illegible]

কেতুর প্রণাম মন্ত্র :—

পলালধূমসংকাশং তারাগ্রহবিমর্দকং
রৌদ্রং রৌদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্।[1]

বৌদ্ধতন্ত্রে কেতু বিভিন্ন প্রকার জ্বরের দেবতা, তিনি কৃষ্ণবর্ণ দ্বিভুজ খড়্গ ও নাগপাশধারী[2] রাহু ও কেতু একই বস্তুর দুটি অংশ—দেহ ও মুণ্ড—রাহুকেতু শিরঃকায়ৌ বিকৃতৌক্রূরচেষ্টিতৌ।[3] রবির একই গমনপথের দুটি অংশ বলেই এরূপ কল্পনা।

---

১ দর্শপূজা বিধান—১১৪ ২ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ১১৮
৩ মহানির্বাণতন্ত্র—১৩।৮৮

ভাবাত্মক দেবতা

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের শ্রদ্ধা (১৫১ সূক্ত), মায়া (১৭৭ সূক্ত), সৃষ্টি (১৯০ সূক্ত), মন্যু (৮৩ সূক্ত) প্রভৃতি কয়েকটি ভাবাত্মক দেবতা আছেন, আর আছেন যক্ষ্মারোগনাশক শত্রুনাশক প্রভৃতি দেবতা। এই সকল দেবতার বিশেষ কোন আকার প্রকার নেই। মন্যুর কাছে ঋষির প্রার্থনা বৃত্রাদি শত্রুবধ এবং পরিজন সহ নিজেদের রক্ষা বিধান। মন্যুকে ইন্দ্রাদি দেবগণের সঙ্গে অভিন্নরূপে কল্পনা করা হয়েছে—

মন্যুরিন্দ্রো মন্যুরেবাস দেবো মন্যুর্হোতা বরুণো জাতবেদাঃ।
মন্যুংবিশ ঈলতে মানুষীর্যাঃ পাহি নো মন্যো তপসা সজোষাঃ॥
অভীহি মন্যো তবসস্তবীয়াস্তপসা যুজা বি জহি শত্রূন্।
অমিত্রহা বৃত্রহা দস্যুহা চ বিশ্বা বসূন্যা ভরা ত্বং নঃ।[1]

মন্যুই নিজে ইন্দ্র, মন্যুই দেবতা, তিনি হোতা, তিনি বরুণ, তিনি জাতবেদা বহ্নি। মনুষ্যজাতীয় সকল প্রজা মন্যুকে স্তব করে। হে মন্যু! তপস অর্থাৎ আমার পিতার সঙ্গে মিলিত হইয়া আমাদের রক্ষা কর। হে মন্যু! অতি বিপুল মূর্তি ধারণ পূর্বক এস, তপস অর্থাৎ আমার পিতাকে সহায় করে শত্রুদের ধ্বংস কর। তুমি শত্রু সংহারকারী বৃত্রনিধনকারী এবং দস্যু জাতির প্রাণবধকারী। আমাদের জন্য সর্বপ্রকার সম্পত্তি আনিয়া দাও।[2]

শ্রদ্ধাসূক্তটি শ্রদ্ধা নামক মানসিক গুণটির স্তুতি মাত্র। এই সূক্তে বলা হয়েছে-

শ্রদ্ধয়াগ্নিঃ সমিধ্যতে শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ।
শ্রদ্ধাং ভগস্য মূর্ধনি বচসা বেদয়ামসি॥
প্রিয়ং শ্রদ্ধে দদতঃ প্রিয়ং শ্রদ্ধে দিদাসতঃ।
প্রিয়ং ভোজেষু যজ্বস্বিদং ন উদিতং কৃধি॥[3]

—শ্রদ্ধার গুণে অগ্নি প্রজ্জলিত হন, শ্রদ্ধাপ্রযুক্তই যজ্ঞসামগ্রী আহুতি দেওয়া হয়। শ্রদ্ধা সম্পত্তির মস্তকের উপরে থাকেন, এ আমি স্পষ্ট বাক্য জানাইতেছি। হে শ্রদ্ধা! যে দান করে তুমি তাহার প্রিয় কার্যের অনুষ্ঠান কর, যে দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাকেও সন্তুষ্ট কর। যাহারা ভোজন করায়, যজ্ঞ করে তাহারা প্রীতি লাভ করুক। হে শ্রদ্ধা! আমার এ কথাটি রক্ষা কর।[4]

কিন্তু পদ্মপুরাণে শ্রদ্ধা, ক্ষমা, শান্তি, অহিংসা মেধা, প্রজ্ঞা দয়া প্রভৃতি দেবতাদের আকারের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রদ্ধার বিবরণ :—

১ ঋগ্বেদ—১০।৮৩-৪ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১০।১৫১।১০২
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাঙ্গী রক্তাম্বরবিলাসিনী।
সুপ্রসন্না সুমন্ত্রা চ যত্র তত্র ন পশ্যতি ॥
জ্ঞানভাব সমাক্রান্তা পুণ্যহস্তা তপস্বিনী।
মুক্তাভরণশোভাঢ্যা নির্মলা চারুহাসিনী ॥
ইয়ংশ্রদ্ধা মহাভাগ পশ্য পশ্য সমাগতা।[১]

শ্রদ্ধা তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, রক্তবসনপরিহিতা মুক্তালংকারভূষিতা তপস্বিনী, হাস্যমুখী। অহিংসা পদ্মাসনা শ্যামবর্ণা—

পদ্মাসনা সুরূপা সা শ্যামবর্ণা যশস্বিনী।
অহিংসেয়ং মহাভাগা ভবন্তং তু সমাগতা ॥[২]

ক্ষমা গৌরবর্ণা হাস্যমুখী পদ্মহস্তা পদ্মনেত্রা সুপদ্মিনী—

অতিধীরা প্রসন্নাঙ্গী গৌরী প্রহসিতাননা।
পদ্মহস্তা ইয়ং ধাত্রী পদ্মনেত্রা সুপদ্মিনী।
দিব্যৈরাভরণৈ যুক্তা ক্ষমা প্রাপ্ত দ্বিজোত্তমা ॥[৩]

প্রজ্ঞা হংস ও চন্দ্রতুল্যশুভ্রা, মুক্তাহারভূষিতা, শ্বেতবস্ত্রশোভিতা, পুস্তক ও অক্ষমাল্যধারিণী—

হংসচন্দ্রপ্রতিকাশা মুক্তাহারবিলম্বিনী ॥
সর্বাভরণসন্তুষ্টা সুপ্রসন্না মনস্বিনী ॥
শ্বেতবস্ত্রেণ সংবৃতা শতপত্রকরেরুত্তম্ ॥
পুস্তকাক্ষং করে যস্যা রাজমানা সদৈব হি।
এষা প্রজ্ঞা মহাভাগা ভাগ্যবন্তং সমাগতা ॥[৪]

দয়া রক্তবর্ণা, পীতবর্ণের পুষ্পমাল্যভূষিতা, কেয়ুর কঙ্কণ কুণ্ডল প্রভৃতি অলংকারে ভূষিতা পীতবর্ণের বস্ত্রপরিহিতা—

লাক্ষাবর্ণসমাবর্ণা সুপ্রসন্না সদৈব হি।
পীতপুষ্পকৃতিমালা হারকেয়ুরভূষণা।
মুদ্রিকা কঙ্কণোপেতা রত্নকুণ্ডলমণ্ডিতা।
পীতেন বাসসা দেবী সদৈব পরিরাজতে ॥
ত্রৈলোক্যস্যোপকারায় পোষণায়াদ্বিতীয়কা।
যস্যাঃ শীলং দ্বিজশ্রেষ্ঠ সদৈব পরিকীর্তিতম্ ॥
সেয়ং দয়া সুসম্প্রাপ্তা তব পার্শ্বে দ্বিজোত্তম।[৫]

মেধা গৌরবর্ণা বহুবুদ্ধিসম্পন্না, মাল্যবস্ত্রভূষিতা। ক্ষমা ও শান্তির যে বর্ণনা আছে, তাতে তাঁদের সুস্পষ্ট আকার প্রতিভাত হয় না। বলা বাহুল্য এই সকল ভাব ও গুণবাচক দেবীদের মূর্তিকল্পনায় লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রভাব

১ পদ্মপুঃ ভূমিখণ্ড—১২।৮৮-৯০ ২ তদেব—১২।৮৭
৩ তদেব—১২।৮৫-৮৬ ৪ তদেব—১২।৯২-৯৪ ৫ তদেব—১২।৯৫-৯৮

সক্রিয়। এ ছাড়াও ব্রহ্মচর্য, সত্য, তপঃ, দম, নিয়ম শৌচ প্রভৃতি ভাবাত্মক কয়েকটি দেবতারও মূর্তির বিবরণ আছে। ব্রহ্মচর্য দণ্ডহস্তকমণ্ডলুধারী ব্রাহ্মণ-রূপী, কপিলবর্ণ পিঙ্গল চক্ষু; দম জটাধারী, কর্কশ, খড়্গাধারী পাপনাশক; শৌচ স্ফটিকতুলা শুভ্র, কমণ্ডলু ও দণ্ডধারী, অতিদীপ্ত। এই সকল ভাবাত্মক ও গুণবাচক দেবদেবীর পূজা কখনও প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। এঁরা পুঁথির পাতাতেই রয়ে গেছেন।

উপদেবতা

যক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নর-বিদ্যাধর

হিন্দুপুরাণে স্বর্গবাসী দেবদেবী ছাড়াও কয়েক শ্রেণীর উপদেবতা বা অর্ধদেবতা আছেন। এঁরা নর এবং দেবতাদের মধ্যবর্তী। যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর প্রভৃতি বিচিত্র গণদেবতার অস্তিত্ব পুরাণে পাওয়া যায়। এঁদের নাম একত্রে উচ্চারিত হয়ে থাকে—

গন্ধর্বাপ্‌সরসো যক্ষা রক্ষোভূতগণোরগাঃ।
পশবঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাধ্রাশ্চারণা ক্রমা॥[১]
সিদ্ধাচারগন্ধর্বান্ বিদ্যাধ্রাসুরগুহ্যকান্
কিন্নরাপ্‌সরসো নাগান্ সর্পান্ কিম্পুরুষনরান্॥[২]

ওই তালিকায় সিদ্ধগণ, ভূতগণ, সর্পগণ, নাগগণ, পিতৃগণ প্রভৃতিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অসুর এবং রক্ষোগণও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ভগবদ্গীতায় সাধ্যগণও তালিকায় স্থান পেয়েছে—

গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সাধ্যোঃ।[৩]

গুহ্যক ও যক্ষ একই দেবসত্তা। ভাগবতে এঁদের উপদেবতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে—

ততো নিক্রম্য বলিন উপদেবমহাভটাঃ।[৪]

যক্ষনারীরাও উপদেবী—

যেনোদ্বিগ্নদৃশঃ ক্ষত্তরুপদেব্যোঽত্রসন্।[৫]

ঋগ্বেদে একটি সূক্তে আমমাংসভোজীম মনুষ্যকুলের ক্ষতিকারী আকাশ ও পৃথিবীতে বিচরণকারী যাতুধান বা রাক্ষসদের বধ করার জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে। এই সূক্তেই (২য় মন্ত্র) রাক্ষসদের মূরদেব অর্থাৎ মূঢ়দেব বা অপদেবতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[৬] আর একটি সূক্তে রাক্ষসগণ গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করে। রাক্ষসগণ আমমাসাংসভোজী, জীবজন্তুর মাংস খায়, গাভীর দুগ্ধ হরণ করে।[৭]

হিমালয়ের উপত্যকায় যক্ষগণের পুরী

গত্বোদীচীং দিশং রাজা রুদ্রানুচরসেবিতাম্।
দদর্শ হিমবদ্দ্রোণ্যাং পুরীং গুহ্যকসঙ্কুলাম্॥[৮]

---

১ শ্রীমদ্ ভাগবত—২।৬।১৪ ২ শ্রীমদ্ ভাগবত—২।১০।৩৭-৩৮ ৩ গীতা—১১।২২
৪ ভাগবত—৪।১০।৭ ৫ ভাগবত—৪।১০।৬ ৬ ঋগ্বেদ—১০।৮৭
৭ ঋগ্বেদ—১০।৮৭ ৮ ভাগবত—৪।১০।৫

কৈলাস পর্বতে কুবেরের পুরে গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, কিন্নর যক্ষ প্রভৃতিরা বাস করতো—

কিন্নরা মদনেনার্তা রক্তা মধুরকণ্ঠিনঃ।
সমং সংপ্রজগুর্যত্র মনস্তুষ্টিবিবর্ধনম্।
বিদ্যাধরা মদক্ষীবা মদরক্তান্তলোচনাঃ।
যোষিদ্ভিঃ সহ সংক্রান্তাশ্চিক্রীড়ুর্জহৃষুশ্চবৈ॥
ঘণ্টানামিব সন্নাদঃ শুশ্রুবে মধুরস্বনঃ।
অপ্সরোগণ সজ্ঘানাং গায়তাং ধনদালয়ে॥[1]

—কামার্ত রক্তবর্ণ (অনুরক্ত) মধুরকণ্ঠ কিন্নরগণ মনস্তুষ্টিকারী কিন্নরীগণ সহ যেখানে গান করতো, মদমত্ত মদ্যপানে আরক্তলোচন বিদ্যাধরগণ স্ত্রীগণের সঙ্গে ক্রীড়া করতো এবং আনন্দ উপভোগ করতো, সেই কুবেরের গৃহে অপসরোগণ সমূহের গান হতে থাকলে ঘণ্টাধ্বনি সদৃশ মধুর শব্দ শ্রুত হয়েছিল।

মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্য অনুসারে মানস সরোবরের নিকটে কৈলাস পর্বতে যক্ষগণের বাসভূমি কুবেরের রাজধানী অলকাপুরী অবস্থিত। কালিদাস যক্ষগণকে গগনচারী বলেছেন।[2] যক্ষগণ বীরযোদ্ধা। শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের দশম অধ্যায়ে উত্তানপাদনন্দন হরিভক্ত ধ্রুবের সঙ্গে যক্ষগণের যুদ্ধের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এখানে যক্ষগণ খলস্বভাব, মায়াবী এবং মরণশীল। রাক্ষসগণ যক্ষগণের বান্ধব ও সহযোগী। ধ্রুবের সঙ্গে যুদ্ধে বহু যক্ষ ও রাক্ষস নিহত হয়। মহাভারতে যক্ষ গন্ধর্ব ও রাক্ষসগণ সমপর্যায়ভুক্ত এবং কামচারী—

বিহিতং কামচারাণাং যক্ষ গন্ধর্বরক্ষসাম্।[3]

এদের বিচরণকাল সন্ধ্যার পূর্ব থেকে সমগ্র রজনীভাগ। মহাভারতের আদিপর্বে (১৭০ অঃ) গন্ধর্বপতি অঙ্গারপর্ণ বা চিত্ররথের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ, চিত্ররথের পরাজয় ও পরে পাণ্ডবগণের সঙ্গে গন্ধর্বরাজের সখিত্ব বর্ণিত হয়েছে। গন্ধর্বপতি চিত্ররথ অর্জুনকে চাক্ষুষী বিদ্যা প্রদান করেছিলেন। চিত্ররথের পত্নীর নাম কুম্ভনসী। বনপর্বে (২৪০ অঃ) গন্ধর্বরাজের নাম চিত্রসেন। গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন দ্বৈতবনে সরোবরে গন্ধর্বগণ অপ্সরাগণ সহ বিহার করছিলেন। ঘোষ-যাত্রায় দুর্যোধন সসৈন্যে পাণ্ডবদের অনিষ্টকামনায় ঐ স্থানে আগমন করলে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন মায়া অস্ত্রে কৌরবদের পরাজিত ও দুর্যোধনকে বন্দী করে অপহরণ করেছিলেন এবং অর্জুনের অনুরোধে মুক্ত করেছিলেন। গন্ধর্বগণের সংখ্যা সহস্র সহস্র—সর্ব এব তু গন্ধর্বাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।[4] এরা আকাশচারী—খেচরাঃ সর্বে।[5]

গন্ধর্বগণের সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শিতা সুপ্রসিদ্ধ। সঙ্গীতবিদ্যাকে গন্ধর্ববেদ বলা হয়—গন্ধর্ববেদ সামবেদের উপবেদ।[6] হাহা হুহু, চিত্ররথ, হংস, বিশ্বাবসু,

---

১ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—৩।১৭-৯ ২ মেঘদূত, পূর্বমেঘ—৪৬ শ্লোক
৩ মহাঃ, আদি—১৭০।৯ ৪ মহাঃ, বনপর্ব—২৪০।২৮ ৫ তদেব ৬ শব্দকল্পদ্রুমঃ

গোমায়ু, তুম্বুরু, নন্দি ও মান্য প্রসিদ্ধ গন্ধর্ব। দেবর্ষি নারদের মত তুম্বুরুর সঙ্গীত পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ। গন্ধর্বগণের একাদশ গণ অগ্নিপুরাণে গণভেদ নামক অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে :

অভ্রাজোঽন্ধ্যারিবম্ভারী সূর্যবর্চাস্তথা কৃধুঃ।
হস্তঃ সুহস্ত স্বাঞ্চৈব মূর্ধন্বাংশ্চ মহামনাঃ॥
বিশ্বাবসুঃ কৃশানুশ্চ গন্ধর্বৈকাদশো গণাঃ[১]

গন্ধর্বলোকের অবস্থান গুহ্যক লোকের উপরে ও বিদ্যাধর লোকের নিম্নে।[৪] অমরকোষ অভিধানে বিদ্যাধর দেবযোনি বিশেষ। "বিদ্যাং মন্ত্রাদিকং ধরতি পচাদিত্বাদচঃ। পুষ্পদন্তাদি কামরূপী খেচরঃ ইতি ভরতঃ।"[২]—বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্র প্রভৃতি ধারণ করে এই অর্থে অচ্ প্রত্যয় ; পুষ্পদন্ত প্রভৃতি বিদ্যাধর কামরূপী ও আকাশচারী। অগ্নিপুরাণে (কাশ্যপীয় বংশ) গন্ধর্বগণ যক্ষ ও অপ্সরাগণের মিলনে উৎপন্ন, বিদ্যাধরগণ গন্ধর্বগণের দ্বারা সৃষ্ট।

নৈকৈর্যক্ষগণৈর্ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যমপ্সরোগণৈঃ।
তেষামুৎপাদিতাস্ত্যোন্যং মহাগন্ধর্বনায়কাঃ॥
উৎপাদিতাঃপুনস্তৈর্যে বিক্রান্তা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
বিদ্যাধরেশ্বরাস্তে তু ঘোরাঃ কামচারিণঃ॥
হিরণ্যরোমা কপিলঃ সুলোমা মাধবস্তথা!
ইন্দ্রকেতুশ্চ পিঙ্গাক্ষো নাদশ্চৈব মহাবলঃ॥
গণ ইত্যেবমাদিস্ত দ্বে চান্যে বৈ সুলোচনে।
শিবা চ সুমনাশ্চৈব তাভ্যামপি চ বিশ্রবাঃ॥
পুনশ্চোৎপাদয়ামাস বিদ্যা সৌমনসংগণম্
এতৈর্ব্যাপ্তো হ্যয়ং লোকো বিদ্যাধরগণৈস্ত্রিভিঃ॥
এভ্যোঽনেকানি জাতানি হ্যবরান্তরচারিণাম্।
লোকেঽস্মিন্ গণশস্তানি মন্ত্রবিদ্যাবিচারিণাম্।
বিদ্যাধরাস্তথান্যেঽপি বিদ্যাবলসমন্বিতাঃ॥

—কেবলমাত্র যক্ষগণের দ্বারা নয়, অপ্সরাগণের দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত হয়েছিল। তাঁরা পরস্পর মহাগন্ধর্বনায়কদের উৎপন্ন করেছিলেন। পুনরায় তাঁরা যাদের উৎপন্ন করলেন তাঁরা পরাক্রান্ত যুদ্ধ দুর্মদ ঘোররূপী কামচারী বিদ্যাধরেশ্বর। হিরণ্যরোম, কপিল, সুলোমা, মাধব, ইন্দ্রকেতু, পিঙ্গাক্ষ, নাদ এবং মহাবল প্রভৃতি গণ, হে সুলোচনে, অন্যান্য যাঁরা তাঁরা শিবা ও সুমনা, তাঁদের দ্বারা উৎপাদিত হয়েছিলেন বিশ্রবা, বিদ্যা ও সৌমনস গণ। এঁদের দ্বারা এবং তিন বিদ্যাধর গণের দ্বারা এই লোক পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এঁদের মধ্যে অনেক বাহির ও অন্তশ্চারী জাত হয়েছিলেন। এই লোকে মন্ত্রবিদ্যাবিচরণকারীদের অনেক গণ রয়েছেন, রয়েছেন মহাবলযুক্ত অপর বিদ্যাধরগণ।

---

১ স্কন্দপুঃ কাশীখণ্ড ২ শব্দকল্পদ্রুমঃ

বিদ্যাধর কিন্নর যক্ষ প্রভৃতিদের মধ্যে গন্ধর্বগণ প্রধান। "More important are the Gandharvas, spirits who are half man and half-bird, and usually friendly towards men."[১]

কিন্নরগণ ও বিদ্যাধর, গন্ধর্ব, যক্ষ প্রভৃতির মত অর্ধদেবতা ও গণদেবতা। কিং নর অর্থাৎ কুৎসিৎ নর—এই অর্থে কিন্নর। কিন্নরগণ অশ্বমুখবিশিষ্ট। সেই জন্যই এদের কুৎসিৎ নর বলা হয়েছে—স তু অশ্বমুখত্বাৎ কুৎসিতনরঃ স্বর্গনায়কঃ তুম্বুরু প্রভৃতিঃ। তৎপর্যায়ঃ কিম্পুরুষঃ তুরঙ্গবদনঃ।[২] "কিন্নর কুৎসিৎ নর অশ্বমুখ নরশরীর বা নরমুখ অশ্বশরীর। দেবযোনি বিশেষ। এদের রাজা কুবের। এরা স্বর্গের গায়ক। ব্রহ্মার ছায়া হতে এরা উৎপন্ন হয়েছে। কৈলাসে এরা বিচরণ করে।"[৩]

"The Kinnaras also dwell in Kubera's heaven, where they are dancers, musicians and charioteers. They have human bodies with horse's heads and are said to have been born at the same time as the Yakshas."[৪]

মহাভারতের শান্তিপর্বে রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ ও মরুদ্‌গণ দক্ষ-কন্যাগণের গর্ভে জাত ধর্মের সন্তান। কশ্যপের অপর পত্নীগণ গন্ধর্ব, তুরগ, পশু, পক্ষী, কিম্পুরুষ, মৎস্য উদ্ভিজ্জ এবং বনস্পতি সমুদয় প্রসব করেছিলেন।[৫] আবার গন্ধর্বগণ ও ব্রহ্মার কান্তি থেকে উদ্ভূত এরূপ প্রসিদ্ধিও বর্তমান।[৬] গন্ধর্বাধিপতি অঙ্গারপর্ণ বা চিত্ররথ যক্ষাধিপতি বা কিন্নরাধিপতি কুবেরের প্রিয়সখা।[৭]

প্রকৃত পক্ষে যক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর রক্ষ প্রভৃতি একই বস্তু এবং বৈদিক রুদ্রগণ বা মরুদ্‌গণের রূপান্তর। এরা সকলেই কশ্যপের ঔরসে জাত অর্থাৎ ভ্রাতৃবৃন্দ।

রুদ্রাণাঞ্চ গণং তদ্বদ্‌গোমহিষ্যো বরাঙ্গনা।
সুরাভির্জনয়ামাস কশ্যপাৎ সংযতব্রতা॥
মুনির্মুনীনাঞ্চ গণং গণমপ্‌সরসাং তথা।
তথা কিন্নরগন্ধর্বানরিষ্টাজনয়দ্বহূন্॥
তৃণবৃক্ষলতাগুল্মমিরা সর্বমজীজনৎ।
বিশ্বা তু যক্ষ রক্ষাংসি জনয়ামাস কোটিশঃ॥[৮]

—সংযতব্রতা বরাঙ্গনা সুরভি কশ্যপের ঔরসে রুদ্রগণ গো, মহিষদের জন্ম দিয়েছিলেন। মুনি জন্ম দিয়েছিলেন মুনিগণ ও অপ্‌সরাগণকে। অনুরূপ ভাবে অরিষ্টা জন্ম দিয়েছিলেন বহুসংখ্যক কিন্নর ও গন্ধর্বগণকে। ইরা এইরূপে

১ Indian Mythology, Veronica Ions—p.117 ২ শব্দকল্পদ্রুমঃ
৩ পৌরাণিক অভিধান, সুধীর সরকার—পৃঃ ৮১-৮২
৪ Iadian Mythology, Veronica Ions—P 117 ৫ মহাঃ, শান্তি—২০৭ অঃ
৬ সরল বাঙ্গালা অভিধান—সুবল মিত্র ৭ মহাঃ, আদি—১৭০।১৩
৮ মৎস্য পুঃ—৭।৪৪-৪৬

তৃণ বৃক্ষলতা গুল্ম সকলকে জন্ম দিয়েছিলেন। বিশ্বা কোটি কোটি যক্ষ ও রক্ষোগণের জন্ম দিয়েছিলেন।

এরা সকলেই কশ্যপের সন্তান সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। কোন কোন পুরাণের মতে যক্ষ ও রক্ষ ক্ষুধার্ত ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করে রজোমাত্রাত্মিকা তনু পরিগ্রহ করায় ক্ষুধার্ত ও কুপিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা অন্ধকারে ক্ষুৎক্ষামদের সৃষ্টি করেন। এরা বিরূপ এবং শ্মশ্রুযুক্ত। ক্ষুধার্ত হয়ে এদের মধ্যে একদল ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হয়, আর একদল তাদের নিবৃত্ত করে ব্রহ্মাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে। যারা বলেছিল ব্রহ্মাকে ভক্ষণ কর তারা হোল যক্ষ, আর যারা বলেছিল রক্ষা কর, তারা রক্ষঃ বা রাক্ষস নামে পরিচিত হয়।

ক্ষুৎক্ষামান্ধকারেঽথ সোঽসৃজদ্ ভগবাংস্ততঃ।
বিরূপাঃ শ্মশ্রুলা জাতাস্তেঽভ্যধাবংস্ততঃ প্রভুম্॥
মৈবংভো রক্ষ্যতামেষ যৈরুক্তং রাক্ষসাস্তুতে।
উচুঃ খাদাম ইত্যন্যে যে তে যক্ষাস্তু যক্ষনাৎ॥[১]

তারপর ব্রহ্মার শরীর থেকে গন্ধর্বগণের উৎপত্তি হয়। এরা গান করতে করতে জন্ম গ্রহণ করায় গন্ধর্ব নামে পরিচিত হয়।

ধয়ন্তো গাং সমুৎপন্না গন্ধর্বাস্তস্য তৎক্ষণাৎ।
পিবন্তো জজ্ঞিরে বাচং গন্ধর্বাস্তেন তে দ্বিজ॥[২]

—এঁরা গো (বাক্য বা গীত) ধয়ন (উচ্চারণ বা গান) করতে করতে জন্মগ্রহণ করায় গন্ধর্ব নামে অভিহিত হয়।

এই ধরণের কাহিনী ভাগবতেও রয়েছে। ভাগবতের বিবরণ :—

বিসসর্জাত্মনঃ কায়ং নাভিনন্দংস্তমোময়ং।
জগৃহুর্যক্ষরক্ষাংসি রাত্রিং ক্ষুত্তৃট্‌সমুদ্ভবাম্॥
ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যামুপসৃষ্টা স্তে তং জগ্ধুমভিদুদ্রুবুঃ।
মা রক্ষতৈমং জক্ষধ্বমিত্যুচুঃ ক্ষুত্তৃড়ার্দিতাঃ॥
দেবস্তানাহ সংবিগ্নো মা মা জক্ষত রক্ষত।
অহো মে যক্ষরক্ষাংসি প্রজা য়ূয়ং বভূবিথ॥[৩]

—ব্রহ্মা নিজের তমোময় দেহ পছন্দ করলেন না, নিজের দেহ বিসর্জন করলেন। ঐ দেহ হোল রাত্রি। ক্ষুধা তৃষ্ণা জাত রাত্রিকে যক্ষ ও রাক্ষসগণ গ্রহণ করে। ক্ষুধা তৃষ্ণার দ্বারা সৃষ্ট হয়ে তারা ব্রহ্মাকেই ভক্ষণ করতে ধাবিত হয়, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তারা এঁকে রক্ষা কোরো না, ভক্ষণ কর, এই কথা বলেছিল। দেব ব্রহ্মা উদ্বিগ্ন হয়ে তাদের বললেন ভক্ষণ কোরো না, রক্ষা কর। অহো, তোমরা যক্ষ এবং রক্ষ নামে আমার প্রজা হবে।

এই ভাবেই ব্রহ্মার দেহ থেকে গন্ধর্ব, অপ্‌সরা, বিদ্যাধর, কিম্পুরুষ প্রভৃতি

---

১ বিষ্ণুপুঃ—১।৩।৪০।৪১ ২ বিষ্ণুপুঃ—১।৩।৪৪-৪৫ ৩ ভাগবত—৩।২০।১৯-২১

আবির্ভূত হয়। কামময় দেহ পরি[illegible] সন্ধ্যাকে সৃষ্টি করলেন এবং অসুরগণ সন্ধ্যাকে গ্রহণ করলে ব্রহ্মা স্বীয় [illegible] থেকে গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং সেই দেহত্যাগ ক[illegible] দেহ জ্যোৎস্না হয় এবং সেই জ্যোৎস্নাকে তিনি বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্বগণকে দান করেন।

কান্ত্যা সসর্জ ভগবান্ গন্ধর্বাপ্সরসাং গণান্।
বিসসর্জ তনুং তাং বৈ জ্যোৎস্নাং কান্তিমতীং প্রিয়াম্।
ত এব চাদদুঃ প্রীত্যা বিশ্বাবসুপুরোগমাঃ ॥[1]

অতঃপর ব্রহ্মা অসুর প্রভৃতি সৃষ্টি করার পরে নিজ অদৃশ্য দেহদ্বারা সাধ্যগণ, পিতৃগণ প্রভৃতি সৃষ্টি করে তিরোধান শক্তিদ্বারা সিদ্ধ ও বিদ্যাধর গণকে সৃষ্টি করেন —সিদ্ধান্ বিদ্যাধরাংশ্চৈব তিরোধানেন সোঽসৃজৎ।[2] তারপর নিজের প্রতিবিম্ব দ্বারা কিন্নর কিম্পুরুষদের সৃষ্টি [illegible] কিন্নরান্ কিম্পুরুষান্ প্রত্যাত্ম্যেনা-সৃজৎ প্রভুঃ।[3]

অনুরূপ কাহিনী রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে বর্তমান। এখানেও প্রজাপতি স্বদেহ থেকে যক্ষ এবং রক্ষোগণকে সৃষ্টি করেছিলেন।

প্রজাপতিঃ পুরা সৃষ্ট্বা অপঃ সলিলসম্ভবঃ।
তাসাং সত্ত্বাঃ গোপায়নে সত্ত্বানসৃজৎপদ্মসম্ভবঃ ॥
তে সত্ত্বাঃ সত্ত্বকর্তারং বিনীতবদুপস্থিতাঃ।
কিং কুর্ম ইতি ভাষন্তঃ ক্ষুৎপিপাসাভয়ার্দিতাঃ ॥
প্রজাপতিস্তু তান্ সর্বান্ প্রত্যাহ প্রহসন্নিব।
আভাষ্য বাচা যত্নেন রক্ষধ্বমিতি [illegible]
রক্ষাম ইতি তত্রান্যৈর্যক্ষাম ইতি চাপরৈঃ।
ভুক্ষিতাভুক্ষিতৈরুক্তস্ততস্তানাহ ভূতকৃৎ ॥[4]

—পুরাকালে প্রজাপতি জল সৃষ্টি করে জল থেকে উদ্ভূত হলেন। পদ্মযোনি জলসমূহের রক্ষার নিমিত্ত প্রাণিবর্গের সৃষ্টি করলেন। সেই প্রাণিগণ বিনীত হয়ে প্রাণিস্রষ্টার কাছে ক্ষুৎপিপাসা ও ভয়ে কাতর হয়ে জিজ্ঞাসা করে, আমরা কি করবো? প্রজাপতি হাসতে হাসতে তাদের সকলকে সম্বোধন করে বললেন, হে মানবগণ, যত্নসহকারে জলসমূহ রক্ষা কর। ক্ষুধিত ও পিপাসার্ত প্রাণিবর্গ বললে, রক্ষা করবো, অপর প্রাণিবর্গ বললে পূজা করবো (যক্ষম) প্রাণিস্রষ্টা প্রজাপতি তখন তাদের বললেন, যারা রক্ষা করবো বলেছ, তারা রাক্ষস হও এবং যারা পূজা করবো (যক্ষাম) বলেছ তাহা যক্ষ হও।

বায়ু পুরাণে (৯ অঃ) অসুরের জন্ম প্রজাপতির জঘন থেকে, দেবগণের জন্ম প্রজাপতির মুখ থেকে এবং সৃষ্টিকালে তমোময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ক্ষুধার্ত ব্রহ্মার সৃষ্টি রাক্ষস ও যক্ষগণ।

---

১ ভাগবত—৩।২০।৩৮-৩৯ ২ ভাগবত—৩।২০।৪৪ ৩ ভাগবত —৩।২০।৪৫
৪ রামায়ণ, উত্তর—২।৯-১৩

অন্ধকারে ক্ষুধাবিষ্টঃ ততোঽন্যান্ সৃজতে পুনঃ।
তেন সৃষ্টাঃ ক্ষুধাৎ যানস্তেঽভাংস্যাদাতুমুদ্যতাঃ॥
অস্তাংস্তোতি রক্ষাম উক্তবন্তশ্চ তেষু চ।
রাক্ষসাস্তে স্মৃতা লোকে ক্রোধাত্মানো নিশাচরঃ॥

* * *

যেঽব্রুবন্ ক্ষিমুয়োঽস্মাংসি তেষা হৃষ্টাঃ পরস্পরম্।
তেন যে কর্মণা যক্ষা গুহ্যকাঃ ক্রুরকর্মিণঃ॥[১]

কিন্নর এবং কিম্পুরুষ সমার্থক। পুরাণগুলিতে ভুবনকোষ অধ্যায়ে জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত ভারতবর্ষ, কেতুমালবর্ষ, ইলাবৃত বর্ষ প্রভৃতির মত কিম্পুরুষবর্ষের বিবরণ আছে। ভাগবত অনুসারে (৫।১৯) কিম্পুরুষবর্ষে রামভক্ত হনুমান রামচন্দ্রের চরণপ্রান্তে বসে কিম্পুরুষগণের সঙ্গে রামচন্দ্রের উপাসনা করেন এবং গন্ধর্বগণের দ্বারা রামচন্দ্রের পুণ্য চরিতগান শ্রবণ করেন। মহাদেব দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করার পরে দেবগণের স্তবে প্রীত হয়ে যখন কৈলাসে গমন করলেন, তখন তিনি দেখলেন যে জন্ম, ওষধি, তপস্যা, মন্ত্র, এবং যোগের দ্বারা সিদ্ধ দেবগণ, কিন্নর, গন্ধর্ব ও অপ্সরাবৃন্দের দ্বারা কৈলাসপর্বত অধ্যুষিত ও পরিবৃত রয়েছে।

জন্মৌষধিতপোমন্ত্র যোগসিদ্ধৈর্নরেতরৈঃ।
জুষ্টং কিন্নরগন্ধর্বৈরপ্সরোভির্বৃতং সদা॥[২]

ঐ পর্বতের উপরিভাগে যক্ষরমণীগণের দ্বারা নিষেবিত যক্ষেশ্বরপুরী অলকা অলৌকিক অবস্থায় বর্তমান। যক্ষদের উদ্ভট আকৃতির উল্লেখ অনেকেই করেছেন। তারা কুবেরের অনুচর এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মুখ বিকৃতাকার ও পিঙ্গলাক্ষ, বৃহৎ ... স্ফটিকবর্ণ, রক্তবেশ ও দীর্ঘকর্ণ।[৩]

...kshas are the attendant spirits of Kubera and live ... where they are the Guardians of hidden treasure ...

... থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর ... একই দেবসত্তার বিভিন্ন নাম বা পর্যায় এবং এরা সকলেই মরুদ্গণ বা রুদ্রগণের আদর্শে কল্পিত, রুদ্রগণের সঙ্গে অভিন্ন। একাদশ রুদ্রের ... একাদশ গণ। মেঘদূত কাব্য অনুসারে মহাদেব কুবেরের ... কিন্নরদেরও অধীশ্বর যক্ষদেরও অধীশ্বর। কশ্যপের ঔরসে বা ... সকলের জন্ম। দেবতাদের জনক কশ্যপ এবং সৃষ্টিকর্তা ... গন্ধর্বদের সঙ্গে অপ্সরাদের সম্পর্ক নিবিড়তর। ঋগ্বেদে

১ ... ২ ভাগবত—৪।৬।...
... —পৃঃ ৩৪৬ ... Mythology P. 17

গন্ধর্ব এবং অপ্সরা এই দুই অপ্রধান দেবতা বা উপদেবতার সাক্ষাৎ পাই। সেখানে গন্ধর্বশব্দের দ্বারা সূর্যকেই বোঝানো হয়েছে।[১] গন্ধর্বদের সম্পর্কে Veronica Ions লিখেছেন, The first Gandharva, who may have symabolised the fire of the Sun, had a great knowledge of divine truths and prepared and looked after Soma Juice. His descendents also have amrita in their charge and are learned in medicine. They are said to have splendid cities of their own, but they are usually found in Indra's heaven, where to-gether with the Apsaras, they sing and play their instruments for they are skilled musicians."[২]

অগ্নিপুরাণে গন্ধর্বদের একটি গানের নাম সূর্যবর্চাঃ অর্থাৎ সূর্যকিরণ। বিদ্যাধর গণের একটি গণ হিরণ্যরোমা অর্থাৎ সোনার মত রোম যাদের : এখানেও সূর্য-কিরণের ইঙ্গিত স্পষ্ট। কিন্নরগণ অশ্বমুখ। সূর্যও অশ্বরূপ ধারণ করেছিলেন। বিষ্ণু ও হয়গ্রীব অবতার হয়েছিলেন। সুতরাং রুদ্রগণের মত যক্ষগণ, গন্ধর্বগণ প্রভৃতিও সহস্রাংশুর সর্বব্যাপী অনন্ত কিরণমালারই বিচিত্র রূপায়ণ।

গন্ধর্ব কিন্নর প্রভৃতি পুরাণাদিতেই অবস্থান করেছেন। কিন্তু যক্ষগণ পুরাণের পাতা থেকে নেমে এসেছিলেন মানুষের পূজার নৈবেদ্য গ্রহণ করতে। বৌদ্ধ জৈন এবং হিন্দুদের ধর্মাচরণে যক্ষ যক্ষিণীরা স্থান করে নিয়েছিলেন। যক্ষ-যক্ষিণীর প্রস্তর মূর্তি প্রচুর পাওয়া গেছে। বৌদ্ধ জাতকে যক্ষরা মায়াবী, কাঁচা মাংস ভোজী। অপন্নক জাতকে যক্ষরাজ অন্যান্য যক্ষদের সাহায্যে এক নির্বোধ বণিককে প্রতারণা করে তাকে জলকষ্টে ফেলে সমস্ত মানুষ ও গরু ভক্ষণ করে-ছিলেন। এমন কি, বোধিসত্ত্বকেও প্রতারণা করার চেষ্টা করেছিলেন।[৩]

বজ্রযানী সাধনায় গন্ধর্ব যক্ষ কিন্নর প্রভৃতিদের কথা বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং পূজা ও বলিদ্বারা এঁদের সন্তুষ্টিবিধানের ব্যবস্থা বিহিত হয়েছে। জ্বালামুখীসাধনে ত্রৈলোক্যত্রাসিনী বিদ্যাদ্বারা যক্ষ গন্ধর্বাদিকে বশীভূত করা হয়ে থাকে—"যয়া বিজ্ঞাতমাত্রয়া বিদ্যয়া সাধকেশ্বরঃ সদেবগন্ধর্বগণান্ সযক্ষাসুরমানুষান্ বিদ্যাধর পিশাচাংশ্চ রাক্ষসোরগকিন্নরান্ বশমানয়তি ভূতানি জলস্থলজানি চ।"[৪] —যে বিদ্যা জানামাত্রই সাধকশ্রেষ্ঠ দেবতা সহ গন্ধর্বগণ, যক্ষ, অসুর, মানুষ, বিদ্যাধর, পিশাচ, রাক্ষস, উরগ, কিন্নর, ভূত, জলজ ও স্থলজগণকে বশীভূত করতে পারেন।

মহাকাল সাধনে বলা হয়েছে—হুঁ সর্বযক্ষপিশাচাশ্চ রাক্ষসকিন্নরাশ্চ সর্বশান্তিং কুরু কুরু স্বাহা।[৫] —সকল যক্ষ পিশাচ রাক্ষস কিন্নরগণ সকল শান্তি বিধান

১ ঐ ১ম পর্ব অপ্সরা প্রসঙ্গ দ্রঃ ২ Indian Mythology – P. 117
৩ জাতক, ১ম—ঈশান চন্দ্র ঘোষ ৪ সাধনমালা, ২য়– ২২১ নং সাধন
৫ সাধনমালা ২য় - ৩১২ নং সাধন

করুন। সপ্তাক্ষর সাধনে আছে—ওঁ খ খ খাহি খাহি সর্বযক্ষরাক্ষস ভূতপ্রেত পিশাচোন্মাদাপ্মারডাকিন্যাদয় ইমং বলিং গৃহ্নন্তু সর্বসিদ্ধিং মে প্রযচ্ছতু...।[১]—সকল যক্ষ. রাক্ষস, ভূত প্রেত, পিশাচ, উন্মাদ, ডাকিনী প্রভৃতি এই বলি গ্রহণ করুন সকল সিদ্ধি প্রদান করুন।

নিষ্পন্নযোগাবলীতে আটজন যক্ষরাজের নাম পাওয়া যায়; যথা—পূর্ণচন্দ্র, মণিভদ্র, ধনদ, বৈশ্রবর্ণ, বিচিকুণ্ডলী, কেলিমালী, সুখেন্দ্র ও বলেন্দ্র। এঁদের বর্ণ যথাক্রমে কৃষ্ণ, পীত, লাল, হরিৎ পীন ও পীত। "সকলেই দেখিতে এক প্রকারের। সকলেরই দুইটি হাত, এবং সকলেরই এক হাতে বীজপূরক ফল ও অন্যহাতে একটি নকুল বা বেজী থাকে। ইহাদের বর্ণে কিছু প্রভেদ আছে।[২] বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে বৌদ্ধদেবতা "জম্ভলকে যক্ষরূপে গ্রহণ করাই উচিত।"[৩] বৌদ্ধতন্ত্রে "কিন্নররাজ রক্তমিশ্রিত গৌরবর্ণ এবং দুইটি হাতে বীণা বাদনে তৎপর থাকেন।"[৪] বৌদ্ধতন্ত্রে গন্ধর্বদের রাজার নাম পঞ্চশিখ। ইনি পীতবর্ণ এবং দুহাতে বীণাবাদনরত। বিদ্যাধরদের রাজার নাম সর্বার্থ-সিদ্ধ। ইনি গৌরবর্ণ এবং দুই হাতে কুসুমমালা ধারণ করেন।[৫]

জৈনধর্মে যক্ষগণ একটি বড় স্থান অধিকার করে আছেন। জক্খেরবাসস্থানকে পালিভাষায় চেতিয়, অর্ধমাগধীতে চৈয় অথবা জৈনসূত্রে আয়তন বলা হয়। জক্খগণ ভক্তদের নানা ভাবে উপকার করে থাকেন। তাঁরা আসন্নপ্রসবা গর্ভিণীর রক্ষক এবং সন্তানহীনার সন্তানদাতা। বিভাগসুয় গ্রন্থে সন্তানহীনা অম্বরদত্ত জক্খের মন্দিরে গিয়ে পূজা করেছিলেন। সুভদ্রা সুরম্বর জক্খের নিকট সন্তান কামনায় একশত মহিষ বলি দিয়েছিলেন। জক্খগণ তুষ্ট হলে রোগমুক্তি ঘটে। পিণ্ডনিরুক্তি গ্রন্থে সামিল্যনগরের বহির্ভাগে একটি বাগানে অবস্থিত মনিভদ্র জক্খের মন্দিরে প্রার্থনা করে পানি বসন্ত রোগ থেকে মুক্ত হয়েছিল। পুণ্যভদ্র এবং মণিভদ্র জক্খদ্বয় সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় ছিলেন। ন্যায়াধম্মকহা গ্রন্থে সেলগ নামে উপকারী যক্ষ চতুর্দশী অষ্টমী অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে লোকের উপকার করতেন; তিনি দুজন বণিককে এক নিষ্ঠুর দেবীর কবল থেকে বাঁচিয়ে পিঠে করে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন চম্পায়। জৈনগ্রন্থে জক্খগণ কেবল যে মানুষের উপকার করতেন তা নয়, তাঁরা অনেককে যন্ত্রণা দিতেন এবং হত্যাও করতেন। কথিত আছে যে মন্দিরটি মৃতদেহের হাড়ের উপরে নির্মিত হয়েছিল। সুরপ্রিয় নামে এক জক্খ প্রতি বৎসর তাঁর বিগ্রহে যে রঙ করতো, তাকে হত্যা করতেন। জক্খগণ বালিকাদের সঙ্গে সঙ্গমসুখ উপভোগ করতেন। মানুষের উপরে জক্খদের ভর ও আবেশ হোত। মানাকর অর্জুন জক্খগ্রস্ত হয়ে ছ'জন গুণ্ডাকে ও নিজের স্ত্রীকে হত্যা করেছিলেন। জৈন

---

১ সাধনমালা ২য়—২৫১ নং সাধন
২ বৌধ্দের দেবদেবী—পৃঃ ১২৪
৩ বৌধ্দের দেবদেবী—পৃঃ ১২৫
৪ তদেব—পৃঃ—১২৫
৫ বৌধ্দের দেবদেবী—পৃঃ ১২৫

শ্রমণ ও শ্রমণীগন জক্‌খাবিষ্ট হতেন। মথুরায় জনপ্রিয় দেবতা ভণ্ডীর যক্‌খ ভাণ্ডীর বনতীর্থে বাস করতেন। কুণ্ডলমেধ জক্‌খের উৎসব হোত তরুর কাছের নিকটে। জক্‌খিনীগণের প্রভাবও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গোশালগামে [illegible] দুর্বলব্যক্তি জক্‌খিনীর ভয়ে বাড়ীর বার হতেন না।

কিন্তু যখন জৈনধর্ম [illegible] আচার [illegible] অন্তর্গত [illegible] পৌত্তলিকতা [illegible] ছিলেন [illegible] শ্রীবাদী [illegible] পাদলিপ্ত সূরী রচিত [illegible] কলিকা অনুসারে যক্ষ [illegible] ভোজন।[১]

জৈনগ্রন্থে গুহ্যকগণের উল্লেখ আছে। গুহ্যকগণ কৈলাসনিবাসী—তাঁরা কুকুরের মূর্তিতে পৃথিবীতে বাস করেন। তাঁরা দেবগণের মত ভূমি স্পর্শ করেন না এবং চোখের [illegible] না।[২] জৈনশাস্ত্র অনুসারে গন্ধর (গন্ধর্ব) গণও জৈনধর্মে গভীর [illegible] অনুরাগী। পার্শ্বনাথ এবং পদ্মাবতীর সঙ্গে গৌতম গন্ধর্বের [illegible] নির্দিষ্ট আছে ভৈরব-পদ্মাবতী কল্পে—ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ গৌতম গণরাজায় নমঃ

হিন্দুদের মধ্যে [illegible] পূজা প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহাপ্রভু [illegible] আবির্ভাবকালে নদীয়ায় তথা বাঙ্গালাদেশে যক্ষপূজা প্রচলিত [illegible] বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে।[৫]

যক্ষ এবং রাক্ষস পরস্পর গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট—একই পিতার সন্তান। রামায়ণানুসারে যক্ষাধিপতি কুবের পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবা মুনি ও তৎপত্নী ভরদ্বাজ-কন্যা দেববর্ণিনীর পুত্র।[৬] রাক্ষসরাজ রাবণ কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। সুমালী নামক রাক্ষস কন্যা কৈকসীর গর্ভে বিশ্রবা মুনির ঔরসে রাবণ, কুম্ভকর্ণ সূর্পনখা ও বিভীষণের জন্ম হয়।[৭]

রামায়ণে রাক্ষসরাজ রাবণ ও যক্ষরাজ কুবেরের তুমুল সংগ্রামের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।[৮] মণিচার বা মণিভদ্র নামে মহাযক্ষ কুবেরের পক্ষে রাবণের সঙ্গে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করেও পরাজিত হয়েছিলেন। রাবণ কুবেরকে পরাজিত করে কুবেরের পুষ্পক বিমান অপহরণ করেছিল।

---

১ জৈনধর্মে [illegible] দেবদেবী, ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, শারদীয় বর্ধমান, ১৩৮৪—পৃঃ ৯৭

২ Tara as a [illegible] deity and its fair counterpart padmavati,
A K. Bhattacharya...Sakti Cult & Tara—pp. 165-66

৩ জৈনধর্মে [illegible] দেবদেবী—শারদীয় বর্ধমান, ১৩৮৪

৪ Tara [illegible] etc.—Sakti Cult & Tara

৫ চৈতন্য [illegible] ১ম অঃ   ৬ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড [illegible] সর্গ

৭ রামায়ণ, ঐ [illegible] সর্গ   ৮ ঐ ১৪-১৫ সর্গ

কুবের যক্ষ ও কিন্নরদের অধীশ্বর। তিনি রাক্ষসদেরও অধিপতি। গীতায় কুবেরকে যক্ষ ও রাক্ষসদের অধিপতি বলা হয়েছে—বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।[১] কুবের ধনাধিপতি—দেবতাদের ধনাগারের অধ্যক্ষ। তাঁকে ধনদও বলা হয়ে থাকে। কুবের পুরাণ প্রসিদ্ধ দেবতা। কিন্তু পুরাণের যুগেও কুবের অপ্রধান দেবতা, তাঁর পূজা ও সচরাচর দেখা যায় না, তথাপি বাঙ্গালাদেশে অন্নপূর্ণা পূজায় অন্নপূর্ণার সঙ্গে কুবেরের মূর্তিও পূজিত হয়ে থাকে। লক্ষ্মীপূজার সময়েও লক্ষ্মীর সঙ্গে ধনাধিপতি কুবেরের পূজা হয়। কুবের উত্তর দিকের অধিপতি—দশদিকপালের অন্যতম। হিন্দুর নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মে দশদিকপালের অন্যতম হিসাবে কুবেরও পূজা পেয়ে থাকেন। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে ধনাধিষ্ঠাতা হিসাবে কুবেরের পূজা প্রচলিত নেই।

বাল্মীকির রামায়ণ অনুসারে কুবের প্রজাপতি পুলস্ত্য ঋষির পুত্র বিশ্রবা ও ভরদ্বাজ ঋষির কন্যা দেববর্ণিনীর পুত্র।

স তস্যাং বীর্যসম্পন্নমপত্যং পরমাদ্ভুতম্।
জনয়ামাস ধর্মজ্ঞঃ সর্বৈর্ব্রহ্মগুণৈর্বৃতম্॥
তস্মিন্ জাতে তু সংহৃষ্টঃ সংবভূব পিতামহঃ।
দৃষ্ট্বা শ্রেয়স্করীং বুদ্ধিং ধনাধ্যক্ষো ভবিষ্যতি॥
নাম চাস্যাকরোৎ প্রীতঃ সার্ধং দেবর্ষিভিস্তদা।
যস্মাদ্বিশ্রবসোঽপত্যং সাদৃশ্যাদ্বিশ্রবা ইব॥
তস্মাদ্বৈশ্রবণো নাম ভবিষ্যত্যেষ বিশ্রুতঃ॥[২]

—বিশ্রবা মুনি সেই দেববর্ণিনীর গর্ভে অত্যদ্ভুত ধর্মজ্ঞ সকল ব্রহ্মোচিত গুণে ভূষিত পুত্রকে জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁর জন্ম হলে ব্রহ্মা আনন্দিত হয়ে এবং শ্রেয়স্করী বুদ্ধি দেখে বলেছিলেন যে তিনি হবেন ধনাধিপতি, এবং দেবর্ষিগণের সহিত মিলিত হয়ে তাঁর নামকরণ করেছিলেন। যেহেতু বিশ্রবার পুত্র অথবা বিশ্রবার মত আকৃতি, সেইজন্য তিনি বৈশ্রবণ নামে বিখ্যাত হবেন।

পরে ব্রহ্মাকে তপঃ প্রভাবে পরিতুষ্ট করে বৈশ্রবণ ব্রহ্মার কাছ থেকে বর লাভ করলেন লোকপালত্ব ও ধনাধিপত্য—

অথাব্রবীদ্বৈশ্রবণঃ পিতামহমুপস্থিতম্।
ভগবল্লোকপালত্বমিচ্ছেয়ং বিত্তরক্ষণম্।[৩]

ব্রহ্মা বৈশ্রবণকে লোকপালত্ব এবং ধনাধিপত্য প্রদান করলেন, দিলেন পুষ্পক রথ এবং বিশ্বকর্মা নির্মিত লংকাপুরীর আধিপত্য। পরে কুবেরের

১ গীতা ১০।২৩ ২ রামাঃ, উত্তরকাণ্ড—৩।৫-৮ ৩ রামাঃ, উত্তরকাণ্ড—৩।৫-৮

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণ কুবেরকে লংকা থেকে বিতাড়িত করেছিল এবং পুষ্পক রথটিও কেড়ে নিয়েছিল। রামায়ণে বৈশ্রবণের কুবের নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু পুরাণে তিনি বিশ্রবার পুত্র কুবের—

পুলস্ত্যোঽজনয়ৎ পত্ন্যামগস্ত্যঞ্চ হবির্ভুবি।
সোঽন্যজন্মনি দহ্রাগ্নির্বিশ্রবাশ্চ মহাতপাঃ॥
তস্য যক্ষপতির্দেবঃ কুবেরস্ত্বিলবিলাসুতঃ।
রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ তথান্যস্যাং বিভীষণঃ॥[১]

—পুলস্ত্য হবির্ভূনাম্নী পত্নীর গর্ভে অগস্ত্যের জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি অন্যজন্মে দহ্রাগ্নি এবং মহাতপা বিশ্রবার জন্মদাতা। ইলবিলার গর্ভে তাঁরই পুত্র যক্ষপতি কুবের। তাঁর অন্য পত্নীর (কেশিনী) গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ এবং বিভীষণ জন্মগ্রহণ করে।

ভাগবতে কুবেরের জননী ইলবিলা। যক্ষাধিপতি কুবের অলকাপুরীর অধীশ্বর। ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে অলকাপুরীর মনোরম বর্ণনা আছে। মহাকবি কালিদাস মেঘদূত কাব্যের উত্তরমেঘ অংশে যক্ষপুরী অলকার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে অলকা বিশ্বসৌন্দর্যের সারভূতরূপে প্রতীত হয়েছে।

পদ্মপুরাণে কুবেরের মায়ের নাম মন্দাকিনী, পিতার নাম পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবা।

রাজসৃষ্টিকরো ব্রহ্মা পুলস্ত্যস্তৎসুতোঽভবৎ।
ততস্তু বিশ্রবা যজ্ঞে বেদবিদ্যাবিশারদঃ॥
তস্য পত্নীদ্বয়ং জাতং পাতিব্রত্য চরিত্রভৃৎ।
একা মন্দাকিনী নাম্নী দ্বিতীয়া কৈকষী স্মৃতা॥
পূর্বস্যাং ধনদো যজ্ঞে লোকপাল বিলাসধৃক্।
যোঽসৌ শিবপ্রসাদেন লংকাবাসমচীকরৎ॥[২]

—রাজসৃষ্টিকারী ব্রহ্মা, তাঁর পুত্র পুলস্ত্য, তাঁর পুত্র বেদবিদ্যা বিদ্যানিপুণ বিশ্রবা, বিশ্রবার মন্দাকিনী ও কৈকসী নামে দুই পাতিব্রত্য ও চারিত্রিক গুণসম্পন্ন পত্নী। মন্দাকিনীর গর্ভে লোকপাল ধনদ জন্মগ্রহণ করেন,—তিনি শিবের কৃপায় লংকায় বাস করেছিলেন।

স্কন্দ পুরাণের মতে পুলস্ত্য ত্রেতাযুগে বিশ্রবাকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন। বিশ্রবার পুত্র ধনদ কুবের।

ত্রেতাযুগে ব্রহ্মসমঃ পৌলস্ত্যো নাম বিশ্রবাঃ।
তপঃকৃত্বা সুবিপুলং পদ্মজাত সুতোদ্ভবঃ॥
* * *
ধনদং জনয়ামাস সর্বলক্ষণ লক্ষিতম্।[৩]

---

১ ভাগবত—৪।১।৩৫-৩৬ ২ পদ্মপুঃ পাতাল খণ্ড—৪।১৭-১৯
৩ স্কন্দপুঃ, রেবাখণ্ড - ৪১।৫-৬

কুবেরের পত্নীর নাম ঈশ্বরী,—তিনি যক্ষগণের অধিপতি, তাঁর পুত্রের নাম কুণ্ড।

তস্য ভার্যা মহারাজ ঈশ্বরীতি চ বিশ্রুতা।
যক্ষো যক্ষাধিপঃ শ্রেষ্ঠস্তস্য কুণ্ডোঽভবৎ সুতঃ॥[১]

কুবের সম্পূর্ণ পৌরাণিক দেবতা হলেও অথর্ববেদে অন্ধকারের দানবদের অধীশ্বররূপে কুবেরের নামটি পাওয়া যায়।

"His name first appears in the Atharva Veda (8. 10. 28) where he is the chief of the spirits of darkness."[২]

কুবেরের আকৃতি অত্যন্ত কুৎসিৎ—দানবের মতই। তিনি একচক্ষু' অষ্টদন্ত, ত্রিপাদ—

কুবেরের আকৃতি

ত্রিপাদং সুমহাকায়ং স্থূলশীর্ষং মহাতনুং।
অষ্টদংষ্ট্রং হরিৎশ্মশ্রুং শঙ্কুকর্ণং বিলোহিতম্॥
হ্রস্ব বাহুং প্রবাহুঞ্চ পিঙ্গলং সুবিভীষণং
বৈবর্তজ্ঞান সম্পন্নং সমৃদ্ধং জ্ঞানসম্পদা॥[৩]

—তিন পাদবিশিষ্ট, বিরাট আকার, স্থূলমস্তক, বিশাল দেহ, আটটি দাঁত সমন্বিত, তামাটে দাড়ি, ছুচালো কান, ঈষৎ রক্তাভ, একটি বাহু হ্রস্ব ও একটি বাহু বিশাল, পিঙ্গলবর্ণ, ভয়ংকর, বৈবর্তজ্ঞানসম্পন্ন, জ্ঞান সম্পদে সমৃদ্ধ।

কুৎসিৎ আকৃতি বলেই বিশ্রবানন্দনের নাম কুবের—

কুৎসায়াং ক্বিতি শব্দোঽয়ং শরীরং বেরমুচ্যতে।
কুবের কুশরীরত্বান্নাম্না তেন চ সোঽঙ্কিতঃ॥[৪]

—নিন্দার্থক কুশব্দ, বের শব্দের অর্থ শরীর, কুৎসিৎ শরীর বলেই তিনি কুবের নামে পরিচিত।

কুৎসিত আকৃতি বলে কুবেরের এক শ্রেণীর অনুচরের নাম হয়েছে কিন্নর, কুৎসিত শরীর বলেই ধনাধিপতির নাম কুবের। কুৎসিৎ বীর অর্থাৎ কুবীর থেকেও কুবের শব্দ আসা সম্ভব। কুবেরের বীরত্বের তেমন খ্যাতি নেই। তিনি রাবণের কাছে পরাজিত হয়েছেন।

কিন্তু মহানির্বাণতন্ত্রে কুবের এরকম কদাকার নন। এখানে তিনি সুবর্ণবর্ণ রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট, পাশাংকুশধারী, দ্বিভুজ—

কুবেরং কনকাকারং রত্নসিংহাসনস্থিতম্।
স্তুতং যক্ষ্যগণৈঃ সর্বৈঃ পাশাংকুশকরাম্বুজম্॥[৫]

---

১ তদেব - ৪।১৭   ২ Hindu Polytheism, Alain Danielou—p. 135
৩ বায়ুপুরাণ—২।১।৩৬-৩৭   ৪ বায়ুপুরাণ – ২।১।৩৯
৫ মহাঃ, নি তন্ত্র—১০।১৪

[illegible] রাজানং কুণ্ডলাভ্যামলংকৃতম্।
[illegible] কেয়ূর সহিতং পীতাম্বরধরং বিভুম্॥
গদাধরঞ্চ বরদং স্বর্ণমুকুটান্বিতম্।
নরযুক্তবিমানস্থং মেঘস্থং বা বিচিন্তয়েৎ॥[১]

এই বিবরণে কুবের কুণ্ডল হার, [illegible] প্রভৃতি অলংকারে ভূষিত, সুবর্ণমুকুট পরিহিত পীতাম্বর, গদাধর, নরবাহী বিমানে বা মেঘে অবস্থিত। বৌদ্ধ মহাযান শাস্ত্রে কুবের পীতবর্ণ, এক মুখ, দ্বিভুজ [illegible] ও গদাধারী, নরবাহন।[২]

দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ ধনাধিপতি [illegible] স্বরূপ নির্ণয় কঠিন ব্যাপার। বিভিন্ন দেবতার গুণকর্ম কুবেরে [illegible]। পুরাণে ধনাধিপতির কিম্ভূত-কিমাকার মূর্তি কেন কল্পনা [illegible] সহজ নয়। তবে কুবেরের

কুবেরের স্বরূপ

[illegible] পরিক্রমণকারী সূর্য-বিষ্ণুর কথা [illegible] হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রু ছিল। আটটি দাঁত [illegible]।

কুবে[র] [illegible] সূর্যরূপে গ্রহণ কর[া] [illegible] ইন্দ্র, [illegible] টি অবস্থা বা রূপ [illegible] সূর্যের [illegible] ওঠার সময়। [illegible]

ঋগ্বেদে অগ্নি [illegible] অগ্নি প্রদত্ত ধন প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত [illegible] রয়িমস্বাং পোষমিব দিবে। [illegible] কুবের [illegible] [illegible] বৃহস্পতি [illegible] স্বর্ণবর্ণ [illegible] সংযোগ দৃঢ় করে। কুবেরের পুষ্পক রথ [illegible] এবং বাহন মেঘ ইন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে। মেঘবাহন [illegible]। তাঁর [illegible], কিরীট, কেয়ূর, কুণ্ডল পীতবসন প্রভৃতি [illegible] ভূষণ সুতরাং [illegible] পরবৈদিক বহুবিধ দেবসত্তার মিলন ঘটেছে কুবেরের আকৃতি ও [illegible]। সূর্য [illegible] বিভিন্ন রূপ ও [illegible] বিভিন্ন দেবসত্তার [illegible] [illegible] পড়েন। বৌদ্ধতন্ত্রে কুবেরের [illegible]—

---

১ [illegible] প্রতিবিধান, সাঃ প—পৃঃ ১০৩-৪

২ বৌদ্ধদের দেবদেবী, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য—পৃঃ ১১৩

৩ ঋগ্বেদ—১।১।১ ৪ ঋগ্বেদ—১।১।৩ ৫ হিন্দুদের দেবদেবী [illegible]

৬ হিন্দুদের দেবদেবী ১ম, বৃহস্পতি ও [illegible] দ্রঃ।

"Vasudhārā, Goddess of Abundance, is the Śakti of Kubera, god of wealth. She is [illegible] represented as having one head, but may have from two to [illegible] arms, and wears all the Bodhisattva ornaments. When she has but two arms, the left hand holds a spike of grain, while the right holds a vase out of which pours a quantity of jewels."[1]

কুবেরের পত্নী

বৌদ্ধতন্ত্রে বসুধারা জম্ভলের শক্তি। জম্ভল যক্ষরাজ, সুতরাং কুবেরের সঙ্গে অভিন্ন। বসুধারা শস্য, সম্পদ ও ধনরত্নের দেবী। এঁর ডান হাতে বরদমুদ্রা ও বামহাতে ধানের শীষ থাকে।[2]

বসুধারা বা বসু হিন্দু দেবগোষ্ঠীতে বিষ্ণুর পত্নী—ইনি লক্ষ্মীর সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে মিশে গেছেন। বসুধারা বা লক্ষ্মীর পতি হিসাবেও কুবের সূর্যবিষ্ণুর সঙ্গে একাত্মতা লাভ হয়। বৈদিক ধনদাতা [illegible] পুরাণে ধনের দেবতা কুবেরের কল্পনা হয়। কিন্তু ধনদাত্রী হিসাবে [illegible] প্রাধান্য এবং জনপ্রিয়তা বর্ধিত হওয়ায় কুবের কেবলমাত্র ধনভাণ্ডারের রক্ষক হয়েই রইলেন, ধনাধিষ্ঠাতা হিসাবে সর্বব্যাপী পূজার অধিকারী হতে পারলেন না।

১ Gods of Northern Buddhism, Alice Getty,—p. 115

২ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ৬৯

ধর্মরাজ

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রাম্য দেবতা ধর্মরাজ। ধর্মরাজের মহিমা অবলম্বনে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলে প্রচুর ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে। ধর্মরাজের প্রস্তর প্রতীক গ্রামে গ্রামে পূজিত হয়ে থাকে। "কোন কোন স্থানে এই প্রস্তর খণ্ডের গায়ে টুকরা টুকরা কাঁচ বা পিতলের পেরেক পরাইয়া দেওয়া হয়—তাহাই ধর্মঠাকুরের চক্ষু।"[১] অনেক জায়গাতেই ধর্মঠাকুরের প্রতীক শিলা কচ্ছপাকৃতি বিশিষ্ট। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন যে হিন্দুধর্মের প্রভাবের ফলেই ধর্মের শিলামূর্তি কচ্ছপাকৃতি অর্থাৎ বিষ্ণুর কূর্মাবতারের আদর্শে নির্মিত হয়।[২] ডিম্বাকার, চতুষ্কোণ অথবা কচ্ছপাকৃতি প্রস্তরখণ্ড ধর্মরাজরূপে পূজিত হয়। কদাচিৎ জামা জুতা মোজা পরা ধর্মঠাকুরের মূর্তি দৃষ্ট হয়। যাত্রা রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়, বাঁকুড়া রায়, গরীব রায়, ক্ষুদি রায়, কৌতুক রায়, কালু রায়, বৃদ্ধ রায়, জগৎ রায়, মদন রায় প্রভৃতি স্থান বিশেষে ধর্মশিলার নাম আছে।

ধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম ঃ ধর্মঠাকুরের স্বরূপ আলোচনায় নানা পণ্ডিত নানাবিধ অভিমত প্রকাশ করেছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সর্বপ্রথম ধর্মঠাকুরের স্বরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে ধর্মঠাকুরকে বুদ্ধদেবের প্রতিভূরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩০৪ সালে ধর্মমঙ্গল প্রবন্ধে। পরেও তিনি তাঁর মত ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, "বৌদ্ধদের তিনটি রত্ন ছিল, তিনটিই উপাসনার বস্তু—বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ। বুদ্ধ বলিতে উপাসনা বুঝাইত, ধর্ম বলিতে গ্রন্থাবলী বুঝাইত। কোন কোন সম্প্রদায় বুদ্ধকে প্রথম স্থান না দিয়া ধর্মকেই প্রথম স্থান দিতেন। তাঁহাদিগের মতে ত্রিরত্ন হইত ধর্ম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘ। ক্রমে ধর্ম বলিতে স্তূপ বুঝাইত। মহাযান মতে শাক্যসিংহ কেবলমাত্র লেখক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—ত্রিরত্নের মধ্যে তাঁহার স্থান নাই। সেখানে ধ্যানী বুদ্ধেরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ সকল ধ্যানী বুদ্ধ অনাদি ও অনন্ত। ধ্যানী বুদ্ধগণের মন্দির ক্রমে স্তূপের গায়েই আসিয়া উপস্থিত হইল। অর্থাৎ ধর্ম ও তথাগত এক হইয়া গেল। স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গি কাটা হইতে লাগিল। পূর্বের কুলুঙ্গিতে অক্ষোভ্য বসিলেন, পশ্চিমে অমিতাভ, দক্ষিণে রত্ন সম্ভব এবং উত্তরে অমোঘসিদ্ধি প্রথমে ধ্যানী বুদ্ধ যে বৈরোচন, তিনি স্তূপের ঠিক মধ্যস্থলে থাকিতেন। এইরূপে চারিটি কুলুঙ্গিওয়ালা স্তূপই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়; কিছুকাল পরে প্রধান ধ্যানী বুদ্ধকে এইরূপ লুকাইয়া রাখা লোকে পছন্দ করিল না। দক্ষিণ-পূর্বকোণে আর একটি কুলুঙ্গি করিয়া সেইখানে তাঁহার স্থান করিয়া

১ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ২য় সং—পৃঃ [illegible] ২ তদেব

দিল। পাঁচটি কুলুঙ্গিওয়ালা স্তূপ দেখিতে ঠিক কচ্ছপের মত হইল। আমাদের ধর্মঠাকুর কচ্ছপাকৃতি। সুতরাং তিনি এই শেষকালের স্তূপেরই অনুকরণ। স্তূপ আবার ধর্মেরই প্রতিকৃতি, সুতরাং স্তূপ, ধর্ম এবং কচ্ছপাকৃতি তিনই এক হইয়া গেল। ইহাতেই মনে হয় কচ্ছপাকৃতি ধর্মঠাকুর পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের সহিত ধর্মমূর্তির—আর কেহ নহে।"[১]

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই অভিমত আরও অনেক পণ্ডিত স্বীকার করে নিলেন। এঁদের মধ্যে ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লা, ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় Sir Charles Eliot প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ডঃ শহীদুল্লা লিখলেন, "এই নিরঞ্জনের কল্পনায় বৌদ্ধদের শূন্যবাদ ও আদি বুদ্ধ মতের ভাব স্পষ্ট দেখা যায়। নিরঞ্জন 'শূন্যমূর্তি' 'নির্বাণ শূন্য' 'শূন্যরূপ।"[২] Sir Charles Eliot লিখলেন, "The Dharma or Niranjana of the Sunya Purana seems to be equivalent to Adibuddha."[৩]

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বৌদ্ধ শূন্যবাদ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে শূন্যমূর্তি নিরঞ্জন ধর্মঠাকুর যে বুদ্ধই এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত—"এই শূন্য প্রভুরই অপর নাম ধর্ম। এই ধর্ম স্বয়ং বুদ্ধ।"[৪] তিনি আরও বলেছেন, "বৌদ্ধ ত্রিরত্নের মধ্যে ধর্ম অনেক সময়ে স্তূপের আকারে পূজা পাইতেন। স্তূপের পাঁচ দিকে পাঁচটি কুলুঙ্গি থাকে। তাহাতে স্তূপটি দেখিতে কচ্ছপের মত হয়। এইজন্য ধর্মঠাকুর কচ্ছপাকৃতি ও তাঁহার বাহন কচ্ছপ। গজ ও কচ্ছপ ধর্ম শরীর হইতে উৎপন্ন বলিয়া ধর্মঠাকুরের পূজকেরা ধর্মের পূজা করেন।"[৫]

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন, "কালক্রমে হিন্দুস্থানে বৌদ্ধশব্দ অর্থদুষ্ট হইয়া পড়ে। বৌদ্ধ এবং নাস্তিক এই দেশে একার্থ হইয়াছিল। এইজন্যই কিম্বা অন্য কোন কারণে এ দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় আপনাদিগকে ত্রিরত্নের দ্বিতীয় অর্থাৎ ধর্ম শব্দের রূপান্তর দ্বারা পরিচিত করিতেন।"[৬]

ধর্মঠাকুর বুদ্ধের প্রতীক এই মতবাদ যাঁরা পোষণ করেন তাঁদের যুক্তিগুলি সংক্ষেপে একত্র সন্নিবেশ করছি :

(১) শূন্যমূর্তি ধর্মঠাকুর এবং শূন্যাকার ধর্মশিলা শূন্যবাদী বৌদ্ধদের প্রভাব জাত।

(২) ধর্মের কচ্ছপাকৃতি শিলা প্রতীক বৌদ্ধ স্তূপের এবং বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্যতম ধর্মের প্রতিরূপ।

(৩) শূন্যপুরাণ এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যের সৃষ্টিতত্ত্ব শূন্যবাদী বৌদ্ধদের সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ।

---

১ বৌদ্ধধর্ম এখনও একটু আছে—নারায়ণ. মাং. ১৩২২, প্রবাসী ফাল্গুন ১৩২২—পৃঃ ৫০৪
২ শূন্যপুরাণ—সাঃ পঃ, ভূমিকা পৃঃ ২১
৩ Hinduism & Buddhism, Vol. II, P. 32 Foot note
৪ শূন্যপুরাণ, ভূমিকা—পৃঃ ১০৫ ৫ তদেব—পৃঃ ১১০
৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৮ম সং পঃ ১২

(৪) ধর্মরাজের উৎসব অধিকাংশ স্থলেই বৈশাখী পূর্ণিমা বা বুদ্ধপূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়।

(৫) ধর্মরাজের পুরোহিত ডোম পণ্ডিতরা এককালে বৌদ্ধ ছিলেন।

(৭) বৌদ্ধরা নিজেদের সদ্ধর্মী বলতেন।[১]

(৮) শঙ্খ ধর্মপূজার অঙ্গ। বৌদ্ধ শঙ্খ থেকে ধর্মপূজায় শঙ্খ এসেছে।

এই যুক্তিগুলি যে অভ্রান্ত নয় তা একপ্রকার নিশ্চয়তায় বলেই ... যায়; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মঠাকুরের বুদ্ধত্ব প্রতিষ্ঠা ... অনেক জল্পনা কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। ধর্মসাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে বলা যায় যে বৌদ্ধদের সৃষ্টিতত্ত্ব নূতন কিছু নয়। এই তত্ত্বের মূল আছে ঋ... বলছেন—

ধর্মসাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব

আসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো ন ব্যোমো পরো যৎ
কি মাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নংভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হিন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আসীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিং চনাস॥
তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।
তুচ্ছোনাভর্তপিহিতং যদসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্॥
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।[৩]

—তৎকালে যাহা নাই তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল?

তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিক জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।

সর্বপ্রথম মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্বপ্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হইল।[৪]

শূন্যপুরাণে সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা :

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥

---

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম—পৃঃ ৩২ ২ বাংলা কাব্যে শিব—পৃঃ ১২৭

৩ ঋগ্বেদ—১০।১২৯।১-৪ ৪ অনুবাদ—রমেশ চন্দ্র দত্ত

নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস॥
নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পর্বত সকল।
দেবতা দেহারা ন ছিল পূজিবাক দেহ।
মহাশূন্য মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ॥[১]

ডঃ শহীদুল্লাহ্ দেখিয়েছেন যে হিন্দুপুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গেও শূন্যপুরাণের মিল আছে। ঋগ্বেদের ১০।৮১ সূক্তে সূক্তে বিশ্বকর্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টারূপে নির্ধারিত এবং হিরণ্যগর্ভ সূক্তে (২০।১২১) অসদাত্মক জগতে একমাত্র সদ্বস্তু এবং বিশ্বস্রষ্টারূপে বিরাজমান ছিলেন। শূন্যপুরাণের এই সৃষ্টিতত্ত্বে ঋগ্বেদের সৃষ্টিতত্ত্ব নিঃসন্দেহে অনুসৃত হয়েছে। উপনিষদেও সৃষ্টির পূর্বে নিরাকার অবস্থার বর্ণনা আছে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্' বলিয়া যে ব্রহ্মের নির্দেশ করা হইয়াছে, তাঁহার সহিত শূন্য-পুরাণের নিরঞ্জনের কোন পার্থক্য দেখা যায় না। বেদে 'নিরঞ্জন' সংজ্ঞাটিও পাওয়া যায়'।[২]

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সাংখ্য ও বেদান্তের সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকেই ধর্ম ঠাকুর বলেছেন, "এই ইচ্ছাশক্তিমান ঈশ্বরই ধর্মঠাকুর। তিনি শূন্যরূপ।"[৩] সাংখ্য-দর্শনের পুরুষপ্রকৃতিতত্ত্বও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

শূন্যমূর্তিধর্ম :—ধর্মপূজাবিধানে ধর্মঠাকুরের যে ধ্যানমূর্তি আছে, তাতে তাঁকে শূন্যমূর্তি বলা হলেও, তাঁকে উপনিষদের সর্বশক্তিমান অনাদি অনন্ত নিরাকার ব্রহ্মরূপে সহজেই চেনা যায়।

ধ্যানমন্ত্রটি এই :

যস্যান্তং নাদিমধ্যং ন চ করচরণং নাস্তি কায়ো নিনাদং
নাকারং নাদিরূপং ন চ ভয়মরণং নাস্তি জন্মৈব যস্য।
যোগীন্দ্রধ্যানগম্যং সকলদলগতং সর্বসংকল্পহীনং
তত্রৈকোপি নিরঞ্জনোঽমরবরঃ পাতু মাং শূন্যমূর্তিঃ॥[৪]

—যাঁর আদি নেই, মধ্য নেই, অন্ত নেই, হস্ত নেই, পদ নেই, দেহ নেই, শব্দ নেই, আকার নেই, রূপ নেই, ভয় নেই, মরণ নেই, জন্ম নেই, যোগীন্দ্রের ধ্যানে উপলব্ধ, সর্বব্যাপী, সকল সংকল্পহীন, সেই এক অমরশ্রেষ্ঠ শূন্যমূর্তি নিরঞ্জন আমাকে রক্ষা করুন।

উপনিষদের ব্রহ্ম ও ধর্মঠাকুরের মত অনাদি অনন্ত, অব্যয়, নির্গুণ, নিরাকার সর্বব্যাপী। নির্গুণ নিরাকার আদি অন্তহীন ত শূন্যই। ধর্ম পূজাবিধানে ধর্ম

---

১ শূন্যপুঃ, সাঃ পঃ সং – পৃঃ ১-২ ২ শূন্যপুঃ, সাঃ পঃ সং--পৃঃ ১২
৩ শূন্যপুঃ, ভূমিকা--পৃঃ ১২ ৪ ধর্মপূজা বিধান, সাঃ পঃ সং--পৃঃ ৭০

"ব্রহ্মরূপ নিরঞ্জন।"[১] ডঃ সুকুমার সেনের মতে "এখানে নিরঞ্জন ও শূন্য শব্দের অর্থ নিষ্কলংক নির্লেপ। ধর্ম ঠাকুর ধবলমূর্তি, তাই তিনি নিষ্কলংক নির্লেপ।"[২]

"এই শূন্য মহাযান মতের শূন্য নয়, এখানে শূন্য মানে নিষ্কলংক শুভ্র। ধর্ম-দেবতা নিষ্কলঙ্ক সর্বশ্বেত, তাঁর বাহন উলুক বা উল্লুক হচ্ছে সাদা পেঁচা বা সাদা কাক, রূপকচ্ছলে ধর্ম ঠাকুরকে সাদা হাঁস কল্পনা করা হয়েছে। সিপাহী মূর্তিতে তাঁর বাহন শ্বেত অশ্ব।"[৩] প্রকৃতই ধর্মরাজ নির্লেপ শূন্যমূর্তি—শূন্যাকারং নির্লেপং[৪]—শূন্যাকার নিষ্কলংক।

বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজের উৎসব হয় বলেই ধর্ম ঠাকুরকে বুদ্ধ বলা চলে না। হিন্দু বাঙ্গালীর বৎসরের প্রথম মাস বৈশাখ,—বৈশাখ মাস পুণ্যমাস,—বৈশাখ মাসে পুণ্যকর্ম, ব্রতানুষ্ঠান বিধেয়। বৈশাখী পূর্ণিমা পুণ্যতিথি এই দিন গঙ্গাস্নানে বিশেষ পুণ্যলাভ হয় বলে বিশ্বাস। বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল উৎসব হয়। সুতরাং বৈশাখী পূর্ণিমা কেবলমাত্র বুদ্ধপূর্ণিমা বলেই পুণ্যতিথি নয়। বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজের উৎসব অনেক জায়গাতেই হয় বটে, কিন্তু ধর্মরাজের উৎসব অন্য সময়েও অনুষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়া জেলায় ময়নাপুর গ্রামে ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি সময় যাত্রাসিদ্ধি ধর্মরাজ স্থাপন করে পূজা ও সয়লা উৎসব পালন করা হয়। এখানে অক্ষয়তৃতীয়ার পূর্বদিন ধর্মরাজের অধিবাস হয় এবং পরের দিন গাজন মণ্ডপে যাত্রাসিদ্ধি বাঁকুড়া রায় ও ক্ষুদিরায়ের শিলা স্থাপন করে গাজন উৎসব হয়।[৫] মেদিনীপুর জেলায় ভাদ্রমাসে ধর্মপূজার উৎসব ও মেলা হয়।[৬] মুর্শিদাবাদ জেলার কড়েয়া গ্রামে আষাঢ় মাসের পূর্ণিমায় ধর্মরাজের উৎসব হয়। হুগলী জেলার বেঙ্গাই গ্রামে শ্যামরায় ধর্মঠাকুরের রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়, ছাগ বলিও হয়।[৭] মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দীতে জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমায় ধর্মরাজের বার্ষিক পূজা হয়।[৮] অতএব ধর্মঠাকুরের উৎসবের সঙ্গে বুদ্ধ পূর্ণিমার সংযোগ অবিচ্ছেদ্য, এমন কথা বলা যায় না।

ধর্মরাজের পুরোহিত

ধর্মরাজের সেবাইত সকল সময়েই ডোম পণ্ডিত নয়, অনেক সময়ে ব্রাহ্মণরাও পূজা করে থাকেন, ডোম ভিন্ন অন্যান্য ব্রাহ্মণেতর জাতিরাও ধর্মরাজের পূজা করছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার বৈদ্যপুর গ্রামে ধর্মরাজের সেবায়েত জাতিতে কুম্ভকার। কুম্ভকারদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি দেয়াসী হন।[৯] মুর্শিদাবাদ জেলার বালীগ্রামে ধর্মরাজের সেবায়েত বাগ্দী সম্প্রদায়ভুক্ত।[১০] তবে এক সময়ে ধর্মঠাকুর সুউচ্চসম্প্রদায়ে স্থান

---

১ ধর্মপূজাবিধান—পৃঃ ১ ২ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ১ম, ১ম সং ভূমিকা—পৃঃ ॥৵০
৩ প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, ডঃ সুকুমার সেন—পৃঃ ৪০ ৪ ধর্মপূজাবিধান—পৃঃ ৮৯
৫ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ৪র্থ—পৃঃ ২২৯, ২৩০-৩১
৬ তদেব ৩য়,—পৃঃ ৪১৭ ৭ ঐ ৩য় খণ্ড—পৃঃ ৬৫৩
৮ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—২য় সং—পৃঃ ৪৮৫
৯ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা ২য় খণ্ড—পৃঃ ২১১ ১০ তদেব—পৃঃ ১১০

পান নি, একথা ঠিক। ধর্মরাজের মঙ্গল গান করলে সমাজে নিন্দনীয় বলে গণ্য হোত। মানিক রাম গাঙ্গুলী লিখেছেন যে তাঁকে যখন ধর্মঠাকুর ধর্মমঙ্গল রচনা করে গান করতে অনুরোধ করলেন তখন কবি ভীত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন—

এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ।
জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান ॥
অচিরাৎ অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে।
স্বপক্ষের সন্তোষে বিপক্ষ পাছে হাসে ॥

ধর্মমঙ্গল গান নিষিদ্ধ ছিল কেন জানি না। সম্ভবতঃ ডোম জাতীয় রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজার আদি প্রবর্তকরূপে প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য ধর্মরাজ ডোমদের ঠাকুররূপে পরিচিত হওয়ায় কোন সময়ে ধর্মমঙ্গল গান নিন্দিত হয়েছিল। অথবা ধর্মরাজ নামক অপৌরাণিক দেবতার নূতন আবির্ভাব হয়ত উচ্চবর্ণের মানুষ প্রাথমিক যুগে মেনে নিতে পারে নি। কিন্তু ক্রমে ধর্মরাজ সকল হিন্দুর নিকটেই পূজা পেয়েছেন। রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী, খেলারাম চক্রবর্তী, মানিকরাম গাঙ্গুলী, প্রভুরাম মুখুজ্যে, রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যে প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ এবং কায়স্থ জাতীয় নরসিংহ বসু, বামকান্ত রায় প্রভৃতি কবিগণ ধর্মমঙ্গলকাব্য ও ধর্মপুরাণ রচনা করায় ধর্মমহিমা রচনা বা গান উচ্চবর্ণের কাছে নিষিদ্ধ ছিল না, এক কথা নিশ্চয় বলা যায়।

সদ্ধর্মী

ধর্মপূজকদের কোথাও কোথাও সদ্ধর্মী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে নিরঞ্জনের রুষ্মা নামক ছড়ায় ও অন্য একটি ছড়ায় সদ্ধর্মী পাঠ কল্পিত এবং 'সিংহলে' ধর্মদেবতার 'বহুত সনমান' বাক্যে 'সিংহলে' পাঠ ভ্রান্ত।[১]

ধর্মশিলা যদিও সর্বত্র কূর্মাকৃতি নয়, তথাপি এই শিলাকে বৌদ্ধচৈত্য বলে অনেকেই স্বীকার করেন না। ধর্মপূজাবিধানে কূর্ম ধর্মের বাহনরূপে কল্পিত—

বৌদ্ধচৈত্য ও ধর্মশিলা

উলূকবাহনং ধর্মং তেজোময়াত্মকম্।
ইদানীং কূর্মপৃষ্ঠে তু দিব্যরূপে নমোঽস্তুতে ॥[২]

ধর্মপূজাবিধানে আর একস্থানে আছে—

কামবৃত্তান্তকং কচ্ছপবাহনং দেবং মহাতপোগুণেশ্বরম্।[৩]

কূর্ম ধর্মঠাকুরের বাহনরূপে কল্পিত হওয়ায় অনেকস্থলে ধর্মশিলার পৃষ্ঠে ধর্মরাজের চরণচিহ্ন অংকিত থাকে। কূর্মাকৃতি শিলা বৌদ্ধচৈত্য,—এ নিতান্তই কল্পনা। শিবের বৃষ, বিষ্ণুর গরুড়, ব্রহ্মা ও সরস্বতীর হাঁস প্রভৃতি বাহনগুলি যেমন দেবতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তেমনি কূর্ম ও ধর্মরাজের প্রতীক হিসাবে স্বীকৃত। ধর্ম কচ্ছপের আকৃতি ধারণ করেছিলেন—কচ্ছপরূপধরং মহিং

---

১ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ভূমিকা—পৃঃ ॥৶০
২ ধর্মপূজা বিধান—পৃঃ ৮৮   ৩ ধর্মপূজা বিধান—পৃ, ৮৯

মনোহরং নির্লেপং নিরঞ্জনং শ্রীধর্মায় নমঃ।[১] স্মরণ করা যেতে পারে যে ব্রহ্মা হংসরূপ ও বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করেছিলেন।[২] ধর্মঠাকুরের বাহন বা প্রতীক সর্বত্রই কূর্মরূপে উল্লিখিত। ধর্মঠাকুরকে বুদ্ধ বা বৌদ্ধচৈত্যরূপে গ্রহণ করার মত কোন উল্লেখ বা ইঙ্গিত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "ধর্মঠাকুরের প্রতীক বৌদ্ধচৈত্য নহে, কূর্ম মূর্তি। কূর্মের উদ্‌গত চারি পা ও মুখকে শাস্ত্রী মহাশয় চৈত্যস্থিত পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।" শুধু ধর্মরাজ নন, বিষ্ণু, ষষ্ঠী শীতলা প্রভৃতি দেবতা ও প্রস্তর প্রতীকে পূজিত হন। এমন কি গোলাকার কালো পাথরও চণ্ডীরূপে পূজিত হয়ে থাকে।"[৩]

ধর্মপূজার পশুবলি

ধর্মরাজকে বুদ্ধাবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করার সব থেকে বড় বাধা ধর্মপূজায় পশুবলির রীতি। ধর্মরাজের পূজায় ছাগ, মেষ, মোরগ, কপোত, শূকর প্রভৃতি জীব-বলি অনেক জায়গাতেই হয়ে থাকে। অহিংসার পূজারী বুদ্ধদেবের পূজায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বা ধর্মান্তরিত বৌদ্ধরা বৌদ্ধ সংস্কার বিসর্জন দিয়ে কেন যে জীবহিংসায় মেতে উঠলেন, তা বলা কঠিন।

কৃচ্ছ্রসাধন

ধর্মপূজায় কৃচ্ছ্রসাধন (শালে ভর, ফোঁড় ইত্যাদি) বৌদ্ধধর্মের নীতির পরিপন্থী। কেউ কেউ অবশ্য হিন্দুধর্মে ও ধর্মপূজায় কঠোর কৃচ্ছ্রতা বুদ্ধদেবের সন্ন্যাস জীবনের প্রথম ভাগে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের আদর্শ থেকে আগত বলে মনে করেন।[৪] কিন্তু বুদ্ধদেব কৃচ্ছ্রসাধনা দ্বারা বোধিলাভে সমর্থ না হয়ে সুজাতা প্রদত্ত পায়স ভক্ষণ করার পরে বোধি অর্জন করেছিলেন এবং কৃচ্ছ্রসাধনের ধর্মকে স্বীকার করেননি—এও সর্বজন বিদিত। বরঞ্চ জৈনধর্ম থেকে কৃচ্ছ্রসাধনের রীতি আসা অসম্ভব নয়।

ধর্মঠাকুরে অনার্য প্রভাব : কোন কোন পণ্ডিতের মতে ধর্মঠাকুর কোন অনার্য পূজিত দেবতা। ছোটনাগপুরের ওঁরাও জাতি ধর্ম নামে সূর্যদেবতার পূজা করে। এই দেবতার রঙ সাদা, সাদা পাঁঠা, কিংবা মোরগ দেবতার বলি। দুষ্টকে তিনি দৃষ্টিহীনতা ও কুষ্ঠরোগ দিয়ে থাকেন।[৫]

মিশরের ওসাইরিসের পূজার সঙ্গে ধর্ম ঠাকুরের পূজার মিল পেয়েছেন কোন কোন পণ্ডিত। কারো মতে মিশরের "ডো—আহোম—রা" বাঙ্গালায় এসে হয়েছেন ধর্মরাজ। আবার আদিম জাতির সমাজের Rain Charm এবং Sun-Stone ধর্মশিলায় রূপান্তরিত বলেও মনে করা হয়।[৬] ডঃ নীহার রঞ্জন

---

১ ধর্মপূজা বিধান—পৃঃ ৯০ ২ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য়, ২য় সং—পৃঃ ১৬
৩ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ভূমিকা—পৃঃ ॥৵০
৪ শূন্যপুরাণের ভূমিকা, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—পৃঃ ৭০।৭১
৫ বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, ২য় সং—পৃঃ ৪৯৩
৬ রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর, ডঃ অমলেন্দু মিত্র—পৃঃ ৫৯-৬০

রায়ের মতে "ধর্মঠাকুর মূলতঃ ছিলেন প্রাক্-আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা"।[১] ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুমান, ধর্মশব্দ কোন অষ্ট্রিক শব্দের সংস্কৃত রূপান্তর।[২] এই সব অনুমান কল্পনার বাইরে ধর্মঠাকুরের স্বরূপ আলোচনায় পণ্ডিতগণ বৈদিক পৌরাণিক অনেক দেবতার সঙ্গে আকারে প্রকারে ধর্মঠাকুরের সাদৃশ্য দেখেছেন।

ধর্মরাজ ও শিব ঃ প্রথমেই মনে পড়ে শিবের সঙ্গে ধর্মরাজের সংযোগের কথা। ধর্মের গাজন ও শিবের গাজন প্রায় অভিন্ন। ধর্মশিলার সঙ্গে শিবলিঙ্গ ও বিষ্ণুর প্রতীক শালগ্রাম শিলার সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য নয়। অনেক স্থলে লিঙ্গ প্রতীকের পরিবর্তে শিলাখণ্ড শিবরূপে পূজিত হন। অনেক জায়গায় শিবলিঙ্গই ধর্মরাজ-রূপে পূজিত হচ্ছেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় দলুয়া গ্রামে শিবলিঙ্গ ধর্মরাজরূপে পূজিত হন এবং বৈশাখের শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত সাড়ম্বরে ধর্মরাজের উৎসব হয়।[৩] এই জেলারই বালী গ্রামে সিঁদুরলিপ্ত প্রস্তরখণ্ড ধর্মরাজরূপে পূজিত হন এবং ধর্মরাজতলায় শিবলিঙ্গ পূজা ক'রে উৎসব করা হয়।[৪] বর্ধমান জেলায় পূর্বস্থলীর নিকটবর্তী জামালপুরের বুড়োরাজ (ধর্মরাজ) শিবলিঙ্গ। প্রসিদ্ধি আছে যে, ইনি অনাদি লিঙ্গ শিবরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বিনয় ঘোষ লিখেছেন জামালপুরের বুড়োরাজ সম্পর্কে, "বুড়োশিবের বুড়ো আর ধর্মরাজের রাজা দুয়ে মিলিয়ে বুড়োরাজা"[৫] শিবের মত ধর্মরাজের বর্ণ শুভ্র। শিবের সঙ্গে মনসা কন্যারূপে সংশ্লিষ্টা, মনসা ধর্মরাজের আবরণ দেবতা বা কামিনী হিসাবে ধর্মরাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। ধর্মপূজা বিধানে ধর্মঠাকুরকে কৈলাশ থেকে আগমন করতে আহ্বান জানানো হয়।

কৈলাস ছাড়িয়া গোঁসাঞি করহ গমন।[৬]

ধর্মরাজের মত শিবও শূন্য নিরঞ্জন—

> শূন্য নিরঞ্জন উর্ধ্ব মুখং
> প্রণমামি সদাশিবং পাপহরম্।[৭]
> নিরঞ্জনং নিরাকারং মহাদেবং মহেশ্বরম্।
> শরণং পাপখণ্ডন ধর্মরাজ নমোঽস্তুতে॥[৮]

এই মন্ত্র দুটিতে শিব ও ধর্মরাজ অভিন্ন হয়ে গেছেন।

ধর্মরাজ ও যম ঃ পুরাণে যমের এক নাম ধর্মরাজ। স্কন্দ পুরাণের কাশীখণ্ডে যম তপস্যার দ্বারা শিবকে তুষ্ট করে ধর্মরাজ আখ্যা পেয়েছিলেন।

বরান্ দদৌ সপ্ততুরঙ্গস্নুনবে ত্বং ধর্মরাজো ভব নামতোঽপি।

---

১ বাঙ্গালীর ইতিহাস, ডঃ নীহার রঞ্জন রায়—পৃঃ ৫৮৫ ২ তদেব
৩ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ২য় খণ্ড—পৃঃ ১৩০ ৪ তদেব—পৃঃ ১১০
৫ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—পৃঃ ২৪১ ৬ ধর্ম পূজা বিধান—পৃঃ ২৩৮
৭ ধর্মপূজা বিধান—পৃঃ ৫৯ ৮ তদেব—পৃঃ ৬২

ত্বমেব ধর্মাধিকৃতো সমস্ত শরীরিণাং স্থাবরজঙ্গমানাম্।
ময়া নিযুক্তোঽদ্য দিনাদ্দিকৃত্যঃ প্রসাধি সর্বান্ মম শাসনেন ॥[১]

—তুমি নামেও ধর্মরাজ হও, আজ আমি তোমাকে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত শরীরী প্রাণীর ধর্মাধিকারে নিযুক্ত করলাম। আজকের দিন থেকেই তুমি আমার আদেশে সকলকে শাসন কর।

যদিও যম মৃত্যু ও প্রেতলোকের অধীশ্বর, তথাপি তিনি সূর্যপুত্র ও ন্যায় বিচারক ধর্মরাজরূপে প্রসিদ্ধ। শূন্য পুরাণে 'যম রাজ সংবাদ' বর্ণনা করা হয়েছে। যমরাজ শুভ্র সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন—যমরাজ বসে আছে ধবল সিংহাসনে।[২] ধর্মের ধবলত্ব যমের ধবল সিংহাসনে মিলে গেছে। ধর্মরাজের নামটি যমের কাছ থেকেই এসেছে। বৌদ্ধ ধর্ম ও অনার্য শব্দ থেকে ধর্ম কথাটির আগমন কল্পনা অনাবশ্যক। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "যমের সঙ্গে ধর্মের যোগ নিগূঢ়। যমের ধর্মরাজ নাম প্রায় আয় আড়াই হাজার বছর আগেই প্রসিদ্ধ হয়েছিল। সুতরাং ধর্মের নামের উৎপত্তি আর্যভাষার বাইরে খোঁজবার আবশ্যক নেই।[৩]

ধর্মরাজ ও বরুণ : ডঃ সুকুমার সেনের মতে "জন্মসূত্রে ধর্ম হইলেন বৈদিক দেবতা বরুণ। তবে তাহার সঙ্গে আদিত্য (বৈবস্বত যম সমেত) সোম প্রভৃতি অপর বৈদিক দেবতাও মিশিয়া গিয়াছেন।"[৪] ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বরুণ দেবতা সম্পর্কিত হরিশ্চন্দ্র রোহিত ও শুনঃশেফের কাহিনী ধর্মমঙ্গল কাব্যে হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে। ডঃ সেনের মতে ধর্মের গাজন রাজসূয় ও আনুষঙ্গিক বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডের পরিণতি। সদা ডোমের কাহিনীতে একাদশীর দিনে ধর্মঠাকুরের মাংস পারণা বৈদিক একাদশিনী ইষ্টি থেকে আগত।[৫] ধর্মপূজায় ছাগবলিদানের পূর্বে যূপকাষ্ঠ পূজার পর বরুণ পাশের পূজা হয়, পাশ পূজার মন্ত্র—

ওঁ পাশ ত্বং বরুণাজ্জাতঃ সদা বরুণ দৈবতঃ।
অতস্ত্বাং পূজয়ামীহ শুভশান্তিপ্রদোভব ॥[৬]

বরুণ ও ধর্মের সাদৃশ্য আলোচনা করেছেন ডঃ সেন। তাঁর বক্তব্য "বরুণের মত ধর্মের ও ঘর। দু দেবতাই ধৃতব্রত এবং তাঁহাদের ব্রত অলঙ্ঘ্য। বরুণ মায়াবী, 'ধর্মের বিষয় কহনে না যায়।'[৭] বরুণ পুত্র দান করেন, ধর্ম ও পুত্রদান করেন। ধর্মের সঙ্গে বরুণের এই বাহ্যিক সাদৃশ্য লক্ষণীয় অবশ্যই।

---

১ স্কন্দঃ কাশীখণ্ড উত্তরার্ধ—৭৮।৪৩-৪৪ ২ শূন্যপুরাণ—পৃঃ ৯
৩ ধর্মঠাকুর ও মনসা, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—পৃঃ ৭৫০
৪ বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম অপরার্ধ, ২য় সং—পৃঃ ১২৭
৫ তদেব—পৃঃ১২৮ ৬ ধর্মপূজা বিধান—পৃঃ১৭০
৭ রূপরামের ধর্মমঙ্গল ১ম সং ভূমিকা—পৃঃ ৭৪

ধর্মরাজ ও বিষ্ণু : ধর্ম ও বিষ্ণুর সংযোগ সর্বাপেক্ষা গভীর। ধর্মশিলা ও শালগ্রাম শিলার সাদৃশ্যও নিকটতর। ধর্মশিলা কচ্ছপাকৃতি। কূর্ম বা কচ্ছপ বিষ্ণুর অবতার। ধর্মরাজকে ধর্মমঙ্গল কাব্যে বারংবার বিষ্ণুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ঘনরাম চক্রবর্তী লিখেছেন যে ধর্মরাজই জগন্নাথ—উত্তরিলা যেখানে সন্ন্যাসী জগন্নাথ।[১]

ধর্মরাজ বৈকুণ্ঠপতি।[২] শালে ভর দিয়ে মৃত্যুর পর রঞ্জাবতী ধর্মরাজের দর্শন পেয়েছিলেন। ধর্মঠাকুর তখন বৈকুণ্ঠপতি চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রধারিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন—

দেখি যদি চতুর্ভুজে তবে প্রভু পদাম্বুজে
মজে চিত্ত মেগে লব বর।
শুনি স্নেহে মায়াধারী হল ভক্ত মনোহারী
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর॥
বৈকুণ্ঠনিবাসী বেশ হল ব্রহ্মা ত্রিলোকেশ
দেবতা সকলে করি স্তুতি।[৩]

পশ্চিম উদয় আরম্ভ পালায় লাউসেন ধর্মরাজকে কৃষ্ণ অবতাররূপে বর্ণনা করেছেন—

পিতামাতা দুঃখ পায় গৌড় কারাগারে।
ও দুঃখ আপনি জান কৃষ্ণ অবতারে॥
মায়ায় মায়ার গর্ভে জন্মিলা যখন।
তোমা লাগি দুষ্ট কংস দারুন বন্ধন॥
বসুদেব দেবকী দেবীর দিল পায়।
খণ্ডাইলে ইঙ্গিতে আপনি যদুরায়॥[৪]

পশ্চিমে সূর্যোদয়ের পরে লাউসেনকে পুনর্জীবন দানের কালে ধর্মরাজ বিষ্ণুরূপেই আবির্ভূত হয়েছিলেন—

চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী।
আঁখির নিমিষে হলো সেই ব্রহ্মচারী॥

* * *

পীতাম্বর পরিধান পঙ্কজলোচন।
শ্রবণে কুণ্ডল বুকে কৌস্তুভ বসন॥[৫]

লাউসেনের অনুরোধে ধর্মঠাকুর দেখা দিয়েছিলেন বিষ্ণুমূর্তিতে—

বৈকুণ্ঠ নিবাসী বিষ্ণু চতুর্ভুজ দেহে।
দেখা দিল দীনবন্ধু ভকতের স্নেহে॥[৬]

---

১ শ্রীধর্মমঙ্গল (ক, বি,) হরিশ্চন্দ্র পালা—পৃঃ ৭৪
২ ঐ ৩ শ্রীধর্মমঙ্গল (ক, বি,) সালেভর পালা—পৃঃ ১০৩
৪ ঐ পশ্চিমউদয়পালা—পৃঃ ৫৭১ ৫ ঐ পশ্চিম উদয়পালা—পৃঃ ৬৭৮
৬ শ্রীধর্মমঙ্গল (ক, বি) পশ্চিম উদয়পালা—পৃঃ ৬৮১

রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যেও ধর্মরাজ চক্রপাণি বিষ্ণু—

মনে ভাবি নিরঞ্জন কিসে হবে ত্রিভুবন
নিঃশ্বাস ছাড়িল চক্রপাণি।[১]

কখনও তিনি বৈকুণ্ঠ নিবাসী বৈকুণ্ঠে বসিয়া ধর্ম মনের কৌতুকে।[২]
কখনও তিনি অর্জুন-সারথি কৃষ্ণ—হাসিয়া বলেন ধর্ম অর্জুন সারথি।[৩]

সন্ন্যাসী বলেন রাজা আমি মায়াধর।
অর্জুন-সারথি আমি রাজরাজেশ্বর ॥[৪]

যিনি ধর্মরাজ তিনিই সত্যনারায়ণ, তিনই কৃষ্ণ—তুমি সত্যনারায়ণ কৃষ্ণ অবতার।[৫] বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্ররূপেও ধর্মঠাকুরকে দেখা যায়। ধর্মঠাকুরের বাহন ও সহায় হনুমান বা উলুক। রামচন্দ্রের সঙ্গে অভিন্নতা হেতু তিনি হনুমানকে অনুচর লাভ করেছেন। লাউসেনের জন্মের পরে লাউসেনকে রক্ষা করার জন্য হনুমানকে নির্দেশ দেওয়ার কালে ধর্মঠাকুর নিজেকে রামাবতার বলে বর্ণনা করেছেন।—

কালে কালে করেছ কতেক উপকার।
যখন জগতে জন্ম রাম অবতার ॥
মায়াবলে মহীরাজা করিয়া চাতুরী।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে যবে করে নিল চুরি ॥
পাতালে রাখিল দুষ্ট দিতে বলিদান।
সে কথা তোমার মনে পড়ে হনুমান ॥
আপনি পাতালভূমি করিলে প্রবেশ।
সবংশে বধিলে তারে না রাখিতে শেষ ॥
কান্ধে করি দু'ভায়ে রাখিলে সিন্ধুতটে।
সীতা উদ্ধারিলে তুলি বিষম সঙ্কটে ॥
শক্তিশেলে লক্ষ্মণে আপনি দিলে প্রাণ।
তোমার তুলনা কিবা বীর হনুমান ॥[৬]

রঞ্জাবতী যখন শালে ভর দিতে যান, সেই সময় সামুলা তাঁকে রামকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে বলেছিল—

রামকৃষ্ণ বলিয়া শালেতে দেহ ভর।[৭]

ময়ূরভট্টের নামে প্রচলিত ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মশিলা বিষ্ণুশিলাই—

---

১ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, স্থাপনা পালা, ১ম সং—পৃঃ ২২
২ ঐ সাক্ষেভর পালা—পৃঃ ১১ ৩ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, স্থাপনা পালা, ১ম সং—পৃঃ৮৩
৪ ঐ ঐ পৃঃ ৮৬ ৫ ঐ —পৃঃ ১৮
৬ শ্রীধর্মমঙ্গল—ঘনরাম, লাউসেনের পালা (ক. বি.) পৃঃ ১৩০
৭ রূপরামের ধর্মমঙ্গল—পৃঃ ১৮

শিলারূপে রহে বিষ্ণু বল্লুকার তীরে।
ধর্মশিলা নামে তাহা ব্যাপিল ব্রহ্মাণ্ডে ॥[১]

ধর্মঠাকুরের বাহন উলূক, পেচক; বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের রূপান্তর বলেই প্রতীত হয়। ধর্মপূজা বিধানে উলূক পক্ষিরাজ গরুড়ের সমতা লাভ করেছে—উলূকো ধর্মদেবস্ত বাহনঃ পতগেশ্বরঃ।[২] প্রলয়পয়োধিজলে ভাসমান বিষ্ণুই ধর্ম, তিনিই নৃসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপুহন্তা—

নিরঞ্জনং নিরাকারং ক্ষীরোদজলভাসিতং
সংসারসার নরসিংহ অবতারে
হিরণ্যবিদারে তুমি দেব।[৩]

তিনিই কিরীট কুণ্ডলধারী বিষ্ণু—চতুর্ভুজ মহাধর্ম কিরীটকুণ্ডলোজ্জ্বল।[৪]

ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মপূজাবিধানে ধর্মরাজের যে বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম, তাতে ধর্মরাজের সঙ্গে বিষ্ণুর অভিন্নতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ধর্মরাজকে বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্নতাবোধে লিখেছেন, "ধর্মঠাকুর আমাদের বিষ্ণুদেবতা। ···বৈশেষিক দর্শনের উলুক ঋষিই সম্ভবতঃ উলূক মুনি হইয়া লক্ষ্মী পক্ষী বা লক্ষ্মীর বাহন পেচকপক্ষীরূপে কল্পিত হইয়াছে।······

"আমরা দেখি ধর্মঠাকুর শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ পুরুষ। তিনি বৈকুণ্ঠ বা দ্বারকায় বাস করেন। তাঁহার ভক্তগণের মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠে গমন হয়। তিনি স্বরূপ নারায়ণ। তিনি পাণ্ডবগণের পক্ষ। তিনি দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী, সরস্বতী তাঁহারই সেবা করিয়া থাকেন। উলূক বাহন হইলেও বহুস্থলেই তিনি গরুড় বাহন। এই সকল কারণে রামাই পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত ধর্মঠাকুরকে আমি বিষ্ণু ঠাকুর বলিয়াই মনে করি। কিন্তু তিনি বৈষ্ণব হইলেও ছাগ বলি গ্রহণ করেন।"[৫]

ধর্মপূজায় পশুবলি অনার্য ধর্মবিশ্বাস থেকে আগত নয়। এসেছে বৈদিক যজ্ঞে পশুবলির অপরিহার্যতা থেকে। পরবর্তীকালে অহিংস দেবতায় পরিণত হলেও বৈদিক বিষ্ণু যজ্ঞে পশুবলি প্রচলিত ছিল। অন্যান্য দেবতার যজ্ঞেও পশুবলি হোত। ধর্মরাজ যজ্ঞে পশুবলির নিন্দাকারী তথাগত বুদ্ধ হলে ধর্মপূজায় পশুবলি অবশ্যই সম্ভব ছিল না।

ধর্মরাজ ও সূর্য: ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক সব থেকে বেশী বোধ হয়। সূর্যের আকার শূন্যের মত,—ধর্মরাজ ও শূন্যমূর্তি। ধর্মপূজাবিধানে ধর্মের স্তুতিতে ধর্মরাজ শূন্যমূর্তি দিবাকররূপে স্তুত—

শূন্যমার্গে স্থিতং নিত্যং শূন্যদেব দিবাকরম্।[৬]

---

১ ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪—পৃঃ ২৫১
২ ধর্মপূজাবিধান—পৃঃ ১৪ ৩ ধর্মপূজা—পৃঃ ১৩ ৪ ধর্মপূজাবিধান—পৃঃ ৭১
৫ শূন্যপুরাণের ভূমিকা—পৃঃ ৬৩ ৬ ধর্মপূজাবিধান—পৃঃ ৮১

ধর্মরাজের সন্তোষে পশ্চিমে সূর্যের উদয় হয়েছিল। রঞ্জাবতী পুত্রলাভের জন্য ধর্মরাজের সন্তোষ বিধান করতে শালে ভর দেবার পূর্বে সূর্যের অর্ঘ্য প্রদান করেছিলেন—

সূর্য-অর্ঘ্য দেন রঞ্জাবতী ব্রতদাসী।
অহে সূর্য সহস্রাংশু তেজোময় রাশি।
অনুগ্রহ কর প্রভু শালে দিব ভর।
অর্ঘ্য গ্রহণ কর ঠাকুর দিবাকর॥[১]

ধমরাজ সূর্যসম জ্যোতীরূপী এবং কোটিসূর্যতুল্য প্রভাসম্পন্ন—

জ্যোতীরূপায় মহতে নিরাকারায় তে নমঃ।[২]
রাত্রিদিবা মহাধর্ম কোটিসূর্যসমপ্রভা।[৩]

ধর্মরাজের রোষে কুষ্ঠরোগ হয়, তাঁর সন্তোষে কুষ্ঠরোগমুক্ত হওয়া যায়। মহামদ ধর্মের কোপে কুষ্টরোগাক্রান্ত হয়েছিল এবং, পরে ধর্মের কৃপায় রোগমুক্ত হয়েছিল। বেদে সূর্য কুষ্ঠরোগের আরোগ্য বিধায়ক। পুরাণে সূর্য কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করে থাকেন। কৃষ্ণপুত্র সাম্ব কৃষ্ণের শাপে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে প্রভাসে সূর্যের আরাধনা করে কুষ্ঠরোগমুক্ত হয়েছিলেন সূর্যের কৃপায়। সাম্ব প্রার্থনা করলেন—

কুষ্ঠরোগ আরোগ্যকারী দেবতা

কুষ্ঠান্তং কুরু মে দেব তুষ্টোঽসি মে প্রভো।
সূর্য বললেন, ভূয় এব মহাভাগ নীরোগস্ত্বং ভবিষ্যসি।[৪]

সাম্বের কুষ্ঠরোগমোচন করে সূর্য সর্বরোগহর সাম্বাদিত্য নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন—

সাম্বাদিত্যস্তদারভ্য সর্বব্যাধিহরো রবিঃ।
দদাতি সর্বভক্তেভ্যোঽনাময়াঃ সর্বসম্পদঃ॥[৫]

উড়িষ্যায় কোনারকের সূর্যমূর্তি ও সূর্যমন্দির শ্রীকৃষ্ণ-জাম্ববতী-নন্দন সাম্ব কর্তৃক কুষ্ঠরেগোমুক্তির পরে প্রতিষ্ঠিত বলে প্রসিদ্ধি আছে। সাম্ব পুরাণের ৪১ অধ্যায়ে এই কাহিনী বিবৃত হয়েছে।[৬]

ধর্মপূজাবিধান অনুসারে সূর্যের দ্বাদশ নাম পাঠ করলে অন্ধত্ব, কুষ্ঠরোগ এবং দারিদ্র্য দূর হয়—

অন্ধং কুষ্ঠং হরেত্তস্য দারিদ্র্যং হরতে ধ্রুবম্।[৭]

শিব পুরাণ বলেছেন, কার্তিকমাসে রবিবারে তৈল কার্পাস দানে ও সূর্য-পূজায় কুষ্ঠরোগাদি দূর হয়—

---

১ শালে ভর পালা, শ্রীধর্মমঙ্গল (ক. বি.)--পৃঃ ৯৭ ২ ধর্মপূজাবিধান--পৃঃ ৮৬
৩ ধর্মপূজাবিধান--পৃঃ ৭৯ ৪ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ড—১০১।৫৩-৫৪
৫ স্কন্দ প্রভাস—১০১।৫৫ ৬ শ্রীক্ষেত্র, সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ—পৃঃ ৪৭০
৭ ধর্মপূজা—পৃঃ ১২৫

কার্তিক্যাদিত্যবারেষু নৃণামাদিত্যপূজনাৎ।
তৈলকার্পাসদানাত্তু ভবেৎ কুষ্ঠাদিসংক্ষয়ঃ ॥[১]

বঙ্গললনাদের রালদুর্গা ব্রতের (আসলে সূর্যপূজা) ব্রতকথায় রালদুর্গা কুষ্ঠরোগারোগ্যকারিণী! ময়ূরভট্ট নামক কবি কুষ্ঠরোগ আরোগ্য কামনায় সূর্যশতক নামে সংস্কৃত ভাষায় শতশ্লোকবিশিষ্ট কাব্য রচনা করেছিলেন। সৌরপুরাণে মনুকৃত সূর্যস্তবে সূর্যই ধর্ম—সূর্যই হংস—নমো ধর্মায় হংসায় জগজ্জননহেতবে ॥[২]

ধর্মমঙ্গলকাব্যেও সূর্যের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক সুগভীর। কাব্যের নায়ক কশ্যপের পুত্র লাবাদিত্য লাউসেন রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

উলুক বলেন গোসাঞী শুন মন দিয়া।
কশ্যপ নন্দন মহী দেহ পাঠাইয়া॥
ব্রহ্মার শকতি নাহি পশ্চিম উদয় দিতে।
লাবাদিত্য যাবেক অবনী জন্ম নিতে ॥[৩]

—————

লাউ আদিত্য নাম তার পত্তন সুন্দর।
জন্ম নিতে যান সেই রাজার জঠর ॥[৪]

পুরাণে সূর্য কশ্যপতনয়—আদিত্যের একরূপ লাবাদিত্যও কশ্যপ-তনয়। সুতরাং লাবাদিত্য বা লাউসেন সূর্যই। রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়ে মৃত্যু বরণ করলে নারীহত্যার পাপ সূর্যকে গ্রাস করতে উদ্যত হোল—সূর্যের গতি স্তব্ধ হোল ইত্যাদি ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর[৫] যে অনেকটাই সূর্যলীলা তা প্রমাণিত করে। বিষুব সংক্রান্তিতে (চৈত্র সংক্রান্তিতে) শিবের গাজনে এবং ধর্মরাজের গাজনে চড়কোৎসব এবং চড়কে ঘুরপাক দেওয়া সূর্যের দ্বাদশ রাশির পথে পরিক্রমণের প্রতীক। ধর্মদেবতার শুভ্রতাও সূর্যের ও সূর্যালোকের শুভ্রতার দ্যোতক। ধর্মঠাকুরের মোজাজুতাপরা বীরমূর্তি শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদের পূজিত শকদের দ্বারা আনীত মোজা জুতা পায়ে সূর্যমূর্তির কথা স্মরণ করায়—

হাঁসা ঘোড়া খাসা জোড়া পায়ে দিয়া মোজা।
অবশেষে বোলাইলে গৌড়ের রাজা।
হাতে লিলে তির কামঠা পায় দিয়া মোজা।
গৌউড়ে বলান গিয়া ধর্ম-মহারাজা ॥[৬]

---

১ শিব, বিদ্যেশ্বর সং – ১৪।৪৯ ২ সৌর—পৃঃ ১।৩১
৩ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ১ম খণ্ড, ১ম সং—পৃঃ ১১০
৪ তদেব—পৃঃ ১২২ ৫ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ২য় সং—পৃঃ ৫০৩
৬ ধর্মপূজাবিধান—পৃঃ ২১৫

অনেকে মনে করেন যে মুসলমান আমলে অশ্বারোহী তুর্কী সৈন্যদের প্রভাবে ধর্মরাজের অশ্বারোহী যোদ্ধমূর্তি পরিকল্পিত। 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক ছড়ায় ধর্ম যবনরূপ ধারণ করেছিলেন।

ধর্ম হৈল্যা জবনরূপি মাথাএ ত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম।[১]

ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লা লিখেছেন, "ধর্মপূজায় কিছু মুসলমান প্রভাব আছে। এই প্রভাব অবশ্য অনেক পরবর্তীকালের।......ইস্‌লামের প্রভাবে নিরঞ্জন খাঁটি একেশ্বরবাদের ঈশ্বর হইয়া উঠিয়াছেন।"[২] ধর্মঠাকুরের বুটপরা অশ্বারোহী মূর্তি সম্পর্কে আচার্য সুকুমার সেন লিখেছেন, "এ কল্পনার মধ্যে তিনটি উপাদান আছে। এক ইরাণীয় বুটপরা সূর্যদেবতা—যাঁর বিশেষ উপাসক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ এবং যিনি দুঃসাধ্য রোগের অপহর্তারূপে উপাসিত হতেন। দুই, বিজয়ী মুসলমান শক্তির সিপাহীরূপ কল্পনা। ইনিই ব্রাহ্মণ্য পুরাণে প্রোক্ত ভবিষ্যৎ কল্কি অবতার।"[৩]

আর একজন পণ্ডিত লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঠাকুরের মধ্যেও মুসলমান প্রভাব বেশ স্পষ্ট। ধর্মমঙ্গল-কবিরা ধর্মঠাকুরকে পীরের বেশেও দেখেছিলেন। রূপরাম চক্রবর্তীও নিজেকে 'রূপরাম ফকির' বলেছেন। ফকিরবেশী ধর্ম-ঠাকুরই মনে হয় ক্রমে 'সত্যপীর ও 'সত্যনারায়ণে' বিবর্তিত হয়েছেন।।"[৪]

ধর্মঠাকুরের অশ্বারোহী-যোদ্ধার মূর্তি পরিকল্পনায় যদি তুর্কী সৈন্যের প্রভাব কিছু পড়ে থাকে, তাহলেও ধর্মঠাকুর যে স্বরূপতঃ সূর্য সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। মোজা জুতো-পরা সূর্যমূর্তি ত আছেই, তাছাড়া সূর্যপুত্র অশ্বিনীকুমার-দ্বয় অশ্বারোহী। পুরাণে সূর্যপুত্র রেবন্তও অশ্বারোহী। ডঃ সুকুমার সেন অন্যত্র লিখেছেন, "ধর্মঠাকুর বৈদিক সূর্যদেবতা। ইনি পক্ষিবাহনও বটেন, ধবল অশ্বযুক্ত রথারূঢ়ও বটেন। বাহন উলূক যমের প্রতীক। যম ও সূর্যের পত্র। কূর্ম সূর্য দেবতার প্রতীক। তাই কূর্ম ধর্মঠাকুরের প্রতীক এবং পাদপীঠ......।"[৫]

ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন যে, ধর্ম অনার্য পূজিত সূর্যদেব। বাঙ্গালী ডোমেরা সূর্যদেবতা অর্থে ধর্ম নাম প্রসারিত করেছে। তাঁর মতে ডোমদের রাজা অর্থাৎ ডোম্ রায় থেকে ধর্ম বা ধর্মরাজ ঠাকুর এসেছেন। কিন্তু ধর্ম থেকে 'ডোরম্' 'দেরাম্মা' প্রভৃতি শব্দ আসা অসম্ভব কেন, তা বোঝা যায় না।

---

১ শূন্যপুরাণ—পৃঃ ২৩৩-৩৪ ২ শূন্যপুরাণ ভূমিকা—পৃঃ ১২-১৩
৩ ধর্ম ঠাকুর ও মনসা প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—পৃঃ ৭৫১
৪ পীর ও গাজীসাহেব প্রবন্ধ ঐ পৃঃ ৬৬৮
৫ রূপরামের ধর্মমঙ্গল—পৃঃ ৬৯-৭০

ধর্মপুরাণের সৃষ্টি কাহিনীতে ডঃ সেন বৈদিক বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতির সংযোগের উল্লেখ করেছেন।[১] বৈদিক প্রজাপতিও সূর্য[২] সুতরাং সর্বতোভাবেই ধর্মরাজ সূর্যদেবতার রূপান্তর।

ধর্মরাজ মিশ্রিত দেবতা ঃ ধর্মঠাকুরের স্বরূপভাবনায় এবং পূজা-আচারে বরুণ, শিব, যম, বিষ্ণু, সূর্য প্রভৃতি বিভিন্ন দেবসত্তার সংমিশ্রণ ঘটেছে। বিভিন্ন দেবসত্তার সংমিশ্রণের জন্য বিস্মিত হবার কিছু নেই।

বরুণ, যম, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবতাই ত সূর্যাগ্নির গুণকর্ম অনুসারে পরিকল্পিত। সেইজন্য এক দেবতার গুণকর্ম অন্যে আরোপিত এবং একের সঙ্গে অন্যের সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। ভারতীয় দেবভাবনায় সাধারণ বৈশিষ্ট্য সর্বত্রই চোখে পড়ে। ধর্মঠাকুরও মূলতঃ সূর্যাগ্নির রূপভেদ। কূর্ম বা কচ্ছপ সূর্যের প্রতীক,[৩] গরুড় বা উলুকও সূর্যের প্রতীক।[৪] কশ্যপও সূর্য,[৫] কশ্যপের পুত্র লাম্বাদিত্যও তাই সূর্য। কশ্যপই কচ্ছপ। বিষ্ণুর কূর্মাবতার সূর্যই। সুতরাং ধর্মরাজ করচরণহীন, নিষ্কলঙ্ক, নিরঞ্জন নিরালম্ব শূন্যমূর্তি ঠিকই। ডঃ অমলেন্দু মিত্র বলেন যে ধর্মঠাকুর বৃষ্টিপাতের তথা শস্য দেবতা।[৬] তিনি মিশরের শস্যদেবতা ওসাইরিসের এবং তাঁর ভগিনী ও স্ত্রী আইসিন দেবীর উপাখ্যান, পুজাপদ্ধতিও অনুষ্ঠানের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সঙ্গতি দেখেছেন।[৭] কিন্তু ধর্মরাজকে বৃষ্টি ও শস্যদেবতা বলা যায় কি? যদিও সূর্যেরই মূর্ত্যন্তর ইন্দ্র, পর্জন্য ও বরুণ জলের বা বৃষ্টির দেবতা, তথাপি ধর্মঠাকুরকে প্রাগার্য বা আর্যেতর দেবতা প্রমাণ করতে মিশরীয় যুগ্মদেবতাকে টেনে আনার প্রয়োজন কি? ডঃ সুকুমার সেন ধর্মঠাকুরকে গোরূপ দেবতাও বলেছেন। পুরাণে ধর্ম চতুষ্পদ বৃষ।[৮] ধর্মকে বৃষ কল্পনা নিছকই রূপক। এক এক যুগে অর্থাৎ ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিতে একপাদ ধর্ম হানি হওয়ায় বৃষরূপী ধর্ম এক এক পদহীন হয়ে পড়েছেন। কিন্তু গো শব্দে সূর্যরশ্মিও বোঝায়। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মতে মূলতঃ অনার্য দেবতা ধর্ম পৌরাণিক প্রভাবে রূপান্তরিত হয়েছেন, এবং "বৈদিক বরুণ, অশ্বরথ বাহিত সূর্য, উদীচ্যবেশী অর্থাৎ বুটপরা ঘোড়াচড়া মিহির বা সূর্য, পৌরাণিক কূর্মাবতার ও কল্কি অবতার" প্রভৃতি মিশে গেছে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে।[৯] ধর্মরাজ মিশ্রিত দেবতা ঠিকই, কিন্তু তিনি আদিতে অনার্য ছিলেন এ কথা বলার মত যুক্তি বা প্রমাণ কিছুই নেই।

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, অপরার্ধ—পৃঃ ১২৯
২ হিন্দুদের দেবদেবী ১ম, ২য় সং—পৃঃ ২৮৫-৮৬
৩ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম, ২য় সং—পৃঃ ৫১৩-১৪
৪ ঐ ঐ পৃঃ ৫১৪ ৫ ঐ ১ম পৃঃ ৫০৩-৪
৬ রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর—পৃঃ ৯৯ ৭ তদেব—পৃঃ ৭৮
৮ ধর্মঠাকুর ও মনসা, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—পৃঃ ৭৫১
৯ বাঙ্গালীর ইতিহাস—পৃঃ ৫৮৫

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেন কৃত ধর্মস্তুতিতে শিব বিষ্ণু, বরুণ, সাকার নিরাকার সব একাকার হয়ে গেছে—

তুমি বিষ্ণু বামদেব বিধাতা বরুণ ।
তুমি সে সাকার শূন্য সগুণ নির্গুণ ।
প্রকৃতি পুরুষ তুমি পরাৎপর ব্রহ্ম ।
অনাদি অনন্ত তুমি জগন্ময় ধর্ম ॥[১]

ডঃ শহীদুল্লাহের মতে ধর্মরাজের নিরাকার নিরঞ্জন মূর্তি ঐশ্লামিক ঈশ্বর ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত কারণ ঈশ্বর বাচক নিরঞ্জন শব্দটি মুসলমানরাও গ্রহণ করেছেন।[২] কিন্তু নিরঞ্জন শব্দটি মুসলমানদের দ্বারা গৃহীত হলেই ধর্মঠাকুরকে ইস্লাম প্রভাবিত বলা কি সমীচীন ? ভারতীয় সনাতন ধর্মে ঋগ্বেদের সময় থেকে একেশ্বরত্বে বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। উপনিষদের নিরাকার ব্রহ্মের উল্লেখ করাই বাহুল্য। অনার্য ধর্মেশ শব্দ ও ঈশ শব্দের সমন্বয়ে এবং ডরম্ বা ডোরম্ ধর্ম শব্দের অপভ্রংশ হওয়াই স্বাভাবিক।

মিশরীয় ওসাইরিস

মিশরীয় ওসাইরিসের সঙ্গে ধর্মরাজের নামগত ও আকৃতি-প্রকৃতিগত কোন সাদৃশ্য নেই। ওসাইরিস মিশরের শস্য দেবতা। ওসাইরিস্ ছিলেন রাজা। তিনি মিসরীয় বর্বর প্রজাদের সভ্যতা, খাদ্যগ্রহণ, শস্য উৎপাদন, দেবপূজা ও নীতি প্রণয়ন সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি গায়ক ও অপ্রধান দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে যুক্তিদ্বারা, স্তোত্রগানের দ্বারা প্রজাদের শিখিয়েছিলেন গম যব ও দ্রাক্ষা উৎপাদন করতে এবং নগর নির্মাণ করতে, এবং ইথিওপিয়াতে তিনি শিখিয়েছিলেন বাঁধ ও সেচ খালের দ্বারা নীল নদীর জল নিয়ন্ত্রণ করতে।[৩] ওসাইরিস তাঁর বোন ইসিসকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন—"It was also said that Osiris and Isis fell in love while still in the womb and there produced Hours the Elder. In any case they were married and Osiris succeeded to the throne of his father Geb."[৪] ওসাইরিস মৃত্যুরও দেবতা। তিনি উর্বরতার দেবতা, কৃষিরও দেবতা। তিনি শস্যের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যুর মাধ্যমে শস্যবৎসরের আবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ওসাইরিসের মৃত্যু ও পুনর্জন্মের কাহিনীকে নীল নদের জলের ক্ষীণতা ও বৃদ্ধি অথবা সূর্যের উদয় ও অস্ত বলে ব্যাখ্যা করা হয়।[৫]

ওসাইরিস ও ইসিসের সঙ্গে ধর্ম ও মনসার সংযোগ কল্পনা অবাস্তব। বৈদিক সূর্যের গুণকর্ম অনুসারে কল্পিত বিষ্ণু, যম, বরুণ প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার সম্মিলিত রূপ ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজ, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

---

১ পশ্চিম উজয়পালা, শ্রীধর্মমঙ্গল—পৃঃ ৬৮১ ২ শূন্যপুরাণের ভূমিকা—পৃঃ ১৩
৩ Egyption Mythology—Veronica Ions—pp. 50-51 ৪ তদেব
৫ তদেব—পৃঃ ৫৫

তবে কালের বিচিত্র গতিতে অন্যান্য অনেক দেবতার মত ধর্মরাজের আকারে প্রকারে এবং পূজা রীতিতে অনার্যকৃষ্টি, বৌদ্ধ প্রভাব, এমন কি ঐশ্লামিক প্রভাব ও কিয়ৎ পরিমাণে নিজেদের অবদান রেখে যেতে পারে। তবে সে অবদানের পরিমাপ চেষ্টা দুঃসাধ্য সন্দেহ নেই।

ধর্মপূজার প্রাচীনতা ও ব্যাপকতা : ধর্মমঙ্গলকাব্যগুলি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত। কোন সংস্কৃত পুরাণে বা প্রাচীন কাব্যে ধর্ম-ঠাকুরের উল্লেখ নেই। সুতরাং মনে হয়, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ধর্মপূজা ব্যাপকতা লাভ করেছিল। ডঃ সুকুমার সেন দেখিয়েছেন যে বর্ধমান জেলার মল্লসারুল গ্রামে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রশাসনে ত্রিলোকনাথ ধর্মের বন্দনা আছে।[১] এই ধর্ম যদি ধর্মরাজ হন তাহলে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ধর্মপূজার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে।

ডঃ সেন জানিয়েছেন যে একদা বাংলার বাহিরেও ধর্মপূজা ব্যাপকতা লাভ করেছিল : "একদা ইহা সমগ্র বাংলাদেশে এবং বাহিরেও প্রচলিত ছিল। বিহারে ধর্মপূজার চিহ্নাবশেষ 'ছট্‌পরব'। এককালে যে ধর্মপূজা কাশী-কোশলেও অজ্ঞাত ছিল না, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। উত্তর ভারতের অনেক জৈনতীর্থের বর্ণনায় যে কমঠাম্বরের উল্লেখ আছে তাহাতে ধর্মাসনস্থ ধর্মদেবতার পরিণাম দেখি। কোথাও কোথাও ধর্মরাজ জৈন সিদ্ধ ধর্মনাথে পরিণত হইয়াছিলেন, কিন্তু নিজের পরিচয় একেবারে গোপন করিতে পারেন নাই।"[২] বিহারীদের ছটপরব সূর্যপূজা,—স্বরূপতঃ ধর্মরাজের পূজার সঙ্গে অভিন্ন।

---

১ রূপরামের ধর্মমঙ্গল—ভূমিকা

২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ—পৃঃ ১২৭

বাস্তুদেবতা

গৃহনির্মাণের আগে বাস্তুদেবতার পূজা করা বিধি। বাস্তু শব্দের অর্থ বাসযোগ্য স্থান অর্থাৎ গৃহ। সুতরাং বাস্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই বাস্তুদেবতা। শ্রাদ্ধাদিকার্যে বাস্তুপুরুষদের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে বাস্তুপুরুষগণের অর্চনা করা হয়। বাস্তুপুরুষ অর্থে বোঝায় যে পুরুষগণ উক্ত বাস্তুতে অর্থাৎ বাসগৃহে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যাঁরা এককালে উক্ত বাস্তুতে বসবাস করতেন এবং অধুনা যাঁরা লোকান্তরিত তাঁরাই বাস্তুপুরুষ। কিন্তু বাস্তুর অধিষ্ঠাতা বলে যে দেবতার পূজা করা হয় তিনি বাস্তুপুরুষ নন। পণ্ডিতরা বলেন বাস্তুদেবতার পূজা ব্রহ্মার পূজা। গৃহনির্মাণের পূর্বে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সন্তুষ্টিবিধান প্রয়োজন।[১] বাস্তু-দেবতার কোন মূর্তি নির্মাণ করার রীতি দেখা যায় না সেই জন্য এই দেবতার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। যে ধ্যানমন্ত্রে বাস্তুদেবতার পূজা করা হয়, তাতেও ঐ দেবতার মূর্তিটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। বাস্তু-দেবতার ধ্যান মন্ত্র :—

অরুণিতমণিবর্ণং কুণ্ডলশ্রেষ্ঠকর্ণং
সুসিতসুভগসৌম্যং দণ্ডপাণিং সুবেশম্।
নিখিলজননিবাসং বিশ্ববীজস্বরূপং
নতজনভয়নাশং বাস্তুদেবং ভজামি ॥[২]

—রক্তবর্ণ মণির ন্যায় বর্ণ, কর্ণে শ্রেষ্ঠ কুণ্ডল, সুতীক্ষ্ণ ঐশ্বর্যযুক্ত, সৌম্য, দণ্ড-পাণি, সুন্দরবেশধারী, নিখিলজনের নিবাসস্থল, বিশ্বের বীজস্বরূপ বাস্তুদেবকে ভজনা করি।

এই মন্ত্রে বাস্তুদেব রক্তবর্ণ দণ্ডপাণি। রক্তবর্ণ ব্রহ্মার সাদৃশ্য বহন করে, দণ্ডপাণি যমের নাম। অপর মন্ত্রে বাস্তুদেবের মূর্তি আরও অস্পষ্ট—

আকুঞ্চিতকরং বাস্তুমুত্তানমসুরাকৃতিম্।
স্মরেৎ প্রজাসু কুড্যাদি নিবেশে ত্বধরাননম্ ॥[৩]

—অসুরাকৃতিবিশিষ্ট ঈষৎ কুঞ্চিতহস্ত উত্তানভাবে (চিৎ) অবস্থিত বাস্তু-দেবকে গৃহনির্মাণকালে পূজায় স্মরণ করবে। এখানে বাস্তুদেব অসুরাকৃতি কিন্তু তাঁর কোন আকার স্পষ্ট নয়। ভবিষ্যপুরাণোক্ত বাস্তুদেব স্তোত্রেও বাস্তু-দেবের কোন আকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। স্তোত্রটি নিম্নরূপ :—

---

১ নবদ্বীপ নিবাসী প্রখ্যাত স্মার্তপণ্ডিত আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রীর নিকটশ্রুত
২ হিন্দু সর্বস্ব—পৃঃ ১৬৮ ৩ ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি—পৃঃ ৭৪৬

সব্যাপসব্যেন করেণ নিত্যং বরাভয়ং যোঽবনতায় ধত্তে।
ত্রিলোকসঞ্চিন্তিত পাদপদ্মং তং বাস্তুরাজং সততংভজামি॥
স্বর্ণোপবীতেন সুশোভমানঃ সমুজ্জ্বলো হেমকিরীটধারী।
ত্রিলোকসঞ্চিন্তিত পাদপদ্মং তং বাস্তুরাজং সততং ভজামি॥[১]

—দক্ষিণ ও বাম করে যিনি নিত্য বর ও অভয় ধারণ করেন, ত্রিলোক যাঁর পাদপদ্ম চিন্তা করেন, সেই বাস্তুরাজকে সতত ভজনা করি। স্বর্ণ উপবীতের দ্বারা শোভিত সমুজ্জ্বল, স্বর্ণকিরীটধারী, ত্রিলোক যাঁর পাদপদ্ম চিন্তা করে সেই বাস্তুদেবকে ভজনা করি।

এখানে বাস্তুরাজ দ্বিভুজ—বর ও অভয়-হস্ত স্বর্ণ উপবীত ও স্বর্ণমুকুটধারী ও উজ্জ্বলবর্ণ। এখানে বাস্তুদেব দণ্ডধারীও নন, অসুরাকৃতিও নন। উক্ত স্তোত্রপাঠে পিতৃগণ তুষ্ট হয়ে বর দান করেন।

বাস্তুস্তোত্রমিদং যস্তু শ্রাদ্ধকালে পঠেন্নরঃ।
তুষ্টপিতৃগণস্তত্র দদাতি বরমীপ্সিতম্॥[২]

বাস্তুপুরুষ পিতৃগণ ও বাস্তুদেবতা এস্থলে একত্র হয়ে গেছেন। ঋগ্বেদে গৃহপতি অগ্নি।[৩] শুক্ল যজুর্বেদে বাস্তুপতি এবং বাস্তুরক্ষক রুদ্র বা শিব। শতরুদ্রীয় স্তুতিতে রুদ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে—"নমো বাস্তব্যায় চ বাস্তুপায় চ।"[৪]

আচার্য মহীধর বাস্তব্য শব্দের অর্থে বলেছেন, "বাস্তুনি গৃহভুবি ভব বাস্তব্যঃ তম্।" বাস্তু বা গৃহে উৎপন্ন বা স্থিত। এই অর্থে বাস্তুপুরুষ ও বাস্তব্য হতে পারেন। রুদ্রই গৃহপতি অর্থাৎ রক্ষক এবং গৃহজাত বাস্তুপুরুষ অথবা বাস্তুতে পূজিত। অগ্নি, ব্রহ্মা ও রুদ্র একই দেবসত্তা হওয়ায়[৫] বাস্তুদেবতায় সকলের মিশ্রণ অসঙ্গত নয়।

বাস্তুদেবের রক্তবর্ণ যেমন ব্রহ্মার সদৃশ, তাঁর হেম কিরীট, স্বর্ণ উপবীত এবং সমুজ্জ্বল মূর্তি অগ্নির আভাস আনে। বাস্তুদেবতা কল্পনায় আরও একটি দেবসত্তা সম্মিলিত হয়েছে। ইনি অনন্ত-নাগ সকল জীবের বাস্তু পৃথিবীকে যে অনন্ত-নাগ ধারণ করে আছেন, তিনিই ব্যক্তি বিশেষের বাস্তুকেও ধারণ করেন। বাস্তুদেবের প্রণাম-মন্ত্রে তাই বলা হয়েছে—

সর্বে বাস্তুময়া দেবাঃ সর্বং বাস্তুময়ং জগৎ।
পৃথ্বিধরস্তু বিজ্ঞেয়ো বাস্তুদেব নমোস্তুতে॥[৬]

ধরণীধর শেষনাগ বাস্তুদেবরূপে প্রণাম পেয়েছেন। সেই জন্যই অনেকের ধারণা বাস্তু পূজা সর্পপূজা। গৃহনির্মাণকালে নাগের প্রসন্নতার দিকে লক্ষ্য রেখে গৃহদ্বার নির্মিত হয়। অত্যন্ত বৃদ্ধ খর্বাকৃতি লাঙ্গুলহীন কোন গৃহবাসী সর্পকে বাস্তুসর্প বলে। এই বাস্তুসাপকে কেউ হত্যা করে না,—প্রচলিত বিশ্বাস বাস্তুসর্প কারো ক্ষতি করে না। এইভাবে বাস্তুদেবপূজা বাস্তুসর্পপূজা

১ ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি—পৃ ৬৭৫ ২ ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি ৩ ১ম পর্ব—৭২ পৃঃ দ্রঃ
৪ শুক্ল যজুঃ—১৬।৩১ ৫ ১ম পর্বে অগ্নি ও ২য় পর্বে রুদ্র শিব ও ব্রহ্মা প্রসঙ্গ দ্রঃ
৬ ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি—পৃঃ ৭৪৬

এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে। ডঃ সুকুমার সেন বাস্তুদেবতার পূজাকে নাগপূজা বলেছেন। তিনি বাস্তুপূজাকে বৈদিকযুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনে করেছেন। তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি: "বৈদিক চিন্তার পরিণতিতে বাস্তুদেবতার দুইটি প্রতীক দাঁড়াইয়া, গিয়াছিল। এক, বৃক্ষ অথবা স্থাণু। দুই, নাগ (অর্থাৎ সাপ)। স্থাণুর পরিণতি শিবলিঙ্গ। বৃক্ষপূজার পরিণতি বিচিত্র—বট, অশ্বত্থ, বিল্ব, সিজ অথবা তুলসী। পূর্বভারতে বাস্তুপূজা সিজ ও সাপ লইয়া এবং সেখানে সিজ ও সাপ একত্রিত। তাছাড়া মনসা দেবী……তিনিও এই সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তবে বেমালুম মিলিয়া যান নাই। পশ্চিমবঙ্গের বাস্তুপূজার দেবতা হইল সীজগাছ ও অষ্টনাগ (অথবা অষ্টনাগের প্রতিনিধিস্থানীয় অনন্ত বা বাসুকি যিনি মাথায় পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন)। উত্তরবঙ্গে বাস্তুপূজার দেবতা সিজ গাছ ও মনসা।"[১]

বৈদিক যুগের সঙ্গে বাস্তুপূজার কোন সংযোগ এই বক্তব্যে স্পষ্ট নয়। যজুর্বেদের রুদ্র যেমন বাস্তুর পতি, তেমনি ঋগ্বেদের অগ্নিও গৃহপতি। বৈদিক রুদ্রের প্রতীক শিবলিঙ্গ। ডঃ সেনের বক্তব্য অনুসারে, নাগপূজার প্রতীক সিজবৃক্ষপূজা ও মনসা বাস্তুপূজায় মিলিত হয়েছেন। সিজবৃক্ষকেও মনসার প্রতীক হিসাবে পূজা করা হয়। সম্ভবতঃ বাস্তুগৃহ থেকে সর্পভয় নিবারণের উদ্দেশ্যে সিজপূজা বা মনসা পূজা অথবা নাগরাজ অনন্ত বা শেষের পূজার রীতি।

এইভাবে পিতৃপুরুষগণ, ব্রহ্মা, অগ্নি, রুদ্র-শিব, অনন্তনাগ ও মনসা একত্রে মিশ্রিত হয়ে লৌকিক বিশ্বাসের রসে জারিত হয়ে বাস্তুদেবতা নামে বাস্তু-গৃহের অধিষ্ঠাতা নূতন দেবতার পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে। অথচ বাস্তু-দেবতার সুস্পষ্ট কোন আকার পরিকল্পিত হতে পারে নি। অথচ বাস্তুদেবতার পূজা নিতান্ত অর্বাচীন কালের নয়। মহর্ষি মনু গৃহস্থের প্রাত্যহিক কর্তব্য যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা বলেছেন তার মধ্যে অন্যতম বৈশ্যদেব বা হোমকর্ম। হোমকর্মের অঙ্গীভূত ব্রহ্মা ও বাস্তুদেবতাকে বলি উৎসর্গ করা,—"ব্রহ্মা বাস্তো-ষ্পতিভ্যাস্তু বাস্তুমধ্যে বলিং হরেৎ।"[২] এই অনুষ্ঠানে ব্রহ্মা ও বাস্তোষ্পতি পৃথক দেবতা। পরে তাঁরা মিশ্রিত হয়ে গেছেন।

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম পূর্বার্ধ—পৃঃ ২৫৩ ২ মনুসংহিতা-৩।৮৯

ঘণ্টাকর্ণ

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা ঘণ্টাকর্ণ বা ঘাঁটু—(স্থানবিশেষে ঘেঁটু নামে পরিচিত) নামক এক দেবতার পূজা করে থাকেন ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে। ফাল্গুন সংক্রান্তি ঘেঁটু সংক্রান্তি নামে প্রসিদ্ধ। ঘাঁটু বা ঘেঁটু দেবতার কোন মূর্তি বা প্রতিকৃতি নেই। বাড়ীর দরজার বাইরে একটি ভুষোকালিমাখা মৃৎপাত্র—সাধারণতঃ মুড়িভাজা খোলা বা ভুষোমাখা সড়া মালসা—উপুর করে তার উপরে গোবর ও কড়ি বসিয়ে ভাটফুলের (ঘেঁটুফুল নামে প্রসিদ্ধ) দ্বারা ফাল্গুনমাসের সংক্রান্তিতে মেয়েরা পূজা করে থাকেন। পূজার পর ঐ পাত্রটি কোন বালক লাঠির আঘাতে ভেঙ্গে ফেলে। কোথাও কোথাও জলাশয়ের ধারে বা তেমাথার রাস্তায় ঘেঁটুর পূজা হয়। রাত্রিবেলায় হারিকেন লণ্ঠনে ভাটফুল সাজিয়ে অথবা কলাগাছের খোলার দ্বারা অথবা বাখারি কাগজ ইত্যাদির দ্বারা একটি আধার নির্মাণ করে তন্মধ্যে একটি প্রদীপ বা লম্ফ জালিয়ে ভাটফুল বা ঘেঁটুফুলে সাজিয়ে বাড়ী বাড়ী ছড়া আবৃত্ত করে চাল পয়সা ইত্যাদি আদায় করে। অঞ্চল বিশেষে ছড়ার বিভিন্নতা দেখা যায়। এই ভাবে ছড়া গেয়ে টাকা চাল আদায় করাকে ঘেঁটু গাওয়া বলে। ঘেঁটু গাওয়া বালক-বালিকাদের উৎসব বিশেষ।

প্রচলিত বিশ্বাস, ঘেঁটু দেবতা খোস্ পাঁচড়া ইত্যাদি আরোগ্য করেন। যদি কেউ ঘেঁটুর ছড়া শুনে চাল পয়সা না দেয় তাহলে তার বাড়িতে বা দরজায় ঘেঁটুফুল ফেলে দিলে খোস পাঁচড়া হবে বাড়ীর লোকের। ছেলেরা ছড়ায় বলে—"ঘেঁটু যায় ঘেঁটু যায় খোস পালায়।" চব্বিশ পরগণা জেলায় পুরোহিতগণ

ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্বব্যাধি বিনাশন।
বিস্ফোটক ভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল॥

—মন্ত্র বলে ঘাঁটুর পূজা করে থাকেন।[১] শীতলা বসন্তরোগ আরোগ্য করেন আর ঘাঁটু বা ঘেঁটু খোস পাঁচড়া ইত্যাদি আরোগ্য করেন। ঘাঁটু বা ঘেঁটু সূর্য দেবতা ছাড়া আর কেউ নন। সূর্য এবং সূর্যের রূপান্তর ধর্মঠাকুর কুষ্ঠরোগ দূর করেন। ফাল্গুনী সংক্রান্তি সূর্যের বিষুব সংক্রমণ। ঘেঁটুপূজা সূর্যেরই পূজা। ভুষোকালিমাখা মৃৎপাত্র ভাঙ্গার তাৎপর্য সম্ভবতঃ অন্ধকার বিনাশ করে সূর্যের প্রকাশের প্রতীক। গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু ঘেঁটু ঠাকুর সম্পর্কে লিখেছেন, "কোন কোন মনীষী মনে করেন, ঘেঁটু হলেন—

---

১ বাংলার লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু—পৃঃ ১৮৩

চর্মরোগের আরোগ্য দেবতা—সূর্য অথবা ধর্মঠাকুরের লৌকিক সংস্করণ। তাঁদের অভিমতের সমর্থনে বলা যায়, সূর্য ও ধর্মঠাকুর উভয়েই কুষ্ঠ এবং নানারূপ চর্ম-রোগের নিরাময়কারী দেবতা, ঘাঁটুর সঙ্গে উভয়ের প্রকৃতিগত মিলও আছে, অনেক স্থানে ঘাঁটুর প্রতীক শুধু প্রদীপই দেখা যায়, ধর্মশিলা হাঁড়ির মত গোলাকার, তার ওপর ধাতুনির্মিত দুটি চোখ থাকে।"[১]

উক্ত গবেষক ঘেঁটুকে অনার্য দেবতা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। সূর্যপূজার যে বহুবিচিত্র রূপ দেশে বিদেশে অঞ্চলে অঞ্চলে দেখা যায় তারই আর একটি মেয়েলি সংস্করণ ঘেঁটু বা ঘাঁটু। আলোকবর্তিকা নিয়ে ঘরে ঘরে ঘেঁটু গাওয়ার তাৎপর্য বোধহয় সূর্যের উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ ও বিষুবে গমনাগমনের লৌকিক উৎসব। ইতুপূজার মত ঘেঁটুপূজাও সহজ সরল গ্রাম্য মানুষের সূর্যপূজার সহজতর উৎসব। এর উদ্ভব কোন সময়ে এর মধ্যে কতটা আছে আর্যেতর সংস্কৃতি তা নিছকই অনুমানের ব্যাপার। স্মরণীয় এই যে স্কন্দ-পুরাণে ঘণ্টাকর্ণ নামে শিবের এক অনুচর আছেন। ইনি কাশীতে ঘণ্টাকর্ণেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইনি শিবের গণোত্তম।[২] নব্যস্মৃতিকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য শিবপুরাণের একটি বচন উদ্ধার করেছেন। এখানেও ঘণ্টা-কর্ণ শিবের গণ—"ঘণ্টাকর্ণো গণঃ শ্রীমান্ শিবস্যাতীব বল্লভঃ।" রঘুনন্দন ঘণ্টাকর্ণ পূজার স্বপক্ষে কৃত্যচিন্তামণি ও গুণিসর্বস্ব থেকে প্রমাণ উদ্ধার করেছেন—

চৈত্রমাসি চ সংপূজ্যো ঘণ্টাকর্ণো ঘটাত্মকং
আরোগ্যায় স্নুহীমূলং সংক্রান্ত্যাং তত্র কারয়েৎ ॥[৩]

—চৈত্রমাসে ঘটরূপী ঘণ্টাকর্ণ পূজনীয়, সংক্রান্তিতে স্নুহীমূল (পাঁচড়া) আরোগ্যের জন্য ঘণ্টাকর্ণ পূজা করা উচিত।

রঘুনন্দন ঘটে ঘণ্টাকর্ণ পূজার বিধান দিয়েছেন। জলপূর্ণঘট সর্বদেবময়। রঘুনন্দন কথিত ঘণ্টাকর্ণ পূজার মন্ত্র :—

ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্বব্যাধি বিনাশন।
বিস্ফোটক ভ'য়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল ॥[৪]

—হে মহাবীর সর্বরোগারোগ্যকারী ঘণ্টাকর্ণ, বিস্ফোটকের ভয় সমাগত হলে হে মহাবল! রক্ষা কর রক্ষা কর।

রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্ব থেকে প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব থেকেই খোস পাঁচড়া ইত্যাদি রোগের দেবতা হিসাবে শিবের অনুচর ঘণ্টাকর্ণের পূজা প্রচলিত ছিল।

---

১ বাংলার লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু—পৃঃ ১৮৪-৮৫
২ স্কন্দপুঃ, কাশীখণ্ড—উত্তরার্ধ, ৫৩ অঃ
৩ অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্—বেনীমাধব দে প্রকাশিত ১৩১৪—পৃঃ ৭২
৪ তদেব—পৃঃ ৭২

ত্রিনাথ

মেয়েলী ব্রতে ত্রিনাথ নামে এক দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ত্রিনাথের ব্রত-পাঁচালী মুদ্রিত অবস্থায় সুলভ। ব্রতকথা অনুসারে সুদীন নামক ব্রাহ্মণ ত্রিনাথের পূজা করে বিপুল বৈভব লাভ করেছিলেন। এই দেবতার পূজার উপচার একটু অদ্ভুত রকমের। পান, গাঁজা ও তৈল—পূজার এই তিনটি উপকরণ। ত্রিনাথ সুদীনকে বলেছিলেন—

ত্রিলোকের নাথ আমি জানে সর্বজন।
ত্রিনাথ নামেতে এবে পূজিবে ব্রাহ্মণ ॥
সহজ সরল রীতি জানিও পূজার।
পান তেল গাঁজা মাত্র তিন উপচার ॥
সন্ধ্যাকালে এই তৈলে প্রদীপ জ্বালিবে।
প্রতিবেশিগণে সবে ডাকিয়া আনিবে ॥
গঞ্জিকা সাজিবে বিপ্র তিন কলিকায়।
সাজায়ে রাখিবে পান কলার পাতায় ॥
তিন কলিকায় গাঁজা বণ্টন করিয়া।
করিবে ত্রিনাথ পূজা হরিধ্বনি দিয়া ॥
তারপর কর সবে হরি-সংকীর্তন।
ভক্তিভরে ত্রিনাথের প্রসাদ সেবন ॥[১]

সুদীন ব্রাহ্মণ উপরোক্ত রীতিতেই ত্রিনাথের পূজা করেছিলেন।

প্রদীপ জ্বালিল বিপ্র তৈলটুকু দিয়া।
তিনটি পাতায় পান রাখে সাজাইয়া ॥
তিন কলিকায় গাঁজা সাজিয়া যতনে।
অগ্নি দিয়া নিবেদিল ত্রিনাথ চরণে ॥[২]

পূজার বিবরণ থেকে মনে হয় ত্রিনাথ শিবেরই নামান্তর বা রূপান্তর। ত্রিলোকের ঈশ্বর ত্রিশূলী ত্রিলোচন দেবাদিদেব মহাদেব। কিন্তু ব্রতকথায় ত্রিনাথকে স্পষ্টভাষায় বিষ্ণু বলে অভিহিত করা হয়েছে। বিষ্ণু দেবর্ষি নারদকে বলেছিলেন—

ত্রিলোকের নাথ বলি জানে সর্বজন।
ত্রিনাথ নামেতে এবে করিবে ভজন ॥
এই রূপ এই কান্তি, নবঘনশ্যাম।
বনমালা পীতাম্বর ত্রিভঙ্গিম ঠাম ॥

---

১ ত্রিনাথের পাঁচালী, পণ্ডিত রামরতন সাংখ্যতীর্থ সম্পাদিত—পৃঃ ১ ২ তদেব

এইরূপে দেখা দিব ধরার মানবে।
নূতন পূজার রীতি শিখাইব সবে ॥[১]

ত্রিনাথ বন্দনায় পাঁচালীকার লিখেছেন—

নমো নমঃ বিশ্বভূপ অনন্ত তোমার রূপ
দেব ঋষি বর্ণিতে কে পারে।
কায়মনে করি নতি হে নাথ গোলকপতি
এস প্রভু হৃদয় মাঝারে ॥
পীতাম্বর নীলমণি চরণে নূপুর ধ্বনি
শিখিচূড়া চাঁচর চিকুর।
ত্রিনাথ ত্রিলোকপতি তুমি অগতির গতি
ধরণীর দুঃখ কর দূর ॥[২]

অন্যত্র আছে : সুদীনের স্তবে তুষ্ট হরি ভগবান।
কৃপা করি নব পূজা করিলা বিধান ॥[৩]

ত্রিনাথের পূজার পর হরি সঙ্কীর্তন করার রীতি। সুদীন ব্রাহ্মণ গাঁজা দিয়ে ত্রিনাথ পূজার পর হরিনাম সংকীর্তন আরম্ভ করেছিলেন—

প্রতিবেশীগণে আরম্ভিল সংকীর্তন।
কত খোল করতাল বাজে অনুক্ষণ ॥
সুদীন ব্রাহ্মণ সেথা বৈসে জোড় করে।
ত্রিনাথের রাঙ্গা পদ স্মরে ভক্তিভরে ॥[৪]

ধুস্তুর গঞ্জিকাসেবী মঙ্গল কাব্যের শিব ত্রিনাথে পরিণত হয়েছেন বলেই মনে হয়। অথচ পাঁচালীতে ত্রিনাথ বিষ্ণুরই রূপান্তর। কিন্তু বিষ্ণু-কৃষ্ণের সঙ্গে গঞ্জিকার সংস্রব কোথাও দেখা যায় না। সুতরাং ত্রিনাথ নামক দেবতায় শিব ও কৃষ্ণবিষ্ণুর সংমিশ্রণ ঘটেছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। আবার নাথপন্থীদের 'নাথ' ও এসে ত্রিলোকনাথে সংমিশ্রিত হতে পারে। হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত লাহুল উপত্যকায় ত্রিলোকনাথ গ্রামে ত্রিলোকনাথের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের বিগ্রহ শ্বেত পাথরের নৃত্যভঙ্গিমায় চেনরেজী বা অবলোকিতেশ্বর বা লোকেশ্বর মূর্তি। মাথার উপরে ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভর মূর্তি। মন্দির তিনশ' বৎসরের পুরাতন। পূজারীরা ত্রিলোক নাথকে নটরাজ শিব বলে যাত্রীদের কাছে ব্যাখ্যা করেন।[৫] ত্রিলোকনাথ হিন্দু-বৌদ্ধ সকলের দ্বারাই পূজিত হন। নেপালের মুক্তিনাথ শান্তবুদ্ধ মূর্তি—পিছনে গরুড়মূর্তি,—একপাশে লক্ষ্মী, অন্যপাশে পার্বতী—মাথায় অনন্ত নাগ[৬]—হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সম্মিলন,—বুদ্ধ, বিষ্ণু ও শিবের একত্র অবস্থান। ত্রিনাথও কি বুদ্ধ, শিব এবং বিষ্ণুর সম্মিলনে উদ্ভূত এক নূতন দেবতা?

---

১ ত্রিনাথের পাঁচালী—পৃঃ ৬ ২ ত্রিনাথের পাঁচালী—পৃঃ ৪
৩ ঐ পৃঃ ৯ ৪ ঐ পৃঃ ১৩
৫ শিক্ষা নিকেতন পত্রিকা (কল্যানব্রগ্রাম), ১৯৭৭—পৃঃ ৪৬-৪৭ ৬ তদেব

দক্ষিণরায়

বঙ্গদেশের দক্ষিণাঞ্চলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, খুলনা, যশোর প্রভৃতি জেলায় দক্ষিণরায় জনপ্রিয় দেবতা। দক্ষিণ দেশের অর্থাৎ দক্ষিণ বঙ্গের রাজা বলেই দেবতার নাম দক্ষিণ রাজ বা দক্ষিণ রায়। পুরাণাদি কোন শাস্ত্র-গ্রন্থে স্থানাভাবহেতু ইনি বাঙ্গালার আঞ্চলিক এবং লৌকিক দেবতারূপে স্বীকৃত। দক্ষিণরায়ের আকৃতি বীর যোদ্ধার, গায়ের রঙ হলদে, মাথায় বাব্‌রি চুল, চুলের উপর রক্তাভ বিশাল মুকুট, টিকালো নাক, আকর্ণ বিস্তৃত গোঁফ, হাতে তীর-ধনুক বা অসি, পরশু, পিঠে ঢাল ও তূণ। তিনি জানু-পেতে উপবিষ্ট, পাশে ব্যাঘ্র, কোন কোন ক্ষেত্রে দক্ষিণরায় ব্যাঘ্রবাহন বা অশ্ববাহন।[১] অধিকাংশ স্থলে চিত্রিত ঘট বা 'বারা' দক্ষিণরায়ের প্রতীক হিসাবে পূজিত হয়। বারা—দুটি মুণ্ড—একটি পুরুষ ও একটি নারীর মুণ্ড। পুরুষমুণ্ডটি দক্ষিণরায়ের ও নারীমুণ্ডটি দক্ষিণরায়ের মাতা নারায়ণীর।[২] দক্ষিণরায়ের মুণ্ড প্রতীক পূজা সম্পর্কে দু'রকমের উপাখ্যান আছে। একটি উপাখ্যানে দক্ষিণরায়ের সঙ্গে বড় গাজীর সংগ্রামের ফলে দক্ষিণরায়ের মুণ্ড ছিন্ন হয়েছিল।

বাঘের উপরে নাহি দক্ষিণের রায়।
একখানি মুণ্ড মাত্র বারা বলে তায়॥
... ...
তারপর হুড়োহুড়ি মহাযুদ্ধ লাগে॥
দক্ষিণরায়ের বুকে মারে বড় গাজী।
পড়িয়া উঠিয়া রায় বলে মায়া বাজী॥
বড় খাঁ হানিল খাড়া গলায় তাহার।
মায়ামুণ্ড ক্ষিতি পরে এমনি প্রকার॥
... ...
কাটামুণ্ড বারা পূজা সেই হতে করে।
কোনখানে দিব্যমূর্তি ব্যাঘ্রের উপরে॥[৩]

আর একটি কিংবদন্তী অনুসারে, শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে—ছিন্নমুণ্ডটি দক্ষিণরায়রূপে পূজিত হচ্ছেন।

আচম্বিতে উচাটিল গণেশের মাথা।
দক্ষিণে পড়িয়া সেই হইল দেবতা॥[৪]

---

১ বাংলার লৌকিক দেবদেবী—পৃঃ ১৪৫-৪৬ ২ তদেব—পৃঃ ১৪৬
৩ কৃষ্ণরাম দাসের রায় মঙ্গল কাব্য ৪ হরিদেবের রায়.মঙ্গলকাব্য

দক্ষিণরায় পূজার একটি ধ্যানমন্ত্র :—

চন্দ্রবদন চন্দ্রকায়।
শার্দূল বাহন দক্ষিণরায় ॥

আর একটি মন্ত্র :—

সাগর সঙ্গম সুন্দরকায়।
ঘোটক বাহন দক্ষিণরায় ॥
ঢাল তলোয়াল টাঙ্গি হস্তে।
দক্ষিণরায় নমহস্তুতে ॥[১]

শীতলা যেমন মারীভয় দূর করেন, মনসার প্রীতিতে সর্পভয় দূর হয়, দক্ষিণরায় তেমনি ব্যাঘ্রভয় দূর করেন। দুরারোগ্য ব্যাধি থেকেও তিনি মুক্ত করেন।

দক্ষিণরায়ের স্বরূপ : দক্ষিণরায়ের স্বরূপ সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মতভেদের অন্ত নেই। কারো মতে দক্ষিণরায় আদিম জাতির ব্যাঘ্র উপাসনা (tiger cult) থেকে, এসেছেন,[২] কারো মতে দক্ষিণরায় ঐতিহাসিক ব্যক্তি —যশোর জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণ নগরের রাজা মুকুটরায়ের সেনাপতি দেবত্বে উন্নীত।[৩] কারো মতে দক্ষিণরায় সশস্ত্র ইসলাম ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।[৪] মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে দক্ষিণরায় একজন বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য ছিলেন।[৫] ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায় অস্ট্রিক জাতির ধর্মোপাসনা (Austric Cult) থেকে আগত।[৬] ব্যোমকেশ মুস্তফীর মতে তিনি অপৌরাণিক বনদেবতা, তাঁর পূজার্চনায় দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় প্রভাব আছে।[৭]

এই সকল মতামতের তারতম্য থেকে দক্ষিণরায়ের স্বরূপ নির্ণয় সহজ ব্যাপার নয়। দক্ষিণরায়ের যে আকার পরিকল্পিত হয়েছে তার সঙ্গে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের সাদৃশ্য গভীর। ব্যাধিনাশক দেবতা বেদে রুদ্র ও অশ্বিদ্বয়, পুরাণে অশ্বিনীকুমার। গণেশের মুণ্ড-কাহিনী দক্ষিণরায়ের সঙ্গে রুদ্রপুত্র গণেশের সংযোগ ঘটিয়েছে। কোন কোন স্থানে গণেশের ধ্যানমন্ত্রে দক্ষিণ-রায়ের পূজা করা হয়।[৮] দক্ষিণরায়কে ক্ষেত্রপালরূপেও পূজা করা হয়।[৯] স্বামী শংকরানন্দের মতে রুদ্রই ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়। এদেশে ব্যাঘ্রই পশুপতি বলে রুদ্র হয়েছেন ব্যাঘ্রপতি।[১০] শংকরানন্দের অভিমত প্রণিধান-

---

১ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১৪৭-৪৮ ২ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১৫১

৩ The Cult of Dakshin Raya in Southern Bengal— Hindustan Review, 1925, Allabhabad

৪ দক্ষিণরায়ের কাহিনী—হেমচন্দ্র ঘোষ, যুগান্তর ১৪।২।৫৪

৫ সাহিত্য পত্রিকা—জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ সাল

৬ J. R,A, S. B. XVI. 1950—page 210

৭ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—কার্তিক, ১৩০৩ ৮ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১৪৬

৯ তদেব—পৃঃ ১৪৯ ১০ বঙ্গে মহেঞ্জোদারো সভ্যতার বিস্তার

যোগ্য। লক্ষণীয় এই যে শিব কৃত্তিবাস—ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত। ক্ষেত্রপালও শিব। রুদ্র-শিবের পুত্র গণেশ ও কার্তিকেয় রুদ্রশিবেরই অংশ বা রূপান্তর[১] সুতরাং গণেশের মুণ্ড কার্তিকেয়ের আকৃতি-সাদৃশ্য রুদ্রশিবের সঙ্গে দক্ষিণরায়ের সংযোগ বিজ্ঞাপিত করে। দক্ষিণ দিকের অধীশ্বর যম—সূর্যপুত্র। দক্ষিণ-দেশের রাজা দক্ষিণরায়ের সঙ্গে যমের সংযোগও স্বাভাবিক। দক্ষিণরায়ের ব্যাপক পূজা ও উৎসব হয় পৌষ সংক্রান্তি বা ঠিক তার পরদিন অর্থাৎ ১লা মাঘ।[২] এই দিনটিকে উত্তরায়ণ বলা হয়। সুতরাং সূর্যের সঙ্গে ও দক্ষিণ-রায়ের সংযোগ অস্বীকার করার উপায় নেই। রুদ্র-শিব, গণেশ, কার্তিকেয় প্রভৃতি স্বরূপতঃ সূর্যাগ্নি। তাই দক্ষিণরায়ও স্বরূপতঃ সূর্যরূপী। কৃষিকর্মের অধিদেবতা ক্ষেত্রপালরূপেই হোক এবং ব্যাঘ্রভীতি থেকে পরিত্রাতারূপেই হোক সূর্যরূপী দক্ষিণরায় বিভিন্ন দেবসত্তার সংমিশ্রিত রূপ হিসেবে অঞ্চল-বিশেষে পূজিত হচ্ছেন; মারীভয় বা ব্যাঘ্রভয়বিনাশী দেবতা হিসেবে দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়ের আদর্শে পরিকল্পিত হয় তাঁর বিগ্রহ।

দক্ষিণরায়ের আবির্ভাবকালঃ দক্ষিণরায় অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে আবির্ভূত হয়েছেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের দেবত্বপ্রাপ্তির পূর্বাভাস পেয়েছেন ডঃ সুকুমার সেন। কালকেতু জঙ্গল কেটে যখন নগর বসাচ্ছিল সেই সময় তাকে বাঘে তাড়া করেছিল। মজুররা বাঘের ভয়ে পলায়ন করায় কালকেতুকে বাঘ বধ করতে হয়েছিল। ডঃ সেন লিখেছেন, "মুকুন্দরামের বর্ণনা হইতে বোঝা যায় যে তখনও দক্ষিণের ক্ষেত্রপাল ব্যাঘ্রদেবতার জন্ম হয় নাই।"[৩] সাহিত্যিক বিনয় ঘোষ দেখিয়েছেন যে দক্ষিণরায়ের মূর্তির সঙ্গে মুকুন্দরাম-বর্ণিত কালকেতুর সাদৃশ্য আছে।[৪] দক্ষিণরায়ের মহিমাসূচক রায় মঙ্গল কাব্যগুলি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তীকালে রচিত হয়। কৃষ্ণ রামের রায় মঙ্গল রচিত হয় ১৭৮৬—৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। ডঃ সেনের মতে রায়মঙ্গলের অন্যতম কবি রুদ্রদেব অষ্টাদশ শতাব্দী ও হরিদেব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বর্তমান ছিলেন।[৫] মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে। সুতরাং দক্ষিণরায় ব্যাঘ্রদেবতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে, এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে এরূপ অনুমান অমূলক বোধ হয় না।

১ হিন্দুদের দেবদেবী—২য় পর্ব দ্রষ্টব্য ২ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ৪৭
৩ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, অপরার্ধ—পৃঃ ২৯৭-৯৮
৪ দক্ষিণরায়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—পৃঃ ৬৮৯-৯০
৫ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, অপরার্ধ—পৃঃ ২৯৭, ৩০৮

গ্রন্থপঞ্জী

সংস্কৃত গ্রন্থ

১। ঋগ্বেদ—রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, ১২৯২।
২। ঋগ্বেদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত।
৩। শুক্ল যজুর্বেদ— ঐ।
৪। কৃষ্ণ যজুর্বেদ— ঐ।
৫। অথর্ববেদ— ঐ।
৬। শতপথ ব্রাহ্মণ।
৭। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।
৮। সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ।
৯। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ।
১০। কেনোপনিষৎ।
১১। তৈত্তিরীয় আরণ্যক।
১২। উপনিষৎ গ্রন্থাবলী—বসুমতী সাহিত্যমন্দির, ১৩৬০।
১৩। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র।
১৪। লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র।
১৫। পারস্কর গৃহ্যসূত্র।
১৬। বৌধায়ন ধর্মসূত্র।
১৭। নিরুক্ত—যাস্ক, ১ম-৪র্থ খণ্ড—অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত ক. বি.।
১৮। বৃহদ্দেবতা—শৌনক।
১৯। বাল্মীকি রামায়ণ—হিতবাদী সং।
২০। বাল্মীকি রামায়ণ—আর্যশাস্ত্র সং।
২১। মহাভারত—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী, ১৮৩০ শকাব্দ।
২২। মহাভারত—অনুশাসন পর্ব, বর্ধমান রাজবাটী সং ১৮০৩ শকাব্দ।
২৩। মনুসংহিতা—আর্যশাস্ত্র সং।
২৪। স্কন্দপুরাণ—ব্রহ্মখণ্ড, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।
২৫। স্কন্দপুরাণ—বিষ্ণুখণ্ড, ঐ।
২৬। স্কন্দপুরাণ—কাশীখণ্ড, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।
২৭। স্কন্দপুরাণ—রেবাখণ্ড, ঐ।
২৮। স্কন্দপুরাণ—উৎকল খণ্ড, ঐ।
২৯। স্কন্দপুরাণ—প্রভাস খণ্ড, ঐ।

৩০। স্কন্দপুরাণ—আবন্ত্য খণ্ড, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।
৩১। পদ্মপুরাণ—সৃষ্টি খণ্ড, ঐ।
৩২। পদ্মপুরাণ—ভূমিখণ্ড, ঐ।
৩৩। পদ্মপুরাণ—ক্রিয়াযোগসার, ঐ।
৩৪। পদ্মপুরাণ—পাতাল খণ্ড, ঐ।
৩৫। অগ্নিপুরাণ।
৩৬। মার্কণ্ডেয়পুরাণ—মহেশচন্দ্র পাল, সম্পাদিত ১৮১২ শকাব্দ।
৩৭। বামনপুরাণ—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী।
৩৮। মৎস্যপুরাণ, ঐ ঐ।
৩৯। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ঐ ঐ, ১৩০০।
৪০। বিষ্ণুপুরাণ ঐ ২য় সং ঐ, ১৩৩১।
৪১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, ঐ ঐ, ১৩৩৪।
৪২। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, ঐ ঐ, ১৩০০।
৪৩। দেবীপুরাণ, ঐ ২য় সং ঐ, ১৩৩৪।
৪৪। দেবী ভাগবত, ঐ ঐ, ১৮২৪ শকাব্দ
৪৫। খিল হরিবংশ, ঐ ঐ।
৪৬। কালিকাপুরাণ, ঐ নবভারত পাবলিশার্স।
৪৭। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ১৩৮৪।
৪৮। লিঙ্গপুরাণ।
৪৯। সৌরপুরাণ।
৫০। বরাহপুরাণ।
৫১। গরুড়পুরাণ।
৫২। বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ।
৫৩। স্বয়ম্ভূপুরাণ।
৫৪। ভবিষ্যপুরাণ।
৫৫। শিবপুরাণ—জ্ঞান সংহিতা, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।
৫৬। শিবপুরাণ—বায়বীয় সংহিতা "
৫৭। শিবপুরাণ—বিদ্যেশ্বর সংহিতা, "
৫৮। বায়ুপুরাণ।
৫৯। তন্ত্রসার—কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, বঙ্গবাসী।
৬০। সারদা তিলক—আর্থার এভ্‌লন সম্পাদিত।
৬১। প্রপঞ্চসার তন্ত্র, ঐ
৬২। কালী বিলাস তন্ত্র, ঐ
৬৩। তারোপনিষৎ কৌলোপনিষৎ, ঐ
৬৪। তন্ত্ররাজ তন্ত্র, ঐ
৬৫। মহানির্বাণ তন্ত্র, ঐ

৬৬। কুলচূড়ামণি তন্ত্র—আর্থার এভ্‌লন সম্পাদিত।
৬৭। কুলার্ণবতন্ত্র—উপেন্দ্রনাথ দাস সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৩।
৬৮। যোগিনীতন্ত্র।
৬৯। প্রাণতোষিণী তন্ত্র—রামতোষণ বিদ্যাভূষণ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির।
৭০। সাধনমালা, ১ম—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, গায়কোয়ার ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউট্‌।
৭১। সাধনমালা, ২য়, ঐ ঐ, ১৯২৮।
৭২। তারা রহস্যম্—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য ব্রহ্মানন্দ গিরি তীর্থাবধূত বিরচিত।
৭৩। দশমহাবিদ্যা—মহেশচন্দ্র পাল সংকলিত ও প্রকাশিত- ৩য় সং, ১৮১৪ শকাব্দ।
৭৪। কথাসরিৎসাগর—সোমদেব।
৭৫। কাব্যমীমাংসা—রাজশেখর, ৩য় সং, ১৯৩৪—সি. ডি. দালাল ও আর. এ. শাস্ত্রী, ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউট, বরোদা।
৭৬। চরক সংহিতা, ১ম খণ্ড—কেবলরাম চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত, ১৩০০।
৭৭। অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, বেণীমাধব দে প্রকাশিত।
৭৮। রাজতরঙ্গিণী—এ. ষ্টাইন সম্পাদিত।
৭৯। শংকরাচার্যের গ্রন্থমালা—বসুমতী।
৮০। স্তবকবচমালা, ঐ।
৮১। কাদম্বরী—বাণভট্ট রচিত—জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, ১৮০৯।
৮২। কালবিবেক—জীমূতবাহন—প্রমথনাথ তর্কভূষণ সম্পাদিত।
৮৩। পঞ্চবিংশতি গীতা—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত—বসুমতী।
৮৪। ভগবদ্গীতা।
৮৫। রামচরিতম্—সন্ধ্যাকর নন্দী—ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত, জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, ১৩৫৩।
৮৬। কুমারসম্ভবম্—কালিদাস—বরদাপ্রসাদ মজুমদার সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯২৬।
৮৭। মেঘদূতম্—ঐ—হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত, ২য় সং ১৮৬১ হেমচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ প্রকাশিত।
৮৮। দুর্গোৎসব বিবেক—শূলপাণি।
৮৯। বৈকৃতিক রহস্য—সুবোধ মজুমদার সম্পাদিত।
৯০। সাংখ্যকারিকা—বিহারীলাল সরকার সম্পাদিত, তারক ভবন, পি, ৩৭৭ মনোহর পুকুর রোড থেকে প্রকাশিত।
৯১। শুক্রনীতিসারঃ।
৯২। শব্দকল্পদ্রুমঃ—রাজা রাধাকান্ত দেব—বরদাকান্ত মিত্র প্রভৃতির দ্বারা পুনঃ প্রকাশিত ১৯৩১ সংবৎ।

৯৩। অমরকোষ অভিধানম্—কানাইলাল শীল প্রকাশিত।
৯৪। শ্রীশ্রীচণ্ডী—শ্যামাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত, কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত, ১৩৫২।
৯৫। গৌড়বহো—বাকপতিরাজ।
৯৬। হিন্দুসর্বস্ব।
৯৭। ক্রিয়াকাণ্ডবারিধিঃ।
৯৮। কাব্যাদর্শ—দণ্ডী রচিত, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ সম্পাদিত।
৯৯। কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতি—নৃসিংহ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারি, কলিকাতা।
১০০। নিস্পন্ন যোগাবলী—অভয়াকর গুপ্ত—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত।
১০১। রামচরিতম্—অভিনন্দ।

বাঙ্গালা গ্রন্থ

১০২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, ৪র্থ সং, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৬৩।
১০৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ঐ ২য় সং, ১৯৬৫।
১০৪। বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ২য় সং, ১৩৫৭, কলিকাতা বুক হাউস্।
১০৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, ৮ম সং, ১৩৫৬, দাশগুপ্ত এণ্ড কোং।
১০৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—১ম খণ্ড, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩য় সং, ১৯৭০, মডার্ন বুক্ এজেন্সী।
১০৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—৩য় খণ্ড, ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১ম সং, ১৯৬৩, মডার্ণ বুক্ এজেন্সী।
১০৮। সাহিত্য সংস্কৃতির তীর্থ সংগমে—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১ম সং ১৩৬৯, মডার্ণ বুক্ এজেন্সী।
১০৯। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ, ১ম, সং, ১৯৫৭, পুস্তক প্রকাশক।
১১০। বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব, ১ম সং, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৫৯, বুক এম্পোরিয়ম্।
১১১। বঙ্গে মোহেন-জো-দারো সভ্যতার বিস্তার—স্বামী শংকরানন্দ।
১১২। ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৮৯৫ ও ১২৯৩।

১১৩। বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সং, ১৩৬১।
১১৪। পৌরাণিক উপাখ্যান—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্, সি, সরকার, ১৩৬১।
১১৫। পূজাপার্বণ—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বিশ্বভারতী, ১৩৫৮।
১১৬। পঞ্চোপাসনা—ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম সং, ১৯৬০, ফার্মা কে. এল্. এম্.।
১১৭। বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ২য় সং, ১৩৫৬, জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড্ পাবলিশার্স।
১১৮। রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্ম ঠাকুর—ডঃ অমলেন্দু মিত্র, ১ম সং, ১৯৭২, ফার্মা. কে. এল্. এম্।
১১৯। বাংলা কাব্যে শিব—ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য, ১ম সং, ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েটেড্ পাব্লিশিং কোং।
১২০। বাঙ্গালীর পূজাপার্বণ—অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, ক. বি. ১৩৫৬।
১২১। ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য—ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত, ১ম সং, ১৩৬৭, সাহিত্য সংসদ।
১২২। বাংলার ব্রত—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ববিদ্যা সিরিজ, বিশ্বভারতী, ১৩৫৪।
১২৩। লক্ষ্মী ও গণেশ—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পুরোগামী প্রকাশন, ১৯৬৩।
১২৪। সরস্বতী—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট্।
১২৫। হিন্দুদের দেবদেবী—ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ২য় সং ১৯৮২ ১ম পর্ব, ফার্মা কে. এল্. এম্. প্রাঃ লিঃ।
১২৬। হিন্দুদের দেবদেবী—২য় পর্ব, ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ২য় সং ১৯৮২, ফার্মা কে এল্ এম্ প্রাঃ লিঃ।
১২৭। ধর্মপূজাবিধান—রামাই পণ্ডিত, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩২৩।
১২৮। বৌদ্ধদের দেবদেবী—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী, ১৩৬২।
১২৯। বাংলার লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু. ১ম সং, ১৯৬৬। আনন্দ পাবলিশার্স।
১৩০। পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ১ম খণ্ড, সম্পাদক অশোক মিত্র, ভারত সরকার প্রকাশিত।
১৩১। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা ২য় খণ্ড, ঐ ঐ
১৩২। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা ৩য় খণ্ড, ঐ ঐ
১৩৩। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা ৪র্থ খণ্ড, ঐ ঐ
১৩৪। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী—ডঃ সুকুমার সেন, বিশ্ববিদ্যাসিরিজ, বিশ্বভারতী, ১৩৫৩।

১৩৫। যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়—ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ১ম সং, চলন্তিকা ১৯৬৭।
১৩৬। জাতক—১ম খণ্ড, অনুবাদক ঈশানচন্দ্র ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৪।
১৩৭। বর্ধমান পরিচিতি—অনুকূল চন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী, ১ম সং, ১৯৭৩, বুক সিণ্ডিকেট প্রাঃ লিঃ
১৩৮। শ্রীক্ষেত্র, সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, ৩য় সং, ১৯৫১, গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার।
১৩৯। নদীয়ার মহাজীবন—ডাঃ কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
১৪০। পৌরাণিক অভিধান—সুধীর সরকার, ১ম সং, ১৩৬৫, এম্. সি. সরকার।
১৪১। সরল বাংলা অভিধান—সুবল চন্দ্র মিত্র ৮ম সং ১৯১১, নিউ বেঙ্গল প্রেস।
১৪২। সরল প্রকৃতিবাদ অভিধান—রামকমল বিদ্যালংকার ১৯১১, দি ব্যানার্জি কোং।
১৪৩। বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ—প্রবন্ধ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি।
১৪৪। নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, হিতবাদী সং।
১৪৫। রবীন্দ্র রচনাবলী—৪র্থ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সং, প. বঙ্গ সরকার।
১৪৬। বিভূতি রচনাবলী—১ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ।
১৪৭। অন্নদামঙ্গল কাব্য—ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বসুমতী।
১৪৮। দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ।
১৪৯। চর্যাপদ—মণীন্দ্র মোহন বসু সম্পাদিত, কমলা বুক ডিপো।
১৫০। পদ্মাপুরাণ—বিজয়গুপ্ত, জয়ন্ত দাশগুপ্ত সম্পাদিত, ১৯৬২, ক. বি.।
১৫১। পদ্মাপুরাণ—নারায়ণ দেব, তমোনাশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত, ২য় সং, ১৯৪৭, ক. বি.।
১৫২। মনসা বিজয়—বিপ্রদাস পিপ্পলাই, ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত, ১৯৫৩, এসিয়াটিক সোসাইটি।
১৫৩। কবিকঙ্কণ চণ্ডী—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, অবিনাশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩৪৪, পূর্ণচন্দ্র শীল প্রকাশিত।
১৫৪। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য—ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত, ১৩৮২, সাহিত্য একাডেমি।
১৫৫। মঙ্গলচণ্ডীর গীত—দ্বিজমাধব, সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ২য় সং, ক. বি.।
১৫৬। মনসার ভাসান—ক্ষমানন্দ কেতকাদাস, বিহরী লাল সরকার প্রকাশিত, ১২৯২।

১৫৭। রূপরামের ধর্মমঙ্গল ১ম, ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, ১ম সং ১৩৫১, বর্ধমান সাহিত্য সভা।

১৫৮। অভয়া মঙ্গল—দ্বিজ রামদেব, ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদিত, ১৯৫৭, ক. বি.।

১৫৯। দুর্গামঙ্গল—কবিচন্দ্র বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৬০। শ্রীধর্মমঙ্গল—ঘনরাম চক্রবর্তী, পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, ১৯৬২ ক. বি.।

১৬১। শিব সংকীর্তনের পালা শিবায়ন—রামেশ্বর ভট্টাচার্য, যোগিলাল হালদার সম্পাদিত, ক. বি., ১৯৫৭।

১৬২। বাশুলী মঙ্গল—কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র, সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত—১ম সং, ১৩৬৪, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

১৬৩। রায় মঙ্গল কাব্য—কৃষ্ণরাম দাস।

১৬৪। রায় মঙ্গল কাব্য—হরিদেব।

১৬৫। চৈতন্য ভাগবত—বৃন্দাবন দাস, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৫৬, অমৃতবাজার পত্রিকা হাউস, বাগবাজার।

১৬৬। শূণ্যপুরাণ—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

১৬৭। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—বড়ু চণ্ডীদাস—বসন্ত রঞ্জন রায় সম্পাদিত ২য় সং, ১৩৪২, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

১৬৮। ত্রিনাথের পাঁচালী—পণ্ডিত রামরতন সাংখ্যতীর্থ, ১৩৬৪, দেব লাইব্রেরী।

১৬৯। কৃত্তিবাসী রামায়ণ—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১ম সং, ১৩৬৪, শিশুসাহিত্য সংসদ।

১৭০। মৈমনসিংহ গীতিকা—দীনেশ চন্দ্র সেন সংকলিত, ১৯৫২, ক. বি.।

১৭১। মেঘনাদ বধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভোলানাথ ঘোষ সম্পাদিত

১৭২। শ্রীশ্রীসন্তোষী মাতার ব্রতকথা—ভোলানাথ চক্রবর্তী।

১৭৩। সোনার তরী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী।

১৭৪। কাব্য সঞ্চয়ন—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ৭ম সং, ১৩৫৩, এম্. সি. সরকার।

১৭৫। সারদামঙ্গল—বিহারীলাল চক্রবর্তী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩৫৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

১৭৬। মহিলা কাব্য—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ১৩৫৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

১৭৭। কাব্য মালঞ্চ—যতীন্দ্রমোহন বাগচী, মিত্র ও ঘোষ।

১৭৮। আহরণ—কালিদাস রায়, মিত্র ও ঘোষ।

১৭৯। অনুপূর্বা—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ।

১৮০। দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—স্বামী নির্মলানন্দ—৩য় সং, ১৩৯০, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ।

১৮১। শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ—ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার—১৯৮২, সাহিত্যলোক, কলিকাতা।

পত্রপত্রিকা

১৮২। প্রবাসী—ফাল্গুন, ১৩২২
১৮৩। প্রবাসী—আশ্বিন, ১৩২৯।
১৮৪। প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩২৯।
১৮৫। প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩৩৩।
১৮৬। প্রবাসী—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪।
১৮৭। নারায়ণ—মাঘ, ১৩২২।
১৮৮। দেশ—১৯ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১,।
১৮৯। দৈনিক বসুমতী—২৪ শে আষাঢ়, ১৩২৫।
১৯০। শারদীয় বর্ধমান—১৩৮৪।
১৯১। যোগাত্মা বাণীপীঠ পত্রিকা—৭ম সংখ্যা।
১৯২। ঐ ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।
১৯৩। ঐ ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।
১৯৪। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩০৪
১৯৫। —১৩০৫।

ইংরাজী গ্রন্থ

১৯৬। Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India—Nandalal Dey, Luzac & Co., London.
১৯৭। Classical Dictionary of Hindu Mythology. Religion. Geogrphy, History and Literature—John Dowson.
১৯৮। Age of Imperial Kanauj—History and Culture of Indian People, vol. IV, 1st. Edn., 1955 —Bharatiya Vidya Rhawan.
১৯৯। Age of Imperial Unity " " " vol. II, 2nd Edn., 1953.

২০০। Ancient and Hindu Mythology—Lieutenant Colonel Vans Kennedy.
২০১। Iconography of the Hindus, Buddhists, and Jainas S. R. Gupte.
২০২। Gods of Northern Buddhism—Alice Getty.
২০৩। Japanese Mythology—Juliet Piggot, Paul Hamlyn, London-New York.
২০৪। Chinese Mythology—Antony Christie, Paul Hamlyn, London-New York.
২০৫। Near Eastern Mythology—John Gray, Paul Hamlyn. London-New York.
২০৬। Greek Myths—Vols. I & II, Robert Graves 1960-67 Penguin.
২০৭। Golden Bough—J, G. Frazer—Abridged Edition, 1963, MacMillan & Co., London,
২০৮। The Indo-Aryan Races—Rama Prasad Chanda, 1976.
২০৯। Indian Mother Goddess—N. N. Bhattacharya.
২১০। Pauranic and Tantric Religion—Dr. J. N. Banerjea, 1st. Edn., 1966—C, U.
২১১। The Periplus of the Erythraean—Schoff.
২১২। Mother Goddess—S. K. Dikshit.
২১৩। Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. I—Hogarth.
২১৪। Priests and Kings—Harold Peake and Herbert John Fleure.
২১৫। Hindu Polytheism—Alain Danielou.
২১৬। F. K. Gode Commemoration Volume 32.
২১৭। Tibetan Religious Art, New York—A. K. Gordon.
২১৮। Indian Mythology—Veronica Ions, Paul Hamlyn, London, New York
২১৯। Hinduism and Buddhism, Vol. II—Charles Eliot.
২২০। Decipherment of Inscriptions on Phaistos Disc. of Crete—Swami Sankarnanda, 1st. Edn. 1968, Abhedananda Academy.
২২১। Greek Mythology—John Pinsent, Paul Hamlyn, London, New-York.
২২২। Romon Mythology—Stewart Ferowne "

২২৩ । Celtic Mythology—Proinsius Cana ”
২২৪ । Egyptian Mythology—Veronica Ions ”
২২৫ । Scandanevian Mythology—H. R. Ellis Davidson ”
২২৬ । Persian Mythology—John Rhinnels ”
২২৭ । Development of Hindu Iconography—J. N, Banerjee, 1941, C. U.
২২৮ । Foreigners in Ancient India and Lakshmi and Sarasvati in Art and Literature—D. C. Sircar, 1st. Edn., 1970, C. U.
২২৯ । The Sakti Cult and Tara—Ed. D. C. Sircar, 1st. Edn., 1967—C. U.
২৩০ । Mexican and Central American Mythology—Irene Nicholson, Paul Hamlyn, London, New York.
২৩১ । Classical Age—History & Culture of Indian people, Vol. III, 1st Edn., 1954, Bharatiya Vidya Bhawan,
২৩২ । The History of Bengal, Vol. 1, Ed. R. C. Mazumdar, D. U.
২৩৩ । Discovery of living Buddhism in Bengal—MM. H. P. Sastri.
২৩৪ । Tribes and Castes of C. P., Vol. I—Rusel and Heralal.
২৩৫ । Political History of Ancient India —H. C. Raychaudhuri, 5th Edn., 1950, C. U.
২৩৬ । Rigvedic India—Dr. A. C. Das—Vol. I, 1921, C. U.
২৩৭ । Inscriptions of Bengal. Vol. III—Ed. N, G. Mazumdar, Varendra Rescarch Society, 1929.
২৩৮ । Select Inscriptions—Ed, D. C. Sircar, 1942, C. U.
২৩৯ । Sources of Indian History : Coins—E. J. Rapson.
২৪০ । A Study of Ancient Indian Numismatics—S. K. Chakravarti 1931, Published by the author.
২৪১ । The Gupta [illegible] in Bayana Hoard—A. S. Altekar, 1954, The Numismatic Society, Bombay.
২৪২ । Catalogue of the Coins of the Gupta Dynasty and Sasanka, king of Gauda Allan, British Museum 1914.
২৪৩ । Epigraphia Indica—Vol. II.

২৪৪। Epigraphia Indica—Vol. VI.
২৪৫। " Vol. XXXV.
২৪৬। " Vol. XVIII.
২৪৭। " Vol. XXVI.
২৪৮। Archeological Survey Report—Vol. IX.
২৪৯। Indian Antiquary—Vol. XII.
২৫০। Journal of Oriental Institure, Vol. XIV, 1965.
২৫১। Allhabad Hindustan Review, 1925.
২৫২। Journal of the Royal, Asiatic Society, Bengal, 1950.
২৫৩। Memoirs of Archeological Survey of India, No. 44.
২৫৪। The Great goddesses in Indic Tradition Dr. Sukumar sen, Papyrus, Calcutta, 1983
২৫৫। Epic Mythology—E. W. Hopkins—Motilal Banarasidas, Delhi-Beneras—1974
২৫৬। On Yuan Chowanga's travel in India—Watters, Vol. I p.p. 221-22.
২৫৭। Cultural of Heritage of India vol.
২৫৮। Tantras : Their Philosophy and occult secrets—
২৫৯। Early Indus civilization E. Makay
২৬০। Cultural Heritage of India—Vol. IV



চিত্র : ১

বৈদিক দিব্য ও মর্ত সরস্বতী : সূর্য জ্যোতি, যজ্ঞাগ্নি ও নদী সরস্বতী



চিত্র : ২

পৌরাণিক সরস্বতী



চিত্র : ৩

আধুনিক সরস্বতী



চিত্র ঃ ৪
জাপানী বেনতেন/সরস্বতী



চিত্র ঃ ৫
গ্রীক দেবী এথেনী



চিত্র ঃ ৬
রোমীয় দেবী মিনার্ভা



চিত্র ঃ ৭
লক্ষ্মী



চিত্র ঃ ৮

গজলক্ষ্মী



চিত্র ঃ ৯

গুপ্ত মুদ্রায় লক্ষ্মী



ছবি : ৫০



ছবি : ৫৫



চিত্র : ১৩

মনসা



চিত্র : ১২

গঙ্গা



চিত্র : ১৪

শীতলা



চিত্র ঃ ১৫

দেবতেজ ঃ সম্ভূতা চণ্ডী



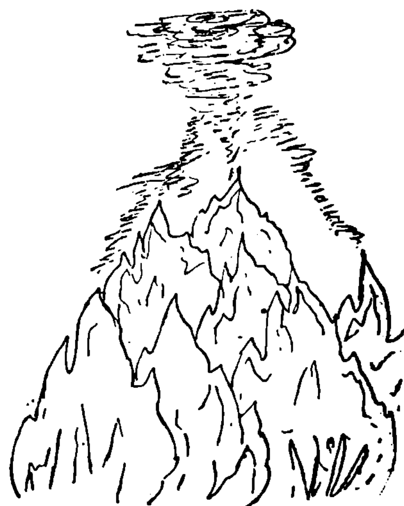
চিত্র ঃ ১৬

মহিষাসুরমর্দিনী/চণ্ডী/দুর্গা



চিত্র ঃ ১৭

চামুণ্ডা ঃ নির্মাংসা কোটরাক্ষী



চিত্র ঃ ১৮

অগ্নিজিহ্বা কালী



চিত্র : ১৯
কালী



চিত্র : ২০
তারা



চিত্র : ২১
নবদ্বীপের শবশিবা



চিত্র : ২২
ভুবনেশ্বরী



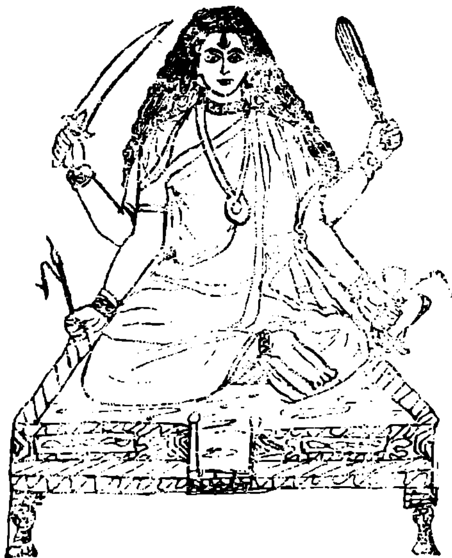
চিত্র : ২৩
ষোড়শী—রাজরাজেশ্বরী



চিত্র : ২৪
বগলা



চিত্র : ২৫
ধূমাবতী



চিত্র : ২৬
মাতঙ্গী



চিত্র : ২৭
ছিন্নমস্তা



চিত্র ঃ ২৮

গোধাবাহনা মঙ্গলচন্ডী



চিত্র ঃ ২৯

জগদ্ধাত্রী



চিত্র ঃ ৩০

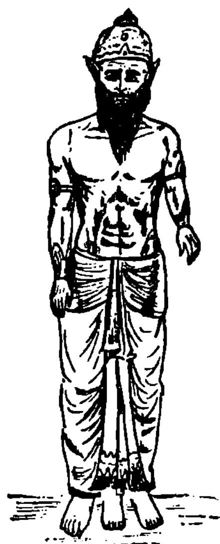
অন্নপূর্ণা



চিত্র : ৩১
কমলেকামিনী



চিত্র : ৩২
রাজবল্লভী

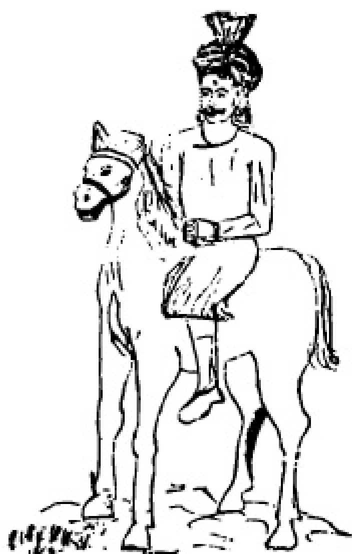


চিত্র : ৩৩
কুবের



চিত্র : ৩৪

ধর্মরাজের শিলা প্রতীক



চিত্র : ৩৫

ধর্মরাজ